BHAGWAT MAHAPURAN

PART-2

(BENGOLI)

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

অধ্যায়	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা

দশম স্কন্ধ (উত্তরার্ধঃ)

একাদশ স্কন্ধ

—o—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

নবমঃ স্কন্ধঃ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

বৈবস্বত মুনির পুত্র রাজা সুদ্যুম্নের কথা

রাজোবাচ

মন্বন্তরাণি সর্বাণি ত্বয়োক্তানি শ্রুতানি মে।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য হরেস্তত্র কৃতানি চ॥ ১

যোঽসৌ সত্যব্রতো নাম রাজর্ষির্দ্রবিড়েশ্বরঃ।
জ্ঞানং যোঽতীতকল্পান্তে লেভে পুরুষসেবয়া॥ ২

স বৈ বিবস্বতঃ পুত্রো মনুরাসীদিতি শ্রুতম্।
ত্বত্তস্তস্য সুতাশ্চোক্তা ইক্ষ্বাকুপ্রমুখা নৃপাঃ॥ ৩

তেষাং বংশং পৃথগ্ ব্রহ্মন্ বংশ্যানুচরিতানি[১] চ।
কীর্তয়স্ব মহাভাগ নিত্যং শুশ্রূষতাং হি নঃ॥ ৪

যে ভূতা যে ভবিষ্যাশ্চ ভবন্ত্যদ্যতনাশ্চ যে।
তেষাং নঃ পুণ্যকীর্তীনাং সর্বেষাং বদ[২] বিক্রমান্॥ ৫

সূত উবাচ

এবং পরীক্ষিতা রাজ্ঞা সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবাঞ্ছুকঃ পরমধর্মবিৎ॥ ৬

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! আপনি সব মন্বন্তরের এবং সেই সব মন্বন্তরে অনন্তবীর্য ভগবান শ্রীহরির ঐশ্বর্যপূর্ণ লীলাসকল বর্ণনা করলেন, আমি সে সবই শ্রবণ করলাম ॥ ১ ॥ দ্রাবিড়দেশের অধিপতি রাজর্ষি সত্যব্রত পূর্বকল্পের শেষভাগে পরমপুরুষ ভগবানের সেবাদ্বারা জ্ঞানলাভ করেন এবং তিনিই এই কল্পে বিবস্বানের পুত্র মনু অর্থাৎ বৈবস্বত মনু হয়েছেন একথা আপনার কাছে জানলাম। ইক্ষ্বাকু প্রমুখ রাজগণ ওই বৈবস্বত মনুর পুত্র তাও আপনি বলেছেন॥ ২-৩ ॥ হে ব্রহ্মন্! আপনি এখন কৃপা করে সেই সব রাজাদের পৃথক পৃথক বংশ ও বংশানুচরিত বিস্তারিতভাবে কীর্তন করুন। হে মহাভাগ! সেই সব কাহিনী শ্রবণ করতে আমি নিত্য অভিলাষী ॥ ৪ ॥ এই বৈবস্বত মনুর বংশে যাঁরা পূর্বে আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হবেন এবং যাঁরা বর্তমানে অবস্থান করছেন—সেই সব পুণ্যকীর্তি মহাত্মাদের পরাক্রম আমার কাছে বর্ণনা করতে আজ্ঞা হোক॥ ৫ ॥

সূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! ব্রহ্মবাদী

[১]প্রা.পা.—বংশ্যাদিচরি.। [২]প্রা.পা.—ত্বমনুক্রমাৎ।

শ্রীশুক উবাচ

শ্রূয়তাং মানবো বংশঃ প্রাচুর্যেণ পরন্তপ।
ন শক্যতে বিস্তরতো বক্তুং বর্ষশতৈরপি॥ ৭

পরাবরেষাং ভূতানামাত্মা[1] যঃ পুরুষঃ পরঃ।
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন॥ ৮

তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোশো হিরণ্ময়ঃ।
তস্মিঞ্জজ্ঞে মহারাজ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ॥ ৯

মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ।
দাক্ষায়ণ্যাং ততোঽদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সুতঃ॥ ১০

ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত।
শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্ স আত্মবান্॥ ১১

ইক্ষ্বাকুনৃগশর্যাতিদিষ্টধৃষ্টকরূষকান্ ।
নরিষ্যন্তং পৃষধ্রং[2] চ নভগং চ কবিং বিভুঃ॥ ১২

অপ্রজস্য মনোঃ পূর্বং বসিষ্ঠো ভগবান্ কিল।
মিত্রাবরুণয়োরিষ্টিং প্রজার্থমকরোৎ প্রভুঃ॥ ১৩

তত্র শ্রদ্ধা মনোঃ পত্নী হোতারং সমযাচত।
দুহিত্রর্থমুপাগম্য প্রণিপত্য পয়োব্রতা॥ ১৪

প্রেষিতোঽধ্বর্যুণা হোতা ধ্যায়ংস্তৎ সুসমাহিতঃ।
হবিষি[3] ব্যচরৎ তেন বষট্কারং গৃণন্দ্বিজঃ॥ ১৫

হোতুস্তদ্ব্যভিচারেণ কন্যেলা নাম সাভবৎ।
তাং বিলোক্য মনুঃ প্রাহ নাতিহৃষ্টমনা গুরুম্॥ ১৬

ঋষিগণের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন এই প্রশ্ন রাখলেন, তখন পরমধর্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ শুকদেব বলতে আরম্ভ করলেন॥ ৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! মনুর বংশ-বিবরণ সংক্ষেপে বলছি, শ্রবণ করো। কারণ বহু শত বৎসরেও বিস্তারিতভাবে এই বংশবিবরণ বলা যাবে না॥ ৭ ॥ যে পরমপুরুষ শ্রীহরি উত্তম অধম সকল প্রাণীর আত্মা, মহাপ্রলয়ের সময় কেবল তিনিই ছিলেন, এই বিশ্ব কিংবা তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না॥ ৮ ॥ হে মহারাজ ! সৃষ্টিকালে তাঁর নাভি থেকে এক হিরণ্ময় কমলকোষ সমুৎপন্ন হয়। চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেই পদ্ম থেকে উৎপন্ন হন ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি জন্মগ্রহণ করলেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপের ঔরসে তাঁর ধর্ম-পত্নী দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে বিবস্বানের (সূর্যের) জন্ম হয়॥ ১০ ॥ বিবস্বানপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করেন। হে পরীক্ষিৎ ! পরম মনস্বী রাজা শ্রাদ্ধদেব তাঁর পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে দশটি পুত্রের জন্ম দেন। তাঁদের নাম—ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নভগ এবং কবি॥ ১১-১২ ॥

বৈবস্বত মনু প্রথমে নিঃসন্তান ছিলেন। পরে মহাশক্তিশালী ভগবান বশিষ্ঠ মনুর পুত্রোৎপত্তির জন্য মিত্রাবরুণের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন॥ ১৩ ॥ ওই সময়ে শ্রাদ্ধদেব মনুর পত্নী শ্রদ্ধা শুধুমাত্র দুধ পান করে জীবন-ধারণ করে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে হোতার কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'আমার যেন কন্যা সন্তান হয় সেইভাবে আহুতি প্রদান করুন।'॥ ১৪ ॥ অনন্তর অধ্বর্যু নামক ঋত্বিক সেই অনুযায়ী হোতাকে যজ্ঞ করতে আদেশ করলে সেই হোতৃব্রাহ্মণ হবি গ্রহণ করে সুসমাহিত চিত্তে মনুপত্নী শ্রদ্ধার প্রার্থিত বিষয়ই চিন্তা করতে করতে মুখে বষট্কার উচ্চারণ করে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করলেন॥ ১৫ ॥ হোতার এই বিপরীত আচরণে, অর্থাৎ মনুর সংকল্প ছিল পুত্রপ্রাপ্তির কিন্তু হোতৃব্রাহ্মণ শ্রদ্ধার প্রার্থনানুসারে কন্যাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আহুতি দিলেন, ফলে ইলা নামে এক কন্যার উৎপত্তি হল। সেই কন্যাকে দেখে শ্রাদ্ধদেব মনু প্রীত না হয়ে

[1]প্রা.পা.—মাত্মৈষ পু.। [2]প্রা.পা. —পৃথুং বস্থং নাভাগং। [3]প্রা.পা.—গৃহীতে হবিষি বাচং বষ.।

ভগবন্ কিমিদং জাতং কর্ম বো ব্রহ্মবাদিনাম্।
বিপর্যয়মহো কষ্টং মৈবং স্যাদ্ ব্রহ্মবিক্রিয়া।। ১৭

যূয়ং মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ।
কুতঃ সংকল্পবৈষম্যমনৃতং বিবুধেষ্বিব।। ১৮

তন্নিশম্য বচস্তস্য ভগবান্ প্রপিতামহঃ।
হোতুর্ব্যতিক্রমং জ্ঞাত্বা বভাষে রবিনন্দনম্।। ১৯

এতৎ সঙ্কল্পবৈষম্যং হোতুস্তে ব্যভিচারতঃ।
তথাপি সাধয়িষ্যে তে সুপ্রজাস্ত্বং স্বতেজসা।। ২০

এবং ব্যবসিতো রাজন্ ভগবান্ স মহাযশাঃ।
অস্তৌষীদাদিপুরুষমিলায়াঃ পুংস্ত্বকাম্যয়া।। ২১

তস্মৈ কামবরং[১] তুষ্টো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
দদাবিলাভবৎ তেন সুদ্যুম্নঃ পুরুষর্ষভঃ।। ২২

স একদা মহারাজ বিচরন্ মৃগয়াং বনে।
বৃতঃ কতিপয়ামাত্যৈরশ্বমারুহ্য[২] সৈন্ধবম্।। ২৩

প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং শরাংশ্চ পরমাদ্ভুতান্।
দংশিতোঽনুমৃগং বীরো জগাম দিশমুত্তরাম্।। ২৪

স কুমারো বনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ।
যত্রাস্তে ভগবাঞ্ছর্বো রমমাণঃ সহোময়া।। ২৫

তস্মিন্ প্রবিষ্ট এবাসৌ সুদ্যুম্নঃ পরবীরহা।
অপশ্যৎ স্ত্রিয়মাত্মানমশ্বং চ বড়বাং নৃপ।। ২৬

তথা তদনুগাঃ সর্বে আত্মলিঙ্গবিপর্যয়ম্।
দৃষ্ট্বা বিমনসোঽভূবন্ বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্।। ২৭

রাজোবাচ

কথমেবংগুণো দেশঃ কেন বা ভগবন্ কৃতঃ।
প্রশ্নমেনং সমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি নঃ।। ২৮

গুরুদেব বশিষ্ঠকে বললেন—।। ১৬ ।। ভগবন্ ! এ কী হল ? আপনারা ব্রহ্মবাদী, আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্মের বিপরীত ফল কেমন করে হল ? এ তো বড় দুঃখের ব্যাপার ! এইভাবে মন্ত্রের বিপরীত ফল হওয়া উচিত নয়।। ১৭ ।। আপনারা মন্ত্রজ্ঞ, তদুপরি জিতেন্দ্রিয়। তপস্যারূপ অগ্নিতে আপনাদের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেছে। দেবতাদের বাক্যের অন্যথা হওয়া যেমন অসম্ভব সেই রকম আপনাদের ক্রিয়ার বৈষম্যও অসম্ভব। তাহলে এই সংকল্পবৈষম্য কেমন করে সম্ভব হল ? ১৮ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! মনুর ওই কথা শুনে প্রপিতামহ ভগবান বশিষ্ঠ হোতার বিপরীত সংকল্পের কথা বুঝতে পেরে বৈবস্বত মনুকে বললেন—।। ১৯ ।। হে রাজন্ ! হোতার বিপরীত সংকল্পের ফলেই এই বৈষম্য ঘটেছে। যাই হোক, আমার নিজের তপস্যার প্রভাবে আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ পুত্র দেব।। ২০ ।। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মহাকীর্তিশালী ভগবান বশিষ্ঠ তখন কৃতনিশ্চয় হয়ে সেই ইলা নামের কন্যার পুরুষত্ব কামনা করে পুরুষোত্তম ভগবান নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন।। ২১ ।। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি সন্তুষ্ট হয়ে বশিষ্ঠকে তাঁর অভিলষিত বর প্রদান করলেন। তার ফলে সেই কন্যাই সুদ্যুম্ন নামে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষে রূপান্তরিত হল।। ২২ ।।

হে মহারাজ ! সেই সুদ্যুম্ন একদা সিন্ধুদেশোৎপন্ন ঘোড়ায় চড়ে কয়েকজন অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ার্থ বনে ভ্রমণ করছিলেন।। ২৩ ।। সেই বীরপুরুষ সুদ্যুম্ন বর্মাবৃত হয়ে মনোজ্ঞ ধনু ও অত্যাশ্চর্য শরসমূহ হাতে নিয়ে মৃগযূথের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে উত্তর দিকে বহুদূর চলে গেলেন।। ২৪ ।। অবশেষে তিনি মেরু পর্বতের পাদদেশে এক বনে গিয়ে হাজির হলেন। ভগবান শংকর পার্বতীর সাথে সেই বনে বিহার করছিলেন।। ২৫ ।। সেই বনে প্রবেশ করা মাত্রই বীরবর সুদ্যুম্ন দেখলেন যে তিনি নিজে স্ত্রীরূপে এবং তার ঘোড়াটি ঘোটকীতে পরিণত হয়েছে।। ২৬ ।। হে পরীক্ষিৎ ! সুদ্যুম্নর সাথে সাথে তাঁর অনুচরগণও অকস্মাৎ নিজ নিজ লিঙ্গবিপর্যয় দেখতে পেলেন। তারা একে অপরকে দেখতে দেখতে বিমনা হয়ে পড়লেন।। ২৭ ।।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মুনিবর !

[১] প্রা.পা.—কামা.।   [২] প্রা.পা.—রথ.।

শ্রীশুক উবাচ

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়স্তত্র সুব্রতাঃ।
দিশো বিতিমিরাভাসাঃ কুর্বন্তঃ সমুপাগমন্॥ ২৯

তান্ বিলোক্যাম্বিকাদেবী বিবাসা ব্রীড়িতা ভৃশম্।
ভর্তুরঙ্কাৎ সমুত্থায় নীবীমাশ্বথ পর্যধাৎ॥ ৩০

ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ।
নিবৃত্তাঃ প্রযযুস্তস্মান্নরনারায়ণাশ্রমম্॥ ৩১

তদিদং ভগবানাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া।
স্থানং যঃ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ ভবেদিতি॥ ৩২

তত ঊর্ধ্বং বনং তদ্ বৈ পুরুষা বর্জয়ন্তি হি।
সা চানুচরসংযুক্তা বিচচার বনাদ্ বনম্॥ ৩৩

অথ তামাশ্রমাভ্যাশে চরন্তীং প্রমদোত্তমাম্।
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং বীক্ষ্য চকমে ভগবান্ বুধঃ॥ ৩৪

সাপি তং চকমে সুভ্রূঃ সোমরাজসুতং পতিম্।
স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্॥ ৩৫

এবং স্ত্রীত্বমনুপ্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো মানবো নৃপঃ।
সস্মার স্বকুলাচার্যং বসিষ্ঠমিতি শুশ্রুম॥ ৩৬

স তস্য তাং দশাং দৃষ্ট্বা কৃপয়া ভৃশপীড়িতঃ।
সুদ্যুম্নস্যাশয়ন্ পুংস্ত্বমুপাধাবত শঙ্করম্॥ ৩৭

তুষ্টস্তস্মৈ স ভগবানৃষয়ে প্রিয়মাবহন্।
স্বাং চ বাচমৃতাং কুর্বন্নিদমাহ বিশাম্পতে॥ ৩৮

ওই জায়গাটিতে ওই রকম হওয়ার কারণ কী ? কোন্ ব্যক্তিই বা সেই জায়গাকে ওই রকম গুণযুক্ত করেছিল ? এই বিষয়ে আমার বড়ই কৌতূহল হচ্ছে, আপনি দয়া করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন॥ ২৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্ ! একদা ব্রতধারী ঋষিগণ ভগবান মহাদেবকে দর্শনের ইচ্ছায় স্বতেজের প্রভাবে দিকসকলের অন্ধকার দূর করে ওই বনে গিয়ে উপস্থিত হন॥ ২৯ ॥ সেই সময়ে অম্বিকাদেবী বিবস্ত্রা ছিলেন। সহসা ঋষিদের সেখানে উপস্থিত দেখে তিনি অত্যন্ত লজ্জিতা হলেন এবং ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বামীর কোল থেকে উঠে পড়ে বস্ত্র পরিধান করলেন॥ ৩০ ॥

ঋষিরাও দেখলেন যে ভগবান গৌরীশংকর তখন ক্রীড়াভিনিবেশে রত রয়েছেন সুতরাং তাঁরা সেখান থেকে প্রস্থান করে নরনারায়ণের আশ্রমে গেলেন॥ ৩১ ॥ সেই সময়ে ভগবান মহাদেব প্রিয়ার প্রীতিকামনায় অর্থাৎ পার্বতীদেবীর সন্তোষ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বললেন, এখন থেকে আমি ছাড়া অন্য যে কোনো পুরুষ এইখানে প্রবেশ করবে, প্রবেশমাত্রই সে স্ত্রীলোক হয়ে যাবে॥ ৩২ ॥ হে পরীক্ষিৎ সেই থেকে কোনো পুরুষ সেখানে প্রবেশ করে না। এদিকে রাজা সুদ্যুম্ন অনুচরদের সাথে স্ত্রী-রূপ প্রাপ্ত হয়ে বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ৩৩ ॥

সেই সময় শক্তিশালী বুধ দেখতে পেলেন যে স্ত্রীগণে পরিবৃতা এক সুন্দরী রমণী তাঁর আশ্রমের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর মনে কামনার উদ্রেক হল এবং তিনি সেই সুন্দরী রমণীকে পত্নীরূপে পাওয়ার অভিলাষ করলেন॥ ৩৪ ॥ সেই রমণীও চন্দ্রপুত্র বুধকে পতিত্বে বরণ করতে অভিলাষিণী হলেন। তখন বুধ তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তাঁর গর্ভে পুরূরবা নামে একটি পুত্র উৎপন্ন করলেন॥ ৩৫ ॥ মনুপুত্র রাজা সুদ্যুম্ন স্ত্রীশরীরে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। কথিত আছে যে ওই অবস্থায় তিনি তাঁর কুলাচার্য বশিষ্ঠদেবকে স্মরণ করেছিলেন॥ ৩৬ ॥

ভগবান বশিষ্ঠ সুদ্যুম্নের ওই অবস্থা দেখে অত্যন্ত কৃপান্বিত হয়ে, সুদ্যুম্নকে পুরুষত্ব প্রদানের কামনা করে ভগবান শংকরের আরাধনা করতে লাগলেন ॥ ৩৭ ॥ হে রাজন্ ! বশিষ্ঠের আরাধনায় ভগবান শংকর পরিতুষ্ট হয়ে, বশিষ্ঠের প্রীতি উৎপাদন করে নিজ বাক্যের সত্য

মাসং পুমান্ স ভবিতা মাসং[১] স্ত্রী তব গোত্রজঃ।
ইত্থং ব্যবস্থয়া কামং সুদ্যুম্নোঽবতু মেদিনীম্॥ ৩৯

আচার্যানুগ্রহাৎ কামং লব্ধ্বা পুংস্ত্বং ব্যবস্থয়া।
পালয়ামাস জগতীং নাভ্যনন্দন্ স্ম তং প্রজাঃ॥ ৪০

তস্যোৎকলো গয়ো রাজন্ বিমলশ্চ সুতাস্ত্রয়ঃ।
দক্ষিণাপথরাজানো বভূবুর্ধর্মবৎসলাঃ॥ ৪১

ততঃ পরিণতে কালে প্রতিষ্ঠানপতিঃ প্রভুঃ।
পুরূরবস উৎসৃজ্য গাং পুত্রায় গতো বনম্॥ ৪২

রক্ষার উদ্দেশ্যে এই কথা বললেন—॥ ৩৮ ॥

'হে বশিষ্ঠ ! তোমার গোত্রজ এই সুদ্যুম্ন একমাস পুরুষ হবে ও একমাস স্ত্রী হয়ে থাকবে। এইপ্রকার ব্যবস্থানুসারে সে ইচ্ছানুরূপ পৃথিবী পালন করুক'॥ ৩৯ ॥ এইভাবে বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ওইরূপ ব্যবস্থা অনুসারে রাজা সুদ্যুম্ন অভিলষিত পুরুষত্ব লাভ করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন। কিন্তু যখনই তিনি নারী হতেন সেইমাসে লজ্জাবশত তিনি গোপনে থাকতে বাধ্য হতেন। প্রজাবৃন্দ এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হল না॥ ৪০ ॥ তাঁর তিন পুত্র হয়—উৎকল, গয় ও বিমল। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! তাঁরা দাক্ষিণাত্যের দেশসমূহের রাজা হলেন॥ ৪১ ॥ অনন্তর বহুকাল বাদে বার্ধক্য উপস্থিত হলে প্রতিষ্ঠান দেশের অধিপতি সুদ্যুম্ন নিজ পুত্র পুরূরবাকে রাজত্ব দান করে তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান করলেন॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে ইলোপাখ্যানে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে ইলোপাখ্যান নামক প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ
দ্বিতীয় অধ্যায়
পৃষধ্র প্রভৃতি মনুর পাঁচ পুত্রের বংশ বিবরণ

শ্রীশুক উবাচ

এবং গতেঽথ সুদ্যুম্নে মনুর্বৈবস্বতঃ সুতে।
পুত্রকামস্তপস্তেপে যমুনায়াং শতং সমাঃ॥ ১

ততোঽযজন্মনুর্দেবমপত্যার্থং হরিং প্রভুম্।
ইক্ষ্বাকুপূর্বজান্ পুত্রাঁল্লেভে স্বসদৃশান্ দশ॥ ২

পৃষধ্রস্তু মনোঃ পুত্রো গোপালো গুরুণা কৃতঃ।
পালয়ামাস গা যত্তো রাত্র্যাং বীরাসনব্রতঃ॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে সুদ্যুম্ন যখন তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন তখন বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় যমুনাতীরে বসে শতবৎসরব্যাপী তপস্যা করলেন॥ ১ ॥ তারপরে তিনি অপত্যলাভের জন্য সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করলেন ; তার ফলে তাঁর আত্মতুল্য দশটি পুত্র লাভ হয়। দশজনের মধ্যে ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ॥ ২ ॥

সেই দশজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল পৃষধ্র। গুরুদেব বশিষ্ঠ তাঁকে গোপালনে নিযুক্ত করেছিলেন,

[১]প্রা.পা.—স্ত্রী মাসং।

একদা প্রাবিশদ্ গোষ্ঠং শার্দূলো নিশি বর্ষতি।
শয়ানা গাব উত্থায় ভীতাস্তা বভ্রমুর্ব্রজে॥ ৪

একাং জগ্রাহ বলবান্ সা চুক্রোশ ভয়াতুরা।
তস্যাস্তৎ ক্রন্দিতং শ্রুত্বা পৃষধ্রোঽভিসসার হ॥ ৫

খড়্গমাদায় তরসা প্রলীনোডুগণে নিশি।
অজানন্নচ্ছিনোদ্ বভ্রোঃ শিরঃ শার্দূলশঙ্কয়া॥ ৬

ব্যাঘ্রোঽপি বৃক্ণশ্রবণো নিস্ত্রিংশাগ্রাহতস্ততঃ[১]।
নিশ্চক্রাম ভৃশং ভীতো রক্তং পথি সমুৎসৃজন্॥ ৭

মন্যমানো হতং ব্যাঘ্রং পৃষধ্রঃ পরবীরহা।
অদ্রাক্ষীৎ স্বহতাং বভ্রুং ব্যুষ্টায়াং নিশি দুঃখিতঃ॥ ৮

তং শশাপ কুলাচার্যঃ কৃতাগসমকামতঃ।
ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রস্ত্বং কর্মণা ভবিতামুনা॥ ৯

এবং শপ্তস্তু গুরুণা প্রত্যগৃহ্ণাৎ কৃতাঞ্জলিঃ।
অধারয়দ্ ব্রতং বীর ঊর্ধ্বরেতা মুনিপ্রিয়ম্॥ ১০

বাসুদেবে ভগবতি সর্বাত্মনি পরেঽমলে।
একান্তিত্বং গতো ভক্ত্যা সর্বভূতসুহৃৎ সমঃ॥ ১১

বিমুক্তসঙ্গঃ শান্তাত্মা সংযতাক্ষোঽপরিগ্রহঃ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন কল্পয়ন্ বৃত্তিমাত্মনঃ॥ ১২

আত্মন্যাত্মানমাধায় জ্ঞানতৃপ্তঃ[২] সমাহিতঃ।
বিচচার মহীমেতাং জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ॥ ১৩

এবংবৃত্তো বনং গত্বা দৃষ্ট্বা দাবাগ্নিমুত্থিতম্।
তেনোপযুক্তকরণো ব্রহ্ম প্রাপ পরং মুনিঃ॥ ১৪

তাই তিনি রাত্রিতে খড়্গহাতে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে থেকে (বীরাসন ব্রত ধারণ করে) গো সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন॥ ৩ ॥ একদিন রাত্রিকালে বৃষ্টি হচ্ছিল, তার মধ্যে একটি বাঘ গোষ্ঠে ঢুকে পড়ল। শুয়ে থাকা গো-সকল ভয়ে লাফিয়ে উঠে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগল॥ ৪ ॥ মহাবলশালী বাঘটি একটি গাভীকে আক্রমণ করলে গাভীটি ভয়াতুরা হয়ে কাতর আর্তনাদ করতে থাকে। সেই আর্তনাদ শুনে পৃষধ্র গাভীটির কাছে দৌড়ে এলেন॥ ৫ ॥ একে তো রাত্রিকাল, তার ওপর দুর্যোগের ঘনঘটা, আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। অন্ধকারে ঠিকমতো বুঝতে না পেরে পৃষধ্র খড়্গাঘাতে ব্যাঘ্রভ্রমে গাভীটিরই মস্তক ছেদন করে ফেললেন॥ ৬ ॥ খড়্গের মাথার আঘাতে বাঘটিরও কান কেটে যায়। রক্তক্ষরণ হতে হতে বাঘটা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল॥ ৭ ॥ শত্রুনাশন পৃষধ্র ভেবেছিলেন যে বাঘটিই নিহত হয়েছে। কিন্তু রাত পোহালে তিনি দেখলেন যে বাঘের বদলে গাভীটিই নিহত হয়েছে। ফলে তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হলেন॥ ৮ ॥ যদিও রাজকুমার পৃষধ্রের এই অপরাধ অজ্ঞানকৃত, তবুও কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ তাকে অভিসম্পাত করলেন যে 'এই গর্হিত কার্যের ফলে তুই নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ও হতে পারবি না, শূদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবি'॥ ৯ ॥ গুরুকর্তৃক এইভাবে অভিশপ্ত হলেও পৃষধ্র করজোড়ে সেই অভিশাপ স্বীকার করলেন এবং তারপর চিরদিনের মতো মুনিজনপ্রিয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করলেন॥ ১০ ॥ তিনি সর্বভূতের সুহৃৎ এবং সমদর্শী হয়ে ভক্তির দ্বারা সর্বাত্মা নির্মল পরমপুরুষ ভগবান বাসুদেবের একনিষ্ঠ ভক্তি লাভ করলেন॥ ১১ ॥ তিনি সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হলেন এবং প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, পরিগ্রহশূন্য হয়ে যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তু দ্বারাই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন॥ ১২ ॥ তদনন্তর ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হয়ে পৃষধ্র জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সমাহিত করে কখনো কখনো জড়, অন্ধ ও বধিরের মতো পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ১৩ ॥ এইরকম নিরাসক্তবৃত্তি ও মুনিভাবাপন্ন হয়ে থাকাকালে একদিন তিনি বনে গিয়ে দেখলেন যে বনে দাবানল জ্বলছে। পৃষধ্র সেই দাবাগ্নিতে নিজ ইন্দ্রিয়সমূহ আহুতি দিয়ে ভস্মীভূত করে পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হলেন॥ ১৪ ॥

[১]প্রা.পা.—শাগ্রহত.। [২]প্রা.পা.—জ্ঞানহৃষ্টঃ।

কবিঃ কনীয়ান্ বিষয়েষু নিঃস্পৃহো
বিসৃজ্য রাজ্যং সহ বন্ধুভির্বনম্।
নিবেশ্য চিত্তে পুরুষং স্বরোচিষং
বিবেশ কৈশোরবয়াঃ পরং গতঃ॥ ১৫

মনুর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কবি, তিনি কৈশোর বয়সেই বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করে বন্ধুবান্ধবদের সাথে বনে গমন করেন এবং হৃদয়স্থিত স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মায় চিত্ত নিবেশিত করে, তাঁর আরাধনায় পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ ১৫ ॥

করূষান্মানবাদাসন্ কারূষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রহ্মণ্যা ধর্মবৎসলাঃ॥ ১৬

মনুর পুত্র করূষের থেকে কারূষ নামক বিখ্যাত ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। তাঁরা অতিশয় ব্রাহ্মণ-ভক্ত, ধর্মপ্রেমী এবং উত্তরাপথ দেশের রক্ষক হয়েছিলেন॥ ১৬ ॥

ধৃষ্টাদ্ ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।
নৃগস্য বংশঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ॥ ১৭

ধৃষ্ট নামক মনুর পুত্র থেকে ধার্ষ্ট নামক ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়, তাঁরা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। নৃগ নামে মনুর পুত্র থেকে সুমতির জন্ম হয়, সুমতির পুত্র ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতির পুত্র হলেন বসু॥ ১৭ ॥

বসোঃ প্রতীকস্তৎপুত্র ওঘবানোঘবৎপিতা।
কন্যা চৌঘবতী নাম সুদর্শন উবাহ তাম্॥ ১৮

বসুর পুত্র প্রতীক, প্রতীকের পুত্র ওঘবান্। ওঘবানের পুত্রের নামও ওঘবান্ এবং কন্যার নাম ওঘবতী। ওঘবতীর বিবাহ হয় সুদর্শন রাজার সাথে॥ ১৮ ॥

চিত্রসেনো নরিষ্যন্তাদৃক্ষস্তস্য সুতোঽভবৎ।
তস্য মীঢ্বাংস্ততঃ কূর্চ ইন্দ্রসেনস্তু তৎসুতঃ॥ ১৯

মনুপুত্র নরিষ্যন্ত থেকে চিত্রসেন, চিত্রসেনের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র মীঢ়বান্, মীঢ়বানের পুত্র কূর্চ এবং কূর্চের পুত্র ইন্দ্রসেন॥ ১৯ ॥

বীতিহোত্রস্ত্বিন্দ্রসেনাৎ তস্য সত্যশ্রবা অভূৎ।
উরুশ্রবাঃ সুতস্তস্য দেবদত্তস্ততোঽভবৎ॥ ২০

ইন্দ্রসেনের পুত্র বীতিহোত্র, তার পুত্র সত্যশ্রবা, সত্যশ্রবার পুত্র উরুশ্রবা আর উরুশ্রবার পুত্র হলেন দেবদত্ত॥ ২০ ॥

ততোঽগ্নিবেশ্যো ভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ সুতঃ।
কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণো মহানৃষিঃ॥ ২১

দেবদত্তের পুত্রের নাম অগ্নিবেশ্য—যিনি স্বয়ং অগ্নিদেব ছিলেন। পরবর্তীকালে এই অগ্নিবেশ্যই কানীন্ ও জাতুকর্ণ নামে বিখ্যাত ঋষি হয়েছিলেন॥ ২১ ॥

ততো ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ।
নরিষ্যন্তান্বয়ঃ প্রোক্তো দিষ্টবংশমতঃ শৃণু॥ ২২

হে পরীক্ষিৎ ! এই অগ্নিবেশ্য থেকে 'আগ্নিবেশ্যায়ন' নামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগোত্র সমুৎপন্ন হয়েছে। এই পর্যন্ত আমি নরিষ্যন্তের বংশের বর্ণনা করলাম, এখন দিষ্টের বংশাবলি বলছি, শোনো॥ ২২ ॥

নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।
ভলন্দনঃ সুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ॥ ২৩

দিষ্টের পুত্রের নাম ছিল নাভাগ। পরে আমি যে নাভাগের কথা বলব, এই নাভাগ সেই নাভাগ নন। এই নাভাগ কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্মের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এঁর পুত্র ভলন্দন ; ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি॥ ২৩ ॥

বৎসপ্রীতেঃ সুতঃ প্রাংশুস্তৎসুতং প্রমতিং বিদুঃ।
খনিত্রঃ প্রমতেস্তস্মাচ্চাক্ষুষোঽথ বিবিংশতিঃ॥ ২৪

বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু আর প্রাংশুর পুত্র প্রমতি। প্রমতির পুত্র খনিত্র, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ, আর চাক্ষুষের পুত্র বিবিংশতি॥ ২৪ ॥

বিবিংশতিসুতো রম্ভঃ খনিনেত্রোঽস্য ধার্মিকঃ।
করন্ধমো মহারাজ তস্যাসীদাত্মজো নৃপ॥ ২৫

বিবিংশতির পুত্র রম্ভ, আর রম্ভের পুত্র খনিনেত্র—এঁরা দুজনেই পরম ধার্মিক ছিলেন। খনিনেত্রের পুত্র করন্ধম এবং করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিৎ। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত রাজচক্রবর্তী ছিলেন। মরুত্তকে দিয়ে অঙ্গিরাপুত্র মহাযোগী সম্বর্ত ঋষি যজ্ঞ

তস্যাবীক্ষিৎ সুতো যস্য মরুত্তশ্চক্রবর্ত্যভূৎ।
সংবর্তোঽযাজয়দ্ যং বৈ মহাযোগ্যঙ্গিরঃসুতঃ।। ২৬

মরুত্তস্য যথা যজ্ঞো ন তথান্যস্য কশ্চন।
সর্বং হিরণ্ময়ং ত্বাসীদ্ যৎ কিঞ্চিচ্চাস্য[১] শোভনম্।। ২৭

অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারো বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ।। ২৮

মরুত্তস্য দমঃ পুত্রস্তস্যাসীদ্ রাজ্যবর্ধনঃ[২]।
সুধৃতিস্তৎসুতো জজ্ঞে সৌধৃতেয়ো নরঃ সুতঃ।। ২৯

তৎসুতঃ কেবলস্তস্মাদ্ বন্ধুমান্ বেগবাংস্ততঃ।
বন্ধুস্তস্যাভবদ্ যস্য তৃণবিন্দুর্মহীপতিঃ।। ৩০

তং ভেজেঽলম্বুষা দেবী ভজনীয়গুণালয়ম্।
বরাপ্সরা যতঃ পুত্রাঃ কন্যা চেড়বিড়াভবৎ।। ৩১

তস্যামুৎপাদয়ামাস[৩] বিশ্রবা ধনদং সুতম্।
প্রাদায় বিদ্যাং পরমামৃষির্যোগেশ্বরঃ পিতুঃ।। ৩২

বিশালঃ শূন্যবন্ধুশ্চ ধূম্রকেতুশ্চ[৪] তৎসুতাঃ।
বিশালো বংশকৃদ্ রাজা বৈশালীং নির্মমে পুরীম্।। ৩৩

হেমচন্দ্রঃ সুতস্তস্য ধূম্রাক্ষস্তস্য চাত্মজঃ।
তৎপুত্রাৎ সংযমাদাসীৎ কৃশাশ্বঃ সহদেবজঃ।। ৩৪

কৃশাশ্বাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ যোঽশ্বমেধৈরিডস্পতিম্।
ইষ্ট্বা পুরুষমাপাগ্র্যাং গতিং যোগেশ্বরাশ্রিতাম্।। ৩৫

সৌমদত্তিস্তু সুমতিস্তৎসুতো জনমেজয়ঃ।
এতে বৈশালভূপালাস্তৃণবিন্দোর্যশোধরাঃ।। ৩৬

করিয়েছিলেন।। ২৫-২৬ ।। মরুত্ত রাজার যজ্ঞের মতো যজ্ঞ আর কেউ সম্পন্ন করেনি। ওই যজ্ঞের ছোট বড় পাত্র এবং অন্যান্য বস্তু সবই অতীব সুন্দর ও স্বর্ণনির্মিত ছিল।। ২৭ ।। সেই যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র সোমরস পান করে মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রভূত দক্ষিণা প্রাপ্তিতে ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। ওই যজ্ঞে মরুদ্গণ পরিবেশনকরীর কাজ করেছিলেন আর বিশ্বদেবগণ সভাসদ হয়েছিলেন।। ২৮ ।।

মরুত্তের পুত্র দম। দমের পুত্র রাজ্যবর্ধন, তাঁর পুত্র সুধৃতি, সুধৃতির পুত্র নর।। ২৯ ।। নরের পুত্র কেবল, তার পুত্র বন্ধুমান, বন্ধুমানের পুত্র বেগবান, বেগবানের পুত্র বন্ধু, বন্ধুর পুত্র রাজা তৃণবিন্দু।। ৩০ ।। তৃণবিন্দু ভূরি ভূরি গুণে বিভূষিত ছিলেন। অপ্সরাশ্রেষ্ঠা অলম্বুষা দেবী তাঁকে পতিত্বে বরণ করেন ; অলম্বুষার গর্ভে তৃণবিন্দুর কয়েকটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ইড়বিড়া উৎপন্ন হয়।। ৩১ ।। যোগেশ্বর বিশ্রবাঋষি তাঁর পিতা পুলস্ত্যঋষির থেকে পরমবিদ্যা লাভ করে ইড়বিড়ার গর্ভে লোকপাল কুবেরকে পুত্ররূপে উৎপন্ন করেন।। ৩২ ।। নিজপত্নীর গর্ভে মহারাজ তৃণবিন্দুর তিনটি পুত্র জন্মায়—বিশাল, শূন্যবন্ধু আর ধূম্রকেতু। এদের মধ্যে রাজা বিশালই বংশরক্ষা করেন এবং বৈশালী নামক নগরীর পত্তন করেন।। ৩৩ ।। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তার পুত্র ধূম্রাক্ষ, ধূম্রাক্ষের পুত্র সংযম এবং সংযমের দুই পুত্র—কৃশাশ্ব ও দেবজ।। ৩৪ ।। কৃশাশ্বের পুত্রের নাম সোমদত্ত। তিনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর পরমপুরুষের আরাধনা করে যোগেশ্বরগণের লভ্য অতি উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।। ৩৫ ।। সোমদত্তের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র জনমেজয়। এরা সকলে রাজা তৃণবিন্দুর কীর্তিবর্ধনকারী বিশাল বংশীয় নৃপতি ছিলেন।। ৩৬ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২ ।।

---

[১] প্রা.পা.—চ্চাত্র। [২] প্রা.পা.—দ্রাজবর্ধ.। [৩] প্রা.পা.—যস্যা.। [৪] প্রা.পা.—ধূম্রকেশশ্চ।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

মহর্ষি চ্যবন ও সুকন্যার উপাখ্যান—রাজা শর্যাতির বংশ বিবরণ

শ্রীশুক উবাচ

শর্যাতির্মানবো রাজা ব্রহ্মিষ্ঠঃ স[১] বভূব হ।
যো বা অঙ্গিরসাং সত্রে দ্বিতীয়মহরূচিবান্॥ ১

সুকন্যা নাম তস্যাসীৎ কন্যা কমললোচনা।
তয়া সার্ধং বনগতো হ্যগমচ্চ্যবনাশ্রমম্॥ ২

সা সখীভিঃ পরিবৃতা বিচিন্বন্ত্যঙ্ঘ্রিপান্ বনে।
বল্মীকরন্ধ্রে দদৃশে খদ্যোতে ইব জ্যোতিষী॥ ৩

তে দৈবচোদিতা বালা জ্যোতিষী কণ্টকেন বৈ।
অবিধ্যন্মুগ্ধভাবেন সুস্রাবাসৃক্ ততো বহু॥ ৪

শকৃন্মূত্রনিরোধোঽভূৎ সৈনিকানাং চ তৎক্ষণাৎ।
রাজর্ষিস্তমুপালক্ষ্য পুরুষান্ বিস্মিতোঽব্রবীৎ॥ ৫

অপ্যভদ্রং ন[২] যুষ্মাভির্ভার্গবস্য বিচেষ্টিতম্।
ব্যক্তং কেনাপি নস্তস্য কৃতমাশ্রমদূষণম্॥ ৬

সুকন্যা প্রাহ পিতরং ভীতা কিঞ্চিৎ কৃতং ময়া।
দ্বে জ্যোতিষী অজানন্ত্যা নির্ভিন্নে কণ্টকেন বৈ॥ ৭

দুহিতুস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা শর্যাতির্জাতসাধ্বসঃ।
মুনিং প্রসাদয়ামাস বল্মীকান্তর্হিতং শনৈঃ॥ ৮

তদভিপ্রায়মাজ্ঞায় প্রাদাদ্ দুহিতরং মুনেঃ।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তস্তমামন্ত্র্য পুরং প্রায়াৎ সমাহিতঃ॥ ৯

সুকন্যা চ্যবনং প্রাপ্য পতিং পরমকোপনম্।
প্রীণয়ামাস চিত্তজ্ঞা অপ্রমত্তানুবৃত্তিভিঃ॥ ১০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মনুপুত্র রাজা শর্যাতি ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ বেদার্থের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি অঙ্গিরাদের যজ্ঞে দ্বিতীয় দিনের বিধির উপদেশ করেছিলেন॥ ১ ॥ রাজা শর্যাতির সুকন্যা নামে এক কমলনয়না কন্যা ছিলেন। একদিন রাজা শর্যাতি নিজের মেয়েকে সঙ্গে করে বনে বনে ভ্রমণ করতে করতে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে উপস্থিত হন॥ ২ ॥ সুকন্যা সখীপরিবৃতা হয়ে বৃক্ষশ্রেণীর সৌন্দর্য দর্শন করছিলেন। সেই অবস্থায় এক জায়গায় বল্মীক-ঢিবির একটা ছিদ্র দিয়ে তিনি খদ্যোতের (জোনাকির) মতো দুটি জ্যোতি দেখতে পেলেন॥ ৩ ॥ রাজকুমারী সুকন্যা যেন দৈব কর্তৃক চালিত হয়ে নিজের চপলতা হেতু কাঁটার মতো একটি পদার্থের দ্বারা জ্যোতি দুটিকে বিদ্ধ করলেন। তৎক্ষণাৎ সেই ছিদ্র দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল॥ ৪ ॥ আর তার সাথে সাথে শর্যাতির সৈন্যসামন্তদের মলমূত্র নিরুদ্ধ হয়ে গেল। রাজর্ষি শর্যাতি এই ব্যাপার লক্ষ করে বড়ই বিস্মিত হলেন এবং নিজের সৈন্যদের বললেন॥ ৫ ॥ 'তোমরা মহর্ষি চ্যবনের কোনো অনিষ্ট করনি তো ? আমার তো নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর আশ্রমে গর্হিত কাজ করেছে'॥ ৬ ॥ সুকন্যা তখন ভয়ে ভয়ে তাঁর পিতাকে বললেন, 'পিতা ! আমি কিঞ্চিৎ অপরাধ করেছি। না জেনে আমি দুটি জ্যোতিকে কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করেছি'॥ ৭ ॥ মেয়ের এই কথা শুনে শর্যাতি বিশেষ ভীত হলেন। তিনি ধীরে ধীরে বিবিধ স্তুতি-বিনতি করে বল্মীক স্তূপে আবৃত মুনির প্রসন্নতা সম্পাদন করলেন॥ ৮ ॥ তারপর চ্যবন মুনির অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তিনি নিজের মেয়েকে মুনির হাতে সম্প্রদান করলেন এবং এই সংকট থেকে মুক্ত হয়ে সমাহিত চিত্তে মুনির অনুমতি নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন॥ ৯ ॥

এদিকে সুকন্যা অতি কোপন স্বভাব চ্যবন মুনিকে

[১]সংবভূব। [২]চ।

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য নাসত্যাবাশ্রমাগতৌ।
তৌ পূজয়িত্বা প্রোবাচ বয়ো মে দত্তমীশ্বরৌ॥ ১১

গ্রহং গ্রহীষ্যে সৌমস্য যজ্ঞে বামপ্যসোমপোঃ।
ক্রিয়তাং মে বয়ো রূপং প্রমদানাং যদীপ্সিতম্॥ ১২

বাঢ়মিত্যূচতুর্বিপ্রমভিনন্দ্য ভিষক্তমৌ।
নিমজ্জতাং ভবানস্মিন্ হ্রদে সিদ্ধবিনির্মিতে॥ ১৩

ইত্যুক্তো জরয়া গ্রস্তদেহো ধমনিসন্ততঃ।
হ্রদং প্রবেশিতোঽশ্বিভ্যাং বলীপলিতবিগ্রহঃ॥ ১৪

পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থুরপীব্যা[১] বনিতাপ্রিয়াঃ।
পদ্মস্রজঃ কুণ্ডলিনস্তুল্যরূপাঃ সুবাসসঃ॥ ১৫

তান্ নিরীক্ষ্য বরারোহা সরূপান্[২] সূর্যবর্চসঃ।
অজানতী পতিং সাধ্বী অশ্বিনৌ শরণং যযৌ॥ ১৬

দর্শয়িত্বা পতিং তস্যৈ পাতিব্রত্যেন তোষিতৌ।
ঋষিমামন্ত্র্য যযতুর্বিমানেন ত্রিবিষ্টপম্॥ ১৭

যক্ষ্যমাণোঽথ শর্যাতিশ্চ্যবনস্যাশ্রমং গতঃ।
দদর্শ দুহিতুঃ পার্শ্বে পুরুষং সূর্যবর্চসম্॥ ১৮

রাজা দুহিতরং প্রাহ কৃতপাদাভিবন্দনাম্।
আশিষশ্চাপ্রযুঞ্জানো[৩] নাতিপ্রীতমনা ইব ॥ ১৯

চিকীর্ষিতং তে কিমিদং পতিস্ত্বয়া
প্রলম্ভিতো লোকনমস্কৃতো মুনিঃ।
যৎ[৪] ত্বং জরাগ্রস্তমসত্যসম্মতং
বিহায় জারং ভজসেঽমুমধ্বগম্॥ ২০

পতি রূপে পেয়ে তাঁর মন বুঝে সাবধান হয়ে মনোমতো পরিচর্যার দ্বারা তাঁর প্রীতি-সম্পাদন করতে লাগলেন॥ ১০ ॥ কিছুকাল অতীত হলে একদিন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ওই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। চ্যবন মুনি তাঁদের যথোচিত অর্চনাদি করে বললেন, 'আপনারা স্বর্গবৈদ্য, সুতরাং আমাকে যৌবন প্রদান করুন আমার রূপ ও যৌবন এমন করে দিন যা নাকি কামিনীদের আকাঙ্ক্ষিত। আমি জানি যে আপনারা সোমপানের অধিকারী নন কিন্তু আমি সোমযজ্ঞ করে আপনাদের সোমপূর্ণ যজ্ঞভাগ-পাত্র প্রদান করব॥ ১১-১২ ॥ বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহর্ষি চ্যবনকে অভিনন্দিত করে বললেন—আচ্ছা, তাই হবে। আপনি এখন সিদ্ধগণ নির্মিত এই হ্রদে অবগাহন করুন॥ ১৩ ॥ মহর্ষি চ্যবনের দেহ জরাগ্রস্ত ও জীর্ণ। বলিপলিতগাত্র শিরাব্যাপ্ত, লোলমাংস ও পককেশ মুনিবরকে সাথে নিয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই হ্রদে প্রবেশ করলেন॥ ১৪ ॥ অনন্তর সেই হ্রদ থেকে অতি কমনীয়, সমান রূপধারী তিনজন পুরুষ উঠে এলেন। তাঁরা পদ্মমালা ও কনক কুণ্ডলধারী, সুন্দর বসন ভূষিত, অঙ্গুল ও স্ত্রীজনপ্রিয় কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন॥ ১৫ ॥ পতিব্রতা সুন্দরী সুকন্যা সূর্যের মতো তেজস্বী ও একই রূপধারী তিন জন পুরুষকে দর্শন করে ওই তিন জনের মধ্যে কে তাঁর পতি তা বুঝতে না পেরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হলেন। (অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে 'আপনারা পৃথক হয়ে আমার স্বামীকে দেখিয়ে দিন' এই প্রার্থনা করলেন)॥ ১৬ ॥ অশ্বিনীকুমারদ্বয় সুকন্যার পাতিব্রত্য ধর্মে প্রীত হয়ে তাঁকে তাঁর পতিকে চিনিয়ে দিলেন এবং চ্যবন মুনির অনুমতি নিয়ে বিমানযোগে স্বর্গপুরে চলে গেলেন॥ ১৭ ॥

কিছুদিন বাদে যজ্ঞ করার ইচ্ছায় রাজা শর্যাতি চ্যবন মুনির আশ্রমে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন যে তাঁর মেয়ে সুকন্যার পাশে সূর্যের মতো তেজস্বী এক পুরুষ বসে আছেন॥ ১৮ ॥ পিতাকে দেখে সুকন্যা উঠে এসে তাঁর চরণবন্দনা করলেন। শর্যাতি আশীর্বাদ না করে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টভাবে তাকে বললেন॥ ১৯ ॥ 'ওরে

[১]রাপীচ্যা। [২]পুরুষান্ সূ.। [৩]আশিষো ন প্রযু.। [৪]ত্বং যজ.।

কথং মতিস্তেঽবগতান্যথা সতাং
কুলপ্রসূতে কুলদূষণং ত্বিদম্।
বিভর্ষি জারং যদপত্রপা কুলং
পিতুশ্চ ভর্তুশ্চ নয়স্যধস্তমঃ॥ ২১

এবং ব্রুবাণং পিতরং স্ময়মানা শুচিস্মিতা।
উবাচ তাত[১] জামাতা তবৈষ ভৃগুনন্দনঃ॥ ২২

শশংস পিত্রে তৎ সর্বং বয়োরূপাভিলম্ভনম্।
বিস্মিতঃ পরমপ্রীতস্তনয়াং পরিষস্বজে॥ ২৩

সোমেন যাজয়ন্ বীরং গ্রহং সোমস্য চাগ্রহীৎ।
অসোমপোরপ্যশ্বিনোশ্চ্যবনঃ স্বেন তেজসা॥ ২৪

হন্তুং তমাদদে বজ্রং সদ্যোমন্যুরমর্ষিতঃ।
সবজ্রং স্তম্ভয়ামাস ভুজমিন্দ্রস্য ভার্গবঃ॥ ২৫

অন্বজানংস্ততঃ সর্বে গ্রহং সোমস্য চাশ্বিনোঃ।
ভিষজাবিতি যৎ পূর্বং সোমাহুত্যা বহিষ্কৃতৌ॥ ২৬

উত্তানবর্হিরানর্তো ভূরিষেণ ইতি ত্রয়ঃ।
শর্যাতেরভবন্ পুত্রা আনর্তাদ্ রেবতোঽভবৎ॥ ২৭

সোঽন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্মায় কুশস্থলীম্।
আস্থিতোঽভুঙ্ক্ত বিষয়ানানর্তাদীনরিন্দম॥ ২৮

তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্মিজ্যেষ্ঠমুত্তমম্।
ককুদ্মী রেবতীং কন্যাং স্বামাদায় বিভুং গতঃ॥ ২৯

কন্যাবরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকমপাবৃতম্।
আবর্তমানে গান্ধর্বে স্থিতোঽলব্ধক্ষণঃ ক্ষণম্॥ ৩০

দুষ্টে ! এ তুই কি করেছিস ? তোর পতি, সর্বজনপূজ্য চ্যবন মুনিকে তুই বঞ্চনা করেছিস ? তিনি জরাগ্রস্ত হওয়ায় অনভীষ্ট জ্ঞান করে তাঁকে পরিত্যাগ করে একজন পথিককে উপপতিরূপে সেবা করছিস॥ ২০ ॥ উচ্চবংশে তোর জন্ম কিন্তু এই বিপরীতবুদ্ধি তোর কোথা থেকে হল ? তোর এই ব্যবহার তো কুলকলঙ্ককারক। ওরে অসতী ! নির্লজ্জভাবে তুই উপপতির ভজনা করছিস আর এইভাবে পিতৃকুল এবং ভর্তৃকুল—দুই কুলকেই অধঃপাতে পাঠালি !'॥ ২১ ॥ রাজা শর্যাতির এই রকম কটুবাক্য শুনে শুচিস্মিতা সুকন্যা নিষ্পাপভাবে পিতাকে বললেন—'হে পিতঃ ! এই ইনিই আপনার জামাতা ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবন'॥ ২২ ॥ এই কথা বলে চ্যবনের রূপ ও যৌবন প্রাপ্তির বৃত্তান্ত সবিস্তারে পিতার কাছে বর্ণনা করলেন। এই কাহিনী শুনে রাজা শর্যাতি বিস্মিত ও পরমপ্রীত হয়ে নিজের মেয়েকে স্নেহালিঙ্গন করলেন॥ ২৩ ॥

মহর্ষি চ্যবন শর্যাতিকে দিয়ে সোমযাগ অনুষ্ঠান করালেন এবং সোমরসপানের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও নিজের তপঃশক্তির প্রভাবে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপূর্ণ পাত্র প্রদান করলেন॥ ২৪ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র কোপনস্বভাব ছিলেন (হঠাৎ রেগে যেতেন)। তিনি এই ঘটনাটা সহ্য করতে পারলেন না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শর্যাতিকে বধ করার উদ্দেশ্যে নিজের বজ্র তুলে নিলেন। মহর্ষি চ্যবন ইন্দ্রের বজ্রের সাথে ইন্দ্রের হাতকেও স্তম্ভন করে রাখলেন॥ ২৫ ॥ সেই সময় থেকে সমস্ত দেবগণ বৈদ্য বলে যে অশ্বিনীকুমারদের সোমযাগ থেকে বহিষ্কৃত করে রেখেছিলেন তাঁদের যজ্ঞভাগ প্রদান অনুমোদন করলেন॥ ২৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! সেই শর্যাতির তিন পুত্র—উত্তানবর্হি, আনর্ত এবং ভূরিষেণ। আনর্তের পুত্র রেবত॥ ২৭ ॥ হে মহারাজ ! সেই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নামে এক নগরী পত্তন করেন এবং সেখানে থেকে আনর্ত প্রভৃতি দেশসমূহ শাসন করতেন॥ ২৮ ॥ রেবতের একশত গুণবান পুত্র জন্মে, তাদের মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর রেবতী নামে এক কন্যা ছিল। নিজের মেয়ে রেবতীকে সঙ্গে করে তার জন্য পাত্র অন্বেষণের উদ্দেশ্যে

[১]তাতং।

তদন্ত আদ্যমানম্য স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহস্য তমুবাচ হ॥ ৩১

কর্কুদ্মী ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তখন ব্রহ্মলোকে গন্ধর্বগণ নৃত্যসংগীতাদি করছিলেন। সেইজন্য কর্কুদ্মী খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন॥ ২৯-৩০ ॥ সংগীতানুষ্ঠানের শেষে তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তাঁর কাছে নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করলেন। তাঁর অভিপ্রায় শুনে ভগবান ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন— ॥ ৩১ ॥

অহো রাজন্ নিরুদ্ধাস্তে কালেন হৃদি যে কৃতাঃ।
তৎপুত্রপৌত্রনপ্তৃণাং গোত্রাণি চ ন শৃণ্মহে॥ ৩২

'মহারাজ ! তুমি মনে মনে যাদের পাত্ররূপে চিন্তা করে রেখেছ তারা সকলেই কালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে। তাদের পুত্র, পৌত্র, নাতিদের আর কী কথা, তাদের গোত্রের নামও শোনা যায় না॥ ৩২ ॥

কালোঽভিয়াতস্ত্রিনবচতুর্যুগবিকল্পিতঃ ।
তদ্ গচ্ছ দেবদেবাংশো বলদেবো মহাবলঃ॥ ৩৩

তুমি এই ব্রহ্মলোকে যতক্ষণ অপেক্ষা করেছ তার মধ্যে সাতাশটি চতুর্যুগ পরিমিত সময় অতীত হয়ে গেছে। অতএব তুমি যাও। দেবদেব নারায়ণের অংশাবতার মহাবল বলরাম এখন পৃথিবীতে বিরাজমান আছেন॥ ৩৩ ॥

কন্যারত্নমিদং রাজন্ নররত্নায় দেহি ভোঃ।
ভুবো ভারাবতারায় ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥ ৩৪

অবতীর্ণো নিজাংশেন পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
ইত্যাদিষ্টোঽভিবন্দ্যাজং নৃপঃ স্বপুরমাগতঃ।
ত্যক্তং পুণ্যজনত্রাসাদ্ ভ্রাতৃভির্দিক্ষ্ববস্থিতৈঃ॥ ৩৫

হে রাজন্ ! তুমি তোমার এই কন্যারত্ন সেই নররত্ন প্রভু বলরামকে সমর্পণ করো। যাঁর নাম ও লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয় সেই ভূতভাবন ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য নিজ অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন।' রাজা কর্কুদ্মী ব্রহ্মাদ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে তাঁর পাদবন্দনা করে নিজ পুরীতে ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে তাঁর বংশীয় জ্ঞাতিগণ যক্ষগণের ভয়ে বহুদিন পূর্বে ওই পুরী পরিত্যাগ করে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে॥ ৩৪-৩৫ ॥

সুতাং দত্ত্বানবদ্যাঙ্গীং বলায় বলশালিনে।
বদর্যাখ্যং গতো[১] রাজা তপ্তুং নারায়ণাশ্রমম্॥ ৩৬

নিজের সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে পরম বলশালী প্রভু বলরামের হাতে সম্প্রদান করে রাজা কর্কুদ্মী স্বয়ং তপস্যার উদ্দেশ্যে ভগবান নরনারায়ণের আশ্রম বদরীকাবনের পথে যাত্রা করলেন॥ ৩৬ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

———o———

[১]যযৌ।

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ
চতুর্থ অধ্যায়
নাভাগ ও অম্বরীষের উপাখ্যান

শ্রীশুক উবাচ

নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরঃ কবিম্।
যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দায়ং ব্রহ্মচারিণমাগতম্॥ ১

ভ্রাতরোঽভাঙ্‌ক্ত কিং মহ্যং ভজাম পিতরং তব।
ত্বাং মমার্যাস্ততাভাঙ্‌ক্ষুর্মা পুত্রক তদাদৃথাঃ॥ ২

ইমে অঙ্গিরসঃ সত্রমাসতেঽদ্য সুমেধসঃ।
ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কবে মুহ্যন্তি কর্মণি॥ ৩

তাংস্ত্বং শংসয় সূক্তে দ্বে বৈশ্বদেবে মহাত্মনঃ।
তে স্বর্যন্তো ধনং সত্রপরিশেষিতমাত্মনঃ॥ ৪

দাস্যন্তি তেঽথ তান্ গচ্ছ তথা স কৃতবান্ যথা।
তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষিতম্[১]॥ ৫

তং কশ্চিৎ স্বীকরিষ্যন্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ।
উবাচোত্তরতোঽভ্যেত্য মমেদং বাস্তুকং বসু॥ ৬

মমেদমৃষিভির্দত্তমিতি তর্হি স্ম মানবঃ।
স্যান্নৌ তে পিতরি প্রশ্নঃ পৃষ্টবান্ পিতরং তথা॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মনুপুত্র নভগের পুত্র ছিলেন নাভাগ। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালন করে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তাঁর বড় ভাইয়েরা তাঁদের চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ নাভাগকে কেবল পিতাকেই তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ বলে নির্দেশ করে দেন। (সকল সম্পত্তি তাঁরা অনেক আগেই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়ে নিয়েছিলেন)॥ ১ ॥ তিনি তাঁর ভাইদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই সব ! আপনারা আমার জন্য কোন্ ভাগ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন ?' ভাইয়েরা বললেন, 'আমরা তোমার অংশ হিসেবে আমাদের পিতাকেই ঠিক করে রেখেছি।' তিনি তখন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন —'হে পিতঃ ! আমার বড় ভাইয়েরা আমার ভাগ হিসেবে আপনাকেই দিয়েছেন।' তাঁর পিতা বললেন—'বৎস তুমি ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না॥ ২ ॥ দেখো, সম্প্রতি আঙ্গিরস গোত্রীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এক বিশাল যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত রয়েছেন। কিন্তু পুত্র ! তাঁরা প্রত্যেক ষষ্ঠ দিনে নিজেদের কর্মে কিছু ত্রুটি করে ফেলছেন॥ ৩ ॥ তুমি সেই মনীষীদের কাছে গিয়ে বিশ্বদেব সম্বন্ধে যে দুটি সূক্ত আছে সেই দুটি সূক্ত তাঁদের পাঠ করাও ; তাঁরা যখন স্বর্গে যাবেন তখন যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধনরত্ন তোমাকে দান করবেন। অতএব তুমি শীঘ্র সেখানে যাও।' নাভাগ তখন পিতার আদেশানুসারে তাই করলেন। আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাও যথাকালে স্বর্গে যাবার সময়ে যজ্ঞাবশিষ্ট সমস্ত ধনরত্ন নাভাগকে দিয়ে গেলেন॥ ৪-৫ ॥

নাভাগ যখন সেই ধন গ্রহণ করতে লাগলেন তখন উত্তর দিক থেকে এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সেখানে এসে বললেন —'এই যজ্ঞভূমিতে রক্ষিত অবশিষ্ট সমস্ত ধন আমার'॥ ৬ ॥

নাভাগ বললেন—'ঋষিদত্ত এই সমস্ত ধন আমার।' সেই পুরুষ তখন বললেন—'আমাদের এই বিবাদের

[১]শেষণম্।

যজ্ঞবাস্তুগতং সর্বমুচ্ছিষ্টমৃষয়ঃ ক্বচিৎ।
চক্রুর্বিভাগং রুদ্রায় স দেবঃ সর্বমর্হতি॥ ৮

নাভাগস্তং প্রণম্যাহ তবেশ কিল বাস্তুকম্।
ইত্যাহ মে পিতা ব্রহ্মঙ্গিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে॥ ৯

যৎ তে পিতাবদদ্ ধর্মং ত্বং চ সত্যং প্রভাষসে।
দদামি তে মন্ত্রদৃশে জ্ঞানং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ১০

গৃহাণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্রপরিশেষিতম্।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো[১] রুদ্রো ভগবান্ সত্যবৎসলঃ॥ ১১

য এতৎ সংস্মরেৎ প্রাতঃ সায়ং চ সুসমাহিতঃ।
কবির্ভবতি মন্ত্রজ্ঞো গতিং চৈব তথাঽঽত্মনঃ॥ ১২

নাভাগাদম্বরীষোঽভূন্মহাভাগবতঃ কৃতী।
নাস্পৃশদ্ ব্রহ্মশাপোঽপি যং ন প্রতিহতঃ ক্বচিৎ॥ ১৩

রাজোবাচ

ভগবচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ।
ন প্রাভূদ্ যত্র নির্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ॥ ১৪

শ্রীশুক উবাচ

অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।
অব্যয়াং চ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবং চাতুলং ভুবি॥ ১৫

মেনেঽতিদুর্লভং পুংসাং সর্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্।
বিদ্বান্ বিভবনির্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্॥ ১৬

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্॥ ১৭

ব্যাপারে তোমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক।' নাভাগ তখন ফিরে গিয়ে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ৭ ॥ পিতা বললেন—'দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞের সময়ে একবার ঋষিবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞাবশিষ্ট সব কিছুই রুদ্রদেবের। সুতরাং এই যজ্ঞাবশিষ্ট ধনরত্ন তো মহাদেবেরই প্রাপ্য॥ ৮ ॥ নাভাগ তখন ফিরে গিয়ে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ রুদ্রদেবকে প্রণাম করে বললেন — 'হে প্রভু ! যজ্ঞভূমির সব বস্তুই আপনার, আমার পিতা এ কথাই বলেছেন। হে ভগবন্ ! আমার অপরাধ হয়েছে, আপনার শ্রীচরণে প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করুন।'॥ ৯ ॥ রুদ্রদেব তখন বললেন—'তোমার পিতৃদেব ধর্মানুকূল সিদ্ধান্তই দিয়েছেন, আর তুমিও সত্য কথাই বলেছ। তুমি তো আগের থেকেই বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। এখন আমি তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করছি॥ ১০ ॥ এই যজ্ঞাবশিষ্টরূপ আমার যে অংশ সেই ধনরত্নও আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি তা গ্রহণ করো।' এই কথা বলে সত্যপ্রেমী ভগবান রুদ্র অন্তর্ধান করলেন॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় একাগ্র চিত্তে এই আখ্যান স্মরণ করবে সে বিদ্বান ও মন্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন তো হবেই, সাথে সাথে আত্মবিদ্যাও লাভ করবে॥ ১২ ॥ এই নাভাগের পুত্র হলেন অম্বরীষ। তিনি অতীব ভগবৎপ্রেমী ও উদার ধর্মাত্মা ছিলেন। যে ব্রহ্মশাপ কখনো কোথাও প্রতিহত হয় না, সেই ব্রহ্মশাপও অম্বরীষকে স্পর্শ করতে পারেনি॥ ১৩ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ভগবন্ ! ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের দুরতিক্রমণীয় ব্রহ্মশাপ পর্যন্ত যার প্রতি প্রযুক্ত হয়ে নিজ শক্তি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়নি, সেই ধীমান্ রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্র আমি শুনতে ইচ্ছা করি॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ ও অতুল ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন। যদিও সেই সকল বিভব সাধারণ মানুষের পক্ষে অতীব দুর্লভ কিন্তু তিনি সেই সবকে স্বপ্নতুল্য অনিত্য মনে করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে ধন-ঐশ্বর্যের লোভে মোহমুগ্ধ মানুষ বুঝতে পারে না যে ওই সব বিভব অতীব নশ্বর॥ ১৫-১৬ ॥ তিনি ভগবান বাসুদেবে এবং তদ্ভক্ত সাধুবৃন্দে উত্তম ভক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন যার ফলে সমস্ত বিশ্বই তাঁর কাছে মাটির

[১]স্তর্দধে।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরেমন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥ ১৮

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্ ।
ঘ্রাণং চ তৎ পাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ ১৯

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে[১]
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া[২] রতিঃ ॥ ২০

এবং সদা কর্মকলাপমাত্মনঃ
পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে।
সর্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং
তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ॥ ২১

ঈজেঽশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং
মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ ।
ততৈর্বসিষ্ঠাসিতগৌতমাদিভি-[৩]
র্ধন্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্॥ ২২

যস্য ক্রতুষু গীর্বাণৈঃ সদস্যা ঋত্বিজো জনাঃ।
তুল্যরূপাশ্চানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ ॥ ২৩

স্বর্গো ন প্রার্থিতো যস্য মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ।
শৃণ্বদ্ভিরুপগায়দ্ভিরুত্তমঃশ্লোকচেষ্টিতম্ ॥ ২৪

সমর্দ্ধয়ন্তি তান্ কামাঃ স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ[৪]।
দুর্লভা নাপি সিদ্ধানাং মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ[৫]॥ ২৫

ঢেলার মতো তুচ্ছ মনে হত॥ ১৭ ॥ তিনি নিজের মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে, বাণীকে ভগবৎ গুণানুবর্ণনে, শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদি কর্মে হাত দুটিকে এবং কান দুটিকে ভগবান অচ্যুতের লীলাকথা শ্রবণে নিয়োজিত করেছিলেন॥ ১৮ ॥ তাঁর চোখ দুটিকে তিনি মুকুন্দমূর্তি এবং মন্দিরাদি দর্শনে, অঙ্গাদিকে ভগবদ্ভক্তজনের গাত্রস্পর্শনে, নাসিকাকে শ্রীকান্তের চরণ কমলার্পিত শ্রীমতী তুলসীর দিব্যগন্ধ গ্রহণে এবং জিহ্বাকে ভগবৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত মহাপ্রসাদাদি গ্রহণে নিযুক্ত করেছিলেন॥ ১৯ ॥ তিনি তাঁর পা দুটিকে ভগবানের ক্ষেত্রসমূহের প্রতি অর্থাৎ তীর্থ ভ্রমণে ব্যাপৃত রাখতেন এবং মাথাকে সর্বদা ভগবানের পাদবন্দনে নিযুক্ত রাখতেন। রাজা অম্বরীষ মালা চন্দনাদি ভোগসামগ্রীকে শ্রীভগবানের সেবায় সমর্পিত করেছিলেন। কিন্তু সেই সমর্পণ ভোগেচ্ছায় নয় বরং দাস্যভাবে তাঁর প্রসাদ স্বীকারেচ্ছায়, তাঁর প্রেমকামনায় নিবেদন করেছিলেন॥ ২০ ॥ এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত কর্ম যজ্ঞপুরুষ, ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানকে সর্বাত্মা এবং সর্বস্বরূপ মনে করে তাঁকে সমর্পণ করতেন এবং ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন॥ ২১ ॥ রাজা অম্বরীষ 'ধন্ব' নামক নিরুদক মরুপ্রদেশে সরস্বতী নদীর তীরে বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রমুখ ঋষিগণের সাহায্যে বিস্তৃত মহাবিভবযুক্ত অঙ্গ ও দক্ষিণাসম্পন্ন বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন॥ ২২ ॥ তাঁর যজ্ঞে দেবতাদের সাথে সদস্য ও ঋত্বিকগণ যখন সারি দিয়ে বসতেন তখন তাঁদের চোখের পলক পর্যন্ত পড়ত না, কারণ নানাবিধ সুন্দর বস্ত্রালংকারে ভূষিত রূপের ফলে দেবতাদের সাথে সদস্য ও ঋত্বিকদের কোনো পার্থক্যই লক্ষিত হত না॥ ২৩ ॥ তাঁর প্রজাবৃন্দ মহাত্মাগণ দ্বারা গীত ভগবৎ-কীর্তনাদি শ্রবণ করত এবং নিজেরাও কখনো কখনো সেই সব কীর্তনাদি গান করত। তারা ভগবৎপ্রেমে এতই নিমগ্ন থাকত যে দেববাঞ্ছিত স্বর্গও তারা কামনা করত না॥ ২৪ ॥ নিজেদের হৃদয়ে অনন্ত প্রেমদায়ী শ্রীহরিকে তারা নিত্য-নিরন্তর দর্শন করত। তার ফলে কোনো ভোগ

[১]পথানুসর্পণে। [২]তথো.। [৩]ভিঃ স্বর্ধুন্যাভিস্রোতবতীং সর.। [৪]বেষ্টিতাঃ। [৫]পশ্যতাম্।

স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ।
স্বধর্মেণ হরিং প্রীণন্ সঙ্গান্ সর্বাঞ্ছনৈর্জহৌ॥ ২৬

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু
দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিপত্তিষু[1] ।
অক্ষয্যরত্নাভরণায়ুধাদি-
ম্বনন্তকোশেষ্বকরোদসন্মতিম্ ॥ ২৭

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্।
একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্[2]॥ ২৮

আরিরাধয়িষুঃ[3] কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া।
যুক্তঃ সংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্॥ ২৯

ব্রতান্তে কার্তিকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।
স্নাতঃ কদাচিৎ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেঽর্চয়ৎ॥ ৩০

মহাভিষেকবিধিনা সর্বোপস্করসম্পদা।
অভিষিচ্যাম্বরাকল্পৈর্গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ[4]॥ ৩১

তদ্গতান্তরভাবেন পূজয়ামাস কেশবম্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগান্ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ॥ ৩২

গবাং রুক্মবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্‌ঘ্রীণাং সুবাসসাম্।
পয়ঃশীলবয়োরূপবৎসোপস্করসম্পদাম্॥ ৩৩

প্রাহিণোৎ সাধু বিপ্রেভ্যো গৃহেষু ন্যর্বুদানি ষট্।
ভোজয়িত্বা দ্বিজানগ্রে স্বাদ্বন্নং গুণবত্তমম্[5]॥ ৩৪

লব্ধকামৈরনুজ্ঞাতঃ পারণায়োপচক্রমে।
তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাদ্দুর্বাসা ভগবানভূৎ॥ ৩৫

সামগ্রীই তাদের আনন্দ দিতে পারত না। যে সমস্ত ভোগ্যবস্তু বড় বড় সিদ্ধগণেরও দুর্লভ সেই সব বিষয়-আশয় তাদের উপলব্ধ আত্মানন্দের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ও নিন্দনীয় মনে হত॥ ২৫ ॥ রাজা অম্বরীষ এইরকম তপস্যাযুক্ত ভক্তিযোগ ও প্রজাপালনরূপ স্বধর্মের দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি-সম্পাদন করে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিহীন হয়ে গেলেন॥ ২৬ ॥ গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, ভাই-বন্ধু, উত্তম হস্তী, রথ, অশ্ব, চতুরঙ্গ পদাতিক বাহিনী, অক্ষয় রত্ন, অলংকার, আয়ুধাদি সমস্ত বস্তু তথা অনন্ত রাজকোষেও তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এ সবই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর॥ ২৭॥ তাঁর একান্ত ভক্তিভাবে প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীহরি শত্রুর ভীতিজনক ও ভক্তজনপালক সুদর্শন চক্রকে তাঁর রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন॥ ২৮॥

রাজা অম্বরীষের পত্নীও তাঁরই সমতুল ধর্মশীলা, সংসারাসক্তিশূন্যা ও ভক্তিমতী ছিলেন। একদা রাজা অম্বরীষ তাঁর পত্নীর সঙ্গে একত্র হয়ে সম্বৎসরসাধ্য দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন॥ ২৯ ॥ ব্রত সমাপ্তির পর কার্তিক মাসে তিন রাত্রি উপবাসের পর একদিন যমুনায় স্নান করে মধুবনে ভগবান শ্রীহরির পূজা করলেন॥ ৩০ ॥ মহাভিষেক বিধি অনুসারে বিবিধ উপচারের দ্বারা অভিষেক করে বস্ত্র, আভূষণ, চন্দন, মালা এবং অর্ঘ্যাদির দ্বারা তদ্গতচিত্তে তাঁর পূজা করলেন। মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের যদিও এই পূজায় অংশগ্রহণের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাঁরা সকলেই আপ্তকাম ছিলেন —সিদ্ধপুরুষ ছিলেন— তবুও রাজা অম্বরীষ তাঁদেরও ভক্তিভরে পূজা করেছিলেন। তারপর রসাদি গুণযুক্ত ব্যঞ্জনসমেত সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়ে স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ ও রৌপ্যমণ্ডিত খুরাদি সমন্বিত, শোভন বসনসুশোভিত, সুশীলা, অল্পবয়স্কা, রূপবতী, বৎসাদিসহ দুগ্ধবতী ও সাথে দোহনপাত্রাদিযুক্তা ষাট কোটি গাভী সাধু ও ব্রাহ্মণদের বাড়িতে পাঠিয়ে দক্ষিণা দিয়েছিলেন॥ ৩১-৩৪ ॥ তারপর দক্ষিণালাভাদি দ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে ব্রতের পারণ করবার উপক্রম করলেন। সেই সময়ে বরদান ও অভিশাপ প্রদানে সমর্থ মহিমাশালী দুর্বাসা মুনি অতিথি হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন॥ ৩৫ ॥

[1]জিবস্ত্রষু। [2]ভূতাভি.। [3]র্যুর্বিষ্ণুং। [4]র্লঙ্ক.। [5]গুণবন্মধু।

তমানর্চাতিথিং ভূপঃ প্রত্যুত্থানাসনার্হণৈঃ।
যযাচেঽভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ॥ ৩৬

প্রতিনন্দ্য স তাং যাচ্ঞাং[1] কর্তুমাবশ্যকং গতঃ।
নিমমজ্জ[2] বৃহদ্ধ্যায়ন্ কালিন্দীসলিলে শুভে[3]॥ ৩৭

মুহূর্তার্ধাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি।
চিন্তয়ামাস ধর্মজ্ঞো দ্বিজৈস্তদ্ধর্মসঙ্কটে॥ ৩৮

ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে।
যৎ কৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্মো বা ন মাং স্পৃশেৎ॥ ৩৯

অম্ভসা কেবলেনাথ করিষ্যে ব্রতপারণম্।
প্রাহুরব্ভক্ষণং বিপ্রা হ্যশিতং নাশিতং চ তৎ॥ ৪০

ইত্যপঃ প্রাশ্য রাজর্ষিশ্চিন্তয়ন্ মনসাচ্যুতম্।
প্রত্যচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সঃ॥ ৪১

দুর্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ।
রাজ্ঞাভিনন্দিতস্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া॥ ৪২

মন্যুনা প্রচলদ্গাত্রো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ।
বুভুক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাঞ্জলিমভাষত॥ ৪৩

অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োন্মত্তস্য[4] পশ্যত।
ধর্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যেশমানিনঃ[5]॥ ৪৪

তাঁকে দেখামাত্রই রাজা অম্বরীষ প্রত্যুত্থান করে, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য ইত্যাদি দ্বারা অতিথিরূপে আগত দুর্বাসা মুনিকে অর্চনা করলেন। তারপর তাঁর পায়ে প্রণত হয়ে ভোজন গ্রহণের প্রার্থনা জানালেন॥ ৩৬ ॥ দুর্বাসা মুনি অম্বরীষের প্রার্থনায় সম্মত হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য নদীতীরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে ব্রহ্মধ্যানপূর্বক পবিত্র যমুনার জলে অবগাহন করতে লাগলেন॥ ৩৭ ॥ এদিকে পারণের কাল দ্বাদশী অর্ধমুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে দেখে ধর্মজ্ঞ রাজা অম্বরীষ ধর্মসংকটে পড়ে ব্রাহ্মণদের সাথে পরামর্শ করলেন॥ ৩৮ ॥ তিনি বললেন—হে ব্রাহ্মণ দেবতাগণ! ব্রাহ্মণকে ভোজন না করিয়ে নিজে ভোজন করলে অথবা দ্বাদশী কাল থাকার মধ্যে পারণ না করলে—দুয়েতেই প্রত্যবায় হয়। সুতরাং এই উভয় সংকটে আমার পক্ষে কী শ্রেয় এবং যাতে অধর্ম আমাকে স্পর্শ না করতে পারে তারজন্য আমার কী করা উচিত॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণদের সাথে পরামর্শ করে শেষে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে —'ব্রাহ্মণগণ! শাস্ত্রে বলা আছে যে জল পান করলে ভোজনও হয় আবার অভোজনও হয়। সুতরাং শুধুমাত্র জল পান করেই এখন পারণ সমাপ্ত করি॥ ৪০ ॥ হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই স্থিরনিশ্চয় করে রাজা অম্বরীষ মনে মনে শ্রীহরির ধ্যান করে জল পান করলেন এবং দুর্বাসা মুনির ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন॥ ৪১ ॥ দুর্বাসা ঋষি মধ্যাহ্নকৃত সমাপন করে যমুনাকূল থেকে ফিরে এলেন। রাজা প্রত্যুৎগমন করে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন। কিন্তু মুনি জ্ঞাননেত্রে রাজার জল পানের দ্বারা পারণ সমাপনের ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন॥ ৪২ ॥ দুর্বাসা সেই সময় অতীব ক্ষুধার্ত ছিলেন। রাজা ব্রতের পারণ সমাপন করেছেন জানতে পেরে তিনি ক্রোধে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। ভ্রূকুটিতে মুখমণ্ডল কুটিল হয়ে উঠল। কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ানো অম্বরীষকে ভর্ৎসনা করে তিনি বললেন—॥ ৪৩ ॥ 'অহো! এই মানুষটি কী ক্রূর! এ ধনমদে মত্ত হয়ে গেছে। ভগবদ্ভক্তি তো একে স্পর্শও করেনি, এ নিজেকেই ঈশ্বর বলে মনে করে। এই ব্যক্তির ধর্মবিগর্হিত কাজ দেখো! ৪৪ ॥

[1]তদ্বাক্যং। [2]নির্ম.। [3]শুচৌ। [4]শ্রিয়া মত্তস্য। [5]সোষ্টমানিনঃ।

যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ।
অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্॥ ৪৫

এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষবিদীপিতঃ।
তয়া[১] স নির্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্॥ ৪৬

তামাপতন্তীং জ্বলতীমসিহস্তাং[২] পদা ভুবম্।
বেপয়ন্তীং সমুদ্বীক্ষ্য ন চচাল পদান্নৃপঃ॥ ৪৭

প্রাগ্দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ॥ ৪৮

তদভিদ্রবদুদ্বীক্ষ্য[৩] স্বপ্রয়াসং চ নিষ্ফলম্।
দুর্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণপরীপ্সয়া॥ ৪৯

তমন্বধাবদ্ ভগবদ্রথাঙ্গং
দাবাগ্নিরুদ্ধূতশিখো[৪] যথাহিম্।
তথানুষক্তং[৫] মুনিরীক্ষমাণো
গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ॥ ৫০

দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রা-
ল্লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ।
যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র
সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ॥ ৫১

অলব্ধনাথঃ স যদা কুতশ্চিৎ
সংত্রস্তচিত্তোঽরণমেষমাণঃ।
দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্ বিধাত-
স্ত্রাহ্যাত্মযোনেঽজিততেজসো মাম্॥ ৫২

আমি এর কাছে অতিথি হয়ে এসেছি। অতিথি সৎকারের উদ্দেশ্যে এ আমাকে নিমন্ত্রণও করেছে অথচ আমাকে ভোজন না করিয়েই নিজে ভোজন করে বসে আছে। আমি এখনই এর প্রতিফল দেখাচ্ছি'॥ ৪৫ ॥ এই কথা বলতে বলতে তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। নিজের মাথার থেকে একটি জটা উৎপাটন করে রাজা অম্বরীষের বিনাশের জন্য কালানলতুল্য এক কৃত্যা (অগ্নিরূপী মারক দেবতা) সৃষ্টি করলেন॥ ৪৬ ॥ প্রজ্বলিত সেই কৃত্যা খড়্গ হাতে নিয়ে রাজা অম্বরীষের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। তার পদাঘাতে পৃথিবী কাঁপতে লাগল। সব কিছু দেখেও রাজা অম্বরীষ বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন না। তিনি এক পাও পিছু হটলেন না, যেখানে ছিলেন সেখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন॥ ৪৭ ॥ পরমপুরুষ পরমাত্মা ভগবান নিজের ভক্তকে রক্ষা করার জন্য আগের থেকেই সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। দাবানল যেমনভাবে অরণ্যমধ্যস্থ ক্রুদ্ধ সর্পকে ভস্ম করে দেয়, তেমনভাবে সেই চক্রও দুর্বাসাসৃষ্ট কৃত্যাকে দগ্ধ করে ফেলল॥ ৪৮ ॥ দুর্বাসা যখন দেখলেন যে তাঁর সৃষ্ট কৃত্যা দগ্ধ হচ্ছে আর সেই চক্র তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে তখন নিজ প্রাণরক্ষার জন্য তিনি নানাদিকে পলায়ন করতে লাগলেন॥ ৪৯ ॥ দাবানলের লক্‌লকানি শিখা যেমনভাবে পলায়নপর সর্পকুলের পেছন পেছন ছোটে শ্রীভগবানের চক্রও সেইভাবে দুর্বাসার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। দুর্বাসা যখন দেখলেন যে চক্র তাঁর পিছে পিছে আসছে, তখন তিনি সুমেরু পর্বতের গুহার মধ্যে প্রবেশের জন্য সেইদিকে দৌড়ালেন॥ ৫০ ॥ এইভাবে তিনি দশদিক্, আকাশ, পৃথিবী, অতল-বিতল-রসাতল, সমুদ্র, লোকপাল অধিষ্ঠিত লোকসমূহে এবং স্বর্গে পর্যন্ত গেলেন ; কিন্তু যেখানেই তিনি যান, প্রদীপ্ত চক্র তার পেছন পেছন সেখানেই তাড়া করছে॥ ৫১ ॥ কোথাও যখন তিনি রক্ষার কোনো পথ পেলেন না তখন তিনি ভয়ানক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। কূলকিনারা না পেয়ে তিনি দেব-শিরোমণি ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন—'হে ভগবন্! হে স্বয়ম্ভূ! দুঃসহ হরিচক্র থেকে আমাকে রক্ষা করুন'॥ ৫২ ॥

[১]তপসা নি.। [২]লন্তীমসি.। [৩]দ্রবমুদ্বী। [৪]দবাগ্নি.। [৫]থাবসক্তং।

ব্রহ্মোবাচ

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ
ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্ধসংজ্ঞে।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ।
কালাত্মনো যস্য তিরোভবিষ্যতি।। ৫৩

ব্রহ্মা বললেন— যখন আমার দ্বিপরার্ধ আয়ুর অবসান হবে এবং ভগবান এই সৃষ্টিলীলা সংবরণ করবেন ও এই জগতকে দগ্ধ করতে ইচ্ছা করবেন তখন তাঁর ভ্রূভঙ্গী মাত্রেই এই সমগ্র সংসার ও আমার এই লোক সবই লীন হয়ে যাবে।। ৫৩ ।।

অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ ।
সর্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্ধ্ন্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ।। ৫৪

আমি (ব্রহ্মা), মহাদেব, দক্ষ-ভৃগু প্রমুখ প্রজাপতিগণ, ভূতেশ্বর, দেবেশ্বর প্রভৃতি সকলকে যিনি নিয়মের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেছেন, এবং যাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমরা সংসারের হিতসাধন করে থাকি (তাঁর ভক্তের বিদ্বেষীকে রক্ষা করার কোনো সামর্থ্যই আমাদের নেই)।। ৫৪ ।।

প্রত্যাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ।
দুর্বাসাঃ শরণং যাতঃ শর্বং কৈলাসবাসিনম্।। ৫৫

ব্রহ্মার কাছে এভাবে নিরাশ হয়ে বিষ্ণুচক্রে সন্তপ্ত দুর্বাসা কৈলাসবাসী মহাদেবের শরণাগত হলেন।। ৫৫ ।।

শ্রীরুদ্র উবাচ

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি
যস্মিন্ পরেঽন্যেঽপ্যজজীবকোশাঃ।
ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ।
সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ।। ৫৬

শ্রীশংকর বললেন—হে দুর্বাসা ! যে মহান পরমেশ্বরে ব্রহ্মাদিরূপ জীবসকল এবং তাঁদের উপাধিভূত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ওই তদনুরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যথাকালে উদ্ভব হয় এবং পরিশেষে আবার লয়প্রাপ্ত হয় —সেগুলির চিহ্নমাত্রও থাকে না, আমাদের মতো হাজার হাজার ব্রহ্মা-শিব যাতে আসা-যাওয়া করি—সেই প্রভুর শক্তির সামনে আমাদের কোনো সামর্থ্যই কাজ করবে না।। ৫৬ ।।

অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ।
কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম আসুরিঃ।। ৫৭
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ।
বিদাম ন বয়ং সর্বে যন্মায়াং মায়য়াঽঽবৃতাঃ।। ৫৮

আমি (শংকর), সনৎকুমার, নারদ, ভগবান ব্রহ্মা, কপিলদেব (অপান্তরতম—যাঁর আন্তরিক তমঃ অপগত হয়েছে), দেবল, ধর্ম, আসুরি, তথা মরীচি প্রমুখ অন্যান্য পরতত্ত্বদর্শী সিদ্ধেশ্বরগণ—আমরা সকলে (সর্বজ্ঞ হয়েও যাঁর মায়া জানতে পারিনি) তাঁর মায়ায় আবৃত রয়েছি।। ৫৭-৫৮।।

তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্বিষহং হি নঃ।
তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি।। ৫৯

এই চক্র সেই বিশ্বেশ্বরের শস্ত্র যা আমাদের পক্ষেও দুঃসহনীয়। তুমি তাঁরই শরণ গ্রহণ করো। তিনিই তোমার কল্যাণবিধান করবেন।। ৫৯ ।।

ততো নিরাশো দুর্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ।
বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ।। ৬০

মহাদেবের কাছ থেকেও নিরাশ হয়ে দুর্বাসা ভগবানের পরমধাম বৈকুণ্ঠে গেলেন। লক্ষ্মীপতি ভগবান লক্ষ্মীদেবীর সাথে সেখানেই নিবাস করেন।। ৬০ ।।

সংদহ্যমানোঽজিতশস্ত্রবহ্নিনা
তৎ পাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ।
আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো
কৃতাগসং মামব[১] বিশ্বভাবন।। ৬১

বিষ্ণুচক্রের তেজ দুর্বাসা ঋষিকে দগ্ধ করছিল। ভগবৎ পাদপদ্মে প্রলম্বিত হয়ে কম্পিত কলেবরে দুর্বাসা তাঁকে বললেন—'হে অচ্যুত ! হে অনন্ত ! আপনিই সন্তদের একমাত্র বাঞ্ছনীয়।

[১]মামব বিশ্ব।

অজানতা তে পরমানুভাবং
কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়াণাম্।
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-
র্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি॥ ৬২

শ্রীভগবানুবাচ

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ৬৩

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥ ৬৪

যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥ ৬৫

ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ[১]।
বশীকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ৬৬

মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিদ্রুতম্॥ ৬৭

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্[২]।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৬৮

উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ।
অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাতু বৈ ভবান্।
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্তুঃ কুরুতেঽশিবম্॥ ৬৯

হে প্রভো ! হে বিশ্বভাবন ! আমি অপরাধ করেছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন॥ ৬১ ॥ আমি আপনার পরমানুভাব জানতে না পেরে আপনার ভক্তের নিকট অপরাধ করেছি। হে প্রভো ! আপনি আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনার নামমাত্র উচ্চারণ করলে নারকী জীব পর্যন্ত মুক্ত হয়ে যায়'॥ ৬২ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে দুর্বাসা ! আমি সম্পূর্ণরূপে ভক্তের অধীন। তাই আমি স্বাধীন নই। সহজ-সরল ভক্তজন আমার হৃদয় তাদের অধিকৃত করে রেখেছে। ভক্তগণ আমার প্রিয়, আমি তাদের শ্রেয়॥ ৬৩ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আমার ভক্তদের আমিই একমাত্র আশ্রয়। সেইজন্য আমার সেই ভক্ত সাধুগণ ছাড়া আমি না ভালোবাসি নিজেকে, না আমার অর্ধাঙ্গিনী অবিনাশী শ্রীদেবীকে॥ ৬৪ ॥ আমার যে ভক্ত স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, গুরুজন, প্রাণ, ধন, ইহলোক, পরলোক সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আমারই শরণাপন্ন হয়েছে, আমি কীভাবে তাকে পরিত্যাগ করার চিন্তামাত্রই বা করি ? ৬৫ ॥ সাধ্বী স্ত্রী যেমন পতিভক্তির দ্বারা পতিকে বশীভূত করে রাখেন, সেইরকম সমদর্শী সাধুপুরুষেরা প্রেমডোরে তাদের হৃদয় আমার হৃদয়ের সাথে বেঁধে আমাকে বশীভূত করে ফেলে॥ ৬৬ ॥ আমার অনন্যপ্রেমী ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার সেবাদ্বারাই পরিতৃপ্ত থাকেন, নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন। ওই সেবার দ্বারা সালোক্য, স্বারূপ্য ইত্যাদি (চতুর্বিধ) মুক্তি তাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেও তাঁরা তা স্বীকার করতে চান না, তাহলে যে সব পদার্থ কালের গতিতে বিনষ্ট হয় সেই সব প্রাকৃত পদার্থের কথা আর কী বলা যায় ॥ ৬৭ ॥ হে দুর্বাসা ! আমি আমার কথা আর কী বলব, আমার প্রেমী ভক্ত তো আমার হৃদয়, আর সেই ভক্তের হৃদয় আমি স্বয়ং। তাঁরা আমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না, আমিও তাঁদের ছাড়া আর কিছু জানি না॥ ৬৮ ॥ হে বিপ্র ! আমি তোমাকে এক উপায় বলছি শোনো। যার অনিষ্ট করার চেষ্টায় তুমি এই বিপদ ডেকে এনেছ, তুমি তার কাছেই যাও। নিরপরাধ সাধুদের ক্ষতির চেষ্টা করলে অনিষ্টকারীরই অমঙ্গল হয়॥ ৬৯ ॥

[১]দর্শিনঃ। [২]হ্যহম্।

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।
তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পেতে কর্তুরন্যথা॥ ৭০

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ব্রাহ্মণদের কাছে তপস্যা ও বিদ্যা উভয়ই মঙ্গলজনক। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি দুর্বিনীত ও অন্যায়কারী হয় তবে সেই তপস্যা ও বিদ্যা বিপরীত ফল প্রদান করে॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মংস্তদ্ গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৭১

হে ব্রহ্মন্! তোমার মঙ্গল হোক। তুমি নাভাগপুত্র মহাভাগ রাজা অম্বরীষের কাছে গিয়ে তার ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাহলেই তোমার শান্তি হবে॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধেঽম্বরীষচরিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে অম্বরীষচরিত নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্বাসার দুঃখ নিবৃত্তি

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতাঽঽদিষ্টো দুর্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ॥ ১

তস্য সোদ্যমনং[১] বীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ[২]।
অস্তাবীৎ তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্॥ ২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! সুদর্শন চক্রের তেজে তাপিত দুর্বাসা ভগবানের সেই উপদেশ পেয়ে রাজা অম্বরীষের কাছে এসে অতীব দুঃখিত চিত্তে তাঁর পা দুখানা জড়িয়ে ধরলেন॥ ১ ॥ দুর্বাসার এই আচরণে এবং ব্রাহ্মণ তাঁর পাদস্পর্শ করাতে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রাজা অম্বরীষ শ্রীহরির সুদর্শন চক্রের স্তুতি আরম্ভ করলেন। সেই সময়ে তাঁর মন করুণার বশে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল॥ ২ ॥

অম্বরীষ উবাচ

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ।
ত্বমাপস্ত্বং ক্ষিতির্ব্যোম বায়ুর্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ॥ ৩

সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়।
সর্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে॥ ৪

অম্বরীষ বললেন—হে প্রভো সুদর্শন! তুমি অগ্নি, তুমিই পরম সমর্থ ভগবান সূর্য, তুমিই নক্ষত্রমণ্ডলের অধিপতি চন্দ্র। তুমি জল, তুমি ক্ষিতি, তুমি আকাশ, তুমি বায়ু, তুমি পঞ্চতন্মাত্র এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের রূপে তুমিই শক্তি॥ ৩ ॥ হে অচ্যুতপ্রিয়, হে সহস্রার, সহস্র আরাসম্বলিত চক্রদেব! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে সর্বাস্ত্রঘাতিন্! হে পৃথ্বীপতে! তুমি এই ব্রাহ্মণের প্রতি

[১]তদ্ব্যাসনং। [২]স্পর্শেন লজ্জি.।

ত্বং ধর্মস্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোঽখিলযজ্ঞভুক্।
ত্বং লোকপালঃ সর্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্ ॥ ৫

নমঃ সুনাভাখিলধর্মসেতবে
হ্যধর্মশীলাসুরধূমকেতবে ।
ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধবর্চসে
মনোজবায়াদ্ভুতকর্মণে গৃণে ॥ ৬

ত্বত্তেজসা ধর্মময়েন সংহৃতং
তমঃ প্রকাশশ্চ ধৃতো[১] মহাত্মনাম্।
দুরত্যয়স্তে মহিমা গিরাংপতে
ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্ ॥ ৭

যদা বিসৃষ্টস্ত্বমনঞ্জনেন বৈ
বলং প্রবিষ্টোঽজিত দৈত্যদানবম্।
বাহূদরোর্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি
বৃক্ণন্নজস্রং প্রধনে বিরাজসে ॥ ৮

স ত্বং জগৎত্রাণ খলপ্রহাণয়ে
নিরূপিতঃ সর্বসহো গদাভৃতা।
বিপ্রস্য চাস্মৎ কুলদৈবহেতবে
বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ ॥ ৯

যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ।
কুলং নো বিপ্রদৈবং চেদ্ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১০

যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্বগুণাশ্রয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সংস্তুবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্।
অশাম্যৎ সর্বতো বিপ্রং প্রদহদ্ রাজযাচ্ঞয়া ॥ ১২

স মুক্তোঽস্ত্রাগ্নিতাপেন দুর্বাসাঃ স্বস্তিমাংস্ততঃ।
প্রশশংস তমুর্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ ॥ ১৩

প্রসন্ন হও, তাঁকে রক্ষা করো ॥ ৪ ॥ তুমি ধর্ম, তুমি সত্য, তুমি ঋত, তুমিই সমস্ত যজ্ঞাধিপতি এবং তুমিই স্বয়ং যজ্ঞ। তুমিই লোকপাল এবং সর্বলোকস্বরূপ। তুমি পরমপুরুষ পরমাত্মার পরম সামর্থ্য ॥ ৫ ॥ হে সুনাভ (চক্র) ! তুমি অখিল ধর্মের মর্যাদারক্ষক, অধর্মাচরণশীল অসুরদের ভস্মকারী স্বয়ং অগ্নি। তুমি ত্রিলোকের রক্ষক ও বিশুদ্ধ তেজোময়। তুমি মনের মতো দ্রুতগামী এবং অদ্ভুতকর্ম সম্পাদনকারী। আমি তোমাকে নমস্কার করি, তোমার স্তুতি করি ॥ ৬ ॥ হে বাগীশ্বর ! তোমার ধর্মময় তেজদ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট হয় এবং সূর্য ইত্যাদি মহাপুরুষদের প্রকাশ হয়। তোমার মহিমা দুরত্যয়। সৎ-অসৎ, ছোট-বড় ভেদভাবক, কার্য ও কারণ চিদচিদাত্মক এই সমস্ত বস্তুই তোমারই স্বরূপ ॥ ৭ ॥ হে সুদর্শন চক্র ! তুমি অজিত, তোমাকে জয় করবার সামর্থ্য কারুর নেই। নিরঞ্জন ভগবান যখন তোমাকে নিক্ষেপ করেন তখন তুমি দৈত্যদানব সেনার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাদের হাত, উদর, জঙ্ঘা, চরণ এবং মুণ্ড ইত্যাদি নিরন্তর ছেদন করে অপূর্ব শোভা ধারণ করে থাকো ॥ ৮ ॥ হে জগদ্রক্ষক ! যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি সকলের প্রহার সহ্য করতে সমর্থ, তোমার কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারে না। গদাধারী শ্রীহরি দুষ্টের বিনাশের জন্যই তোমাকে নিযুক্ত করেছেন। তুমি অনুগ্রহ করে আমাদের কুলের সৌভাগ্যনিমিত্ত দুর্বাসামুনির মঙ্গল বিধান করো। এতেই আমাদের প্রতি অসীম অনুগ্রহ করা হবে ॥ ৯ ॥ যদি আমার কোনো দান, যজ্ঞ বা ধর্মাচরণ থেকে থাকে এবং ব্রাহ্মণই যদি আমাদের কুলদেবতা হয়ে থাকে তাহলে এই ব্রাহ্মণ তাপমুক্ত হোন ॥ ১০ ॥ ভগবানই সমস্ত গুণের একমাত্র আশ্রয়। যদি আমি সর্বভূতের আত্মারূপে তাঁকে ভজনা করে থাকি এবং তাতে যদি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তবে এই দ্বিজ সর্বতাপমুক্ত হোন ॥ ১১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—বিষ্ণুচক্র সুদর্শন যখন চারদিক থেকে দুর্বাসাকে সন্তপ্ত করছিল সেইসময় রাজা অম্বরীষের ওইরূপ স্তুতিতে সুদর্শনচক্র সেই প্রার্থনায় প্রশান্ত হল ॥ ১২ ॥ চক্রের সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঋষি দুর্বাসা স্বস্তি পেলেন। তিনি রাজা অম্বরীষকে

[১]ভৃতো।

দুর্বাসা উবাচ

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্ রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে॥ ১৪

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥ ১৫

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ১৬

রাজন্ননুগৃহীতোঽহং[১] ত্বয়াতিকরুণাত্মনা।
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ॥ ১৭

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ॥ ১৮

সোঽশিত্বাঽঽদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্বকামিকম্।
তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরম্॥ ১৯

প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ।
দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথ্যেনাত্মমেধসা॥ ২০

কর্মাবদাতমেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃস্ত্রিয়ো মুহুঃ।
কীর্তিং [২]পরমপুণ্যাং চ কীর্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্॥ ২১

শ্রীশুক উবাচ

এবং সংকীর্ত্য রাজানং দুর্বাসাঃ পরিতোষিতঃ।
যযৌ বিহায়সাঽঽমন্ত্র্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকম্॥ ২২

সংবৎসরোঽত্যগাৎ তাবদ্ যাবতা নাগতো গতঃ।
মুনিস্তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষো রাজাব্ভক্ষো বভূব হ॥ ২৩

বিশেষরূপে আশীর্বাদ করে ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ১৩ ॥

দুর্বাসা বললেন—ধন্য ধন্য ! আজ আমি ভগবান অনন্তের দাসগণের অতি অপূর্ব মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ করলাম। হে রাজন্ ! আমি আপনার কাছে অপরাধী, তা সত্ত্বেও আপনি আমার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করলেন॥ ১৪ ॥ যাঁরা ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীহরির চরণকমল দৃঢ় প্রেমে আঁকড়ে আছেন—সেইসব সাধুপুরুষদের পক্ষে দুষ্কর আর কী আছে ? উদার হৃদয় মহাত্মাদের পক্ষে দুস্ত্যজই বা কী ? ॥ ১৫ ॥ যাঁর মঙ্গলময় নাম শ্রবণমাত্রেই জীবের হৃদয় নির্মল হয়ে যায়—তীর্থপাদ সেই শ্রীভগবানের দাসদের কোন্ কর্তব্যই বা অবশিষ্ট থাকে ? ১৬ ॥ হে মহারাজ অম্বরীষ ! আপনার হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত। আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করলেন। অহো ! আমার অপরাধ চিন্তা না করে আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন॥ ১৭ ॥

(শুকদেব বললেন) হে পরীক্ষিৎ ! যেদিন থেকে দুর্বাসা সুদর্শনের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেইদিন থেকে রাজা অম্বরীষ অভুক্ত রয়েছেন। তিনি তাঁর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। এখন তিনি দুর্বাসার দুটি পা ধরে তাঁকে সন্তুষ্ট করে ভোজন করালেন॥ ১৮ ॥ অতীব সমাদরে রাজা অম্বরীষ অতিথির উপযুক্ত সব ভোজনসামগ্রী নিয়ে এলেন। আন্তরিকভাবে আদৃত হয়ে সর্বগুণান্বিত অন্নব্যাঞ্জনাদি ভোজনে দুর্বাসা পরিতৃপ্ত হলেন। তিনি সাদরে রাজা অম্বরীষকে বললেন—মহারাজ এবার তুমিও আহার করো॥ ১৯ ॥ হে অম্বরীষ ! তুমি ভগবানের পরম প্রেমীভক্ত—পরম ভাগবত। তোমার দর্শন, স্পর্শন, আলাপন, আর আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধকারী আতিথ্যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও অনুগৃহীত হয়েছি॥ ২০ ॥ স্বর্গের দেবাঙ্গনাগণ তোমার এই উজ্জ্বল চরিত্র সর্বদাই গান করবেন। পৃথিবীর মানুষও সতত তোমার এই পবিত্র কীর্তি কীর্তন করবে॥ ২১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরিতুষ্ট দুর্বাসা ঋষি এইভাবে রাজর্ষি অম্বরীষের বহু প্রশংসা করে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আকাশপথে কেবলমাত্র নিষ্কাম কর্মলভ্য ব্রহ্মলোকে গমন করলেন॥ ২২ ॥ হে মহারাজ

[১]তোঽস্মি। [২]কীর্তিং তাং পরমাং পুণ্যাং কীর্ত.।

গতে[১] চ দুর্বাসসি সোঽম্বরীষো
দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ[২]।
ঋষের্বিমোক্ষং ব্যসনং চ বুদ্ধা
মেনে স্ববীর্যং চ পরানুভাবম্[৩]॥ ২৪

পরীক্ষিৎ ! সুদর্শনচক্রের ভয়ে পলায়নপর হয়ে দুর্বাসামুনি যতদিনে আবার অম্বরীষের কাছে ফিরে আসেন ততদিনে একটি বৎসর কাল অতীত হয়ে যায়। এতদিন রাজা অম্বরীষ তাঁর দর্শন ও প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় কেবলমাত্র জল পান করে জীবন ধারণ করেছিলেন॥ ২৩ ॥

দুর্বাসা আহারান্তে চলে যাবার পর রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা পবিত্রিত ভোজ্য ভোজন করলেন। নিজেকে দুর্বাসার কষ্টের কারণ আবার নিজের প্রার্থনার ফলে দুর্বাসার পরিত্রাণ—উভয়তেই তিনি নিজের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ মনে করলেন॥ ২৪ ॥

এবংবিধানেকগুণঃ স রাজা
পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে।
ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং
যয়াঽঽবিরিঞ্চ্যান্ নিরয়াংশ্চকার॥ ২৫

মহারাজ অম্বরীষের এইরকম অনেক গুণাবলি ছিল। তিনি তাঁর সকল কর্মের দ্বারাই পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবানে ভক্তিভাব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট থাকতেন। সেই ভক্তির ফলে তিনি ব্রহ্মলোকের সমস্ত ভোগসুখাদি নরকতুল্য বলে মনে করতেন॥ ২৫ ॥

অথাম্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং
সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ[৪]।
বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে
মনো দধদ্ ধ্বস্তগুণপ্রবাহঃ॥ ২৬

তদনন্তর রাজা অম্বরীষ নিজতুল্য গুণসম্পন্ন পুত্রের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং বনে গমন করলেন। সেখানে তিনি পরমাত্মা ভগবান বাসুদেবের প্রতি মন সমাহিত করে গুণপ্রবাহরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন॥ ২৬ ॥

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানম্বরীষস্য ভূপতেঃ।
সংকীর্তয়ন্নুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ॥ ২৭

হে পরীক্ষিৎ ! মহারাজ অম্বরীষের এই উপাখ্যান পরম পবিত্র। যে মানুষ এই আখ্যান কীর্তন ও স্মরণ করেন তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধেঽম্বরীষচরিতং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে অম্বরীষচরিত নামক পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

---

[১]তোঽস্মি। [২]গতেঽথ। [৩]গাভিপবি.। [৪]মহানুভাবম্। [৫]বীরঃ।

राजा भगीरथकी प्रार्थनापर भगवान् शिवका गङ्गाको अपने सिरपर धारण करना

Entreated by Bhagīratha Lord Śiva holds Gaṅgā on his head

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम

Lord Rāma the Maryādāpuruṣottama
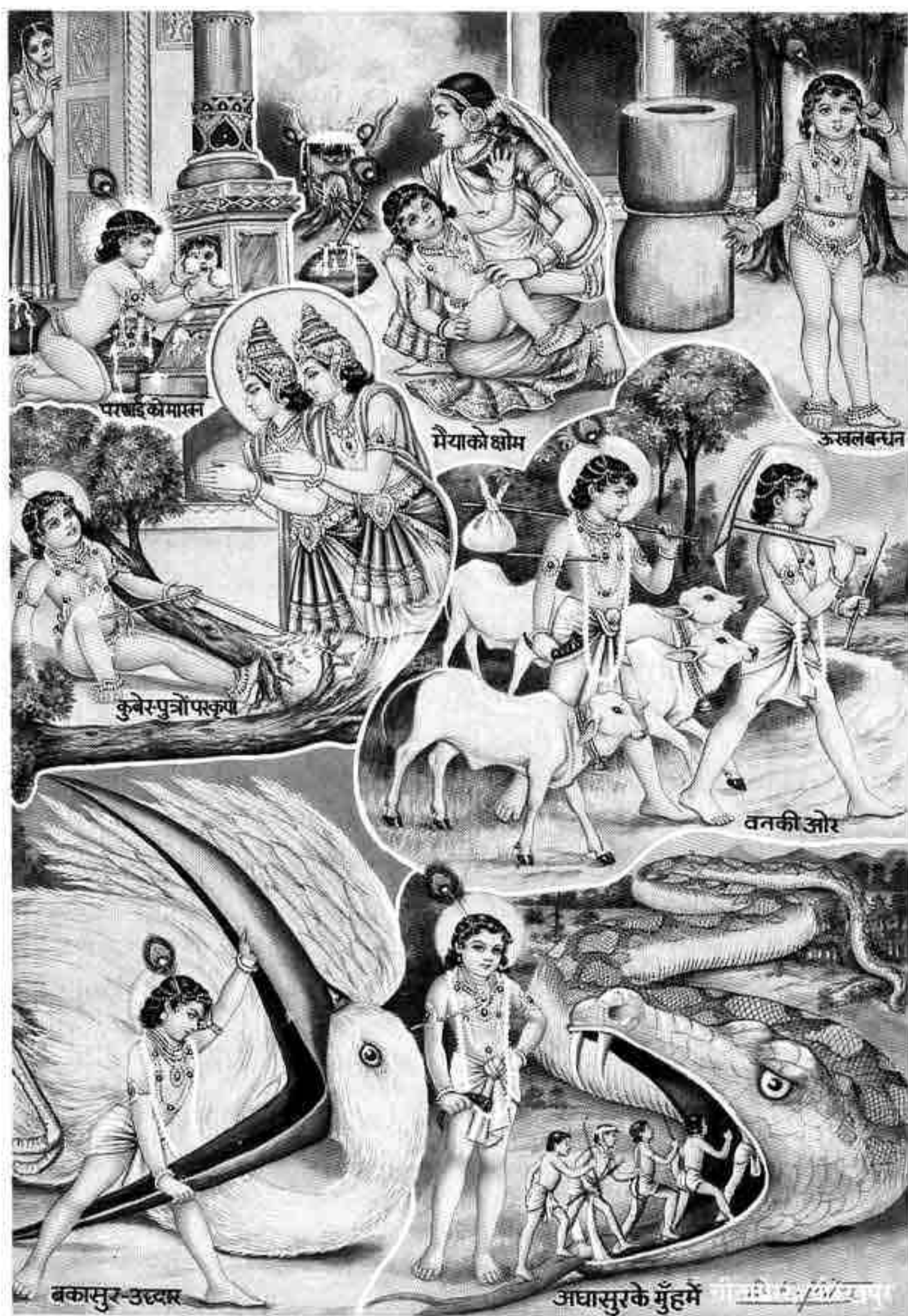
भगवान् श्रीकृष्णके बालचरित्र (क)

Childly pranks of Lord Śrī Kṛṣṇa (A)
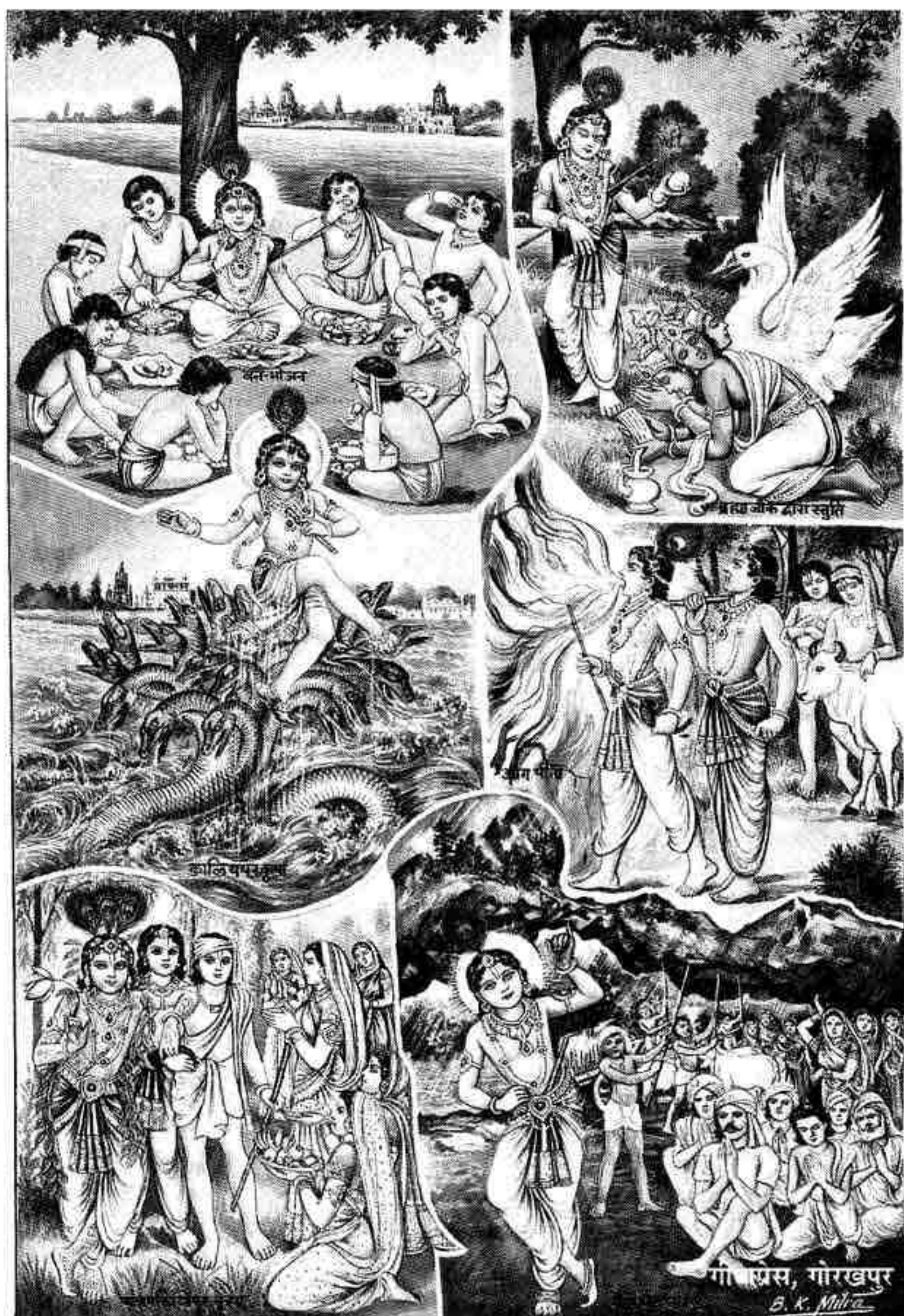
भगवान् श्रीकृष्णके बालचरित्र (ख)

Childly pranks of Lord Śrī Kṛṣṇa (B)

जरासन्धके कारागारसे राजाओंकी मुक्ति
The release of kings from the prison of Jarāsandha

शाल्व-संग्राम — **Battle with Śālva**

दन्तवक्त्र और विदूरथका उद्धार

Liberation of Dantavaktra and Vidūratha

माता देवकीके मृत पुत्रोंको वापस लाना

Restoration of dead sons of Devakī

यदुकुलके विनाशका शाप

Curse for the annihilation of Yadu dynasty

परमधाम-गमनके पूर्वकी झाँकी
The glimpse of final departure of Lord

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইক্ষ্বাকু বংশ বর্ণন, মান্ধাতা ও সৌভরি ঋষির উপাখ্যান

শ্রীশুক উবাচ

বিরূপঃ কেতুমাঞ্ছম্ভুরম্বরীষসুতাস্ত্রয়ঃ।
বিরূপাৎ পৃষদশ্বোঽভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! অম্বরীষের তিনটি পুত্র ছিল—বিরূপ, কেতুমান ও শম্ভু। বিরূপের ঔরসে পৃষদশ্ব উৎপন্ন হন এবং পৃষদশ্বের পুত্র হলেন রথীতর।। ১ ।।

রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্যায়াং তন্তবেঽর্থিতঃ।
অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ সুতান্।। ২

রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন। বংশ পরম্পরা প্রবাহ চলমান রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি অঙ্গিরা ঋষির শরণাপন্ন হন। তাঁর প্রার্থনায় অঙ্গিরা ঋষি রথীতরের পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মতেজ যুক্ত কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন।। ২ ।।

এতে ক্ষেত্রে[১] প্রসূতা বৈ পুনস্ত্বাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ।। ৩

যদিও এই পুত্রগণ রথীতরের ক্ষেত্রজ (তাঁর ভার্যার গর্ভসম্ভূতজনিত) হওয়াতে এদের রথীতর গোত্রই হওয়া সঙ্গত ছিল, তবুও এদের আঙ্গিরসই বলা হত। রথীতরের বংশের অন্যান্যদের মধ্যে এরাই সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। কারণ এরা ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ ছিলেন—ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ দুই গোত্রের সঙ্গেই এদের সম্বন্ধ ছিল।। ৩ ।।

ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ সুতঃ।
তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ।। ৪

হে পরীক্ষিৎ ! একদা হাঁচবার সময় বৈবস্বত মনুর নাকের থেকে ইক্ষ্বাকু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকুর একশো পুত্র ছিল। এদের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি, আর দণ্ডক এই তিন জন জ্যেষ্ঠ ছিলেন।। ৪ ।।

তেষাং পুরস্তাদভবন্নার্যাবর্তে নৃপা নৃপ।
পঞ্চবিংশতিঃ পশ্চাচ্চ ত্রয়ো মধ্যে পরেঽন্যতঃ।। ৫

হে পরীক্ষিৎ সেই শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তিন জনের থেকে ছোট পঁচিশ জন আর্যাবর্তের পূর্বভাগের, পঁচিশ জন পশ্চিমভাগের এবং উপরোক্ত তিন জন মধ্যভাগের রাজা হয়েছিলেন। অবশিষ্ট সাতচল্লিশজন দক্ষিণ ও উত্তর ভাগের রাজা হয়েছিলেন।। ৫ ।।

স একদাষ্টকাশ্রাদ্ধে ইক্ষ্বাকুঃ সুতমাদিশৎ।
মাংসমানীয়তাং মেধ্যং বিকুক্ষে গচ্ছ মা চিরম্।। ৬

রাজা ইক্ষ্বাকু একদা অষ্টকা শ্রাদ্ধের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আদেশ করলেন—হে বিকুক্ষে ! শীঘ্র গিয়ে শ্রাদ্ধের জন্য পবিত্র পশুমাংস নিয়ে এসো।। ৬ ।।

তথেতি স বনং গত্বা মৃগান্ হত্বা ক্রিয়ার্হণান্[২]।
শ্রান্তো বুভুক্ষিতো বীরঃ শশং চাদদপস্মৃতিঃ।। ৭

'তাই করছি' বলে বিকুক্ষি তৎক্ষণাৎ বনে গিয়ে শ্রাদ্ধের উপযুক্ত বেশ কিছু পশু শিকার করলেন। শিকারে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে তিনি ভুলে গেলেন যে শ্রাদ্ধের জন্য আহৃত দ্রব্যের অগ্রভাগ নিজে ভোজন করা নিষিদ্ধ অথচ তিনি একটি শশক নিয়ে ভক্ষণ

[১]ক্ষেত্রপ্রসূ.   [২]হ্যপাহরন্।

শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে তেন চ তদ্‌গুরুঃ।
চোদিতঃ প্রোক্ষণায়াহ দুষ্টমেতদকর্মকম্॥ ৮

জ্ঞাত্বা পুত্রস্য তৎ কর্ম গুরুণাভিহিতং নৃপঃ।
দেশান্নিঃসারয়ামাস সুতং ত্যক্তবিধিং রুষা॥ ৯

স তু বিপ্রেণ সংবাদং জাপকেন সমাচরন্।
ত্যক্ত্বা কলেবরং যোগী স তেনাবাপ যৎ পরম্॥ ১০

পিতর্যুপরতেঽভ্যেত্য বিকুক্ষিঃ পৃথিবীমিমাম্।
শাসদীজে হরিং যজ্ঞৈঃ শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ॥ ১১

পুরঞ্জয়স্তস্য সুত ইন্দ্রবাহ ইতীরিতঃ।
ককুৎস্থ ইতি চাপ্যুক্তঃ[১] শৃণু নামানি কর্মভিঃ॥ ১২

কৃতান্ত আসীৎ সমরো দেবানাং সহ দানবৈঃ।
পার্ষ্ণিগ্রাহো বৃতো বীরো দেবৈর্দৈত্যপরাজিতৈঃ॥ ১৩

বচনাদ্ দেবদেবস্য বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনঃ প্রভোঃ।
বাহনত্বে বৃতস্তস্য বভূবেন্দ্রো মহাবৃষঃ॥ ১৪

স সন্নদ্ধো ধনুর্দিব্যমাদায় বিশিখাঞ্ছিতান্।
স্তূয়মানঃ সমারুহ্য[২] যুযুৎসুঃ ককুদি স্থিতঃ॥ ১৫

তেজসাঽঽপ্যায়িতো বিষ্ণোঃ পুরুষস্য পরাত্মনঃ।
প্রতীচ্যাং দিশি দৈত্যানাং ন্যরুণৎ ত্রিদশৈঃ পুরম্॥ ১৬

তৈস্তস্য চাভূৎ[৩] প্রধনং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
যমায় ভল্লৈরনয়দ্ দৈত্যান্ যেঽভিযযুর্মৃধে॥ ১৭

করলেন॥ ৭ ॥ পরে অবশিষ্ট মাংস এনে পিতাকে দিলেন। ইক্ষ্বাকু তখন তাঁর গুরুদেবকে সেই মাংস প্রোক্ষণ করতে বললেন। সেই গুরুদেব তখন বললেন যে, ওই মাংস তো দূষিত এবং শ্রাদ্ধকর্মের অযোগ্য॥ ৮ ॥ হে পরীক্ষিৎ! গুরুদেবের কথা শুনে ইক্ষ্বাকু তাঁর ছেলের কুকর্ম জানতে পেরে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন উল্লঙ্ঘনের অপরাধে ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে দেশ থেকে নির্বাসন দিলেন॥ ৯ ॥ তারপর ইক্ষ্বাকু তাঁর গুরুদেব বশিষ্ঠের সঙ্গে আত্মজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন এবং পরিশেষে যোগাবলম্বনপূর্বক শরীর ত্যাগ করে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হলেন॥ ১০ ॥ পিতার মৃত্যুর পর বিকুক্ষি রাজধানীতে ফিরে এসে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তিনি বহুবিধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন এবং শশাদ নামে বিখ্যাত হলেন ॥ ১১ ॥ বিকুক্ষির ছেলের নাম পুরঞ্জয়। তিনি 'ইন্দ্রবাহ' এবং 'ককুৎস্থ' নামেও পরিচিত ছিলেন। যে সব কর্মের দ্বারা তাঁর ওই সব নাম হয়েছিল সেইসব কর্মকাহিনী বলছি, শোনো॥ ১২॥

সত্যযুগের অন্তে দেবতাদের সঙ্গে দানবদের ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে দেবতারা হেরে গিয়েছিলেন। তখন দেবগণ সেই পুরঞ্জয়কে নিজেদের সহায়ত্বে বরণ করেন॥ ১৩ ॥ পুরঞ্জয় তখন বলেছিলেন যে, 'দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমার বাহন হতে রাজি হন তবে আমি অসুরদের বিরুদ্ধে তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করব।' ইন্দ্র প্রথমে স্বীকৃত না হলেও পরে দেবতাদের আরাধ্য সর্বশক্তিমান বিশ্বাত্মা ভগবানের আদেশে এক মহাবৃষভরূপ ধারণ করেন॥ ১৪ ॥ সর্বান্তর্যামী ভগবান বিষ্ণু নিজের সমস্ত শক্তি পুরঞ্জয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিলেন। পুরঞ্জয় কবচ ধারণ করে দিব্য ধনুক ও তীক্ষ্ণ বাণ গ্রহণ করলেন। তারপর বৃষের পিঠে সওয়ার হয়ে বৃষের ককুদের ওপর বসে পড়লেন। পুরঞ্জয়ের এই যুদ্ধোদ্যম দেখে দেবতারা তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। দেবতাদের সাথে নিয়ে তিনি পশ্চিমদিক থেকে দৈত্যপুরী অবরোধ করলেন॥ ১৫-১৬ ॥ বীর পুরঞ্জয়ের সাথে দানবদের তুমুল রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে যে সব দৈত্যেরা তাঁর সামনে এল পুরঞ্জয় ভল্লাস্ত্রের দ্বারা তাদের

[১]চ প্রোক্তঃ। [২]স গন্ধর্বৈঃ। [৩]ভূৎসুমহৎ।

তস্যেষুপাতাভিমুখং যুগান্তাগ্নিমিবোল্বণম্।
বিসৃজ্য দুদ্রুবুর্দৈত্যা হন্যমানাঃ স্বমালয়ম্॥ ১৮

জিত্বা পুরং ধনং সর্বং সশ্রীকং বজ্রপাণয়ে।
প্রত্যযচ্ছৎ স রাজর্ষিরিতি নামভিরাহ্বতঃ॥ ১৯

পুরঞ্জয়স্য পুত্রোঽভূদনেনাস্তৎসুতঃ পৃথুঃ।
বিশ্বরন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশ্বশ্চ তৎসুতঃ॥ ২০

শ্রাবস্তস্তৎসুতো যেন শ্রাবস্তী নির্মমে[১] পুরী।
বৃহদশ্বস্তু শ্রাবস্তিস্ততঃ কুবলয়াশ্বকঃ॥ ২১

যঃ প্রিয়ার্থমুতঙ্কস্য ধুন্ধুনামাসুরং বলী।
সুতানামেকবিংশত্যা সহস্রৈরহনদ্ বৃতঃ॥ ২২

ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতস্তৎসুতাস্তে চ জজ্বলুঃ।
ধুন্ধোর্মুখাগ্নিনা সর্বে ত্রয় এবাবশেষিতাঃ॥ ২৩

দৃঢাশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ ভদ্রাশ্ব ইতি ভারত।
দৃঢাশ্বপুত্রো হর্যশ্বো নিকুম্ভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥ ২৪

বর্হণাশ্বো[২] নিকুম্ভস্য কৃশাশ্বোঽথাস্য[৩] সেনজিৎ।
যুবনাশ্বোঽভবৎ তস্য সোঽনপত্যো বনং গতঃ॥ ২৫

ভার্যাশতেন নির্বিণ্ন ঋষয়োঽস্য কৃপালবঃ।
ইষ্টিং স্ম বর্তয়াঞ্চক্রুরৈন্দ্রীং তে সুসমাহিতাঃ॥ ২৬

রাজা তদ্ যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশি তর্ষিতঃ।
দৃষ্ট্বা শয়ানান্ বিপ্রাংস্তান্ পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্॥ ২৭

উত্থিতাস্তে নিশাম্যাথ ব্যুদকং কলশং প্রভো।
পপ্রচ্ছুঃ কস্য কর্মেদং পীতং পুংসবনং জলম্॥ ২৮

যমালয়ে প্রেরণ করলেন॥ ১৭ ॥ দুঃসহ প্রলয়াগ্নির মতো তাঁর শরবৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে না পেরে ব্যথিত দৈত্যগণ রণভূমি ছেড়ে নিজ নিজ আবাসস্থল পাতালাভিমুখে পলায়ন করল॥ ১৮ ॥ পুরঞ্জয় তাদের দৈত্যপুরী, ধন, দৌলত, সব জয় করে ইন্দ্রকে প্রদান করলেন। দৈত্যপুরী জয় করার জন্য 'পুরঞ্জয়', ইন্দ্রকে বাহন করার জন্য 'ইন্দ্রবাহ' আর বৃষের ককুদের ওপর বসার জন্য তাঁর নাম হয় 'ককুৎস্থ'॥ ১৯ ॥

পুরঞ্জয়ের পুত্রের নাম অনেনা। তাঁর পুত্র পৃথু। পৃথুর পুত্র বিশ্বরন্ধি, তাঁর পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব॥ ২০ ॥ যুবনাশ্বের পুত্র শাবস্ত, যিনি শ্রাবস্তী পুরী স্থাপনা করেন। শাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব আর তাঁর পুত্র কুবলয়াশ্ব॥ ২১ ॥ কুবলয়াশ্ব খুব বলবান ছিলেন। উতঙ্ক ঋষিকে প্রসন্ন করার জন্য তিনি নিজের একুশ হাজার পুত্রকে সাথে নিয়ে 'ধুন্ধু' নামক দৈত্যকে বধ করেন॥ ২২ ॥ সেই থেকে তাঁর নাম হয় 'ধুন্ধুমার'। ধুন্ধুর মুখনিঃসৃত আগুন থেকে কুবলয়াশ্বের সব পুত্ররা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কেবলমাত্র তিন জনই বেঁচে ছিল॥ ২৩ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! যে তিন জন পুত্র বেঁচে ছিল তাঁদের নাম হল দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব আর ভদ্রাশ্ব। দৃঢ়াশ্বের পুত্রের নাম হর্যশ্ব আর তাঁর পুত্রের নাম নিকুম্ভ॥ ২৪ ॥

নিকুম্ভের পুত্র বর্হণাশ্ব। বর্হণাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব এবং কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের একশত পত্নী থাকা সত্ত্বেও তাঁর কোনো সন্তান না হওয়াতে তিনি ভগ্নমনোরথ হয়ে ভার্যাদের সাথে বনগমন করেন। বনের ঋষিরা যুবনাশ্বের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর পুত্রপ্রাপ্তির জন্য একাগ্রচিত্তে দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে এক যজ্ঞ করেন॥ ২৫-২৬ ॥ সেই সময় একদিন রাত্রে তৃষাতুর হয়ে যুবনাশ্ব সেই যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে পানীয় জলের খোঁজ করেন। সেখানে তিনি দেখেন যে ঋষিগণ সব ঘুমিয়ে রয়েছেন। কোথাও জল না পেয়ে তিনি ঋষিদের না জাগিয়ে যে মন্ত্রপূত জল তার পত্নীকে দেবার জন্য রাখা ছিল, সেই জলই পান করলেন॥ ২৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! সকালবেলা ঋষিগণ ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে সেই মন্ত্রপূত জল নেই। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন যে—'এই কাজ কে করেছে ? পুত্রার্থ-

[১]নির্মিতা। [২]বার্হশ্বাসো [৩]শাশ্বশ্চাস্য।

রাজ্ঞা পীতং বিদিত্বাথ ঈশ্বরপ্রহিতেন তে।
ঈশ্বরায় নমশ্চক্রুরহো দৈববলং বলম্॥ ২৯

ততঃ কাল উপাবৃত্তে কুক্ষিং নির্ভিদ্য দক্ষিণম্।
যুবনাশ্বস্য তনয়শ্চক্রবর্তী জজ্ঞান[১]হ॥ ৩০

কং ধাস্যতি কুমারোঽয়ং স্তন্যং রোরূয়তে ভৃশম্।
মাং ধাতা বৎস মা রোদীরিতীন্দ্রো দেশিনীমদাৎ॥ ৩১

ন মমার পিতা তস্য বিপ্রদেবপ্রসাদতঃ।
যুবনাশ্বোঽথ তত্রৈব তপসা সিদ্ধিমন্বগাৎ॥ ৩২

ত্রসদ্দস্যুরিতীন্দ্রোঽঙ্গং বিদধে নাম তস্য[২] বৈ।
যস্মাৎ ত্রসন্তি হ্যুদ্বিগ্না দস্যবো রাবণাদয়ঃ॥ ৩৩

যৌবনাশ্বোঽথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্যবনীং প্রভুঃ।
সপ্তদ্বীপবতীমেকঃ শশাসাচ্যুততেজসা॥ ৩৪

ঈজে চ যজ্ঞং ক্রতুভিরাত্মবিদ্ ভূরিদক্ষিণৈঃ।
সর্বদেবময়ং দেবং সর্বাত্মকমতীন্দ্রিয়ম্॥ ৩৫

দ্রব্যং মন্ত্রো বিধির্যজ্ঞো যজমানস্তথর্ত্বিজঃ।
ধর্মো দেশশ্চ কালশ্চ সর্বমেতদ্ যদাত্মকম্॥ ৩৬

যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে॥ ৩৭

শশবিন্দোর্দুহিতরি বিন্দুমত্যামধান্নৃপঃ[৩]।
পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দং চ যোগিনম্।
তেষাং স্বসারঃ পঞ্চাশৎ সৌভরিং বব্রিরে পতিম্॥ ৩৮

যমুনান্তর্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরন্তপঃ।
নির্বৃতিং মীনরাজস্য বীক্ষ্য মৈথুনধর্মিণঃ॥ ৩৯

মন্ত্রিত এই জল কে পান করেছে ?'॥ ২৮ ॥ অবশেষে তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে দৈবপ্রেরিত হয়ে রাজা নিজেই সেই পুত্রোৎপাদক মন্ত্রপূত জল পান করেছেন তখন তাঁরা ভগবানের চরণে প্রণাম জানিয়ে বললেন —'অহো ! দৈববলই প্রকৃত বল'॥ ২৯ ॥ তারপর যথাকালে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে চক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল ॥ ৩০ ॥ সেই সদ্যোজাত পুত্রকে কাঁদতে দেখে ঋষিগণ বললেন—'এই বালক স্তন্যপানের জন্য বড়ই কাঁদছে, এখন একে স্তন্যপান কে করাবে ?' এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—'মাং ধাতা'—আমার পান করবে। বৎস ! কেঁদো না।' এই বলে ইন্দ্র নিজের তর্জনী শিশুর মুখের মধ্যে দিলেন॥ ৩১ ॥ দেব-ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে সেই শিশুর পিতা যুবনাশ্বেরও (কুক্ষিভেদ হওয়া সত্ত্বেও) মৃত্যু হল না। অনন্তর যুবনাশ্ব সেইখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করলেন॥ ৩২ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! ইন্দ্র সেই শিশুর নাম রাখলেন 'ত্রসদ্দস্যু', কারণ রাবণাদি দস্যুগণ সেই ত্রসদ্দস্যুর ত্রাসে ভীত থাকত॥ ৩৩ ॥ যুবনাশ্বের ছেলে মান্ধাতা (ত্রসদ্দস্যু) ভগবান অচ্যুতের তেজে তেজস্বী হয়ে একলাই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন॥ ৩৪ ॥ তিনি আত্মজ্ঞানী হওয়ার দরুণ যদিও কর্মকাণ্ডের ক্রিয়ানুষ্ঠানের তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না —তবুও তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বহু বহু যজ্ঞ করে তার দ্বারা যজ্ঞরূপী সর্বদেবময় সর্বাত্মা, অতীন্দ্রিয়, দ্রব্য, মন্ত্র, বিধি, যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক্, ধর্ম, দেশ এবং কালের যিনি স্বরূপ সেই যজ্ঞস্বরূপ প্রভুর অর্চনা করেন॥ ৩৫-৩৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! যেখান থেকে সূর্যদেবের উদয় হয় এবং যেখানে তিনি অস্ত যান—এই সসাগরা ভূভাগ যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার অধিকারে ছিল॥ ৩৭ ॥

বিন্দুমতি ছিলেন রাজা মান্ধাতার পত্নী শশবিন্দুর কন্যা। তাঁর গর্ভে তিনটি পুত্র হয়—পুরুকুৎস, অম্বরীষ (ইনি অন্য অম্বরীষ)ও যোগী মুচুকুন্দ। এদের পঞ্চাশ জন ভগ্নী ছিলেন, এই পঞ্চাশ ভগ্নী একত্রে সৌভরি ঋষিকে পতিত্বে বরণ করেন॥ ৩৮ ॥ পরম তপস্বী সৌভরি মুনি একদা যমুনার জলে নিমগ্ন থেকে তপস্যা করবার সময়

[১]হ্যজায়ত। [২]যস্য। [৩]মজীজনৎ।

জাতস্পৃহো নৃপং বিপ্রঃ কন্যামেকামযাচত।
সোঽপ্যাহ গৃহ্যতাং ব্রহ্মন্ কামং কন্যা স্বয়ংবরে॥ ৪০

স বিচিন্ত্যাপ্রিয়ং স্ত্রীণাং জরঠোঽহমসম্মতঃ।
বলীপলিত এজৎক ইত্যহং প্রত্যুদাহৃতঃ॥ ৪১

সাধয়িষ্যে তথাত্মানং সুরস্ত্রীণামপীপ্সিতম্।
কিং পুনর্মনুজেন্দ্রাণামিতি ব্যবসিতঃ প্রভুঃ॥ ৪২

মুনিঃ প্রবেশিতঃ ক্ষত্রা কন্যান্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ।
বৃতশ্চ[১] রাজকন্যাভিরেকঃ পঞ্চাশতা বরঃ॥ ৪৩

তাসাং কলিরভূদ্ ভূয়াংস্তদর্থেঽপোহ্য সৌহৃদম্।
মমানুরূপো নায়ং ব ইতি তদ্গতচেতসাম্॥ ৪৪

স বহ্বৃচস্তাভিরপারণীয়-
তপঃশ্রিয়ানর্ঘ্যপরিচ্ছদেষু।
গৃহেষু নানোপবনামলাম্ভঃ-
সরঃসু সৌগন্ধিককাননেষু॥ ৪৫

মহার্হশয্যাসনবস্ত্রভূষণ-
স্নানানুলেপাভ্যবহারমাল্যকৈঃ।
স্বলঙ্কৃতস্ত্রীপুরুষেষু নিত্যদা
রেমেঽনুগায়দ্দ্বিজভৃঙ্গবন্দিষু॥ ৪৬

যদ্গার্হস্থ্যং তু সংবীক্ষ্য সপ্তদ্বীপবতীপতিঃ।
বিস্মিতঃ স্তম্ভমজহাৎ সার্বভৌমশ্রিয়ান্বিতম্॥ ৪৭

দেখলেন যে এক মৎস্যরাজ তার পত্নীর সাথে মৈথুনধর্ম আচরণ করে সম্ভোগ সুখে আবিষ্ট হয়ে রয়েছেন॥ ৩৯ ॥ সেই দৃশ্য দেখে তাঁর মনে বিবাহের ইচ্ছা জাগল এবং তিনি রাজা মান্ধাতার কাছে এসে তাঁর পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে একটিকে প্রার্থনা করলেন। রাজা মান্ধাতা বললেন — হে ব্রহ্মন্! আপনি স্বচ্ছন্দে স্বয়ংবর বিধি অনুসারে আমার একটি কন্যাকে গ্রহণ করুন॥ ৪০ ॥ সৌভরি ঋষি মহারাজ মান্ধাতার অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন — আমি জরাগ্রস্ত, গায়ের চামড়া ঝুলে গেছে, চুল পেকে গেছে, মাথা সব সময় কম্পমান, এখন আমি নারীদের কাছে অপ্রিয়। সেইজন্যই মান্ধাতা আমাকে এইরকম প্রস্তাব দিয়েছে॥ ৪১ ॥ ঠিক আছে! আমি নিজেকে এমন রূপবান করব যে রাজকন্যা তো কোন্ ছার, দেবাঙ্গনারা পর্যন্ত আমার জন্য লালায়িত হবে। এই চিন্তা করে তিনি নিজের রূপ-যৌবন সম্পাদন করতে কৃতনিশ্চয় হলেন এবং তপঃপ্রভাবে নবযৌবন অর্জন করলেন॥ ৪২ ॥

তখন রাজপুরের প্রতিহারী তাঁকে সমৃদ্ধিশালী রাজঅন্তঃপুরে নিয়ে গেল এবং অন্তঃপুরের পঞ্চাশ জন রাজকন্যাই তাঁকে একত্রে পতিত্বে বরণ করল॥ ৪৩ ॥ সেই রাজকন্যাদের মন সৌভরি মুনির প্রতি এমন আসক্ত হয়ে গেল যে তারা নিজেদের ভগিনীস্নেহ বিসর্জন দিয়ে 'ইনি আমারই যোগ্য, তোমাদের যোগ্য নন' —এই বলে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হল॥ ৪৪ ॥ মন্ত্রবলে বলীয়ান সৌভরি একসাথে পঞ্চাশ জনের পাণিগ্রহণ করলেন এবং দুর্মূল্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত, বহু বন-উপবন, স্বচ্ছ সরোবর, সুগন্ধি পুষ্পোদ্যান প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত পুরীর মধ্যে বহুমূল্য শয্যা, আসন, বস্ত্র, আভরণ, স্নান, অনুলেপন, সুস্বাদু ভোজন এবং পুষ্পমাল্য প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসমন্বিত হয়ে সেই সমস্ত নিজসৃষ্ট পরিধিতে পত্নীদের সাথে বিহার করতে লাগলেন। সুন্দর সুন্দর বসনভূষণে পরিবৃত নারীপুরুষগণ তাঁর সেবা করতে লাগল। কোথাও পাখির কলকাকলি, কোথাও ভ্রমরগুঞ্জন, কোথাওবা বন্দীজন মধুর গীতদ্বারা সর্বত্র সুখানন্দ পরিব্যাপ্ত করতে লাগল॥ ৪৫-৪৬ ॥ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর মান্ধাতা সৌভরি ঋষির এই গার্হস্থ্য সুখ দেখে চমৎকৃত হয়ে

[১]বৃতঃ স।

এবং গৃহেষ্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ।
সেবমানো ন চাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ।। ৪৮

গেলেন। 'আমি সার্বভৌম সম্পদের অধীশ্বর'—মান্ধাতার এই গর্ব নিষ্প্রভ হয়ে গেল।। ৪৭ ।। এইভাবে সৌভরি মুনি গার্হস্থ্য সুখে আসক্ত হয়ে গেলেন এবং বিবিধ সুখজনক দ্রব্যদ্বারা বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। তবুও ঘৃতের আহুতিতে যেমন আগুনের তৃপ্তি হয় না তেমনই তিনিও আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারলেন না।। ৪৮ ।।

স কদাচিদুপাসীন আত্মাপহ্নবমাত্মনঃ।
দদর্শ বহ্বৃচাচার্যো মীনসঙ্গসমুত্থিতম্।। ৪৯

এইভাবে কিছুকাল অতীত হওয়ার পরে ঋগ্বেদাচার্য সৌভরি একদিন নির্জনে বসে নিজের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে বুঝতে পারলেন যে, মৎস্যরাজের ক্ষণমাত্র সংসর্গবশত তাঁর কি নিদারুণ আত্মপতনের নিদান —তপোহানি সংঘটিত হয়েছে।। ৪৯ ।। তিনি ভাবতে লাগলেন—আমি সাধু, চরিত্রবান ও তপস্বী ছিলাম। আমি কতরকম ব্রত ধর্মানুষ্ঠান করেছি। অথচ আমার কী অধঃপতন ! বহুদিন পর্যন্ত আমি আমার ব্রহ্মতেজ ধারণ করে রাখতে পেরেছি কিন্তু জলের ভেতরে বিহাররত এক মৎস্য সংসর্গে আমার সেই ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়ে গেল।। ৫০ ।।

অহো ইমং পশ্যত মে[১]বিনাশং
তপস্বিনঃ সচ্চরিতব্রতস্য।
অন্তর্জলে বারিচরপ্রসঙ্গাৎ
প্রচ্যাবিতং ব্রহ্ম চিরং ধৃতং যৎ।। ৫০

সঙ্গং ত্যজেত মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ
সর্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্ বহিরিন্দ্রিয়াণি।
একশ্চরন্ রহসি চিত্তমনন্ত ঈশে
যুঞ্জীত তদ্ব্রতিষু সাধুষু চেৎ প্রসঙ্গঃ।। ৫১

সুতরাং মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্তব্য হল দাম্পত্য ধর্মাবলম্বীগণের অর্থাৎ মৈথুনসুখাসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্বথা পরিত্যাগ এবং নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে ক্ষণকালের জন্যও বহির্মুখী হতে না দেওয়া। নির্জনে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করে নিজের মনকে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরেই সমাহিত রাখা। সঙ্গ যদি করতেই হয় তবে অনন্য ভগবৎপ্রেমী নিষ্ঠাবান মহাত্মাদেরই সঙ্গ করা উচিত।। ৫১।। আগে আমি একান্তে একলাই তপস্যায় নিমগ্ন ছিলাম। তারপর জলের মধ্যে মাছের সংসর্গে এসে বিবাহ করে পঞ্চাশ জন হয়েছি, আর তারপরে সন্তান উৎপাদন করে পাঁচ হাজার হয়েছি। বিষয়ভোগে নিত্যবুদ্ধি হওয়াতে মায়ার প্রভাবে আমার বুদ্ধি নাশ হয়েছে। এখন তো ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধনের জন্য যে সব বাসনা-কামনা উৎপন্ন হচ্ছে তার তো কোনো অন্তই পাচ্ছি না।। ৫২ ।।

একস্তপস্ব্যহমথাম্ভসি মৎস্যসঙ্গাৎ
পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্রসর্গঃ।
নান্তং ব্রজাম্যুভয়কৃত্যমনোরথানাং
মায়াগুণৈর্হৃতমতির্বিষয়েঽর্থভাবঃ।। ৫২

এইভাবে বিচার-বিবেচনা করতে করতে তিনি কিছুকাল গার্হস্থ্যাশ্রমেই অতিবাহিত করলেন। তারপর বৈরাগী হয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে বনে প্রস্থান করলেন। পতিপরায়ণা পত্নীগণও তাঁর সাথে বনগমন করলেন।। ৫৩ ।।

এবং বসন্ গৃহে কালং[২] বিরক্তো ন্যাসমাস্থিতঃ।
বনং জগামানুযযুস্তৎপত্ন্যঃ পতিদেবতাঃ।। ৫৩

[১]সঙ্গদোষং। [২]কামং।

তত্র [১]তপ্ত্বা তপস্তীব্রমাত্মকর্শনমাত্মবান্[২]।
সহৈবাগ্নিভিরাত্মানং যুযোজ পরমাত্মনি॥ ৫৪

বনে গিয়ে পরম সংযমী সৌভরি মুনি তীব্র তপস্যা করলেন, দেহকে শুকনো কাঠে পরিণত করলেন এবং আবহনীয় ইত্যাদি অগ্নিত্রয়ের সাথেই নিজ আত্মাকে পরমাত্মাতে যুক্ত করে দিলেন॥ ৫৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ! নিজেদের পতি সৌভরি মুনির আধ্যাত্মিক গতি দর্শন করে তাঁর পত্নীগণও অগ্নিশিখাসমূহ যেমন নির্বাণোন্মুখ অগ্নির সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাণপ্রাপ্ত হয় সেই-রকমই তাঁরাও তাঁদের পতির প্রভাবে সতী হয়ে তাঁর মধ্যে লীন হয়ে গেলেন এবং পতির গতি প্রাপ্ত হলেন॥ ৫৫ ॥

তাঃ স্বপত্যুর্মহারাজ নিরীক্ষ্যাধ্যাত্মিকীং গতিম্।
অন্বীযুস্তৎপ্রভাবেণ অগ্নিং শান্তমিবার্চিষঃ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে সৌভর্য উপখ্যানে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধের সোভরি উপাখ্যান নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৬ ॥

অথ সপ্তমোহধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

রাজা ত্রিশঙ্কু এবং হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

শ্রীশুক উবাচ

মান্ধাতুঃ পুত্রপ্রবরো যোহম্বরীষঃ প্রকীর্তিতঃ।
পিতামহেন প্রবৃতো যৌবনাশ্বশ্চ[৩] তৎসুতঃ।
হারীতস্তস্য[৪] পুত্রোহভূন্মান্ধাতৃপ্রবরা ইমে॥ ১

নর্মদা ভ্রাতৃভির্দত্তা পুরুকুৎসায় যোরগৈঃ।
তয়া রসাতলং নীতো ভুজগেন্দ্রপ্রযুক্তয়া॥ ২

গন্ধর্বানবধীৎ তত্র বধ্যান্ বৈ বিষ্ণুশক্তিধৃক্[৫]।
নাগাল্লব্ধবরঃ সর্পাদভয়ং স্মরতামিদম্॥ ৩

ত্রসদ্দস্যুঃ পৌরুকুৎসো যোহনরণ্যস্য দেহকৃৎ।
হর্যশ্বস্তৎসুতস্তস্মাদরুণোহথ ত্রিবন্ধনঃ॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! আমি আগে বলেছি যে মান্ধাতার পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন অম্বরীষ। তাঁকে তাঁর পিতামহ যুবনাশ্ব পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অম্বরীষের পুত্রের নাম যৌবনাশ্ব এবং যৌবনাশ্বের পুত্রের নাম হারীত। মান্ধাতার বংশে এই তিন জন মান্ধাতার গোত্রের প্রবর অর্থাৎ অবান্তর বংশপ্রবর্তক পুরুষ॥ ১ ॥ নাগগণ নিজেদের ভগিনী নর্মদাকে পুরুকুৎসের সঙ্গে বিবাহ দেন, নাগরাজ বাসুকির আদেশে নর্মদা তার স্বামীকে রসাতলে নিয়ে যান॥ ২ ॥ সেই রসাতলে বিষ্ণু শক্তির তেজে বলীয়ান হয়ে পুরুকুৎস বধযোগ্য গন্ধর্বদের বধ করেন। সেই কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে নাগরাজ পুরুকুৎসকে বরদান করেন যে, এই প্রসঙ্গ যারা স্মরণ করবে (পুরুকুৎস চরিত্র) তারা সর্পভয় থেকে মুক্ত থাকবে॥ ৩ ॥ রাজা পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদ্দস্যু, তার পুত্র

[১]তীব্র.। [২]বিৎ। [৩]যুব.। [৪]হরীত.। [৫]ক্তিভৃৎ।

তস্য সত্যব্রতঃ পুত্রস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ।
প্রাপ্তশ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্ গুরোঃ কৌশিকতেজসা॥ ৫

সশরীরো গতঃ স্বর্গমদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে।
পাতিতোঽবাক্‌শিরা দেবৈস্তেনৈব স্তম্ভিতো বলাৎ॥ ৬

ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্রবসিষ্ঠয়োঃ।
যন্নিমিত্তমভূদ্ যুদ্ধং পক্ষিণোর্বহুবার্ষিকম্॥ ৭

সোঽনপত্যো বিষণ্ণাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ।
বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো॥ ৮

যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি।
তথেতি বরুণেনাস্য পুত্রো জাতস্তু রোহিতঃ॥ ৯

জাতঃ সুতো হ্যনেনাঙ্গ মাং যজস্বেতি সোঽব্রবীৎ।
যদা পশুর্নির্দশঃ স্যাদথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ১০

নির্দশে চ স আগত্য যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ।
দন্তাঃ পশোর্যজ্জায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ১১

জাতা দন্তা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ।
যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি॥ ১২

পশোর্নিপতিতা দন্তা যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ।
যদা পশোঃ পুনর্দন্তা জায়ন্তেঽথ পশুঃ শুচিঃ॥ ১৩

পুনর্জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ।
সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ॥ ১৪

অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র হর্যশ্ব, তার পুত্র অরুণ আর অরুণের পুত্র ত্রিবন্ধন॥ ৪ ॥ ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যদিও নিজের পিতা এবং গুরুর অভিশাপে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র মুনির প্রভাবে তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। দেবতারা তাঁকে অধোমুখ করে স্বর্গলোক থেকে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র মুনি নিজের তপবলে তাকে শূন্যমার্গে স্তম্ভিত করে রেখেছিলেন। আজও তাঁকে আকাশে সেই অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়॥ ৫-৬ ॥

ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র। তাঁকে উপলক্ষ করে পরস্পরের অভিশম্পাতে পক্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের মধ্যে বহু বৎসর যুদ্ধ হয়েছিল॥ ৭ ॥ হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন, তাই সর্বদাই তিনি বিষণ্ণ থাকতেন। নারদ মুনির উপদেশে হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করেন যে—'হে প্রভো ! আমাকে বর দিন যাতে আমার একটি পুত্রসন্তান হয়॥ ৮ ॥ হে মহারাজ বরুণদেব ! আমার যদি একটি বীরপুত্র হয় তবে আমি তার দ্বারা আপনার পূজা করব'। বরুণদেব বললেন—'তথাস্তু'। এরপরে বরুণের বরে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে এক পুত্র হয়॥ ৯ ॥ তখন বরুণদেব এসে বললেন—'হে হরিশ্চন্দ্র ! তোমার পুত্র হয়েছে। এখন এর দ্বারা আমার যজ্ঞ করো।' হরিশ্চন্দ্র বললেন—'আপনার এই যজ্ঞপশু (রোহিত) যখন দশ দিন বয়স অতিক্রম করবে, তখন এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে।'॥ ১০ ॥ দশ দিন পার হয়ে গেলে বরুণদেব আবার এসে বললেন—'এবার আমার যজ্ঞ করো।' হরিশ্চন্দ্র বললেন—'আপনার এই যজ্ঞপশুর যখন দাঁত উঠবে, তখন সে যজ্ঞার্হ হবে'॥ ১১ ॥ যখন দাঁত উঠল তখন বরুণদেব এসে বললেন—'এখন এর দাঁত বেরিয়েছে, এবার আমার যজ্ঞ করো।' হরিশ্চন্দ্র বললেন—'এর দুধের দাঁত পড়ে গেলে, এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে।'॥ ১২ ॥ দুধের দাঁত যখন পড়ে গেল তখন বরুণদেব বললেন— 'এখন এর দুধের দাঁত পড়ে গেছে, এবার আমার যজ্ঞ করো।' হরিশ্চন্দ্র বললেন—'যখন এর নতুন দাঁত উঠবে তখন এ যজ্ঞের উপযুক্ত হবে'॥ ১৩ ॥ নতুন দাঁত ওঠার পর বরুণদেব আবার বললেন—'এবার আমার যজ্ঞ করো।' হরিশ্চন্দ্র

ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহযন্ত্রিতচেতসা।
কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তো দেবস্তমৈক্ষত॥ ১৫

রোহিতস্তদভিজ্ঞায় পিতুঃ কর্ম চিকীর্ষিতম্।
প্রাণপ্রেপ্সুর্ধনুষ্পাণিররণ্যং প্রত্যপদ্যত॥ ১৬

পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরম্।
রোহিতো গ্রামমেয়ায় তমিন্দ্রঃ প্রত্যষেধত॥ ১৭

ভূমেঃ পর্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্রনিষেবণৈঃ।
রোহিতায়াদিশচ্ছক্রঃ[1] সোঽপ্যরণ্যেঽবসৎ[2] সমাম্॥ ১৮

এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা।
অভ্যেত্যাভ্যেত্য স্থবিরো বিপ্রো ভূত্বাহহহ বৃত্রহা॥ ১৯

ষষ্ঠং সংবৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীম্।
উপব্রজন্নজীগর্তাদক্রীণান্মধ্যমং সুতম্॥ ২০

শুনঃশেপং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত।
ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ॥ ২১

মুক্তোদরোঽযজদ্ দেবান্ বরুণাদীন্ মহৎকথঃ।
বিশ্বামিত্রোঽভবৎ তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্যুরাত্মবান্॥ ২২

জমদগ্নিরভূদ্ ব্রহ্মা বসিষ্ঠোঽয়াস্যসামগঃ।
তস্মৈ তুষ্টো দদাবিন্দ্রঃ শাতকৌম্ভময়ং রথম্॥ ২৩

শুনঃশেপস্য মাহাত্ম্যমুপরিষ্টাৎ প্রচক্ষ্যতে।
সত্যংসারং ধৃতিং দৃষ্ট্বা সভার্যস্য চ ভূপতেঃ॥ ২৪

বললেন—'হে মহারাজ বরুণদেব! ক্ষত্রিয় পশু যখন যজ্ঞের উপযুক্ত হয় তখন সে বর্ম ধারণ করে'॥ ১৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রের স্নেহে আকৃষ্টচিত্ত হয়ে কালহরণ করে যে সময়ের কথা বললেন, বরুণদেবও সেই সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন॥ ১৫ ॥ রোহিত যখন পিতার অভিপ্রায় অর্থাৎ পুত্ররূপ পশুর দ্বারা বরুণদেবের যজ্ঞ করার কথা জানতে পারলেন তখন নিজের প্রাণরক্ষার তাগিদে তিনি হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে বনে চলে গেলেন॥ ১৬ ॥ কিছুকাল অতীত হলে রোহিত জানতে পারলেন যে বরুণদেব রুষ্ট হয়ে তাঁর পিতাকে আক্রমণ করেছেন—যার ফলে তার পিতা উদরী রোগে পীড়িত হয়েছেন, তখন তিনি নিজের দেশের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু ইন্দ্র এসে তাঁকে নিরস্ত করলেন॥ ১৭ ॥ ইন্দ্র বললেন—'বৎস রোহিত! যজ্ঞপশু হয়ে মৃত্যুবরণ করার থেকে তীর্থক্ষেত্র দর্শনাদি দ্বারা পৃথিবী পর্যটনরূপ পুণ্যকর্ম করাই মঙ্গলজনক।' ইন্দ্রের উপদেশমতো রোহিত আরও এক বছর অরণ্যবাস করলেন॥ ১৮ ॥ এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষেও রোহিত নিজের পিতার কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু প্রতিবারই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে ইন্দ্র এসে তাঁকে নিরস্ত করেন॥ ১৯ ॥ এইভাবে রোহিত ছয় বছর অরণ্যবাস করলেন। সপ্তম বর্ষে যখন তিনি নিজের দেশের কাছে ফিরে এলেন তখন অজীগর্তের কাছ থেকে তার মেজো ছেলে শুনঃশেপকে কিনে যজ্ঞপশু হিসাবে নিজের পিতাকে দিলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। অতঃপর মহাযশস্বী হরিশ্চন্দ্র পুরুষমেধ যজ্ঞের দ্বারা বরুণাদি দেবগণের যজনা করে উদরীরোগ থেকে মুক্ত ও সজ্জন প্রশংসনীয় হলেন। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র মুনি হয়েছিলেন হোতা, পরম সংযমী জামদগ্নি হয়েছিলেন অধ্বর্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মার স্থান গ্রহণ করেন এবং অয়াস্য মুনি সামগান উদ্গাতা হয়েছিলেন। ইন্দ্র পরিতুষ্ট হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে একটি সোনার রথ প্রদান করেন॥ ২০-২৩ ॥

হে পরীক্ষিৎ! এর পরে আমি শুনঃশেপের মাহাত্ম্য বর্ণনা করব। সস্ত্রীক হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, সামর্থ্য এবং

[1]রোহিতং ত্বদিশ.। [2]হচরহ।

বিশ্বামিত্রো ভৃশং প্রীতো দদাববিহতাং গতিম্।
মনঃ পৃথিব্যাং তামদ্ভিস্তেজসাপোঽনিলেন তৎ॥ ২৫

খে বায়ুং ধারয়ংস্তচ্চ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি।
তস্মিঞ্জ্ঞানকলাং ধ্যাত্বা তয়াজ্ঞানং বিনির্দহন্॥ ২৬

হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্বাণসুখসংবিদা।
অনির্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ তস্থৌ বিধ্বস্তবন্ধনঃ॥ ২৭

ধৈর্য দেখে বিশ্বামিত্র মুনি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে অবহিতা গতি অর্থাৎ অবিনাশী আত্মজ্ঞান উপদেশ করেন। ওই আত্মবিদ্যার দ্বারা হরিশ্চন্দ্র অন্নময় মনঃসংযুক্ত দেহকে ক্ষিতিতে লীন করেন। ক্ষিতিকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশে এবং আকাশকে অহংকারে লীন করে দেন। তারপর অহংকারকে মহত্তত্ত্বে লীন করে তার অন্তঃস্থিত জ্ঞান-কলা (আত্মরূপ) ধ্যান করে, তার দ্বারা আত্মার আবরণকারী অবিদ্যাকে নাশ করলেন॥ ২৪-২৬ ॥ তারপর নির্বাণ সুখানুভূতি দ্বারা সেই জ্ঞান-কলাকেও পরিত্যাগ করে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনির্দেশ্য ও অপ্রত্যর্ক্য স্বীয় স্বরূপে স্থিত হয়ে গেলেন॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান নামক সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

সগর উপাখ্যান

শ্রীশুক[১] উবাচ

হরিতো রোহিতসুতশ্চম্পস্তস্মাদ্[২] বিনির্মিতা।
চম্পাপুরী সুদেবোঽতো বিজয়ো যস্য চাত্মজঃ॥ ১
ভরুকস্তৎসুতস্তস্মাদ্[৩] বৃকস্তস্যাপি বাহুকঃ।
সোঽরিভির্হৃতভূ রাজা সভার্যো বনমাবিশৎ॥ ২
বৃদ্ধং তং পঞ্চতাং প্রাপ্তং মহিষ্যনুমরিষ্যতী।
ঔর্বেণ জানতাঽঽত্মানং প্রজাবন্তং নিবারিতা॥ ৩
আজ্ঞায়াস্যৈ সপত্নীভির্গরো দত্তোঽন্ধসা সহ।
সহ[৪] তেনৈব সংজাতঃ সগরাখ্যো মহাযশাঃ॥ ৪

শুকদেব বললেন—রোহিতের পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র চম্প, যিনি চম্পাপুরী স্থাপনা করেন। চম্পের পুত্র সুদেব এবং সুদেবের পুত্র ছিল বিজয়॥ ১ ॥ বিজয়ের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র বাহুক। শত্রুরা বাহুকের রাজ্য অধিকার করলে বাহুক তাঁর পত্নীর সাথে বনে প্রবেশ করেন॥ ২ ॥ বাহুক বৃদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করলে তাঁর পত্নীও তাঁর সাথে সহমরণে উদ্যত হলেন। কিন্তু মহর্ষি ঔর্ব জানতেন যে তিনি গর্ভবতী, তাই তিনি তাঁকে সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করেন॥ ৩ ॥ এই বৃত্তান্ত জেনে সেই মহিষীর সপত্নীগণ বিদ্বেষবশত তাঁর ভোজনের মধ্যে 'গর' (বিষ) মিশিয়ে দেয়। কিন্তু বিষের কোনো

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]যপস্তেন। [৩]করুক.। [৪]ন হতস্তেন।

সগরশ্চক্রবর্ত্যাসীৎ সাগরো যৎসুতৈঃ কৃতঃ।
যস্তালজঙ্ঘান্ যবনাঞ্ছকান্ হৈহয়বর্বরান্॥ ৫

নাবধীদ্ গুরুবাক্যেন চক্রে বিকৃতবেষিণঃ।
মুণ্ডান্শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিন্মুক্তকেশার্ধমুণ্ডিতান্॥ ৬

অনন্তর্বাসসঃ কাংশ্চিদবহির্বাসসোঽপরান্।
সোঽশ্বমেধৈরযজত সর্ববেদসুরাত্মকম্॥ ৭

ঔর্বোপদিষ্টযোগেন হরিমাত্মানমীশ্বরম্।
তস্যোৎসৃষ্টং পশুং যজ্ঞে জহারাশ্বং পুরন্দরঃ॥ ৮

সুমত্যাস্তনয়া দৃপ্তাঃ পিতুরাদেশকারিণঃ।
হয়মন্বেষমাণাস্তে সমন্তান্ন্যখনন্ মহীম্॥ ৯

প্রাগুদীচ্যাং দিশি হয়ং দদৃশুঃ কপিলান্তিকে।
এষ বাজিহরশ্চৌর আস্তে মীলিতলোচনঃ॥ ১০

হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইতি ষষ্টিসহস্রিণঃ।
উদায়ুধা অভিযযুরুন্মিমেষ তদা মুনিঃ॥ ১১

স্বশরীরাগ্নিনা তাবন্মহেন্দ্রহৃতচেতসঃ।
মহদ্ব্যতিক্রমহতা ভস্মসাদভবন্ ক্ষণাৎ॥ ১২

ন সাধুবাদো মুনিকোপভর্জিতা
নৃপেন্দ্রপুত্রা ইতি সত্ত্বধামনি।
কথং তমো রোষময়ং বিভাব্যতে
জগৎপবিত্রাত্মনি খে রজো ভুবঃ॥ ১৩

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌ-
র্যয়া মুমুক্ষুস্তরতে দুরত্যয়ম্।
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ
পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙ্মতিঃ॥ ১৪

প্রভাব গর্ভের মধ্যে পড়েনি। 'গর'-এর সাথে পুত্র প্রসব হওয়াতে পুত্রের নাম হয়েছিল 'সগর'। সগর মহাযশস্বী রাজচক্রবর্তী অর্থাৎ সম্রাট হয়েছিলেন॥ ৪ ॥

সগরের ছেলেরা পৃথিবী খনন করে সাগর নির্মাণ করেন। সগর তাঁর গুরুদেবের আদেশমতো তালজঙ্ঘ, যবন, শক, হৈহয় ও বর্বর জাতিসকলকে বিনাশ না করে বিকৃতবেশী করেছিলেন। কোনো জাতিকে তিনি মুণ্ডিত মস্তক অথচ শ্মশ্রুধারী, কাউকে মুক্তকেশ অথচ অর্ধমুণ্ডিত, কাউকেবা অন্তর্বাসবিহীন আবার কাউকে বা বহির্বাসবিহীন করে দিয়েছিলেন॥ ৫-৬ ॥ কাউকেবা তিনি বস্ত্র জড়িয়ে রাখতে দেন কিন্তু পরিধান করতে দেন না। কাউকেবা শুধুমাত্র কৌপীনধারী থাকতে আদেশ দেন। তারপর সগর রাজা ঔর্বের উপদেশে শাস্ত্রানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সর্ববেদ ও সর্বদেবময় আত্মস্বরূপ সর্বশক্তিমান শ্রীহরির অর্চনা করেন। সেই যজ্ঞের উৎসৃষ্ট অশ্ব দেবরাজ ইন্দ্র অপহরণ করেছিলেন॥ ৭-৮ ॥ (সুমতি ও কেশিনী নামে সগরের দুই পত্নী ছিল) পিতার আদেশানুসারে সুমতির গর্ভজাত পুত্রগণ অশ্বের খোঁজে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াল। কোথাও সেই অশ্বকে খুঁজে না পেয়ে দর্পভরে সমস্ত পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করতে লাগল॥ ৯ ॥ পৃথিবীর চতুর্দিক খনন করতে করতে পূর্ব-উত্তর কোণে কপিল মুনির কাছে সেই অশ্বকে দেখতে পেয়ে 'এই লোকটি অশ্ব অপহরণকারী চোর, এখন চোখ বুজে বসে আছে, অতএব এই পাপিষ্ঠকে বধ কর, বধ কর' বলতে বলতে সেই ষাট হাজার সগরপুত্র অস্ত্রশস্ত্র উঁচিয়ে কপিলমুনির দিকে ধেয়ে গেল। কপিলমুনি সেই সময় চোখ খুললেন॥ ১০-১১ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র রাজকুমারদের বুদ্ধিভ্রংশ করে দিয়েছিলেন তাই তারা কপিলমুনির মতো মহাপুরুষকে অপমান করেছিল। এর ফলে তাদের শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল এবং মুহূর্তের মধ্যে তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল॥ ১২ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! সগরের ছেলেরা কপিল মুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। কপিল মুনি তো শুদ্ধ সত্ত্বগুণের পূর্ণ আধার। তাঁর শরীর তো জগৎকে পবিত্র করেছিল মাত্র। তাঁর কাছে ক্রোধের মতো তমোগুণ আসবে কী করে ? পৃথিবীর ধুলো কি আকাশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারে ? ১৩ ॥ এই সংসার

যোঽসমঞ্জস ইত্যুক্তঃ স কেশিন্যা নৃপাত্মজঃ।
তস্য পুত্রোঽংশুমান্ নাম পিতামহহিতে রতঃ।। ১৫

অসমঞ্জস আত্মানং দর্শয়ন্নসমঞ্জসম্।
জাতিস্মরঃ পুরা সঙ্গাদ্ যোগী যোগাদ্ বিচালিতঃ।। ১৬

আচরন্ গর্হিতং লোকে জ্ঞাতীনাং কর্ম বিপ্রিয়ম্।
সরয্বাং ক্রীড়তো বালান্ প্রাস্যদুদ্বেজয়ঞ্জনম্।। ১৭

এবংবৃত্তঃ পরিত্যক্তঃ পিত্রা স্নেহমপোহ্য বৈ।
যোগৈশ্বর্যেণ বালাংস্তান্ দর্শয়িত্বা ততো যযৌ।। ১৮

অযোধ্যাবাসিনঃ সর্বে বালকান্ পুনরাগতান্।
দৃষ্ট্বা বিসিস্মিরে রাজন্ রাজা চাপ্যন্বতপ্যত[১]।। ১৯

অংশুমাংশ্চোদিতো রাজ্ঞা তুরঙ্গান্বেষণে যযৌ।
পিতৃব্যখাতানুপথং ভস্মান্তি দদৃশে হয়ম্।। ২০

তত্রাসীনং মুনিং বীক্ষ্য কপিলাখ্যমধোক্ষজম্।
অস্তৌৎ সমাহিতমনাঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো মহান্।। ২১

অংশুমানুবাচ

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোঽজনো
ন বুধ্যতেঽদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ।
কুতোঽপরে তস্য মনঃশরীরধী-
র্বিসর্গসৃষ্টা[২] বয়মপ্রকাশাঃ।। ২২

এক মৃত্যুপথ সমন্বিত দুরতিক্রমণীয় সাগর। কিন্তু কপিলমুনি এই পৃথিবীতে সাংখ্যশাস্ত্র নামক এমন একটি দৃঢ় নৌকো বানিয়ে দিয়েছেন যার দ্বারা যে কোনো মুমুক্ষু মানুষ সেই সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারে। তিনি কেবল পরম জ্ঞানীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং পরমাত্মা। শত্রুমিত্রের ভেদাভেদ বুদ্ধি তার মধ্যে কী করে আসতে পারে? ১৪ ॥

সগরের দ্বিতীয় পত্নী কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জস নামে এক পুত্র জন্মায়। অসমঞ্জসের পুত্রের নাম অংশুমান। তিনি পিতামহ সগরের আজ্ঞাবহ ও তাঁর সেবা পরিচর্যায় রত থাকতেন।। ১৫ ॥ অসমঞ্জস পূর্ব জন্মে যোগী ছিলেন। সঙ্গদোষে যোগভ্রষ্ট হয়ে জাতিস্মর রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইহজন্মে সঙ্গ পরিহারের জন্য নিজেকে অর্থত অসমঞ্জস রূপে প্রকাশ করে গর্হিত এবং জ্ঞাতিগণের অপ্রিয় আচরণ করে লোকের উদ্বেগ জন্মাতেন, এমনকী খেলায়মগ্ন বালকদের ধরে সরযূ নদীতে নিক্ষেপ করে দিতেন।। ১৬-১৭ ॥ সগর রাজা তার এই জাতীয় দুষ্কার্য দেখে পুত্রস্নেহ বিসর্জন দিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। অসমঞ্জস তখন নিজের যোগৈশ্বর্যের প্রভাবে সেই সব বালকদের জীবিত করে দেন এবং নিজের পিতাকে সেই জীবিত বালকদের দেখিয়ে দিয়ে নিজে বনপথে চলে যান।। ১৮ ॥ অযোধ্যায় নগরবাসীরা যখন দেখলেন যে তাঁদের মৃত ছেলেরা ফিরে এসেছে তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন আর সগর রাজাও অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন।। ১৯ ॥ এরপর সগর রাজার আদেশে অংশুমান ঘোড়ার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পিতৃব্যদের খনিত পথে পথে যাত্রা করে এক জায়গায় পিতৃব্যদের দেহভস্মের কাছে ঘোড়াটিকে দেখতে পেলেন।। ২০ ॥ ভগবান কপিলমুনি সেখানেই বসে ছিলেন। তাঁকে দেখে মহামনা অংশুমান তাঁকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে একাগ্রচিত্তে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।। ২১ ॥

অংশুমান বললেন—হে ভগবন্! আপনি অজন্মা ব্রহ্মারও অতীত তাই তিনিও আপনাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারেননি। দেখা তো দূরস্থান, সমাধির পর

[১]চাথাম্ব.।   [২]সৃষ্টাবয়বপ্রকাশকাঃ।

যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা
গুণান্ বিপশ্যন্ত্যত[১] বা তমশ্চ।
যন্মায়য়া মোহিতচেতসস্তে
বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃপ্রকাশাঃ।। ২৩

তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাব-
প্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ[২] ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভির্বিভাব্যং
কথং হি মূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি।। ২৪

প্রশান্তমায়াগুণকর্মলিঙ্গ-
মনামরূপং সদসদ্বিমুক্তম্[৩]।
জ্ঞানোপদেশায় গৃহীতদেহং[৪]
নমামহে ত্বাং পুরুষং পুরাণম্।। ২৫

ত্বন্মায়ারচিতে[৫] লোকে বস্তুবুদ্ধ্যা গৃহাদিষু।
ভ্রমন্তি কামলোভের্ষ্যামোহবিভ্রান্তচেতসঃ।। ২৬

অদ্য নঃ সর্বভূতাত্মন্ কামকর্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
মোহপাশো দৃঢ়শ্ছিন্নো ভগবংস্তব দর্শনাৎ।। ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থংগীতানুভাবস্তং ভগবান্ কপিলো মুনিঃ।
অংশুমন্তমুবাচেদমনুগৃহ্য ধিয়া নৃপ।। ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

অশ্বোঽয়ং নীয়তাং বৎস পিতামহপশুস্তব।
ইমে চ পিতরো দগ্ধা গঙ্গাম্ভোঽর্হন্তি নেতরৎ।। ২৯

সমাধি, যুক্তির পর যুক্তি প্রয়োগ করেও আজ পর্যন্ত তিনি আপনাকে বুঝতে পারেননি। আমরা তো তাঁরই মন, শরীর ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্ট অজ্ঞানী জীব—আমরা তা হলে কী করে আর আপনার মহিমা বুঝতে পারব ? ২২ ।। সংসারের শরীরধারী জীব সত্ত্বগুণ, রজোগুণ বা তমোগুণ প্রধান। তারা জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় কেবল গুণময় পদার্থ ও বিষয়কে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল অজ্ঞান আর অজ্ঞানই দেখে। তার কারণ এরা আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছে। এরা বহির্মুখ হওয়ার ফলে কেবল বাইরের জিনিসই দেখে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে অবস্থিত আপনাকে দেখতে পায় না।। ২৩ ।। আপনি একরস, জ্ঞানঘন স্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তি। অতএব আত্মজ্ঞানলভ্য মায়াগুণজনিত ভেদ-মোহ অজ্ঞান যাদের দূর হয়েছে সেই সনন্দনাদি মুনিগণ আপনাকে নিরন্তর চিন্তা করতে পারেন। মায়ায় আবদ্ধ মূঢ় আমি কেমন করে আপনাকে জানতে পারব ? ২৪ ।। মায়া, তার গুণ এবং গুণের কারণজনিত কর্ম এবং কর্মের সংস্কারে প্রাপ্ত লিঙ্গশরীর তো আপনার নেই। আপনার না আছে নাম, না আছে রূপ। আপনি না কার্য, না কারণ। আপনি সনাতন আত্মা। জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আপনি এই শরীর ধারণ করে রয়েছেন। আমি আপনাকে নমস্কার করি।। ২৫ ।। হে প্রভো ! মায়াগুণই আপনার বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম। একে সত্য মনে করে কাম, লোভ, ঈর্ষা ও মোহতে লোকের চিত্ত দেহগেহাদিতে পরিভ্রমণ করে, তারা এর মধ্যে বদ্ধ হয়ে যায় ।। ২৬ ।। হে সর্বাত্মন্ ! হে ভগবন্ ! আজ আপনার দর্শনলাভে আমার কাম, কর্ম ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত দুশ্ছেদ্য মোহবন্ধন ছিন্ন হল।। ২৭ ।।

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে অংশুমান ভগবান কপিলমুনির প্রভাব কীর্তন করলে তিনি (কপিলমুনি) সর্বান্তকরণে কৃপা করে অংশুমানকে বললেন—।। ২৮ ।।

শ্রীভগবান বললেন—'হে বৎস ! এই অশ্ব তোমার পিতামহের যজ্ঞীয় পশু, তুমি নিয়ে যাও। তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যদের উদ্ধার কেবল গঙ্গাজল দ্বারাই হতে

[১]প্রপশ্য.। [২]ন্ময়ামোহভেদৈঃ। [৩]দ্বিযুক্তম্। [৪]তল্লিঙ্গং। [৫]ন্বত্বয়া রচি.।

তং পরিক্রম্য শিরসা প্রসাদ্য হয়মানযৎ।
সগরস্তেন পশুনা ক্রতুশেষং সমাপয়ৎ॥ ৩০

রাজ্যমংশুমতি ন্যস্য নিঃস্পৃহো মুক্তবন্ধনঃ।
ঔর্বোপদিষ্টমার্গেণ লেভে গতিমনুত্তমাম্॥ ৩১

পারে, অন্য কোনো উপায় নেই'॥ ২৯ ॥ অংশুমান বিনম্রভাবে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রণামপূর্বক প্রসন্ন করে যজ্ঞীয় অশ্ব পিতামহের কাছে নিয়ে এলেন। যজ্ঞীয় অশ্বের দ্বারা সগর রাজা যজ্ঞের অবশিষ্ট কর্ম সমাপ্ত করলেন॥ ৩০ ॥

অনন্তর সগর রাজা অংশুমানকে রাজ্যভার সমর্পণ করে বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হয়ে বন্ধনমুক্ত হলেন এবং মহর্ষি ঔর্বের উপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন করে পরমগতি লাভ করলেন॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে সগরোপাখ্যানেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে সগরোপাখ্যান নামক অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

শ্রীশুক উবাচ

অংশুমাংশ্চ তপস্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যয়া।
কালং মহান্তং নাশক্নোৎ ততঃ কালেন সংস্থিতঃ॥ ১

দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেয়িবান্।
ভগীরথস্তস্য পুত্রস্তেপে স সুমহৎ তপঃ॥ ২

দর্শয়ামাস তং দেবী প্রসন্না বরদাস্মি তে।
ইত্যুক্তঃ স্বমভিপ্রায়ং শশংসাবনতো নৃপঃ॥ ৩

কোঽপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে।
অন্যথা ভূতলং ভিত্ত্বা নৃপ যাস্যে রসাতলম্॥ ৪

কিং চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্।
মৃজামি তদঘং কুত্র রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্॥ ৫

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! অংশুমান গঙ্গাকে মর্তে আনার জন্য বহুকাল তপস্যা করেও সাফল্য পেলেন না, আয়ু শেষ হলে তিনি পরলোক গমন করেন॥ ১ ॥ অংশুমানের পুত্র দিলীপও পিতার মতো সুদীর্ঘ তপস্যা করেন কিন্তু তিনিও সফল হলেন না এবং যথাকালে পরলোক গমন করলেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ তারপর অতি দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করলেন॥ ২ ॥ তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবতী গঙ্গা তাঁকে দর্শন দেন এবং বলেন—'আমি তোমাকে বর দেবার জন্য এসেছি'। গঙ্গাদেবী ওই কথা বললে রাজা ভগীরথ বিনম্রভাবে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, 'আপনি মর্তলোকে চলুন'॥ ৩ ॥ গঙ্গাদেবী বললেন—'আমি যখন স্বর্গের থেকে ভূতলে পতিত হব তখন আমার বেগ ধারণ করার জন্য কাউকে দরকার। হে ভগীরথ ! আমার বেগ যদি কেউ ধারণ না করে তবে আমি ভূতল ভেদ করে রসাতলে চলে যাব ॥ ৪ ॥ এছাড়াও আরও একটা কারণে

ভগীরথ উবাচ

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥ ৬

ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্ত্বাত্মা শরীরিণাম্।
যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু॥ ৭

ইত্যুক্ত্বা স নৃপো দেবং তপসাতোষয়চ্ছিবম্।
কালেনাল্পীয়সা রাজংস্তস্যেশঃ[১] সমতুষ্যত॥ ৮

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ।
দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ॥ ৯

ভগীরথঃ[২] স রাজর্ষির্নিন্যে ভুবনপাবনীম্।
যত্র স্বপিতৃণাং দেহা ভস্মীভূতাঃ স্ম শেরতে॥ ১০

রথেন বায়ুবেগেন প্রয়ান্তমনুধাবতী।
দেশান্ পুনন্তী নির্দগ্ধানাসিঞ্চৎ সগরাত্মজান্॥ ১১

যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ[৩] ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি।
সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ॥ ১২

ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং যে সেবন্তে ধৃতব্রতাঃ॥ ১৩

আমি মর্তে যেতে চাই না। মর্তের মানুষ আমার জলে তাদের পাপরাশি ক্ষালন করবে। আমি সেই পাপরাশি কোথায় মার্জন করব। ভগীরথ! এই সব বিষয় তুমি ভালো করে বিবেচনা করে দেখো॥ ৫ ॥

ভগীরথ বললেন—'হে মাতঃ! সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, শান্ত ও জগৎপাবন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করে তাদের অঙ্গসঙ্গ দিয়ে আপনার পাপ হরণ করবেন, কারণ তাঁদের হৃদয়ে অঘহারি শ্রীহরি নিত্য বিরাজমান॥ ৬ ॥ দেহধারীদের আত্মারূপী রুদ্রদেব আপনার বেগ ধারণ করবেন। কারণ শাড়ি যেমন সুতোর মধ্যে ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত, সেইরকমই এই সমগ্র বিশ্ব ভগবান রুদ্রের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত॥ ৭ ॥ হে পরীক্ষিৎ! গঙ্গাদেবীকে এই কথা বলে রাজা ভগীরথ তপস্যার দ্বারা ভগবান রুদ্রকে সন্তুষ্ট করতে প্রবৃত্ত হলেন। অল্পকাল মধ্যেই আশুতোষ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন॥ ৮ ॥ ভগবান শংকর সর্বলোক হিতৈষী, ভগীরথের প্রার্থনা 'তথাস্তু' বলে স্বীকার করলেন এবং সাবধানে গঙ্গাদেবীকে নিজের মাথায় ধারণ করলেন, কারণ শ্রীহরির পাদপ্রক্ষালিত গঙ্গার জল অতীব পবিত্র॥ ৯ ॥ তদনন্তর রাজা ভগীরথ জগৎপাবনী গঙ্গাদেবীকে সেখানে নিয়ে গেলেন যেখানে তাঁর পিতৃপুরুষগণের দেহ ভস্মীভূত হয়ে স্তূপাকারে পড়ে ছিল॥ ১০ ॥ ভগীরথ বায়ুর মতো বেগগামী রথে চড়ে আগে আগে চলতে লাগলেন আর গঙ্গাদেবী তাঁর পেছনে পেছনে ধাবিতা হয়ে পথিস্থিতা সমস্ত দেশকে পবিত্র করতে করতে এগোতে লাগলেন। এইভাবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে এসে গঙ্গাদেবী নিজের পবিত্র জলে সগর রাজার ভস্মীভূত পুত্রদের অভিসিঞ্চিত করলেন॥ ১১ ॥ সগরপুত্রগণ ব্রাহ্মণের অবজ্ঞারূপ স্বকৃত অপরাধে বিনষ্ট হয়েছিলেন তাই তাদের উদ্ধারের কোনো পথই ছিল না—তবুও সাক্ষাৎ দৈহিক স্পর্শ না হলেও কেবল দেহভস্মের দ্বারা গঙ্গাজলের স্পর্শ হওয়ামাত্র তাঁরা স্বর্গে চলে গেলেন॥ ১২ ॥ হে পরীক্ষিৎ! শুধুমাত্র দেহভস্মের সাথে গঙ্গাজলের স্পর্শ হওয়াতেই সগরপুত্রগণ স্বর্গে চলে গেলেন, তাই যাঁরা নাকি ব্রতধারণ করে শ্রদ্ধার সাথে গঙ্গাদেবীর সেবা করেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কী বক্তব্য

[১]শশ্চানুতু.। [২]রথোঽথ রা.। [৩]তে জল.।

ন হ্যেতৎ পরমাশ্চর্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্।
অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ।। ১৪

সন্নিবেশ্য মনো যস্মিঞ্ছ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ।
ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যো যাতাস্তদাত্মতাম্।। ১৫

শ্রুতো ভগীরথাজ্জজ্ঞে তস্য নাভোঽপরোঽভবৎ।
সিন্ধুদ্বীপস্ততস্তস্মাদযুতায়ুস্ততোঽভবৎ ।। ১৬

ঋতুপর্ণো নলসখো যোঽশ্ববিদ্যাময়ান্নলাৎ।
দত্ত্বাক্ষহৃদয়ং চাস্মৈ [১]সর্বকামস্তু তৎসুতঃ।। ১৭

ততঃ সুদাসস্তৎপুত্রো মদয়ন্তীপতির্নৃপ।
আহুর্মিত্রসহং যং বৈ কল্মাষাঙ্ঘ্রিমুত ক্বচিৎ।
বসিষ্ঠশাপাদ্ রক্ষোঽভূদনপত্যঃ স্বকর্মণা।। ১৮

রাজোবাচ

কিং নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদাসস্য মহাত্মনঃ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি।। ১৯

শ্রীশুক উবাচ

সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিচ্চরন্ রক্ষো জঘান হ।
মুমোচ ভ্রাতরং সোঽথ গতঃ প্রতিচিকীর্ষয়া।। ২০

সঞ্চিন্তয়ন্নঘং রাজ্ঞঃ সূদরূপধরো গৃহে।
গুরবে ভোক্তুমাকায় পক্ত্বা নিন্যে নরামিষম্।। ২১

পরিবেক্ষ্যমাণং ভগবান্ বিলোক্যাভক্ষ্যমঞ্জসা।
রাজানমশপৎ ক্রুদ্ধো রক্ষো হ্যেবং ভবিষ্যসি।। ২২

থাকতে পারে ? ১৩ ।। আমি গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সব কথা বললাম তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। কারণ গঙ্গাদেবী ভগবানের সেই চরণকমল থেকে সমুৎপন্না হয়েছেন যাঁর সশ্রদ্ধ চিন্তনে বড় বড় মুনি-ঋষিগণ দুস্ত্যজ দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক কঠিন ত্রিগুণবন্ধন ছিন্ন করে সদ্য ভগবৎসারূপ্য লাভ করে থাকেন। সুতরাং গঙ্গাদেবী সংসারবন্ধন ছেদন করে দেবেন এটা এমন আর কী বড় কথা।। ১৪-১৫ ।।

ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভ। এই নাভ পূর্বোক্ত নাভ থেকে ভিন্নজন। নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তার পুত্র অযুতায়ু। অযুতায়ুর পুত্রের নাম ঋতুপর্ণ, ইনি নলের বন্ধু ছিলেন। ঋতুপর্ণ নল রাজাকে অক্ষহৃদয় অর্থাৎ দ্যূতবিদ্যার (পাশাখেলা) রহস্য অবগত করান এবং তার পরিবর্তে তার কাছ থেকে অশ্ববিদ্যা লাভ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম।। ১৬-১৭ ।। হে পরীক্ষিৎ ! সর্বকামের পুত্রের নাম ছিল সুদাস। সুদাসের পুত্র সৌদাস আর সৌদাসের পত্নীর নাম ছিল মদয়ন্তী। সৌদাসকে মিত্রসহ বা কল্মাষপাদ নামেও বলা হয়। ইনি বশিষ্ঠের অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হন এবং নিঃসন্তান ছিলেন।। ১৮ ।।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রহ্মন্ ! মহাত্মা সৌদাসকে বশিষ্ঠদেব অভিশাপ কেন দিয়েছিলেন, সে কাহিনী আমি জানতে ইচ্ছা করি। যদি একান্ত গোপনীয় না হয়, তবে আমাকে সেই কাহিনী বলুন।। ১৯ ।।

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! একদা রাজা সৌদাস মৃগয়ায় বেরিয়ে কোনো এক রাক্ষসকে বধ করেন কিন্তু তার ভাইকে ছেড়ে দেন। সেই ভাই তখন তার ভাইকে হত্যার প্রতিশোধ নেবার কথা মনে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং পাচকের বেশ ধরে রাজার বাড়িতে প্রবেশ করল। গুরুদেব বশিষ্ঠ একদিন রাজগৃহে এসে ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পাচকরূপী রাক্ষস নরমাংস পাক করে বশিষ্ঠকে পরিবেশন করল।। ২০-২১।।

সর্বসমর্থ বশিষ্ঠদেব যখন দেখলেন যে পরিবেশিত ভোজ্য অভক্ষ্য, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে 'এরূপ নরমাংস পরিবেশনের দোষে তুমি

[১]তস্মৈ।

রক্ষঃকৃতং তদ্ বিদিত্বা চক্রে দ্বাদশবার্ষিকম্।
সোঽপ্যাপোঽঞ্জলিমাদায় গুরুং শপ্তুং সমুদ্যতঃ॥ ২৩

বারিতো মদয়ন্ত্যাপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহৌ।
দিশঃ খমবনীং সর্বং পশ্যঞ্জীবময়ং নৃপঃ॥ ২৪

রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ।
ব্যবায়কালে দদৃশে বনৌকৌদম্পতী দ্বিজৌ॥ ২৫

ক্ষুধার্তো জগৃহে বিপ্রং তৎপত্ন্যাহাকৃতার্থবৎ।
ন ভবান্ রাক্ষসঃ সাক্ষাদিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ॥ ২৬

মদয়ন্ত্যাঃ পতির্বীর নাধর্মং কর্তুমর্হসি[১]।
দেহি মেঽপত্যকামায়া অকৃতার্থং পতিং দ্বিজম্॥ ২৭

দেহোঽয়ং মানুষো রাজন্ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ।
তস্মাদস্য বধো বীর সর্বার্থবধ উচ্যতে॥ ২৮

এষ হি ব্রাহ্মণো বিদ্বাংস্তপঃশীলগুণান্বিতঃ।
আরিরাধয়িষুর্ব্রহ্ম মহাপুরুষসংজ্ঞিতম্।
সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতেষ্বন্তর্হিতং গুণৈঃ॥ ২৯

সোঽয়ং ব্রহ্মর্ষিবর্যস্তে রাজর্ষিপ্রবরাদ্ বিভো।
কথমর্হতি ধর্মজ্ঞ বধং পিতুরিবাত্মজঃ॥ ৩০

নরমাংসভোজী রাক্ষসযোনিতে জন্মাবে'॥ ২২ ॥ কিন্তু সাথে সাথেই বশিষ্ঠ মুনি জানতে পারলেন যে এ কর্ম রাজার নয়, করেছে পাচকরূপী রাক্ষস—তখন তিনি সেই অপরিহার্য অভিশাপের মেয়াদ মাত্র বারো বৎসর নির্দিষ্ট করে দিলেন। এদিকে রাজা সৌদাসও বিনা দোষে অভিশপ্ত হওয়ার জন্য অঞ্জলিপূর্ণ জল নিয়ে গুরুদেব বশিষ্ঠকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন॥ ২৩ ॥ কিন্তু তাঁর পত্নী মদয়ন্তী তাঁকে এই কাজ থেকে নিরস্ত করলেন। রাজা সৌদাস তখন চিন্তা করলেন যে দিঙ্মণ্ডল, গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সবই তো জীবময়, তাহলে এই তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অব্যর্থ জল কোথায় ফেলব, যেখানে ফেলব সেখানেই তো নিরপরাধ প্রাণীহিংসা হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই জল তাঁর নিজের পায়ের উপর ফেললেন (এর ফলে তাঁর নাম হল মিত্রসহ)॥ ২৪ ॥ সেই জল পড়ে তাঁর পা দুটি কালো রং ধারণ করল, তাই তাঁর নাম হল 'কল্মাষপাদ'। ইতিমধ্যে তিনি রাক্ষস হয়ে গেছেন। রাক্ষস হওয়ার পরে একদিন রাজা কল্মাষপাদ পরস্পরে আসক্ত বনচারী এক ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখতে পেলেন॥ ২৫ ॥ কল্মাষপাদ ক্ষুধার্ত তো ছিলেনই, ফলে সেই দম্পতির মধ্যে ব্রাহ্মণকে তিনি ধরে নিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণপত্নীর মনোরথ অপূর্ণ থাকাতে তিনি বললেন—'হে রাজন্ ! আপনি রাক্ষস নন। আপনি মহারানি মদয়ন্তীর স্বামী এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় বীর মহারথী। আপনার এরকম অধর্ম করা উচিত নয়। আমি সন্তানপ্রার্থিনী, আমার পতি এই ব্রাহ্মণের সন্তান কামনাও তখনও পূর্ণ হয়নি, সুতরাং অনুগ্রহ করে আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন॥ ২৬-২৭ ॥ হে মহারাজ ! জীবের এই দেহ জীবকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ প্রদানে সমর্থ। সুতরাং হে বীর ! এই দেহকে নাশ করার অর্থই হল সর্বার্থবিনাশ॥ ২৮ ॥ বিশেষত ইনি ব্রাহ্মণ ও বিদ্বান, তপঃশীলাদি-গুণযুক্ত। যিনি সমস্ত পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান থেকেও পৃথক পৃথক গুণবিশিষ্ট হয়েও অন্তর্হিত হয়ে রয়েছেন সেই পুরুষোত্তম পরব্রহ্মকে সকল প্রাণীর আত্মারূপে ধ্যান-তপস্যা করতে ইনি অভিলাষী॥ ২৯ ॥ হে রাজন্ ! আপনি ধর্মজ্ঞ। পিতা যেমন পুত্রকে বধ

[১]তি।

তস্য সাধোরপাপস্য ভ্রূণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ।
কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্যতে[১] সম্মতো ভবান্॥ ৩১

যদ্যয়ং ক্রিয়তে ভক্ষস্তর্হি মাং খাদ পূর্বতঃ।
ন জীবিষ্যে বিনা যেন ক্ষণং চ মৃতকং যথা ॥ ৩২

এবং করুণভাষিণ্যা বিলপন্ত্যা অনাথবৎ।
ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ॥ ৩৩

ব্রাহ্মণী বীক্ষ্য দিধিষুং পুরুষাদেন ভক্ষিতম্।
শোচন্ত্যাত্মানমুর্বীশমশপৎ কুপিতা সতী॥ ৩৪

যস্মান্মে ভক্ষিতঃ পাপ কামার্তায়াঃ পতিস্ত্বয়া।
তবাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্রজ্ঞ দর্শিতঃ॥ ৩৫

এবং মিত্রসহং শপ্ত্বা পতিলোকপরায়ণা।
তদস্থীনি সমিদ্ধেঽগ্নৌ প্রাস্য ভর্তুর্গতিং[২] গতা॥ ৩৬

বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ।
বিজ্ঞাপ্য[৩] ব্রাহ্মণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ॥ ৩৭

তত ঊর্ধ্বং স তত্যাজ স্ত্রীসুখং কর্মণাঽপ্রজাঃ[৪]।
বসিষ্ঠস্তদনুজ্ঞাতো মদয়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ॥ ৩৮

সা বৈ সপ্ত সমা গর্ভমবিভ্রন্ন ব্যজায়ত।
জঘ্নেঽশ্মনোদরং তস্যাঃ সোঽশ্মকস্তেন কথ্যতে॥ ৩৯

করতে পারে না তেমনই আপনার মতো শ্রেষ্ঠ রাজর্ষির হাতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বধ্য হতে পারে না॥ ৩০ ॥ সাধু সমাজে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। আমার এই পরোপকারী, নিরপরাধ, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ পতিকে বধ করা কী করে উচিত মনে করেন ? ইনি তো গাভীর মতো নিরীহ॥ ৩১ ॥ তবুও আপনি যদি একে ভক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন, তাহলে আগে আমাকে ভক্ষণ করুন, কারণ পতি ছাড়া আমি শবতুল্য হয়ে ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করতে পারব না॥ ৩২ ॥ ব্রাহ্মণী এই কথা বলে অনাথার মতো কাতরভাবে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু শাপগ্রস্ত হওয়ার ফলে রাজা সৌদাস তাঁর প্রার্থনায় কর্ণপাতও করলেন না এবং বাঘ যেমন পশু ভক্ষণ করে সেই ব্রাহ্মণকে তিনিও সেইভাবে খেয়ে ফেললেন॥ ৩৩॥ গর্ভাধান করতে উদ্যত পতিকে ওইভাবে রাক্ষস দ্বারা ভক্ষিত হতে দেখে ব্রাহ্মণী অত্যন্ত শোকগ্রস্তা হয়ে পড়লেন। সতী ব্রাহ্মণী কুপিতা হয়ে রাক্ষসরূপী রাজাকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন॥ ৩৪ ॥ ব্রাহ্মণী বললেন—'ওরে পাপী ! রতিক্রীড়ার মধ্যে অপূর্ণ কাম অবস্থায় তুই আমার পতিকে ভক্ষণ করলি। সুতরাং ওরে মূর্খ ! তুই যখন তোর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবি তখনই তোর মৃত্যু হবে, এই কথা আমি তোকে বলে দিলাম'॥ ৩৫ ॥ সৌদাসকে এইভাবে শাপ দিয়ে ব্রাহ্মণী তাঁর পতির অস্থিসমূহকে প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করে সেই আগুনে নিজের দেহ বিসর্জন দিয়ে সতী হয়ে স্বামীর গতি প্রাপ্ত হলেন। কারণ নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোনো লোকে যাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না॥ ৩৬ ॥

বারো বৎসর পার হয়ে গেলে রাজা সৌদাস শাপমুক্ত হয়ে গেলেন। একদিন যখন তিনি মদয়ন্তীর সাথে স্ত্রীসম্ভোগে উদ্যত হলেন তখন মহিষী মদয়ন্তী ব্রাহ্মণীর অভিশাপ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে নিবারণ করলেন॥ ৩৭ ॥ সেইদিন থেকে সৌদাস স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করলেন। এইভাবে নিজের কর্মদোষে তিনি নিঃসন্তান হলেন। সেই অবস্থায় রাজার অনুরোধে বশিষ্ঠ মুনি মদয়ন্তীর গর্ভাধান করলেন॥ ৩৮ ॥ মদয়ন্তী সাত বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করে রেখেছিলেন কিন্তু সন্তান উৎপন্ন হল না। তখন বশিষ্ঠদেব পাথর দিয়ে মদয়ন্তীর পেটে আঘাত করেন। এর ফলে যে বালক জন্ম নিল, সে

[১]বভ্রোধর্মজ্ঞো মন্যতে ভবান্। [২]ভর্তৃগতিং। [৩]বিজ্ঞাপ্য। [৪]প্রজঃ।

অশ্মকান্মূলকো জজ্ঞে যঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ।
নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোঽভবৎ॥ ৪০

ততো দশরথস্তস্মাৎ পুত্র ঐড়বিড়স্ততঃ[১]।
রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্বাঙ্গশ্চক্রবর্ত্যভূৎ॥ ৪১

যো দেবৈরর্থিতো দৈত্যানবধীদ্ যুধি দুর্জয়ঃ।
মুহূর্তমায়ুর্জ্ঞাত্বৈত্য স্বপুরং সংদধে মনঃ॥ ৪২

ন মে ব্রহ্মকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদৈবান্ন চাত্মজাঃ।
ন শ্রিয়ো ন মহী রাজ্যং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ॥ ৪৩

ন বাল্যেঽপি মতির্মহ্যমধর্মে রমতে ক্বচিৎ।
নাপশ্যমুত্তমশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্বহম্॥ ৪৪

দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ।
ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ॥ ৪৫

যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম্।
ন বিন্দন্তি প্রিয়ং শশ্বদাত্মানং কিমুতাপরে॥ ৪৬

অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং
গুণেষু[২] গন্ধর্বপুরোপমেষু।
রূঢ়ং প্রকৃত্যাঽঽত্মনি বিশ্বকর্তু-
র্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে॥ ৪৭

অশ্মের (পাথর) আঘাতে জন্ম নেওয়াতে অশ্মক নামে পরিচিত হল॥ ৩৯ ॥ অশ্মক থেকে মূলকের জন্ম হয়। পরশুরাম যখন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করছিলেন তখন স্ত্রীলোকেরা তাকে লুকিয়ে রেখে পরশুরামের কোপ থেকে রক্ষা করেন। এর ফলে তার আর এক নাম হয় 'নারীকবচ'। পৃথিবী থেকে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস হওয়ার পরে তিনিই ক্ষত্রিয়কুলের মূল হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় 'মূলক'॥ ৪০ ॥ মূলকের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র ঐড়বিড়, তার পুত্র বিশ্বসহ। বিশ্বসহের পুত্রই চক্রবর্তী সম্রাট খট্বাঙ্গ॥ ৪১ ॥ তাকে কেউ যুদ্ধে পরাজিত করতে পারত না। দেবতাদের অনুরোধে তিনি দৈত্যগণকে বধ করেন। দেবতারা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বলেন—প্রথমে আমাকে বলুন যে আমার আয়ু কত বৎসর। দেবতাদের থেকে তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর আয়ু আর মুহূর্তকাল মাত্র আছে। তখন তিনি দেবপ্রদত্ত বিমানযোগে নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং পরমেশ্বরে মন সমাহিত করেন॥ ৪২ ॥ তিনি মনে মনে ভাবলেন যে 'আমার কুলের ইষ্টদেবতা হলেন ব্রাহ্মণ ! আমার নিজের প্রাণও তার থেকে বড় নয়। পত্নী, পুত্র, ঐশ্বর্য, রাজ্য, পৃথিবী কিছুই আমার কাছে তার থেকে প্রিয় নয়॥ ৪৩ ॥ শৈশবেও আমার মন কখনো অধর্মের চিন্তা করেনি। পবিত্রকীর্তি ভগবান ছাড়া আর কিছুই আমি কখনো ভাবিনি॥ ৪৪ ॥ ত্রিভুবনের দেবগণ প্রসন্ন হয়ে আমাকে যথেচ্ছ বর গ্রহণ করতে বলেছিলেন কিন্তু আমি সেই বরও গ্রহণ করিনি কারণ সর্বভূতের উৎপাদক ভগবান শ্রীহরির ধ্যানেই আমি মগ্ন ছিলাম॥ ৪৫ ॥ যে সব দেবতাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিষয়ভোগে ডুবে থাকে তাঁরা সত্ত্বগুণপ্রধান হয়েও নিজেদের হৃদয়ে বিরাজমান নিত্য ও প্রিয়রূপে বিদ্যমান আত্মস্বরূপ ভগবানকে জানতে পারেন না। সুতরাং রজোগুণী ও তমোগুণীদের আর কী কথা ॥ ৪৬ ॥ কাজেই আমি মায়ার খেলা এই সব বিষয়-ভোগের আসক্তির মধ্যে যাব না। আকাশে অবাস্তব প্রতীত গন্ধর্বপুরীর মতোই এই মায়ার খেলা বিষয়াসক্তির কোনো সত্তা নেই। এ সব তো অজ্ঞানময় চিত্তের অনুভূতি মাত্র। বিশ্বকর্তা পরমেশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হয়ে আমি বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে কেবলমাত্র তাঁরই শরণ গ্রহণ করছি॥ ৪৭ ॥

[১]ত্রৈলিবিলঃ। [২]সিদ্ধেষু গন্ধর্বপুরোগণেষু।

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া।
হিত্বান্যভাবমজ্ঞানং ততঃ স্বং ভাবমাশ্রিতঃ॥ ৪৮

হে পরীক্ষিৎ ! রাজা খট্বাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিকে ভগবান আগে থেকেই নিজের দিকে আকর্ষিত করে রেখেছিলেন যার ফলে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে রাজা খট্বাঙ্গ এই রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন। তখন তিনি দেহগেহাদি অনাত্ম পদার্থে যে অজ্ঞানপ্রসূত আত্মভাব ছিল সে সব পরিত্যাগ করে নিজের প্রকৃত আত্মস্বরূপে স্থিত হয়ে গেলেন॥ ৪৮ ॥ সেই স্বরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শূন্যবৎই বটে, কিন্তু তা শূন্য নয়, তা পরম সত্য। ভক্তজন সেই ভাবকে ভগবান বাসুদেব বলে কীর্তন করেন॥ ৪৯ ॥

যৎ তদ্ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্।
ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে সূর্যবংশানুবর্ণনে[১] নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে খট্বাঙ্গচরিত নামক নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

ভগবান শ্রীরামের জীবন-চরিত্র

শ্রীশুক উবাচ

খট্বাঙ্গাদ্ দীর্ঘবাহুশ্চ রঘুস্তস্মাৎ পৃথুশ্রবাঃ।
অজস্ততো মহারাজস্তস্মাদ্ দশরথোঽভবৎ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু এবং দীর্ঘবাহুর পুত্র হল পরম যশস্বী রঘু। রঘুর পুত্র অজ এবং অজের পুত্র মহারাজ দশরথ॥ ১ ॥ দেবগণের প্রার্থনায় সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান শ্রীহরিই অংশাংশরূপে চার রূপ ধারণ করে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই চার নাম নিয়ে রাজা দশরথের চার পুত্ররূপে পৃথিবীতে আসেন॥ ২ ॥

তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো হরিঃ।
অংশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিতঃ সুরৈঃ।
রামলক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্না ইতি সংজ্ঞয়া॥ ২

হে পরীক্ষিৎ ! সীতাপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বহুবার বিস্তৃতভাবে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বর্ণনা করেছেন, আর তুমিও সেইসব বর্ণনা অনেক শুনেছ॥ ৩ ॥

তস্যানুচরিতং রাজন্নৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরি ত্বয়া সীতাপতের্মুহুঃ॥ ৩

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের সত্য রক্ষার জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করে বনবাস স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর চরণকমল এতই সুকোমল ছিল যে পরম সুকুমারী জানকীদেবীর করকমল স্পর্শেও সেই চরণে ব্যথা লাগত। সেই সুকোমল চরণযুগল দিয়ে যখন তিনি বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করে শ্রান্ত হয়ে যেতেন তখন অনুজ লক্ষ্মণ ও সেবক হনুমান সেই পদসেবা করে তাঁর ক্লান্তি দূর

গুর্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং
পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো
যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্।
বৈরূপ্যাচ্ছূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষা-
ঽঽরোপিতভ্রূবিজৃম্ভ-

[১]নবং নাম।

ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহনঃ
কোসলেন্দ্রোঽবতান্নঃ ॥ ৪

করতেন। শূর্পণখার নাক-কান কেটে তাকে কুরূপা করে দেওয়ার ফলে নিজের প্রিয়তমা সীতার বিরহও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল এবং এই বিয়োগব্যথায় আপ্লুত হয়ে ক্রোধবশে তাঁর ভ্রূকুটিমাত্রেই সমুদ্রও ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করেন এবং লঙ্কায় গিয়ে দুর্বৃত্ত রাবণাদিরূপ রাক্ষসদের কাছে বনের দহনকারী অনল রূপ দাবাগ্নির মতো তাদের দগ্ধ করেন, সেই কোশলরাজ রামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন॥ ৪ ॥

বিশ্বামিত্রাধ্বরে যেন মারীচাদ্যা নিশাচরাঃ।
পশ্যতো লক্ষ্মণস্যৈব হতা নৈর্ঋতপুঙ্গবাঃ॥ ৫

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে লক্ষ্মণের সাক্ষাতেই—তাঁর সাহায্যের অপেক্ষা না করেই মারীচাদি রাক্ষসদের বধ করেছিলেন। এই সব রাক্ষসগণ খ্যাতনামা দলপতি ছিল॥ ৫ ॥ হে মহারাজ! জনকপুরে সীতার স্বয়ংবর সভায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরগণের উপস্থিতিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শংকরের সেই ভীষণ হরধনু, যা নাকি তিনশো বাহক মিলে সভাস্থলে এনেছিল, অনায়াসে হাতে তুলে নিয়ে তাতে গুণ দিয়ে গজশিশুর মতো হেলায় এমন টংকার দিলেন যে, ধনুক দু-টুকরো হয়ে গেল॥ ৬ ॥ ভগবানের বক্ষঃলগ্না সম্মানিতা লক্ষ্মীদেবীই সীতা নাম নিয়ে জনকপুরে অবতীর্ণা হন। তিনি গুণ, শীল, অবস্থা, অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপে সর্বতোভাবে শ্রীরামচন্দ্রের অনুরূপ ছিলেন। হরধনু ভঙ্গ করে ভগবান সেই সীতাকে নিয়ে যখন অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে পরশুরামের সাথে তাঁর দেখা হয়। এই পরশুরাম একুশ বার সমগ্র পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। ভগবান শ্রীরাম সেই পরশুরামের প্রবল দর্প চূর্ণ করেন॥ ৭ ॥ তারপর পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য তিনি বনবাস স্বীকার করেন। রাজা দশরথ যদিও স্ত্রৈণতাবশত নিজের পত্নীর কাছে ওই রকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তবুও তিনি সত্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তাই শ্রীরাম পিতার সেই সত্যপালন করে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করেন। তিনি প্রাণপ্রিয় রাজ্য, সম্পদ, আত্মীয়, বন্ধু ও রাজভবন সহজভাবে পরিত্যাগ করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করেন, যেমনভাবে মুক্তসঙ্গ যোগীপুরুষ অক্লেশে প্রাণ পরিত্যাগ করেন॥ ৮॥

যো লোকবীরসমিতৌ ধনুরৈশমুগ্রং
সীতাস্বয়ম্বরগৃহে ত্রিশতোপনীতম্।
আদায় বালগজলীল ইবেক্ষুযষ্টিং
সজ্জীকৃতং নৃপ বিকৃষ্য বভঞ্জ মধ্যে॥ ৬

জিত্বানুরূপগুণশীলবয়োঽঙ্গরূপাং[১]
সীতাভিধাং শ্রিয়মুরস্যভিলব্ধমানাম্।
মার্গে ব্রজন্ ভৃগুপতের্ব্যনয়ৎ প্ররূঢ়ং
দর্পং মহীমকৃত যস্ত্রিররাজবীজাম্॥ ৭

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং
স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ॥ ৮

[১]ঽনুরূ।

রক্ষঃস্বসুর্ব্যকৃত রূপমশুদ্ধবুদ্ধে-
স্তস্যাঃ খরত্রিশিরদূষণমুখ্যবন্ধূন্।
জঘ্নে চতুর্দশসহস্রমপারণীয়-
কোদণ্ডপাণিরটমান উবাস কৃচ্ছ্রম্।। ৯

সীতাকথাশ্রবণদীপিতহৃচ্ছয়েন
সৃষ্টং বিলোক্য নৃপতে দশকন্ধরেণ।
জঘ্নেঽদ্ভুতৈণবপুষাঽঽশ্রমতোঽপকৃষ্টো
মারীচমাশু বিশিখেন যথা কমুগ্রঃ।। ১০

রক্ষোঽধমেন বৃকবদ্ বিপিনেঽসমক্ষং
বৈদেহরাজদুহিতর্যপয়াপিতায়াম্ ।
ভ্রাত্রা বনে কৃপণবৎ প্রিয়য়া বিযুক্তঃ
স্ত্রীসঙ্গিনাং গতিমিতি প্রথয়ংশ্চচার।। ১১

দগ্ধ্বাঽঽত্মকৃত্যহতকৃত্যমহন্ কবন্ধং
সখ্যং বিধায় কপিভির্দয়িতাগতিং তৈঃ।
বুদ্ধ্বাথ বালিনি[১] হতে প্লবগেন্দ্রসৈন্যৈ-
র্বেলামগাৎ স মনুজোঽজভবার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ।। ১২

যদ্রোষবিভ্রমবিবৃত্তকটাক্ষপাত-[২]
সংভ্রান্তনক্রমকরো ভয়গীর্ণঘোষঃ।
সিন্ধুঃ শিরস্যর্হণং পরিগৃহ্য রূপী
পাদারবিন্দমুপগম্য বভাষ এতৎ।। ১৩

বনে গিয়ে ভগবান শ্রীরাম রাক্ষসরাজ রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার রূপ বিকৃত করেন কারণ সূর্পণখা দুষ্টবুদ্ধি ও কামাতুরা ছিল। শূর্পণখার খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি চৌদ্দ হাজার বান্ধবাদি রাক্ষসদের ধনুর্বাণ দ্বারা বিনাশ করে, নিতান্ত ক্লিষ্ট হয়ে তিনি বনে বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ৯ ॥ হে মহারাজ ! সীতার রূপ-লাবণ্যের খবর পেয়ে রাবণের হৃদয় কামাতুর হয়ে গেল। অদ্ভুত এক মায়া-হরিণরূপে সে রাক্ষস মরীচকে রামের পর্ণকুটিরের কাছে পাঠিয়ে দিল। অনন্তর সেই স্বর্ণমৃগরূপধারী মারীচ ধীরে ধীরে ভগবানকে দূরে নিয়ে গেল। অবশেষে বীরভদ্ররূপী ভগবান রুদ্র দক্ষ প্রজাপতিকে যেমনভাবে বিনাশ করেছিলেন, সেইভাবে রামচন্দ্র তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা অনায়াসে সত্বর মরীচকে বধ করেন॥ ১০ ॥ সোনার হরিণের পেছনে যেতে যেতে রামচন্দ্র যখন অনেক দূরে চলে যান তখন লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে অধম রাবণ বৃকসদৃশ (ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র) চোরের মতো বিদেহনন্দিনী সুকুমারী সীতাকে হরণ করেছিল। তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া সীতাবিরহিত হয়ে ছোটভাই লক্ষ্মণের সাথে বনে বনে দীনের মতো পরিভ্রমণ করতে লাগলেন এবং 'স্ত্রীর প্রতি আসক্তি রাখলে এই রকম দুঃখ পেতে হবে' প্রকারান্তরে এই উপদেশ দিলেন॥ ১১ ॥ তদনন্তর ভগবৎসেবারূপ কর্মের ফলে যার সর্বকর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে গেছে সেই জটায়ুর দাহ-সংস্কার করেন। তারপর তিনি কবন্ধকে বধ করেন এবং আরও পরে সুগ্রীবাদি বানরগণের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে বালিকে বধ করেন এবং সেই বানরদের সাহায্যে প্রাণপ্রিয়া সীতার সন্ধান পেয়ে দেবাদিদেব মহাদেব ও পিতামহ ব্রহ্মারও পূজিত ভগবান শ্রীরাম মনুষ্যলীলা করতে করতে বানর সেনার সাথে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছান॥ ১২ ॥ (সেখানে এসে উপবাস করে সমুদ্রের কাছে প্রার্থনা জানালেন কিন্তু সমুদ্রের থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে) ভগবান ক্রোধলীলা প্রকাশ করে উদ্দীপ্ত কটাক্ষপাতে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে জলজ প্রাণিগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রের সব গর্জন শান্ত হয়ে গেল। সমুদ্র মূর্তিমান হয়ে অর্ঘ্যাদি পুজোপহার মাথায় নিয়ে

[১]চ। [২]মকটাক্ষবিটঙ্কপাত.।

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূমন্[১]
কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্।
যৎসত্ত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা
মন্যোশ্চ ভূতপতয়ঃ স ভবান্ গুণেশঃ॥ ১৪

কামং প্রযাহি জহি বিশ্রবসোঽবমেহং
ত্রৈলোক্যরাবণমবাপ্নুহি বীর পত্নীম্।
বধ্নীহি সেতুমিহ তে যশসো বিতত্যৈ
গায়ন্তি দিগ্বিজয়িনো যমুপেত্য ভূপাঃ॥ ১৫

বদ্ধোদধৌ রঘুপতির্বিবিধাদ্রিকূটৈঃ
সেতুং কপীন্দ্রকরকম্পিতভূরুহাঙ্গৈঃ।
সুগ্রীবনীলহনুমৎ প্রমুখৈরনীকৈ-[২]
র্লঙ্কাং বিভীষণদৃশাঽঽবিশদগ্রদগ্ধাম্॥ ১৬

সা বানরেন্দ্রবলরুদ্ধবিহারকোষ্ঠ-[৩]
শ্রীদ্বারগোপুরসদোবলভীবিটঙ্কা।
নির্ভজ্যমানধিষণধ্বজহেমকুম্ভ-
শৃঙ্গাটকা গজকুলৈর্হ্রদিনীব ঘূর্ণা॥ ১৭

রক্ষঃপতিস্তদবলোক্য নিকুম্ভকুম্ভ-
ধূম্রাক্ষদুর্মুখসুরান্তকনরান্তকাদীন্।
পুত্রং প্রহস্তমতিকায়বিকম্পনাদীন্
সর্বানুগান্ সমহিনোদথ কুম্ভকর্ণম্॥ ১৮

রামচন্দ্রের পাদপদ্মে এসে বলতে লাগল॥ ১৩ ॥ 'হে অনন্ত! আমরা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ! তাই আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানি না। জানবই বা কী করে? আপনি জগতের একমাত্র অধীশ্বর, আদিকারণ এবং সমস্ত রকম পরিবর্তনেই নির্বিকার, আপনি ত্রিগুণের প্রভু। সেইজন্যই আপনি যখন সত্ত্বগুণ আশ্রয় করেন তখন দেবগণ, যখন রজোগুণ আশ্রয় করেন তখন প্রজাপতিগণ এবং যখন তমোগুণকে আশ্রয় করেন তখন আপনার ক্রোধে রুদ্রগণ উৎপন্ন হন॥ ১৪ ॥ হে বীরশিরোমণি! আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমার ওপর দিয়ে পার হয়ে যান এবং ত্রিভুবনের ক্লেশদায়ক বিশ্রবার কুপুত্র রাবণকে বধ করে আপনার পত্নীকে পুনর্বার লাভ করুন। কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে। আপনি এখানে আমার ওপরে একটা সেতু তৈরি করে দিন, তাতে আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী হবে, সেই সেতু দর্শন করে দিগ্বিজয়ী নৃপতিগণ আপনার কীর্তি গান করবে'॥ ১৫ ॥

ভগবান শ্রীরাম বিবিধ পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা সমুদ্রের ওপর সেতু বন্ধন করলেন। সেই সব পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে অনেকানেক বৃক্ষাদি ছিল। বানরেরা যখন সেইসব গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষাদিসমেত উপড়ে আনছিল তখন সেই সব বৃক্ষের শাখাসমূহ ও গিরিশৃঙ্গ বানরদের হাতের ঝটকায় থরথরভাবে কাঁপছিল। তারপর বিভীষণের পরামর্শে ভগবান শ্রীরাম সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ বীরের সাথে বানরসেনা নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেন। সেই লঙ্কা সীতার খোঁজ নেওয়ার সময় হনুমান আগেই দগ্ধ করেছিলেন॥ ১৬ ॥ বানরসেনাগণ লঙ্কার খেলার মাঠ, শস্যগুদাম, রাজকোষ, ঘরদরজা, পুরদ্বার, সভাভবন, বলভী (অট্টালিকার সম্মুখভাগে নির্মিত আচ্ছাদনী) এবং কপোতপালিকা প্রভৃতি অবরোধ করল। বেদী, ধ্বজা, স্বর্ণকলস তথা চৌরাস্তা সব ভেঙে চুরমার করে দিল। লঙ্কাকে তখন এমন দেখাচ্ছিল যেন হাতির দলের দ্বারা কোনো নদীর জল আলোড়িত হয়েছে॥ ১৭ ॥ লঙ্কাপুরীর এই বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে রাক্ষসরাজ রাবণ নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক, প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন প্রভৃতি নিজের বাঘা বাঘা অনুচরদের এবং পরে

[১]নূনং। [২]রনেকৈ.। [৩]কোষ.।

তাং যাতুধানপৃতনামসিশূলচাপ-
প্রাসর্ষ্টিশক্তিশরতোমরখড়্গদুর্গাম্।
সুগ্রীবলক্ষ্মণমরুৎসুতগন্ধমাদ-
নীলাঙ্গদর্ক্ষপনসাদিভিরন্বিতোঽগাৎ॥ ১৯

তেঽনীকপা রঘুপতেরভিপত্য সর্বে
দ্বন্দ্বং বরূথমিভপত্তিরথাশ্বযোধৈঃ।
জঘ্নুর্দ্রুমৈর্গিরিগদেষুভিরঙ্গদাদ্যাঃ
সীতাভিমর্শহতমঙ্গলরাবণেশান্॥ ২০

রক্ষঃপতিঃ স্ববলনষ্টিমবেক্ষ্য রুষ্ট
আরুহ্য যানকমথাভিসসার[১]রামম্।
স্বঃস্যন্দনে দ্যুমতি[২]মাতলিনোপনীতে
বিভ্রাজমানমহনন্নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ॥ ২১

রামস্তমাহ পুরুষাদপুরীষ যন্নঃ
কান্তাসমক্ষমসতাপহৃতা শ্ববৎ[৩]তে।
ত্যক্তত্রপস্য ফলমদ্য জুগুপ্সিতস্য
যচ্ছামি কাল ইব কর্তুরলঙ্ঘ্যবীর্যঃ॥ ২২

এবং ক্ষিপন্ ধনুষি সংধিতমুৎসসর্জ
বাণং স বজ্রমিব তদ্ধৃদয়ং বিভেদ।
সোঽসৃগ্ বমন্ দশমুখৈর্ন্যপতদ্ বিমানা-
দ্ধাহেতি জল্পতি জনে সুকৃতীব রিক্তঃ॥ ২৩

ততো নিষ্ক্রম্য লঙ্কায়া যাতুধান্যঃ সহস্রশঃ।
মন্দোদর্যা সমং তস্মিন্ প্ররুদত্য[৪] উপাদ্রবন্॥ ২৪

পুত্র মেঘনাদ ও অবশেষে নিজের ভাই কুম্ভকর্ণকে পর্যন্ত যুদ্ধে পাঠাল॥ ১৮ ॥ রাক্ষসদের এই বিশাল সেনা তলোয়ার, ত্রিশূল, ধনুক, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, বাণ, তোমর, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল। ভগবান শ্রীরাম সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান ও পনসাদি সেনাপতিদের সাথে নিয়ে রাক্ষসসেনার সম্মুখীন হলেন॥ ১৯ ॥ রঘুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীরামের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ রাক্ষসদের চতুরঙ্গিণী—হাতি, রথ, ঘোড়া ও পদাতিক বাহিনীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আক্রমণ করে বৃক্ষ, গিরিশৃঙ্গ, গদা ও বাণাঘাতে ধ্বংস করতে লাগল। রাক্ষসদের এই নিধন হবেই বা না কেন ? কারণ ওরা সেই রাবণের অনুচর ছিল যার শুভ সম্পাদন সীতার অভিমর্ষণে পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল॥ ২০ ॥

অনন্তর নিজ সৈন্যের এই বিপুল বিনাশ লক্ষ করে রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পক বিমানে চড়ে শ্রীরামের সম্মুখীন হলেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলির সাথে পাঠানো দীপ্তিশালী স্বর্গীয় রথের উপর বিরাজমান ছিলেন। রাবণ তাঁর উপর তীক্ষ্ণ বাণপ্রহার করতে লাগল॥ ২১ ॥ ভগবান শ্রীরাম রাবণকে বললেন —ওরে দুষ্ট ! রাক্ষসবিষ্ঠাতুল্য রাবণ ! কুকুর যেমন গৃহস্থের অবর্তমানে তার বাড়ি থেকে খাদ্যসামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়, তুইও সেই রকম আমার অনুপস্থিতিতে আমার পত্নীকে অপহরণ করেছিস। তোর মতো নির্লজ্জ ও গর্হিত কর্মকারী আর কে আছে ! সুতরাং যম যেমন অধর্মাচরণকারীর প্রতিফল প্রদান করেন সেইরকম অলঙ্ঘ্যবীর্য আমি আজ তোর জুগুপ্সিত কর্মের ফল দিচ্ছি॥ ২২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে রাবণকে তিরস্কার করতে করতে তাঁর ধনুকে যে বাণ সংযোজিত ছিল, সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্রতুল্য বাণ রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল। দশমুখ দিয়ে রক্তবমি করতে করতে সে বিমানের ওপর পড়ে গেল—পুণ্যক্ষয় হলে পুণ্যলোক থেকে ধার্মিক ব্যক্তি যেমনভাবে নীচে পড়ে যায় সেইরকম আর কী ! রাক্ষসেরা তখন হাহাকার করে উঠল॥ ২৩ ॥

তখন হাজার হাজার রাক্ষসী মন্দোদরীর সাথে

[১]পালক.। [২]মহতি। [৩]শ্বযন্তে। [৪]রুদত্যস্তো.।

স্বান্ স্বান্ বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণেষুভিরর্দিতান্।
রুরুদুঃ সুস্বরং দীনা ঘ্নন্ত্য আত্মানমাত্মনা॥ ২৫

হা হতাঃ স্ম বয়ং নাথ লোকরাবণ রাবণ।
কং যায়াচ্ছরণং লঙ্কা ত্বদ্বিহীনা পরার্দিতা॥ ২৬

নৈবং বেদ মহাভাগ ভবান্ কামবশং গতঃ।
তেজোঽনুভাবং সীতায়া যেন নীতো দশামিমাম্॥ ২৭

কৃতৈষা বিধবা লঙ্কা বয়ং চ কুলনন্দন।
দেহঃ কৃতোঽন্নং গৃধ্রাণামাত্মা নরকহেতবে॥ ২৮

শ্রীশুক উবাচ

স্বানাং বিভীষণশ্চক্রে কোসলেন্দ্রানুমোদিতঃ।
পিতৃমেধবিধানেন যদুক্তং সাম্পরায়িকম্॥ ২৯

ততো দদর্শ ভগবানশোকবনিকাশ্রমে[১]।
ক্ষামাং স্ববিরহব্যাধিং শিংশপামূলমাস্থিতাম্॥ ৩০

রামঃ প্রিয়তমাং ভার্যাং দীনাং বীক্ষ্যান্বকম্পত।
আত্মসংদর্শনাহ্লাদবিকসন্মুখপঙ্কজাম্ ॥ ৩১

আরোপ্যারুরুহে যানং ভ্রাতৃভ্যাং হনুমদ্যুতঃ।
বিভীষণায় ভগবান্ দত্ত্বা রক্ষোগণেশতাম্॥ ৩২

রাক্ষসপুরীর পথে বেরিয়ে এসে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মণের বাণে তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন নিহত হয়ে ধরাশায়ী হয়েছিল, তাদের আলিঙ্গন করে তারা নিজেদের বুক চাপড়ে করুণস্বরে রোদন করছিল॥ ২৫ ॥ কাঁদতে কাঁদতে তারা বলছিল—হায় ! আমরা বিনষ্ট হলাম। হে নাথ ! হে রাবণ ! আপনার ভয়ে ত্রিলোক কাঁপত। শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত এবং আপনাবিহীন এই লঙ্কাপুরী এখন কার শরণাপন্ন হবে ? ২৬ ॥ হে মহাভাগ ! আপনি সর্বসম্পদশালী ছিলেন, কোনো কিছুরই অভাব আপনার ছিল না। কিন্তু কামের বশবর্তী হয়ে একটু ভাবলেন না যে সীতা কী রকম তেজস্বিনী এবং কী রকম প্রভাবশালী। আপনার সেই একটিমাত্র ভুলের ফলে আজ আপনার এই দুর্দশা॥ ২৭ ॥ হে কুলনন্দন ! এই সোনার লঙ্কাপুরীসহ আজ আমরা সকলে বিধবা হয়ে গেলাম। আপনার এই শরীর যার জন্য আপনি কী না করেছেন, আজ তা শকুনির খাদ্য হয়ে গেল এবং আপনার আত্মাকে নরকভোগের পাত্র করা হল। এই সবই আপনার ভ্রষ্টবুদ্ধি এবং কামাতুরতার ফল॥ ২৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর কোশলাধিপতি রামচন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে পিতৃযজ্ঞ বিধান অনুসারে বিভীষণ জ্ঞাতিবর্গের ঔর্ধদেহিক কার্য সম্পাদন করলেন॥ ২৯ ॥ তারপর ভগবান শ্রীরাম অশোকবনের আশ্রমে শিংশপা বৃক্ষের নীচে উপবিষ্টা সীতাকে দেখতে পেলেন। সীতাদেবী পতির বিরহে পীড়িতা এবং অতিশয় দুর্বল ছিলেন॥ ৩০ ॥ প্রিয়তমা ভার্যাকে অতিশয় দীনা দেখে রামচন্দ্রের হৃদয় প্রেমে দয়ার্দ্র হয়ে গেল। এদিকে স্বামীর দর্শনজনিত আনন্দে সীতাদেবীর বদনকমল প্রফুল্লিত হতে লাগল॥ ৩১ ॥ রামচন্দ্র বিভীষণকে রাক্ষসদের অধিপতি, লঙ্কাপুরীর রাজত্ব এবং কল্পান্ত পর্যন্ত পরমায়ু প্রদান করে প্রথমে সীতাকে বিমানে বসিয়ে, ভ্রাতা লক্ষ্মণ তথা সুগ্রীব এবং সেবক হনুমানের সাথে স্বয়ং বিমানে আরোহণ করলেন। এইভাবে চৌদ্দ বৎসর বনবাসকাল পূর্ণ হওয়ার পরে তাঁরা নিজের দেশে যাত্রা করলেন।

[১]কাবনে।

লঙ্কামায়ুশ্চ কল্পান্তং যযৌ চীর্ণব্রতঃ পুরীম্।
অবকীর্যমাণঃ কুসুমৈর্লোকপালার্পিতৈঃ পথি।। ৩৩

উপগীয়মানচরিতঃ শতধৃত্যাদিভির্মুদা।
গোমূত্রযাবকং শ্রুত্বা ভ্রাতরং বল্কলাম্বরম্।। ৩৪

মহাকারুণিকোঽতপ্যজ্জটিলং স্থণ্ডিলেশয়ম্।
ভরতঃ প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরামাত্যপুরোহিতৈঃ।। ৩৫

পাদুকে শিরসি ন্যস্য রামং প্রত্যুদ্যতোঽগ্রজম্[১]।
নন্দিগ্রামাৎ স্বশিবিরাদ্ গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।। ৩৬

ব্রহ্মঘোষেণ চ মুহুঃ পঠদ্ভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ[২]।
স্বর্ণকক্ষপতাকাভির্হৈমৈশ্চিত্রধ্বজৈ রথৈঃ।। ৩৭

সদশ্বৈ রুক্মসন্নাহৈর্ভটৈঃ পুরটবর্মভিঃ।
শ্রেণীভির্বারমুখ্যাভির্ভৃত্যৈশ্চৈব পদানুগৈঃ।। ৩৮

পারমেষ্ঠ্যান্যুপাদায় পণ্যান্যুচ্চাবচানি চ।
পাদয়োর্ন্যপতৎ[৩] প্রেম্ণা প্রক্লিন্নহৃদয়েক্ষণঃ।। ৩৯

পাদুকে ন্যস্য পুরতঃ প্রাঞ্জলির্বাষ্পলোচনঃ।
তমাশ্লিষ্য চিরং দোর্ভ্যাং স্নাপয়ন্ নেত্রজৈর্জলৈঃ।। ৪০

রামো লক্ষ্মণসীতাভ্যাং বিপ্রেভ্যো যেঽর্হসত্তমাঃ[৪]।
তেভ্যঃ স্বয়ং নমশ্চক্রে প্রজাভিশ্চ নমস্কৃতঃ।। ৪১

ধুন্বন্ত উত্তরাসঙ্গান্ পতিং বীক্ষ্য চিরাগতম্।
উত্তরাঃ কোসলা মাল্যৈঃ কিরন্তো ননৃতুর্মুদা।। ৪২

পথিমধ্যে আকাশমার্গে ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকপালগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।। ৩২-৩৩ ।।

এদিকে ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে ভগবানের লীলাকীর্তন করছিলেন ওদিকে ভগবান জানতে পারলেন যে ভরত কেবলমাত্র গোমূত্রে পাক করা যবান্ন খেয়ে, বল্কল পরিধান করে, জটা ধারণ করে, কুশ পেতে ভূমিতে শয়ন করছেন, তখন তিনি অত্যন্তই দুঃখিত হলেন। ভরতের দশা চিন্তা করে করুণায় তাঁর হৃদয় ভরে গেল। ভরত যখন জানতে পারলেন যে তাঁর বড় ভাই ভগবান শ্রীরাম ফিরে আসছেন তখন তিনি পুরবাসী, মন্ত্রী ও পুরোহিতদের সঙ্গে, ভগবানের পাদুকা মাথায় নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্য যাত্রা করলেন। ভরত যখন নন্দীগ্রাম থেকে যাত্রা করলেন তখন তাঁর সঙ্গীসাথিগণ খোল করতাল বাজনা বাজিয়ে গান কীর্তন করতে করতে তাঁর সাথে চললেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বারে বারে বেদধ্বনি করতে লাগলেন এবং সেই ধ্বনি চতুর্দিক মুখরিত করতে লাগল। সুসজ্জিত পতাকাবাহীগণ নানারকম পতাকা বহন করতে লাগল। সোনায় মোড়া রংবেরং-এর বিচিত্র ধ্বজায় সুসজ্জিত রথ, চিত্র-বিচিত্র সাজে সজ্জিত সুন্দর সুন্দর ঘোড়ায় অশ্বারোহী এবং স্বর্ণকবচমণ্ডিত সৈন্যদল তাদের সাথে সাথে চলতে লাগল। বহু বহু শিল্পী, সুন্দরী সুন্দরী বারবনিতাগণ, পাদচারী ভৃত্যগণ এবং মহারাজের উপযুক্ত ছোট-বড় নানারকম বস্ত্র-সামগ্রী সেই সঙ্গে চলল। ভগবানকে দেখামাত্রই প্রেমভরে ভরতের হৃদয় গদগদ হয়ে গেল, চোখ জলে ভরে এল, তিনি শ্রীরামের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।। ৩৪-৩৯ ।। প্রভুর সামনে তাঁর পাদুকাজোড়া রেখে তিনি যুক্তকরে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলেছিল। ভগবান রাম নিজের দুহাত দিয়ে বহুক্ষণ ভরতকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। ভগবানের অশ্রুধারায় ভরত স্নান করে উঠলেন।। ৪০ ।। তৎপশ্চাৎ সীতা ও লক্ষ্মণের সাথে ভগবান শ্রীরাম ব্রাহ্মণ ও পূজনীয় গুরুজনদের নমস্কার করলেন আর সমস্ত প্রজাগণ ভক্তিবিনম্রচিত্তে মাথা নত করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করল।। ৪১ ।। উত্তর

[১]প্রত্যুদ্যাতো। [২]শংসদ্ভি.। [৩]তন্মূর্ধ্নী। [৪]হর্হত্তমাঃ।

পাদুকে ভরতোঽগৃহ্লাচ্চামরব্যজনোত্তমে।
বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ শ্বেতচ্ছত্রং মরুৎসুতঃ।। ৪৩

ধনুর্নিষঙ্গাঞ্ছত্রুঘ্নঃ[১] সীতা তীর্থকমণ্ডলুম্।
অবিভ্রদঙ্গদঃ খড়্গং হৈমং চর্মর্ক্ষরান্ নৃপ।। ৪৪

পুষ্পকস্থোঽন্বিতঃ[২] স্ত্রীভিঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ।
বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদিতঃ।। ৪৫

ভ্রাতৃভির্নন্দিতঃ সোঽপি সোৎসবাং প্রাবিশৎ পুরীম্।
প্রবিশ্য রাজভবনং গুরুপত্নীঃ[৩] স্বমাতরম্।। ৪৬

গুরূন্ বয়স্যাবরজান্ পূজিতঃ প্রত্যপূজয়ৎ।
বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চৈব যথাবৎ সমুপেয়তুঃ।। ৪৭

পুত্রান্ স্বমাতরস্তাস্তু প্রাণাংস্তন্ব ইবোত্থিতাঃ।
আরোপ্যাঙ্কেঽভিষিঞ্চন্ত্যো বাষ্পৌঘৈর্বিজহুঃ শুচঃ।। ৪৮

জটা নির্মুচ্য বিধিবৎ কুলবৃদ্ধৈঃ সমং গুরুঃ।
অভ্যষিঞ্চদ্ যথৈবেন্দ্রং চতুঃসিন্ধুজলাদিভিঃ[৪]।। ৪৯

এবং কৃতশিরঃ স্নানঃ সুবাসাঃ স্রগ্ব্যলঙ্কৃতঃ।
স্বলঙ্কৃতৈঃ সুবাসোভির্ভ্রাতৃভির্ভার্যয়া বভৌ।। ৫০

অগ্রহীদাসনং ভ্রাত্রা প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।
প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ।
জুগোপ পিতৃবদ্ রামো মেনিরে পিতরং চ তম্।। ৫১

কোশলদেশীয় জনগণ বহুকাল পরে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজ নিজ উত্তরীয় বসন দুলিয়ে, নাচিয়ে, উড়িয়ে, পুষ্পবর্ষণ করে নাচতে লাগল।। ৪২ ।। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করেন তখন ভরত তাঁর পাদুকাযুগল ধারণ করেছিলেন, বিভীষণ ধরেছিলেন শ্রেষ্ঠ চামর, সুগ্রীব ব্যজন আর হনুমান ধরেছিলেন শ্বেতছত্র।। ৪৩ ।। হে পরীক্ষিৎ ! শত্রুঘ্ন ধরেছিলেন ধনুক ও তূণদ্বয়, সীতার হাতে ছিল তীর্থবারি পরিপূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদ সোনার খড়্গ এবং জাম্বুবান নিয়েছিলেন ঢাল।। ৪৪ ।। এদের সকলের সাথে ভগবান রামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে বিরাজমান ছিলেন, যথাস্থানে নারীগণ বসেছিলেন, বন্দীগণ স্তুতিগান কীর্তন করছিল। পুষ্পক বিমানে তখন ভগবানের গ্রহগণের পরিবেষ্টিত উদিত চন্দ্রের মতো শোভা হয়েছিল।। ৪৫ ।।

এইভাবে ভাইদের অভিনন্দন স্বীকার করে তিনি তাদের সাথে অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করেন। সেই নগরী তখন আনন্দ উৎসবে উচ্ছল ছিল। রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করে তিনি নিজ মাতা কৌশল্যা, কৈকেয়ী প্রভৃতি বিমাতাদের, সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠদের যথাযোগ্য নমস্কার, সম্ভাষণ ও আশীর্বাদাদি করেন এবং তাদের দ্বারাও যথোপযুক্ত সম্মান গ্রহণ করলেন। সীতাদেবী ও লক্ষ্মণও ভগবানের সাথে সাথে সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করলেন।। ৪৬-৪৭ ।। প্রাণ ফিরে পেলে দেহ যেমন উত্থিত হয়, ছেলেদের পেয়ে মায়েরাও তেমনই হর্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ছেলেদের কোলে বসিয়ে অশ্রুধারায় তাদের অভিষিক্ত করলেন। তাঁদের সমস্ত শোকের অবসান হয়েছিল।। ৪৮ ।। এরপর গুরু বশিষ্ঠদেব কুলবৃদ্ধগণের সাথে একত্র হয়ে বিধি অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের জটামোচন করিয়ে চতুঃসমুদ্রের জল ও অন্যান্য দ্রব্যের দ্বারা, বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন, তাঁর অভিষেক করলেন।। ৪৯ ।। এইভাবে জটামুক্ত শিরঃস্নাত হয়ে ভগবান শ্রীরাম সুন্দর বসন, মাল্য ও অলংকার ধারণ করলেন। সুন্দর বসনে ভূষিত, সুন্দর সুন্দর অলংকারে সজ্জিত হয়ে সীতাদেবী ও ভাইদের সাথে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শোভিত হয়েছিলেন।। ৫০ ।। তদনন্তর ভরত রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করে প্রার্থনা জানালে

[১]ঘ্নং শত্রু.। [২]স্থো বৃতঃ। [৩]পত্নীং.। [৪]চতুর্ভিঃ সাগরাম্বুভিঃ।

ত্রেতায়াং বর্তমানায়াং কালঃ কৃতসমোঽভবৎ।
রামে রাজনি ধর্মজ্ঞে সর্বভূতসুখাবহে॥ ৫২

বনানি নদ্যো গিরয়ো বর্ষাণি দ্বীপসিন্ধবঃ।
সর্বে কামদুঘা আসন্ প্রজানাং ভরতর্ষভ॥ ৫৩

নাধিব্যাধিজরাগ্লানিদুঃখশোকভয়ক্লমাঃ[1]।
মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্ রামে রাজন্যধোক্ষজে॥ ৫৪

একপত্নীব্রতধরো রাজর্ষিচরিতঃ শুচিঃ।
স্বধর্মং গৃহমেধীয়ং শিক্ষয়ন্ স্বয়মাচরৎ॥ ৫৫

প্রেম্ণানুবৃত্ত্যা শীলেন প্রশ্রয়াবনতা সতী।
ধিয়া হ্রিয়া চ ভাবজ্ঞা ভর্তুঃ সীতাহরন্মনঃ॥ ৫৬

প্রসন্ন হয়ে শ্রীরামচন্দ্র রাজসিংহাসন গ্রহণ করলেন। তারপর স্বধর্মনিরত ও বর্ণাশ্রমোচিত আচারবিশিষ্ট প্রজাগণকে পিতার মতো পালন করতে লাগলেন। প্রজাগণও তাঁকে তাদের নিজের পিতার মতো মান্য করত॥ ৫১ ॥ হে পরীক্ষিৎ! সর্বভূতের সুখবিধানকারী ধর্মজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজা হলেন তখন ত্রেতাযুগ হলেও মনে হত যেন সত্যযুগ বর্তমান॥ ৫২ ॥ হে মহারাজ! তখনকার সময়ে বন, নদী, পর্বত, বর্ষ, দ্বীপ ও সমুদ্র সকলেই প্রজাদের কামধেনুর মতো তাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করত॥ ৫৩ ॥ অধোক্ষজ রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাদের মনঃপীড়া, দৈহিক ব্যাধি, জরা, গ্লানি, শোক, দুঃখ, ভয়, ক্লান্তি কিছুই ছিল না। এমনকি যে মরণ চাইত না, তার মৃত্যুও হত না॥ ৫৪ ॥ ভগবান শ্রীরাম একপত্নী গ্রহণরূপ ব্রত অবলম্বন করেছিলেন, রাজর্ষির মতো তাঁর চরিত্র ছিল পবিত্র। জনগণকে গৃহস্থধর্ম শেখানোর জন্য তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম আচরণ করেছিলেন॥ ৫৫ ॥ সতীশিরোমণি সীতাদেবী তাঁর পতির অভিপ্রায় জানতেন। তিনি প্রেম, সেবা, আনুগত্য, বিনয়, বুদ্ধি ও লজ্জা ইত্যাদি গুণের দ্বারা নিজ পতি শ্রীরামচন্দ্রের মনোরঞ্জন করেছিলেন॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে রামচরিতে[2] দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে রামচরিত নামক দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

---

[1]নাধির্ব্যাধির্জরা গ্লানির্দুঃখ.। [2]রামানুচরিতং নাম।

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীরামের অন্তলীলা

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানাত্মনাঽঽত্মানং রাম উত্তমকল্পকৈঃ[১]।
সর্বদেবময়ং[২] দেবমীজ আচার্যবান্ মখৈঃ॥ ১

হোত্রেঽদদাদ্[৩] দিশং প্রাচীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং প্রভুঃ।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং চ উদীচীং সামগায় সঃ॥ ২

আচার্যায় দদৌ শেষাং যাবতী ভূস্তদন্তরা।
মন্যমান ইদং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণোঽর্হতি নিঃস্পৃহঃ॥ ৩

ইত্যয়ং তদলঙ্কারবাসোভ্যামবশেষিতঃ।
তথা রাজ্ঞ্যপি বৈদেহি সৌমঙ্গল্যাবশেষিতা॥ ৪

তে তু ব্রহ্মণ্যদেবস্য[৪] বাৎসল্যং বীক্ষ্য সংস্তুতম্।
প্রীতাঃ ক্লিন্নধিয়স্তস্মৈ প্রত্যর্প্যেদং বভাষিরে॥ ৫

অপ্রত্তং নস্ত্বয়া কিং নু ভগবন্ ভুবনেশ্বর।
যন্নোঽন্তর্হৃদয়ং বিশ্য তমো হংসি স্বরোচিষা॥ ৬

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
উত্তমশ্লোকধুর্যায় ন্যস্তদণ্ডার্পিতাঙ্ঘ্রয়ে॥ ৭

কদাচিল্লোকজিজ্ঞাসুর্গূঢ়ো রাত্র্যামলক্ষিতঃ।
চরন্ বাচোঽশৃণোদ্[৫] রামো ভার্যামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ॥ ৮

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীরাম গুরুদেব বশিষ্ঠকে আচার্যপদে বরণ করে উত্তম যজ্ঞসামগ্রী দিয়ে যাগযজ্ঞদ্বারা নিজে নিজেই সর্বদেবময় স্বয়ংপ্রকাশ পরমদেব আত্মা নিজেরই অর্চনা করলেন॥ ১ ॥ যজ্ঞান্তে প্রভু রামচন্দ্র হোতাকে পূর্ব দিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক এবং উদ্‌গাতাকে উত্তর দিক প্রদান করলেন॥ ২ ॥ ওই সকল দিকের মধ্যস্থিত যত ভূমি ছিল, সবই তিনি আচার্যকে দিয়ে দিলেন। তিনি মনে করলেন যে সমগ্র ভূমণ্ডলের একমাত্র অধিকারী নিঃস্পৃহ ব্রাহ্মণই হতে পারেন॥ ৩ ॥ এইভাবে সমগ্র ভূমণ্ডল দান করার পর নিজের পরিধানের বস্ত্র এবং আভরণই মাত্র অবশিষ্ট রইল এবং মহারানি সীতার কাছেও কেবল মাঙ্গলিক বস্ত্র আর অঙ্গভূষণই বাকি থাকল॥ ৪ ॥

আচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যখন দেখলেন যে ভগবান শ্রীরাম তো ব্রাহ্মণদের তাঁর ইষ্টদেব বলে মনে করেন, তাঁর হৃদয়ে ব্রাহ্মণদের ওপর অনন্ত স্নেহ রয়েছে, তখন তাঁরাও প্রীত ও বিগলিতচিত্ত হয়ে গেলেন। তাঁরা প্রসন্ন হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভগবানকে প্রত্যর্পণ করে বললেন—॥ ৫ ॥ 'হে প্রভো! আপনি সর্বলোকেশ্বর। আপনি তো আমাদের হৃদয়ে নিবাস করে আপনার দিব্য জ্যোতি দিয়ে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করছেন। সুতরাং আপনি আমাদের কী না দিয়েছেন? ৬ ॥ আপনার জ্ঞান অনন্ত। পবিত্রকীর্তি পুরুষদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ। যাঁরা কখনো কাউকে কোনো কষ্ট দেননি, সেইসব মহাত্মাদের আপনি নিজ চরণকমল দিয়ে রেখেছেন। এইরকম হওয়া সত্ত্বেও আপনি ব্রাহ্মণদের নিজ ইষ্টদেব মনে করেন। হে ভগবন্! আপনার রাম-রূপকে আমরা নমস্কার করি'॥ ৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ! এরপর কোনো এক সময়ে প্রজাদের বাস্তবিক স্থিতি জানবার অভিপ্রায়ে শ্রীরামচন্দ্র রাত্রিকালে

---

[১]কল্পকঃ। [২]ময়ো। [৩]হোত্রে তদাদিশৎপ্রাচীং। [৪]ব্রাহ্মণদেবস্য। [৫]বচো.।

নাহং বিভর্মি ত্বাং দুষ্টামসতীং পরবেশ্মগাম্।
স্ত্রীলোভী[১] বিভৃয়াৎ সীতাং রামো নাহং ভজে পুনঃ॥ ৯

ইতি লোকাদ্ বহুমুখাদ্ দুরারাধ্যাদসংবিদঃ।
পত্যা ভীতেন সা ত্যক্তা প্রাপ্তা প্রাচেতসাশ্রমম্॥ ১০

অন্তর্বত্ন্যাগতে কালে যমৌ সা সুষুবে সুতৌ।
কুশো লব ইতি খ্যাতৌ তয়োশ্চক্রে ক্রিয়া মুনিঃ॥ ১১

অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ[২] লক্ষ্মণস্যাত্মজৌ স্মৃতৌ।
তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতে॥ ১২

সুবাহুঃ শ্রুতসেনশ্চ শত্রুঘ্নস্য বভূবতুঃ।
গন্ধর্বান্ কোটিশো জঘ্নে ভরতো বিজয়ে দিশাম্॥ ১৩

তদীয়ং ধনমানীয় সর্বং রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ।
শত্রুঘ্নশ্চ মধোঃ পুত্রং লবণং নাম রাক্ষসম্।
হত্বা মধুবনে চক্রে মথুরাং নাম বৈ পুরীম্॥ ১৪

মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্ত্রা[৩] বিবাসিতা।
ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ॥ ১৫

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রামো রুন্ধন্নপি ধিয়া শুচঃ।
স্মরংস্তস্যা গুণাংস্তাংস্তান্নাশক্নোদ্ রোদ্ধুমীশ্বরঃ॥ ১৬

স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্সর্বত্র[৪] ত্রাসমাবহঃ।
অপীশ্বরাণাং কিমুত গ্রাম্যস্য গৃহচেতসঃ॥ ১৭

তত ঊর্ধ্বং ব্রহ্মচর্যং ধারয়ন্নজুহোৎ প্রভুঃ।
ত্রয়োদশাব্দসাহস্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম্ ॥ ১৮

স্মরতাং হৃদি বিন্যস্য বিদ্ধং দণ্ডককণ্টকৈঃ।
স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাৎ ততঃ॥ ১৯

কাউকে কিছু না জানিয়ে ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করছিলেন। সেই সময় তিনি শুনলেন যে কোনো এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলছে॥ ৮ ॥ 'তুই দুষ্টা, অসতী। তুই অন্যের বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাস। রামচন্দ্র স্ত্রৈণ, তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু আমি তোকে আমার ঘরে রাখব না'॥ ৯ ॥ সত্যি সত্যি সব মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা যায় না, কারণ মূর্খের তো অভাব নেই। শ্রীরামচন্দ্র অনেক লোকের মুখে এই রকম শুনে, লোকোপবাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করে দিলেন এবং সীতাদেবী বাল্মিকীমুনির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন॥ ১০ ॥ সীতাদেবী তখন গর্ভবতী ছিলেন। যথাসময়ে তিনি একসাথে দুই পুত্র প্রসব করলেন। তাদের নাম হল কুশ আর লব। বাল্মিকী মুনি তাদের জাতসংস্কার ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন॥ ১১ ॥ লক্ষ্মণের দুই পুত্র হয়—অঙ্গদ ও চিত্রকেতু। হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে ভরতেরও দুই পুত্র ছিল—তক্ষ আর পুষ্কল॥ ১২ ॥ আবার শত্রুঘ্নেরও দুই পুত্র—সুবাহু ও শ্রুতসেন। ভরত দিগ্বিজয় করে কোটি কোটি গন্ধর্বদের বধ করেন ॥ ১৩ ॥ তিনি সেই সব ধনরত্ন রামচন্দ্রকে সমর্পণ করেছিলেন। মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামক রাক্ষসকে বধ করে শত্রুঘ্ন মথুরাপুরী স্থাপন করেন॥ ১৪ ॥ সীতাদেবী তাঁর ছেলে দুটিকে মহর্ষি বাল্মিকীর হাতে সঁপে দেন এবং শ্রীরামের চরণকমল ধ্যান করতে করতে পৃথিবীদেবীর লোকে গমন করেন॥ ১৫ ॥ সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র বিবেকবুদ্ধি দিয়ে শোকাশ্রু রোধ করতে চেষ্টা করেও সীতার গুণাবলি ক্রমে ক্রমে স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় শোকাবেগ সংবরণ করতে পারলেন না॥ ১৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! স্ত্রীপুরুষের আসক্তি সর্বত্রই এইরকম দুঃখদায়ী। বড় বড় সমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও এই রকমই হয়, সেক্ষেত্রে গৃহাসক্ত বিষয়ী মানুষের সম্বন্ধে আর কী বলা যায়॥ ১৭ ॥

এরপর শ্রীরাম ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তেরো হাজার বছর যাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্নিহোত্র করেছিলেন॥ ১৮ ॥ তদনন্তর শ্রীরামচন্দ্র অনুরাগী ভক্তগণের হৃদয়ে

[১] স্ত্রৈণো হি বি.। [২] দশ্চন্দ্রকে.। [৩] ভর্তৃবিবা.। [৪] সর্বত্রোত্তাপমাবহৎ.।

নেদং যশো রঘুপতেঃ সুরয্যাচ্ঞয়াত্ত-
লীলাতনোরধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ ।
রক্ষোবধো জলধিবন্ধনমস্ত্রপূগৈঃ[১]
কিং তস্য শত্রুহননে কপয়ঃ সহায়াঃ॥ ২০

যস্যামলং নৃপসদঃসু যশোঽধুনাপি
গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্।
তং নাকপালবসুপালকিরীটজুষ্ট-
পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে॥ ২১

স যৈঃ স্পৃষ্টোঽভিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোঽনুগতোঽপি বা।[২]
কোসলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥ ২২

পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈরুপধারয়ন্।
আনৃশংস্যপরো রাজন্ কর্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে॥ ২৩

রাজোবাচ

কথং স ভগবান্ রামো ভ্রাতৄন্ বা স্বয়মাত্মনঃ।
তস্মিন্ বা তেঽন্ববর্তন্ত প্রজাঃ পৌরাশ্চ ঈশ্বরে॥ ২৪

শ্রীশুক[৩] উবাচ

অথাদিশদ্ দিগ্বিজয়ে ভ্রাতৄংস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
আত্মানং দর্শয়ন্ স্বানাং পুরীমৈক্ষত সানুগঃ ॥ ২৫

দণ্ডকারণ্যে বিচরণরত কণ্টকাকীর্ণ পাদপদ্ম স্থাপিত করে তাঁর স্বয়ংপ্রকাশ পরম জ্যোতির্ময় ধামে গমন করলেন॥ ১৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের তুল্য প্রতাপশালী আর কেউই নেই, সুতরাং তার থেকে বড় আর কি করে কেউ হতে পারে। দেবগণের প্রার্থনায় তিনি এই লীলাবিগ্রহ ধারণ করেছিলেন। তিনি যে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে রাক্ষসকুল সংহার করেছিলেন বা সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করেছিলেন এ সব ব্যাপার রঘুকুল শিরোমণি ভগবান শ্রীরামের পক্ষে কোনো গৌরবের ব্যাপার নয়। শত্রু সংহারের জন্য তাঁর কি কোনো বানরসেনার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল ? এ সবই তাঁর লীলামাত্র॥ ২০ ॥

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল যশ সর্বপাপনাশকারী। সেই যশ এতই ব্যাপ্ত যে দিগ্‌গজদের শ্যামল দেহও তাঁর জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। আজ অবধি বড় বড় ঋষিমুনিগণ রাজা মহারাজাদের সভায় সেই যশ কীর্তন করে থাকেন। স্বর্গের দেবগণ ও পৃথিবীর নরপতিগণ তাঁদের মাথার কীরিট দিয়ে তাঁর চরণকমলের সেবা করে থাকেন। আমি সেই রঘুকুলশিরোমণি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করি॥ ২১ ॥ যাঁরা ভগবান শ্রীরামকে দর্শন বা স্পর্শ করেছেন, তাঁর সঙ্গে একত্র বসেছেন বা তাঁর অনুগত হয়েছেন সেই সব মানুষ তথা কোশলবাসীগণও সেই লোকে গমন করেছেন যেখানে বড় বড় যোগীরা যোগসাধনার দ্বারা গতি লাভ করেন॥ ২২ ॥ যে মানুষ স্বকর্ণে ভগবান শ্রীরামের চরিত্রগাথা শ্রবণ করে—তাদের সারল্য, কোমলতা ইত্যাদি গুণরাশি প্রাপ্তি হয়। হে পরীক্ষিৎ ! কেবলমাত্র এইই নয়, এই চরিত্রগাথা শ্রবণ সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়॥ ২৩ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান শ্রীরাম স্বয়ং তাঁর অংশভূত ভাইদের সাথে কীরকম ব্যবহার করতেন ? ভরতাদি ভাইগণ, প্রজাবৃন্দ ও অযোধ্যা পুরবাসীগণ ভগবান রামচন্দ্রের সাথে কীরকম ব্যবহার করতেন ? ২৪ ॥

শুকদেব বললেন—ত্রিভুবনাধীশ্বর ভগবান রামচন্দ্র

[১]স্ত্রপাণেঃ। [২]সর্বতো। [৩]বাদরায়ণিরুবাচ।

আসিক্তমার্গাং গন্ধোদৈঃ করিণাং মদশীকরৈঃ।
স্বামিনং প্রাপ্তমালোক্য মত্তাং বা সুতরামিব॥ ২৬

প্রাসাদগোপুরসভাচৈত্যদেবগৃহাদিষু ।[১]
বিন্যস্তহেমকলশৈঃ পতাকাভিশ্চ মণ্ডিতাম্॥ ২৭

পূগৈঃ সবৃন্তৈ রম্ভাভিঃ পট্টিকাভিঃ সুবাসসাম্।
আদর্শৈরংশুকৈঃ স্রগ্‌ভিঃ কৃতকৌতুকতোরণাম্॥ ২৮

তমুপেয়ুস্তত্র[২] তত্র পৌরা অর্হণপাণয়ঃ।
আশিষো যুযুজুর্দেব পাহীমাং প্রাক্ ত্বয়োদ্ধৃতাম্[৩]॥ ২৯

ততঃ প্রজা বীক্ষ্য পতিং চিরাগতং
দিদৃক্ষয়োৎসৃষ্টগৃহাঃ স্ত্রিয়ো নরাঃ।
আরুহ্য হর্ম্যাণ্যরবিন্দলোচন-[৪]
মতৃপ্তনেত্রাঃ কুসুমৈরবাকিরন্॥ ৩০

অথ প্রবিষ্টঃ স্বগৃহং জুষ্টং স্বৈঃ পূর্বরাজভিঃ।
অনন্তাখিলকোশাঢ্যমনর্ঘ্যোরুপরিচ্ছদম্ ॥ ৩১

বিদ্রুমোদুম্বরদ্বারৈর্বৈদূর্যস্তম্ভপঙ্‌ক্তিভিঃ ।
স্থলৈর্মারকতৈঃ[৫]স্বচ্ছৈর্ভাতস্ফটিকভিত্তিভিঃ॥ ৩২

চিত্রস্রগ্‌ভিঃ পট্টিকাভির্বাসোমণিগণাংশুকৈঃ।
মুক্তাফলৈশ্চিদুল্লাসৈঃ কান্তকামোপপত্তিভিঃ॥ ৩৩

সিংহাসনে আরোহণ করার পরে ভাইদের দিগ্বিজয়ে পাঠালেন এবং নিজে পৌরবাসী জনগণকে দর্শন দান করে অনুচরদের সাথে নিরন্তর অযোধ্যাপুরী পরিদর্শন করতেন॥ ২৫ ॥ সেইসময় অযোধ্যাপুরীর সব রাস্তাঘাট সদাসর্বদা সুবাসিত জল এবং হস্তিগণের মদবিন্দুর দ্বারা সিক্ত থাকত। মনে হত যেন অযোধ্যাপুরী স্বীয় প্রভুকে দর্শন করে নিজেই সর্বদা উন্মত্তা হয়ে রয়েছে॥ ২৬ ॥ পুরীর প্রাসাদ, পুরদ্বার, সভাভবন, উপাসনাস্থান ও দেবায়তন প্রভৃতিতে সুবর্ণকলস জলপূর্ণভাবে সর্বদা বিন্যস্ত থাকত এবং সর্বত্র পতাকাদিতে শোভিত ছিল॥ ২৭ ॥ সুপারির ছড়া, কলার ছড়া, সুন্দর সুন্দর বসনপট্টিকা, আয়না, বস্ত্র ও ফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত মঙ্গলতোরণসহ সমস্ত পুরী যেন ডগমগ করত॥ ২৮ ॥ শ্রীরাম যেখানেই যেতেন সেখানের পুরবাসীরা নানাবিধ উপকরণ নিয়ে তাঁর কাছে এসে প্রার্থনা করত যে 'হে দেব! আপনি পূর্বে বরাহরূপে এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন, এখন আপনি একে পালন করুন'॥ ২৯ ॥ হে পরীক্ষিৎ! অযোধ্যাবাসী নরনারী প্রজাগণ যখনই শুনত যে দীর্ঘকাল পরে প্রভু রামচন্দ্র এদিকে আগমন করবেন তখনই তারা তাঁকে দর্শনের জন্য নিজ নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসত। আবার বড় বড় অট্টালিকার ছাদে উঠে দাঁড়াত এবং তাঁকে দর্শন করতে করতে অতৃপ্ত নয়নে কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে পুষ্পবর্ষণে ঢেকে ফেলত॥ ৩০ ॥

এইভাবে প্রজাদের পরিদর্শন করে ভগবান নিজের মহলে ফিরে আসতেন। সেই রাজমহলে তাঁর পূর্ববর্তী রাজাগণ নিবাস করতেন। সেখানে সর্বপ্রকার অফুরন্ত রত্নাদির ভাণ্ডার সজ্জিত ছিল এবং মহামূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত ছিল॥ ৩১ ॥ সেই মহলের দরজা ও চৌকাট বিদ্রুমমণিনির্মিত ছিল। সেখানকার থামগুলি সব বৈদূর্যমণিমণ্ডিত ছিল। মহলের মেঝেগুলি সব স্বচ্ছ মরকতমণি দিয়ে তৈরি আর দেওয়ালে সর্বত্র স্ফটিকমণি চমক দিত॥ ৩২ ॥ রং-বেরং-এর মালা, পতাকা, মণিমাণিক্যের বিচ্ছুরণ, শুদ্ধচৈতন্যের মতো উজ্জ্বল মুক্তাবলি, সুন্দর সুন্দর ভোগ্যবস্তু, সুগন্ধি ধূপদীপ,

[১]সদস্সভাচৈত্যগৃহাদিষু। [২]যুস্ততস্তত্র। [৩]ত্বয়াহহবৃতাম্। [৪]চলং ন তৃপ্ত.। [৫]তথা স্থলৈর্মারকতৈর্ভাত.।

ধূপদীপৈঃ সুরভিভির্মণ্ডিতং পুষ্পমণ্ডনৈঃ।[১]
স্ত্রীপুম্ভিঃ সুরসংকাশৈর্জুষ্টং ভূষণভূষণৈঃ॥ ৩৪

তস্মিন্ স ভগবান্ রামঃ স্নিগ্ধয়া প্রিয়য়েষ্টয়া।
রেমে স্বারামধীরাণামৃষভঃ সীতয়া কিল॥ ৩৫

বুভুজে[২] চ যথাকালং কামান্ ধর্মমপীড়য়ন্।
বর্ষপূগান্ বহূন্ নৃণামভিধ্যাতাঙ্‌ঘ্রিপল্লবঃ॥ ৩৬

পুষ্পভূষণের দ্বারা সেই মহল অপূর্বভাবে সজ্জিত ছিল। অলংকারসমূহেরও অলংকারস্বরূপ দেবতুল্য স্ত্রী-পুরুষগণ সেই ভবনের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল॥ ৩৩-৩৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ! ভগবান রামচন্দ্র যদিও আত্মারাম জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের শিরোমণি ছিলেন তবুও তিনি তাঁর প্রিয়তমা প্রেমময়ী পত্নী সীতাদেবীর সাথে সেই মহলে বিহার করতে থাকলেন॥ ৩৫ ॥ সর্বলোকবন্দিতচরণ শ্রীরামচন্দ্র বহু বৎসর যাবৎ ধর্মানুসারে যথাযোগ্যভাবে অভীষ্ট বিষয়সমূহ উপভোগ করেছিলেন॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে শ্রীরামোপাখ্যানে[৩] একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে
শ্রীরামোপাখ্যান নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১১ ॥

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

ইক্ষ্বাকু বংশের শেষভাগের রাজাদের বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

কুশস্য চাতিথিস্তস্মান্নিষধস্তৎসুতো নভঃ।
পুণ্ডরীকোঽথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বাভবত্ততঃ॥ ১

দেবানীকস্ততোঽনীহঃ[৪] পারিযাত্রোঽথ তৎসুতঃ।
ততো বলস্থলস্তস্মাদ্ বজ্রনাভোঽর্কসম্ভবঃ॥ ২

খগণস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিধৃতিশ্চাভবৎ[৫] সুতঃ।
ততো হিরণ্যনাভোঽভূদ্ যোগাচার্যস্তু জৈমিনেঃ॥ ৩

শিষ্যঃ কৌসল্য আধ্যাত্মং যাজ্ঞবল্ক্যোঽধ্যগাদ্ যতঃ।
যোগং মহোদয়মৃষির্হৃদয়গ্রন্থিভেদকম্[৬]॥ ৪

পুষ্যো হিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসন্ধিস্ততোঽভবৎ।
সুদর্শনোঽথাগ্নিবর্ণঃ শীঘ্রস্তস্য মরুঃ সুতঃ॥ ৫

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! কুশের পুত্রের নাম ছিল অতিথি, তার পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক আর পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা॥ ১ ॥ ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, দেবানীকের অনীহ, অনীহের পারিযাত্র, পারিযাত্রের বলস্থল আর বলস্থলের পুত্র বজ্রনাভ। এই বজ্রনাভ সূর্যের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন॥ ২ ॥

বজ্রনাভ থেকে খগণ, খগণ থেকে বিধৃতি এবং বিধৃতির থেকে হিরণ্যনাভের জন্ম হয়েছিল। এই হিরণ্যনাভ জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য ছিলেন॥ ৩ ॥ কোশলদেশীয় যাজ্ঞবল্ক্য মুনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে হৃদয়গ্রন্থি ভেদকারী পরম সিদ্ধিদায়ক অধ্যাত্মযোগের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন॥ ৪ ॥

হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধি, ধ্রুবসন্ধির সুদর্শন, সুদর্শনের অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের শীঘ্র এবং শীঘ্রের পুত্র হয় মরু॥ ৫ ॥

---

[১]মণ্ডলৈঃ। [২]বুভুজে চ কামাননন্যানপীড়য়ন্। [৩]প্রাচীন বইতে 'শ্রীরামোপাখ্যানে' এই অংশটি নেই।
[৪]হোনঃ। [৫]বিসৃষ্টিশ্চাভবত্ততঃ। [৬]দনম্।

সোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ।
কলেরন্তে সূর্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ॥ ৬

তস্মাৎ[১] প্রসুশ্রুতস্তস্য সন্ধিস্তস্যাপ্যমর্ষণঃ।
মহস্বাংস্তৎসুতস্তস্মাদ্ বিশ্বসাহ্বোঽন্বজায়ত॥ ৭

ততঃ[২] প্রসেনজিৎ তস্মাৎ তক্ষকো ভবিতা পুনঃ।
ততো বৃহদ্বলো যস্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ॥ ৮

এতে হীক্ষ্বাকুভূপালা অতীতাঃ শৃণ্বনাগতান্।
বৃহদ্বলস্য ভবিতা পুত্রো নাম বৃহদ্রণঃ॥ ৯

উরুক্রিয়স্ততস্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যতি।
প্রতিব্যোমস্ততো ভানুর্দিবাকো বাহিনীপতিঃ॥ ১০

সহদেবস্ততো বীরো বৃহদশ্বোঽথ ভানুমান্।
প্রতীকাশ্বো ভানুমতঃ সুপ্রতীকোঽথ তৎসুতঃ॥ ১১

ভবিতা মরুদেবোঽথ সুনক্ষত্রোঽথ পুষ্করঃ।
তস্যান্তরিক্ষস্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ॥ ১২

বৃহদ্রাজস্তু[৩]তস্যাপি বর্হিস্তস্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ।
রণঞ্জয়স্তস্য সুতঃ সঞ্জয়ো ভবিতা ততঃ॥ ১৩

তস্মাচ্ছাক্যোঽথ[৪] শুদ্ধোদো লাঙ্গলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
ততঃ প্রসেনজিৎ তস্মাৎ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ॥ ১৪

রণকো ভবিতা তস্মাৎ সুরথস্তনয়স্ততঃ।
সুমিত্রো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হদ্বলান্বয়াঃ[৫]॥ ১৫

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ॥ ১৬

যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বর্তমানেও মরু কলাপ নামক গ্রামে বাস করছেন। কলিযুগের শেষে সূর্যবংশ নষ্টপ্রায় হলে তিনি আবার ওই বংশ প্রবর্তিত করবেন॥ ৬ ॥ মরুর থেকে প্রসুশ্রুত, তার থেকে সন্ধি এবং সন্ধি থেকে অমর্ষণের জন্ম হয়। অমর্ষণের পুত্র মহস্বান আর মহস্বানের পুত্র বিশ্বসাহ্ব॥ ৭ ॥ বিশ্বসাহ্বের প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের তক্ষক আর তক্ষকের পুত্র হয়েছিল বৃহদ্বল। পরীক্ষিৎ ! তোমার পিতা অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে যুদ্ধে বধ করেছিলেন॥ ৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! আমি যাদের নাম বললাম এঁরা সকলেই ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মেছেন। এরপরে যাঁরা জন্মাবেন, এখন তাঁদের নাম শোনো। বৃহদ্বলের পুত্র হবে বৃহদ্রণ, বৃহদ্রণের পুত্র হবে উরুক্রিয়, তার পুত্র বৎসবৃদ্ধ। বৎসবৃদ্ধের প্রতিব্যোম, প্রতিব্যোমের পুত্র ভানু, আর ভানুর পুত্র হবে সেনাপতি দিবাক॥ ১০ ॥ দিবাকের পুত্র মহাবীর সহদেব, সহদেবের বৃহদশ্ব, বৃহদশ্বের পুত্র ভানুমান্, ভানুমানের প্রতীকাশ্ব এবং প্রতীকাশ্বের পুত্র হবে সুপ্রতীক॥ ১১ ॥ সুপ্রতীকের মরুদেব, মরুদেবের সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্রের পুষ্কর, পুষ্করের অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষের সুতপা এবং সুতপার পুত্র হবে অমিত্রজিৎ॥ ১২ ॥ অমিত্রজিতের পুত্র হবে বৃহদ্রাজ, বৃহদ্রাজের থেকে বর্হি, বর্হির থেকে কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয় থেকে রণঞ্জয় এবং তার পুত্র হবে সঞ্জয়॥ ১৩ ॥ সঞ্জয়ের পুত্র হবে শাক্য, তার পুত্র শুদ্ধোদ এবং শুদ্ধোদের পুত্র হবে লাঙ্গল, লাঙ্গলের থেকে প্রসেনজিৎ আর প্রসেনজিতের পুত্র হবে ক্ষুদ্রক॥ ১৪ ॥ ক্ষুদ্রকের পুত্র হবে রণক, রণকের সুরথ এবং সুরথ থেকে এই বংশের শেষ বংশধর সুমিত্রের জন্ম হবে। এঁরা সকলেই বৃহদ্বলের বংশধর হবেন॥ ১৫ ॥ ইক্ষ্বাকুর এই বংশ সুমিত্র পর্যন্তই স্থায়ী হবে। কারণ সুমিত্রের রাজ্যশাসনের সাথে সাথেই কলিযুগে ওই বংশের লোপ হয়ে যাবে॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে ইক্ষ্বাকুবংশবর্ণনং[৬] নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে
ইক্ষ্বাকুবংশবর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

[১]তস্মাৎ প্রশ্রুতপুত্রস্তু সন্ধি.। [২]প্রাচীন বইতে 'ততঃ.....পুনঃ' এই পূর্বার্ধ নেই, এর পরিবর্তে বর্তমানে বইয়ে উল্লিখিত 'ভবিতা......মিত্রজিৎ' এই দ্বাদশতম শ্লোকটি রয়েছে, এর মধ্যে 'মরুদেবো' স্থানে 'মনুদেবো' রয়েছে। [৩]বৃহদ্ভুজস্তু। [৪]তস্মাৎ সাধ্যোঽথ। [৫]লাঃ স্মৃতাঃ। [৬]বংশানুকথনে শ্রীরামচরিতে।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ
ত্রয়োদশ অধ্যায়
নিমি রাজার বংশ বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

নিমিরিক্ষ্বাকুতনয়ো বসিষ্ঠমবৃতর্ত্বিজম্।
আরভ্য সত্রং সোঽপ্যাহ শক্রেণ প্রাগ্‌বৃতোঽস্মি ভোঃ॥ ১

তং নির্বর্ত্যাগমিষ্যামি তাবন্মাং প্রতিপালয়।
তূষ্ণীমাসীদ্ গৃহপতিঃ সোঽপীন্দ্রস্যাকরোন্মখম্॥ ২

নিমিশ্চলমিদং বিদ্বান্ সত্রমারভতাত্মবান্।
ঋত্বিগ্‌ভিরপরৈস্তাবন্নাগমদ্ যাবতা গুরুঃ॥ ৩

শিষ্যব্যতিক্রমং বীক্ষ্য নির্বর্ত্য গুরুরাগতঃ।
অশপৎ পততাদ্ দেহো নিমেঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ ৪

নিমিঃ প্রতিদদৌ শাপং গুরবেঽধর্মবর্তিনে।
তবাপি পততাদ্ দেহো লোভাদ্ ধর্মমজানতঃ॥ ৫

ইত্যুৎসসর্জ স্বং দেহং নিমিরধ্যাত্মকোবিদঃ।
মিত্রাবরুণয়োর্জজ্ঞে উর্বশ্যাং প্রপিতামহঃ॥ ৬

গন্ধবস্তুষু তদ্‌দেহং[১] নিধায় মুনিসত্তমাঃ।
সমাপ্তে সত্রযাগেঽথ দেবানূচুঃ সমাগতান্॥ ৭

রাজ্ঞো জীবতু দেহোঽয়ং প্রসন্নাঃ প্রভবো যদি।
তথেত্যুক্তে নিমিঃ প্রাহ মা ভূন্মে দেহবন্ধনম্॥ ৮

শুকদেব বললেন— হে পরীক্ষিৎ ! ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি যজ্ঞ আরম্ভ করে বশিষ্ঠদেবকে ঋত্বিকপদে বরণ করেছিলেন। বশিষ্ঠদেব বললেন— 'হে রাজন্ ! তুমি আমাকে বরণ করার আগেই ইন্দ্র আমাকে বরণ করেছেন॥ ১ ॥ অতএব তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত করে তোমার কাছে আসব, তাবৎকাল তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করো। নিমি আর কিছু বললেন না, বশিষ্ঠদেব ইন্দ্রের যজ্ঞ করতে চলে গেলেন॥ ২ ॥ সুবুদ্ধি নিমি ভাবলেন যে এ জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর, দেরি করা ঠিক হবে না, এই মনে করে তিনি যজ্ঞ শুরু করে দিলেন। বশিষ্ঠদেব যতদিন ফিরে না আসেন ততদিনের জন্য তিনি আর একজন ঋত্বিককে বরণ করলেন॥ ৩ ॥ ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে ফিরে এসে বশিষ্ঠদেব দেখলেন যে তাঁর শিষ্য নিমি তাঁর কথা না শুনে যজ্ঞ আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি অভিশাপ দিলেন যে 'পাণ্ডিত্যাভিমানী নিমির এই দেহ পতিত হোক'॥ ৪ ॥ গুরু বশিষ্ঠের এই অভিশাপ নিমির কাছে সঙ্গত মনে হল না, ধর্মের প্রতিকূল মনে হল। তাই তিনিও বশিষ্ঠকে শাপ দিলেন যে 'আপনি আর্থিক দক্ষিণাদির লোভ পরবশ হয়ে ধর্মের কথা চিন্তা করেননি, সুতরাং আপনারও দেহপাত হয়ে যাক'॥ ৫ ॥ এই কথা বলে অধ্যাত্মজ্ঞানী নিমি নিজের দেহ ত্যাগ করে দিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এদিকে বশিষ্ঠেরও দেহপাত হয়ে গেল, তিনি মিত্রাবরুণের দ্বারা উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন॥ ৬ ॥ রাজা নিমির যজ্ঞের ঋত্বিক মুনিশ্রেষ্ঠগণ রাজার দেহ সুগন্ধি তৈলাদির মধ্যে স্থাপন করলেন। সত্রযাগের অনুষ্ঠান শেষ হলে তাঁরা সমাগত দেবগণকে নিবেদন করলেন॥ ৭ ॥ 'হে দেবগণ ! আপনারা যদি প্রসন্ন ও সমর্থ হন তবে এই নিমি রাজার দেহ আবার জীবিত হয়ে উঠুক।' দেবতারা বললেন— 'তথাস্তু'। গন্ধমধ্যে নিমজ্জিত নিমি রাজা সেখান থেকে বলে

[১]তং দেহং।

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ॥ ৯

দেহং নাবরুরুৎসেহহং দুঃখশোকভয়াবহম্[১]।
সর্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা॥ ১০

দেবা ঊচুঃ

বিদেহ উষ্যতাং কামং লোচনেষু শরীরিণাম্।
উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতোহধ্যাত্মসংস্থিতঃ॥ ১১

অরাজকভয়ং নৃণাং মন্যমানা মহর্ষয়ঃ।
দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত॥ ১২

জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্ বৈদেহস্তু বিদেহজঃ।
মিথিলো মথনাজ্জাতো মিথিলা যেন নির্মিতা॥ ১৩

তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোঽভূন্নন্দিবর্ধনঃ।
ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো[২] মহীপতে॥ ১৪

তস্মাদ্ বৃহদ্রথস্তস্য মহাবীর্যঃ সুধৃৎপিতা।
সুধৃতের্ধৃষ্টকেতুর্বৈ হর্যশ্বোঽথ মরুস্ততঃ॥ ১৫

মরোঃ প্রতীপকস্তস্মাজ্জাতঃ[৩] কৃতিরথো[৪] যতঃ।
দেবমীঢ়স্তস্য সুতো বিশ্রুতোঽথ[৫] মহাধৃতিঃ॥ ১৬

কৃতিরাতস্ততস্তস্মান্মহারোমাথ[৬] তৎসুতঃ।
স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য[৭] হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত॥ ১৭

ততঃ[৮] সীরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীম্।
সীতা সীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ সীরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥ ১৮

উঠলেন—'আমার দেহবন্ধন যেন আর কখনো না হয়'॥ ৮॥ হরিপরায়ণ মুনিগণ শ্রীহরির চরণই ভজনা করেন। এই শরীর একদিন না একদিন তো পাত হবেই—এই ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরা সেই শরীর ধারণ করতে ইচ্ছা করেন না, তাঁরা মুক্তই থাকতে চান॥ ৯॥ সুতরাং দুঃখ, শোক ও ভয়ের মূল কারণ এই শরীরকে আমি ধারণ করতে চাই না। জলের মধ্যে যেমন মৎস্যকুলের অন্যান্য জলচর জন্তুর থেকে সর্বদাই মৃত্যুর ভয় থাকে সেইরকমই এই দেহের পক্ষেও সর্বদাই মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে॥ ১০॥

দেবতারা বললেন—'হে মুনিবৃন্দ! রাজা নিমি দেহহীন হয়েই দেহধারীগণের চোখে নিজ ইচ্ছা অনুসারে বাস করুন। এইভাবে থেকে ইনি সূক্ষ্মশরীরে ভগবানের ধ্যান করতে থাকুন। দেহধারীগণের চোখের পলক ওঠা-নামাতে এঁর অস্তিত্বের প্রমাণ থাকবে'॥ ১১॥ রাজা না থাকলে রাজ্যে অরাজকতা হবে এই মনে করে মুনিগণ নিমির শরীরকে মন্থন করলেন। সেই মন্থন থেকে একটি কুমার উৎপন্ন হল॥ ১২॥ অসাধারণভাবে জন্ম হওয়াতে ওই কুমারের নাম হল জনক। বিদেহ থেকে উৎপন্ন হওয়ার দরুণ 'বৈদেহ' এবং মন্থন থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে ওই বালকের নাম হল 'মিথিল'। তিনিই মিথিলাপুরী স্থাপনা করেন॥ ১৩॥

হে পরীক্ষিৎ! সেই জনকের ঔরসে উদাবসু জন্মগ্রহণ করেন, উদাবসুর পুত্র নন্দীবর্ধন, তার পুত্র সুকেতু, তার পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র মহাবীর্য, মহাবীর্যের পুত্র সুধৃতি, সুধৃতির ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব, আর হর্যশ্বের পুত্র হয় মরু॥ ১৪-১৫॥ মরুর পুত্র প্রতীপক, প্রতীপকের কৃতিরথ, কৃতিরথের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র বিশ্রুত এবং বিশ্রুতের পুত্র হয় মহাধৃতি॥ ১৬॥ মহাধৃতির পুত্র কৃতিরাত, কৃতিরাতের পুত্র মহারোমা, মহারোমার পুত্র স্বর্ণরোমা এবং স্বর্ণরোমার পুত্র হল হ্রস্বরোমা॥ ১৭॥ এই হ্রস্বরোমার পুত্রের নাম সীরধ্বজ। মহারাজ সীরধ্বজ (রাজা জনক) যখন যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করছিলেন তখন তাঁর সীরের (লাঙ্গলের) অগ্রভাগ (ফলা) থেকে

[১]যাশ্রয়াৎ। [২]রীষো। [৩]প্রতিরথস্ত.। [৪]কৃত.। [৫]বিশ্বনাথো মরুস্থৃতিঃ। [৬]বিরুতস্তৎসুতস্তস্মা.।
[৭]তস্মাৎ। [৮]সীরধ্বজস্ততো রাজন্ যজ্ঞার্থং।

কুশধ্বজস্তস্য পুত্রস্ততো ধর্মধ্বজো নৃপঃ।
ধর্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ॥ ১৯

কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্তু মিতধ্বজাৎ।
কৃতধ্বজসুতো রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদঃ॥ ২০

খাণ্ডিক্যঃ কর্মতত্ত্বজ্ঞো ভীতঃ কেশিধ্বজাৎ দ্রুতঃ।
ভানুমাংস্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছতদ্যুম্নস্তু তৎসুতঃ॥ ২১

শুচিস্তত্তনয়স্তস্মাৎ সনদ্বাজস্ততোঽভবৎ।
ঊর্ধ্বকেতুঃ সনদ্বাজাদজোঽথ পুরুজিৎসুতঃ॥ ২২

অরিষ্টনেমিস্তস্যাপি[১] শ্রুতায়ুস্তৎসুপার্শ্বকঃ।
ততশ্চিত্ররথো যস্য ক্ষেমাধির্মিথিলাধিপঃ॥ ২৩

তস্মাৎ সমরথস্তস্য সুতঃ সত্যরথস্ততঃ।
আসীদুপগুরুস্তস্মাদুপগুপ্তোঽগ্নিসংভবঃ[২]॥ ২৪

বস্বনন্তোঽথ তৎপুত্রো যুযুধো যৎ সুভাষণঃ।
শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাদ্ বিজয়োঽস্মাদৃতঃ সুতঃ॥ ২৫

শুনকস্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো[৩] ধৃতিস্ততঃ।
বহুলাশ্বো[৪] ধৃতেস্তস্য কৃতিরস্য মহাবশী॥ ২৬

এতে বৈ মৈথিলা রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদাঃ।
যোগেশ্বরপ্রসাদেন দ্বন্দ্বৈর্মুক্তা গৃহেষ্বপি॥ ২৭

সীতার উৎপত্তি হয়। সেইজন্য তার নাম হয় 'সীরধ্বজ'॥ ১৮ ॥ সীরধ্বজের পুত্র হয় কুশধ্বজ, তার পুত্র ধর্মধ্বজ এবং ধর্মধ্বজের দুই পুত্র হয়— কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ॥ ১৯ ॥ কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র হয় খাণ্ডিক্য। হে রাজন্ ! কেশিধ্বজ আত্মবিদ্যাবিশারদ ছিলেন॥ ২০ ॥ মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য কর্মবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। কেশিধ্বজের ভয়ে ভীত হয়ে খাণ্ডিক্য অন্যত্র পালিয়ে যায়। কেশিধ্বজের পুত্রের নাম ছিল ভানুমান আর ভানুমানের পুত্রের নাম ছিল শতদ্যুম্ন॥ ২১ ॥ শতদ্যুম্নের পুত্র হয় শুচি, শুচির পুত্র সনদ্বাজ, সনদ্বাজের পুত্র ঊর্ধ্বকেতু, ঊর্ধ্বকেতুর পুত্র অজ, অজের পুত্র পুরুজিৎ, পুরুজিতের অরিষ্টনেমি, অরিষ্টনেমির থেকে শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুর থেকে সুপার্শ্বক, সুপার্শ্বক থেকে চিত্ররথ এবং চিত্ররথ থেকে মিথিলাপতি ক্ষেমধির জন্ম হয়॥ ২২-২৩ ॥ ক্ষেমধির থেকে সমরথ, সমরথের পুত্র সত্যরথ, সত্যরথের পুত্র উপগুরু এবং উপগুরুর পুত্রের নাম হয় উপগুপ্ত। উপগুপ্ত ছিলেন অগ্নির অংশ॥ ২৪ ॥ উপগুপ্তের সন্তান বস্বনন্ত, বস্বনন্তের পুত্র যুযুধ, যুযুধের পুত্র সুভাষণ, সুভাষণের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র জয়, জয়ের ঔরসে বিজয়, বিজয়ের পুত্র হল ঋত॥ ২৫ ॥ ঋতের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র বীতহব্য আর বীতহব্যের পুত্র হল ধৃতি, ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, বহুলাশ্বের পুত্র কৃতি আর কৃতির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন মহাবশী॥ ২৬ ॥

হে রাজন্ ! মিথিলবংশের এই সব রাজাদেরই 'মৈথিল' বলা হয়। এঁরা সকলেই আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং গৃহস্থাশ্রমে থেকেও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত ছিলেন, কারণ যাজ্ঞবল্ক্যাদি যোগীশ্বরদের এঁদের প্রতি প্রভূত কৃপা ছিল॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে নিমিবংশানুবর্ণনং[৫] নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে নিমিবংশবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

[১]স্যাভূৎ। [২]গুস্ত্বগ্নি.। [৩]বীতিহব্যো। [৪]বহুলাশ্বো। [৫]জনকবংশস্তুয়ো.।

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্দশ অধ্যায়

চন্দ্রবংশের বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

অথাতঃ শ্রূয়তাং রাজন্ বংশঃ সোমস্য পাবনঃ।
যস্মিন্নৈলাদয়ো ভূপাঃ কীর্ত্যন্তে পুণ্যকীর্তয়ঃ॥ ১

সহস্রশিরসঃ পুংসো নাভিহ্রদসরোরুহাৎ।
জাতস্যাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমো গুণৈঃ॥ ২

তস্য দৃগ্‌ভ্যোঽভবৎ পুত্রঃ সোমোঽমৃতময়ঃ কিল।
বিপ্রৌষধ্যুডুগণানাং ব্রহ্মণা কল্পিতঃ পতিঃ॥ ৩

সোঽযজদ্ রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনত্রয়ম্।
পত্নীং বৃহস্পতের্দর্পাৎ তারাং নামাহরদ্ বলাৎ॥ ৪

যদা স দেবগুরুণা যাচিতোঽভীক্ষ্ণশো মদাৎ।
নাত্যজৎ তৎকৃতে জজ্ঞে সুরদানববিগ্রহঃ॥ ৫

শুক্রো বৃহস্পতের্দ্বেষাদগ্রহীৎ[১] সাসুরোডুপম্।
হরো গুরুসুতং স্নেহাৎ সর্বভূতগণাবৃতঃ॥ ৬

সর্বদেবগণোপেতো মহেন্দ্রো গুরুমন্বয়াৎ।
সুরাসুরবিনাশোঽভূৎ সমরস্তারকাময়ঃ॥ ৭

নিবেদিতোঽথাঙ্গিরসা সোমং নির্ভর্ৎস্য বিশ্বকৃৎ[২]।
তারাং স্বভর্ত্রে প্রায়চ্ছদন্তর্বত্নীমবৈৎ পতিঃ॥ ৮

ত্যজ ত্যজাশু দুষ্প্রজ্ঞে মৎক্ষেত্রাদাহিতং পরৈঃ।
নাহং ত্বাং ভস্মসাৎ কুর্যাং স্ত্রিয়ং সান্তানিকেঽসতি॥ ৯

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! আমি এখন পবিত্র চন্দ্রবংশের বিবরণ বর্ণনা করব। এই বংশে পুরূরবা প্রমুখ বিখ্যাত পবিত্রকীর্তি রাজাদের কাহিনী উল্লিখিত আছে॥ ১ ॥

সহস্রশীর্ষা পরমপুরুষ নারায়ণের নাভি-সরোবর হতে উদ্ভূত পদ্ম থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। সেই ব্রহ্মার ছেলে অত্রি। তিনি গুণে পিতার সমান ছিলেন। সেই অত্রির আনন্দাশ্রু থেকে অমৃতময় সোম অর্থাৎ চন্দ্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ, ওষধি ও নক্ষত্রসমূহের অধিপতি করে দেন॥ ৩ ॥ সোম ত্রিলোকবিজয়ী হয়ে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এইসব করে তিনি অত্যন্তই গর্বিত হয়ে ওঠেন এবং বলপূর্বক বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন॥ ৪ ॥ দেবগুরু বৃহস্পতি বার বার চন্দ্রকে অনুরোধ করেন তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবার জন্য কিন্তু দর্পাভিমানী চন্দ্র কিছুতেই তারাকে ফিরিয়ে দিলেন না। তখন দেবদানবদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হল॥ ৫ ॥ বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষহেতু শুক্রাচার্য অসুরদের সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রের পক্ষে যোগ দেন এবং স্নেহবশত ভগবান মহাদেব ভূতগণে পরিবৃত হয়ে তাঁর বিদ্যাগুরু অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করেন॥ ৬ ॥ দেবরাজ ইন্দ্রও সমস্ত দেবতাদের সাথে মিলিত হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির পক্ষই গ্রহণ করেন। এইভাবে তারাকে উপলক্ষ করে দেবাসুরগণের বিনাশক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল॥ ৭ ॥

তদনন্তর অঙ্গিরা ঋষি গিয়ে ব্রহ্মাকে সব ব্যাপার জানিয়ে এই যুদ্ধ বন্ধ করার প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা চন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করে তারাকে তার স্বামী বৃহস্পতির কাছে ফেরত দিতে বললেন। বৃহস্পতি তারাকে ফেরত পেয়ে জানতে পারলেন যে তারা গর্ভবতী। তখন তিনি বললেন—॥ ৮ ॥ 'ওরে দুষ্টা ! আমার বংশে এতো অন্য

---

[১]হ্রীদসুরোদয়ম্। [২]বিশ্বরাট্।

তত্যাজ ব্রীড়িতা তারা কুমারং কনকপ্রভম্।
স্পৃহামাঙ্গিরসশ্চক্রে কুমারে সোম এব চ॥ ১০

মমায়ং ন তবেত্যুচ্চৈস্তস্মিন্ বিবদমানয়োঃ।
পপ্রচ্ছুর্ঋষয়ো দেবা নৈবোচে ব্রীড়িতা তু সা॥ ১১

কুমারো মাতরং প্রাহ কুপিতোঽলীকলজ্জয়া।
কিং ন বচস্যসদ্‌বৃত্তে আত্মাবদ্যং বদাশু মে ॥ ১২

ব্রহ্মা তাং[1] রহ আহূয় সমপ্রাক্ষীচ্চ সান্ত্বয়ন্।
সোমস্যেত্যাহ শনকৈঃ সোমস্তং তাবদগ্রহীৎ॥ ১৩

তস্যাত্মযোনিরকৃত বুধ ইত্যভিধাং নৃপ।
বুদ্ধ্যা গম্ভীরয়া যেন পুত্রেণাপোড়ুরাণ্মুদম্॥ ১৪

ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং য উদাহৃতঃ।
তস্য রূপগুণৌদার্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্॥ ১৫

শ্রুত্বোর্বশীন্দ্রভবনে গীয়মানান্ সুরর্ষিণা।
তদন্তিকমুপেয়ায় দেবী স্মরশরার্দিতা॥ ১৬

মিত্রাবরুণয়োঃ শাপাদাপন্না নরলোকতাম্।
নিশম্য[2] পুরুষশ্রেষ্ঠং কন্দর্পমিব রূপিণম্।
ধৃতিং বিষ্টভ্য ললনা উপতস্থে তদন্তিকে॥ ১৭

স তাং বিলোক্য নৃপতির্হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা দেবীং হৃষ্টতনূরুহঃ॥ ১৮

কারুর বীজ। শীগগির এই গর্ভ ত্যাগ কর, শীগগির ত্যাগ কর। ওরে অসতী ! গর্ভ ত্যাগ করলেই আমি তোকে ভস্মসাৎ করব, এই ভয় পাস না। কারণ একে তো তুই নারী আর তাছাড়া আমিও সন্তানপ্রার্থী। দেবী হওয়ার ফলে তুই নির্দোষও বটে' ॥ ৯ ॥ নিজের পতির এই সব কথায় তারা অত্যন্ত লজ্জিতা হয়ে তৎক্ষণাৎ কনকের মতো দীপ্তিশালী এক কুমার নিজের গর্ভ থেকে পরিত্যাগ করলেন। পরম সুন্দর সেই কুমারকে দর্শন করে বৃহস্পতি এবং সোম দুজনেই মোহিত হয়ে সেই কুমারকে পাওয়ার ইচ্ছা করলেন॥ ১০ ॥ 'এই পুত্র আমার, তোমার নয়' —এই বলে বৃহস্পতি এবং সোম পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে মুনিঋষিগণ এবং দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই পুত্র কার। কিন্তু লজ্জাবশত তারা কোনো উত্তর দিলেন না॥ ১১ ॥ সেই নবজাত কুমার নিজের মায়ের অলীক লজ্জায় কুপিত হয়ে মাকে বলল—'ওরে অসচ্চরিত্রে ! বৃথা লজ্জা করে সত্য কথা বলছ না কেন ? নিজের কুকর্মের কথা শীগগির আমাকে বলো' ॥ ১২ ॥ অনন্তর ব্রহ্মা তারাকে নির্জনে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে সব কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তখন মৃদুভাবে ধীরে ধীরে বললেন—'এই পুত্র চন্দ্রের'। তাই চন্দ্র ওই কুমারকে নিয়ে নিলেন॥ ১৩ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ওই বালকের শুদ্ধ বুদ্ধি দেখে ব্রহ্মা সেই ছেলের নাম রাখলেন 'বুধ'। ওই ছেলে পেয়ে চন্দ্রের খুব আনন্দ হল॥ ১৪ ॥

পরীক্ষিৎ ! সেই বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। এই কথা আমি আগেই বলেছি। ইন্দ্রের সভায় দেবর্ষি নারদ একদিন পুরূরবার রূপ, গুণ, উদারতা, স্বভাব-চরিত্র, ঐশ্বর্য এবং পরাক্রমের কথা কীর্তন করছিলেন। সেই গুণকীর্তন শুনে উর্বশী কামবাণে পীড়িতা হয়ে পুরূরবার কাছে উপস্থিত হলেন॥ ১৫-১৬ ॥ মিত্রাবরুণের শাপে দেবাঙ্গনা উর্বশীকে মর্তলোকে জন্ম নিতে হয়েছিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা মূর্তিমান কন্দর্পের মতো রূপবান—এই কথা শুনে সেই সুরসুন্দরী উর্বশী ধৈর্য ধারণ করে পুরূরবার কাছে গিয়ে হাজির হলেন॥ ১৭ ॥ দেবাঙ্গনা উর্বশীকে দেখে পুরূরবার চোখ আনন্দে নেচে উঠল, শরীর

[1]তারাং সমাহূয়। [2]শা.।

রাজোবাচ

স্বাগতং তে বরারোহে আস্যতাং করবাম কিম্।
সংরমস্ব ময়া সাকং[১] রতির্নৌ শাশ্বতীঃ সমাঃ।। ১৯

উর্বশ্যুবাচ

কস্যাস্ত্বয়ি ন সজ্জেত মনো দৃষ্টিশ্চ সুন্দর।
যদঙ্গান্তরমাসাদ্য চ্যবতে হ রিরংসয়া।। ২০

এতাবুরণকৌ রাজন্ ন্যাসৌ রক্ষস্ব মানদ।
সংরংস্যে ভবতা[২] সাকং শ্লাঘ্যঃ স্ত্রীণাং বরঃ স্মৃতঃ।। ২১

ঘৃতং মে বীর ভক্ষ্যং স্যান্নেক্ষে ত্বান্যত্র মৈথুনাৎ।
বিবাসসং তৎ[৩] তথেতি প্রতিপেদে মহামনাঃ।। ২২

অহো রূপমহো ভাবো নরলোকবিমোহনম্।
কো ন সেবেত মনুজো দেবীং ত্বাং স্বয়মাগতাম্।। ২৩

তয়া স পুরুষশ্রেষ্ঠো রময়ন্ত্যা যথার্হতঃ।
রেমে সুরবিহারেষু কামং চৈত্ররথাদিষু।। ২৪

রমমাণস্তয়া দেব্যা পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধয়া।
তন্মুখামোদমুষিতো মুমুদেঽহর্গণান্ বহূন্।। ২৫

অপশ্যন্নুর্বশীমিন্দ্রো গন্ধর্বান্ সমচোদয়ৎ।
উর্বশীরহিতং মহ্যমাস্থানং নাতিশোভতে।। ২৬

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আর তিনি সমধুর বাক্যে বললেন— ।। ১৮ ।।

রাজা পুরূরবা বললেন—হে সুন্দরী ! তোমাকে স্বাগত জানাই। এখানে বসো, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি ? তুমি আমার সাথে রমণ করো আর আমাদের দুজনের এই রতিবিহার অনন্তকাল ধরে চলতে থাকুক।। ১৯ ।।

উর্বশী বললেন—'হে রাজন্ ! আপনি মূর্তিমান সুন্দর স্বরূপ। আপনার প্রতি কোন্ নারীর মন ও দৃষ্টি আসক্ত না হবে ? আপনার কাছে এসে আমি রমণের ইচ্ছায় আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।। ২০ ।। হে রাজন্ ! রূপ-গুণাদিতে যে পুরুষ প্রশংসনীয় সে-ই তো নারীর অভীষ্ট। সুতরাং আমি অবশ্যই আপনার সাথে রমণ করব। কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে। আমি আপনার কাছে আমার দুটি মেষশাবক গচ্ছিত রাখছি। আপনি এদের সযত্নে রক্ষা করুন।। ২১ ।। হে বীরশিরোমণি ! আমি আপনার কাছে থেকেও প্রতিদিন শুধু ঘি-ই আহার করব এবং মৈথুনের সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় আমি আপনাকে বিবস্ত্র দেখতে পারব না। এই নিয়ম আপনাকে মানতে হবে, নিয়মভঙ্গ হলেই আমি চলে যাব। উর্বশীর রূপমাধুর্যে মোহিত রাজা পুরূরবা 'তাই হবে' বলে শর্ত স্বীকার করলেন।। ২২ ।। তারপর উর্বশীকে বললেন—'আহা ! তোমার কী রূপ ! কী আশ্চর্য তোমার হাবভাব ! তুমি সমস্ত মানবজাতিকেই মুগ্ধ করতে সক্ষম। দেবী ! দয়া করে তুমি নিজেই এখানে এসেছ, এমন কোন্ মানুষ আছে যে তোমার সঙ্গ না করবে ? ২৩ ।।

হে রাজন্ ! অতঃপর কামশাস্ত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে উর্বশী পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবার সাথে দেবগণের ক্রীড়াস্থল চৈত্ররথ, নন্দনবন প্রভৃতি উপবনসমূহে স্বচ্ছন্দে রমণে প্রবৃত্ত হলেন।। ২৪ ।। পদ্মপরাগ-গন্ধযুক্তা উর্বশীর সাথে রমণকালে রাজা পুরূরবা উর্বশীর পদ্মরাগ-গন্ধযুক্ত মুখসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে বহুদিন যাবৎ আনন্দে অতিবাহিত করলেন।। ২৫ ।। এদিকে সুরপুরে উর্বশীকে দেখতে না পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশীকে খুঁজে আনবার জন্য গন্ধর্বদের আদেশ করলেন আর বললেন—'উর্বশী-বিহীন আমার ক্রীড়াস্থান শোভা পাচ্ছে না'।। ২৬ ।।

[১]সার্দ্ধং সুরতিঃ শা.। [২]ত্বা শশ্বচ্ছলাঘ্যঃ। [৩]তথা বেতি।

তে উপেত্য মহারাত্রে তমসি প্রত্যুপস্থিতে।
উর্বশ্যা উরণৌ জহ্রুর্ন্যস্তৌ রাজনি জায়য়া।। ২৭

নিশম্যাক্রন্দিতং দেবী পুত্রয়োর্নীয়মানয়োঃ।
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।। ২৮

যদ্বিশ্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ।
যঃ শেতে নিশি সংত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্।। ২৯

ইতি বাক্সায়কৈর্বিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কুঞ্জরঃ।
নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোঽভ্যদ্রবদ্ রুষা।। ৩০

তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্ত স্ম বিদ্যুতঃ[১]।
আদায় মেষাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিম্।। ৩১

এলোঽপি শয়নে জায়ামপশ্যন্ বিমনা ইব।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ[২] শোচন্ বভ্রামোন্মত্তবন্মহীম্।। ৩২

স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাং চ তৎসখীঃ।
পঞ্চ প্রহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং পুরূরবাঃ।। ৩৩

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি।
মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ।। ৩৪

সুদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া[৩]।
খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদম্।। ৩৫

সকল গন্ধর্বগণ মধ্য রাত্রে ঘোর অন্ধকার সময়ে মর্তলোকে এসে পুরূরবার কাছে গচ্ছিত সেই মেষশাবক দুটিকে অপহরণ করে নিল।। ২৭ ।। অপহরণকালে মেষশাবক দুটি চিৎকার করে উঠলে নিজপুত্রসম প্রিয় শাবকদুটির কান্না শুনে উর্বশী বলে উঠলেন—'হায়, এই পুরুষত্বহীন কাপুরুষটাকে স্বামী করে আমি বিনষ্ট হলাম। এই নপুংসকটা নিজেকে বড় বীরপুরুষ বলে জাহির করে, আর আমার এই সামান্য দুটি শাবককে পর্যন্ত রক্ষা করতে অক্ষম।। ২৮ ।। এর ওপরে ভরসা করেছি বলে দস্যুরা আমার বাচ্চা দুটোকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তো বিপন্ন হয়ে গেলাম। দিনের বেলা এই মানুষটা পুরুষ বলে নিজের পরিচয় দেয় আর রাত্রিবেলা কাপুরুষের মতো ভীত হয়ে শুয়ে থাকে।। ২৯ ।। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! হাতি যেমন অঙ্কুশবিদ্ধ হয়, সেইরকমই উর্বশীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে রাজা পুরূরবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তলোয়ার হাতে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায়ই গন্ধর্বদের প্রতি ধাবমান হলেন।। ৩০ ।। গন্ধর্বগণ পুরূরবাকে আসতে দেখেই মেষশাবকদুটিকে ওইখানেই ছেড়ে দিল এবং বিশিষ্ট দ্যুতিশালী হয়ে সেখানে দীপ্তি প্রকাশ করতে লাগল। রাজা পুরূরবা যখন শাবক দুটিকে নিয়ে ফিরে এলেন তখন গন্ধর্বদের সেই দীপ্তিতে উর্বশী তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখলেন। (সুতরাং পূর্বশর্ত ভগ্ন হওয়াতে উর্বশী রাজাকে পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন)।। ৩১ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! নিজের শোবার ঘরে এসে উর্বশীকে দেখতে না পেয়ে পুরূরবা অত্যন্ত বিমনা হয়ে গেলেন। তাঁর চিত্ত উর্বশীতেই অর্পিত ছিল। তদ্‌গতচিত্ত ও শোকে বিহ্বল হয়ে তিনি উন্মত্তের মতো পৃথিবীতে ইতস্তত পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।। ৩২ ।। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে রাজা পুরূরবা একদিন কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে পাঁচ সখীর সাথে উর্বশীকে দেখতে পেয়ে সুমধুর বাক্যে বললেন—।। ৩৩ ।। 'হে প্রিয়ে ! ক্ষণিক দাঁড়াও, একবার আমার বক্তব্য শোনো। ওরে নিষ্ঠুরে ! আমি এখনও পরিতৃপ্ত হইনি, আমাকে সুখী না করে ত্যাগ করা তোমার উচিত হবে না। একটু দাঁড়াও ; আমরা দুজনে দু-দণ্ড বসে একটু কথা বলি।। ৩৪ ।। হে দেবী ! আমার এই দেহের প্রতি তোমার কোনো কৃপা-প্রসাদ

[১]বিক্ষতাঃ। [২]বিক্লবঃ। [৩]ত্বয়া হৃতঃ।

উর্বশ্যুবাচ

মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মা স্ম ত্বাদ্যুর্বৃকা ইমে।
ক্বাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা ॥ ৩৬

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রূরা দুর্মর্ষাঃ[১] প্রিয়সাহসাঃ।
ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিশ্রব্ধং পতিঃ ভ্রাতরমপ্যুত॥ ৩৭

বিধায়ালীকবিশ্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ॥ ৩৮

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বর।
রংস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ॥ ৩৯

অন্তর্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরম্।
পুনস্তত্র গতোঽব্দান্তে উর্বশীং বীরমাতরম্॥ ৪০

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুবাস[২] তয়া নিশাম্।
অথৈনমুর্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম্॥ ৪১

গন্ধর্বানুপধাবেমাংস্তুভ্যং দাস্যন্তি মামিতি।
তস্য সংস্তুবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ।
উর্বশীং মন্যমানস্তাং সোঽবুধ্যত চরন্ বনে॥ ৪২

নেই, তাই এই শরীরটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো। আমার এই সুন্দর দেহ এখনই শবদেহে পরিণত হবে আর তোমার চোখের সামনেই এই দেহ শৃগাল শকুনিদের ভক্ষ্য হবে॥ ৩৫ ॥ উর্বশী বললেন—হে রাজন্! তুমি পুরুষ। এইভাবে মৃত্যুবরণ কোরো না। দেখো, সত্যি সত্যিই যেন তুমি শৃগাল-শকুনির খাদ্য হয়ো না! নারীদের কোনো পুরুষের সাথে সখ্য কখনো স্থির থাকে না। নারীর হৃদয় আর বাঘের হৃদয় একই রকম চঞ্চল॥ ৩৬ ॥ স্ত্রীজাতি নির্দয়, ক্রূরতা তাদের স্বাভাবিক ধর্ম। সামান্য সামান্য কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রিয়জনদের সাথে অতিশয় অন্যায় কাজেও সাহস দেখাতে পারে আর তুচ্ছ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বিশ্বস্ত পতি কিংবা ভাইকেও বিনাশ করতে পারে॥ ৩৭ ॥ এদের হৃদয়ে সৌহার্দ্য বলে কিছু নেই। সরল সহজ পুরুষদের উপরে কপট বিশ্বাস উৎপাদন করে তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিত্য নতুন পুরুষকে গ্রহণ করে কুলটা ও স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে থাকে॥ ৩৮ ॥ সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো। তুমি রাজরাজেশ্বর, বিহ্বল হয়ো না। প্রতি এক বৎসরের শেষে এক রাত্রি তুমি আমার সাথে বিহার করতে পারবে। সেই বিহারের ফলেই তোমার অন্যান্য সন্তান-সন্ততিরা জন্মাবে॥ ৩৯ ॥

রাজা পুরূরবা উর্বশীর 'অপর সন্তান জন্মাবে'—এই কথায় তাঁকে গর্ভবতী বলে বুঝতে পেরে, নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন। এক বছর বাদে তিনি আবার সেখানে গেলেন। ততদিনে উর্বশী এক বীর পুত্রের জননী হয়ে গেছেন॥ ৪০ ॥ উর্বশীকে পেয়ে তিনি পরম সুখ অনুভব করলেন এবং এক রাত্রি তাঁর সঙ্গে বাস করলেন। প্রাতঃকালে বিদায়ের সময়ে বিরহ ব্যথায় রাজা অত্যন্ত আকুল হলেন। রাজাকে বিরহ-কাতর দেখে উর্বশী বললেন—॥ ৪১ ॥ 'তুমি এই গন্ধর্বদের স্তবস্তুতি দ্বারা তুষ্ট করো। এরা তুষ্ট হলে আমাকে তোমার হাতে দিয়ে দিতে পারেন।' তখন রাজা পুরূরবা গন্ধর্বদের স্তব আরম্ভ করলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা পুরূরবার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে গন্ধর্বগণ তাঁকে একটি অগ্নিস্থালী প্রদান করলেন। (অগ্নিস্থালী অর্থাৎ অগ্নিস্থাপনের পাত্র)। রাজা মনে করলেন যে এই অগ্নিস্থালীই উর্বশী। (অগ্নিস্থালী প্রদানের তাৎপর্য এই যে ওই অগ্নিদ্বারা কর্ম করলে তদ্‌যোগে উর্বশী লাভ হবে। কিন্তু কামান্ধ পুরূরবা সেই

[১]দুর্মুখাঃ। [২]স উবা.।

স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি।
ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্তত॥ ৪৩

স্থালীস্থানং গতোঽশ্বত্থং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য[১] সঃ।
তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্বশীলোককাম্যয়া॥ ৪৪

উর্বশীং মন্ত্রতো ধ্যায়ন্নধরারণিমুত্তরাম্।
আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যৎ তৎ প্রজননং প্রভুঃ॥ ৪৫

তস্য নির্মন্থনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ।
ত্রয্যা স বিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ॥ ৪৬

তেনাযজত যজ্ঞেশং[২] ভগবন্তমধোক্ষজম্।
উর্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্বদেবময়ং হরিম্॥ ৪৭

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ৪৮

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্বমেয়িবান্॥ ৪৯

অগ্নিস্থালীকেই উর্বশী বলে মনে করলেন।) তাই সেই অগ্নিস্থালীকে নিজের বুকে ধরে বন থেকে বনান্তরে ভ্রমণ করতে লাগলেন॥ ৪২ ॥

যখন পুরূরবা নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেন তখন সেই অগ্নিস্থালীকে বনের মধ্যেই পরিত্যাগ করে নিজের পুরীতে ফিরে এলেন এবং প্রত্যেক দিন রাত্রিতে সেই উর্বশীর ধ্যান করতে লাগলেন। এই অবস্থায় দিন কাটতে কাটতে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ হলে তাঁর মনের মধ্যে কর্মবোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হল॥ ৪৩ ॥ অনন্তর রাজা বনের মধ্যে যেখানে অগ্নিস্থালী ফেলে এসেছিলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন—শমীবৃক্ষের গর্ভে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মেছে। তা দেখে তিনি সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের দুটি অরণিকাষ্ঠ নিয়ে উর্বশীলোক লাভ করার ইচ্ছায় মন্ত্রপ্রয়োগ করে নীচের অরণিটিকে উর্বশীস্বরূপ, উপরে স্থিত অরণিটিকে পুরূরবা আর মধ্যবর্তী কাষ্ঠখণ্ডটিকে পুত্রস্বরূপ বলে চিন্তা করতে করতে মন্থন করতে লাগলেন॥ ৪৪-৪৫ ॥ সেই মন্থন থেকে 'জাতবেদা' নামক অগ্নি উৎপন্ন হলেন। রাজা পুরূরবা অগ্নিদেবতাকে ত্রয়ীবিদ্যাদ্বারা আহ্বনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি—এই তিন ভাগে বিভক্ত করে পুত্ররূপে স্বীকার করে নিলেন॥ ৪৬ ॥ তারপর উর্বশীলোকের কামনায় পুরূরবা ওই তিন অগ্নি দ্বারা সর্বদেবস্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত যজ্ঞপতি ভগবান শ্রীহরির যজনা করলেন॥ ৪৭ ॥

ত্রেতাযুগের আগে সত্য যুগে প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল। সমগ্র বেদশাস্ত্র ওই ওঁ-কারের মধ্যে নিহিত ছিল। দেবতা ছিলেন একমাত্র নারায়ণ, আর কেউ ছিলেন না। অগ্নিও তিন ছিল না, কেবল একটি মাত্র ছিল এবং বর্ণও কেবল একটি ছিল 'হংস'॥ ৪৮ ॥ হে পরীক্ষিৎ! ত্রেতাযুগের প্রারম্ভ থেকে পুরূরবার দ্বারাই বেদত্রয়ী ও অগ্নিত্রয়ীর প্রারম্ভ হয়। রাজা পুরূরবা অগ্নিকে সন্তানরূপে কল্পনা করে অগ্নির দ্বারা যজ্ঞাদিকর্মের অনুষ্ঠান করে গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে ঐলোপাখ্যানে[৩] চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে ঐল-উপাখ্যান নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

[১]বিলোক্য। [২]দেবেশং। [৩]প্রাচীন বইতে এর আগে 'সোমবংশে' এই পাঠটি বেশি আছে।

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঋচিক, জমদগ্নী ও পরশুরামের উপাখ্যান

শ্রীশুক[১]উবাচ

ঐলস্য চোর্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ।
আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ু রয়োঽথ বিজয়ো জয়ঃ॥ ১

শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ।
রয়স্য সুত একশ্চ জয়স্য তনয়োঽমিতঃ॥ ২

ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ।
তস্য জহ্নুঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ।
জহ্নোস্তু পুরুস্তপুত্রো বলাকশ্চাত্মজোঽজকঃ॥ ৩

ততঃ কুশঃ কুশস্যাপি কুশাম্বুস্তনয়ো[২] বসুঃ।
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশাম্বুজঃ॥ ৪

তস্য সত্যবতীং কন্যামৃচীকোঽযাচত দ্বিজঃ।
বরং বিসদৃশং মত্বা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ॥ ৫

একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্।
সহস্রং দীয়তাং শুল্কং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম্॥ ৬

ইত্যুক্তস্তন্মতং জ্ঞাত্বা গতঃ স বরুণান্তিকম্।
আনীয় দত্ত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্॥ ৭

স ঋষিঃ প্রার্থিতঃ পত্ন্যা শ্বশ্র্বা চাপত্যকাম্যয়া।
শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মন্ত্রৈশ্চরুং স্নাতুং গতো মুনিঃ॥ ৮

তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং[৩] যাচিতা সতী।
শ্রেষ্ঠং মত্বা তয়াযচ্ছন্মাত্রে[৪] মাতুরদৎ স্বয়ম্॥ ৯

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! উর্বশীর গর্ভে ঐলের (পুরূরবার) ছয়টি পুত্র জন্মায়—আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় ও জয়॥ ১ ॥ শ্রুতায়ুর পুত্রের নাম বসুমান, সত্যায়ুর পুত্রের নাম শ্রুতঞ্জয়, রয়ের পুত্রের নাম এক, জয়ের পুত্র অমিত॥ ২ ॥ বিজয়ের পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্র আর হোত্রের পুত্র জহ্নু। ওই জহ্নুই এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে নিঃশেষে পান করে ফেলেছিলেন। জহ্নুর পুত্র ছিল পুরু, পুরুর পুত্র বলাক আর বলাকের পুত্র অজক॥ ৩ ॥ অজকের পুত্র কুশ। কুশের চার পুত্র—কুশাম্বু, তনয়, বসু এবং কুশনাভ। এদের মধ্যে কুশাম্বুর পুত্রের নাম গাধি॥ ৪ ॥

পরীক্ষিৎ! গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা জন্মে। ঋচীক মুনি গাধির কাছে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। গাধি ঋচীককে উপযুক্ত মনে না করে তাঁকে বললেন—॥ ৫ ॥ হে মুনিবর! আমরা কুশিক বংশে জন্মেছি। আমাদের বংশের কন্যা পেতে হলে আমার কন্যার পণস্বরূপ এক হাজার এমন ঘোড়া প্রদান করুন যাদের রং সাদা কিন্তু একটা কানের রং কালো॥ ৬ ॥ গাধির এই কথা শুনে ঋচীক মুনি গাধির অভিপ্রায় অনুযায়ী সেই ঘোড়া আনবার জন্য বরুণদেবের কাছে গেলেন এবং সেখান থেকে ওই ঘোড়া এনে পণস্বরূপ তা দিয়ে সুন্দরী সত্যবতীকে বিয়ে করেন॥ ৭ ॥ অনন্তর এক সময়ে সেই মহাতপস্বী মননশীল ঋষি পুত্র কামনায় পত্নী ও শ্বশ্রূমাতা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে পত্নীর জন্য ব্রাহ্মমন্ত্রে আর শ্বশ্রূমাতার জন্য ক্ষাত্রমন্ত্রে চরু পাক করে তিনি স্নান করতে গেলেন॥ ৮ ॥ সত্যবতীর মা ভাবলেন যে ঋষি নিজের স্ত্রীর জন্য নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ চরুপাক করেছে, সুতরাং মেয়ের কাছে ওই চরু প্রার্থনা করলেন। সত্যবতী মায়ের যাচ্ঞায় ব্রাহ্ম-মন্ত্রাভিমন্ত্রিত চরু মাকে দিয়ে দিলেন আর মায়ের জন্য

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]শাম্বুর্মূর্তরয়ো। [৩]সা চরুং [৪]তু সা যঃ।

তদ্ বিজ্ঞায় মুনিঃ প্রাহ পত্নীং কষ্টমকারষীঃ।
ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ১০

প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূদিতি ভার্গবঃ।
অথ তর্হি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্নিস্ততোঽভবৎ॥ ১১

সা চাভূৎ সুমহাপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী।
রেণোঃ সুতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্নিরুবাহ যাম্॥ ১২

তস্যাং বৈ ভার্গবঋষেঃ সুতা বসুমদাদয়ঃ।
যবীয়াঞ্জজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥ ১৩

যমাহুর্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্॥ ১৪

দুষ্টং ক্ষত্রং ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমনীনশৎ[১]।
রজস্তমোবৃতমহন্ ফল্গুন্যপি কৃতেঽংহসি॥ ১৫

রাজোবাচ

কিং তদংহো ভগবতো রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ।
কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্ষত্রিয়াণামভীক্ষ্ণশঃ॥ ১৬

শ্রীশুক[২]উবাচ

হৈহয়ানামধিপতিরর্জুনঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
দত্তং নারায়ণস্যাংশমারাধ্য পরিকর্মভিঃ॥ ১৭

ক্ষাত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত চরু নিজে গ্রহণ করলেন॥ ৯ ॥ ঋচীক মুনি যখন এই ব্যাপার জানতে পারলেন তখন তিনি নিজের স্ত্রী সত্যবতীকে বললেন যে, 'তুমি অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করেছ। এবার তোমার ছেলে তো দুর্দান্ত ক্ষত্রিয়স্বভাব ঘোর দণ্ডধর হবে, আর তোমার ভাই হবে একজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবেত্তা'॥ ১০ ॥ সত্যবতী ঋচীক মুনিকে অনুনয়-বিনয়ে প্রসন্ন করে প্রার্থনা করলেন, এরকম যেন না হয়। মুনি তখন বললেন—'ঠিক আছে তোমার ছেলে নয়, তোমার পৌত্র ওইরকম হবে।' যথাসময়ে ঋচীকের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি নামক পুত্র জন্মাল॥ ১১ ॥ সেই সত্যবতী লোকপাবণী পুণ্যতোয়া কৌশিকী নাম্নী নদী হলেন। জমদগ্নি রেণু ঋষির কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন॥ ১২ ॥ রেণুকার গর্ভে জমদগ্নির বসুমান প্রভৃতি কতিপয় পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটির নাম হয় রাম। ইনি পরবর্তীকালে পরশুরাম নামে সংসারে প্রসিদ্ধ হন॥ ১৩ ॥ কথিত আছে যে হৈহয় বংশ নির্বংশ করার জন্য স্বয়ং ভগবানই পরশুরাম রূপে অংশাবতার গ্রহণ করেন। তিনি এই পৃথিবীকে একুশ বার ক্ষত্রিয়শূণ্য করেছিলেন॥ ১৪ ॥ ক্ষত্রিয়গণ যদিও পরশুরামের কাছে অল্পমাত্র অপরাধ করেছে তবুও এঁরা অতি দুষ্ট, বেদ-ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধাচারী, রজোগুণী আর বিশেষ করে তমোগুণী হয়ে পৃথিবীর মহৎ ভারস্বরূপ হয়ে পড়েছিলেন। তাই ভগবান পরশুরাম তাঁদের প্রাণ সংহার করে পৃথিবীর ভার অপনোদন করেন॥ ১৫ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—হে ব্রহ্মন্! সেই সময়ে ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চয়ই বিষয়লোলুপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরশুরামের কাছে তাঁরা এমন কী অপরাধ করেছিলেন যার জন্য তিনি বারে বারে ক্ষত্রিয় বংশ সংহার করেছিলেন? ১৬ ॥

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ! সেই কালে হৈহয় বংশের অধিপতির নাম ছিল অর্জুন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ছিলেন। বহুবিধ সেবা পরিচর্যা দ্বারা তিনি ভগবান নারায়ণের অংশাবতার দত্তাত্রেয়কে প্রসন্ন করে তাঁর অনুগ্রহে সহস্রবাহু এবং শত্রুদের মধ্যে দুর্জয় হয়েছিলেন। সাথে সাথে অপ্রতিহত ইন্দ্রিয়শক্তি, অতুল সম্পত্তি,

[১]মুপাহরৎ। [২]বাদরায়ণিরুবাচ।

বাহূন্[১] দশশতং লেভে দুর্ধর্ষত্বমরাতিষু।
অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃশ্রীতেজোবীর্যযশোবলম্[২]॥ ১৮

যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ।
চচারাব্যাহতগতির্লোকেষু পবনো যথা ॥ ১৯

স্ত্রীরত্নৈরাবৃতঃ ক্রীড়ন্ রেবাম্ভসি মদোৎকটঃ।
বৈজয়ন্তীং স্রজং বিভ্রদ্ রুরোধ সরিতং ভুজৈঃ॥ ২০

বিপ্লাবিতং স্বশিবিরং প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ।
নামৃষ্যৎ তস্য তদ্ বীর্যং বীরমানী দশাননঃ॥ ২১

গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃতকিল্বিষঃ।
মাহিষ্মত্যাং সংনিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপির্যথা॥ ২২

স একদা তু মৃগয়াং বিচরন্ বিজিনে[৩] বনে।
যদৃচ্ছয়াহহশ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশৎ॥ ২৩

তস্মৈ স নরদেবায় মুনিরর্হণমাহরৎ।
সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিষ্মত্যা তপোধনঃ॥ ২৪

স[৪] বীরস্তত্র তদ্ দৃষ্ট্বা আত্মৈশ্বর্যাতিশায়নম্।
তন্নাদ্রিয়তাগ্নিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ স হৈহয়ঃ॥ ২৫

হবির্ধানীমৃষের্দর্পান্নরান্ হর্তুমচোদয়ৎ।
তে চ মাহিষ্মতীং নিন্যুঃ সবৎসাং ক্রন্দতীং বলাৎ॥ ২৬

অথ রাজনি নির্যাতে রাম আশ্রমাগতঃ।
শ্রুত্বা তৎ[৫] তস্য দৌরাত্ম্যং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ॥ ২৭

তেজস্বিতা, বীরত্ব, কীর্তি ও শারীরিক বলও লাভ করেছিলেন॥ ১৭-১৮ ॥ তিনি যোগেশ্বর হয়ে গিয়েছিলেন। অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য, সর্বসিদ্ধি লাভ করে বায়ুবেগে তিনি সর্বত্র সকল লোকে ভ্রমণ করতেন॥ ১৯ ॥ কোনো এক সময়ে সেই সহস্রবাহু অর্জুন গলায় বৈজয়ন্তীমালা দুলিয়ে বহু সুন্দরী স্ত্রীগণে পরিবৃত হয়ে নর্মদা নদীতে জলকেলি করতে করতে মদোন্মত্ত হয়ে তাঁর সহস্রবাহু দিয়ে নর্মদার স্রোত রুদ্ধ করে দিলেন॥ ২০ ॥ দশমুখবিশিষ্ট রাবণ সেই সময় কাছাকাছি কোথাও শিবির স্থাপনা করেছিলেন। নদীর স্রোত রুদ্ধ হওয়াতে উল্টোদিকে বইতে শুরু করল আর তার ফলে রাবণের শিবির প্লাবিত হয়ে গেল। রাবণ নিজেকে পরাক্রমশালী বীর মনে করতেন, তাই সহস্রবাহুর এই পরাক্রম তাঁর সহ্য হল না॥ ২১ ॥ তিনি গিয়ে সহস্রবাহু অর্জুনকে অনেক কটু কথা শোনাতে লাগলেন। সহস্রবাহু তখন স্ত্রীলোকদের সমক্ষেই রাবণকে অনায়াসে ধরে এনে মাহিষ্মতী নামে নিজের রাজধানীতে বানরের মতো বেঁধে রাখলেন। পরে অবশ্য পুলস্ত্য মুনির কথায় তিনি তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন॥ ২২ ॥

মৃগয়া করতে গিয়ে সহস্রবাহু একদিন গভীর জঙ্গলে উপস্থিত হলেন। দৈবক্রমে তিনি জমদগ্নি ঋষির আশ্রমে গিয়ে উঠলেন॥ ২৩ ॥ মুনির আশ্রমে একটি কামধেনু ছিল। কামধেনুর প্রসাদে জমদগ্নি সৈন্যসামন্ত, অমাত্য, বাহনাদিসহ হৈহয়াধিপতিকে যথোচিতভাবে অতিথি সৎকার করলেন॥ ২৪ ॥ সেই বীর হৈহয়াধিপতি দেখলেন যে, জমদগ্নি মুনির সেই কামধেনু রাজার ঐশ্বর্য থেকেও অনেক বেশি প্রভাবশালী। তাই তিনি আতিথ্য সৎকারাদির কোনো মূল্য না দিয়ে কামধেনুটি নিয়ে যেতে চাইলেন॥ ২৫ ॥ মদমত্ত হয়ে তিনি জমদগ্নি মুনির কাছে কামধেনুটি প্রার্থনা না করে নিজের অনুচরদের আদেশ দিলেন সেটিকে অপহরণ করার জন্য। রাজার আদেশে তাঁর অনুচরেরা রোরুদ্যমানা সবৎসা সেই ধেনুটিকে জোর করে মাহিষ্মতী নগরে নিয়ে গেল॥ ২৬ ॥ রাজা তাঁর অনুচরদের নিয়ে চলে যাবার পর পরশুরাম আশ্রমে ফিরে রাজার এই অত্যাচারের কাহিনী শুনে আহত

[১]বাহোর্দ.। [২]শোহতুলম্। [৩]বিজনে। [৪]স চৈশ্বর্যং তু ত.। [৫]স তস্য।

ঘোরমাদায়[১] পরশুং সতূণং চর্ম কার্মুকম্।
অন্বধাবত দুর্ধর্ষো[২] মৃগেন্দ্র ইব যূথপম্॥ ২৮

তমাপতন্তং ভৃগুবর্যমোজসা
ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধম্।
ঐণেয়চর্মাম্বরমর্কধামভি-
র্যুতং জটাভির্দদৃশে পুরীং বিশন্॥ ২৯

অচোদয়দ্ধস্তিরথাশ্বপত্তিভি-
র্গদাসিবাণর্ষ্টিশতঘ্নিশক্তিভিঃ।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণা-
স্তা রাম একো ভগবানসূদয়ৎ॥ ৩০

যতো যতোঽসৌ প্রহরৎপরশ্বধো
মনোঽনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ।
ততস্ততশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরা
নিপেতুরুর্ব্যাং হতসূতবাহনাঃ॥ ৩১

দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দমে
রণাজিরে রামকুঠারসায়কৈঃ।
বিবৃক্ণচর্মধ্বজচাপবিগ্রহং
নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্ রুষা॥ ৩২

অথার্জুনঃ পঞ্চশতেষু বাহুভি-
র্ধনুঃষু বাণান্ যুগপৎ স সন্দধে।
রামায় রামোঽস্ত্রভৃতাং সমগ্রণী-
স্তান্যেকধন্বেষুভিরাচ্ছিনৎ[৩] সমম্॥ ৩৩

পুনঃ স্বহস্তৈরচলান্ মৃধেঽঙ্ঘ্রিপা-
নুৎক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো যুধি[৪]।
ভুজান্ কুঠারেণ কঠোরনেমিনা
চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহেরিব॥ ৩৪

কৃতবাহোঃ শিরস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ।
হতে পিতরি তৎপুত্রা অযুতং দুদ্রুবুর্ভয়াৎ॥ ৩৫

সর্পের মতো রাগে ফুঁসে উঠলেন॥ ২৭ ॥ তিনি তাঁর নিজের ভয়ংকর পরশু, তূণীর, ঢাল এবং ধনুষ নিয়ে সিংহ যেমন যূথপতি হাতির প্রতি ধাবমান হয় সেইভাবে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হলেন॥ ২৮ ॥

সহস্রবাহু অর্জুন নিজের রাজ্যে প্রবেশ করতে করতে দেখলেন যে ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম কালো রং-এর মৃগচর্ম পরিধান করে পরশু, বাণ প্রভৃতি আয়ুধ সহিত ধনুষ ধারণ করে মহাবেগে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন আর সূর্যের মতো দ্যুতিশালী তাঁর জটাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে॥ ২৯ ॥ এই ঘটনা দেখে রাজা ভীত হয়ে হাতি, ঘোড়া, রথ এবং গদা, অসি, বান, ঋষ্টি, শতঘ্নী ও শক্তি প্রভৃতি আয়ুধে সুসজ্জিত পদাতিক সতেরো অক্ষৌহিণী সেনাকে পরশুরামের বিপক্ষে পাঠালেন। ভগবান পরশুরাম খেলাচ্ছলে একলাই সেই সব সৈন্য বিনাশ করলেন॥ ৩০ ॥ মন ও বায়ুর মতো বেগগামী শত্রুসৈন্য বিনাশে নিপুণ পরশুধারী পরশুরাম যেখানে যেখানে গেলেন সেই সেই দিকেই তাঁর অস্ত্রাঘাতে বিপক্ষীয় সৈন্যগণ ছিন্নবাহু, ছিন্ন উরু, ছিন্ন স্কন্ধ, হতাশ্ব ও সারথিহীন হয়ে ভূতলে নিপতিত হতে লাগল॥ ৩১ ॥

হৈহয়াধিপতি অর্জুন দেখলেন যে যুদ্ধক্ষেত্র রক্তধারায় কর্দমাক্ত হয়ে গেছে, পরশুরামের কুঠার ও বাণসমূহের প্রহারে নিজের সৈন্যদের বর্ম, ধ্বজ, ধনু, বাণ ও শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা ভূমিশয্যা গ্রহণ করছে, তখন তিনি ক্রোধভরে স্বয়ং রণক্ষেত্রে এলেন॥ ৩২ ॥ তিনি একসঙ্গে হাজার বাহু দিয়ে পাঁচশো ধনুকে তীরসন্ধান করে পরশুরামের ওপর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম একটি মাত্র ধনুতে শরসন্ধান করে রাজার সেই সব ধনু একসাথে কেটে ফেললেন॥ ৩৩ ॥ তখন হৈহয়াধিপতি নিজের হাতে পাহাড় এবং গাছ উপড়িয়ে তীব্র বেগে পরশুরামের দিকে ধাবিত হলেন, কিন্তু পরশুরাম তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা সাপের ফণার মতো রাজার বাহুসমূহ ছেদন করে ফেললেন॥ ৩৪ ॥ তারপর পরশুরাম ছিন্নবাহু অর্জুনের পর্বতচূড়ার মতো মস্তক ছেদন করে দিলেন, পিতার মৃত্যুতে তাঁর দশ হাজার পুত্র

[১]পরশুং ঘোরমাদায় স ক্ষণাদ্বর্মকার্মুকম্। [২]দুর্মর্ষো। [৩]রজ্জিনৎকরাৎ। [৪]মৃধে।

অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্য সবৎসাং পরবীরহা।
সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্লিষ্টাং সমর্পয়ৎ॥ ৩৬

স্বকর্ম তৎকৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এব চ।
বর্ণয়ামাস তচ্ছ্রুত্বা জমদগ্নিরভাষত॥ ৩৭

রাম রাম মহাবাহো ভবান্ পাপমকারষীৎ।
অবধীন্নরদেবং যৎ সর্বদেবময়ং বৃথা॥ ৩৮

বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ।
যয়া লোকগুরুর্দেবঃ পারমেষ্ঠ্যমগাৎ পদম্॥ ৩৯

ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীর্ব্রাহ্মী সৌরী যথা প্রভা।
ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ॥ ৪০

রাজ্ঞো মূর্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্ গুরুঃ।
তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যঙ্গাচ্যুতচেতনঃ॥ ৪১

ভয়ে পালিয়ে গেল॥ ৩৫ ॥

অনন্তর শত্রুঘাতী পরশুরাম সবৎসা ধেনুটিকে নিয়ে ফিরে এলেন। ধেনুটি অত্যন্তই কাতরা হয়ে ছিল। ধেনুটিকে এনে তিনি পিতার হাতে সেটিকে তুলে দিলেন॥ ৩৬ ॥ এবং মাহিস্মতী নগরে সহস্রবাহু অর্জুন এবং তাঁর মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই কাহিনী পিতাকে এবং ভাইদের বললেন। সব কিছু শুনে জমদগ্নি মুনি বললেন— ॥ ৩৭ ॥ হায় ! হায় ! হে মহাবাহো ! পরশুরাম, তুমি বড়ই পাপকাজ করেছ। যদিও তুমি খুবই বড় বীর ; কিন্তু সর্বদেবময় নরদেবকে তুমি অনর্থক নিহত করেছ॥ ৩৮ ॥ হে পুত্র ! আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণ দ্বারাই আমরা সকলের পূজ্য হয়েছি। বেশি কথা কী, ওই ক্ষমাগুণের দ্বারাই লোকগুরু ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েছেন॥ ৩৯ ॥ ক্ষমাগুণ দ্বারাই ব্রাহ্মণগণের শ্রী সূর্যের প্রভার মতো শোভা পেয়ে থাকে। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীহরিও ক্ষমাশীল জীবের ওপর শীঘ্র প্রসন্ন হন॥ ৪০ ॥ হে পুত্র ! সার্বভৌম রাজার বধ, ব্রাহ্মণ বধের চেয়েও গুরুতর। সুতরাং তুমি ভগবানকে স্মরণ করতে করতে তদ্‌গতচিত্ত হয়ে তীর্থপর্যটনাদির দ্বারা এই পাপ ক্ষালন করো॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ[১] ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে পরশুরাম চরিতে পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

---

[১]প্রাচীন বইতে এর পূর্বে 'রামচরিতে হৈহয়ার্জুনবধে' এই পাঠটি অধিক আছে।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধন ও বিশ্বামিত্রমুনির বংশাবলির বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথেতি কুরুনন্দন।
সংবৎসরং তীর্থযাত্রাং[১] চরিত্বাঽঽশ্রমমাব্রজৎ॥ ১

কদাচিদ্ রেণুকা যাতা গঙ্গায়াং পদ্মমালিনম্।
গন্ধর্বরাজং ক্রীড়ন্তমপ্সরোভিরপশ্যত॥ ২

বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা।
হোমবেলাং ন সস্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পৃহা॥ ৩

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনেঃ শাপবিশঙ্কিতা।
আগত্য কলশং তস্থৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪

ব্যভিচারং মুনির্জ্ঞাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকুপিতোঽব্রবীৎ।
ঘ্নতৈনাং[২] পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তাস্তে ন চক্রিরে॥ ৫

রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা ভ্রাতৄন্ মাত্রা সহাবধীৎ।
প্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্ সমাধেস্তপসশ্চ[৩] সঃ॥ ৬

বরেণচ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ।
বব্রে হতানাং রামোঽপি জীবিতং চাস্মৃতিং বধে॥ ৭

উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা।
পিতুর্বিদ্বাংস্তপোবীর্যং রামশ্চক্রে সুহৃদ্বধম্॥ ৮

যেঽর্জুনস্য[৪] সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ[৫] স্বপিতুর্বধম্।
রামবীর্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম ন ক্বচিৎ॥ ৯

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! নিজের পিতার এই উপদেশ স্বীকার করে পরশুরাম এক বৎসর যাবৎ তীর্থ পর্যটন করে নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন॥ ১ ॥ অতঃপর কোনো একদিন পরশুরামের মাতা রেণুকা গঙ্গায় গিয়ে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে পদ্মফুলের মালা গলায় দুলিয়ে অপ্সরাদের সাথে জলকেলি করতে দেখলেন॥ ২ ॥ জল আনতে গিয়ে গন্ধর্বরাজের জলকেলি দেখতে দেখতে পতির হোমের সময় গত প্রায়, সেকথা তিনি ভুলে গেলেন। তাঁর মন চিত্ররথের প্রতি ঈষৎ আসক্তও হয়েছিল॥ ৩ ॥ হোমের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বুঝতে পেরে মহর্ষি জমদগ্নির শাপের ভয়ে ভীতা রেনুকা তাড়াতাড়ি আশ্রমে চলে এলেন এবং জলপূর্ণ কলস মহর্ষির সামনে রেখে করজোড়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন॥ ৪ ॥ নিজ পত্নীর মানসিক ব্যভিচারের চাঞ্চল্য জানতে পেরে জমদগ্নি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'হে পুত্রগণ ! এই পাপীয়সীকে তোমরা এখনই বিনাশ করো।' কিন্তু তাঁর কোনো পুত্রই এই আজ্ঞা পালনে স্বীকৃত হল না॥ ৫ ॥ পরশুরাম তাঁর পিতার যোগ ও তপস্যার শক্তি অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি মায়ের সাথে ভাইদেরও প্রাণ সংহার করলেন॥ ৬ ॥ পরশুরামের এই কার্যে সত্যবতী পুত্র জমদগ্নি অতীব তুষ্ট হয়ে বললেন—'বৎস ! যথা ইচ্ছা বর চাও।' পরশুরাম প্রার্থনা করলেন যে আমার মা ও ভাইরা যেন প্রাণ ফিরে পায় এবং তাদের যেন স্মরণ না থাকে যে আমি এদের সংহার করেছি॥ ৭ ॥ পরশুরামের এই প্রার্থনামাত্রই সকলে সুস্থ শরীরে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো সহসা উঠে বসল। পিতার তপোবলজনিত অমোঘ শক্তি জানতেন বলেই পরশুরাম মা এবং ভাইদের বধ করেছিলেন॥ ৮ ॥

হে রাজন্ ! সহস্রবাহু কীর্তবীর্য অর্জুনের যে সব ছেলেরা পরশুরামের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে

---

[১]চর্যাং। [২]তেনোক্তাঃ পুত্রকাঃ পাপা হন্যতাং তে ন। [৩]সঃ সুতঃ। [৪]অর্জুনস্য। [৫]ভ্রষ্ট পি.।

একদাহঽশ্রমতো রামে সভ্রাতরি বনং গতে।
বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিদ্রা উপাগমন্॥ ১০

দৃষ্ট্বাগ্ন্যগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিম্।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে জঘ্নুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ॥ ১১

যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ।
প্রসহ্য শির উৎকৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ[১]॥ ১২

রেণুকা দুঃখশোকার্তা নিঘ্নন্ত্যাত্মানমাত্মনা।
রাম রামেহি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী॥ ১৩

তদুপশ্রুত্য দূরস্থো হা রামেত্যার্তবৎস্বনম্[২]।
ত্বরয়াহঽশ্রমমাসাদ্য দদৃশে পিতরং হতম্॥ ১৪

তদ্ দুঃখরোষামর্ষার্তিশোকবেগবিমোহিতঃ।
হা তাত সাধো ধর্মিষ্ঠ ত্যক্ত্বাস্মান্ স্বর্গতো ভবান্॥ ১৫

বিলপ্যৈবং পিতুর্দেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ম্।
প্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে ॥ ১৬

গত্বা মাহিষ্মতীং রামো ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ম্।
তেষাং[৩] স শীর্ষভী রাজন্[৪] মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্॥ ১৭

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্।
হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ষত্রেঽমঙ্গলকারিণি॥ ১৮

গিয়েছিল, নিজেদের পিতার বধের ঘটনা স্মরণ করে তারা এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি পাচ্ছিল না॥ ৯ ॥ একদা ভাইদের সাথে পরশুরাম আশ্রমের বাইরে বনের দিকে গিয়েছিলেন সেই সুযোগে তারা প্রতিশোধ নিতে জমদগ্নির আশ্রমে এসে উপস্থিত হল॥ ১০ ॥ মহর্ষি জমদগ্নি তখন সমস্ত চিত্তবৃত্তি সমাহিত করে যজ্ঞশালায় পবিত্রকীর্তি ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তখন তাঁর কোনো বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সেই সুযোগে ওই পাপাত্মাগণ তৎক্ষণাৎ ওই মুনিকে নিহত করল। আগের থেকেই এটা তাদের পরিকল্পিত ছিল॥ ১১ ॥ পরশুরামজননী রেণুকা অত্যন্ত কাতরভাবে পতির প্রাণরক্ষার জন্য মিনতি করতে লাগলেন কিন্তু তাতে কোনো কর্ণপাত না করে অতি নিষ্ঠুর সেই ক্ষত্রিয়াধমগণ বলপূর্বক জমদগ্নির মস্তক ছেদন করে নিয়ে গেল॥ ১২ ॥ পরশুরামের মাতা রেণুকা দুঃখ ও শোকে কাতর হয়ে নিজের বুক চাপড়ে মাথায় করাঘাত করে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন—পরশুরাম ! বাছা পরশুরাম ! শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো॥ ১৩ ॥ পরশুরাম অনেক দূর থেকেই মায়ের এই আহ্বান এবং ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন। অত্যন্ত দ্রুত আশ্রমে এসে তিনি পিতাকে নিহত অবস্থায় দেখতে পেলেন॥ ১৪ ॥ হে রাজন্ ! এই ঘটনা দেখে পরশুরাম তীব্র মানসিক আঘাত পেলেন এবং দুঃখ-ক্রোধ-শোকে আপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন—হে পিতা ! হে সাধো ! আপনি এক উচ্চ কোটির মহাত্মা ছিলেন, ধর্মের যথার্থ পূজারি ছিলেন, এখন আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন॥ ১৫ ॥ পিতার দেহ তিনি ভাইদের হাতে তুলে দিয়ে নিজে কুঠার হাতে নিয়ে ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করতে মনস্থ করলেন॥ ১৬ ॥

হে কুরুনন্দন ! পরশুরাম মাহিষ্মতী নগরে গিয়ে সহস্রবাহু অর্জুনের পুত্রদের মাথা কেটে কেটে নগরের মধ্যস্থলে সেই মুণ্ডগুলি দিয়ে এক পাহাড় বানিয়ে ফেললেন। ব্রহ্মঘাতী সেই পাপিষ্ঠদের কর্মের ফলে সেই নগরী তো এমনিতেই হতশ্রী হয়েছিল॥ ১৭ ॥ ওই পাপিষ্ঠদের নিধনজনিত রক্তধারায় এক ভয়ংকর নদীর সৃষ্টি হল যা দেখে ব্রাহ্মণবিদ্বেষীদের মন ভয়ে কেঁপে উঠল। তিনি দেখলেন যে ক্ষত্রিয়কুল ভীষণ অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। তাই হে রাজন্ ! তিনি নিজের পিতৃবধকে

[১]বান্ধবাঃ। [২]স্বরম্। [৩]তস্যাং। [৪]রাজ্ঞাং।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্ নৃপ॥ ১৯

পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আদায় বর্হিষি।
সর্বদেবময়ং দেবমাত্মানমযজন্মখৈঃ॥ ২০

দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্।
অধ্বর্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্‌গাত্রে উত্তরাং দিশম্॥ ২১

অন্যেভ্যোঽবান্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ।
আর্যাবর্তমুপদ্রষ্ট্রে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরম্॥ ২২

ততশ্চাবভৃথস্নানবিধূতাশেষকিল্বিষঃ।
সরস্বত্যাং ব্রহ্মনদ্যাং রেজে ব্যব্ভ্র ইবাংশুমান্॥ ২৩

স্বদেহং জমদগ্নিস্তু লব্ধ্বা সংজ্ঞানলক্ষণম্।
ঋষীণাং মণ্ডলে সোঽভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ॥ ২৪

জামদগ্ন্যোঽপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ।
আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ॥ ২৫

আস্তেঽদ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণৈঃ॥ ২৬

এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ[১]।
অবতীর্য পরং ভারং ভুবোঽহন্ বহুশো নৃপান্॥ ২৭

গাধেরভূন্মহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ।
তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চসম্॥ ২৮

বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপ।
মধ্যমস্তু মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে॥ ২৯

পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেপং দেবরাতং চ ভার্গবম্।
আজীগর্তং সুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাম্॥ ৩০

নিমিত্তমাত্র করে একুশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন এবং কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি শোণিতপূর্ণ হ্রদ নির্মাণ করলেন॥ ১৮-১৯ ॥ তারপর তিনি পিতার মস্তক দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে যজ্ঞ দ্বারা সর্বদেবময় আত্মরূপী পরমেশ্বরকে অর্চনা করলেন॥ ২০ ॥ সেই যজ্ঞে হোতাকে পূর্ব দিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক, সামগান গায়ক উদ্গাতাদের উত্তর দিক দান করলেন॥ ২১ ॥ এইভাবে অগ্নিকোণ ইত্যাদি বিদিশা ঋত্বিকদের, মধ্যদেশ কশ্যপকে, আর্যাবর্ত উপদ্রষ্টাকে এবং অন্যান্য সদস্যদের যথাযোগ্য দিকসমূহ প্রদান করলেন॥ ২২ ॥ তারপর ব্রহ্মনদী সরস্বতীতে অবভৃত স্নান নামক যজ্ঞশেষ বিহিত স্নানদ্বারা নিষ্পাপ হয়ে সেই নদীতীরে নির্মেঘ সূর্যের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন ॥ ২৩ ॥ মহর্ষি জমদগ্নি নিজদেহকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে সংকল্পময় শরীররূপে প্রাপ্ত হলেন ; পরশুরাম কর্তৃক পূজিত অর্থাৎ তর্পণাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হলেন॥ ২৪ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! কমললোচন জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম আগামী মন্বন্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডলে থেকে বেদ প্রবর্তন করবেন॥ ২৫ ॥ তিনি ন্যস্তদণ্ড ও প্রশান্তচিত্ত অবস্থায় আজও মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণ মধুরস্বরে তাঁর বিচিত্র চরিত্রাবলি কীর্তন করছেন॥ ২৬ ॥ সর্বশক্তিমান বিশ্বাত্মা ভগবান শ্রীহরি এইভাবে ভৃগুবংশে অবতার গ্রহণ করে পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয় রাজাদের বহুবার বিনাশ করেছিলেন॥ ২৭ ॥

মহারাজ গাধির ঔরসে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের তপোবলে ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ২৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র হয়। এদের মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম ছিল মধুছন্দা। এইজন্য সব ছেলেরাই 'মধুছন্দা' নামে পরিচিত ছিলেন॥ ২৯ ॥ বিশ্বামিত্র ভৃগুবংশীয় অজীগর্তনন্দন নিজ ভাগিনেয় শুনঃসেপকে (তাঁর আরেক নাম দেবরাত) পুত্ররূপে গ্রহণ করে নিজের ছেলেদের বলেছিলেন—তোমরা এঁকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলে গ্রহণ

[১]হরিরব্যয়ঃ।

যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ॥ ৩১

যো রাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ।
দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেপঃ[১] স ভার্গবঃ॥ ৩২

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ।
অশপৎ তান্মুনিঃ ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছা ভবত দুর্জনাঃ॥ ৩৩

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্ধং পঞ্চাশতা ততঃ।
যন্নো ভবান্ সংজানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্॥ ৩৪

জ্যেষ্ঠং মন্ত্রদৃশং চক্রুস্ত্বামন্বঞ্চো বয়ং স্ম হি।
বিশ্বামিত্রঃ[২] সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ।
যে মানং মেঽনুগৃহ্ণন্তো বীরবন্তমকর্ত[৩] মাম্॥ ৩৫

এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিত।
অন্যে চাষ্টকহারীতজয়ক্রতুমদাদয়ঃ॥ ৩৬

এবং কৌশিকগোত্রং তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্।
প্রবরান্তরমাপন্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্॥ ৩৭

করো॥ ৩০ ॥ শুনঃশেপ হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে যজ্ঞপশুরূপে ক্রীত হয়ে এসেছিলেন। প্রজাপতি বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের স্তব করে বিশ্বামিত্র তাঁকে পাশবন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। দেবতাদের যজ্ঞে এই শুনঃশেপকেই দেবগণ বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেছিলেন ; সুতরাং 'দেবৈঃ রাতঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে গাধিবংশে তিনি তপস্বী দেবরাত নামে খ্যাত হয়েছিলেন॥ ৩১-৩২ ॥ বিশ্বামিত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রেরা বিশ্বামিত্রের এই নির্দেশকে মেনে নিতে পারলেন না। তাতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের শাপ দিয়ে বললেন—'ওরে দুর্জনগণ, তোরা ম্লেচ্ছ হয়ে থাক'॥ ৩৩ ॥ এইভাবে উনপঞ্চাশ ভাই যখন ম্লেচ্ছ হয়ে গেল তখন বিশ্বামিত্রের মধ্যমপুত্র মধুচ্ছন্দা কনিষ্ঠ পঞ্চাশ ভাইয়ের সাথে একত্র হয়ে পিতাকে বললেন—'আপনি আমাদের প্রতি যা অনুমতি করবেন, আমরা তাতেই রাজি আছি'॥ ৩৪ ॥ এই কথা বলে মধুচ্ছন্দা মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেপকে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিলেন আর তাঁকে বললেন—'আমরা আপনার অনুগত হলাম'। বিশ্বামিত্র এই কথা শুনে প্রসন্ন হয়ে পুত্রদের বললেন—'হে বৎসগণ ! তোমরা আমার কথা মান্য করে আমার সম্মান রক্ষা করেছ, তোমাদের মতো সুপুত্র পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি যে তোমরাও সুপুত্র লাভ করবে॥ ৩৫ ॥ হে কুশিকগণ (আদরের পুত্রেরা) ! এই দেবরাত শুনঃশেপও তোমাদেরই গোত্রীয়। তোমরা এর আজ্ঞানুবর্তী থেকো।' হে পরীক্ষিৎ ! বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত, জয় ও ক্রতুমান প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল॥ ৩৬ ॥ এইভাবে বিশ্বামিত্রের সন্তানদের দ্বারা কৌশিকগোত্র নানাপ্রকারে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দেবরাতকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা মেনে নেওয়াতে তাঁদের প্রবরও বিভক্ত হয়ে গেল॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে[৪] ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

[১]পস্তু। [২]ত্রস্ত তানা.। [৩]বীরভাবকসাত্তমাঃ। [৪]প্রাচীন বইতে এর আগে 'পরশুরামচরিতং নাম' এই পাঠটি অধিক আছে।

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি প্রভৃতি রাজাদের বংশাবলি

শ্রীশুক[১] উবাচ

যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ।
নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রম্ভশ্চ বীর্যবান্॥ ১
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃধোঽন্বয়ম্।
ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ॥ ২
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ॥ ৩
কাশ্যস্য কাশিস্তৎপুত্রো রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃ পিতা।
ধন্বন্তরির্দৈর্ঘতম আয়ুর্বেদপ্রবর্তকঃ॥ ৪
যজ্ঞভুগ্ বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্তিনাশনঃ।
তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথস্ততঃ॥ ৫
দিবোদাসো দ্যুমাংস্তস্মাৎ প্রতর্দন ইতি স্মৃতঃ।
স এব শত্রুজিদ্ বৎস ঋতধ্বজ ইতীরিতঃ।
তথা কুবলয়াশ্বেতি প্রোক্তোঽলর্কাদয়স্ততঃ॥ ৬
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
নালর্কাদপরো রাজন্[২] মেদিনীং বুভুজে যুবা॥ ৭
অলর্কাৎ সন্ততিস্তস্মাৎ সুনীথোঽথ সুকেতনঃ[৩]।
ধর্মকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত॥ ৮
ধৃষ্টকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ।
বীতিহোত্রস্য ভর্গোঽতো ভার্গভূমিরভূন্নৃপঃ॥ ৯
ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ।
রম্ভস্য[৪] রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ[৫]॥ ১০
তস্য ক্ষেত্রে ব্রহ্ম জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ।
শুদ্ধস্ততঃ[৬]শুচিস্তস্মাৎ ত্রিককুদ্ ধর্মসারথিঃ॥ ১১

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজেন্দ্র পুরূরবার এক পুত্রের নাম ছিল আয়ু। তাঁর পাঁচটি পুত্র ছিল—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, শক্তিশালী রম্ভ ও অনেনা। এবার ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলি শোনো। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্রের নাম ছিল সুহোত্র। সুহোত্রের তিন পুত্র—কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক। এই শুনকের পুত্র ছিলেন শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদবিদ্ ঋষি শৌনক॥ ১-৩ ॥

কাশ্যের পুত্র কাশি, কাশির পুত্র রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পুত্র দীর্ঘতমা এবং দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি॥ ৪ ॥ এই ধন্বন্তরি হলেন আয়ুর্বেদের প্রবর্তক, যজ্ঞভাগভোগী, বাসুদেবের অংশজাত, এঁর স্মরণমাত্রই রোগ-দুঃখ দূর হয়। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান আর কেতুমানের পুত্র ভীমরথ॥ ৫ ॥

ভীমরথের পুত্র দিবোদাস আর দিবোদাসের পুত্র দ্যুমান্। দ্যুমানের আর এক নাম প্রতর্দন। এই দ্যুমানই শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্যুমানের পুত্রেরাই হলেন অলর্ক প্রভৃতি॥ ৬ ॥ হে মহারাজ! অলর্ক ছাড়া আর কোনো রাজা ষাট হাজার ষাট শত বছর (৬৬০০০) যাবৎ যুবকাবস্থায় পৃথিবীতে রাজ্য ভোগ করেনি॥ ৭ ॥ অলর্কের পুত্র সন্ততি, সন্ততির পুত্র সুনীথ আর সুনীথের পুত্র সুকেতন, সুকেতনের ধর্মকেতু এবং ধর্মকেতুর পুত্র সত্যকেতু॥ ৮ ॥

সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তার পুত্র হলেন ভূপতি সুকুমার। সুকুমারের পুত্র বীতিহোত্র, বীতিহোত্রের পুত্র ভর্গ, ভর্গ থেকে ভার্গভূমি জন্মগ্রহণ করেন॥ ৯ ॥

এই সকল পূর্বোক্ত কাশিবংশীয় রাজারা ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশধর। রম্ভের পুত্রের নাম রভস্, তাঁর পুত্র গম্ভীর, গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়॥ ১০ ॥ অক্রিয়ের পত্নীর থেকে ব্রাহ্মণবংশ জন্ম নেয়। এখন অনেনার বংশাবলি শোনো। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, শুদ্ধের পুত্র শুচি, শুচির পুত্র ত্রিককুদ্ আর ত্রিককুদের পুত্র ধর্মসারথি॥ ১১ ॥

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]রাজা। [৩]সুতোত্তমঃ। [৪]নাভস্য। [৫]শ্চক্রকস্ততঃ। [৬]শুদ্ধঃ শুচিস্ততস্তস্মা.।

ততঃ শান্তরজো জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্।
রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্রাণামমিতৌজসাম্।। ১২

ধর্মসারথির পুত্র শান্তরজ ; শান্তরজ পরমাত্মজ্ঞানী হয়ে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন। তাই তিনি পুত্র উৎপাদন করেননি। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! আয়ুপুত্র রজির অত্যন্ত তেজস্বী পাঁচশত পুত্র হয়েছিল।

দেবৈরভ্যর্থিতো দৈত্যান্ হত্বেন্দ্রায়াদদাদ্ দিবম্।
ইন্দ্রস্তস্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ।। ১৩

আত্মানমর্পয়ামাস প্রহ্লাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ[১]।
পিতর্য্যুপরতে পুত্রা যাচমানায় নো দদুঃ।। ১৪

ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় যজ্ঞভাগান্ সমাদদুঃ।
গুরুণা হূয়মানেঽগ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্ রজেঃ।। ১৫

অবধীদ্ ভ্রংশিতান্ মার্গান্ন কশ্চিদবশেষিতঃ।
কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়স্তৎসুতো জয়ঃ।। ১৬

দেবতাদের প্রার্থনায় রজি দানবদের বধ করে ইন্দ্রের হাতে স্বর্গরাজ্য প্রদান করেন। কিন্তু ইন্দ্র প্রহ্লাদাদি শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে সেই রাজ্য আবার রজির হাতেই ফিরিয়ে দেন এবং পায়ে ধরে নিজের রক্ষার ভার রজিকে সঁপে দেন। রজির মৃত্যুর পর ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফেরত চাইলেও রজির ছেলেরা তা ফিরিয়ে দেয়নি। তাঁরা নিজেরাই যজ্ঞভাগ পর্যন্ত গ্রহণ করতে লাগল। ইন্দ্রের প্রার্থনায় তখন দেবগুরু বৃহস্পতি অভিচারিক বিধানে হোম করলে রজির ছেলেরা ধর্মচ্যুত হলে ইন্দ্র অনায়াসে তাদের সকলকে বধ করলেন, একজনও আর বেঁচে রইল না। ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র থেকে কুশ, কুশ থেকে প্রতি, প্রতির থেকে সঞ্জয় এবং সঞ্জয় থেকে জয়ের জন্ম হয়।। ১৩-১৬ ।।

ততঃ কৃতঃ কৃতস্যাপি জজ্ঞে হর্যবনো নৃপঃ।
সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্তু তৎসুতঃ।। ১৭

জয় থেকে কৃত, কৃতের থেকে রাজা হর্যবন, হর্যবন থেকে সহদেব, সহদেব থেকে হীন এবং হীনের পুত্র জয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।। ১৭ ।।

সঙ্কৃতিস্তস্য চ[২] জয়ঃ ক্ষত্রধর্মা মহারথঃ।
ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপাঃ শৃণু বংশং চ নাহুষাৎ।। ১৮

জয়সেন থেকে সংস্কৃতি, সংস্কৃতির পুত্র মহারথী বীরশিরোমণি জয় জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে পূর্বোক্ত নরপতি উৎপন্ন হন। এখন নহুষের বংশবৃত্তান্ত বলছি, শোনো।। ১৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে চন্দ্র[৩]বংশানুবর্ণনে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।। ১৭ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে
চন্দ্রবংশ বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৭ ।।

---

[১]দ্যরি.। [২]তনয়ঃ ক্ষত্র.। [৩]আয়ুর্বংশঃ সপ্ত.।

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

যযাতি-চরিত

শ্রীশুক উবাচ

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ[১] কৃতিঃ।
ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ॥ ১

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎ পরিণামবিৎ।
যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষ আত্মানং নাববুধ্যতে॥ ২

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্ দ্বিজৈঃ।
প্রাপিতেঽজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নৃপঃ॥ ৩

চতসৃষ্বাদিশদ্ দিক্ষু ভ্রাতৄন্[২] ভ্রাতা যবীয়সঃ।
কৃতদারো জুগোপোর্বীং কাব্যস্য বৃষপর্বণঃ॥ ৪

রাজোবাচ

ব্রহ্মর্ষির্ভগবান্ কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ।
রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্ বিবাহঃ প্রতিলোমকঃ॥ ৫

শ্রীশুক উবাচ

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্মিষ্ঠা নাম কন্যকা।
সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী॥ ৬

দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে।
ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেঽবলা॥ ৭

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ।
তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহ্রুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ॥ ৮

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্।
সহসোত্তীর্য বাসাংসি পর্যধুর্ব্রীড়িতাঃ[৩] স্ত্রিয়ঃ॥ ৯

শুকদেব বললেন—হে মহারাজ! দেহিগণের ছয় ইন্দ্রিয়ের মতো মহারাজ নহুষের ছয়টি ছেলে ছিল। তাদের নাম—যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি এবং কৃতি॥ ১ ॥ নহুষের ইচ্ছা ছিল জ্যেষ্ঠপুত্র যতির হাতে রাজ্যভার অর্পণ করবেন। কিন্তু রাজত্ব গ্রহণের পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত থাকায় যতি রাজ্যভার গ্রহণে স্বীকৃত হননি, কারণ রাজ্যভোগে প্রবিষ্ট হলে পুরুষ পরমাত্মার পথে এগোতে পারে না অর্থাৎ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়॥ ২ ॥ ইন্দ্রপত্নী শচীর প্রতি কামাসক্ত হলে ব্রাহ্মণ-সমাজ নহুষকে ইন্দ্রত্ব থেকে পতিত করে অজগর যোনিতে নিক্ষেপ করেন। এইসব কারণে যযাতিই রাজা হলেন॥ ৩ ॥ যযাতি তাঁর চার কনিষ্ঠ ভাইদের চারদিক পালনের আজ্ঞা প্রদান করেন এবং নিজে শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে পৃথিবী পালনে প্রবৃত্ত হন॥ ৪ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন—হে ব্রহ্মন্! ভগবান শুক্রাচার্য তো ব্রাহ্মণ আর যযাতি ছিলেন ক্ষত্রিয়। তাহলে ব্রাহ্মণ কন্যার সাথে ক্ষত্রিয় পাত্রের প্রতিলোম বিবাহ কী কারণে হয়েছিল? ৫ ॥

শুকদেব বললেন—হে রাজন্! দানবরাজ বৃষপর্বার এক অত্যন্ত অভিমানী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল শর্মিষ্ঠা, শর্মিষ্ঠা একদিন গুরুপুত্রী দেবযানীর সাথে সহস্র সখী-বৃন্দকে নিয়ে পুরোদ্যানে বিহার করছিল, অসংখ্য পুষ্পিত বৃক্ষে সেই উদ্যান সমাচ্ছন্ন ছিল। সেখানে একটি সুন্দর সরোবর ছিল। সরোবরে প্রচুর পদ্মফুল ফুটে ছিল এবং অলিকুল মধুর স্বরে তার মধ্যে গুঞ্জন করছিল॥ ৬-৭॥ জলাশয়ের কাছে উপস্থিত হয়ে সরোবরের ধারে নিজেদের কাপড়চোপড় রেখে সেই কমললোচনা কন্যাগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি জল ছিটিয়ে জলকেলি করতে লাগল॥ ৮ ॥ ওই সময়ে দৈবাৎ মহাদেব পার্বতীর সাথে বৃষে আরোহণ করে সেখান দিয়ে

[১]যা.। [২]ভ্রাতা ভ্রাতৄন্ যবী.। [৩]ধুর্লজ্জিতাঃ।

শর্মিষ্ঠাজানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ।
স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ।। ১০

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম হ্যসাম্প্রতম্[১]।
অস্মদ্ধার্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে।। ১১

যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে।
ধার্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাশ্চ দর্শিতঃ।। ১২

যান্ বন্দন্ত্যুপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ।। ১৩

বয়ং তত্রাপি ভৃগবঃ শিষ্যোঽস্যা নঃ পিতাসুরঃ।
অস্মদ্ধার্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী।। ১৪

এবং শপন্তীং শর্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত।
রুষা শ্বসন্ত্যুরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা।। ১৫

আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কত্থসে বহু ভিক্ষুকি।
কিং ন প্রতীক্ষসেঽস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা ।। ১৬

এবংবিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত্বাঽঽচার্যসুতাং সতীম্।
শর্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাস[২] আদায় মন্যুনা।। ১৭

তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াং চরন্।
প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ।। ১৮

যাচ্ছিলেন ; তাঁকে দেখতে পেয়ে সেই কন্যাগণ লজ্জায় পড়ে গেল এবং তখনই জলের থেকে তীরে এসে নিজেদের কাপড়চোপড় পরে ফেলল।। ৯ ।। আচম্বিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভুল করে শর্মিষ্ঠা গুরুকন্যা দেবযানীর কাপড় পরে ফেলল। তা দেখে রাগে আগুনের মতো জ্বলে উঠে দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে বলতে লাগল।। ১০ ।। 'আরে ! এই দাসীটার অন্যায় কাজ দেখ ! কুকুরী যেমন করে যজ্ঞের হবি উঠিয়ে নিয়ে যায় সেইভাবেই এ আমার কাপড় পরে বসেছে।। ১১ ।। যে ব্রাহ্মণকুল নিজেদের তপোবলে এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা পরমপুরুষের মুখস্বরূপ ও নিরন্তর পবিত্র ব্রহ্মতেজ ধারণ করে রেখেছেন, প্রাণীদের কল্যাণজনক বেদমার্গ প্রবর্তন করেছেন, বড় বড় লোকপাল এমনকী দেবরাজ ইন্দ্র-ব্রহ্মা প্রভৃতিও যাঁদের চরণ বন্দনা ও সেবা করে থাকেন—বেশি কথা কী, লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় পরম পাবন বিশ্বাত্মা ভগবান পর্যন্ত যাঁদের বন্দনা ও স্তুতি করেন—সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আমরা ভৃগুবংশীয়গণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এর পিতা একেতো অসুর তার ওপরে আমাদের শিষ্য। তা সত্ত্বেও এই দুষ্টা মেয়েটা, শূদ্রের বেদপাঠের মতো ; আমার কাপড় গায়ে চড়িয়ে বসেছে'।। ১২-১৪ ।। দেবযানী এইভাবে তিরস্কার করতে থাকলে শর্মিষ্ঠা রাগে কাঁপতে লাগল। পদাহত সর্পিণীর মতো ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে দেবযানীকে বলল—।। ১৫ ।। 'ওরে ভিক্ষুকি ! তুই যে এই সব কটু কথা বলছিস, তোর নিজের বৃত্তান্ত তুই কী জানিস ? কাক এবং কুকুর যেমন আমাদের দরজায় এসে খাবারের জন্য বসে থাকে তোরাও কি সেইরকম আমাদের বাড়িতে খাবারের প্রত্যাশায় বসে থাকিস না ? ১৬ ।। এইভাবে নানারকম কঠোর কথা বলে শর্মিষ্ঠা গুরুকন্যা দেবযানীকে তিরস্কার করে রাগের চোটে দেবযানীর গায়ের কাপড়চোপড় সব খুলে নিয়ে তাঁকে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল।। ১৭ ।।

শর্মিষ্ঠা ওখান থেকে চলে গেলে দৈবক্রমে রাজা যযাতি মৃগয়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি জলের সন্ধান করতে করতে

[১]চ সাম্প্রতম্। [২]বাসশ্চাদা.।

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ॥ ১৯

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা।
রাজংস্ত্বয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয়॥ ২০

হস্তগ্রাহোঽপরো মা ভূদ্ গৃহীতায়াস্ত্বয়া হি মে।
এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ।
যদিদং কূপলগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম॥ ২১

ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ।
কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপং পুরা॥ ২২

যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাত্মনঃ[১]।
মনস্তু[২] তদগতং বুদ্‌ধ্বা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ॥ ২৩

গতে রাজনি সা বীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ।
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বমুক্তং শর্মিষ্ঠয়া কৃতম্॥ ২৪

দুর্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্।
স্তুবন্ বৃত্তিং চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ॥ ২৫

বৃষপর্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্।
গুরুং প্রসাদয়ন্ মূর্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি॥ ২৬

সেই কুয়োর কাছে গিয়ে তার মধ্যে দেবযানীকে দেখতে পেলেন॥ ১৮ ॥ বিবস্ত্রা অবস্থায় দেবযানীকে দেখে রাজা যযাতি তাঁর নিজের গায়ের চাদরখানা ছুঁড়ে দিলেন এবং নিজের হাত দিয়ে দেবযানীর হাত ধরে তাকে তুলে আনলেন॥ ১৯ ॥ কুয়ো থেকে উদ্ধার পেয়ে দেবযানী সপ্রেমবচনে বীর যযাতিকে বলল—হে বীরশিরোমণি রাজন্ ! আজ আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, আপনার দ্বারা গৃহীত পাণি যেন অন্য আর কেউ গ্রহণ না করে। হে বীরশ্রেষ্ঠ ! কুয়োতে পড়ে থাকা অবস্থায় আপনার এই অযাচিত দর্শন আমি ঈশ্বরপ্রদত্ত বলেই মনে করি। এরমধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই॥ ২০-২১ ॥ হে বীরশ্রেষ্ঠ ! পূর্বে আমি বৃহস্পতির ছেলে কচকে অভিশাপ দিয়েছিলাম এবং সেও উল্টে আমাকে অভিশাপ দেয়—যার ফলে কোনো ব্রাহ্মণ আমার পাণিগ্রহণ করতে পারবে না॥ ২২ ॥*

লোকাচারবিরুদ্ধ বলে অনভিপ্রেত হলেও রাজা যযাতি ঘটনাটা দৈবানুগ্রহীত এবং তাঁর মনও দেবযানীর প্রতি অনুরক্ত বুঝতে পেরে তিনি এই প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন॥ ২৩ ॥

এরপর যযাতি চলে গেলে দেবযানী কাঁদতে কাঁদতে শর্মিষ্ঠার সব কাহিনী বাবাকে এসে বললেন॥ ২৪ ॥ সব কথা শোনার পর শুক্রাচার্য খুব দুঃখ পেলেন। তিনি পৌরহিত্য কর্মকে নিন্দনীয় মনে করলেন এবং চিন্তা করলেন যে এর চেয়ে উঞ্ছবৃত্তিও (যেখানে সেখানে যা কিছু পড়ে থাকে সেই সব কুড়িয়ে এনে তাই দিয়ে উদরপূরণ) ভালো। এরপর তিনি মেয়ের হাত ধরে নগরের থেকে বেরিয়ে এলেন॥ ২৫ ॥ বৃষপর্বার কানে এ খবর পৌঁছালে তাঁর মনে ভয় হল যে গুরুদেব হয়তো এবার শত্রুদের জয়ী করাবেন অথবা আমাকে অভিশাপ দেবেন। অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের পেছনে পেছনে ছুটলেন এবং পথের মধ্যে গুরুদেবের

[১]মানসঃ। [২]মনশ্চ।

*বৃহস্পতিপুত্র কচ শুক্রাচার্যের কাছে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করছিলেন। পাঠ সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে দেবযানী তাঁকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু গুরুকন্যা হওয়াতে কচ সেই প্রস্তাব স্বীকার করেননি। ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানী তাঁকে শাপ দেন যে, 'তোমার অধীত বিদ্যা নিষ্ফল হয়ে যাবে'। কচও দেবযানীকে প্রতিশাপ দেন যে, 'কোনও ব্রাহ্মণ তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবে না।'

ক্ষণার্ধমন্যুর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ।
কামোঽস্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্ নৈনাং[১]ত্যক্তুমিহোৎসহে॥ ২৭

তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্।
পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু॥ ২৮

স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্।
দেবযানীং পর্যচরৎ স্ত্রীসহস্রেণ দাসবৎ॥ ২৯

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্মিষ্ঠয়োশনা।
তমাহ রাজঞ্ছর্মিষ্ঠামাধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ॥ ৩০

বিলোক্যৌশনসীং রাজঞ্ছর্মিষ্ঠা সপ্রজাং[২] ক্বচিৎ।
তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী॥ ৩১

রাজপুত্র্যার্থিতোঽপত্যে ধর্মং চাবেক্ষ্য ধর্মবিৎ।
স্মরঞ্ছুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত॥ ৩২

যদুং চ তুর্বসুং চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যুং চানুং চ পুরুং চ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী॥ ৩৩

গর্ভসম্ভবমাসুর্যা ভর্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী।
দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা॥ ৩৪

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্।
ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ॥ ৩৫

পায়ে মাথা রেখে তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন॥ ২৬ ॥ ভগবান শুক্রাচার্যের ক্রোধ ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী হত ; সুতরাং তিনি বৃষপর্বাকে বললেন—'হে রাজন্! আমি আমার মেয়ে দেবযানীকে ত্যাগ করতে পারব না, সুতরাং এর যা ইচ্ছা তুমি তা পূরণ করো। তাহলে আমার ফিরে যেতে কোনো আপত্তি নেই॥ ২৭ ॥ 'তথাস্তু' বলে বৃষপর্বা গুরুবাক্য অঙ্গীকার করে নিলেন। তখন দেবযানী নিজের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলল যে—'আমার বাবা আমাকে যাঁর হাতে সমর্পণ করবেন এবং আমি যেখানে যেখানে যাব, সখীদের সাথে নিয়ে শর্মিষ্ঠাকেও সেখানে সেখানে আমার অনুগমন করে আমার সেবা করতে হবে'॥ ২৮ ॥

শুক্রাচার্য চলে গেলে শর্মিষ্ঠা তাঁর কুলের সংকট এবং নিজেদের গুরুতর প্রয়োজন সিদ্ধির কথা মাথায় রেখে দেবযানীর প্রস্তাব স্বীকার করে নিল। নিজের সহস্র সখীদের নিয়ে সে দেবযানীর সেবায় প্রবৃত্ত হল॥ ২৯ ॥

শুক্রাচার্য দেবযানীকে যযাতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং শর্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে প্রদান করে রাজাকে বললেন—'হে রাজন্! তুমি কখনো এই দাসীকে শয্যা-সঙ্গিনী কোরো না'॥ ৩০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবযানী পুত্রসন্তান প্রসব করল। তাকে পুত্রবতী দেখে শর্মিষ্ঠাও ঋতুমতী অবস্থায় একদিন দেবযানীর স্বামী যযাতির কাছে নির্জনে সহবাস প্রার্থনা করল॥ ৩১ ॥ ধর্মজ্ঞ যযাতি শর্মিষ্ঠার প্রার্থনা ধর্মসংগত বিবেচনা করে শুক্রাচার্যের নির্দেশ মনে থাকা সত্ত্বেও দৈবই এই ঘটনার কর্তা মনে করে এবং প্রারব্ধ অনুসারে সময়কালে যা হবার তা হবে এই নিশ্চয় করে শর্মিষ্ঠার ঋতুরক্ষা করলেন॥ ৩২ ॥ দেবযানীর দুটি ছেলে হয়—যদু এবং তুর্বসু ; আর বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠার তিনটি ছেলে হয়—দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু॥ ৩৩ ॥ নিজের স্বামীর দ্বারা শর্মিষ্ঠারও গর্ভোৎপত্তি হয়েছে জানতে পেরে অভিমানিনী দেবযানী ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল॥ ৩৪ ॥ কামুক রাজা যযাতি বিবিধ বিনয়বাক্যের দ্বারা এবং পাদস্পর্শ দ্বারা নিজের অভিমানিনী স্ত্রীর প্রসন্নতা সম্পাদনের চেষ্টা করতে করতে তার অনুগমন

[১]নৈতাং। [২]সুপ্রজাং।

শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপূরুষ।
ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্॥ ৩৬

যযাতিরুবাচ

অতৃপ্তোঽস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্ দুহিতরি স্ম তে।
ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোঽভিধাস্যতি॥ ৩৭

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত।
যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ॥ ৩৮

মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েষ্বহম্।
বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ॥ ৩৯

যদুরুবাচ

নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব।
অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পূরুষঃ॥ ৪০

তুর্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যুশ্চানুশ্চ ভারত।
প্রত্যাচখ্যুরধর্মজ্ঞা হ্যনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ॥ ৪১

অপৃচ্ছৎ[1] তনয়ং পূরুং বয়সোনং গুণাধিকম্।
ন ত্বমগ্রজবদ্ বৎস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ৪২

পূরুরুবাচ

কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্।
প্রতিকর্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্ বিন্দতে পরম্॥ ৪৩

উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্যাৎ প্রোক্তকারী তু[2] মধ্যমঃ।
অধমোঽশ্রদ্ধয়া কুর্যাদকর্তোচ্চরিতং পিতুঃ॥ ৪৪

করলেন, কিন্তু স্ত্রীর মানভঞ্জন করতে পারলেন না॥ ৩৫ ॥ শুক্রাচার্য এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে বললেন—'ওরে কামুক ! ওরে মিথ্যাচারী নরাধম ! মানবদেহকে বিকৃতরূপ-দানকারী জরা তোর শরীরে প্রবেশ করুক' ॥ ৩৬ ॥

যযাতি বললেন—'হে ব্রহ্মন্ ! আপনার মেয়ের সাথে সম্ভোগ করে এখন পর্যন্ত আমি পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। এই অভিশাপের ফলে তো আপনার মেয়েরও ক্ষতি হল।' তখন শুক্রাচার্য বললেন—'ঠিক আছে, যদি তোমার জরা কেউ প্রসন্নমনে গ্রহণ করে তবে তার যৌবন দ্বারা তুমি যথেচ্ছ কাম উপভোগ করতে পারবে'॥ ৩৭ ॥ শুক্রাচার্য এই ব্যবস্থা দেবার পর যযাতি নিজের রাজধানীতে এসে নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে বললেন—'বৎস যদু ! তুমি তোমার যৌবন আমাকে দাও এবং মাতামহ প্রদত্ত অভিশাপরূপী জরা তুমি গ্রহণ করো। কারণ হে আমার প্রিয় পুত্র ! আমি এখন পর্যন্ত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হতে পারিনি, তাই তোমার যৌবন দিয়ে আমি আরও কিছুকাল বিষয়ভোগের আনন্দ উপভোগ করতে চাই'॥ ২৮-২৯ ॥

যদু বললেন—'হে পিতঃ ! অসময়ে যে জরা আপনি পেয়েছেন সেই জরা নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করি না, কারণ লৌকিক বিষয়সুখ উপভোগ না করে কেউ বিষয়ভোগে নিস্পৃহ হতে পারে না'॥ ৪০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! একইভাবে তুর্বসু, দ্রুহ্যু এবং অনুও পিতার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দিল। কারণ অনাত্মবস্তু দেহে তাদের আত্মত্ববুদ্ধি ছিল, তাদের ধর্মজ্ঞান ছিল না॥ ৪১ ॥ অবশেষে যযাতি ছেলেদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট হলেও গুণে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র পূরুকে ডেকে বললেন—হে বৎস ! তুমি তোমার বড় ভাইদের মতো আমার বাক্যের অন্যথা কোরো না॥ ৪২ ॥

পূরু বললেন—হে মনুষ্যেন্দ্র ! পিতার কৃপায়ই মানুষের পরমপদ প্রাপ্তি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পুত্রের শরীর তো পিতারই দান। এই অবস্থায় এমন কে আছে যে সুযোগ পেয়েও পিতার উপকারের প্রতিদান না দিয়ে থাকতে পারে ? ৪৩ ॥ যে পুত্র পিতার মনোগত অভিপ্রায় বুঝে নিজে থেকেই সেই অভিপ্রায় পূরণ করে সে-ই তো উত্তম পুত্র। পিতার মুখ দিয়ে বাক্য বের হলে যে ছেলে শ্রদ্ধালু চিত্তে সেই আজ্ঞা পালন করে সে মধ্যম

[1]চ্ছৎস ততঃ। [2]চ

ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃহ্ণাজ্জরাং পিতুঃ।
সোঽপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে[১] নৃপ।। ৪৫

সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ।
যথোপজোষং বিষয়াঞ্জুজুষেঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ।। ৪৬

দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্ দেহবস্তুভিঃ[২]।
প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ।। ৪৭

অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
সর্বদেবময়ং দেবং সর্ববেদময়ং হরিম্।। ৪৮

যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ।
নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ।। ৪৯

তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্[৩]।
নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুম্।। ৫০

এবং বর্ষসহস্রাণি মনঃষষ্ঠৈর্মনঃসুখম্।
বিদধানোঽপি নাতৃপ্যৎ সার্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ।। ৫১

পুত্র। আর যে ছেলে আদেশ পেয়েও সেই আদেশ অশ্রদ্ধার সাথে পালন করে সে অধম পুত্র। আর যেই ছেলে কখনোই কোনোভাবে পিতার আজ্ঞা পালন করে না তাকে পুত্র বলাই ভুল। সে পিতার মলমূত্রের সমতুল।। ৪৪ ।। হে মহারাজ ! এই কথা বলে পুরু অতি আনন্দের সাথে পিতার জরা গ্রহণে স্বীকৃত হল। রাজা যযাতিও পুরুর যৌবন নিজের শরীরে নিয়ে যথেচ্ছভাবে বিষয়সুখ উপভোগ করতে লাগলেন।। ৪৫ ।। যযাতি সপ্ত দ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। পিতৃতুল্যরূপে তিনি প্রজাপালন করতেন। যৌবন লাভ করে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ প্রবল হল এবং তিনি যথাবসর যথাপ্রাপ্ত বিষয়সমূহকে যথেচ্ছ উপভোগ করতে লাগলেন।। ৪৬ ।। দেবযানী তাঁর প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। তিনিও একান্তভাবে মন, বাক্য, দেহ ও বিবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা প্রিয়তম পতির পরম প্রীতি সম্পাদন করতে লাগলেন।। ৪৭ ।। রাজা যযাতি সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য সর্বদেবস্বরূপ যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীহরিকে প্রচুর দক্ষিণাদি দ্বারা সম্পন্ন বহুসংখ্যক যজ্ঞদ্বারা যজনা করলেন।। ৪৮ ।। আকাশে যেমন কখনো দলে দলে মেঘ দেখা যায় আবার কখনো একেবারেই দেখা যায় না সেইরকমই পরমাত্মার স্বরূপে এই জগৎ স্বপ্ন, মায়া ও মনোরাজ্যের মতো কল্পিত। কখনো অনেক নাম ও অনেক রূপে প্রতীত হয় আবার কখনো কিছুই থাকে না।। ৪৯ ।। সেই পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁর স্বরূপ সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। সেই সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীনারায়ণকে নিজের হৃদয়ে স্থাপিত করে রাজা যযাতি নিষ্কামভাবে তাঁর যজনা করেছিলেন।। ৫০ ।। এইভাবে এক হাজার বছর যাবৎ তিনি নিজের অসংযত ইন্দ্রিয়ের সাথে মনকে যুক্ত করে বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রিয় বিষয়সমূহ উপভোগ করলেন। কিন্তু তাতেও চক্রবর্তী সম্রাট যযাতি বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হলেন না ।। ৫১ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ[৪] ।। ১৮ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৮ ।।

---

[১]বদ্বুভুজে। [২]বাগ্বহব.। [৩]শ্র.। [৪]প্রাচীন বইতে এর পূর্বে 'যযাতে' এই অংশটি বেশি আছে।

অথৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ
ঊনবিংশ অধ্যায়
যযাতির গৃহত্যাগ

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থমাচরন্ কামান্ স্ত্রৈণোঽপহ্নবমাত্মনঃ।
বুদ্‌ধ্বা প্রিয়ায়ৈ নির্বিণ্ণো গাথামেতামগায়ত।। ১

শৃণু ভার্গব্যমূং গাথাং মদ্বিধাচরিতাং ভুবি।
ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ।। ২

বস্ত একো বনে কশ্চিদ্ বিচিন্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ।
দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্মবশগামজাম্।। ৩

তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তঃ কামী বিচিন্তয়ন্।
ব্যধত্ত তীর্থমুদ্ধৃত্য বিষাণাগ্রেণ রোধসী।। ৪

সোত্তীর্য কূপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল।
তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্বোঽজাঃ কান্তকামিনীঃ।। ৫

পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং[১] মীঢ্বাংসং যাভকোবিদম্।
স একোঽজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্ধনঃ।
রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত।। ৬

তমেব প্রেষ্ঠতময়া[২] রমমাণমজান্যয়া।
বিলোক্য কূপসংবিগ্না[৩] নামৃষ্যদ্ বস্তকর্ম তৎ।। ৭

শুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! রাজা যযাতি এইভাবে স্ত্রী-বশীভূত হয়ে বিষয়ভোগ করতে থাকলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁর নিজের অধঃপতনের দিকে খেয়াল হল এবং মনে ভীষণ বৈরাগ্য দেখা দিল ; তখন তিনি তাঁর প্রিয় পত্নী দেবযানীর কাছে নিম্নলিখিত ইতিহাস বর্ণন করলেন।। ১ ।। হে ভৃগুনন্দিনী ! আমার কথা শোনো। এটি আমার মতো এক বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তির সত্যকাহিনী। এজন্যই জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানী পুরুষেরা বিষয়ী পুরুষদের সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং চিন্তা করেন যে কীভাবে এই বিষয়ী পুরুষদের মঙ্গলসাধন হবে। সেই কাহিনী শোনো।। ২ ।। কোনো এক সময়ে এক বনে একটা ছাগল নিজের প্রিয়বস্তুর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল যে একটা ছাগী নিজের কর্মদোষে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে আছে।। ৩ ।। সেই ছাগলটা অত্যন্ত কামুক ছিল। সে ওই ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করতে করতে নিজের শিং দিয়ে কুয়োর চারধারের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ছাগীর ওপরে ওঠার রাস্তা বানিয়ে দিল।। ৪ ।। সেই সুন্দরী ছাগীটা কুয়োর ওপরে উঠে সেই ছাগলটিকেই প্রেম নিবেদন করল। দাড়ি গোঁফ সমন্বিত ছাগলটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, যুবক, ছাগীকে সুখ দিতে সমর্থ এবং মৈথুনে অভিজ্ঞ মোহনীয় ছিল। অন্যান্য ছাগীরা যখন দেখল যে কুয়োয় পড়ে থাকা এই ছাগী ওই সুন্দর ছাগলটাকে নিজের প্রেমাস্পদ বানিয়ে নিয়েছে তখন তারাও তাকে নিজেদের পতিত্বে বরণ করে নিল কারণ তারা নিজেদের পতির সন্ধান তো করছিলই। সেই ছাগলটার মাথায় কামরূপী পিশাচ ভর করে ছিল। সে একলাই বহু ছাগীর রতিবর্ধন করে তাদের সঙ্গে কেলি করতে লাগল আর কামসুখে আসক্ত হয়ে নিজেকে ভুলে গেল—আত্মবিস্মৃত হল।। ৫-৬ ।।

কুয়োর থেকে উঠে আসা ছাগীটা যখন দেখল যে

---

[১]ঘোরং। [২]রক্তমজয়া। [৩]কামসংবি.।

তং দুর্হৃদং সুহৃদ্রূপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্।
ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতা যযৌ।। ৮

সোঽপি চানুগতঃ স্ত্রৈণঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্।
কুর্বন্নিড়বিড়াকারং[১] নাশক্নোৎ পথি সংধিতুম্।। ৯

তস্যাস্তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিনদ্ রুষা।
লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সন্দধেঽর্থায় যোগবিৎ।। ১০

সম্বদ্ধবৃষণঃ সোঽপি হ্যজয়া কূপলব্ধয়া।
কালং বহুতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যতি।। ১১

তথাহং কৃপণঃ সুভ্রু ভবত্যাঃ প্রেমযন্ত্রিতঃ।
আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া।। ১২

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে।। ১৩

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।। ১৪

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষ্বমঙ্গলম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ।। ১৫

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্জীর্যতো যা ন জীর্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ।। ১৬

তার প্রিয়তম ছাগলটি আরও অন্যান্য ছাগীদের সাথে বিহার করে বেড়াচ্ছে তখন সে তা সহ্য করতে পারল না।। ৭ ।। সে বুঝল যে এই ছাগলটি অসম্ভব কামুক, এর প্রেমের কোনো ভরসা নেই, এ মিত্ররূপে শত্রুর কাজ করছে। তখন সেই ছাগী নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে ওই ইন্দ্রিয়লোলুপ ছাগলটাকে পরিত্যাগ করে নিজের প্রতিপালক প্রভুর কাছে চলে গেল।। ৮ ।। স্ত্রৈণ সেই ছাগলটাও তখন দুঃখী হয়ে ছাগীকে প্রসন্ন করার জন্য 'ম্যাঁ ম্যাঁ' করতে করতে তার পিছে পিছে চলল। কিন্তু তাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ হল না।। ৯ ।। ওই ছাগীটির পালকপ্রভু ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে ছাগলটির লম্বমান অণ্ডকোষটি কেটে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ছাগীটার সুখ চিন্তা করে আবার সেই অণ্ডকোষটি জুড়েও দিলেন কেননা তিনি এইরকম নানাবিধ বিদ্যার অধিকারী ছিলেন।। ১০ ।। হে প্রিয়ে ! নিজের অণ্ডকোষ জুড়ে যাওয়ার পর সেই ছাগলটি ওই কুয়োর থেকে উঠে আসা ছাগীটার সাথে বিষয়ভোগে বহুদিন ধরে বিহার করতে লাগল, কিন্তু আজ পর্যন্তও সেই ছাগলটা কামভোগে পরিতুষ্ট হতে পারল না।। ১১ ।। হে সুন্দরী ! আমারও সেই দশা হয়েছে। তোমার প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে আমি অতিশয় দীন হয়ে গিয়েছি। তোমার মায়ায় মোহিত হয়ে আমি নিজেকে নিজে ভুলে গেছি।। ১২ ।।

হে প্রিয়ে ! পৃথিবীতে যত ধান (চাল, যব প্রভৃতি), সোনাদানা, পশু, রমণী ইত্যাদি ভোগ্যপদার্থ আছে সেই সব কিছু একত্র করলেও কামমুগ্ধ পুরুষের তৃপ্তিসাধন করতে পারে না।। ১৩ ।। কাম্যবস্তুসমূহের উপভোগের দ্বারা কখনো কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না, উপরন্তু ঘৃতাহুতির দ্বারা আগুন যেমন বেড়েই ওঠে তেমনই উপভোগের দ্বারা কামপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।। ১৪ ।। পুরুষ যখন সকল প্রাণিতে রাগদ্বেষাদি বৈষম্যভাব পরিত্যাগ করে সমদর্শী হতে পারে তখন তার কাছে সকল দিকই সুখময় হয়ে ওঠে।। ১৫ ।। বিষয়ের তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। দুর্মতি মানুষ অত্যন্ত কষ্টপূর্বক সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করতে পারে। শরীর জরাজীর্ণ হয়ে যায় কিন্তু তৃষ্ণা নিত্যনতুন রূপে আবির্ভূত হয়। সুতরাং

[১]কুর্বন্ বিড়বিড়া.।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা [১]নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ ১৭

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ।
তথাপি চানুসবনং[২] তৃষ্ণা তেষূপজায়তে॥ ১৮

তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহংকারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥ ১৯

দৃষ্টং শ্রুতমসদ্[৩] বুদ্ধ্বা নানুধ্যায়েন্ন সংবিশেৎ।
সংসৃতিং চাত্মনাশং চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদৃক্॥ ২০

ইত্যুক্ত্বা নাহুষো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ।
দত্ত্বা স্বাং জরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ॥ ২১

দিশি দক্ষিণপূর্বস্যাং দ্রুহ্যুং দক্ষিণতো যদুম্।
প্রতীচ্যাং তুর্বসুং চক্র উদীচ্যামনুমীশ্বরম্॥ ২২

ভূমণ্ডলস্য সর্বস্য পূরুমর্হত্তমং বিশাম্।
অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ॥ ২৩

আসেবিতং বর্ষপূগান্ ষড়্বর্গং বিষয়েষু সঃ।
ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ॥ ২৪

স তত্র নির্মুক্তসমস্তসঙ্গ
আত্মানুভূত্যা বিধূতত্রিলিঙ্গঃ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ॥ ২৫

কল্যাণকামী পুরুষের উচিত এই তৃষ্ণাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করা॥ ১৬ ॥ বেশি কথা কী—নিজের মা, বোন, মেয়ের সাথেও একান্তে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা উচিত নয়। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ এতই প্রবল যে, জ্ঞানী বিদ্বান পণ্ডিতকেও তা বিভ্রান্ত করে দেয়॥ ১৭ ॥ অবিরলভাবে বিষয় ভোগ করতে করতে আমার এক হাজার বছর কেটে গেল, তবুও প্রতিক্ষণে সেই ভোগের লালসা বেড়েই চলেছে॥ ১৮ ॥ সুতরাং আমি এখন ভোগ-বাসনা-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করে পরব্রহ্মে মন সমাহিত করব এবং শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে অহংকারশূন্য হয়ে হরিণদের সাথে বনে বিচরণ করব॥ ১৯ ॥ ঐহিক ও পারত্রিক দুইয়ের ভোগই অনিত্য—এই সিদ্ধান্ত বুঝে নিয়ে সেগুলির চিন্তা ও ভোগ থেকে বিরত থাকা উচিত। এই নিশ্চয় করা উচিত যে, বিষয়ভোগের চিন্তাতেও জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধন জন্মায় আর সেই বিষয়ভোগের উপভোগে তো আত্মনাশই হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে এই রহস্যকে বুঝতে পেরে যে এর থেকে নিঃস্পৃহ হয় সেই ব্যক্তিই হল আত্মজ্ঞানী॥ ২০ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! যযাতি তাঁর নিজের পত্নীকে এইসব বলে পুত্র পূরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে তার থেকে জরা গ্রহণ করে নিলেন, কারণ তখন তাঁর মনে আর কোনো বিষয়ভোগের তৃষ্ণা ছিল না॥ ২১ ॥ এরপর তিনি দ্রুহ্যুকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক, যদুকে দক্ষিণ দিক, তুর্বসুকে পশ্চিম দিক এবং অনুকে উত্তর দিকের রাজত্ব প্রদান করলেন॥ ২২ ॥ সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল-সম্পত্তির যোগ্যতম পাত্র পূরুকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করে, আর পূরুর বড় ভাইদের তার অধীনস্থ করে রাজা যযাতি বনে প্রস্থান করলেন॥ ২৩ ॥ যদিও তিনি বহু বছর যাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সুখ উপভোগ করেছিলেন—কিন্তু পাখির ছানার ডানা ওঠামাত্রই সহসা যেমন সে নিজের নীড় ছেড়ে উড়ে পালায় তেমনই তিনিও এক মুহূর্তে সব ত্যাগ করলেন॥ ২৪ ॥ বনে গিয়ে তিনি সর্বপ্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হলেন। আত্ম-সাক্ষাৎকারের দ্বারা তাঁর ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গশরীর শূন্য হয়ে বড় বড় ভগবৎপ্রেমী সাধুজনের প্রাপ্য, মায়া-মলরহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মা

[১]চ। [২]নুদিবসং। [৩]সদ্বিদ্বান্।

শ্রুত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মনঃ।
স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈক্লব্যাৎ পরিহাসমিবেরিতম্[১]॥ ২৬

সা সংনিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্।
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ[২]॥ ২৭

সর্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ॥ ২৮

নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ॥ ২৯

বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করল॥ ২৫ ॥

দেবযানী উল্লিখিত গাথা শুনে বুঝতে পারলেন যে তাঁকে নিবৃত্তিমার্গে প্রোৎসাহিত করা হচ্ছে কারণ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আসক্তির ফলেই বিচ্ছেদকালে চিত্তে বৈকল্য অনুভূত হয়—হাস্যভাবে এটিরই ইঙ্গিত করা হয়েছে॥ ২৬ ॥ জলছত্রে গমনকারী তৃষ্ণার্ত মনুষ্যগণের ঈশ্বরাধীন হয়ে স্বজন-পরিজনগণের সঙ্গে একত্রিত হওয়া—সবই মায়ার খেলা, স্বপ্নবৎ মরীচিকা। এই জ্ঞানলাভ করে দেবযানীও সর্ববিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করে নিজের অন্তঃকরণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমাহিত করে বন্ধনের কারণস্বরূপ লিঙ্গদেহকে পরিত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করলেন॥ ২৭-২৮ ॥ তিনি ভগবানকে প্রণাম করে বললেন—সমগ্র জগৎ রচয়িতা, সর্বান্তর্যামী, সর্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ সর্বশক্তিমান ভগবান বাসুদেবকে প্রণাম। পরম শান্ত, অনন্ত-তত্ত্ব যিনি, তাঁকে আমার প্রণাম॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে[৩] একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

অথ বিংশোঽধ্যায়ঃ

বিংশ অধ্যায়

পুরুবংশ, রাজা দুষ্মন্ত ও ভরতচরিত্র বর্ণনা

শ্রীশুক[৪] উবাচ

পূরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে॥ ১
জনমেজয়ো হ্যভূৎ পূরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎসুতস্ততঃ।
প্রবীরোঽথ নমস্যুর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোঽভবৎ॥ ২

শুকদেব বললেন—হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ! আমি এখন রাজা পুরুর বংশ বর্ণনা করব। এই বংশেই তোমার জন্ম হয়েছে। এই বংশে রাজর্ষি এবং মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেছেন॥ ১ ॥ পুরুর পুত্রের নাম ছিল জনমেজয়, জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান, তার পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র নমস্যু এবং নমস্যুর পুত্র চারুপদ॥ ২ ॥

[১]বেহিতম্। [২]বিভোঃ। [৩]প্রাচীন বইতে 'যায়াতে' এই অংশটি অধিক আছে। [৪]বাদরায়ণিরুবাচ।

তস্য সুদ্যুরভূৎ পুত্রস্তস্মাদ্ বহুগবস্ততঃ।
সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥ ৩

চারুপদের পুত্র সুদ্যু, সুদ্যুর পুত্র বহুগব, বহুগবের পুত্র সংযাতি, তার পুত্র অহংযাতি এবং অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব॥ ৩ ॥

ঋতেয়ুস্তস্য কুক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেয়ুকঃ।
জলেয়ুঃ সন্ততেয়ুশ্চ ধর্মসত্যব্রতেয়বঃ॥ ৪

দশৈতেঽপ্সরসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ।
ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ॥ ৫

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যেমন দশটি ইন্দ্রিয় জগতের আত্মভূত মুখ্য প্রাণের বশবর্তী হয়, সেইরকমই অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি ছেলে হয়। এই দশজনের নাম ঋতেয়ু, কুক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্ততেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু এবং সর্বকনিষ্ঠ বনেয়ু॥ ৪-৫ ॥

ঋতেয়োঃ রন্তিভারোঽভূৎ[১] ত্রয়স্তস্যাত্মজা নৃপ।
সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ॥ ৬

হে মহারাজ! এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ঋতেয়ুর পুত্রের নাম রন্তিভার এবং রন্তিভারের তিনটি পুত্র হয়—সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের পুত্রের নাম কণ্ব॥ ৬ ॥

তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কণ্বাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।
পুত্রোঽভূৎ সুমতে রৈভ্যো[২] দুষ্যন্তস্তৎসুতো মতঃ॥ ৭

কণ্বের পুত্র মেধাতীথি; এই মেধাতীথির থেকে প্রস্কণ্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। সুমতির পুত্র রৈভ্য, এই রৈভ্যর পুত্র ছিলেন দুষ্মন্ত॥ ৭ ॥

দুষ্যন্তো মৃগয়াং যাতঃ কণ্বাশ্রমপদং গতঃ।
তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তীং রমামিব॥ ৮

বিলোক্য সদ্যো[৩] মুমুহে দেবমায়ামিব স্ত্রিয়ম্।
বভাষে তাং বরারোহাং ভটৈঃ কতিপয়ৈর্বৃতঃ॥ ৯

একবার দুষ্মন্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কণ্বমুনির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন। সেই আশ্রমে তখন দেবমায়াসদৃশী এক মনোহর রমণী বসেছিলেন। সেই রমণীর লক্ষ্মীদেবীর মতো অঙ্গপ্রভায় সমস্ত আশ্রমমণ্ডল উদ্ভাসিত হচ্ছিল। সেই নারীকে দেখামাত্রই দুষ্মন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং তার সাথে আলাপ করতে লাগলেন॥ ৮-৯ ॥

তদ্দর্শনপ্রমুদিতঃ সংনিবৃত্তপরিশ্রমঃ।
পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসঞ্শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ১০

তাঁকে দেখে রাজা দুষ্মন্তর পথশ্রম বিদুরিত হল এবং তাঁর মন আনন্দিত হয়ে কামনাবাসনায় জর্জরিত হল। ক্লান্তি অপনীত হলে তিনি সুমধুর বাক্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—॥ ১০ ॥

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে।
কিং বা চিকীর্ষিতং ত্বত্র ভবত্যা নির্জনে বনে॥ ১১

'হে কমললোচনে! তুমি কে, তুমি কার মেয়ে? আমার মনোহারিণী সুন্দরী! এই নির্জন বনমধ্যে তুমি কী করছ॥ ১১ ॥

ব্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্‌ম্যহং ত্বাং সুমধ্যমে।
ন হি চেতঃ পৌরবাণামধর্মে রমতে ক্বচিৎ॥ ১২

হে সুন্দরী! পুরুবংশীয়দের মন কখনোই অধর্মে অনুরক্ত হয় না, তাই আমার নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে তুমি অবশ্যই কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা'॥ ১২ ॥

শকুন্তলোবাচ

বিশ্বামিত্রাত্মজৈবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে।
বেদৈতদ্ ভগবান্ কণ্বো বীর কিং করবাম[৪] তে॥ ১৩

শকুন্তলা বললেন—'হে রাজন্! আপনার অনুমান সত্য। আমি বিশ্বামিত্রের আত্মজা। অপ্সরা মেনকা আমাকে বনের মধ্যে পরিত্যাগ করে চলে যায়। মহর্ষি কণ্ব আমাকে পালনপোষণ করেছেন, তিনি এই ঘটনা অবগত

[১]রতিনারো। [২]রৈতির্দুষ্য.। [৩]মুমুহে সদ্যো। [৪]বাণি।

আস্যতাং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণং চ নঃ।
ভুজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে॥ ১৪

দুষ্যন্ত উবাচ

উপপন্নমিদং সুভ্রু জাতায়াঃ কুশিকান্বয়ে।
স্বয়ং হি বৃণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরম্॥ ১৫

ওমিত্যুক্তে[১] যথাধর্মমুপযেমে শকুন্তলাম্।
গান্ধর্ববিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ॥ ১৬

অমোঘবীর্যো রাজর্ষির্মহিষ্যাং বীর্যমাদধে।
শ্বোভূতে স্বপুরং যাতঃ কালেনাসূত সা সুতম্॥ ১৭

কণ্বঃ[২] কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ।
বদ্ধ্বা মৃগেন্দ্রাংস্তরসা[৩] ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ॥ ১৮

তং দুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা।
হরেরংশাংশসম্ভূতং ভর্তুরন্তিকমাগমৎ॥ ১৯

যদা ন জগৃহে রাজা ভার্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ।
শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং খে বাগাহাশরীরিণী॥ ২০

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্তকমাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্॥ ২১

রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।
ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা॥ ২২

পিতর্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্তী মহাযশাঃ।
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি॥ ২৩

আছেন। হে বীরচূড়ামণি ! আমি এখন আপনার জন্য কী করতে পারি অনুমতি করুন॥ ১৩ ॥ হে অরবিন্দাক্ষ ! আপনি এখানে আসন গ্রহণ করুন এবং আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। আমাদের আশ্রমে কিছু নীবার-তণ্ডুল আছে—ভোজন করুন ; আর যদি অভিরুচি হয় তাহলে আজ এখানে অবস্থিতি করতে অনুমতি হোক'॥ ১৪ ॥

দুষ্মন্ত বললেন—'হে সুন্দরী ! তুমি কুশিক বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, অতএব এরকম আচরণ তোমারই উপযুক্ত বটে। কারণ রাজকন্যাগণ নিজেদের উপযুক্ত বরকে স্বয়ংই বরণ করে থাকেন'॥ ১৫ ॥ শকুন্তলার অনুমোদন পেয়ে দেশ-কাল-শাস্ত্রবিশারদ রাজা দুষ্মন্ত গন্ধর্ববিধিমতে ধর্মানুসারে শকুন্তলাকে বিয়ে করলেন॥ ১৬ ॥ অমোঘ বীর্য রাজা দুষ্মন্ত সেই রাত্রিতে মহিষী শকুন্তলার গর্ভে বীর্য আধান করলেন এবং পরদিন সকালে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন। যথাসময়ে শকুন্তলার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল॥ ১৭ ॥

মহর্ষি কণ্ব বনের মধ্যেই সেই কুমারের কালোচিত জাতকর্মাদি সংস্কার ক্রিয়াসকল সম্পন্ন করলেন। ওই কুমার বালক-অবস্থায়ই এমন বলবান ছিল যে, বড় বড় সিংহদের ধরে নিয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করত॥ ১৮ ॥

সেই বালক ভগবানের অংশাবতার ছিল। তার সেই অপরিমিত বলবিক্রম দেখে রমণীরত্ন শকুন্তলা তাকে নিয়ে নিজের পতির কাছে গেলেন॥ ১৯ ॥ দুষ্মন্ত যখন তাঁর নির্দোষ পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করলেন না, তখন উপস্থিত সকলের শ্রুতিগোচর অদৃশ্য এক আকাশবাণী হল॥ ২০ ॥ দুষ্মন্তকে সম্বোধন করে সেই আকাশবাণী বলল—'ওহে দুষ্মন্ত ! পুত্র উৎপন্নের প্রক্রিয়ায় মা কেবল পাত্রের মতো একটি আধার, বাস্তবে পুত্র পিতারই, কারণ পিতা নিজেই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব হে দুষ্মন্ত, তুমি শকুন্তলার অবমাননা কোরো না, নিজের ছেলের ভরণপোষণ করো॥ ২১ ॥ হে রাজন্ ! ঔরসজাত পুত্র তার পিতাকে নরক থেকে উদ্ধার করে। শকুন্তলা যা বলছে সব সত্যি। তুমিই এই গর্ভের উৎপাদক'॥ ২২ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! পিতা দুষ্মন্ত পরলোকগত হলে, কীর্তিমান সেই ছেলে চক্রবর্তী সম্রাট হলেন।

[১]ক্তো। [২]কুমারস্য বনে চক্রে সর্বাঃ সমুদিতাঃ। [৩]গেন্দ্রং তরসা ক্রীড়তে স চ বাল.।

চক্রং দক্ষিণহস্তেঽস্য পদ্মকোশোঽস্য পাদয়োঃ।
ঈজে মহাভিষেকেণ সোঽভিষিক্তোঽধিরাড়্[1] বিভুঃ॥ ২৪

পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ।
মামতেয়ং[2] পুরোধায় যমুনায়ামনু প্রভুঃ॥ ২৫

অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ ববন্ধ প্রদদদ্ বসু।
ভরতস্য হি[3] দৌষ্যন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ।
সহস্রং বদ্বশো যস্মিন্ ব্রাহ্মণা গা বিভেজিরে॥ ২৬

ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং হ্যশ্বান্ বদ্‌ধ্বা বিস্মাপয়ন্ নৃপান্।
দৌষ্যন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ॥ ২৭

মৃগাঙ্কুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্[4]।
অদাৎ কর্মণি মষ্ণারে[5] নিযুতানি চতুর্দশ॥ ২৮

ভরতস্য মহৎ কর্ম ন পূর্বে নাপরে নৃপাঃ।
নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা॥ ২৯

কিরাতহূণান্ যবনানকন্ধ্রান্ কঙ্কান্ খশাঙ্ককান্।
অব্রহ্মণ্যান্ নৃপাংশ্চাহন্ ম্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েঽখিলান্॥ ৩০

জিত্বা পুরাসুরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে।
দেবস্ত্রিয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরৎ॥ ৩১

ভগবানের অংশে সমুৎপন্ন সেই চক্রবর্তী সম্রাটের মহিমা পৃথিবীতে আজও কীর্তিত হয়॥ ২৩ ॥ বালকের ডান হাতে চক্রচিহ্ন, পায়ের তলায় পদ্মকোষচিহ্ন বিরাজিত ছিল। তিনি মহাঅভিষেক দ্বারা অধিরাজাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন॥ ২৪ ॥ তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সম্রাট। মমতার ছেলে দীর্ঘতমা মুনিকে পৌরহিত্যে বরণ করে তিনি গঙ্গাসাগরসঙ্গম থেকে শুরু করে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত গঙ্গার তীরে পঞ্চান্নটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। একইভাবে যমুনার তীরে প্রয়াগ থেকে শুরু করে যমুনোত্রী পর্যন্ত আটাত্তরটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। প্রতিটি যজ্ঞেই তিনি বিপুল ধনরত্ন দান করেছিলেন। দুষ্মন্তপুত্র ভরত যজ্ঞীয় অগ্নিস্থাপন অতি উত্তম গুণযুক্ত স্থানেই করেছিলেন। সেই অগ্নি স্থাপনের সময় তিনি ব্রাহ্মণদের এত গোদান করেছিলেন যে এক হাজার ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে এক এক বদ্ধ (১৩০৮৪ সংখ্যক) গাভী পেয়েছিলেন॥ ২৫-২৬ ॥ এইভাবে সেই যজ্ঞে একশো তেত্রিশ (৫৫+৭৮) যজ্ঞীয়-অশ্ব বন্ধন করে (১৩৩টি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে) তিনি সমস্ত রাজকুলকে চমৎকৃত করেছিলেন। এই যজ্ঞসমূহের দ্বারা তিনি ইহলোকে প্রভূত যশলাভ করেছিলেন এবং অন্তকালে মায়াকেও বশীভূত করে দেবতাদের পরমগুরু ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করেছিলেন॥ ২৭ ॥ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা কর্ম আছে 'মষ্ণার'। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় শ্বেতদন্তবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ও সুবর্ণমণ্ডিত চৌদ্দ লক্ষ হাতি দান করেছিলেন॥ ২৮ ॥ ভরত যে মহান কর্ম করেছিলেন সেই বিশাল কর্ম না তো আগে কোনো রাজা করেছিলেন, না পরে কেউ করতে পারবেন। হাত দিয়ে কী কেউ স্বর্গ ছুঁতে পারে ? ২৯ ॥ দিগ্বিজয় করার সময় তিনি কিরাত, হূণ, যবন, অন্ধ্র, কঙ্ক, খশ, শক ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণদ্রোহী রাজাদের বধ করেছিলেন॥ ৩০ ॥ পুরাকালে শক্তিশালী অসুরগণ দেবতাদের পরাজিত করেছিল এবং রসাতলাদি স্থানে বাসা নিয়েছিল। সেইসময় বলশালী অসুরেরা অনেক দেবাঙ্গনাকেও রসাতলে নিয়ে যায়। মহারাজ ভরত সেই সব অসুরদের সংহার করে অপহৃত দেবরমণীদের আবার স্বর্গে ফিরিয়ে

[1]বিরাড়্। [2]গঙ্গাতোয়ং। [3]তু। [4]পরিষ্কৃতান্। [5]মন্তারে।

সর্বকামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী।
সমাস্ত্রিনবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্তয়ৎ॥ ৩২

স সম্রাড্ লোকপালাখ্যমৈশ্বর্যমধিরাট্ শ্রিয়ম্।
চক্রং চাস্খলিতং প্রাণান্[১] মৃষেত্যুপররাম হ॥ ৩৩

তস্যাসন্ নৃপ[২] বৈদর্ভাঃ পত্ন্যস্তিস্রঃ সুসম্মতাঃ।
জঘ্নুস্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্ নানারূপা ইতীরিতে॥ ৩৪

তস্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্।
মরুৎসোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ॥ ৩৫

অন্তর্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ।
প্রবৃত্তো বারিতো গর্ভং শপ্ত্বা বীর্যমবাসৃজৎ॥ ৩৬

তং ত্যক্তুকামাং মমতাং ভর্তৃত্যাগবিশঙ্কিতাম্।
নামনির্বচনং তস্য শ্লোকমেনং[৩] সুরা জগুঃ॥ ৩৭

মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্॥ ৩৮

এনেছিলেন॥ ৩১ ॥ তাঁর রাজত্বকালে স্বর্গ ও পৃথিবী প্রজাগণের সকল কামনা পূরণ করত। তিনি সাতাশ হাজার বৎসর রাজত্ব করে সকল দিকেই একচ্ছত্র শাসন করে গেছেন॥ ৩২ ॥ এইভাবে রাজ্য ভোগ করার পর মহারাজ ভরত ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিস্ময়োৎপাদক ঐশ্বর্য, সার্বভৌম সম্পত্তি, অপ্রতিহত শাসন এবং এই জীবন—সবই অলীক বিবেচনা করে সর্ববিষয়ে নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন॥ ৩৩ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বিদর্ভরাজের তিনটি কন্যাকে রাজা ভরত পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখন ভরত তাদের বললেন যে তোমাদের পুত্রেরা আমার মতো হয়নি, তখন তারা খুবই ভয় পেয়ে গেল যে সম্রাট হয়তো তাদের ত্যাগ করে দেবেন। সেই ভয়ে তারা নিজেদের ছেলেদের হত্যা করল॥ ৩৪ ॥ এইভাবে সম্রাট ভরতের বংশ লোপ হবার উপক্রম হল। তখন তিনি সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে মরুৎসোম নামক যজ্ঞ করেন। তাতে মরুৎগণ প্রসন্ন হয়ে ভরতকে ভরদ্বাজ নামে একটি পুত্র সমর্পণ করেন॥ ৩৫ ॥ ভরদ্বাজের জন্মবিবরণ এই যে, বৃহস্পতি একবার কামমোহিত হয়ে নিজের ভাই উতথ্যের গর্ভবতী পত্নীর সাথে মৈথুনে প্রবৃত্ত হতে চেয়েছিলেন। সেই সময় গর্ভের মধ্যে স্থিত বালক (দীর্ঘতমা) (গর্ভের মধ্যে দ্বিতীয় বালকের জায়গা হবে না বলে) তাকে এই কর্ম করতে নিষেধ করে। বৃহস্পতি সেই কথায় কান না দিয়ে 'তুমি অন্ধ হও' বলে তাকে অভিশাপ দিয়ে বলপূর্বক গর্ভাধান করে দেন॥ ৩৬ ॥ এই ঘটনায় উতথ্যপত্নী 'মমতা' স্বামী কর্তৃক পরিত্যাগের ভয়ে খুবই ভীত হয়ে পড়ল। কাজেই সে বৃহস্পতির ঔরসজাত ছেলেটিকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। সেই সময় দেবগণ গর্ভস্থ শিশুর নামকরণ করতে এলেন ॥ ৩৭ ॥ বৃহস্পতি মমতাকে বললেন যে, 'ওরে মূঢ় ! এই গর্ভ আমার ঔরস এবং আমার ভাইয়ের ক্ষেত্রজ—সুতরাং আমাদের দুজনেরই ছেলে (দ্বাজ) ; কাজেই ভয় পেও না, একে লালনপালন করো। তাতে মমতা বলল, 'হে বৃহস্পতি ! এ আমার স্বামীর নয়, এ আমাদের দুজনের (তোমার এবং আমার) পুত্র ; তাই তুমিই এর ভরণপোষণ করো।' এইভাবে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করে মাতা ও পিতা দুজনেই শিশুকে ফেলে রেখে চলে গেল। তাই এই পুত্রের নাম হল 'ভরদ্বাজ'॥ ৩৮ ॥

[১]পুংসাং। [২]নৃপি.। [৩]কমেকং।

চোদ্যমানা সুরৈরেবং মত্বা বিতথমাত্মজম্।
ব্যসৃজন্ মরুতোঽবিভ্রন্ দত্তোঽয়ং বিতথেঽন্বয়ে॥ ৩৯

দেবতাদের দ্বারা এইভাবে নাম নির্বাচিত হওয়ার পরও মমতা বিবেচনা করে নিশ্চয় করল যে আমার এই পুত্র বিতথ অর্থাৎ জারজ। তাই সে অবশেষে ওই বালককে ত্যাগ করে। তখন মরুৎগণ সেই বালকের লালনপালন করেন এবং ভরতের বংশলোপের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাঁরা এই ছেলেটি ভরতকে প্রদান করেন। এই বিতথই (ভরদ্বাজ) হলেন ভরতের দত্তক পুত্র॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে[১] বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

অথৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ
একবিংশ অধ্যায়
ভরতবংশের বর্ণনা এবং রাজা রন্তিদেবের কথা

শ্রীশুক উবাচ

বিতথস্য সুতো[২] মন্যুর্বৃহৎক্ষত্রো জয়স্ততঃ।
মহাবীর্যো নরো গর্গঃ সঙ্কৃতিস্তু নরাত্মজঃ॥ ১

গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সঙ্কৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন।
রন্তিদেবস্য হি যশ ইহামুত্র চ গীয়তে॥ ২

বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ।
নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ॥ ৩

ব্যতীয়ুরষ্টচত্বারিংশদহান্যপিবতঃ কিল।
ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! বিতথ (ভরতের বিতথ অর্থাৎ পুত্রহীন বংশে গৃহীত হওয়াতে ওই পুত্রের নাম হল বিতথ বা ভরদ্বাজ) বা ভরদ্বাজের পুত্র হল মন্যু। মন্যুর পাঁচটি পুত্র ছিল—বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর ও গর্গ। নরের পুত্রের নাম সংস্কৃতি ॥ ১ ॥ সংস্কৃতির দুই পুত্র—গুরু আর রন্তিদেব। হে পরীক্ষিৎ! ওই রন্তিদেবের মহিমা ইহলোক ও পরলোক সর্বত্র গীত হয়॥ ২ ॥ আকাশের মতো বিনা চেষ্টায় দৈববশে যা প্রাপ্ত হত তাতেই তিনি জীবন নির্বাহ করবেন ফলে দিনদিন তাঁর সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। যা কিছু তিনি পেতেন তার সবটাই দান করে দিতেন এবং নিজে ক্ষুধার্তও থেকে যেতেন। সংগ্রহ-পরিগ্রহ, মমতাশূন্য হয়ে ধৈর্যপূর্বক তিনি নিজের পরিবারের সঙ্গে কায়ক্লেশে দিন যাপন করছিলেন॥ ৩ ॥ একবার দীর্ঘ আটচল্লিশ দিন পর্যন্ত তার পানীয় জল পর্যন্ত জুটল না। উনপঞ্চাশ দিনের ভোরবেলা

[১]প্রাচীন বইতে 'পুরুবংশানুকীর্তনং' নামক এই অংশটি অধিক আছে। [২]সুতান্ বক্ষ্যে বৃহ.।

কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুত্তৃড্‌ভ্যাং জাতবেপথোঃ।
অতিথির্ব্রাহ্মণঃ কালে ভোক্তুকামস্য চাগমৎ।। ৫

তস্মৈ সংব্যভজৎ সোঽন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
হরিং সর্বত্র সংপশ্যন্ স ভুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজঃ।। ৬

অথান্যো মোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতে।
বিভক্তং ব্যভজৎ তস্মৈ বৃষলায় হরিং স্মরন্।। ৭

যাতে শূদ্রে তমন্যোঽগাদতিথিঃ শ্বভিরাবৃতঃ।
রাজন্ মে দীয়তামন্নং সগণায় বুভুক্ষতে।। ৮

স আদৃত্যাবশিষ্টং যদ্ বহুমানপুরস্কৃতম্।
তচ্চ দত্ত্বা নমশ্চক্রে শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে বিভুঃ।। ৯

পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্।
পাস্যতঃ পুল্কসোঽভ্যাগাদপো দেহ্যশুভায়[১] মে।। ১০

তস্য[২] তাং করুণাং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমাম্।
কৃপয়া ভৃশসন্তপ্ত ইদমাহামৃতং বচঃ।। ১১

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ।। ১২

ক্ষুত্তৃট্‌শ্রমো গাত্রপরিশ্রমশ্চ
দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তো-
র্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে।। ১৩

কেউ তাঁকে ঘি, পায়েস, হালুয়া এবং জল এনে দিল ॥ ৪ ॥ পরিবারবর্গের অবস্থা তখন সংকটাপন্ন, ক্ষুৎপিপাসায় তাঁরা উৎপীড়িত। যেইমাত্র তাঁরা সেই খাদ্য গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন সেইক্ষণে অতিথিরূপে এক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন॥ ৫ ॥ রন্তিদেব সব কিছুর মধ্যেই শ্রীহরিকে দর্শন করতেন। সুতরাং তিনি সপ্রেম সশ্রদ্ধভাবে সেই খাদ্য দিয়ে ব্রাহ্মণের ভোজন সৎকার করলেন। ব্রাহ্মণদেবতা ভোজনান্তে বিদায় নিলেন॥ ৬ ॥

হে মহারাজ ! অবশিষ্ট খাদ্য যখন রন্তিদেব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ভোজন করতে উদ্যত হলেন, সেই মুহূর্তে আর একজন শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হল। রন্তিদেব ভগবানকে স্মরণ করে অবশিষ্ট খাদ্যের কিছু অংশ শূদ্রের রূপে আগত অতিথিকে ভোজন করালেন॥ ৭ ॥

শূদ্ররূপী অতিথি ভোজনান্তে বিদায় নিলে একপাল কুকুর নিয়ে আর এক ব্যক্তি এসে বলল—হে রাজন্ ! আমি আর আমার এই কুকুরগুলি বড়ই ক্ষুধার্ত ; আমাদের কিছু খেতে দিন॥ ৮ ॥ রন্তিদেব সম্মানপূর্বক সাদরে, যা কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল সবটাই তাকে দিয়ে দিলেন এবং ভগবদ্‌ময় চিত্তে কুকুরপাল এবং সেই সঙ্গে আগত ব্যক্তিকে ভগবানরূপে নমস্কার করলেন॥ ৯ ॥ একজনের পিপাসা নিবৃত্ত হতে পারে মাত্র এই পরিমাণ জল অবশিষ্ট রইল। সেই জলটুকু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে যখন পান করতে উদ্যত হলেন এমন সময়ে একজন চণ্ডাল এসে বলল—হে রাজন্ ! আমি অত্যন্ত হীনজাতি ; আমাকে একটু খাবার জল দিন॥ ১০ ॥ অতিকষ্টে উচ্চারিত চণ্ডালের সেই সকরুণ আর্ত আবেদন শুনে রন্তিদেব তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে অমৃতময় বাক্যে বললেন—॥ ১১ ॥ 'ভগবানের কাছে আমি অষ্টসিদ্ধি সংযুক্ত পরমগতি প্রার্থনা করি না। বেশি কথা কী, আমি মোক্ষও কামনা করি না। আমি শুধু চাই যে আমি যেন সমস্ত প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের অন্তরের বেদনা অনুভব করে সেই দুঃখ সহ্য করে তাদের দুঃখ যেন দূর করতে পারি॥ ১২ ॥ এই দীন প্রাণী জল পান করে জীবিত থাকতে চাইছে। জল দান করলে এর জীবন রক্ষা

[১]ভায় মে। [২]তস্যেতি কক্ষ.।

ইতি প্রভাষ্য পানীয়ং ম্রিয়মাণঃ পিপাসয়া।
পুক্কসায়াদদাদ্ধীরো[১] নিসর্গকরুণো নৃপঃ॥ ১৪

তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্।
আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্মিতাঃ॥ ১৫

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ[২]।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥ ১৬

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্বতোহনন্যরাধসঃ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত॥ ১৭

তৎ প্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্তিনঃ।
অভবন্ যোগিনঃ সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ১৮

গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম[৩] হ্যবর্তত।
দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্যাৎ[৪] তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ॥ ১৯

পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ।
বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোহভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্॥ ২০

অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ।
অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ॥ ২১

অজমীঢ়াদ্ বৃহদিষুস্তস্য পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ।
বৃহৎকায়স্ততস্তস্য পুত্র আসীজ্জয়দ্রথঃ॥ ২২

তৎসুতো বিশদস্তস্য সেনজিৎ সমজায়ত।
রুচিরাশ্বো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বৎসশ্চ তৎসুতাঃ॥ ২৩

হয়। এর দ্বারা আমার ক্ষুধা-পিপাসাজনিত পীড়া, শ্রম, ভ্রম, দৈন্য, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ ও মোহ সবই নিবৃত্ত হয়ে যাবে। আমি সুখী হব।'॥ ১৩ ॥ এই কথা বলে রন্তিদেব সেই অবশিষ্ট পানীয় জলটুকুও ওই চণ্ডালকে সমর্পণ করলেন। তাঁর হৃদয় এত দয়ার্দ্র ছিল যে পিপাসায় স্বয়ং ম্রিয়মাণ হয়েও তিনি নিজেকে সংবরণ করতে পারেননি। তাঁর ধৈর্যেরও কি কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল ? ১৪ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! এই সব অতিথিগণ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মায়া শক্তিরই বিভিন্ন রূপ। ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর নিজভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী ত্রিভুবনপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—তিনজনেই তাঁর সামনে সশরীরে আত্মপ্রকাশ করলেন॥ ১৫ ॥ রন্তিদেব তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। তাঁদের কাছ থেকে রন্তিদেবের কিছুই নেওয়ার ছিল না। ভগবৎ কৃপায় তিনি নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ হয়ে গেলেন আর সপ্রেম ভক্তিসহকারে নিজেকে ভগবান বাসুদেবে সমাহিত করলেন ; তাঁদের কাছে কিছুই যাচঞা করলেন না॥ ১৬ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! তিনি একমাত্র পরমেশ্বর প্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোনো ফলের তো আকাঙ্ক্ষাই করতেন না, তাই তিনি নিজের মনকে শুধুমাত্র ঈশ্বরাশ্রয়ী করেই রেখেছিলেন। নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় ত্রিগুণময়ী মায়া তাঁর কাছ থেকে স্বতই দূরীভূত হয়েছিল॥ ১৭ ॥ রন্তিদেবের অনুবর্তী ব্যক্তিগণও তাঁর সংসর্গ প্রভাবে সকলেই নারায়ণপরায়ণ যোগী হয়েছিলেন॥ ১৮ ॥

মনুপুত্র গর্গ থেকে শিনি, শিনির থেকে গার্গ্য জন্মগ্রহণ করেন। গার্গ্য যদিও ক্ষত্রিয় ছিলেন তবুও তাঁর থেকে ব্রাহ্মণকুল উৎপন্ন হয়েছে। মহাবীর্যের পুত্র হয় দুরিতক্ষয়। তার তিন পুত্র—ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। তাঁরা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, যিনি হস্তিনাপুর নগরীর পত্তন করেন॥ ১৯-২০ ॥ হস্তীর তিন পুত্র—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্রদের মধ্যে প্রিয়মেধাদি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন॥ ২১ ॥ এই অজমীঢ়ের এক পুত্রের নাম ছিল বৃহদিষু। বৃহদিষুর পুত্রের নাম বৃহদ্ধনু, তার পুত্র বৃহৎকায়, তার পুত্র জয়দ্রথ॥ ২২ ॥ জয়দ্রথের পুত্রের নাম বিশদ আর

[১]দ্ধীরো। [২]তজ্বরঃ। [৩]ব্রহ্মণ্যবর্তত। [৪]বীর্যো যস্য ত্র.।

রুচিরাশ্বসুতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ।
পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ॥ ২৪

স কৃত্ব্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ।
স[১] যোগী গবি ভার্যায়াং বিষ্বক্সেনমধাৎ সুতম্॥ ২৫

জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ।
উদক্সেনস্ততস্তস্মাদ্ ভল্লাটো বার্হদীষবাঃ॥ ২৬

যবীনরো দ্বিমীঢ়স্য কৃতিমাংস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
নাম্না সত্যধৃতিস্তস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্শ্বকৃৎ॥ ২৭

সুপার্শ্বাৎ সুমতিস্তস্য পুত্রঃ সন্নতিমাংস্ততঃ।
কৃতির্হিরণ্যনাভাদ্ যো যোগং প্রাপ্য জগৌ স্ম ষট্॥ ২৮

সংহিতাঃ প্রাচ্যসাম্নাং বৈ নীপো হ্যুগ্রায়ুধস্ততঃ।
তস্য ক্ষেম্যঃ সুবীরোঽথ সুবীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ॥ ২৯

ততো বহুরথো নাম পুরুমীঢোঽপ্রজোঽভবৎ।
নলিন্যামজমীঢস্য নীলঃ শান্তিঃ[২] সুতস্ততঃ॥ ৩০

শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোঽর্কস্ততোঽভবৎ।
ভর্ম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্মুদ্গলাদয়ঃ॥ ৩১

যবীনরো বৃহদ্বিশ্বঃ[৩] কাম্পিল্যঃ সংজয়ঃ সুতাঃ।
ভর্ম্যাশ্বঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি[৪]॥ ৩২

বিষয়াণামলমিমে ইতি পঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ।
মুদ্গলাদ্ ব্রহ্মনির্বৃত্তং[৫] গোত্রং মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতম্॥ ৩৩

মিথুনং মুদ্গলাদ্ ভার্ম্যাদ্ দিবোদাসঃ পুমানভূৎ।
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্তু গৌতমাৎ॥ ৩৪

বিশদের পুত্র সেনজিৎ। সেনজিতের চার পুত্র—রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস॥ ২৩ ॥ রুচিরাশ্বের পুত্রের নাম পার এবং পারের পুত্র হল পৃথুসেন। পারের আরেকটি পুত্রের নাম ছিল নীপ। নীপের পুত্রসংখ্যা একশো॥ ২৪ ॥ ওই নীপই (ছায়া) [শ্রীশুকদেব অসঙ্গ ছিলেন কিন্তু তিনি যখন বনে চলে যান তখন একটি ছায়াশুক সৃষ্টি করে সংসারে রেখে গিয়েছিলেন। সেই ছায়াশুকই গৃহস্থোচিত ব্যবহার করেছিলেন।] শুকের মেয়ে কৃত্বীকে বিবাহ করেন। তাদের থেকে ব্রহ্মদত্ত নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদত্ত যোগীপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর পত্নীর গর্ভে বিশ্বকসেন নামে একটি পুত্রের জন্ম দেন॥ ২৫ ॥ এই বিশ্বকসেনই জৈগীষব্যের উপদেশে যোগতন্ত্র প্রণয়ন করেন। বিশ্বকসেনের পুত্রের নাম উদক্সেন এবং উদক্সেনের পুত্র ছিলেন ভল্লাদ্। এঁরা সকলেই বৃহদিষুর বংশধর॥ ২৬ ॥

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, যবীনরের পুত্র কৃতিমান, তাঁর পুত্র সত্যধৃতি, সত্যধৃতির পুত্র দৃঢ়নেমি এবং দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব॥ ২৭ ॥ সুপার্শ্বের ঔরসে সুমতি জন্মগ্রহণ করেন, সুমতির পুত্র সন্নতিমান এবং সন্নতিমানের পুত্র কৃতি। এই কৃতি হিরণ্যনাভের কাছ থেকে যোগোপদেশ লাভ করে 'প্রাচ্যসাম' নামক ঋচার ছয়খানি সংহিতা বিভাগ করে অধ্যাপনা করেন। কৃতির পুত্র নীপ, নীপের পুত্র উগ্রায়ুধ, উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র সুবীর এবং সুবীরের পুত্র ছিলেন রিপুঞ্জয়॥ ২৮-২৯ ॥ রিপুঞ্জয়ের পুত্রের নাম ছিল বহুরথ। দ্বিমীঢ়ের ভাই পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের দ্বিতীয়া পত্নী নলিনীর গর্ভে অজমীঢ়ের নীল নামে এক পুত্র হয়। নীলের শান্তি, শান্তির সুশান্তি, সুশান্তির থেকে পুরুজ, পুরুজের অর্ক এবং অর্কের পুত্র ছিলেন ভর্ম্যাশ্ব। ভর্ম্যাশ্বের পাঁচটি পুত্র—মুদ্গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্জয়। ভর্ম্যাশ্ব বলেছিলেন—আমার এই পাঁচটি পুত্র পাঁচটি দেশ শাসনে সমর্থ (পঞ্চ অলম্)। এই জন্য তারা 'পাঞ্চাল' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মুদ্গলের থেকে মৌদ্গল্য নামক ব্রাহ্মণ গোত্র উৎপন্ন হয়॥ ৩০-৩৩ ॥

ভর্ম্যাশ্বপুত্র মুদ্গলের ঔরসে যমজ সন্তান হয়।

[১]যোগী স। [২]স্তিস্ততঃ সুতঃ। [৩]হদ্বিশ্ব.। [৪]বৈ। [৫]সংবৃ.।

তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ।
শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্বশীদর্শনাৎ কিল॥ ৩৫

শরস্তম্বেঽপতদ্ রেতো মিথুনং তদভূচ্ছুভম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাচ্ছান্তনুর্মৃগয়াং চরন্।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী॥ ৩৬

পুত্রের নাম হয় দিবোদাস আর মেয়ে অহল্যা। এই অহল্যার বিয়ে হয়েছিল মহর্ষি গৌতমের সাথে। গৌতমের পুত্রের নাম ছিল শতানন্দ॥ ৩৪॥ শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি, তিনি ধনুর্বিদ্যায় বিশারদ হয়েছিলেন। সত্যধৃতির পুত্রের নাম শরদ্বান্, উর্বশীকে দেখে একদিন সেই শরদ্বানের বীর্য স্খলিত হয়ে শরস্তম্ভে (নলবনে) পড়েছিল, তার থেকে এক শুভলক্ষণযুক্ত পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়। মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করতে করতে দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই শিশুদুটি দেখতে পান। দয়াপরবশ হয়ে তিনি দুই শিশুকে নিয়ে আসেন। ছেলেটির নাম কৃপাচার্য এবং কন্যার নাম কৃপী। এই কৃপী দ্রোণাচার্যের পত্নী হয়েছিলেন॥ ৩৫-৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে[১] একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ২১॥

অথ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পাঞ্চাল, কৌরব ও মগধ দেশীয় রাজাদের বংশ বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

মিত্রেয়ুশ্চ দিবোদাসাচ্চ্যবনস্তৎসুতো নৃপ।
সুদাসঃ সহদেবোঽথ সোমকো জন্তুজন্মকৃৎ[২]॥ ১
তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ সুতঃ।
দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী তস্য ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সুতাঃ॥ ২
ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ ধৃষ্টকেতুর্ভার্ম্যাং পঞ্চালকা ইমে।
যোঽজমীঢ়সুতো হ্যন্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ॥ ৩
তপত্যাং সূর্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ।
পরীক্ষিৎ সুধনুর্জহ্নুর্নিষধাশ্বঃ কুরোঃ সুতাঃ॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! দিবোদাসের পুত্রের নাম মিত্রেয়ু। মিত্রেয়ুর চার পুত্র—চ্যবন, সুদাস, সহদেব ও সোমক। সোমকের একশো পুত্র হয়েছিল। তাদের মধ্যে জন্ম হল সর্বজ্যেষ্ঠ এবং পৃষত সর্বকনিষ্ঠ। পৃষতের পুত্রের নাম দ্রুপদ। দ্রুপদের পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন আর কন্যার নাম দ্রৌপদী॥ ১-২॥ ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রের নাম ধৃষ্টকেতু। ভর্ম্যাশ্বের বংশে জাত এই সব নরপতিদের 'পাঞ্চাল' বলা হত। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর একটি পুত্র ছিল। তাঁর পুত্রের নাম সংবরণ॥ ৩॥ সূর্যকন্যা তপতীর সাথে সংবরণের বিবাহ হয়েছিল। তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্রের অধিপতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। কুরুর চার

---

[১]প্রাচীন বইতে 'ভরতবংশানুকীর্তনে' এই অংশটি অধিক আছে। [২]জাতুকর্মকৃৎ।

সুহোত্রোঽভূৎ সুধনুষশ্চ্যবনোঽথ ততঃ কৃতী।
বসুস্তস্যোপরিচরো বৃহদ্রথমুখাস্ততঃ।। ৫

কুশাম্বমৎস্যপ্রত্যগ্রচেদিপাদ্যাশ্চ চেদিপাঃ।
বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রোঽভূদৃষভস্তস্য তৎসুতঃ।। ৬

জজ্ঞে সত্যহিতোঽপত্যং পুষ্পবাংস্তৎসুতো জহুঃ।
অন্যস্যাং চাপি ভার্যায়াং শকলে দ্বে বৃহদ্রথাৎ।। ৭

তে মাত্রা বহিরুৎসৃষ্টে জরয়া চাভিসন্ধিতে।
জীব জীবেতি ক্রীড়ন্ত্যা জরাসন্ধোঽভবৎ সুতঃ।। ৮

ততশ্চ সহদেবোঽভূৎ সোমাপির্যচ্ছ্রুতশ্রবাঃ।
পরীক্ষিদনপত্যোঽভূৎ সুরথো নাম জাহ্নবঃ।। ৯

ততো বিদূরথস্তস্মাৎ সার্বভৌমস্ততোঽভবৎ।
জয়সেনস্তত্তনয়ো রাধিকোঽতোঽযুতো হ্যভূৎ।। ১০

ততশ্চ ক্রোধনস্তস্মাৎ দেবাতিথিরমুষ্য চ।
ঋক্ষস্তস্য[1] দিলীপোঽভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজঃ।। ১১

দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজাঃ।
পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য[2] দেবাপিস্তু বনং গতঃ।। ১২

অভবচ্ছান্তনূ রাজা প্রাঙ্মহাভিষসংজ্ঞিতঃ।
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ।। ১৩

শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্মণা তেন শান্তনুঃ।
সমা দ্বাদশ তদ্রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভুঃ।। ১৪

শান্তনুর্ব্রাহ্মণৈরুক্তঃ পরিবেত্তায়মগ্রভুক্।
রাজ্যং দেহ্যগ্রজায়াশু পুররাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে।। ১৫

পুত্র—পরীক্ষিৎ, সুধন্বা, জহ্নু ও নিষধাস্ব।। ৪ ।।

সুধন্বার পুত্র সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন, তাঁর পুত্র কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচরবসু এবং তাঁর পুত্র বৃহদ্রথ প্রমুখ।। ৫ ।। তাঁদের মধ্যে বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র ও চেদিপ প্রমুখ চেদিদেশের রাজা হন। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, কুশাগ্রের পুত্র ঋষভ, তাঁর পুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান এবং পুষ্পবানের পুত্র জহু। বৃহদ্রথের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি শরীর দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।। ৬-৭ ।।

জননী সেই দুটি খণ্ড বাইরে ফেলে দিয়েছিল। জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দুই খণ্ডকে পড়ে থাকতে দেখে তাদের হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে 'জীবিত হও', 'জীবিত হও' বলে দুই খণ্ডকে জুড়ে এক করে দিয়েছিল। সেই যুক্ত হওয়া বালকের নাম হয় জরাসন্ধ।। ৮ ।। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, সহদেবের সোমাপি এবং সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবা। কুরুর অগ্রজ পুত্র পরীক্ষিৎ নিঃসন্তান ছিলেন। জহ্নুর পুত্রের নাম ছিল সুরথ।। ৯ ।। সুরথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্বভৌম, তার পুত্র জয়সেন, জয়সেনের পুত্র রাধিক এবং রাধিকের পুত্র হল অযুত।। ১০ ।।

অযুতের পুত্র ক্রোধন, ক্রোধনের পুত্র দেবাতিথি, দেবাতিথির পুত্র ঋষ্য, ঋষ্যের পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ।। ১১ ।। প্রতীপের তিন পুত্র—দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি নিজের পিতৃরাজ্য ছেড়ে বনে চলে যান।। ১২ ।। ফলে তাঁর ছোট ভাই শান্তনু রাজা হন। শান্তনুর পূর্বজন্মের নাম ছিল মহাভিষ। এই জন্মেও শান্তনু যে কোনো জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেই ব্যক্তি যৌবন ফিরে পেত।। ১৩ ।। যৌবন লাভের সঙ্গেই সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট শান্তিও লাভ করত। তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য তাঁকে শান্তনু বলা হত। একবার শান্তনুর রাজ্যে ইন্দ্র বারো বছর বারিবর্ষণ করেননি। এর কারণ হিসেবে ব্রাহ্মণরা শান্তনুকে বললেন যে, 'তুমি তোমার বড় ভাই দেবাপির আগেই বিয়ে করেছ এবং অগ্নিহোত্র ও রাজত্ব গ্রহণ করেছ সেইজন্য তুমি পরিবেত্তা (দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে

[1]ঋক্ষ.। [2]সমুৎ সৃজ্য।

এবমুক্তো দ্বিজৈর্জ্যেষ্ঠং ছন্দয়ামাস সোঽব্রবীৎ।
তন্মন্ত্রিপ্রহিতৈর্বিপ্রৈর্বেদাদ্ বিভ্রংশিতো গিরা॥ ১৬

বেদবাদাতিবাদান্ বৈ তদা[1] দেবো ববর্ষ হ।
দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ॥ ১৭

সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি।
বাহ্লীকাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ ভূরির্ভূরিশ্রবাস্ততঃ॥ ১৮

শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্ গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্।
সর্বধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ॥ ১৯

বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোঽপি যুধি তোষিতঃ।
শন্তনোর্দাশকন্যায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সুতঃ॥ ২০

বিচিত্রবীর্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ।
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা॥ ২১

বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোঽহমিদমধ্যগাম্।
হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ॥ ২২

মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ।
বিচিত্রবীর্যোঽথোবাহ কাশিরাজসুতে বলাৎ॥ ২৩

স্বয়ম্বরাদুপানীতে অম্বিকাম্বালিকে উভে।
তয়োরাসক্তহৃদয়ো গৃহীতো যক্ষ্মণা মৃতঃ॥ ২৪

স্থিতে। পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয় পরিবিত্তিস্তু পূর্বজঃ॥ অর্থাৎ যে পুরুষ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বর্তমানে তার থেকে পূর্বেই নিজে বিয়ে এবং অগ্নিহোত্রের সংযোগ করে সে পরিবেত্তা নামে অভিহিত হয় আর তার বড় ভাই পরিবিত্তি নামে অভিহিত হয়)। এইজন্য তোমার রাজ্যে বারিবর্ষণ হচ্ছে না। তুমি যদি নিজের নগরী এবং রাষ্ট্রের উন্নতি চাও তবে শীঘ্রাতিশীঘ্র বড় ভাইকে রাজ্য প্রদান করো॥ ১৪-১৫ ॥ ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে তিনি বনে গিয়ে বড় ভাই দেবাপিকে রাজ্য গ্রহণের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তার আগেই শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মরাত প্রেরিত পাষণ্ডমতবাদী ব্রাহ্মণদের বাক্যের দ্বারা দেবাপি বেদমার্গ ভ্রষ্ট হয়ে বেদনিন্দাসূচক বাক্য বলাতে অধঃপতিত ও রাজ্যপালনের অযোগ্য হন। অতএব শান্তনুকে দোষশূন্য জেনে দেবগণ তাঁর রাজ্যে বর্ষণ করেন। দেবাপি এখনও যোগিগণের প্রসিদ্ধ নিবাসস্থান কলাপগ্রামে নিবাস করে যোগসাধন করছেন॥ ১৬-১৭ ॥ কলিযুগে চন্দ্রবংশ বিলুপ্ত হলে তিনিই সত্যযুগের প্রারম্ভে আবার চন্দ্রবংশ স্থাপনা করবেন। শান্তনুর ছোট ভাই বাহ্লীকের পুত্রের নাম সোমদত্ত। সোমদত্তের তিন পুত্র—ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাদেবীর গর্ভে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ভীষ্মের জন্ম হয়, যিনি ধর্মজ্ঞ শিরোমণি পরম ভগবদ্ভক্ত ও পরমজ্ঞানী ছিলেন॥ ১৮-১৯ ॥ বীরাগ্রগণ্য ভীষ্ম তাঁর গুরু, ভগবান পরশুরামকে পর্যন্ত যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছিলেন। শান্তনুর ঔরসে তৎপত্নী কৈবর্তপালিত কন্যা সত্যবতীর গর্ভে [এই কন্যা আসলে উপরিচরবসুর বীর্যে মাছের গর্ভে উৎপন্ন হয়েছিল, কিন্তু দাসেরা (কৈবর্তেরা) তাকে প্রতিপালন করে, সেই কারণে দাসকন্যা বা কৈবর্তকন্যা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে] চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র জন্মায়। সমনামধারী চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্ব দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর মুনির ঔরসে আমার পিতা ভগবানের কলাবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অবতীর্ণ হন। ইনি বেদকে রক্ষা করেন। আমি আমার পিতার কাছেই এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অধ্যয়ন করেছি। এই পুরাণ পরম গোপনীয়—অত্যন্ত রহস্যময়।

[1]ততো।

ক্ষেত্রেঽপ্রজস্য বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং চ পাণ্ডুং চ বিদুরং চাপ্যজীজনৎ॥ ২৫

গান্ধার্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্য জজ্ঞে পুত্রশতং[১] নৃপ।
তত্র দুর্যোধনো জ্যেষ্ঠো দুঃশলা চাপি কন্যকা॥ ২৬

শাপান্মৈথুনরুদ্ধস্য পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ।
জাতা ধর্মানিলেন্দ্রেভ্যো যুধিষ্ঠিরমুখাস্ত্রয়ঃ॥ ২৭

নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্র্যাং নাসত্যদস্রয়োঃ।
দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ পুত্রাস্তে পিতরোঽভবন্॥ ২৮

যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসেনো বৃকোদরাৎ।
অর্জুনাচ্ছ্রুতকীর্তিস্তু শতানীকস্তু নাকুলিঃ॥ ২৯

সহদেবসুতো রাজঞ্ছ্রুতকর্মা[২] তথাপরে।
যুধিষ্ঠিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোঽথ ঘটোৎকচঃ॥ ৩০

ভীমসেনাদ্ধিড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্বগতস্ততঃ।
সহদেবাৎ সুহোত্রং তু বিজয়াসূত পার্বতী॥ ৩১

করেণুমত্যাং নকুলো নিরমিত্রং তথার্জুনঃ।
ইরাবন্তমুলূপ্যাং বৈ সুতায়াং বভ্রুবাহনম্।
মণিপুরপতেঃ সোঽপি তৎপুত্রঃ পুত্রিকাসুতঃ॥ ৩২

আমার পিতা ভগবান ব্যাসদেব পৈল প্রমুখ নিজের শিষ্যদের বাদ দিয়ে আমাকেই যোগ্য অধিকারী মনে করে এই পুরাণ অধ্যয়ন করিয়েছেন ; কারণ একে তো আমি তাঁর পুত্র, আর দ্বিতীয়ত শান্তি প্রভৃতি গুণ আমার মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। শান্তনুর ছোট পুত্র বিচিত্রবীর্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। এদের দুজনকেই ভীষ্ম স্বয়ংবরসভা থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে আনেন। বিচিত্রবীর্য উভয় পত্নীতেই অত্যন্ত ভোগাসক্ত হওয়াতে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন॥ ২০-২৪ ॥ মাতা সত্যবতীর নির্দেশে ভগবান ব্যাসদেব নিঃসন্তান ভাই বিচিত্রবীর্যের পত্নীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। রাজগৃহের দাসীর গর্ভে একইভাবে তৃতীয় পুত্র মহামতি বিদুর জন্মগ্রহণ করেন॥ ২৫ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী ছিলেন গান্ধারী। তিনি একশো পুত্রের জন্ম দেন। পুত্রদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন দুর্যোধন। ধৃতরাষ্ট্রের একটি কন্যাও হয়। তার নাম দুঃশলা। পাণ্ডুর পত্নীর নাম কুন্তী। অভিশাপের ফলে পাণ্ডু স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। তার ফলে কুন্তীর গর্ভ থেকে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের দ্বারা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুন নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। এঁরা তিন জনেই মহারথী ছিলেন॥ ২৭ ॥

পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিল মাদ্রী। অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের দ্বারা মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। হে পরীক্ষিৎ ! এই পঞ্চপাণ্ডবের দ্বারা দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তারা তোমার পিতৃব্য॥ ২৮ ॥ যুধিষ্ঠিরের পুত্রের নাম ছিল প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের পুত্রের নাম শ্রুতসেন, অর্জুনের শ্রুতকীর্তি, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতকর্মা। এছাড়া যুধিষ্ঠিরের পৌরবী নাম্নী পত্নীর থেকে দেবক এবং ভীমসেনের হিড়িম্বা নাম্নী পত্নীর থেকে ঘটোৎকচ ও কালী নাম্নী পত্নীর থেকে সর্বগত নামে পুত্র জন্মায়। পর্বতকন্যা বিজয়ার গর্ভে নকুলের পুত্র সুহোত্র এবং করেণুমতীর গর্ভে সহদেবের নরমিত্র নামক সন্তান হয়। অর্জুন দ্বারা নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে ইরাবান এবং মণিপুরের

[১]সুনু.। [২]শ্রুতকীর্তিস্তথা.।

তব তাতঃ সুভদ্রায়ামভিমন্যুরজায়ত।
সর্বাতিরথজিদ্ বীর উত্তরায়াং ততো ভবান্॥ ৩৩

পরিক্ষীণেষু কুরুষু দ্রৌণের্ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা।
ত্বং চ কৃষ্ণানুভাবেন সজীবো মোচিতোঽন্তকাৎ॥ ৩৪

তবেমে তনয়াস্তাত জনমেজয়পূর্বকাঃ।
শ্রুতসেনো ভীমসেন উগ্রসেনশ্চ বীর্যবান্॥ ৩৫

জনমেজয়স্ত্বাং বিদিত্বা তক্ষকান্নিধনং গতম্।
সর্পান্ বৈ সর্পযাগাগ্নৌ স হোষ্যতি রুষান্বিতঃ॥ ৩৬

কাবষেয়ং পুরোধায় তুরং তুরগমেধযাট্।
সমন্তাৎ পৃথিবীং সর্বাং জিত্বা যক্ষ্যতি চাধ্বরৈঃ॥ ৩৭

তস্য পুত্রঃ শতানীকো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ত্রয়ীং পঠন্।
অস্ত্রজ্ঞানং[১] ক্রিয়াজ্ঞানং শৌনকাৎ পরমেষ্যতি॥ ৩৮

সহস্রানীকস্তৎপুত্রস্ততশ্চৈবাশ্বমেধজঃ।
অসীমকৃষ্ণস্তস্যাপি নেমিচক্রস্তু[২] তৎসুতঃ॥ ৩৯

গজাহ্বয়ে হৃতে নদ্যা কৌশাম্ব্যাং সাধু বৎস্যতি।
উক্তস্ততশ্চিত্ররথস্তস্মাৎ কবিরথঃ[৩] সুতঃ॥ ৪০

তস্মাচ্চ বৃষ্টিমাংস্তস্য সুষেণোঽথ মহীপতিঃ।
সুনীথস্তস্য ভবিতা নৃচক্ষুর্যৎ[৪] সুখীনলঃ॥ ৪১

পরিপ্লবঃ সুতস্তস্মান্মেধাবী সুনয়াত্মজঃ।
নৃপঞ্জয়স্ততো দুর্বস্তিমিস্তস্মাজ্জনিষ্যতি[৫]॥ ৪২

রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। পুত্রিকধর্ম অনুসারে বভ্রুবাহনের মাতামহ মণিপুররাজ তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন॥ ২৯-৩২ ॥ সুভদ্রা নাম্নী পত্নীর গর্ভে অর্জুনের পুত্র, তোমার পিতা অভিমন্যুর জন্ম হয়। মহাবীর অভিমন্যু সমস্ত অতিরথদের ওপর বিজয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অভিমন্যু দ্বারা উত্তরার গর্ভে তোমার জন্ম হয়॥ ৩৩ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! তোমার জন্মের সময় কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে তুমিও দগ্ধ হয়ে যেতে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রভাব বিস্তার করে তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রতেজ থেকে রক্ষা করেছেন॥ ৩৪ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! তোমার ছেলেরা তো তোমার সামনেই বসে রয়েছে—জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন। এরা সকলেই বিশাল পরাক্রমশালী॥ ৩৫ ॥

তক্ষকদংশনে যখন তোমার মৃত্যু হবে তখন সেই কথা জানতে পেরে জনমেজয় অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যজ্ঞাগ্নিতে সর্পসমূহকে আহুতি প্রদান করবে॥ ৩৬ ॥ সে কাবষেয় (কবষপুত্র) তুর নামক ঋষিকে পৌরহিত্যে বরণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে এবং সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করে যজ্ঞদ্বারা ভগবানের আরাধনা করবে॥ ৩৭ ॥

জনমেজয়ের ছেলে হবে শতানীক। সে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির দ্বারা তিন বেদ এবং কর্মকাণ্ডের তথা কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করবে এবং শৌনকমুনির কাছে অত্যুত্তম আত্মজ্ঞান লাভ করে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হবে॥ ৩৮ ॥ শতানীকের সহস্রানীক, সহস্রানীকের অশ্বমেধজ, অশ্বমেধজের অসীমকৃষ্ণ এবং অসীমকৃষ্ণের পুত্র হবেন নেমিচক্র॥ ৩৯ ॥ নদীবেগে হস্তিনাপুর বিধ্বস্ত হলে ওই নেমিচক্র কৌশাম্বী নগরে সুখে বাস করবে। নেমিচক্রের পুত্র হবে চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র কবিরথ, কবিরথের বৃষ্টিমান, বৃষ্টিমানের পুত্র রাজা সুষেণ, সুষেণের পুত্র সুনীথ, সুনীথের নৃচক্ষু, নৃচক্ষুর পুত্র সুখীনল, সুখীনলের পরিপ্লব, পরিপ্লবের সুনয়, সুনয়ের পুত্র মেধাবী, মেধাবীর নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের দূর্ব এবং দূর্বের পুত্র হবেন তিমি॥ ৪০-৪২ ॥

[১]গ্রামং। [২]বিচক্রস্তৎসুতস্ততঃ। [৩]শুচিরথ.। [৪]ত্রিচ.। [৫]হুস্তী নিমিস্ত.।

তিমের্বৃহদ্রথস্তস্মাচ্ছতানীকঃ[১] সুদাসজঃ।
শতানীকাদ্ দুর্দমনস্তস্যাপত্যং বহীনরঃ॥ ৪৩

দণ্ডপাণির্নিমিস্তস্য ক্ষেমকো ভবিতা নৃপঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ প্রোক্তো[২] বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ॥ ৪৪

ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।
অথ মাগধরাজানো ভবিতারো বদামি তে॥ ৪৫

ভবিতা সহদেবস্য মার্জারির্যচ্ছ্রুতশ্রবাঃ।
ততোঽযুতায়ুস্তস্যাপি নিরমিত্রোঽথ তৎসুতঃ॥ ৪৬

সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাদ্ বৃহৎসেনোঽথ কর্মজিৎ।
ততঃ সৃতঞ্জয়াদ্ বিপ্রঃ শুচিস্তস্য ভবিষ্যতি॥ ৪৭

ক্ষেমোঽথ সুব্রতস্তস্মাদ্ ধর্মসূত্রঃ শমস্ততঃ[৩]।
দ্যুমৎসেনোঽথ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ॥ ৪৮

সুনীথঃ[৪] সত্যজিদথ বিশ্বজিদ্ যদ্ রিপুঞ্জয়ঃ।
বার্হদ্রথাশ্চ[৫] ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্॥ ৪৯

তিমির থেকে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ থেকে সুদাস, সুদাস থেকে শতানীক, শতানীকের থেকে দুর্দমন, দুর্দমন থেকে বহীনর, বহীনর থেকে দণ্ডপাণি, দণ্ডপাণি থেকে নিমি এবং নিমির থেকে জন্ম হবে রাজা ক্ষেমকের। এইভাবে আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের উৎপত্তিস্থান সোমবংশের বর্ণনা করলাম। বড় বড় দেবতা ও ঋষিগণ এই বংশের মান্যতা স্থাপন করেন॥ ৪৩-৪৪ ॥ রাজা ক্ষেমকের সাথে সাথে কলিযুগে এই বংশ লোপ পেয়ে যাবে। এখন আমি ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন সেই মগধ দেশের রাজাদের বর্ণনা শোনাচ্ছি॥ ৪৫ ॥

জরাসন্ধপুত্র সহদেব থেকে মার্জারি, মার্জারি থেকে শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবা থেকে অযুতায়ু এবং অযুতায়ুর পুত্র হবেন নিরমিত্র॥ ৪৬ ॥ নিরমিত্রের পুত্র হবেন সুনক্ষত্র, সুনক্ষত্রের বৃহৎসেন, বৃহৎসেনের কর্মজিৎ, কর্মজিতের সৃতঞ্জয়, সৃতঞ্জয়ের বিপ্র এবং বিপ্রের পুত্রের নাম হবে শুচি॥ ৪৭ ॥ শুচির পুত্র হবে ক্ষেম, ক্ষেমের সুব্রত, সুব্রত থেকে ধর্মসূত্র, ধর্মসূত্র থেকে শম, শমের দ্যুমৎসেন, দ্যুমৎসেনের সুমতি এবং সুমতির পুত্র হবেন সুবল॥ ৪৮ ॥ সুবলের পুত্র সুনীথ, সুনীথের সত্যজিৎ, সত্যজিতের বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিতের পুত্র হবেন রিপুঞ্জয়। এরা সব বৃহদ্রথবংশীয় নরপতি হবেন এবং অনধিক সহস্র বৎসর রাজত্ব করবেন॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ[৬]॥ ২২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

[১]নি.। [২]যোনির্বংশো। [৩]শমঃ সুতঃ। [৪]তঃ। [৫]ধাস্ত্ব। [৬]সোমবংশে দ্বাবিংশতিতমো।

অথ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অনু, দ্রুহ্যু, তুর্বসু এবং যদু বংশের বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরোক্ষশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতস্ততঃ[১] ॥ ১

জনমেজয়স্তস্য পুত্রো মহাশীলো মহামনাঃ।
উশীনরস্তিতিক্ষুশ্চ মহামনস আত্মজৌ॥ ২

শিবির্বনঃ[২] শমির্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ।
বৃষাদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রঃ কৈকেয় আত্মজাঃ[৩]॥ ৩

শিবেশ্চত্বার এবাসংস্তিতিক্ষোশ্চ রুশদ্রথঃ।
ততো হেমোঽথ সুতপা বলিঃ সুতপসোঽভবৎ॥ ৪

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ সুহ্মপুণ্ড্রান্ধ্রসংজ্ঞিতাঃ।
জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ॥ ৫

চক্রুঃ স্বনাম্না বিষয়ান্ ষডিমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে।
খনপানোঽঙ্গতো জজ্ঞে তস্মাদ্ দিবিরথস্ততঃ॥ ৬

সুতো ধর্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজাঃ।
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা ॥ ৭

শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ তাম্।
দেবেঽবর্ষতি যং রামা আনিন্যুর্হরিণীসুতম্॥ ৮

নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ ।
স তু রাজ্ঞোঽনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্বতঃ॥ ৯

প্রজামদাদ্ দশরথো যেন লেভেঽপ্রজঃ প্রজাঃ।
চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্তু তৎসুতঃ॥ ১০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যযাতির পুত্র অনুর তিন পুত্র হয়েছিল—সভানর, চক্ষু ও পরোক্ষ। সভানরের পুত্র কালনর, কালনরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, জনমেজয়ের মহাশীল এবং মহাশীলের পুত্র মহামনা। মহামনার দুই পুত্র—উশীনর ও তিতিক্ষু॥ ১-২ ॥ উশীনরের চার পুত্র ছিল—শিবি, বন, শমী ও দক্ষ। শিবির চার পুত্র—বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কৈকেয়। উশীনরের ভাই তিতিক্ষুর রুশদ্রথ, রুশদ্রথের পুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতপা এবং সুতপার বলি নামক পুত্র হয়েছিল॥ ৩-৪ ॥

রাজা বলির পত্নীর গর্ভে দীর্ঘতমা মুনি ছয়টি পুত্র উৎপন্ন করেন—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও অন্ধ্র॥ ৫ ॥ এই পুত্রেরা নিজের নিজের নামানুসারে পূর্বদিকে ছয়টি রাজ্য স্থাপনা করেছিলেন। অঙ্গের পুত্রের নাম ছিল খনপান, খনপানের দিবিরথ, দিবিরথের পুত্র ধর্মরথ এবং ধর্মরথের পুত্র চিত্ররথ। এই চিত্ররথই রোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এঁর বন্ধু ছিলেন অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ। রোমপাদ নিঃসন্তান ছিলেন। এইজন্য দশরথ রোমপাদকে তাঁর মেয়ে শান্তাকে দত্তক দেন। শান্তার বিয়ে হয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সঙ্গে। বিভাণ্ডক মুনির দ্বারা হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম হয়। একদা রোমপাদ রাজার রাজ্যে বহুদিন পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি। তখন গণিকাগণ রাজার নির্দেশে নৃত্য, গীত, বাদ্য, বিলাস, আলিঙ্গন ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা মুগ্ধ করে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে নিয়ে আসে। মুনির উপস্থিতিমাত্রেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়ে গেল। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ইন্দ্রের উদ্দেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। এর ফলে নিঃসন্তান রাজা রোমপাদও পুত্র লাভ করেন। অপুত্রক রাজা দশরথও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কৃপায় চারটি পুত্র লাভ করেন। রোমপাদের পুত্রের নাম চতুরঙ্গ এবং চতুরঙ্গের পুত্রের

[১]তৎসুতঃ সৃঞ্জয়স্ততঃ। [২]সৃষ্টির্বৈ নঃ ক্ষমির্দক্ষঃ। [৩]আত্মবান্।

বৃহদ্রথো বৃহৎকর্মা বৃহদ্ভানুশ্চ তৎসুতাঃ।
আদ্যাদ্ বৃহন্মনাস্তস্মাজ্জয়দ্রথ উদাহৃতঃ ॥ ১১

বিজয়স্তস্য সম্ভূত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত।
ততো ধৃতব্রতস্তস্য সৎকর্মাধিরথস্ততঃ॥ ১২

যোঽসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মঞ্জূষান্তর্গতং শিশুম্।
কুন্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোঽকরোৎ সুতম্॥ ১৩

বৃষসেনঃ সুতস্তস্য কর্ণস্য জগতীপতেঃ।
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বভ্রুঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ॥ ১৪

আরব্ধস্তস্য গান্ধারস্তস্য ধর্মস্ততো ধৃতঃ।
ধৃতস্য দুর্মনাস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসং শতম্[১]॥ ১৫

ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভূবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।
তুর্বসোশ্চ সুতো বহ্নির্বহ্নের্ভর্গোঽথ ভানুমান্[২]॥ ১৬

ত্রিভানুস্তৎ সুতোঽস্যাপি করন্ধম উদারধীঃ।
মরুতস্তৎ সুতোঽপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বভূৎ॥ ১৭

দুষ্মন্তঃ স পুনর্ভেজে স্বং বংশং রাজ্যকামুকঃ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশং নরর্ষভ॥ ১৮

বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্বপাপহরং নৃণাম্।
যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৯

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ।
যদোঃ সহস্রজিৎক্রোষ্টানলো রিপুরিতি শ্রুতাঃ॥ ২০

চত্বারঃ সূনবস্তত্র শতজিৎ[৩] প্রথমাত্মজঃ।
মহাহয়ো বেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ॥ ২১

ধর্মস্তু[৪] হৈহয়সুতো নেত্রঃ কুন্তেঃ[৫] পিতা ততঃ।
সোহঞ্জিরভবৎ কুন্তের্মহিষ্মান্ ভদ্রসেনকঃ॥ ২২

নাম পৃথুলাক্ষ॥ ৬-১০॥ পৃথুলাক্ষের তিন পুত্র—বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্ম ও বৃহদ্ভানু। বৃহদ্রথের পুত্রের নাম বৃহন্মনা, আর বৃহন্মনার পুত্র জয়দ্রথ॥ ১১ ॥ জয়দ্রথের পত্নীর নাম ছিল সম্ভূতি। সম্ভূতির গর্ভে জয়দ্রথের পুত্র হয় বিজয়। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সৎকর্মা এবং সৎকর্মার পুত্র ছিল অধিরথ॥ ১২ ॥

অধিরথ নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন গঙ্গাতটে বিচরণকালে তিনি দেখতে পেলেন যে একটি পাত্রের মধ্যে এক নবজাত শিশু নদীতে ভেসে যাচ্ছে। সেই শিশুটি ছিল কর্ণ, যাকে তার মা কুন্তী, কুমারী অবস্থায় জন্ম দেওয়াতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ; অধিরথ তাকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন॥ ১৩ ॥ হে পরীক্ষিৎ ! কর্ণের পুত্রের নাম ছিল বৃষসেন। যযাতিপুত্র দ্রুহ্যুর পুত্রের নাম বভ্রু। বভ্রুর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরব্ধ, আরব্ধের পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্মনা, এবং দুর্মনার পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশো পুত্র হয়েছিল। তাঁরা উত্তর দিকে ম্লেচ্ছদের অধিপতি হয়েছিলেন। যযাতিপুত্র তুর্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ, ভর্গের পুত্র ভানুমান, ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু, ত্রিভানুর পুত্র উদারমতি করন্ধম এবং করন্ধমের পুত্র হয় মরুত। মরুতের কোনো সন্তান হয়নি। তাই তিনি পুরু-বংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন॥ ১৪-১৭॥ কিন্তু দুষ্মন্ত রাজ্যাভিলাষী হয়ে পুনরায় নিজের বংশে ফিরে যান। হে পরীক্ষিৎ ! এখন আমি তোমার কাছে রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশাবলি বর্ণন করব॥ ১৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! মহারাজ যদুর বংশ পরম পবিত্র ও মানুষের সর্বপাপহর। যদুবংশ কীর্তন শ্রবণে মানুষ সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ১৯ ॥ এই যদুবংশে ভগবান পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদুর চার পুত্র ছিল—সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল ও রিপু। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র—মহাহয়, বেণুহয় এবং হৈহয়॥ ২০-২১ ॥ হৈহয়ের পুত্র ধর্ম, ধর্মের পুত্র নেত্র, নেত্রের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সোহঞ্জি। সোহঞ্জির পুত্র মহিষ্মান এবং মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রসেন॥ ২২ ॥

[১]সুতম্। [২]বহ্নিমান্। [৩]সত্যজিত্তৎসু। [৪]র্মশ্চ। [৫]কুন্তেস্ততঃ পিতা।

দুর্মদো[১] ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীর্যসূঃ।
কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্মা চ কৃতৌজা ধনকাত্মজাঃ॥ ২৩

অর্জুনঃ কৃতবীর্যস্য সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ।
দত্তাত্রেয়াদ্ধরেরংশাৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ॥ ২৪

ন নূনং কার্তবীর্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞদানতপোযোগশ্রুতবীর্যজয়াদিভিঃ[২]॥ ২৫

পঞ্চাশীতিসহস্রাণি হ্যব্যাহতবলঃ সমাঃ।
অনষ্টবিত্তস্মরণো বুভুজেঽক্ষয্যষড়্‌বসু॥ ২৬

তস্য পুত্রসহস্রেষু[৩] পঞ্চৈবোর্বরিতা মৃধে।
জয়ধ্বজঃ শূরসেনো বৃষভো মধুরূর্জিতঃ॥ ২৭

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ।
ক্ষত্রং[৪] যৎ তালজঙ্ঘাখ্যমৌর্বতেজোপসংহৃতম্[৫]॥ ২৮

তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো বৃষ্ণিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বৃষ্ণিজ্যেষ্ঠং যতঃ কুলম্॥ ২৯

মাধবা বৃষ্ণয়ো রাজন্ যাদবাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ।
যদুপুত্রস্য চ ক্রোষ্টোঃ পুত্রো বৃজিনবাংস্ততঃ॥ ৩০

শ্বাহিস্ততো রুশেকুর্বৈ তস্য চিত্ররথস্ততঃ।
শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভোজো মহানভূৎ॥ ৩১

চতুর্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্যপরাজিতঃ।
তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ॥ ৩২

ভদ্রসেনের দুই পুত্র—দুর্মদ ও ধনক। ধনকের চার পুত্র—কৃতবীর্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা ও কৃতৌজা॥ ২৩॥ কৃতবীর্যের পুত্রের নাম ছিল অর্জুন, তিনি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। ভগবানের অংশাবতার শ্রীদত্তাত্রেয়ের থেকে তিনি যোগবিদ্যা এবং অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিলেন॥ ২৪ ॥ এ সংসারে কোনো সম্রাটই কোনোদিন যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, বিজয়াদি গুনে কার্তবীর্য অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারবে না॥ ২৫ ॥ সহস্রবাহু অর্জুন পঁচাশি হাজার বছর পর্যন্ত ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারা অক্ষয় বিষয়ভোগ করেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো বলহীনতা অনুভব বা বিত্তনাশের চিন্তাও করেননি। তাঁর চিত্তনাশের কথা তো কোন্ ছার, তাঁর প্রভাব এমনই ছিল যে তাঁর স্মরণমাত্রই অন্য যে কারও বিনষ্ট ধন পুনরুদ্ধার হত॥ ২৬ ॥ তাঁর সহস্রাধিক পুত্রের মধ্যে মাত্র পাঁচ জনই জীবিত ছিলেন, বাকি সব পরশুরামের ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পাঁচ জন জীবিত পুত্রের নাম ছিল—জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু ও উর্জিত॥ ২৭ ॥

জয়ধ্বজের পুত্রের নাম ছিল তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের একশোটি ছেলে হয়। এদের 'তালজঙ্ঘ' নামক ক্ষত্রিয় বলা হত। মহর্ষি ঔর্বের সহায়তায় সগর রাজা তাদের সংহার করেন॥ ২৮ ॥ সেই শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ছিল বীতিহোত্র। বীতিহোত্রের পুত্রের নাম ছিল মধু। মধুর একশো পুত্র হয়েছিল। তাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠের নাম ছিল বৃষ্ণি॥ ২৯ ॥ পরীক্ষিৎ ! এই মধু, বৃষ্ণি এবং যদুর নাম থেকেই এদের বংশ মাধব, বার্ষ্ণেয় ও যাদব নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। যদুনন্দন ক্রোষ্টুর পুত্রের নাম ছিল বৃজিনবান্॥ ৩০ ॥ বৃজিনবানের পুত্র শ্বাহি, শ্বাহির পুত্র রুশেকু, রুশেকুর পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথের পুত্রের নাম ছিল শশবিন্দু। শশবিন্দু পরম যোগী, মহান ভোগৈশ্বর্যসম্পন্ন ও পরাক্রমী ছিলেন॥ ৩১॥ তিনি চতুর্দশ রত্নের (হাতি, ঘোড়া, রথ, স্ত্রী, বাণ, ধনসম্পদ, মালা, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র ও বিমান) অধিপতি, চক্রবর্তী সম্রাট ও যুদ্ধে

[১]দুর্দমো। [২]যোগৈঃ শ্রুত.। [৩]স্রস্য। [৪]ক্ষাত্রং। [৫]র্বশ্যাপোপ.।

দশলক্ষসহস্রাণি পুত্রাণাং তাস্বজীজনৎ।
তেষাং তু ষট্প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ॥ ৩৩

ধর্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাট্।
তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসন্নাত্মজাঃ শৃণু॥ ৩৪

পুরুজিদ্রুক্মরুক্মেষুপৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ ।
জ্যামঘস্ত্বপ্রজোঽপ্যন্যাং ভার্যাং শৈব্যাপতির্ভয়াৎ ॥ ৩৫

নাবিন্দচ্ছত্রুভবনাদ্[১] ভোজ্যাং কন্যামহারষীৎ।
রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমর্ষিতা॥ ৩৬

কেয়ং কুহক মৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ।
স্নুষা তবেত্যভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ॥ ৩৭

অহং বন্ধ্যাসপত্নী চ স্নুষা মে[২] যুজ্যতে কথম্।
জনয়িষ্যসি যং রাজ্ঞি তস্যেয়মুপযুজ্যতে॥ ৩৮

অন্বমোদন্ত[৩] তদ্বিশ্বেদেবাঃ পিতর এব চ।
শৈব্যা গর্ভমধাৎ কালে কুমারং সুষুবে শুভম্।
স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযেমে স্নুষাং সতীম্॥ ৩৯

অপরাজেয় ছিলেন। পরম যশস্বী শশবিন্দুর দশ হাজার পত্নী ছিল। এই পত্নীদের প্রত্যেকের গর্ভে তিনি এক এক লক্ষ সন্তান উৎপাদন করেন। এই হিসেবে তার শতকোটি—অর্থাৎ এক অর্বুদ সন্তান হয়েছিল। এদের মধ্যে পৃথুশ্রবা প্রভৃতি ছয় পুত্র প্রধান ছিলেন। পৃথুশ্রবার পুত্রের নাম ছিল ধর্ম, ধর্মের পুত্রের নাম উশনা। উশনা একশো অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। উশনার পুত্র রুচক। রুচকের পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম শোনো॥ ৩২-৩৪ ॥ পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু ও জ্যামঘ। জ্যামঘের স্ত্রীর নাম ছিল শৈব্যা। বহুদিন পর্যন্ত জ্যামঘের কোনো সন্তান হয়নি। কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে তিনি আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। তিনি একদা শত্রুভবন থেকে ভোজ্যা নাম্নী এক কন্যাকে হরণ করে এনেছিলেন। শৈব্যা যখন স্বামীর রথে উপবিষ্ট ওই কন্যাকে দেখেন তখন ক্রুদ্ধা হয়ে চিৎকার করে তাঁর স্বামীকে বললেন — 'ওরে বঞ্চক ! আমার বসবার জায়গায় আজ কাকে বসিয়ে নিয়ে আসছ ?' জ্যামঘ বললেন—'ইনি তো তোমারই পুত্রবধূ।' বিস্মিতা হয়ে শৈব্যা স্বামীকে বললেন—॥ ৩৫-৩৭ ॥

'আমি তো আজন্ম বন্ধ্যা, আমার কোনো সতীনও নেই। তাহলে ইনি আমার পুত্রবধূ কী করে হতে পারেন ?' জ্যামঘ বললেন—'রানি ! তোমার যে পুত্র জন্মাবে, ইনি তারই পত্নী হবেন'॥ ৩৮ ॥ জ্যামঘের এই উত্তর বিশ্বদেব এবং পিতৃগণ অনুমোদন করলেন। তারপরে আর কী ! যথাসময়ে শৈব্যা গর্ভধারণ করলেন এবং পরে একটি সুন্দর বালকপুত্র প্রসব করলেন। বালকের নাম হল বিদর্ভ। বিদর্ভ শৈব্যার সাধ্বী পুত্রবধূ ভোজ্যাকে বিবাহ করেন॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে যদুবংশানুবর্ণনে[৪] ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
নবমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

[১]নাস্তব্যাং। [২]যুজ্যতে মে কথম্। [৩]পত্যামোদন্ত। [৪]নুকথনে।

অথ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ
চতুর্বিংশ অধ্যায়
বিদর্ভের বংশ বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

তস্যাং বিদর্ভোঽজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ।
তৃতীয়ং রোমপাদং চ বিদর্ভকুলনন্দনম্॥ ১

রোমপাদসুতো বভ্রুর্বভ্রোঃ কৃতিরজায়ত।
উশিকস্তৎসুতস্তস্মাচ্চেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃপ॥ ২

ক্রথস্য কুন্তিঃ পুত্রোঽভূদ্ ধৃষ্টিস্তস্যাথ নির্বৃতিঃ।
ততো দশার্হো নাম্নাভূৎ তস্য ব্যোমঃ সুতস্ততঃ॥ ৩

জীমূতো বিকৃতিস্তস্য যস্য ভীমরথঃ সুতঃ।
ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথস্ততঃ॥ ৪

করম্ভিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাত্মজঃ।
দেবক্ষত্রস্ততস্তস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ[১]॥ ৫

পুরুহোত্রস্ত্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাত্বতস্ততঃ।
ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোঽন্ধকঃ॥ ৬

সাত্বতস্য সুতাঃ সপ্ত মহাভোজশ্চ মারিষ।
ভজমানস্য নিম্লোচিঃ[২] কিঙ্কিণো ধৃষ্টিরেব চ॥ ৭

একস্যামাত্মজাঃ পত্ন্যামন্যস্যাং চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভো॥ ৮

বভ্রুর্দেবাবৃধসুতস্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ত্যমূ।
যথৈব[৩] শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথান্তিকাৎ॥ ৯

বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ॥ ১০

যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি।
মহাভোজোঽপি[৪] ধর্মাত্মা ভোজা[৫] আসংস্তদন্বয়ে॥ ১১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! রাজা বিদর্ভের ভোজ্যা নাম্নী স্ত্রীর তিনটি পুত্র হয়। তাদের নাম—কুশ, ক্রথ ও রোমপাদ। রোমপাদ বিদর্ভবংশে খুবই বিখ্যাত পুরুষ হয়েছিলেন॥ ১ ॥

রোমপাদের পুত্র বভ্রু ; বভ্রুর ঔরসে কৃতির জন্ম ; কৃতির পুত্র উশিক এবং উশিকের পুত্র চেদি। হে রাজন্! এই চেদির বংশেই দমঘোষ এবং শিশুপাল প্রভৃতির জন্ম হয়॥ ২ ॥ ক্রথের পুত্রের নাম কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্টি, ধৃষ্টির পুত্র নির্বৃতি, নির্বৃতির পুত্র দশার্হ আর দশার্হের পুত্র ব্যোম॥ ৩ ॥

ব্যোমের পুত্র জীমূত, জীমূতের পুত্রের নাম বিকৃতি। বিকৃতির পুত্র ভীমরথ, ভীমরথের পুত্র নবরথ এবং নবরথের পুত্র দশরথ॥ ৪ ॥ দশরথের পুত্র হয় শকুনি, শকুনির পুত্র করম্ভি, করম্ভি থেকে দেবরাত, দেবরাত থেকে দেবক্ষত্র, দেবক্ষত্র থেকে মধু, মধুর থেকে কুরুবশ এবং কুরুবশের ঔরসে অনুর জন্ম হয়॥ ৫ ॥ অনুর থেকে পুরুহোত্র, পুরুহোত্র থেকে আয়ু এবং আয়ুর থেকে সাত্বতের জন্ম হয়। হে পরীক্ষিৎ! সাত্বতের সাতটি পুত্র হয়—ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ। ভজমানের দুই স্ত্রী ছিল, এক পত্নীর থেকে তিন পুত্র হয়—নিম্লোচি, কিঙ্কিণ ও ধৃষ্টি। অন্য পত্নীরও তিনটি পুত্র হয়—শতজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ॥ ৬-৮ ॥

দেবাবৃধের পুত্রের নাম ছিল বভ্রু। দেবাবৃধ ও বভ্রুর সম্বন্ধে কথিত আছে যে—'তাঁদের সম্বন্ধে দূর থেকে যেমন শুনেছি, সামনে এসেও তাই দেখছি'॥ ৯ ॥

বভ্রু মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর দেবাবৃধ দেবতুল্য। তার কারণ এই যে, 'দেবাবৃধ ও বভ্রুর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে চৌদ্দ হাজার পঁয়ষট্টি জন পুরুষ মোক্ষ লাভ করেছে।' সাত্বতের পুত্রদের মধ্যে মহাভোজও অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। তাঁর বংশে ভোজবংশীয় যাদবগণ জন্মগ্রহণ করেন॥ ১০-১১॥

[১]শস্ততঃ। [২]বিম্লোবিঃ। [৩]যথা চ। [৪]জোঽতিধর্মা.। [৫]জাশ্বাসং.।

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রঃ পুত্রোঽভূদ্ যুধাজিচ্চ পরন্তপ।
শিনিস্তস্যানমিত্রশ্চ নিম্নোঽভূদনমিত্রতঃ॥ ১২

হে পরীক্ষিৎ ! বৃষ্ণির দুই পুত্র—সুমিত্র ও যুধাজিৎ। যুধাজিতের দুই পুত্র—শিনি ও অনমিত্র। অনমিত্রের পুত্র হয় নিম্ন॥ ১২ ॥

সত্রাজিতঃ প্রসেনশ্চ নিম্নস্যাপ্যাসতুঃ সুতৌ।
অনমিত্রসুতো যোঽন্যঃ শিনিস্তস্যাথ সত্যকঃ॥ ১৩

সত্রাজিৎ ও প্রসেন নামে প্রসিদ্ধ দুজন যদুবংশী নিম্নেরই পুত্র ছিলেন। অনমিত্রের আরও একটি পুত্র ছিল, যার নাম শিনি। শিনির থেকেই সত্যকের জন্ম হয়॥ ১৩ ॥

যুযুধানঃ সাত্যকির্বৈ জয়স্তস্য কুণিস্ততঃ।
যুগন্ধরোঽনমিত্রস্য বৃষ্ণিঃ পুত্রোঽপরস্ততঃ॥ ১৪

শ্বফল্কশ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাং চ শ্বফল্কতঃ।
অক্রুরপ্রমুখা[১] আসন্ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ॥ ১৫

আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্ গিরিঃ।
ধর্মবৃদ্ধঃ সুকর্মা চ ক্ষেত্রোপেক্ষোঽরিমর্দনঃ॥ ১৬

শত্রুঘ্নো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহুশ্চ দ্বাদশ।
তেষাং স্বসা সুচীরাখ্যা দ্বাবক্রূরসুতাবপি॥ ১৭

দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাত্মজাঃ।
পৃথুর্বিদূরথাদ্যাশ্চ[২] বহবো বৃষ্ণিনন্দনাঃ॥ ১৮

এই সত্যকের পুত্রের নাম ছিল যুযুধান, ইনি সাত্যকি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সাত্যকির পুত্র জয়, জয়ের পুত্র কুণি আর কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল বৃষ্ণি। বৃষ্ণির দুই পুত্র—শ্বফল্ক ও চিত্ররথ। শ্বফল্কের স্ত্রীর নাম ছিল গান্দিনী। গান্দিনীর গর্ভে সর্বশ্রেষ্ঠ অক্রূর ছাড়া আরও বারোটি পুত্র হয়—আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিদ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষেত্রোপক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদন ও প্রতিবাহু। এদের একটি বোনও ছিল, তার নাম সুচীরা। অক্রূরের দুই পুত্র ছিল—দেববান আর উপদেব। শ্বফল্কের ভাই চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি অনেক পুত্র হয়—যাদের বৃষ্ণি-বংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য করা হয়॥ ১৪-১৮ ॥

কুকুরো ভজমানশ্চ শুচিঃ কম্বলবর্হিষঃ।
কুকুরস্য সুতো বহ্নির্বিলোমা[৩] তনয়স্ততঃ॥ ১৯

কপোতরোমা তস্যানুঃ সখা যস্য চ[৪] তুম্বুরুঃ।
অন্ধকো দুন্দুভিস্তস্মাদরিদ্যোতঃ পুনর্বসুঃ॥ ২০

তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা[৫] চৈবাহুকাত্মজৌ।
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ॥ ২১

সাত্বকের পুত্র অন্ধকের চার পুত্র হয়—কুকুর, ভজমান, শুচি আর কম্বলবর্হি। এদের মধ্যে কুকুরের পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র বিলোমা, বিলোমার পুত্র কপোতরোমা এবং কপোতরোমার পুত্র অনু। তুম্বুরু নামক গন্ধর্বের সাথে অনুর বিশেষ সখ্যতা ছিল। অনুর পুত্র অন্ধক, অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি, দুন্দুভির পুত্র অরিদ্যোত, অরিদ্যোতের পুনর্বসু এবং পুনর্বসুর আহুক নামে এক পুত্র ও আহুকী নামে এক কন্যা জন্মায়। আহুকের দুই পুত্র—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চার পুত্র জন্মায়॥ ১৯-২১ ॥

দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্ধনঃ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো[৬] নৃপ॥ ২২

শান্তিদেবোপদেবা[৭] চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ॥ ২৩

এঁরা হলেন দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্ধন। এঁদের সাতটি বোনও ছিল—ধৃত, দেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী। বসুদেব এদের সাত জনকেই বিবাহ করেন॥ ২২-২৩ ॥

কংসঃ সুনামা ন্যগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুহূস্তথা।
রাষ্ট্রপালোঽথ সৃষ্টিশ্চ তুষ্টিমানৌগ্রসেনয়ঃ[৮]॥ ২৪

উগ্রসেনের নয়টি পুত্র ছিল—কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি ও সৃষ্টিমান॥ ২৪ ॥

[১]খাশ্চাসন্.। [২]র্বিপৃথুধন্যাদ্যাঃ। [৩]ধৃষ্টি.। [৪]তু। [৫]দ্বাবা.। [৬]ব্রীত।
[৭]দেবী চ শ্রীদেবী। [৮]নুগ্রসেনজাঃ।

কংসা কংসবতী কঙ্কা শূরভূ রাষ্ট্রপালিকা।
উগ্রসেনদুহিতরো বসুদেবানুজস্ত্রিয়ঃ॥ ২৫

শূরো বিদূরথাদাসীদ্ ভজমানঃ সুতস্ততঃ।
শিনিস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজো[১] হৃদীকস্তৎসুতো মতঃ॥ ২৬

দেববাহুঃ শতধনুঃ কৃতবর্মেতি[২] তৎসুতাঃ।
দেবমীঢ়স্য শূরস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূৎ॥ ২৭

তস্যাং স জনয়ামাস দশ পুত্রানকল্মষান্।
বসুদেবং দেবভাগং দেবশ্রবসমানকম্॥ ২৮

সৃঞ্জয়ং শ্যামকং কঙ্কং শমীকং বৎসকং বৃকম্।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি॥ ২৯

বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্।
পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীর্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ॥ ৩০

রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যঃ পঞ্চ কন্যকাঃ।
কুন্তেঃ সখ্যুঃ পিতা শূরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ॥ ৩১

সাহঽপ দুর্বাসসো বিদ্যাং দেবহূতিং প্রতোষিতাৎ।
তস্যা[৩] বীর্যপরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিম্॥ ৩২

তদৈবোপাগতং[৪] দেবং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা।
প্রত্যয়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি[৫] দেব ক্ষমস্ব মে॥ ৩৩

অমোঘং দর্শনং[৬] দেবি আধিৎসে ত্বয়ি চাত্মজম্।
যোনির্যথা ন দুষ্যেত কর্তাহং তে সুমধ্যমে॥ ৩৪

উগ্রসেনের পাঁচটি মেয়েও ছিল—কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ ও রাষ্ট্রপালিকা। এদের সকলের বিবাহ হয়েছিল বসুদেবের ছোট দেবভাগ প্রভৃতি ভাইদের সাথে॥ ২৫ ॥

চিত্ররথের পুত্র বিদূরথের শূর, শূরের পুত্র ভজমান, ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র স্বয়ম্ভোজ এবং স্বয়ম্ভোজের পুত্রের নাম হৃদীক॥ ২৬ ॥ হৃদীকের তিন পুত্র হয়—দেববাহু, শতধন্বা ও কৃতবর্মা। দেবমীঢ়ের পুত্র শূরের পত্নীর নাম ছিল মারিষা॥ ২৭ ॥ তিনি মারিষার গর্ভে দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন—বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক ও বৃক। এরা প্রত্যেকেই বড় পুণ্যাত্মা ছিলেন। বসুদেবের জন্মের সময় স্বর্গীয় আনক (ঢাক) এবং দুন্দুভি নিজের থেকেই বেজে উঠেছিল। এইজন্য তাঁকে 'আনকদুন্দুভি'ও বলা হত। ইনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা হয়েছিলেন। বসুদেব প্রমুখের পাঁচটি বোনও ছিল—পৃথা (কুন্তী), শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী। বসুদেবের পিতা শূরসেনের এক বন্ধুর নাম ছিল কুন্তিভোজ। কুন্তিভোজের কোনো সন্তান হয়নি। এইজন্য শূরসেন তাঁকে নিজ জ্যেষ্ঠা কন্যা পৃথাকে দত্তকরূপে দান করেছিলেন॥ ২৮-৩১ ॥

পৃথা দুর্বাসা মুনিকে আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে দেবহূতিনামক বিদ্যা—যে বিদ্যার দ্বারা যে কোনো দেবতাকে আহ্বান করলে তিনি সশরীরে সামনে আবির্ভূত হবেন—লাভ করেছিলেন। সেই বিদ্যার শক্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একদিন পৃথা পরমপবিত্র ভগবান সূর্যকে আহ্বান করেছিলেন॥ ৩২ ॥ বিদ্যার শক্তিতে সূর্যদেব সামনে এসে আবির্ভূত হওয়াতে কুন্তী অতীব বিস্মিত হয়ে সূর্যদেবকে বললেন—'হে ভগবন্! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্যই এই বিদ্যার প্রয়োগ করেছিলাম। আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি দয়া করে প্রত্যাবর্তন করুন'॥ ৩৩ ॥ সূর্যদেব বললেন—'হে দেবী! আমার দর্শন কখনো নিষ্ফল হয় না। সুতরাং হে সুন্দরী! আমি তোমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করব। তবে হ্যাঁ, তুমি কুমারী হওয়াতে

[১]তৎসুতোঽজোঽভূদ্ হৃদী.। [২]ধর্মে.। [৩]তয়া। [৪]প.। [৫]আদিদেব ক্ষম.। [৬]দেবসংকাশমাধাস্যে ত্ব.।

ইতি তস্যাং স আধায় গর্ভং সূর্যো দিবং গতঃ।
সদ্যঃ কুমারঃ সংজজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ।। ৩৫

তং সাত্যজন্নদীতোয়ে কৃচ্ছ্রাল্লোকস্য বিভ্যতী।
প্রপিতামহস্তামুবাহ পাণ্ডুর্বৈ সত্যবিক্রমঃ।। ৩৬

শ্রুতদেবাং তু কারূষো বৃদ্ধশর্মা সমগ্রহীৎ।
যস্যামভূদ্ দন্তবক্ত্র ঋষিশপ্তো[১] দিতেঃ সুতঃ।। ৩৭

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্তিমবিন্দত।
সন্তর্দনাদয়স্তস্যা পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সুতাঃ।। ৩৮

রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ জয়সেনোঽজনিষ্ট[২] হ।
দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রুতশ্রবসমগ্রহীৎ।। ৩৯

শিশুপালঃ সুতস্তস্যাঃ কথিতস্তস্য সম্ভবঃ।
দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতুবৃহদ্বলৌ।। ৪০

কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইষুমাংস্তথা।
কঙ্কায়ামানকাজ্জাতঃ সত্যজিৎ পুরুজিৎ তথা।। ৪১

সৃঞ্জয়ো রাষ্ট্রপাল্যাং চ বৃষদুর্মর্ষণাদিকান্।
হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরভূম্যাং চ শ্যামকঃ।। ৪২

মিশ্রকেশ্যামপ্সরসি বৃকাদীন্ বৎসকস্তথা।
তক্ষপুষ্করশালাদীন্ দুর্বার্ক্ষ্যাং বৃক আদধে।। ৪৩

সুমিত্রার্জুনপালাদীঞ্ছমীকাত্তু সুদামিনী।
কঙ্কশ্চ কর্ণিকায়াং বৈ ঋতধামজয়াবপি।। ৪৪

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা।
দেবকীপ্রমুখা আসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ।। ৪৫

তোমার যোনি যাতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব'।। ৩৪ ।।

এই কথা বলে ভগবান সূর্য পৃথার গর্ভাধান করে নিজ লোকে চলে গেলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় দিবাকরের মতো এক সুন্দর ও তেজস্বী শিশু পৃথার থেকে উৎপন্ন হল।। ৩৫ ।। তখন পৃথা লোকনিন্দার ভয়ে ভীতা হয়ে অতি দুঃখে সেই কুমারকে নদীর জলে পরিত্যাগ করলেন। হে পরীক্ষিৎ ! তোমার সত্যবিক্রম প্রপিতামহ পাণ্ডুর সাথে সেই পৃথার বিবাহ হয়।। ৩৬ ।। পরীক্ষিৎ ! করুষ দেশের অধিপতি বৃদ্ধশর্মার সাথে পৃথার ছোট বোন শ্রুতদেবার বিবাহ হয়। তার গর্ভে দন্তবক্রের জন্ম হয়। এই দন্তবক্র সনকাদি ঋষিদের শাপে অভিশপ্ত হয়ে পূর্বজন্মে হিরণ্যাক্ষ হয়ে জন্মেছিলেন।। ৩৭ ।। কেকয় দেশাধিপতি ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেন। তাঁদের থেকে সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচটি কেকয় রাজকুমার জন্মেছিল।। ৩৮ ।। রাজাধিদেবীর বিবাহ হয়েছিল জয়সেনের সঙ্গে। তাঁদের দুটি পুত্র হয়েছিল—বিন্দ আর অরবিন্দ। এরা দুজনেই অবন্তীপুরীর রাজা হয়েছিলেন, চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।। ৩৯ ।। তাঁদের পুত্রের নাম শিশুপাল—যার কথা আমি আগে (সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি। বসুদেবের ভাইদের মধ্যে দেবভাগের স্ত্রী কংসার গর্ভে দুটি পুত্র হয়—চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল।। ৪০ ।। দেবশ্রবার পত্নী কংসবতীর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান্ নামে দুই পুত্র হয়। আনকের পত্নী কঙ্কার গর্ভেও দুটি পুত্র হয়—সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ।। ৪১ ।। সৃঞ্জয় নিজপত্নী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ ও দুর্মর্ষণ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেন। এইভাবে শ্যামক তাঁর স্ত্রী শূরভূমির (শূরভূ) গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুটি পুত্রের জন্ম দেন।। ৪২ ।। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে বৎসকেরও বৃক প্রমুখ কয়েকটি পুত্র হয়। বৃক দুর্বাক্ষীর গর্ভে তক্ষ, পুষ্কর ও শাল প্রমুখ কয়েকটি পুত্রের জন্ম দেন।। ৪৩ ।। শমীকের পত্নী সুদামিনীও সুমিত্র ও অর্জুনপাল প্রভৃতি কয়েকটি পুত্রের জন্ম দেন। কঙ্কের স্ত্রী কর্ণিকার গর্ভে দুটি পুত্র হয়—ঋতধাম ও জয়।। ৪৪ ।।

আনকদুন্দুভি বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা,

[১]ইতি শব্দো দি.। [২]জয়ৎসেনো।

বলং গদং সারণং চ দুর্মদং বিপুলং ধ্রুবম্।
বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ॥ ৪৬

সুভদ্রো ভদ্রবাহশ্চ দুর্মদো ভদ্র এব চ।
পৌরব্যাস্তনয়া হ্যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশাভবন্॥ ৪৭

নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যা মদিরাত্মজাঃ।
কৌসল্যা কেশিনং ত্বেকমসূত কুলনন্দনম্॥ ৪৮

রোচনায়ামতো জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ।
ইলায়ামুরুবল্কাদীন্ যদুমুখ্যানজীজনৎ॥ ৪৯

বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ।
শান্তিদেবাত্মজা রাজঞ্ছ্রমপ্রতিশ্রুতাদয়ঃ॥ ৫০

রাজানঃ কল্পবর্ষাদ্যা উপদেবাসুতা দশ।
বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়াস্তু ষট্ সুতাঃ॥ ৫১

দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ।
বসুদেবঃ সুতানষ্টাবাদধে সহদেবয়া॥ ৫২

পুরুবিশ্রুতমুখ্যাংস্তু সাক্ষাদ্ ধর্মো বসূনিব।
বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীজনৎ॥ ৫৩

কীর্তিমন্তং সুষেণং চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ।
ঋজুং সম্মর্দনং ভদ্রং সংকর্ষণমহীশ্বরম্॥ ৫৪

অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল।
সুভদ্রা চ মহাভাগা তব রাজন্ পিতামহী॥ ৫৫

যদা যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ॥ ৫৬

ন হ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্মণো বা মহীপতে।
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ॥ ৫৭

যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি।
অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে॥ ৫৮

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্ছনৈঃ।
ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ॥ ৫৯

মদিরা, রোচনা, ইলা ও দেবকী প্রমুখ অনেক পত্নী ছিলেন॥ ৪৫ ॥ বসুদেব কর্তৃক রোহিণীর গর্ভে বলরাম, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব ও কৃত প্রমুখ পুত্র জন্মেছিল॥ ৪৬ ॥

পৌরবীর গর্ভে তাঁর বারটি পুত্র হয়—ভূত, সুভদ্র, ভদ্রবাহ, দুর্মদ, মদ্র প্রমুখ॥ ৪৭ ॥ নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রমুখ মদিরার গর্ভে জন্মেছিল। কৌশল্যা একটিমাত্র কুলনন্দন পুত্র প্রসব করেন। তার নাম কেশী॥ ৪৮ ॥ রোচনার গর্ভে কেশী হস্ত এবং হেমঙ্গ আর ইলার গর্ভে উরুবল্ক প্রমুখ প্রধান যদুবংশীয় শ্রেষ্ঠ পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন॥ ৪৯ ॥ পরীক্ষিৎ ! ধৃতদেবার গর্ভে বসুদেবের বিপৃষ্ঠ নামে একটিমাত্র পুত্র হয় আর শান্তিদেবার গর্ভে শ্রম, প্রতিশ্রুত প্রমুখ কয়েকটি পুত্র জন্মে॥ ৫০ ॥ উপদেবার পুত্র কল্পবর্ষ প্রমুখ দশ জন রাজা হয়েছিলেন এবং শ্রীদেবার বসু, হংস, সুবংশ প্রমুখ ছটি পুত্র জন্মায়॥ ৫১॥ দেবরক্ষিতার গর্ভে গদ প্রমুখ নটি পুত্র হয় তথা যেমনভাবে স্বয়ং ধর্ম অষ্টবসুকে উৎপন্ন করেন তেমনভাবেই বসুদেব তৎপত্নী সহদেবার গর্ভে পুরু-বিশ্রুত প্রমুখ আটটি পুত্র উৎপাদন করেন। উদারমতি বসুদেব দেবকীর গর্ভেও আটটি পুত্রের জন্মদান করেন, যাঁদের মধ্যে সাতজনের নাম—কীর্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দন, ভদ্র ও শেষাবতার প্রভু বলরাম॥ ৫২-৫৪ ॥ তাঁদের অষ্টম পুত্র স্বয়ং শ্রীভগবান। হে পরীক্ষিৎ ! তোমার পরম সৌভাগ্যবতী পিতামহী সুভদ্রাও তাঁদেরই কন্যা॥ ৫৫ ॥

সংসারে যেমন যেমন ধর্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হয় তেমন তেমন সময়ে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি অবতার গ্রহণ করেন॥ ৫৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবান যথার্থই সর্বসাক্ষী ও অসঙ্গ আত্মা। ফলে তাঁর আত্মস্বরূপিণী মায়াবিলাস ছাড়া তাঁর জন্ম অথবা কর্মের আর অন্য কোনো কারণই নেই॥ ৫৭ ॥ তাঁর এই মায়াবিলাসই জীবের জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর কারণ। আর তাঁর এই যে মায়াপ্রকটন, তা কেবল জীবের প্রতি অনুগ্রহ বলেই জানবে কারণ তাঁর এই অনুগ্রহই মায়াকে দূর করে আত্মস্বরূপ প্রাপ্তির চূড়ান্ত ফল প্রদান করে॥ ৫৮ ॥ বহু অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর হয়ে অসুরগণ নৃপতিবেশে যখন পৃথিবীকে ভারাক্রান্তা করল, তখন পৃথিবীর সেই

কর্মাণ্যপরিমেয়াণি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ।
সহসংকর্ষণশ্চক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ॥ ৬০

ভার লাঘবের জন্য ভগবান মধুসূদন প্রভু বলরামের সাথে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তিনি এমন সব লীলা করেছেন যা ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণও ধারণা পর্যন্ত করতে পারেন না, সশরীরে সেই সব লীলায় অংশগ্রহণ করা তো দূরের কথা॥ ৫৯-৬০ ॥

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ॥ ৬১

পৃথিবীর ভার তো নিবৃত্ত করেইছেন, সাথে সাথে কলিযুগে যে সব ভক্তপ্রবর জন্মগ্রহণ করবে তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের এবং দুঃখশোকজনিত অজ্ঞান দূর করার জন্য ভগবান তাঁর নির্মল যশ বিস্তার করেছেন॥ ৬১ ॥

যস্মিন্ সৎকর্ণপীযূষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ।
শোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্মবাসনাম্॥ ৬২

তাঁর যশ লোকপাবন শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ। সাধুজনের কাছে তা কর্ণামৃততুল্য। একবার যদি কানরূপ অঞ্জলি দিয়ে সেই যশ আচমন করা যায় তাহলে তার অখিল কর্মবাসনা নির্মূল হয়ে যায়॥ ৬২ ॥

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ।
শ্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ॥ ৬৩

পরীক্ষিৎ! ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডুবংশীয় বীরগণ নিরন্তর ভগবানের লীলাসমূহ সাদরে প্রশংসা করে থাকেন॥ ৬৩ ॥

স্নিগ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈর্বিক্রমলীলয়া।
নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্যা সর্বাঙ্গরম্যয়া॥ ৬৪

তাঁর সর্বাঙ্গসুন্দর শ্যামল দেহরূপী মনোরম বিগ্রহ, নিজের স্নিগ্ধ স্মিতহাস্যসমন্বিত নিরীক্ষণ, উদার বচন এবং বিক্রমলীলাসমূহ দ্বারা তিনি মনুষ্যলোককে আমোদিত করেছিলেন॥ ৬৪ ॥

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥ ৬৫

ভগবানের মুখপদ্মের সৌন্দর্য তো অতুলনীয়ই ছিল। মকরাকৃতি কুণ্ডলে তাঁর কর্ণদ্বয় অতীব কমনীয় মনে হত আর সেই আভায় তাঁর গণ্ডস্থলের সৌন্দর্য আরও বিকশিত হয়ে থাকত। তিনি যখন বিলসিত হাস্য প্রদর্শন করতেন তখন তাঁর সর্বদা আনন্দমণ্ডিত মুখমণ্ডলে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। সমস্ত নরনারী সেই আনন্দধারা তাদের সতৃষ্ণ নয়নে পান করে প্রমুদিত হলেও পরিতৃপ্ত হতে পারত না ; কিন্তু চোখের নিমেষ ও উন্মেষের সময়, ক্ষণকাল সেই রসমাধুর্য আস্বাদনে বঞ্চিত হয়ে নিমেষ ও উন্মেষের কর্তা নিমির প্রতি কুপিত হত॥ ৬৫ ॥

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো
হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে
আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ঞ্জনেষু॥ ৬৬

লীলাপুরুষোত্তম ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন মথুরায় বসুদেবের ঘরে, কিন্তু সেখানে থাকেননি ; সেখান থেকে গোকুলে নন্দগোপের গৃহে চলে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর নিজ প্রয়োজন—গোপ, গোপী ও গো-গাভীদের আনন্দবর্ধন করে মথুরায় ফিরে আসেন। তিনি ব্রজে, মথুরায় ও দ্বারকায় থেকে বহু শত্রুসংহার করেন। বহু দার পরিগ্রহ করে সেই সব পত্নীতে শত শত পুত্র উৎপাদন

পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণা-

মন্তঃসমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।

দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য

প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম॥ ৬৭

করেন। লোকসমাজে নিজস্বরূপ সাক্ষাৎকারী তাঁর স্বীয় বাণীস্বরূপ বেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে নিজেই নিজের অর্চনা করেন॥ ৬৬ ॥ কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে উৎপাদিত অন্তর্কলহকে উপলক্ষ করে তিনি পৃথিবীর গুরুভার হরণ করেন এবং স্বীয় দৃষ্টিমাত্র দ্বারা যুদ্ধস্থলস্থিত রাজাদের বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য সংহার করে সংসারে অর্জুনের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে দেন। তারপর উদ্ধবকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করে স্বীয়ধামে গমন করেন॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে শ্রীসূর্যসোমবংশানুকীর্তনে যদুবংশানুকীর্তনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে যদুবংশানুকীর্তন নামক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

ইতি নবমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

দশমঃ স্কন্ধঃ

(পূর্বার্ধঃ)

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

ভগবান কর্তৃক পৃথিবীকে আশ্বাসপ্রদান, বসুদেব-দেবকীর বিবাহ এবং কংস কর্তৃক দেবকীর ছয় পুত্রের হত্যা

রাজোবাচ

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্যয়োঃ।
রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥ ১

যদোশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্যাণি শংস নঃ॥ ২

অবতীর্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ॥ ৩

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ ৪

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্, আপনি চন্দ্রবংশ ও সূর্যবংশের বিস্তার এবং এই দুই বংশের রাজাদের পরম আশ্চর্যজনক কার্যাবলি তথা চরিত্রও বর্ণনা করেছেন। হে ভগবৎ-প্রেমিক মুনিবর! আপনি ধর্মানুরাগী যদুবংশেরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখন সেই বংশে নিজ-অংশরূপী বলরামের সঙ্গে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র চরিত্র আমাদের শোনান॥ ১-২॥ সর্বপ্রাণীর জীবনাধার সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে-সকল লীলা করেছিলেন, আপনি সবিস্তারে তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন॥ ৩॥ যাঁদের সর্ব-তৃষ্ণা চিরতরে নিবৃত্ত হয়েছে সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরাও অতৃপ্ত হৃদয়ে নিত্য-নিরন্তর যা গান করে থাকেন, মুমুক্ষুজনের পক্ষে যা ভবরোগের অব্যর্থ ঔষধ, বিষয়ী লোকেদেরও যা কানের এবং মনের পরম তৃপ্তিজনক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই সুন্দর, সুখদ, সরস গুণানুকীর্তনে কেবলমাত্র পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তিই বা বিমুখ

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ-
র্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং
কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ॥ ৫

দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং
সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ॥ ৬

বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-
মন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ
মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্॥ ৭

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।
দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা॥ ৮

কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ ব্রজং গতঃ।
ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্ধং[1] কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥ ৯

ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্যাং চ কেশবঃ।
ভ্রাতরং চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্হণম্॥ ১০

হবে, বা তার প্রতি অনুরক্ত না হবে ? ॥ ৪ ॥ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের কুলদেবতা)। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় সেনাবাহিনী ছিল যেন এক দুস্তর মহাসমুদ্র যাতে ভীষ্ম-পিতামহাদি অতিরথ বীরবৃন্দ তিমিঙ্গিল সদৃশ অতিকায় ভয়ংকর জলজন্তুরূপে বিচরণ করছিলেন। আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তরণী আশ্রয় করে অতি সহজেই সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যেমন গোবৎসের খুর-চিহ্ন গর্তের জল পথিকেরা অনায়াসেই পার হয়ে যায়॥ ৫ ॥ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষে কৌরব এবং পাণ্ডবদের—একমাত্র বংশধররূপে আমি মাতৃগর্ভস্থ ছিলাম শেষ অবলম্বন স্বরূপ। কিন্তু সেই আমার এই শরীরও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে আমার মাতা ভগবানের শরণাপন্ন হন এবং তিনিও তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে চক্রধারণপূর্বক আমাকে রক্ষা করেন॥ ৬ ॥ (শুধু আমাকেই নয়), তিনি সকল দেহধারীর ভিতরেই আত্মারূপে অবস্থান করে তাদের অমৃতত্ব দান করছেন, আবার তিনিই বাইরে থেকে কালরূপে তাদের মৃত্যুও বিধান করছেন।* হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মুনিবর ! মায়া-মনুষ্যরূপধারী সেই ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ লীলাসমূহের বর্ণনা আপনি আমাদের কাছে করুন॥ ৭ ॥

হে ভগবন্, আপনি বলেছেন যে বলরাম রোহিণীর পুত্র ছিলেন। আবার দেবকীর পুত্রগণের মধ্যেও আপনি তাঁকে গণনা করলেন। দেহান্তর ধারণ ভিন্ন একই ব্যক্তির পক্ষে দুই মাতার পুত্র হওয়া কীরূপে সম্ভব ? ৮ ॥ অসুরদের মুক্তিদাতা, ভক্তজনের প্রতি প্রেম বিতরণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতার বাৎসল্য-স্নেহপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করে কেন ব্রজে গমন করেছিলেন? ভক্তবৎসল যদুবংশ শিরোমণি সেই প্রভু নন্দ প্রভৃতি গোপ-স্বজনবৃন্দের সঙ্গে কোথায় কোথায়ই বা বাস করেছিলেন ? ৯ ॥ ব্রহ্মা-শংকরাদি দেবগণের

[1]সাকং।

*সকল দেহীর অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ভগবান তাদের জীবনের কারণ আবার বাইরে কালরূপে স্থিত তিনিই তাদের ধ্বংসেরও কারণ। সুতরাং যে সকল আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেই অন্তর্যামীর উপাসনা করেন তাঁরা মোক্ষরূপ অমরত্ব লাভ করেন, আর যারা বিষয়াসক্ত হয়ে অজ্ঞানের বশে বাহ্যদৃষ্টি অবলম্বন করে বিষয়চিন্তাতেই মগ্ন থাকে তারা জন্ম-মরণ চক্রে পুনপুনঃ আবর্তনরূপ মৃত্যুই লাভ করে।

দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ॥ ১১

এতদন্যচ্চ সর্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।
বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্॥ ১২

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥ ১৩

সূত উবাচ

এবং[১] নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং
বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্।
প্রত্যর্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং
ব্যাহর্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ॥ ১৪

শ্রীশুক উবাচ

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ[২]॥ ১৫

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং পৃচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎ পাদসলিলং যথা॥ ১৬

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥ ১৭

শাসনকর্তা শ্রীভগবান ব্রজে তথা মধুপুরীতে বাসকালীন কোন্ কোন্ লীলা প্রকাশ করেছিলেন এবং হে মুনিবর ! মাতুল হওয়ার কারণে বধের অযোগ্য কংসকে তিনি কেন নিজ হস্তে বধ করেছিলেন ? ১০ ॥ মনুষ্যাকার সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহধারণ করে যদুবংশীয়গণের সঙ্গে তিনি কত বৎসর কাল দ্বারকাপুরীতে বাস করেছিলেন ? এবং সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর কতজনই বা মহিষী ছিলেন ? ১১ ॥ মুনিবর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলাসম্পর্কে আমি আপনার কাছে জানতে চাইলাম এবং যা জিজ্ঞাসা করিনি—এই সবই আপনি আমাকে সবিস্তারে শোনান, কারণ আপনি সব কিছুই জানেন এবং আমিও পরম শ্রদ্ধাভরে তা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছি॥ ১২ ॥ ভগবন্ ! আমি শুধু অন্নই নয়, জল পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছি, তথাপি দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা (যার কারণে আমি মুনির গলদেশে মৃত-সর্প-নিক্ষেপরূপ অন্যায় কাজ করেছিলাম) আমাকে সামান্যতম পীড়াও দিতে পারছে না কারণ আমি আপনার মুখকমল নিঃসৃত ভগবৎ-লীলাকথা রূপ অমৃত পান করছি॥ ১৩ ॥

সূত বললেন—হে শৌনক ! ভগবৎ-প্রেমিকগণের অগ্রগণ্য এবং সর্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের এই সাধুবাদযোগ্য প্রশ্ন শুনে (যা সজ্জন-মহাত্মাগণের সভায় ভগবানের লীলাবর্ণনার হেতুস্বরূপ) তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এবং নিখিলকলিকলুষহারী অমল শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবৎ-লীলারসিক হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ তা অত্যন্ত সমীচীন এবং আদরণীয়, কারণ সকলের হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা শ্রবণে তোমার সহজ এবং সুদৃঢ় প্রীতি জন্মেছে॥ ১৫ ॥ যেমন গঙ্গাজল বা শালগ্রামরূপী নারায়ণের চরণামৃত সকলের পবিত্রতা সম্পাদন করে, সেইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিতকথা বিষয়ক প্রশ্নও বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এই তিন জনকেই পবিত্র করে থাকে॥ ১৬ ॥

পরীক্ষিৎ ! সেইসময়ে দর্পিত রাজাদের রূপধারণকারী বহুসংখ্যক দৈত্যদের ভারে আক্রান্ত হয়ে

[১]এতৎ। [২]মতিঃ।

গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত[১]॥ ১৮

ব্রহ্মা তদুপধার্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥ ১৯

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥ ২০

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-
র্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্॥ ২১

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ ভুবি॥ ২২

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে[২] তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু[৩] সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ২৩

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ২৪

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥ ২৫

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ।
আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ॥ ২৬

ধরণীদেবী অত্যন্ত পীড়িতা হয়েছিলেন। এর থেকে নিস্তার পাবার জন্য তিনি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন॥ ১৭ ॥ পৃথিবী একটি গাভীর রূপধারণ করে গলদশ্রুনয়নে শীর্ণখিন্ন দেহে করুণস্বরে রোদন করতে করতে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হয়ে নিজের দুঃখের বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করলেন॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর সেই দুঃখগাথা শ্রবণ করলেন এবং তদনন্তর ভগবান মহাদেব ও অন্যান্য প্রধান দেবতাবৃন্দ এবং সেই গোরূপধারিণী পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করলেন॥ ১৯ ॥ পুরুষোত্তম ভগবান দেবতাগণেরও আরাধ্যদেব। তিনি নিজ ভক্তজনের সকল অভিলাষ অকাতরে পূর্ণ করেন এবং তাদের সকল ক্লেশ হরণ করেন। তিনিই সমগ্র জগতের এক এবং অদ্বিতীয় স্বামী। ক্ষীরসমুদ্রের তটে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ 'পুরুষসূক্তের' দ্বারা সেই পরমপুরুষ সর্বান্তর্যামীর স্তুতি করলেন। স্তুতি করা কালীনই ব্রহ্মা সমাধিস্থ হয়ে গেলেন॥ ২০ ॥ সেই সমাধির মধ্যে ব্রহ্মা এক আকাশবাণী শুনতে পেলেন। সমাধিভঙ্গে তিনি দেবতাদের বললেন—'দেবগণ ! আমি পুরুষোত্তমের বাণী শুনতে পেয়েছি, তোমরা আমার কাছ থেকে তা শোনো এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠান করো। এ বিষয়ে বিলম্ব কোরো না॥ ২১ ॥ ভগবান পৃথিবীর কষ্টের কথা পূর্বেই জেনেছেন। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। সুতরাং নিজ কালশক্তির সাহায্যে পৃথিবীর ভার হরণে রত থেকে তিনি যতদিন পৃথিবীর বুকে লীলা করবেন, ততদিন তোমরাও নিজ নিজ অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করে তাঁর লীলার পুষ্টিবিধান করো॥ ২২ ॥ পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর এবং তাঁর প্রিয়তমা (শ্রীরাধা)র সেবা নির্বাহের জন্য দেবাঙ্গনাগণ পৃথ্বীতলে জন্মগ্রহণ করুন॥ ২৩ ॥ স্বয়ংপ্রকাশ ভগবৎ-কলারূপী সহস্রবদন অনন্তদেবও ভগবানের প্রিয়সাধনের ইচ্ছায় তাঁর পূর্বেই তাঁর অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হবেন॥ ২৪ ॥ ভগবানের ঐশ্বর্যশালিনী যোগমায়া—যিনি সমগ্র জগৎকে সম্মোহিত করে রেখেছেন—তিনিও তাঁর আদেশে তাঁর কার্য-সম্পাদনের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণা হবেন'॥ ২৫

শ্রীশুকদেব বলতে লাগলেন—প্রজাপতিগণের প্রভু

[১]সমবোচত। [২]ষ্যতি। [৩]বন্ত্বমরস্ত্রিয়ঃ।

শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরাঞ্ছূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা॥ ২৭

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্বযাদবভূভুজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ॥ ২৮

তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বাহঃ।
দেবক্যা সূর্যয়া সার্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ॥ ২৯

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ[১] স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ[২] রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ॥ ৩০

চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্।
অশ্বানামযুতং সার্ধং রথানাং চ ত্রিষট্‌শতম্॥ ৩১

দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে।
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ॥ ৩২

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্ বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্॥ ৩৩

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ॥ ৩৪

ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ॥ ৩৫

তং জুগুপ্সিতকর্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্॥ ৩৬

ভগবান ব্রহ্মা দেবগণের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়ে এবং পৃথিবীকে আশ্বাস বচনে শান্ত করে নিজের পরম ধামে গমন করলেন॥ ২৬ ॥ পূর্বকালে যদুবংশীয় রাজা ছিলেন শূরসেন। তিনি মথুরাপুরীতে বসবাসপূর্বক মাথুর-মণ্ডল এবং শূরসেন-মণ্ডলের ওপর আধিপত্য করতেন॥ ২৭ ॥ সেইসময় থেকেই মথুরা সমস্ত যাদব রাজাদের রাজধানীতে পরিণত হয়। ভগবান শ্রীহরি এই মথুরাপুরীতে নিত্য বিরাজমান॥ ২৮ ॥ এক সময় এই মথুরাতে শূরের পুত্র বসুদেব বিবাহানন্তর নিজের নববিবাহিতা পত্নী দেবকীর সঙ্গে নিজগৃহে গমনের জন্য রথে আরোহণ করেছিলেন॥ ২৯ ॥ উগ্রসেনের পুত্র কংস তখন নিজের খুল্লতাত (খুড়তুতো) সম্পর্কিত ভগিনী দেবকীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য তাঁর রথের অশ্বের রশ্মি বা লাগাম নিজেই ধারণ করল। শত শত স্বর্ণরথে পরিবেষ্টিত সেই রথটি কংস স্বয়ংই চালনা করতে লাগল॥ ৩০ ॥ দেবকীর পিতা দেবক নিজ কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। কন্যাকে শ্বশুরগৃহে প্রেরণের সময় তিনি চারশত স্বর্ণমালামণ্ডিত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত সংখ্যক রথ এবং উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত দুই শত সুন্দরী কিংকরী যৌতুকরূপে দান করেছিলেন॥ ৩১-৩২ ॥ বর-বধূর বিদায়ের সময়ে যুগপৎ শঙ্খ, তূরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি করা হয়েছিল॥ ৩৩ ॥ কংস অশ্বের রশ্মি ধারণ করে রথ চালনা করছিল, এমন সময়ে পথিমধ্যে এক আকাশবাণী তাকে সম্বোধন করে বলল—'ওহে মূর্খ! যাকে তুমি রথে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তারই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমায় বধ করবে'॥ ৩৪ ॥ ঘোরতর দুষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন পাপপরায়ণ এবং ভোজবংশের কলঙ্ক-স্বরূপ সেই কংস এই আকাশবাণী শোনা মাত্রই হাতে তলোয়ার নিয়ে নিজের ভগিনী দেবকীর কেশ আকর্ষণ করে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হল॥ ৩৫ ॥ কংস নৃশংস-হৃদয় তো ছিলই, পাপাচরণ করতে করতে সে নির্লজ্জও হয়ে উঠেছিল। তাকে এই ঘৃণ্য কাজে প্রবৃত্ত দেখে মহাত্মা বসুদেব তাকে শান্ত করার জন্য বলতে লাগলেন—॥ ৩৬ ॥

[১]কংসো ভগিন্যাঃ প্রিয়.। [২]জগৃহে।

বসুদেব উবাচ

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্বণি॥ ৩৭

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥ ৩৮

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ ৩৯

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ॥ ৪০

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥ ৪১

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥ ৪২

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ
সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্
গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি॥ ৪৩

বসুদেব বললেন—রাজপুত্র! আপনি ভোজবংশের যশোবৃদ্ধিকারী বংশধর। বীরপুরুষেরাও আপনার গুণের প্রশংসা করে থাকেন। আর এই দেবকী একেতো স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়ত আপনার ভগিনী এবং তৃতীয়ত এখন তার সদ্যবিবাহের মাঙ্গলিক কাল। এই পরিস্থিতিতে একে হত্যা করা কী আপনার উচিত? ৩৭ ॥ হে বীর, যে কেউই জন্মগ্রহণ করে, তার শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও জন্ম নেয়। আজই হোক বা একশো বৎসর পরেই হোক —প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত॥ ৩৮ ॥ দেহের বিনাশ উপস্থিত হলে জীব নিজ কর্ম অনুসারে নতুন শরীর গ্রহণ করে এবং পূর্ব শরীরকে ত্যাগ করে, এ বিষয়ে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নেই, সে সম্পূর্ণরূপেই কর্মফলের অধীন॥ ৩৯ ॥ মানুষ যেমন চলার সময়ে একটি পা ঠিকমতো জমিতে রেখে তবেই অপর পা উত্তোলন করে, অথবা জোঁক যেমন একটি তৃণ আশ্রয় করে পূর্বের তৃণটি পরিত্যাগ করে, সেইরকমেই জীবও নিজ কর্ম অনুসারে নতুন শরীর গ্রহণ করে এবং পূর্বের শরীরটি ত্যাগ করে॥ ৪০ ॥ যেমন মানুষ জাগ্রত অবস্থায় কোনো রাজার ঐশ্বর্য দেখে অথবা ইন্দ্রাদি দেবতার ঐশ্বর্যের কথা শুনে সেগুলি লাভ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাবশত তারই চিন্তায় মগ্ন হয়ে স্বপ্নে নিজেকে রাজা বা ইন্দ্ররূপে অনুভব করে এবং সেই সঙ্গে নিজের বাস্তব দরিদ্রাবস্থার কথা ভুলে যায়, এমনকি কখনো জাগরিত অবস্থাতেই মনে মনে ওইসকল কাম্য বিষয়ের কথা চিন্তা করতে করতে এমন তন্ময় হয়ে যায় যে, তার স্থূল শরীরের বোধই থাকে না, ঠিক সেই রূপই জীব কর্মকৃত কামনা এবং কামনাকৃত কর্মের বশে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় এবং নিজের পূর্বের শরীরের কথা বিস্মৃত হয়॥ ৪১ ॥ জীবের মন বহুবিধ বিকারের পুঞ্জস্বরূপ। দেহপরিত্যাগের সময়ে বহু পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্মরাশি তথা প্রারব্ধ কর্মের বাসনাসমূহের বশবর্তী হয়ে জীব মায়ারচিত বহুবিধ পাঞ্চভৌতিক দেহসমূহের মধ্যে যেটির চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়ে তাতে আত্মভাব আরোপ করে অর্থাৎ 'এইটিই আমি'—এরূপ বোধে আক্রান্ত হয়, তাকে সেই শরীর গ্রহণ করেই জন্মাতে হয়॥ ৪২ ॥ যেমন বায়ুবেগে কম্পিত ঘটাদিস্থিত জল অথবা তেলে প্রতিবিম্বিত সূর্য-চন্দ্রাদি

তস্মান্ন কস্যচিদ্ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্॥ ৪৪

এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ॥ ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোঽপি[১] দারুণঃ।
ন ন্যবর্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ॥ ৪৬

নির্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।
প্রাপ্তং কালং প্রতিবোঢ়ুমিদং তত্রান্বপদ্যত॥ ৪৭

মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্‌বুদ্ধিবলোদয়ম্।
যদ্যসৌ ন নিবর্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ॥ ৪৮

প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ॥ ৪৯

জ্যোতিঃ-পদার্থকেও কম্পমান বলে মনে হয়, সেই রকমই নিজের মায়া (স্বরূপ-সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব) দ্বারা রচিত শরীরসমূহে আসক্তির বশে জীব তাতেই অভিনিবেশ স্থাপন (অর্থাৎ তাকেই নিজে বলে বোধ) করে এবং মোহবশে তার গমনাগমনকে নিজের গমনাগমন বলে অনুভব করে॥ ৪৩ ॥ এইজন্য যে ব্যক্তি নিজের মঙ্গল কামনা করে তার কখনোই পরের প্রতি দ্রোহ (ক্ষতি বা অনিষ্ট) আচরণ করা উচিত নয়, কারণ জীব কর্মের অধীন এবং যে অপরের অনিষ্ট সাধন করে তাকে ইহজীবনে শত্রুর থেকে এবং জীবনান্তে পরলোকেও ভয়ের সম্মুখীন হতে হয়॥ ৪৪ ॥ কংস! এই দেবকী আপনার ছোট বোন, এখনও বালিকা-বয়সী এবং অনুকম্পাযোগ্যা। প্রকৃতপক্ষে এ আপনার কন্যাস্থানীয়া। নববিবাহের সকল মঙ্গলচিহ্ন এর দেহে বর্তমান। এই অবস্থায় আপনার মতো দীনবৎসল পুরুষের পক্ষে একে হত্যা করা কোনোমতেই উচিত নয়॥ ৪৫ ॥ শ্রীশুকদেব বলতে লাগলেন—পরীক্ষিৎ! এইভাবে বসুদেব কংসকে প্রশংসাদি সামনীতি এবং পারত্রিক-ভয় প্রদর্শনাদি ভেদনীতি প্রয়োগ করে বহুভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই ক্রূর প্রকৃতির কংস তখন প্রকৃতপক্ষে রাক্ষসাচারেরই অনুগামী হয়ে গেছিল, সুতরাং সে তার ঘোর সংকল্প থেকে কোনোমতেই নিবৃত্ত হল না॥ ৪৬ ॥ দুষ্কর্মের প্রতি তার এই স্থির অবিচল আগ্রহ দেখে আনক-দুন্দুভি (বসুদেব) বুঝতে পারলেন যে, কোনোপ্রকারে উপস্থিত কালটুকু কাটিয়ে দেওয়াই হবে আশু কর্তব্য। তিনি মনে মনে এইরকম বিচার করলেন॥ ৪৭ ॥ নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত প্রয়োগ করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি রক্ষা না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে প্রযত্ন-কারীর অন্তত কোনো দোষ হয় না॥ ৪৮॥ আপাতত আমি এই সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী কংসের হাতে নিজের পুত্র সমর্পণের প্রতিজ্ঞা করে এই হতভাগিনী দেবকীকে তো বাঁচাই! যদি অবশ্য আমার পুত্রেরা জন্মায় এবং তার আগে এই কংসই না মরে যায়। (অর্থাৎ, আমার পুত্রদের জন্ম তো এখনো ভবিষ্যতের ব্যাপার,

[১]ক্ষোভ্যমানো।

বিপর্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্ গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া।
উপস্থিতো নিবর্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ।। ৫০

অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো-
রদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি।
এবং হি জন্তোরপি দুর্বিভাব্যঃ
শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ।। ৫১

এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্।
পূজয়মাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্।। ৫২

প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্।
মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ।। ৫৩

বসুদেব উবাচ

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্ বাগাহাশরীরিণী।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্।। ৫৪

শ্রীশুক উবাচ

স্বসুর্বধান্নিববৃতে[১] কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্ গৃহম্।। ৫৫

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাং চৈবানুবৎসরম্।। ৫৬

কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ।। ৫৭

তত্তদিনে এই কংস নিজেই যে মরে যাবে না, তা-ই বা কে বলতে পারে?)।। ৪৯ ।। তাছাড়া, উল্টোটাই যে হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কী? আমার পুত্রই হয়তো একে মেরে ফেলবে। বিধাতার বিধানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। মৃত্যু সম্মুখে এসেও ফিরে যেতে পারে, আবার ফিরে গিয়েও পুনরায় এসে উপস্থিত হতে পারে।। ৫০ ।। বনে আগুন লাগলে দেখা যায় অনেক সময় আগুনের প্রাদুর্ভাবস্থলের নিকটস্থ গাছও অক্ষত থেকে যায়, আবার অনেক দূরবর্তী গাছও দগ্ধ হয়ে যায়, এক্ষেত্রে কোন্ গাছটি পুড়বে অথবা পুড়বে না তার হেতুরূপ অদৃষ্ট ছাড়া অন্য কিছুকেই নির্দিষ্ট করা যায় না; ঠিক সেইরূপই কোন্ প্রাণীর কোন্ শরীরটি কোন্ কারণে থাকবে অথবা ধ্বংস হবে, এ বিষয়ে কোনো নির্ণয়ে পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন।। ৫১ ।। নিজ বুদ্ধি অনুসারে এইরকম বিচার করে বসুদেব সেই পাপী কংসকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে অনেক প্রশংসা করতে লাগলেন।। ৫২ ।। পরীক্ষিৎ! সেই নৃশংস ও নির্লজ্জ কংসের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করায় সময় বসুদেব মনে মনে অত্যন্ত পীড়িত হচ্ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বাহ্যত মুখমণ্ডল প্রফুল্ল রেখে সহাস্যে এইরকম বলতে লাগলেন— ।। ৫৩ ।।

বসুদেব বললেন—হে সৌম্য! আকাশবাণী অনুসারে দেবকীর থেকে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ভয় তার পুত্রদের থেকে। আমি তার পুত্রদের আপনার হাতে সমর্পণ করব।। ৫৪ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—কংস জানত যে বসুদেব মিথ্যা কথা বলেন না। তাছাড়া তাঁর কথার সারবত্তাও অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তাই সে নিজ ভগিনীকে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হল এবং বসুদেবও প্রীত হয়ে তার প্রশংসা করে নিজ গৃহে চলে এলেন।। ৫৫ ।। সতী-সাধ্বী দেবকীর দেহে সকল দেবতা বাস করতেন। যথাসময়ে তিনি প্রতিবৎসর একজন করে ক্রমে ক্রমে আট পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম দিলেন।। ৫৬ ।। তাঁর প্রথম পুত্রের নাম ছিল কীর্তিমান। জন্মের পরই বসুদেব তাকে কংসের হাতে সমর্পণ করলেন। তা করতে গিয়ে তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা

[১]সুহৃদ্বধা.।

কিং দুঃসহং ন সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্যং কদর্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥ ৫৮

দৃষ্টা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্।
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ৫৯

প্রতিযাতু[1] কুমারোঽয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্।
অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে[2] বিহিতঃ কিল॥ ৬০

তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ[3]।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ॥ ৬১

নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাং চ যোষিতঃ।
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ॥ ৬২

সর্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ॥ ৬৩

এতৎ কংসায় ভগবাঞ্ছশংসাভ্যেত্য[4] নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাং চ বধোদ্যমম্॥ ৬৪

ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুং চ স্ববধং প্রতি॥ ৬৫

দেবকীং বসুদেবং চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া॥ ৬৬

পাছে মিথ্যা হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি আরও বেশি ব্যাকুল ছিলেন॥ ৫৭ ॥ পরীক্ষিৎ ! সত্যসন্ধ সাধুপুরুষেরা কোন্ কষ্টই বা সহ্য না করতে পারেন, জ্ঞানিগণ কীসেরই বা অপেক্ষা করেন, নীচ ব্যক্তিরা কোন্ নিন্দিত কাজই বা না করে থাকে, আর জিতেন্দ্রিয়, পরমেশ্বরে সমর্পিতচিত্ত ব্যক্তিগণ কী-ই বা ত্যাগ না করতে পারেন ? ৫৮ ॥ কংস বসুদেবের (নিজ পুত্রের জীবন ও মৃত্যু তথা সুখ ও দুঃখে) সেই সমভাব ও সত্যনিষ্ঠা দেখে সন্তুষ্ট চিত্তে সহাস্যে তাঁকে বলল॥ ৫৯ ॥ তোমাদের (বসুদেব ও দেবকীর) অষ্টম পুত্র থেকেই আমার মৃত্যু হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে (আকাশবাণী অনুসারে), সুতরাং এই পুত্রটির থেকে আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই শিশু তার নিজের গৃহে ফিরে যাক॥ ৬০ ॥ 'তাই হোক' বলে বসুদেব তাঁর পুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি কংসের বাক্যে খুব একটা আশ্বস্ত বোধ করলেন না, কারণ তিনি জানতেন কংস মূলত অসৎ প্রকৃতির এবং অব্যবস্থিতচিত্ত, যে কোনো মুহূর্তেই তার মতি-গতি পরিবর্তিত হতে পারে॥ ৬১ ॥

এদিকে ভগবান নারদ কংসের নিকটে এসে তাকে জানালেন যে, ব্রজে বসবাসকারী নন্দ প্রভৃতি গোপগণ এবং তাঁদের স্ত্রীবৃন্দ, বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় যাদব, দেবকী প্রভৃতি যদুবংশীয় নারীগণ এবং নন্দ ও বসুদেব এই দুইজনেরই স্বজাতীয় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই দেবতা, যে যাদবগণ এইসময় কংসের অনুগত হয়ে আছেন তাঁরাও প্রায় সকলেই দেবতা। পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যদের বধের জন্য দেবতারা যে উদ্যোগী হয়েছেন সেকথাও দেবর্ষি তাকে জানালেন॥ ৬২-৬৪ ॥ এই সংবাদ দিয়ে দেবর্ষি চলে গেলে কংস স্থির নিশ্চয় হল যে যদুবংশীয়েরা সকলেই দেবতা এবং ভগবান বিষ্ণুই তাকে বধ করবার জন্যে দেবকীর গর্ভে জন্ম নেবেন। এই কারণে সে দেবকী এবং বসুদেবকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করল এবং তাঁদের এক-একটি পুত্র হওয়া মাত্র তাকে হত্যা করতে লাগল। তার মনে সর্বদাই এই শঙ্কা জাগরূক থাকত যে হয়তো ভগবান বিষ্ণুই এই বালকের রূপ ধারণ করে জন্ম নিয়েছেন॥ ৬৫-৬৬ ॥

[1]যবীয়াংস্ত্ব। [2]যোঃ পুত্রান্মৃ.। [3]যাবদানক.। [4]বাঞ্ছাবয়ামাস নার.।

মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা[১]।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি॥ ৬৭

পরীক্ষিৎ ! পৃথিবীতে প্রায়ই দেখা যায় যে কেবলমাত্র নিজের প্রাণ, নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে মত্ত লোভী রাজা নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু তথা হিতৈষী আত্মীয়স্বজন— সবাইকেই হত্যা করে থাকে॥ ৬৭ ॥

আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্ বিষ্ণুনা হতম্।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত॥ ৬৮

কংস জানত যে, সে পূর্বজন্মে কালনেমি নামে অসুর ছিল এবং বিষ্ণুই তাকে হত্যা করেছিলেন। সুতরাং (বিষ্ণু এদেরই মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এই আশঙ্কায়) সে যদুবংশীয়দের সঙ্গে সর্বপ্রকার শত্রুতায় লিপ্ত হল॥ ৬৮ ॥

উগ্রসেনং চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্[২]।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ॥ ৬৯

যদু, ভোজ এবং অন্ধকবংশীয়দের অধিনায়ক তার নিজের পিতা উগ্রসেনকেও বন্দী করে সেই মহাবলশালী কংস নিজেই শূরসেন দেশ শাসন করতে লাগল॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[৩] পূর্বার্ধে শ্রীকৃষ্ণাবতারোপক্রমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপক্রমে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

---

[১]সুহৃদঃ সখীন্। [২]যদূনামন্ধকা.। [৩]স্কন্ধে প্রথ.।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবকী-গর্ভে শ্রীভগবানের প্রবেশ এবং দেবগণ কর্তৃক গর্ভস্তুতি

শ্রীশুক উবাচ

প্রলম্ববকচাণূরতৃণাবর্তমহাশনৈঃ[১] ।
মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ ॥ ১

অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ ॥ ২

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপঞ্চালকেকয়ান্।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোসলানপি ॥ ৩

একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে।
হতেষু ষট্সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ॥ ৪

সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্ধনঃ ॥ ৫

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং[২] সমাদিশৎ ॥ ৬

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্যাঽঽস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি[৩] ॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—কংস নিজেই অত্যন্ত বলশালী ছিল, তাছাড়া সে মগধরাজ জরাসন্ধেরও বিশেষ সাহায্য লাভ করেছিল। প্রলম্বাসুর, বকাসুর, চাণূর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্টাসুর, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক প্রভৃতিরা ছিল তার সহযোগী। বাণাসুর, ভৌমাসুর প্রভৃতি দৈত্যরাজগণও তার পক্ষে ছিল। এদের সকলের সহায়তায় সে যদুবংশীয়দের ধ্বংস সাধনে তৎপর হল ॥ ১-২ ॥ তার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে যাদবগণ (তার রাজ্য ছেড়ে) কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ, কোসল প্রভৃতি দেশে গিয়ে বসবাস করতে লাগল ॥ ৩ ॥ তার জ্ঞাতিকুটুম্বদের মধ্যে অপর কেউ কেউ বাহ্যত তার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তার কাছেই রয়ে গেল। কংস এক এক করে দেবকীর ছয়জন পুত্রকে হত্যা করলে শ্রীবিষ্ণু ভগবানের অংশভূত শেষনাগ যাঁকে শ্রী অনন্তদেব* বলেও অভিহিত করা হয় তিনি তাঁর সপ্তম গর্ভে প্রবিষ্ট হলেন। ভগবান শেষ আনন্দস্বরূপ, তাই তিনি গর্ভে আসাতে স্বাভাবিকভাবেই দেবকী আনন্দিতা হয়েছিলেন ; কিন্তু কংস তো একেও হত্যা করবে, এই চিন্তায় তাঁর শোকও বাধা মানছিল না ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বাত্মা ভগবান দেখলেন যে তাঁকেই যারা নিজেদের প্রভু তথা জীবনসর্বস্ব মনে করে সেই যদুবংশীয়গণ কংসের উৎপীড়নে সন্ত্রস্তভাবে জীবন কাটাচ্ছে। তখন তিনি নিজ যোগমায়াকে এইরূপ আদেশ করলেন ॥ ৬ ॥ দেবী ! কল্যাণী ! তুমি গোপবৃন্দ এবং গোধনে সুশোভিত ব্রজভূমিতে গমন করো। সেখানে গোপনায়ক নন্দের বাসভূমি গোকুলে বসুদেবের পত্নী

[১]হ্যসুরৈঃ। [২]নিদ্রাং। [৩]যাঃ।

*'শ্রীরাম অবতারে আমি ছোট ভাইরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, কাজেই আমাকে জ্যেষ্ঠের আদেশ মানতেই হয়েছিল, যার জন্য আমি তাঁকে বনগমন থেকে নিবৃত্ত করতে পারিনি। শ্রীকৃষ্ণাবতারে আমি বড় ভাই হয়ে জন্মালে তাঁকে আরও ভালোভাবে সেবা করতে পারব'—এইরূপ চিন্তা করে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্বেই দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হন।

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সংনিবেশয়॥ ৮

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥ ৯

অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্[১]।
ধূপোপহারবলিভিঃ[২] সর্বকামবরপ্রদাম্॥ ১০

নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥ ১১

কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥ ১২

গর্ভসংকর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সংকর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্ বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ॥ ১৩

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥ ১৪

গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ॥ ১৫

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ ১৬

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো[৩] যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্ধর্ষো[৪] ভূতানাং সম্বভুব হ॥ ১৭

রোহিণী আছেন। তাঁর অন্যান্য পত্নীরাও কংসের ভয়ে বিভিন্ন গুপ্তস্থানে অবস্থান করছেন॥ ৭ ॥ আমার যে অংশ 'শেষ'-নামে কথিত হয়ে থাকে তা এখন দেবকীর উদরে গর্ভরূপে (সন্তানরূপে) স্থিত রয়েছে, তুমি তাকে সেখান থেকে আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করো॥ ৮ ॥ হে কল্যাণী ! এরপর আমি আমার জ্ঞান-বলাদি দ্বারা সর্বাংশে পরিপূর্ণভাবে দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব এবং তুমিও নন্দরাজের পত্নী যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হবে॥ ৯ ॥ তুমি সর্বলোকের সকল প্রার্থনাপূরণকারিণী বরদাদেবীরূপে মনুষ্যগণের পূজনীয়া হবে, তারা ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি পূজাসামগ্রীর দ্বারা তোমার আরাধনা করবে॥ ১০ ॥ পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে মানুষেরা তোমার পীঠাদি স্থাপন করবে এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি বহুবিধ নামে তোমায় আবাহন করবে॥ ১১-১২॥ দেবকীর গর্ভ থেকে সংকর্ষণ বা আকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকে 'শেষ' বা অনন্তদেবকে 'সংকর্ষণ' নামে, লোকরঞ্জন হেতু 'রাম' নামে এবং বলবানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে 'বল' (বলভদ্র) নামে অভিহিত করবে॥ ১৩ ॥

ভগবান এইরূপ আদেশ দিলে, যোগমায়া 'আপনার যেরূপ আদেশ, তাই হবে'—এই কথা বলে তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে এলেন এবং যথানির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করলেন॥ ১৪ ॥ দেবী যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন করলে পুরবাসিগণ দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে মনে করে, 'হায় ! অভাগিনী দেবকীর এই গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল'—এই বলে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল॥ ১৫ ॥

ভগবান বিশ্বাত্মা সর্বত্র সর্বরূপেই তিনি, সুতরাং তাঁর গমনাগমন বলে কিছু নেই। তবে তিনি বিশেষরূপে ভক্তদের অভয়দানকারী। তাই এখন তিনি তাঁর ভক্ত বসুদেবের হৃদয়ে সর্বকলায় পরিপূর্ণ নিজের সর্বৈশ্বর্যময় রূপে প্রকটিত হলেন॥ ১৬ ॥ পরমপুরুষের সেই দিব্য জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করে বসুদেব নিজেও হয়ে উঠলেন

[১]কর্মবরে.। [২]নানোপ.। [৩]রাজ.। [৪]সদঃ সুদু.।

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথাহহনন্দকরং মনস্তঃ॥ ১৮

সা দেবকী সর্বজগন্নিবাস-
নিবাসভূতা নিতরাং ন[১] রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেহগ্নিশিখেব রুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী॥ ১৯

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং
বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং
ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী॥ ২০

কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে
যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোহয়ং
যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ॥ ২১

স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো
বর্তেত যোহত্যন্তনৃশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি
গন্তা তমোহন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্॥ ২২

পরম তেজস্বী, সূর্যের মতো দীপ্তিমান। কোনো প্রাণীর পক্ষেই তখন আর তাঁকে কোনোভাবে আয়ত্তে আনা বা পরাভূত করা, এমনকি (অসদুদ্দেশ্যে) তাঁর নিকটে উপস্থিত হওয়াও সম্ভব ছিল না॥ ১৭ ॥ শ্রীভগবানের সেই জগন্মঙ্গল, সর্বাংশে পরিপূর্ণ পরম জ্যোতিকে বসুদেব যথাবিহিত দীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে দেবকীর মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। পূর্বদিক যেমন চন্দ্রদেবকে ধারণ করে, শুদ্ধসত্ত্বা দেবী দেবকীও তেমনই সর্বাত্মক তথা তাঁরও আত্মস্বরূপ সেই ভগবজ্জ্যোতিকে নিজের শুদ্ধ মনের দ্বারা ধারণ করলেন॥ ১৮ ॥ এইভাবে সর্বজগতের আশ্রয়স্বরূপ যে ভগবান, দেবকী তাঁরও আশ্রয়স্থল হলেন। কিন্তু তখন তিনি কংসকারাগারে রুদ্ধা। ফলে (ভগবানকে স্বদেহে ধারণজনিত) তাঁর শোভা-দীপ্তি স্বভাবতই তত বেশি ব্যাপ্তি লাভ করেনি, যেমন ঘটাদির মধ্যে অবরুদ্ধ দীপশিখার আলো বেশিদূর প্রসারিত হতে পারে না। অথবা নিজের অধিগত বিদ্যা যে অপরকে দান করতে কুণ্ঠিত হয় সেইরূপ জ্ঞান-খল ব্যক্তির বিদ্যা বিস্তার লাভ করতে পারে না॥ ১৯ ॥ শ্রীভগবান গর্ভে অবস্থান করায় স্বত-উৎসারিত আনন্দ দেবকীর আননমণ্ডলে পবিত্র স্মিতহাস্যে বিকশিত হয়ে থাকত, তাঁর দেহকান্তিতে কারাভবন উদ্ভাসিত হত। তাঁকে এইরূপ অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দেখে কংস মনে মনে বলতে লাগল —'এইবারে অবশ্যই আমার প্রাণহারী হরি এর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছে, কারণ পূর্বে এই দেবকী কখনোই এরূপ (শ্রীময়ী) ছিল না॥ ২০ ॥ এখন এ বিষয়ে আমার আশু করণীয় কী ? দেবকীকে হত্যা করা উচিত হবে না, কারণ বীর পুরুষার্থ সাধনের প্রয়োজনেও নিজের পরাক্রম (পৌরুষ-যশ)কে কলঙ্কিত করে না। একেতো এ স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়ত বোন, তদুপরি গর্ভবতী। একে হত্যা করলে আমার কীর্তি, লক্ষ্মী এবং আয়ু—সবই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হবে, এতে কোনো সন্দেহই নেই॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তি অত্যন্ত ঘৃণিত নৃশংস আচরণ করে জীবনধারণ করে, সে তো জীবিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মৃত। মৃত্যুর পরেও লোকে তাকে নিন্দা, শাপ-শাপান্ত করে থাকে। শুধু তাই নয়, পাপ-পথে দেহ-পোষণকারীর উপযুক্ত ঘোর নরকেও সে অতি অবশ্যই গমন করে' ॥ ২২ ॥

[১]বিরেজে।

ইতি ঘোরতমাদ্ ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ॥ ২৩

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্[১] মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ॥ ২৪

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ[২] সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্॥ ২৫

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ২৬

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ॥ ২৭

কংস ইচ্ছা করলেই দেবকীকে হত্যা করতে পারত, তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারই বা ছিল, কারণ সে-ই ছিল তখন মথুরাধিপতি। কিন্তু এই কাজের ঘোর নৃশংসতা চিন্তা করে সে নিজেই তা থেকে নিরস্ত হল✦। কিন্তু এখন থেকে ভগবানের প্রতি পরম শত্রুতার ভাব মনের মধ্যে পোষণ করে সে তাঁর জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল॥ ২৩ ॥ সে ওঠা-বসা, খাওয়া-শোওয়া, চলা-ফেরা, সর্বদা সর্ব অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। যে কোনো বিষয়ে তার ইন্দ্রিয় ধাবিত হত সবেতেই সে শ্রীকৃষ্ণের ছায়া দেখত ; এইভাবে ক্রমে ক্রমে সে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধীশের অনুভবে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, সর্ব জগৎ তার কাছে ভগবন্ময় হয়ে গেল॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিৎ ! ইতিমধ্যে ব্রহ্মা এবং মহাদেব সানুচর দেববৃন্দ এবং নারদাদি ঋষিগণকে সঙ্গে নিয়ে কংস-কারাগারে এসে উপস্থিত হলেন এবং সকলের সর্ব-অভিলাষ পূরণকারী শ্রীভগবানকে এইরূপে মধুর বাক্যে স্তুতি করতে লাগলেন॥ ২৫ ॥ 'হে প্রভু ! আপনি সত্যসংকল্প ; সত্যই আপনাকে লাভ করার শ্রেষ্ঠ সাধন। সৃষ্টির পূর্বাবস্থা, প্রলয়ের পরবর্তী সময় এবং সংসারের স্থিতিকাল—এই ত্রিবিধ অসত্য অবস্থার মধ্যেও আপনি সত্যরূপেই বিরাজমান। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই পাঁচ দৃশ্যমান সত্যের কারণ তথা এগুলির মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিতও আপনিই। আপনি এই দৃশ্যমান জগতের পরমার্থস্বরূপ। মধুর সত্য বাক্য এবং সর্বত্র সমদর্শনের প্রবর্তকও আপনি। ভগবন্ ! আপনিই সত্যস্বরূপ, আমরা আপনার শরণ নিলাম॥ ২৬ ॥ এই যে সংসার—এটি এক সনাতন বৃক্ষ। প্রকৃতিই এর এক আশ্রয়। এই বৃক্ষের দুটি ফল—সুখ এবং দুঃখ। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনগুণ এর তিনটি মূল। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ এর চার রসস্বরূপ। একে জানবার পাঁচটি প্রকার—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং

[১]টন্ পিবন্। [২]দেবাঃ সানুচরাঃ।

✦যে কংস নববিবাহের মঙ্গলচিহ্নধারিণী দেবকীর শিরশ্ছেদনের চেষ্টা করতেও দ্বিধা করেনি, সে-ই আজ এত সদ্যুক্তিপরায়ণ হয়ে উঠেছে, এর কারণ কী ? অবশ্যই সে আজ যে দেবকীকে দেখছে, তাঁর অন্তরে, তাঁর গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান বিরাজমান। যার মধ্যে ভগবানের প্রকটভাব অনুভূত হয়, যার মুখে তাঁর ছবি ফুটে ওঠে—তাকে দর্শন করলে দ্রষ্টারও সদ্বুদ্ধির উদয় হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-
স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥ ২৮

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥ ২৯

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাঽঽবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎ পাদপোতেন মহৎ কৃতেন
কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥ ৩০

স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎ পদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥ ৩১

ত্বক। এর ছয়টি স্বভাব—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় এবং বিনাশ। রস, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র—এই সপ্ত ধাতু এই বৃক্ষের ত্বক বা বল্কল। পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এর আটটি শাখা। মুখ প্রভৃতি নবদ্বার বা নয় ইন্দ্রিয়বিবর এর নয়টি কোটরস্বরূপ। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়—এই দশ বায়ু এর দশটি পত্র। এই সংসাররূপ বৃক্ষে দুটি পক্ষীর নিবাস—জীব এবং ঈশ্বর॥ ২৭ ॥ হে প্রভু, এই সংসাররূপ বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ একমাত্র আপনিই, আপনার মধ্যেই এর লয় হয় আবার আপনার অনুগ্রহেই এর রক্ষা বা স্থিতি হয়ে থাকে। যাদের চিত্ত আপনারই মায়ায় আচ্ছন্ন (এবং তার ফলে সর্বরূপে এক আপনারই সত্তা উপলব্ধির ক্ষমতা যারা হারিয়ে ফেলেছে), তারাই উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়াদির কর্তারূপে ব্রহ্মাদি বিভিন্ন দেবতাকে দেখে বা স্বীকার করে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা কিন্তু সেরূপ দেখেন না অর্থাৎ বহু-রূপের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় আপনাকেই দর্শন করেন॥ ২৮ ॥ আপনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। চরাচর জগতের কল্যাণের জন্যই আপনি বার বার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। আপনার সেই সব রূপ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধি সত্ত্বময় এবং সাধুপুরুষদের সুখাবহ হলেও অধার্মিক দুরাত্মাদের পক্ষে অকল্যাণকর, তাদের পাপের দণ্ডদাতা॥ ২৯ ॥ হে কমলনয়ন ! হে করুণাঘনদৃষ্টি ! সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ আপনাতে সমাধিযোগে চিত্ত নিবিষ্ট করে তার সাহায্যে আপনার চরণতরী আশ্রয় করে অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই ভবসমুদ্রকে গোবৎস-খুরবর্তস্বরূপ বিবেচনা করে অনায়াসে পার হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে অনাদিকাল থেকেই মহাত্মাগণ তো ভবসমুদ্র উত্তরণের এই উপায়ই অবলম্বন করে এসেছেন, এছাড়া তো দ্বিতীয় কোনো পথ নেই॥ ৩০ ॥ হে পরমপ্রকাশ-স্বরূপ পরমাত্মন্ ! আপনার ভক্তবৃন্দ তো নিখিল জগতের অকপট পরম বান্ধব, যথার্থ হিতৈষী ; এইজন্যই তাঁরা স্বয়ং এই ভয়ংকর দুস্তর সংসার-সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হলেও অন্যদের কথা বিস্মৃত হন না, তাদের কল্যাণের জন্য (শিষ্য পরম্পরাক্রমে সাধন-সম্প্রদায়রূপে) আপনার

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ।। ৩২

চরণ-কমল-তরী ইহলোকে স্থাপিত করে যান। বস্তুত এই নিস্তারণ করুণাপ্রবাহের মূল আপনিই, সজ্জনগণের প্রতি আপনার অসীম কৃপা, তাদের পক্ষে আপনি মূর্তিমান করুণাবিগ্রহ।। ৩১ ।। হে পদ্মপলাশলোচন, অপর যে সকল ব্যক্তি আপনার চরণকমলের আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের মুক্তপুরুষ বলে মিথ্যা গর্বে মত্ত হয়ে থাকে, আপনার প্রতি ভক্তির অভাববশত যাদের বুদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ হয়নি, তারা যদি বহুবিধ কষ্টসাধ্য তপস্যা তথা কৃচ্ছ্রসাধনাদি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উচ্চস্তরেও আরোহণ করে, তথাপি তাদের সেই উন্নতি স্থায়ী হয় না, অনতিবিলম্বেই তাদের পতন হয়।। ৩২ ।।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো।। ৩৩

কিন্তু, হে মাধব, যারা এই ধরনের কোনো অভিমানের বশবর্তী না হয়ে, কেবলমাত্র আপনার প্রতি অনুরাগবদ্ধ হয়ে আপনারই জন হয়ে যায়, তাদের কখনোই আর সাধনপথ থেকে পতন বা বিচ্যুতি ঘটে না, কারণ তাদের আপনিই সর্বতোভাবে রক্ষা করে থাকেন। আর তারই ফলে, হে প্রভু, সমস্ত বাধা-বিপদ তুচ্ছ করে, যেন বিঘ্নসৃষ্টিকারী শক্তির সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের মাথায় পা রেখে, তাদের পদদলিত করে তারা নির্ভয়ে বিচরণ করে।। ৩৩ ।।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে।। ৩৪

আপনি সংসারের স্থিতির জন্য সকল দেহীর পক্ষে পরম মঙ্গলময় বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সচ্চিদানন্দঘন দিব্য কল্যাণবিগ্রহ ধারণ করেন। আপনার এই রূপ-প্রকাশের ফলেই আপনার ভক্তগণ বেদ, কর্মকাণ্ড, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা এবং সমাধির দ্বারা আপনার আরাধনা করে থাকেন ; অন্যথায় কোনো অবলম্বন ব্যতিরেকে তারা কীভাবে কীসের আরাধনা করতে সমর্থ হতেন ? ৩৪ ।।

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ।। ৩৫

হে বিধাতা ! আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় নিজ রূপ প্রকাশিত না হলে অজ্ঞান এবং তার থেকে উৎপন্ন ভেদভাবের নাশক অপরোক্ষ জ্ঞানও হতে পারত না। জগতে দৃশ্যমান গুণত্রয় আপনারই এবং আপনার দ্বারাই এরা প্রকাশিত হচ্ছে—এ কথা সত্য। কিন্তু এই গুণগুলির প্রকাশক (সাত্ত্বিকাদি) বৃত্তিসমূহের দ্বারা আপনার স্বরূপের অনুমানই মাত্র হতে পারে, প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় না। (আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎকার কেবলমাত্র আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দিব্য-বিগ্রহের সেবার দ্বারা আপনারই কৃপায় হয়ে থাকে)।। ৩৫ ।।

ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভি-[1]
নির্রূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥ ৩৬

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে[2]।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-[3]
রাবিষ্টচেতা[4] ন ভবায় কল্পতে॥ ৩৭

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎ পদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাং চ তবানুকম্পিতাম্॥ ৩৮

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি॥ ৩৯

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনং চ যথাধুনেশ[5]
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥ ৪০

দিষ্ট্যাম্ব[6] তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমা-
নংশেন সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবায় নঃ।
মা ভূদ্ ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষো-
র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥ ৪১

মন এবং বাক্যের দ্বারা আপনার স্বরূপের অনুমানমাত্র হতে পারে, কারণ আপনি তাদের অধিগম্য নন বরং তাদের সাক্ষী। এইজন্যই গুণ, জন্ম ও কর্মের দ্বারা আপনার নাম এবং রূপের নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তথাপি, হে প্রভু, আপনার ভক্তগণ তো উপাসনা আদি ক্রিয়া-যোগসমূহের দ্বারা আপনার সাক্ষাৎকার করেই থাকেন॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গলময় নাম ও রূপসমূহের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং ধ্যান করেন আর আপনার চরণকমলের সেবায় নিজের চিত্তকে সর্বদা নিবিষ্ট রাখেন, এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না॥ ৩৭ ॥ সর্বদুঃখহারী হে ভগবন্, আপনিই সকলের প্রভু। এই পৃথিবী যা প্রকৃতপক্ষে আপনারই চরণকমলস্বরূপ, তার মহাসৌভাগ্যবশে তারই বুকে এখন আপনি অবতীর্ণ হওয়ায় তার ভার অপনীত হল। আমাদেরও সৌভাগ্যের অন্ত নেই, কারণ আমরা এবার এই পৃথিবীর মাটিকে আপনার (ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি) মঙ্গললক্ষণযুক্ত পদচিহ্নে অঙ্কিত দেখব এবং সেই সঙ্গে স্বর্গলোককেও আপনার করুণালাভে ধন্য হতে দেখব॥ ৩৮ ॥ হে প্রভু, আপনি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনার এরূপ জন্মপরিগ্রহের কারণ একমাত্র লীলা-বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নয় বলেই আমরা মনে করি, কারণ আপনি সকলের অভয় আশ্রয়, দ্বৈতভাব লেশবর্জিত সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ, এবং এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় অবিদ্যার প্রভাবে আপনাতে আরোপিত হয় মাত্র॥ ৩৯ ॥ প্রভু! আপনি পূর্বেও বহুবার মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য (রাম), বিপ্র (পরশুরাম), বিবুধ (বামন) প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের তথা ত্রিভুবনের রক্ষাবিধান করেছেন, সেইরূপ এইবারও আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করুন। হে যদুকুলতিলক, আপনাকে প্রণাম॥ ৪০ ॥ (দেবকীকে সম্বোধন করে) হে মাতঃ! অশেষ সৌভাগ্যবশে আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য সাক্ষাৎ পরমপুরুষ শ্রীভগবান সর্বকলায় পরিপূর্ণরূপে আপনার গর্ভে আগমন করেছেন। আপনি কংসের ভয়ে বিচলিত হবেন না। তার মৃত্যু সন্নিকট। আপনার এই পুত্র

[1]গুণকর্মজন্মভির্নি.। [2]বঃ। [3]যুষ্মচ্চর.। [4]চিত্তো। [5]তথা.। [6]দিষ্ট্যা চ তে।

যদুবংশীয়দের রক্ষা করবে'॥ ৪১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্॥ ৪২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মাদি দেবগণ এইরূপে দেবকী-গর্ভস্থিত পরমপুরুষ শ্রীভগবানের স্তুতি করলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের স্বরূপ 'এইরকম' —এভাবে নিশ্চিতরূপে নির্দেশ করা সম্ভব নয়, সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁকে বোঝে বা বর্ণনা করে। যাই হোক, এরপর ব্রহ্মা এবং মহাদেবকে সম্মুখে রেখে দেবতারা স্বর্গে প্রতিগমন করলেন॥ ৪২ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] পূর্বার্ধে গর্ভগতবিষ্ণোর্ব্রহ্মাদিকৃতস্তুতির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে গর্ভস্থ বিষ্ণুর ব্রহ্মাদিকৃতস্তুতি নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

———o———

[১]স্কো দ্বিতী.

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

শ্রীশুক উবাচ

অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যোবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্।। ১

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোডুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা।। ২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এরপর সর্বগুণ-যুক্ত পরম রমণীয় কাল আবির্ভূত হল। শ্রীভগবানের জন্ম-নক্ষত্র রোহিণীর উদয়ে আকাশের অপর সব নক্ষত্র-গ্রহ জ্যোতিষ্কাদি শান্তভাব ধারণ করল*।। ১ ।। দিক্‌সমূহ স্বচ্ছ, প্রসন্ন হয়ে উঠল। নির্মল আকাশে তারকাদির জ্যোতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। পৃথিবীর নগর, গ্রাম, ব্রজ (গবাদি পশু ও তাদের পালকগণের বাসভূমি), খনি আদি আকরস্থান—সবই মঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।। ২ ।।

*শুদ্ধ অন্তঃকরণেই যেমন ভগবানের আবির্ভাব হয়, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ প্রসঙ্গে ঠিক সেইভাবেই স্থূল সমষ্টি জগতের শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এই সূত্রেই কাল, দিক্, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন এবং আত্মা—এই নয় দ্রব্যের সম্পর্কে সাধকদের অনুসরণযোগ্য কিছু পদ্ধতির বিষয়েও এখানে ইঙ্গিতে দিক্‌নির্দেশ করা হয়েছে।

কাল— 'ভগবান কালাতীত' —শাস্ত্র তথা সজ্জনগণের এই সিদ্ধান্ত শুনে কাল যেন ক্রুদ্ধ হয়েই রুদ্ররূপ ধারণ করে সব কিছুকে গ্রাস করে আসছিল। আজ যখন সে জানতে পারল যে স্বয়ং পরিপূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (কালাধীন জগতে, সুতরাং) তারই ভিতরে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তখন সে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে সমস্ত গুণে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে শোভন-সুন্দর রূপে আবির্ভূত হল।

দিক্—১. প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে দিক্‌সমূহকে দেবী বলে স্বীকার করা হয়েছে। প্রত্যেক দিকের এক-একজন স্বামীও আছেন, যেমন পূর্বদিকের ইন্দ্র, পশ্চিমদিকের বরুণ ইত্যাদি। কংসের রাজত্বকালে এই দেবতাগণ পরাধীন, বন্দী হয়েছিলেন। এখন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে দেবতাদের কালপরিমাণ অনুসারে দশ-এগারো দিনের মধ্যেই তাঁদের মুক্তি ঘটবে, এই কারণে নিজেদের পতিদেবতাগণের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশায় দিক-দেবীগণ প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। দেশ তথা দিক্‌গণের দ্বারা যিনি পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন হন না, সেই প্রভুই ভারত দেশের ব্রজ প্রদেশে আগমন করছেন, এই অপূর্ব ঘটনার আনন্দময় সম্ভাবনাও দিক্‌সমূহের প্রসন্নতার কারণ।

২. সংস্কৃতে দিকের প্রতিশব্দ 'আশা'। দিক্‌সমূহের প্রসন্নতার অন্যতর অর্থ এও যে, এবার সজ্জনগণের 'আশা'-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

৩. বিরাটপুরুষের অবয়ব সংস্থান বর্ণনা করার সময় দিক্‌সমূহকে তাঁর 'কান' বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণকালে দিক্‌সমূহ যেন এইকথা ভেবে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন যে, অসুর-অসাধুদের অত্যাচারে উৎপীড়িত দুঃখী প্রাণিগণের প্রার্থনা শোনার জন্য শ্রীভগবান সর্বদাই 'উৎকর্ণ' হয়ে থাকবেন।

পৃথিবী—১. পুরাণসমূহে ভগবানের দুই পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়—শ্রীদেবী এবং ভূদেবী। এই দুজন চল সম্পত্তি এবং অচল সম্পত্তির ঈশ্বরী। এঁদের দুজনেরই পতি, তথা এইসব সম্পত্তিরই প্রকৃত অধীশ্বর ভগবান, জীব নয়। শ্রীদেবীর নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠ থেকে ভগবান যখন ভূদেবীর বাসস্থান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার উপক্রম করলেন, তখন প্রবাস থেকে পতির প্রত্যাগমন বার্তা শুনে পত্নী যেমন বসনে-ভূষণে সুসজ্জিতা হয়ে তার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়, তেমনই পৃথিবীরও মঙ্গলচিহ্ন ধারণ করে সুমঙ্গলা হয়ে ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

২. 'আমার বুকের ওপর শ্রীভগবানের পদপাত ঘটবে'—নিজের এই সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করে পৃথিবী আনন্দিতা হয়ে উঠলেন।

নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসংনাদস্তবকা বনরাজয়ঃ।। ৩

নদীসমূহের জল নির্মল হয়ে উঠল। রাত্রিকালেও সরোবরসমূহে পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। বনভূমিতে বৃক্ষরাজি বিবিধজাতীয় পুষ্পে সুশোভিত এবং পক্ষীদের কলকূজনে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল।। ৩ ।।

ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত।। ৪

সেই সময় পবিত্র, সুখস্পর্শ, পুণ্যগন্ধবাহী সমীরণ প্রবাহিত হতে লাগল। ব্রাহ্মণগণের যে হোমাগ্নি কংসের

৩. বামন ব্রহ্মচারী ছিলেন। পরশুরাম আমাকে ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র আমার কন্যা সীতাকে বিবাহ করেছিলেন। ফলে ওইসব অবতারে আমি ভগবানের কাছে যে সুখ পাইনি, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তা অবশ্যই আহরণ করে নেব।—এইরূপ চিন্তা করে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হয়ে উঠলেন।

৪. পুত্র মঙ্গলকে ক্রোড়ে ধারণ করে পৃথিবী নিজ পতির অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হলেন।

জল (নদীসমূহ)—১. নদীরা চিন্তা করল 'রামাবতারে ইনি সেতুবন্ধন ছলে আমাদের পিতা পর্বতগণকে আমাদের শ্বশুরালয় সমুদ্রে নিয়ে এসে আমাদের পিতৃগৃহবাসের সুখ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর শুভাগমন উপলক্ষ্যে আমাদেরও প্রসন্ন হয়ে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাতে হবে।'

অন্যান্য নদীরা গঙ্গাকে অনুরোধ করল—'তুমি আমাদের পিতা পর্বতগণকে দেখেছ, তোমার পিতা ভগবান বিষ্ণুকে আমাদের দর্শন করাও।' গঙ্গা তাদের কথা কর্ণপাত করতেন না। এখন সেই নদীগণ 'আমরা (গঙ্গার অপেক্ষায় না থেকে) নিজেরাই দর্শন করতে পারব'—এই ভেবে প্রসন্ন হয়ে উঠল।

সমুদ্রে ভগবানের নিত্য নিবাস। কিন্তু তা নদীগণের শ্বশুরালয়, সুতরাং প্রাণভরে পরমপুরুষকে দর্শন করা সেখানে সম্ভব নয়। এবার তারা সাধ মিটিয়ে তাঁকে দর্শন করতে পারবে—এই জন্য তারা নির্মল হয়ে উঠল।

৪. নির্মল হৃদয়েই ভগবানের উপলব্ধি হয়, এইজন্য তারা নির্মল হয়ে উঠল।

৫. অন্য কোনো অবতারেই নদীদের যে সৌভাগ্য ঘটেনি, কৃষ্ণাবতারে তা ঘটেছিল, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ পাটরানি হয়েছিলেন শ্রীকালিন্দী দেবী (যমুনা নদী)। অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই যমুনার তটে তথা তার বক্ষোদেশের মধ্যে দিয়ে পরপারে গমন, গোপালক এবং গোপীগণের সঙ্গে জল-ক্রীড়া, যমুনাকে নিজের পট্টমহিষীরূপে গ্রহণ—এইসব ভাবী ঘটনার কথা চিন্তা করে নদীরা আনন্দে মগ্ন হয়েছিল।

হ্রদ—কালিয় দমন করে কালিয়-দহের বিষ-শোধন, ব্রহ্মহ্রদে অক্রূর এবং গোপবালকগণকে নিজের স্বরূপ প্রদর্শন ইত্যাদি যে সকল ঘটনায় নিজেদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটবে—সেগুলির কথা চিন্তা করে হ্রদেরা পদ্মের ছলে নিজেদের প্রফুল্ল হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের চরণোদ্দেশে সমর্পণ করে দিয়েছিল। তাদের নিবেদন ছিল, 'প্রভু, লোকে আমাদের জড় পদার্থ মনে করে তো করুক, কিন্তু আপনি তো আমাদের কোনো একদিন নিজের করে নেবেন, —সেই ভাবী সৌভাগ্যের সানন্দ প্রতীক্ষায় আমরা হৃদয় কমল মেলে রাখলাম।'

অগ্নি— ১. এই অবতারে ভগবান ব্যোমাসুর, তৃণাবর্ত এবং কালিয়নাগকে দমন করে আকাশ, বায়ু এবং জলকে শুদ্ধ করেছিলেন। মৃদ্‌ভক্ষণের দ্বারা পৃথিবীর এবং অগ্নিপানের দ্বারা অগ্নিরও শুদ্ধিবিধান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুবার অগ্নিকে নিজ মুখে ধারণ করেছিলেন। এই ভাবী সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করেই অগ্নিদেব শান্তভাবে প্রজ্বলিত হতে থাকলেন।

২. দেবতাদের যজ্ঞভাগাদি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে অগ্নিদেবও ক্ষুধার্তই ছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ায় নিজের ক্ষুধানিবৃত্তির আশায় আনন্দিত হয়ে অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন।

বায়ু—১. উদার শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের শুভ অবসরে বায়ু সুখ বিস্তার করে প্রবাহিত হতে লাগলেন, কারণ সদৃশ আচরণের দ্বারাই মৈত্রী স্থাপিত হয়। যেমন প্রভুর সম্মুখে সেবক, প্রজা নিজের গুণ প্রকাশ করে তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করে, সেইরকমই ভগবানের সকাশে বায়ু নিজের গুণ প্রকাশ করতে লাগলেন।

২. আনন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখারবিন্দে যখন শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু উৎপন্ন হবে, তখন সুগন্ধামোদিত আমিই মন্দ-গতিতে শীতল-সুখস্পর্শে সেই স্বেদ-অপনয়ন করব, এই চিন্তায় বায়ু পূর্ব হতেই সেবার অভ্যাস করতে লাগলেন।

৩. যদি কেউ ভগবানের চরণকমল দর্শনের আশা পোষণ করে তবে তার সমগ্র বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত— এই

মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দভয়ো দিবি॥ ৫

জগুঃ কিন্নরগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং তদা॥ ৬

অত্যাচারে নির্বাপিত হয়ে গেছিল, সেগুলিও আপনা থেকেই পুনরায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল॥ ৪ ॥ সাধু ও সৎপুরুষগণ চিরকালই অসুরদের প্রভাব বৃদ্ধির বিরোধী। এখন সহসাই তাঁদের মন অপূর্ব প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। জন্মরহিত সেই ভগবানের জন্ম-পরিগ্রহণের শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে স্বর্গে দেব-দুন্দুভি বেজে উঠল॥ ৫ ॥ কিন্নর এবং গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান করতে লাগল, সিদ্ধ এবং

উপদেশ দানের জন্যই যেন বায়ু সকলের সেবায় নিরত হলেন।

৪. রামাবতারে আমার পুত্র হনুমান ভগবানের সেবা করেছিল, তাতে আমিও কৃতার্থ হয়েছিলাম ; কিন্তু এই অবতারে আমি নিজেই তাঁর সেবা করব—এইরূপ চিন্তা করে বায়ু নিজের সেই মঙ্গল অভ্যুদয়ের সূচনায় সকলকে সুখ বিতরণ করতে লাগলেন।

৫. সমগ্র বিশ্বের প্রাণরূপী বায়ু ভগবানের স্বাগত অভ্যর্থনায় সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করলেন।

আকাশ—১. আকাশের একত্ব, সর্বাধারত্ব, বিশালতা এবং সমতার উপমা চিরকালই কেবলমাত্র ভগবানের সঙ্গেই দেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু এখন থেকে তার মিথ্যা (প্রতীয়মান) নীলবর্ণও ভগবানের অঙ্গের সঙ্গে উপমিত হয়ে চরিতার্থতা লাভ করবে—এই আনন্দেই যেন আকাশ তার নীল চাঁদোয়ায় হীরকসদৃশ তারার ঝালর ঝুলিয়ে উৎসবের আয়োজনে নিরত হল।

২. যেমন প্রভুর শুভাগমন উপলক্ষ্যে সেবক পরিষ্কার বেশভূষা এবং শান্তভাব ধারণ করে, সেইরূপই আকাশের সমস্ত নক্ষত্র, গ্রহ-জ্যোতিষ্কাদি নির্মল এবং শান্ত হয়ে গেল। বক্রভাব, অতিচার এবং পারস্পরিক বিরুদ্ধতা পরিহার করে ভগবানের স্বাগত অভ্যর্থনায় রত হল।

নক্ষত্র—আমি দেবকীর গর্ভে জন্ম নিচ্ছি, সুতরাং রোহিণীর (বসুদেবের অপর পত্নী) মনে যাতে দুঃখ না হয়, সেজন্য অন্তত রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম নেওয়া উচিত ; অথবা চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করছি, অতএব চন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী রোহিণীতেই জন্ম নেওয়া সমীচীন—এইরকম চিন্তা করে ভগবান রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মন— ১.যোগী মনের নিরোধ করেন, মুমুক্ষু তাকে নির্বিষয় করেন, আর জিজ্ঞাসু মনের বাধসাধন করেন—এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানীরা মনের সর্বনাশ করে ছেড়েছেন। ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হয়েছে জেনে মন ভাবল যে, 'এইবারে আমি ইন্দ্রিয়রূপিণী নিজ পত্নী এবং বিষয়রূপ সন্তানসন্ততিদের সঙ্গে নিয়েই ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারব, নিরোধ, বাধ ইত্যাদির হাত থেকে আমি মুক্তি পেলাম।' —মন তাই প্রসন্ন হয়ে উঠল।

২. নির্মল হলে তবেই ভগবানকে লাভ করা যায়, মন তাই নির্মল হয়ে উঠল।

৩. শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে পরিত্যাগ করলে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু এখন স্বয়ং ভগবানই এই সবকিছু নিয়েই আসতে চলেছেন। লৌকিক আনন্দও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। —এই চিন্তা করে মন প্রসন্ন হয়ে উঠল।

৪. প্রথমে বসুদেবের মনে আশ্রয় নিয়ে তারপর ভগবান প্রকটরূপ গ্রহণ করছেন, সুতরাং তিনি আমারই জাতক—এই ভেবে মন প্রসন্ন হল।

৫. সুমন (দেবতা এবং শুদ্ধ মন)কে সুখ বিধানার্থই ভগবান অবতীর্ণ হচ্ছেন—সুতরাং সুমনের প্রসন্নতা।

৬. সজ্জনগণের, স্বর্গের এবং উপবনের সুমন (শুদ্ধমন, দেবতা এবং পুষ্প) প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ মাধব (বিষ্ণু এবং বসন্ত) আসছেন।

ভাদ্রমাস—ভদ্র শব্দের অর্থ কল্যাণ, সুতরাং ভাদ্রমাস কল্যাণপ্রদ সময়। কৃষ্ণপক্ষ তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই সম্পর্কিত। অষ্টমী তিথি পক্ষের ঠিক মধ্যে, সন্ধিস্থলে স্থিত। রাত্রিকাল যোগীজনের প্রিয়। নিশীথ (মধ্যরাত্রি) যতিগণের সন্ধ্যাকাল এবং রাত্রির দুই অর্ধের সন্ধিস্থল। এইসময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যেন অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে দিব্যপ্রকাশ। নিশানাথ চন্দ্রের বংশে জন্ম নেওয়ার পক্ষে নিশার পূর্ণতম ক্ষণ বা মহানিশা অর্থাৎ রাত্রির ঠিক মধ্যলগ্নই উপযুক্ত সময়। অপরপক্ষে, অষ্টমী তিথির চন্দ্রোদয়েরও সময় তা-ই। পূজনীয় বসুদেব (বন্দী দশার কারণে) যদি আমার জাতকর্ম নাও করতে পারেন, তাহলেও আমার বংশের আদিপুরুষ চন্দ্রদেব সমুদ্র স্নান করে উদিত হয়ে তাঁর কিরণ-করে অমৃত বর্ষণ করবেন—এই ভাব।

মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্॥ ৭

নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ[১]।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥ ৮

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্[২]।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥ ৯

মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥ ১০

স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং
সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোঽস্পৃশন্
মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্॥ ১১

চারণগণ ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন, বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগল॥ ৬ ॥ দেবতাগণ এবং সকল মুনি-ঋষি আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন*। জলভারবাহী নবীন মেঘমণ্ডলী সমুদ্রের সমীপে গিয়ে মন্দমন্দ গর্জন করতে লাগল*॥ ৭ ॥ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরতরে যিনি মুক্তি দান করেন সেই জনার্দনের আবির্ভাবের সময়টি ছিল নিশীথকাল। চতুর্দিক তখন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেই সময়েই সর্বপ্রাণীর হৃদয়গুহাশায়ী ভগবান বিষ্ণু দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হতে প্রকাশিত হলেন, প্রাচী (পূর্ব) দিকের ক্রোড়ে যেন ষোলো কলায় পরিপূর্ণ চাঁদের উদয় হল॥ ৮ ॥

বসুদেব দেখলেন, তাঁর সম্মুখে এক অদ্ভুত বালক আবির্ভূত। তাঁর নেত্র পদ্মপলাশের মতো রক্তাভ এবং বিশাল, চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম, বক্ষঃস্থলে শোভন শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি, ঘন-মেঘসদৃশ শ্যামলসুন্দর দেহে পীতাম্বরের শোভা, বহুমূল্য বৈদূর্যমণিখচিত কিরীট এবং কুণ্ডলের দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত কুটিল কুন্তলরাজি, কটিদেশে কাঞ্চী, বাহুসমূহে অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি অলংকারের দ্যুতি। সেই বালকের সর্বাঙ্গ থেকেই এক অপূর্ব জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে॥ ৯-১০ ॥ স্বয়ং শ্রীভগবানই এইভাবে তাঁর

[১]গুণাশ্রয়ঃ। [২]দাদ্যুদায়ুধম্।

*ঋষি, মুনি এবং দেবতাগণ যখন নিজেদের সুমন বর্ষণ করার জন্য মথুরার দিকে ধাবিত হলেন, তখন তাঁদের আনন্দও যেন তাঁদের থেকে পিছিয়ে পড়ে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। তাঁরা নিরোধ, বাধ ইত্যাদি বিষয়ের যাবতীয় তর্ক-বিচার ছেড়ে মনকে শ্রীকৃষ্ণের দিকে যাওয়ার জন্য মুক্ত করে দিলেন, শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে তাঁকে সমর্পণ করে দিলেন।

*১. মেঘেরা সমুদ্রের কাছে গিয়ে মন্দগর্জনের ছলে বলল— 'হে সমুদ্র, তোমার কাছে আসার জন্য তুমি আমাদের যে উপদেশ করেছ, তা পালনের ফল এই হয়েছে যে, আমাদের ভিতরে জল ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন এমন কিছু উপদেশ আমাদের দাও, যাতে তোমার ভিতর যেমন ভগবান বাস করেন, সেইরকম আমাদের ভিতরেও তিনি বর্তমান থাকেন।'

২. মেঘেরা চিরকালই সমুদ্রের কাছে গিয়ে বলে, 'হে সমুদ্র, তোমার হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করেন, তাঁকে দর্শন করতে চাই আমরা, তুমি আমাদের এই অনুগ্রহ করো।' সমুদ্র তাদের কিঞ্চিৎ জল দান করে উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলতেন— 'যাও, এখন বিশ্বের সেবা করে নিজেদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করো, তবে ভগবানের দর্শন মিলবে।' 'কিন্তু এখন স্বয়ং ভগবান মেঘ-শ্যামল মূর্তি ধারণ করে সমুদ্রের বাইরে ব্রজভূমিতে আগমন করছেন। আমরা রোদের সময় তাঁর ওপরে আমাদের ছায়া-বিস্তার করব, মৃদু শীকরকণা বর্ষণ করে তাঁর সেবায় জীবন উৎসর্গ করব, তাঁর বাঁশরীর সুরে তাল মিলিয়ে মন্দ্র ধ্বনিতে তাল দেব।'—নিজেদের এই সৌভাগ্যোদয়ের সূচনায় হর্ষোৎফুল্ল মেঘবৃন্দ সমুদ্রের কাছে গিয়ে মৃদুমন্দ গর্জন করতে লাগল। মৃদুমন্দ স্বরে গর্জন করার কারণ, নবজাত শিশু কৃষ্ণের কানে এই গর্জন যেন না পৌঁছায়।

অথৈনমস্তৌদবধার্য পূরুষং
পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং
বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ॥ ১২

বসুদেব উবাচ[১]

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক॥ ১৩

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্টাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ ১৪

যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ।
নানাবীর্যাঃ পৃথগ্ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি॥ ১৫

সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ॥ ১৬

এবং ভবান বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈ-
র্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ।
অনাবৃতত্বাদ্ বহিরন্তরং ন তে
সর্বস্য সর্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ॥ ১৭

পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন দেখে প্রথমত বসুদেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না, সেই সঙ্গেই গভীর আনন্দে তাঁর নয়ন দুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হর্ষোল্লাসে অভিভূত চিত্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালনের ঔৎসুক্যে সেই মুহূর্তেই ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে মনে মনে দশ সহস্র গাভী দানের সংকল্প করলেন॥ ১১ ॥ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিতে সূতিকাগৃহটি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পরীক্ষিৎ ! বসুদেবের তখন এই প্রত্যয় জন্মেছিল যে ইনিই পরম-পুরুষ এবং ভগবানের প্রভাবের কথা চিন্তা করে তাঁর মনের সমস্ত ভয় নিমেষেই বিদূরিত হয়ে গেছিল। তিনি বুদ্ধিকে সংহত করে অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের স্তবে রত হলেন॥ ১২ ॥

বসুদেব বললেন—আপনি প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ; কেবল অনুভব এবং আনন্দই আপনার স্বরূপ। আমি জানি সেই সর্ববুদ্ধির দ্রষ্টা সাক্ষীচৈতন্যরূপী আপনাকেই অসীম সৌভাগ্যবশে বিগ্রহরূপে সম্মুখে আবির্ভূত দেখছি॥ ১৩ ॥ আপনিই আদিতে নিজের প্রকৃতি থেকে এই ত্রিগুণাত্মক জগতের সৃষ্টি করেছেন এবং তদনন্তর তারই মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়েও প্রবিষ্টরূপে প্রতীত হয়ে থাকেন॥ ১৪ ॥ যেমন, মহত্তত্ত্বাদি কারণতত্ত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক পৃথক থাকে ততক্ষণ তাদের শক্তিও পৃথক পৃথকভাবেই অবস্থান করে, যখন তারা ইন্দ্রিয়াদি ষোড়শ বিকারের সঙ্গে মিলিত হয় তখনই তারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করে এবং উৎপন্ন সেই সৃষ্টির ভিতরে অনুপ্রবিষ্টরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব হল তারা কোনো পদার্থের মধ্যেই প্রবিষ্ট হয় না, কারণ তাদের দ্বারা উৎপন্ন সকল বস্তুর মধ্যেই তারা প্রথম থেকেই বিদ্যমান থাকে॥ ১৫-১৬ ॥ অনুরূপভাবে, বুদ্ধির দ্বারা কেবল গুণসমূহের লক্ষণেরই অনুমান করা যায় এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা কেবল গুণময় বিষয়-সকলেরই গ্রহণ হয়ে থাকে, যদিও আপনি সেগুলির মধ্যে বর্তমান তথাপি সেই গুণসমূহের গ্রহণের দ্বারা আপনার গ্রহণ হয় না। কারণ আপনি সর্বস্বরূপ, সকলের অন্তর্যামী এবং পরমার্থ সত্য, আত্মস্বরূপ। গুণের আবরণে আপনি আবৃত হন না ; সুতরাং আপনার ভিতর বা বাহির বলেও কিছু নেই।

[১]প্রাচীন বইতে 'বসুদেব উবাচ' এই পাঠটি নেই।

য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি
ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং
সম্যগ্ যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্॥ ১৮

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে
ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ॥ ১৯

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং
কৃষ্ণং চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥ ২০

ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু-
র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈ-
র্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥ ২১

অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে
শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ [১]সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং
শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ॥ ২২

শ্রীশুক উবাচ

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ ভীতা শুচিস্মিতা॥ ২৩

কাজেই আপনি কীসের ভিতরে প্রবিষ্ট হবেন ? (এইজন্য আপনি প্রবিষ্ট না হয়েও প্রবিষ্টবৎ প্রতীত হন)॥ ১৭ ॥ যে ব্যক্তি নিজের এই দৃশ্য গুণসমূহকে নিজের থেকে পৃথক অস্তিত্ববান বলে মনে করে সে বস্তুত জ্ঞানহীন। কারণ যথাযথ বিচারে এই দেহ-গেহাদি পদার্থ কেবল বাগ্‌-বিলাস ভিন্ন কিছুই নয় বলেই প্রমাণিত হয়। বিচারের দ্বারা যে বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, উপরন্তু যা বাধিত হয়ে যায়, তাকে সত্য বলে গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান বলে স্বীকার করা যায় না॥ ১৮ ॥ প্রভু ! বলা হয়ে থাকে যে আপনি স্বয়ং সকলপ্রকার ক্রিয়া, গুণ এবং বিকাররহিত হলেও এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আপনার থেকেই হয়ে থাকে। পরমৈশ্বর্যশালী পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপী আপনাতে এই (স্বতবিরুদ্ধ) উক্তি অসংগত হয় না, কারণ তিনগুণের আশ্রয় আপনিই, এইজন্য সেই গুণগুলির কার্যাদি আপনাতেই আরোপিত হয়॥ ১৯ ॥ আপনি এই তিন লোকের রক্ষার নিমিত্ত নিজের মায়ায় সত্ত্বময় শুক্লবর্ণ (পালনকর্তা বিষ্ণুরূপ), সৃষ্টির জন্য রজঃপ্রধান রক্তবর্ণ (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারূপ) এবং প্রলয়কালে তমোগুণ প্রধান কৃষ্ণবর্ণ (সংহারকর্তা রুদ্ররূপ) ধারণ করে থাকেন॥ ২০ ॥ প্রভু, আপনি সর্বশক্তিমান, সকলের ঈশ্বর। এই জগতের রক্ষার জন্যই আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমানে এই পৃথিবীতে রাজা বা শাসক নামধারী বহুসংখ্যক অসুরদলপতি নিজেদের অধীনে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেছে, আপনি তাদের নিঃশেষে সংহার করবেন॥ ২১ ॥ হে দেবদেব ! এই মহাদুর্বৃত্ত কংস আমাদের গৃহে আপনি অবতীর্ণ হবেন শুনে আপনার পূর্বে জাত আমাদের সব কটি সন্তানকেই বধ করেছে। আপনার জন্ম নেবার কথা নিজের কর্মচারীদের কাছে শুনতে পেলে সে এখনই উদ্যত-অস্ত্রে এখানে ছুটে আসবে॥ ২২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এদিকে দেবকী দেখলেন, তাঁর নবজাত পুত্রের মধ্যে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। প্রথমত কংসের কথা ভেবে তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হলেও পরক্ষণেই ভক্তিভাবের উদ্রেকে তা তিরোহিত হল, একটি দিব্য

[১]হতবান্।

দেবক্যুবাচ

রূপং যৎ তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥ ২৪

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥ ২৫

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং[১]-
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥ ২৬

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥ ২৭

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন-
স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।
রূপং চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ॥ ২৮

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥ ২৯

পবিত্র হাস্য রেখা তাঁর মুখমণ্ডলে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল—তিনি ভগবানের স্তুতি করতে প্রবৃত্ত হলেন॥ ২৩ ॥

মাতা দেবকী বলতে লাগলেন—বেদসমূহে যাঁকে অব্যক্ত, সর্বকারণ, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্গুণ, নির্বিকার, সত্তামাত্র, নির্বিশেষ বা অনির্বচনীয় এবং নিষ্ক্রিয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, আপনিই সেই সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু, যিনি বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় করণের প্রকাশক, অধ্যাত্মপ্রদীপস্বরূপ॥ ২৪ ॥ দুই পরার্ধরূপ ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অবসানে যখন কালশক্তির প্রভাবে সর্বলোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়, পঞ্চ মহাভূত অহংকারে, অহংকার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়ে যায়, সেই সময়ে একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট বা শেষরূপে বর্তমান থাকেন—এইজন্য আপনার নামান্তর শেষ॥ ২৫ ॥ হে অব্যক্তরূপী প্রকৃতির একমাত্র বান্ধবস্বরূপ প্রভু ! এই যে নিমেষ থেকে শুরু করে বৎসর পর্যন্ত নানা বিভাগে বিভক্ত অসীম মহাকাল, যার প্রভাবে এই সমগ্র বিশ্ব সচল রয়েছে, তাও আপনার লীলামাত্র। আমি সেই সর্বশক্তিমান অশেষ কল্যাণগুণের আকর আপনার শরণ নিলাম॥ ২৬ ॥ প্রভু ! মরণশীল মানুষ মৃত্যুরূপী করাল সর্পের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে লোকে-লোকান্তরে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু কোথাও সে নির্ভয় আশ্রয় লাভ করতে পারে না, ফলে স্বস্তি বা শান্তি পায় না। কিন্তু আজ সে বিনা চেষ্টায় অকল্পনীয় কোনো মহাভাগ্যবশে আপনার চরণপঙ্কজের অভয় আশ্রয় লাভ করে নিশ্চিতহৃদয়ে সুখনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছে, মৃত্যুই বরং তার ভয়ে দূরে পলায়ন করছে॥ ২৭ ॥ আপনি ভক্তভয়হারী, অপরপক্ষে আমরা এই দুষ্ট কংসের ভয়ে নিতান্ত সন্ত্রস্ত, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনার এই চতুর্ভুজ দিব্য রূপ ধ্যানের বিষয়, যাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র রক্তমাংসের শরীরের প্রতিই নিবদ্ধ, সেইসব জড়বাদী দেহাভিমানী ব্যক্তিদের সম্মুখে আপনার এই রূপ প্রকাশ করবেন না॥ ২৮ ॥ হে মধুসূদন ! আমার গর্ভে আপনি জন্ম নিয়েছেন, এই সংবাদ যেন এই পাপিষ্ঠ কংস না জানতে পারে। আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না।

[১]গরী.।

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥ ৩০

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বমেব পূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ॥ ৩২

যুবাং বৈ ব্রহ্মণাঽঽদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং[১] তেপাথে পরমং তপঃ॥ ৩৩

বর্ষবাতাতপহিমঘর্মকালগুণাননু।
সহমানৌ শ্বাসরোধবিনির্ধূতমনোমলৌ॥ ৩৪

শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতুঃ॥ ৩৫

এবং বাং তপ্যতোস্তীব্রং[২] তপঃ পরমদুষ্করম্।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেযুর্মদাত্মনোঃ॥ ৩৬

তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে।
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ॥ ৩৭

প্রাদুরাসং বরদরাড্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া।
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ॥ ৩৮

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।
ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ মম মায়য়া॥ ৩৯

আপনার সুরক্ষার কথা ভেবে আমি কংসের ভয়ে দিশাহারা বোধ করছি॥ ২৯ ॥ হে বিশ্বাত্মা স্বরূপ ভগবন্! আপনার এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শোভার আধার অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ আপনি প্রতিসংহৃত করুন॥ ৩০ ॥ দেহধারী মানুষ মাত্রই যেমন (বিনা আয়াসে) নিজ শরীরে অবকাশ বা শূন্যস্থানরূপে বিরাজমান আকাশকে ধারণ করে থাকে, সেই রকমেই প্রলয়কালে এই সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চকে আপনি নিজ শরীরে ধারণ করেন। সেই পরমপুরুষ পরমাত্মা আপনি আমার গর্ভে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এই ঘটনা আপনার অদ্ভুত মানুষী লীলা ছাড়া আর কী? ৩১॥

শ্রীভগবান বললেন—দেবী! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমাদের প্রথম জন্মে এই বসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতিরূপে এবং তুমি পৃশ্নি নামে (তাঁর পত্নীরূপে) জন্মগ্রহণ করেছিলে। তোমরা উভয়েই ছিলে একান্তরূপে পবিত্র চরিত্র, বিশুদ্ধহৃদয়॥ ৩২ ॥ ভগবান ব্রহ্মা তোমাদের প্রজা-সৃষ্টির আদেশ দিলে তোমরা ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করে কঠোর তপস্যা করেছিলে॥ ৩৩ ॥ বর্ষা, বায়ু, ঘর্ম, শীত, উষ্ণতা ইত্যাদি বিভিন্ন কালের গুণসমূহ সহ্য করে প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে তোমাদের মানসিক মলসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়ে গেছিল॥ ৩৪ ॥ কখনো শুষ্ক পত্র আহার করে, কখনো বা কেবল বায়ুভুক হয়ে তপস্যা করতে করতে তোমাদের চিত্তে প্রশান্তি জন্মেছিল। আমার নিকট হতেই অভীষ্ট লাভের আশায় এইভাবে তোমরা আমার আরাধনায় নিরত ছিলে॥ ৩৫ ॥ আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে এইপ্রকার পরম দুষ্কর কঠিন তপশ্চর্যায় তোমাদের বারো হাজার দিব্য বৎসর কেটে গেছিল॥ ৩৬ ॥ অপাপবিদ্ধা দেবী! তোমরা দুজনে এইভাবে তপস্যা, শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্ণ ভক্তিতে নিত্য নিরন্তর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করায় তখন তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের অভিলষিত বস্তু প্রদান করার ইচ্ছায় বরদরাজ-স্বরূপ আমি 'এই'রূপ ধারণ করেই তোমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলাম। 'বর প্রার্থনা করো'—আমি এই কথা বললে তোমরা আমার মতো পুত্র প্রার্থনা করেছিলে॥ ৩৭-৩৮ ॥ তোমরা দুজন সেইসময় পর্যন্ত কোনোরকম বিষয়সুখ ভোগ করনি এবং তোমাদের কোনো সন্তানও ছিল না। আমারই মায়ায় মোহিত হয়ে তোমরা আমার কাছে মোক্ষবর প্রার্থনা করনি॥ ৩৯ ॥

[১]রুদ্ধো.। [২]তোর্ভদ্রে।

গতে ময়ি যুবাং লব্ধ্বা বরং মৎসদৃশং সুতম্।
গ্রাম্যান্ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ॥ ৪০

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ[১]॥ ৪১

তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ॥ ৪২

তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্।
জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি॥ ৪৩

এতদ্ বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্ জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে॥ ৪৪

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ[২]।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্॥ ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বাঽঽসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ॥ ৪৬

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥ ৪৭

'আমারই মতোন পুত্র লাভ করবে'—এই বর তোমরা প্রাপ্ত হলে এবং আমিও সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। এইভাবে সফল-মনোরথ হওয়ার পরেই তোমরা বিষয়-সুখ উপভোগের দিকে মন দিয়েছিলে॥ ৪০ ॥ এদিকে আমিও জগৎ-সংসারে শীল-স্বভাব, ঔদার্য তথা অন্যান্য গুণে আমার সমান অন্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে নিজেই তোমাদের পুত্র হয়ে জন্ম নিলাম। সেই জন্মে আমি 'পৃশ্নিগর্ভ' নামে বিখ্যাত হয়েছিলাম॥ ৪১ ॥ এর পরবর্তী জন্মে বসুদেব কশ্যপ এবং তুমি অদিতি নামে আবির্ভূত হয়েছিলে। সেবারেও আমি তোমাদের পুত্র হয়েছিলাম এবং আমার নাম ছিল উপেন্দ্র। খর্ব আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় আমার নামান্তর হয়েছিল 'বামন'॥ ৪২ ॥ সতী দেবকী! তোমাদের এই তৃতীয় জন্মেও আমি সেই রূপেই আবার তোমাদের পুত্র হয়ে জন্ম স্বীকার করলাম*। আমার বাক্য সর্বদাই সত্য হয়ে থাকে॥ ৪৩ ॥

আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই আমি তোমাদের এই রূপ দেখালাম। অন্যথায় সাধারণ মানুষ-শরীরবিশিষ্টরূপে প্রকটিত হলে তাকে দেখে আমার সম্পর্কে যথার্থ (অর্থাৎ আমিই যে সেই নিরঞ্জন পরম-পুরুষ এইরূপ) জ্ঞান জন্মাতে পারে না॥ ৪৪ ॥ তোমরা দুজন আমার প্রতি পুত্র-ভাব এবং সেই সঙ্গে নিরন্তর ব্রহ্মবুদ্ধিও রাখবে। এইভাবে বাৎসল্য স্নেহ এবং নিত্য অনুচিন্তনের দ্বারা তোমরা আমার পরমপদ প্রাপ্ত হবে॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান এই কথা বলে বিরত হলেন এবং নিজের যোগমায়া আশ্রয় করে পিতামাতার চোখের সম্মুখেই অবিলম্বে একটি সাধারণ মনুষ্য-শিশুর রূপ ধারণ করলেন॥ ৪৬ ॥ এরপর ভগবানেরই প্রেরণায় বসুদেব নিজের সেই পুত্রকে গ্রহণ করে সূতিকা-গৃহ থেকে বহির্গত হতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই সময়েই ভগবানের যোগমায়া, যিনি তাঁর আত্মশক্তি হওয়ার কারণে তাঁরই মতোন জন্মরহিত-নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ

[১]স্মৃতঃ। [২]বা পুনঃ।

*ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেছিলেন যে, আমি তো এদের আমার সদৃশ পুত্রলাভের বর দিয়েছি, কিন্তু আমি এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারব না ; কারণ এরূপ (আমার সদৃশ) অপর কেউ নেই। কাউকে কোনো কিছু দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে তা পূরণ করতে না পারলে তার সমান তিনগুণ বস্তু প্রদান করতে হয়। আমার সদৃশ পদার্থের সমান আমি নিজেই। সুতরাং আমি স্বয়ং তিনবার এদের পুত্রত্ব স্বীকার করব।

তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ববৃত্তিষু
দ্বাঃস্থেষু পৌরেষ্বপি[১] শায়িতেষ্বথ।
দ্বারস্তু সর্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া
বৃহৎ কপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ।। ৪৮

তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে
স্বয়ং ব্যবর্যন্ত[২] যথা তমো রবেঃ।
ববর্ষ পর্জন্য উপাংশুগর্জিতঃ
শেষোঽন্বগাদ্ বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ।। ৪৯

মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্ যমানুজা
গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্মিফেনিলা।
ভয়ানকাবর্তশতাকুলা নদী
মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ।। ৫০

থেকে আবির্ভূত হলেন।। ৪৭ ।। সেই যোগমায়াই দ্বারপাল এবং পুরবাসিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির চেতনা হরণ করে নিলেন, তারা সব অচেতন হয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল। অবশ্য সেই কারাগৃহের সমস্ত দরজাই বন্ধ ছিল, সেগুলির বড় বড় কপাট লোহার কীলক (খিল) এবং শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। সেই গৃহ থেকে বহির্গত হওয়া বস্তুতই কঠিন ছিল, কিন্তু যেই বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে সেগুলির নিকটে গেলেন, তৎক্ষণাৎ সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা হতেই দূর হয়ে যায়, সেই রকমেই সেই দরজাগুলি নিজে থেকেই উন্মুক্ত হয়ে গেল*। সেই সময় মেঘ মৃদু-মন্দ গর্জনের সঙ্গে জলবর্ষণ করছিল, তাই অনন্তদেব (শেষনাগ) নিজের ফণা বিস্তার করে সেই জল নিবারণ করতে করতে বসুদেবের পশ্চাতে গমন করতে লাগলেন+ ।। ৪৮-৪৯ ।। তখন বর্ষাকাল হওয়ায় ইন্দ্রদেব বহুল পরিমাণে বৃষ্টি সম্পাদন করার ফলে যমুনার জলরাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল*। যমভগিনী সেই যমুনা নদী তখন যেমন গভীর তেমনই প্রবল বেগসম্পন্ন হয়ে অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে ফেনিল জলে শত শত ভয়ংকর আবর্তের সৃষ্টি করে উন্মত্ত গতিতে ছুটে চলেছিলেন। কিন্তু (বসুদেব-ক্রোড়স্থ) ভগবানকে তিনি স্বতই পথ ছেড়ে দিলেন, যেমন সীতাপতি রামচন্দ্রকে সমুদ্র নিজ বক্ষের উপরে পথ করে দিয়েছিলেন+ ।। ৫০ ।।

[১]ষ্বু চ। [২]শীর্যন্ত।

*যাঁর নাম শ্রবণমাত্র অসংখ্য জন্মার্জিত কর্মবন্ধন ধ্বংস হয়ে যায়, সেই প্রভু যাঁর ক্রোড়ে এসেছেন, তাঁর হাত-পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে যাবে—এতে আর আশ্চর্য কী ?

+শ্রীবলরাম চিন্তা করলেন— 'আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে জন্ম নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেবাই আমার প্রধান ধর্ম।' এই ভেবে তিনি নিজের শেষ নাগ মূর্তি ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের ছত্ররূপে জল নিবারণ করে চলতে লাগলেন। 'আমি থাকতে যদি আমার প্রভু বর্ষাধারায় কষ্ট পান, তো ধিক্ আমাকে'—এইরূপ বিচার করেই তিনি নিজের মস্তকে সেই বর্ষণ গ্রহণ করতে লাগলেন। অথবা তিনি ভাবলেন যে, এই বিষ্ণুপদ (আকাশ)বাসী মেঘ পরোপকারের জন্য নিজের অধঃপতনও স্বীকার করে নেয়, সুতরাং এ-ও বলিরই মতো নতমস্তকে বন্দনীয়।

*১. শিশু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দিকে আসতে দেখে যমুনা চিন্তা করলেন—'কী সৌভাগ্য ! যাঁর চরণকমলের রেণু সজ্জন মহাপুরুষদেরও মানস-ধ্যানের বিষয়, তিনিই কিনা আমার তটে আগমন করছেন !' আনন্দে আর প্রেমে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল, নয়ন থেকে এত অশ্রু নির্গত হল যে বন্যার সৃষ্টি হল।

২. আমি যমরাজের ভগিনী বলে শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে না নেন, এই ভেবে তিনি নিজের জীবন (জল)-রাশি প্রদর্শনে ব্যস্ত হলেন।

৩. শ্রীকৃষ্ণ তো গো-পালনের জন্যই গোকুলে যাচ্ছেন আর আমার এই সহস্র সহস্র তরঙ্গ—এগুলিও তো গোধনেরই সদৃশ। উনি এদেরও যেন রক্ষা করেন (এইরকম চিন্তা করে যমুনা তরঙ্গ বিস্তার করেছিলেন)।

৪. 'এক কালিয়নাগ তো আগে থেকেই আমার মধ্যে রয়েছে, এখন আবার এই অনন্তনাগ আসছে, আমার কী দুর্গতি হবে'—এই রকম বিচার করে যমুনা তরঙ্গাঘাতে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় বিশাল রূপ ধারণ করেছিলেন।

+১. হঠাৎই যমুনার মনে আশঙ্কা জন্মাল যে, এই অগাধ জল দেখে শ্রীকৃষ্ণ না ভেবে বসেন যে, এই নদীতে আমার পক্ষে

নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্
গোপান্ প্রসুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া।
সুতং[১] যশোদাশয়নে নিধায় তৎ
সুতামুপাদায়[২] পুনর্গৃহানগাৎ।। ৫১

দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাম্।
প্রতিমুচ্য পদোর্লোহমাস্তে পূর্ববদাবৃতঃ।। ৫২

যশোদা নন্দপত্নীং চ জাতং পরমবুধ্যত[৩]।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ।। ৫৩

বসুদেব নন্দরাজের ব্রজভূমিতে (গোকুলে) গিয়ে দেখলেন যে, গোপগণ সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে অচেতনের মতো পড়ে রয়েছে। তিনি নিজের পুত্রটিকে মাতা যশোদার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে তাঁর নবজাত কন্যাটিকে নিয়ে কারাগৃহে ফিরে এলেন।। ৫১ ।। সেখানে এসে তিনি সেই কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় শুইয়ে দিলেন এবং নিজের পায়ের লৌহশৃঙ্খল পুনরায় পরিধান করে পূর্বের মতো বন্দীরূপে অবস্থান করতে লাগলেন।। ৫২ ।। এদিকে নন্দপত্নী যশোদাও তাঁর একটি সন্তান হয়েছে—এইমাত্র জেনেছিলেন, কিন্তু সেই সন্তান পুত্র না কন্যা—তা বিশেষভাবে বুঝতে পারেননি। কারণ, প্রথমত তিনি (প্রসব-যন্ত্রণায়) অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং তাছাড়া যোগমায়াও তাঁর স্মৃতিশক্তি অপহরণ করে নিয়েছিলেন*।। ৫৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[৪] কৃষ্ণজন্মনি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।। ৩ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের
পূর্বার্ধে কৃষ্ণজন্মবর্ণনায় তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৩ ।।

---

[১]শিশুং। [২]সুতাং সমাদা.। [৩]পুত্রম্.। [৪]কৃষ্ণাবতারে তৃতীয়ো.।

জলক্রীড়াদি করা সম্ভব হবে না। এইজন্য যমুনা দ্রুত নিজের জল কোথাও কণ্ঠ পর্যন্ত, কোথাও নাভি পর্যন্ত আবার কোথাও বা কেবলমাত্র হাঁটু পর্যন্ত উচ্চতায় নামিয়ে আনলেন।

২. দুঃখী মানুষ যেমন দয়ালু পুরুষের কাছে নিজের মনকে খুলে ধরে, সেইরকমই কালিয়-ত্রস্ত যমুনা তার নিজের দুঃখার্ত হৃদয়ের বেদনা শ্রীকৃষ্ণকে জানানোর উদ্দেশ্যেই তাঁর সামনে নিজের নিভৃত অন্তরটি উন্মুক্ত করে দিলেন।

৩. আমার এই দুর্বিনীত ভাব দেখে শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার জলে ক্রীড়া করতে বা আমাকে পাটরানিরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, এই ভয়ে যমুনা উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করে নিজ হৃদয়ের প্রীতিরস সসংকোচে সবিনয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টিত হলেন।

৪. যখন ইনি সূর্যবংশে রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন পথ দিতে অস্বীকার করায় চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকে বন্ধন করেছিলেন। এবার ইনি চন্দ্রবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন, আর আমি হলাম সূর্যের কন্যা। এখন আমি যদি এঁকে পথ ছেড়ে না দিই, তাহলে ইনি আমারও বন্ধনদশা ঘটাবেন— যেন এইরকম আশঙ্কা করেই যমুনা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পথ করে দিলেন।

৫. মহাপুরুষগণ বলে থাকেন যে, হৃদয়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাবে অলৌকিক সুখের অনুভব হয়। যমুনা যেন সেই সুখ উপভোগের জন্যই তাঁকে নিজের অন্তরের ভিতর সাগ্রহে গ্রহণ করলেন।

৬. আমার নাম কৃষ্ণা, আমার জল কৃষ্ণবর্ণ, আমার বাইরেও এখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত। তাহলে আমার অন্তরেই বা তাঁর উপলব্ধি হবে না কেন ?—এই ভাবনাতেই যমুনা পথপ্রদানের ছলে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের হৃদয়ে বরণ করে নিলেন।

*এই ঘটনাবলির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তত্ত্বই প্রকাশ করলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁকে সানুরাগে হৃদয়ে ধারণ করে, তার সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়, কারাগৃহ থেকে সে মুক্তি লাভ করে, তার সম্মুখে বদ্ধ কপাট উন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রহরীদেরও উদ্দেশ পাওয়া যায় না, ভবনদীর জলও শুষ্ক হয়ে যায়, গোকুলের (ইন্দ্রিয়সমুদয়ের) বৃত্তিসকল লুপ্ত হয়ে যায় এবং মায়া তার বশবর্তী হয়ে থাকেন।

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ
চতুর্থ অধ্যায়
কংসহস্ত-মুক্ত আকাশস্থ দেবী যোগমায়ার ভবিষ্যদ্বাণী

শ্রীশুক উবাচ

বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ সর্বাঃ পূর্ববদাবৃতাঃ।
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ।। ১

তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য[১] দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ।
আচখ্যুর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে।। ২

স তল্পাৎ তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ।
সূতীগৃহমগাৎ তূর্ণং প্রস্খলন্ মুক্তমূর্ধজঃ।। ৩

তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী।
স্নুষেয়ং তব কল্যাণ[২] স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি।। ৪

বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ।
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম্।। ৫

নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো।
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্।। ৬

শ্রীশুক উবাচ

উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ।
যাচিতস্তাং বিনির্ভর্ৎস্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ।। ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! বসুদেব ফিরে এলে সেই নগরীর বাইরের এবং ভিতরের সব দরজা নিজে থেকেই পূর্বের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এরপর নবজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনে প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হল।। ১ ।। তারা দ্রুত ভোজরাজ কংসের কাছে গিয়ে দেবকীর সন্তান হওয়ার সংবাদ জানাল। কংসও উদ্বেগাকুলচিত্তে এই বার্তারই প্রতীক্ষা করছিল।। ২ ।। দ্বারপালদের কথা শোনামাত্রই সে দ্রুত শয্যা ছেড়ে উঠে সূতিকাগৃহের দিকে সত্বর গতিতে রওনা হল। 'এই সন্তানই আমার কালস্বরূপ (নিধনকারী)'—এই চিন্তায় সে মানসিকভাবে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, তার আচরণেও তা ধরা পড়ছিল। তার বিস্রস্ত কেশরাজি সুবিন্যস্ত করে নেওয়ারও অবকাশ সে পায়নি এবং চলার সময় প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই হোঁচট খাওয়ার ফলে বারে বারেই পতনোন্মুখ হতে হতেই সেই পথটুকু সে অতিক্রম করেছিল।। ৩ ।। সে কারাগৃহে উপস্থিত হলে সাধ্বী দেবকী দুঃখার্তচিত্তে করুণভাবে তাঁর ভ্রাতা সেই কংসকে বললেন—কল্যাণশীল ভ্রাতা ! এই কন্যা তোমার পুত্রবধূতুল্যা। বিশেষত এ স্ত্রীজাতীয়া, স্ত্রীহত্যা করা তোমার কখনোই উচিত নয়।। ৪ ।। ভ্রাতা ! তুমি দৈবপ্রেরিত হয়ে আমার অগ্নিতুল্য তেজস্বী অনেকগুলি সন্তান বিনষ্ট করেছ। এখন এই একটিই মাত্র আমার জীবিত সন্তান—এই কন্যা। দয়া করে এটিকে আমায় দান করো।। ৫ ।। আমি তো তোমারই ছোট বোন, এতগুলি সন্তান হারিয়ে দুঃখে-শোকে কাতর। তুমি আমার প্রিয় ক্ষমতাশালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, হতভাগিনী এই বোনের শেষ সন্তান এই কন্যাটিকে কেড়ে নিও না, দয়া করে একে ছেড়ে দাও।। ৬ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! সেই সদ্যোজাত কন্যাটিকে নিজ ক্রোড়ে আচ্ছাদিত করে একান্ত

[১]শীঘ্রমু.। [২]ণী।

তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্।
অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ।। ৮

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা।। ৯

দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা।
ধনুঃশূলেষুচর্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা।। ১০

সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ।। ১১

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব[1]বা পূর্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা।। ১২

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ।। ১৩

তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ।
দেবকীং বসুদেবং চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ।। ১৪

অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা।
পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো[2] হিংসিতাঃ সুতাঃ।। ১৫

কাতরভাবে কাঁদতে কাঁদতে দেবকী এইভাবে তার প্রাণ ভিক্ষা করতে থাকলেও সেই নিষ্ঠুর ও ক্রূর কংসের মনে কোনোরকম দয়ার উদ্রেক তো হলই না, বরং সে দেবকীকে কর্কশবচনে তিরস্কার করে তাঁর হাত থেকে কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিল।। ৭ ।। স্বার্থসিদ্ধি বা নিজের অভীষ্ট পূরণই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় তার মন থেকে স্নেহ, ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপেই উৎখাত হয়ে গেছিল। নিজের বোনের সেই নবজাত কন্যাটির পা-দুটি ধরে সে তাকে এক পাথরের ওপরে সজোরে আছাড় মারল।। ৮ ।। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছোট বোনরূপে জন্ম নেওয়া সেই কন্যাটি তো সাধারণ কেউ ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বয়ং দেবী যোগমায়া। তিনি কংসের হাত থেকে তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে শূন্যে তাঁর মহীয়সী দেবীরূপ ধারণ করে অষ্টভুজে আট রকমের অস্ত্রধারণ করে শোভমানা হলেন।। ৯ ।। তিনি দিব্য মাল্য, বস্ত্র, চন্দন ও রত্নালংকারসমূহে ভূষিত ছিলেন, তাঁর আট হাতে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম (ঢাল), তরবারি, শঙ্খ, চক্র এবং গদা—এই আট অস্ত্র শোভা পাচ্ছিল।। ১০ ।। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর এবং নাগগণ বহুবিধ পূজা উপচার নিয়ে তাঁর স্তবগান করছিল। এইরূপে দর্শন দিয়ে সেই দেবী কংসকে এইকথা বললেন—।। ১১ ।। 'আরে মূর্খ ! আমাকে মেরে তোর কী লাভ হবে ? তোর পূর্ব-জন্মের শত্রু তোকে বধ করবার জন্য কোথাও না কোথাও জন্ম নিয়েছেন। তুই আর বৃথা নিরাপরাধ শিশুদের হত্যা করিস না'।। ১২ ।। ভগবতী যোগমায়া কংসকে এইকথা বলে অন্তর্হিত হলেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে (প্রকটিত হয়ে) বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন (এবং পূজিত হয়ে আসছেন)।। ১৩ ।।

দেবীর বচন শুনে কংস যারপরনাই বিস্মিত হল এবং দেবকী ও বসুদেবকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল— ।। ১৪ ।। 'বোন এবং ভগ্নীপতি আমার ; হায় ! রাক্ষসেরা যেমন নিজেদের সন্তানকেই বধ করে, তেমনই পাপাত্মা আমি তোমাদের এতগুলি পুত্রকে হত্যা করেছি। ধিক্ আমাকে !* ।। ১৫ ।।

[1]ক্বচিদ্বা.। [2]সুহৃদো।

*যাঁর গর্ভে স্বয়ং ভগবান বাস করেছেন, যিনি ভগবানের দর্শন পেয়েছেন, সেই দেবকী-বসুদেবের দর্শনের ফলরূপেই

স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ।
কাঁল্লোকান্ বৈ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্॥ ১৬

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্যা এব কেবলম্।
যদ্বিশ্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবাঞ্ছিশূন্॥ ১৭

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতম্ভুজঃ[১]।
জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে॥ ১৮

ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপয়ান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্যেতি যথৈব ভূঃ॥ ১৯

যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ততে॥ ২০

তস্মাদ্ ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।
মানুশোচ যতঃ সর্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ॥ ২১

যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্[২]।
তাবত্তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ॥ ২২

ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ[৩]।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ॥ ২৩

দুর্বুদ্ধি আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে, তার প্রভাবে আমি দয়া-মায়া তো বিসর্জন দিয়েইছি, নিজের আত্মীয়-স্বজন, হিতৈষী বন্ধুদেরও ত্যাগ করেছি। জানি না, কোন্ ভয়ংকর নরকে আমার গতি হবে। বস্তুত, আমি তো এখনই ব্রহ্মঘাতীর তুল্য জীবিত হয়েও মৃত॥ ১৬ ॥ মানুষই যে কেবল মিথ্যা বলে তা তো নয়, আমি তো দেখছি, বিধাতাও (দৈববাণী) মিথ্যা বলেন। তারই ওপর বিশ্বাস করে আমি নিজের বোনের শিশু-সন্তানদের হত্যা করেছি। হায়, কী ভয়ংকর পাপই না আমি করেছি॥ ১৭ ॥ তোমরা দুজনেই মহাপ্রাণ, পুত্রদের জন্য শোকগ্রস্ত হয়ো না। তারা নিজেদের কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করেছে। জীবমাত্রই প্রারব্ধের অধীন, কাজেই সবাই সর্বদা একসঙ্গে থাকতে পারে না॥ ১৮ ॥ মাটির জিনিস যেমন তৈরি হয় আবার ভেঙেও যায়, কিন্তু তাতে মাটির কোনো বিকার হয় না, সেইরকমই শরীরের সৃষ্টি বা ধ্বংসে আত্মা কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না॥ ১৯ ॥ যাদের এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়নি, তারা এই (অনাত্মভূত) শরীরকেই আত্মা বলে ধারণা করে। এরই নাম বিপরীত বুদ্ধি বা অজ্ঞান। এরই কারণে জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে, আর যতদিন এই অজ্ঞান দূর না হয়, ততদিন সুখ-দুঃখরূপ এই সংসারেরও নিবৃত্তি হয় না॥ ২০ ॥ স্নেহের বোন আমার ! তোমার পুত্রেরা আমার হাতে মারা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তুমি তাদের জন্য শোক কোরো না। কারণ, সকল প্রাণীকেই বিবশভাবে (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে, বাধ্য হয়ে) পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়॥ ২১ ॥ আত্মস্বরূপ না জেনে জীব যতদিন পর্যন্ত 'আমি হত্যা করি' বা 'আমি নিহত হই'—এইরকম ধারণা করে চলে, ততকাল সে শরীরের জন্ম বা মৃত্যুকে নিজের ওপর আরোপ করে বাধ্য-বাধক ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে অপরকে দুঃখ দেয় এবং নিজেও দুঃখ ভোগ করে॥ ২২ ॥ তোমাদের প্রতি আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ করেছি, দুরাত্মার মতো ব্যবহার করেছি, তবুও তোমরা তা ক্ষমা করো, (তোমাদের কাছে এই প্রার্থনা

[১]সুকৃতং [২]সুদৃক্। [৩]বন্ধুব.।

কংসের মনে বিনয়, সদ্যুক্তি, উদারতা প্রভৃতি গুণের উদয় হয়েছিল। কিন্তু যতক্ষণ সে তাঁদের সম্মুখে ছিল, ততক্ষণই ছিল এগুলির স্থায়িত্বকাল। দুর্মতি মন্ত্রীদের মধ্যে যাওয়া মাত্রই সে আবার যথাপূর্ব দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হয়েছিল।

মোচয়ামাস[১] নিগড়াদ্ বিশ্রব্ধঃ কন্যকাগিরা।
দেবকীং বসুদেবং চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্॥ ২৪

ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্ত্বা রোষং চ দেবকী।
ব্যসৃজদ্ বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ॥ ২৫

এবমেতন্মহাভাগ[২] যথা বদসি দেহিনাম্।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ॥ ২৬

শোকহর্ষভয়দ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ।
মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্‌দৃশঃ॥ ২৭

শ্রীশুক উবাচ

কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিশুদ্ধং প্রতিভাষিতঃ।
দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্ গৃহম্॥ ২৮

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহূয় মন্ত্রিণঃ।
তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া॥ ২৯

আকর্ণ্য ভর্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ।
দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ॥ ৩০

এবং চেত্তর্হি ভোজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু।
অনির্দশান্ নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্॥ ৩১

কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ।
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব॥ ৩২

অস্যতস্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ।
জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ॥ ৩৩

জানাতে সাহস করছি) কারণ, তোমরা দুজনেই পরম সজ্জন এবং দীনবৎসল।' এইকথা বলতে বলতে কংস দেবকী এবং বসুদেবের পা জড়িয়ে ধরল। চোখের জলে তখন তার মুখ ভেসে যাচ্ছিল॥ ২৩ ॥ দেবী যোগমায়ার কথায় বিশ্বাস করে কংস এইভাবে দেবকী ও বসুদেবের প্রতি নিজের স্নেহ তথা স্বজন-বাৎসল্য প্রকাশ করে তাঁদের শৃঙ্খল মোচন করল॥ ২৪ ॥ দেবকী যখন দেখলেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কংস তার কাজের জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত এবং দুঃখিত, তখন তিনিও তাকে ক্ষমা করলেন। তার পূর্বকৃত অপরাধসমূহ তিনি এবং বসুদেব আর মনে রাখতে চাইলেন না, এবং বসুদেব স্মিতমুখে কংসকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—॥ ২৫ ॥ 'মহাভাগ কংস ! আপনি যা বললেন তা যথার্থই বটে। অজ্ঞানের ফলেই জীবের দেহাদিতে 'অহং বুদ্ধি' জন্মিয়ে থাকে, আর তার থেকেই আপন-পর ভেদবোধের উৎপত্তি হয়॥ ২৬ ॥ এই ভেদ দৃষ্টির ফলেই প্রাণিগণ শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং মদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এই সত্য অনুধাবন করতে পারে না যে সব কিছুর প্রেরণকর্তা স্বয়ং ভগবানই এক ভাব বা পদার্থের দ্বারা অপর ভাব বা পদার্থের বিনাশ ঘটাচ্ছেন'॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! বসুদেব এবং দেবকী এইভাবে প্রসন্ন চিত্তে অকপটভাবে কংসের সঙ্গে কথা বললে সেও তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজ গৃহে চলে গেল॥ ২৮ ॥ সেই রাত্রি অতীত হলে কংস নিজের মন্ত্রীদের আহ্বান করে, যোগমায়া যা বলেছিলেন, সব কথাই জানাল॥ ২৯ ॥ কংসের মন্ত্রীরা নীতিশাস্ত্রে খুব নিপুণ ছিল না। দৈত্য হিসাবে তারা স্বভাবতই দেবতাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এখন নিজেদের প্রভু কংসের কথা শুনে তারা দেবতাদের প্রতি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং কংসকে বলতে লাগল॥ ৩০ ॥ ভোজরাজ ! যদি এইরকমই হয়, তাহলে আমরা আজই নগর, গ্রাম, ব্রজভূমি (গোপালকদের বাসস্থান) এবং অন্যান্য স্থানে দশদিনের কিছু বেশি বা কম বয়সের যত শিশু আছে, সবাইকে হত্যা করব॥ ৩১ ॥ যুদ্ধভীরু দেবতারা যুদ্ধের উদ্যোগ করেই বা কী করবে ? তারা তো ধনুকের টংকার শব্দেই চিরকাল ভয়ে ভয়ে থাকে॥ ৩২ ॥ যুদ্ধে আপনি প্রবলবিক্রমে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে আপনার শরজালে আহত দেবতারা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য

[১]ক্ষয়া.। [২]রাজ।

কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো দীনা[১] ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ।
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ॥ ৩৪

ন ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংবৃতান্।
হংস্যন্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ॥ ৩৫

কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ।
রহোজুষা কিং[২] হরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা।
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা॥ ৩৬

তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে।
ততস্তন্মূলখননে নিযুঙ্ক্ষ্বাস্মাননুব্রতান্॥ ৩৭

যথাঽঽময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি-
র্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা
রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে॥ ৩৮

মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ।
তস্য চ ব্রহ্ম গোবিপ্রাস্তপো যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ॥ ৩৯

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ॥ ৪০

যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গেছিল॥ ৩৩ ॥ কোনো কোনো দেবতা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে আপনার সামনে দীনভাবে দাঁড়িয়েছিল, কেউ কেউ বা নিজেদের কেশ বন্ধন মোচন করে মুক্ত কচ্ছ হয়ে, 'আমরা ভীত, রক্ষা করুন আমাদের'—বলে আপনারই শরণ নিয়েছিল॥ ৩৪ ॥ আপনি তো (যোধধর্ম বা শাস্ত্রনির্দিষ্ট রণনীতির অনুসরণে) কখনোই যারা যুদ্ধকালে অস্ত্র (প্রয়োগ কৌশল) বিস্মৃত হয়েছে, যাদের রথ ভগ্ন হয়েছে, যারা ভয়সন্ত্রস্ত, যারা (শোকাদি) কোনো কারণে যুদ্ধে বিমুখ বা অন্যমনস্ক হয়েছে, যাদের ধনু ছিন্ন হয়েছে অথবা যারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছে সেই সব শত্রুকে বধ করেন না॥ ৩৫ ॥ দেবতারা তো সেখানেই বীরত্ব প্রদর্শন করে, যেখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো অশান্তিই নেই ; রণভূমির বাইরেই তারা বড় বড় কথা বলে ! এদের থেকে, অথবা গোপনবাসী বিষ্ণু, বনবাসী মহাদেব, অল্পবীর্য ইন্দ্র কিংবা তপস্যারত ব্রহ্মার থেকেই বা আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে ? ৩৬ ॥ কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমাদের মতে, দেবতাদের উপেক্ষা করাও উচিত হবে না, কারণ তারা তো আমাদের শত্রুই। কাজেই তাদের একেবারে সমূলে উৎখাত করে ফেলার জন্য আপনি আমাদের, যে আমরা সম্পূর্ণরূপেই আপনারই অনুগত—নিয়োগ করুন॥ ৩৭ ॥ শরীরে কোনো রোগ হলে যদি শুরুতেই তার চিকিৎসা না করে উপেক্ষা করা হয়, তাহলে সেই রোগ ক্রমে দৃঢ়মূল হয়ে এমন স্তরে চলে যায় যে, তখন তা চিকিৎসার অসাধ্য হয়ে পড়ে ; অথবা, ইন্দ্রিয়গুলি সম্পর্কেও যদি প্রথমত উপেক্ষা দেখানো যায়, অর্থাৎ সেগুলিকে সংযত রাখার কোনো চেষ্টা না করা হয়, তাহলে পরে আর কোনোমতেই সেগুলিকে দমন করা যায় না ; ঠিক এইরকমই শত্রুকে যদি প্রথমত উপেক্ষা করা হয় এবং তার ফলে সে শক্তি সঞ্চয় করে নিজের মূল দৃঢ় করে ফেলতে পারে, তাহলে পরে তাকে বিচলিত বা পরাজিত করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়॥ ৩৮ ॥ দেবতাদের মূল হল বিষ্ণু, আর যেখানে সনাতন ধর্ম সেখানেই তার নিবাস। সনাতন ধর্মের মূল হল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা এবং দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ॥ ৩৯ ॥ সুতরাং হে ভোজরাজ ! আমরা ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ, তপস্বী, যাজ্ঞিক এবং ঘৃতাদি যজ্ঞীয় হবিঃপদার্থের উৎপত্তির মূল উৎসস্বরূপ গোসমূহের সম্পূর্ণ বিনাশসাধন

[১]ভীতা। [২]বা।

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ[1] তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ॥ ৪১

স হি সর্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড় গুহাশয়ঃ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ।
অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্॥ ৪২

শ্রীশুক উবাচ

এবং দুর্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্র্য দুর্মতিঃ।
ব্রহ্মহিংসাং হিতং[2] মেনে কালপাশাবৃতোঽসুরঃ॥ ৪৩

সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ॥ ৪৪

তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।
সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ॥ ৪৫

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ৪৬

করব॥ ৪০॥ ব্রাহ্মণ, গো, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম (ইন্দ্রিয়দমন), শম (মনোনিগ্রহ), শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা এবং যজ্ঞ —এইগুলি হল বিষ্ণুর শরীর॥ ৪১ ॥ সেই বিষ্ণুই হল সমস্ত দেবতার অধিপতি এবং অসুরদ্বেষীদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু সে অত্যন্ত গোপন কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকে। মহাদেব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতারই সেই হল প্রকৃত মূলস্বরূপ। তাকে ধ্বংস করার যথার্থ উপায় হল ঋষিদের প্রতি হিংসা-আচরণ, ছলে-বলে-কৌশলে ধার্মিক সজ্জনদের পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি সাধন॥ ৪২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এমনিতেই কংসের বুদ্ধি ছিল উন্মার্গগামী, তার ওপর তার এমনই সব মন্ত্রী জুটেছিল, যারা ছিল তার চাইতেও বেশি দুর্মতিপরায়ণ, দুরাত্মা। তাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে কালপাশে আবদ্ধ সেই অসুর কংস ব্রহ্মহিংসা বা ব্রাহ্মণদের হত্যা করাই সমুচিত কর্তব্য বলে নির্ধারণ করল॥ ৪৩ ॥ তখন সে হিংসামূলক কাজেই যাদের অভিরুচি এবং যারা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারে, এমন দানবদের দিকে দিকে সাধু-সজ্জনগণের ওপর অত্যাচার করার জন্য প্রেরণ করে নিজ গৃহে ফিরে এল॥ ৪৪ ॥ সেই সব দানবদের স্বভাব ছিল রজোগুণসম্পন্ন এবং তাদের বুদ্ধি তমোগুণে আচ্ছন্ন হওয়ায় তাদের উচিত-অনুচিত বোধও নষ্ট হয়ে গেছিল। প্রকৃতপক্ষে তখন তাদের মৃত্যু ছিল সন্নিকট, তারই আকর্ষণে ধাবিত হয়েই যেন তারা সৎ-পুরুষগণের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করতে লাগল॥ ৪৫ ॥ পরীক্ষিৎ ! যে ব্যক্তি পূজনীয় সাধুপুরুষকে অসম্মান করে, তার আয়ু, সম্পদ,কীর্তি, ধর্ম, ইহলোক-পরলোক, বৈষয়িক সুখ-সম্ভোগ এবং সর্ববিধ কল্যাণই বিনষ্ট হয়ে যায়॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[3] চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

---

[1]দেবাশ্চ। [2]হিতাং। [3]অসুরমন্ত্রণং নাম চতু.।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

গোকুলে শ্রীভগবানের জন্ম-মহোৎসব

শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ॥ ১

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ[১] পিতৃদেবার্চনং তথা ॥ ২

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে।
তিলাদ্রীন্ সপ্ত রত্নৌঘশাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্॥ ৩

কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া।
শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাঽঽত্মবিদ্যয়া॥ ৪

সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ॥ ৫

ব্রজঃ সম্মৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ।
চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥ ৬

গাবো বৃষা[২] বৎসতরা হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ।
বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ ॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! নন্দ-মহারাজ স্বভাবতই উদার এবং মহাপ্রাণ ছিলেন, বিশেষত এখন পুত্র জন্মানোয় তাঁর হৃদয় আনন্দের আতিশয্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছিল। তিনি মঙ্গলস্নানে পবিত্র এবং রমণীয় বস্ত্রালংকারাদিতে সজ্জিত হয়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের দ্বারা স্বস্তিবাচনপূর্বক পুত্রের জাতকর্ম এবং সেইসঙ্গে দেবতা ও পিতৃগণেরও যথাবিধি পূজা সম্পাদন করালেন॥ ১-২ ॥ স্বর্ণাদি নির্মিত অলংকারে সজ্জিত দুই নিযুত (কুড়ি লক্ষ) গাভী এবং মণি-রত্নাদি এবং স্বর্ণের অম্বর (পাত) দ্বারা আচ্ছাদিত সাতটি তিলাদ্রিও (রাশীকৃত তিল) তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করলেন॥ ৩ ॥ (সংস্কারের দ্বারাই গর্ভশুদ্ধি হয়, তা দেখানোর জন্য বিবিধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছেন) কালের দ্বারা (নতুন জল, অশুদ্ধ ভূমি প্রভৃতি), স্নানের দ্বারা (শরীর প্রভৃতি), প্রক্ষালনের দ্বারা (বস্ত্রাদি), সংস্কারের দ্বারা (গর্ভাদি), তপস্যার দ্বারা (ইন্দ্রিয়াদি), যজ্ঞের দ্বারা (ব্রাহ্মণ প্রভৃতি), দানের দ্বারা (ধন-ধান্যাদি) এবং সন্তোষের দ্বারা (মন প্রভৃতি) দ্রব্য এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয়ে থাকে॥ ৪ ॥ তখন ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ এবং বন্দীগণ* শুভাশীর্বাদ জ্ঞাপন এবং স্তুতিবাচন করছিলেন, গায়কেরা গান করছিল, মুহুর্মুহু ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতি বাজছিল॥ ৫ ॥

ব্রজভূমির সমস্ত গৃহের দ্বারদেশ, প্রাঙ্গণ, অভ্যন্তরভাগ সুপরিষ্কৃত এবং গন্ধবারি দ্বারা সিক্ত করা হয়েছিল, বিভিন্নস্থানে চিত্র-বিচিত্র ধ্বজ-পতাকা, পুষ্পমালা, বস্ত্রখণ্ড এবং পল্লবসমূহে শোভিত তোরণ নির্মিত হয়েছিল॥ ৬ ॥ গাভী, বৃষ এবং বৎসগুলির শরীরে হরিদ্রাযুক্ত তৈলের (হলুদ-তেল) প্রলেপ দিয়ে

[১]ধিনা পিতৃ.। [২]ষাঃ সবৎস্যাশ্চ হরি.।

*সূত—পৌরাণিক। মাগধ—বংশ-বর্ণনাকারী। বন্দী—সময়োচিত উক্তির দ্বারা স্তুতিকর্তা, ভাট।

যথা—

সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ॥

মহার্হবস্ত্রাভরণকঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ ।
গোপাঃ সমাযযূ রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ৮

গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্।
আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥ ৯

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ ।
বলিভিস্ত্বরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥ ১০

গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্য-
শ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ।
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজু-
র্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ ॥ ১১

তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি[১] বালকে।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যো জনমুজ্জগুঃ ॥ ১২

অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে।
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেঽনন্তে নন্দস্য[২] ব্রজমাগতে॥ ১৩

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ॥ ১৪

চিত্রিত করে গৈরিক ধাতু (গিরিমাটি), ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পমালায়, বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র এবং সোনার হারে তাদের সজ্জিত করা হয়েছিল॥ ৭ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ! গোপ-বৃন্দও এই উপলক্ষ্যে বহুমূল্য বস্ত্র, অলংকার, কঞ্চুক (উর্ধ্বাঙ্গের পোশাক, আঙ্গরাখা বা জামা) এবং উষ্ণীষে সজ্জিত হয়ে এবং হাতে বহুবিধ উপহার দ্রব্য নিয়ে নন্দরাজের গৃহে উপস্থিত হলেন॥ ৮ ॥

যশোদার পুত্র জন্মানোর সংবাদ শুনে গোপীরাও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরাও সুন্দর বস্ত্র, অলংকার, অঙ্গরাগ তথা অঞ্জন (কাজল) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন দ্রব্যের সাহায্যে নিজেদের পরিপাটিরূপে সজ্জিত করে তুললেন॥ ৯ ॥ তাঁদের পদ্মের মতো সুন্দর মুখে কুঙ্কুমের প্রসাধন পরাগ কেশরের শোভা ধারণ করেছিল। শ্রোণীভারে সাধারণভাবে অলসগমনা হলেও এখন তাঁরা নানাবিধ উপহার দ্রব্য নিয়ে দ্রুতবেগে গমন করতে থাকায় তাদের বক্ষদেশে কম্পন লক্ষ করা যাচ্ছিল॥ ১০ ॥ সেই গোপরমণীদের কর্ণে ছিল উজ্জ্বল মণিময় কর্ণভূষণ, কণ্ঠে স্বর্ণপদক, হস্তে স্বর্ণবলয়, পরিধানে বিবিধবর্ণের বসন। দ্রুত গমন হেতু পথের মধ্যে তাদের কবরী থেকে ফুল খসে পড়ছিল এবং কুণ্ডল, হার ও বক্ষোদেশ আন্দোলিত হচ্ছিল। এইভাবে নন্দালয়ে গমন-সময়ে তাদের ব্যস্ততা ও ঔৎসুক্যজনিত অধীরতাই এক মনোহর শোভা সৃষ্টি করেছিল॥ ১১ ॥ সেখানে গিয়ে তাঁরা নবজাত শিশুকে 'চিরজীবী হও', 'ভগবান, একে রক্ষা করো'—ইত্যাদি বলে আশীর্বাদ করলেন এবং উপস্থিত লোকজনকে হলুদ-তেল মিশ্রিত জলের ছিটা দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গলগান করতে লাগলেন॥ ১২ ॥

যিনি সমগ্র জগৎ-সংসারের একমাত্র প্রভু, যাঁর ঐশ্বর্য-মাধুর্য-বাৎসল্যাদি কল্যাণগুণসমূহেরও কোনো অবধি নেই, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দরাজের ব্রজভূমিতে মনুষ্যদেহে আবির্ভূত হলে তাঁর জন্ম উপলক্ষ্যে সেখানে বিচিত্র মহোৎসব আরম্ভ হল। দিকে দিকে বেজে উঠল বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র, তার মঙ্গলশব্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল আকাশ॥ ১৩ ॥ আনন্দমত্ত গোপেরা পরস্পরকে দই,

[১]জীবেতি। [২]নন্দব্রজমুপেযুষি।

নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কারগোধনম্[1]।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ॥ ১৫

তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ॥ ১৬

রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা।
ব্যচরদ্ দিব্যবাসঃস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা॥ ১৭

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ॥ ১৮

গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ।
নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ॥ ১৯

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্॥ ২০

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্।
প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ॥ ২১

দুধ, ঘি এবং জলের দ্বারা সিক্ত করতে লাগলেন, ননীদ্বারা একে অপরকে লিপ্ত করে (এবং এইভাবে ভূমিতে দধি-কর্দম তৈরি হলে তার ওপরে) পরস্পরকে ফেলে দিতে লাগলেন॥ ১৪ ॥ উদারচেতা নন্দ সেই উৎসবমত্ত গোপকুলকে প্রচুর বস্ত্র, আভরণ এবং গোধন দানে প্রীত করলেন। সূত, মাগধ, বন্দী তথা অপরাপর যে সব ব্যক্তি নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি বিদ্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে, সেই শিল্পীদেরও তাদের প্রার্থিত বস্তু অকৃপণভাবে প্রদান করে যথাযোগ্য সমাদর করলেন। ভগবান বিষ্ণুর প্রীতি-সম্পাদন এবং নিজের নবজাত পুত্রের মঙ্গল ও অভ্যুদয় ভিন্ন তাঁর মনে অন্য কোনো কামনাই ছিল না, তাই অকাতরে সর্ব বস্তু প্রদান করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি॥ ১৫-১৬ ॥ মহাভাগ্যবতী দেবী রোহিণীও নন্দরাজ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত ও অভিনন্দিত হয়ে দিব্য বস্ত্র, মাল্য ও কণ্ঠাভরণাদি অলংকার ধারণ করে গৃহকর্ত্রীর মতো সমাগত স্ত্রীজনের অভ্যর্থনাদি কর্মে ব্যাপৃত হয়ে সেই উৎসবগৃহের সর্বত্র বিচরণ করছিলেন॥ ১৭ ॥ মহারাজ, সেইদিন থেকে শ্রীনন্দের ব্রজভূমি সর্বপ্রকার ঋদ্ধি-সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল তথা নিজের স্বাভাবিক গুণসমূহ—এই উভয়বিধ কারণেই তা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর বিহারস্থানে পরিণত হল॥ ১৮ ॥

হে কুরুকুলতিলক! এর কিছুদিন পর নন্দ মহারাজ গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কয়েকজন (প্রধান স্থানীয়) গোপের ওপর ন্যস্ত করে নিজে কংসের বার্ষিক কর প্রদানের জন্য মথুরায় গেলেন॥ ১৯ ॥ বসুদেব যখন জানতে পারলেন যে তাঁর ভ্রাতা (ভ্রাতৃতুল্য) নন্দ মথুরায় এসে কংসের কর মিটিয়ে দিয়েছেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য, তিনি (নন্দ) যেখানে অবস্থান করছিলেন, সেখানে গেলেন॥ ২০ ॥ অপ্রত্যাশিতভাবে বসুদেবের দর্শন লাভ করে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষের অভিঘাতে নন্দের প্রতিক্রিয়া হল, হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেলে মৃত শরীরের যেমন অবস্থা হয়, সেইরকম। আনন্দবিহ্বল নন্দ দ্রুত আসন ছেড়ে উঠে প্রীতিভরে তাঁর সেই প্রিয়তম বন্ধুকে দুই বাহু দিয়ে বুকের মধ্যে

[1]ধনৈঃ।

পূজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ[১]।
প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ২২

দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত॥ ২৩

দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্তমানঃ পুনর্ভবঃ।
উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্লভং প্রিয়দর্শনম্॥ ২৪

নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্মণাম্।
ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা ॥ ২৫

কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্যম্বুতৃণবীরুধম্।
বৃহদ্বনং তদধুনা যত্রাসসে ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ॥ ২৬

ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ব্রজে।
তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ॥ ২৭

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে॥ ২৮

জড়িয়ে ধরলেন॥ ২১॥ পরম সমাদর ও সম্মানের সঙ্গে বসুদেবকে অভ্যর্থনা করে নন্দ তাঁকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দান করলে তিনিও তাঁকে কুশল প্রশ্নাদি করে সুখে আসনে উপবেশন করলেন। তবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বুঝতেই পারছেন যে, পিতা হিসাবে তাঁর চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই নিজের দুই পুত্র বলরাম এবং কৃষ্ণের সম্পর্কে উৎসুক ছিল, তাই তিনি সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার জন্য নন্দকে বলতে লাগলেন—॥ ২২ ॥

(বসুদেব বললেন—) 'ভাই ! এ অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, তোমার একটি সন্তান লাভ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এতকাল পর্যন্ত তোমার কোনো সন্তান না হওয়ায় এবং তোমার বয়সও যথেষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সম্ভবত তুমিও সন্তানের আশা ছেড়েই দিয়েছিলে॥ ২৩ ॥ আর এও পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমাকে আমি আবার দেখতে পেলাম। আমার তো মনে হচ্ছে যেন এই জন্মেই আজ আমার পুনর্জন্ম হল। এই সংসার চক্রের গতি তো আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, সেইজন্যই প্রিয়জনের দর্শন লাভ এখানে একান্তই দুর্লভ॥ ২৪ ॥ নদীর স্রোতে ভেসে চলা পদার্থসমূহ যেমন দীর্ঘক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনই একান্ত কাম্য হলেও বন্ধুবান্ধব-প্রিয়জনদের একত্রে বসবাসও সম্ভব হয় না—কারণ সকলের কর্ম (কাজ, জীবিকা বা অদৃষ্ট) তো একরকম নয়॥ ২৫ ॥ যাইহোক, ইদানীং তুমি আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে যে মহাবনে বাস করছ, সেটি পশুদের (গোধনাদির) পক্ষে হিতকর এবং রোগাদির প্রকোপ থেকে মুক্ত তো ? সেখানে জল-তৃণ-লতাদিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তো ? ২৬ ॥ আর ভাই ! আমার পুত্রটি (বলদেব) তার মার (রোহিণী) সঙ্গে তোমার কাছে ব্রজভূমিতেই তো আছে। তুমি আর যশোদাই তো তাকে লালন-পালন করছ, কাজেই সে নিশ্চয়ই তোমাকে পিতার মতো জ্ঞান করে। সে ভালো আছে তো ? ২৭ ॥ ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই যে ত্রিবর্গের সেবন পুরুষের জন্য শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে, তা কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সুখ এবং মঙ্গলের জন্য প্রযুক্ত হবে—এটাই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট। তারাই যদি কষ্ট পায়, তাহলে সেই ত্রিবর্গলাভ বৃথা, সকলকে

[১]স্বাত্মনঃ।

নন্দ উবাচ

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা॥ ২৯

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি॥ ৩০

বসুদেব উবাচ

করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে[১] দৃষ্টা বয়ং চ বঃ।
নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে॥ ৩১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্॥ ৩২

বঞ্চিত করে আত্মসুখবিধানের নাম 'পুরুষার্থ' হতেই পারে না॥ ২৮॥

নন্দ বললেন—ভাই বসুদেব! কী আর বলব? দেবকীর গর্ভজাত তোমার এতগুলি পুত্রকে কংস নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। শেষপর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ যে কন্যা সন্তানটি অবশিষ্ট ছিল, সেও তো স্বর্গে চলে গেছে! ২৯॥ অদৃষ্টকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই, মানুষের সুখ-দুঃখ সব কিছুই তো অদৃষ্টের অধীন! অদৃষ্টই জীবের শেষ গতি। যে এইভাবে অদৃষ্টকেই জীবনের উত্থান-পতন, অভাবিত সুখ-দুঃখাদির প্রকৃত হেতু বলে জানে, সে আর এসবের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয় না॥ ৩০॥

বসুদেব বললেন—যাই হোক, ভাই, তোমার তো রাজা কংসকে বার্ষিক কর দেওয়া হয়ে গেছে, আমাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎও হল। এখন আর তোমার এখানে বেশিদিন থাকার দরকার নেই, কারণ আজকাল গোকুলে নানারকম উৎপাত শুরু হয়েছে॥ ৩১॥

শ্রীশুকদেব বললেন—বসুদেব এই কথা বললে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ তাঁর অনুমতি নিয়ে বৃষ-বাহিত শকটে আরোহণ করে গোকুলে প্রস্থান করলেন॥ ৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[২] নন্দবসুদেবসঙ্গমো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে নন্দ-বসুদেব-সমাগম নামক পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৫॥

---

[১]রাজ্ঞো। [২]নন্দবসুদেবসমাগমঃ পঞ্চ.।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ
ষষ্ঠ অধ্যায়
পূতনা উদ্ধার

শ্রীশুক উবাচ

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্‌।
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ॥ ১

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু[১]॥ ২

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্মসু।
কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্তুর্যাতুধান্যশ্চ[২] তত্র হি॥ ৩

সা খেচর্যেকদোপেত্য[৩] পূতনা নন্দগোকুলম্‌।
যোষিত্বা মায়য়াঽঽত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী॥ ৪

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং
বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্‌।
সুবাসসং কম্পিতকর্ণভূষণ-
ত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্‌॥ ৫

বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ-
র্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্‌।
অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্‌॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—পথে যেতে যেতে নন্দমহারাজ 'বসুদেবের কথা মিথ্যা হয় না' —এইরূপ চিন্তা করে ব্রজে উৎপাত ঘটার আশঙ্কায় চিন্তিত হলেন। তখন তিনি মনে মনে শ্রীহরির শরণ নিলেন, যেন সর্ববিপদহারী সেই ভগবানই তাঁর পুত্র-সহ গোকুলের সবাইকে রক্ষা করেন॥ ১ ॥ এদিকে কংস ইতিমধ্যেই পূতনা নামে এক রাক্ষসীকে প্রেরণ করেছিল। এই ভয়ংকর স্বভাবের রাক্ষসীর কাজই ছিল শিশুদের হত্যা করা। কংসের আদেশে সে নগর, গ্রাম, ব্রজ (গোপালকদের বসতি) প্রভৃতি স্থানে শিশুদের হত্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল॥ ২ ॥ মহারাজ! জানবেন, ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্তন বা স্মরণ রাক্ষস-পিশাচাদি দুষ্ট শক্তির ভয় দূর করে, তাদের বিনাশ ঘটায়। সেইজন্য যেখানে মানুষ প্রতিদিন নিজেদের কাজের মধ্যে (ব্যস্ত থেকে) ওইসব বিষয়ে (ভগবন্নামকীর্তনাদিতে) বিমুখ থাকে, কেবলমাত্র সেরূপ স্থানেই এরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে॥ ৩ ॥ যাইহোক, সেই পূতনার আকাশপথে গমন এবং ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করার ক্ষমতা ছিল। সে একদিন এইভাবে নন্দরাজের গোকুলে এসে মায়াবলে এক সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করে সেখানে প্রবেশ করল॥ ৪ ॥ বড়ই মনোহর রূপ সে ধারণ করেছিল। তার বেণীবন্ধে গ্রথিত ছিল মল্লিকা ফুল, পরিধানে সুদৃশ্য বস্ত্র, কানে কুণ্ডল দুলছিল আর তা থেকে আলোকছটা নির্গত হয়ে চূর্ণ অলকে বেষ্টিত তার মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করছিল। তার নিতম্ব ও বক্ষ উন্নত এবং মধ্যদেশ ছিল কৃশ॥ ৫ ॥ মধুর হাসি ও কটাক্ষযুক্ত দৃষ্টিপাতে সে ব্রজবাসিগণের মন হরণ করছিল। হাতে পদ্ম নিয়ে সেই রূপবতী রমণীকে আসতে দেখে গোপীরা ভাবছিলেন বুঝি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই নিজের পতিকে দর্শন করবার উদ্দেশ্যে এসেছেন॥ ৬ ॥

---

[১]মাকরাদি.। [২]ধানাশ্চ। [৩]দোৎপত্য।

বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্
যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকম্।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং
দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতম্ভসি॥ ৭

বালকদের ক্ষতিকারক দুষ্টগ্রহস্বরূপ সেই পূতনা শিশুদের অন্বেষণে ইতস্তত বিচরণ করতে করতে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই নন্দরাজের গৃহে প্রবেশ করল। সেখানে সে বালক শ্রীকৃষ্ণকে শয্যায় শয়ান অবস্থায় দেখতে পেল। মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টদের কালস্বরূপ। কিন্তু ভস্মের মধ্যে প্রাচ্ছন্ন অগ্নির মতো তখন তিনি নিজের প্রচণ্ড তেজ সামান্য মানব-শিশু-রূপের অন্তরালে গোপন করে রেখেছিলেন॥ ৭ ॥ ভগবান তো সর্ব চরাচরের আত্মা-স্বরূপ, সুতরাং তিনি জেনেই ছিলেন যে, এই রমণী-রূপধারিণী প্রকৃতপক্ষে শিশু হত্যাকারী পূতনা-গ্রহ এবং তিনি নিজের নেত্রদ্বয় নিমীলিত করে ফেলেছিলেন।* কোনো বুদ্ধিহীন অথবা ভ্রমপরবশ

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং
চরাচরাত্মাঽঽস নিমীলিতেক্ষণঃ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং
যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ॥ ৮

*পূতনাকে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চোখ বুজে ফেলেছিলেন—এই ব্যাপারটি ভক্ত কবি এবং টীকাকারগণ বহুপ্রকারে ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলি মধ্যে কিছু এখানে উল্লেখ করা হল—

১. শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য সুবোধিনী টীকায় বলেছেন—অবিদ্যাই পূতনা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন—'আমার দৃষ্টির সামনে তো অবিদ্যা থাকতেই পারবে না, কিন্তু তাহলে লীলা কী করে হবে ?' তাই তিনি নেত্র মুদ্রিত করে ফেললেন।

২. 'এই পূতনা শিশুঘাতিনী'—'পূতানপি নয়তি'— পবিত্র শিশুদেরও (প্রাণ)এ নিয়ে যায়। এমন ঘৃণ্য পাপ যে করে তার মুখও দেখা উচিত নয়—এইজন্য তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

৩. এই জন্মে পূতনা কোনো সাধনা বা পুণ্য আচরণ করেনি। হয়তো পূর্ব পূর্ব জন্মে সে ভগবানের সঙ্গলাভের জন্য কিছু সাধনা করে থাকবে। সেইগুলি দেখার জন্যই ভগবান চোখ বুজলেন।

৪. ভগবান ভাবলেন, আমি তো কখনো পাপিষ্ঠার দুগ্ধ পান করিনি। এখন লোকে যেমন চোখ বুজে চিরতার জল পান করে ফেলে, সেই রকম আমিও চোখ বুজে এর স্তন্য পান করে ফেলি।

৫. ভগবানের উদরে অবস্থিত অসংখ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহ, ভগবান পূতনার স্তনদুগ্ধ রূপ ভয়ংকর বিষ পান করতে যাচ্ছেন জেনে ভয়ার্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের আশ্বস্ত করার জন্য ভগবান নয়ন নিমীলিত করেছিলেন।

৬. শিশু শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন—'আমি মাখন মিছরী ভেবে গোকুলে এলাম, অথচ এখন ষষ্ঠীর দিনই দেখছি বিষ পানের সময় এসে গেল।' তাই তিনি চোখ বন্ধ করে ভগবান মহাদেবকে আবাহন করলেন যে, 'আপনি তো বিষপানে অভ্যস্ত, এই বিষও আপনিই পান করে যান, আমি দুধ পান করব।'

৭. ভগবানের নেত্রদ্বয় সিদ্ধান্ত করল যে, 'ভগবান পরম স্বতন্ত্র, তিনি এই পাপীয়সীকে ভালো মন্দ যেমন খুশি গতি দিন না কেন, আমরা কিন্তু একে চন্দ্রমার্গ (পিতৃযান) অথবা সূর্যমার্গ (দেবযান) কোনো গতিই দেব না।' এই কারণে তারা নিজেদের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছিল। (ভগবানের নেত্রদ্বয় চন্দ্র-সূর্যস্বরূপ)।

৮. নেত্রদ্বয় ভাবল যে এই পূতনার নেত্রও তো আমাদেরই সজাতীয়, কিন্তু এরা এই ক্রূর রাক্ষসীর শোভা বৃদ্ধি করছে। সুতরাং এরা আত্মীয়-স্থানীয় হলেও দর্শনের যোগ্য নয়। এইজন্য তারা পলকের দ্বারা নিজেদের আবৃত করে ফেলল।

৯. শ্রীকৃষ্ণের নেত্রদ্বয়ে বিরাজমান ধর্মাত্মা নিমি সেই দুষ্টা রাক্ষসীকে দর্শন করা উচিত নয় ভেবে দ্বার বন্ধ করে দিলেন।

১০. শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু রাজহংসস্বরূপ, বকী পূতনাকে দেখার জন্য তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না, তাই তারা মুদ্রিত হয়েছিল।

১১. শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, বাইরে তো এ মায়ের মতো রূপধারণ করে রয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভয়ংকর ক্রূরতা নিয়ে এসেছে। এরকম স্ত্রীলোকের মুখদর্শন না করাই উচিত। এইজন্য তিনি চোখ বুজে ফেললেন।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোশপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎ প্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্॥ ৯

ব্যক্তি যেমন নিদ্রিত সর্পকে রজ্জু ভেবে (নিজের বিনাশের জন্যই) তুলে নেয়, সেইরকমই সেই পূতনা নিজের মৃত্যুরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ক্রোড়ে তুলে নিল॥ ৮ ॥

কোশের ভিতরে প্রচ্ছন্ন তীক্ষ্ণধার অসির মতো পূতনা অন্তরে অতি কুটিল হলেও বাইরে সুমধুর ব্যবহার

১২. ভগবান ভাবলেন, আমাকে নির্ভয় দেখে এ হয়তে বুঝে ফেলবে যে আমার ওপর তার প্রভাব খাটবে না, আর হয়তো ফিরে অন্য কোথাও চলে যাবে। এইজন্য তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

১৩. বাল্যলীলার একেবারে প্রারম্ভেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে সংঘর্ষ হল এই বিরক্তিতে ভগবান চোখ বন্ধ করলেন।

১৪. শ্রীকৃষ্ণের মনে এই চিন্তা উদিত হল যে, করুণাদৃষ্টিতে যদি এর দিকে তাকাই তাহলে মারব কী করে, আবার সরোষ দৃষ্টিপাত করলে তো এ সঙ্গে সঙ্গেই ভস্ম হয়ে যাবে ! লীলা সিদ্ধির জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলাই ভালো হবে। তাই তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

১৫. এ ধাত্রীর বেশ ধারণ করে এসেছে, সুতরাং একে বধ করা উচিত নয়। কিন্তু তাহলে এ আরও অনেক গোপ শিশুকে হত্যা করবে। সুতরাং এর এই বেশ না দেখেই একে হত্যা করতে হবে—এই ভেবে চোখ বন্ধ করলেন।

১৬.অত্যন্ত গুরুতর অনিষ্টও যোগের দ্বারা নিবারিত হয়ে থাকে। তাই যেন তিনি চক্ষু নিমীলিত করে যোগ-দৃষ্টি অবলম্বন করলেন।

১৭. পূতনা ঠিক করেই এসেছিল যে সে ব্রজের সমস্ত শিশুকেই হত্যা করবে। কিন্তু ভক্তরক্ষাপরায়ণ ভগবানের কৃপায় ব্রজের একটি শিশুও তার দৃষ্টিপথে পতিত হয়নি এবং সে ভগবানের লীলাশক্তির প্রেরণায় একেবারে নন্দালয়েই এসে উপস্থিত হয়। ভগবানও তাঁর ভক্তদের ক্ষতিসাধন তো দূরের কথা, সে কথা চিন্তা করে সেই মহাপাপীর মুখদর্শনও করতে চান না। ব্রজ বালকেরা সকলেই ভগবানের লীলাসঙ্গী, সখা, তাঁর পরম ভক্ত ; পূতনা তাদের হত্যা করার সংকল্প নিয়েই এসেছিল, তাই ভগবান তার মুখ দর্শন করেননি।

১৮. পূতনা তার ভয়ানক রূপ গোপন করে রাক্ষসী মায়ায় সুন্দরী রমণী বেশে এসেছিল। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিপাত মাত্রই সেই মায়া নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তার প্রকৃত ভয়ংকর রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। তখন তাকে সামনে দেখে যদি মা যশোদা ভীত হয়ে পড়েন এবং পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় হঠাৎ তাঁর প্রাণবায়ুই বহির্গত হয়—এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে ভগবান নেত্র নিমীলন করলেন।

১৯. পূতনা হৃদয়ে হিংসা নিয়েই এসেছে, কিন্তু ভগবান তাকে হিংসার জন্য উপযুক্ত দণ্ড না দিয়ে কেবলমাত্র তার প্রাণবধ করে তার পরম কল্যাণই করতে চাইছেন। তিনি অনন্ত কল্যাণ গুণের আধার, ধৃষ্টতা বা প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রভৃতি দোষের লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই। এইজন্য পূতনার কল্যাণের জন্য হলেও তার প্রাণহরণ করতে তাঁর লজ্জা জন্মাচ্ছে এবং সেই লজ্জাবশেই তাঁর নেত্র নিমীলন।

২০. ভগবান জগৎপিতা, অসুর রাক্ষসাদিও তাঁরই সন্তান। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল এবং উদগ্র স্বভাব হয়ে গেছে, এজন্য তাদের দণ্ড দেওয়াও প্রয়োজন। স্নেহময় মাতাপিতা যখন নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকে শাস্তি দেন, তখন তাঁদের নিজেদের মনেও কম দুঃখ হয় না। কিন্তু সেই সন্তানকে ভয় দেখানোর জন্য তাঁরা নিজেদের দুঃখ বাইরে প্রকাশ হতে দেন না। সেইরকমই ভগবানও যখন অসুর-সংহার করেন তখন পিতারূপে তাঁরও দুঃখ হয় ; কিন্তু অন্যান্য অসুরদের মনে ভয় উৎপাদনের জন্য তিনি নিজের দুঃখ প্রকাশ করেন না। এখন তিনি পূতনাকে বধ করতে চলেছেন, কিন্তু তার মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা নিজের চোখে দেখতে চান না। এইজন্যই তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

২১. ছোটো বালকদের মধ্যে এই স্বভাব দেখা যায় যে, তারা নিজ পিতামাতার সামনে স্বাভাবিকভাবে খেলাধুলা করে ; কিন্তু কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখলে ভয় পেয়ে যায় এবং চোখ বন্ধ করে ফেলে। ভগবান এখন বালক-লীলা প্রকট করছেন, সুতরাং অপরিচিত পূতনাকে দেখে চোখ মুদিত করে ফেললেন। বাল্য-লীলা মাধুর্যেরই এ এক অনুপম প্রকাশ !

তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্যমুল্বণং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ॥ ১০

সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী
নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্মণি ।
বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুঃ[1]
প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ॥ ১১

তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা
সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ
পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া॥ ১২

নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসু-
র্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি।
প্রসার্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা
বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ॥ ১৩

পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীত্তদদ্ভুতম্॥ ১৪

ও হাবভাবে যেন কোনো অভিজাত বংশীয়া সুন্দরী নারীরূপে প্রতিভাত হওয়ায় সকলের বিশ্বাস অর্জন করেছিল এবং তার সেই মোহিনী সপ্রতিভতায় অভিভূত হয়েই যশোদা ও রোহিণী তাকে গৃহের ভিতরে আসতে দেখেও জিজ্ঞাসাবাদ বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেননি, শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন॥ ৯ ॥ এদিকে সেই ভয়ংকরী রাক্ষসী পূতনা শিশু শ্রীকৃষ্ণকে নিজের কোলে তুলে নিল এবং তাঁর মুখে নিজের স্তন দান করল। কোনো মতেই যা জীর্ণ হবার নয় এমন মারাত্মক বিষে পরিপূর্ণ তার সেই স্তন ভগবান রোষযুক্ত হয়ে দুহাতে সজোরে চেপে ধরে তার প্রাণের সাথে তার দুগ্ধ পান করতে লাগলেন*। (তিনি দুগ্ধ পান করলেন আর তাঁর সঙ্গী ক্রোধ তার প্রাণ শুষে নিতে লাগল !)॥ ১০ ॥

তখন (সেই শিশুর দুগ্ধ আকর্ষণের প্রবল টানে) পূতনা তার প্রাণের আশ্রয়ভূত সমস্ত মর্মস্থানে (একেবারে মূল থেকে উৎপাটিত হওয়ার মতো) অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করে অস্থির হয়ে চিৎকার করে উঠল—'ওরে ছাড়, ছাড়, আর না, আর না !' তার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, সারা শরীরে ঘাম দেখা দিল, হাত-পা ছুঁড়ে আর্তনাদ করে কাঁদতে লাগল॥ ১১ ॥ তার সেই প্রচণ্ড চিৎকার শব্দের অভিঘাতে সপর্বত পৃথিবী কাঁপতে লাগল, গ্রহসকল-সহ আকাশও বিচলিত হল, পাতাল এবং দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল এবং সেই শব্দকে বজ্রপাত শব্দ ভেবে অনেকেই ভূমিতলে পতিত হল॥ ১২ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এইভাবে সেই নিশাচরী পূতনা স্তনপীড়নে নিতান্ত কাতর হয়ে নিজের প্রকৃতরূপ আর গোপন রাখতে পারল না, তার রাক্ষসীরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তার শরীর থেকে প্রাণও বহির্গত হল, সে মুখব্যাদান করে এবং হাত-পা ছড়িয়ে বজ্রাহত বৃত্রের মতোন গোষ্ঠভূমিতে এসে পতিত হল॥ ১৩ ॥

মহারাজ ! পূতনার দেহ মাটিতে পড়ার সময়ে ছয় ক্রোশের মধ্যেকার সমস্ত গাছ ভেঙে ফেলল ; এই

[1]ছর্নিঃ স্বিন্ন.।

*ভগবান রোষকে সঙ্গী করে পূতনার প্রাণ সমেত স্তন্য পান করতে লাগলেন, এর অর্থ রোষ (রোষের অধিষ্ঠাতা দেবতা রুদ্র) সেই রাক্ষসীর প্রাণকে পান (হরণ) করল এবং ভগবান পান করলেন দুধ।

ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্ধজম্॥ ১৫

অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্।
বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্‌ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্॥ ১৬

সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্ বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্।
পূর্বং তু তন্নিঃস্বনিতভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ॥ ১৭

বালং চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্।
গোপ্যস্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ১৮

যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্বতঃ[১]।
রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্‌গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ॥ ১৯

গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্[২]।
রক্ষাং চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ॥ ২০

গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্।
ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্বত॥ ২১

আশ্চর্যজনক ঘটনায় সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল॥ ১৪ ॥ তার বিশাল দেহটি ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর দর্শন ; মুখে লাঙলের ঈষার মতো বড় বড় অতি ভয়াল দাঁত, নাসা গহ্বররন্ধ্র পর্বত গহ্বরের মতো বিশাল, স্তনদ্বয় ক্ষুদ্র পর্বতাকৃতি, পিঙ্গল বর্ণের চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় তাকে আরও ভীষণ লাগছিল॥ ১৫ ॥ কোটর প্রবিষ্ট তার চোখ দুটি যেন গভীর অন্ধকূপ, তার জঘন দেশ নদীর উঁচু দুরারোহ তটের মতো, দুই হাত, উরু এবং পা নদীর ওপরে রচিত সেতুর মতোন এবং উদর জলশূন্য হ্রদের মতো মনে হচ্ছিল॥ ১৬ ॥ পূতনার উৎকট চিৎকার শুনে পূর্বেই গোপ-গোপীগণের হৃৎপিণ্ড, কান এবং মাথা বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, এখন তার সেই করাল শরীরটি দেখে তাঁরা যারপরনাই ভীত হয়ে পড়লেন॥ ১৭ ॥ এরপর গোপীরা দেখতে পেলেন সেই রাক্ষসীর বুকের ওপর বালক শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয়ে খেলা করছেন*, তখন তাঁরা ভয়ে এবং বিস্ময়ে ব্যাকুল হয়ে দ্রুতপদে গিয়ে তাঁকে সেখান থেকে নামিয়ে আনলেন ॥ ১৮ ॥

তারপর যশোদা এবং রোহিণীর সঙ্গে তাঁরা গোপুচ্ছ-ভ্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন আচারে বালক শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গের রক্ষা বিধান করলেন॥ ১৯ ॥ প্রথমে তাঁরা তাঁকে গোমূত্রের দ্বারা স্নান করালেন, এরপর সর্ব অঙ্গে গো-রজ (গোরুর খুরের ধূলি) লেপন করলেন এবং তারপর তাঁর দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের কেশব প্রভৃতি দ্বাদশ নাম-সহ গোময়ের তিলক অঙ্কনের দ্বারা রক্ষা সম্পাদন করলেন॥ ২০ ॥ পরে গোপীরা আচমন করে 'অজ'

[১]সর্বশঃ। [২]সা সুতম্।

*পূতনার বক্ষে ক্রীড়ারত ভগবান যেন মনে মনে বলছিলেন—

স্তনন্ধয়স্য স্তন এব জীবিকা দত্তস্ত্বয়া স স্বয়মাননে মম।
ময়া চ পীতো ম্রিয়তে যদি ত্বয়া কিং বা মমাগঃ স্বয়মেব কথ্যতাম্॥

অর্থাৎ 'আমি তো স্তন্যপায়ী শিশু, স্তন্যপানই আমার বেঁচে থাকার উপায়। তুমিও নিজেই আমার মুখে তোমার স্তনদান করেছ, আমিও তা পান করেছি। এখন, এর ফলে যদি তুমি মারা যাও, তো তুমি নিজেই বল, এতে আমার কী দোষ ?'

দৈত্যরাজ বলির কন্যা ছিলেন রত্নমালা। বলির যজ্ঞশালায় বামন অবতাররূপে আগত ভগবানকে দেখে তাঁর হৃদয়ে পুত্রস্নেহের উদয় হয়। তিনি তখন চিন্তা করেন যে, 'যদি আমার এইরকম একটি পুত্র হত, এবং তাকে আমি স্তন্য পান করাতে পারতাম তাহলে কী সৌভাগ্যই না হত !'—ভগবান ভক্তরাজ বলির কন্যার এই মনস্কামনা মনে মনেই অনুমোদন করেন। সেই রত্নমালাই দ্বাপর যুগে পূতনা রূপে জন্ম নেয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্তনদান করে তাঁর স্পর্শে মুক্ত হয়ে যায়।

অব্যাদজোঽঙ্‌ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ[1] কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্‌।। ২২

চক্রগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্যুপেন্দ্র-
স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ।। ২৩

ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্‌ নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু।। ২৪

পৃশ্নিগর্ভস্তু[2] তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্‌ পরঃ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ[3]।। ২৫

ব্রজন্তমব্যাদ্‌ বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্‌ পাতু সর্বগ্রহভয়ঙ্করঃ।। ২৬

ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ।। ২৭

কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ।। ২৮

স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে।
সর্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ।। ২৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্‌।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্‌।। ৩০

প্রভৃতি একাদশ বীজমন্ত্রের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করলেন এবং শিশু শ্রীকৃষ্ণেরও সর্বাঙ্গে বীজন্যাস করলেন।। ২১ ।।

(এইভাবে তাঁরা বীজন্যাস করেছিলেন) 'অজ' (জন্ম-রহিত) ভগবান তোমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন, মণিমান্‌ জানুদ্বয়, যজ্ঞপুরুষ-উরুদ্বয়, অচ্যুত কটিদেশ, হয়গ্রীব উদর, কেশব হৃদয়, ঈশ বক্ষঃস্থল, ইন (সূর্যদেব) কণ্ঠ, বিষ্ণু বাহুযুগল, উরুক্রমমুখ এবং ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন।। ২২ ।। চক্রী (চক্রধারী) ভগবান তোমার অগ্রভাগে, গদাধারী শ্রীহরি পশ্চাদ্ভাগে, যথাক্রমে ধনু এবং অসি ধারণকারী ভগবান মধুসূদন এবং অর্জুন দুই পার্শ্বে, শঙ্খধারী উরুগায় চার কোণে, তার্ক্ষ্য (গরুড়)-বাহন উপেন্দ্র ঊর্ধ্বদেশে, হলধর ভূমিতে এবং পরমপুরুষ ভগবান তোমায় সর্ব দিকে রক্ষা করুন।। ২৩ ।। হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়সমূহ, নারায়ণ প্রাণসকল, শ্বেতদ্বীপাধিপতি ভগবান চিত্ত এবং যোগেশ্বর মনকে রক্ষা করুন।। ২৪ ।। পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি এবং পরমাত্মা ভগবান তোমার আত্মা (অহংকার)-কে রক্ষা করুন। খেলার সময় তোমায় গোবিন্দ এবং শয়ান অবস্থায় তোমাকে মাধব রক্ষা করুন।। ২৫ ।। গমনকালে তোমায় ভগবান বৈকুণ্ঠ এবং উপবেশনের সময়ে শ্রীপতি রক্ষা করুন। ভোজনকালে তোমায় সর্বগ্রহভয়ংকর (সকল গ্রহের ভীতিজনক) যজ্ঞভোক্তা ভগবান রক্ষা করুন।। ২৬ ।। ডাকিনীগণ, রাক্ষসীসমূহ, কুষ্মাণ্ডা প্রভৃতি শিশুদের ক্ষতিকারক গ্রহসকল, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি ; শরীর, প্রাণ তথা ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষতিকারক উন্মাদ, অপস্মার (মৃগী) প্রভৃতি রোগ ; স্বপ্নদৃষ্ট মহোৎপাত সকল, বৃদ্ধগ্রহ এবং বালগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় অনিষ্টকারক পদার্থ ভগবান বিষ্ণুর নামগ্রহণে সন্ত্রস্ত হয়ে দূরে পলায়ন করুক, বিনাশপ্রাপ্ত হোক*।। ২৭-২৯ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে

[1]জঙ্ঘে। [2]র্ভস্ততো। [3]কেশবঃ।

*এই প্রসঙ্গ পাঠ করে ভাবুক ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে বলতে পারেন—'হে ভগবান ! মনে হয় যেন, আপনার চাইতে আপনার নামে অধিক শক্তি ; কেননা আপনি ত্রিভুবনকে রক্ষা করেন, আর নাম আপনাকেও রক্ষা করে।'

তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ।। ৩১

নূনং বতর্ষিঃ সংজাতো যোগেশো বা সমাস সঃ।
স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যদাহানকদুন্দুভিঃ।। ৩২

কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্ত্বা তত্তে ব্রজৌকসঃ।
দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো ন্যদহন্[১] কাষ্ঠধিষ্ঠিতম্।। ৩৩

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ।। ৩৪

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাহহপ সদগতিম্।। ৩৫

কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা।। ৩৬

পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিবৎ স্তনম্।। ৩৭

যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবো নু মাতরঃ।। ৩৮

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য স্নেহপাশে বদ্ধ গোপীরা তাঁর রক্ষাবিধান করলে মাতা যশোদা তাঁকে নিজ স্তন্য পান করালেন এবং শয্যায় শুইয়ে দিলেন।। ৩০ ।। এই সময়ে নন্দ-মহারাজ তাঁর সঙ্গী গোপগণকে নিয়ে মথুরা থেকে গোকুলের ফিরে এলেন। তাঁরা পূতনার সেই বিশাল দেহ দেখে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হলেন।। ৩১ ।। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—'বসুদেব তো দেখা যাচ্ছে, ঋষিকল্প হয়ে উঠেছেন, অথবা কোনো ঋষিই বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন কিংবা তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন, নয়তো পূর্বজন্মে তিনি যোগীমহাপুরুষ ছিলেন ! তিনি যেমন বলেছিলেন, ব্রজে তো সেইরকম উৎপাত শুরু হয়েছে, দেখা যাচ্ছে'।। ৩২ ।। ইতিমধ্যে ব্রজবাসীরা কুঠারের দ্বারা পূতনার দেহ খণ্ড খণ্ড করে গোকুল থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে কাঠের চিতায় তুলে আগুন দিয়ে দিলেন।। ৩৩ ।। তার দেহ পুড়তে থাকলে তা থেকে যে ধূম নির্গত হল, তাতে ধূপের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। আর, তা না হবেই বা কেন, ভগবান তার দুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গেছিল, দেহটিও পবিত্র হয়ে গেছিল।। ৩৪ ।। পূতনা তো রাক্ষসীই ছিল, শিশুহত্যা এবং তাদের রক্তপান—এই ছিল তার কাজ। ভগবানকেও সে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই স্তনপান করিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সে সৎপুরুষদের যে পরমগতি হয়ে থাকে তাই লাভ করেছিল।। ৩৫ ।। সুতরাং যাঁরা মায়ের মতো প্রকৃত স্নেহ এবং অনুরাগ নিয়ে, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গে নিজেদের প্রিয়তম বস্তু অথবা তাঁর প্রিয় বস্তু সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেন—তাঁদের সম্পর্কে আর বলার কী আছে ? ৩৬ ।। লোকবন্দিত ব্রহ্মা শংকরাদি দেবগণেরও যা নিত্য-বন্দনীয়, ভক্তগণের হৃদয়গুহায় যার অধিষ্ঠান, সেই নিজ চরণ-কমলের দ্বারা ভগবান পূতনার দেহের উপর সংস্থিত হয়ে তার স্তনপান করেছিলেন।। ৩৭ ।। সে রাক্ষসী হলেও এইজন্যই জননীর যোগ্য অতি উৎকৃষ্ট গতিই লাভ করেছিল। সে ক্ষেত্রে ভগবান সানন্দে যাঁদের দুগ্ধ পান করেছিলেন, সেই গাভী ও মাতৃগণের* আর কথা কী ? ৩৮ ।।

[১]নির্দেহঃ।

*ব্রহ্মা যখন গোপবালক এবং গো-বৎসগণকে হরণ করেছিলেন, তখন ভগবান নিজেই তাদের সকলের রূপ ধারণ করে তাদের মাতা (অর্থাৎ গোপীমাতা এবং গোমাতা)-দের দুগ্ধ পান করেছিলেন। সেইজন্য এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে।

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ।। ৩৯

ভগবানের প্রতি বাৎসল্য স্নেহ বশে ব্রজ-মাতা এবং গোমাতাগণের স্তন-দুগ্ধ আপনা হতেই ক্ষরিত হত, আর কৈবল্যাদি সকল প্রকার মুক্তি যিনি কটাক্ষে দান করতে সমর্থ, সেই দেবকীপুত্ররূপধারী ভগবান তা যথা-ভিলষিতভাবে পান করতেন।। ৩৯ ।।

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ।। ৪০

রাজন্! সেই সকল ব্রজগোপী এবং গোমাতা, যাঁরা ভগবানকে নিত্যনিরন্তর নিজ সন্তানরূপেই দেখেছেন এবং তদনুরূপ আচরণই তাঁর প্রতি করেছেন—তাঁদের আর জন্ম-মৃত্যু চক্র-রূপ সংসারে আবর্তিত হওয়ার প্রশ্নই নেই, কারণ সংসার তো অজ্ঞানের কারণেই হয়ে থাকে।। ৪০ ।।

কটধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় বজ্রৌকসঃ।
কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ।। ৪১

নন্দ মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গিগণ যখন পূতনার চিতাধূমের সুগন্ধ পেলেন, তখন তাঁরা 'একী ? কোথা থেকে এই সুগন্ধ আসছে ?'—এইরূপ বলাবলি করতে করতে ব্রজে এসে পৌঁছলেন।। ৪১ ।।

তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্।
শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ।। ৪২

সেখানে গোপগণ তাঁদের কাছে পূতনার আগমন থেকে মৃত্যু সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে, তাঁরা পূতনার মরণ হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের কোনোরকম অনিষ্ট হয়নি জেনে স্বস্তিলাভের সঙ্গে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।। ৪২ ।।

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ।
মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ।। ৪৩

হে কুরুকুলসম্ভব পরীক্ষিৎ ! উদারচেতা নন্দরাজ তখন মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরে আসা নিজ পুত্রকে কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে মনে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করলেন।। ৪৩ ।।

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া[১] মর্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্।। ৪৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বাল্যলীলার এই বৃত্তান্ত 'পূতনামোক্ষ', যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে, সে শ্রীগোবিন্দের প্রতি প্রেম-ভক্তি লাভ করে থাকে।। ৪৪ ।।

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[২] ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।। ৬।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৬ ।।

———০———

[১]নিশম্য শ্রদ্ধয়া। [২]পূতনামোক্ষঃ।

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

শকট ভঞ্জন এবং তৃণাবর্ত-উদ্ধার

রাজোবাচ

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো॥ ১

যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা
সত্ত্বং চ শুদ্ধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তির্হরৌ তৎ পুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ॥ ২

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্।
মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ॥ ৩

শ্রীশুক উবাচ

কদাচিদৌত্থানিককৌতুকাপ্লবে
জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈ-
শ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী॥ ৪

নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং
বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ।
অন্নাদ্যবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ
সংজাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ ॥ ৫

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—প্রভু, সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি বিবিধ অবতাররূপ ধারণ করে বহুপ্রকার কর্ণরসায়ন মধুর লীলা প্রকাশ করে থাকেন। এই লীলাকথাগুলি আমারও হৃদয়ে পরম আহ্লাদ জন্মায়, আমি এইসব বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আনন্দে বিভোর হয়ে যাই॥ ১ ॥ এইসব কথা শুনতে শুনতে মানুষের ভগবৎ-প্রসঙ্গ সম্পর্কে অনীহা এবং বিষয়-তৃষ্ণা দূর হয়ে যায় এবং তার অন্তঃকরণ অচিরকালের মধ্যেই শুদ্ধ হয়ে ওঠে। শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাব এবং তাঁর ভক্তগণের প্রতি সৌহার্দ্যের মানসিকতাও সৃষ্টি হয়। যদি এই অমূল্য কথামৃত শ্রবণের অধিকার আমার জন্মেছে বলে মনে করেন, তাহলে সেই মনোহর লীলাপ্রসঙ্গ বিস্তার করুন॥ ২ ॥ মর্তলোকে অবতীর্ণ হয়ে মনুষ্যজাতি-সুলভ আচরণের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অদ্ভুত বাল্যলীলা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলিরই অন্যান্য আরও বিবরণ আমাকে বলুন॥ ৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! একবার* শিশু শ্রীকৃষ্ণের শয্যায় পার্শ্বপরিবর্তন চেষ্টার প্রথম প্রকাশ উপলক্ষ্যে যশোদা এক অভিষেক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সেইদিন তাঁর জন্ম-নক্ষত্রের যোগ ছিল। এই মঙ্গল কাজে গৃহে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের সমাগম ঘটেছিল। গান, বাজনা, ব্রাহ্মণদের মন্ত্রপাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে সাধ্বী যশোদা সেই অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়েছিলেন॥ ৪ ॥

নন্দরানি এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের অন্ন, বস্ত্র, মাল্য,

---

*এখানে মূলের 'কদাচিৎ' (একবার) শব্দের তাৎপর্য তৃতীয় মাসের জন্মনক্ষত্রযুক্ত কাল। সেই সময়ের শিশুলীলার এক অপরূপ উদ্ভাস ভাবুক ভক্তের চোখে—

স্নিগ্ধাঃ পশ্যতি সেস্মরীতি ভুজয়োর্যুগ্মং মুহুশ্চালয়ন্নত্যঙ্কং মধুরং কূজতি পরিষ্বঙ্গায় চাকাঙ্ক্ষতি।
লাভালাভবশাদমুষ্য লসতি ক্রন্দত্যপি ক্বাপ্যসৌ পীতস্তন্যতয়া স্বপিত্যপি পুনর্জাগ্রন্মুদং যচ্ছতি॥

অর্থাৎ স্নেহময়ী গোপিকাদের প্রতি তাকিয়ে মিষ্টি হাসেন, দুই হাত নেড়ে মৃদুস্বরে কলকূজন করেন। কোলে ওঠার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, উঠতে পেলে খুশি হন, না পেলে কাঁদতে থাকেন। কখনো কখনো স্তন্যপান করেই ঘুমিয়ে পড়েন, আবার জেগে উঠেই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী
সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ।
নৈবাশৃণোদ্ বৈ রুদিতং সুতস্য সা
রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ॥ ৬

অধঃ শয়ানস্য শিশোরনোঽল্পক-
প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্তত।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ॥ ৭

দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয়
ঔত্থানিকে কর্মণি যাঃ সমাগতাঃ।
নন্দাদয়শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ
কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্যগাৎ॥ ৮

উচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ।
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৯

গোধন ইত্যাদি অভীষ্ট দ্রব্য দান করে তাঁদের যথাযথ সম্মান ও পূজা করেছিলেন। তাঁরাও বালকের স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করলে মাতা তাঁকে স্নান করালেন এবং পুত্রের চোখে নিদ্রাবেশ হয়েছে দেখে ধীরে ধীরে তাঁকে শুইয়ে দিলেন॥ ৫ ॥ একটু পরেই অবশ্য শিশু শ্রীকৃষ্ণ আবার চোখ মেলে তাকালেন এবং স্তন্যপানের জন্য কাঁদতে লাগলেন। এদিকে প্রশস্ত-হৃদয়া যশোদা পুত্রের মাঙ্গলিক কাজে সমাগত ব্রজবাসিগণের অভ্যর্থনাদি ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেদিকেই তাঁর সমস্ত মনোযোগ ছিল বলে পুত্রের কান্না তাঁর কানে পৌঁছল না। তখন পুত্রও তাঁর প্রার্থিত বস্তু না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে শিশুসুলভ আচরণে পা-দুটি উপর দিকে ছুঁড়লেন॥ ৬ ॥ শিশু শ্রীকৃষ্ণকে একটি শকটের নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁর পা-দুটি নতুন কচিপাতার মতো রক্তিম এবং কোমল ছিল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পায়ের আঘাতেই বিশাল সেই শকটটি উল্টে গেল*। সেই শকটের উপরে দুধ, দই ইত্যাদি নানারকম সরস দ্রব্যের পাত্র ও বাসন রাখা ছিল, সেগুলি সব ভেঙে-চুরে একাকার হল এবং সেই শকটেরও চাকা এবং অক্ষদণ্ড খুলে ছিটকে পড়ল এবং জোয়ালও ভেঙে গেল॥ ৭ ॥

এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনাদর্শনে যশোদা-সহ ঔত্থানিক (শিশুর পার্শ্বপরিবর্তন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত) মঙ্গলকর্মে সমাগত ব্রজনারীবৃন্দ এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন—'এ কী ব্যাপার ? এই শকটটি আপনা-আপনিই উল্টে গেল কেন ?' ॥ ৮ ॥ তাঁরা অনেক ভেবে চিন্তেও এ ব্যাপারে কোনো কিছুই স্থির না করতে পারলেও কাছেই খেলছিল যে সব বালক, তারা কিন্তু

*হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পুত্র ছিল উৎকচ। সে অত্যন্ত বলবান এবং বিশালবপু ছিল। একবার চলার পথে সে লোমশ ঋষির আশ্রমের গাছপালা ভেঙে ফেলেছিল। ঋষি তাতে কুপিত হয়ে তাকে এই বলে অভিশাপ দেন, 'আরে দুষ্ট ! যা তুই দেহরহিত হয়ে যা।' ঋষি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার দেহ সাপের খোলসের মতোন খসে পড়ার উপক্রম হল। সে তৎক্ষণাৎ ঋষির পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতরভাবে প্রার্থনা জানাল— 'প্রভু, আপনি তো পরম দয়ালু, আমার অপরাধ নেবেন না। আপনার প্রভাব ও মহত্ত্ব বোঝার ক্ষমতাও আমার নেই। আপনি দয়া করে আমার শরীর ফিরিয়ে দিন।' মহাপুরুষেরা তো সহজেই তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং তাঁদের শাপও অনেক সময়েই ছদ্মবেশে বরস্বরূপ। লোমশমুনি প্রসন্ন হয়ে তাকে বললেন, 'বৈবস্বত মন্বন্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে তুই মুক্ত হয়ে যাবি।' সেই উৎকচই এসে সেই শকটে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, ভগবৎপদস্পর্শে তার মুক্তিও হয়ে গেল।

ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত।
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ॥ ১০

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা।
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ স্তনমপায়য়ৎ॥ ১১

পূর্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্।
বিপ্রা হুত্বার্চয়াঞ্চক্রুর্দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ॥ ১২

যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষ্যাহিংসামানবিবর্জিতাঃ।
ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ॥ ১৩

ইতি বালকমাদায় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ১৪

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্॥ ১৫

গাবঃ সর্বগুণোপেতা বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাত্তে চান্বযুঞ্জত॥ ১৬

বিপ্রা মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাঽঽশিষঃ।
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি স্ফুটম্॥ ১৭

একদাঽঽরোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী।
গরিমাণং শিশোর্বোঢুং ন সেহে গিরিকূটবৎ॥ ১৮

সেই গোপ-গোপীগণকে বলল, 'এই ছোট্ট ছেলেটিই (শিশুকৃষ্ণ) কাঁদতে কাঁদতে পা ছুঁড়ে এই শকট উল্টে দিয়েছে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই'॥ ৯ ॥ গোপেরা অবশ্য তাদের কথায় বিশ্বাস করেননি, 'বালভাষিত' (বাচ্চাদের কথা) বলে উপেক্ষা করেছিলেন। তা-ই অবশ্য স্বাভাবিক, ওই শিশুটির শক্তির যে কোনো পরিমাপ করা যায় যায় না, তা তো তাঁদের জানা ছিল না॥ ১০ ॥

এদিকে যশোদা ভাবলেন, এসবই কোনো গ্রহের উৎপাত। ছেলেকে কাঁদতে দেখে তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়ে স্বস্ত্যয়ন করালেন এবং ছেলেকে স্তন্যপান করাতে লাগলেন॥ ১১ ॥ বলশালী গোপেরা সেই শকটটিকে আবার সোজা করে তার ওপরে আগের মতো সব জিনিস সাজিয়ে রাখলেন। এর পর ব্রাহ্মণেরা হোম করে দই, আতপ চাল, কুশ এবং জলের দ্বারা সেই শকটটিরও পূজা করলেন॥ ১২ ॥ যাঁরা পরের গুণে দোষ আবিষ্কার করেন না, মিথ্যা বলেন না, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা এবং অভিমান করেন না—সেইসব সত্যশীল ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ কখনো বিফল হয় না॥ ১৩ ॥—এইরূপ চিন্তা করে নন্দমহারাজ বালক শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দ্বারা সাম, ঋক্ এবং যজুর্মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃতে এবং পবিত্র ওষধি-মিশ্রিত জলের দ্বারা অভিষেক করালেন॥ ১৪ ॥ তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন এবং অগ্নিতে আহুতিদান করিয়ে তাঁদের উত্তম অন্ন ভোজন করালেন॥ ১৫ ॥ এরপর তিনি নিজ পুত্রের অভ্যুদয় কামনায় ব্রাহ্মণদের বহুসংখ্যক সর্বগুণসম্পন্ন গাভী দান করলেন। সেই গাভীগুলির প্রত্যেকটিই বস্ত্র, মাল্য এবং স্বর্ণহারে সজ্জিত ছিল। ব্রাহ্মণেরাও অন্ন-দানাদি গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়ে শুভাশিস জ্ঞাপন করলেন॥ ১৬ ॥ একথা নিশ্চিত যে, বেদবিদ্ সদাচারী ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদরূপে যা উচ্চারণ করেন তা কখনো নিষ্ফল হয় না॥ ১৭ ॥

একদিন যশোদা পুত্রকে কোলে নিয়ে আদরের সঙ্গে দোলা দিচ্ছিলেন। হঠাৎই তাঁর সেই শিশু-পুত্রকে যেন গিরিশিখরের মতো ভারী বোধ হল, সেই গুরুভার বহন করতে তিনি একেবারেই অসমর্থ হলেন॥ ১৮ ॥

ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা।
মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্মসু॥ ১৯

দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রণোদিতঃ[১]।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্॥ ২০

গোকুলং সর্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি রেণুভিঃ।
ঈরয়ন্ সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশো দিশঃ[২]॥ ২১

মুহূর্তমভবদ্ গোষ্ঠং রজসা তমসাঽঽবৃতম্।
সুতং যশোদা নাপশ্যত্তস্মিন্ ন্যস্তবতী যতঃ॥ ২২

নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরং চাপি বিমোহিতঃ।
তৃণাবর্তনিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ॥ ২৩

ইতি খরপবনচক্রপাংসুবর্ষে
সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা।
অতিকরুণমনুস্মরন্ত্যশোচদ্
ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ॥ ২৪

রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো
ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং
পবন উপারতপাংসুবর্ষবেগে॥ ২৫

তৃণাবর্তঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরন্।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ ভূরিভারভৃৎ॥ ২৬

তমশ্মানং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্॥ ২৭

বাধ্য হয়ে তিনি তাঁকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন, তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দুর্ভাবনাও হল, তাই তিনি ভগবান পুরুষোত্তমকে স্মরণ করলেন আপদ-বিপদ নাশের জন্য, তারপর আবশ্যিক গৃহকর্মে নিযুক্ত হলেন॥ ১৯ ॥

এই অবসরে কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত নামক এক দৈত্য কংসপ্রেরিত হয়ে ঘূর্ণী বায়ুর রূপ ধরে গোকুলে এসে মাটিতে বসে থাকা বালক শ্রীকৃষ্ণকে আকাশে তুলে নিয়ে গেল॥ ২০ ॥ ঘন ধূলিজালে সমগ্র গোকুল সমাচ্ছন্ন করে সে সকলের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিল, তার প্রচণ্ড শব্দে দশদিক কাঁপতে লাগল॥ ২১ ॥ দুই দণ্ড সময় ধরে সমগ্র ব্রজভূমি রজঃ (ধূলি) এবং তমঃ (অন্ধকার) দ্বারা আবৃত হয়ে রইল। যশোদা ব্যস্ত হয়ে পুত্রকে যেখানে রেখে গেছিলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন পুত্র সেখানে নেই॥ ২২ ॥ তৃণাবর্ত সেই সময়ে এমন বিপুল পরিমাণে ধুলা-বালি-কাঁকর ইত্যাদি উড়িয়েছিল যে, লোকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘর সামলাবে না পর, তা ভেবে পাচ্ছিল না, তাদের বুদ্ধি-শুদ্ধিও যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেছিল॥ ২৩ ॥ সেই প্রবল ঘূর্ণি-বায়ু এবং ধূলি-বৃষ্টির মধ্যে কোথাও ছেলের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেয়ে মা যশোদার অবস্থা হল অতি করুণ, মৃতবৎসা গাভীর মতোন পুত্র-চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে সেই অবলা জননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন॥ ২৪ ॥ কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার বেগ কমলে এবং ধূলি-বর্ষণ বন্ধ হলে যশোদার কান্নার শব্দ শুনে চারদিক থেকে গোপীরা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং (সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে) কোথাও নন্দদুলালকে খুঁজে না পেয়ে তাঁদেরও দুঃখের সীমা রইল না, অশ্রুপ্লাবিত মুখে তাঁরাও কান্নায় ভেঙে পড়লেন॥ ২৫ ॥

এদিকে তৃণাবর্ত যদিও প্রচুরভার বহনে সমর্থ ছিল, তবুও ঘূর্ণিবায়ুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করে নেওয়ার সময় সে তাঁর বিপুল ভার বহন করতে পারছিল না, ফলে তার বেগ মন্দীভূত হয়ে এল, ক্রমে সে আর অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলল॥ ২৬ ॥ তখন তৃণাবর্তের কাছে তার নিজের চেয়েও গুরুভার এই কৃষ্ণ শিশুটি নীলগিরির এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বলে মনে হচ্ছিল। সব হিসাবের বাইরের এই অদ্ভুত শিশুটিকে সে ত্যাগ করতে পারলেই

[১]প্রহ্য। [২]সুতং।

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে॥ ২৮

তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং
বিশীর্ণসর্বাবয়বং করালম্।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং
স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ॥ ২৯

প্রাদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য[১] বিস্মিতাঃ
কৃষ্ণং চ তস্যোরসি লম্বমানম্।
তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং
বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা
লব্ধ্বা পুনঃ[২] প্রাপুরতীব মোদম্॥ ৩০

অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা
বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ।
হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ
সাধু সমত্বেন ভয়াদ্ বিমুচ্যতে॥ ৩১

কিং নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চনং
পূর্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্।
যৎসংপরেতঃ পুনরেব বালকো
দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ॥ ৩২

খুশি হত, কিন্তু তার উপায় ছিল না, কারণ এই বালক দুহাতে তার গলা এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, সে তাঁকে ছাড়াতেও পারছিল না॥ ২৭ ॥ সেই শিশুর গলা জড়ানোর প্রবল চাপে ক্রমে তার নিজেরই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল, চোখ বেরিয়ে এল, বাক্-রোধ হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ-পাখিও দেহ ছেড়ে উড়ে গেল। বালক শ্রীকৃষ্ণ সমেত সেই অসুরের নিষ্প্রাণ দেহটি ব্রজভূমিতে আছড়ে পড়ল*॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের কোনো সন্ধান না পেয়ে যে গোপললনাগণ একত্রিত হয়ে রোদন করছিলেন তাঁরা হঠাৎ দেখলেন, আকাশ থেকে এক ভীষণ দর্শন দেহ তীব্র বেগে পাথরের ওপর এসে পড়ল এবং তার অঙ্গগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, ঠিক যেমন ভগবান রুদ্রের বাণে বিদ্ধ হয়ে ত্রিপুরাসুর ভূমিতে পতিত এবং বিচূর্ণিত হয়েছিল॥ ২৯ ॥ এর ওপরে আরও বিস্ময় তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল। হতবাক হয়ে তাঁরা দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের গলা জড়িয়ে বুকের ওপর লম্বিত হয়ে শোভা পাচ্ছেন। তখনই তাঁরা দ্রুত গিয়ে তাঁকে কোলে করে নিয়ে এসে তাঁর মায়ের কাছে দিলেন। রাক্ষস যাঁকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছিল তবু সেই মৃত্যুমুখ থেকে যিনি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন, সেই ছেলেকে পেয়ে যশোদা প্রভৃতি গোপী এবং নন্দাদি গোপগণের আনন্দের আর অবধি রইল না॥ ৩০ ॥ তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন— 'কী আশ্চর্য ঘটনা ! রাক্ষস তো এই শিশুকে মেরেই ফেলেছিল, কিন্তু দেখো, কী অদ্ভুতভাবে এ বেঁচে কোনোরকম অনিষ্ট ছাড়াই ফিরে এল ! এইরকমই হয়, পাপী হিংস্র শঠ তার নিজের পাপের দ্বারাই হিংসিত হয় (অর্থাৎ মারা পড়ে), অপরপক্ষে সমদর্শী সাধু তাঁর সমতার জন্যই সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন॥ ৩১ ॥ আমরা কী-ই বা এমন তপস্যা, ভগবদারাধনা, পুষ্করিণী কূপ জলসত্রাদি প্রতিষ্ঠারূপ পূর্ত কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, দান অথবা জীব-কল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠান করেছি, যার ফলস্বরূপ আমাদের এই বালক

[১]গৃহ্য। [২]সুতং।

*পাণ্ডুদেশে সহস্রাক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মহিষীগণ-সহ নর্মদাতটে বিহার করছিলেন, এমন সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা সেই পথে এসে পড়েন। রাজা তাঁকে প্রণামাদি উপযুক্ত সম্মান দেখাননি। ক্রুদ্ধ ঋষি অভিশাপ দেন—'তুমি রাক্ষসে পরিণত হও।' পরে রাজা চরণ ধরে অনুনয়-বিনয় করলে তিনি বলেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহের স্পর্শে তোমার মুক্তি ঘটবে।' সেই রাজাই তৃণাবর্তরূপে এসেছিলেন, ভগবানের অঙ্গস্পর্শে তাঁর মুক্তি ঘটল।

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে।
বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ॥ ৩৩

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা॥ ৩৪

পীতপ্রায়স্য জননী সা[১] তস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজঞ্জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্॥ ৩৫

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৄর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি॥ ৩৬

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ।
সম্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা॥ ৩৭

সন্তানটি মৃত্যুগ্রস্ত হয়েও আবার তার আত্মীয়স্বজন এই আমাদের সুখী করার জন্যই ফিরে এল ? সত্যিই আমাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নেই !' ॥ ৩২ ॥ নন্দমহারাজ তাঁদের বাসস্থান এই মহাবনে বার বার এই ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখে মনে মনে বসুদেবের সেই সতর্কতা বাণীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করলেন। ৩৩ ॥

অন্য একদিন মা যশোদা তাঁর স্নেহের দুলালকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন। বাৎসল্য-রসে তাঁর হৃদয় এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে তাঁর স্তনদুগ্ধ স্বতই ক্ষরিত হচ্ছিল॥ ৩৪ ॥ স্তন্যপান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শিশুর মুখে চুম্বন দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় শিশুর নিদ্রাবেশের সূচনাস্বরূপ জৃম্ভণ (হাই) উদ্‌গত হল। আর সেই ছোট্ট শিশুর ব্যাদিত মুখের মধ্যে যশোদা কী দেখলেন, শুনুন মহারাজ !* ৩৫ ॥

মহাকাশ, দ্যুলোক-ভূলোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্‌সমূহ, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন এবং চরাচর সমগ্র প্রাণিজগৎ (শিশুর মুখের মধ্যে যশোদা এই সব কিছুই দেখতে পেলেন)॥ ৩৬ ॥ এইভাবে পুত্রের মুখের মধ্যে সহসা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে যশোদার শরীর কাঁপতে লাগল। মহারাজ ! অপার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি হরিণশাবকের নয়নসদৃশ নিজের বিশাল নয়নদুটি মুদ্রিত করে ফেললেন॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[২] তৃণাবর্তমোক্ষো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে তৃণাবর্ত-উদ্ধার নামক সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

---

[১]সুতস্য। [২]শকটতৃণাবর্তবধঃ।

*স্নেহধারার উৎস জননী আর স্নেহের অনন্ত কাঙাল ভগবান ! দুধ পান করেও তাঁর তৃপ্তি হয় না, আশ মেটে না। মায়ের মনে শঙ্কা জন্মায়, বেশি খেয়ে বদহজম হবে না তো ? 'স্নেহের স্বভাবই এই অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে'। ভগবান নিজের মুখে বিশ্বরূপ দেখিয়ে যেন বলেন—'মাগো ! তোমার দুধ কি আমি একলা খাই ? আমার মুখের মধ্যে থেকে সমগ্র জগৎই তোমার এই প্রস্রুত পয়োধারা পান করে যে ! ভয় পেয়ো না তুমি'—

'স্তন্যং কিয়ৎ পিবসি ভূর্যলমর্ভকেতি বর্তিষ্যমাণবচনাং জননীং বিভাব্য।
বিশ্বং বিভাগি পয়সোঽস্য ন কেবলোঽহমস্মাদদর্শি হরিণা কিমু বিশ্বমাস্যে॥'

বাৎসল্যরসবিহ্বলা মা যশোদা নিজ পুত্রের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করে ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই স্নেহের প্রভাবেই তাঁর এতে বিশ্বাস জন্মায়নি। তিনি ভাবলেন, 'আমার বাছার মুখের মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপদ্রব আবার কোথা থেকে এল ? এ ঠিক আমার এই হতভাগা চোখ দুটোর কারসাজি !'—এইজন্যেই যেন তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

নামকরণ-সংস্কার এবং বাল্যলীলা

শ্রীশুক[১] উবাচ

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ।। ১

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
আনর্চাধোক্ষজধিয়া[২] প্রণিপাতপুরঃসরম্।। ২

সূপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সূনৃতয়া মুনিম্।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্।। ৩

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায়[৩] ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ।। ৪

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্ যত্তজ্জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্।। ৫

ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্তুমর্হসি।
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ।। ৬

গর্গ উবাচ

যদূনামহমাচার্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্বতঃ।
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্।। ৭

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি।। ৮

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ ! যদুবংশীয়দের কুলপুরোহিত ছিলেন মহাতপস্বী গর্গাচার্য। বসুদেবের প্রেরণায় তিনি একদিন নন্দরাজের ব্রজভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন।। ১ ।। তাঁকে দেখে নন্দ অত্যন্ত প্রীত হয়ে যুক্তকরে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে প্রণাম করে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে তাঁর পূজা করলেন।। ২ ।। যথাবিধি তাঁর আতিথ্য-সৎকার সম্পন্ন হলে তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট হলেন। তখন মধুর বাক্যে তাঁর অভিনন্দন করে নন্দ তাঁকে বললেন—'হে ব্রহ্মন্ ! আপনি তো পূর্ণকাম, আমি আপনার কোন্ সেবায় লাগতে পারি ? ৩ ।। আমাদের মতো গৃহস্থের ঘরে আপনার মতো মহাত্মাদের পদার্পণই তো পরম মঙ্গলের কারণ। আমরা নানাবিধ সাংসারিক ব্যাপারে এতই ব্যস্ত থাকি, আর তার ফলে আমাদের চিত্তের এমনই দীনদশা উপস্থিত হয় যে, আপনাদের আশ্রমে যাওয়ার সৌভাগ্যও আমাদের হয় না। কাজেই আমাদের কল্যাণের জন্যই আপনাদেরই আমাদের গৃহে আসতে হয়, এছাড়া আপনার আগমনের আর কোনো কারণই নেই।। ৪ ।। প্রভু ! যে জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব তথা অতীত ও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বিষয়সমূহ সাক্ষাৎভাবে জানা যায়, আপনি তার রচয়িতা।। ৫ ।। আপনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। দয়া করে আপনি এই বালক দুটির নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করুন। ব্রাহ্মণ তো জন্মমাত্রই সর্বলোকের গুরু'।। ৬ ।।

গর্গাচার্য বললেন—নন্দরাজ ! দেখো, আমাকে সব জায়গাতেই লোকে যদুবংশের আচার্য বলে জানে। এখন, আমি যদি তোমার পুত্রের সংস্কার-অনুষ্ঠান করি তাহলে লোকে তাকে দেবকীর পুত্র বলে মনে করবে।। ৭ ।। কংসের বুদ্ধি সর্বদাই পাপ পথে চলে। আবার, তোমার সঙ্গে বসুদেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে। দেবকীর কন্যার (যোগমায়া) মুখ থেকে যখনই সে শুনেছে যে,

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]অভ্যর্চ্যাধো.। [৩]নৈঃশ্রে.।

ইতি সঞ্চিন্তয়ঞ্ছ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ।
অপি হন্তাহগতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোহনয়ো ভবেৎ[১]॥ ৯

নন্দ উবাচ

অলক্ষিতোহস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্বকম্॥ ১০

শ্রীশুক উবাচ

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ॥ ১১

গর্গ উবাচ

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যুত॥ ১২

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১৩

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১৪

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ১৫

তার নিধনকর্তা অন্য কোথাও জন্মেছে, তখন থেকেই তার মাথায় এই চিন্তা ঢুকেছে যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কোনোমতেই কন্যা হতে পারে না। এখন, আমি যদি তোমার পুত্রের নামকরণ সংস্কার-কর্ম করি এবং তার ফলে কংস একে বসুদেবের পুত্র মনে করে হত্যা করে, তাহলে আমার দিক থেকে বড়ই অন্যায় হবে॥ ৮-৯ ॥

নন্দ বললেন—ভগবন্, আপনি একান্তে অবস্থিত আমার এই গোশালায় গোপনে কেবলমাত্র স্বস্তিবাচন করে এদের দ্বিজাতি-সমুচিত নামকরণ সংস্কার করে দিন। অন্যদের কথা দূরে থাক, আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনেরাও এই ঘটনার কথা জানতে পারবে না॥ ১০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—গর্গাচার্য নিজেও অবশ্য মনে মনে এঁদের নামকরণ সংস্কার করতেই চাইছিলেন। এখন নন্দ তাঁর কাছে এইভাবে প্রার্থনা জানালে তিনি সকলের চোখের আড়ালে গুপ্তভাবে সেই দুই বালকের নামকরণ সংস্কার করলেন॥ ১১ ॥

গর্গাচার্য বললেন—এই বালক রোহিণীর পুত্র সুতরাং 'রৌহিণেয়' নামে একে অভিহিত করা যায়। নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে এ নিজগুণে রমিত বা আনন্দিত করবে—এইজন্য এ 'রাম' নামে আখ্যাত হবে। শারীরিক বল প্রচণ্ড হওয়ার জন্য এর অপর একটি নাম হবে 'বল'। যদুবংশীয় এবং তোমাদের মধ্যে এ কোনোরকম ভেদ সৃষ্টি করবে না এবং মানুষের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিভেদ সৃষ্টি হলে এ সকলকে আকর্ষণ করে তাদের মিলন ঘটাবে—এই জন্য একে 'সংকর্ষণ'ও বলা হবে॥ ১২ ॥ আর এই যে শ্যামলবর্ণের বালক, এ প্রত্যেক যুগেই শরীর ধারণ করে থাকে। পূর্ব পূর্ব যুগে এ শুক্ল, রক্ত এবং পীত—এই তিনটি বর্ণ গ্রহণ করেছিল, বর্তমানে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। সুতরাং এর নাম 'কৃষ্ণ'॥ ১৩ ॥ তোমার এই পুত্রটি পূর্বে কোনো সময় বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিল, সেইজন্য যাঁরা এই রহস্য জানেন তাঁরা একে 'শ্রীমান বাসুদেব' বলে থাকেন॥ ১৪ ॥ তোমার এই পুত্রের আরও অনেক নাম এবং রূপ আছে। এর যত গুণ এবং কর্ম আছে, সেই অনুযায়ী এর ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপ (শাস্ত্রাদিতে) বর্ণিত

[১]মহান্।

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ॥ ১৬

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ॥ ১৭

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ ১৮

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপয়স্ব সমাহিতঃ॥ ১৯

ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্॥ ২০

কালেন ব্রজতাল্পেন[১] গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ॥ ২১

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ
ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ॥ ২২

হয়েছে। আমি সেগুলি জানি, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না॥ ১৫ ॥ এ তোমাদের সর্ববিধ কল্যাণ করবে, গোপগণের এবং গো-জাতির পরম আনন্দের কারণ হবে। এর সাহায্যে তোমরা সমস্ত প্রকার বিপদ থেকে সহজেই রক্ষা পাবে॥ ১৬ ॥ ব্রজরাজ ! প্রাচীনকালে কোনো এক সময় পৃথিবীতে অরাজক অবস্থা দেখা দিলে সাধু-সজ্জনেরা দস্যুদের দ্বারা উৎপীড়িত ও লুণ্ঠিত হচ্ছিলেন, ন্যায়বিচারও লুপ্ত হয়ে গেছিল। তখন তোমার এই পুত্রই ধার্মিকদের রক্ষা করে এবং এর কাছ থেকে শক্তিলাভ করেই তাঁরা দস্যুদের পরাজিত করেন॥ ১৭ ॥ যে সকল ব্যক্তি তোমার এই শ্যামল-সুন্দর পুত্রটির প্রতি অনুরক্ত হন, তাঁরা মহা ভাগ্যবান। যেমন ভগবান বিষ্ণুর করকমলের ছত্রছায়ায় অবস্থিত দেবগণকে অসুরেরা পরাজিত করতে পারে না, সেইরকমই এর প্রতি প্রেমাসক্ত মানুষদের কোনো শত্রুই জয় করতে পারে না —সে শত্রু বাইরের অথবা অন্তরের যাই হোক না কেন ॥ ১৮ ॥ নন্দমহারাজ ! গুণ, শ্রী-সম্পদ, কীর্তি এবং প্রভাব—যে কোনো দিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন, তোমার এই পুত্রটি সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণেরই সমান। তুমি বিশেষ সাবধান এবং তৎপর হয়ে একে রক্ষা করো॥ ১৯ ॥ এইভাবে নন্দকে সম্যক্‌রূপে বুঝিয়ে এবং আদেশ দিয়ে গর্গাচার্য নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। তাঁর সব কথা শুনে নন্দের হৃদয়ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তিনি নিজেকে পূর্ণ-মনোরথ এবং কৃতকৃত্য বলে মনে করতে লাগলেন॥ ২০ ॥

এর অল্প কিছুদিন পরেই রাম এবং কৃষ্ণ দুই জানু এবং হাতের সাহায্যে অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শিখে গোকুলের ভূমির ওপর বিহার করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ ব্রজের ধুলো-কাদার মধ্যে দিয়েই নিজেদের ছোট ছোট পা টেনে টেনে সাপের মতো চলতে থাকতেন দুই ভাই, তখন তাঁদের পায়ের এবং কোমরের নূপুর-কিঙ্কিণী মধুর শব্দে বাজতে থাকত। সেই শব্দে তাঁদের নিজেদের মনই উল্লসিত হয়ে উঠত। কখনো বা তাঁরা কোনো অপরিচিত ব্যক্তিরই পিছন পিছন না বুঝে চলতে থাকতেন। যখন দেখতেন যে, যাকে ভেবেছিলেন, লোকটি সে নয়

[১]তা তাত গো.।

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ
পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগুহ্য[1] দোর্ভ্যাম্।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য
মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্॥ ২৩

—তখন যেন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে দ্রুত নিজেদের মা, যশোদা এবং রোহিণীর কাছে ফিরে আসতেন॥ ২২ ॥ ছেলেদের এই মাধুর্যময় লীলা দেখে স্নেহে মায়েদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, স্তনক্ষীরধারা আপনিই ক্ষরিত হতে থাকত। ব্রজের ধূলি-কর্দম দুই শিশুর দেহে লিপ্ত, যেন তা-ই তাঁদের অঙ্গরাগ ও তাতেই তাঁদের শোভা যেন আরও বেড়ে গেছে! মায়েরা দুহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিতেন তাঁদের, স্তন্যপান করাতে করাতে শিশুদের সেই সরল মুখের নবোদ্‌গত দন্ত-মুকুলের শোভায় মনোহরতর মৃদু হাসি দেখে অসীম আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে যেতেন॥ ২৩ ॥ রাম এবং কৃষ্ণ আরও একটু বড় হলে ব্রজের মধ্যে খেলাচ্ছলে নানারকম আচরণ করতেন, যা ব্রজাঙ্গনাদের কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বোধ হত। কখনো হয়তো তাঁরা কোনো গো-বৎসের লেজ টেনে ধরতেন, বৎসটি ভয় পেয়ে বা চমকিত হয়ে ইতস্তত ধাবিত হত, লেজ ধরে থাকা অবস্থায় তাঁরাও সেই বৎসের টানে তার পিছন পিছন ছুটে চলতেন। গোপীরা ঘরের কাজ ফেলে রেখে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হেসে আকুল হতেন, তাঁদের কৌতুকের আর সীমা থাকত না॥ ২৪ ॥

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলা-
বন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ
প্রেক্ষন্ত্য উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ॥ ২৪

কৃষ্ণ এবং বলরাম দুজনেই অত্যন্ত চঞ্চল এবং ক্রীড়াসক্ত ছিলেন। কখনো তাঁরা হরিণ, গোরু ইত্যাদি শৃঙ্গী প্রাণীর কাছে দৌড়ে যেতেন, কখনো বা জ্বলন্ত আগুন নিয়েই খেলা করতে উৎসুক হতেন। কুকুর প্রভৃতি যেসব প্রাণীর তীক্ষ্ণ দাঁত আছে, তাদের নিয়ে খেলা করতেন, আবার কখনো তরোয়ালের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ জন্মাত। কখনো জলের ধারে, কখনো ময়ূর প্রভৃতি পাখির কাছে। আবার হয়তো কখনো কাঁটাযুক্ত গাছে বা স্থানে খেলাচ্ছলে চলে যেতেন দুজনে। মায়েরা কখন কোথায় কী বিপদ ঘটে—এই আশঙ্কায় ছেলেদের সব রকমে নিবারণ করতে চাইতেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। অপর দিকে ছেলেদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে গিয়ে তাঁদের গৃহকর্মেও ব্যাঘাত ঘটত। সেগুলিও ঠিকমতো করা হত না। দুশ্চিন্তায় একান্ত আকুল হয়ে থাকতেন তাঁরা॥ ২৫ ॥

শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যসিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ
ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্।
গৃহ্যাণি কর্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ
শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্॥ ২৫

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে[2]।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা॥ ২৬

রাজর্ষি পরীক্ষিৎ! অল্প কিছুকালের মধ্যেই বলরাম

[1]গৃহ্য। [2]গোব্রজে।

ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ। **সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্।। ২৭**	এবং কৃষ্ণ দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখে, জানুর সাহায্য ব্যতিরেকে অনায়াসেই হেঁটে গোকুলে বিচরণ করতে লাগলেন*।। ২৬ ।। ব্রজবাসীদের এই কৃষ্ণ বা আদরের কানাই তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং পুরুষোত্তম

*নিজের পায়ে চলতে শেখার পর শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে নানাপ্রকার কৌতুকময় লীলার অভিনয় করেছিলেন—

শূন্যে চোরয়তঃ স্বয়ং নিজগৃহে হৈয়ঙ্গবীনং মণিস্তম্ভে স্বপ্রতিবিম্বমীক্ষিতবতস্তেনৈব সার্দ্ধং ভিয়া।
ভ্রাতর্মা বদ মাতরং মম সমো ভাগস্তবাপীহিতো ভুঙ্‌ক্ষ্বেত্যালপতো হরেঃ কলবচো মাত্রা রহঃ শ্রূয়তে।।

—একদিন শ্যামলসুন্দর ব্রজরাজকুমার নিজেদের ঘর শূন্য পেয়ে মাখন চুরি করছিলেন। সামনের মণিময় স্তম্ভে তাঁর প্রতিবিম্ব পড়েছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই তাকে অন্য কোনো বালক ভেবে তাঁর মনে ভয় জন্মাল। তখনই তাকে নিজের দলে টানবার জন্য বলে উঠলেন—'লক্ষ্মী ভাইটি, মাকে যেন কিছু বলে দিও না। আমার সমান মাখনের ভাগ তোমার জন্যেও রেখেছি, এই নাও, খাও।' মা যশোদা আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের দুলালের এই মধুর কথাগুলি শুনছিলেন।

তাঁর মনে বিস্ময় জন্মাল, কারণ ঘরে তো দ্বিতীয় কারও থাকার কথা নয়। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। মাকে দেখামাত্রই কানাই কথা ঘুরিয়ে ফেললেন, নিজের প্রতিবিম্বটি দেখিয়ে মাকে বললেন—

'মাতঃ ক এষ নবনীতমিদং ত্বদীয়ং লোভেন চোরয়িতুমদ্য গৃহং প্রবিষ্টঃ।
মদ্বারণং ন মনুতে ময়ি রোষভাজি রোষং তনোতি ন হি মে নবনীতলোভঃ।।'

'মা ! মা ! দেখোতো এটা কে ? তোমার মাখন চুরি করার জন্য লোভে পড়ে আজ ঘরে ঢুকেছে ! আমি বারণ করলেও শুনছে না। আমি রেগে উঠলে এও রাগ দেখাচ্ছে ! মা, তুমি তো জানোই আমার মাখনের ওপর লোভ নেই।'

নিজের দুধের বাছার এ হেন প্রতিভা দেখে মায়ের তো চিত্ত চমৎকৃত, বাৎসল্য রসে অভিভূত।

* * * *

একদিন মা কোনো কাজে বাইরে গেলে এই চোর শিরোমণি নিজের ঘরে মাখনচুরিতে ব্যাপৃত ছিলেন। ইতিমধ্যে দৈবাৎ মা ফিরে এলেন আর আদরের বাছাকে না দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলেন—

কৃষ্ণ ! ক্বাসি করোষি কিং পিতরিতি শ্রুত্বৈব মাতুর্বচঃ সাশঙ্কং নবনীতচৌর্যবিরতো বিশ্রভ্য তামব্রবীৎ।
মাতঃ কঙ্কণপদ্মরাগমহসা পাণির্মমাতপ্যতে তেনায়ং নবনীতভাণ্ডবিবরে বিন্যস্য নির্বাপিতঃ।।

'কৃষ্ণঃ ! কানাই ! কোথায় তুই ? কী করছিস ?'—মায়ের সাড়া পেতেই ভয়ে ভয়ে ননী-চুরি ছেড়ে একটু অপেক্ষা করে তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন—'মা, দেখো, এই যে আমার হাতের কঙ্কণে পদ্মরাগমণি রয়েছে, এর তাপে আমার হাত জ্বালা করছিল। তাই আমি এই মাখনের ভাণ্ডের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে রেখেছিলাম, যাতে জ্বালা কমে।' শিশুর মুখের আধো আধো মিষ্টি কথায় মায়ের মন ভিজে গেল, 'আয় বাবা' বলে কোলে তুলে নিয়ে চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন তাঁকে।

* * * *

ক্ষুণ্ণাভ্যাং করকুড্মলেন বিগলদ্বাষ্পাম্বুদৃগ্‌ভ্যাং রুদন্ হুং হুং হূমিতি রুদ্ধকণ্ঠকুহরাদস্পষ্টবাগ্‌বিভ্রমঃ।
মাত্রাসৌ নবনীতচৌর্যকুতুকে প্রাগ্‌ভৎর্সিতঃ স্বাঞ্চলেনামৃজ্যাস্য মুখং তবৈতদখিলং বৎসেতি কণ্ঠে কৃতঃ।।

স্বভাব-চোর যথারীতি মাখন চুরি করেছিলেন তাই মা বকুনি দিয়েছেন। আর রক্ষা আছে ? দুই চোখ দিয়ে জলের ঝরনা নামল। হাত মুঠো করে চোখ ঘষতে লাগলেন, সেই সঙ্গে উঁ-উঁ-উঁ করে কান্না ! মুখ দিয়ে কথা সরছে না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। মায়ের আর ধৈর্য থাকে ? নিজের আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে গলায় জড়িয়ে নিলেন প্রাণের নিধিকে—'বাবা আমার ! সবই তো তোর, তুই কি চুরি করতে পারিস ?'—বলতে বলতে মায়ের গলা বুজে এল।

এক পূর্ণিমা সন্ধ্যায় নন্দালয়ে সমবেত গোপীদের সঙ্গে মা যশোদা নানান কথালাপ গল্পাদিতে মগ্ন ছিলেন। নন্দালয় চাঁদের কিরণে উদ্ভাষিত। কৃষ্ণচন্দ্রও সেখানেই খেলা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকাশে পূর্ণচন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হল। খেলা বন্ধ করে ধীরে ধীরে মায়ের পিছনে এসে তাঁর ঘোমটা টেনে খুলে দিলেন। তারপর মায়ের বেণীবন্ধনও খুলে ফেলে তাই ধরে টানতে লাগলেন আর সেই সঙ্গে মায়ের পিঠে বার বার চাপড় দিতে লাগলেন। মুখে আধো আধো স্বরে একটিই কথা—'আমি নেব,

কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্।
শৃণ্বত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ।। ২৮

ভগবানের লীলাগৃহীত তনু, সমগ্র সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মূর্তিমান বিগ্রহস্বরূপ। এখন চলতে শেখায় তিনি এবং শ্রীবলরাম গৃহের থেকে বহির্গত হয়ে সমবয়সী ব্রজবালকদের সঙ্গে নানারকম খেলায় মেতে উঠতেন যা দেখে ভাগ্যবতী ব্রজরমণীগণেরও আনন্দ জন্মাত।। ২৭ ।। কৃষ্ণের বালককালের যত দুরন্তপনা সবই গোপীদের কাছে মধুর লাগত। তাঁর সেই সব কৌমারচাপল্যের

আমি নেব'। মা যখন বুঝতে পারলেন না ছেলের প্রার্থিত বস্তুটি কী, তখন তিনি পাশে বসা অন্য গোপীদের দিকে সেই কাতর দৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁরা তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, আদর করে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের কাছে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—'সোনা, তুমি কী চাও বলো তো, দুধ ?' শ্রীকৃষ্ণ—'না'। 'তাহলে কি খুব ভালো দই ?' —'না'। 'তবে কি ক্ষীরের চাঁছি ?'—'না'। 'সর ?' —'না'। 'তাজা মাখন ?'—'না'। গোপীরা তখন বললেন—'বাছা, রাগ কোরো না, কেঁদো না। যা চাইবে তা-ই দেবো।' ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন — 'ঘরের কোনো জিনিস চাই না' ; বলে, আঙুল তুলে চাঁদের দিকে দেখালেন। গোপীরা বললেন—'সোনা আমাদের! ওটা কি আর মাখনের ডেলা ? হায়, হায়, ওটা আমরা দেব কী করে ? ওটা তো আসলে একটা সুন্দর রাজহাঁস, আকাশের সরোবরে সাঁতার কাটছে।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'আমি তো ওই হাঁসটাই চাইছি, ওটাকে নিয়ে খেলা করব। তাড়াতাড়ি করো, সাঁতরে ওপারে চলে যাওয়ার আগেই আমায় ওটা ধরে দাও।'

বায়না আর জেদ এবার আর বেড়ে গেল। মাটিতে পা আছড়ে, গলা জড়িয়ে ধরে 'দাও, দাও' বলে সবাইকে অস্থির করে তুললেন, আর আগের থেকেও বেশি কান্না শুরু করে দিলেন। এবার অন্য গোপীরা বললেন — 'বাবা, তোমাকে ওরা ঠকিয়েছে। রাম রাম ! ওটা কি রাজহাঁস নাকি, ওটা তো আকাশের চাঁদ।' শ্রীকৃষ্ণও জেদ ধরে বসলেন— 'ঠিক আছে, আমাকে ওটাই দাও, আমি ওর সঙ্গে খেলব। এক্ষুণি দাও, এখনই'—এই বলে যখন ভীষণ রকম কাঁদতে শুরু করলেন, তখন মা যশোদা তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন, 'আমার সোনার যাদু! ওটা রাজহাঁসও নয়, চাঁদও নয়। ওটা মাখনই বটে, তবে তোমাকে দেওয়ার মতো নয়। দেখো, ওর গায়ে ওই যে কালো কালো বিষ লেগে রয়েছে। এইজন্যেই তো ওটা অত সুন্দর হলেও কেউ ওটা খায় না।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'মা, ওতে বিষ লাগল কী করে ?'—কথা ঘুরে গেল। মা এইবারে কোলে বসা ছেলেকে মধুর স্বরে গল্প শোনাতে শুরু করলেন, মা-ছেলের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। যশোদা— বাবা শোনো, একটা সাগর আছে, তার নাম 'ক্ষীর সাগর'। শ্রীকৃষ্ণ—'মা, সেটা কী রকম ?' যশোদা— 'এই যে দুধ দেখো, এইরকম দুধ দিয়েই সেই সাগরটা তৈরি।' শ্রীকৃষ্ণ—'কত গোরুর দুধ লেগেছে তাহলে, যে একটা সমুদ্র তৈরি হয়ে গেছে!' যশোদা— 'না বাবা, সে দুধ গোরুর দুধ নয়'। শ্রীকৃষ্ণ—'মা, তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ, গোরু ছাড়া আবার দুধ হয় না কি ?' যশোদা—'বাছা, যিনি গোরুর মধ্যে দুধ দিয়েছেন, তিনি গোরু ছাড়াও দুধ তৈরি করতে পারেন।' শ্রীকৃষ্ণ—'মা, তিনি কে ?' যশোদা—'তিনি হলেন ভগবান, তবে তিনি 'অগ' (তাঁর কাছে কেউ যেতে পারে না, অগম্য, অথবা 'গ'-কার রহিত)।' শ্রীকৃষ্ণ— 'ঠিক আছে, দুধের সাগর না হয় হল, তারপর কী, বলো।' যশোদা—'একবার দেবতা আর দৈত্যদের মধ্যে খুব যুদ্ধ হয়েছিল। অসুরদের বুদ্ধি গুলিয়ে দেবার জন্য ভগবান ক্ষীরসাগর মন্থন করলেন। মন্দরপর্বত হল মন্থনদণ্ড, বাসুকি-নাগ হল রশি। একদিকে দেবতারা আরেক দিকে অসুরেরা সেই দড়ি টানতে লাগলেন।' শ্রীকৃষ্ণ—'যেমন করে গোপীরা দই মন্থন করে, সেইরকম ?' যশোদা —'হ্যাঁ বাবা! তার থেকেই কালকূট নামে বিষ উঠল।' শ্রীকৃষ্ণ—'মা! বিষ তো সাপেদের হয়, দুধ থেকে বিষ উঠল কী করে ?' যশোদা—'বাবা, সাপেদের বিষ তো সেই থেকেই হয়েছে। ওই কালকূট বিষ মহাদেব পান করে নিয়েছিলেন, তখন অল্প দু-এক ফোঁটা বিষ পৃথিবীতে পড়ে গেছিল, সেই বিষ পান করেই সাপ আর অন্যান্য বিষধর প্রাণীদের মধ্যে বিষ এসেছে। ভগবানের লীলা এইরকমই বাবা, যার জন্য দুধ থেকেও বিষ হতে পারে।' শ্রীকৃষ্ণ— 'হ্যাঁ মা, বুঝতে পেরেছি এবার।' যশোদা—(চাঁদকে দেখিয়ে) 'ওই মাখনের ডেলাও তো সেই সময়ই উঠেছিল, তাই ওতেও একটু বিষ লেগে গেছে। ওই যে, দেখো, ওকেই লোকে কলঙ্ক বলে। কাজেই, বাছা আমার, তুমি আমাদের ঘরে তৈরি মাখনই খেও।' গল্প শুনতে শুনতে শ্যামসুন্দরের চোখ জুড়ে এল, মা-ও তাঁকে পালঙ্কে শুইয়ে দিলেন।

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধি পয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যান্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি।
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥ ২৯

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্‌বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ ॥ ৩০

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাঽঽস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন হ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ॥ ৩১

বিবরণ যশোদাকে শোনানোর ছলে নিজেদেরও আস্বাদনের জন্যই যেন তাঁরা একদিন দল বেঁধে এসে নন্দরানিকে বলতে লাগলেন—॥ ২৮ ॥

'দেখো যশোদারানি ! তোমার এই কানাইয়ের দুষ্টুমির আর অন্ত নেই ! গোরু-দোয়ানোর সময় না হলেও ও এসে বাছুরকে ছেড়ে দেয়, আর আমরা তাতে বকাবকি করলে হা-হা করে হাসে। চুরির নতুন নতুন উপায় বের করে আমাদের ভালো ভালো দই-দুধ সব চুরি করে খেয়ে নেয়। তাও যদি শুধু নিজেই খেত তো কথা ছিল, তা নয়, আবার বানরদেরকে পর্যন্ত সেই সব খাবার ভাগ করে দেয়। আবার বানরদের পেট ভরে গেলে যদি কোনো বানর আর না খেতে চায়, তখন ও আমাদের সেই পাত্রগুলোকেই ভেঙে ফেলে। আমরা যদি ওর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ননী-মাখন ইত্যাদি লুকিয়ে রাখি, আর ও যদি ঘরে ঢুকে কিছু না পায়, তাহলে ঘরের লোকেদের ওপরেই অত্যাচার করে, বাচ্চাদের কাঁদিয়ে দিয়ে পালায়॥ ২৯ ॥ যদি আমরা ক্ষীর-ননী ইত্যাদি 'শিকা'র ওপর তুলে রাখি যাতে ও নাগাল না পায়, তাহলে পিঁড়ির ওপর পিঁড়ি সাজিয়ে অথবা কখনো উলূখলের ওপর চড়ে সেগুলি চুরির উপায় আবিষ্কার করে (কখনো বা নিজের কোনো খেলার সাথির কাঁধের ওপরেও চড়ে)। এতেও যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তো, নীচে থেকে সেই সব পাত্রে ফুটো করে দেয়। কোন্ 'শিকা'র ওপরে কোন্ পাত্রে কী রাখা আছে সব কিছু ওর নখ-দর্পণে ! আমরা যদি অন্ধকার ঘরের কোনেও কিছু লুকিয়ে রাখি, তা-ও ওর খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। তুমি যে ওকে নানান মণি-রত্নের অলংকার পরিয়ে রেখেছ তার জ্যোতিতে ও অন্ধকারেও নিজের অভীষ্ট বস্তুটি ঠিক দেখতে পায়। তাছাড়া ওর শরীর থেকেও যেন আলো বেরোয়, ফলে ওর তো এসবেই অন্ধকারে প্রদীপের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে যায়। আর কী বলব ? কখন কে কোথায় কী করছে—সব কিছুর খোঁজ রাখে ওই একরত্তি ছেলে ! আমরা গোপীরা যখন ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি, ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই ও নিজের কাজটি সেরে চলে যায়॥ ৩০ ॥ গুণের কি আর শেষ আছে তোমার এই সুপুত্রটির ? নিজে করবে চুরি, আর উল্টে আমাদেরই দোষ দেবে ; ভাবটা এমন—যেন ও-ই ঘরের মালিক ! শুধু কি তাই ? আমাদের সুন্দর করে পরিষ্কার করে রাখা ঘরে প্রস্রাবাদি পর্যন্ত করে আসে। এখন একবার ওর দিকে

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্॥ ৩২

তাকিয়ে দেখো ! হাজারটা ফন্দি-ফিকির করে চুরিতে সিদ্ধহস্ত হয়েছেন, আর এখানে বসে আছেন যেন পাথরের মূর্তিটি ! ওরে আমাদের সাধুপুরুষ ! গোপীরা এইসব বলছেন আর শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, যে সেই পদ্মের মতো মুখে আঁখি তারকা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভয়ে ! যশোদাও সব শুনছেন, দেখছেন, গোপীদের মনের ভাব আর নিজের ছেলের এইসব দুরন্তপনার প্রশ্রয় কোথায় পায়, কিছুই তাঁর বুঝতে বাকি থাকে না। ধীরে ধীরে তাঁর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে, ছেলেকে বকাঝকা করার ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত জাগে না মনে*॥ ৩১ ॥ একদিন বলরাম প্রমুখ গোপ-বালক

*শ্রীভগবানের লীলার বিষয়ে বিচার করার সময় মনে রাখা দরকার যে, তাঁর লীলাধাম, লীলাপাত্র, লীলাশরীর এবং লীলা —এগুলির কোনোটিই প্রাকৃত নয়। ভগবানে দেহ-দেহীর ভেদ নেই। মহাভারতে আছে—

ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেবস্য পরমাত্মনঃ। যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥
স সর্বস্মাদ্ বহিষ্কার্যঃ শ্রৌতস্মার্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচৈলঃ স্নানমাচরেৎ॥

অর্থাৎ 'পরমাত্মার শরীর ভূতসমুদয়ের দ্বারা গঠিত হয় না। যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে ভৌতিক শরীর বলে মনে করে, তাকে সমস্ত প্রকারের শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম থেকে বহিষ্কার করা উচিত। অর্থাৎ কোনো শাস্ত্রীয় কর্মে তার অধিকার নেই। এমনকি, তার মুখ দেখলেও সচৈল (বস্ত্রসহিত) স্নান করা উচিত।'

শ্রীমদ্ভাগবতেও ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন—

'অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি॥'

'আপনি আমার ওপর কৃপা করবার জন্যই এই স্বেচ্ছাময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশিত করেছেন, এই দেহ কদাপি পাঞ্চভৌতিক দেহ নয়।'

এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে ভগবানের সব কিছুই অপ্রাকৃত। এই মাখনচুরির লীলাও এইরকমই একটি অপ্রাকৃত, দিব্য লীলা।

যদি ভগবানের নিত্য পরমধামে অভিন্নরূপে নিত্য-নিবাসকারিণী নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের দৃষ্টিতে না দেখে কেবল সাধনসিদ্ধা গোপীগণের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলেও তাঁদের তপস্যাও এত কঠোর ছিল। অভীপ্সা এতই অনন্য ছিল, তাঁদের প্রেম এতই ব্যাপক ছিল এবং নিষ্ঠা এতই সত্য ছিল যে, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু প্রেমরসময় ভগবান তাঁদের ইচ্ছানুসারে তাঁদের সুখ দেবার জন্যই মাখন চুরির লীলা করে তাঁদের প্রার্থিত পূজা গ্রহণ করবেন, চীরহরণ করে অবশিষ্ট সামান্যতম ব্যবধানের জবনিকাটুকুও অপসারণ করবেন এবং রাসলীলা করে তাঁদের দিব্য মাধুর্যের আস্বাদন করাবেন, এতে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধা চিদানন্দময়ী গোপীদের অতিরিক্ত আরও অনেক এমন গোপী ছিলেন, যাঁরা নিজেদের মহাসাধনার ফলস্বরূপ ভগবানের মুক্তজন বাঞ্ছিত সেবার সৌভাগ্য অর্জন করে গোপীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন পূর্বজন্মের দেবকন্যা, কিছু ছিলেন শ্রুতি (বেদবাণী)-রূপা, কিছু ছিলেন তপস্বী ঋষি, আর অন্যেরা ছিলেন ভক্তজন। শ্রুতিরূপা গোপীরা, যাঁরা 'নেতি-নেতি' বলে নিরন্তর পরমাত্মার বর্ণনা করলেও তাঁকে সাক্ষাৎ রূপে লাভ করতে পারেন না, গোপীগণের সঙ্গে ভগবানের দিব্য রসময় মিলনের কথা জেনে গোপীদেরই উপাসনা করেন এবং অবশেষে নিজেরাই গোপীরূপে পরিণত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎভাবে নিজেদের প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হন। এই গোপীরূপা শ্রুতিদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম—উদ্গীতা, সুগীতা, কলগীতা, কলকণ্ঠিকা, বিপঞ্চী প্রভৃতি।

ভগবান যখন রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন অনেক সিদ্ধ মহর্ষি তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, তাঁর সেই অপরূপ স্বরূপ সৌন্দর্যের অলৌকিক প্রকাশের কাছে নিজেরাই আত্মনিবেদন করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনায় ভগবান প্রসন্ন হয়ে—জন্মান্তরে গোপীরূপ ধারণ করে তাঁরা তাঁকে প্রাপ্ত হবেন, এরূপ বর দিয়েছিলেন। তাঁরাই দ্বাপরে ব্রজগোপীরূপে অবতীর্ণ হন। এঁরা ছাড়াও মিথিলার গোপী, কোসলের গোপী, অযোধ্যার গোপী, পুলিন্দ গোপী, রমাবৈকুণ্ঠের গোপী, শ্বেতদ্বীপের গোপী, জালন্ধারী গোপী প্রভৃতি গোপীগণের অনেক যূথ ছিল। এঁরা সকলেই অনেক তপস্যার পর ভগবানের বরে গোপীরূপে অবতীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে এমন বহু ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা কঠিন তপস্যাদির অনুষ্ঠান করে অনেক কল্প পরে গোপীস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের কথা নীচে বলা হল—

১. উগ্রতপা নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি অগ্নিহোত্রী, একান্তভাবে ব্রতনিষ্ঠ এবং কঠিন তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। তিনি পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র জপ এবং রাসোন্মত্ত নবকিশোর শ্যামসুন্দর রূপের ধ্যান করতেন। এই সাধনায় শত-কল্প অতীত হলে তিনি সুনন্দ-নামক গোপের কন্যা 'সুনন্দা'-রূপে আবির্ভূত হন।

২.অপর এক মুনির নাম ছিল সত্যতপা। তিনি শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করতেন। দশাক্ষর মন্ত্র জপের সঙ্গে তিনি শ্রীরাধার হস্তধারণ করে নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতেন। দশ কল্প পরে তিনি 'সুভদ্রা' নামে সুভদ্র-গোপের কন্যারূপে অবতীর্ণ হন।

৩. হরিধামা নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ অনাহারে থেকে 'ক্লীঁ' এই কামবীজযুক্ত বিংশাক্ষরী মন্ত্রের জপ করতেন এবং মাধবী মণ্ডপে কোমল পত্ররচিত শয্যায় শয়ান যুগলমূর্তির ধ্যান করতেন। তিন কল্প কেটে গেলে পরে তিনি সারঙ্গ নামক গোপের ঘরে 'রঙ্গবেণী' নামে জন্ম নেন।

৪. জাবালি ছিলেন এক ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি। তিনি একবার বিশাল বনমধ্যে বিচরণ করতে করতে এক স্থানে একটি বিশাল জলাশয় দেখতে পান। সেই জলাশয়ের পশ্চিম তটে এক বটগাছের নীচে তেজস্বিনী আকৃতি বিশিষ্টা এক যুবতী কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন। অতীব সুদর্শনা সেই নারীর অঙ্গ থেকে চতুর্দিকে চাঁদের মতো শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল। তাঁর বামহস্ত নিজের কটিদেশে ন্যস্ত ছিল এবং দক্ষিণ হস্তে তিনি জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করেছিলেন। জাবালি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন—

ব্রহ্মবিদ্যাহমতুলা যোগীন্দ্রৈর্যা চ মৃগ্যতে। সাহং হরিপদাম্ভোজকাম্যয়া সুচিরং তপঃ॥
ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং তেনানন্দেন তৃপ্তধীঃ। চরাম্যস্মিন্ বনে ঘোরে ধ্যায়ন্তী পুরুষোত্তমম্॥
তথাপি শূন্যমাত্মানং মন্যে কৃষ্ণরতিং বিনা॥

'মহান যোগীরাও যাঁকে সর্বদাই অন্বেষণ করে থাকেন, আমিই সেই অনুপম ব্রহ্মবিদ্যা। আমি শ্রীহরির চরণকমল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এই ঘোর বনে সেই পুরুষোত্তমের ধ্যানে রত থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা করে চলেছি। আমি ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ, আমার বুদ্ধিও সেই আনন্দেই পরিতৃপ্ত। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মায়নি, সেই সারাৎসার কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত আমি নিজেকে শূন্য বলেই মনে করি।' ব্রহ্মজ্ঞানী জাবালি এই কথা শুনে তাঁর চরণে পতিত হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন এবং তারপর এক পায়ে দণ্ডায়মান থেকে ব্রজবীথিসমূহে বিচরণশীল ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। নয় কল্পকাল পরে তিনি প্রচণ্ড নামক গোপের গৃহে 'চিত্রগন্ধা' নামে আবির্ভূত হন।

কুশধ্বজনামক ব্রহ্মর্ষির দুই পুত্র শুচিশ্রবা এবং সুবর্ণ দেবতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তাঁরা শীর্ষাসনে অবস্থিত থেকে 'হ্রীঁ' এই হংস-মন্ত্র জপ করতেন এবং কন্দর্প সুন্দর দশবর্ষীয় গোকুলবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এইভাবে কল্পকালব্যাপী কঠোর তপস্যার পর তাঁরা ব্রজে সুধীর নামক গোপের ঘরে জন্মলাভ করেন।

এই রকম আরও অনেক গোপীর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, বিস্তার-ভয়ে এখানে সবার উল্লেখ করা হল না। ভগবানের জন্য এত তপস্যা করে, এত নিষ্ঠার সঙ্গে কল্প-কল্পব্যাপী সাধনা করে যে সকল ত্যাগী ভগবৎপ্রেমিক গোপীদের দেহ-মন লাভ করেছিলেন, তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য, তাঁদের আনন্দদানের জন্য যদি ভগবান তাঁদেরই কাঙ্ক্ষিত লীলা করেন, তো তার মধ্যে আশ্চর্যের বা অনাচারের কী এমন কথা থাকতে পারে ? রাসলীলার প্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান গোপীগণকে বলেছিলেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ (১০।৩২।২২)

'হে গোপীগণ, তোমরা ইহলোক পরলোকের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে কপটতাশূন্যভাবে আমাকে ভালোবেসেছ ; আমি যদি তোমাদের এক এক জনের জন্যই অনন্তকাল জীবন ধারণ করে তোমাদের এই প্রেমের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করি, তা-ও আমার সে সাধ্য হবে না। আমি তোমাদের কাছে ঋণী আছি, ঋণীই থাকব। তোমরা নিজেদের স্বভাবগুণে আমাকে ঋণরহিত ভেবে আরওই ঋণী করে দাও, সেই বরং ভালো।' সর্বলোকমহেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে মহাভাগ্যবতী গোপীদের কাছে ঋণী থাকতে চান, তাঁদের ইচ্ছা জন্মানোর পূর্বেই যে ভগবান সেই ইচ্ছা পূর্ণ করে দেবেন, তা-ই তো স্বাভাবিক।

তাছাড়া, শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা, শ্রীকৃষ্ণরসভাবিতমতি গোপীদের মানসিক স্থিতি কী ছিল তা-ও বিচার করে দেখা উচিত। গোপীগণের তনু, মন, ধন—সবই তাঁদের প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণেরই ছিল। তাঁরা সংসারে জীবনধারণ করতেন শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য, গৃহে থাকতেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য, সমস্ত গৃহকর্ম সম্পাদন করতেন শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। তাঁদের যোগীন্দ্রদুর্লভ পবিত্র নির্মল বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নিজেদের বলে কিছু ছিলই না। শ্রীকৃষ্ণের জন্যই, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই, শ্রীকৃষ্ণের নিজের সামগ্রীর দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, শ্রীকৃষ্ণকে সুখী দেখে তাঁরা সুখী হতেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের সময় থেকে রাত্রে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা যা কিছু করতেন, সবই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য। এমনকি তাঁদের নিদ্রা পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণেই আশ্রিত থাকত। স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি —দুয়ের মধ্যেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মধুর এবং শান্ত লীলা দেখতেন এবং অনুভব করতেন। রাত্রে দই বসাবার সময় শ্যামসুন্দরের মাধুর্য ছবির ধ্যান করতে করতে প্রত্যেক প্রেমময়ী গোপীই এই কামনা করতেন যে, আমার দই যেন খুব ভালোভাবে জমে, শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমি তা মন্থন করে অনেক পরিমাণে উত্তম মাখন তৈরি করব, আর তা এতটুকু উঁচু শিকাতেই তুলে রাখব, যেখানে সহজেই শ্রীকৃষ্ণ নাগাল পান। তারপর আমার প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে নিয়ে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে আমার ঘরে পদার্পণ করবেন, মাখন চুরি করবেন, নিজের সখাদের আর বানরদের তা ভাগ করে দেবেন, আনন্দময় ছন্দের তালে তালে নৃত্যে মেতে উঠবেন লীলাচঞ্চল সেই নটকিশোর আমারই অঙ্গনে, আর আমি কোনো গোপন কোণে লুকিয়ে থেকে এই অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করব, আর তারপর না জানি কোন্ শুভক্ষণে, কোন্ অজানা পুণ্যের ফলে হয়তো তাঁকে অকস্মাৎ এই বক্ষপিঞ্জরে বন্দী করে ফেলব। সুরদাসজী বলছেন—

মৈয়া রী, মোহি মাখন ভাবৈ। জো মেবা পকবান কহতি তু, মোহি নহীঁ রুচি আবৈ॥
ব্রজ-জুবতী ইক পাছেঁ ঠাঢ়ী, সুনত স্যাম কী বাত। মন-মন কহতি কবহুঁ অপনৈঁ ঘর, দেখৌঁ মাখন-খাত॥
বৈঠে জাই মথনিয়াঁকে ঢিগ, মৈঁ তব রহৌঁ ছপানী। সূরদাস প্রভু অন্তরজামী, গ্বালিনি-মন কী জানী॥

একদিন শ্রীকৃষ্ণ মায়ের কাছে বলেছিলেন—'মা, আমার মাখনই ভালো লাগে। তুমি মণ্ডা-মিঠাই খাওয়ার জন্য বলো, কিন্তু আমার ওসব খেতে ভালো লাগে না।' ওই সময় এক ব্রজগোপী পিছনে দাঁড়িয়ে শ্যামসুন্দরের কথা শুনলেন। তিনি নিজের মনে ভাবলেন—'আহা, আমি কবে এঁকে আমার ঘরে মাখন খেতে দেখব ? ইনি এসে মন্থন-পাত্রের পাশে বসবেন, আমি তখন লুকিয়ে থাকব।' ভগবান তো অন্তর্যামী, তিনি সেই গোপীর মনের প্রার্থনা জেনে, তাঁর ঘরে গিয়ে মাখন খেয়ে তাঁকে ইচ্ছাপূরণের সুখ দিয়েছিলেন—'গয়ে স্যাম তিহিঁ গ্বালিনি কৈঁ ঘর।'

তাঁর এত আনন্দ হয়েছিল যে তা যেন আর বাঁধ মানছিল না। সুরদাসজী গেয়েছেন—

ফূলী ফিরতি গ্বালি মনমেঁ রী। পূছতি সখী পরস্পর বাতৈঁ পায়ো পর্যৌ কছূ কহঁ তৈঁ রী ?
পুলকিত রোম রোম, গদগদ মুখ বাণী কহত ন আবৈ। ঐসৌ কহা আহি সো সখি রী, হম কৌ কৌঁ ন সুনাবৈ॥
তন ন্যারা, জিয় এক হমারৌ, হম তুম একৈ রূপ। সুরদাস কহৈ গ্বালি সখিনি সৌঁ, দেখ্যো রূপ অনূপ॥

আনন্দে মত্ত হয়ে সেই গোপী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁর দেহে-মনে আনন্দ যেন আর ধরছিল না। সখীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—'তুই কি কোনো অমূল্য ধন কুড়িয়ে পেয়েছিস, না কি ?' এই কথা শুনতেই তাঁর বিহ্বলতা আরওই বেড়ে গেল,

দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিল, গদগদ কণ্ঠে কোনো কথাই নির্গত হল না। সখীরা আবার বললেন—'এমন কি কথা, সখী, যা তুই আমাদেরও বলতে পারছিস না ? আমাদের তো শরীরই শুধু আলাদা, প্রাণ তো একই। আমরা আর তুই তো একই রূপ। তাহলে আমাদের কাছে তোর লুকানোর কী থাকতে পারে ?' তখন বহু চেষ্টায় সেই গোপীর মুখ দিয়ে শুধুমাত্র এইটুকু কথা বেরোল, 'আজ আমি অনুপম রূপ দর্শন করেছি।' এই বলতেই তাঁর বাক্-রোধ হয়ে গেল, প্রেমাশ্রুর প্লাবনে ভেসে গেল দুটি কমল নয়ন। সকল গোপীরই দশা ছিল এইরকম।

ব্রজ ঘর-ঘর প্রগটী য়হ বাত। দধি মাখন চোরী করি লৈ হরি, গ্বাল সখা সঙ্গ খাত॥
ব্রজ বনিতা য়হ সুনি মন হরষিত, সদন হমারেঁ আবৈঁ। মাখন খাত অচানক পাবৈঁ, ভুজ ভরি উরহিঁ ছুপাবৈঁ॥
মনহি-মন অভিলাষ করতি সব, হৃদয় ধরতি য়হ ধ্যান। সুরদাস প্রভু কৌঁ ঘরমেঁ লৈ, দৈহৌঁ মাখন খান॥
চলী ব্রজ ঘর-ঘরনি য়হ বাত। নন্দ-সুত, সঙ্গ সখা লীন্হে, চোরি মাখন খাত॥
কোউ কহতি, মেরে ভবন ভীতর, অবহিঁ পৈঠে ধাই। কোউ কহতি, মোহিঁ দেখি দ্বারেঁ, উতহিঁ গএ পরাই॥
কোউ কহতি, কিহিঁ ভাঁতি হরিকৌ, দেখৌঁ অপনে ধাম। হেরি মাখন দেউঁ আছৌ, খাই জিতনৌ স্যাম॥
কোউ কহতি, মৈঁ দেখি পাউঁ, ভরি ধরৌঁ অঁকবার। কোউ কহতি, মৈঁ বাঁধি রাখৌঁ, কো সকৈঁ নিরবার॥
সুর প্রভুকে মিলন কারন, করতি বিবিধ বিচার। জোরি কর বিধি কৌঁ মনাবতি পুরুষ নন্দকুমার॥

রাত্রিকালে গোপীগণ বারে বারে জেগে উঠে প্রাতঃকালের কত বাকি আছে, তা দেখতেন। তাঁদের মন শ্রীকৃষ্ণভাবনাতেই ভাবিত হয়ে থাকত। ভোর হতেই অতি দ্রুত দই মন্থন করে মাখন তুলে শিকার ওপরে রাখতেন। শ্রীকৃষ্ণ মাখনের সন্ধানে এসে পাছে ফিরে যান এই ভয়ে অন্য সব কাজ ছেড়ে সর্বাগ্রে তাঁরা এই কাজটি সারতেন। তারপর থেকে সর্বক্ষণ শ্যামের প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে মনে মনে ভাবতে থাকতেন—'হায়, আজ তিনি এখনও এলেন না কেন ? এত বিলম্ব হচ্ছে কেন ? তাহলে কি আজ আর এই দাসীর ঘর পবিত্র করতে আসবেন না ? আমার দেওয়া এই তুচ্ছ মাখন নিজের ভোগ্যরূপে গ্রহণ করে নিজে সুখী হয়ে আমাকেও সুখী করবেন না ? মা যশোদাই কি তাঁকে আটকে রাখলেন ? তাঁর তো নয় লক্ষ গোধন আছে, কাজেই তাঁর ঘরে কি মাখনের অভাব ? আমার ঘরে যে আসেন, সে তো শুধু আমাকে কৃপা করার জন্য।'—এইরকম চিন্তা করতে করতে চোখের জলে ভাসতে থাকতেন তাঁরা আর ক্ষণে ক্ষণে দরজায় গিয়ে লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, সখীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। এক এক নিমেষ তাঁদের কাছে এক এক যুগ মনে হত। এইরকম ভাগ্যবতী গোপীদের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য ভগবান তাঁদের ঘরে অবশ্যই উপস্থিত হতেন। সুরদাসজীকে আবারও উদ্ধৃত করতে হচ্ছে—

প্রথম করী হরি মাখন-চোরী। গ্বালিনি মন ইচ্ছা করি পূরন, আপু ভজে ব্রজ খোরী॥
মনমেঁ য়হৈ বিচার করত হরি, ব্রজ ঘর-ঘর সব জাউঁ। গোকুল জনম লিয়ৌ সুখ কারন, সবকৈঁ মাখন খাউঁ॥
বালরূপ জসুমতি মোহি জানৈ, গোপিনি মিলি সুখ ভোগ। সূরদাস প্রভু কহত প্রেম সৌঁ, যে মেরে ব্রজ লোগ॥

নিজের পরিজন ব্রজবাসিগণের সুখ-বিধানের জন্যই ভগবান গোকুলে এসেছিলেন। মাখন তো পিতা নন্দের গৃহেও কিছু কম ছিল না, লক্ষ লক্ষ গাভী ছিল তাঁর। যত খুশি তিনি খেতে বা বিলিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো একা নন্দমহারাজেরই ছিলেন না, সকল ব্রজবাসীরই তিনি ছিলেন নিজের জন, সকলকেই সুখী করতে চাইতেন তিনি। গোপীদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই তাঁদের ঘরে যেতেন তিনি, চুরি করে মাখন খেতেন। বস্তুত এ ব্যাপারটি চুরিই নয়, ভগবান-কর্তৃক গোপীদের পূজা-স্বীকার। ভক্তবৎসল ভক্তের পূজা গ্রহণ না করে পারেন ?

ভগবানের এই দিব্য লীলা—মাখন চুরির প্রকৃত রহস্য না জানার ফলেই কিছু লোক এই বিষয়টিকে আদর্শ-বিরোধী বলে মন্তব্য করেন। তাদের প্রথমে বোঝা উচিত, চুরি ব্যাপারটি কী, কীসের চুরি হতে পারে আর কেই বা তা করে। চুরি তাকেই বলে যখন অপর কোনো ব্যক্তির কোনো বস্তু, তার ইচ্ছা ব্যতীত, তার অজ্ঞাতসারে এবং ভবিষ্যতেও সে যেন তা জানতে পারে এই আশা মনে পোষণ করে, নিয়ে নেওয়া হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ঘর থেকে মাখন নিতেন তাদেরই ইচ্ছানুসারে,

সা[১] গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করার সময় মা যশোদার কাছে গিয়ে বললেন—'মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে'*॥ ৩২ ॥

মা যশোদা পুত্রের মঙ্গল চিন্তায় সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। এখন তাঁর খেলার সঙ্গীদের এই কথা শুনে

[১]গৃহীত্বাথ করে পুত্রমুপা.।

গোপীদের অজ্ঞাতসারে নয় বরং তাঁদের জ্ঞাতসারে তাঁদের চোখের সামনে, সুতরাং পরে জানার তো কোনো কথাই নেই, তাঁদের সম্মুখ দিয়েই দৌড়ে চলে যেতেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, সংসারে অথবা সংসারের বাইরে এমন কোন্ বস্তু আছে যা শ্রীভগবানের নয়, যা তিনি চুরি করতে পারেন ! গোপীদের তো সর্বস্বই শ্রীভগবানের ছিল, সমগ্র জগৎও তো তাঁরই। কাজেই তিনি কার কী চুরি করবেন ? প্রকৃতপক্ষে চোর তো তারাই, যারা ভগবানের দ্রব্যকে নিজের বলে ধারণা করে মমতা আসক্তিতে বদ্ধ হয়ে থাকে এবং তার ফলে দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র হয়। সুতরাং এই সবরকমের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই বলা যায় যে, মাখন চুরি প্রকৃতপক্ষে কোনো চুরিই ছিল না, তা ছিল ভগবানের দিব্য লীলা। প্রকৃত সত্য হল, গোপীরা প্রেমের আধিক্যবশত ভগবানকে ভালোবাসার নাম দিয়েছিলেন 'চোর'—কারণ তিনি তো তাঁদের 'মন-চোরা' ছিলেনই।

যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করেন না, যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবৎলীলা সম্পর্কে তাদের কোনো আলোচনা করারই অধিকার নেই, তবুও তাদের দৃষ্টিতেও এই প্রসঙ্গে কোনো আপত্তিজনক বিষয় নেই। কারণ, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বছর দুই তিনেকের শিশু, আর গোপীরা অত্যধিক স্নেহবশত তাঁর এই ধরনের মনোহর ক্রীড়া-কৌতুক দেখতে পছন্দ করতেন। যারা ভগবানের এই লীলাপ্রসঙ্গে অনৈতিকতার আশঙ্কা করে থাকেন, আশা করি, এই আলোচনা থেকে তাদের উদ্বেগ কিয়ৎ পরিমাণেও অন্তত প্রশমিত হবে।—**হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার**

*মৃদ্-ভক্ষণের হেতু—

১. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন যে, 'আমার মধ্যে তো বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই কেবল আছে, কিন্তু আমাকে তো এরপরে অনেক রজোগুণাশ্রিত কর্ম করতে হবে। সুতরাং কিছু 'রজঃ' (রজোগুণ, ধূলি) সংগ্রহ করা যাক।'

২.সংস্কৃত ভাষায় পৃথিবীর একটি নাম 'ক্ষমা'। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, 'গোপবালকেরা আমার সাথে সম্পূর্ণ সহজ ভাবে খেলাধুলা করে, কখনো অপমানজনক ব্যবহারও করে ফেলে। সুতরাং তাদের সঙ্গে খেলা করতে হলে 'ক্ষমাংশ' ধারণ করেই তা করতে হবে, যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

৩. পৃথিবীকে 'রসা'ও বলা হয়ে থাকে সংস্কৃতে। শ্রীকৃষ্ণের মনে হল, 'সব রসই তো গ্রহণ করেছি, এবার 'রসা'র রস আস্বাদন করে দেখি।'

৪. এই অবতারে পৃথিবীর মঙ্গল করতে হবে। এইজন্য প্রথমে তার কিছু অংশ নিজের মুখ্য (মুখে অবস্থিত) দ্বিজদিগণ (দন্ত)-কে দান করা কর্তব্য।

৫. ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ সাত্ত্বিক কর্মেই নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু অসুর-সংহারের জন্য এখন তাঁদের কিছু রাজস কর্মও করতে হবে। যেন এই বিষয়টিই বোঝানোর জন্য তিনি নিজের মুখে স্থিত দ্বিজ (দাঁত)গণকে 'রজঃ' (ধুলা) দ্বারা যুক্ত করলেন।

৬. পূর্বেই বিষ ভক্ষণ করেছেন, এখন মৃত্তিকা ভক্ষণ করে তারই প্রতিকার করলেন।

৭. গোপীদের মাখন খেয়েছিলেন, সেজন্য তাঁরা তিরস্কার করায় মাটি খেয়ে নিলেন, যাতে মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়।

৮. ভগবানের উদরে অবস্থিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহ ব্রজ রজঃ—গোপীগণের চরণরেণু লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। তাদের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য ভগবান মৃদ্ ভক্ষণ করেছিলেন।

৯. ভগবান নিজেই তাঁর ভক্তদের চরণধূলি মুখের মাধ্যমে হৃদয়ে ধারণ করেন।

১০. ছোট শিশু স্বভাববশেই মাটি খেয়ে থাকে।

কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্॥ ৩৪

তিনি স্বভাবতই উৎকণ্ঠিত হয়ে দ্রুত গিয়ে পুত্রের হাতদুটি ধরলেন*। তখন ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের চোখ দুটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে*, সেই অবস্থায় মা তাঁকে ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন—॥ ৩৩ ॥ 'আরে দস্যি ছেলে! তুই কি একটু সুস্থির হয়ে, ভালোভাবে থাকতে পারিস না? কেন লুকিয়ে লুকিয়ে মাটি খেয়েছিস, বল? দেখ, তোর বন্ধুরাই বলছে, এমনকি তোর এই দাদাও বলছে; শুধু শুধু?'॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্॥ ৩৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'না মা, আমি মোটেই মাটি খাইনি। এরা সব মিথ্যা কথা বলছে। আর যদি তুমি এদের কথাই সত্যি বলে মনে কর, তো এই তো আমার মুখ, তুমি নিজের চোখেই দেখে নাও'॥ ৩৫ ॥ যশোদা তখন বললেন—'ভালো কথা! তাই যদি হয়, তো মুখ খোল, দেখি।' মা এই কথা বললে ভগবান তাঁর মুখ মায়ের সামনে খুলে ধরলেন*। পরীক্ষিৎ! ভগবান তো কেবল লীলাবশেই মনুষ্য-বালকের রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের তো তাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি, তিনি যথারীতি সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণই ছিলেন॥ ৩৬ ॥ তাঁর অদ্ভুত এই পুত্রটির মুখের মধ্যে যশোদা তখন চরাচর সমগ্র জগৎ বিদ্যমান দেখতে পেলেন। মহাকাশ (যে শূন্য সকলের অগম্য), দিকসমূহ, পর্বত-দ্বীপ-সমুদ্র সমন্বিত সমগ্র পৃথিবী, গতিশীল বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র-তারকাসহ সম্পূর্ণ জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, বায়ুমণ্ডল, আকাশ (যে শূন্যে বা অবকাশে প্রাণিগণের গতিবিধি সম্পাদিত হয়), বৈকারিক (অহংকারের কার্য) দেবতাগণ, মন-ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং গুণত্রয়—এই সব কিছুই সেখানে দৃশ্যমান ছিল॥ ৩৭-৩৮ ॥

যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ॥ ৩৬

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্॥ ৩৭

জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥ ৩৮

*যশোদা জানতেন যে, এই হাতই মাটি খাওয়ায় সাহায্য করেছে। চোরের সাহায্যকারীও চোর। তাই তিনি প্রথমেই হাত ধরলেন।

*ভগবানের নেত্রদ্বয়ে সূর্য এবং চন্দ্রের নিবাস। তাঁরা দুজনেই সর্বকর্মের সাক্ষী। এখন তাঁদের চিন্তা হল, শ্রীকৃষ্ণ কি মাটি খাওয়ার কথা মেনে নেবেন, না অস্বীকার করবেন। এখন আমাদেরই বা কর্তব্য কী হবে?—এই বিভ্রান্তি বোঝানোর জন্যই নেত্রদ্বয় 'সন্ত্রস্ত' বা চঞ্চল হয়ে উঠল।

*১. 'মা! এরা বলছে যে, আমি একাই নাকি মাটি খেয়েছি! আমি খেলে পরে সবাই খেয়েছে। দেখে নাও, আমার মুখে সম্পূর্ণ বিশ্ব!'

২. শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, 'সেদিন আমার মুখে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে মা নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। আজও আমি মুখ খুললেই উনি নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলবেন। সুতরাং মাটি খাওয়ার অভিযোগটি প্রমাণিত হবে না।' তাই তিনি মুখব্যাদান করলেন।

এতদ্ বিচিত্রং সহ জীবকাল-
স্বভাবকর্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে
ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্॥ ৩৯

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥ ৪০

অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং
চেতোমনঃকর্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্॥ ৪১

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে
যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ॥ ৪২

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥ ৪৩

সদ্যোনষ্টস্মৃতির্গোপী সাহঽরোপ্যারোহমাত্মজম্।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াহঽসীদ্ যথা পুরা॥ ৪৪

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্॥ ৪৫

রাজোবাচ

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৪৬

পরীক্ষিৎ ! এই যে বিপুল বিশ্ব, যা কিনা জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম এবং তার থেকে জাত সংস্কার এবং তার ফলস্বরূপ শরীরসমূহের বিভিন্নতা এই সব মিলিয়ে এক অনন্ত বৈচিত্র্যের লীলাভূমি—সেটির সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডল এবং তার মধ্যে নিজেকে পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র-দেহ শিশুটির প্রসারিত মুখের ভিতরে দেখতে পেয়ে যশোদার মনে ভয় জন্মাল॥ ৩৯ ॥ তিনি ভাবতে লাগলেন, 'এ কী স্বপ্ন, না কী কোনো দৈবী মায়া ? অথবা আমারই বুদ্ধিবিভ্রম ঘটল ? না কী আমার এই ছেলেরই এটা কোনো সহজাত যোগসিদ্ধি ?'॥ ৪০ ॥ যিনি চিত্ত, মন, কর্ম এবং বাক্যের দ্বারা যথাযথভাবে অথবা সহজে অনুমানের বিষয় হন না, এই সমগ্র বিশ্ব যাঁতে আশ্রিত, যিনি এর প্রেরক এবং যাঁর সত্তাতেই এর প্রতীতি হয়ে থাকে, যাঁর স্বরূপ সর্বথা অচিন্তনীয়, আমি সেই পরমপদে প্রণতি জানাই॥ ৪১ ॥ এই হলাম আমি (যশোদা), উনি আমার স্বামী আর এই হল আমার পুত্র, আমি ব্রজেশ্বরের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধীশ্বরী তাঁর ধর্মপত্নী, এই সব গোপী, গোপ এবং গোধন আমার অধীন—যাঁর মায়ায় আমার এইরকম কুমতি (দুষ্ট বুদ্ধি, ভ্রান্তধারণা) হয়েছে, সেই ভগবানই আমার গতি, আমার পরম আশ্রয়॥ ৪২ ॥ এইরূপে শ্রীযশোদার তত্ত্বজ্ঞান উদিত হলে সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপক ভগবান তাঁর (যশোদার) হৃদয়ে নিজের পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়ার সঞ্চার করলেন॥ ৪৩ ॥

সেই মায়ার প্রভাবে যশোদার সেই তত্ত্বজ্ঞান বা ধ্রুবা স্মৃতি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হল। তিনি নিজের প্রিয় পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন এবং তাঁর হৃদয় পূর্বের মতোই গভীর স্নেহে সমাচ্ছন্ন হল॥ ৪৪ ॥

সকল বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র এবং নিখিল ভক্তজন যাঁর মাহাত্ম্যগানে মুখর—সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে যশোদা নিজের সর্বদা রক্ষণীয় দুরন্ত শিশুপুত্ররূপেই ধারণা করতে লাগলেন॥ ৪৫ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্, নন্দ-মহারাজ কী এমন মহাকল্যাণকর বিশেষ সাধনা করেছিলেন ? পরমভাগ্যবতী যশোদাদেবীই বা কোন্ মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করেছিলেন যার ফলে স্বয়ং ভগবান নিজের শ্রীমুখে তাঁর স্তন্যপান করেছিলেন ? ৪৬ ॥

পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥ ৪৭

নিজের ঐশ্বর্য-মহত্ত্বাদি গোপন করে গোপবালকদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই যে বাল্যলীলা করেছিলেন, তা এতই পবিত্র যে এগুলির শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারাও মানুষের সমস্ত পাপ-তাপ শান্ত হয়ে যায়। ত্রিকালদর্শী ঋষি এবং জ্ঞানী ভক্তগণ আজ পর্যন্ত এগুলি গান করে থাকেন। অথচ এই লীলাসমূহ তাঁর জন্মদাতা পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর দৃষ্টিগোচর পর্যন্ত হল না, এদিকে নন্দ-যশোদা এর অপার মাধুর্যে ডুবে রইলেন। এর কারণ কী? ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া সহ ভার্যয়া।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ॥ ৪৮

জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যযাঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ॥ ৪৯

অস্ত্বিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ।
জজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাহভবৎ॥ ৫০

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে[1] জনার্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত॥ ৫১

কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্তুং ব্রজে বিভুঃ।
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া॥ ৫২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! মহারাজ নন্দ পূর্বে বসুদেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে বিশেষ সম্মানের পাত্র দ্রোণ নামক বসু ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল ধরা। তাঁরা ব্রহ্মার আদেশ পালনে ইচ্ছুক হয়ে তাঁকে বলেছিলেন—॥ ৪৮ ॥ 'ভগবান্, আমরা যখন পৃথিবীতে জন্ম নেব, তখন জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেন আমাদের অনন্যাভক্তি হয়—যে ভক্তির বলে সংসারের লোক অনায়াসেই সমস্ত দুর্গতি উত্তীর্ণ হয়ে যায়' ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মা বললেন—'তথাস্তু'। সেই মহাযশস্বী ভগবৎ-প্রেমিক দ্রোণই ব্রজে নন্দ নামে জন্মলাভ করেন এবং তাঁর পত্নী ধরা-ই যশোদারূপে আবির্ভূত হন॥ ৫০ ॥ হে ভরতবংশীয় পরীক্ষিৎ! জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিদাতা ভগবান জনার্দন এই জন্মে তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন এবং ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের মধ্যে বিশেষভাবে এই দম্পতি নন্দ ও যশোদার শ্রীভগবানের প্রতি পরম অনুরক্তি সঞ্জাত হল॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মার বচনের সত্যতা সম্পাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে ব্রজে বাস করে নিজেদের বাল্যলীলার দ্বারা ব্রজবাসিগণের প্রীতি উৎপাদন করতে লাগলেন॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[2] বিশ্বরূপদর্শনেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের
পূর্বার্ধে বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণনায় অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

[1]পুত্রভূতে। [2]বালক্রীড়ায়ামষ্ট.।

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

উলূখলে শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন

শ্রীশুক উবাচ

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! কোনো এক সময় নন্দপত্নী যশোদা গৃহের পরিচারিকাদের অন্যান্য কাজে নিযুক্ত করে নিজেই (আদরের দুলালকে মাখন খাওয়ানোর জন্য) দধিমন্থন করছিলেন*॥ ১॥

যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধিনির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত॥ ২

এপর্যন্ত ভগবানের যেসব বাল্যলীলার বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, সে-সবই তিনি দধিমন্থনের সময় মনে মনে ভাবছিলেন এবং গানের মতো সেগুলি সুর দিয়ে গাইছিলেন*॥ ২ ॥

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পং চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্মমন্থ॥ ৩

তাঁর পরিধানে ছিল ক্ষৌম বস্ত্র, সেটি তাঁর পৃথু কটিদেশে নীবি-সূত্রের দ্বারা বদ্ধ ছিল। পুত্রের প্রতি স্নেহবশে তাঁর স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল; মন্থন-রজ্জু আকর্ষণের জন্য যে শারীরিক প্রযত্ন করছিলেন তার ফলে তাঁর বক্ষোদেশ তথা পরিশ্রান্ত বাহুযুগলের কঙ্কণাদি অলংকার ও কর্ণের কুণ্ডল কম্পিত হচ্ছিল, মুখে দেখা দিয়েছিল স্বেদবিন্দু। তাঁর কবরীবন্ধনের থেকে মালতী পুষ্প একটি-দুটি করে খসে পড়ছিল। এইভাবে সেই সুভ্রূ যশোদা দধি-নির্মন্থন কাজে ব্যাপৃত ছিলেন*॥ ৩ ॥

---

*এক্ষেত্রে 'কোনো এক সময়' (একদা)-কে কার্তিক মাস বলে বুঝতে হবে। পুরাণে এরই নাম 'দামোদর' মাস। এই সময়ে ইন্দ্রযাগ-উপলক্ষ্যে পরিচারিকাদের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকাও স্বাভাবিক। 'নিযুক্তাসু'-পদ থেকে ব্যঞ্জনায় এই অর্থই প্রতিভাত হয় যে যশোদা মাতা সচেতনভাবেই তাদের কর্মান্তরে প্রেরণ করেছিলেন। ভগবানকেও তিনি যশ দান করেন তা বোঝানোর জন্যই এখানে 'যশোদা' নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই যশ হল ভগবানের প্রেমাধীনতা, ভক্ত-বশ্যতা প্রকাশ, যার কারণে ষড়ৈশ্বর্যশালী হয়েও তিনি ভক্তের হাতে বন্ধন স্বীকার করেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান যাঁর বাৎসল্য স্নেহের আকর্ষণে তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই অপ্রাকৃত পরমানন্দময় ঐশীলীলা যাঁর কারণে জগৎসংসারের গোচরীভূত হয়েছে—সর্বজনের আনন্দদাতা সেই 'নন্দে'র গৃহধর্মের আশ্রয়স্বরূপা 'নন্দগেহিনী' যশোদা 'স্বয়ং' অর্থাৎ কাজটি তাঁর নিজের করার কথা না হলেও পুত্রবাৎসল্যবশত তিনি সে কাজ নিজেই সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

*এই শ্লোকে ভক্তের স্বরূপ-নিরূপণ করা হয়েছে। শরীরের দ্বারা দধিমন্থনরূপ সেবাকর্ম, হৃদয়ে স্মরণের নিরন্তর প্রবাহ, বাকশক্তি দ্বারা তাঁরই চরিত লীলানুকীর্তন, ভক্তের তনু-মন-বচন সবই সেই প্রিয়তমের ভজন সেবায় নিরত, সমগ্র জীবনটিই তাঁর নৈবেদ্য। স্নেহ অমূর্ত পদার্থ, সেবারূপেই তার প্রকাশ। নৃত্য এবং সংগীত স্নেহেরই বিলাসবিশেষ। মা যশোদার জীবনে এই সময় রাগ এবং ভোগ—দুয়েরই মধুর সহাবস্থান।

*কটিদেশে ক্ষৌম অধোবাস রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ, অর্থাৎ জীবনে কোনোরকম আলস্য, প্রমাদ, অসাবধানতার অবকাশ নেই। সেবাকার্যে তৎপরতা অখণ্ড এবং আন্তরিক। বস্ত্রটি পবিত্র ক্ষৌম বস্ত্র—কোনো অপবিত্রতা বা অশুদ্ধির স্পর্শ যেন তাঁর উদ্দেশ্যে নির্মীয়মান উপচারে কোনো দোষ বা ক্ষুণ্ণতার লেশমাত্র সৃষ্টি করতে না পারে!

মাতার হৃদয়ের স্নেহই বুঝি দ্রবীভূত হয়ে স্তনদুগ্ধরূপে বহির্গত হচ্ছে, ক্ষরিত হচ্ছে, এই কামনায় যে, ভগবানের দৃষ্টি যেন প্রথমে এদিকেই পড়ে, আর তিনি যেন মাখন না খেয়ে প্রথমে আমাকেই গ্রহণ করেন। স্তনদ্বয়ের কম্পনের তাৎপর্য, তাদের ভয় হচ্ছে, 'যদি আমাদের পান না করেন'!

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্॥ ৪

তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং
স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্[১]।
অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযা-
বুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে॥ ৫

সঞ্জাতকোপঃ[২] স্ফুরিতারুণাধরং[৩]
সংদশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো
জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ॥ ৬

এমন সময় বালক শ্রীকৃষ্ণ মাতৃস্তন্য পানের জন্য উন্মুখ হয়ে মন্থনরত মায়ের কাছে এলেন আর দধিমন্থন-দণ্ড আঁকড়ে ধরে মায়ের মন্থনকাজে বাধা দিলেন ; মায়ের হৃদয়ে পুত্র বাৎসল্যের স্রোতও তাতে যেন আরওই উদ্বেল হয়ে উঠল*॥ ৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণ মায়ের কোলে আরোহণ করলে মা তাঁকে স্বতঃক্ষরিত স্তন্য পান করাতে লাগলেন, পুত্রের মুখে মৃদু মধুর হাসি ফুটে উঠল, মা-ও তা গভীর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গরম করার জন্য উনুনে চাপানো দুধ উথলে উঠল, যশোদা তা দেখে ব্যস্ত হয়ে পুত্রকে অতৃপ্ত অবস্থায়ই কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সেদিকে চলে গেলেন*॥ ৫ ॥

এর ফলে শ্রীকৃষ্ণের কোপ জন্মাল, তাঁর রক্তবর্ণ অধর স্ফুরিত হতে লাগল, নবোদ্‌গত দাঁতে সেই অধর

[১]সুতম্। [২]স জা.। [৩]ধরঃ।

কঙ্কণ এবং কুণ্ডল নৃত্যচ্ছলে মাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। 'যে হাত ভগবানের সেবাকাজে ব্যাপৃত রয়েছে আমরা সেই হাতে স্থান পেয়ে ধন্য'—একথা বোঝাতেই তাঁর হাতের কঙ্কণ ঝংকার করছে। কানের কুণ্ডল দুলে দুলে এই কথাই ঘোষণা করছে যে, মায়ের মুখে ভগবানের লীলাগান শুনে কান তার উৎপত্তির সার্থকতা লাভ করেছে। সেই হাতই ধন্য, যা ভগবানের সেবায় লাগে, আর সেই কানই ধন্য যাতে ভগবানের লীলাগুণগানের সুধাধারা প্রবেশ করে। মুখমণ্ডলের স্বেদ এবং কবরীবন্ধন থেকে মালতীপুষ্পের খসে পড়া সম্পর্কে মায়ের কোনো খেয়ালই নেই, তিনি শরীর এবং সাজসজ্জার কথা সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়েছেন। অথবা, মালতীপুষ্প নিজে থেকেই বাৎসল্য প্রেমের মূর্তিমতী বিগ্রহরূপা মা যশোদার চরণলাভের জন্য ভূমিতলে পতিত হচ্ছে যেন এই ভেবেই যে, 'এমন মহিমময়ীর মস্তকে অবস্থানের ঔদ্ধত্য কি আমাদের সাজে, তাঁর চরণ পেলেই ধন্য হব আমরা।'

*হৃদয়ে লীলার সুখস্মৃতি, হাতের দ্বারা দধিমন্থন এবং মুখে লীলাগান—এইভাবে মন, কায় এবং বাক্য এই তিনেরই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একতানে সংযোগ ঘটতেই শ্রীকৃষ্ণ জেগে উঠে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে লাগলেন। এতক্ষণ যেন তিনি নিদ্রিত ছিলেন। মায়ের স্নেহ-সাধনা তাঁকে জাগরিত করে তুলল। তিনি নির্গুণ থেকে সগুণ, অচল থেকে সচল, নিষ্কাম থেকে সকাম হলেন, স্নেহের জন্য ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে মায়ের কাছে এলেন। তাই তো তাঁর সম্পর্কে এই বিশেষণ 'স্তন্যকাম' ! মন্থন করার সময়েই এলেন, আলস্য ভরে উপবিষ্ট কর্মহীনার কাছে নয় এও লক্ষণীয়। আবার তিনি এসেই মায়ের মন্থন দণ্ড চেপে ধরে তাঁর কাজ বন্ধ করে দিলেন। সর্বত্র ভগবান সাধনার প্রেরণাই দেন, নিজের দিকে আসার জন্য আকৃষ্ট করেন সাধককে, এখানে ঘটল বিপরীত। 'মা, তোমার সাধনা তো পূর্ণ হয়েই গেছে, পিষ্ট পেষণ করে আর কী হবে ? তোমার সাধনার ভার এর থেকে বেশি আমি আর সহ্য করতে পারব না।' মা প্রেম-তরঙ্গে ডুবে গেলেন, ভেসে গেলেন ; তিনি যদি জোর করে আসেন, কার সাধ্য আটকাবে ?

*মা চেষ্টা অবশ্য করছিলেন 'একটু সবুর কর, বাবা, অল্প একটু মাখন তুলে নিই।' 'উঁহু, আমি এখন দুধ খাব', দুই হাতে মায়ের কোমর আঁকড়ে ধরে, তাঁর জানুর ওপর পা রেখে কোলে ওঠা হল। বক্ষের স্বত উৎসারিত পীযূষ ধারায় নেমে আসে বন্যা —স্তন্যপানরত পুত্রের স্মিত সুন্দর মুখে মায়ের দৃষ্টি স্নেহকিরণসম্পাতে মগ্ন হয়ে থাকে। 'ঈক্ষতী' পদের তাৎপর্য যখনই পুত্র মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাবে, দেখবে সে দুটি চোখও তারই দিকে একাগ্র, তখন উভয়ত অনুকূল সেই সম্মিলনে ঘটবে পরমবাঞ্ছিত দৃষ্টি সম্প্রসাদ।

সামনে পদ্মগন্ধা গাভীর দুধ গরম হচ্ছিল। সে (দুধ) ভাবল, 'স্নেহময়ী মা যশোদার স্তন্য দুগ্ধের অভাব কখনো হবে না, আর ভগবানের তৃষ্ণাও কখনো মিটবে না। এই দুয়ের মধ্যে পরস্পর যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আমি বেচারি যুগ যুগ ধরে, জন্মে জন্মে তাঁর অধর স্পর্শের সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল তপস্যায় তপ্ত হয়েই মরছি। তাহলে আর এই জীবন রেখে কী লাভ ? এতো শ্রীকৃষ্ণের সেবায়ই লাগল না। তার চাইতে বরং তাঁর চোখের সামনেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি।' মায়ের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে আকৃষ্ট হল। দয়ার্দ্র হৃদয়া মায়ের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ পর্যন্ত সেই মুহূর্তে রইল না, তাঁকে একদিকে নামিয়ে দিয়ে দৌড়ে গেলেন দুধের কাছে। ভক্ত ভগবানকে পর্যন্ত একধারে রেখে দুঃখীর দুঃখমোচনে ব্যস্ত হন। ভগবান অতৃপ্তই রয়ে

উত্তার্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ
প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্।
ভগ্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম তজ্-
জহাস তং চাপি ন তত্র পশ্যতী॥ ৭

উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ॥ ৮

তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বর-
স্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং
ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ॥ ৯

দংশন করে তিনি নিকটস্থ পেষণী (নোড়া) শিলাখণ্ডের দ্বারা দধিমন্থনের ভাণ্ডটিকে ভেঙে ফেললেন, তারপর চোখে কৃত্রিম অশ্রু এনে অন্য ঘরে গিয়ে সকলের চোখের আড়ালে পূর্বদিনের গোদুগ্ধ থেকে উৎপাদিত মাখন খেতে লাগলেন●॥ ৬ ॥

এদিকে দুধ যথেষ্ট গরম হয়ে গেছে, যশোদা তা নামিয়ে রেখে* আবার দধিমন্থনের ঘরে চলে এলেন। সেখানে এসে দেখেন, দধিমন্থন ভাণ্ড ভাঙা, ছেলেও সেখানে নেই। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, কীর্তিটি তাঁর পুত্রেরই, (এবং এর কারণ অনুমান করে) তিনি হেসে ফেললেন॥ ৭ ॥

ছেলেকে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে যশোদা দেখতে পেলেন, তিনি একটি উল্টানো উলূখলের ওপর উঠে শিকায় তুলে রাখা মাখন নিয়ে বানরদের যথেচ্ছ বিলিয়ে দিচ্ছেন। পাছে এই চুরি করতে থাকা অবস্থায় ধরা পড়ে যান, সেই ভয়ে চকিত নেত্রে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখে যশোদা পিছন দিক দিয়ে ধীরে ধীরে ছেলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন*॥ ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ যেই দেখলেন যে মা ছড়ি হাতে তাঁর দিকে আসছেন, অমনি

গেলেন। ভক্তের হৃদয় সুধারস আস্বাদনে ভগবান কি কখনো তৃপ্ত হতে পারেন ? তিনি তো প্রেমের চির-কাঙাল, সকলের হৃদয়ের নিত্য-ভিখারি ! তাই তাঁর আরেক নাম 'অতৃপ্ত'।

●শ্রীকৃষ্ণের অধর স্ফুরিত হল। ক্রোধ অধরের স্পর্শ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল। অরুণবর্ণ অধর শ্বেতবর্ণের নতুন ওঠা দুধে-দাঁতের দ্বারা নিপীড়িত হল, যেন সত্ত্বগুণ রজোগুণকে শাসন করল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করল। ক্রোধ দধিমন্থনভাণ্ডের ওপর দিয়ে (তাকে চূর্ণ করে) চলে গেল। সেই ভাণ্ডের মধ্যে আবার এক অসুর এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই দম্ভ বলল, 'কাম, ক্রোধ আর অতৃপ্তির পরে এবার আমার পালা'। সে অশ্রুর রূপ ধারণ করে ভগবানের চক্ষু দিয়ে নির্গত হল। ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূরণ বা সন্তোষবিধানের জন্য ভগবান কী না স্বীকার করেন, প্রকৃতির অতীত হয়েও কোন্ প্রাকৃতভাবের বশ্যতা অভিনয় না করেন ? তাই কাম, ক্রোধ, লোভ (অতৃপ্তি) এবং দম্ভ ও আজ ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়ে গেল। অন্য ঘরে গিয়ে পূর্বদিনের মাখন খাওয়া, মাকে দেখানোর জন্য, যে দেখো, আমার কী ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

প্রেমী ভক্তের কাছে 'পুরুষার্থ' ভগবান নন, তাঁর সেবাই 'পুরুষার্থ'। তাই তাঁরা তাঁর সেবার জন্য তাঁকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন। মায়ের নিজের হাতে দোয়া পদ্মগন্ধা গাভীর দুধ শ্রীকৃষ্ণের জন্যই গরম হচ্ছিল। একটু পরেই তাঁকে খাওয়াতে হবে। দুধ উথলে আগুনে পড়ে নষ্ট হলে ছেলে খেতে পাবে না, কাঁদবে, তাই মা তাঁকে ফেলে রেখে দুধ সামলাতে চলে গেলেন।

*যশোদা দুধের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রেমের বিচিত্র গতি ! পুত্রকে কোলের থেকে নামিয়ে দিয়ে তার পানীয় দুধের প্রতিই অধিক মনোযোগ ! নিজের বুকের দুধ তো নিজের কাছেই আছে, সে তো কোথাও চলে যায় না। কিন্তু এই যে পদ্মগন্ধা গাভীর দুধ, যে পদ্মগন্ধা গাভীকে সহস্র সহস্র গাভীর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ গাভীদের দুধের দ্বারা প্রতিপালন করা হয়, তা আর কোথায় পাওয়া যাবে ? বৃন্দাবনের দুধও অপ্রাকৃত, চিন্ময়, প্রেমজগতের দুধ, মাকে আসতে দেখেই লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে গেল। 'ছি, ছি' আগুনে আত্মবিসর্জনের সংকল্প করে আমি মায়ের স্নেহানন্দ উপভোগে কীরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করলাম ? মা নিজের আনন্দ পরিত্যাগ করে আমাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে আসছেন। ধিক্ আমাকে ! দুধের উথলে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল, সে তৎক্ষণাৎ শান্তভাব ধারণ করল।

*'মা, তুমি যদি আমাকে নিজের কোলে না রাখো, তাহলে আমি ঠিক কোনো খলের কোলে গিয়ে বসব' যেন এই কথা বোঝানোর জন্যই শ্রীকৃষ্ণ উপুড় করা উলূখলের ওপরে গিয়ে বসেছিলেন। উত্তম পুরুষ নিশ্চিন্তেই অধমের সঙ্গ করতে পারেন,

অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-
ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধন-
চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ॥ ১০

চটপট সেই উলূখল থেকে নেমে ভীতসন্ত্রস্তের মতো দৌড় দিলেন। পরীক্ষিৎ ! শ্রেষ্ঠ যোগীরা বহু তপস্যার দ্বারা নিজেদের মনকে সূক্ষ্ম এবং একাগ্র করেও যাঁর তত্ত্বে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন না, গোপেশ্বরী যশোদা সেই ভগবানকে ধরার জন্য তাঁর পিছন পিছন দৌড়লেন* ॥৯॥

মা যশোদার পক্ষে অবশ্য খুব জোরে দৌড়োনো সম্ভব ছিল না, কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী হওয়ায় তাঁর গতিবেগ স্বভাবতই মন্দ ছিল, এখন দ্রুত গমনের ফলে তাঁর পৃথুল শ্রেণীদেশের চঞ্চলতা সত্ত্বেও তার ভারে তাঁর বেগ ব্যাহত হচ্ছিল। আবার সেই গতিবেগের কারণেই তাঁর কবরীবন্ধন শিথিল হয়ে গিয়ে মাথার ফুলগুলি তাঁর পিছনে খসে খসে পড়ছিল। যাইহোক, এইভাবেই যথাসাধ্য চেষ্টার পর সুন্দরী যশোদা তাঁর পুত্রকে কোনোক্রমে ধরে ফেললেন* ॥ ১০ ॥

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী
কর্ষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা।
উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং
হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ॥ ১১

ছেলেকে বাগে পেয়ে মা তাঁর একটি হাত চেপে ধরে খুব তর্জন-গর্জন শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা তখন দেখার মতো ! অপরাধ তো করেইছেন, এখন ধরা পড়ে গিয়ে কান্না আর বন্ধ হয় না ! এক হাত দিয়ে চোখ ঘষছেন, ফলে চোখের কাজল সারা মুখে ছড়িয়ে গেছে। বার বার ওপর দিকে (মায়ের মুখের দিকে) তাকাচ্ছেন, দুচোখে ভয়ের ছায়া* ॥১১ ॥

ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাতদ্বীর্যকোবিদা॥ ১২

যশোদা দেখলেন, ছেলে খুব ভয় পেয়েছে, তখন তাঁর বুকে বাৎসল্য স্নেহ জেগে উঠল। তিনি হাতের

তাতে তাঁর স্বভাব-চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। উলূখলের ওপর বসেও তাই তিনি বানরদের মাখন বিলি করছিলেন। হয়তো রামাবতারের কথা স্মরণে এসেছিল। তাই বানরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, কিংবা এমনও হতে পারে, একটু আগে ক্রোধকে নিজের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন, তারই প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে এই দান ব্রত।

শ্রীকৃষ্ণের এই 'চৌর্যবিশঙ্কিত' নেত্র ধ্যানের যোগ্য। এছাড়াও তাঁর ললিত, কলিত, ছলিত, বলিত, চকিত প্রভৃতি বহুবিধ নেত্রের ধ্যান করা হয়ে থাকে, কিন্তু এই চৌর্যবিশঙ্কিত নেত্র প্রেমী ভক্তের হৃদয়ে গভীর অভিঘাতের সৃষ্টি করে, মর্মমূলে সহজেই প্রবেশ করে তার ধ্যানচিন্তার সহায়ক হয়।

*এ এক অপূর্ব দৃশ্য ! ভগবান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাচ্ছেন। ঐশ্বর্যকে তো তিনি মায়ের বাৎসল্য প্রেমের কাছে উৎসর্গ করে ব্রজের বাইরেই ফেলে দিয়েছিলেন। কোনো অসুর যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসত তো সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করতেন। কিন্তু মায়ের হাতের ছড়িকে নিবারণ করার মতো অস্ত্রশস্ত্র কোথায় ? ভীত পলায়নপর ভগবানের এই মধুর মূর্তি ধন্য, ধন্য এই ভয় !

*মা যশোদার শরীর এবং বেশভূষা দুই-ই তাঁর সঙ্গে বিরোধিতা করছিল—'কেন তুমি এত আদরের কানাইকে এভাবে তাড়না করছ ?' মা অবশ্য ছেলেকে ধরলেনই শেষ পর্যন্ত !

*ভগবান, স্বয়ং অপরাধী—মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ভীতসন্ত্রস্তভাবে, বিশ্বের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় দৃশ্য ! আর গোপীদের মুখ থেকে শোনা নয়, যশোদা আজ নিজের চোখেই দেখেছেন ছেলের কীর্তি, বা তিনিই হয়তো আজ মাকে দেখাতে চেয়েছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি মিথ্যা নয়, এখন বাঁ হাতে দুই চোখ ঘষে ঘষে যেন তাদের দিয়ে বলাতে চাইছেন যে, 'ইনি তো কোনো কর্মেরই কর্তা নন'। ওপর দিকে চাইছেন যেন এই ভেবে যে, স্বয়ং মা-ই যখন প্রহার করতে উদ্যত, তখন আর কে-ই বা রক্ষা করবে ? চোখ দুটি ভয়ে বিহ্বল হচ্ছে এই ভাবনায় যে, 'উনি নিজেই তো বলে দিতে পারেন আমি কিছুই করিনি ; আমরা কী করে সেকথা বলি, তাহলে তো লীলাই বন্ধ হয়ে যাবে।' ছেলেকে বাগে পেয়ে মা শুরু করলেন বকুনি, 'বাঁদরের বন্ধু হয়েছিস তো, স্বভাবটাও সেই রকমই হয়েছে দেখছি তোর ! এক মুহূর্তের জন্যে যদি শান্ত হয়ে

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ ১৩

তং মত্বাঽঽত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ১৪

ছড়ি ফেলে দিলেন, এবং ভাবলেন একে দড়ি দিয়ে বাঁধা দরকার (নইলে আবার কোথায় পালায়, কে জানে ?)। প্রকৃতপক্ষে নিজপুত্রের ঐশ্বর্যের জ্ঞান তো যশোদার ছিল না (অন্যথায় লীলা হতেই পারে না)*॥ ১২ ॥

যাঁর বাহিরও নেই, ভিতরও নেই, আদিও নেই, অন্তও নেই ; যিনি জগতের পূর্বেও ছিলেন, পরেও থাকবেন ; যিনি এই জগতের ভিতরেও আছেন, বাইরেও আছেন ; যিনি এই জগৎ-রূপেই রয়েছেন*, শুধু তাই নয়, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং অব্যক্ত সেই ভগবানই মানুষের রূপ ধারণ করে থাকার জন্য নিজের পুত্র বুদ্ধিতে যশোদা মহারানি তাঁকে সাধারণ অন্য যে কোনো বালকের মতো রজ্জু দ্বারা উলূখলে বাঁধতে প্রয়াস পেলেন●॥ ১৩-১৪॥

থাকে ! দইয়ের হাঁড়ি তো ভাঙলি, এইবারে মাখন কোত্থেকে আসবে ? আজ দেখ, তোকে কেমন জব্দ করি ! এমন বাঁধা বাঁধব আজ তোকে, যে, না পারবি খেলতে যেতে, না পারবি যত দুষ্কর্ম করতে !'

*ওমা, মেরো না আমায় !— মা বললেন, 'ওরে, মারকে যদি এতই ভয়, তো হাঁড়ি ভাঙলি কেন ?'

শ্রীকৃষ্ণ—'মা, আমি আর কখনো এমন করবো না, তুমি হাতের থেকে ছড়ি ফেলে দাও।' অবোধ শিশুর সরল আকুলতা মার মনে স্নেহের জোয়ার আনে, তিনি ভাবেন, বাছা আমার খুব ভয় পেয়েছে। এখন ওকে ছেড়ে দিলে ও হয়তো পালিয়ে বনেটনে চলে যাবে, সারাদিন খিদেয় তেষ্টায় আকুল হয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে। তার চাইতে বরং এখন খানিক ক্ষণের জন্য ওকে বেঁধে রাখি। ওর খাবার দুধ-মাখন তৈরি হয়ে গেলে তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করব। এই বিবেচনাতেই মা তাঁকে বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলেন, অর্থাৎ বাৎসল্য স্নেহই বন্ধনের প্রকৃত হেতু ছিল। ভগবানের ঐশ্বর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা দুরকমের হয়, এক—সাধারণ প্রাকৃতজীবের অজ্ঞান, আর দুই—ভগবানের নিত্য সিদ্ধ প্রেমী পরিকরগণের অজ্ঞান। মাতা যশোদাদি ভগবানের স্বরূপভূতা চিন্ময়ীলীলার অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ পরিকর। ভগবানের প্রতি বাৎসল্যভাবের গাঢ়তার কারণেই তাঁদের ঐশ্বর্যজ্ঞান অভিভূত হয়ে যায়, নইলে তাঁদের মধ্যে অজ্ঞানের সম্ভাবনাই নেই। এঁদের স্থিতি তুরীয়াবস্থা বা সমাধিকেও অতিক্রম করে সহজ প্রেমে বর্তমান থাকে। সেখানে প্রাকৃত অজ্ঞান, মোহ, রজঃ বা তমোগুণের তো কথাই নেই, প্রাকৃত সত্ত্বের পর্যন্ত গতি নেই। এইজন্য এঁদের অজ্ঞানও ভগবানের লীলা সিদ্ধির জন্য তাঁরই লীলাশক্তির এক চমৎকার বিশেষ।

হৃদয়ে জড়তার প্রভাব ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ চৈতন্যের স্ফুরণ না হয়। শ্রীকৃষ্ণকে হাতে পেয়ে মা যশোদা তাই বাঁশের ছড়ি ফেলে দেবেন—এটাই স্বাভাবিক।

আমাকে তৃপ্ত করার প্রযত্ন ছেড়ে দিয়ে ছোটখাটো বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলে তা কেবল অর্থ হানিরই কারণ হয় না, আমাকেও তা দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেয়। আবার সব কিছু ছেড়ে আমার পিছনে ধাবিত হলে আমাকেই পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে এই শিক্ষাও তত্ত্ব জিজ্ঞাসুগণ লাভ করতে পারেন।

'যোগিগণের বুদ্ধিরও অগম্য আমি, কিন্তু অন্য সব কিছু ভুলে যে আমার দিকে ধাবিত হয় আমি তারই হস্তগত হই'—তাই মায়ের হাতে ধরা পড়েন ভগবান !

*এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মরূপতা বলা হয়েছে। উপনিষদে যেমন ব্রহ্মের বর্ণনা আছে—'অপূর্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্' ইত্যাদি এখানে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কেও সেই কথাই বলা হয়েছে। সেই সর্বাধিষ্ঠান, সর্বসাক্ষী, সর্বাতীত, সর্বান্তর্যামী, সর্বোপাদান এবং সর্বরূপ ব্রহ্মই যশোদা মাতার প্রেমের বশে বন্ধনে পড়তে চলেছেন। বন্ধনরূপেও তিনিই স্বয়ং, সুতরাং এতে কোনো অসংগতি বা অনৌচিত্য দোষও আপতিত হচ্ছে না।

●এ আবার যেন কখনো উলূখলে গিয়ে না বসে, এইজন্য ওকে উলূখলের সঙ্গেই বাঁধা দরকার। বুঝুক যে, খলের সঙ্গ বেশি করলে তা শেষ পর্যন্ত মানসিক উদ্বেগের কারণ হয়। তাছাড়া, এই উলূখলটাও তো চোর, ও-ই তো কানাইয়ের চুরি কর্মে সহায়তা করেছে। বাঁধতে হলে দুজনকেই বাঁধা উচিত। যশোদা মা তাই দুজনকেই একসঙ্গে বাঁধার উদ্যোগ করলেন।

তদ্ দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা॥ ১৫

নিজের সেই দুষ্টু অপরাধী ছোট ছেলেটিকে মা যশোদা যখন দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগলেন, তখন দু-আঙুল দড়ি কম পড়ল। মা তখন অন্য দড়ি নিয়ে এসে তার সঙ্গে জোড়া দিলেন*॥ ১৫ ॥

যদাঽঽসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্ যদাদত্ত বন্ধনম্॥ ১৬

তাতেও যখন দড়িতে কম পড়ল, তখন আবার অন্য দড়ি এনে তার সঙ্গে জুড়লেন*। এইভাবে তিনি যতই আরও আরও দড়ি এনে জুড়তে লাগলেন, ততই সেই জোড়ার পরেও সর্বদাই সেই দড়ি দু-আঙুল কম হতে লাগল*॥ ১৬ ॥

*যশোদা মা যেমন যেমন নিজের স্নেহ, মমতা প্রভৃতি গুণাবলির (সদ্গুণ অথবা দড়ি) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদর-পূর্তি বা তৃপ্তি বিধান করতে লাগলেন, ভগবানও তেমন তেমন নিজের নিত্যমুক্ততা, স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি কল্যাণগুণের দ্বারা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করতে থাকলেন।

*১. সংস্কৃত ভাষায় 'গুণ' শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে, যথা—সদ্গুণ, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ, দড়ি ইত্যাদি। সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি গুণও অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক, ত্রিলোকীনাথ ভগবানকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই সামান্য এক টুকরো ছোট দড়ি (গুণ) তাঁকে বাঁধবে কী করে ? এইজন্যই মা যশোদার দড়ি তাঁকে কোনো মতেই বেষ্টন করতে পারছিল না।

২. সাংসারিক বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়গুলিকে বাঁধতে পারে— বিষিণ্বন্তি (বন্ধন করে) ইতি বিষয়াঃ। অন্তর্যামী সাক্ষীস্বরূপ আত্মাকে তারা বাঁধতে পারে না। কাজেই গো-বন্ধনকারী (গোরু অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের বন্ধনকর্তা) দড়ি গোপতি (ইন্দ্রিয় বা গোবৃন্দের পতি) ভগবানকে বাঁধবে কী করে ?

৩. বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধ্যস্ততেই বন্ধন হয়, অধিষ্ঠানে নয়। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদরে তাই বন্ধন হওয়া সম্ভব নয়।

৪. ভগবানের কৃপাদৃষ্টি যার ওপর পড়ে, সেই চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে যায়। মা যশোদা যে দড়িটিই হাতে নেন, ভগবান সেটির দিকেই তাকিয়ে দেখেন। সেই দড়িই তো মুক্ত হয়ে যায়, তাতে আর গ্রন্থিবন্ধন হবে কী করে ?

৫. যদি কোনো সাধক ভাবেন যে তিনি নিজ গুণে ভগবানকে প্রসন্ন বা মুগ্ধ করবেন তাহলে সেটি তাঁর ভুল ধারণা—একথা বোঝাতেই যেন কোনো গুণের (দড়ি) দ্বারাই ভগবানের উদর পূরণ (পূর্ণরূপে বেষ্টন) করা সম্ভব হল না।

*দড়ি ঠিক দু-আঙুলই কম পড়ল কেন ? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

১. ভগবান ভাবলেন, যখন আমি শুদ্ধহৃদয় ভক্তজনকে দর্শন দিই তখন কেবলমাত্র সত্ত্বগুণের মাধ্যমেই আমার সঙ্গে সম্বন্ধের স্ফূর্তি হয়ে থাকে, রজঃ বা তমোগুণের দ্বারা নয়। দড়িতে দু-আঙুলের ন্যূনতা বিধানের দ্বারা তিনি মনের এই ভাবই প্রকট করলেন।

২.তিনি চিন্তা করলেন, নাম আর রূপ যেখানে থাকে, সেখানেই বন্ধন হয়। (পরমাত্মা) আমার সম্পর্কে বন্ধনের কল্পনা আসে কী করে—যেখানে নাম-রূপের প্রসঙ্গই নেই ! দড়ি দু-আঙুল কম পড়ার এই হল রহস্য।

৩. দুটি বৃক্ষকে উদ্ধার করতে হবে, তারি সূচনা এই দু-আঙুলের ন্যূনতা।

৪. ভগবৎকৃপায় দ্বৈতানুরাগীও মুক্তিলাভ করেন, আবার অসঙ্গও প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়েন। এই দুটি সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে রজ্জুর এই দু-আঙুলের ন্যূনতার ঘটনায়।

৫. মা যশোদা ছোট-বড় অনেক দড়ি আলাদা আলাদাভাবে আবার একসাথে ভগবানের কটিদেশে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলি কোনোমতেই তাঁকে পুরোপুরি বেষ্টন করতে পারেনি, কারণ ভগবানের কাছে ছোট-বড়র কোনো ভেদ নেই। দড়িরা যেন বলেছিল, ভগবানের সমান অনন্ততা, অনাদিতা এবং বিভুতা আমাদের মধ্যে নেই, কাজেই আমাদের সাহায্যে তাঁকে বাঁধার এই চেষ্টা বন্ধ করো। অথবা নদীরা যেমন সমুদ্রে এসে মিলিয়ে যায়, সমস্ত গুণও (দড়ি) অনন্ত গুণ ভগবানের মধ্যে লীন হয়ে যাচ্ছিল, নিজেদের নাম-রূপ হারিয়ে ফেলছিল। এই দুটি বিষয় সূচিত করার জন্যই পরিমাপে দু-আঙুলের তফাৎ।

এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি।
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ॥ ১৭

এইভাবে যশোদা ক্রমে ক্রমে ঘরে যত দড়ি ছিল, সব এনে জুড়লেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধা গেল না। এদিকে কৌতুক দেখতে গোপরমণীরা সেখানে জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা যশোদার এই বিফল প্রয়াস দেখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তখন যশোদাও হেসে ফেললেন আর সেই সঙ্গে মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিতও হলেন॥ ১৭* ॥

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াঽঽসীৎ স্ববন্ধনে॥ ১৮

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দেখলেন, মা ঘর্মাক্ত কলেবর, তাঁর বেণীবন্ধন থেকে ফুলের মালা খসে পড়েছে, পরিশ্রমে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ; তখন তিনি কৃপা করে নিজেই মায়ের বন্ধনে ধরা দিলেন (অর্থাৎ যশোদা তাঁকে উলূখলের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন)+ ॥ ১৮ ॥

*তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন এর কোমর তো মুঠোতে ধরা যায়, অথচ দড়ি একশো হাতেরও বেশি হওয়া সত্ত্বেও তা দিয়ে একে বাঁধা যাচ্ছে না। কোমর তো একতিলও বেড়ে যাচ্ছে না, দড়িও এক-আঙুলও কমে যাচ্ছে না, তবুও বাঁধাও যাচ্ছে না। এতো দেখি মহা অদ্ভুত ব্যাপার। তাছাড়া প্রত্যেকবারই দড়ি দু-আঙুলই কম পড়ছে, তার চাইতে বেশিও না, কমও না। এ-ও আরেক অলৌকিক কাণ্ড !

+১. ভগবান ভাবলেন, মায়ের মন থেকে যখন দ্বৈতভাবনা দূর হচ্ছেই না, তখন আমি কেন আর শুধু শুধু নিজের অসঙ্গতা প্রকট করি ? যে আমাকে বদ্ধ বলে ধারণা করে, তার কাছে বদ্ধ হওয়াই ভালো। এইজন্য তিনি বন্ধন মেনে নিলেন।

২. আমি আমার ভক্তের সামান্য ক্ষুদ্র গুণকেও পূর্ণ করে দিই—একথা বোঝাতেই যেন যশোদামাতার গুণ (দড়ি) কে তিনি নিজেকে বাঁধার যোগ্য করে দিলেন।

৩. যদিও ভগবানের মধ্যে অনন্ত অচিন্তনীয় কল্যাণগুণ বিরাজমান তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর ভক্ত তার নিজের গুণের দ্বারা তা অঙ্কিত বা চিহ্নিত করে দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি পূর্ণতার মর্যাদা পায় না। তাই মা যশোদার গুণাবলির (বাৎসল্য স্নেহ ইত্যাদি এবং দড়ি) দ্বারা ভগবান নিজেকে পূর্ণোদর—দামোদর করে নিলেন।

৪. ভগবানের হৃদয় এতই কোমল যে তিনি তাঁর ভক্তের প্রেমের পুষ্টিবিধানকারী পরিশ্রমটুকুও সহ্য করতে পারেন না। ভক্তের পরিশ্রম লাঘবের জন্য তিনি নিজেই বন্ধন স্বীকার করে নেন।

৫. ভগবান নিজের দেহের মধ্যভাগে বন্ধন স্বীকার করলেন যেন এই কথা বোঝানোর জন্য যে, তত্ত্বদৃষ্টিতে আমাতে কোনো বন্ধনই নেই ; কারণ যে বস্তু আদিতে এবং অন্তে, উপরে এবং নীচে থাকে না, কেবলমাত্র মধ্যভাগে অভিব্যক্ত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। সেইজন্য এই বন্ধনও মিথ্যা।

৬. ভগবান কারও শক্তি, সাধন বা উপচারে বাঁধা পড়েন না। মা যশোদার হাতে শ্যামসুন্দর কোনোমতেই বাঁধা পড়ছেন না দেখে সমবেত প্রতিবেশী গোপীগণ বলতে লাগলেন— 'যশোদামহারানি ! কানাইয়ের কোমর তো এতো সরু যে মুঠোতে ধরা যায়, আর দেখো, ওর কোমরে ছোট্ট সুতোয় বাঁধা কিঙ্কিণি কেমন রুণু-ঝুনু শব্দে বাজছে। এখন এত দড়ি দিয়েও যখন ওর কোমরের বেড় পাওয়া যাচ্ছে না, তাতে মনে হচ্ছে বিধাতা বোধহয় ওর কপালে বন্ধন লেখেননি। কাজেই তুমি এই চেষ্টা ছেড়ে দাও।' যশোদা বললেন—'আজ যদি সন্ধ্যাও হয়ে যায়, আর সারা গ্রামের সমস্ত দড়ি জোড়া দিতে হয় তো তাই হোক, তবু আজ আমি ওকে না বেঁধে ছাড়ছি না।' মা যশোদার এই জেদ দেখে ভগবান নিজের জেদ ছেড়ে দিলেন, কারণ যেখানে ভক্ত এবং ভগবানের জেদের মধ্যে বিরোধ বাধে, সেখানে ভক্তের জেদেরই জয় হয়। ভগবান যখন ভক্তের পরিশ্রম দেখে কৃপাপরবশ হয়ে পড়েন, তখনই তিনি বন্ধন স্বীকার করেন। একদিকে ভক্তের পরিশ্রম, অপরদিকে ভগবানের কৃপা—এই দুইয়ের অভাব বা ন্যূনতাই হল দুই আঙুলের ন্যূনতা। আবার যখন ভক্তের অহংকার হয় যে আমি ভগবানকে বেঁধে ফেলব, তখন সে ভগবানের থেকে এক আঙুল দূরে সরে যায়, আর ভক্তের অনুকরণকারী ভগবানও এক আঙুল দূরে সরে যান। মা যশোদা যখন পরিশ্রান্ত,

এবং সংদর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥ ১৯

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম স্বতন্ত্র। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাসহ এই সমগ্রজগৎ তাঁর অধীন। তা সত্ত্বেও এইভাবে বন্ধন স্বীকার করে তিনি নিজে যে প্রেমীভক্তের অধীন, তা-ই প্রদর্শন করলেন॥ ১৯ ॥*

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ ২০

গোপী যশোদা মুক্তিদাতা ভগবানের কাছ থেকে যে অনির্বচনীয় কৃপাপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, তা ব্রহ্মা তাঁর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও, মহাদেব তাঁর আত্মা-স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা লক্ষ্মীদেবী অর্ধাঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও লাভ করতে পারেননি, লাভ করতে পারেননি* ॥ ২০ ॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ২১

এই ভগবান গোপিকানন্দন অনন্যপ্রেমী ভক্তদের পক্ষে যেমন সুলভ, দেহাভিমানী কর্মকাণ্ডের আচরণকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে বা তপস্বী, এমনকি তাঁর আত্মভূত জ্ঞানিগণের পক্ষেও তত সুলভ নন*॥ ২১॥

কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ।
অদ্রাক্ষীদর্জুনৌ পূর্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ॥ ২২

যাইহোক, এরপরে নন্দরানি যশোদা ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুটি অর্জুনগাছ —যারা পূর্বে যক্ষাধিপতি কুবেরের পুত্র ছিল, তাদের মুক্ত করার ইচ্ছায় তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন●॥ ২২ ॥

ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে পড়লেন, তখন ভগবানের সর্বশক্তি চক্রবর্তিনী পরম ভাস্বতী ভগবতী কৃপাশক্তি ভগবানের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে স্বয়ং আবির্ভূত হলেন এবং ভগবানের সত্যসংকল্পতা এবং বিভুতাকে অন্তর্হিত করে দিলেন। কাজেই ভগবান বাঁধা পড়লেন।

*যদিও ভগবান স্বয়ং পরমেশ্বর, সর্ব-বন্ধনাতীত, তথাপি প্রেমবশে তাঁর বন্ধন স্বীকার এক পরম চমৎকার, সর্বাশ্চর্যময়ের এক অপরূপ আশ্চর্য ! এ তাঁর দূষণ নয়, বরং ভূষণ। আত্মারাম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধা-অনুভব, পূর্ণকাম হওয়া সত্ত্বেও অতৃপ্ত থাকা, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও ক্রোধপ্রকাশ, স্বরাজ্যলক্ষ্মীযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও চুরি করা, মহাকাল যম প্রভৃতির ভয়-উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও ভয়বশে পলায়ন, মনের চাইতেও অধিক গতিবেগসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মায়ের হাতে ধরা পড়া, আনন্দময় হওয়া সত্ত্বেও দুঃখিত হয়ে রোদন, সর্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও বাঁধা পড়া— এই সবই ভগবানের স্বাভাবিক ভক্তবশ্যতা। যারা ভগবানকে জানে না, জানতে চায় না, তাদের পক্ষে অবশ্য এসব বিষয়ের কোনো উপযোগিতা নেই। কিন্তু যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানরূপে জানেন, তাঁদের পক্ষে এ এক পরম চমৎকৃতি ও আশ্চর্যময় আনন্দের উৎসারস্বরূপ। বিশ্বের ঈশ্বর, নিখিলভক্তের হৃদয়ের অধীশ্বর প্রভু নিজ ভক্তের হাতে উলূখলে বাঁধা পড়ছেন, এই ঘটনায় তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায়, ভক্তিপ্রেমের হাসি-কান্নার সাগরে তাঁদের তীর্থস্নান ঘটে !

*এই শ্লোকে তিনটি 'ন'-কার আছে, তিনটির সঙ্গেই 'লেভিরে'—এই ক্রিয়াপদের অন্বয় করতে হবে। সুতরাং 'লাভ করতে পারেননি', 'লাভ করতে পারেননি', 'লাভ করতে পারেননি'—এইরূপ অর্থ।

*জ্ঞানী পুরুষও যদি ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাহলে তিনি এই সগুণ ভগবানকে লাভ করতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে এই পথ কষ্টসাধ্য। উলূখলে বদ্ধ ভগবান তো সগুণ, নির্গুণের উপাসক তাঁকে পাবেন কী করে ?

●নিজে বন্ধনের বশীভূত হয়েও বদ্ধ যক্ষদ্বয়ের মুক্তির চিন্তা তাঁকেই সাজে ! মা যশোদার দৃষ্টি যখনই শ্রীকৃষ্ণের থেকে সরে গিয়ে অন্য কিছুর ওপর নিবদ্ধ হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণও অন্য কারও দিকে দৃষ্টিপাত করেন, আর এমন কাণ্ড বাধিয়ে তোলেন যে সকলের দৃষ্টি তখন তাঁর ওপর এসে পড়তে বাধ্য হয়। পূতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত প্রভৃতির প্রসঙ্গ এর উদাহরণ স্থল।

পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ।
নলকূবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ।। ২৩

এদের নাম ছিল নলকূবর এবং মণিগ্রীব। সৌন্দর্য এবং ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে এরা মদমত্ত হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে দেবর্ষি নারদের অভিশাপে এরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়* ।। ২৩ ।।

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে গোপীপ্রসাদো[১] নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ।। ৯ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের গোপীপ্রসাদ নামক নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৯ ।।

———০———

[১]বালক্রীড়ায়ামুলূখলবন্ধো নাম।

*এরা দুজন ভগবানের ভক্ত কুবেরের পুত্র, এইজন্য 'অর্জুন' নামের বৃক্ষরূপে এদের জন্ম। দেবর্ষি নারদের দৃষ্টিপাতে এরা পূর্বেই পূত হয়েছে। তাই ভগবান তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। যারা আগেই ভক্তি লাভ করেছে (এক্ষেত্রে দেবর্ষি নারদ), তাদের কৃপা করার জন্য বন্ধনে আবদ্ধ ভগবানকেও এগিয়ে যেতে হয়, এই ঘটনা তারই এক মধুর উদাহরণ।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

যমলার্জুন উদ্ধার

রাজোবাচ

কথ্যতাং ভগবন্নেতত্তয়োঃ শাপস্য কারণম্।
যত্তদ্ বিগর্হিতং কর্ম যেন[১] বা দেবর্ষেস্তমঃ।। ১

শ্রীশুক উবাচ

রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ।
কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ।। ২

বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ।
স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে।। ৩

অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি।
চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ।। ৪

যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব।
অপশ্যন্নারদো দেবৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত।। ৫

তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ।
বাসাংসি[২] পর্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ।। ৬

তৌ দৃষ্ট্বা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ।। ৭

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—ভগবন্ ! নলকূবর এবং মণিগ্রীব কী কারণে শাপগ্রস্ত হয়েছিল, তা আমাকে দয়া করে বলুন। তারা কী এমন গর্হিত কাজ করেছিল, যার ফলে পরম শান্ত প্রকৃতির দেবর্ষি নারদের পর্যন্ত ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল ? ১ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ, নলকূবর এবং মণিগ্রীব—এরা দুজন একেতো ধনসম্পদের অধিপতি দেবতা কুবেরের অত্যন্ত প্রিয় পুত্র ছিল, তার ওপর তারা ভগবান রুদ্রদেবের অনুচরগণের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এই দুই কারণে তাদের মনে অত্যন্ত দর্প জন্মিয়েছিল। একদিন তারা দুজন মন্দাকিনীর তটে কৈলাস পর্বতের রমণীয় উপবনে বারুণী মদিরা পান করে মদোন্মত্ত অবস্থায় বিচরণ করছিল। তাদের ঘূর্ণিত লোচনের দৃষ্টিতে মদ্যপানজনিত অস্বাভাবিকতার পরিচয় প্রকাশিত হচ্ছিল। গীতবাদ্যরত বহুসংখ্যক অঙ্গনাও তাদের সঙ্গে সেই পুষ্পিত কাননে পরিভ্রমণ করছিল।। ২-৩।। সেখানে গঙ্গায় (মন্দাকিনী) রাশি রাশি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে স্থানটিকে সুগন্ধে ও সৌন্দর্যে শোভান্বিত করে রেখেছিল। তারা দুজন সঙ্গিনী যুবতীসহ সেই জলে অবতরণ করে হস্তিনীদের সঙ্গে দুটি মদমত্ত হস্তীর মতো তাদের নিয়ে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হল।। ৪ ।। কুরুকুলসম্ভব পরীক্ষিৎ ! দৈবযোগেই যেন সেইসময় স্বেচ্ছাবশে ভ্রমণ করতে করতে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনি সেই কুবের নন্দনদ্বয়কে দেখামাত্রই বুঝতে পারলেন যে তারা তখন মদিরাপানের ফলে অপ্রকৃতিস্থ।। ৫ ।। এদিকে দেবর্ষি নারদকে দেখে বিবস্ত্রা অপ্সরাগণ লজ্জা পেল এবং তাঁর অভিশাপের ভয়ে সত্বর নিজেদের বস্ত্রাদি পরিধান করল, কিন্তু সেই দুই অনাবৃতশরীর যক্ষ তা করল না।। ৬ ।। দেবর্ষি দেখলেন, এরা দুজন দেবতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ঐশ্বর্যমদে অন্ধ

[১]যেনাসীদ্দেব.। [২]বাসাংস্যাপ.।

নারদ উবাচ

এবং সুরাপানে মত্ত হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তখন তিনি তাদের অনুগ্রহ করবার জন্যই অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়ে এই কথা বললেন* ॥ ৭ ॥

ন হ্যন্যো জুষতো জোষান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ॥ ৮

দেবর্ষি নারদ বললেন—নিজের প্রিয় বিষয়সমূহের ভোক্তা ব্যক্তির পক্ষে ঐশ্বর্যমদ যেমন বুদ্ধিভ্রংশকারী হয়, এমন আর কিছুই নয়। রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হিংসা প্রভৃতি এবং উচ্চকুলে জন্মলাভজনিত অভিমানও এর মতো ক্ষতিকর নয়, কারণ ঐশ্বর্যমত্ততার আনুষঙ্গিকরূপে স্ত্রীব্যসন, দ্যূতক্রীড়া এবং মদ্যপান—এই দোষগুলি উপস্থিত হয়ে থাকে॥ ৮ ॥ ধনমদমত্ত মানুষ ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে নির্দয়ভাবে পশু হত্যা করে নিজেদের নশ্বর দেহের পরিতৃপ্তি বিধানে ব্যস্ত থাকে, কারণ সেই দেহকেই তারা অজর অমর বলে মনে করে, যদিও তা সেই নিহত পশুদের দেহের মতোই বিনাশশীল ও ক্ষণস্থায়ী॥ ৯ ॥ যে শরীরকে 'ভূদেব', 'নরদেব' বা 'দেব' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, শেষ পর্যন্ত তার কী গতি হয়ে থাকে ? তা কৃমি-কীটে পূর্ণ হয়, মৃতদেহভোজী পশু-পক্ষীদের দ্বারা ভুক্ত হয়ে তাদের বিষ্ঠারূপে পরিণত হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ হয়ে ভস্মরূপ লাভ করে। এই দেহের জন্য প্রাণীহিংসার দ্বারা তার কোনো স্বার্থসিদ্ধি হবে বলে মানুষ মনে করে ? এর ফলে তাকে নরকভোগ করতে হবে ॥ ১০ ॥ এই দেহ প্রকৃতপক্ষে কার সম্পত্তি ? এ কী অন্নদাতার অথবা গর্ভাধানকারী পিতার ? অথবা এটি কী নয় মাস গর্ভে ধারণকারিণী জননীর কিংবা তাঁরও জন্মদাতা পিতা অর্থাৎ মাতামহের ? যে বলবান ব্যক্তি বলপ্রয়োগের দ্বারা নিজের কাজ করিয়ে নেয়, এই দেহ কী তার, কিংবা যে তাকে মূল্য দিয়ে ক্রয় করে, সেই ক্রেতার ? চিতার যে জ্বলন্ত অগ্নিতে এর শেষ পরিণতি লাভ হবে, একি সেই অগ্নির, নাকি যেসব কুকুর-শিয়াল আদি জানোয়ার তাকে ছিঁড়ে খাবে বলে আশা করে আছে, তাদের ? ১১ ॥ এইভাবে প্রকৃত বিচারে এই দেহের ওপর বিশেষ

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্॥ ৯

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড্‌ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥ ১০

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুঃ পিতুর্বা বলিনঃ[১] ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা॥ ১১

এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ॥ ১২

[১]ক্রেতুর্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনো.।

*দেবর্ষি নারদের অভিশাপ দানের দুটি কারণ ছিল। এক—অনুগ্রহ করে তাদের দর্পনাশ ; দুই— শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি। মনে হয়, ত্রিকালদর্শী দেবর্ষি তাঁর জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, এদের ওপর ভগবানের অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। সুতরাং তাদের ভগবানের ভাবী কৃপামাত্র জেনেই তিনি কিছুটা যেন গায়ে পড়েই তাদের দোষ ধরেছিলেন।

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥ ১৩

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ॥ ১৪

দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াহহপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥ ১৫

নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে॥ ১৬

দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাদ্ বিশুদ্ধ্যতি॥ ১৭

সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ॥ ১৮

একজনের অধিকার স্বীকার করা যায় না, সুতরাং তা সাধারণ বস্তু ; এবং এর কোনো অসাধারণ মহত্ত্বও নেই। প্রকৃতি থেকেই এর উদ্ভব, আবার প্রকৃতিতেই বিলয়। এই অবস্থায় নিতান্ত মূর্খ বা পশু ব্যতীত যার সামান্যতম বুদ্ধিও আছে, সে কি এই দেহকে আত্মা মনে করে এরই জন্যে অন্য প্রাণীকে দুঃখ দিতে বা বধ করতে পারে ? ১২ ॥ ধনগর্বে অন্ধ দুরাত্মার পক্ষে দারিদ্র্যই সর্বশ্রেষ্ঠ অঞ্জন (চক্ষু রোগনিরাময়কারী ওষধিযুক্ত কাজল)। কারণ দরিদ্র ব্যক্তি নিজে কষ্ট ভোগ করে বলে সর্বভূতের ব্যথাবেদনা নিজের অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে সকলের প্রতিই সহমর্মিতা বোধ করে॥ ১৩ ॥ যার দেহে অন্তত একবারও কণ্টক বিদ্ধ হয়েছে, সে অপরেরও সেই কষ্ট হোক, তা চায় না ; কারণ সেই ব্যথা এবং তার থেকে উৎপন্ন অন্যান্য রোগাদি বিকার সে নিজে ভোগ করেছে বলে জানে যে সকল জীবেরই অনুরূপ কষ্টই হবে। কিন্তু যে ব্যক্তির অঙ্গে কখনো কণ্টক বিদ্ধ হয়নি, তার পক্ষে অন্যের যন্ত্রণা অনুমান করা সম্ভব নয়॥ ১৪ ॥ দরিদ্র ব্যক্তির অহংকার বা ঔদ্ধত্য থাকে না, সব রকমের গর্ব থেকেই সে মুক্ত থাকে। দৈববশে এই দারিদ্র্যের কারণে তাকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়, তা-ই তার পক্ষে পরম তপস্যা হয়ে দাঁড়ায়॥ ১৫ ॥ ঘরে অন্নের সংস্থান না থাকায় প্রতিদিনই যাকে সেই দিনের অন্ন সংগ্রহ করতে হয়, সেই ক্ষুধা-শীর্ণশরীর দরিদ্রের ইন্দ্রিয়গুলিও বিশুষ্ক হয়ে যায়, সেগুলির বিষয়ভোগের জন্য আকুলতা এবং ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। ফলে স্বতই তার হিংসা অর্থাৎ নিজ ভোগ সুখের জন্য অন্য প্রাণীর ক্ষতিসাধনের প্রবৃত্তিও চলে যায়॥ ১৬ ॥ সাধুপুরুষেরা অবশ্যই সমদর্শী, কিন্তু তাহলেও দরিদ্রেরাই সহজে তাঁদের সঙ্গলাভ করে থাকে ; কারণ তাদের জীবনে ভোগবিলাসের অবকাশই নেই (ভোগোন্মত্ততা মানুষকে সাধুসঙ্গ থেকে বিমুখ করে রাখে)। তাদের মনে যদি কিছু ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকেও থাকে, সাধুসঙ্গের ফলে সেই তৃষ্ণাও তাদের ক্ষয় হয়ে যায় এবং অতি শীঘ্রই তাদের চিত্তের বিশুদ্ধি ঘটে থাকে*॥ ১৭ ॥ যাঁদের চিত্ত সর্বদা সর্বত্র সমভাববিশিষ্ট

*ধনী ব্যক্তিদের তিনটি দোষ থাকে—ধন, ধনের গর্ব এবং ধনাকাঙ্ক্ষা। দরিদ্রদের প্রথম দুটি থাকে না, কেবল তৃতীয়টি থাকতে পারে। সৎসঙ্গের দ্বারা সেটির নিবৃত্তি হলে পরে ধনীর চেয়ে অনেক শীঘ্রই তার শ্রেয়োলাভ ঘটে থাকে।

তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ।
তমোমদং হরিষ্যামি[1] স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ॥ ১৯

যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ।
ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্মদৌ॥ ২০

অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎ প্রসাদেন[2] তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ॥ ২১

বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ॥ ২২

শ্রীশুক উবাচ

এবমুক্ত্বা স দেবর্ষির্গতো নারায়ণাশ্রমম্।
নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জুনৌ ॥ ২৩

ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্তুং বচো হরিঃ।
জগাম শনকৈস্তত্র যত্রাস্তাং যমলার্জুনৌ॥ ২৪

এবং যাঁরা শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ ছাড়া অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই মহাপুরুষগণের ধনগর্বে উদ্ধত, অসৎ ব্যক্তিদের আশ্রয়স্বরূপ দুর্জনদের সঙ্গে কী সম্পর্ক বা প্রয়োজন থাকতে পারে ? তাঁদের কাছে এরূপ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপেই উপেক্ষার পাত্র*॥ ১৮ ॥

এই দুই যক্ষ বারুণী মদিরা পান করে মত্ত এবং ধনসম্পদের গর্বেও এরা অন্ধ হয়ে রয়েছে। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা এবং স্ত্রীলাম্পট্যে মগ্ন হয়ে এরা ঘোর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়েছে। এদের সেই অজ্ঞানান্ধকার আমি দূর করব॥ ১৯ ॥ এদের এমনই শোচনীয় দুরবস্থা হয়েছে যে, লোকপাল দেবতা স্বয়ং কুবেরের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও এরা মদোন্মত্তায় অচেতন হয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ বিবস্ত্র বলে জানতেও পারছে না॥ ২০ ॥ সুতরাং এরা বৃক্ষযোনি লাভ করারই যোগ্য এবং তা হলেই এরা আর কখনো এমন গর্বান্ধ হবে না। বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হলেও আমার অনুগ্রহে এদের পূর্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সেই অবস্থায় দিব্য শতবর্ষ কাটানোর পর এরা ভগবান বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করে মুক্ত হয়ে তাঁর চরণে পরা ভক্তি লাভ করে পুনরায় স্বর্লোকে প্রত্যাবর্তন করবে॥ ২১-২২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—দেবর্ষি নারদ এই কথা বলে সেখান থেকে ভগবান নরনারায়ণের আশ্রমে চলে গেলেন+। নলকূবর এবং মণিগ্রীবও দুটি অর্জুনবৃক্ষের রূপ প্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে এসে একইস্থানে পাশাপাশি থাকার ফলে যমলার্জুন নামে প্রসিদ্ধ হল॥ ২৩ ॥ এখন বালকরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষির বাক্য সত্য করার জন্য ধীরে ধীরে উলূখলটিকে টানতে টানতে যেদিকে সেই যমলার্জুন রয়েছে, সেই দিকে

[1]হনিষ্যা.। [2]স্যাত্তৎ প্রসা.।

*ধন নিজেই একটি দোষস্বরূপ। সপ্তম স্কন্ধে বলা হয়েছে, যতটুকু হলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তার চেয়ে বেশি সংগ্রহকারী চোর এবং দণ্ড পাওয়ার যোগ্য—'স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।' ভগবান নিজেও বলেছেন—'আমি যাকে অনুগ্রহ করি, তার ধনসম্পদ হরণ করে নিই।' এইজন্য সৎপুরুষেরা প্রায়শই ধনী ব্যক্তিদের সম্পর্কে উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য অবলম্বন করে থাকেন।

+১. অভিশাপ বা বরদানের ফলে তপস্যার ক্ষয় হয়। যক্ষদ্বয়কে অভিশাপ দেওয়ার পরই নরনারায়ণাশ্রমে যাত্রা করার উদ্দেশ্য পুনরায় তপঃসঞ্চয় করা।

২. যক্ষদ্বয়কে যে অনুগ্রহ করেছি তা পূর্ণ করতে হলে তপস্যা করা আবশ্যক এইজন্য।

৩. নিজ আরাধ্য গুরুদেব শ্রীনারায়ণের সকাশে নিজের কৃতকর্ম নিবেদন করার জন্য।

দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।
তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্ গীতং তন্মহাত্মনা॥ ২৫

চললেন॥ ২৪ ॥ ভগবান চিন্তা করলেন, 'দেবর্ষি আমার প্রিয়তম ভক্ত, আর এরা দুজনও আমার ভক্ত কুবেরের প্রিয় পুত্র। সুতরাং সেই মহাত্মা নারদ যা বলেছেন, আমি তার সম্পূর্ণ সার্থকতা বিধান করব ?* ২৫ ॥

ইত্যন্তরেণার্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ।
আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্যগ্‌গতমুলূখলম্॥ ২৬

এইরূপ চিন্তা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বৃক্ষদুটির মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করলেন*। তিনি অবশ্য অপর দিক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন, কিন্তু উলূখলটি তির্যক্‌ভাবে (আড়াআড়ি) সেই গাছ দুটির মধ্যে আটকে গেল॥ ২৬ ॥

বালেন নিষ্কর্ষয়তান্বগুলূখলং[১] তদ্
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ[২]।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ॥ ২৭

বালক ভগবান দামোদরের কোমরে দড়ি দিয়ে সেই উলূখলটি দৃঢ়ভাবেই বাঁধা ছিল এবং তাঁর আকর্ষণে সেটি তাঁর পশ্চাতে গড়তে গড়াতে চলছিল। এখন সেটি আটকে যাওয়াতে তিনি কিঞ্চিৎ জোরে সেটিকে টানলেন, আর সেই টানে গাছ দুটি সমূলে উৎপাটিত হল*। সমস্ত বলবিক্রমের মূলাধার ভগবানের বিক্রমের কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশেই তরুদুটি স্কন্ধদেশ, শাখা-প্রশাখা এবং পল্লবাদির প্রবল কম্পন-সহ প্রচণ্ডশব্দে ভূমিতে পতিত হল॥ ২৭ ॥

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম॥ ২৮

তখন সেই বৃক্ষদুটির মধ্য থেকে অগ্নির মতো তেজস্বী দুই যক্ষ তাদের পূর্বমূর্তি ধারণ করে বহির্গত হল। তাদের দেহকান্তিতে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এখন সর্বমালিন্যমুক্ত সেই দুই যক্ষ নিখিলভুবননাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণে মস্তক স্থাপন করে প্রণতি জানাল এবং করজোড়ে তাঁর উদ্দেশে এই প্রকার স্তুতি করতে লাগল— ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ॥ ২৯

(তারা বলল)—হে কৃষ্ণ, সর্বভূতের, সর্বলোকের অনিবার্য আকর্ষণ কর্তা হে পরমযোগী ভগবান ! আপনি প্রকৃতির অতীত আদিপুরুষ, পুরুষোত্তম। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, এই ব্যক্ত এবং অব্যক্তস্বরূপ সমগ্র জগৎ আপনারই রূপ॥ ২৯ ॥

---

[১]স এবমুক্ত্বা দেব.। [২]তা উদূখলং।

*ভগবান নিজের কৃপাদৃষ্টিতেই তাদের মুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু দেবর্ষি নারদ বলেছিলেন যে তারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করবে—সেই বচনের সত্যতা রক্ষার জন্য তিনি তাদের নিকটে গেলেন।

*বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রবেশের তাৎপর্য এই যে, ভগবান যার অন্তর্দেশে প্রবিষ্ট হন, তার জীবনে আর কোনো ক্লেশের অস্তিত্ব থাকে না। তাছাড়া বৃক্ষদুটির মাঝখান দিয়ে না গেলে দুজনকে একই সঙ্গে উদ্ধার করাই বা যাবে কীভাবে ?

*ভগবানের গুণে (ভক্তবাৎসল্যাদি অথবা দড়ি) যে বাঁধা পড়েছে, সে তির্যক্‌গতি (পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি অথবা বক্র গতি) প্রাপ্ত হলেও অপরকে উদ্ধার করতে পারে। নিজের অনুগামীর দ্বারা কার্য সিদ্ধ করালে তা যত যশস্কর হয়, নিজ হাতে করলে তত নয়। এইজন্যেই যেন নিজের পশ্চাদ্‌গামী উলূখলের দ্বারা তাদের উদ্ধার ঘটালেন।

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ৩০

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥ ৩১

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কো স্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ॥ ৩২

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিম্নে[1] ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩৩

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসংগতৈঃ॥ ৩৪

স ভবান্ সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্॥ ৩৫

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ[2] পরমমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥ ৩৬

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ॥ ৩৭

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং চ দর্শনেঽস্তু[3] ভবত্তনূনাম্॥ ৩৮

সকল প্রাণীর দেহ, প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের অধিপতি আপনিই, আপনিই সর্বশক্তিমান কাল, সর্বব্যাপক অবিনাশী পরমেশ্বর॥ ৩০ ॥ আপনিই মহত্তত্ত্ব, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণাত্মিকা পরম সূক্ষ্ম প্রকৃতিও আপনিই। সকল প্রকার স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের কর্ম, ভাব, ধর্ম এবং সত্তার জ্ঞাতা, সর্বসাক্ষী পরমাত্মাও আপনি॥ ৩১ ॥ প্রকৃতির গুণ এবং বিকারসমূহ যেগুলিকে তাদের বৃত্তির দ্বারা গ্রহণ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত) করা যায় তাদের দ্বারা আপনি গৃহীত হন না। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা আবৃত (অর্থাৎ শরীরধারী) এমন কোন্ পুরুষ আছে, যে আপনাকে জানতে পারে ? কারণ আপনি তো তাদের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, অনাদি স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব-স্বরূপ॥ ৩২ ॥ সর্বপ্রপঞ্চের বিধাতা ভগবান বাসুদেবকে আমরা প্রণাম করি। প্রভু, আপনি আপনার থেকেই প্রকাশিত গুণসমূহের দ্বারা নিজের মহিমা আবৃত করে রেখেছেন। পরব্রহ্মস্বরূপ হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকে পুনরায় নমস্কার॥ ৩৩ ॥ প্রভু, আপনার প্রাকৃত শরীর থাকা সম্ভবই নয়। তথাপি যখন সাধারণ শরীরধারীদের পক্ষে অসম্ভব এবং সর্বথা অতুলনীয় কোনো মহাপরাক্রম একটি শরীরকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়, তখন তার দ্বারাই সেই শরীরে আপনার অবতারত্বের সূচনা লাভ করা যায় (জানা যায় যে, সেই শরীরকে আশ্রয় করে আপনিই অবতীর্ণ)॥ ৩৪ ॥ প্রভু, সকলের সর্বমনোবাঞ্ছাপূরণকারী সেই আপনিই সম্প্রতি সর্বলোকের অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য সর্বশক্তিসমন্বিতরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৩৫ ॥ পরম-কল্যাণ (সাধ্য) স্বরূপ ! আপনাকে নমস্কার। পরমমঙ্গল (সাধন) স্বরূপ ! আপনাকে নমস্কার। পরম শান্ত, সকলের হৃদয়ে বিরাজমান যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার॥ ৩৬ ॥ হে অনন্ত, আমরা আপনার দাসানুদাস। আপনি দয়া করে এই স্বীকৃতিটুকুই আমাদের দিন। আমাদের মতো দুরাচারে মত্ত পুরুষাধমদেরও যে আপনার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হল, তা একমাত্র পরমভাগবত দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে॥ ৩৭ ॥ প্রভু ! আমাদের বাণী আপনার গুণানুকীর্তনে, আমাদের কর্ণ আপনার কথা শ্রবণে, আমাদের হস্ত আপনার সেবা-কার্যে, আমাদের মন আপনার চরণ কমলের স্মরণে, আমাদের মস্তক আপনার নিবাসস্থান এই সর্বজগতের প্রতি প্রণতিনিবেদনে, আমাদের নয়ন

[1]তৈর্গুণৈ.। [2]নমস্তে বিশ্বমঙ্গল। [3]নে ভগবদ্ধামাস্ত।

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সংকীর্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।
দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ।। ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞাতং[1] মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা।
যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্‌ভির্বিভ্রংশোহনুগ্রহঃ কৃতঃ।। ৪০

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোহক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা।। ৪১

তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোহভবঃ।। ৪২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তৌ তৌ[2] পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
বদ্ধোলূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্।। ৪৩

আপনার প্রত্যক্ষ শরীর স্বরূপ সাধুপুরুষগণের দর্শনে সদা সর্বদা নিরত থাকুক।। ৩৮ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—নলকূবর এবং মণিগ্রীব এইভাবে তাঁর স্তুতি করলে সৌন্দর্য-মাধুর্য নিধি গোকুলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রজ্জুদ্বারা উলূখলে বদ্ধ অবস্থায়ই হাসতে হাসতে* তাদের এই কথা বললেন—।। ৩৯ ।।

শ্রীভগবান বললেন—আমি পূর্ব হতেই এ কথা জানি যে, তোমরা দুজন ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হলে পরে পরম কারুণিক দেবর্ষি নারদ অভিশাপের ছলে তোমাদের সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অনুগ্রহই প্রকাশ করেছিলেন।। ৪০ ।। সূর্যোদয় হলে যেমন মানুষের চোখের সামনে অন্ধকারের আবরণ থাকতে পারে না, ঠিক সেইরকমই একান্তভাবে মদ্‌গতচিত্ত সর্বত্র সমভাববিশিষ্ট সাধুদের দর্শনের ফলেও জীবের বন্ধন থাকতেই পারে না।। ৪১ ।। সুতরাং, হে নলকূবর এবং মণিগ্রীব ! তোমরা সর্বথা মৎপরায়ণ হয়ে নিজ লোকে প্রস্থান করো। সংসার চক্র থেকে উদ্ধারকারী আমার প্রতি অনন্য ভক্তিভাব যা তোমাদের অভীপ্সিত ছিল—তা তোমাদের লাভ হয়েছে।। ৪২ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান এইরূপ বললে তারা দুজন তাঁকে প্রদক্ষিণ করে বারবার প্রণাম করল এবং উলূখলে বদ্ধ সেই সর্বেশ্বরের অনুমতি নিয়ে উত্তরদিকে প্রস্থান করল*।। ৪৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[3] নারদশাপো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।। ১০ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে নারদশাপ নামক দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১০ ।।

---

[1]শ্রুতং। [2]তং। [3]যমলার্জুনভঞ্জনং নাম।

*আমি নিত্যমুক্ত, বদ্ধজীব আমার স্তুতি করে। এখন আমি বদ্ধ আর এরা মুক্ত হয়ে আমার স্তুতি করছে। এই বিপরীত দশা দর্শনেই বুঝি ভগবানের মুখে হাসির সঞ্চার।

*যক্ষ দুজন চিন্তা করল—'যতক্ষণ ইনি সগুণ (গুণযুক্ত, রজ্জুতে বদ্ধ) রয়েছেন, ততক্ষণই আমরা এঁর দর্শন লাভ করছি। নির্গুণ অবস্থায় তো ইনি চক্ষু দূরের কথা, মনেরও গোচর নন।' সুতরাং ভগবান বন্ধনে থাকা কালীনই তারা চলে গেল।

যাওয়ার সময় তারা উলূখলের উদ্দেশ্যে যেন এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছিল—

'স্বস্ত্যস্তু উলূখল সর্বদা শ্রীকৃষ্ণগুণশালী এব ভূয়াঃ।'

অর্থাৎ 'উলূখল, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি সদাসর্বদা শ্রীকৃষ্ণের গুণে বদ্ধই থেকো' (তাৎপর্য এই যে, গুণাতীত ভগবানের এই সগুণরূপের লীলা যেন তোমার দর্শনমাত্রই ভক্তগণের স্মৃতিপথে উদিত হয়ে তাঁদের আনন্দদান করে, ভগবানের সাথে তোমার এই 'গুণ-সঙ্গ' নিত্য হয়ে থাক।)

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

গোকুল থেকে বৃন্দাবনে গমন এবং বৎসাসুর ও বকাসুর উদ্ধার

শ্রীশুক[১]উবাচ

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততো রবম্।
তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ॥ ১

ভূম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জুনৌ।
বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্॥ ২

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং চ বালকম্।
কস্যেদং কুত আশ্চর্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ॥ ৩

বালা ঊচুরনেনেতি তির্যগ্‌গতমুলূখম্[২]।
বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি॥ ৪

ন তে তদুক্তং জগৃহুর্ন ঘটেতেতি[৩] তস্য তৎ।
বালস্যোৎপাটনং তর্বোঃ কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ॥ ৫

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্।
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! যমলার্জুনের পতনের সময়ে যে অতি ভয়ংকর শব্দ হয়েছিল, তা নন্দমহারাজসহ অন্যান্য গোপেরাও শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন বুঝি বজ্রপাত হয়েছে, তাই তাঁরা ভীতত্রস্ত হয়ে দ্রুত সেই গাছ দুটির কাছে এলেন॥ ১ ॥ সেখানে এসে তাঁরা গাছ দুটিকে ভূমিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তাদের এমন আকস্মিক পতনের কারণ কী তা না বুঝতে পেরে তাঁরা বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন। পতনের কারণ অবশ্য তাঁদের চোখের সামনেই ছিলেন। উলূখলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা নিরীহ শিশুটি সেই উলূখল টেনে নিয়ে চলেছিলেন, কিন্তু কেই বা এমন অসম্ভব ঘটনা অনুমান বা ধারণা করবে ? 'কে এ কাজ করল', 'এমন আশ্চর্য দুর্ঘটনা কী করে ঘটল'—এইসব ভেবে তাঁরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন॥ ২-৩ ॥ সেখানে খেলা করছিল যে সব ছেলেরা তারা অবশ্য বলল, 'আরে, এতো এ-ই কানাইয়েরই কাজ। ও গাছ দুটোর মধ্যে দিয়ে ওদিকে যাচ্ছিল। উলূখলটা তেরছা হয়ে গাছ দুটোতে আটকে গেল। ও তখন জোরে টান দিতেই গাছ দুটো উপড়ে গেল। আমরা তো তখন গাছ দুটোর মধ্যে থেকে দুজন আশ্চর্যরকমের লোককে বেরিয়ে আসতেও দেখেছি।'॥ ৪ ॥ গোপেরা তাদের কথায় কোনো গুরুত্ব দিলেন না। তাঁরা বললেন, 'এইটুকু শিশু কখনো এতো বড়ো দুটো গাছকে টেনে উপড়ে ফেলতে পারেই না—এ একেবারেই অসম্ভব কথা।' তাঁদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণ এর আগেও যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়েছেন, সেগুলি মনে করে কিছুটা সন্দিহান হয়ে রইলেন॥ ৫ ॥ এদিকে গোপকুলপতি নন্দ দেখলেন, তাঁর পরমপ্রিয় ছোট ছেলেটি দড়ি দিয়ে উলূখলের সঙ্গে বাঁধা, আর সেই উলূখলটিকেই সে টানতে টানতে চলেছে। তিনি হেসে

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]তিরশ্চীনমুলূ.। [৩]ঘটেদিতি।

গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ॥ ৭

বিভর্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্।
বাহুক্ষেপং চ কুরুতে স্বানাং চ প্রীতিমাবহন্॥ ৮

দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্।
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ॥ ৯

ক্রীণহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ॥ ১০

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যং করদ্বয়ম্।
ফলৈরপূরয়দ্ রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ॥ ১১

সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জুনমথাহ্বয়ৎ।
রামং চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্॥ ১২

ফেললেন এবং তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলের বাঁধন খুলে দিলেন*॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান হলেও এই সময় লৌকিক বালকের মতোই আচরণ করতেন। কখনো গোপীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে (অর্থাৎ তাঁরা আদর করে বা তাঁর প্রিয় খাদ্য বা খেলনার লোভ দেখিয়ে অনুরোধ করলে) তিনি একটি সাধারণ বালকের মতোই নাচতেন, কখনো বা সরল মুগ্ধ শিশুর মতো গান করতেন। তাঁর আচরণ দেখে মনে হত, তিনি যেন তাঁদেরই অধীন, তাঁদের হাতে একটি কাষ্ঠপুত্তলী মাত্র॥ ৭॥ তাঁদের আদেশে তিনি কখনো হয়তো একটি পিঁড়ি, কখনো বা ওজন করার বাটখারা, আবার কখনো বা কারও পাদুকাও বহন করে আনতেন। এইভাবে সেই নিজের পরম প্রিয় প্রেমিক ভক্তগণের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে তিনি তাঁদের আনন্দবিধান করতেন, তাঁদের খুশি দেখে নিজের ক্ষুদ্র বাহু দুটি ছুঁড়ে আনন্দ প্রকাশ করতেন॥ ৮॥ সর্বেশ্বর শ্রীভগবান এইভাবে তাঁর বালকসুলভ আচরণের দ্বারা ব্রজবাসিগণকে যেমন হর্ষে উৎফুল্ল করে তুলতেন, তেমনই সংসারে যাঁরা তাঁর এই অপরূপ লীলার রহস্য জানেন, তাঁদের কাছে নিজের ভক্তাধীনতা প্রকাশ করতেন॥ ৯॥

একদিন এক ফলওয়ালী এসে 'ফল নেবে গো' বলে ডাক দিতেই যিনি সকলের সর্বকর্মের ফলপ্রদাতা সেই ভগবান অচ্যুত ফল নেবার জন্য সত্বর নিজের ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে (মূল্য হিসাবে) ধান নিয়ে দৌড়ে গেলেন॥ ১০॥ ধান অবশ্য যেতে যেতে পথেই সব পড়ে গেল ; ফলওয়ালী কিন্তু তাঁর সেই ক্ষুদ্র হাত দুটি ফল দিয়ে ভরে দিল, আর সেই সঙ্গে তার নিজের ফলের ঝুড়িটি ভরে উঠল কল্পনাতীত রত্নসম্ভারে॥ ১১॥

এরপরেএকদিন যমলার্জুন ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে যমুনার তীরে চলে গেলে দেবী রোহিণী তাঁদেরকে ডাকতে লাগলেন,

*পিতা নন্দ এই ভেবে হাসলেন যে, কানাই হয়তো আমাকে দেখে ভয় পাবে যে, 'মা তো শুধু বেঁধেছেন, এখন পিতার কাছে না প্রহার জোটে!'

মা বাঁধলেন, পিতা বাঁধন খুলে দিলেন! ভগবানে বদ্ধতা বা মুক্ততার আরোপ যে করে, তা তারই কাছে। স্বরূপে তিনি মুক্ত না বদ্ধ, তার ধারণা কারও পক্ষেই করা সম্ভব কি ?

নোপেয়াতাং যদাহহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ।
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্॥ ১৩

ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্।
যশোদাজোহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী॥ ১৪

কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব।
অলং বিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তঃ ক্রীড়াশ্রান্তোহসি পুত্রক॥ ১৫

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন।
প্রাতরেব কৃতাহারস্তদ্ ভবান্ ভোক্তুমর্হতি॥ ১৬

প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ॥ ১৭

ধূলিধূসরিতাঙ্গস্ত্বং পুত্র মজ্জনমাবহ।
জন্মর্ক্ষমদ্য ভবতো বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ॥ ১৮

পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্ স্বলঙ্কৃতান্।
ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ॥ ১৯

ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং
মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নৃপ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং
নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্॥ ২০

'কৃষ্ণ ! বলরাম ! শিগগির বাড়ি এসো'॥ ১২ ॥ কিন্তু তখন ছেলেদের খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে, তাই ডাকা সত্ত্বেও তাঁরা এলেন না। তখন রোহিণী স্নেহময়ী মা যশোদাকে পাঠালেন ছেলেদের ডেকে আনার জন্য॥ ১৩ ॥ গোপবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের খেলায় খেলায় অনেক বেলা হয়ে গেছে, সেদিকে তাঁদের খেয়াল নেই। যশোদা তখন পুত্রস্নেহে আকুলা, তাঁর স্তন্য স্বতক্ষরিত হচ্ছে, তিনি এই বলে তাঁদেরকে ডাকতে লাগলেন —॥ ১৪ ॥ 'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কমলনয়ন ! বাছা আমার ! এসো, তোমার মায়ের বুকের দুধ পান করবে এসো। খেলতে খেলতে তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, আর খেলতে হবে না। দেখো তো দেখি, খিদেয় তোমার শরীর কেমন কাহিল হয়ে গেছে॥ ১৫ ॥ বাবা বলরাম ! তুমি আমাদের বংশের সুপুত্র, আমাদের কুলনন্দন, তুমি চলে এসো তো তাড়াতাড়ি তোমার ছোট ভাইকে নিয়ে। সেই কোন্ সকালে সামান্য একটু মুখে দিয়েছ তোমরা, এত বেলা হল, এখন তো খাবার সময় হয়েছে॥ ১৬ ॥ দেখো, ব্রজরাজ খেতে বসে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন ; বাবা রাম চলে এসো, তুমি তো কখনো আমাদের কথার অবাধ্য হও না, এখনও যাতে আমাদের আনন্দ হয়, তাই করো, দুজনে মিলে বাড়ি এসো। আর, ছেলেরা, তোমরাও সব এখন নিজের নিজের বাড়িতে যাও তো বাছারা, আর খেলতে হবে না॥ ১৭ ॥ আহা, দেখো তো, তোমার সারা শরীর ধুলোয় কাদায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে ! চলো, এখনই স্নান করবে। আজ তোমার জন্ম-নক্ষত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পবিত্র দেহে ব্রাহ্মণদের গোদান করতে হবে॥ ১৮ ॥ এই দেখো, তোমার বন্ধুদের দেখো, তাদের মায়েরা কেমন তাদের স্নান করিয়ে, সুন্দর করে সাজিয়ে অলংকার পরিয়ে দিয়েছে। তুমিও চলো, স্নান করে, খাওয়াদাওয়া সেরে নেবে ; তোমায় সুন্দর বস্ত্র-অলংকার পরিয়ে সাজিয়ে দেবো, তারপর আবার যত খুশি খেলাধুলো করবে, কেমন ?'॥ ১৯ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মা যশোদার মন-প্রাণ-বুদ্ধি সবই স্নেহের বন্ধনে সম্পূর্ণরূপেই বাঁধা পড়েছিল, নিখিল জগতের অধীশ্বর, চরাচর চূড়ামণি স্বয়ং ভগবানকে তিনি নিজের পুত্ররূপেই দেখেছিলেন,

পেয়েছিলেন। তিনি এইভাবে কৃষ্ণ-বলরামকে কাছে ডেকে নিয়ে তাঁদের হাত ধরে বাড়ি নিয়ে এসে সমস্ত মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি সাদরে যথাযথভাবে সম্পন্ন করলেন॥ ২০ ॥

গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্যমমন্ত্রয়ন্॥ ২১

তত্রোপনন্দনামাহহহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ।
দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ২২

উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ ॥ ২৩

মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ।
হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ॥ ২৪

চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ।
শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ॥ ২৫

যন্ন ম্রিয়েত দ্রুমযোরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ।
অসাবন্যতমো বাপি তদপ্যচ্যুতরক্ষণম্॥ ২৬

যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।
তাবদ্ বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ॥ ২৭

এদিকে নিজেদের বাসভূমি সেই মহাবনে একটার পর একটা নানারকম বিশাল উৎপাত ঘটতে দেখে নন্দ মহারাজ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ গোপগণ একত্রিত হয়ে এখন ব্রজবাসীদের কী করা উচিত, সে বিষয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন॥ ২১ ॥ তাঁদের মধ্যে উপনন্দ নামে একজন গোপ ছিলেন। তিনি যেমন বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তেমনই জ্ঞানেও ছিলেন পরিপক্ক। কোন্ দেশে কোন্ কালে কোন্ বিষয়ে কেমন আচরণ করা উচিত, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষ অভিজ্ঞ। সেই সঙ্গে তাঁর এদিকেও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, রাম এবং কৃষ্ণ যেন সর্বদা সুখী থাকেন, তাঁদের যেন কোনো বিপদ না হয়। তিনি বললেন—॥ ২২ ॥ 'ভ্রাতৃবৃন্দ ! ইদানীং আমাদের এই বাসভূমিতে মাঝে মাঝেই অত্যন্ত ভয়ানক কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে, যেগুলি শিশু বালকদের পক্ষে বিশেষভাবেই ক্ষতিকর বলে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং গোকুল এবং গোকুলবাসীদের মঙ্গল যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহলে আমাদের এখানকার বাস উঠিয়ে অন্যত্র গমন করাই উচিত হবে॥ ২৩ ॥ এই তো আমাদের নন্দমহারাজের ওই প্রিয় পুত্রটি প্রথমত শিশু-ঘাতিনী রাক্ষসী পূতনার হাত থেকে কোনোক্রমে রক্ষা পেল। তারপরে আবার ওর ওপরে সেই বিশাল গোরুর গাড়িটি যে পড়েনি, তা কেবল ভগবান শ্রীহরির অনুগ্রহ ॥ ২৪ ॥ ঘূর্ণী বায়ুর রূপধারী দৈত্যও তো ওকে আকাশে তুলে নিয়ে গিয়ে অতি ভয়ংকর বিপদ-ই ঘটাতে যাচ্ছিল, সেখান থেকে ও যখন পাথরের ওপর পড়ল, তখনও আমাদের কুলদেবতারাই ওকে রক্ষা করেছেন॥ ২৫ ॥ যমলার্জুনের পতনের সময়েও তাদের মধ্যভাগে থাকা সত্ত্বেও ও অথবা অন্য কোনো বালক যে মারা পড়েনি, তা-ও ভগবান অচ্যুত রক্ষা করেছেন বলেই বুঝতে হবে॥ ২৬ ॥ এখন এসবের চাইতেও বড় কোনো মহা অনর্থ এসে আমাদের এই ব্রজ (গোধনসহ গোপগণের বসতি) ভূমিকে ধ্বংস করে দেবার আগেই, চলো আমরা আমাদের সন্তানসন্ততি এবং অনুচরদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই॥ ২৭ ॥

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্॥ ২৮

তত্তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্ক্ত মা চিরম্।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে॥ ২৯

তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযূ রূঢ়পরিচ্ছদাঃ॥ ৩০

বৃদ্ধান বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্বোপকরণানি চ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ॥ ৩১

গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য সর্বতঃ।
তূর্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ॥ ৩২

গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ।
কৃষ্ণলীলাং জগুঃ প্রীতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ॥ ৩৩

তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎ কথাশ্রবণোৎসুকে॥ ৩৪

বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্ধচন্দ্রবৎ॥ ৩৫

(কোথায় যাওয়া যেতে পারে তা-ও আমি চিন্তা করেছি, শোনো) বৃন্দাবন নামে একটি অতি মনোরম বন আছে। নবপত্র-পুষ্পশোভিত চিরশ্যামল বৃক্ষে পরিপূর্ণ সেই কাননভূমি পশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তো বটেই, তাছাড়াও সেখানকার পর্বত থেকে তৃণলতা সবই অতি পবিত্র। সুতরাং গোপ, গোপী এবং গোধনের পক্ষে স্থানটি শুধু সুবিধাজনকই নয়, সেবনীয়ও বটে॥ ২৮ ॥ এখন ভেবে দেখো, যদি তোমাদের সকলের এতে সম্মতি থাকে, তো দেরী না করে আমরা আজই সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি। তাহলে-পরে এখনই শকটগুলি প্রস্তুত করো, আর আমাদের গোধনসমূহকে আগেই রওনা করিয়ে দাও'॥ ২৯ ॥

উপনন্দের কথা শুনে উপস্থিত গোপগণ সকলেই একবাক্যে 'সাধু' 'সাধু' বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন, কারোরই এ বিষয়ে কোনো মতভেদ দেখা গেল না। এরপর সকলেই নিজের নিজের গোরুর দলকে একত্রিত করে, গৃহের সমস্ত দ্রব্য শকটে উঠিয়ে নিয়ে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন॥ ৩০ ॥ তাঁরা বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বালক এবং স্ত্রীলোকদের এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় জিনিসপত্র গাড়িগুলিতে তুলে দিলেন এবং নিজেরা ধনুর্বাণ ধারণ করে তাদের সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে চলতে লাগলেন॥ ৩১ ॥ গোরুর পালকে সর্বাগ্রে চালিত করে, উচ্চরবে শিঙা এবং তুরী বাজাতে বাজাতে তাঁরা অগ্রসর হতে থাকলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পুরোহিতগণও চলেছিলেন॥ ৩২ ॥ গোপীগণ এই যাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ সাজসজ্জাও করেছিলেন। তাঁরা বক্ষঃস্থলে নতুন কুঙ্কুমের পত্রলেখা অঙ্কিত করে, গলায় সোনার হার এবং অঙ্গে শোভন বস্ত্র ধারণ করে রথে আরূঢ় হয়ে আনন্দিত মনে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণলীলা গান করতে করতে সেই সঙ্ঘবদ্ধ অভিযাত্রায় একটি বিশেষ শোভার সংযোজন ঘটিয়েছিলেন॥ ৩৩ ॥ মা যশোদা এবং রোহিণীও সেইরূপ সুসজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ এবং বলরামকে নিয়ে একই রথে চলেছিলেন। কৃষ্ণ-বলরামের শিশুকণ্ঠের মধুর কথা শুনে তাঁদের কখনোই আশ মিটত না, তাঁদের মন সেইদিকেই পড়েছিল॥ ৩৪ ॥ বৃন্দাবন অত্যন্ত মনোরম বন, সব ঋতুতেই সেখানে প্রকৃতি অনুকূল, আবহাওয়া সুখকর। সেখানে পৌঁছে গোপেরা নিজেদের শকটগুলি

বৃন্দাবনং গোবর্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামমাধবয়োর্নৃপ॥ ৩৬

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ॥ ৩৭

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালদারকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ॥ ৩৮

ক্বচিদ্ বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ॥ ৩৯

বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥ ৪০

কদাচিদ্ যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ॥ ৪১

তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ।
দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ॥ ৪২

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গূলমচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্ গতজীবিতম্।
স কপিত্থৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ॥ ৪৩

অর্ধচন্দ্রাকারে খাড়া করে রেখে গোধনদের সুরক্ষিত রাখার উপযোগী স্থানের ব্যবস্থা করলেন॥ ৩৫ ॥ মহারাজ! বৃন্দাবনের সর্বত্রই শ্যামল বনভূমির বিস্তার, তারই মধ্যে গোবর্ধন পর্বতের নিজস্ব মহিমা, আবার একধারে যমুনা নদী এবং তার অপূর্ব শোভাময় সৈকতসমূহ, এইসব দর্শন করে বলরাম এবং কৃষ্ণের মনে গভীর আনন্দ জন্মাল। তাঁরা প্রথম দর্শনেই বৃন্দাবনকে ভালোবেসে ফেললেন॥ ৩৬ ॥

এই নতুন বাসভূমিতে এসেও রাম এবং কৃষ্ণ তাঁদের বালকসুলভ আচরণ এবং মধুর কথায় ব্রজবাসিগণের আনন্দবিধান করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর যথাসময়ে তাঁরা গোবৎস-চারণের দায়িত্ব পেলেন॥ ৩৭ ॥ অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা বহুরকমের খেলার সরঞ্জাম নিয়ে ব্রজভূমির অনতিদূরে বাছুর চরাতে যেতেন॥ ৩৮ ॥ সেখানে গিয়ে তাঁরা কখনো বাঁশি বাজাতেন, কখনো বা ক্ষেপণীর (গুলতি) দ্বারা লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করতেন। কখনো তাঁরা পায়ের নূপুরে তাল তুলে নৃত্যছন্দে মেতে উঠতেন, আবার কখনো কাউকে গোরু বা বাছুর সাজিয়ে তার সঙ্গে খেলায় রত হতেন॥ ৩৯ ॥ কখনো কখনো তাঁরা নিজেরাই বৃষ সেজে গর্জন করতে করতে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের অভিনয় করতেন, আবার কখনো ময়ূর, কোকিল, বানর প্রভৃতি পশুপাখির ডাক অনুকরণ করতেন। এইভাবে সেই দুই অপ্রাকৃত পুরুষ সাধারণ প্রাকৃত বালকের মতো আচরণ-বিচরণ করে বাল্যলীলার মাধুর্যময় প্রকাশ ঘটাচ্ছিলেন॥ ৪০ ॥

এইসময়ে একদিন যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম নিজেদের প্রিয় সখাদের সঙ্গে যমুনার তীরে গোবৎসদের চরাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দৈত্য সেখানে উপস্থিত হল॥ ৪১ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, সে একটি বাছুরের রূপ ধারণ করে বাছুরের দলের মধ্যে মিশে গেছে। তিনি ইঙ্গিতে বলরামকে সেই দৈত্যকে দেখিয়ে দিয়ে নিজে যেন কিছুই বুঝতে পারেননি বরং সেই হৃষ্ট-পুষ্ট বাছুরটিকে দেখে মুগ্ধই হয়েছেন, এমন ভাব দেখিয়ে ধীরে ধীরে তার কাছে গেলেন॥ ৪২॥ তারপর মুহূর্তের মধ্যে তার লেজসমেত পিছনের পা-দুটি ধরে শূন্যে তুলে পাক দিতে থাকলেন এবং তার প্রাণবায়ু

তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা বভূবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ[১]॥ ৪৪

তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্বলোকৈকপালকৌ।
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ॥ ৪৫

স্বং স্বং বৎসকুলং সর্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা।
গত্বা জলাশয়াভ্যাসং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্॥ ৪৬

তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্।
তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্॥ ৪৭

স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্।
আগত্য সহসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্ বলী॥ ৪৮

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ॥ ৪৯

তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ[২]।
চচ্ছর্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত॥ ৫০

নির্গত হলে তাকে কপিত্থবৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করলেন। তখন তার বিশাল শরীরটি বহুসংখ্যক কপিত্থবৃক্ষ ও ফল নিয়ে ভূমিতে পতিত হল॥ ৪৩ ॥ এই ব্যাপার দেখে অন্যান্য গোপবালকদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না এবং তারা তাদের প্রিয়সখা কানাইয়ের সাধুবাদ আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। দেবতারাও পরম সন্তুষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৪৪ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ! এ এক বিচিত্র লীলা! সর্বলোকের একমাত্র পালক (দেহদ্বয়াশ্রয়ে) রাম এবং কৃষ্ণ এখন গোবৎসদের পালক হয়েছেন। তাঁরা সকাল-সকাল উঠে প্রাতঃরাশের খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন, গোবৎসদের নিয়ে এক বন থেকে আরেক বনে ঘুরছেন॥ ৪৫ ॥ এরই মধ্যে একদিন সব গোপবালক নিজের নিজের বাছুরের দলকে জল খাওয়ানোর জন্য এক জলাশয়ের ধারে নিয়ে গেল। প্রথমে বাছুরদের জল খাইয়ে তারপর তারা নিজেরাও জল পান করল॥ ৪৬ ॥ হঠাৎ তারা দেখল, সেখানে একটি বিশালাকার জীব রয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন পাহাড়ের একটি চূড়া বুঝি বজ্রাঘাতে ভেঙে সেখানে পড়ে রয়েছে। বালকেরা এমন অদৃষ্টপূর্ব জীবটিকে দেখে অত্যন্ত ভীত হল॥ ৪৭ ॥ সেই জীবটি প্রকৃতপক্ষে ছিল এক মহাসুর, তার নাম 'বক' এবং বকপক্ষীর রূপ ধরেই সে এসেছিল। মহাবলশালী এবং তীক্ষ্ণচঞ্চুবিশিষ্ট সেই অসুর সহসাই শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে তাঁকে নিজের মুখের মধ্যে গ্রাস করে নিল॥ ৪৮ ॥ বিশাল বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করছে দেখে প্রাণ চলে গেলে ইন্দ্রিয়গুলির যে অবস্থা হয় বলরাম-সহ অন্যান্য গোপবালকের সেই দশা হল। তাদের চেতনা লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল॥ ৪৯ ॥ কিন্তু পরীক্ষিৎ! বক যাঁকে গ্রাস করেছে, তিনি তো স্বয়ং জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মারও পিতা ; লীলাবশে গোপালকের পুত্রের রূপ ধারণ করে রয়েছেন মাত্র। তিনি বকের মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তার তালুমূল অগ্নির মতো দহন করতে লাগলেন। বক তখন বিপদ বুঝে তাঁকে অক্ষত অবস্থায়ই মুখ থেকে তাড়াতাড়ি বের করে দিল, আর তারপর আবার প্রচণ্ড ক্রোধে চঞ্চুর দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে

[১]পুষ্পবৃষ্টিভিঃ। [২]গুরুম্।

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং পতিঃ[1]।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্ দিবৌকসাম্॥ ৫১

উদ্যত হল॥ ৫০ ॥ তখন সৎপুরুষগণের পরমাশ্রয় শ্রীভগবান আক্রমণোদ্যত সেই কংসসখা বকাসুরের দুটি ঠোঁট দুহাতে ধরে উপস্থিত গোপবালকদের চোখের সামনেই তাকে অবলীলায় একটি বীরণ ঘাসের শিসের মতো দুভাগ করে চিরে ফেললেন। এই ঘটনায় দেবতাদের আনন্দের আর সীমা রইল না॥ ৫১ ॥

তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ
সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈ-
স্তদ্ বীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিস্মিরে॥ ৫২

বকাসুরহন্তা শ্রীভগবানের উপরে স্বর্গলোকবাসী দেবগণ নন্দনকাননের মল্লিকাদি পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন এবং জয়দুন্দুভি, শঙ্খ প্রভৃতি বাজিয়ে ও স্তোত্রাদি উচ্চারণ করে তাঁর প্রসন্নতা সম্পাদনে নিরত হলেন। এই সব দেখে গোপবালকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল॥ ৫২ ॥

মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য বালকা
রামাদয়ঃ প্রাণমিবৈন্দ্রিয়ো গণঃ।
স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ
প্রণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ॥ ৫৩

বকের মুখ থেকে মুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সুস্থ অবস্থায় নিজেদের কাছে ফিরে আসতে দেখে বলরামসহ অন্যান্য গোপবালকদের অবস্থা হল প্রাণের সঞ্চারে ইন্দ্রিয়সমূহের মতো। প্রাণসখা কানাইকে পরমাদরে বুকে জড়িয়ে তাদেরও যে প্রাণ জুড়াল। এরপর তারা নিজের নিজের বাছুরের দলকে একত্রিত করে ব্রজে ফিরে এল এবং বাড়ির লোকেদের কাছে সমস্ত ঘটনা বলল॥ ৫৩ ॥

শ্রুত্বা তদ্ বিস্মিতা গোপা গোপাশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ।
প্রেত্যাগতমিবৌৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ॥ ৫৪

বকাসুরবধের বিবরণ শুনে গোপ-গোপীগণ একান্ত বিস্মিত হলেন, তাঁদের মনে হল শ্রীকৃষ্ণ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁরা পরম প্রেমে, আদরে ও ঔৎসুক্যে তৃষ্ণার্তনয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে লাগলেন॥ ৫৪ ॥

অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্।
অপ্যাসীদ্ বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্বং যতো ভয়ম্॥ ৫৫

তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'আহা! এই একটি শিশুকে কতবার যে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হল! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যারা ওর ক্ষতি করতে চেয়েছে, তাদের নিজেদেরই অনিষ্ট হয়েছে; কারণ তারাই তো নিজে থেকে পরের সর্বনাশ করতে এসেছিল॥ ৫৫ ॥

অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈব তে ঘোরদর্শনাঃ।
জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥ ৫৬

বিকট চেহারার সব অসুরেরা ওকে তো কোনোভাবেই কাবু করতে বা বশে আনতে পারে না, বরং ওকে হত্যা করতে এসে উল্টে নিজেরাই আগুনে পড়ে পতঙ্গের মতন ধ্বংস হয়ে যায়॥ ৫৬ ॥

অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ।
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ॥ ৫৭

ব্রহ্মবিদ মহর্ষিগণের বাক্য কখনো মিথ্যা হয় না। সত্যিই, মহাত্মা গর্গাচার্য যা যা বলেছিলেন, সবই তো এক এক করে ফলে যাচ্ছে॥ ৫৭ ॥

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্॥ ৫৮

এইভাবে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ কৃষ্ণ এবং বলরামের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন, এইসব কথায় তাঁরা আনন্দ অনুভব করতেন, ভগবৎলীলা-কথার যে অপরূপ চিরন্তন মাধুর্যরস আছে,

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৫৯

তাতে মগ্ন হয়ে তাঁরা সংসারের তুচ্ছ দুঃখ বেদনা উপলব্ধিই করতে পারতেন না॥ ৫৮ ॥ রাম এবং কৃষ্ণ ব্রজবালকদের সঙ্গে কখনো লুকোচুরি খেলতেন, কখনো (বালি-মাটি ইত্যাদির দ্বারা) সেতু তৈরি করার খেলায় ব্যাপৃত থাকতেন, আবার কখনো বানরদের মতো লম্ফঝম্প করা ইত্যাদি নানারকমের ক্রীড়ায় মত্ত হতেন। এইভাবে বালকোচিত আচরণের দ্বারা তাঁরা দুজন ব্রজে তাঁদের বাল্যকাল অতিবাহিত করতে লাগলেন॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে বৎসবকবধো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে বৎস-বক-বধ নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

অঘাসুর উদ্ধার

শ্রীশুক উবাচ

ক্বচিৎ বনাশায় মনো দধদ্ ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্।
প্রবোধয়ঞ্ছৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ॥ ১

তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ
স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্
বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা॥ ২

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্ববৎসকান্।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ॥ ৩

ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ।
কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্॥ ৪

মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ॥ ৫

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥ ৬

কেচিদ্ বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! একদিন ভগবান হরি বনে প্রাতঃরাশ করবার ইচ্ছায় প্রত্যূষে উঠে শিঙ্গার মনোহর ধ্বনিতে তাঁর সখা গোপবালকদের নিজের মনের কথাই যেন বুঝিয়ে দিয়ে তাদের ঘুম ভাঙালেন এবং নিজের বাছুরের দলের পিছন পিছন ব্রজমণ্ডল থেকে বহির্গত হলেন॥ ১ ॥ তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অনুরাগী সহস্র সহস্র গোপবালক সুন্দর (খাদ্যবহনের উপযোগী) শিকা, বেত, শিঙ্গা এবং বাঁশি নিয়ে নিজেদের বহু-সহস্র সংখ্যক গোবৎসকে সম্মুখে চালিত করে মহানন্দে নিজ নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়ল॥ ২ ॥ তারা সব নিজেদের গোবৎসগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের অগণিত বৎসবৃন্দের সঙ্গে মিলিত করে দিয়ে এক সঙ্গে তাদের চরাতে লাগল এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও স্থানে স্থানে নানারকমের বালকসুলভ খেলা খেলে বেড়াতে লাগল॥ ৩ ॥ গোপবালকেরা সকলেই যদিও কাচ, গুঞ্জা, নানাপ্রকার মণি ও স্বর্ণের অলংকারে সুসজ্জিত ছিল, তবুও তারা বৃন্দাবনের নানারঙের ফল, কিশলয়, মঞ্জরী, ফুল, ময়ূরপুচ্ছ এবং গৈরিক ইত্যাদি নানাবর্ণের ধাতুদ্বারা নিজেদের বহুপ্রকারে ভূষিত করে নিল॥ ৪ ॥ খেলাচ্ছলে তারা একে অপরের শিকা, বেত বা বাঁশি চুরি করে নিচ্ছিল। যার জিনিস সে জানতে পারলে চট করে তা অন্যের কাছে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, সে আবার তা আরেক জনের কাছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে আসল মালিক তার জিনিস ফেরত পাচ্ছিল॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ কখনো বনের শোভা দর্শনে মগ্ন হয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে চলে গেলে, তারা কৃষ্ণকে কে আগে স্পর্শ করতে পারে এই প্রতিযোগিতায়, সকলেই 'আমি আগে', 'আমি আগে' বলে দৌড়াদৌড়ি করে তাঁকে স্পর্শ করে আনন্দে মগ্ন হয়ে যাচ্ছিল॥ ৬ ॥ তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাঁশি বাজাচ্ছিল, কেউ শিঙ্গাধ্বনি করছিল, কেউ বা ভ্রমরদের সঙ্গে গুঞ্জনে রত হচ্ছিল, আবার অন্য কেউ কোকিলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধুহংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ॥ ৮

বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্।
বিকুর্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু॥ ৯

সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিৎপ্রস্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্॥ ১০

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ ১১

যৎ পাদপাংসুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্॥ ১২

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে॥ ১৩

কুহুধ্বনি করছিল ॥ ৭ ॥ একদিকে কিছু গোপবালক হয়তো আকাশে উড়ন্ত পাখিদের ছায়ার সঙ্গে দৌড়াচ্ছিল, আবার অন্যত্র কেউ কেউ হংসদের গতিভঙ্গী নকল করে সুন্দরভাবে তাদের সাথে চলছিল। কেউ কেউ বকেদের সঙ্গে ধ্যানীর মতো উপবেশন করে থাকছিল, অন্যেরা হয়তো ময়ূরদের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে শুরু করেছিল॥ ৮ ॥ কেউ কেউ বানর শাবকদের লেজ ধরে টানছিল, কেউ বা তাদের সঙ্গে গাছে চড়ছিল, তারা মুখ বিকার (ভ্যাংচালে) করলে কেউ কেউ অনুরূপভাবে মুখ বিকার করছিল বা তাদের সঙ্গে এক ডাল থেকে আরেক ডালে লাফিয়ে যাচ্ছিল॥ ৯ ॥ অনেকে নদীনালার জলের মধ্যে মাতামাতি করছিল, আর সেখানকার ব্যাঙগুলি লাফ দিলে তারাও সেই সঙ্গে লাফ দিচ্ছিল। জলের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছায়ার সঙ্গেই কেউ কেউ মুখবিকারাদির দ্বারা পরিহাস করছিল, আবার অন্যেরা নিজেদের শব্দের প্রতিধ্বনিকেই বিদ্রূপ করছিল॥ ১০ ॥ যিনি জ্ঞানী সাধুপুরুষদের কাছে মূর্তিমান ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিস্বরূপ, দাস্যভাবে ভজনাকারীদের কাছে আরাধ্য পরম দেবতা এবং মায়ামুগ্ধ বিষয়ান্ধদের কাছে এক সামান্য মনুষ্য-বালকমাত্র, সেই ভগবানের সঙ্গে এইভাবে সেই অশেষপুণ্যশালী গোপবালকেরা খেলার সঙ্গী হয়ে কালযাপন করছিল॥ ১১ ॥ বহু বহু জন্মের কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যার দ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয়সহ অন্তঃকরণকে জয় করেছেন, সেই মহাযোগিগণের পক্ষেও শ্রীভগবানের চরণকমলের রজঃ দুর্লভ বস্তু। সেই ভগবানই স্বয়ং যে ব্রজবাসিগণের চোখের সামনে মূর্তি ধরে বিরাজ করছেন, খেলার সাথি, প্রিয় বন্ধুরূপে সঙ্গ দিচ্ছেন, তাদের সৌভাগ্যের মহিমা আর কী বর্ণনা করা যাবে ? ১২ ॥

মহারাজ ! এইভাবে যখন গোপবালকেরা নিশ্চিন্তমনে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে খেলায় মেতে ছিল, তখন অঘ-নামে এক মহাদৈত্য সেখানে এসে উপস্থিত হল। কৃষ্ণসহ গোপবালকদের আনন্দময় ক্রীড়া দেখে তার অন্তর্দাহ হচ্ছিল, সে তা সহ্য করতে পারছিল না। এই অসুরটি এতই ভয়ংকর ছিল যে, অমৃতপান করে অমর হওয়া সত্ত্বেও দেবতারা তার হাত থেকে নিজেদের প্রাণরক্ষার জন্য সততই চিন্তিত থাকতেন এবং কবে তার

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।
অয়ং তু মে সোদরনাশকৃত্তয়ো-
র্দ্বয়োর্মমৈনং সবলং হনিষ্যে।। ১৪

মৃত্যু হবে, তারই প্রতীক্ষায় থাকতেন।। ১৩ ।। অঘাসুর ছিল পূতনা এবং বকাসুরের ছোট ভাই এবং কংসই তাকে প্রেরণ করেছিল। কৃষ্ণ, শ্রীদাম প্রভৃতি গোপবালকদের দেখে সে ভাবতে লাগল, 'এই হল আমার সহোদর ভাই এবং বোনের হত্যাকারী। আমি আজ এর সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে একে বধ করব।। ১৪ ।।

এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ
কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা
প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে।। ১৫

এরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আমার সেই মৃত ভাই এবং বোনের তর্পণের তিলোদক স্বরূপ হবে এবং তখন ব্রজবাসীরাও মৃত-তুল্যই হয়ে পড়বে। কারণ সন্তানই হল প্রাণীদের প্রাণস্বরূপ। প্রাণই যদি না থাকে, তাহলে শূন্য দেহটি নিয়ে আর চিন্তার কী কারণ থাকতে পারে ? ১৫ ।। মনে মনে এইরূপ স্থির করে সেই খল

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্ বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ।। ১৬

স্বভাব অঘাসুর একটি বিশাল অজগর সাপের রূপ ধারণ করে পথের মধ্যে শয়ন করে রইল। তার সেই অদ্ভুত শরীরটি এক যোজন লম্বা বড় একটি পর্বতের মতো বিস্তৃত এবং স্থূলকায় ছিল। তার অভিপ্রায় ছিল শ্রীকৃষ্ণসহ সব গোপবালককেই গ্রাস করবে, সেইজন্য সে তার পর্বতের মতো দেহে গুহাসদৃশ বিশাল মুখটি প্রসারিত করে রেখেছিল।। ১৬ ।। তার নীচের ওষ্ঠ ভূমিতে এবং

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো
দর্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ
পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ।। ১৭

ওপরের ওষ্ঠ মেঘের গায়ে লেগে ছিল, মুখের দুই প্রান্ত পর্বতকন্দরের সমান এবং দাঁতগুলি পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। মুখের ভিতরে ছিল ঘোর অন্ধকার এবং জিভটি একটি বিস্তৃত পথের মতো দেখাচ্ছিল। প্রবল বায়ুর মতো তার শ্বাস বইছিল এবং চোখদুটি জ্বলছিল উষ্ণ দাবানলের মতো।। ১৭ ।।

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্।
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া।। ১৮

গোপবালকেরা তার এইরকম আকৃতি দেখে কিন্তু সরলতাবশত তাকে বৃন্দাবনেরই এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক শোভা বলে মনে করল এবং নিজেদের মধ্যে কৌতুকের ছলে তাকে এক অজগরের প্রসারিত মুখের সঙ্গে তুলনা করতে লাগল।। ১৮ ।। তাদের মধ্যে কেউ বলল

অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃ স্থিতম্।
অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে ন বা।। ১৯

—'ওহে বন্ধুরা, বলো তো, এই যে আমাদের সামনে একটা যেন জন্তুবিশেষ রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে না কি, যে একটা বিরাট সাপের মুখ, আমাদের গিলে খাবার জন্য হাঁ করে রয়েছে ?'।। ১৯ ।। অপর একজন বলল—'হ্যাঁ,

সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ্ ঘনম্।
অধরাহনুবদ্ রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণম্।। ২০

ঠিকই, আর এই যে মেঘের গায়ে রোদ পড়ে লালচে দেখাচ্ছে—ওটা যেন ঠিক ওর ওপরের ঠোঁট, আর সেই মেঘের আভায় রঙীন হয়ে উঠেছে নীচের যে মাটি, তাকে

প্রতিস্পর্ধেতে সৃক্কিভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে।
তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত॥ ২১

আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতিগর্জতি।
এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম্॥ ২২

দাবোষ্ণখরবাতোঽয়ং শ্বাসবদ্ ভাতি পশ্যত।
তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোঽপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥ ২৩

অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টা-
নয়ং তথা চেদ্ বকবদ্ বিনঙ্‌ক্ষ্যতি।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্যুশন্মুখং
বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ॥ ২৪

ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্জ্ঞভাষিতং
শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্যমৃষা মৃষায়তে।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ
স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে॥ ২৫

তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং
পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং
হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা॥ ২৬

মনে হচ্ছে ওর নীচের ঠোঁট'॥ ২০ ॥ তৃতীয় এক গোপবালক বলল—'সত্যিই তা-ই। আরও দেখো, ডানদিকে আর বাঁদিকে এই যে দুটো গহ্বর রয়েছে পাহাড়টার মধ্যে, সে-দুটোরও তো সাপের মুখের দুই সৃক্কের (ঠোঁটের কোণা) সঙ্গে কী ভীষণ মিল! তাছাড়া, এই উঁচু উঁচু শৃঙ্গগুলোকেও সাপের দাঁতের সারি বলে মনে করতে কোনো অসুবিধাই নেই'॥ ২১ ॥ চতুর্থজন বলল—'এই লম্বা-চওড়া রাস্তাটাও তো অজগরের জিভেরই মতো, আর এই গুহার ভিতরে জমে রয়েছে যেন যেন তারই মুখের ভিতরের অন্ধকার'॥ ২২ ॥ অন্য একজন বলল—'মনে হচ্ছে এদিকে কোথাও বনে আগুন লেগেছে। সেখান থেকে তীব্র গরম হাওয়া বয়ে আসছে, কিন্তু দেখো, তার সঙ্গে অজগরের শ্বাসের কেমন মিল! আর সেই আগুনে পুড়ে মরা জীব-জন্তুর দুর্গন্ধকে অজগরের পেটের ভিতরের মরা জীবজন্তুর মাংসের দুর্গন্ধ বলে মনে হচ্ছে॥ ২৩ ॥ তখন তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলল—'আচ্ছা, আমরা যদি এর ভিতরে প্রবেশ করি, তাহলে কি এ আমাদের গিলে খেয়ে নেবে? আরে, সেরকম দুঃসাহস যদি এর হয়, তাহলে এ-ও বকাসুরের মতোই এক মুহূর্তেই ধ্বংস হবে। এই আমাদের কানাই ওকে ছেড়ে দেবে না কি?' এইরকম বলতে বলতে সেই গোপবালকেরা বকারি শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মুখটির দিকে চেয়ে উচ্চহাস্যের সঙ্গে করতালি দিতে দিতে অঘাসুরের মুখের ভিতরে প্রবেশ করল॥ ২৪॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই সখারা প্রকৃত ব্যাপার না জেনে নিজেদের মধ্যে যে ভ্রান্ত আলোচনা করছিল, তা শুনেছিলেন। তিনি ভাবলেন, 'কী কাণ্ড, এদের কাছে দেখছি, সত্যটাও মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে।' তিনি তো সর্বপ্রাণীর হৃদয় গুহায় অবস্থিত, তাঁর অজ্ঞাত নেই কিছুই। এই প্রাণীটি যে অঘাসুর নামক রাক্ষস, তা তাঁর অজানা ছিল না। নিজের বান্ধবদের এই রাক্ষসের মুখের গ্রাসে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করতে মনস্থ করলেন তিনি॥ ২৫ ॥ এদিকে গোপবালকেরা সব তাদের গো-বৎসসমেত অঘাসুরের উদরের ভিতরে প্রবেশ করলেও সে তাদের ভক্ষণ করার জন্য মুখসংকোচন করল না। সে প্রতীক্ষা করে রইল, কতক্ষণে বকারি শ্রীকৃষ্ণ তার মুখে প্রবেশ করেন, কারণ

তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো
হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদবচ্যুতান্।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্
ঘৃণার্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ॥ ২৭

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাং চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য তজ্
জ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষদৃগ্‌ঘরিঃ ॥ ২৮

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ॥ ২৯

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥ ৩০

ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো
হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্ধন্ বিনিষ্পাট্য বিনির্গতো বহিঃ॥ ৩১

তেনৈব সর্বেষু বহির্গতেষু
প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।
দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুন-
র্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ॥ ৩২

পীনাহিভোগোত্থিতমদ্ভুতং মহ-
জ্জ্যোতিঃ স্বধাম্না জ্বলয়দ্ দিশো দশ।
প্রতীক্ষ্য খেঽবস্থিতমীশনির্গমং
বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্॥ ৩৩

সে তার মৃত ভাই বক ও বোন পূতনার কথা মনে করে তাদের হত্যাকারীর ওপর প্রতিশোধ নিতেই এসেছিল॥ ২৬ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের অভয় দাতা। তিনি দেখলেন, তিনি ছাড়া যাদের আর কোনো রক্ষাকর্তা নেই, সেই সরল গোপবালকেরা তাঁর হস্তের অভয় আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে অসহায় অবস্থায় অগ্নিমুখে পতনোদ্যত তৃণের মতো সেই অসুরের জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হতে চলেছে। (তারা স্বেচ্ছায় এই বিপদের দিকে ধাবিত হয়েছিল, সুতরাং) এ বিষয়ে দৈবের বিচিত্র লীলার কথা ভেবে তাঁর বিস্ময় জন্মাল, এবং সেই সঙ্গে তাঁর মন করুণায় ভরে উঠল॥ ২৭ ॥ তখন সর্বদর্শী ভগবান শ্রীহরি 'এ বিষয়ে এমন কোন্ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে, যাতে এই দুষ্ট অসুরের বিনাশ এবং সেই সরলমতি সৎস্বভাববিশিষ্ট বালকদের সর্বথা সুরক্ষা—এই দুটি প্রয়োজনই সমভাবে সিদ্ধ হয়'—তা সম্যক্‌ভাবে চিন্তা করে যথার্থ উপায়টি নিরূপণ করে তদনুযায়ী সেই অসুরের মুখে স্বয়ং প্রবেশ করলেন॥ ২৮ ॥ তখন মেঘের অন্তরালে অবস্থিত দেবতাবৃন্দ ভয়ে হাহাকার করে উঠলেন। অপরপক্ষে অঘাসুরের হিতৈষী বান্ধব কংসাদি রাক্ষসের মনে হর্ষ জন্মাল॥ ২৯ ॥ অঘাসুরও এইবার তার সুযোগ এসেছে বুঝে গোবৎস এবং গোপবালকসহ শ্রীকৃষ্ণকে তার মুখের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে, ঠিক এই সময়েই দেবতাদের 'হায়-হায়' ধ্বনি শুনে অবিনাশী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের গলার মধ্যে নিজের শরীরটিকে অতি দ্রুত বাড়িয়ে তুললেন॥ ৩০ ॥ শ্রীকৃষ্ণের দেহ বৃদ্ধি পেয়ে এমন বিশালাকার ধারণ করল যে, সেই অতিকায় অসুরের গলবিবর তার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়ে গেল। তখন শ্বাসরোধের ফলে সে যন্ত্রণায় ছটফট করে নিজের শরীর মোচড় দিতে লাগল, তার চোখ বেরিয়ে এল। রুদ্ধ বায়ু তার শরীরের অভ্যন্তরে সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বহির্গত হল॥ ৩১ ॥ সেই পথ দিয়েই তার প্রাণের সাথে সমস্ত ইন্দ্রিয়ও বেরিয়ে গেল। এর পর ভগবান মুকুন্দ তাঁর অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির দ্বারা গোবৎস এবং সখা গোপবালকদের পুনর্জীবিত করে তাদের সঙ্গে নিয়ে অঘাসুরের মুখ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন॥ ৩২ ॥ সেই বিশাল সর্পের দেহটি থেকে এক

ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং
পুষ্পৈঃ সুরা অপ্সরসশ্চ নর্তনৈঃ।
গীতৈঃ সুগা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ
স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ।। ৩৪

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকা-
জয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্
দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্।। ৩৫

রাজন্নাজগরং চর্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্।। ৩৬

এতৎ কৌমারজং কর্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে।। ৩৭

নৈতদ্ বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ
পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ।
অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ
প্রাপাত্মসাম্যং ত্বসতাং সুদুর্লভম্।। ৩৮

সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা
মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি-
ব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ।। ৩৯

অদ্ভুত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হল। তার প্রভায় দশ দিক আলোকিত হয়ে উঠল। সেটি ভগবানের নির্গমনের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ আকাশে অবস্থান করে তিনি বহির্গত হতেই সমস্ত দেবতাদের দৃষ্টির সামনেই তাঁর শরীরে মিলিয়ে গেল।। ৩৩ ।। তখন দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ করে, অপ্সরারা নৃত্যের দ্বারা, গন্ধর্বেরা গান করে, বিদ্যাধরেরা বাদ্য বাজিয়ে, ব্রাহ্মণেরা স্তব করে এবং পার্ষদেরা জয়ধ্বনি দ্বারা তাঁদের স্রষ্টা তথা সর্বার্থসাধক শ্রীভগবানকে অভিনন্দিত করলেন।। ৩৪ ।। সেই অপূর্ব স্তোত্রগীতি, শোভন বাদ্যধ্বনি, মনোহর সংগীত তথা সু-উচ্চ জয়ধ্বনি ইত্যাদি নানাবিধ আনন্দোৎসবসূচক মাঙ্গলিক শব্দ ব্রহ্মা তাঁর নিজ লোকের সমীপে শুনতে পেয়ে সত্বর নিজ বাহনে আরোহণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই মহিমা দর্শন করে পরম বিস্মিত হলেন।। ৩৫ ।। মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অজগর সর্পরূপী অঘাসুরের মৃতদেহের চর্ম শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর বৃন্দাবনে তা বহুদিন পর্যন্ত রাখা ছিল, এবং সেটি ব্রজবালকদের খেলার জন্য একটি আশ্চর্য কৃত্রিম গুহারূপে বিবেচিত হত।। ৩৬ ।। ভগবান এই যে তাঁর আপনজনদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালেন এবং অঘাসুরকে মোক্ষদান করলেন, এগুলি তাঁর কৌমার কালের অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষের কীর্তি এবং সেই গোপবালকেরা সেই সময়েই এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিল। কিন্তু তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে এই ঘটনার কথা তাঁর পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষে ব্রজবাসীদের কাছে বর্ণনা করেছিল।। ৩৭ ।। অঘাসুর মূর্তিমান অঘ অর্থাৎ পাপই ছিল, কিন্তু ভগবানের স্পর্শমাত্রেই তার সমস্ত পাপ বিধৌত হয়ে গিয়ে সে সারূপ্যমুক্তি লাভ করেছিল, যা পাপী ব্যক্তিরা কখনোই পেতে পারে না। কিন্তু এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই, কারণ লীলাবশে মনুষ্যবালকের মতো শরীর ধারণ করে থাকলেও তিনি তো সেই ব্যক্ত-অব্যক্ত তথা কার্যকারণরূপ নিখিল জগতের বিধাতা পরমপুরুষ পরমাত্মা।। ৩৮ ।। (সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ, আনন ইত্যাদি কোনো একটিমাত্র অঙ্গেরও ভাবময়ী ভাবের দ্বারা নির্মিত) প্রতিমা যদি ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ের গভীরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে তা সালোক্য, সামীপ্য প্রভৃতি ভাগবতী গতি

সূত উবাচ

ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ
শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং
বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ॥ ৪০

রাজোবাচ

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ।
যৎ কৌমারে হরিকৃতং জগুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ॥ ৪১

তদ্ ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো।
নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা॥ ৪২

বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ।
যৎ পিবামো মুহুস্ত্বত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্॥ ৪৩

সূত উবাচ

ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণি-
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ ।

দান করে থাকে ; ভগবানের মহান ভক্তরাই এই সকল উচ্চ অবস্থা লাভ করার অধিকারী। সুতরাং আত্মানন্দের নিত্য সাক্ষাৎকারস্বরূপ, সর্বথা মায়াতীত সেই শ্রীভগবান স্বয়ং সশরীরে যার (অঘাসুরের) দেহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তার যে অত্যুত্তম গতি লাভ হবে, একথা কী বলার অপেক্ষা রাখে ? ৩৯ ॥

সূত উগ্রশ্রবা বললেন—শৌনকাদি ঋষিগণ ! যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণই রাজা পরীক্ষিতের জীবন দান করেছিলেন। নিজের রক্ষাকর্তা, জীবনসর্বস্বরূপী সেই শ্রীভগবানের এই বিচিত্র লীলাকথা তিনি যতই শুনছিলেন, ততই তাঁর হৃদয় যেন তাতেই ডুবে থাকতে চাইছিল, ভগবৎকথা তাঁর চিত্তকে যেন বলপূর্বক অধিকার করে নিয়েছিল। তাই তিনি ভগবান ব্যাস-তনয় শ্রীশুকদেবকে এই পুণ্য চরিতকথা সম্পর্কে আবার প্রশ্ন করলেন॥ ৪০ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—পূজনীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যদেব ! আপনি বললেন যে, ভগবান শ্রীহরি পঞ্চম বর্ষে যে লীলা করেছিলেন, ব্রজবালকেরা ষষ্ঠ বর্ষে সেটি যেন তৎকালেই কৃত এমনভাবে ব্রজে গিয়ে বর্ণনা করেছিল। কিন্তু পূর্বে কৃত কর্ম পরবর্তীকালে কী করে বর্তমানকালীন বলে প্রতিভাত হতে পারে, আপনি দয়া করে তা আমাকে বলুন॥ ৪১ ॥ হে মহাযোগী ! এই অদ্ভুত রহস্য জানবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল হচ্ছে। গুরুদেব, এই বিষয়টি আপনি কৃপা করে আমার কাছে বিশদ করে বলুন। আমার মনে হচ্ছে এটি শ্রীভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ারই কাজ। এছাড়া অন্য কোনো প্রকারেই এমন ব্যাপার সম্ভব হতে পারে না॥ ৪২ ॥ গুরুদেব ! আমি তো ক্ষত্রিয়াধম, ব্রাহ্মণের অবমাননা করে আমি ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হওয়ার যোগ্যতাই হারিয়েছি। কিন্তু তবুও তো আমার সৌভাগ্যের অন্ত নেই, আপনার শ্রীমুখপঙ্কজনির্গত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণকথামৃত অবিরাম পান করে আমি ধন্য হয়ে গেলাম, সত্যিই ধন্য আমি ! ৪৩ ॥

শ্রীসূত বললেন—শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হে মহামুনি শৌনক ! মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শুনে ভগবানের সেই লীলামাধুরী স্মরণপথে উদিত হওয়ায় শ্রীশুকদেব গোস্বামীর বহিরিন্দ্রিয়সহ সমগ্র

কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম॥ ৪৪

অন্তঃকরণ বিবশ হয়ে গেল। তাঁর চৈতন্য ভগবানের নিত্যলীলারসে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁর আর বাহ্যস্ফূর্তি রইল না। সেখানে উপস্থিত উচ্চকোটির মহাত্মাদের চেষ্টায় বেশ কিছুক্ষণ পরে বহুকষ্টে ধীরে ধীরে তাঁর চেতনা লৌকিক স্তরে ফিরে এলে তিনি পুনরায় পরীক্ষিৎ মহারাজকে পূর্ব-প্রসঙ্গের অনুসরণ করে বলতে শুরু করলেন॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রহ্মার মোহ এবং ভগবান কর্তৃক সেই মোহ-নাশ

শ্রীশুক উবাচ

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! তুমি মহাভাগ্যবান, শ্রীভগবানের ভক্তদের মধ্যে তোমার স্থান অতি উচ্চে। সেইজন্যই তুমি এত সুন্দর প্রশ্ন করেছ। ভগবানের কথা তুমি মুহুর্মুহু শ্রবণ করে চলেছ, তবু যখন তুমি সে বিষয়ে প্রশ্ন করো, তখন তোমার ভক্তি, সাগ্রহ অবধান এবং তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় শ্রোতা হিসাবে তোমার কুশলতা যেমন প্রতিষ্ঠিত করে, তেমনই বক্তাসহ সকল শ্রোতার কাছেও বিষয়টি নবীন হয়ে ওঠে, তাতে নতুন রসের সঞ্চার হয়॥ ১ ॥ যাঁরা সারগ্রাহী রসিক সাধুপুরুষ, তাঁদের বাক্, কর্ণ এবং হৃদয় ভগবানের কথার কীর্তনে, শ্রবণে এবং মননে নিত্য নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের স্বভাবই এই যে, তাঁরা ভগবৎসম্পর্কিত সমস্ত আলোচনা তথা তাঁর লীলাপ্রসঙ্গসমূহ ক্ষণে ক্ষণে নবায়মান অপূর্ব রসের অক্ষয় শতধার উৎসরূপে অনুভব করে থাকেন। যার কোনো তুলনা দেওয়াও সম্ভব নয়, তবু প্রাকৃতস্থলে স্ত্রীব্যসনী পুরুষের যেমন তাদের আসক্তির বিষয়ে আলোচনাদিতে কখনো ক্লান্তি জন্মায় না—তা এই বিষয়ে অতি দূরস্থ

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা॥ ২

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত॥ ৩

তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্।
সরিৎ পুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ॥ ৪

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্ ।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ ৫

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবা রূঢং ক্ষুধার্দিতাঃ।
বৎসা সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্॥ ৬

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা॥ ৭

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ॥ ৮

কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ॥ ৯

উপমান হতে পারে॥ ২ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বিশেষ অবহিতচিত্তে শোনো—এটি অত্যন্ত রহস্যময় এবং গোপনীয় বিষয় হলেও তোমাকে বলছি ; কারণ কৃপাপরবশ হয়ে সমর্থ আচার্য-গুরুগণ নিজেদের প্রিয় শিষ্যের কাছে অনেক গুহ্য তত্ত্ব ও তথ্য ব্যক্ত করেন॥ ৩ ॥ তোমাকে তো আমি পূর্বেই বলেছি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বয়স্য গোপবালক এবং গোবৎসদের মৃত্যুরূপী অঘাসুরের মুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এরপর তিনি তাদের যমুনানদীর পুলিনে নিয়ে এসে এই কথা বললেন—॥ ৪ ॥ 'আহা ! এই যমুনাপুলিন কী সুন্দর, দেখেছ তো বন্ধুরা ! আমাদের খেলার পক্ষে এই জায়গাটি সবদিক দিয়েই উপযোগী। এখানকার বালি কেমন নরম আর পরিষ্কার ! একদিকে (যেখানে যমুনার জল তট মধ্যস্থ নিম্ন ভূমিতে প্রবেশ করে সরোবর সৃষ্টি করেছে) কত পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে, তাদের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা গুঞ্জনে জায়গাটি মুখরিত করে রেখেছে। আবার ওদিকে দেখো, কেমন ঘন সবুজ গাছে গাছে অজস্র পাখির কলতান, সেই মধুর শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছে সমস্ত বন জুড়ে ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কী বিপুল সমারোহ! ৫ ॥ এসো, আমরা এখানে বসে খাওয়াদাওয়া সেরে নিই ; অনেক বেলা হয়ে গেছে, ক্ষিদেও পেয়ে গেছে সবাইয়ের। আমাদের বাছুরেরাও এখানেই জল খেয়ে কাছে ঘাসে ভরা জমিতে ধীরে ধীরে চরতে পারবে'॥ ৬ ॥

গোপবালকেরা সবাই একবাক্যে 'তাই হোক' বলে বৎসগুলিকে জল খাইয়ে সেই তৃণভূমিতে চরার জন্য ছেড়ে দিল। তারপর তারা নিজের নিজের শিকা খুলে আহার্য দ্রব্য বের করে মহানন্দে ভগবানের সঙ্গে খেতে বসল॥ ৭॥ শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যস্থলে বসিয়ে তাঁর চারপাশে পর পর ছোট থেকে ক্রমশ বড় বৃত্তাকারে তারা পাশাপাশি বসল। সকলেরই মুখ ছিল শ্রীকৃষ্ণের দিকে, সকলেরই চোখ আনন্দে হাসছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনভোজনে উপবিষ্ট সেই ব্রজবালকদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন কর্ণিকার চারপাশে অসংখ্য পাঁপড়ির শোভা নিয়ে অপরূপ একটি বিশাল পদ্ম সেই বনভূমিতে ফুটে উঠেছে॥ ৮ ॥ সেই বালকেরা তাদের খাদ্যদ্রব্য রাখার জন্য ফুল, ফুলের পাঁপড়ি, পল্লব, অঙ্কুর, ফল, গাছের

সর্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ১০

বিভ্রদ্ বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্ নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ বালকেলিঃ ॥ ১১

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥ ১২

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্ ॥ ১৩

ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্ ।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥ ১৪

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥ ১৫

ছাল কিংবা পাথরের দ্বারাই যার যেমন ইচ্ছা ভোজনপাত্র তৈরি করে নিল, কেউ কেউ বা নিজেদের শিকাগুলিকেই পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে ভোজনে প্রবৃত্ত হল ॥ ৯ ॥ খাওয়ার সময়ে তারা নিজের নিজের খাদ্যের স্বাদ যে কত ভালো তা অন্যদের বোঝানোর জন্য নানারকমে মুখ-চোখ-জিহ্বাদির ভঙ্গি করতে লাগল এবং এইভাবে সকলের হাসি ও পরস্পরকে হাসানোর মধ্যে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সহ তাদের ভোজনপর্ব চলতে লাগল আনন্দের হাট বসিয়ে ॥ ১০ ॥ সর্বযজ্ঞফলের একমাত্র ভোক্তা যজ্ঞেশ্বর ভগবান এইভাবে তাঁর বয়স্য-বান্ধবদের মধ্যস্থলে বসে ভোজন করছেন—দৃশ্যটি একবার কল্পনা করো ! তাঁর বাঁশিটি তিনি কোমরের কাপড়ের গিঁঠের কাছে গুজে রেখেছেন, শিঙ্গা এবং বেত রয়েছে বগলে। বাঁ হাতে তাঁর সুস্বাদু খাদ্যের গ্রাস, আঙুলের মধ্যে আবার ধরা আছে সেই খাদ্যের উপযোগী রোচক (আচার বা চাটনি জাতীয়) উপকরণ। চারপাশে ঘিরে বসা সেই খেলার সাথিদের হাসাচ্ছেন নানান কৌতুকের মাধ্যমে। স্বর্গের দেবতারা অবাক হয়ে দেখছেন অমর্ত পুরুষের এই মর্ত-বালক-লীলা ! ১১ ॥

ভরতবংশপ্রদীপ পরীক্ষিৎ ! ভোজনরত সেই গোপবালকেরা এইভাবে ভগবান অচ্যুতের সেই সরস লীলামাধুরীতেই মগ্ন হয়ে গেছে, তাদের আর অন্য কোনোদিকেই খেয়াল নেই। এদিকে সেই অবকাশে তাদের গোবৎসেরা নতুন কচি ঘাসের লোভে ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে অনেক দূরে চলে গেল ॥ ১২ ॥ যখন সেই বালকদের এদিকে দৃষ্টি পড়ল, তখন তারা অত্যন্ত ভয় পেল। কিন্তু সকল ভয়েরও যিনি ভয়স্বরূপ, সেই ভগবান তাদের বললেন, 'সখারা, শোনো ! তোমরা নিশ্চিন্তমনে খাও—কাউকেই খাওয়া ছেড়ে উঠতে হবে না। আমি যাচ্ছি, বাছুরের দলকে নিয়ে এখনই এখানে ফিরে আসব' ॥ ১৩ ॥ এই বলে তিনি নিজের এবং সঙ্গীসাথিদের বাছুরগুলিকে খুঁজতে বেরোলেন পাহাড়-গুহা-গহ্বর-কুঞ্জ-কাননসহ সমস্ত সম্ভাব্য স্থানে, হাতে তখনও তাঁর সেই অর্ধভুক্ত খাবারের গ্রাস ! ১৪ ॥ পরীক্ষিৎ ! এদিকে পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব হতেই সেখানে আকাশে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে অঘাসুরের মোক্ষপ্রাপ্তি দর্শন করে তাঁর পরম বিস্ময়

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ॥ ১৬

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥ ১৭

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৃণাং চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ॥ ১৮

যাবদ্ বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্ বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্ বিহারাদিকং
সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ॥ ১৯

জন্মেছিল। মায়া আশ্রয় করে যিনি মনুষ্যবালকের রূপ ধারণ করেছেন, সেই পরমেশ্বরের অন্য কোনো মনোহর মহিমার প্রকাশ দেখার জন্য তিনি অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রথমত বৎসগুলিকে এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাদের (বৎসগুলির) অন্বেষণে চলে গেলে সেই অবকাশে এখান থেকে সেই গোপবালকদেরও অপহরণ করে অন্যত্র নিয়ে গেলেন এবং নিজেও অন্তর্ধান করলেন॥ ১৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনুসন্ধান করেও বৎসগুলিকে খুঁজে না পেয়ে যমুনাতটে ফিরে এলেন এবং সেখানে গোপবালকদেরও দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বনে বনে ঘুরে এই উভয়েরই অন্বেষণ করতে লাগলেন॥ ১৬ ॥ কিন্তু সমগ্র বন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও না বৎস, না বৎস-রক্ষক গোপবালক—কারোরই দেখা মিলল না। তখন বিশ্ববিদ্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্বজ্ঞতাশক্তির সাহায্যে মুহূর্তমধ্যে উপলব্ধি করলেন যে, এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই ব্রহ্মার কীর্তি, এই দুর্ঘটনাটি তিনিই ঘটিয়েছেন॥ ১৭ ॥ এইবার জগতের কর্তা সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর নতুন এক আনন্দলীলা বিস্তারের ইচ্ছায় গোবৎস এবং গোপবালকদের মাতৃগণের (গাভী এবং গোপরমণীগণের) এবং সেইসঙ্গে প্রজাপতি ব্রহ্মারও আনন্দবিধানের জন্য নিজেকে বৎস এবং বৎসপালক—এই উভয়রূপে রূপায়িত করলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই গোবৎস এবং বালকদের মূর্তি ধারণ করলেন[১]॥ ১৮ ॥

তখন 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ'—অর্থাৎ 'সমগ্র জগৎই বিষ্ণুময়' এই শাস্ত্রবাণীটি যেন সেখানে মূর্তি পরিগ্রহ করে প্রকটিত হল। ব্রহ্মা যাদের অপহরণ করেছিলেন সেই গোপবালক এবং গোবৎসদের সংখ্যা যা ছিল, তাদের চেহারা যেমন ছোট বা বড় ছিল, তাদের হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ যেমন ছিল, তাদের বেত, শিঙ্গা,

[১]ভগবান তো সর্বসমর্থ, তিনি কি ইচ্ছা করলেই ব্রহ্মার অপহৃত বৎস ও বালকগণকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন না ? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু তাহলে ব্রহ্মার মোহনাশ এবং ভগবানের এই দৈবী মায়ার ঐশ্বর্যদর্শনে তাঁর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে অহমিকারও অবসান এত সুন্দরভাবে ঘটত না। নিজের আনন্দময় দিব্য বিগ্রহকে তাই বহুরূপে বহু ভোগ্যতায় বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণ করে বৃন্দাবনের পার্থিব রজঃকে মধুময় করে তোলা, সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টির 'রজঃ'কেও দূরীকৃত করে সত্যস্বরূপের উন্মোচন উপলক্ষ্যে অরূপের এই রূপের লীলা !

স্বয়মাত্মাঽঽত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্যাত্মবৎসপৈঃ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্॥ ২০

তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্ নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ।
তত্তদাত্মাভবদ্ রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্॥ ২১

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা
উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং
মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥ ২২

ততো নৃপোন্মর্দনমজ্জলেপনা-
লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
সংলালিত স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্
সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ॥ ২৩

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং
হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্
মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ॥ ২৪

বাঁশি, পাতা, শিকা প্রভৃতি এবং বস্ত্র-অলংকারাদি যেরূপ ছিল, এমনকি তাদের স্বভাব, গুণ, নাম, চেহারা, বয়স এবং আহার-বিহার পর্যন্ত যেমন যেমন ছিল—সেই সবকিছুই সম্পূর্ণ অবিকল এবং যথাপূর্বভাবে পরিগ্রহণ করে এই নতুন মূর্তিসমূহ প্রকাশিত হল। প্রকৃতপক্ষে যাঁর জন্ম বলেই কিছু নেই, সেই বিশ্বরূপ ভগবান এইভাবে বহুরূপে শোভা পেতে লাগলেন॥ ১৯ ॥ তখন সেখানে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হল। সর্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সমস্ত বৎস এবং গোপবালক ! সেই আত্মস্বরূপ বৎসগুলিকে আত্মস্বরূপ গোপবালকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে নিজেরই সাথে নানাপ্রকারের খেলাধুলা করতে করতে তিনি দিনান্তে ব্রজে ফিরে এলেন॥ ২০ ॥ মহারাজ ! এর পর যে যে বৎসগুলি যে যে গোপবালকের ছিল, সেগুলি ঠিকমতো তার তার গোষ্ঠে সন্নিবেশিত করে, সেই সেই রূপে তাদের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে গমন করলেন॥ ২১ ॥

সেই গোপবালকদের মায়েরা বাঁশির ধ্বনি শোনামাত্রই দ্রুত এসে ছেলেদের কোলে তুলে নিলেন এবং দৃঢ় বাহু বন্ধনে বদ্ধ করে স্বয়ং পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই নিজেদের পুত্র বিবেচনায় স্নেহক্ষরিত স্তন্যসুধা পান করাতে লাগলেন॥ ২২ ॥ এইভাবেই তখন থেকে ভগবান প্রতিদিনই দিনের শেষে সেই গোপবালকদের রূপ ধারণ করে গোচারণের পরে ফিরে আসতেন এবং বালসুলভ আচরণে তাদের জননীদের প্রীতি উৎপাদন করতেন। পরীক্ষিৎ ! জননীরাও সন্তান স্নেহে বিভোর হয়ে তাঁর শরীরে তৈলাদিমর্দন করতেন, তাঁকে স্নান করাতেন, চন্দনে অনুলিপ্ত করতেন, উত্তম বস্ত্র ও অলংকারে সজ্জিত করতেন, তাঁর কপালে (পাছে কারও কুদৃষ্টি লাগে এই আশঙ্কায়) রক্ষা তিলক অঙ্কন করতেন, পরম স্নেহে তাঁকে ভোজন করাতেন, আরও কত ভাবেই যে নিজেদের বাৎসল্যরসের ধারায় তাঁকে অভিষিক্ত করতেন, তা বলে শেষ করা যাবে না॥ ২৩ ॥ অপরদিকে গাভীরাও দিনের বিচরণের শেষে তাড়াতাড়ি গোষ্ঠে ফিরে এসেই নিজেদের বাছুরগুলিকে (সেইরূপধারী ভগবানকে) উচ্চরবে আহ্বান করত, বাছুরগুলি সেই শব্দ শুনে দৌড়ে তাদের মায়ের কাছে

গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্ সর্বা স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা॥ ২৫

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ববৎ॥ ২৬

ইত্থমাত্মাঽঽত্মনাঽঽত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ॥ ২৭

একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ।
পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ॥ ২৮

ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্।
গোবর্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্॥ ২৯

দৃষ্ট্বাথ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা
স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ।
দ্বিপাৎ ককুদ্গ্রীব উদাস্যপুচ্ছো-
ঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন॥ ৩০

যেত। তখন গাভীরা তাদের স্বতঃক্ষরিত দুগ্ধধারা নিজ নিজ বৎসদের পান করাতে থাকত এবং সেই সময় গভীর স্নেহে তাদের দেহ নিজেদের জিভের দ্বারা পুনঃপুন লেহন করত॥ ২৪ ॥ এই সব গাভী এবং গোপীগণের মাতৃভাব পূর্বের মতোই (অর্থাৎ নিজ সন্তানগণের প্রতি যেরূপ ছিল) সন্তানরূপী ভগবানের প্রতি যথারীতি বিদ্যমান ছিল (সেখানে কোনো ঐশ্বর্যজ্ঞান বা অতিলৌকিকতার প্রভাব পড়েনি), কেবলমাত্র এখন স্নেহের আধিক্য ঘটেছিল। অপর পক্ষে ভগবানও সেই গাভী ও গোপীগণের সঙ্গে নিজ সন্তানগণের মতোই ব্যবহার করতেন, কেবলমাত্র এই বিশেষ যে ভগবান মায়াতীত হওয়ায় পূর্বসন্তানগণের মায়াধীনতার অনুরূপ আচরণ ('এ'-ই আমার মা, এর প্রতি অন্য কারো অধিকার নেই, ইত্যাদি রূপ) এক্ষেত্রে ছিল না॥ ২৫ ॥ এইভাবে এক বৎসর পর্যন্ত ব্রজবাসিগণের নিজ সন্তানদের প্রতি স্নেহরূপিণী লতা প্রতিদিনই বেড়ে চলল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের অতুলনীয় এক অনন্ত ভালোবাসা ছিল, ধীরে ধীরে নিজ সন্তানদের সম্পর্কেও সেই একই ভাব যা পূর্বে ছিল না এখন সমুপজাত হল॥ ২৬ ॥ এইভাবে সর্বাত্মা শ্রীভগবান বৎস এবং বৎসপালকের রূপধারণ করে নিজেই নিজেকে বন থেকে গোষ্ঠ আবার গোষ্ঠ থেকে বনে পরিচালনা তথা বিবিধরূপে প্রতিপালন করে এই বিচিত্র ক্রীড়ায় প্রায় একটি বৎসর কাটিয়ে দিলেন॥ ২৭ ॥

এক বছর পূর্ণ হতে যখন আর পাঁচ-ছয় রাত্রি বাকি আছে, সেইসময় একদিন বলরামের সঙ্গে বাছুর চরাতে চরাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করলেন॥ ২৮ ॥ এদিকে সেই সময় গাভীরা গোবর্ধন পর্বতের উপরিভাগে তৃণাদিভক্ষণে ব্যাপৃত ছিল। তারা সেখান থেকে নীচে ব্রজভূমির সমীপে বিচরণরত নিজেদের বৎসগুলিকে দেখতে পেল॥ ২৯ ॥ তাদের দেখতে পাওয়া মাত্রই স্নেহবশে গাভীগুলি যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল এবং পালকেরা তাদের নিবারণ করতে চাইলেও এবং সেদিকে কোনো পথের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও, সেসব কিছুই না মেনে 'হাম্বা'রব করতে করতে প্রবল বেগে সেদিকে দৌড়ে চলল। সে সময় মুখ ওপর দিকে তুলে রাখার জন্য তাদের ঘাড় ককুদের (ঘাড়ের কুঁজ বা ঝুঁটি) সঙ্গে ঠেকে গেছিল, সামনের এবং পেছনের দুই-দুই পা এক সঙ্গে

সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্।
গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ॥ ৩১

গোপাস্তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা ।
দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্॥ ৩২

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া
জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্।
উদুহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্ধনি
ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে॥ ৩৩

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ॥ ৩৪

ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্ধেবীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্।
মুক্তস্তনেষ্বপত্যেষ্বপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩৫

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্বং প্রেম বর্ধতে॥ ৩৬

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ ৩৭

নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে তাদের দেখে দ্বিপদ জীব বলে মনে হচ্ছিল, উত্তেজনায় তাদের লাঙ্গুল উর্ধ্বোত্থিত হয়েছিল এবং স্নেহবশে তাদের দুধ স্বতঃপ্রবাহিত হচ্ছিল॥ ৩০ ॥ সেইসব গাভীর দল এইভাবে গোবর্ধন পর্বতের নীচে নিজেদের বৎসদের কাছে নেমে এসে তাদের স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে প্রবৃত্ত হল, এমনকি যেসব গাভী ইতিমধ্যে নতুন বৎস প্রসব করেছে, তারা পর্যন্ত তাদের পূর্বের বৎসগুলিকে দুধ পান করাচ্ছিল। সেই সময়ে তারা বৎসদের সর্বাঙ্গ এমনভাবে সাগ্রহে লেহন করছিল যে, মনে হচ্ছিল বুঝি তারা তাদের গ্রাসই করে ফেলবে॥ ৩১॥ গোপেরা অনেক চেষ্টা করেও গাভীদের আটকাতে পারেননি, তাদের সর্ব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। এইজন্য নিজেদের বিফলতায় তাঁদের যেমন কিছুটা লজ্জা হয়েছিল, তেমনি গাভীদের ওপর রাগও হয়েছিল খুব। অনেক কষ্ট করে সেই দুর্গম পথ দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে তারা সেখানে বাছুরদের সঙ্গে নিজেদের ছেলেদেরও দেখতে পেলেন॥ ৩২ ॥ তাদের দেখামাত্রই গোপগণের হৃদয়ে গভীর প্রেমরস যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠল, অনুরাগের প্রাবল্যে অনতিপূর্বের ক্রোধ কোথায় মিলিয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের সন্তানদের দুহাতে কোলে তুলে নিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে, মস্তক আঘ্রাণ করে নিজেরাই পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হলেন॥ ৩৩ ॥ এরপর সেই বয়স্ক গোপবৃন্দ পুত্রদের আলিঙ্গনের সেই অতুলনীয় সুখানুভূতিতে পরিপূর্ণ দেহে মনে ধীরে ধীরে বহুকষ্টে সেখান থেকে (কর্তব্যের অনুরোধে) চলে যেতে বাধ্য হলেন, কিন্তু এই সুখস্মৃতি তাঁদের মনে উদিত হয়ে নয়ন বাষ্পাকুল করে তুলতে লাগল॥ ৩৪ ॥

এদিকে শ্রীবলরাম দেখলেন, যে সন্তানেরা মাতৃদুগ্ধ পান ত্যাগ করেছে তাদের প্রতি পর্যন্ত ব্রজের গোপ, গাভী এবং গোপীগণের স্নেহ-ভালোবাসা এবং তদনুযায়ী উৎকণ্ঠার ভাব প্রতিক্ষণেই বেড়ে চলেছে। তিনি এর হেতু কী তা বুঝতে পারলেন না, তাই এ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন॥ ৩৫ ॥ (তিনি ভাবলেন) এ কী অদ্ভুত ব্যাপার ! সর্বাত্মা বাসুদেবের প্রতি আমার এবং ব্রজবাসিগণের যে অপূর্ব এক গভীর অনুরাগ আছে, এখন দেখছি এই ব্রজবালক এবং গোবৎসদের প্রতিও সেই মনোভাব, সেই প্রেমানুভূতিই বোধ হচ্ছে এবং তা যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে॥ ৩৬ ॥ কী এর স্বরূপ, কোথা থেকেই বা এই অনুভূতি জাগরিত হল ? এ কি

ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি।
সর্বানাচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ॥ ৩৮

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্বং পৃথক্ত্বং নিগমাৎ কথং বদে-
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ॥ ৩৯

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।
পুরোবদব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্॥ ৪০

যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব এব হি।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ॥ ৪১

ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে।
তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্॥ ৪২

এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন॥ ৪৩

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ॥ ৪৪

কোনো দেবতা, মানুষ অথবা অসুরের মায়া ? কিন্তু তা কি হওয়া সম্ভব ? না, এটা অবশ্যই আমার প্রভুরই মায়া। অন্য কারো মায়ার এমন শক্তি নেই যে আমাকে পর্যন্ত মোহিত করতে পারে॥ ৩৭ ॥ এইরকম চিন্তা করে বলরাম জ্ঞানদৃষ্টি অবলম্বন করলেন, তখন তাঁর কাছে সেই সমস্ত বয়স্য গোপবালক এবং গোবৎসসমূহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিভাত হল॥ ৩৮ ॥ তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'ভগবন্! এই গোপবালক এবং গোবৎসসকল কোনো দেবতাও নয়, কিংবা কোনো ঋষিও নয়। এই সব ভিন্ন ভিন্ন রূপের আশ্রয়ে একমাত্র আপনিই প্রকাশিত হচ্ছেন। আপনি এই প্রকারে বালক, বৎস ইত্যাদি পৃথক পৃথক রূপ গ্রহণ করেছেন কেন, তা দয়া করে সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে আমাকে বলুন।' তখন ভগবান তাঁর কাছে ব্রহ্মার সমস্ত কীর্তির কথা প্রকাশ করলেন এবং বলরাম সমগ্র বিষয়টিই অবগত হলেন॥ ৩৯ ॥

ইতিমধ্যে ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক থেকে পুনরায় ব্রজে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিমাণ ততক্ষণে মাত্র এক 'ত্রুটি'-কাল (তীক্ষ্ণ সূচের দ্বারা পদ্মপত্র ভেদ করতে যেটুকু সময় লাগে) অপগত হয়েছে (মনুষ্য পরিমাণে তা এক বৎসর)। তিনি এসে দেখলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর পূর্বের মতোই তাঁর অনুচর বালক ও বৎসদের নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছেন॥ ৪০ ॥ তিনি ভাবতে লাগলেন—'গোকুলে যত গোপবালক এবং গোবৎস ছিল, সকলেই তো আমার রচিত মায়াশয্যায় শয়ান রয়েছে, আমার মায়ায় তারা অচেতন, কেউই এখনও পর্যন্ত উত্থিত হয়নি॥ ৪১ ॥ তাহলে সেই আমার মায়া-মোহিত বৎস-বালকদের অতিরিক্ত ঠিক তত সংখ্যক এই গোপবালক এবং গোবৎস এখানে কোথা থেকে এল —যারা গত এক বছর ধরে ভগবান বিষ্ণুর খেলার সাথিরূপে তাঁর সঙ্গে রয়েছে ?'॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মা এইভাবে দুই স্থানে দুই দলকেই দেখলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধ্যান করে নিজের জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে এর রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু এদের মধ্যে কারা পূর্বের থেকেই ছিল, আর কারা পরে এসেছে অর্থাৎ কারা সত্য বা প্রকৃত বৎস-বালক এবং কারা মিথ্যা বা কৃত্রিম তা কোনো মতেই নির্ণয় করতে পারলেন না॥ ৪৩ ॥ ভগবান বিষ্ণুর মায়ায় সমগ্র জগৎই মোহিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে মায়াতীত, সমস্ত মায়া-মোহের ঊর্ধ্বে। ব্রহ্মা সেই ভগবানকেই নিজের মায়ার দ্বারা মোহিত করতে প্রয়াস

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥ ৪৫

তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ॥ ৪৬

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ॥ ৪৭

শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্নকম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ॥ ৪৮

আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণাস্তুলসীনবদামভিঃ।
কোমলৈঃ সর্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ॥ ৪৯

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ॥ ৫০

আত্মাদিস্তম্বপর্যন্তৈর্মূর্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ।
নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ॥ ৫১

অণিমাদ্যৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ।
চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ॥ ৫২

কালস্বভাবসংস্কারকামকর্মগুণাদিভিঃ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভির্মূর্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ॥ ৫৩

পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে মোহিত করা দূরে থাকুক, তিনি নিজে জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও এখন নিজের মায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেই বিমূঢ় হয়ে গেলেন॥ ৪৪ ॥ ঘোর তমস্বিনী রাত্রিতে কুয়াশার অন্ধকার অথবা দিনের আলোয় জোনাকির দীপ্তি যেমন লুপ্ত হয়ে যায়, কোনো প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয় না, ঠিক তেমনই কোনো অল্প শক্তিসম্পন্ন পুরুষ যদি মহাপুরুষের প্রতি নিজের মায়া প্রয়োগ করেন, তাহলে তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না, উপরন্তু প্রয়োগকর্তার প্রভাবই নষ্ট হয়ে যায়॥ ৪৫ ॥

যাইহোক, ব্রহ্মা যখন আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না, তখন হঠাৎই মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখের সামনে সেই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসেরা শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধরে দেখা দিল! তখন তাদের প্রত্যেকের দেহের বর্ণ ঘনশ্যাম, সকলেরই পীতকৌশেয় বসন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ। সকলেরই মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মনোহর হার এবং বনমালা শোভা পাচ্ছিল॥ ৪৬-৪৭ ॥ তাদের বক্ষঃস্থলে স্বর্ণবর্ণ শ্রীবৎসচিহ্ন, বাহুতে অঙ্গদ, মণিবন্ধে রত্ন জড়িত শঙ্খকঙ্কণ, চরণে নূপুর এবং কটক (বলয়সদৃশ চরণালংকার), কটিদেশে চন্দ্রহার এবং অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুরীয় উজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করছিল॥ ৪৮ ॥ মহাপুণ্যশালী ভক্তদের প্রদত্ত নবীন কোমল তুলসীদলে তাদের আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ বিভূষিত ছিল॥ ৪৯ ॥ তাদের চন্দ্রকিরণসদৃশ শুভ্রোজ্জ্বল স্মিতহাসি এবং ঈষৎ রক্তিম নেত্রের কটাক্ষপাতের দ্বারা যেন সত্ত্ব ও রজোগুণের সাহায্যে ভক্তদের হৃদয়ে পবিত্র বাসনার সৃষ্টি এবং সেগুলির সম্যক্ পূরণ সূচিত হচ্ছিল॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মা আরও দেখলেন, তাঁরই মতোন বহুসংখ্যক ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণ পর্যন্ত সমগ্র চরাচর মূর্তিমান হয়ে নৃত্যগীতাদিসহ বহু বিচিত্র পূজা উপচারে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের আরাধনায় ব্রতী রয়েছে॥ ৫১ ॥ অণিমা-মহিমা প্রভৃতি সিদ্ধি, মায়া প্রভৃতি বিভূতি এবং মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তাদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে আছে॥ ৫২ ॥ প্রকৃতিতে ক্ষোভ উৎপাদনকারী কাল, তার পরিণামের কারণ স্বভাব, বাসনাসমূহের উদ্বোধক সংস্কার, কামনা, কর্ম, বিষয় এবং ফল—এরা সবাই মূর্তি ধারণ করে তাদের প্রত্যেকের উপাসনায় রত, অবশ্য ভগবানের সেই প্রতিরূপসমূহের মহিমার কাছে এদের মহিমা ও স্বাতন্ত্র্য নিষ্প্রভ, লুপ্তপ্রায়রূপে প্রতিভাত হচ্ছে॥ ৫৩ ॥

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্‌দৃশাম্॥ ৫৪

ব্রহ্মা এ-ও উপলব্ধি করলেন যে, তারা সকলেই সত্যস্বরূপ (অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই ত্রিকালেই তাদের সত্তা অবাধিত), স্বয়ংপ্রকাশ এবং কেবল অনন্ত আনন্দ-ঘনমূর্তি। সর্বপ্রকার ভেদ-প্রতীতির ঊর্ধ্বে অখণ্ড একরসের প্রত্যয়ই তাদের স্বরূপ এবং তাদের অসীম মাহাত্ম্য উপনিষদ্‌দর্শী তত্ত্ব-জ্ঞানীদের পক্ষেও ধারণায় আনা অসম্ভব॥ ৫৪ ॥

এবং সকৃদ্ দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্।
যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্॥ ৫৫

এইভাবে ব্রহ্মা একই সময়ে তাদের সকলকেই সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ—যাঁর প্রকাশে এই সচরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়—তাঁরই স্বরূপ বলে অনুভব করলেন॥ ৫৫ ॥

ততোঽতিকুতুকোদ্‌বৃত্তস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা॥ ৫৬

এই পরমাশ্চর্যময় দৃশ্য দেখে ব্রহ্মার চেতনাই যেন হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তাঁর একাদশ ইন্দ্রিয় (পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন) বিভ্রান্ত এবং বিবশ হয়ে পড়ল। শ্রীভগবানের তেজোরাশির প্রভাবে নিস্তেজ হয়ে তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে গেলেন। তখন নিস্তব্ধভাবে স্থিত তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকটে একটি পুত্তলিকা স্থাপিত রয়েছে॥ ৫৬ ॥

ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্॥ ৫৭

পরীক্ষিৎ! ভগবানের স্বরূপ তর্কের দ্বারা অধিগম্য নয়, তাঁর মহিমাও সাধারণ বুদ্ধির অতীত। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, আনন্দস্বরূপ এবং মায়াতীত। বেদান্তও সাক্ষাৎভাবে তাঁর বর্ণনা করতে অসমর্থ হয়ে তাঁর থেকে ভিন্ন পদার্থসমূহের নিষেধের দ্বারা ('এটা তিনি নন', 'এটা তিনি নন'—এইভাবে) কোনোমতে তাঁর সংকেত মাত্র করে থাকে। ব্রহ্মা সর্ববিদ্যার অধীশ্বর হলেও ভগবানের সেই দিব্যস্বরূপের ধারণা করতে সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ হয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং ক্রমে সেদিকে তাকিয়ে দেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললেন, তাঁর চক্ষু মুদিত হয়ে গেল। ব্রহ্মার এই মোহপ্রাপ্তি অবশ্য ভগবানের অজ্ঞাত রইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামাত্রে তাঁর মায়া-যবনিকা অপসারিত করলেন॥ ৫৭ ॥

ততোঽর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা॥ ৫৮

তখন ব্রহ্মার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। তিনি যেন মৃত্যু থেকে পুনর্জীবন লাভ করলেন। সচেতন হয়ে তিনি বহুকষ্টে নিজের চোখ খুললেন এবং নিজের শরীর তথা এই দৃশ্যজগৎ আবার তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠল॥ ৫৮ ॥

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃ স্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্॥ ৫৯

তখন চারদিকের সমস্ত পদার্থই তাঁর উন্মীলিত চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখা দিল এবং তিনি তখনই দেখতে পেলেন, যে স্থানে তিনি রয়েছেন তা হল বৃন্দাবন। সর্বজনের প্রিয় মনোরম সেই স্থান, চতুর্দিক অজস্র গাছে সমাকীর্ণ। সেই গাছগুলি আবার ফলে-ফুলে-পাতায় ঢাকা, কত প্রাণীই যে তাদের

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষকাদিকম্ ॥ ৬০

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং স পাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট॥ ৬১

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্‌ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্॥ ৬২

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৬৩

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ
সবেপথুর্গদ্‌গদয়ৈলতেলয়া ॥ ৬৪

কতভাবে ব্যবহার করে জীবন ধারণ করছে, তা বলে শেষ করা যাবে না॥ ৫৯ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিবাসস্থল এই বৃন্দাবনে ক্রোধ-লোভাদি দোষের প্রসর নেই ; স্বভাবতই যাদের মধ্যে প্রবল শত্রুতা, সেইসব পশু-পাখি ও মানুষ এখানে পরস্পর বন্ধুভাবে সুখে বসবাস করছে॥ ৬০ ॥ এইরূপ বৃন্দাবনকে দর্শন করার পর ব্রহ্মা দেখলেন, সেখানে অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম এক গোপবংশীয় বালকের রূপ ধারণ করে যেন এক বিচিত্র নাটকের অভিনয় করছেন। তিনি দ্বিতীয়রহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বহু সখা বিদ্যমান, অনন্ত হওয়া সত্ত্বেও ইতস্তত ভ্রমণ করছেন এবং তাঁর জ্ঞানের কোনো সীমা না থাকলেও তিনি হারিয়ে যাওয়া বন্ধু ও বাছুরদের খুঁজে হয়রান হচ্ছেন। একবছর আগে যেমনটি দেখেছিলেন, হাতে অন্নের গ্রাস নিয়ে একা-একা আর সবাইকে খুঁজে বেড়াতে—এখনও ঠিক তেমনটিই তাঁকে দেখতে পেলেন ব্রহ্মা॥ ৬১ ॥ এবার অবশ্য আর ভুল হল না তাঁর, ভগবানকে দেখামাত্রই তিনি ত্বরিতে নিজ বাহন হংসের থেকে অবতরণ করলেন এবং সেই শ্যামলতনুর পদমূলে একটি সুবর্ণদণ্ডের মতো নিজের স্বর্ণকান্তি দেহটি নিয়ে ভূমিতে পতিত হলেন। চতুর্বদন ব্রহ্মা তাঁর চার মস্তকের চারটি মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করে প্রণতি নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দাশ্রু জলে সেই চরণদুটি অভিষিক্ত করতে লাগলেন॥ ৬২ ॥ কিঞ্চিৎ পূর্বেই দৃষ্ট সেই অপূর্ব মহিমার কথা ফিরে ফিরে তাঁর স্মৃতিতে আসছিল আর তিনিও বারে বারেই শ্রীভগবানের চরণ-কমলে লুটিয়ে পড়ছিলেন। এইভাবে একবার উত্থান আবার পরক্ষণেই পুনরায় প্রণতি, বিস্ময় আর ভক্তির এই যুগপৎ প্রকাশে ব্রহ্মা দীর্ঘক্ষণ সেই চরণপদ্মের আশ্রয়ে লগ্ন হয়ে রইলেন॥ ৬৩ ॥ অবশেষে ধীরে ধীরে উঠলেন, নয়নের অশ্রু মার্জন করলেন, তারপর তাকিয়ে দেখলেন প্রেমের অফুরান নির্ঝর, মুক্তির নিশ্চিত নির্ভর সেই ভগবান মুকুন্দের দিকে ; ধীরে নত হয়ে এল তাঁর মাথা, দেহে জাগল সাত্ত্বিক কম্পন, চিত্ত হল একমুখী, জোড়হাতে নম্রভাবে গদগদস্বরে তিনি ভগবানের স্তব করতে প্রবৃত্ত হলেন॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ
চতুর্দশ অধ্যায়
ব্রহ্মা-কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

ব্রহ্মোবাচ

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বনস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ১

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসাঽন্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ ২

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ৩

ব্রহ্মা বললেন—প্রভু ! নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্তব-বাণীর দ্বারা বন্দনাযোগ্য একমাত্র আপনিই। আমি আপনার চরণে প্রণতি জানাচ্ছি। নবীননীরদশ্যামল আপনার দেহ, তাতে স্থির সৌদামিনীর মতো শোভা পাচ্ছে উজ্জ্বল পীত বসন। আপনার গলার গুঞ্জামালা, কানের মকরাকৃতি কুণ্ডল, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের দীপ্তিতে আপনার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। বক্ষে লম্বিত বনমালা, হাতে অন্নের গ্রাস, কক্ষে বেত ও শিঙ্গা, কটিদেশের বন্ধনীতে বাঁশরী, যা যা আপনার অঙ্গসঙ্গ লাভ করেছে—সব কিছুর মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে আপনার অসীম সৌন্দর্যের দ্যুতি। কমল-কোমল চরণদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করে বিরাজ করছেন আপনি গোপ-বালকের মনোহর বেশে ! (আমি আর কিছুই চাই না, ওই দুটি চরণে নিজেকে সমর্পণ করলাম !) ॥ ১ ॥ হে স্বপ্রকাশ ! ভক্তজনের অভিলাষ পূরণের জন্যই আপনার এই বিগ্রহধারণ, আমার প্রতি আপনার কৃপা-প্রসাদস্বরূপ আপনার চিন্ময়ী ইচ্ছার এই মূর্তিমান প্রকাশ ঘটিয়েছেন আপনি। এতো ভৌতিক স্থূল দেহ নয়, অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় এই তনুর অলৌকিক মহিমা আমি বা অন্য কেউই সমাধির দ্বারাও নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। সেক্ষেত্রে, কেবল আত্মানন্দ-অনুভবস্বরূপ সাক্ষাৎ আপনার মহিমা সর্বতো-নিরুদ্ধ অন্তর্মুখী একাগ্র মনের সাহায্যেও কারও পক্ষেই কী জানা সম্ভব ? ২ ॥ তাই আপনাকে জানার এই উদগ্র প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, যেখানে যেমন স্থিতিতে আছেন, সেখানেই স্থিরভাবে শান্ত থেকে যাঁরা কেবল সজ্জন সংগতিকেই আশ্রয় করেন, আপনার প্রেমিক ভক্তগণের মুখে উদ্গীত আপনার লীলা-গুণগান—যা তাঁদের সঙ্গ করলে স্বতই শোনার সৌভাগ্য হয়—কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে সেবন করতে করতে শেষ পর্যন্ত তাকেই নিজেদের জীবনস্বরূপ করে ফেলেন, তার অভাবে প্রাণধারণ করতেও সমর্থ হন না, প্রভু ! আপনি তাঁদের প্রেমের

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ৪

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥ ৫

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥ ৬

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ৭

অধীন হয়ে পড়েন ; হে অজিত ! ত্রৈলোক্যেতির-অপরাজিত আপনিও, তাই, বলা চলে, তাঁদের কাছে পরাজিত হন॥ ৩ ॥ হে সর্বব্যাপী প্রভু, আপনার প্রতি ভক্তিই সর্ববিধ কল্যাণের উৎস—অভ্যুদয় থেকে মোক্ষ সবই ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। তা সত্ত্বেও যারা সেই ভক্তিকেই পরিত্যাগ করে কেবল জ্ঞানলাভের জন্য বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করে, তাদের সেই কষ্টই সার হয়, আর কিছুই লাভ হয় না, ঠিক যেমন, যার ভিতরে চালের দানা নেই, সেই তুষ অবহনন করলে (কুটলে) শুধু পরিশ্রমই সার হয়, চাল পাওয়া যায় না॥ ৪ ॥

হে অচ্যুত ! হে অনন্ত ! পুরাকালেও এই লোকে বহু যোগী যোগাদি সাধনার দ্বারা বহুপ্রকারে আপনাকে লাভ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাতে সফলতা লাভ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকল প্রয়াস তথা বৈদিক এবং লৌকিক সমস্ত কর্মই আপনার চরণে সমর্পণ করেছেন। এইভাবে কর্মসমর্পণের ফলে এবং আপনার লীলাকথা শ্রবণে নিষ্ঠারতি জন্মানোয় তাঁদের আপনার প্রতি ভক্তিলাভের সৌভাগ্য হয় এবং সেই ভক্তির মাহাত্ম্যেই অচিরেই আপনার স্বরূপের উপলব্ধি তথা পরমপদ প্রাপ্তি—সবই তখন তাঁদের অনায়াসে সাধিত হয়॥ ৫ ॥ হে অসীমস্বরূপ ! আপনার সগুণ এবং নির্গুণ—এই উভয় রূপেরই জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন হলেও ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহারের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণে আপনার নির্গুণস্বরূপের মহিমা অনুভূত হতে পারে। তার প্রক্রিয়া এইরূপ : বিশেষ আকারকে পরিত্যাগ করে আত্মাকার অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার ঘটে। এই আত্মা-কারতা ঘট-পটাদি রূপের (বিষয়ের) মতো জ্ঞেয় পদার্থের সাক্ষাৎকার নয়, কিন্তু কেবলমাত্র আবরণ-ভঙ্গ। 'এই ইনিই ব্রহ্ম', 'আমি ব্রহ্মকে জানলাম'—ইত্যাদি-রূপেও এই সাক্ষাৎকার ঘটে না, কিন্তু স্বপ্রকাশ-রূপেই তা স্ফুরিত হয়॥ ৬ ॥ কিন্তু হে ভগবন্ ! আপনার সগুণ-স্বরূপের গুণসমূহের পরিমাপ কে করবে ? বহুকালের বহুজন্মের পরিশ্রমে হয়তো কোনো কোনো সুদক্ষ সমর্থ পুরুষ পৃথিবীর ধূলিকণাসমূহ, কিংবা অন্তরীক্ষের হিমকণারাশি অথবা আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির কিরণ পরমাণু নিচয়েরও গণনা করতে পারেন, কিন্তু অশেষ কল্যাণগুণের আকর আপনার সমগ্র গুণাবলির নিঃশেষে অবধারণ দূরে থাক, তার সামান্য ভগ্নাংশেরও পরিমাপ

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ৮

পশ্যেশ মেঽনার্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ॥ ৯

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥ ১০

করার সাধ্য তাদের হবে না। সেই আপনিই জগতের কল্যাণ বিধানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, আপনার এই মহিমার রহস্য ভেদ করা বা তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করাও অপরের পক্ষে দুরূহ॥ ৭ ॥ এইজন্যই প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইসব তত্ত্ববিচারের পথে গিয়ে জীবনের অমূল্য সময়ের অপচয় ঘটান না। তিনি জগৎ-সংসারের চতুর্দিকেই আপনার করুণার স্রোতোধারা নিত্য বহমান দেখতে পান, সমগ্র হৃদয় তাঁর উন্মুখ হয়ে থাকে, তিনি নিশ্চিত জানেন আপনার করুণা কিরণে তাঁর জীবনেরও সমস্ত অন্ধকার একদিন এক নিমেষেই তিরোহিত হবে। তাই নিজের প্রারব্ধ অনুসারে সুখ বা দুঃখ যা-ই আসুক না কেন, তা তিনি সমভাবে নির্বিকারচিত্তে গ্রহণ করেন ; তাঁর হৃদয়, তাঁর বাণী, তাঁর শরীর—একটি নমস্কারে, একটি পরিপূর্ণ প্রণামে আপনারই চরণতলে লুটিয়ে থাকে, তাঁর সমগ্র জীবনটিই হয়ে ওঠে আপনার উদ্দেশে সমর্পিত একটি নৈবেদ্য-স্বরূপ ; আর এইভাবেই পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের যেমন আপনা হতেই উত্তরাধিকার জন্মায়, তার জন্য যেমন তাকে পৃথকভাবে বিশেষ কোনো প্রয়াস করতে হয় না, সেইরকমেই আপনার পরমপদে তাঁর অধিকার হয় স্বতঃসিদ্ধ, মোক্ষাদিসম্পদ তাঁর পক্ষে হয় অপরিমিত বিত্তশালীর পুত্রের অযত্নার্জিত পৈতৃক রিক্থ (উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ) ! ৮ ॥

আর প্রভু, এদিকে দেখুন আমারই বা কীরকম দুষ্প্রবৃত্তি ! আপনি অনন্ত, আদিপুরুষ, পরমাত্মা, আমার মতো বহু বহু মায়াবীও আপনার মায়ায় মোহিত ও বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও আমি আপনার ওপরে নিজের মায়া বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলাম। বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার ফলে আমার একবারও এই চিন্তা উদিত হয়নি যে, আমি আপনার কাছে কতটুকু ? প্রজ্বলিত অগ্নির সামনে একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের গুরুত্ব কতখানি ? ৯ ॥ হে অচ্যুত ! আমার উৎপত্তি হয়েছে রজোগুণ থেকে। আপনার স্বরূপ সম্পর্কে আমার যথার্থ জ্ঞান নেই। তারই ফলে আমি নিজেকে আপনার থেকে পৃথক বিশ্বের প্রভু বলে ধারণা করেছিলাম। আমি জন্মরহিত, জগতের স্রষ্টা—এই গর্বের মহামোহান্ধকারে আমার দৃষ্টি (বিচারশক্তি) আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল। কিন্তু প্রভু ! আপনার ক্ষমাগুণেরও তো অন্ত নেই, তাই 'এ তো আমারই অধীন, আমিই এর রক্ষাকর্তা প্রভু, তাই একে

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥ ১১

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥ ১২

জগৎত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিং ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি॥ ১৩

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী-
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ১৪

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।
কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি॥ ১৫

তো অনুকম্পা করতেই হবে'—এইরকম করুণাদৃষ্টি অবলম্বন করে আমাকে ক্ষমা করুন॥ ১০ ॥ প্রভু ! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী—এই অষ্ট আবরণে বেষ্টিত এই ব্রহ্মাণ্ডই আমার শরীর—যা আমার নিজের পরিমাপে সাড়ে তিন হাত। আর এই রকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আপনার একটি রোমকূপের ছিদ্রপথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে থাকে, যেমন গবাক্ষপথে (আলোকরশ্মির মধ্যে দৃশ্যমান) অতিক্ষুদ্র ধূলিকণাসমূহ (ত্রসরেণু) অগণিত সংখ্যায় ভেসে বেড়ায়। আপনার সেই অনন্ত মহিমার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র আমার কোনো বিচারেই কোনো তুলনা চলে কি ? ১১ ॥ হে অধোক্ষজ (বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ! মাতৃগর্ভস্থিত শিশু অজ্ঞানবশে পদাদি সঞ্চালনের দ্বারা মাতৃ অঙ্গে কার্যত পদাঘাত করলেও তাতে কি তার অপরাধ হয়, অথবা মা-ও কি সেজন্য সন্তানের প্রতি রুষ্ট হন ? সমগ্র বিশ্বজগতে 'অস্তি' (ভাবাত্মক বা সৎ) বা 'নাস্তি' (অভাবাত্মক বা অসৎ)-পদবাচ্য এমন কোন্ পদার্থ আছে, যা আপনার কুক্ষির (উদরের) অন্তর্গত নয় ? ১২ ॥

প্রলয়কালে ত্রিলোক ধ্বংস হয়ে গেলে কারণ সমুদ্রশায়ী নারায়ণের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন (শ্রুতিসমূহের) এই উক্তি তো মিথ্যা হতে পারে না। তাহলে, হে পরমেশ্বর ! আপনিই বলুন, আমি কি আপনার থেকেই জন্মাইনি, আপনারই সন্তান নই ? ১৩ ॥ প্রভু, একথাও কি সত্য নয় যে, আপনিই সেই নারায়ণ, যিনি সকল জীবের আত্মা (নার=জীবসমূহ এবং অয়ন=আশ্রয়), যিনি সমগ্র জগৎ এবং জীবকুলের অধীশ্বর (নার=জীব এবং অয়ন=প্রবর্তক) এবং যিনি সর্বলোকের সাক্ষী (নার=জীব এবং অয়ন=জ্ঞাতা)। নরদেব (বিরাট পুরুষরূপী ভগবান) থেকে উৎপন্ন জলরাশির মধ্যে বাস করার জন্য যাঁকে নারায়ণ (নার=জল এবং অয়ন= নিবাসস্থান) নামে অভিহিত করা হয়, তিনিও প্রকৃতপক্ষে আপনারই অংশভূত। আবার এই অংশরূপে দর্শনও তত্ত্বত সত্য নয়, তাও আপনারই মায়া॥ ১৪ ॥ হে ভগবন্ ! নিখিল জগতের আশ্রয়স্বরূপ আপনার সেই বিরাট শরীর যদি সত্য সত্যই সে সময় জলেই থাকত, তাহলে আমি শত বৎসর ধরে কমলনাল পথে অন্বেষণ করেও তাকে দেখতে পাইনি কেন ?

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে।। ১৬

যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তত্ত্বয্যপীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়য়া বিনা।। ১৭

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে
মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্
বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ
সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং
ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে।। ১৮

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাঽঽত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ।। ১৯

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ।। ২০

আবার, যখন আমি তপস্যা করলাম, তখন হৃদয়মধ্যে তার সম্যক দর্শনলাভই বা কী করে হল এবং পুনরায় অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই রূপ আমার কাছে অদৃশ্যই বা হল কেন ? ১৫ ।। হে মায়াবিনাশী ! সেসব পুরাকালের কথারই বা কী প্রয়োজন, আপনার এই অবতারেই তো আপনি জননী যশোদাকে এই বাইরের দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ নিজের জঠরে (মুখবিবর পথে) দর্শন করিয়েছেন, যা দেখে তিনি ভীতা ও বিস্মিতা হয়েছিলেন। এই ঘটনা থেকেও তো এই বিশ্বসংসার যে আপনার মায়ামাত্র, তাই প্রমাণিত হয়।। ১৬ ।। আপনি-সহ এই সমগ্র বিশ্ব যেমন বাইরে প্রকাশিত রয়েছে, তেমনই আবার আপনার উদরেও আপনি-সহ-ই দেখা গেল—এটা আপনার মায়া ছাড়া আর কী হতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি-প্রপঞ্চ আপনার মায়াশক্তির লীলামাত্র, এছাড়া এর আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।। ১৭ ।। সেদিনের কথাও যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, আজই কি আপনি আমাকে আপনি ছাড়া সমগ্র বিশ্ব যে আপনারই মায়া-স্বরূপ, তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেননি ? প্রথমে আপনি একলা ছিলেন, তারপর সমস্ত গোপবালক, বৎসবৃন্দ তথা বেত্রাদি উপকরণসমূহের রূপ ধারণ করলেন। এরপর আমি দেখলাম, আপনার এইসব রূপই চতুর্ভুজ দিব্যমূর্তি এবং আমার সঙ্গে সকল তত্ত্বই তাদের উপাসনায় নিরত। ক্রমে আমার অনুভবে এল, এই অনন্ত নিখিলে গণনাতীত ব্রহ্মাণ্ডরূপেও আপনিই বিরাজিত এবং এখন দেখছি সব কিছুর পর্যবসানে অপরিমেয় অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বরূপে আপনিই রয়েছেন।। ১৮ ।।

আপনার স্বরূপ যাদের অজ্ঞাত তাদের কাছে আপনি স্বতন্ত্র হয়েও প্রকৃতিকে আশ্রয় করে স্থিত জীবরূপে প্রতীত হন, নিজ মায়া বিস্তার করে আপনি তাদের কাছে সৃষ্টি সময়ে আমার (ব্রহ্মা) রূপে, পালনকার্যে নিজের (বিষ্ণু) রূপে এবং ধ্বংসের সময়ে ত্রিনেত্র (মহেশ্বর)রূপে, (তত্ত্বত অভিন্ন হয়েও) ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকেন।। ১৯ ।। হে প্রভু, হে নিখিল বিশ্ববিধাতা, হে পরমেশ্বর ! জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও যে আপনি কখনো দেবতা, কখনো ঋষি, কখনো মানুষ, কখনো পশু-পাখি ইত্যাদি তির্যকযোনি আবার কখনো বা জলচরপ্রাণীদের মধ্যে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তা শুধু দুর্বৃত্তদের গর্ব চূর্ণ এবং সজ্জনদের প্রতি

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ২১

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥ ২২

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥ ২৩

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎ সুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্॥ ২৪

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥ ২৫

অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য॥ ২০॥ কতভাবে কত লীলায় যে আপনি নিজের যোগমায়াশক্তির বিস্তার ঘটাচ্ছেন, হে যোগেশ্বর, ত্রিভুবনে কার সাধ্য তার ইয়ত্তা করে ? দেশে-কালে অপরিচ্ছন্ন, অনন্ত হয়েও সগুণ ষড়ৈশ্বর্যশালী লীলাবিগ্রহে নিজেকে কেমন করে রূপায়িত করছেন, কখন, কীভাবে, কোথায়, অতিক্ষুদ্র থেকে অতিমহান কোন্ ক্ষেত্রে, আপনার কল্যাণময়ী রক্ষণশক্তির মহিমার বিচিত্র প্রকাশ ঘটে চলেছে, হে পরমাত্মা, এই বিশ্ব-সংসারে তা জানেই বা কে, বোঝেই বা কে ? ২১ ॥ এই সমগ্র জগৎ তো প্রকৃতপক্ষে অসৎস্বরূপ, স্বপ্নতুল্য, অজ্ঞানাত্মক এবং বহুদুঃখময়। আর আপনি পরমানন্দ, পরমজ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। মায়ার থেকে উৎপন্ন এই জগৎ অনিত্য হওয়া সত্ত্বেও আপনার মধ্যে আপনার সত্তাতেই সত্যস্বরূপ বলে প্রতীত হয়ে থাকে ॥ ২২ ॥ প্রভু ! আপনিই একমাত্র সত্য, কারণ আপনি সকলের আত্মা। আপনি আদি পুরাণপুরুষ, জন্মাদি কোনো বিকারই আপনার নেই। অনন্ত এবং অদ্বয়স্বরূপ আপনাকে দেশ, কাল বা বস্তু কোনোভাবেই সীমিত করতে পারে না। আপনি স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ববিধ জ্ঞানের মূল, সকলের প্রকাশক। আপনিই অবিনাশী তত্ত্ব তাই নিত্যস্বরূপ, ক্ষয়াদিরহিত অক্ষরপুরুষ, অখণ্ড আনন্দ, নিত্যনবায়মান অজস্র সুখ। কোনোপ্রকার মল বা অভাব আপনাতে নেই, নিরঞ্জন পূর্ণস্বরূপ আপনি। সর্বপ্রকার উপাধি থেকে সর্বথা মুক্ত আপনি, তাই আপনিই অমৃতস্বরূপ॥ ২৩ ॥ আপনার এই যে স্বরূপ, সেটি প্রকৃতপক্ষে সর্বজীবেরই আপন স্বরূপ। যাঁরা গুরুরূপী সূর্যের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞানরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে তার দ্বারা আপনাকে নিজেদের আত্মারূপে সাক্ষাৎকার করেন, তাঁরা এই মিথ্যা সংসারসাগরকে যেন উত্তীর্ণ হয়ে যান। (সংসার-সাগরটিই মিথ্যা, তার কোনো তাত্ত্বিক সত্তা নেই, সুতরাং তা পার হয়ে যাওয়াও অযথার্থ বা অবিচার-দশার দৃষ্টিতে ; এইজন্য মূলে 'যেন' শব্দটির প্রয়োগ)॥ ২৪ ॥ যে সকল ব্যক্তি পরমাত্মাকেই নিজেদের আত্মা বলে উপলব্ধি করে না, তাদের সেই অজ্ঞানের ফলেই এই নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তির ভ্রম জন্মায়। জ্ঞান জন্মানোমাত্রই কিন্তু এসবের ধ্বংস বা নিবৃত্তি ঘটে, ঠিক যেমন ভ্রমবশে রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি এবং ভ্রমের নিবৃত্তিমাত্রই সেই সর্পের সম্পূর্ণ

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী॥ ২৬

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা॥ ২৭

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ॥ ২৮

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ২৯

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥ ৩০

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ॥ ৩১

বিনাশ হয়ে থাকে॥ ২৫ ॥ প্রকৃতপক্ষে সংসার-বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তি—এই দুটিই অজ্ঞানকল্পিত, অজ্ঞানেরই দুটি নামমাত্র। সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্বই এদের নেই। সূর্যে যেমন দিন এবং রাত্রির কোনো ভেদ নেই, সেই রকমই যথার্থ বিচারে অখণ্ড চিৎস্বরূপ কেবল শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে বন্ধন বা মোক্ষ কিছুই নেই॥ ২৬ ॥ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবেদের অজ্ঞতাও যে কী গভীর, তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। যে আপনি হলেন আপন আত্মা, সেই আপনাকেই পর মনে করে এবং যা বস্তুত পর, সেই দেহাদিকেই আত্মা মনে করে, শেষ পর্যন্ত সেই আত্মাকেই (আত্মারূপী আপনাকেই) বাইরে খুঁজে বেড়ায় যারা, তাদের হতভাগ্যতার কি সীমা আছে? ২৭ ॥ হে অনন্ত! আপনি তো সকলেরই অন্তঃকরণে বিরাজমান, আর সেইজন্যই সৎপুরুষেরা আপনার অতিরিক্ত যা কিছু প্রতীয়মান হয়ে থাকে, সেগুলিকে ত্যাগ করে নিজেদের ভিতরেই আপনার অন্বেষণ করে থাকেন। কারণ, রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্ব না থাকলেও, প্রতীয়মান সর্পকেও মিথ্যা বলে নিশ্চয় না করা পর্যন্ত, সেই নিকটস্থ সত্য রজ্জুটিকেই কি সুধীগণের পক্ষেও ধারণায় আনা সম্ভব? ২৮ ॥

হে দেব! ভক্তের হৃদয়মন্দির আলোকিত করে আপনি নিজ করুণাবশে স্বয়ংই প্রকাশিত হয়ে থাকেন, আর সেই উপলব্ধির এমনই মহিমা যে, তার ফলে এই অজ্ঞানকল্পিত জগৎ-রূপ মোহান্ধকার চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। আপনার সেই সচ্চিদানন্দময় মহিমার দুরবগাহ তত্ত্ব কেবল সেই জানে। যে আপনার যুগল চরণকমলের সামান্যতম কৃপা-কণিকাও অন্তত লাভ করেছে, অন্যথায় জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি-সাধনার বহুবিধ দুরূহ পথে বহুকাল অন্বেষণ করেও কেউই আপনার মহামহিমার স্বরূপ ধারণা করতে পারে না॥ ২৯ ॥ তাই, হে নাথ! আমার এই জন্মেই হোক অথবা অন্য যে কোনো জন্মে, এমনকি পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্যক জাতির মধ্যে জন্মলাভ করেও যেন আপনার ভক্তদের একজন হয়ে আপনার চরণপল্লব সেবার অসীম সৌভাগ্যোদয় হয়—এই আমার একান্ত প্রার্থনা॥ ৩০॥ হে সর্বব্যাপী প্রভু, সৃষ্টির আদি থেকে কতশত যজ্ঞই তো অনুষ্ঠিত হয়েছে আপনার উদ্দেশে, কিন্তু সেগুলির কোনোটিই আপনাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রদান

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩২

এষাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্বাদয়োঽঙ্‌ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে॥ ৩৩

তদ্ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্‌ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ ৩৪

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্ মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥ ৩৫

করতে পারেনি ; অথচ সেই আপনিই ব্রজের গাভী এবং গোপনারীগণের বৎস এবং পুত্রের রূপ ধারণ করে তাঁদের অমৃততুল্য স্তনদুগ্ধ পরম আনন্দে পান করেছেন, এর চাইতে অধিক সৌভাগ্য তাঁদের আর কী হতে পারে ? ধন্য তাঁরা, ধন্য তাঁদের জীবন ! ৩১ ॥ নন্দ-গোপ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণেরও সৌভাগ্যের আর সীমা নেই, কারণ পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং আপনি তাঁদের আত্মীয়, তাঁদের বান্ধব॥ ৩২ ॥ হে অচ্যুত ! এই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্য-মহিমার কথাই অবশ্য আলাদা ; কিন্তু মহাদেব প্রমুখ আমরা যে একাদশ দেবতা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা রয়েছি, সেই আমাদের ভাগ্যও তো কম শ্লাঘনীয় নয়। আমরাও তো এই ব্রজবাসিগণের মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে পান-পাত্ররূপে ব্যবহার করে আপনার চরণকমলের মকরন্দ-রস, যা কিনা মধুর, আসবের তুলনায়ও মাদক—তা-ই নিরন্তর পান করে চলেছি। এক-একটি ইন্দ্রিয়পথে এই আস্বাদ লাভ করেই যখন আমরা বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি, নিজেদের ধন্য মনে করছি, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যারা তা সেবন করছে, সেই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের কথা আর কী বলা যাবে ? ৩৩ ॥ প্রভু ! আমার এই বিশেষ প্রার্থনা, এই একান্ত নিবেদন, যদি এই মনুষ্যলোকে, এই বৃন্দাটবীর মধ্যে, বিশেষ করে এই গোকুলে যে কোনো প্রাণীরূপেও আমার জন্ম হয়, তাহলে তা আমি আমার মহাভাগ্য বলে মনে করব। কারণ, তাহলে আপনাতেই যাঁরা নিবেদিত-প্রাণ, আপনিই যাঁদের জীবনসর্বস্ব, সেই প্রেমিক ভক্ত ব্রজবাসিগণের মধ্যে কারো-না-কারো চরণধূলিতে অবশ্যই অভিষিক্ত হবে এই শরীর। আর তাঁদের চরণরেণু, হে ভগবান মুকুন্দ ! আপনারই পদরজঃস্বরূপ —যার সন্ধানে বেদসমূহ অনাদিকাল থেকে অন্বেষণরত, আজও তারা যা লাভ করতে পারেনি॥ ৩৪ ॥ হে দেবদেব ! এই অনন্য প্রেমভাবময়ী সেবার জন্য এই ব্রজবাসীদের আপনি কোন্ ফল দান করবেন, তা ভেবে আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বকর্মফলেরও ফলস্বরূপ তো আপনিই, এমনকী ফল আছে, যা আপনার তুলনায় মহত্তর ? সেই নিজেকেই (নিজস্বরূপতা) দান করেও তো আপনি এঁদের কাছে ঋণমুক্ত হতে পারবেন না। কারণ, কেবলমাত্র সাধ্বী স্ত্রীলোকের (ভক্ত গোপ-রমণীর) বেশ ধারণ করেই তো ক্রূরহৃদয়া পূতনা

তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্‌ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ ৩৬

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ ৩৭

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ৩৮

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎতবার্পিতম্॥ ৩৯

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রু-
গাকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে॥ ৪০

(বকাসুর-অঘাসুরসহ) সপরিবারে আপনাকেই প্রাপ্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে যাঁরা নিজেদের গৃহ, ধন, আত্মীয়-বান্ধব, প্রিয়জন, শরীর, পুত্র-কন্যা, প্রাণ, মন— সব কিছুই আপনার চরণে সমর্পণ করেছেন, যাঁদের সর্বস্বই আপনারই জন্য, সেই ব্রজবাসীদেরও আপনি সেই একই ফল (আত্মস্বরূপতা) দান করে কীভাবে ঋণমুক্ত হবেন ? ৩৫ ॥ হে কৃষ্ণ, হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দর ! জীবগণ যতকাল পর্যন্ত আপনার শরণ নিয়ে আপনারই জন না হয়ে যায়, ততকালই রাগদ্বেষাদি দোষ চোরের মতন তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতে থাকে, ততদিনই গৃহ (এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ) তাদের কারাগারের মতো বহুবিধ (সম্বন্ধের) বন্ধনে বদ্ধ করে রাখে, এবং ততকালই মোহ তাদের পায়ের শৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে গতিরোধ করে থাকে॥ ৩৬ ॥ হে প্রভু ! আপনি সর্বথা প্রপঞ্চাতীত (মায়াময় সংসারের পরপারে অবস্থিত) হয়েও আপনার শরণাগত ভক্তজনের আনন্দ বিধানের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সংসার-লীলার অভিনয় করে থাকেন॥ ৩৭ ॥ বেশি কথারই বা প্রয়োজন কী ? যাঁরা আপনার তত্ত্ব জানেন বলে মনে করেন, তাঁরা জানুন ; প্রভু, আমি তো জানি, আমার মন, বাক্য, শরীর —এসবের এমন সামর্থ্য নেই যে, আপনার মহিমার ধারণা করতে পারে॥ ৩৮ ॥ আপনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বসাক্ষী—সবই আপনি জানেন। আপনিই সর্বজগতের নাথ, জগৎ আপনাতেই স্থিত। ('আমি সৃষ্টিকর্তা, আমার সৃষ্ট এই জগৎ'— এইসব নির্বোধের অভিমান, অহং-মমতাদি আপনি নিজের অসীম করুণায় দূর করে দেওয়াতে) এই জগৎ-সহ নিজেকে আমি আপনার সত্তাতেই সত্তাবান বলে উপলব্ধি করতে পারছি, এই দ্বৈতভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম আপনার চরণে, হে নিখিলের আকর্ষণকর্তা, হে জগতের পরম গতি, হে কৃষ্ণ, স্বীকার করুন, গ্রহণ করুন আমাকে ! আর আজ্ঞা করুন, এবার এই শরীর নিজ লোকে গমন করুক॥ ৩৯ ॥ হে কৃষ্ণ ! আপনি যদুকুলরূপ পদ্মের পক্ষে প্রীতিদায়ক সূর্য (যদুকুল নলিন-দিনেশ) এবং পৃথিবী, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পশু (গোধন)-রূপ সমুদ্রের বৃদ্ধি-সম্পাদক চন্দ্র। আবার পাপাচার তথা অধর্মরূপ নৈশ অন্ধকারের দূরীকরণে একাধারে সূর্য এবং চন্দ্রস্বরূপও আপনি। পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে যে সব ধর্মদ্রোহী

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত।। ৪১

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্বসখং স্বকম্।। ৪২

একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাঽঽত্মনঃ।
কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ।। ৪৩

কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্।। ৪৪

ঊচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্।। ৪৫

ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ।
দর্শয়ংশ্চর্মাজগরং ন্যবর্তত বনাদ্ ব্রজম্।। ৪৬

রাক্ষস, তাদের আপনি বিনাশ করেন, সূর্য-সহ অবং দেবতার বন্দনীয় হে প্রভু! প্রণাম আপনাকে, আকল্পকাল আপনার চরণে প্রণতিতে অবিচল থাকতে পারি যেন আমি, মোহ যেন আর আমায় গ্রাস না করে, হে ভগবান! ৪০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা এইভাবে অনন্তস্বরূপ শ্রীভগবানের স্তুতি করে তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁর চরণযুগলে প্রণাম করে নিজের অভীষ্ট স্বধামে প্রস্থান করলেন।। ৪১ ॥ প্রস্থানের পূর্বেই অবশ্য তিনি অপহৃত গোপবালক এবং গোবৎসগুলিকে যথাস্থানে পূর্ববৎ রেখে দিয়েছিলেন। তাঁকে বিদায় জানিয়ে ভগবান বৎসের দলকে নিয়ে তাঁর প্রিয় যমুনাপুলিনে এলেন, যেখানে তাঁর সঙ্গী-সাথিরা, যে অবস্থায় তিনি তাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই তাঁর প্রতীক্ষা করছিল।। ৪২ ॥ এক্ষেত্রে আশ্চর্য কী জানো পরীক্ষিৎ! এই গোপবালকেরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসত, তাঁর বিরহ তাদের কাছে অসহনীয় ছিল, অথচ এই যে একটি বছর তারা তাঁর থেকে বিযুক্ত ছিল, তা তারা জানতে পারেনি। এই এক বছর সময় তাদের কাছে ক্ষণার্ধ বলে মনে হয়েছিল। এর কারণ ছিল ভগবানের বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া, ভগবান তাদের এই মায়ায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন ॥ ৪৩ ॥ তাঁর এই অনির্বচনীয় মায়াশক্তির প্রভাবে জগতের জীবমাত্রই কী না ভুলে থাকে? মায়ার বশে মোহিত চিত্ত হয়ে স্বয়ং আত্মাকেই তো তারা ভুলে আছে। কতশত শাস্ত্র, কত পরম-কারুণিক আচার্যবৃন্দ বারবার কতভাবেই না তাদের অবহিত করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কজনের চেতনা হয়? নিজেকে হারিয়ে খোঁজা, ফিরে পেতে পেতে আবার হারানো—এই দোলাচলের বিচিত্র খেলায় তাঁর মায়া জগৎ-সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে, তাকে অস্বীকার করার সাধ্য কার? ৪৪ ॥

পরীক্ষিৎ! ভগবানকে ফিরে আসতে দেখেই তাঁর বন্ধুরা সবাই সানন্দ-কোলাহলে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'এসো, এসো, ভাই কৃষ্ণ! তুমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছো, দেখো, আমরা এর মধ্যে এক গ্রাস খাবারও খাইনি। এবার এসো, এখানে এসে নিশ্চিন্তে বসে ভালোভাবে তোমার খাবার খেয়ে নাও' ॥ ৪৫ ॥ তখন ভগবান হৃষীকেশও সহাস্যে সেই গোপবালকদের সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন এবং তারপর

বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্তি-
র্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্॥ ৪৭

পথের মধ্যে সেই মৃত অজগরের (অঘাসুরের) চর্মটি দেখাতে দেখাতে তাদের নিয়ে বন থেকে ব্রজে ফিরে এলেন॥ ৪৬॥ শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ছিল ময়ূরের পাখা, কেশদামে গাঁথা ছিল নানান ফুল, দেহে বন-উপবনের কত রকমের নতুন নতুন ধাতুর বর্ণের বিচিত্র অনুরঞ্জন। কখনো বাঁশের কখনো বা পাতার বাঁশি বাজিয়ে, আবার কখনো বা শিঙায় উচ্চধ্বনি তুলে তিনি এক আনন্দোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন। তাঁর অনুগামী ব্রজবালকদের মুখে তাঁর কথা ভিন্ন অন্য কথা ছিল না, তারা তাঁর জগৎ-পাবন অপরূপ কীর্তিগাথা গান করতে করতে চলেছিল। তাঁর ফেরার পথে সাগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন গোপীগণ, শ্যামসুন্দরের মনোহর মূর্তিটি দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্রই তাঁরাও আনন্দসাগরে মগ্ন হলেন, তাঁদের আকুল প্রতীক্ষা সার্থক হল। প্রিয় গোবৎসগুলিকে আদরের সঙ্গে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ভগবান গোষ্ঠবিহারী গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন॥ ৪৭ ॥

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা।
হতোঽবিতা বয়ং চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ॥ ৪৮

আর সেইদিনই (প্রকৃত ঘটনার এক বৎসর পরে) গোপবালকেরা ব্রজে ফিরে এসে জানাল, 'আজ এই যশোদা-নন্দের প্রিয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ এক বিশাল অজগর সাপকে মেরে আমাদের সবাইকে তার গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে'॥ ৪৮ ॥

রাজোবাচ

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যোঽভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্॥ ৪৯

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে ব্রহ্মন্! শ্রীকৃষ্ণ তো ব্রজবাসিগণের নিজ সন্তান ছিলেন না, তিনি তো পরের ছেলে। তা সত্ত্বেও তাঁদের নিজ সন্তানদের প্রতিও যেরকম স্নেহ আগে কখনো হয়নি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেইরকম ভালোবাসা কী করে জন্মাল, তা আমাকে বলুন॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ

সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥ ৫০

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ! সংসারের সকল প্রাণীই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে। সন্তান, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের প্রতি যে ভালোবাসা দেখা যায়, তা-ও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি আত্মার প্রিয় বলেই, সেগুলির নিজের কারণে নয়॥ ৫০ ॥ রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ! এই জন্যই জীবমাত্রের নিজ আত্মার প্রতি যেরকম প্রীতি হয়ে থাকে, 'নিজের' বলে অভিহিত পুত্র, বিত্ত বা গৃহাদিতে সেরূপ হয় না॥ ৫১ ॥ নৃপোত্তম! যারা দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ দেহকেই আত্মা বলে মনে করে, তারাও নিজেদের দেহকে যত ভালোবাসে, সেই দেহের সঙ্গেই সম্পর্কিত পুত্র-মিত্রাদিকে ততখানি ভালোবাসে না॥ ৫২ ॥

তদ্ রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥ ৫১

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥ ৫২

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥ ৫৩

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥ ৫৪

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ৫৫

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্ বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥৫৬

সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্ বস্তু রূপ্যতাম্॥ ৫৭

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎ পদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্॥ ৫৮

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
যৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্তিতম্॥ ৫৯

এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারে-
রঘার্দনং শাদ্বলজেমনং চ।
ব্যক্তেতরদ্ রূপমজোর্বভিষ্টবং
শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্॥ ৬০

আবার যখন বিচারাদির দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, 'এই শরীরটি আমি নই কিন্তু এই শরীর আমার', তখনও আত্মার প্রতি যে অনুরাগ তার তুল্য আকর্ষণ আর শরীরের প্রতি থাকে না। এইজন্যই এই দেহটি জীর্ণ হয়ে গেলেও তখনও বেঁচে থাকবার আশা প্রবলভাবেই বর্তমান থাকে॥ ৫৩ ॥ এর থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নিজের আত্মাই সকল প্রাণীরই প্রিয়তম এবং তার (আত্মার) জন্যই এই চরাচর সমগ্র জগৎ তার কাছে প্রিয় বলে বোধ হয়॥ ৫৪ ॥ এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই তুমি সকল জীবাত্মারও আত্মা বলে জেনো। জগতের হিতের জন্যই তিনি যোগমায়ার আশ্রয়ে ইহলোকে অবতীর্ণ হয়ে দেহধারীর মতো প্রতিভাত হন॥ ৫৫ ॥ যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক স্বরূপ জানেন, তাঁদের কাছে এই জগতের স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত পদার্থ এবং এর পরপারে পরমাত্মা, ব্রহ্ম, নারায়ণ প্রভৃতি যে সকল ভগবৎস্বরূপ আছেন —এই সবই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। তাঁর অতিরিক্ত প্রাকৃত-অপ্রাকৃত অন্য কোনো পদার্থই নেই॥ ৫৬ ॥ সকল বস্তুরই চরম রূপ তার কারণে অবস্থিত থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণ বা পরমকারণস্বরূপ। কাজেই এমন কী বস্তু আছে যা তাঁর থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র-অস্তিত্বশীল বলা যেতে পারে ? ৫৭ ॥ পুণ্যকীর্তি ভগবান মুরারির পদপল্লব মহান সৎপুরুষগণের পরমাশ্রয়স্বরূপ। এই ভবসাগর পার হওয়ার জন্য যাঁরা সেই চরণতরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁদের কাছে এই দুস্তর সমুদ্র গোবৎস-খুরগর্ত-তুল্য অনায়াসে উত্তরণযোগ্য হয়ে যায়। তাঁরা পরমপদ লাভ করেন, আর অশেষ বিপদের মূলস্বরূপ যে সংসার—তা-ও তাঁদের আর থাকে না (তাঁদের আর পুনরাবর্তন হয় না এবং যতদিন সংসারে থাকেন, ততদিনও কোনো বিপদের দ্বারা গ্রস্ত বা অভিভূত হন না)॥ ৫৮ ॥

পরীক্ষিৎ ! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ভগবান তাঁর পাঁচ বৎসর বয়সে (কৌমারে) যে লীলা করেছিলেন, গোপবালকেরা তা তাঁর ছয় বৎসর বয়সের সময় (পৌগণ্ডে) ব্রজবাসীদের কাছে বর্ণনা করেছিল—এর রহস্য কী ? আমি এই বিষয়টি তোমার কাছে বর্ণনা করলাম ॥ ৫৯ ॥ বন্ধু গোপবালকদের সঙ্গে ভগবান মুরারির এই বাল্যক্রীড়া, অঘাসুর-বধ, কোমল তৃণভূমিতে বসে খাদ্যগ্রহণ, অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময়

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ॥ ৬১

দেহধারী গোবৎস এবং গোপবালকরূপে নিজেকে প্রকটিত করা এবং ব্রহ্মাকৃত শ্রীভগবানের উদার-ভাবপূর্ণ স্তুতি, যাঁরা এগুলি যথাযথভাবে শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন, তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থই লাভ করেন॥ ৬০ ॥ এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বালকসুলভ লুকোচুরি খেলা, সেতুবন্ধন, বানরদের মতো লম্ফনাদির দ্বারা ব্রজে নিজেদের বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে ব্রহ্মস্তুতির্নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে ব্রহ্মস্তুতি নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধেনুকাসুর-উদ্ধার এবং কালিয় নাগের বিষে মৃত গোপবালকদের পুনর্জীবন দান

শ্রীশুক[১]*উবাচ*

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃ শ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈ-
র্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ॥ ১

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্
বিহর্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্॥ ২

তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃপ্রখ্যপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এর পর বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড দশায় অর্থাৎ ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করায় গোচারণের (এ পর্যন্ত তাঁরা কেবল গোবৎস চরাতেন) অনুমতি লাভ করলেন। তাঁরা তখন সখাদের সঙ্গে গোচারণে রত হয়ে নিজেদের চরণস্পর্শে বৃন্দাবন-ভূমিকে পরম পবিত্র করে তুলতে লাগলেন॥ ১ ॥ সেই সময় একদিন শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিহারে ইচ্ছুক হয়ে বলরামের সঙ্গে পুষ্পে আকীর্ণ একটি বনে প্রবেশ করলেন। প্রচুর নবীন তৃণে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় পশুদের বিচরণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল সেই বন। তিনি বাঁশি বাজিয়ে চলছিলেন, গোবৃন্দ চলছিল আগে আগে আর তাঁর চারপাশে তাঁরই গুণগান করতে করতে চলছিল সব গোপবালক॥ ২ ॥ ভ্রমরদের মধুর গুঞ্জনে পরিপূর্ণ সেই বনে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছিল হরিণের দল, পাখিরা করছিল সুস্বর কলরব। সেখানকার সরোবরের

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া
ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্ মুদা
স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপূরুষঃ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ[১]

অহো অমী দেববরামরার্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্॥ ৫

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্॥ ৬

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ॥ ৭

জল ছিল মহাত্মাদের হৃদয়ের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল। সরোবরে ফুটে থাকা পদ্মের গন্ধ বহন করে বইছিল শীতল সুখস্পর্শ বায়ু। এই মনোরম বনভূমি দর্শন করে ভগবান সেখানেই সকলকে নিয়ে আনন্দে মগ্ন হবেন বলে মনে মনে সংকল্প করলেন॥ ৩ ॥ সেই বনের বড় বড় গাছগুলি প্রচুর ফল-ফুলের ভারে অবনত হয়ে নিজেদের শাখাসমূহের অগ্রভাগের রক্তিম কিশলয়ের দ্বারা তাঁর চরণ স্পর্শ করছিল। গাছগুলির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে আদিপুরুষ ভগবানের মুখে ফুটে উঠল ঈষৎ হাসি, তিনি আনন্দের সঙ্গে অগ্রজ বলরামকে বলতে লাগলেন— ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান বললেন—দেববর ! আপনার চরণ-যুগলের বন্দনা তো দেবতাগণ নিয়তই করে থাকেন, কিন্তু দেখুন, এখানে এই বৃক্ষগুলি পর্যন্ত তাদের শাখার শীর্ষে পুষ্প-ফলের অর্ঘ্য বহন করে আপনার চরণ-কমলে প্রণতি নিবেদন করছে। অবশ্য তা-ই স্বাভাবিক, কারণ আপনিই এদের বৃন্দাবনে বৃক্ষরূপে জন্মানোর সৌভাগ্য দান করেছেন, এদের যারা দর্শন করবে অথবা এদের কথা শ্রবণ করবে, তাদেরও অজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যাবে—আহা, এদের জীবনই ধন্য ! (অথবা, বৃন্দাবনে জন্ম অতি স্পৃহণীয় হলেও তরুরূপে জন্মহেতু যে অজ্ঞানের ভাগী হতে হয়েছে, তার বিনাশের জন্য এরা যেন আপনার কাছে বিনতি করছে)॥ ৫ ॥ হে আদিপুরুষ ! আপনি যদিও এই বৃন্দাবনে নিজের ঐশ্বর্যরূপ গোপন করে সামান্য বালকের মতো বিচরণ করছেন, তথাপি আপনার শ্রেষ্ঠভক্ত মুনিবৃন্দ নিজের ইষ্টদেব আপনাকে ঠিকই চিনতে পেরেছেন এবং সেইজন্যই, হে অনঘ ! তাঁরা প্রায় সকলেই ভ্রমরের ছদ্মবেশে আপনার ভুবন-পাবনী যশোগাথা গান করে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছেন। আপনার ভজনে তাঁদের একনিষ্ঠা রতি, আপনাকে ছেড়ে ব্রহ্মলোকাদি উত্তম ধামসমূহে যেতেও তাঁদের স্পৃহা নেই॥ ৬ ॥ পূজনীয় অগ্রজ ! দেখুন, এই আরণ্যক প্রাণীরা তাদের বন-ভবনে আপনার মতো বাঞ্ছিত অভ্যাগতকে পেয়ে কেমন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে ! ময়ূরেরা নৃত্যে রত হয়েছে, হরিণীরা গোপীদের মতো সপ্রেম দৃষ্টিপাতে তাদের

[১]প্রাচীন বইতে 'শ্রীভগবানুবাচ' এই অংশটি নেই।

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥ ৮

হৃদয়টিই যেন আপনাকে নিবেদন করছে, কোকিলেরা মধুর পঞ্চমতানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আপনাকে পেয়ে তারা ধন্য, কী দিয়ে আপনার অভ্যর্থনা করবে তা যেন তারা ভেবে পাচ্ছে না। আর সত্যিই ধন্য তারা, হোক না বনের প্রাণী, আচরণের দ্বারা তো তারা নিজেদের সাধুতার পরিচয়ই প্রকাশ করছে, কারণ গৃহে সমাগত অতিথি মহাপুরুষের প্রীতির জন্য নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদটি অকুণ্ঠভাবে সমর্পণ—এতো সাধুরই স্বভাব॥ ৭ ॥ আপনার আগমনে আজ এখানকার ভূমি ধন্য হয়েছে, এখানকার তৃণলতাও ধন্য হয়েছে আপনার চরণ-স্পর্শ লাভ করে, আপনার করাঙ্গুলি দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়ায় বৃক্ষলতাসমূহও ধন্য হয়েছে, নদী, পর্বত, পশু, পাখি সবাই আপনার সদয় দৃষ্টিপাতে ধন্য হয়ে গেছে; আর গোপীদের সৌভাগ্যের কথা আর কী বলব, আপনার যে বক্ষঃস্থলের স্পর্শ-লাভের আশায় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত উৎসুক হয়ে থাকেন, গোপীরা সেই বিশাল বক্ষকে নিজেদের নির্ভয়-নির্ভররূপে আশ্রয় করে চিরধন্য হয়ে গেছেন॥ ৮ ॥

শ্রীশুক[১] উবাচ

এবং বৃন্দাবনং[২] শ্রীমৎ কৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! বৃন্দাবনের শোভা ছিল অলোক সামান্য, স্বয়ং ভগবানেরও তা প্রীতি উৎপাদন করেছিল। সেখানকার পর্বতের সানুদেশে বা নদীর তটে সখাদের গোচারণকালে তিনি কখনো সেই অপরূপ নিসর্গ সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দে মগ্ন হয়ে যেতেন, আবার অন্য সময়ে সঙ্গীদের নিয়ে বহুবিধ বিচিত্র ক্রীড়া-কৌতুকাদিতে রত হয়ে সকলের চিত্ত-বিনোদন করতেন॥ ৯ ॥ সেই মনোহর গোচারণ-লীলায় যখন একদিকে তাঁর গুণমুগ্ধ গোপবালকেরা তাঁরই কীর্তিকথা সুর দিয়ে গানের মতো গাইতে থাকত, সেই সময়েই হয়তো অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গলায় বনমালা ধারণ করে বলরামের সঙ্গে মদমত্ত ভ্রমরদের গুঞ্জনে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে গান করতেন॥ ১০ ॥ কখনো কলহংসদের কূজনের অনুকরণে তিনিও কূজন করতেন আবার কখনোবা নৃত্যরত ময়ূরের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নাচতে থাকতেন, আর তাঁর সেই নৃত্যশৈলীতে এমনই অপূর্বতা প্রকাশ পেত যে, ময়ূরের নৃত্য যেন তার সামনে হাস্যকর

ক্বচিদ্ গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ স্রগ্বী সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥ ১০

ক্বচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ॥ ১১

[১]প্রাচীন বইতে 'শ্রীশুক উবাচ' এই অংশটি নেই। [২]বনে কৃষ্ণঃ শ্রীমান্ প্রীত.।

মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া।। ১২

চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্বভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ।। ১৩

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ।। ১৪

নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ।। ১৫

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ।। ১৬

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্।। ১৭

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ।। ১৮

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া
গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো
গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ।। ১৯

বলে প্রতিভাত হত।। ১১ ।। বনের মধ্যে চরতে চরতে কখনো গোরুরা দূরে চলে গেলে তিনি মেঘমন্দ্র স্বরে আদরের সঙ্গে তাদের নাম ধরে ডাকতে থাকতেন, তাঁর কণ্ঠের সেই আহ্বান-ধ্বনি কী গোধন, কী গোপ-বালক—সবার চিত্তকেই করে তুলতো আকুল, উৎসুক, তারা আত্মহারা হয়ে যেত।। ১২ ।। কখনো তিনি চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ভারদ্বাজ (ভারুই), ময়ূর প্রভৃতি পাখিদের ডাক অনুকরণ করতেন, আবার কখনো বাঘ-সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর গর্জনে ভীত জন্তুদের মতো নিজেও ভয়ত্রস্ত ভাব ফুটিয়ে তুলতেন, ভীতির অভিনয় করতেন।। ১৩ ।। কখনো বলরাম খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে কোনো গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গিয়ে পদ-সংবাহন (পা-টেপা) ইত্যাদির দ্বারা অগ্রজের পরিশ্রম অপনোদন করতে থাকতেন।। ১৪ ।। কখনোবা গোপবালকেরা নাচ-গান ইত্যাদি করতে থাকলে অথবা খেলাচ্ছলে নিজেদের মধ্যে তাল ঠুকে মল্লযুদ্ধে রত হলে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে সহাস্যে তা উপভোগ করতেন এবং তাদের উৎসাহ দেবার জন্য নানারকম প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতেন।। ১৫ ।। কখনোবা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বন্ধুদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করে পরিশ্রান্ত হয়ে কোনো গাছের তলায় গাছেরই কচিপাতা দিয়ে রচিত শয্যাসঙ্গী কোনো গোপবালকের ক্রোড়কেই উপাধান (বালিশ) করে শয়ন করতেন।। ১৬ ।। সে সময় পূতাত্মা মহাভাগ্যবান কোনো কোনো গোপবালক সেই পুরুষোত্তমের পদ-সংবাহন করতে থাকত, আবার সর্বথা-নিষ্পাপ অন্য কেউ কেউ তাঁকে পত্রাদি নির্মিত ব্যজনের সাহায্যে বীজন করতে তৎপর হত।। ১৭ ।। কেউ কেউ আবার সেই বিশ্রাম সময়ে শ্রবণোপযোগী ভগবানের মধুর-কোমল-ক্লান্ত পদাবলী ধীরে ধীরে সুস্বরে গান করতে থাকত। পরীক্ষিৎ! বেশি কী বলব? এই সব সখাদের, পরমসুন্দর সেই শ্যামল কিশোরের এই কৈশোর-বান্ধববৃন্দের প্রাণ-মন ছিল তাঁরই প্রতি নিবেদিত, যে কোনো প্রকারে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি সম্পাদনই ছিল তাদের লক্ষ্য।। ১৮ ।। এইভাবে পরমেশ্বর নিজের যোগমায়ার সাহায্যে ঐশ্বর্যময় স্বরূপ গোপন করে বৃন্দাবনে কালযাপন করছিলেন। সাধারণভাবে তাঁর আচার-আচরণ একটি গোপবালকের মতোই ছিল। স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যাঁর পদপল্লবের সেবায়

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্॥ ২০

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্ বনং তালালিসঙ্কুলম্॥ ২১

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্তবরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা॥ ২২

সোঽতিবীর্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্।
আত্মতুল্যবলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভির্বহুভির্বৃতঃ॥ ২৩

তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্।
ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিবর্জিতম্॥ ২৪

বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্বাণি ফলানি সুরভীণি চ।
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোঽবগৃহ্যতে॥ ২৫

প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্।
বাঞ্ছাস্তি[১] মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে॥ ২৬

নিত্য-নিরন্তর অনুব্রতা থাকেন, সেই ভগবান স্বয়ং গ্রাম্য বালকদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে পরমানন্দে গ্রাম্য ক্রীড়াদিতে মত্ত হয়ে থাকতেন। তবুও পরীক্ষিৎ! কখনো কখনো সেই দিব্য ঐশ্বর্যের চকিত স্ফুরণ ঘটেই যেত তাঁর কোনো কোনো কাজে, মানুষী তনুকে আশ্রয় করেই প্রকটিত হত অমানুষী লীলা॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সখাদের মধ্যে প্রধান একজনের নাম ছিল শ্রীদাম। একদিন সে, সুবল এবং স্তোককৃষ্ণ (কনিষ্ঠ কৃষ্ণ) প্রমুখ গোপবালক অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তাঁদের দুজনকে এই কথা বলল॥ ২০ ॥ 'আমাদের নিত্য আনন্দদাতা হে মহাবাহু বলরাম! দুর্বৃত্ত বিনাশকর্তা হে আমাদের মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ! তোমাদের কাছে আমাদের একটা নিবেদন আছে, শোনো। এখান থেকে অল্প দূরে একটা বিরাট বন আছে, সেখানে সারি সারি অজস্র তালগাছ॥ ২১ ॥ অত্যন্ত ভালো জাতের অসংখ্য পাকা তাল সেখানে গাছতলায় পড়ে থাকে, এখনও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ধেনুক নামে এক মহা দুরাত্মা অসুর তা পাহারা দেয়, কাউকেই সে সেই তাল নিতে দেয় না॥ ২২ ॥ রাম! কৃষ্ণ! কী আর বলব তোমাদের সেই অসুরটার কথা! চেহারা তার গাধার মতো, কিন্তু গায়ে অসম্ভব জোর! আর শুধু সে একাই নয়, তার সঙ্গে আছে তারই মতো মহাবলবান তার জ্ঞাতিরা, সংখ্যায় তারা অনেক॥ ২৩ ॥ অমিত্রসূদন কৃষ্ণ! আজ পর্যন্ত সেই অসুর কতশত মানুষকে যে মেরে নিজের উদর-পূর্তি করেছে তার হিসাব নেই। সেইজন্য এখন তার ভয়ে কোনো মানুষই সেই বনে যায় না। এমনকি, পশু-পাখিরাও ওই বনটিকে এড়িয়ে চলে॥ ২৪ ॥ ওই তালফলগুলির গন্ধ অত্যন্ত সুন্দর, তবে সেগুলির আস্বাদ তো আমরা কখনোই পাইনি। এই তো চারদিকে তার সুগন্ধ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, একটু মনোযোগ দিলেই সেই ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে॥ ২৫ ॥ ভাই কৃষ্ণ! ওই ফলের গন্ধে আমাদের মন একেবারে মোহিত হয়ে গেছে, সত্যি বলতে কী, আমাদের নিতান্ত প্রলুব্ধ করছে ওই গন্ধ। ওগুলি লাভের পথে যে বাধা আছে তা তুমি কাটিয়ে দাও, আমাদের আস্বাদন করাও ওই ফল। তাত বলরাম, আমাদের একান্ত বাসনা জন্মেছে ওই ফলের জন্য, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে দয়া করে চলো আমাদের নিয়ে, আমাদের

[১]ছাসীস্মহ.।

এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভূ॥ ২৭

বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন্।
ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা॥ ২৮

ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ।
অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্॥ ২৯

সমেত্য তরসা প্রত্যগ্[১] দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী।
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্যসরৎ খলঃ[২]॥ ৩০

পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ।
চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্ রুষা॥ ৩১

স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্॥ ৩২

তেনাহতো মহাতালো[৩] বেপমানো বৃহচ্ছিরাঃ।
পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোঽপি চাপরম্॥ ৩৩

বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ।
তালাশ্চকম্পিরে সর্বে মহাবাতেরিতা ইব॥ ৩৪

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতঃপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥ ৩৫

ততঃ কৃষ্ণং চ রামং চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে।
ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্বে সংরব্ধা হতবান্ধবাঃ॥ ৩৬

এই ফল-ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করাও'॥ ২৬ ॥

সুহৃদগণের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম হেসে ফেললেন। অমিত সামর্থ্যসম্পন্ন তাঁদের পক্ষে এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করা এমন কিছু বড়ো ব্যাপার ছিল না। তাই তাদের মনস্তুষ্টি বিধানের ইচ্ছায় তাঁরা সেই গোপবালকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সেই তালবনের দিকে চললেন॥ ২৭ ॥ সেখানে পৌঁছে বলরাম মত্ত হাতির মতো তালগাছগুলিকে দুহাতে ধরে প্রচণ্ড জোরে নাড়া দিতে লাগলেন, আর তার ফলে প্রচুর তাল গাছের থেকে মাটিতে পড়তে লাগল॥ ২৮ ॥ তালফল পড়ার শব্দ শুনে গর্দভরূপধারী সেই অসুর গাছপালা সমেত সমস্ত বনভূমি কম্পিত করে মহাবেগে তাঁর দিকে দৌড়ে এল॥ ২৯ ॥ প্রচণ্ড বলশালী সেই দুষ্ট অসুর দ্রুতগতিতে বলরামের কাছে এসে নিজের পেছনের দুই পা দিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করেই গর্দভের মতো ডাকতে ডাকতে ছুটে দূরে চলে গেল॥ ৩০ ॥ মহারাজ! তারপরেই আবার সে ক্রোধভরে শব্দ করতে করতে বলরামের দিকে ছুটে এল এবং তাঁর দিকে পিছন ফিরে সরোষে পিছনের পা দুটি নিক্ষেপ করল॥ ৩১ ॥ বলরাম তৎক্ষণাৎ তার সেই পা দুটি ধরে ফেলে একহাতেই তাকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে লাগলেন। তাতেই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে তিনি তার দেহটি একটি তালগাছের ওপর ছুঁড়ে মারলেন॥ ৩২ ॥ তার আঘাতে সেই প্রকাণ্ড মস্তকবিশিষ্ট বিশাল তালগাছটি কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে পড়ল। তার ধাক্কা লেগে পাশের গাছ, আবার সেটির ধাক্কায় তার পাশের গাছ—এইভাবে একের পর এক বহু তালগাছ ধরাশায়ী হল॥ ৩৩ ॥ এইভাবে বলরাম-কর্তৃক অবলীলায় নিক্ষিপ্ত সেই গর্দভরূপী ধেনুকাসুরের দেহের আঘাতের ক্রম-পরিণতিতে সেখানকার সমস্ত তালগাছই এমনভাবে কাঁপতে লাগল, যেন তারা প্রবল ঝড়ের দ্বারা চালিত হচ্ছে॥ ৩৪ ॥ পরীক্ষিৎ! বলরামরূপী ভগবান অনন্তদেব তো স্বয়ং জগদীশ্বর। তাঁরই মহান স্বরূপে বিশ্বসংসার ওতপ্রোত রয়েছে, যেমন সুত্রসমূহে বস্ত্র গ্রথিত থাকে। সুতরাং তাঁর পক্ষে এই কাজ (ধেনুকাসুর বধ) এমন কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়॥ ৩৫ ॥ এদিকে ধেনুকাসুরের নিধনে, তার যত জ্ঞাতি-বান্ধব ছিল, তারা মহাক্রোধে চিৎকার করতে করতে কৃষ্ণ এবং বলরামের দিকে ছুটে এল॥ ৩৬ ॥

[১]পশ্চাদ্। [২]খরঃ। [৩]তালঃ পতমানো।

তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া।
গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোৎতৃণরাজসু॥ ৩৭

ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ।
ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্॥ ৩৮

তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ॥ ৩৯

অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।
তৃণং চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে॥ ৪০

কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাব্রজৎ॥ ৪১

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্ ।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরনুগীতকীর্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ॥ ৪২

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ[১]-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্॥ ৪৩

তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে।
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ॥ ৪৪

আক্রমণকারী সেই অসুরেরা কাছে আসামাত্রই কৃষ্ণ এবং বলরাম অবলীলায় তাদের পিছনের পা ধরে তালগাছগুলিতে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন॥ ৩৭ ॥ তখন সেখানকার ভূমিতে রাশি রাশি খসে পড়া তালফল, তালগাছের ভাঙা মাথা এবং মৃত দৈত্যদের দেহে আকীর্ণ হয়ে মেঘে ঢাকা আকাশের শোভা ধারণ করল॥ ৩৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের এই বীরত্বপূর্ণ কর্ম অবলোকন করে দেবতা, গন্ধর্ব প্রভৃতি সকলেই মহানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করে বাদ্য বাজিয়ে স্তুতিগান করতে লাগলেন॥ ৩৯ ॥ ধেনুকাসুর নিহত হওয়ায় এর পর থেকে সেই বনে মানুষেরা নির্ভয়ে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো তালফল ভক্ষণের সুযোগ পেল এবং গবাদি পশুরাও সেখানকার তৃণভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণের স্বাধীনতা লাভ করল॥ ৪০॥

এরপর কমলদললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সঙ্গে ব্রজে ফিরে এলেন। সঙ্গী গোপবালকেরা তখন তাঁর স্তুতি করতে করতে পিছন পিছন আসছিল ; ভগবানের লীলাসমূহের শ্রবণ ও কীর্তন তো সর্বদাই পুণ্যজনক, তাঁর অনুগামীদের তাতে স্বতই রুচি॥ ৪১ ॥ গোরুর খুরের ধূলিতে তখন শ্রীকৃষ্ণের মাথার চুলগুলি ধূসরিত, সেই চুলে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া আর বনের ফুল গাঁথা, বিশাল দুটি অপরূপ নয়নে করুণাদৃষ্টি, অধরে মধুর হাসি ; বাঁশির মোহন তানে তিনি সকলের মন উন্মন করে তুলছেন, অনুগামী গোপবালকেরা তাঁর কীর্তিগাথা গাইতে গাইতে চলেছেন, এই অপরূপ দৃশ্যটি দর্শনের জন্য বিরহ-পিপাসিত নয়নে অপেক্ষমান গোপীরা সবাই মিলে সাগ্রহে ছুটে এলেন॥ ৪২ ॥ তাঁদের কালো হরিণ-চোখের দৃষ্টি এক ঝাঁক কালো ভ্রমরের মতো উড়ে গেল ভগবানের সেই প্রস্ফুট পদ্মের মতো মুখটির দিকে, তার মধু পান করে শান্ত হল তাঁদের সারাদিনের বিরহের জ্বালা। ভগবানও তাঁদের কাছে সলজ্জ হাসি আর গভীর ভাবময় চিত্তবৃত্তির সূচক তির্যক দৃষ্টিতে অবলোকনের অভ্যর্থনা লাভ করে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন॥ ৪৩ ॥ পুত্রস্নেহে আকুল দুই মা যশোদা এবং রোহিণী দিনশেষে তাঁদের আদরের ধন কৃষ্ণ-বলরামকে বুকে পেয়ে প্রাণের যত পরম কল্যাণ-কামনায় তাঁদের অভিষিক্ত করতে লাগলেন। তাঁদের নিত্য-প্রবহমান স্নেহধারা উপলক্ষ্য-ভেদে নব নব রূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, এখনও তাই তাঁদের ইচ্ছা এবং কালের উপযোগী আদর-যত্নের

[১]মসৌরভমক্ষি.।

গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দনাদিভিঃ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ॥ ৪৫

জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে॥ ৪৬

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ ক্বচিৎ।
যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ॥ ৪৭

অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ।
দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্তা বিষদূষিতম্॥ ৪৮

বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ।
নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্বে সলিলান্তে[১] কুরূদ্বহ॥ ৪৯

বীক্ষ্য তান্ বৈ তথা ভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ॥ ৫০

তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায়[২] জলান্তিকাৎ।
আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্বে বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্॥ ৫১

অন্বমংসত তদ্ রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ॥ ৫২

মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকল॥ ৪৪ ॥ মায়েদের নিপুণ হাতে শরীরের মার্জনা, তৈলাদি মর্দন, স্নান-অনুলেপন ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের সারাদিনের পথশ্রম দূর হয়ে গেল। সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে দিব্য মাল্য ও গন্ধে সজ্জিত হলেন তাঁরা॥ ৪৫ ॥ সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করলেন জননীদ্বয়, তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন সারা হল দুই পুত্রের। তারপর কোমল সুখশয্যায় শয়ন করিয়ে জননীরা তাঁদের সর্বাঙ্গে আদরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, ধীরে ধীরে দুই ভাইয়ের চোখে নেমে এল গভীর নিদ্রার সুখাবেশ। ব্রজেও তখন নেমে এসেছে শান্তিময়ী রাত্রি॥ ৪৬ ॥

সর্বৈশ্বর্যশালী ভগবানের দিন এইভাবে কাটছিল সেই বৃন্দাবনে। এরই মধ্যে কোনো একদিন তিনি সখা-পরিবেষ্টিত হয়ে যমুনাতটে গেলেন। মহারাজ ! সেদিন কিন্তু বলরাম তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। ৪৭ ॥ তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড তাপে গোরু এবং গোপবালকেরা সকলেই আকুল হয়ে উঠেছিল, তৃষ্ণায় তাদের কণ্ঠ শুষ্ক হয়ে যাচ্ছিল। তাই তারা নিকটস্থ যমুনার (হ্রদের) অতি ভয়ংকর বিষাক্ত জলই পান করল॥ ৪৮ ॥ কুরুকুলপ্রদীপ পরীক্ষিৎ ! দৈববশেই সেদিন তাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়েছিল, ভবিতব্য কে খণ্ডন করতে পারে ! সেই বিষ-জল পান করা মাত্রই তারা সকলে প্রাণহীন হয়ে যমুনার তটে পড়ে রইল॥ ৪৯ ॥ যোগেশ্বরগণেরও যিনি ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ তাদের সেই অবস্থা দর্শন করে তাঁর অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির সাহায্যে তাদের পুনর্জীবন দান করলেন। শ্রীকৃষ্ণই যে তাদের প্রভু, তাদের রক্ষাকর্তা, তাদের সর্বস্ব॥ ৫০ ॥ চেতনা ফিরে আসতেই তারা সেই জলের ধার থেকে উঠে পড়ল, সমস্ত ঘটনাই স্মরণে এল। তারা পরম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল॥ ৫১॥ মহারাজ ! শেষ পর্যন্ত তারা এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, তারা যে বিষাক্ত জল পান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও জীবন ফিরে পেল, তা শ্রীভগবানের করুণাদৃষ্টিরই ফল॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[৩] ধেনুকবধো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে ধেনুকাবধ-নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

[১]মূর্চ্ছিতা বৈ। [২]উত্থায় চ। [৩]বালক্রীড়ায়াং পঞ্চ।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

কালিয় নাগের প্রতি অনুগ্রহ

(কালিয়ের প্রতি কৃপা)

শ্রীশুক[১] উবাচ

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, মহাবিষধর কালিয় নাগ যমুনার (হ্রদের) জল বিষাক্ত করে দিয়েছে। তাই যমুনাকে শুদ্ধ করবার ইচ্ছায় তিনি সেই সাপকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করলেন॥ ১ ॥

রাজোবাচ

কথমন্তর্জলেঽগাধে ন্যগৃহ্ণাদ্ ভগবানহিম্।
স বৈ বহুযুগাবাসং যথাঽঽসীদ্ বিপ্র কথ্যতাম্॥ ২

ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূম্নঃ স্বচ্ছন্দবর্তিনঃ।
গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্॥ ৩

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে পূজনীয় ব্রহ্মবিদ আচার্যদেব ! যমুনার অগাধজলের মধ্যে ভগবান কীভাবে সেই ভয়ংকর সর্পকে দমন করলেন ? কালিয় নাগ তো জলচর জীবও নয়, তাহলে সে অতি দীর্ঘ সময় সেখানে কী করে এবং কেনইবা বাস করছিল—এসব বিষয় আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন॥ ২ ॥ ব্রহ্মস্বরূপ মহাত্মন্! ভগবান অনন্তস্বরূপ এবং সর্বথা স্বতন্ত্র, নিজের ইচ্ছানুসারে তিনি কত অপরূপ লীলার প্রকাশ ঘটান—মানুষের তুচ্ছ যুক্তি-বুদ্ধিতে যার কোনো নাগাল পাওয়া যায় না। তাই আপনার মতো অপরোক্ষ-সাক্ষাৎকারশালী মহাত্মার মুখ থেকে গোপাল-বেশী ব্রহ্মের উদার লীলাপ্রসঙ্গরূপ অমৃত আস্বাদনের সৌভাগ্য থেকে কে বঞ্চিত হতে চাইবে, কার শ্রবণাকাঙ্ক্ষা বা অতৃপ্তি উত্তরোত্তর না বৃদ্ধি পাবে ? ৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ

কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্হ্রদঃ কশ্চিদ্ বিষাগ্নিনা।
শ্রপ্যমাণপয়া[২] যস্মিন্ পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ॥ ৪

বিপ্রুষ্মতা বিষোদোর্মিমারুতেনাভিমর্শিতাঃ।
ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! যমুনার সংলগ্ন একটি হ্রদ* ছিল কালিয়ের আবাসস্থল। কালিয়ের প্রচণ্ড বিষের তাপে তার জল সর্বদাই টগবগ করে ফুটত। এমনকি তার ওপর দিয়ে কোনো পাখি উড়ে গেলে সেই তাপে দগ্ধ হয়ে তার মধ্যে পড়ে যেত॥ ৪ ॥ সেই বিষাক্ত জলের ঢেউ এবং তার ওপর দিয়ে বয়ে আসা বায়ুর দ্বারা বাহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার স্পর্শে তার তীরের গাছপালা, পশু-পাখি ইত্যাদি সমস্ত সচল ও অচল প্রাণীই মারা পড়ত॥ ৫ ॥

তং চণ্ডবেগবিষবীর্যমবেক্ষ্য তেন
দুষ্টাং নদীং চ খলসংযমনাবতারঃ।
কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গা-
দাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্ বিষোদে॥ ৬

পরীক্ষিৎ ! ভগবান তো দুষ্টের দমনের জনাই

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]শ্রপ্যমাণং পয়ো।

*নদী গতিপথ ঈষৎ পরিবর্তন করায় মূলস্রোতের নিকটবর্তী হয়েও পৃথকভাবে বদ্ধ অবস্থায় স্থিত জলরাশি বা কুণ্ড যার জল বর্ষাদির কারণে উদ্বেল হয়ে নদীর মূলধারাতে মিশতে পারে।

সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগ-
সংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ।
পর্যক্প্লুতো বিষকষায়বিভীষণোর্মি-
র্ধাবন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ।। ৭

তস্য[১] হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণ-
বার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য।
আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য
চক্ষুঃশ্রবাঃ সমসরৎতদমৃষ্যমাণঃ।। ৮

তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং
শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং
সন্দশ্য মর্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ।। ৯

তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্ট-
মালোক্য তৎ প্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা
দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ।। ১০

অবতীর্ণ হন। তিনি দেখলেন যে, ওই কালিয় নাগের বিষের ক্ষমতা অতি প্রচণ্ড, সেই বিষের বলেই সে বলীয়ান এবং যমুনা নদীর জলও তার বিষের প্রভাবে দূষিত হয়ে উঠছে। তখন তিনি এর প্রতিকারকল্পে নিজের কোমরের কাপড় দৃঢ়ভাবে বেঁধে নিয়ে অত্যুচ্চ একটি কদম গাছে উঠলেন এবং নিজের বাহুযুগলে দুই করতলের দ্বারা (মল্লদের বাহবাস্ফোটের মতো) আঘাত করে সেই গাছের থেকে ওই হ্রদের বিষাক্ত জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন॥ ৬ ॥ সেই সর্পহ্রদের জল পূর্ব হতেই কালিয়ের বিষে ফুটতে থাকায় কিছু পরিমাণে উত্তাল ছিল। এখন পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পতনে তা ভীষণভাবেই সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, বিষের প্রভাবে কষায়বর্ণের সেই জলে তুমুল ঢেউয়ের সৃষ্টি হল এবং তা উচ্ছ্বসিত হয়ে চার দিকে শতধনু বা চারশো হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। অবশ্য যাঁর বলবীর্যের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, সেই ভগবানের দিক থেকে বিচার করলে এটি বিশেষ কোনো ব্যাপার নয়॥ ৭ ॥ মত্ত গজরাজের মতো প্রবল বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই হ্রদে উদ্দাম জলক্রীড়া করতে থাকলে তাঁর বাহুর আঘাতে জল তোলপাড় হয়ে প্রবল শব্দের সৃষ্টি হল। সেই শব্দ শুনে এবং নিজের বাসস্থানটি লণ্ডভণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছে দেখে তা সহ্য করতে না পেরে সেই চক্ষুঃশ্রবা (চোখের দ্বারা শোনে যে, সাপ) কালিয় দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হয়ে এল॥ ৮ ॥ সামনে এসে সে যা দেখল, তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া মুশকিল। সে দেখল, এক অপরূপ সুন্দর বালক মূর্তি—তার গায়ের রঙ বর্ষাকালের মেঘের মতো কোমল শ্যামল, তার বুকে স্বর্ণবর্ণ শ্রীবৎস চিহ্ন, পরিধানে পীতবসন, মধুর মুখে মধুর হাসি, তার পদতল কোমল এবং রক্তাভ, যেন পদ্মফুলের অভ্যন্তরভাগ। এমন মনোহর রূপ দেখেও কিন্তু কালিয় মুগ্ধ হল না, বরং সে যখন দেখল যে এই বালকটি বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে মহানন্দে জলের মধ্যে ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত হয়েছে, তখন সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর মর্মস্থানে দংশন করে নিজের শরীর দিয়ে তাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল॥ ৯ ॥ নাগপাশে বদ্ধ অবস্থায় তাঁকে কোনোরকম চেষ্টা বা নড়াচড়া করতে না দেখে তাঁর প্রিয়

[১]তস্মিন্ হ্রদে।

গাবো বৃষা বৎসতর্যঃ ক্রন্দমানাঃসুদুঃখিতাঃ।
কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব তস্থিরে॥ ১১

অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা হ্যতিদারুণাঃ।
উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ॥ ১২

তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ।
বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতম্॥ ১৩

তৈর্দুর্নিমিত্তৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ।
তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ॥ ১৪

আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্বেঽঙ্গ[১] পশুবৃত্তয়ঃ।
নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্ দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥ ১৫

তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ॥ ১৬

তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ।
ভগবল্লক্ষণৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটম্॥ ১৭

সখা গোপবালকেরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। তারা তো তাদের নিজ শরীর, বান্ধব-স্বজন, ধনসম্পত্তি, পরিবার-পরিজন, ভোগ-বাসনা প্রভৃতি সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণেই সমর্পণ করে দিয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তারা আর কিছুই জানত না। তাই এখন তারা দুঃখে, আশঙ্কায়, ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে মূর্ছাগ্রস্তের মতো ভূমিশয্যা নিল॥ ১০ ॥ গাভী, বৃষ এবং বাছুরেরাও প্রবল দুঃখে আক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। তারা ভয়বিহ্বল হয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, তাদের দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তারা কাঁদছে। তাদের দৃষ্টি কিন্তু স্থিরভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল॥ ১১ ॥

এদিকে সেই সময়েই ব্রজে আসন্ন অমঙ্গলসূচক তিন প্রকারের অতি ভয়ংকর উৎপাত—ভূমিতে (ভূমিকম্প-জাতীয়), আকাশে (উল্কাপাত ইত্যাদি) এবং সেখানকার অধিবাসীদের দেহে (নেত্রস্ফুরণাদি) ঘটতে শুরু করল॥ ১২ ॥ এইসব দুর্নিমিত্ত দর্শন করে নন্দ প্রমুখ গোপগণ খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, সেদিন কৃষ্ণ বলরামকে ছাড়াই গোচারণে গেছেন ; তখন তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ভীত হয়ে পড়লেন॥ ১৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বা প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। তাই ওই সব দুর্লক্ষণ থেকে তাঁরা ধরে নিলেন যে, আজ নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাঁদের প্রাণ, তাঁদের মন, তাঁদের যথাসর্বস্ব। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা মনে উদিত হওয়ামাত্রই তাঁরা দুঃখে, শোকে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন॥ ১৪ ॥ প্রিয় পরীক্ষিৎ! ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেরই হৃদয়বৃত্তি ছিল গাভীদেরই মতো, অত্যন্ত কোমল এবং বাৎসল্যপূর্ণ। তখন শ্রীকৃষ্ণের বিপদাশঙ্কায় তাঁরা একান্ত কাতর হয়ে সকলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, মনে তাঁদের একটিই সুতীব্র অভিলাষ, কৃষ্ণের দর্শনলাভ॥ ১৫ ॥ অবশ্য বলরাম তো স্বরূপত ভগবানেরই বিগ্রহান্তর, ছোটো ভাইটির প্রভাব তাঁর কিছু অজানা ছিল না। ব্রজবাসীদের এই কাতরতা, এই আর্তি, তাঁকে স্পর্শ করেনি ; বরং এসব দেখে তাঁর হাসিই পাচ্ছিল। অবশ্য প্রকাশ্যে তিনি কোনো কথাই বলেননি, নিজের মনোভাব নিজের মধ্যেই গোপন রেখেছিলেন॥ ১৬ ॥ ব্রজবাসীরা নিজেদের প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে রত হলেন। কাজটি অবশ্য

[১]সর্বে বৈ।

তে তত্র তত্রাব্জযবাঙ্কুশাশনি-
ধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্‌পতেঃ।
মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে
নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ॥ ১৮

অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ
কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে।
গোপাংশ্চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশূংশ্চ
সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্তাঃ॥ ১৯

গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে
তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ
শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্॥ ২০

তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রবিষ্টাং[১]
তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ।
তাস্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্
কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ॥ ২১

বিশেষ কঠিন ছিল না, কারণ ভগবানের চরণচিহ্নে ধ্বজ, বজ্র ইত্যাদি অঙ্কিত থাকত, তাঁর গমন-পথ এসবের দ্বারাই সূচিত হত। সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে তারা যমুনাতটের দিকে চলতে লাগলেন॥ ১৭ ॥

পরীক্ষিৎ ! পথের মধ্যে গোরুদের খুরচিহ্ন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য গোপবালকদের পদচিহ্নও সর্বত্রই অঙ্কিত ছিল, আর তারই মধ্যে মধ্যে কতকগুলি বিশেষ চরণচিহ্নও লক্ষ করা যাচ্ছিল। সেগুলির মধ্যে পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, বজ্র এবং ধ্বজ-সদৃশ রেখা-সংস্থান দেখে সেগুলি বিশ্বপতির পদপাতের নির্দেশক বলে বুঝতে পারা যাচ্ছিল সহজেই এবং তাই দেখে দেখে তাঁরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেন॥ ১৮ ॥ দূর থেকেই তাঁরা দেখতে পেলেন, হ্রদের মধ্যে কালিয় নাগের শরীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন, তাঁর শরীরের কোনো নড়াচড়া নেই, হ্রদের তীরে গোপবালকেরা অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং তাদের গোরুগুলিও চারপাশে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আর্তনাদ করছে। এইসব দেখে তাঁরাও একেবারে বিহ্বল এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, তাঁদের চিন্তাশক্তি এবং চৈতন্য যেন লুপ্ত হয়ে গেল॥ ১৯ ॥ শ্রীগোবিন্দের প্রতি প্রীতিরাগে যাঁদের চিত্ত ছিল রঞ্জিত, সেই গোপ-ললনাগণের দশাও হল অত্যন্ত করুণ, দুঃখ যেন আগুন হয়ে তাঁদের হৃদয় দগ্ধ করতে লাগল। তাঁদের মনে তো অনন্ত গুণধাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ভিন্ন অন্য কোনো ভাবই স্থান পেত না, সর্বদাই তাঁর প্রণয়, তাঁর মধুর হাসি, তাঁর প্রেমঘন দৃষ্টি, তাঁর শ্রবণরসায়ন কথামৃত, এই সবের স্মরণেই তাঁরা মগ্ন হয়ে থাকতেন। যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের সেই প্রিয়তম মোহন কালসর্পের গ্রাসে পতিত হয়ে মৃতবৎ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করছেন তখন ত্রিভুবন তাঁদের কাছে শূন্য বোধ হতে লাগল, প্রিয়হীন জগতের কোনো অস্তিত্বই যেন তাঁদের কাছে রইল না॥ ২০ ॥ মা যশোদাও তাঁর প্রিয়তম পুত্রের অনুসরণে সেই কালিয়হ্রদে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, অন্যান্য গোপীরা তাঁকে ধরে ফেললেন। তাঁদের হৃদয়ও পীড়িত হচ্ছিল একই রকম ব্যথায়, চোখে ঝরছিল অশ্রুধারা। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শ্রীকৃষ্ণের

[১]প্রতপ্তাং।

কৃষ্ণপ্রাণান্নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্।
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ॥ ২২

মুখকমলে। যাঁদের শরীরে সামান্য চেতনা ছিল, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মনোহর বৃত্তান্তগুলি বর্ণনা করে যশোদা মাতাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু অধিকাংশেরই অবস্থা হয়েছিল মৃতের মতন, সচেতনতার কোনো লক্ষণই তাঁদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না॥ ২১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি গোপগণেরও জীবনস্বরূপ ছিলেন, তাই তাঁরাও শোকে কাতর হয়ে সেই হ্রদের জলে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বলরাম তা দেখে তাঁদের বহুপ্রকারে বুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে, কাউকে কাউকে বলপ্রয়োগ করেও নিবৃত্ত করলেন ; প্রকৃতপক্ষে তিনিও তো ভগবৎস্বরূপই, তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব তিনি সম্যক্ জানতেন॥ ২২ ॥

ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
সস্ত্রীকুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ।
আজ্ঞায় মর্ত্যপদবীমনুবর্তমানঃ
স্থিত্বা মুহূর্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ॥ ২৩

পরীক্ষিৎ ! সাপের কাছে এই বন্ধন-স্বীকার প্রকৃতপক্ষে ভগবানের মানুষ-সুলভ আচরণের এক লীলামাত্র ছিল। যখন তিনি দেখলেন যে, তিনি ছাড়া যাদের অন্য কোনো গতি বা রক্ষাকর্তা নেই, সেই সকল ব্রজবাসী তাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ তাঁরই জন্য প্রবল দুঃখে পীড়িত হয়ে অসহায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, তখন মাত্র এক মুহূর্তের জন্য সেই নাগপাশের বন্ধন সহ্য করে তারপরই তিনি তার থেকে বেরিয়ে এলেন॥ ২৩ ॥ প্রকৃতপক্ষে ভগবান তখন নিজের শরীরটিকে ক্রমশ বর্ধিত করতে থাকায় কালিয়ের দেহই ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হল, সেই কষ্টের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে তাড়াতাড়ি পাক খুলে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু তার ফলে সে ক্রোধেও উন্মত্ত হয়ে উঠল। সে তখন তার ফণাগুলি উঠিয়ে তীব্র নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে শ্রীহরির দিকে তার দৃষ্টি নিশ্চলভাবে নিবদ্ধ করে তাকিয়ে থাকল। তার নাসারন্ধ্র দিয়ে তখন বিষ নির্গত হচ্ছিল, চোখ হয়ে উঠেছিল তপ্ত কপালের (মাটির খোলা, যা আগুনের মধ্যে স্থাপন করে পিষ্টকাদি প্রস্তুত করা হয়) মতো অগ্নিবর্ণ, মুখ দিয়েও সে অগ্নি উদ্গিরণ করছিল॥ ২৪ ॥ ভগবান কিন্তু তার সঙ্গে শুরু করলেন এক প্রাণান্তক খেলা, যে খেলা গরুড় খেলেন নিজের বধ্য সাপের সঙ্গে। অতি দ্রুত নিজের অবস্থান-ভঙ্গি পরিবর্তন করতে করতে ভগবান তার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, কালিয়ও সেই সঙ্গে তাঁকে দংশন করবার সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে সেইভাবে ঘুরতে লাগল। তখন সে তার দ্বিধা-বিভক্ত জিভ দিয়ে নিজের মুখের দুই প্রান্ত লেহন করছিল,

তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগ-
স্ত্যক্ত্বোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ।
তস্থৌ শ্বসঞ্ছ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষ-
স্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ॥ ২৪

তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং
দ্বে সৃক্বণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো
বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ॥ ২৫

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংস-
মানম্য তৎ পৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-
পাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত ॥ ২৬

তং নর্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়-
গন্ধর্বসিদ্ধসুরচারণদেববধ্বঃ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-
পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ॥ ২৭

যদ্ যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণ-
স্তত্তন্ মমর্দ খলদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।
ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃঙ্
নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ॥ ২৮

তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বমতঃ[১] শিরঃসু
যদ্ যৎ সমুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ।
নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব
পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ॥ ২৯

তার কুটিল-করাল চোখ দিয়ে নির্গত হচ্ছিল বিষাক্ত আগুনের জ্বালা॥ ২৫ ॥ এইভাবে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতে করতে কালিয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে লাগল, তার শরীরের শক্তি ক্রমশ কমে আসতে লাগল। তখনও অবশ্য সে মাথা উঁচু করেই ছিল, আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে তার সেই উঁচু কাঁধের ওপরে চাপ দিয়ে তা নামিয়ে দিয়ে তার বিশাল বিস্তৃত ফণাগুলির ওপরে উঠে পড়লেন। কালিয়ের মস্তকগুলিতে অনেক উজ্জ্বল নাগমণি ছিল, সেগুলি থেকে বিকীর্ণ হচ্ছিল রক্তিম ছটা। তার স্পর্শে ভগবানের রাতুল পাদপদ্মের রক্তাভা আরও বৃদ্ধি পেল। কালিয় নাগের মস্তকে আরূঢ় সেই নিখিল কলাবিদ্যার আদিগুরু শ্রীভগবান তখন অপরূপ নৃত্যলীলা আরম্ভ করলেন॥ ২৬ ॥ নটকিশোরের সেই নৃত্যের উদ্যোগ দেখামাত্রই তাঁর চিরভক্ত গন্ধর্ব, সিদ্ধ, দেবতা, চারণ এবং দেবাঙ্গনাগণ মহানন্দে মৃদঙ্গ, পণব (ঢোল), আনক (ঢাক) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসহ গান ও পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে নিজেদের প্রণতি ও অর্ঘ্য নিবেদন এবং সেই সঙ্গে এই অভিনব লীলা প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন॥ ২৭ ॥ পরীক্ষিৎ! সেই কালিয়নাগের ছিল একশো একটি মস্তক। সেইগুলির মধ্যে যেটিকেই সে নত না করছিল, ভগবান নৃত্যচ্ছলে প্রচণ্ড পদাঘাতে সেটিকেই দলিত করছিলেন। তিনি যে দুষ্টের পক্ষে অতি কঠিন দণ্ডদাতা। এর ফলে ধীরে ধীরে কালিয়ের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নাক-মুখ দিয়ে প্রবল বেগে রক্ত বমন করছিল সে এবং শারীরিকভাবে চরম বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল॥ ২৮ ॥ অবশ্য তখনও সে চোখ দিয়ে বিষ উদ্গিরণ করছিল এবং অতি ক্রুদ্ধভাবে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল। কিন্তু নৃত্যলীলাচঞ্চল সেই অপরূপ বালকটির থেকে তার নিস্তার ছিল না, যে মস্তকটিই সে উন্নত করছিল, সেটির ওপরেই তৎক্ষণাৎ নেমে আসছিল অনিবার্য আঘাত, সর্বাশ্চর্যময়ের কোমল পদপঙ্কজ তার শিরে বজ্রের মতো পতিত হয়ে তা নমিত, দলিত এবং মথিত করে দিচ্ছিল। নাগের নাক-মুখ দিয়ে নিঃসৃত রক্তের বিন্দু স্বভাবতই ছিটকে এসে লাগছিল সেই

[১]প্রাচীন বইতে 'তস্যাক্ষিভির্গরল.............' থেকে '............ মনসা জগাম' পর্যন্ত পুরো দুটি শ্লোক নেই।

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্ণফণাতপত্রো
রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম॥ ৩০

কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোহতিভরাবসন্নং
পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্ণফণাতপত্রম্।
দৃষ্ট্বাহিমাদ্যমুপসেদুরমুষ্য পত্ন্য
আর্তাঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ॥ ৩১

তাস্তং সুবিগ্নমনসোহথ পুরস্কৃতার্ভাঃ
কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ।
সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্তু-
র্মোক্ষেপ্সবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ৩২

নাগপত্ন্য ঊচুঃ

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেহস্মিং-
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টে-
র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্॥ ৩৩

অনুগ্রহোহয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোহসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্ দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোহপি তেহনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥ ৩৪

চরণদুটিতে, যেন পুরাণপুরুষের পূজা সম্পাদিত হচ্ছিল রক্তিম পুষ্পোপহারে॥ ২৯ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ! বিচিত্র সেই তাণ্ডবনৃত্যের অভিঘাতে কালিয়ের ছত্রসদৃশ ফণারাজি ছিন্নভিন্ন এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল, সেইসঙ্গে মুখসমূহ দিয়ে প্রচুর রক্ত-বমন হওয়ায় সে একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হল। এই চরম বিপদের কালে তার নিখিল-চরাচর গুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণের কথা স্মৃতিপথে উদিত হল, সে মনে মনে তাঁরই শরণ নিল॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুর্বহ ভারে কালিয়ের শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে, তাঁর পার্ষ্ণির (গোড়ালির) প্রহারে তার ফণারূপ ছত্রও ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত—এই অবস্থায় তাকে দেখে তার পত্নীরা অত্যন্ত কাতরহৃদয়ে বিপদের ত্রাণরূপে সেই আদিপুরুষ ভগবানেরই চরণছায়ার অভয় আশ্রয় গ্রহণ করল ; চরম মানসিক উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় তখন তারা যেন নিজেদের দেহাদির বোধও হারিয়ে ফেলেছিল, তাদের বসন-ভূষণ বিস্রস্ত, কেশবন্ধন শিথিল হয়ে গেলেও সে সম্পর্কে তাদের কোনো চেতনাই ছিল না॥ ৩১ ॥ সেই সাধ্বী নাগপত্নীগণ ব্যাকুলহৃদয়ে নিজেদের শিশু-সন্তানদের সম্মুখে নিয়ে সেখানে এসে মাটিতে (জলতলে অথবা তীরে) লুটিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সর্বভূতের অধীশ্বর শ্রীভগবানকে প্রণাম করল। তাদের স্বামী কালিয় নাগ অপরাধী হলেও ভগবান তো শরণাগত-বৎসল, তাই সেই কালিয়ের মুক্তিকামনায় তারা তাঁরই শরণ গ্রহণ করল॥ ৩২ ॥

নাগপত্নীগণ বলল—প্রভু! দুষ্টদের নিগ্রহের জনাই আপনার পৃথিবীতে এই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ, সুতরাং এই অপরাধীর (আমাদের স্বামীর) প্রতি আপনি যে দণ্ড বিধান করেছেন তা সর্বথা উচিতই হয়েছে। আপনার দৃষ্টিতে তো শত্রু এবং পুত্রের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তাই আপনি যখন কাউকে দণ্ড দেন তখন তার মধ্যে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান এবং সেই সঙ্গে তার পরম কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যই নিহিত থাকে॥ ৩৩ ॥ প্রকৃতপক্ষে আপনার এই দণ্ডপ্রদান আমাদের প্রতি অপার অসীম অনুগ্রহেরই প্রকাশ। কারণ আপনার প্রদত্ত দণ্ডের দ্বারা অসৎ ব্যক্তির সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। এই আমাদের পতি কালিয় নাগ, যে পূর্ব হতেই পাপাচরণের ফলে অপরাধী হয়ে আছেন, তা তো এঁর সর্প জাতির

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্বং
নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্মোঽথবা সর্বজনানুকম্পয়া
যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্বজীবঃ।। ৩৫

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাঽঽচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা।। ৩৬

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ।। ৩৭

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ-
স্তমোজনিঃ ক্রোধবশোঽপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্ বিভবঃ সমক্ষঃ।। ৩৮

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে।। ৩৯

মধ্যে জন্মলাভ থেকেই প্রমাণিত হয়। এইজন্যই আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনার এই ক্রোধকে পরম অনুগ্রহ বলেই মনে করছি।। ৩৪ ।। কোনো পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে যেমন এঁর সর্পযোনি লাভ হয়েছে, তেমনই আবার পূর্বের কোনো জন্মে ইনি অশেষ সুকৃতি অর্জনও করেছেন, নতুবা আপনার স্পর্শলাভের সৌভাগ্য এঁর হল কী করে ? হয়তো ইনি কোনো জন্মে নিজে সর্বথা মান-গর্বাদি পরিত্যাগ করে, অপরের প্রতি সর্বদা মান-প্রদর্শন করে সুতীব্র তপস্যা আচরণ করেছিলেন, অথবা সর্বজীবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ধর্মচর্যার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেছেন, যেজন্য সর্বজীব-স্বরূপ আপনি এঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।। ৩৫ ।। হে দেব ! আপনার চরণধূলি লাভের সৌভাগ্য তো সকলের ঘটে না, বরঞ্চ তা এতই দুর্লভ যে স্বয়ং আপনার অর্ধাঙ্গিণী লক্ষ্মীদেবীকে পর্যন্ত তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাবশত অতি দীর্ঘকাল সর্বভোগবাসনা বিসর্জন দিয়ে ব্রতচারিণী থেকে কঠোর তপস্যা করতে হয়েছিল। তাহলে ইনি (কালিয় নাগ) যে আপনার চরণকমলরেণু-স্পর্শের অধিকার লাভ করলেন, তা এঁর কোন্ সাধনার, কোন্ পুণ্যফলের প্রভাবে, তা আমরা বহুচিন্তা করেও নির্ণয় করতে পারছি না।। ৩৬ ।। প্রভু, যাঁরা আপনার চরণধূলির আশ্রয় লাভ করেছেন, সেই ভক্তগণ তো স্বর্গ অথবা পৃথিবীর সার্বভৌম আধিপত্য কিংবা রসাতলের (পাতালের) রাজত্বও প্রার্থনা করেন না। এমনকি তাঁরা ব্রহ্মার পদেরও অভিলাষী নন। অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা জন্ম-মৃত্যুচক্র থেকে মুক্তি বা মোক্ষও তাঁদের প্রলুব্ধ করতে পারে না।। ৩৭ ।। সকলের পক্ষেই পরম দুর্লভ আপনার সেই চরণধূলি, যা পাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছামাত্র অন্তরে পোষণ করলেও সংসারচক্রে ভ্রমণশীল জীবের ঐহিক-পারত্রিক সর্ববিধ অভীষ্ট সম্পদ এমনকি মোক্ষ পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ করতলগত হয়ে থাকে, এই নাগরাজ তমঃপ্রধান সর্পকুলে উৎপন্ন এবং একান্তরূপে ক্রোধরিপুর বশবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তা লাভ করলেন, এই অহৈতুকী করুণার রহস্য, হায় নাথ, মূঢ় আমরা কী করেই বা বুঝব ? ৩৮ ।।

অনন্ত অচিন্ত ঐশ্বর্যের নিত্য নিধি হে ভগবান ! আপনাকে প্রণাম। সকলের অন্তর্যামী হয়েও সর্বাতীত, সর্বাতিগ আপনি। সর্বপ্রাণীর, সকল পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ।। ৪০

কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে।। ৪১

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে।। ৪২

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে।। ৪৩

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ।। ৪৪

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ।। ৪৫

আপনি, আবার সর্বভূতরূপেও একমাত্র আপনিই বিরাজমান ; আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তির পূর্বেও আপনি বিদ্যমান ছিলেন ; কারণ আপনিই পরম কারণস্বরূপ এবং কারণেরও অতীত পরমাত্মা।। ৩৯ ।। সকল জ্ঞানের, সকল অনুভবের আপনিই পরম আধার। আপনার মহিমা, আপনার শক্তি, সবই অনন্ত। আপনার স্বরূপ অপ্রাকৃত, দিব্য, চিন্ময় ; কোনো প্রাকৃতিক গুণ বা বিকার আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। আপনিই পরম ব্রহ্ম—আপনাকে প্রণাম।। ৪০ ।। আপনিই প্রকৃতির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টিকারী কাল, আবার কালশক্তির আশ্রয় তথা কালের ক্ষণ-কল্প ইত্যাদি অবয়বসমূহের সাক্ষীও আপনিই। আপনি বিশ্বরূপ হয়েও বিশ্বের থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে তার দ্রষ্টা, নিমিত্তকারণরূপে তার স্রষ্টা এবং উপাদানকারণরূপেও আপনিই বর্তমান।। ৪১ ।। প্রভু ! পঞ্চভূত এবং সেগুলির তন্মাত্রসমূহ, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং এদের সকলের আশ্রয়স্বরূপ চিত্ত—এই সবই আপনি। তিনগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) এবং তাদের কার্য (দেহাদি) সমূহে উৎপন্ন অভিমানের দ্বারা আপনি (আপনারই অংশভূত জীবসমূহের থেকে) নিজের স্বরূপের অনুভবকে আবৃত করে রেখেছেন।। ৪২ ।। আপনি দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, অসীম। সূক্ষ্মের থেকে সূক্ষ্ম, কার্য-কারণের সমস্ত বিকারের মধ্যেও আপনি একরস, অবিকারী এবং সর্বজ্ঞ। 'ঈশ্বর আছেন অথবা নেই', 'তিনি সর্বজ্ঞ অথবা অল্পজ্ঞ' ইত্যাদি বহুবিধ মতভেদ অনুসারে সেই সেই মতবাদীদের কাছে তাদের নিজেদের অভীষ্ট তত্ত্বরূপেও আপনিই প্রতিভাত হয়ে থাকেন। শব্দের অর্থও যেমন আপনি, শব্দস্বরূপও তেমন আপনিই এবং এই উভয়ের সম্বন্ধ-ঘটয়িত্রী শক্তিও আপনিই। সর্বরূপেই আপনাকে প্রণাম।। ৪৩ ।। প্রত্যক্ষ-অনুমান-আদি যাবতীয় প্রমাণের (যাথার্থ্য-নিরূপক) মূল আপনিই। শাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি আপনার থেকেই ঘটেছে, আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। মনকে (কর্মাদি বিষয়ে) প্ররোচিত করার বিধিরূপে এবং তাকে সবকিছু থেকে প্রত্যাহৃত করার আজ্ঞারূপে যথাক্রমে প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গও আপনি এবং এই দুইয়ের মূল যে বেদ, তা-ও আপনিই। আপনাকে বার বার প্রণাম।। ৪৪ ।। আপনি শুদ্ধসত্ত্বময় বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, সংকর্ষণ

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে॥ ৪৬

অব্যাকৃতবিহারায়[১] সর্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশীলিনে॥ ৪৭

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রেঽস্য চ হেতবে॥ ৪৮

ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ প্রভো
গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্ ।
তত্তৎ স্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ
সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে॥ ৪৯

এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে ভক্ত উপাসকগণের পালক ; আপনি যাদবদের রক্ষাকর্তা। হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার চরণে পুনঃপুন প্রণত হচ্ছি আমরা॥ ৪৫ ॥ আপনি অন্তঃকরণ এবং তার বৃত্তিসমূহের প্রকাশক, সেগুলির দ্বারাই আবার আপনি নিজের স্বরূপ আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। অপরপক্ষে, আপনার স্বরূপের কিছু কিছু সংকেত, যা উপলব্ধিগোচর হয়, কখনো কোনো ক্ষণিক উদ্ভাস যে ঘটে থাকে, সেও তো আবার সেই অন্তঃকরণ এবং তার বৃত্তিগুলির মাধ্যমেই। এই সবেরই দ্রষ্টা বা সাক্ষীও আপনিই, স্বয়ং-প্রকাশ, স্ব-সংবেদ্য, নিজেই নিজের জ্ঞাতা, আপনাকে প্রণাম॥ ৪৬ ॥ অব্যাকৃতরূপা মূলা প্রকৃতি আপনার নিত্য বিহারভূমি (আপনার স্বরূপমহিমা সর্ববিচারবুদ্ধির অগোচর), সমগ্র ব্যাকৃত (ব্যক্ত, প্রকাশিত) জগৎ, যা স্থূল অথবা সূক্ষ্মরূপে অনুভবগোচর হয়ে থাকে, তার সিদ্ধি বা প্রামাণ্য আপনার সত্তাদ্বারাই নিরূপিত হয়। হে হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়সমূহের অধীশ্বর তথা প্রবর্তক) ! আপনি আত্মারাম, বাক্-এর অগোচর নিত্য-মৌনের যে ভূমি তাই আপনার 'স্ব'-ভাব, সেই আপনাকে নমস্কার॥ ৪৭ ॥ আপনি স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি সর্বপ্রকার গতির জ্ঞাতা এবং সকলের অধ্যক্ষ, সর্বসাক্ষী। নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চের যেখানে নিষেধ ঘটে থাকে, সেই বিশ্বাতীত অবস্থারও অবধি বা সীমা আপনি, আবার বিশ্বের অধিষ্ঠান হওয়ার কারণে বিশ্বরূপও আপনি। বিশ্বের অধ্যাস (ভ্রান্তি, মিথ্যা সত্তার ধারণা) এবং তার অপবাদ (নিরাকরণ)—দুইয়েরই সাক্ষী আপনি, অজ্ঞানকৃত বিশ্বের সত্যত্বভ্রান্তি এবং স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা তার আত্যন্তিক নিবৃত্তিরও কারণ আপনিই। আপনার চরণে প্রণাম॥ ৪৮ ॥

প্রভু ! কর্তৃত্বের অভাববশত আপনি কোনো কর্মই করেন না, সর্বথা নিষ্ক্রিয় আপনি, তথাপি অনাদি কালশক্তিকে ধারণ করে প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা আপনি এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহারের লীলা করে থাকেন। আপনার এই লীলাও তো অমোঘ ; আপনি যে সত্যসংকল্প ! কেবলমাত্র ঈক্ষণের দ্বারাই জীবগণের সুপ্ত সংস্কাররূপে স্থিত স্বভাবের উদ্বোধন বা জাগরণ ঘটানোর মাধ্যমেই আপনার এই বিশ্ব সৃষ্টিলীলা সংঘটিত

[১]কা.।

তস্যৈব তেঽমূস্তনবস্ত্রিলোক্যাং
শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং
স্থাতুশ্চ তে ধর্মপরীপ্সয়েহতঃ॥ ৫০

অপরাধঃ সকৃদ্ ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ॥ ৫১

অনুগৃহ্নীষ্ব ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্॥ ৫২

বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ॥ ৫৩

শ্রীশুক[১] উবাচ

ইত্থং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ।
মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জাঙ্‌ঘ্রিকুট্টনৈঃ॥ ৫৪

প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্।
কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৫৫

কালিয়[২] উবাচ

বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্‌গ্রহঃ॥ ৫৬

ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জনম্।
নানাস্বভাববীর্যৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি॥ ৫৭

হয়ে থাকে॥ ৪৯ ॥ ত্রিভুবনে তো মূলত তিন প্রকার জীবসৃষ্টি দেখা যায়, সত্ত্বপ্রধান শান্ত, রজঃপ্রধান অশান্ত এবং তমোগুণপ্রধান মূঢ়। এরা সকলেই আপনারই লীলামূর্তি। তাহলেও বর্তমানে সত্ত্বগুণপ্রধান শান্তজনেরাই আপনার বিশেষ প্রিয়, কারণ সাধুগণের রক্ষা এবং ধর্মের পরিপালন ও প্রসার সাধনের জন্যই আপনি এই পার্থিবলোকে অবতরণ এবং আনুষঙ্গিক কর্তব্যাদি-পালনরূপ লীলা স্বীকার করেছেন॥ ৫০ ॥ হে শান্তস্বরূপ ! নিজ প্রজার কৃত অপরাধ অন্তত একবার তো প্রভুর সহ্য করা উচিত। এই নাগ তো মূঢ়, আপনার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এঁকে আপনি ক্ষমা করুন॥ ৫১ ॥ হে ভগবান, দয়া করুন, এঁর প্রাণ যেতে বসেছে। আমরা অবলা স্ত্রীলোক, পতিহীন হলে স্ত্রীগণের দশা অতি শোচনীয় হয়ে থাকে, সাধুব্যক্তিগণ এইজন্য সর্বদাই স্ত্রীজাতির ওপর করুণাপরবশ হয়ে থাকেন। এই নাগ আমাদের স্বামী, আমাদের প্রাণস্বরূপ, আপনি আমাদের সেই প্রাণ দান করুন (এঁকে ছেড়ে দিন)॥ ৫২ ॥ আমরা আপনার দাসী, আদেশ করুন, আমরা আপনার কী সেবা করব ? আমরা তো জানি, শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার আজ্ঞা পালন করলে সর্বপ্রকার ভয়ের থেকে মুক্ত হওয়া যায়॥ ৫৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! নাগপত্নীগণ এইভাবে ভক্তিভরে ভগবানের স্তুতি করলে তিনি কৃপা করে সেই নাগকে ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁর পদাঘাতে তার ফণাগুলি ছিন্নভিন্ন এবং সে মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে॥ ৫৪ ॥ ধীরে ধীরে কালিয়ের প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহে চেতনার সঞ্চার হতে লাগল, সে অতি কষ্টে শ্বাস নিয়ে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলল॥ ৫৫ ॥

কালিয় নাগ বলল—নাথ ! আমরা তো জন্মগতভাবেই দুষ্টপ্রকৃতি, তমোগুণী এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিশোধ-স্পৃহা পোষণকারী অত্যন্ত ক্রোধন স্বভাব। নিজের স্বভাব ত্যাগ করা তো প্রাণীদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন—এই কারণেই তো সংসারে লোকেদের নানান দুরাগ্রহের বশে বহু দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়॥ ৫৬ ॥ বিশ্ববিধাতা ! আপনিই তো গুণভেদে এই জগতে নানাপ্রকারের স্বভাব, বীর্য, বল, যোনি, বীজ, চিত্ত এবং

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রাচীন বইতে 'কালিয় উবাচ' এই অংশটি নেই।

বয়ং চ তত্র ভগবন্ সর্পা জাত্যুরুমন্যবঃ।
কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্॥ ৫৮

ভবান্ হি কারণং তত্র সর্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ।
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্ বিধেহি নঃ॥ ৫৯

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্যমানুষঃ।
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতাং নদী॥ ৬০

য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ ভয়মাপ্নুয়াৎ॥ ৬১

যোঽস্মিন্[১] স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চেৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৬২

দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ।
যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্॥ ৬৩

শ্রীশুক[২] উবাচ

এবমুক্তো[৩] ভগবতা কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
তং পূজয়মাস মুদা নাগপত্ন্যশ্চ সাদরম্॥ ৬৪

দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ পরার্ধ্যৈরপি ভূষণৈঃ।
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া॥ ৬৫

আকৃতি নির্মাণ করেছেন॥ ৫৭ ॥ ভগবন্! আপনারই এই সৃষ্টিতে আমরা সর্পজাতিও রয়েছি, জন্ম থেকেই আমাদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল। আপনারই মায়ায় তো আমরা মোহিত, সুতরাং আমরা নিজেদের চেষ্টায় এই দুস্ত্যজ মায়াকে অতিক্রম করব কী করে? ৫৮ ॥ আপনি সর্বজ্ঞ, সমগ্র জগতের অধীশ্বর। আমাদের এই স্বভাব এবং এই মায়ারও কারণ তো আপনিই। এখন আপনার নিজের ইচ্ছায়, আমার ওপর অনুগ্রহ অথবা দণ্ডবিধান যা উচিত মনে করেন, তা-ই করুন॥ ৫৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—কালিয় নাগের কথা শুনে লীলা-মনুষ্য (কার্যসাধনের জন্য মানুষরূপধারী) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'হে সর্প! তুমি এখানে আর থেকো না। তুমি নিজের জ্ঞাতি, পুত্র এবং পত্নীদের নিয়ে অবিলম্বে সমুদ্রে চলে যাও। গবাদি পশু এবং মানুষেরা এখন থেকে নির্ভয়ে এই নদীর জল ব্যবহার করুক॥ ৬০ ॥ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতি আমার এই অনুশাসন স্মরণ ও কীর্তন করবে, সর্পজাতি থেকে তার কখনো কোনো ভয় যেন উৎপন্ন না হয়॥ ৬১ ॥ আমি এই কালিয়দহে ক্রীড়া করেছি, এইজন্য যে ব্যক্তি এখানে স্নান করে এর জলের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণের তর্পণ করবে এবং উপবাসী থেকে আমাকে স্মরণ করে আমার পূজা করবে, সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে॥ ৬২ ॥ আমি জানি তুমি গরুড়ের ভয়ে রমণক দ্বীপ ছেড়ে এই হ্রদে এসে বসবাস করছিলে, এখন তোমার আর সেই ভয় রইল না। আমার পদচিহ্ন তোমার শরীরে অঙ্কিত রইল, তা দেখলে গরুড় তোমাকে ভক্ষণ করবে না॥ ৬৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কর্মই আশ্চর্যজনক। সেই অদ্ভুতকর্মা ভগবানের এই আদেশ লাভ করে কালিয় নাগ এবং তার পত্নীগণ আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁর পূজা করল॥ ৬৪ ॥ দিব্যবস্ত্র, পুষ্পমাল্য, মণিরত্ন, বহুমূল্য অলংকার, দিব্যগন্ধ ও অনুলেপন এবং অপূর্ব সুন্দর বিশাল একটি পদ্মমালা—এই সকল উপচারে তাদের আন্তরিক ভক্তি মিশ্রিত করে সেই জগৎ-স্বামী গরুড়ধ্বজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে তারা তাঁকে

[১]যোঽস্যাং স্নাত্বা মহানদ্যাং দেবা.। [২]ঋষিরুবাচ। [৩]মুক্তো ভগবতা রাজন্ কৃষ্ণে.।

পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্॥ ৬৬

সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্বিষাভবৎ।
অনুগ্রহাদ্ ভগবতঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ॥ ৬৭

প্রসন্ন করল। যথাবিহিত পূজায় ভগবানের প্রসাদ পূজকের মনেও যে নির্মল প্রসন্নতা ও প্রীতির সঞ্চার ঘটায়, তখন কালিয়ও সেই দিব্য অনুরাগের আবির্ভাবে ধন্য হয়ে গেল, বেঁচে থাকার অন্যতর সার্থকতা উন্মোচিত হল তার কাছে, নতুন জীবনে উত্তরণ ঘটল তার। পত্নী-পুত্র-আত্মীয়-বান্ধবদের নিয়ে সে, বিপদের ছদ্মবেশে তার জীবনে অযাচিতভাবেই অলৌকিক উদয় ঘটালেন যিনি, সেই পরম কারুণিক ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে তাঁর সামনে প্রণত হল, এরপর তাঁর অনুজ্ঞা অনুসারে সকলকে নিয়ে সে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত রমণক দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করল। সেই দ্বীপটি শুধু সর্পদেরই বাসস্থান। লীলাবশে মানুষরূপধারী ভগবানের অনুগ্রহে এইভাবে সেই যমুনাহ্রদের জল শুধু যে বিষমুক্ত হল তাই নয়, তখন থেকে তার জল অমৃতের মতো মধুর হয়ে গেল॥ ৬৫-৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে কালিয়মোক্ষণং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে কালিয়মোক্ষণ নামক ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

কালিয়ের কালিয়দহে আগমনের বৃত্তান্ত এবং ভগবান কর্তৃক ব্রজবাসীদের দাবানল থেকে রক্ষণ

রাজোবাচ

নাগালয়ং রমণকং কস্মাত্তত্যাজ কালিয়ঃ।
কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্॥ ১

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—মুনিবর! কালিয় কী কারণে নাগেদের বাসস্থান রমণক দ্বীপ ছেড়ে চলে এসেছিল এবং একা সে-ই বা গরুড়ের বিশেষ কী বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ? ১ ॥

শ্রীশুক[১] উবাচ

উপাহার্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ।

শ্রীশুকদেব বললেন—মহাবাহু পরীক্ষিৎ! পূর্বকালে গরুড়ের সঙ্গে নাগেদের এই রকম একটি নিয়ম (চুক্তি)

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্ নিরূপিতঃ॥ ২

স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্বণি পর্বণি।
গোপীথায়াত্মনঃ সর্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে॥ ৩

বিষবীর্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্॥ ৪

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ॥ ৫

তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ
প্রত্যভ্যয়াদুচ্ছ্রিতনৈকমস্তকঃ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্ দদায়ুধঃ
করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ॥ ৬

তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্
প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা
জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ॥ ৭

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীব বিহ্বলঃ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্॥ ৮

হয়েছিল যে, প্রত্যেক মাসে (এক-একটি নাগ-পরিবার থেকে) একটি করে সাপকে গরুড়ের জন্য (ভক্ষ্য) উপহাররূপে নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষের নীচে প্রেরণ করা হবে॥ ২ ॥ এই নিয়ম অনুসারে নাগেরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য প্রতি অমাবস্যা তিথিতে মহাত্মা গরুড়কে নিজ নিজ দেয় ভাগ অনুগতভাবেই দিয়ে আসছিল* ॥ ৩ ॥

কিন্তু কদ্রুপুত্র কালিয় নাগ নিজের প্রচণ্ড বিষ এবং বলের গর্বে মত্ত হয়ে (নিজের পালা এলে) গরুড়ের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে তাঁকে প্রদেয় বলি (সর্পের উপহার) তো দিলই না, উপরন্তু অন্যদের প্রদত্ত বলিও নিজেই ভক্ষণ করে ফেলল॥ ৪ ॥ এই কথা শুনে ভগবানের প্রিয় পার্ষদ মহাশক্তিশালী গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কালিয়কে হত্যা করবার ইচ্ছায় প্রচণ্ড বেগে তার দিকে ধাবিত হলেন॥ ৫ ॥ বিষধর কালিয় নাগ যখন দেখল যে গরুড় তাকে দ্রুতবেগে আক্রমণ করতে আসছেন, তখন সে-ও তার বহুসংখ্যক ফণা বিস্তার করে উন্নত মস্তকে তাঁকে প্রত্যাক্রমণ করল। তখন তার ভয়ংকর জিহ্বাগুলি লক্‌লক্ করছিল, উগ্র ও কুটিল চোখগুলি হয়েছিল ক্রোধে বিস্ফারিত, এইভাবেই সে তার প্রধান অস্ত্র যে বিষদন্ত, তার দ্বারা গরুড়কে দংশন করল॥ ৬ ॥ ভগবান মধুসূদনের বাহন কশ্যপনন্দন প্রবল বেগসম্পন্ন অমিত তেজস্বী গরুড়ের পক্ষে অবশ্য কালিয়ের এই পরাক্রমের প্রতিবিধান করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না, উপরন্তু কালিয়ের এই স্পর্ধা দেখে তিনি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে তার আক্রমণ অবলীলায় প্রতিহত করলেন এবং নিজের স্বর্ণবর্ণ বামপক্ষের দ্বারা কদ্রুতনয় সেই নাগকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন॥ ৭ ॥ গরুড়ের পক্ষের (ডানার) সেই সুতীব্র আঘাতে ভীষণভাবে আহত এবং একান্ত বিহ্বল হয়ে কালিয় সেখান থেকে পলায়ন করে যমুনার এই হ্রদে এসে আশ্রয় নিল। এই হ্রদ গরুড়ের

*বৃত্তান্তটি নিম্নরূপ—গরুড়ের মাতা বিনতা এবং সর্পদের মাতা কদ্রুর মধ্যে প্রবল শত্রুতা ছিল। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ গরুড় সর্পজাতির শত্রু হিসাবে তাদেরকে পাওয়া মাত্র হত্যা বা ভক্ষণ করতেন। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্পগণ পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে তিনিই এই নিয়ম করে দেন যে, অতঃপর প্রতি অমাবস্যায় ক্রম বা পালা অনুসারে এক-একটি সর্পপরিবার থেকে একটি মাত্র সর্পকে গরুড়ের কাছে সমর্পণ করা হবে, এর অতিরিক্ত কোনো সর্পের জীবননাশ তিনি করবেন না।

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ।। ৯

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হতে[১]।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্।। ১০

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্।। ১১

তং কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ।
অবাৎসীদ্ গরুড়াদ্ ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ।। ১২

কৃষ্ণং হ্রদাদ্ বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্গন্ধবাসসম্।
মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।। ১৩

উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে।। ১৪

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসল্লঁব্ধমনোরথাঃ।। ১৫

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ।
নগা[২] গাবো বৃষা বৎসা লেভিরে পরমাং মুদম্।। ১৬

পক্ষে অগম্য ছিল, এবং অগাধজলসম্পন্ন হওয়ায় কারো পক্ষেই সেখানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য ছিল না।। ৮ ।। এই স্থানে সৌভরি মুনি তপস্যা করতেন। পূর্বে কোনো এক সময় গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে এই হ্রদে মাছ ধরতে উদ্যত হলে সৌভরি তাঁকে নিষেধ করেন, কিন্তু গরুড় সে-কথায় কান না দিয়ে জোর করেই নিজের অভীষ্ট মাছটিকে ধরে ভক্ষণ করেন।। ৯ ।। সেই মাছটিই ছিল সেখানকার মাছেদের অধিপতি, তার নিধনে সমস্ত মাছই অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তাদের এই দীনদশা দেখে মহর্ষি সৌভরির মনে কৃপা জন্মায়, তিনি তখন সেখানে বসবাসকারী জলচরদের মঙ্গলবিধানের জন্য গরুড়ের উদ্দেশে এই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করেন।। ১০।। 'এরপর যদি আর কখনো গরুড় এই কুণ্ডে প্রবেশ করে মাছেদের ভক্ষণ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণবিয়োগ হবে, এই আমি সত্য সত্য বললাম, একথা কিছুতেই ব্যর্থ হবে না'।। ১১ ।। পরীক্ষিৎ ! মহর্ষি সৌভরির এই অভিশাপের কথা একমাত্র কালিয়ই জানত, অন্য কোনো সাপই জানত না। এইজন্যই সে গরুড়ের ভয়ে ওই কুণ্ডে এসে বাস করছিল, আর এখন এতদিন পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভয়মুক্ত করে সেখান থেকে পুনরায় রমণক দ্বীপেই পাঠিয়ে দিলেন।। ১২ ।।

পরীক্ষিৎ ! এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, মহামূল্য মণি এবং স্বর্ণ আভরণে বিভূষিত হয়ে সেই হ্রদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।। ১৩ ।। তাঁকে দেখামাত্রই ব্রজবাসীরা সকলে সহসা যেন প্রাণের পুনরাগমনে চেতনাযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের মতো সমুত্থিত হলেন। তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইল না, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁরা কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন।। ১৪ ।। হে কুরুকুলসম্ভব পরীক্ষিৎ ! মা যশোদা এবং রোহিণী, পিতা নন্দ, অন্যান্য গোপিকা এবং গোপগণ কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে অসাড় অবস্থা থেকে পুনরায় সচেতন হয়ে উঠলেন, তাঁদের হস্ত-পদাদি সঞ্চালনের ক্ষমতা এতক্ষণে ফিরে এল, তাঁদের সর্বমনস্কামনাই সর্বথা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।। ১৫ ।। বলরাম তো কৃষ্ণের প্রভাব জানতেনই, এখন তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের হাসি হাসতে

[১]হ্রতে। [২]গাবো বৃষা সবৎসাশ্চ।

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ।
উচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ॥ ১৭

দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্মুক্তিহেতবে।
নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ॥ ১৮

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ॥ ১৯

লাগলেন। সেখানকার পর্বত, বৃক্ষসমূহ, গাভী, বৃষ এবং বৎসসকলও এই সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়ার আনন্দের মহোৎসবে মগ্ন হয়ে গেল॥ ১৬ ॥ গোপেদের কুলগুরু ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে নন্দের কাছে এসে বললেন—'হে নন্দমহারাজ! তোমার এই পুত্র কালিয়নাগের গ্রাসে পড়েও মুক্ত হয়ে এসেছে, এর থেকে সৌভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে? ১৭ ॥ মৃত্যুর মুখ থেকে কৃষ্ণের এই নিরাপদে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে তুমি ব্রাহ্মণদের সাধ্যমতো দান করো। মহারাজ! ব্রাহ্মণদের কথা শুনে নন্দও প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মণদের বহু গাভী এবং স্বর্ণ দান করলেন॥ ১৮ ॥ পরম সৌভাগ্যবতী মা যশোদা তাঁর ফিরে পাওয়া হারানিধিকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখলেন, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসতে লাগল তাঁদের এতক্ষণের দহনজ্বালা, দু-চোখ দিয়ে অবিরল গড়িয়ে পড়তে লাগল আনন্দের অশ্রুধারা॥ ১৯॥

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুৎতৃড়্‌ভ্যাং শ্রমকর্শিতাঃ।
ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ॥ ২০

তদা শুচিবনোদ্ভূতো[১] দাবাগ্নিঃ সর্বতো ব্রজম্।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে॥ ২১

তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্॥ ২২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম।
এষ ঘোরতমো[২] বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ॥ ২৩

রাজেন্দ্র! সেদিন পালিত পশুকুল এবং ব্রজবাসিগণ সকলেই এই প্রবল মানসিক উৎকণ্ঠার ফলে শারীরিকভাবেও শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাছাড়া এতক্ষণ যে ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধই তাঁদের ছিল না, এইবার তাও বিশেষভাবেই তাঁদের পীড়িত করতে লাগল। এইজন্য তাঁরা আর তখন ব্রজে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা না করে সেই রাত্রে সেখানেই যমুনার তটে শয়ন করে নিদ্রা গেলেন॥ ২০ ॥ তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, বনভূমি শুষ্ক তৃণগুল্মাদিতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। মধ্যরাত্রে সেই বনে দৈবক্রমে আগুন লাগল। সেই দাবাগ্নি সেখানে নিদ্রিত ব্রজবাসিগণকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাঁদের দগ্ধ করার উপক্রম করল॥ ২১ ॥ আগুনের উত্তাপ গায়ে লাগতেই তাঁরা সচকিত হয়ে উঠে পড়লেন এবং সর্ব অবস্থায় একমাত্র যিনিই তাঁদের গতি, সেই মায়ামনুষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলেন॥ ২২ ॥ তাঁরা প্রার্থনা করতে লাগলেন—'হে কৃষ্ণ, হে মহানুভব কৃষ্ণ, হে অমিত বিক্রমশালী বলরাম! দেখো, এই ভয়ংকর অগ্নি আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা তো তোমাদেরই নিজ জন, তোমরা ছাড়া আমাদের আর কে

[১]ভূতদাবা.। [২]তরো।

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো।
ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সংত্যক্তুমকুতোভয়ম্॥ ২৪

আছে ? ২৩ ॥ আমাদের রক্ষা করো প্রভু, তোমাদের পক্ষে অসাধ্য তো কিছুই নেই। এই মৃত্যুরূপী কালাগ্নির হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায়ই তো নেই আমাদের। তোমাদের সুহৃদ, তোমাদের আত্মজন আমরা, আর কাকে ডাকব ? মৃত্যুকে ভয় হয়, কিন্তু তা যে ওই অভয় চরণকমল থেকে বিচ্ছেদ ঘটাবে, তা আমরা তো সইতে পারব না' ॥ ২৪ ॥

ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ।
তমগ্নিমপিবৎতীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ২৫

নিজের স্বজনদের এই বিহ্বল অবস্থা এবং আর্তি দেখে অনন্তশক্তিশালী অনন্তস্বরূপ জগদীশ্বর শ্রীভগবান সেই তীব্র অগ্নিকে স্বয়ং পান করে ফেললেন* ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] দাবাগ্নিমোচনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে দাবাগ্নিমোচন নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

---

[১]বালক্রীড়ায়াং দাবাগ্নিমোক্ষণং।

*অগ্নিপানের তাৎপর্য—

১. আমি সকলের দাহ দূর করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছি। সুতরাং এই দাহ দূর করাও আমার কর্তব্য।

২. রামাবতারে অগ্নিদেব জানকীদেবীকে সুরক্ষিত রেখে আমার উপকার করেছিলেন। এখন আমারও উচিত তাঁকে নিজ মুখমধ্যে স্থাপন করে সম্মান জানানো।

৩. কারণেই কার্যের লয় হয়। ভগবানের মুখ থেকেই অগ্নি উৎপন্ন হয়েছিলেন—'মুখাদ্ অগ্নিরজায়ত'। এইজন্য ভগবান তাঁকে মুখের মধ্যেই গ্রহণ করলেন।

৪. মুখের দ্বারা অগ্নিকে শান্ত করে এই বিষয়টিই যেন বোঝালেন যে, সংসার-দাবানলকে শান্ত করতে ভগবানের মুখস্থানীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যপরায়ণ ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মণই সমর্থ।

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রলম্বাসুর-উদ্ধার

শ্রীশুক উবাচ

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ।
অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্ ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্॥ ১

ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া।
গ্রীষ্মো নামর্তুরভবন্নাতিপ্রেয়াঞ্ছরীরিণাম্॥ ২

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্ রামেণ সহ কেশবঃ॥ ৩

যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্।
শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৪

সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্মিবায়ুনা
কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা ।
ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাং দবো
নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥ ৫

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্মিভি-
র্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা
ভুবো রসং শাদ্বলিতং চ গৃহ্নতে॥ ৬

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই আনন্দমগ্ন স্বজনবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গোধনসমন্বিত ব্রজভূমিতে প্রবেশ করলেন। তাঁর জ্ঞাতিগণ তখন তাঁরই কীর্তিকথা গান করছিলেন॥ ১ ॥ এইভাবে নিজ যোগ-মায়ার আশ্রয়ে গোপালকের ছদ্মবেশ ধারণ করে বলরাম এবং কৃষ্ণ ব্রজে লীলা-বিহার করছিলেন। এই সময়ে সেখানে গ্রীষ্ম ঋতু আবির্ভূত হয়েছিল, দেহীদের কাছে যে ঋতুটি বিশেষ প্রিয় বলে বিবেচিত হয় না॥ ২ ॥ কিন্তু বৃন্দাবনের স্বাভাবিক গুণে সেখানে গ্রীষ্মকালটিও বসন্তের মতোই বোধ হচ্ছিল, কারণ তখন সেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে বাস করছিলেন॥ ৩ ॥ বৃন্দাবনের বনভূমিতে ঝিল্লীদের তীব্র ঝংকার ঝরনার সুমধুর কলতানের নীচে চাপা পড়ে গেছিল, এবং সেই ঝরনাগুলির সূক্ষ্ম জলকণাসমূহ সদা-সর্বদা বায়ুবাহিত হয়ে বনের গাছগুলিকেও সুস্নিগ্ধ করে রেখেছিল॥ ৪ ॥ সেখানে ভূমিতল প্রচুর তৃণে আচ্ছাদিত হওয়ায় সম্পূর্ণ হরিদ্বর্ণ ছিল এবং সরোবর, ঝরনা ও নদীর তরঙ্গস্পর্শে শীতল বায়ু কহ্লার, রক্তোৎপল, শ্বেতপদ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন পুষ্পের রেণু বহন করে প্রবাহিত হওয়ায় সেই বনবাসীদের গ্রীষ্মের সূর্যের বা অগ্নির কোনোপ্রকার তাপেই কষ্ট পেতে হত না॥ ৫ ॥ গ্রীষ্মকালে সূর্যের তেজ অত্যন্ত প্রখর ও বিষবৎ অসহ্য হলেও তা সেখানকার ভূমির সরসতা হরণ করতে বা হরিদ্বর্ণ তৃণগুলিকে শুষ্ক করতে পারত না, কারণ অগাধ জলে পরিপূর্ণ নদীগুলির তরঙ্গরাজি তাদের তটের ওপর এসে আছড়ে পড়ে যেমন সেই উপকূল ভাগকে আর্দ্র ও সুপরিস্কৃত করত তেমনই চারিদিকের মাটিকেও বহুদূর পর্যন্ত সিক্ত করে রাখত, ফলে সেখানে চারদিকেই ছিল সবুজের সমারোহ॥ ৬ ॥ বনের বৃক্ষলতা নানা বর্ণের বহুবিধ সুগন্ধ ফুলের ঐশ্বর্যে সমগ্র বনকেই শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল অজস্র প্রকারের চিত্র-বিচিত্র পশু-পাখি, যাদের আনন্দ-কলরবে অরণ্যের হর্ষই যেন ভাষা পাচ্ছিল।

ক্রীড়িষ্যমাণস্তং কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ॥ ৮

প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ ।
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ॥ ৯

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্।
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে॥ ১০

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ।
ঈডিরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ॥ ১১

ভ্রামণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ।
চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ॥ ১২

ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্।
শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ॥ ১৩

ক্বচিদ্ বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ ক্বচামলকমুষ্টিভিঃ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া॥ ১৪

ভ্রমরের গুঞ্জন, ময়ূরের কেকাধ্বনি, কোকিলের কুহুতান, সারসের কলনাদ—সব মিলেমিশে এক মহা-ঐকতান সৃষ্টি করেছিল॥ ৭ ॥ বনের এই অপরূপ শোভা শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করল, তিনি সেখানে বিহার করবেন বলে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোপবালক এবং গোধনসমূহে পরিবৃত হয়ে বেণু বাজাতে বাজাতে সেই বনে প্রবেশ করলেন॥ ৮ ॥

সেখানে রাম, কৃষ্ণ এবং গোপেরা গাছের নতুন পাতা, ময়ূরপুচ্ছের স্তবক, নানান রকম ফুলের মালা এবং গিরিমাটি ইত্যাদি রঙিন ধাতুমৃত্তিকা প্রভৃতির সাহায্যে নিজেদের বিচিত্র সাজসজ্জা সমাপন করে খেলাধুলায় প্রবৃত্ত হলেন। কখনো নাচ, কখনো গান, কখনোবা নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ জাতীয় শারীরিক শক্তির প্রতিযোগিতা—এই সব নিয়ে বনের মধ্যে রচিত হল এক আনন্দমুখর উৎসবের পরিবেশ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ নাচতে থাকলে কোনো কোনো গোপবালক গান করছিল, অন্য কেউ কেউ করতালি, বাঁশি এবং শিঙা বাজাচ্ছিল, আবার অপর কেউ কেউ উল্লাস বা অনুমোদনসূচক শব্দ উচ্চারণ করে তাঁর নৃত্যের প্রশংসা করছিল॥ ১০ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই সময় গোপবালকের রূপ ধারণ করে দেবতারাও সেখানে এসে, গোপজাতির মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে যাঁরা নিজেদের স্বরূপ আবৃত করে রেখেছেন, সেই বলরাম ও কৃষ্ণের প্রশংসা করছিলেন, ঠিক যেমন পার্শ্বচরিত্রের অভিনেতারা প্রধান অভিনেতার প্রশংসা করে থাকে॥ ১১ ॥ রাম ও কৃষ্ণের তখনও চূড়াকরণ সংস্কার হয়নি, তাই তাঁদের মাথায় কুঞ্চিত কৃষ্ণবর্ণ কেশের গুচ্ছ, যাকে কাকপক্ষ বলা হয়, তা শোভা পাচ্ছিল। তাঁরা মহানন্দে নিজেদের মধ্যে ভ্রামণ (পরস্পরের হাত ধরে তীব্র বেগে পাক খাওয়া), লঙ্ঘন (লম্ফন প্রতিযোগিতা), লোষ্ট্রাদি-নিক্ষেপ, পরস্পরকে বিপরীতদিকে আকর্ষণ, বাহুযুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া-কৌতুকে মেতে উঠলেন॥ ১২ ॥ আরও শোনো, মহারাজ! অন্যান্য গোপবালকেরা নাচতে থাকলে তাঁরা দুজনে সেই নাচের উপযোগী গান করতে লাগলেন, কখনোবা বাঁশি বা অন্য কিছু বাজাতে থাকলেন, আবার 'সাধু', 'সাধু' বলে সেই নর্তকদের প্রশংসাও করতে লাগলেন॥ ১৩ ॥ কখনো তাঁরা হাতের মুঠোয় বেল, কুম্ভফল (জায়ফল) বা আমলকী নিয়ে দূরে নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা, কখনো

ক্বচিচ্চ দর্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ।
কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া॥ ১৫

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ॥ ১৬

পশূংশ্চারয়তোর্গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া॥ ১৭

তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্॥ ১৮

তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।
হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্॥ ১৯

তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢৌ গোপা রামজনার্দনৌ।
কৃষ্ণসংঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে॥ ২০

আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ॥ ২১

অন্যেরা স্পর্শ করার আগেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর খেলা, কখনোবা চোখ বেঁধে অন্যদের স্পর্শ করার (কানামাছি) খেলা, কখনোবা পশু-পাখিদের আচরণের অনুকরণ ইত্যাদিও করছিলেন॥ ১৪ ॥ কখনো তাঁরা আবার ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলা, কখনোবা নানারকম অঙ্গভঙ্গি বা অন্য কোনো রকমে পারস্পরিক পরিহাস, কখনো গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোলা, কখনো আবার একজন রাজা সেজে অন্যেদের মন্ত্রী-সেনাপতি-প্রজা ইত্যাদি করে 'রাজা-রাজা' খেলা—এই রকমের বিভিন্ন ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন॥ ১৫ ॥ পরীক্ষিৎ! সংসারে সাধারণ বালকেরাও তো এই ধরনেরই সব খেলা খেলে থাকে। এই দুজন 'লোকোত্তর মায়াবালক'ও লোকপ্রসিদ্ধ এই সব সাধারণ ক্রীড়া-কৌতুকেই রত থেকে বৃন্দাবনের নদী, পর্বত-উপত্যকা, কুঞ্জ-কানন, সরোবর প্রভৃতি অনুপম নিসর্গ-শোভার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন॥ ১৬ ॥

এইভাবে বলরাম এবং কৃষ্ণ যখন গোপেদের সঙ্গে সেই বনে গোচারণ করছিলেন, তখন তাঁদের হরণ করবার ইচ্ছায় প্রলম্ব-নামক অসুর গোপরূপ ধারণ করে সেখানে এসে উপস্থিত হল॥ ১৭ ॥ সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবশ্য তাকে দেখামাত্র অসুর বলে চিনতে ভুল হয়নি, তবুও তিনি তার বন্ধুত্ব স্বীকারই করে নিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে তাকে বধ করার কথা চিন্তা করেই এই আপাত-অজ্ঞতার ভাব দেখালেন॥ ১৮ ॥ এরপর শ্রীকৃষ্ণ সব গোপবালকদের ডেকে নতুন রকমের এক খেলার প্রস্তাব দিলেন। তিনিই ছিলেন সেই বালকদের দলপতি, সব রকমের খেলাতেই পারদর্শী ; কখন কীভাবে কোন্ খেলা খেলতে হবে, তা-ও তিনিই ঠিক করতেন। এখন তিনি বললেন, 'বন্ধুরা, এসো, আজ আমরা যথাযথভাবে (বয়স, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদির বিচারে যারা সমান সমান, সেরকম দুজন দুজন) জোড়-বেঁধে (তারপর তাদের একেকজন একেক দলে, এইভাবে) দু-দলে ভাগ হয়ে খেলা করি'॥ ১৯ ॥ গোপবালকেরা সেই খেলায় বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে দুই দলের নেতা নির্বাচন করে কৃষ্ণের দলে কিছু, আর বলরামের দলে কিছু—এইভাবে দুটি দলে বিভক্ত হল॥ ২০ ॥ তারপর তারা বহুরকমের খেলায় প্রবৃত্ত হল, তবে এই খেলাগুলিতে সাধারণ নিয়ম হল, যারাই হেরে যাবে,

বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ[১] চারয়ন্তশ্চ গোধনম্।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ॥ ২২

রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ॥ ২৩

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্॥ ২৪

অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ[২] পরম্॥ ২৫

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং
মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ
তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিবাড়িবাম্বুদঃ ॥ ২৬

নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ
প্রদীপ্তদৃগ্ ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ॥ ২৭

তাদের বিজয়ীদের পিঠে বহন করে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে॥ ২১ ॥ এইভাবে তারা সেই খেলায় ব্যাপৃত হয়ে এবং সেইসঙ্গে গোচারণ করতে করতে, কেউ অপরকে বহন করে, আবার কেউ অন্যের দ্বারা বাহিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সহ ক্রমে ভাণ্ডীর-নামক বটবৃক্ষের কাছে এসে উপস্থিত হল॥ ২২ ॥ মহারাজ ! একবার বলরামের দলের শ্রীদাম, বৃষভ প্রভৃতি গোপেরা খেলায় জয়ী হলে বিজিত পক্ষের শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যেরা তাদের বহন করছিলেন॥ ২৩ ॥ খেলায় হেরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব (গোপরূপধারী অসুর) বলরামকে॥ ২৪ ॥ কৃষ্ণকে নিজের পক্ষে অসহনীয় অর্থাৎ তাঁকে হরণ করার সামর্থ্য তার হবে না একথা বুঝেই দানবপুঙ্গব প্রলম্ব শ্রীকৃষ্ণের দলেই যোগ দিয়েছিল এবং এখন বলরামকে পিঠের ওপর নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে চলতে যেখানে তাঁকে নামিয়ে দেওয়ার কথা সেই নির্দিষ্ট স্থানটি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল॥ ২৫ ॥ অবশ্য বলরামের ক্ষেত্রেও তার অভীষ্ট পূরণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, উপরন্তু তাঁর শরীরটি ছিল পর্বতের মতো অত্যন্ত গুরুভার। সুতরাং তাঁকে বহন করে সেই মহাসুর বেশিদূর যেতে পারল না, তার গতিবেগ মন্থর হয়ে এল। তখন সে (গোপের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে) নিজ মূর্তি ধারণ করল। তার বিশাল কৃষ্ণবর্ণ দেহে প্রচুর স্বর্ণালংকার শোভা পাচ্ছিল, গৌরবর্ণ বলরামকে বহনকারী তাকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল যেন কালো একটি মেঘের গায়ে সুবর্ণের মতো বিদ্যুৎ চমকের দীপ্তি আর তারই উপরিভাগে শ্বেতশুভ্রকান্তি বিস্তার করে চন্দ্র বিরাজ করছেন॥ ২৬ ॥ ভ্রূকুটি কুটিল তার মুখে চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলছিল, বিকট দাঁতগুলি ভীতিজনকভাবে দৃশ্যমান ছিল, পিঙ্গলবর্ণের চুলগুলি অগ্নিশিখার মতো চারদিকে বিকীর্ণ হয়েছিল। বলয়, মুকুট এবং কুণ্ডলের দীপ্তিতে তার করাল দেহটি তখন অদ্ভুতদর্শন লাগছিল। যে কিছুক্ষণ পূর্বেও একটি সাধারণ গোপবালক মাত্র ছিল, সেই এখন এই ভয়ংকর দৈত্যের রূপ ধারণ করে তাঁকে নিয়ে সবেগে আকাশপথে ধাবমান —ঘটনার এই আকস্মিকতায় বলদেবের মনেও যেন ঈষৎ

[১]গর্জমানাশ্চ। [২]প্রায়াদ.।

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো
বিহায়সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা॥ ২৮

ত্রাসের আভাস সঞ্চারিত হল॥ ২৭ ॥ অবশ্য তাঁর এই বিচলিতচিত্ততা ক্ষণকালের বেশি স্থায়ী হয়নি, পরক্ষণেই তাঁর আত্মস্বরূপের স্মৃতি ফিরে এল এবং তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়ে গেলেন। চোর যেমন পরস্ব অপহরণ করে পালায়, তেমনি তাঁর শত্রু এই অসুর তাঁকেই হরণ করে আকাশপথে পলায়ন করছে—এই ঘটনা তাঁর মনে ক্রোধের জন্ম দিল, তিনি সরোষে সেই অসুরের মস্তকে বজ্রকঠিন এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র পর্বতের ওপরে তাঁর বজ্রের দ্বারা প্রহার করেছিলেন॥ ২৮ ॥

স[1] আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো
মুখাদ্ বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ॥ ২৯

সেই আঘাতে তখনই তার মস্তক হল বিদীর্ণ, মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, চেতনা লুপ্ত হল এবং অতি বিকট শব্দ করে সে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে (দগ্ধপক্ষ) পর্বতের মতো প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা।
গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্[2] সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ॥ ৩০

মহাবলশালী বলরামের হাতে সেই প্রলম্বাসুরকে নিহত হতে দেখে গোপেরা অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং 'সাধু' 'সাধু' ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দিত করল॥ ৩০ ॥

আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্।
প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ॥ ৩১

তাদের চিত্ত তাঁর প্রতি অনুরক্ত তো ছিলই, এখন যেন মৃত্যুলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন—এই ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তারা প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে শুভকামনায় অভিষিক্ত করতে লাগল, উচ্চারণ করতে লাগল অকপট প্রশংসাবাণী ! অবশ্য বলদেব তো এসবের যোগ্যই ছিলেন॥ ৩১ ॥

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ।
অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি॥ ৩২

মূর্তিমান পাপস্বরূপ প্রলম্বাসুর নিহত হওয়ায় দেবতারাও পরম স্বস্তি লাভ করলেন। তাঁরাও শ্রীবলরামের ওপরে স্বর্গীয় পুষ্পমাল্য বর্ষণ করতে লাগলেন, 'সাধু' 'সাধু' বলে তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে প্রলম্ববধো[3] নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে প্রলম্ববধনামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

---

[1]প্রাচীন বইতে 'স আহতঃ.......' ইত্যাদি পূর্বার্ধে এরূপ আছে—স এব দৈত্যোঽথ বিশীর্ণশীর্ষো মুখাদ্বমন্ রুধিরমবধ্যতাসুরঃ। [2]সন্নসাধুং সাধুরূপিণম্। [3]বালক্রীড়ায়ামষ্টা.।

অথৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনবিংশ অধ্যায়

দাবানল থেকে গোপ এবং পশুদের রক্ষণ

শ্রীশুক[1]উবাচ

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্‌গাবো দূরচারিণীঃ।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্‌॥ ১

অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্বিশন্ত্যো বনাদ্ বনম্‌।
ইষীকাটবীং নির্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ[2]॥ ২

তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্‌ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা[3]।
জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিম্‌॥ ৩

তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্‌[4]।
মার্গমন্বগমন্‌ সর্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ॥ ৪

মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্‌।
সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্তয়ন্‌॥ ৫

তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥ ৬

ততঃ সমন্তাদ্ বনধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্ বনৌকসাম্‌।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈ-
র্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্‌ মহান্‌॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এই সময় যখন গোপেরা খেলাতেই মত্ত হয়েছিল, তখন তাদের পশুগুলি স্বেচ্ছায় চরতে চরতে অনেক দূরে চলে গেল এবং সতেজ সবুজ ঘাসের লোভে এক গহ্বর (এক্ষেত্রে সংকীর্ণ গিরিপথ, যেটি অপরদিকে আরেকটি বিস্তৃত বনের সঙ্গে যুক্ত) মধ্যে প্রবেশ করল॥ ১ ॥ এইভাবে তাদের সেই গো, মহিষ এবং ছাগ পশুগুলি বন থেকে বনান্তরে চলে গিয়ে ক্রমশ গ্রীষ্মতাপে তাপিত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে অচেনা জায়গায় ব্যাকুল হয়ে ডাকতে ডাকতে এক মুঞ্জাতৃণ বা শরগাছের বনে প্রবিষ্ট হল॥ ২ ॥ এরপর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম প্রমুখ গোপেরা তাঁদের পশুগুলিকে না দেখতে পেয়ে নিজেদের অতিরিক্ত ক্রীড়াসক্তির জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করেও সেগুলির কোনো উদ্দেশ করতে পারলেন না॥ ৩ ॥ পশুসম্পদই গোপগণের জীবিকা অর্জনের উপায় সুতরাং সেগুলি হারিয়ে যাওয়াতে প্রথমত তাঁদের চেতনাই যেন লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধারণ করে তাঁরা সেই গবাদির খুর এবং দাঁতের দ্বারা ছিন্ন তৃণ এবং পায়ের চিহ্নে অঙ্কিত পথ অনুসরণ করে তাদের খোঁজে এগিয়ে চললেন॥ ৪ ॥ শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই মুঞ্জাবনে পথ-হারানো এবং ব্যাকুলস্বরে ক্রন্দনরত নিজেদের গোধনসমূহ খুঁজে পেলেন। তখন তাদের ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পেলেন তাঁরা। যদিও তাঁরা নিজেরাও তখন প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন॥ ৫ ॥ বন্ধুদের শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মেঘগম্ভীর স্বরে সেই পশুগুলিকে তাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, তারাও নিজেদের নামে সেই আহ্বান শুনে আনন্দিত হয়ে প্রত্যুত্তরে শব্দ করে সাড়া দিতে লাগল॥ ৬ ॥

পরীক্ষিৎ ! এইভাবে ভগবান সেই গাভীদের যখন আহ্বান করছেন, তখনই অকস্মাৎ সেই বনে বন্যপ্রাণীদের সংহারক ভয়ংকর দাবানল স্বতই জ্বলে

[1]বাদরায়ণিরুবাচ। [2]তাপিতাঃ। [3]স্ততঃ। [4]রবিচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতং গবাম্‌।

তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং
গোপাশ্চ[১] গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না
যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দিতা জনাঃ॥ ৮

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামিতবিক্রম[২]।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ॥ ৯

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্।
বয়ং হি সর্বধর্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ॥ ১০

শ্রীশুক উবাচ

বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত॥ ১১

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্ যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ॥ ১২

উঠল। সেইসঙ্গে অগ্নির সারথিস্বরূপ বায়ু প্রবাহিত হতে থাকায় তার দ্বারা বাহিত স্ফুলিঙ্গরাশি সেই অগ্নিকে সব দিকে পরিব্যাপ্ত করে দিল এবং লেলিহান শিখা বিস্তার করে অগ্নি তখন সেই বনের স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুকেই গ্রাস করতে উদ্যত হল॥ ৭ ॥ গোপগণ এবং গবাদি-পশুসমূহ যখন দেখল যে দাবানল তাদের চারদিক থেকে বেষ্টন করে ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে, তখন তারা ভয়ে একান্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ল। মৃত্যুভয়ে কাতর জীব যেভাবে ভগবান শ্রীহরির শরণ নেয়, সেইভাবেই তখন সেই গোপেরা বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বলতে লাগল॥ ৮ ॥ 'হে কৃষ্ণ ! হে মহাবীর্যশালী শ্রীকৃষ্ণ ! হে অসীম পরাক্রমসম্পন্ন বলরাম ! আমরা তোমাদের শরণ নিলাম। দেখো, এই ভয়ংকর দাবানল আমাদের দগ্ধ করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। তোমরাই এর গ্রাস থেকে আমাদের বাঁচাতে পারো, রক্ষা করো আমাদের॥ ৯ ॥ হে কৃষ্ণ ! যারা তোমাকেই ভাই-বন্ধু, নিজেদের পরমাত্মীয় বলে জেনেছে, সেই তোমার স্বজনদের কি দুঃখ-বিপদ গ্রাস করতে পারে ? তুমি সর্বধর্মজ্ঞ, আর আমরাও তো সব ছেড়ে তোমাকেই একমাত্র প্রভু, আমাদের চরম ও পরম আশ্রয় বলে জেনেছি, মেনেছি, অন্য কোনো কিছুর ভরসাই তো আমরা করি না॥ ১০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীহরি নিজ বন্ধুদের এই দৈন্য ও কাতরতাপূর্ণ বচন শুনে তাদের উদ্দেশে বললেন—'ভয় পেয়ো না, তোমরা নিজেদের চোখ বন্ধ করো'॥ ১১ ॥ তারাও তাঁর এই আশ্বাস-বাক্য শুনে একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে 'তা-ই করছি আমরা' বলে নিজেদের চোখ বন্ধ করে ফেলল। তখন যিনি সর্বপ্রকার যোগসাধনার অন্তিম লক্ষ্য সেই সর্বযোগাধীশ ভগবান লীলাভরে সেই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী দাবানলকে নিজের মুখের দ্বারা পান করে নিলেন* এবং এইভাবে সেই ঘোর

[১]পাঃ সগাবঃ। [২]মামোঘবি.।

*১. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের প্রদত্ত প্রেম-ভক্তি-সুধারস পান করে থাকেন। তারই আস্বাদ-লাভের জন্য অগ্নির মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। তাই তিনি নিজেই ভগবানের মুখে প্রবেশ করলেন।

২. বিষাগ্নি, দাবাগ্নি এবং মুঞ্জাগ্নি—এই তিন অগ্নিপানের দ্বারা ভগবানের ত্রিতাপনাশকত্ব সূচিত হচ্ছে।

৩. প্রথম বার রাত্রিতে অগ্নিপান করেছিলেন, দ্বিতীয়বার দিনে। ভক্তজনের তাপ হরণের জন্য ভগবান সর্বদাই তৎপর থাকেন তারই ইঙ্গিত।

৪. পূর্বে সকলের চোখের সামনেই অগ্নিপান করেছিলেন, পরের বার সকলে চোখ বন্ধ করলে তারপর। ভক্ত জানুক অথবা না-ই জানুক, বুঝুক অথবা না-ই বুঝুক, প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষে, ভগবান তার হিত করেই চলেন।

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ।
নিশাম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ॥ ১৩

সংকট থেকে নিজের বান্ধবদের মুক্ত করলেন॥ ১২ ॥ এরপর তারা যখন আবার চোখ মেলল, তখন তারা নিজেদেরকে সেই ভাণ্ডীর বটগাছের কাছে দেখতে পেল। এইভাবে নিজেদের এবং গবাদি পশুগুলিকে দাবানল থেকে রক্ষা পেতে দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত হল॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণস্য যোগবীর্যং তদ্ যোগমায়ানুভাবিতম্।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণের এই যোগসিদ্ধি এবং যোগমায়ার প্রভাবে দাবানল থেকে নিজেদের রক্ষাবিধানরূপ অলৌকিক কাজ দেখে তারা তাঁকে দেবতা বলে স্থির করল॥ ১৪ ॥

গাঃ সন্নিবর্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দনঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্ গোপৈরভিষ্টুতঃ॥ ১৫

দিনান্তবেলায় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে সেই পশুযূথকে গোষ্ঠের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে চললেন। তখন তাঁর বংশীতে মধুর নিনাদ তুলে চলছিলেন তিনি, সঙ্গে অগ্রজ বলরাম, সম্মুখে গোবৃন্দ আর পশ্চাতে সঙ্গী গোপবালকেরা তাঁরই অদ্ভুত কীর্তির জয়গাথা গেয়ে গেয়ে অনুসরণ করছিল তাঁদের॥ ১৫ ॥

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্ গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥ ১৬

শ্রীগোবিন্দের বিরহে একটি ক্ষণও যাঁদের কাছে শতযুগ বলে মনে হত, সেই গোপীগণ ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত তাঁর দর্শন লাভ করে পরমানন্দসাগরে মগ্ন হলেন॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] দাবাগ্নিপানং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে দাবাগ্নিপান নামক উনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

---

[১]বালক্রীড়ায়াং দাবানলবিমোক্ষণমেকো.।

অথ বিংশোঽধ্যায়ঃ

বিংশ অধ্যায়

বর্ষা এবং শরৎ-ঋতুর বর্ণনা

শ্রীশুক উবাচ

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম দাবাগ্নের্মোক্ষমাত্মনঃ।
গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ॥ ১

গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ।
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ॥ ২

ততঃ প্রাবর্তত প্রাবৃট্ সর্বসত্ত্বসমুদ্ভবা।
বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জিতনভস্তলা ॥ ৩

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ॥ ৪

অষ্টৌ মাসান্ নিপীতং যদ্ ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু[১]।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জন্যঃ কাল আগতে॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! গোপগণ নিজ নিজ গৃহে ফিরে এসে নিজেদের মা-বোন প্রভৃতি পরিবারের স্ত্রীলোকদের কাছে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত কার্যাবলি—দাবানল থেকে তাদের রক্ষা করা, প্রলম্ব-বধ ইত্যাদি বর্ণনা করে শোনাল॥ ১ ॥ বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ গোপগণ এবং গোপীরা সেই বৃত্তান্ত শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তাঁরা সবাই এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলেন যে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের রূপ ধারণ করে দুজন শ্রেষ্ঠ দেবতাই ব্রজে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ২ ॥

এরপর বর্ষাঋতুর শুভাগমন ঘটল। সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি এবং জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এই ঋতুরই সর্বাধিক অনুকূল প্রভাব দেখা যায়। এই ঋতুতে অনেক সময়ই চন্দ্রের চারপাশে জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল (তাঁদের 'সভা' বা 'শোভা') লক্ষ করা যায় (অথবা, আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত বিদ্যুতের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, অথবা সমগ্র পরিবেশই নবধারাজলে ধৌত হয়ে শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে), আকাশতল প্রায়ই মেঘগর্জন, প্রবল বায়ু-বিক্ষোভ, অশনিশব্দ ইত্যাদির কারণে সংক্ষুব্ধ থাকে॥ ৩ ॥ সমাগত সেই বর্ষাকালেও ঘন নীল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়েছিল, মেঘের গায়ে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা দীপ্তি পাচ্ছিল, গুরু-গুরু গর্জনে কম্পিত হচ্ছিল দ্যুলোক-ভূলোক, সূর্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কের আলোকও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল না, সব মিলিয়ে আকাশ তখন সগুণ ব্রহ্ম বা জীবাত্মার সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছিল, (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন) গুণের দ্বারা আবৃত হওয়ার কারণে যার স্বরূপ (ব্রহ্মত্ব) প্রকাশিত হয় না॥ ৪ ॥ সূর্যদেব নিজের কিরণসমূহের দ্বারা আট মাস ধরে পৃথিবীর থেকে যে জলসম্পদ গ্রহণ করেছিলেন, এখন উপযুক্ত সময় (বর্ষাকাল) উপস্থিত হওয়াতে তা বর্ষণের মাধ্যমে মুক্ত করে দিতে শুরু করলেন, যেমন কোনো রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কররূপে যে অর্থ গ্রহণ

[১]ম্যা উদময়ং।

তড়িত্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব॥ ৬

তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্ বর্ষীয়সী মহী।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্॥ ৭

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে॥ ৮

শ্রুত্বা পর্যন্যনিনদং মণ্ডুকা ব্যসৃজন্ গিরঃ।
তূষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্ যদ্বদ্ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে॥ ৯

আসন্নুৎপথবাহিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোহনুশুষ্যতীঃ[১]।
পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ॥ ১০

হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতাঃ।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ॥ ১১

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ[২] কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।
ধনিনামুপতাপং চ দৈবাধীনমজানতাম্॥ ১২

করেন, তা যথাকালে তাদের মঙ্গলের জন্যই আবার ফিরিয়ে দিয়ে থাকেন॥ ৫ ॥ জীবসাধারণকে তপ্ত পীড়িত দেখে দয়ালু ব্যক্তিগণ যেমন তাদের দুঃখ মোচনের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন, ঠিক তেমনই তড়িৎ-শিখার আলোকে সমুজ্জ্বল মহামেঘসমূহ প্রবল বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে নিজেদের জীবনস্বরূপ জলরাশি বিশ্বের কল্যাণের জন্য বর্ষণ করতে লাগল॥ ৬ ॥ গ্রীষ্মের তাপে পৃথিবী এতদিন শুষ্ক হয়েছিল, এখন পর্জন্যদেবের বর্ষণে অভিষিক্ত হয়ে সে সরস-শ্যামল-সুপুষ্টকলেবর হয়ে উঠল, যেমন কোনো ব্যক্তি সকামভাবে তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হলে প্রথমত তার শরীর কৃশ ও দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু ফললাভের পরে সেই শরীরই পুনরায় হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে॥ ৭ ॥ বর্ষাকালে যখন রাত্রি আসে, তখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে গ্রহ-তারার প্রকাশ ঘটে না, কিন্তু খদ্যোতেরা প্রকাশমান থাকে, যেমন কলিযুগে পাপ প্রবল হওয়ায় পাষণ্ড মতসমূহেরই প্রচার-প্রসার ঘটে, বেদ এবং তদনুসারী শাস্ত্রসমূহ লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়॥ ৮ ॥ মণ্ডুকের দল এতদিন নিঃশব্দ হয়েছিল, এখন মেঘের গর্জন শুনে তারাও কলরব করতে লাগল, নিত্যকর্মের অবসানে গুরুর উচ্চারিত বেদধ্বনি শ্রবণ করে শিষ্য ব্রাহ্মণগণ যেমন তারই বেদ পাঠ করতে শুরু করেন॥ ৯ ॥ যে-সব ক্ষুদ্র নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, তারাই এখন বর্ষাজলে সমৃদ্ধ হয়ে নিজেদের কূলের বন্ধন বা নির্দিষ্ট গতিপথের সীমানা অতিক্রম করে বিপথে প্রবাহিত হতে লাগল, যেমন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের দেহ এবং ধনসম্পত্তি অসৎপথেই গমন করে থাকে॥ ১০ ॥ এই সময়ে কোথাও নবীন তৃণের আস্তরণে সবুজ, কোথাও ইন্দ্রগোপকীটসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় লোহিতবর্ণ, আবার কোথাও বহুসংখ্যক ছত্রাক পরস্পর সংলগ্নভাবে উৎপন্ন হওয়ায় তাদের শুভ্রকান্তিতে শ্বেতাভরূপে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কোনো রাজার সৈন্যবাহিনী যখন অভিযান করে, তখন তার বহুবিধ বর্ণের ধ্বজ-পতাকা-ছত্রাদির সমারোহ দূরস্থ উচ্চস্থান থেকে যেমন দেখায়, ভূতলের শোভাও হয়েছিল সেইরকম॥ ১১ ॥ বর্ষার প্রসাদে শস্যক্ষেত্রগুলি শস্যসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, ফলে কৃষকদের

[১]হ্রস্বপূরিতাঃ। [২]সস্যবৃদ্ধানি।

জলস্থলৌকসঃ সর্বে নববারিনিষেবয়া।
অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া॥ ১৩

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষুভে শ্বসনোর্মিমান্।
অপক্কযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা ॥ ১৪

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ॥ ১৫

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা[১] ইব ॥ ১৬

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব[২]॥ ১৭

ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণং চ গুণিন্যভাৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা॥ ১৮

আনন্দের আর সীমা ছিল না। অপরপক্ষে তা-ই আবার ধনীদের অন্তর্দাহের কারণ হয়েছিল, কারণ, শস্যসমৃদ্ধি কৃষককে প্রাচুর্য দান করলে সে স্বনির্ভর হবে, ধনীর মুখাপেক্ষী থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে সুবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা, যেগুলির ওপর শস্যাদির ফলন নির্ভর করে, সেগুলি যে দৈবের অধীন এই বোধ তাদের ছিল না॥ ১২ ॥ নবধারাজলনিষেবণে জলচর ও স্থলচর সমস্ত প্রাণীই সুন্দর স্নিগ্ধ-কান্তি হয়ে উঠল, যেমন শ্রীহরির সেবায় নিবেদিতচিত্ত ব্যক্তির অন্তর এবং বাহির দুই-ই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে॥ ১৩ ॥ বর্ষাকালীন সামুদ্রিক বায়ুর প্রভাবে স্বভাবতই উত্তাল-তরঙ্গাকুল সমুদ্র নদীসমূহের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রবলতরভাবে উত্তাল হতে থাকল, যোগসাধনায় অপরিপক্ক যোগীর কামবাসনাযুক্ত চিত্ত যেমন ভোগ্য বিষয়ের সংযোগে ক্ষোভযুক্ত, কামনার তাড়নায় অশান্ত হয়ে উঠতে থাকে॥ ১৪ ॥ শ্রীভগবানেই যাঁরা চিত্ত সমর্পণ করেছেন, সর্বপ্রকার দুঃখের অভিঘাতেও তাঁরা যেমন কাতর হন না, বর্ষার মুষলধারায় নিরন্তর আহত হওয়া সত্ত্বেও পর্বতগুলিও তেমনই ব্যথিত হয়নি॥ ১৫ ॥ যে সকল পথ সচরাচর ব্যবহৃত তথা পরিষ্কৃত হত না, সেগুলি (বর্ষাকালের প্রভাবে) নতুন তৃণে আচ্ছাদিত হওয়ায় সন্দিগ্ধ অর্থাৎ তার প্রকৃত অবস্থান তথা সীমা, বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, ঠিক যেমন দ্বিজগণের চর্চার অভাবে কালবশে বেদবাণীই সন্দেহের বিষয় হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার অস্তিত্ব তথা প্রকৃত পাঠ ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়॥ ১৬ ॥ মেঘেরা সর্বলোকের পরম উপকারী বন্ধুস্বরূপ, কিন্তু তাহলেও বিদ্যুতেরা তাদের কাছেও স্থিরভাবে অবস্থান করে না, কামনার বশে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে উপগত ক্ষণপ্রণয় ব্যবসায়িনী দুশ্চরিত্রা নারীরা যেমন গুণী পুরুষের কাছেও বিশ্বস্তভাবে দীর্ঘকাল বাস করে না॥ ১৭ ॥ দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আকাশের গুণ শব্দ ; বর্ষাকালীন আকাশ তো সেই অর্থে বিশেষভাবেই 'সগুণ' (সততই মেঘ-বজ্র-গর্জনে ধ্বনিত হওয়ার কারণে)। সেই গুণযুক্ত আকাশেই আবার নির্গুণ (ধনুকের গুণ বা ছিলা) ইন্দ্রধনু (যাতে চাপ অংশই

[১]কালেন বা হতাঃ। [২]গুণেষ্বপি।

ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ।
অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা॥ ১৯

দেখা যায়, জ্যা বা গুণ নয়) শোভা পায়। এই ঘটনা অবশ্যই সত্ত্বাদি-গুণত্রয়াত্মক প্রাকৃত ব্যক্ত জগতে গুণরহিত পরমপুরুষের প্রকাশের সঙ্গে তুলনীয়॥ ১৮ ॥ আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করেই জীবের অহংবুদ্ধি প্রকাশিত হয়, অথচ সেই অহংকারই তার আত্মস্বরূপের আবরণ হয়ে তাকে প্রকাশিত হতে দেয় না। অনুরূপভাবে, বর্ষারাত্রিতে বহুসময়েই দেখা যায় যে, চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তার জ্যোৎস্না মেঘের বিভিন্ন অংশে এমনভাবে ছটা বিস্তার করেছে যার ফলে সেই মেঘটির আকৃতি সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে (জ্যোৎস্না না থাকলে যা হত না), অর্থাৎ চাঁদেরই কিরণদ্বারা প্রকাশিত মেঘ চাঁদকেই আচ্ছাদিত করে রেখেছে॥ ১৯ ॥

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দঞ্ছিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষু তপ্তা নির্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে॥ ২০

মেঘের আগমন ময়ূরদের কাছে এক উৎসবস্বরূপ, তারা কেকাশব্দের মুখরতায় এবং কলাপ বিস্তার করে নৃত্যে মত্ত হয়ে নিজেদের হর্ষ তথা মেঘের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছিল, যেমন ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ এবং বিষয়াদির অসারতা অনুভব করে বিরক্ত সংসারাবদ্ধ জীব ভগবদ্ভক্তের শুভাগমনে আনন্দে মগ্ন হয়ে যায়॥ ২০ ॥

পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্তয়ঃ।
প্রাক্ ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া॥ ২১

গ্রীষ্মের তাপে যে সব বৃক্ষ নিস্তেজ ও শুষ্কপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, সেগুলিই এখন মূলের দ্বারা জল পান করে পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হওয়ায় তাদের চেহারা হয়ে উঠল বৈচিত্র্যপূর্ণ, যেমন তপস্যার ফলে প্রথমত শীর্ণ ও দুর্বল সাধকগণের শরীরই সিদ্ধিলাভের পরে কাম্যবস্তু উপভোগের দ্বারা শোভন ও কান্তিমান হয়ে ওঠে॥ ২১ ॥

সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যূষুরঙ্গাপি সারসাঃ।
গৃহেষ্বশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ॥ ২২

এইসময় সরোবরগুলির তীরে বহুসংখ্যক সারস এসে বাস করছিল। বাসস্থান হিসাবে অবশ্য জলাশয়তট খুব রমণীয় নয়, কারণ কর্দম-কণ্টকাদি পরিপূর্ণ হওয়ায় এবং পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা হেতু নিশ্চিন্ত শান্তিতে সেখানে বসবাসের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত, তথাপি সারসেরা অন্য কোথাও চলে যায়নি। পরীক্ষিৎ! সংসারেও কি আমরা অনুরূপ ব্যাপারই ঘটতে দেখি না? বিষয়সুখোপভোগের আশায় যেসব অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি গৃহের অসংখ্যবিধ সাংসারিক কর্মভার বহন করে ক্লান্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও সেই ক্লেশকর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায় না, তারাও তো সেই অশান্তিময় সংসারেই পড়ে থাকতেই ভালোবাসে, তা ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে না॥ ২২ ॥

জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা॥ ২৩

ইন্দ্রদেব এরপর প্রবল বর্ষা প্রেরণ করতে থাকলে নদীবাঁধ, ক্ষেত্রাদির সীমাবন্ধন, রাস্তার

ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্নুন্না ভূতেভ্যোঽথামৃতং ঘনাঃ।
যথাঽঽশিষো বিট্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ॥ ২৪

সেতু—সবকিছুই জলস্রোতের বেগে ভেঙে যেতে লাগল, কলিযুগে পাষণ্ডীদের নানারকম মিথ্যা এবং অসৎপথের প্রেরণাদানকারী মতবাদের প্রভাবে যেমন বেদশাস্ত্র প্রতিপাদিত ধর্মপথের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়ে থাকে ॥ ২৩ ॥ বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে মেঘরাশি জীবলোকের পক্ষে অমৃতস্বরূপ বারি বর্ষণ করতে লাগল, যেমন ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের প্রেরণায় রাজা অথবা ধনী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন লোকেদের প্রার্থিত (অন্ন-বস্ত্র-অর্থাদি) বস্তু দান করে থাকেন॥ ২৪ ॥

এবং বনং তদ্ বর্ষিষ্ঠং পক্বখর্জুরজম্বুমৎ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ॥ ২৫

এইরকম বর্ষার সময়ে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে গোধন এবং গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুকাদির ইচ্ছায় একটি বনে প্রবেশ করলেন। বর্ষার প্রসাদে বনটি তখন সুসমৃদ্ধ, সুপক্ক খর্জুর গন্ধে আমোদিত, পরিণত জম্বুফলভারে শ্যামবর্ণাভ ॥ ২৫ ॥

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা।
যযুর্ভগবতাঽঽহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনীঃ[১]॥ ২৬

সেই গাভীরা তাদের পীন দুগ্ধাশয়ের (পালান) ভারে স্বভাবতই মন্থরগামিনী ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের ডাক দিলেন, তখন তারা প্রীতিবশত দুগ্ধক্ষরণ করতে করতে দ্রুতবেগে চলতে লাগল॥ ২৬ ॥ সেই বনে প্রবেশ করে ভগবান দেখলেন, সুবর্ষণ হওয়ায় শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি সরল স্বভাব বনবাসীবৃন্দ অত্যন্ত হৃষ্ট, তাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় সেই আনন্দ অবাধে উৎসারিত হচ্ছে। অপ্রাকৃত মহিমান্বিত বৃন্দাবনের আরণ্যক বৃক্ষরাজিও বর্ষাধারাভিষেকে তৃপ্ত হয়েই যেন নিজেরাও মধু বর্ষণ করছে। পর্বতের ক্রোড় হতে চঞ্চল ঝরনার জল ঝরঝর শব্দে ঝরে পড়ে বনভূমির মধ্যে দিয়ে কলতান তুলে বয়ে চলেছে। বর্ষার সময় আশ্রয় নেবার পক্ষে যেগুলি অত্যন্ত উপযোগী এমন অনেক গুহাও রয়েছে নিকটবর্তী পর্বতগাত্রে॥ ২৭ ॥

বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ।
জলধারা গিরের্নাদানাসন্না দদৃশে গুহাঃ॥ ২৭

ক্বচিদ্ বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াং চাভিবর্ষতি।
নির্বিশ্য[২] ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ॥ ২৮

কখনো বৃষ্টি নেমে এলে ভগবান কোনো বিশাল বৃক্ষের নীচে কিংবা কোটরের মধ্যে অথবা কোনো পর্বতগুহায় আশ্রয় নিয়ে ফল-মূল-কন্দ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে মহানন্দে সেই বনে বিহার করতে লাগলেন॥ ২৮ ॥

দধ্যোদনং[৩] সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥ ২৯

কখনোবা তিনি বলরাম এবং গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে যেখানে কাছাকাছিই জল আছে, এমন জায়গায় বড় কোনো পাথরের ওপর বসে বাড়ি থেকে আনা দই-ভাত অন্যান্য ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে ভোজন করতে লাগলেন॥ ২৯ ॥

[১]স্তনাঃ। [২]র্বিশন্। [৩]দনমুপানীতং।

শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্বতো মীলিতেক্ষণান্।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ[১]॥ ৩০

প্রাবৃট্‌শ্রিয়ং চ তাং বীক্ষ্য সর্বভূতমুদাবহাম্।[২]
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্॥ ৩১

বনভূমি বর্ষাকালীন নবীন তৃণে সমাচ্ছন্ন থাকায় তৃণভোজী প্রাণীরা এই সময় অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট এবং চিক্কণদেহ হয়ে উঠেছিল, বিশেষত গাভীরা তাদের দুগ্ধভার যেন আর বইতে পারছিল না। সেই গাভী, বৃষ এবং বৎসের দল প্রচুর ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে তৃণদলের ওপরেই বসে চক্ষু মুদ্রিত করে রোমন্থন করছিল। সর্বজীবকল্যাণী বর্ষালক্ষ্মী তাঁর মধুর মূর্তিটি চরাচরে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। ভগবানেরই অনির্বচনীয় মায়া এইভাবে রূপের মধ্যে অপরূপের স্পর্শ লাগিয়ে যে বিচিত্র লীলা বিস্তার করেছিলেন, শ্রীভগবান তাকিয়ে দেখলেন সেদিকে ; তাঁর নিজের মাধুরীই তাঁর চিত্ত হরণ করল, সপ্রশ্রয় প্রীতির সঙ্গে তার মহিমা স্বীকার করলেন তিনি॥ ৩০-৩১ ॥

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে।
শরৎ সমভবদ্ ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্ব্বপরুষানিলা॥ ৩২

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া॥ ৩৩

ব্যোম্নোঽব্দং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্॥ ৩৪

সর্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ[৩]॥ ৩৫

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম সানন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন ব্রজভূমিতে। ক্রমে বর্ষা গেল, প্রকৃতির আরেক রূপ উন্মোচিত করতে উপস্থিত হল শরৎ ঋতু। সজল মেঘ অপগত হল, জল হল নির্মল, বায়ুর প্রখর বেগও হল মন্দীভূত॥ ৩২ ॥ শরতের প্রধান চিহ্নই হল পদ্ম, জলাশয়গুলি আলো করে ফুটে উঠল রাশি রাশি পদ্মফুল। জলও কর্দমাক্ত আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে তার স্বাভাবিক রূপ ফিরে পেল, যেমন যোগভ্রষ্ট সাধকগণের চিত্ত পুনরায় যোগসাধনার দ্বারা 'স্ব'স্থ হয়, নিজ 'ভাবে' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়॥ ৩৩ ॥ শরৎ উপস্থিত হয়েই আকাশ থেকে জলবর্ষী কালো মেঘের দলকে অপসারিত করল, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা বর্ষায় বৃষ্টির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গুহাদি অপরিসর স্থানেও একসঙ্গে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিল, তাদের সেই অনভিপ্রেত ক্লেশকর সহাবস্থানের হাত থেকেও মুক্তি দিল (অথবা, বর্ষাকালীন বহুবিধ কীট-সরীসৃপাদি প্রাণীর অতিবৃদ্ধি প্রশমিত করল), ভূমির কর্দম এবং জলের মালিন্যও সম্পূর্ণ দূর করে দিল, ঠিক যেমন ভগবদ্ভক্তি আশ্রম চতুষ্টয়ের (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস) সকল ব্যক্তিরই সর্ববিধ অশুভ তথা কষ্ট হরণ করে থাকে॥ ৩৪ ॥ মেঘেরা (বর্ষাকালে) তাদের সর্বস্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ জলভার নিঃশেষে দান করে এখন 'নিঃস্ব' হয়ে শুভ্রকান্তি ধারণ করে শোভা পেতে লাগল, এষণাত্রয় (পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা) ত্যাগ করে শান্তচিত্ত এবং সর্বপাপবিনির্মুক্ত সংসারবন্ধনরহিত মুনিগণ যেমন শোভা পান॥ ৩৫ ॥

[১] স্বোধ্নো ভর.। [২] সুখাব.। [৩] কল্মষাঃ।

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্[1]।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা॥ ৩৬

নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ।
যথাহহয়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ॥ ৩৭

গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দঞ্ছরদর্কজম্ ।
যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩৮

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামং চ বীরুধঃ।
যথাহংমমতাং ধীরাঃ শরীরাদিম্বনাত্মসু॥ ৩৯

নিশ্চলাম্বুরভূত্তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্মুনির্ব্যুপরতাগমঃ॥ ৪০

কেদারেভ্যস্ত্বপোহগৃহ্নন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ॥ ৪১

এখন পর্বতেরা ঝরনাধারার মাধ্যমে উপরে সঞ্চিত জীবকল্যাণকারী জল কোথাও কোথাও মুক্ত করে দিচ্ছিল, আবার কোথাও কোথাও দিচ্ছিল না (বর্ষাকালে সব দিক দিয়েই জলস্রোত প্রবাহিত হয়, শরতে তা হয় না) ; জ্ঞানী মহাপুরুষেরা যেমন যথাসময়ে নিজেদের অমৃতময় জ্ঞানভাণ্ডার কোনো কোনো যোগ্য অধিকারীর কাছেই উন্মুক্ত করেন, আবার অন্যান্য (অযোগ্য অনধিকারী)-দের কাছে করেন না॥ ৩৬ ॥ বর্ষার সময় যেসব অগভীর গর্তাদিতে জল জমেছিল এখন তা দ্রুত শুষ্ক হয়ে আসছিল, কিন্তু সেখানে বসবাসকারী জলচরেরা তা বুঝতে পারছিল না, আত্মীয়-পরিজন-পরিবারের ভরণপোষণে ব্যস্ত মোহগ্রস্ত মানুষেরা যেমন তাদের আয়ু যে প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে চলেছে, তা জানতেই পারে না ॥ ৩৭ ॥ শরৎকালীন সূর্যের প্রখর তাপে অল্প জলচর জীবেরা উত্তরোত্তর অধিকতর ক্লেশ অনুভব করতে লাগল, যেমন পরিবার প্রতিপালনে সদাতৎপর দরিদ্র ক্ষুদ্রাশয় ইন্দ্রিয়পরবশ গৃহস্থ বহুবিধ কষ্টের পীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়॥ ৩৮ ॥ শরতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাটি তার কর্দমাক্ত ভাব ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করতে লাগল এবং লতা-পাতাও তাদের অপরিপক্বতা বা কচি অবস্থার নরম ভাব ত্যাগ করে ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল—বিবেকসম্পন্ন সাধক যেমন ধীরে ধীরে শরীর প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থসমূহে 'আমি' এবং 'আমার' এইরূপ বোধ (অহং এবং মমতা) পরিত্যাগ করেন॥ ৩৯ ॥ শরৎকালে সমুদ্রের জল স্থির, গম্ভীর এবং গর্জনহীন হয়ে গেল, মন যথার্থরূপে নিঃসংকল্প হলে পরে যেমন আত্মারাম মুনি প্রবৃত্তিমূলক শাস্ত্রপাঠ তথা কর্মকাণ্ডের আড়ম্বর ত্যাগ করে শান্ত, সমাহিত তথা সংযতবাক্ হয়ে যান॥ ৪০ ॥ কৃষকেরা এই সময় জমির চারপাশে ভালোভাবে বাঁধ দিয়ে, ছিদ্রপথে জল যাতে বেরিয়ে না যায় সেইভাবে আলগুলিকে দৃঢ় করে কৃষিক্ষেত্রের জন্য জল ধরে রাখতে লাগল (কারণ এরপরে আর বৃষ্টির জল পাওয়া যাবে না), যোগীরা যেমন বিষয়সমূহের প্রতি ধাবমান বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরুদ্ধ করে (প্রত্যাহার সাধনের দ্বারা) সেই পথে জ্ঞানের বৃথা ব্যয় বন্ধ করে তাকে স্বীয় অন্তরে ধারণ করে

[1]স্রবম্

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুডুপোঽহরৎ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্॥ ৪২

খমশোভত নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্॥ ৪৩

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোডুগণৈঃ শশী।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি॥ ৪৪

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্।
জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ॥ ৪৫

গাবো মৃগাঃ খগা নার্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্।
অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়াঃ ইব॥ ৪৬

উদহৃষ্যন্ বারিজানি সূর্যোত্থানে কুমুদ্ বিনা।
রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা যথা[১] দস্যূন্ বিনা নৃপ॥ ৪৭

থাকেন॥ ৪১ ॥ শরৎকালে দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপ অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠল, প্রাণীসমূহের পক্ষে তা সহ্য করা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু রাত্রিবেলা চাঁদ উঠলে তার স্নিগ্ধ কিরণের প্রলেপে সকলের তাপ যেন জুড়িয়ে যেত। অনুরূপভাবে (১) দেহকেই 'আমি' বলে ধারণা করে মূঢ় জীব বহুবিধ সন্তাপ ভোগ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞানের উদয়ে তার সেই সব জ্বালা অন্তর্হিত হয়, পরম প্রশান্তি লাভ করে সে ; আবার, (২) কৃষ্ণবিরহে ব্রজগোপীগণের দুঃখের আর সীমা থাকে না, প্রতিটি নিমেষ তাঁদের কাছে অসহ্য বোধ হতে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সেই হৃদয়দহন দূর হয়ে গিয়ে অসীম আনন্দসাগরে মগ্ন হন তাঁরা ; এই দুটি ক্ষেত্রেই যেন পূর্বোক্ত ঘটনারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমরা॥ ৪২ ॥ বেদের তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে যার কাছে, এমন বিশুদ্ধসত্ত্ব চিত্ত যেমন অন্তর্জ্যোতির দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে, সেইরকমই শারদ রাত্রির নির্মেঘ আকাশ তারকাসমূহের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে শোভা পেতে লাগল॥ ৪৩ ॥ আবার পূর্ণিমা তিথি এলে ষোড়শ কলায় পূর্ণ চন্দ্র তারকামণ্ডলে পরিবৃত হয়ে আকাশে ঠিক সেইরকম মাধুর্য বিস্তার করতে লাগল যেমন পৃথিবীতে যদুপতি কৃষ্ণ যদুবংশীয়গণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অপরূপ মনোহারী সৌন্দর্যের ছটায় চতুর্দিক আলোকিত করে রাখেন॥ ৪৪ ॥ শরৎকালীন পুষ্পের ভারে বনের বৃক্ষলতা যেন নুয়ে পড়ছিল, সেই ফুল্লকুসুমিত কাননের ভিতর দিয়ে বয়ে আসছিল নাতিশীতোষ্ণ বায়ু, তার স্পর্শে সকলেরই তাপ দূর হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু গোপীদের নয়, বরং তাঁদের সন্তাপ তাতে আরও বেড়েই যাচ্ছিল ; কারণ তাঁদের চিত্ত তাঁদের কাছে ছিল না, শ্রীকৃষ্ণ তা হরণ করে নিয়েছিলেন॥ ৪৫ ॥ শরৎ ঋতুতে কালধর্মানুসারে গাভী, মৃগী, পক্ষিণী এবং নারীরা সন্তানকামনাবতী বা ঋতুমতী হলে তাদের নিজ নিজ সঙ্গী পুরুষেরা তাদের অনুগমন করেছিল, যেমন ঈশ্বরারাধনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার ক্রিয়াই তাদের ফলের অনুসৃত হয়ে থাকে॥ ৪৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! রাজার অভ্যুত্থানে যেমন দস্যু ব্যতীত সকল লোকই নির্ভয় হয়,

[১]আসন্।

পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরৈন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ।
বভৌ ভূঃ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ॥ ৪৮

তেমনই সূর্যের উদয়ে কুমুদ ব্যতীত অন্যান্য সব জলজ পুষ্পই প্রফুল্ল (প্রস্ফুটিত) হয়ে উঠল॥ ৪৭ ॥ এই সময় নগর এবং গ্রামসমূহে বৎসরের নতুন শস্যের অগ্রভাগ দেবোদ্দেশে নিবেদন করার জন্য যথাবিহিত বৈদিক যাগ এবং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের আনন্দে অনুষ্ঠিত (অথবা, দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত) নানাবিধ লৌকিক মহোৎসব হচ্ছিল। শরতের পরিপূর্তিতে এইভাবে পক্ব-শস্যসমৃদ্ধা পৃথিবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের উপস্থিতি হেতু আরওই গৌরব-মণ্ডিতা ও পরম শ্রীময়ী হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন॥ ৪৮ ॥ সিদ্ধপুরুষগণ যেমন সময় উপস্থিত হলে নিজেদের সাধনার অনুরূপ দেবশরীর ইত্যাদি বিশেষ সিদ্ধিসম্পদ লাভ করে থাকেন, সেইরকমই বণিক, সন্ন্যাসী, রাজা এবং স্নাতক, যাঁরা বর্ষার কারণে এক স্থানে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন, (শরতে) তাঁরা সেখান থেকে বহির্গত হয়ে নিজ নিজ অভিপ্রেত পদার্থ প্রাপ্ত হলেন বা তার সাধনে উদ্যোগী হলেন॥ ৪৯ ॥

বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে।
বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে প্রাবৃট্শরদ্বর্ণনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে বর্ষা ও শরতের বর্ণনা নামক বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

অথৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ

একবিংশ অধ্যায়

বেণুগীত

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।
ন্যবিশদ্ বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ॥ ১

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্ ।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্॥ ২

তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্॥ ৩

তদ্ বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ॥ ৪

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্ বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এই রকম শরৎকালে একদিন ভগবান অচ্যুত গোধন এবং গোপ-বৃন্দসহ একটি বনে প্রবেশ করলেন। শরতের প্রভাবে সেখানে জল ছিল স্বচ্ছ, পদ্মশোভিত জলাশয়ের ওপর দিয়ে বয়ে আসা মৃদুমন্দ বায়ুর সুগন্ধে সমগ্র বনটিই ছিল আমোদিত॥ ১ ॥ বনের গাছে গাছে ফুটেছিল বহু ধরনের ফুল আর সেগুলির ওপরে গুঞ্জন করছিল অসংখ্য মত্ত ভ্রমর, দলে দলে পাখিরাও তাদের বিচিত্র কলরবে সেখানকার সরোবর, নদী, পর্বত, সবকিছুকেই মুখরিত করে রেখেছিল। মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ তথা শ্রীবলরামের সঙ্গে সেই বনের গহনে প্রবিষ্ট হয়ে গোচারণ করতে করতে নিজের বাঁশরীতে মধুর তান তুললেন ॥ ২ ॥ বংশীধারীর সেই বংশীধ্বনি তাঁর প্রতি প্রেমের জাগরণ ঘটায়, তাঁর মিলনাকাঙ্ক্ষায় আকুল করে তোলে চিত্তকে। সেই ধ্বনি শুনে ব্রজগোপীগণের হৃদয়ে যেন কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা এল ; তাঁরা কেউ কেউ একান্তে নিজেদের সখীদের কাছে তাঁর মাধুর্য তথা বংশীধ্বনির প্রভাব বর্ণনা করতে প্রয়াস পেলেন॥ ৩ ॥ কিন্তু মহারাজ ! তা বর্ণনা করতে যাওয়া মাত্রই তাঁদের স্মরণে এল শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-মাধুর্য মণ্ডিত আচার-আচরণ, ভগবানের তীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হওয়ায় তাঁদের মনও তাঁদের বশে রইল না, সুতরাং বাক্যও স্বভাবতই রুদ্ধ হয়ে গেল ; তখন আর কে কার বর্ণনা করবে ? ৪ ॥ (তখন তাঁরা মানসনেত্রে দেখতে লাগলেন) গোপগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করছেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে অলৌকিক ছন্দ ; প্রকৃতপক্ষে তাঁর তনুটিই যেন ছন্দেরই মূর্তিমান রূপ, তিনি যে নটশ্রেষ্ঠ, দিব্যগন্ধর্ব ! ময়ূরপুচ্ছ তাঁর শিরোভূষণ, দুই কর্ণে তাঁর পীত কর্ণিকার পুষ্প। অঙ্গে ধারণ করেছেন পীতবসন, সোনার দ্যুতি বিকীর্ণ হচ্ছে তা থেকে, গলায় দুলছে (পাঁচ রকমের সুগন্ধি পুষ্পে গ্রথিত) বৈজয়ন্তী

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্বভূতমনোহরম্[১]।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে॥ ৬

মালা। মুরলীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে দিচ্ছেন নিজ অধরসুধা, আর তা-ই বুঝি মোহন সুরের রূপে উচ্ছলিত হয়ে বয়ে চলেছে অম্বরতলে। সঙ্গী গোপবৃন্দ তাঁরই শ্রবণ-মনোরসায়ন রসনাপাবন কীর্তিসমূহ গান করতে করতে তাঁর অনুগমন করছে। তাঁর পদচিহ্নে অঙ্কিত হয়ে পবিত্র, রমণীয় হয়ে উঠেছে বৃন্দাবনের ভূমিতল, সে যে আজ স্বর্গেরও বন্দনীয়, বৈকুণ্ঠেরও ঈর্ষাপাত্র ৫ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের এই বেণুরবের আকর্ষণ সর্বগ্রাসী, এর প্রভাবে মুগ্ধ হয় না এমন পদার্থ ত্রিভুবনে নেই। ব্রজাঙ্গনাগণ সেই ধ্বনি শুনলেন, তার বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে ক্রমশ তন্ময় হয়ে যেতে থাকলেন, তাঁদের মনের মধ্যে উদয় হলেন সেই মোহন বংশীবাদক, মনে মনেই তাঁকে তাঁরা বদ্ধ করলেন নিবিড় আশ্লেষে, আর সেই পরমানন্দেই আবিষ্ট অবস্থায় পরস্পরকে বলতে লাগলেন॥ ৬ ॥

গোপ্য ঊচুঃ

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ।
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥ ৭

গোপীগণ বললেন* —দেখ সখীরা ! যাদের চোখ আছে, তাদের সেই চোখ থাকার তথা জীবনের সফলতা তো এ-ই, আর এ-ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে বলেও আমরা মনে করি না যে, ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যখন বয়স্যদের সাথে পশুদের নিয়ে বনে যেতে অথবা বন থেকে ফিরতে থাকেন, তাঁদের অধরে থাকে মোহন বেণু, নয়ন কোণে আমাদের প্রতি অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন, তাঁদের সেই মন-প্রাণ কেড়ে নেওয়া মুখচ্ছবি দুচোখ ভরে দেখে নিতে পারা, যারা তা পেরেছে, তারাই লাভ করেছে দৃষ্টিশক্তির সার্থকতা, অন্যথা অন্ধ হলেই বা কী ? ৭ ॥

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেষৌ ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ॥ ৮

তাঁদের বেশভূষা দেখেছিস তোরা ? নতুন আম্রপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, কত রকমের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, পদ্ম, কুমুদ—এই সবই তো তাঁদের মালার উপকরণ, সেই মালা লগ্ন হয়ে রয়েছে একজনের শ্যামল শরীরের পীতাম্বরে, আরেকজনের গৌরদেহের আবরণ সুনীল বস্ত্রে, কী বিচিত্র সাজ আর কী বিচিত্র তার শোভা ! গোপবালকদের দলে মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করেন তাঁরা, কখনো কখনো

[১]নোরমম্।

*এর পরের শ্লোকগুলিতে (৭-১৯) ভিন্ন ভিন্ন গোপীর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে, এইজন্য পারস্পরিক অর্থসংগতি বা আনুপূর্বিকতা খোঁজা উচিত হবে না। প্রতিটি শ্লোকই স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথাঽর্যাঃ।। ৯

গান করতে থাকেন, স্বর্গের সুধা সুরের ধারায় ঝরে পড়তে থাকে। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে যেন অভিনয় করতে এসেছেন অপার্থিব দুই কিশোর নট! ৮ ।। এই বংশীই না জানি কোন্ মহাপুণ্য করে এসেছে, যার ফলে সে আমাদের, গোপিকাদেরই যাতে একমাত্র অধিকার—সেই দামোদরের অধরসুধা এমনভাবে নিজেই পান করে নিচ্ছে যে, আমাদের জন্য আর বুঝি এক বিন্দু রসও অবশিষ্ট থাকবে না, বল তো তোরা, তোরাও তো গোপী, এ দুঃখ রাখি কোথায়? আর এদিকে দেখ, বংশে ভগবদ্ভক্ত সুপুত্র জন্মালে যেমন মাতা-পিতা তথা কুলবৃদ্ধদের আনন্দের সীমা থাকে না, এই বেণুর গৌরবে তেমনই এর মাতৃস্থানীয় পুণ্যতোয়া হ্রদিনীগুলি (জলাশয়) (মাতৃস্তন্য-তুল্য তাদের রস শোষণ করেই যেহেতু বৃক্ষমাত্রেরই জীবন রক্ষা ঘটে থাকে) পদ্মফুল ফোটানোর ছলে রোমাঞ্চিতদেহ হয়ে উঠেছে, আর (বৃক্ষজাতির অন্তর্ভুক্ত হিসাবে জ্ঞাতিসম্পর্ক গণনায়) শ্রদ্ধেয় কুলবৃদ্ধস্বরূপ অন্যান্য বৃক্ষেরাও মধুধারাবর্ষণের ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করছে।। ৯ ।। বৃন্দাবনেরও তো সখী, শোভা, সম্পদ, মাধুর্য, ঐশ্বর্যের আজ সীমা নেই, দেবকীনন্দনের চরণকমলের স্পর্শে সমগ্ররূপিণী লক্ষ্মীর নিবাসস্থল হয়ে সর্বমঙ্গল সর্বসৌন্দর্যের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে সে। প্রকৃতপক্ষে তার গৌরবে আজ পৃথিবীই গৌরবান্বিতা, ভূলোকের যশ আজ সপ্তলোকেই বিস্তৃত হয়ে গেছে বৃন্দাবনের কল্যাণে। আর, তোরা দেখেছিস সেই দৃশ্য—শ্রীগোবিন্দ যখন বেণুতে তান তোলেন, ময়ূরেরা মত্ত হয়ে তার তালে তালে নাচতে থাকে, তখন অন্য সমস্ত প্রাণীই তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ছেড়ে পর্বতের সানুদেশে কেমন স্থির হয়ে থাকে, অনিমেষে চেয়ে থাকে সেই দিকে? কী দেখে তারা? ময়ূরের নৃত্য, নাকি যে 'কৃষ্ণ' মেঘের বেণুনিনাদে ময়ূরেরা মত্ত হয়, তাঁকে? নাকি স্তব্ধ হয়ে শোনে জগৎ-সংসার-কর্তব্য—সব ভোলানো সেই কর্মনাশা বাঁশির সুর? বৃন্দাবনে তো এসবই এখন স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু বল তোরা, অন্য কোনো বনে বাজে এমন বাঁশি, অন্য কোনো লোকে আছে এমন বৃন্দাবন? ১০।। আর এই যে বৃন্দাবনের হরিণী, পশুজাতিতে জন্ম হয়েছে, তাই চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতাও তো এদের নেই, তবু এদেরই জীবন ধন্য!

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং
যদ্ দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ।। ১০

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ।। ১১

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎ ক্বণিতবেণুবিচিত্রগীতম্[১]।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ।। ১২

আমাদের সেই মনোহরণ যখন তাঁর শ্যামল সুন্দর দেহে বিচিত্র বেশ ধারণ করে অলৌকিক সুরের জাল বিস্তার করেন তাঁর বেণুতে, তখন এই হরিণীরা তাদের নিজেদের সাথি কৃষ্ণসার মৃগদের সঙ্গে নিয়ে এসে তাদের বিশাল সরল আঁখি শ্রীনন্দনন্দনের দিকে নিবদ্ধ করে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে—তাদের সেই দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে তাদের অনুরাগ, নিজেদের সেই রাতুল চরণে উৎসর্গ করার আকুতি ! কেমন নিঃশব্দে অথচ কত নিশ্চিতভাবেই না তাদের প্রেমের পূজা নিবেদিত হয় যথাস্থানে যথাযথরূপে ! (মানুষজন্ম লাভ করেও তো আমরা সংসার-সমাজের ভয়ে এমন সহজ আত্মনিবেদন করতে পারি না, হরিণীদের তুলনায় আমাদের জীবন তো তাই বিড়ম্বিত !)।। ১১ ।। আরও এক বিচিত্র কথা শোনো তাহলে ! তাঁর রূপ-গুণ-চরিত্রমাধুর্য তো সকলেরই মন-কাড়া, বিশেষত আমাদের অর্থাৎ স্ত্রী-জাতির পক্ষে তা যে অন্তর-বাহিরের সর্ব-বৃত্তির ঊর্ধ্বায়ন ঘটানো এক মহা-উৎসবস্বরূপ, সে তো আমরা নিজেদের দৃষ্টান্ত থেকেই জানি। আর এই পৃথিবীর নারী তো কোন্ ছার, স্বর্গের দেবীরা পর্যন্ত তাঁদের পতিগণের সঙ্গেই স্বর্গীয় বিমানে আকাশ পথে যেতে যেতে তাঁকে দেখে আর তাঁর বাঁশিতে ধ্বনিত লোকোত্তরের আভাস-আনা সেই বিচিত্র গীত শুনে কোন্ অনির্বচনীয় বিরহবেদনায় ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন, সেই মুহ্যমান অবস্থায় তাঁদের বেণীবন্ধে গাঁথা ফুল, এমনকি তাঁদের নীবিবস্ত্র পর্যন্ত খসে পড়ে, তাঁরা তা জানতেও পারেন না। কী করেই বা জানবেন, তখন তাঁদের (দিব্যোন্মাদগ্রস্ত মহাপুরুষগণের মতো) বাহ্যজ্ঞানই বিলুপ্ত হয়ে যায় যে ! দেখেছি তো, আকাশ থেকে সেই নন্দনকানন কুসুম, সেই স্বর্গীয় বস্ত্র মাটিতে এসে পড়তে ! ১২ ।। সখী, তোরা তো বনের হরিণী, স্বর্গের দেবীদের কথা বললি, কিন্তু আমাদের ব্রজের গাভীদের কী দশা হয়, তা দেখিসনি ? যখন তাঁর শ্রীমুখ থেকে বেণুর মাধ্যমে গীতসুধার ধারা প্রবাহিত হতে থাকে, তখন গাভীরা তাদের কর্ণপুটে নিঃশেষে তা ভরে নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বকর্ণ হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন শ্রবণপথে সেই অমৃতরস আস্বাদন করে তারা আবিষ্ট

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ।। ১৩

[১]বিবিক্তগীতম্।

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা[১] মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তিমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ১৪

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥ ১৫

দৃষ্ট্বাঽঽতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্॥ ১৬

হয়ে গেছে। আরও দেখেছিস, সেই সময়ে তাদের চোখের কোণে জল ছলছল করে, কেন বল তো ? আসলে তারা নয়ন দ্বারের ভিতর দিয়ে তাদের প্রিয় গোবিন্দকে মনের মধ্যে সমাসীন করে অন্তরে-অন্তরে তাঁর স্পর্শসুখে নিমগ্ন হয়ে যায়, সেই আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে অশ্রুর রূপে। আর তাদের শাবকেরা মায়েদের স্বতঃক্ষরিত দুধ পান করতে করতে যখনই শোনে সেই বেণুরব, তাদের খাওয়া হয়ে যায় বন্ধ, মুখের দুধ মুখেই থেকে যায় ; হৃদয়ে সেই আনন্দসুন্দরের মূর্তি, চোখে জল নিয়ে তারাও নিঃস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে থাকে॥ ১৩ ॥ গাভী-বৎসদের কথা যা বললি, তা সত্যিই ; কিন্তু ওমা, এই বৃন্দাবনের পাখিদের ব্যাপার দেখলেও তো অবাক হয়ে যেতে হয় ! সত্যি কথা বলতে কী, আমার ধারণা, তারা সাধারণ পাখি নয়, মহাত্মা মুনি-ঋষিরাই হয়তো পাখির ছদ্মবেশে এসে বৃন্দাবনে বাস করছেন। তা নাহলে তারা বেছে বেছে গাছের সেই সব ডালেই বসবে কেন, যেখান থেকে তাঁকে অবাধে দেখা যায় ? সুন্দর কচি পাতায় ভরা সেই সব বৃক্ষশাখায় বসে তারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপমাধুরী নির্নিমেষে পান করতে থাকে আর তাঁর বাঁশির বুকে জাগিয়ে তোলা সেই ত্রিভুবন মোহন তান শোনে অনন্য মনে, অন্য সব শব্দ ছেড়ে, নিজেদের বাক্‌ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করে যেমন মৌনব্রত ধারণ করে, তেমনই শ্রবণ বিবরও একমাত্র সেই মধুমুরলীরবে পরিপূর্ণ করে রাখায় তুচ্ছ লৌকিক শব্দের সেখানে প্রবেশের অধিকার থাকে না, বল তোরা, এরা মুনি ছাড়া আর কী ? ১৪ ॥ তাঁর এই বেণুরবে ত্রিভুবনে কে না প্রভাবিত হয়, সখী ? দেখিসনি, যখন সেই সুরের ধারা চরাচর প্লাবিত করে বয়ে যেতে থাকে, তখন বারিধারা-বাহিনী যত নদীর অন্তর-তল উন্মথিত হয়ে ওঠে সেই বেণুবাদককে পাওয়ার আকুল অভীপ্সায়, নদীর জলে তাই রচিত হয় আবর্ত, তাদের গতি হয় মন্দীভূত। তরঙ্গের বাহুতে তারা বয়ে আনে পদ্মের অর্ঘ্য, সেই উপহার অর্পণ করার কালে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরে তাঁর চরণ দুটি, বুঝি এইভাবেই প্রশমিত করে হৃদয়বেদনা॥ ১৫ ॥ আকাশের মেঘ, তার আচরণও কি কম আশ্চর্যজনক ? বলরাম ও অন্যান্য গোপেদের সঙ্গে তিনি গোচারণ করছেন, বেণু

[১]মুনয়ো বিহগাঃ।

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্॥ ১৭

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ১৮

বাজাচ্ছেন রোদে রোদে ঘুরে, তাই দেখেই আমাদের ঘনশ্যামের বন্ধু শ্যামবর্ণ ঘন তাঁর মাথার ওপর উদিত হয়, প্রীতিরসে তার অন্তর তখন বুঝি দ্রবীভূত হয়ে আসে, নিজের শরীরটিকে বিস্তৃত করে সে তাঁর ওপরে ছত্ররূপে ধারণ করে। শুধু তাই নয়, অতিসূক্ষ্ম জলকণার পুষ্পবৃষ্টির ছলে নিজের প্রেমের অঞ্জলিই নিবেদন করে সে তাঁর চরণে॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী এখানকার বনবাসিনী পুলিন্দ রমণীদের জীবনই সার্থক। তারা যখন তাঁকে নিজেদের কাছে পায় না, তখন বিরহজ্বালা নিবারণের জন্য কি করে, জানিস্ ? তাঁর প্রেমধন্যা ভাগ্যবতী আরাধিকা গোপিকাগণ যখন তাঁর পাদপদ্ম নিজেদের বক্ষে ধারণ করেন, তখন তাঁদের বক্ষের পত্রলেখার কুঙ্কুম গোবিন্দের রক্তিম চরণে সংস্পৃষ্ট হয়ে সুশোভিত হয়, আবার তিনি যখন বনভূমির পথে হেঁটে যান, সেই কুঙ্কুম পথে তৃণাদিতে লগ্ন হয়ে যায়, তা দেখামাত্রই পুলিন্দ তরুণীদের কৃষ্ণস্মৃতি উদ্বোধিত হয়, একান্ত আকুল হয়ে তারা আরাধ্য দেবতার চরণস্পর্শবাহী সেই কুঙ্কুম নিজেদের বুকে-মুখে অনুলিপ্ত করে নেয় পরম আগ্রহে যত্নে-আদরে-ভক্তিতে, এইভাবেই দূর করে নিজেদের মনের ব্যথা। সরল অকৃত্রিম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এই আরণ্য-নারীরা সহজেই যাঁকে প্রিয় বলে জানে, সেই পরমপুরুষের পদচিহ্ন সহজেই খুঁজে পায় প্রকৃতির বুকে, তাতেই তাদের উদ্দীপনাও ঘটে সহজেই আর সেখানেই সহজেই মেলে তাদের সান্ত্বনার স্পর্শ —সর্বসাধনদুর্লভ যিনি, তিনি এদের কাছে এমনই সুলভ করে রেখেছেন নিজেকে। তাহলে বল তোরা, সখী, এরাই কি কৃতকৃত্য নয়, ধন্য নয় এদেরই জীবন ? ১৭ ॥ এই গিরিগোবর্ধনের কথাও ভুলে যাস না যেন, সখীরা ! প্রকৃতপক্ষে হরিভক্তগণের মধ্যে এঁকে শ্রেষ্ঠ বললেও ভুল হয় না। বলরাম এবং কৃষ্ণের চরণস্পর্শের সৌভাগ্যে ইনি মনে হয় হর্ষে মগ্ন হয়ে আছেন, সর্বাঙ্গে তৃণোদ্গমের ছলে এঁর রোমাঞ্চই প্রকাশিত হচ্ছে। কত বিনয়ে, নম্রতায়, আনন্দে তিনি পশুযূথ এবং বয়স্যগণসহ তাঁদের দুজনের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, ঝরনাগুলি থেকে স্নান ও পানের জল, কোমল তৃণরাশি (পশুখাদ্য),

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্॥ ১৯

বিশ্রামের জন্য প্রশস্ত গুহাশ্রয় এবং আহারের জন্য কন্দ-মূল-ফল ইত্যাদির সম্ভার প্রতিদিন নিবেদন করছেন তাঁদের উপযোগের জন্য। নিঃশব্দ নীরব এই মহান সেবাব্রতীর জন্য কোনো প্রশংসাই কি যথেষ্ট ? ১৮ ॥ সখীরা, একবার সেই বিচিত্র দৃশ্যটি কল্পনা কর মনে মনে ! শ্যামল ও গৌরতনু সেই দুই কিশোর বন থেকে বনে চরিয়ে ফিরছেন গোরুর পালকে, সঙ্গে তাঁদের রাখালবালকের দল। মাথায় তাঁদের জড়ানো আছে 'নির্যোগ' (গোরুর পায়ে বাঁধার দড়ি বা ছাঁদন-দড়ি), কাঁধে রয়েছে পাশ (গোরুর গলায় যে দড়ি বাঁধা হয়)—তাঁদের গোপালত্বের পরিচয়বাহী অঙ্গভূষণ ! বাঁশিতে তুলছেন ধ্বনি, সে কী আকাশ-পাতাল আকুল-করা গভীরনাদ ; সে কি মৃদু গুঞ্জরণে হৃদয়-ভরা মধুর-সরস-মোহন তান ? বলতে পারি না, শুধু এই জানি, সেই ধ্বনিতে সচল যত দেহধারীদের করে তোলে নিশ্চল, আর অচল যত তরুর দেহে জাগে পুলক ! আমাদের অন্তর-চক্ষুতে মুদ্রিত থাক এই ছবি, আমাদের শিরায় শিরায় বাজতে থাকুক সেই বেণু ! ১৯ ॥

এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ॥ ২০

পরীক্ষিৎ ! বৃন্দাবনবিহারী শ্রীভগবানের এইসব লীলা গোপীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন, ধীরে ধীরে তাঁদের তন্ময়তা আসত, অন্তরলোকের গভীরে আনন্দ-রসাস্বাদনে মগ্ন হয়ে যেতেন তাঁরা॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] বেণুগীতং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে বেণুগীত নামক একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

---

[১]বৃন্দাবনক্রীড়ায়ামেক.।

অথ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বস্ত্র-হরণ

শ্রীশুক উবাচ

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্॥ ১

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চুর্নৃপ সৈকতীম্॥ ২

গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ॥ ৩

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥ ৪

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ॥ ৫

উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্॥ ৬

নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা॥ ৭

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎ কর্মসিদ্ধয়ে॥ ৮

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এরপর হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস অর্থাৎ মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসে নন্দমহারাজের ব্রজভূমির কুমারীগণ দেবী কাত্যায়নীর পূজা তথা ব্রত আচরণে প্রবৃত্ত হলেন। এই সময়ে তাঁরা শুধুমাত্র হবিষ্যান্নই গ্রহণ করতেন॥ ১ ॥ মহারাজ ! তাঁরা অতি প্রত্যূষে দিগন্তে অরুণাভাস দেখা দিতে না দিতে যমুনার জলে স্নান সেরে জলসমীপেই তটভূমিতে বালুকা দিয়ে দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি পুষ্পের মালা, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য, পল্লব, ফল এবং তণ্ডুলাদির দ্বারা তাঁর পূজা করতেন॥ ২-৩ ॥ এইভাবে তাঁর আরাধনাকালে সেই কুমারীগণ প্রত্যেকে এই মন্ত্র জপ করতেন—'হে কাত্যায়নী ! হে মহামায়া ! হে মহাযোগিনী ! হে অধীশ্বরী (সকলের উপরে আধিপত্যকারিণী) ! হে দেবী ! নন্দ-গোপের পুত্রকে আমার পতি করে দিন। আপনাকে নমস্কার॥ ৪ ॥ এইভাবে কৃষ্ণে নিবেদিত চিত্তা সেই গোপকুমারীরা 'শ্রীনন্দনন্দন আমাদের পতি হোন'—এই কামনা করে দেবী ভদ্রকালীকে একমাস ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যথাবিধি অর্চনা করতে লাগলেন॥ ৫ ॥ তাঁরা প্রতিদিন উষাকালে উঠে পরস্পরকে নাম ধরে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণ এবং নামকীর্তন করতে করতে যমুনায় স্নান করতে যেতেন॥ ৬ ॥

একদিন (ব্রত পরিসমাপ্তির দিন) তাঁরা অন্যান্য দিনের মতোই নদীতে এসে নিজেদের অঙ্গবস্ত্রগুলি তীরে ছেড়ে রেখে কৃষ্ণগুণগান করতে করতে আনন্দের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে লাগলেন॥ ৭ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো সনকাদি যোগী এবং মহাদেবের মতো যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তাঁর কাছে গোপীদের অভিলাষ অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাঁদের সাধনা সফল করার জন্য বয়স্য পরিবৃত হয়ে সেই যমুনাপুলিনে গমন করলেন॥ ৮ ॥ তীরে পরিত্যক্ত গোপকন্যাদের বস্ত্রগুলি

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।
সত্যং ব্রবাণি নো নর্ম যদ্ যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ॥ ১০

ন ময়োদিতপূর্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ॥ ১১

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ॥ ১২

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্মণাহহক্ষিপ্তচেতসঃ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্॥ ১৩

মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাং তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোহঙ্গব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥ ১৪

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নো চেদ্ রাজ্ঞে ব্রুবামহে॥ ১৫

সংগ্রহ করে তিনি সত্বর একটি কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গী বালকেরা এই কৌতুক দেখে হাসতে থাকলে তিনি নিজেও হাসতে হাসতে সেই কুমারীদের পরিহাস করে বলতে লাগলেন—॥ ৯ ॥ ওহে অবলাগণ! এই যে দেখো, তোমাদের বস্ত্রগুলি এইখানে, আমার কাছে রয়েছে। তোমরা ইচ্ছামতো এখানে এসে নিজের নিজের বস্ত্র নিয়ে যাও। আমি সত্যই বলছি, কোনোরকম পরিহাস করছি না, (আর, তা করবই বা কেন, কারণ, আমি তো জানি যে,) তোমরা (গত একমাস যাবৎ) ব্রত করতে করতে বিশেষ পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছ॥ ১০ ॥ আর আমি যে মিথ্যা বলি না, এর আগেও কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তা এই এরাও (গোপবালকেরা) জানে। কাজেই, হে সুন্দরীবৃন্দ! তোমরা একজন একজন করেই হোক, অথবা সকলে একসঙ্গে, যেমন তোমাদের অভিরুচি, এসে তোমাদের এই কাপড়গুলি নিয়ে যাও। আমার এ বিষয়ে বলবার কিছুই নেই॥ ১১ ॥ যাঁকে কামনা করে তাঁদের এই ব্রত তথা কৃচ্ছ্রসাধন, তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের কাছে, নিজে থেকেই সূত্রপাত করেছেন এই কৌতুকলীলার—গোপিদের হৃদয়সরসী প্রেমরস উচ্ছলনে টল-মল করছিল এই ঘটনায়, তবু তাঁরা লজ্জার বহিরাবরণটুকু সহসা ত্যাগ করতে পারছিলেন না; সকলেই সকলের মন জানেন, তাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভিতর ও বাইরের এই ছলনার অভিনয়ে হাসি গোপন করতেও পারছিলেন না, যদিও শেষ পর্যন্ত কেউই জল ছেড়ে উঠলেন না॥ ১২ ॥ এইভাবে তাঁর আপাত লঘু পরিহাসরসাশ্রিত কথাগুলিই সেই গোপকন্যাদের চিত্তকে শ্রীগোবিন্দের প্রতি সবলে আকর্ষণ করছিল। তখন তাঁরা সেই শীতলজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে তাঁকে বললেন— ॥ ১৩ ॥ 'হে কৃষ্ণ! এমন অনীতি (নীতি বিরুদ্ধ খারাপ কাজ) কোরো না। আমরা তো জানি, তুমি নন্দমহারাজের প্রিয় পুত্র, আর জানি, তুমিই আমাদের জীবনবল্লভ, ব্রজবাসীরা সবাই তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পরম অনিন্দনীয় চরিত্র তুমি। দেখো, আমরা শীতে কাঁপছি, আমাদের কাপড়গুলি দিয়ে দাও॥ ১৪ ॥ শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি যা বলবে আমরা তাই করতে প্রস্তুত আছি। ধর্মের তত্ত্ব তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? সুতরাং হে

শ্রীভগবানুবাচ

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ॥ ১৬

ততো জলাশয়াৎ সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ॥ ১৭

ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্॥ ১৮

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা
ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্ধ্ন্যপনুত্তয়েংহসঃ
কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্॥ ১৯

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা
মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং
সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ॥ ২০

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ॥ ২১

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ॥ ২২

ধর্মজ্ঞ ! আমাদের কষ্ট দিও না, কাপড় দিয়ে দাও ; নয়তো আমরা গিয়ে নন্দ-মহারাজকে সব বলে দিতে বাধ্য হব'॥ ১৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'কুমারীগণ, তোমাদের হাসিটি বড়ো পবিত্র। দেখো, তোমরা যখন নিজেদেরকে আমার দাসী বলেই স্বীকার করছ আর আমি যা বলব তাই করবে বলেও অঙ্গীকার করছ, তাহলে এখানে এসে নিজেদের কাপড় নিয়ে যাও॥' ১৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! গোপকন্যাগণ তখন সত্যিই শীতে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁদের সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। ভগবানের কথা শুনে তাঁরা অবশেষে দুই হাতে নিজেদের লজ্জাস্থান আবৃত করে জল থেকে উঠে এলেন॥ ১৭ ॥ সেই গোপকুমারীদের মনে কোনো কলুষ ছিল না, তাঁদের সেই শুদ্ধভাব অর্থাৎ সরল হৃদয়ের নির্মলতা ভগবানকে প্রসন্ন করে তুলল। তাঁর কথামতো তাঁদের নিজের কাছে আসতে দেখে তিনি বস্ত্রগুলি নিজের কাঁধে নিয়ে প্রীতিস্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে তাঁদের বললেন॥ ১৮ ॥ 'প্রিয় গোপিকাগণ ! তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করেছিলে, তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করেছ, এতে সন্দেহ নেই। তবে দেখো, অজ্ঞানতই একটি ত্রুটি তোমাদের ঘটে গেছে। ব্রতপালনকালে জলে বিবস্ত্রা হয়ে স্নান করা উচিত নয়, এতে (জলের) দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, তাঁর কাছে অপরাধ হয়। সুতরাং সেই দোষ মোচনের জন্য তোমরা জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করো এবং তার পর তোমাদের কাপড় নিয়ে যাও॥' ১৯ ॥ ভগবান অচ্যুত এই কথা বললে সেই ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁদের বিবস্ত্র-স্নানে ব্রতচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে করলেন এবং সেই বৈগুণ্যের সমাধান তথা কর্মের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায় নিখিল কর্মের সাক্ষীস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, কারণ সেই অচ্যুতই তো মার্জনা করেন সর্ব ত্রুটি-বিচ্যুতি ; যত পাপ-দোষ, স্খলন-পতন, অক্ষমতা-অপরাধ, সব কিছু থেকেই তো উদ্ধার ঘটে তাঁর প্রতি অকপট ভক্তিপূর্ণ প্রণামে॥ ২০ ॥ তাঁর কথানুসারে সিক্ত কম্পান্বিত দেহে শুদ্ধহৃদয়া সেই ব্রজকুমারীদের সেখানে প্রণত হতে দেখে ভগবান দেবকীনন্দনের হৃদয় করুণায় ভরে গেল, তিনি পরম সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদের কাপড়গুলি ফিরিয়ে দিলেন॥ ২১ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবৎপ্রেমের এক অপরূপ

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিঁল্লজ্জায়িতেক্ষণাঃ॥ ২৩

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সংকল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ॥ ২৪

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো[১] ভবতীনাং মদর্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ২৫

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ ২৬

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্যার্চনং সতীঃ॥ ২৭

প্রকাশ লক্ষ্য করো এই ঘটনায়। ভগবান তাঁদের নিয়ে কী না করলেন ? ছলনা করলেন নিষ্ঠুরের মতো, লজ্জা ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন, (বয়স্যাদের উপস্থিতিতে) পরিহাসে বিদ্ধ করলেন, পুতুলের মতো নাচালেন, অঙ্গের আবরণটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলেন ! আর সেই গোপকন্যারা এই সবের মধ্যেই প্রিয়তমের স্পর্শ, তাঁর মিলনসুধারসের অভিষেক লাভ করে ধন্য হলেন, কৃতার্থ হলেন, আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে গেলেন। তিনি অনুচিত ব্যবহার করলেন, অশোভন আচরণ করলেন, কষ্ট দিলেন আমাদের—এই জাতীয় দোষ ধরার মানসিকতা বা অসূয়া দৃষ্টিই যে তাঁদের লুপ্ত হয়ে গেছিল ভগবৎপ্রেমের জাগরণে ! ২২ ॥ এরপর তাঁরা নিজেদের বস্ত্র পরিধান করে যেন প্রিয়তমের মিলনপ্রতীক্ষায় বহিরঙ্গে সজ্জিতা হলেন, অন্তরে তো তাঁরা দুঃখে-সুখে, সংকটে-সম্পদে, সেই অন্তরতমের সঙ্গ-সম্ভোগের অসীম আনন্দানুভূতির দ্বারাই সজ্জিতা ছিলেন। আর তাই তো বস্ত্র ফিরে পেলেও তাঁদের চিত্ত চুরি হয়ে গেছিল, ফলে সেখান থেকে চলে যাওয়ার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না, কেবল তাঁদের সলজ্জ নয়নের দৃষ্টি ফিরে ফিরেই পড়ছিল সেই চোরেরই দিকে॥ ২৩ ॥

এদিকে, যিনি ভক্তবৎসলতার কারণে উলূখলের বন্ধনও স্বীকার করে নিতে পারেন, সেই ভগবান দামোদরের একথা অজানা ছিল না যে, তাঁর চরণকমল-স্পর্শের কামনাতেই এই ব্রজললনাগণ নিষ্ঠাভরে ব্রতপালন করেছেন এবং সেই সংকল্পে তাঁরা অবিচল রয়েছেন। তাই তিনি তখন তাঁদের বললেন॥ ২৪ ॥ 'সাধ্বী কুমারীগণ ! আমার পূজা করাই যে তোমাদের সংকল্প, তা আমি জানি, আর আমি তা অনুমোদনও করছি। তোমাদের এই অভিলাষ সফল হবে, সত্য হবে তোমাদের সংকল্প, অবশ্যই আমি নেব তোমাদের পূজা॥ ২৫ ॥ যারা আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করে, মন-প্রাণ সমর্পণ করে আমাকেই, তাদের কামনা বিষয়ভোগের কারণ হয় না, ঠিক যেমন ভেজে নেওয়া অথবা সিদ্ধ করা যবাদি শস্যবীজের পুনরায় অঙ্কুরোদগমের যোগ্যতা থাকে না॥ ২৬ ॥ সুতরাং, হে অবলাগণ ! তোমরা এখন ব্রজে ফিরে যাও। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। আগামী

[১]সৌম্যাঃ।

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ।
ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্॥ ২৮

(শারদ) রাত্রিগুলিতে তোমরা আমার সঙ্গে বিহার করবে। সতীবৃন্দ, তোমরা তো এই উদ্দেশ্যেই কাত্যায়নীদেবীর পূজা তথা ব্রতের আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলে! ২৭॥*

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবানের এই আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেই কুমারীগণ তাঁর চরণকমল ধ্যান করতে করতে, প্রিয়তমের সান্নিধ্য ত্যাগ করে যেতে ইচ্ছা না হলেও, অতি কষ্টে সেখান থেকে ব্রজে গমন করলেন। তাঁদের মনের গোপনে লালিত কামনা অবশ্য পূর্ণ হয়ে গেছিল, তাঁরা এখন পূর্ণমনোরথ॥ ২৮ ॥

*বস্ত্রহরণের প্রসঙ্গে বহুরকমের শঙ্কা বা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়ে থাকে, তাই এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রকৃত সত্য হল এই যে, সচ্চিদানন্দ ভগবানের দিব্য মধুর রসপূর্ণ লীলার রহস্য অনুধাবন করার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। ভগবান নিজে যেমন চিন্ময়, তাঁর লীলাও তেমনই চিন্ময়। সচ্চিদানন্দ-রসময়-সাম্রাজ্যের যে পরমোন্নত স্তরে এই লীলার নিত্যবিলাস, তার এমনই বিশিষ্টতা যে অনেক সময় জ্ঞানবিজ্ঞানস্বরূপ বিশুদ্ধ চেতন পরমব্রহ্মেও তার প্রকাশ হয় না, আর এইজন্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত মহাত্মা মহাপুরুষগণও এই লীলার সম্যক্ আস্বাদন লাভ করতে সমর্থ হন না। ভগবানের এই পরমোজ্জ্বল দিব্য-রসলীলার যথার্থ প্রকাশ কেবল ভগবানেরই স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি নিত্য নিকুঞ্জেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারানি এবং তাঁর অঙ্গভূতা প্রেমময়ী গোপীগণেরই হৃদয়ে হয়ে থাকে এবং তাঁরাই সর্ব আবরণ মুক্ত হয়ে ভগবানের এই পরম অন্তরঙ্গ রসময় লীলার সমাস্বাদন করে থাকেন।

সাধারণভাবে ভগবানের জন্ম-কর্মসম্বন্ধী সমস্ত লীলাই দিব্য, কিন্তু ব্রজলীলা, ব্রজের মধ্যেও নিকুঞ্জলীলা, আবার নিকুঞ্জের মধ্যেও কেবলমাত্র রসময়ী গোপীগণের সঙ্গে সংঘটিত মধুর লীলাগুলি দিব্যাতিদিব্য এবং সর্বগুহ্যতম। সর্বসাধারণের সম্মুখে এই লীলা প্রকট হয় না, সম্পূর্ণরূপেই অন্তরঙ্গ এই লীলা, এবং এতে প্রবেশের অধিকার কেবলমাত্র শ্রীগোপিকাবৃন্দেরই আছে। যাই হোক।

দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে এইপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যে, ভগবানের রূপমাধুরী, বংশীধ্বনি এবং প্রেমপূর্ণ লীলা দেখে-শুনে গোপীগণ মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে সেই প্রেমেরই পরিপূর্ণতা লাভের জন্য তাঁরা সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই অধ্যায়েই ভগবান স্বয়ং এসে তাঁদের সেই সাধনা পূর্ণ করে দিলেন। এই হল বস্ত্র হরণের প্রসঙ্গ।

গোপীরা কী চাইছিলেন, তা তাঁদের সাধনা থেকেই স্পষ্ট। তাঁরা চাইছিলেন শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর সঙ্গে এমনভাবে একাকার হয়ে যাওয়া যে তাঁদের রোম-রোম, মন-প্রাণ, সম্পূর্ণ আত্মাই শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে যায়। শরৎকালে তাঁরা নিজেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন, হেমন্তের প্রথম মাস অর্থাৎ ভগবানের বিভূতিস্বরূপ মার্গশীর্ষ মাসেই তাঁদের সাধনার শুরু। তাঁরা আর বিলম্ব সহ্য করতে পারছিলেন না। শীতের সময়েও তাঁরা প্রত্যুষেই যমুনা-স্নানে যেতেন, শরীরের প্রতি তাদের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সকলে একসঙ্গে মিলিতভাবেই গমন করতেন, ঈর্ষা-দ্বেষ সেই গোপকন্যাদের মনে স্থান পেত না। উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন করতে করতে যেতেন তাঁরা, পাড়াপ্রতিবেশী তথা আত্মীয়স্বজনদের নিন্দা-ভয় কিছুই তাঁদের ছিল না। গৃহেও তাঁরা হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এমনকি মাতাপিতার কাছেও সংকোচের বালাই ছিল না। তাঁরা বিধিমতো দেবীর বালুকাময়ী মূর্তি রচনা করে পূজা এবং মন্ত্র জপ করতেন। নিজেদের এই কাজকে তাঁরা সর্বথা উচিত এবং প্রশস্ত (শোভন, ভালো) বলেই মনে করতেন। এক কথায় তাঁরা নিজেদের কুল, পরিবার, ধর্ম, সংকোচ এবং ব্যক্তিত্ব ভগবানের চরণেই সর্বথা সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তাঁরা নিরন্তর এই জপ করতেন যে, একমাত্র শ্রীনন্দনন্দনই আমাদের প্রাণের অধিপতি, আমাদের জীবনস্বামী হোন। বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁদের স্বামী ছিলেনই, কিন্তু লীলার দৃষ্টিতে তাঁদের সমর্পণে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা বা অপূর্ণতা থেকেই

যাচ্ছিল। তাঁরা সমস্ত আবরণ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হতে পারছিলেন না, কিছু দ্বিধা ছিল তাঁদের ; এই দ্বিধা, এই দোলাচল চিত্ততা দূর করার জন্য তাঁদের সাধনা, তাঁদের সমর্পণকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য তাঁদের আবরণ ভঙ্গ করে দেওয়ার আবশ্যকতা ছিল, তাঁদের এই আবরণরূপ বস্ত্র-হরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল, আর সেই কাজটিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন। এইজন্যই সেই যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান বয়স্য গোপবালকদের নিয়ে যমুনাতটে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সাধক নিজের শক্তিতে, নিজের বলে, নিজের সংকল্প অথবা কেবলমাত্র নিজ নিশ্চয়ের দ্বারা পূর্ণ সমর্পণ করতে সমর্থ হন না। সমর্পণও একটি ক্রিয়া এবং তার কর্তা নিজে অসমর্পিতই থেকে যান। এই অবস্থায় অন্তরাত্মার পূর্ণ সমর্পণ তখনই হয়, যখন ভগবান স্বয়ং এসে সেই সংকল্পকে স্বীকার করেন এবং সংকল্পকর্তাকেও গ্রহণ করেন। এইখানে এসে সমর্পণের পূর্ণতা। সাধকের কর্তব্য, পূর্ণ সমর্পণের জন্য প্রস্তুতি। সেই পূর্ণতা বিধান করেন ভগবান স্বয়ং।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম ঠিকই, কিন্তু নিজ লীলা প্রকটনকালে তিনি মর্যাদার উল্লঙ্ঘন করেন না, বরং স্থাপনাই করেন। বিধির অবমাননা করে কেউই সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারে না, কিন্তু হৃদয়ের নিষ্কপটতা, সত্যনিষ্ঠা এবং যথার্থ প্রেম বিধি-অতিক্রমণের দোষকেও লঘু তথা ক্ষমার্হ করে দেয়। গোপিরা শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য যে সাধনা করছিলেন, তাতে একটি ত্রুটি ছিল। তাঁরা শাস্ত্র-মর্যাদা এবং পরম্পরাগত সনাতন মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করে নগ্ন-স্নান করতেন। যদিও তাঁদের এই ত্রুটি ছিল অজ্ঞানকৃত, তাহলেও ভগবান-কর্তৃক এর মার্জনা হওয়া প্রয়োজন ছিল। ভগবান তাঁদের দ্বারা এর প্রায়শ্চিত্তও করিয়ে নিয়েছিলেন। যারা ভগবৎ-প্রেমের দোহাই দিয়ে বিধি উল্লঙ্ঘন করে থাকেন, তাদের উচিত হবে এই প্রসঙ্গটি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন, তাৎপর্য-অনুসন্ধান এবং ভগবান যে শাস্ত্রবিধিকে কতখানি গুরুত্ব দেন, তার কত সমাদর করেন, তা অনুধাবন করা।

বৈধী ভক্তির পর্যবসান ঘটে রাগাত্মিকা ভক্তিতে এবং রাগাত্মিকা ভক্তি পূর্ণ সমর্পণরূপে পরিণত হয়। গোপীরা বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাঁদের হৃদয় তো রাগাত্মিকা ভক্তিতে পূর্ণই ছিল। বাকি ছিল পূর্ণ সমর্পণ। বস্ত্র-হরণের দ্বারা সেই ব্যাপারটিই সম্পন্ন হল।

গোপীগণ যাঁর জন্য ইহলোক-পরলোক, স্বার্থ-পরমার্থ, জাতি-কুল, পুরজন-পরিজন তথা গুরুজন কিছুই গণনা করেননি, যাঁকে পাওয়ার জন্যই তাঁদের এই কঠোর সাধনা, যাঁর চরণে তাঁরা নিজেদের সর্বস্ব উৎসর্গ করেই রেখেছেন, যাঁর সঙ্গে সর্বাবরণবিমুক্ত মিলনই তাঁদের একমাত্র অভিলাষ, সেই আবরণাতীত রসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে তাঁরা আবরণ ত্যাগ করে যেতে পারছেন না, এতে তো তাঁদের সাধনার অপূর্ণতাই দ্যোতিত হয়। একথা বুঝতে গোপীকাদেরও বিলম্ব হয়নি, তাই তাঁরা শেষে সেই মিথ্যা লজ্জার আবরণ পরিত্যাগ করে তাঁদের পরম পতির কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

চরাচর সমগ্র প্রকৃতির একমাত্র অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সকল ক্রিয়ার কর্তা, ভোক্তা এবং সাক্ষীও তিনি। ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত এমন কোনো পদার্থ নেই, যা কোনো অন্তরাল বা আবরণ ছাড়াই তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত নয়। তিনি সর্বব্যাপক, অন্তর্যামী। গোপীদের, গোপেদের, নিখিল বিশ্বেরই তিনি আত্মা। প্রভু, গুরু, পিতা, মাতা, সখা, পতি প্রভৃতিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন করে লোকে তাঁর উপাসনা করে। তিনিই ভগবান, তিনিই যোগেশ্বরেশ্বর, ক্ষরাক্ষরাতীত পুরুষোত্তম—একথা জেনে-বুঝেই গোপীরা তাঁকে পতিরূপে কামনা করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ শ্রদ্ধা এবং মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে একথা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানতেন, তাঁকে তাঁরা ঠিকই চিনেছিলেন। বেণুগীত, গোপীগীত, যুগলগীত এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর গোপীগণকর্তৃক তাঁর অন্বেষণের প্রসঙ্গে এর প্রমাণ যে কোনো সতর্ক পাঠকই খুঁজে পাবেন। যে সকল ব্যক্তি ভগবানরূপেই ভগবানকে মানেন, স্বামী, পিতা, মাতা, সখা ইত্যাদিরূপে তাঁর সঙ্গে সহজ ভালোবাসার সম্বন্ধ স্থাপন করে যাঁরা সাধনপথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেন, তাঁদের হৃদয়ে গোপীদের এই ভগবানের সঙ্গে লোকোত্তর মাধুর্যভাবের সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে সাধনা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উদিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

প্রকৃতপক্ষে গোপীদের এই দিব্য লীলাময় জীবন উচ্চ কোটির সাধকের পক্ষে আদর্শ জীবন। জীবমাত্রেরই পরম প্রাপ্তব্য বা অন্তিম লক্ষ্য যে পরমাত্মা—শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত তিনিই। আমাদের, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি তথা বুদ্ধি দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইজন্যই আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের প্রেমকেও দৈহিক এবং কামনা কলুষিত বলে ধারণা করি। আমাদের স্থূল বাসনাসক্ত বুদ্ধি সেই অপার্থিব অপ্রাকৃত লীলাকে এই প্রকৃতির রাজ্যে টেনে নামায়, সেই ভাবেই তার বিচার করে, এ ক্ষতি আমাদেরই ! সাধারণ

জীবের মন ভোগাভিমুখী বাসনা এবং তামসিক প্রবৃত্তিসমূহের দ্বারাই অভিভূত থাকে। তা কেবল বিষয়েরই রাজ্যে ইতস্তত ধাবিত হতে থাকে এবং পরিণামে অজস্র রকমের রোগে, শোকে আক্রান্ত হয়। কখনো কোনো পুণ্যফলে ভগবানের অচিন্ত্য অহৈতুকী নিত্য-ক্ষরণশীল কৃপাতে জীবনধারণের সৌভাগ্য উদিত হলে যখন বিবেকবোধ জাগরিত হয়, তখনই জীব দুঃখজ্বালা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য এবং যেখানে তার প্রাণের আরাম সেই শান্তিনিকেতনে পৌঁছনোর জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। সে তখন ভগবানের লীলাধামগুলিতে গমন করতে তৎপর হয়, সৎসঙ্গ করতে থাকে এবং এতদিন পর্যন্ত যা সুপ্ত ছিল সেই আকাঙ্ক্ষার জাগরণে এক অসীম ব্যাকুলতা তাকে তীব্র বেগে চালিত করে সেই অজানার উদ্দেশে—যিনি বিশ্বাত্মা, পরমাত্মা, স্বরূপত তারও আত্মা। এই যাত্রা অবশ্যই নির্বিঘ্ন হয় না, এতকাল নিরন্তর যাতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, মাঝেমাঝেই সেই বিষয়ের সংস্কার তাকে পীড়া দেয়, বারেবারেই যুঝতে হয় বিক্ষেপের সঙ্গে। কিন্তু সেই পরমের কাছে আকুল প্রার্থনা, তাঁর কীর্তন, স্মরণ, মনন করতে করতে চিত্ত সরস হয়ে আসতে থাকে, আর ধীরে ধীরে জেগে ওঠে এক পরম নিশ্চয়ের বোধ, ভগবানের সান্নিধ্যের অভ্রান্ত আভাস পেতে থাকে সে। রসানুভূতির ঈষৎ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত দ্রুত অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে আর তখন পথপ্রদর্শক রূপে আবির্ভূত হন স্বয়ং ভগবান, সংসার-সাগর-পারের তরণীর কাণ্ডারি হয়ে হয়তো দেখা দেন গুরুদেবের রূপে—চিদ্‌ঘনকায় হয়েও যিনি নবরূপধর! যত অভাব, যত অপূর্ণতা আর সীমার যত বন্ধন, সব বিশীর্ণ হয়ে যায়, লুপ্ত হয়ে যায় সেই পুণ্যক্ষণের প্রসাদে—জেগে ওঠে বিশুদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুভব।

দীর্ঘ সাধনার সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন গোপীগণ, তাঁদের চির-লালিত আশা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে নিজেদের প্রাণের পূর্ণ বিলয়, এবার তাঁরা অন্তরঙ্গ লীলায় প্রবিষ্ট হতে যাচ্ছেন, এঁরা সবাই সাধনসিদ্ধা। আবার যাঁরা নিত্যসিদ্ধা, ভগবানের ইচ্ছানুসারে তাঁর দিব্যলীলায় সহযোগিতা করার জন্য যাঁদের মর্ত্য-দেহধারণ, তাঁদের এই ভগবানের কাছে থেকেও দূরে থাকার দুঃসহ মর্মজ্বালা অজানা থাকে না সেই হৃদয় গুহাশায়ীর কাছে, বাঁশির সুরে তাই করেন হৃদয়সংবাদ বিনিময়, আর বুঝিবা তাঁদের অন্তরের গভীরে অবশেষরূপে থেকে যাওয়া কিছু সংস্কারের শোধনের জন্য অথবা লোকসংগ্রহের কারণেই তাঁদের দিয়েও করিয়ে নেন সাধনা, চিত্তমলদূরীকরণের যা অপরিহার্য উপায়। ভক্তের জন্য ভগবানের এই আকুলতা তাঁর অসীম প্রেমের এই অপরূপ প্রকাশ দেখে বাক্ আপনা থেকেই রুদ্ধ হয়ে আসে, চিত্ত হয় দ্রবীভূত।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রের ছলে তাঁদের সর্বপ্রকার সংস্কারের আবরণ নিজের হাতে গ্রহণ করে নিকটবর্তী কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করেছিলেন। গোপীগণ জলে অবস্থান করছিলেন, তাঁরা সম্ভবত ভাবছিলেন জলের মধ্যে তাঁরা সেই সর্বব্যাপক সর্বদর্শী ভগবানের দৃষ্টির থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখছেন, বুঝিবা তাঁরা এই তত্ত্বটি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শুধু জলেও আছেন তা-ই নয়, তিনি স্বয়ং জলস্বরূপও। তাঁদের প্রাক্তন সংস্কার শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ; তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্য সব কিছুই ভুলেছিলেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিজেদের ভুলতে পারেননি। তাঁরা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই চাইছিলেন কিন্তু তাঁদের সংস্কার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে একটি অন্তরাল রাখতে চাইছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রেম তো প্রেমিক এবং প্রেমপাত্রের মধ্যে একটি পুষ্পরচিত জবনিকার অন্তরালও সহ্য করতে পারে না। প্রেমের স্বভাবই হল, তা চায় সর্বথা ব্যবধানরহিত, অবাধ এবং অনন্ত মিলন। নিজের সর্বস্ব বলতে যা কিছু এবং যতদূর বোঝায় তার সবটুকুই যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমের আগুনে ভস্মীভূত করে দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ প্রেম এবং সমর্পণ দুই-ই অপূর্ণ থেকে যায়। এই অপূর্ণতাকে দূর করার জন্যই গোপীদের শুদ্ধভাবে প্রসন্ন হয়ে (শুদ্ধভাব-প্রসাদিতঃ) শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে আমার প্রতি অনন্য প্রেমশালিনী গোপীগণ! একবার, কেবল একবারের জন্যও নিজেদের সর্বস্ব তথা নিজেদেরকেও ভুলে গিয়ে আমার কাছে এসো তো! তোমাদের হৃদয়ে যে ত্যাগ অব্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, তাকে এক ক্ষণের জন্য অন্তত প্রকাশ্যে নিয়ে এসো। তোমরা আমার জন্য এইটুকু করতে পারবে না ?' গোপীরা যেন বললেন, 'হায় শ্রীকৃষ্ণ! আমরা কী করে ভুলি নিজেদের ? আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার যদি আমাদের ভুলতে দেয়, তবেই না ? আমরা তো সংসারের অগাধজলে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছি। শীত আমাদের পীড়া দিচ্ছে। আমরা তোমার কাছে আসতেই তো চাই, কিন্তু পারছি কই ? শ্যামসুন্দর! আমাদের জীবনের জীবন! আমাদের হৃদয় তোমার সামনে উন্মুক্তই আছে। আমরা একমাত্র তোমারই দাসী। তোমারই আদেশ পালন করব আমরা। শুধু আমাদের এমন নিরাবরণ করে তোমার সামনে যেতে ডেকো না।' সাধকের এই অবস্থা ভগবানকেও চাওয়া আবার সেই সঙ্গে সংসারকেও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে না পারা, সংস্কার-বন্ধন ছিন্ন করার অক্ষমতা, মায়ার আবরণকেই পোষণ করা, সংশয়ে আর

দ্বিধায় দীর্ণ এক সংকটময় দশা। ভগবান যেন এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, 'সংস্কারশূন্য হয়ে, নিরাবরণ হয়ে, মায়ার যবনিকা সবলে সরিয়ে দিয়ে এসো, চলে এসো আমার কাছে। আরে, তোমার এই মোহের আবরণ তো আমিই কেড়ে নিয়েছি, এখন তুমি সেই আবরণেরই মোহে পড়ে রয়েছ কীসের জন্য ? জীব এবং পরমাত্মার মধ্যে এই যবনিকাটুকুই সবচেয়ে বড় ব্যবধান, এটি অপসৃত হয়েছে, পরম কল্যাণ হয়েছে। এবারে তুমি চলে এসো আমার কাছে, তোমার সব আশা, চিরসঞ্চিত যত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক, চরিতার্থ হোক।' যার অন্তরের অন্তস্থলে ধ্বনিত হয় এই আহ্বান, পরম প্রিয়ের মিলনের এই মধুর আমন্ত্রণ তাঁরই কৃপায় যার হৃদয়ে এসে পৌঁছায়, বিশ্বসংসার তাকে আর বেঁধে রাখতে পারে না, সেই প্রেমে পাগল হয়ে সে সব কিছু বিসর্জন দেয় আর নিজের সেই ত্যাগের কথাও ভুলে সেই পরম শরণ চিরদয়িতের চরণোদ্দেশে ছুটে চলে। তখন আর কোথায় তার পরিধেয় বস্ত্রের খোঁজ, কোথায়ই বা লোকলজ্জার চিন্তা ! তখন সে না দেখে জগৎকে, না দেখে নিজেকে ! এই হল ভগবৎপ্রেমের রহস্য, বিশুদ্ধ এবং অনন্য ভগবৎপ্রেমে এইরকমই হয়ে থাকে।

গোপীরা এলেন, নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন শ্রীকৃষ্ণের চরণসমীপে। তাঁদের মুখ লজ্জাবনত, ভগবানের প্রতি পূর্ণ অভিমুখী, সোজাসুজি তাঁর দিকে চাওয়ায় বুঝি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে সংস্কারের কোনো সামান্যতম অবশেষ বা তার আভাস। ভগবানের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, ইঙ্গিতে বুঝি বলেন, 'এত বড়ো ত্যাগে এই সংকোচ তো কলঙ্কস্বরূপ ! তোমরা তো সদা নিষ্কলঙ্ক ; তোমাদের এটুকুও ত্যাগ করতে হবে, এই যে ত্যাগের বোধ, আমরা ভগবানের জন্য এত ত্যাগ করলাম ত্যাগের এইরকম স্মৃতিটুকুও ছাড়তে হবে।' গোপীদের দৃষ্টি এবার ভগবানের মুখকমলে নিবদ্ধ হয়, আপনা থেকেই অঞ্জলিবদ্ধ হয় দুই হাত, সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁদের সেই প্রিয়তম, সেই চির-আপনার জনের কাছেই তাঁরা ভিক্ষা করেন প্রকৃত প্রেম। তাঁদের এই সর্বস্বত্যাগ, এই পূর্ণসমর্পণ, এই উচ্চতম স্তরের আত্মবিস্মরণই তাঁদের পূর্ণ করে তোলে ভগবৎপ্রেমে, দিব্যরসের অলৌকিক অপ্রাকৃত মধুর অনন্ত সমুদ্রে তাঁরা ভেসে যান, ডুবে যান। সব কিছু ভুলে, ভুলেছেন যে তা-ও ভুলে, এক অদ্বিতীয় শ্যামসুন্দরের অনুভবে মগ্ন হয়ে যান তাঁরা, সর্বব্যাপী এক চিদানন্দঘন সত্তার মধ্যে প্রস্ত হয়ে যান।

প্রেমিক ভক্ত যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে যান, তখন তার দায়িত্ব কিন্তু তাঁর প্রিয়তম ভগবানের উপরেই বর্তায়। এখন মর্যাদা রক্ষার জন্য গোপীদের আর বস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। যে বস্তুর আবশ্যকতা তাঁদের ছিল, তা তাঁরা পেয়ে গেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁর প্রেমিকের মর্যাদাচ্যুতি ঘটতে দেবেন না। তিনি নিজেই তখন বস্ত্র দিয়ে দেন এবং নিজের অমৃতবাণীর দ্বারা তাঁদের বিস্মৃতি থেকে জাগিয়ে ফিরিয়ে আনেন জগতে। তিনি বলেন—'গোপীগণ ! তোমরা সতী, সাধ্বী, রমণীরত্ন স্বরূপা। তোমাদের প্রেম, তোমাদের সাধনা, কিছুই আমার অজ্ঞাত নেই। তোমাদের সংকল্প সত্য হবে। তোমাদের এই সংকল্প, তোমাদের এই কামনা, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিঃসংকল্পতা এবং নিষ্কামভাবের পদে অধিষ্ঠিত করিয়ে দিয়েছে। তোমাদের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ, তোমাদের সমর্পণ পূর্ণ এবং আগামী শারদীয়া রাত্রিগুলিতে আমাদের মিলন পরিপূর্ণতা লাভ করবে।' ভগবান সাধনা সফল হওয়ার অবধিও নির্ধারণ করে দিলেন। এর থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে, তাঁর মধ্যে কামবিকারের কল্পনা কষ্টপ্রসূত ; কামুক পুরুষের চিত্ত বস্ত্রহীন স্ত্রীলোকের দর্শনে ক্ষণেকের জন্যও কি নিজ বশে থাকে ?

এখানে একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। ভগবানের সম্মুখে যাওয়ার পূর্বে সমর্পণের পূর্ণতায় বাধক হচ্ছিল বিক্ষেপের কাজ করছিল যে বস্ত্র, তা-ই ভগবানের কৃপা, প্রেম, সান্নিধ্য এবং বর লাভ করার পরে প্রসাদ-স্বরূপ হয়ে গেছে। এর কারণ কী ? এর কারণ হল ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ। ভগবান নিজের হাতে সেই বস্ত্রগুলি তুলে নিয়েছিলেন এবং সেগুলি নিজের দেহের ঊর্ধ্বাংশের অঙ্গ স্কন্ধের উপরে স্থাপন করেছিলেন। শরীরের নিম্নাংশের পরিধেয় বস্ত্র ভগবানের স্কন্ধে স্থান তথা তাঁর সংস্পর্শ লাভ করে কীরূপ পবিত্র এবং অপ্রাকৃত রসাত্মক পদার্থে পরিণত হয়েছিল, কীভাবে সেগুলি কৃষ্ণময় হয়ে গেছিল, তা অনুমান করার ক্ষমতাই বা কজনের আছে ? প্রকৃতপক্ষে এই সংসার ততক্ষণ পর্যন্তই বাধাস্বরূপ এবং বিক্ষেপজনক হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং তাঁর প্রসাদ হয়ে উঠছে। তিনি গ্রহণ করলে তো এই বন্ধনই মুক্তিস্বরূপ হয়ে যায়। তাঁর সংস্পর্শ লাভ করে মায়াও শুদ্ধবিদ্যারূপে পরিণত হয়। সংসার এবং তার সমস্ত কর্মজাল অমৃতময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তখন বন্ধনের ভয় থাকে না। কোনো আবরণই ভগবানকে আড়াল করতে অথবা তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। তখন নরকও আর নরক থাকে না, ভগবানের দর্শন হতে থাকে বলে তা বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়। এই স্থিতিতে পৌঁছে অনেক উচ্চ কোটির সাধকও যেন প্রাকৃত ব্যক্তির মতো আচরণ করছেন বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের

'নিজের' হয়ে গিয়ে, তাঁর স্বকীয়-পদবী প্রাপ্ত হয়ে গোপীগণ পুনরায় সেই বস্ত্রগুলি অঙ্গে ধারণ করলেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সেগুলি ধারণ করালেন ; কিন্তু গোপীদের দৃষ্টিতে এগুলি আর সেই বস্ত্র ছিল না ; প্রকৃতপক্ষেও সেগুলি আর তা ছিল না—এখন এগুলি অন্য বস্ত্র। এখন এগুলি ভগবানের পাবন প্রসাদ, তাঁর পরম রমণীয় প্রতীক, যা পলে পলে তাঁকে স্মরণ করাবে। এইজন্যই তাঁরা সেগুলি স্বীকার করলেন। তাঁরা এখন যে প্রেমময় স্তরে অবস্থান করছেন, তা মর্যাদার অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ তথা লৌকিক বা সামাজিক রীতিনীতির অনেক ঊর্ধ্বে, তাহলেও তাঁরা ভগবানের ইচ্ছায় সেই মর্যাদা মেনে নিলেন। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে বোঝা যায় যে, ভগবানের অন্যান্য লীলার মতো এই বস্ত্র-হরণ লীলাও উচ্চতম মর্যাদা স্থাপনেরই দৃষ্টান্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার বিষয়ে কেবলমাত্র সেই সব প্রাচীন আর্যগ্রন্থগুলিই প্রমাণ, যেগুলিতে তাঁর জীবনলীলা বর্ণিত হয়েছে। এইগুলির মধ্যে এমন একটি গ্রন্থও পাওয়া যাবে না, যাতে তাঁকে ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়নি। সর্বত্রই এ কথা পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করে না স্পষ্টতই তারা ওই গ্রন্থগুলিকেও স্বীকার করে না। আর এই গ্রন্থগুলির প্রামাণ্যই যারা অস্বীকার করে, সেগুলিতেই বর্ণিত লীলাসমূহের উপর ভিত্তি করে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সমীক্ষা করার অধিকারও তাদের নেই। ভগবানের লীলাসমূহকে মানবীয় আচার-আচরণের সঙ্গে এক কক্ষায় স্থাপন শাস্ত্রদৃষ্টিতে এক গুরুতর অপরাধ এবং মানুষের পক্ষে সেগুলির অনুকরণও সর্বথা নিষিদ্ধ। স্থূলতায় ভরা মানব-বুদ্ধি কেবল জড়-জগতের বিষয়েই বিচার-বিবেচনা করতে পারে, ভগবানের দিব্য চিন্ময়লীলার সম্বন্ধে কোনো কল্পনা করার ক্ষমতাও তার নেই। সর্ব বুদ্ধির প্রেরক যিনি, সর্ব বুদ্ধির পরপারে যাঁর অবস্থান, সেই পরমাত্মার দিব্য লীলাকে যে বুদ্ধি নিজের কষ্টিপাথরে যাচাই করে, সেই বুদ্ধি নিজেকেই প্রকৃতপক্ষে উপহাসাস্পদ প্রতিপন্ন করে।

হৃদয় এবং বুদ্ধি—এই দুয়েরই সমর্থন যেদিকে, ক্ষণকালের জন্য তার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে যদি আমরা ধরেও নিই যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন, তাঁর কাজকর্ম বা এই লীলা মানবিক ব্যাপার, তাহলেও তর্ক-যুক্তির সামনে এমন কোনো প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না, যা তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করতে পারে। যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ করে থাকেন, তাঁরা জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে কেবলমাত্র তাঁর এগারো বছর বয়স পর্যন্তই ছিলেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রাসলীলার সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর, তাহলে বস্ত্র-হরণলীলা তাঁর নয় বছর বয়সের ঘটনা। আট-নয় বছরের বালকের মধ্যে কামপ্রবৃত্তির জাগরণ অতিদূর দুষ্ট কল্পনাতেও আতিশয্য বলেই মনে হবে। সেই যুগের গ্রামে—যেখানে আধুনিক নাগরিক মনোবৃত্তির কুটিল প্রভাবের কোনো প্রশ্নই নেই, সরল গোপবালিকারা একটি আট-নয় বছরের বালকের সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে সাধনায় প্রবৃত্ত এমন একটি ধারণাও খুব বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালের পাণ্ডিত্যাভিমানী বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মনের কলুষ সেই কুমারীদের ওপরে আরোপ করে নিজেদের তথাকথিত বৈদগ্ধ্যের বিকৃত স্বরূপটিই প্রকাশ করেন মাত্র। এখনকার দিনেও গ্রামের ছোটো ছোটো মেয়েরা যেমন রামের মতো বর এবং লক্ষ্মণের মতো দেবর পাওয়ার জন্য দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে, সেই গোপকুমারীরাও সেই রকমই সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ পরমসুন্দর পরমমধুর শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য দেবী কাত্যায়নীর অর্চনা এবং ব্রত করেছিলেন। এর মধ্যে দোষ দর্শনের কী আছে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

এ যুগের কথাই অবশ্যই আলাদা। ভোগপ্রধান দেশগুলিতে তো নগ্ন-সম্প্রদায় এবং নগ্নস্নানের ক্লাবও গড়ে উঠেছে। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতেই তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। ভারতীয় মনোবৃত্তি এই উত্তেজনাপূর্ণ এবং কলুষিত জীবনধারার বিপরীত। নগ্নস্নান একটি দোষ, যা দুষ্ট প্রবৃত্তিকে বাড়তে সাহায্য করে। শাস্ত্রে তাই এটি নিষিদ্ধ, **'ন নগ্নঃ স্নায়াৎ'** শাস্ত্রে এই আদেশ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চাননি যে গোপীরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করুন। শুধু লৌকিক কুফলই নয়, প্রত্যেক বস্তুতে পৃথক পৃথক দেবতার অস্তিত্ব দর্শনকারী ভারতীয় ঋষি সম্প্রদায়সম্মত চিন্তাধারা অনুসারেও নগ্নস্নান দেবতাদের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন, এর দ্বারা বরুণ দেবতাকে অপমান করা হয়। গোপীরা নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে তপস্যা করছিলেন, তাঁদের নগ্নস্নান তার পক্ষে অনিষ্টজনক হত, এবং তাছাড়া শুরুতেই যদি এই প্রথার বিরোধিতা না করা হয় তাহলে কালক্রমে এর বিস্তার ঘটে প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক দৃষ্টি বিচারে অভাবনীয় এক উপায়ে এটি নিবারিত করেছিলেন।

গ্রাম্য গোপকন্যাদের এই প্রথার কুফল বোঝানোর জন্যও শ্রীকৃষ্ণ একটি মৌলিক উপায় চিন্তা করেছিলেন। তিনি যদি তাঁদের কাছে দেবতাবাদের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেন, তো তাঁদের পক্ষে তা বোঝা সহজ হত না, তা হত নিষ্ফল

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বৃন্দাবনাদ্ গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ॥ ২৯

নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ॥ ৩০

হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জুন।
বিশালর্ষভ তেজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ॥ ৩১

পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥ ৩২

এর কিছুকাল পরে একদিন দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সঙ্গে গোপবালকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গোচারণ করতে করতে বৃন্দাবন থেকে অনেক দূরে চলে গেছিলেন॥ ২৯ ॥ তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্যকিরণের তাপ অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু ঘনপত্রশালী বৃক্ষগুলি নিজেদের ছায়াবিস্তার করে তাঁদের সেই তাপের থেকে পরিত্রাণদাতা ছাতার মতো কাজ করছিল। এই পরোপকারী বৃক্ষগুলিকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বয়স্য সেই ব্রজবালকদের নাম ধরে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—॥ ৩০ ॥ 'হে স্তোককৃষ্ণ! হে অংশু! শ্রীদাম! সুবল! অর্জুন! বিশাল! ঋষভ! তেজস্বী! দেবপ্রস্থ! বরূথপ! দেখো এই বৃক্ষগুলি কেমন মহাভাগ্যবান! কেবলমাত্র পরের উপকার করার জন্যই এরা জীবনধারণ করে। কখনো ঝড়, কখনো বর্ষা, আবার কখনো বা রৌদ্রতাপ কিংবা হিম—সব কিছুই এরা নিজেরা সহ্য করে কিন্তু আমরা যাতে কষ্ট না পাই সেজন্য

বাগাড়ম্বরমাত্র। এই প্রথার আচরণের ফলে সম্ভাব্য বিপত্তির দিকটি তাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভব গোচর করিয়ে দেওয়াই প্রয়োজন ছিল। সেই অনভিপ্রেত অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়ে দিয়ে তিনি তাঁদের কাছে দেবাবমাননার বিষয়টিও উপস্থাপিত করলেন এবং সেজন্য যুক্তকরে ক্ষমাভিক্ষারূপ প্রায়শ্চিত্তও করিয়ে নিলেন। লোকোত্তর পুরুষদেরই বাল্যাবস্থায় এমন প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখা যায়।

আট-নয় বছর বয়সের বালক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কামবশে এই কাজ করা অসম্ভব, নগ্ন-স্নানের কুপ্রথা যাতে প্রচলিত না হতে পারে সেজন্যই তিনি বস্ত্রহরণ করেছিলেন—এই উত্তরই যথেষ্ট হলেও মূলে 'কাম' শব্দ এবং 'রম' ধাতুর প্রয়োগ দেখে অনেক ব্যক্তিই ধন্দে পড়ে যান। সমগ্রকে ছেড়ে একটি শব্দকে নিয়ে এই নিরর্থক আলোচনার বিভ্রান্তি সৃষ্টির দিকে অবশ্য অনুভবী মহাত্মাগণ দৃক্‌পাত করেন না। শ্রুতিসমূহে এবং গীতাতেও অনেক বার 'কাম', 'রমণ', 'রতি' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু সেগুলির অর্থ সেখানে অশ্লীল কিছু নয়। গীতায় তো 'ধর্মাবিরুদ্ধ কাম'কে পরমাত্মার স্বরূপই বলা হয়েছে। মহাপুরুষগণের আত্মরমণ, আত্মমিথুন এবং আত্মরতি তো প্রসিদ্ধই। কাজেই কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখেই বিভ্রমে পড়ে যাওয়া বিচারশীল ব্যক্তির পক্ষে উচিত নয়। যারা শ্রীকৃষ্ণকে কেবল মানুষ হিসাবেই দেখেন, তাঁরাও রমণ এবং রতি শব্দের 'ক্রীড়া', 'ক্রীড়াবিদ'—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করতে পারেন, ব্যাকরণগতভাবে তা-ই যথার্থ—'রমু ক্রীড়ায়াম্'।

দৃষ্টিভেদে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্মবাদীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা এবং গোপীগণকে বৃত্তিরূপে দেখেন। বৃত্তিসমূহের আবরণ ধ্বংসই বস্ত্রহরণলীলা এবং তাদের আত্মাতে রত হওয়াই 'রাস'। এই দৃষ্টিতেও সমস্ত লীলারই যথাযথ সংগতি সুস্থিত থাকে। ভক্তের দৃষ্টিতে গোলোকাধিপতি পূর্ণতম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এগুলি সবই নিত্যলীলাবিলাস এবং অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এগুলি নিত্যই হয়ে চলেছে। কখনো কখনো তিনি ভক্তদের প্রতি কৃপা করে নিজের নিত্যধাম এবং নিত্য সখা-সহচরীগণের সঙ্গে লীলাধামে প্রকট হয়ে লীলাবিস্তার করেন এবং ভক্তদের স্মরণ চিন্তন তথা আনন্দ-মঙ্গলের সামগ্রীর প্রকাশ ঘটিয়ে পুনরায় অন্তর্ধান করেন। ভগবান কীভাবে সাধকদের প্রতি কৃপা করে তাঁদের অন্তর্মলের বিনাশ এবং অনাদিকাল সঞ্চিত সংস্কারের বিশুদ্ধি সাধন করেন, তা-ও এই বস্ত্র-হরণলীলা থেকে প্রতীত হয়। ভগবানের লীলা রহস্যময়, তার তত্ত্ব কেবল ভগবানই জানেন, আর তাঁর কৃপায় সেই লীলায় যাঁদের প্রবেশের অধিকার ঘটে, সেই ভাগ্যবান ভক্তগণ কিছু কিছু জানতে পারেন। এখানে কেবলমাত্র শাস্ত্রসমূহ এবং অনুভবী সাধুমহাপুরুষগণের বাণীর উপর নির্ভর করেই সামান্য কিছু লেখার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হল।

—হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার

অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ।। ৩৩

পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ[১] কামান্ বিতন্বতে।। ৩৪

এতাবজ্জন্মসাফল্যং[২] দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়[৩] এবাচরেৎ সদা।। ৩৫

ইতি প্রবালস্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যেন যমুনাং গতঃ।। ৩৬

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্।। ৩৭

তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ।
কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্তা ইদমব্রুবন্।। ৩৮

আমাদের থেকে সেগুলিকে নিবারিত করে।। ৩১-৩২ ।। আহা ! আমার তো মনে হয়, এদেরই জীবন ধন্য, অন্য যে কোনো প্রাণীর তুলনায় বৃক্ষজন্মই শ্রেয় ; কারণ অন্য সব প্রাণী এদেরকেই উপজীব্য করে বেঁচে থাকে। যেমন কোনো সজ্জনের কাছ থেকে কোনো প্রার্থীই খালি হাতে ফেরে না, ঠিক তেমনই এই বৃক্ষদের কাছ থেকেও সকলেরই কিছু না কিছু প্রাপ্তি ঘটেই থাকে।। ৩৩ ।। এদের সব কিছুই অন্য প্রাণীর উপকারে লাগে ; এদের পাতা, ফুল, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাঠ, গন্ধ, নির্যাস, ভস্ম, অঙ্গার (কাঠ কয়লা), নবোদ্‌গত মুকুল, যেটির কথাই ধরা যাক, সেটি দ্বারাই এরা কোনো না কোনো ভাবে অপরের কামনা পূরণ করে থাকে।। ৩৪ ।। দেখো, প্রিয় বন্ধুরা আমার, জীবজন্মের সার্থকতা কীসে, তা যদি নিরূপণ করতে হয় তো বলতেই হবে যে, নিজের ধনসম্পদ, বুদ্ধিবিচারবোধ, বাক্য, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিয়েও যতটুকু পারা যায় পরের মঙ্গল সাধনে সর্বদা নিরত থাকাতেই প্রাণীদের জীবনের চরিতার্থতা।। ৩৫ ।। পরীক্ষিৎ ! এই কথা বলতে বলতে ভগবান সেই গাছগুলির মধ্যের পথ দিয়ে চলছিলেন। নবীন পল্লবের স্তবক, ফল, ফুল, পাতার ভারে নুয়ে পড়েছিল সেই গাছগুলির সব ডাল। এই পথে তিনি ক্রমে যমুনার তীরে এসে উপস্থিত হলেন।। ৩৬ ।। মহারাজ ! সেখানে (রাম-কৃষ্ণসহ) গোপগণ যমুনার স্বচ্ছ, শীতল, শরীরের পক্ষে হিতকর জল প্রথমে তাদের গোরুগুলিকে পান করিয়ে তারপর নিজেরাও সেই সুস্বাদু জল প্রাণ ভরে পান করলেন।। ৩৭ ।। রাজন্ ! যমুনার তটসংলগ্ন উপবনে গোপগণ তাদের পশুগুলিকে যেমন ইচ্ছা চরিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ; এরই মধ্যে ক্ষুধার্ত হয়ে তাদের কয়েকজন গোপবালক বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে এই কথা বললেন।। ৩৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[৪] গোপীবস্ত্রাপহারো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ২২ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে গোপীবস্ত্র-অপহরণ নামক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২২ ।।

---

[১]ম্ভিভোগৈঃ। [২]সামগ্র্যং। [৩]শ্রেয়আচরণং সদা। [৪]কৃষ্ণক্রীড়ায়াং যমুনাগমনং নাম দ্বাবিংশতিতমো।

অথ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি কৃপা

গোপা ঊচুঃ

রাম রাম মহাবীর্য কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্তুমর্হথঃ॥ ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২

প্রয়াত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া॥ ৩

তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জিতাঃ।
কীর্তয়ন্তো ভগবত আর্যস্য মম চাভিধাম্॥ ৪

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বাযাচন্ত তে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি॥ ৫

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তাঞ্জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নো রামচোদিতান্॥ ৬

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর[১] ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তমাঃ॥ ৭

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রমণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি॥ ৮

গোপগণ বললেন—হে নয়নাভিরাম বলরাম! হে মহাবলশালী! হে আমাদের চিত্তচোর কৃষ্ণ! হে দুষ্টদমন! দেখো, এই প্রবল ক্ষুধা আমাদের ভয়ংকর কষ্ট দিচ্ছে। এর নিবৃত্তির কোনো উপায় তোমরা করো॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! গোপেরা এইরূপ নিবেদন করলে দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্ত (মথুরার) ব্রাহ্মণ পত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার জন্য এই কথা বললেন—॥ ২ ॥ 'প্রিয় বয়স্যগণ! তোমরা এক কাজ করো। এখান থেকে কিছু দূরেই বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ কামনায় আঙ্গিরস নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন। তোমরা তাঁদের সেই যজ্ঞস্থলে যাও॥ ৩ ॥ আমরা তোমাদের পাঠাচ্ছি, কাজেই কোনোরূপ সংকোচ কোরো না ; হে বন্ধু গোপগণ, সেখানে গিয়ে পূজনীয় অগ্রজ বলরাম এবং আমার নাম করে কিছু অন্ন চেয়ে আনো'॥ ৪ ॥ ভগবান এইরূপ আদেশ করলে তাঁরা সেখানে গিয়ে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে তিনি যেমন বলেছিলেন সেইভাবেই সেই ব্রাহ্মণগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে অন্ন যাচ্ঞা করলেন—॥ ৫ ॥ (তাঁরা বললেন—) 'হে পৃথিবীর মূর্তিমান দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের কল্যাণ হোক। আমরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ব্রজের গোপালক বলে জানবেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন॥ ৬ ॥ ভগবান বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে এখান থেকে অনতিদূরেই উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁরা ক্ষুধার্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে কিছু অন্ন পেতে অভিলাষী। ব্রাহ্মণগণ! ধর্মের রহস্য আপনাদের চাইতে ভালো আর কে জানে? কাজেই আপনাদের যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহলে সেই দুজন অন্নপ্রার্থীর জন্য আপনারা কিছু অন্ন দান করুন॥ ৭ ॥ হে সজ্জনগণ! যে যাগে দেবতার উদ্দেশে পশু নিবেদিত হয় সেরূপ যাগ এবং সৌত্রামনীযাগে

[১] স্তৌ ন বিদূ।

ইতি তে ভগবদ্ যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ॥ ৯

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ॥ ১০

তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে॥ ১১

ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ পত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ॥ ১২

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ঁল্লৌকিকীং গতিম্॥ ১৩

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসংকর্ষণমাগতম্।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া॥ ১৪

দীক্ষিত যজমানের অন্ন অপরের পক্ষে গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও এগুলি ভিন্ন অন্য যাগে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজনে তো কোনো দোষ হয় না'॥ ৮ ॥ পরীক্ষিৎ ! এইরূপে ভগবানের অন্ন-প্রার্থনার কথা শুনেও সেই ব্রাহ্মণগণ সেদিকে কান দিলেন না। তাঁরা তুচ্ছ স্বর্গাদি ফলের আশায় বহুবিধ জটিল, বিস্তৃত ও ক্লেশকর ক্রিয়াকর্মাদির অনুষ্ঠানে মত্ত থাকাতেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতেন। সত্যি বলতে কি, এঁরা নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধ বলে মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে বালকদের মতো অপরিণত বুদ্ধি বা মূর্খই ছিলেন॥ ৯ ॥ যথার্থ দৃষ্টিতে দেখলে যজ্ঞাদিকর্মের অনুষ্ঠানে বিবেচ্য দেশ, কাল, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য, মন্ত্র, অনুষ্ঠানপদ্ধতি, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং তজ্জনিত ধর্ম বা অপূর্ব—এই সব রূপেই শ্রীভগবানই প্রকাশিত হয়ে আছেন॥ ১০ ॥ সেই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্তি ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের মাধ্যমে অন্ন প্রার্থনা করছেন তাঁদের কাছে ; কিন্তু সেই মূঢ়মতি দেহাভিমানী (জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দেহের পরিচয়কেই আত্মার উপরে আরোপ করে 'আমরা ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ'—এইরূপ মিথ্যা গর্বে মত্ত) ব্রাহ্মণেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ বিবেচনায় কোনোরকম সম্মান দেখালেন না॥ ১১ ॥ হে শত্রুদমন পরীক্ষিৎ ! তাঁরা যখন 'হ্যাঁ' অথবা 'না' কিছুই বললেন না, তখন সেই গোপগণ অত্যন্ত নিরাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন এবং সেখানে যা যা ঘটেছে সবই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে জানালেন॥ ১২ ॥ সেই কথা শুনে জগতের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন এবং তাঁদেরকে 'এটাই সংসারের রীতি, সব চেষ্টাই সফল হয় না, কিন্তু বারবার চেষ্টা করতে করতে অবশেষে সফলতা আসে'—এইভাবে তাঁদের লৌকিক জগতের ব্যবহার-যাত্রার কথা বলে সান্ত্বনা দিলেন এবং তারপর আবার বললেন—॥ ১৩ ॥ 'প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা আর একবার সেখানে যাও। এবারে তোমরা সেই ব্রাহ্মণদের পত্নীগণের কাছে যাবে আর তাঁদের বলবে যে বলরাম-সহ আমি এখানে এসেছি। দেখো, তাহলেই তাঁরা তোমাদের যত চাও তত অন্ন দেবেন। তাঁরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আমার কথা সব-সময়ে ভাবেন, মানসিকভাবে আমাতেই বাস করেন'॥ ১৪ ॥

গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাঽঽসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্॥ ১৫

এরপর সেই গোপগণ পত্নীশালায় গেলেন এবং দেখলেন সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নীরা শোভন অলংকারে সজ্জিত হয়ে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের প্রণাম করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই কথা বললেন— ॥ ১৫ ॥

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্॥ ১৬

'আপনারা পূজনীয়া বিপ্রপত্নী, আপনাদের চরণে আমাদের প্রণাম। দয়া করে আমাদের কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখান থেকে অল্পদূরেই এসেছেন এবং তিনিই আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন॥ ১৬ ॥

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্॥ ১৭

তিনি গোপবালকবৃন্দ এবং শ্রীবলরামের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে এদিকে অনেক দূরে এসে পড়েছেন। এখন তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা সকলেই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, আপনারা তাঁদের জন্য কিছু অন্ন দান করুন' ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ১৮

পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ কাছেই এসেছেন একথা শুনে সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণীগণ একান্ত উতলা হয়ে পড়লেন। তাঁরা অনেক দিন থেকেই ভগবানের কথা শুনে আসছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের হৃদয় গভীরভাবে তাঁতেই লগ্ন হয়ে গেছিল। কীকরে তাঁর দর্শন পাবেন এজন্য তাঁরা সদা-সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকতেন, এতদিনে সেই শুভযোগ উপস্থিত হওয়াতে তাঁদের আর যেন বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না॥ ১৮ ॥

চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥ ১৯

নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ॥ ২০

তাঁরা দ্রুতহস্তে বিভিন্ন পাত্রে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-ভেদে চার রকমের অতি সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে নিলেন এবং তাঁদের ভাই-বন্ধু-পতি-পুত্রেরা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে-সব কিছুই গ্রাহ্য না করে প্রিয়তম ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন—সমুদ্রের উদ্দেশে ধাবিত নদীদের সঙ্গেই কেবল তখন তাদের তুলনা করা চলত। আর সেটাই ছিল স্বাভাবিক, তাঁরা যে কতকাল ধরে শুনেছেন সেই উত্তম শ্লোক, সেই সর্বোত্তমে মাধুর্যময়ী লীলাকথা, তাঁর চরণে উৎসর্গ করেছেন নিজেদের, আশায়-আশায় বুক বেঁধেছেন—কোনো একদিন হয়তো তাঁকে প্রত্যক্ষে দেখবার, তাঁকে সেবা করবার সৌভাগ্য উদিত হবে! ১৯-২০ ॥

যমুনোপবনেঽশোকনবপল্লবমণ্ডিতে।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২১

যমুনার তটে সেই উপবনে এসে পৌঁছলেন ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ, সেখানে অশোক গাছ-গুলিতে নবীন পল্লবের সমারোহ, সমগ্র বনটিই তার ফলে অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়ে রয়েছে। আর তারই মধ্যে তাঁরা দেখলেন তাঁদের চিরকাঙ্ক্ষিতকে, অগ্রজ

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে ।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥ ২২

প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈ-
র্যস্মিন্ নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র॥ ২৩

তাস্তথা ত্যক্তসর্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ॥ ২৪

শ্রীভগবানুবাচ

স্বাগতং[1] বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া[2] প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥ ২৫

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥ ২৬

বলরামের সঙ্গে সেখানে বিচরণ করছেন তিনি, চারদিকে তাঁকে ঘিরে রয়েছেন তাঁর বয়স্য গোপগণ॥ ২১ ॥ তাঁর শ্যামল অঙ্গে পরিধানের পীত বসন যেন সোনার দীপ্তি বিচ্ছুরণ করছে, গলায় বনফুলের মালা, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, শরীরে বিচিত্র বর্ণের ধাতুমৃত্তিকার অঙ্গরাগ আর নবকিশলয়ের অলংকার—অভিনব-সুন্দর এই নটবর-বেশধারী একটি হাত রেখেছেন এক সহচরের কাঁধে, আরেক হাতে ধৃত লীলাকমলটি সঞ্চালিত করছেন নিজেই। কানে কুণ্ডলরূপে বিরাজিত দুটি উৎপল, চূর্ণ অলক লিপ্ত হয়ে রয়েছে কপোলদ্বয়ে, মুখপদ্ম মৃদু-মধুর হাস্যে উদ্‌ভাসিত॥ ২২ ॥ মহারাজ ! এতদিন যে প্রিয়তমের অপরূপ আশ্চর্য রূপ-গুণ-লীলার কথা কতবার কতভাবে কর্ণপথে প্রবেশ করে তাঁদের মনকে তাঁরই মধ্যে নিমজ্জিত করে দিয়েছিল, রঞ্জিত করেছিল তাঁরই প্রেমের রঙে, এখন তাঁকেই নয়নের দ্বার দিয়ে অন্তরে নিয়ে এসে নিজেদের ভাব-তনুতে তাঁকে দীর্ঘ নিবিড় আশ্লেষে বদ্ধ করে তাঁরা নিজেদের চিরসঞ্চিত বিরহতাপের থেকে মুক্তি পেলেন, ঠিক যেমন জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন অবস্থার অহংবৃত্তিগুলি 'আমি', 'আমার'—এইরূপ অভিমানে শুধুই অশান্তি ভোগ করে, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় তারা সাক্ষীস্বরূপ 'প্রাজ্ঞ'-সংজ্ঞক আত্মায় লীন হয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে যায়॥ ২৩ ॥

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ভগবান তো সর্ববুদ্ধিসাক্ষী, সকলের হৃদয়ের সব কথাই তিনি জানেন। তিনি দেখলেন, সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ পতি-পুত্র-বন্ধু-ভ্রাতা সকলের বারণ অমান্য করে সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং বিষয়-সম্পদ তথা সংসারের আশা ত্যাগ করে কেবলমাত্র তাঁর দর্শন-লালসায় তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন ; তাঁর মুখমণ্ডলে তখন প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল, তিনি তাঁদের বললেন— ॥ ২৪ ॥ (ভগবান বললেন) 'মহাভাগাবতী দেবীগণ ! আপনাদের স্বাগত। আসুন, উপবেশন করুন। বলুন, আপনাদের জন্য কী করতে পারি ? আমাদের দর্শনমানসে আপনারা এখানে এসেছেন, এটা আপনাদের মতো প্রীতিপূর্ণ হৃদয়াদের উপযুক্ত কাজই হয়েছে॥ ২৫ ॥ এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সংসারে নিজের প্রকৃত ভালো বা মঙ্গল কীসে

[1]প্রাচীন বইতে 'স্বাগতং বো.......' ইত্যাদি শ্লোকের পূর্বে 'শ্রীভগবানুবাচ' এই অংশটি অধিক আছে। [2]যাদ্ভো।

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো ন্বপরঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৭

তা যাঁরা বোঝেন, এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আমাকেই প্রিয়তমের আসনে বসিয়ে থাকেন ; তাঁরা আমাকে এমন ভালোবাসেন, যার মধ্যে কোনো কামনা, কোনো রকমের ব্যবধান, সংকোচ, কপটতা বা লুকোচুরি, দ্বিধা বা দোলাচলচিত্ততা থাকে না॥ ২৬ ॥ প্রাণ, বুদ্ধি, মন, শরীর, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, পুত্র এবং ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় বস্তু যার সম্পর্ক-হেতু প্রিয় বলে বোধ হয়, সেই আত্মার (বা পরমাত্মার বা শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার) তুলনায় বেশি প্রিয় আর কী-ই বা হতে পারে ? ২৭ ॥

তদ্ যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥ ২৮

(সুতরাং আপনারা যে সংসারের সব কিছুই তুচ্ছ করে, এখানে এসেছেন, তা সম্পূর্ণরূপেই উচিত এবং অভিনন্দনযোগ্য কাজ। এখন আপনাদের মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, লোকাতীতকে হৃদয়ে ধারণ করেই এখন আপনাদের লৌকিক জগতে ফিরে যেতে হবে, কারণ সংসারে আপনাদের প্রয়োজন রয়েছে) এখন আপনারা যজ্ঞশালায় ফিরে যান। আপনাদের পতিগণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। আপনারা গেলে তবেই তাঁরা আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে (সপত্নীক হয়ে) নিজেদের যজ্ঞ সমাপন করতে পারবেন'॥ ২৮ ॥

পত্ন্য ঊচুঃ

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢুমতিলঙ্ঘ্য[1] সমস্তবন্ধূন্॥ ২৯

ব্রাহ্মণ পত্নীগণ বললেন—'প্রভু ! এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, একবার যে আপনার চরণকমল প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না, বেদ-মুখে প্রোক্ত আপনার সেই বাণী আপনি সত্য করুন। আমরা তো আমাদের আত্মীয়-বান্ধব সবাইকে ছেড়ে, তাদের বারণ না মেনে, আপনার চরণমূলে এসে উপস্থিত হয়েছি, শুধু এইজন্যে যে, আমরা আপনারই দাসী (সংসারের নয়), তারই চিহ্ন-স্বরূপ শিরে ধারণ করব ওই চরণচ্যুত তুলসীমালা, আমাদের কেশজালে গ্রথিত সেই আমাদের সত্য পরিচয়ের প্রতীক নিত্যই আপনার চরণস্পর্শের সৌভাগ্য-গৌরব বহন করে শোভান্বিত করবে আমাদের॥ ২৯ ॥

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
ন্যান্যা ভবেদ্ গতিররিন্দম তদ্ বিধেহি॥ ৩০

আমাদের পতি, পিতা-মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন—কেউই আর আমাদের গ্রহণ করবে না, (পাড়া-প্রতিবেশী) অন্যদের তো কথাই নেই। (সেই ভেঙে যাওয়া সংসারে তবু আমাদের ফিরে যেতে

[1]নিরোঢ়ুমভিলাষ্যা।

শ্রীভগবানুবাচ

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্[1] পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে॥ ৩১

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ॥ ৩২

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্॥ ৩৩

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্॥ ৩৪

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ং চ বুভুজে প্রভুঃ॥ ৩৫

এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কৃতৈঃ॥ ৩৬

বলবেন আপনি ?) ওগো অরিন্দম্! আমাদের সর্ব-রিপু-বিনাশকারী! ইহলোকে সংসার অথবা পরলোকে স্বর্গাদি সুখের লোভ আমরা করি না, আপনার পদপ্রান্তে পতিত হয়েছি আমরা, আর কিছু আমরা জানি না, অন্য কোনো সহায় আমরা চাই-ও না, অন্য কোনো গতি যেন আমাদের না হয়, তাই-ই করুন'॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'দেবীগণ! আপনাদের পতি-পুত্র, পিতা-মাতা, ভ্রাতা-বন্ধু—কেউই আপনাদের দোষ দেবেন না, তিরস্কার করবেন না। শুধু তাই নয়, সমস্ত লোক, সমগ্র সংসার আপনাদের সম্মান করবে। এর কারণও রয়েছে, এখন যে আপনারা আমার-ই হয়ে গেছেন, আমার সঙ্গে নিত্য-যোগে যুক্ত হয়ে গেছেন। এই যে দেখুন—এই দেবতারাও আমার এই কথা অনুমোদন করছেন ॥ ৩১ ॥ দেখুন, এই সংসারে মানুষী তনু আশ্রয় করে যখন আমি অবস্থান করি, তখন সেই শরীরের সঙ্গ সব মানুষের পক্ষেই আমার প্রতি অনুরাগ বা প্রীতি জন্মানোর কারণ হয় না। সুতরাং এখন আপনারা শারীরিক-ভাবে গৃহে ফিরে যান, কিন্তু আপনাদের মন তো আমাতেই যুক্ত হয়ে রইল। এরই ফলে আপনারা অচিরকালের মধ্যেই আমাকে প্রাপ্ত হবেন'॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান এই রকম বললে সেই দ্বিজপত্নীগণ পুনরায় গমন করলেন এবং সেই ব্রাহ্মণেরাও তাঁদের প্রতি কোনোরকম দোষদৃষ্টি না করে তাঁদের নিয়ে যজ্ঞ সমাপ্ত করলেন॥ ৩৩ ॥ তাঁদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণপত্নী কিন্তু শ্রীভগবানের কাছে আসতে পারেননি, তাঁর স্বামী তাঁকে বলপূর্বক আটকে রেখেছিলেন। তিনি তখন শ্রীভগবানের কথা যেমন শুনেছিলেন, সেইরূপে তাঁকে নিজের হৃদয়ে স্থাপন করে গভীর ধ্যানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্মজনিত নিজের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহটি পরিত্যাগ করেছিলেন (শুদ্ধসত্ত্বময় দিব্য শরীরে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন)॥ ৩৪ ॥ এদিকে অনন্ত প্রভাবশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেই ব্রাহ্মণীগণ কর্তৃক আনীত সেই চতুর্বিধ খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা গোপবালকদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করালেন এবং নিজেও সেই অন্ন গ্রহণ করলেন॥ ৩৫ ॥ এইভাবে সেই লীলাবশে মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান

[1]ন অভ্য.।

অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপান্ কৃতাগসঃ।
যদ্ বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ।। ৩৭

দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্।
আত্মানং চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্।। ৩৮

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।। ৩৯

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্ বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ।। ৪০

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোহবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্।। ৪১

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ।। ৪২

মনুষ্যলোকের অনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত থেকে নিজের সৌন্দর্য-মাধুর্য, বাক্য এবং কর্মের দ্বারা গো, গোপ এবং গোপীগণের মনোরঞ্জন এবং নিজেও তাঁদের অলৌকিক প্রেমরস আস্বাদন করে আনন্দলাভ করছিলেন।। ৩৬ ।।

এদিকে সেই ব্রাহ্মণগণের পরে বোধোদয় হল এবং তাঁরা এই ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন যে মানুষবৎ আচরণ করলেও স্বরূপত বিশ্বপতি শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা তাঁরা উপেক্ষা করেছেন ; এজন্য তাঁরা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন।। ৩৭ ।। তাঁদের পত্নীগণ ভগবান কৃষ্ণে অলৌকিক ভক্তিসম্পন্না —এর নিদর্শন তাঁরা কিঞ্চিৎ পূর্বেই প্রত্যক্ষ করেছেন ; কিন্তু তাঁরা নিজেরা তাতে সম্পূর্ণই বঞ্চিত—এজন্য এখন তাঁদের অনুশোচনা হতে লাগল, তাঁরা নিজেদেরই নিন্দায় প্রবৃত্ত হলেন।। ৩৮ ।। (তাঁরা বলতে লাগলেন) 'হায়, আমরা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই বিমুখ। উচ্চ কুলে আমাদের জন্ম হয়েছে, গায়ত্রী গ্রহণ করে আমরা দ্বিজত্ব লাভ করেছি, বেদাধ্যয়ন করে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি, কিন্তু এসবে লাভ কী হল ? ধিক্ এ-সবে ! আমাদের বিদ্যা ব্যর্থ, আমাদের সমস্ত ব্রতও বৃথাই হয়েছে। আমাদের এই বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান তথা অভিজ্ঞতাকেও ধিক্কার ! আমাদের বংশগৌরব, কর্মকাণ্ডে অর্জিত নিপুণতা, এসবও নিষ্ফলই হয়ে গেল। এই সব কিছুর প্রতিই ধিক্কার, বার বার ধিক্কার ! ৩৯ ।। শ্রীভগবানের মায়া অবশ্যই যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করে থাকে। এই যে আমরা ব্রাহ্মণ, লোক সমাজে আমাদের বিশেষ সম্মান, অপর সকলের গুরু-স্থানীয় বলে আমাদের পরিচয়—সেই আমরাও তো নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ, যাতে আমাদের শাশ্বত কল্যাণ,—সে বিষয়েই সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছি।। ৪০ ।। আর অপরপক্ষে দেখো তো, আহা, এরা নারী হওয়ার কারণে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি সামাজিক ও সাংসারিক বাধা-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণে কী অসাধারণ ভক্তিভাবসম্পন্না, সর্ব-বাধা-বিপদ-তুচ্ছ-করা কী অগাধ এদের প্রেম ! তারই বলে তো এরা কেমন অনায়াসে ছিন্ন করে গেল গৃহ-সংসাররূপ মহামৃত্যুপাশ ! ৪১ ।। অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এদের তো ব্রাহ্মণোচিত উপনয়নাদি সংস্কার নেই, (বেদাধ্যয়নের জন্য) গুরুকুলে বাসও এরা করেনি।

অথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥ ৪৩

ননু[1] স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ॥ ৪৪

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্ বিড়ম্বনম্॥ ৪৫

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়া সকৃৎ।
আত্মদোষাপবর্গেণ তদ্যাচ্ঞা জনমোহিনী॥ ৪৬

দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ॥ ৪৭

স এষ ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষিত্যশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে॥ ৪৮

কোনো তপস্যাচরণ বা আত্মমীমাংসার (আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে বিচার-মননাদি) সুযোগও এদের ঘটেনি। এমনকি, দৈহিক পবিত্রতাও এদের সব-সময় থাকে না, সন্ধ্যা-উপাসনা ইত্যাদি শুভ কর্মও এরা করেনি॥ ৪২ ॥ তা হলেও যোগেশ্বরেশ্বর পুণ্যকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এদের ঐকান্তিক ভক্তি জন্মেছে, আর আমাদের সংস্কার, বেদাধ্যয়ন গুরুকুলবাস প্রভৃতি সব কিছু থাকা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি জন্মাল না॥ ৪৩ ॥ আমরা তো গৃহস্থ জীবনের নানারকমের কর্মপ্রচেষ্টায় মত্ত থেকে নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ অর্থাৎ পরমার্থকেই বিস্মৃত হয়েছিলাম। কিন্তু ভগবানের করুণারও তো তুলনা নেই,—আমাদের ঘুম ভাঙানোর জন্য তাঁর প্রেরিত দূতরূপে এল গোপেরা। আহা ! স্বয়ং শ্রীভগবান—যিনি কিনা সকল সজ্জনের পরম গতি, পরম আশ্রয়, তিনি নিজেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলার জন্য গোপমুখে পাঠালেন তাঁর বাণী, এমন সৌভাগ্যের কথা আমরা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলাম ? ৪৪ ॥ তিনি নিজে তো পূর্ণকাম, কৈবল্যমোক্ষ পর্যন্ত সর্ববিধ কামনার পূরণকর্তা ; সর্বপ্রকারেই তাঁর অধীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমাদের তাঁর কীসের প্রয়োজন ? সকলের প্রভু, সর্বসমর্থ সেই ঈশ্বর ক্ষুধার্ত হয়ে খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করলেন আমাদের কাছে ! আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটানো, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙানো, এছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে তাঁর এই (অন্নপ্রার্থনারূপ) ছলনার ? ৪৫॥ স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত অপর সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে এবং নিজের চঞ্চলতাদি দোষ পরিহার করে যাঁর চরণস্পর্শের আশায় অবিরত ভজনা করে চলেছেন, সেই শ্রীভগবান যখন সাধারণ মানুষের কাছে অন্ন-যাচ্ঞা করেন তখন তাদের মোহ বা বুদ্ধি বিভ্রম জন্মানোই তো স্বাভাবিক (আমাদেরও তা-ই ঘটেছিল, তাঁকে চিনতে পারিনি আমরা।) ! ৪৬ ॥ দেশ, কাল, পৃথক পৃথক দ্রব্য, মন্ত্র, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং ধর্ম—এই সবই সেই একই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র ॥ ৪৭ ॥ সেই যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং যদুকুলে অবতীর্ণ

[1]নূনং।

অহো[1] বয়ং ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ॥ ৪৯

নমস্তুভ্যং[2] ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্মবর্ত্মসু॥ ৫০

স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্॥ ৫১

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবোঽপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাদ্ ভীতা ন চাচলন্॥ ৫২

হয়েছেন একথা আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু আমরা এমনই মূর্খ যে তাঁকে (সমীপে পেয়েও) চিনে উঠতে পারলাম না॥ ৪৮ ॥ তবে এসব সত্ত্বেও আমাদের জীবন ধন্য, ধন্যতম আমরা ; আমাদের সৌভাগ্যের আর অন্ত নেই যে, আমরা এইরকম পত্নী লাভ করেছি। তাদেরই ভক্তি প্রভাবে আমাদেরও ভগবান শ্রীহরির প্রতি অবিচলমতি, একনিষ্ঠা প্রীতি জন্মেছে॥ ৪৯ ॥ প্রভু ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকে প্রণাম। অনন্ত অচিন্তনীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর আপনি ! আপনার জ্ঞান লোকে ও কালে অবাধিত ! আপনারই মায়ায় আমাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, আর তারই ফলে আমরা কত-শত জটিল কর্মপথে ঘুরে মরছি॥ ৫০ ॥ যিনি আদি পুরুষ, পুরুষোত্তম, তাঁর মহিমা, তাঁর প্রভাব অবধারণ করার সাধ্যও তো আমাদের নেই, তাঁরই মায়ায় মোহিত হয়ে রয়েছি যে আমরা। আর সেজন্যই তো তাঁর অনুরোধের অমর্যাদা করলাম আমরা ; তিনি কী ক্ষমা করবেন না এই অপরাধ ? তিনি তো সব জানেন, তিনি দয়া করুন, ক্ষমা করুন আমাদের ! ৫১ ॥

পরীক্ষিৎ ! এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছিলেন যে ব্রাহ্মণেরা, তাঁরাই এখন নিজেদের পূর্বকৃত অসদাচরণের কথা স্মরণ করে অপরাধ বোধে পীড়িত হচ্ছিলেন, তাঁদের মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মাচ্ছিল যে, একবার গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করে আসেন, কিন্তু কংসের ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে-ইচ্ছাকে তাঁরা বাস্তব রূপ দিতে পারেননি॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে যজ্ঞপত্ন্যুদ্ধরণং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে যজ্ঞপত্নী-উদ্ধার নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

---

[1]প্রাচীন বইতে 'অহো বয়ং.........' থেকে '.........নিশ্চলা হরৌ'—এটুকুর উল্লেখ নেই। [2]তুভ্যং।
[3]পত্ন্যুপদর্শনং নাম ত্রয়োবিংশতিতমো.।

অথ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রযজ্ঞ-নিবারণ

শ্রীশুক[১] *উবাচ*

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ।
অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্॥ ১

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্ নন্দপুরোগমান্॥ ২

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য চোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ॥ ৩

এতদ্ ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ।
ন হি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্বাত্মনামিহ॥ ৪

অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্ ।
উদাসীনোঽরিবদ্ বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে॥ ৫

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্মসিদ্ধিঃ স্যাত্তথা নাবিদুষো ভবেৎ॥ ৬

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম-সহ বৃন্দাবনে বাস-করা-কালীন একদা সব গোপেদের ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত দেখতে পেলেন॥ ১ ॥ ভগবান তো সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী, সর্বদ্রষ্টা, কাজেই এই বিষয়টি তিনি জানতেন না এমন নয়। তবুও (বালকলীলার অনুসরণে) তিনি নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণের কাছে গিয়ে বিনয়নম্রভাবে প্রশ্ন করলেন—॥ ২ ॥ 'পিতা ! আপনাদের খুব ব্যস্ত দেখছি, কোনো বড় উৎসবের আয়োজনে, কী সেই বিশেষ অনুষ্ঠান ? সেই কর্মের ফলই বা কী ? কার উদ্দেশে, কীরূপ অধিকারী, কী কী উপকরণের সাহায্যে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে—এই সব-কিছুই আমাকে বলুন॥ ৩ ॥ সমস্ত বিষয়টি জানার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়েছে, তাই এইসব শুনতে আমি উৎসুক হয়ে আছি। পিতা ! দয়া করে সব কিছু আমাকে বলুন। যাঁরা সৎপুরুষ, সকল লোককেই যাঁরা আত্মবৎ দেখেন, আপন-পর ভেদদৃষ্টি যাঁরা করেন না, যাঁদের না আছে শত্রু, না আছে মিত্র, না আছে উদাসীন—সেরূপ ব্যক্তিদের তো এ-সংসারে এমন কোনো কাজই নেই যা অপরের কাছে গোপন করতে হতে পারে। অবশ্য পরিস্থিতি বিচারে যেখানে ভেদ-দৃষ্টি রাখতেই হয়, সেক্ষেত্রে গোপনীয় বিষয় যেমন শত্রুর কাছে, তেমনই উদাসীন ব্যক্তিকেও বলা উচিত নয় কিন্তু সুহৃদ-বান্ধবদের তো আত্মবৎ বলেই গণনা করা হয়ে থাকে, সুতরাং তাদের কাছে কোনো কথাই গোপনীয় থাকতে পারে না॥ ৪-৫ ॥ সংসারী এই সব মানুষ জেনে-বুঝে আবার না বুঝেও নানারকম কর্মের অনুষ্ঠান করে। তাদের মধ্যে বিদ্বান অর্থাৎ যারা বুঝে করেন তাদের কর্ম যেমন সফল হয়, অবিদ্বানের তেমন হয় না॥ ৬ ॥ এইজন্যই আমি আপনাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিশাল কর্মোদ্যোগ আপনারা গ্রহণ করেছেন, তা কি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে করবেন বলে স্থির

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

নন্দ[১] উবাচ

পর্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ॥ ৮

তং তাত বয়মন্যে চ বার্মুচাং পতিমীশ্বরম্।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ॥ ৯

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জন্যঃ ফলভাবনঃ॥ ১০

য এবং বিসৃজেদ্ ধর্মং পারম্পর্যাগতং নরঃ।
কামাল্লোভাদ্ ভয়াদ্ দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্॥ ১১

শ্রীশুক[২] উবাচ

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ॥ ১২

শ্রীভগবানুবাচ

কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে॥ ১৩

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপান্যকর্মণাম্।
কর্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ ১৪

করেছেন, অথবা এটি লোকাচারক্রমে আগত রীতি-নীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে ? সম্পূর্ণ বিষয়টি আমাকে বিশদ করে বলুন' ॥ ৭ ॥

মহারাজ নন্দ বললেন—পুত্র ! ভগবান ইন্দ্র হলেন জলদানকারী মেঘেদের অধিপতি, মেঘেরা তাঁরই বিগ্রহস্বরূপ। সমস্ত প্রাণীর জীবনধারণের তথা তৃপ্তির অপরিহার্য উপায় যে জল তা এই মেঘেরাই বর্ষণ করে থাকে॥ ৮ ॥ বৎস ! সেই মেঘেদের অধীশ্বর ও নিয়ন্তা ইন্দ্রদেবকে আমরা যেমন যজ্ঞের সাহায্যে অর্চনা করি, তেমনই অন্যান্য সকল লোকেই করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যেসব দ্রব্যের দ্বারা যজ্ঞ হয় সেগুলি তাঁরই প্রদত্ত অমোঘ শক্তিশালী বৃষ্টির জলের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে॥ ৯ ॥ যজ্ঞে তাঁর উদ্দেশে নিবেদনের পর অবশিষ্ট শস্যাদির দ্বারা মানুষেরা সংসারে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধির প্রয়াসে ব্যাপৃত থেকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাদের সেই পুরুষকার অর্থাৎ নিজেদের উদ্যম যা কৃষিকার্যসহ নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবরূপ লাভ করে, সেসবের সার্থকতা বিধানে অর্থাৎ ফলোৎপত্তির বিষয়ে পর্জন্য বা বর্ষণের দেবতা ইন্দ্রই প্রকৃত নিয়ামক॥ ১০ ॥ দীর্ঘকাল ধরে পরম্পরাক্রমে চলে আসা এই ধর্মকে কোনো ব্যক্তি যদি কাম, লোভ, ভয় বা দ্বেষের বশবর্তী হয়ে পরিত্যাগ করে, তাহলে তার কখনোই মঙ্গল হতে পারে না॥ ১১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! শ্রীনন্দমহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীদের কথা শুনে ভগবান কেশব (যিনি ব্রহ্মা, শংকর প্রভৃতি দেবেশ্বরগণেরও আদেশকর্তা) ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপন্ন করবার উদ্দেশ্যে পিতাকে বললেন॥ ১২ ॥

শ্রীভগবান বললেন—পিতা ! প্রাণীমাত্রেই নিজ কর্ম অনুসারে জন্মলাভ করে আবার কর্মের ফলেই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। কর্মের ফল হিসাবেই জীব সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল প্রাপ্ত হয়॥ ১৩ ॥ কর্মেরই এমন সার্বিক প্রাধান্য না মেনে যদি অন্যান্য জীবেদের কর্মের ফলদাতারূপে একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারও করা হয়, তাহলেও তিনি তো কেবলমাত্র কর্মকর্তাকেই

[১]নন্দগোপ উবাচ। [২]বাদরায়ণিরুবাচ।

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্মানুবর্তিনাম্।
অনীশেনান্যথা কর্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্॥ ১৫

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্বং সদেবাসুরমানুষম্॥ ১৬

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্মণা।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ॥ ১৭

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥ ১৮

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্ বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্যসতী যথা॥ ১৯

বর্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥ ২০

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা[১] কুসীদং তুর্যমুচ্যতে।
বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥ ২১

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
রজোসৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ॥ ২২

তার কর্মানুযায়ী ফল দিতে পারেন, যে কর্ম করেনি তাকে তো তিনি ফল দিতে পারেন না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তাঁর কোনো প্রভুত্বই চলে না॥ ১৪ ॥ সুতরাং সব প্রাণীই যখন নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ করে চলেছে, তখন এর মধ্যে একজন ইন্দ্রকে আনার প্রয়োজন কী ? মানুষের পূর্বসংস্কার অনুসারে প্রাপ্ত কর্মফলের অন্যথা করার ক্ষমতা যার নেই, তেমন একজন অতিরিক্ত মধ্যবর্তী পদাধিষ্ঠাতা স্বীকার সম্পূর্ণই নিরর্থক॥ ১৫ ॥ জীব স্বভাবের (প্রাক্তন সংস্কারের) অধীন, স্বভাবকেই অনুসরণ করে। দেবতা, অসুর এবং মানুষ-সমেত এই সমগ্র জগৎ স্বভাবেই অবস্থান করছে॥ ১৬ ॥ কর্ম অনুসারেই জীব উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট দেহ লাভ করে, আবার কর্মবশেই তা ত্যাগও করে। কর্ম অনুযায়ীই সে কারো শত্রু, কারো মিত্র, আবার কারো সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে। এইজন্য একথা বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না যে, কর্মই গুরু, কর্মই ঈশ্বর॥ ১৭ ॥ সুতরাং প্রাক্তন সংস্কার অনুসারে প্রাপ্ত বর্ণ এবং যথাবিহিত আশ্রমের অনুকূল ধর্মের আচরণে প্রবৃত্ত থেকে কর্মের সমাদর করা উচিত। যার দ্বারা যে মানুষ সুখে বাঁচে, তার জীবনযাত্রা সুখসাধ্য হয়, তা-ই তার ইষ্টদেবতা॥ ১৮ ॥ নিজের বিবাহকর্তা স্বামীর দ্বারা প্রতিপালিত হয়েও উপপতিকে আশ্রয় করে অসতী স্ত্রীলোক যেমন কখনোই মঙ্গল লাভ করতে পারে না, তেমনই একটি ভাবকে (পদার্থ বা দেবতাবিশেষকে) জীবিকার জন্য অবলম্বন করে যে ব্যক্তি পুনরায় অপরভাবের প্রতি অনুরক্তি দেখায়, সে কখনোই তার থেকে সুকল্যাণ প্রাপ্ত হয় না॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মণ বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির দ্বারা, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর রক্ষণ-পালনের দ্বারা, বৈশ্য বার্তার সাহায্যে এবং শূদ্র দ্বিজগণের (বর্ণত্রয়ের) সেবাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে॥ ২০ ॥ বৈশ্যের বার্তাবৃত্তি চার প্রকারের বলা হয়েছে—কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং চতুর্থ হল কুসীদবৃত্তি বা সুদ-গ্রহণ। এর মধ্যে আমরা চিরকাল গোপালনের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে এসেছি॥ ২১ ॥ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণই যথাক্রমে বিশ্বের স্থিতি, উৎপত্তি এবং ধ্বংসের কারণ। এই বহুধা বিচিত্র সমগ্র জগৎ রজোগুণের দ্বারাই স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে উৎপন্ন হয়ে থাকে॥ ২২ ॥ রজোগুণের দ্বারা

[১]রক্ষ্যং।

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিদ্ধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥ ২৩

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
নিত্যং বনৌকসস্তাত বনশৈলনিবাসিনঃ॥ ২৪

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥ ২৫

পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ।
সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্॥ ২৬

হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অন্নং বহুবিধং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ॥ ২৭

অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যো যথার্হতঃ।
যবসং চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ॥ ২৮

স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ।
প্রদক্ষিণং চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্বতান্॥ ২৯

এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যং চ দয়িতো মখঃ॥ ৩০

শ্রীশুক উবাচ

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পং জিঘাংসতা।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্ণন্ত তদ্বচঃ॥ ৩১

তথা চ ব্যদধুঃ সর্বং যথাঽঽহ মধুসূদনঃ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্ দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্॥ ৩২

প্রেরিত হয়েই মেঘেরা সর্বত্র জলবর্ষণ করে থাকে। তার থেকেই অন্ন এবং অন্নের দ্বারা সর্বপ্রাণীর জীবনধারণ সম্ভব হয়। এর মধ্যে ইন্দ্রের তো কোনো ভূমিকা নেই, তিনি এর মধ্যে কী করলেন ? ২৩ ॥

পিতা ! আমাদের তো কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জনপদ, নগর, গ্রাম, এমনকি স্থায়ী বাসগৃহ পর্যন্ত নেই। আমরা তো চিরকালই বনবাসী, বন এবং পর্বতই আমাদের বাসস্থান॥ ২৪ ॥ কাজেই যাগ বা পূজা যদি করতেই হয়, আমরা গোধনসমূহের, ব্রাহ্মণদের এবং গিরি গোবর্ধনের যজ্ঞ আরম্ভ করতে পারি। ইন্দ্রযাগের জন্য যেসব দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে, তার দ্বারাই এই যজ্ঞ সম্পাদন করা যাবে॥ ২৫ ॥ এইজন্য পায়স থেকে শুরু করে সূপ (মুগ ডালের অতি লঘু জলাংশ প্রধান পাক) পর্যন্ত বহুবিধ ভোগ-সামগ্রী এবং সেইসঙ্গে পিষ্টক, সংযাব, শংকুলী প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে পাক করা হোক। আমাদের ব্রজে যত দুধ হয়, সব এক জায়গায় সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করুন॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মবাদী স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করানো হোক। তাঁদের দানস্বরূপ বহুবিধ অন্ন, ধেনু এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষিণাও দিতে হবে॥ ২৭ ॥ তাছাড়া অন্যান্য যারা পতিত, চণ্ডাল ইত্যাদি সমাজে অবহেলিত, তাদের সবাইকে এবং এমনকি কুকুরদের পর্যন্ত যথাযোগ্য খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য দেওয়া হোক এবং গোরুদের তৃণাদি গো-খাদ্য পরিবেশন করে গিরিরাজ গোবর্ধনকে ভোগ নিবেদন করা হোক॥ ২৮ ॥ তারপর সকলে তৃপ্তির সঙ্গে সেই প্রসাদ গ্রহণ করে চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অনুলিপ্ত এবং সুন্দর বস্ত্র-অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি এবং গোবর্ধন পর্বতকে প্রদক্ষিণ করতে হবে॥ ২৯ ॥ পিতৃদেব ! এই হল আমার মত। আপনাদের যদি এটি মনোমতো হয়, তাহলে এই রকম করুন। এই যজ্ঞ গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবর্ধনগিরির প্রীতিজনক তো হবেই, আমারও এইরূপ যজ্ঞ বিশেষ প্রিয়॥ ৩০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! কালস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করতে ইচ্ছুক হয়ে এই যে প্রস্তাব রাখলেন, নন্দাদি গোপগণ তা শুনে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে সেটি গ্রহণ করলেন॥ ৩১ ॥ ভগবান মধুসূদন যেমন বলেছিলেন সেইভাবেই তাঁরা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা তাঁরা গিরি

উপহৃত্য বলীন্ সর্বানাদৃতা যবসং গবাম্।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্।। ৩৩

গোবর্ধন এবং ব্রাহ্মণগণকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে পূজার্ঘ্য নিবেদন করলেন এবং গোরুদের কোমল হরিদ্বর্ণ তৃণাদিযুক্ত রুচিকর গোখাদ্য অর্পণ করলেন। এরপর তাঁরা গোধনসমূহকে অগ্রভাগে রেখে গোবর্ধনপর্বতকে প্রদক্ষিণ করতে প্রবৃত্ত হলেন।। ৩২-৩৩ ।। ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ নিয়ে গোপ ও গোপীগণ উত্তম অলংকারাদি পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে বৃষ-যুক্ত শকটে আরোহণ করে গিরি পরিক্রমা করতে লাগলেন। গোপীগণ সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও বীরত্ব গাথা সুস্বরে গান করতে করতে চলেছিলেন।। ৩৪ ।। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোপেদের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য নিজেই আর একটি বিশাল শরীর ধারণ করে সেই গিরিগাত্রেই প্রকাশিত হলেন এবং 'আমিই গিরি গোবর্ধন'—এইরূপ বলে তার সম্মুখে নিবেদিত ভোগদ্রব্য-সামগ্রীর সেই বিপুল সম্ভার ভোজন করতে লাগলেন।। ৩৫ ।। অপরদিকে গোপতনুধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই শৈলরূপকে অন্যান্য ব্রজবাসিগণের সঙ্গে নিজেই প্রণাম করলেন এবং বলতে লাগলেন—'কী আশ্চর্য! দেখো, স্বয়ং গিরিরাজ সচেতন রূপ ধারণ করে দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করলেন।। ৩৬ ।। ইনি কামরূপী, যেমন ইচ্ছা রূপ ধারণ করতে পারেন। অরণ্যবাসী যে সকল মানুষ এঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখায়, ইনি তাদের বিনাশ করেন। এসো, আমরা নিজেদের এবং গোরুদের কল্যাণের জন্য এঁকে নমস্কার করি'।। ৩৭ ।। এইভাবে ভগবান বাসুদেবের প্রেরণায় সেই গোপগণ গোবর্ধন-পর্বত, গোধন এবং ব্রাহ্মণদের যথাবিধি পূজার্চনা সমাপনান্তে কৃষ্ণসহ ব্রজে প্রত্যাবর্তন করলেন।। ৩৮ ।।

অনাংস্যনডুদ্যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ।। ৩৪

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্ বৃহদ্বপুঃ।। ৩৫

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽঽত্মনাঽঽত্মনে।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ।। ৩৬

এষোঽবজানতো মর্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ।
হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্মণে আত্মনো গবাম্।। ৩৭

ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রণোদিতাঃ[1]।
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ।। ৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[2] চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ২৪ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২৪ ।।

[1]প্রচো.। [2]ইন্দ্রমখভঙ্গশ্চতু.।

অথ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

গোবর্ধন-ধারণ

শ্রীশুক[১]*উবাচ*

ইন্দ্রস্তদাঽঽত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ সঃ॥ ১

গণং সাংবর্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্।
ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যং চাহেশমান্যুত॥ ২

অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্॥ ৩

যথাঽদৃঢ়ৈঃ কর্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্॥ ৪

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ৫

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মায়িতাত্মনাম্।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্ নয়ত সংক্ষয়ম্॥ ৬

অহং চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্।
মরুদ্গণৈর্মহাবীর্যৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া[২] ॥ ৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং মঘবতাঽঽজ্ঞপ্তা মেঘা নির্মুক্তবন্ধনাঃ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা॥ ৮

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ইন্দ্র যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পূজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি—কৃষ্ণই যাঁদের রক্ষাকর্তা (সুতরাং অপর কারো কাছ থেকেই যাঁদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই) সেই নন্দাদি গোপগণের প্রতি অতিশয় কুপিত হলেন॥ ১ ॥ ইন্দ্র নিজেকে জগৎ-সংসারের ঈশ্বর বলে মনে করতেন এবং এইজন্য তাঁর প্রচণ্ড গর্ব ছিল। এখন ক্রোধে অধীর হয়ে তিনি বিশ্বের প্রলয়সাধনে যে মেঘগুলি কার্যকরী ভূমিকা নেয়, সেই সাংবর্তক নামের মেঘগণকে (আক্রমণের জন্য) ব্রজের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন এবং এই কথা বললেন— ॥ ২ ॥ 'ওঃ, এই বনবাসী গোপেদের ঐশ্বর্যগর্বের দেখছি অতিবৃদ্ধি ঘটেছে ! সামান্য একজন মানুষ যে কৃষ্ণ, তার ভরসায় তারা দেবরাজ আমাকে পর্যন্ত অপমান করল ! ৩ ॥ পৃথিবীতে অনেক মন্দবুদ্ধি লোক যেমন (ভবসাগর উত্তরণের যথার্থ উপায়ভূত) আত্মতত্ত্বানুশীলন পরিত্যাগ করে ভগ্ন প্রায় নামমাত্র নৌকাস্বরূপ কর্মময় যজ্ঞের সাহায্যে এই মহাঘোর ভবার্ণব পার হতে ইচ্ছা করে, ঠিক তেমনই, যে কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে একটি বাচাল, অপরিণত মস্তিষ্ক অথচ উদ্ধত, মূর্খ হয়েও পণ্ডিতম্মন্য এবং মরণশীল সামান্য মানুষমাত্র, তাকেই আশ্রয় করে এই গোপেরা আমার অপ্রিয় আচরণ করার সাহস দেখিয়েছে ! ৪-৫ ॥ ধনসম্পদের গর্বে তো এরা মত্ত হয়েই ছিল, তার ওপর এই কৃষ্ণ ওদের আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কাজেই তোমরা যাও, ওদের এই ধনগর্বের ঔদ্ধত্য ধুলোয় মিলিয়ে দাও, ওদের গবাদি পশুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলো॥ ৬ ॥ আমিও আমার বাহন ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করে মহাবীর মরুদ্গণকে সঙ্গে নিয়ে নন্দগোপের গোষ্ঠ ধ্বংস করার জন্য তোমাদের পরে-পরেই যাচ্ছি' ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ইন্দ্র প্রলয়কারী মেঘগণকে এইরকম আদেশ দিয়ে তাদের বন্ধন মুক্ত করে দিলেন

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]মখভঙ্গমচীকরন্। [৩]হ্যরেবৈর্গে.।

বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ।
তীব্রৈর্মরুদ্‌গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জলশর্করাঃ॥ ৯

স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষ্বভীক্ষ্ণশঃ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্॥ ১০

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ॥ ১১

শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ।
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ॥ ১২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ ভক্তবৎসল॥ ১৩

শিলাবর্ষনিপাতেন হন্যমানমচেতনম্।
নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ॥ ১৪

অপর্ত্ব্যত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি॥ ১৫

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে[১] শ্রীমদং তমঃ॥ ১৬

ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে॥ ১৭

এবং তারাও মহাবেগে নন্দগোকুলের ওপর মুষলধারে জল বর্ষণ করে সকলকে পীড়িত করতে লাগল॥ ৮ ॥ বিদ্যুতের প্রচণ্ড আলোয় ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত প্রচণ্ড বজ্রগর্জনে মুখরিত এবং তীব্র বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে সেই মেঘগুলি প্রবল শিলাবৃষ্টি করতে লাগল॥ ৯ ॥ ক্রমে এই বর্ষার প্রকৃতি হয়ে উঠল অতি ভয়জনক। বর্ষণের আর বিরাম ছিল না, আর যে জলধারা সেই মেঘগুলি ঢালছিল তা-ও আকারে ছিল অত্যন্ত স্থূল, মনে হচ্ছিল যেন আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত জলের স্তম্ভ রচিত হয়ে গেছে। জলস্রোতে প্লাবিত হয়ে গেল চারদিকের ভূমি, কোথায় উঁচু আর কোথায় নিচু, কিছুই আর বোঝার উপায় রইল না॥ ১০ ॥ এই ভয়ংকর বৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে প্রবল ঝড়ের দাপটে গবাদি পশুকুল এবং গোপ-গোপীগণ শীতার্ত হয়ে কম্পমান দেহে গোবিন্দের শরণ নিলেন॥ ১১ ॥ মুষলধার বর্ষণের অত্যাচারে কাতর হয়ে সকলে নিজেদের মস্তক এবং সন্তানদের যতটা সম্ভব শরীর দিয়ে আড়াল করে কাঁপতে কাঁপতে শ্রীভগবানের চরণমূলে উপস্থিত হলেন॥ ১২ ॥ তাঁরা বলতে লাগলেন—'হে কৃষ্ণ! হে অনন্তমহিমাশালী! হে প্রভু! এই গোকুলের তুমিই একমাত্র নাথ, তুমিই রক্ষক। ওগো ভক্তবৎসল! দেবতার ক্রোধ থেকে এখন একমাত্র তুমিই আমাদের বাঁচাতে পার'॥ ১৩ ॥ অদৃষ্টপূর্ব এবং অভাবনীয় প্রবল বর্ষণ তথা শিলাপাতরূপ এই দৈবোৎপাতে তাঁর স্বজন-বান্ধব তথা গবাদিপশুগুলিকে কাতর ও অচেতন-প্রায় দেখে ভগবান শ্রীহরির বুঝতে বাকি রইল না যে, এটি কুপিত দেবরাজ ইন্দ্রেরই কর্ম॥ ১৪ ॥ (তিনি মনে মনে বললেন) 'আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছি, এইজন্য সে আমাদের বিনাশসাধনের উদ্দেশ্যে অসময়ে এই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা এবং শিলাসহ প্রলয়ংকর বর্ষা আরম্ভ করেছে॥ ১৫ ॥ আমি নিজের যোগশক্তির দ্বারা এর যথাযোগ্য প্রতিবিধান করব। এই দেবতারা, যাঁরা মূঢ়তাবশে নিজেদের লোকপাল বলে মনে করেন, তাঁদের ঐশ্বর্যগর্ব তথা তামসিক অজ্ঞান আমি সম্পূর্ণরূপেই চূর্ণ করে দেব॥ ১৬ ॥ দেবতাদের বিশেষত্বই হল সত্ত্বগুণ, তাঁরা সত্ত্বপ্রধান হয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে নিজেদের (লোকপালত্বাদিরূপ) উচ্চপদের অধিকার বা ঐশ্বর্য হেতু

[১]হ্বনিষ্যে।

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ।। ১৮

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব[1] বালকঃ।। ১৯

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্তং সগোধনাঃ।। ২০

ন ত্রাস ইহ বঃ কার্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনে।
বাতবর্ষভয়েনালং তৎত্রাণং বিহিতং হি বঃ।। ২১

তথা নির্বিবিশুর্গর্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ।। ২২

ক্ষুত্তৃড়্‌ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ।
বীক্ষ্যমাণো দধাবদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ।। ২৩

গর্ব থাকা উচিত নয়। সেইজন্য যাঁদের মধ্যে সেই সত্ত্বগুণচ্যুতি ঘটেছে এবং অসাধু-ভাব উপজাত হয়েছে, সেই অসৎ দেবতাদের গর্বের নিরাকরণ করাও আমার কর্তব্য, কারণ তার ফলে পরিণামে তাঁদের শান্তিলাভই হবে, তাঁরা পুনরায় সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হবেন।। ১৭ ।। তাছাড়া এই ব্রজভূমির সকলেই আমার শরণাগত, আমার (নিজজনরূপে) স্বীকৃত এবং একমাত্র আমিই এদের রক্ষাকর্তা। অতএব আমার যোগমায়াবলে এদের আমি রক্ষা করব। সাধুদের ও শরণাপন্নদের রক্ষা করা তো আমার ব্রত-ই, তা পালনের সময় উপস্থিত হয়েছে'[1]।। ১৮ ।।

এই বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে মাটি থেকে উপড়ে তুলে ফেললেন এবং বালকেরা যেমন খেলাচ্ছলে বর্ষাকালীন ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) তুলে হাতে ধরে রাখে, সেইভাবেই অবলীলাক্রমে সেই পর্বতকে ধারণ করে রইলেন।। ১৯ ।। এরপর ভগবান গোপেদের সম্বোধন করে বললেন—'শোনো মা ! পিতা এবং ব্রজবাসিগণ, আপনারাও শুনুন। আপনারা গবাদি পশুদের (এবং অন্যান্য সামগ্রীসমূহ) সঙ্গে নিয়ে এই পর্বতের নীচে নিশ্চিন্ত মনে প্রবেশ করুন এবং যথাসুখে অবস্থান করুন।। ২০ ।। আমার হাত থেকে এই পর্বত পড়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা করবেন না। ঝড়-বৃষ্টির থেকেও আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই—এসবের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।। ২১ ।। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁদের আশ্বস্ত করলে সেই গোপগণ নিরুদ্বিগ্নমনে নিজেদের গোধন, গো-শকট, আশ্রিত-পরিজন, পুরোহিত এবং ভৃত্যদের নিয়ে ধীরেসুস্থে সেই পর্বতের নিম্নবর্তী আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করলেন।। ২২ ।। এরপর সেই ব্রজবাসীদের চোখের সামনে একটানা সাতদিন ভগবান সেখান থেকে এক পা-ও না নড়ে সেই পর্বতকে ধারণ করে রইলেন। ব্রজবাসীরা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন,

[1]বিষ্ণু.।

[1]ভগবানের উক্তি—সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।।

অর্থাৎ "যে কেবলমাত্র একবারের জন্যও আমার শরণ নেয় এবং 'আমি তোমারই'—এইভাবে প্রার্থনা জানায়, তাকে আমি সর্বভূতের থেকেই অভয় দান করি—এই আমার ব্রত।"

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ।
নিঃস্তম্ভো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ॥ ২৪

খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষং চ দারুণম্।
নিশাম্যোপরতং গোপান্ গোবর্ধনধরোঽব্রবীৎ॥ ২৫

নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ॥ ২৬

ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ॥ ২৭

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ববৎ প্রভুঃ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া॥ ২৮

তং প্রেমবেগান্নিভৃতা[১] ব্রজৌকসো
যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা
দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ॥ ২৯

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ॥ ৩০

ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্টের বোধ এবং শারীরিক সর্বপ্রকার সুখ বা আরামের ইচ্ছাই বিসর্জন দিয়ে তিনি অচলভাবে অবস্থিত, শরণাগতের বিপদবর্ষা নিবারণে নিত্যজাগরূক অভয়-বিতরণকারী সানন্দ সহাস্য গিরিধারী মূর্তি! ২৩॥ এদিকে শ্রীকৃষ্ণের যোগশক্তির এই অবিশ্বাস্য প্রভাব দেখে ইন্দ্রের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না এবং নিজের (ব্রজধ্বংসের) সংকল্প পূর্ণ করতে না পারায় তাঁর দর্পও চূর্ণ হল। হতমান হয়ে তিনি নিজের মেঘগুলিকে (বর্ষণ করা থেকে) নিবারিত করলেন॥ ২৪॥ শ্রীকৃষ্ণও দেখলেন আকাশের মেঘ কেটে গেছে, ভয়ংকর ঝঞ্ঝা এবং বর্ষাও বন্ধ হয়ে গেছে এবং আকাশে সূর্য আবার স্বমহিমায় প্রকাশিত। তখন সেই গিরিগোবর্ধনধারী ভগবান গোপগণকে বললেন॥ ২৫॥ 'হে গোপগণ! আপনারা আর ভয় পাবেন না, দেখুন, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে, নদীগুলির জলও কমে এসেছে। সুতরাং এবার আপনারা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তথা অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং গোধনসমূহ সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসুন'॥ ২৬॥ ভগবানের অভয়বাণী শুনে তখন স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধসহ গোপগণ সকলেই নিজেদের গোধন সঙ্গে নিয়ে এবং অন্যান্য দ্রব্য শকটে স্থাপন করে ধীরে ধীরে সেই পর্বতের তলদেশ থেকে বাইরে এলেন॥ ২৭॥ সর্বশক্তিমান ভগবানও সকলের চোখের সামনেই অবলীলাক্রমে সেই পর্বতকে আবার পূর্বের মতো স্বস্থানে স্থাপিত করলেন॥ ২৮॥

ব্রজবাসিগণের প্রাণের আবেগ আর বাধা মানছিল না। তাঁরা এবার ছুটে এলেন তাঁর চারপাশে, পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালোবাসা উজাড় করে দিতে লাগলেন তাঁকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে; স্নেহ-প্রেম-প্রীতি প্রকাশের যত উপায় আছে, সবকিছুর মাধ্যমেই নিবেদিত হল তাঁদের সেই অন্তরের অসঙ্কোচ পূজা! বয়োজ্যেষ্ঠা গোপীরা স্নেহে, আনন্দ পূর্ণ-হৃদয়ে সকল প্রকার শুভাশিসে অভিষিক্ত করতে লাগলেন তাঁকে, দধি-অক্ষত (আতপ চাল) পবিত্রজল ইত্যাদির দ্বারা তিলক-অঙ্কন, অভিষেক প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হলেন॥ ২৯॥ মা যশোদা, রোহিণী, পিতা নন্দ এবং বলশালীদের মধ্যে

[১]প্রেমগর্ভান্বিত্।

দিবি দেবগণাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণাঃ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব॥ ৩১

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রণোদিতাঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ॥ ৩২

ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো
রাজন্ স গোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা
গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ॥ ৩৩

শ্রেষ্ঠ বলরাম স্নেহে আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করলেন, অজস্র আশীর্বাদে অভিষিক্ত করলেন তাঁকে॥ ৩০ ॥ রাজন্! আকাশে অবস্থিত দেবতা, সাধ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং চারণগণ প্রসন্নচিত্তে ভগবানের স্তুতি এবং তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ৩১ ॥ ভগবানের লীলার এই এক আশ্চর্যময় দিক ! দেখো মহারাজ ! দেবরাজ ইন্দ্রের পরাভব ঘটল, অথচ স্বর্গের দেবতারা ভগবানের করুণা ও শরণাগত বাৎসল্যের মহিমাময় প্রকাশ দেখে আনন্দে মগ্ন হলেন, তাঁদের নির্দেশে স্বর্গে শঙ্খ-দুন্দুভি নিনাদিত হতে লাগল, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বপতিগণ ভগবানের লীলামাহাত্ম্য গান করতে লাগলেন॥ ৩২ ॥ এরপর ভগবান সেই স্থান থেকে চললেন গোষ্ঠে, তাঁর সঙ্গে বলরাম, চার পাশে অনুরক্ত গোপের দল। গোপিকারাও চললেন ভগবানের এই অপরূপ কীর্তিকথা গান করতে করতে। মহারাজ পরীক্ষিৎ ! তাঁদের আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা ছিল না, কারণ, হৃদয়গ্রাহী এই লীলাটি তাঁদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল সম্মুখে থেকে এবং অন্যান্য লীলার তুলনায় দীর্ঘকালব্যাপী (এক সপ্তাহ) এই ঐশ্বর্যপ্রকাশের ঘটনায় তাঁরা তাঁদের হৃদয়-হরণ শ্যামসুন্দরের অবিচ্ছেদ সান্নিধ্য উপভোগ করতে পেরেছিলেন ! ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[1] পূর্বার্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

[1] স্কো পঙ্ক।

অথ ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

ষড়্বিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবিষয়ে নন্দরাজের সঙ্গে গোপগণের আলোচনা

শ্রীশুক[1] উবাচ

এবংবিধানি কর্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্য তে।
অতদ্বীর্যবিদঃ[2] প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ॥ ১

বালকস্য যদেতানি কর্মাণ্যত্যদ্ভুতানি বৈ।
কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেম্বাত্মজুগুপ্সিতম্॥ ২

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া।
কথং বিভ্রদ্ গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব॥ ৩

তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ।
পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ॥ ৪

হিম্বতোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্।
অনোঽপতদ্ বিপর্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্॥ ৫

একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা।
দৈত্যেন যস্তৃণাবর্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবানের এই সব অলৌকিক কার্যকলাপ দেখে ব্রজের গোপগণ গভীর বিস্ময়াভূত হয়েছিলেন। ভগবানের অনন্ত শক্তি সম্পর্কে তাঁদের প্রকৃতপক্ষে কোনো ধারণাই ছিল না। এইজন্য তাঁরা সমবেতভাবে মহারাজ নন্দের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন— ॥ ১ ॥ 'এই বালকের কার্যাবলি সবই অত্যন্ত অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য বললেও চলে। এ যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই এবং সত্যি কথা বলতে কি, এর জন্ম হওয়া উচিত ছিল কোনো উচ্চ কুলে, অভিজাত কোনো বীরবংশে। সেটাই এর পক্ষে উপযুক্ত হত। অথচ এ জন্মাল কিনা আমাদের মতো গ্রাম্য অশিক্ষিত গোপেদের মধ্যে—এটাতো এর পক্ষে মর্যাদা-হানিকর, নিন্দনীয় ! কী করে এটা সম্ভব হল ? ২ ॥ গজরাজ যেমন সহজেই পদ্মফুলকে একেবারে মূল থেকে উৎপাটিত করে নিজের শুঁড়ে ধারণ করে, সেই রকমই মাত্র সাত বছর বয়সী এই বালক এই বিশাল পর্বতটিকে এক হাতে অনায়াসে উপড়ে নিয়ে (সাতদিন ধরে) তাকে ধারণ করে রইল কী করে ? ৩ ॥ অতি ক্ষুদ্র শিশু অবস্থাতেই এ অর্ধ নিমীলিত চোখে সেই ভয়ংকরী (রাক্ষসীশক্তির বলে) মহাবলীয়সী পূতনার স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণও শোষণ করে নিয়েছিল, যেমনভাবে কাল শরীরের আয়ুকে হরণ করে। সাধারণ মনুষ্যশিশুর পক্ষে কি তা সম্ভব ? ৪ ॥ মাত্র তিন মাস বয়সের সময় একদিন এ গোশকটের নীচে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল, আর সেই সময় এ এতো জোরে ওপরদিকে পা ছুঁড়েছিল যে, ওর পায়ের অগ্রভাগের আঘাতেই সেই ভারী শকটটি ভেঙে উল্টে পড়ে গেছিল॥ ৫ ॥ তারপরে যখন এক বছর বয়স সেই সময় একদিন ও যখন বসেছিল, তখন দৈত্য তৃণাবর্ত (ঘূর্ণী হাওয়ার রূপ ধরে) ওকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার পরিণতি

[1]বাদরায়ণিরুবাচ। [2]ন ত।

ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যো মাত্রা বদ্ধ উলূখলে।
গচ্ছন্নর্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ॥ ৭

বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ॥ ৮

বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া।
হত্বা ন্যপাতয়ত্তেন কপিত্থানি চ লীলয়া॥ ৯

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ।
চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্কফলান্বিতম্॥ ১০

প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা।
অমোচয়দ্ ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ॥ ১১

আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ।
প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্বিষোদকাম্॥ ১২

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু[১] তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্॥ ১৩

কী হয়েছিল তা অবশ্য তোমাদের সকলেরই জানা, ও তার গলা এতো জোরে জড়িয়ে ধরেছিল যে, তাতেই সে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ে॥ ৬ ॥ আরেকদিন মাখন চুরি করার শাস্তি হিসাবে মা যশোদা ওকে উলূখলে বেঁধে রেখেছিলেন, ও সেই উলূখলটিকেই টেনে নিয়ে দুই হাতের সাহায্যে হামা দিতে দিতে অর্জুন গাছ দুটির মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় (উলূখল সেই গাছ দুটিতে আটকে গেলে) প্রবল আকর্ষণে সেই বিশাল যমলার্জুন গাছ দুটিকে ভূপাতিত করেছিল॥ ৭ ॥ বলরাম এবং গোপবালকদের নিয়ে ও যখন গোবৎসদেরকে চরাতে বনের মধ্যে গেছিল, সেই সময় ওকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে বকের রূপ ধারণ করে যে অসুর এসেছিল, ও দুই হাতে ঠোঁট দুটি ধরে বকরূপী সেই শত্রুর মুখ থেকে সম্পূর্ণ দেহটিই চিরে দু-খণ্ড করে ফেলেছিল॥ ৮ ॥ এছাড়া আরও একবার ওকে বধ করবার ইচ্ছায় বৎসরূপ ধারণ করে এক অসুর (বৎসাসুর) গোবৎসদের মধ্যে মিশে গেছিল, ও তাকে অবলীলায় বধ করে তার দেহ কপিত্থ বৃক্ষসমূহের ওপরে নিক্ষেপ করে তার দ্বারা বহুসংখ্যক কপিত্থ ফল এবং বৃক্ষও ভূপাতিত করেছিল॥ ৯ ॥ বলরামের সঙ্গে মিলিতভাবে ও গর্দভরূপধারী ধেনুকাসুর এবং তার আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করে সুপক্ক ফলে পরিপূর্ণ তালবনটি সকলের পক্ষে বিপদ-ভয়শূন্য এবং উপভোগের যোগ্য করে দিয়েছিল॥ ১০ ॥ ও-ই ক্রূর ও উগ্রস্বভাব প্রলম্বাসুরকে বলশালী বলরামের দ্বারা যমালয়ে পাঠিয়েছিল এবং ব্রজের পশুসমূহ ও গোপগণকে দাবানলের থেকেও রক্ষা করেছিল॥ ১১ ॥ যমুনা হ্রদে বসবাসকারী কালিয় নাগের মতো ভয়ংকর বিষধর আর একটি হয় কিনা সন্দেহ —অথচ এই শিশু তাকে দমন করে তার দর্পচূর্ণ করে দিয়েছিল এবং তাকে বলপূর্বক সেই যমুনা হ্রদ থেকে নির্বাসিত করে যমুনার জল বিষমুক্ত করেছিল॥ ১২ ॥ আরও দেখুন, মহারাজ নন্দ! আপনার এই পুত্রের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসীরই মনে কী যে গভীর অনুরাগ জন্মিয়েছে, তা বলার নয়; মনে হয় অচ্ছেদ্য, অটুট এক ভালোবাসার বন্ধনে আমরা ওর সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছি।

[১]যে স্বস্মিন্।

ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে॥ ১৪

নন্দ[১] উবাচ

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোহর্ভকে।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ॥ ১৫

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১৬

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১৭

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ ১৮

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ॥ ১৯

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ॥ ২০

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥ ২১

আর ওর দিক থেকেও দেখি, আমাদের প্রতি ওর-ও যেন স্বাভাবিক আকর্ষণ, এক নিবিড় প্রেমের সহজাত সম্বন্ধেই ও আমাদের আপন করে নিয়েছে। এর কারণ কী, বলতে পারেন ? ১৩ ॥ ভাবুন তো একবার, কোথায় এক সাত বছরের বাচ্চা ছেলে, আর কোথায় এতো বড়ো পর্বতকে তুলে সাতদিন ধারণ করে থাকা ? ব্রজরাজ ! সত্যিই বলছি, (এইসব দেখে শুনে) আপনার পুত্রের সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারকম শঙ্কা, সংশয় জাগছে'॥ ১৪ ॥

মহারাজ নন্দ বললেন—প্রিয় গোপগণ ! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমার এই পুত্রের সম্পর্কে মহর্ষি গর্গ যা বলেছিলেন, তা আমি তোমাদের বলছি। আশা করি, তা শুনলে এই বালক সম্পর্কে তোমাদের সমস্ত শঙ্কা দূর হয়ে যাবে॥ ১৫ ॥ (গর্গাচার্যের বাক্য) 'তোমার এই বালক প্রতি যুগেই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। পূর্ব পূর্ব যুগে এঁর (শরীরের) শ্বেত, রক্ত এবং পীত বর্ণ হয়েছিল, বর্তমানে ইনি কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করেছেন॥ ১৬ ॥ তোমার এই পুত্র পূর্বে কোনো এক সময়ে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই জন্যে এই রহস্যবেত্তাগণ এঁকে 'শ্রীমান্ বাসুদেব' বলে অভিহিত করে থাকেন॥ ১৭ ॥ তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম অনুসারে আরও অনেক নাম এবং রূপ আছে। সেগুলি আমি জানি, কিন্তু সাধারণ লোকে তা জানে না॥ ১৮ ॥ ইনি তোমাদের পরম কল্যাণ বিধান করবেন, সকল গোপ এবং গো-কুলের আনন্দের কারণ হবেন। এঁর সাহায্যে তোমরা সমস্ত প্রকার বিপদ অনায়াসেই উত্তীর্ণ হতে পারবে॥ ১৯ ॥ ব্রজরাজ নন্দ ! পূর্বকালে কোনো এক সময়ে পৃথিবী অরাজক হয়ে গেলে দস্যুরা সাধুদের ওপর ভয়ংকর অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। তখন তোমার এই পুত্র তাঁদের রক্ষা করেছিলেন, এবং এঁরই বলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত সেই দস্যুদের পরাজিত করেছিলেন॥ ২০ ॥ যে সকল মহাভাগ্যবান ব্যক্তি তোমার এই শ্যামল-সুন্দর পুত্রটির প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন, ভিতর বা বাইরের কোনো শত্রুই তাঁদের অভিভূত করতে পারে না—বিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত দেবতা, ঋষি প্রভৃতি সজ্জনদের যেমন

[১]নন্দগোপ উবাচ।

তস্মান্নন্দ কুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন তৎ কর্মসু ন বিস্ময়ঃ॥ ২২

ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্॥ ২৩

ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ।
দৃষ্টশ্রুতানুভাবাস্তে কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
মুদিতা নন্দমানর্চুঃ কৃষ্ণং চ গতবিস্ময়াঃ॥ ২৪

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা
বজ্রাশ্মপর্ষানিলৈঃ।
সীদৎপালপশুস্ত্রি আত্মশরণং
দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো
লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা।
বিভ্রদ্ গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ
প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্॥ ২৫

অসুরেরা কোনো ক্ষতি করতে পারে না॥ ২১ ॥ হে নন্দ! গুণ, ঐশ্বর্য তথা সৌন্দর্য, কীর্তি এবং প্রভাব —যেদিক থেকেই বিচার করো না কেন, তোমার এই বালক পুত্রটি স্বয়ং ভগবান নারায়ণেরই সমান। সুতরাং তাঁর কোনো কাজেই (অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখে) বিস্মিত হওয়ার অবকাশ নেই'॥ ২২ ॥ গোপগণ! গর্গাচার্য স্বয়ং আমাকে সাক্ষাৎ এইভাবে এবিষয়ে অবহিত করে নিজ গৃহে চলে গেলে, তারপর থেকে এই কৃষ্ণ—যে অতি অসাধ্য কাজও একান্ত অনায়াসে সম্পন্ন করে এবং আমাদের সর্ববিধ বিপদ থেকে মুক্ত করে আনন্দে মগ্ন করে রাখে, তাকে আমি ভগবান নারায়ণের অংশ বলেই মনে করি॥ ২৩ ॥ ব্রজবাসিগণ তো ইতঃপূর্বেই অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের (অলৌকিক কার্যাবলির মাধ্যমে প্রকাশিত) প্রভাব দেখেছিলেন এবং শুনেছিলেন (এবং তারই ফলে তাঁদের মনে তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে সংশয় উৎপন্ন হয়েছিল)। এখন নন্দমহারাজের মুখ থেকে গর্গাচার্যের বাণী শ্রবণ করে তাঁদের বিস্ময়-সংশয় কেটে গেল, তাঁরা আনন্দিতচিত্তে ব্রজরাজ নন্দ এবং তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বহুবিধ প্রশংসা এবং সম্মান প্রদর্শন করলেন॥ ২৪ ॥

নিজের যজ্ঞ নিবারিত হওয়ায় ক্রোধের বশে ইন্দ্র বজ্র, শিলাপাত এবং তীব্র বায়ুসহ প্রবল বর্ষণ করতে থাকলে তার দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত গোপ, গোপী এবং পশুবৃন্দকে নিজের শরণাপন্ন দেখে করুণাপরবশহৃদয়ে যিনি স্মিতসুন্দর মুখে, ক্ষুদ্র বালক যেমন খেলাচ্ছলে ছত্রাক তুলে নেয়, সেইভাবে এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে তুলে নিয়ে ধারণ করেছিলেন এবং সমগ্র ব্রজকে রক্ষা করেছিলেন সেই ইন্দ্রদর্পহারী ভগবান গোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন॥ ২৫ ॥

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[1] ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

———○———

অথ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক

শ্রীশুক[1] উবাচ

গোবর্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্ রক্ষিতে ব্রজে।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ভগবান ব্রজভূমিকে প্রবল বর্ষণ থেকে রক্ষা করলে গোলোক থেকে কামধেনু সুরভি (তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্য) এবং স্বর্গ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র (নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে) তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন।। ১ ।।

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ।
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চসা।। ২

ভগবানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছিলেন বলে ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন। এইজন্য তিনি নির্জনে (অন্যদের দৃষ্টির অন্তরালে) তাঁর সমীপস্থ হয়ে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী নিজ মুকুটের দ্বারা (অর্থাৎ মুকুট পরিহিত মস্তকের দ্বারা) তাঁর চরণদ্বয় স্পর্শ করলেন।। ২ ।।

দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
নষ্টত্রিলোকেশমদ ইন্দ্র[2] আহ কৃতাঞ্জলিঃ।। ৩

অমিত তেজস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের কথা ইন্দ্র পূর্বেই শুনেছিলেন এবং (গোবর্ধন ধারণের ঘটনায়) তা নিজেই দর্শন করলেন। তার ফলে তাঁর 'আমিই ত্রিলোকের ঈশ্বর'—এই গর্ব নষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন।। ৩ ।।

ইন্দ্র উবাচ

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ।। ৪

ইন্দ্র বললেন—আপনার স্বরূপ পরম শান্ত, জ্ঞানময়, রজঃ এবং তমোগুণরহিত এবং বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত সত্ত্বময়। গুণসমূহের প্রবাহরূপে প্রতীয়মান এই মায়াময় সংসার কেবলমাত্র আপনার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানের ফলেই আপনাতে আরোপিত হয়ে থাকে, এর কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই (অথবা, গুণ-ত্রয়াত্মক, মায়াকৃত, অজ্ঞানোৎপন্ন এই সংসার আপনার মধ্যে নেই)।। ৪ ।।

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্তি
ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায়।। ৫

অজ্ঞান এবং তারই কারণে প্রতীয়মান দেহাদির সঙ্গে আপনার কোনো সম্বন্ধই যখন নেই, তখন অন্য দেহাদি-প্রাপ্তির কারণভূত এবং দেহসম্বন্ধ থেকেই উৎপন্ন লোভ-ক্রোধ প্রভৃতি দোষই বা হে পরমেশ্বর ! আপনাতে কোথা থেকে হতে পারে ? এইসব দোষের অস্তিত্ব তো অজ্ঞানেরই লক্ষণ। এইভাবে যদিও অজ্ঞান এবং তার থেকেই উৎপন্ন জগতের সঙ্গে আপনার কোনো সম্বন্ধই নেই, তথাপি ধর্মের রক্ষণ এবং দুষ্টের

---

[1] বাদরায়ণিরুবাচ। [2] ইদমাহ।

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্॥ ৬

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বাঽঽর্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্॥ ৭

স ত্বং মমৈশ্বর্যমদপ্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী॥ ৮

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ
স্বয়ম্ভরাণামুরুভারজন্মনাম্[১] ।
চমূপতীনামভবায় দেব
ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্তিনাম্॥ ৯

দমনের জন্য ভগবান আপনি দণ্ড ধারণ করেন, অবতাররূপে নিগ্রহ-অনুগ্রহও করে থাকেন ॥ ৫ ॥ আপনি জগতের পিতা, গুরু ও অধীশ্বর। জগতের নিয়ন্ত্রণের জন্য দণ্ডধারী অনিস্তার কালও আপনি। ভক্তগণের প্রার্থনাপূরণ ও জগতের কল্যাণের জন্য আপনি স্বেচ্ছায় লীলাশরীর গ্রহণ করে প্রকটিত হয়ে থাকেন, এবং আমাদের মতো যারা নিজেদের ঈশ্বর বলে মনে করে অভিমানে মত্ত হয়, তাদের সেই মিথ্যা মান-গর্ব ধূলায় মিশিয়ে দেওয়ার ছলে নানাবিধ লীলা বিস্তার করেন॥ ৬ ॥ আমার মতো যেসব অজ্ঞ নিজেদের জগতের ঈশ্বর বলে মনে করে, তারা অতি ভয়ংকর সংকটের সময়েও আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ভয় (এবং অবিচলভাবে সেই বিপদের নিরাকরণে তৎপর) দেখে অবিলম্বেই ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে সর্বপ্রকার অভিমান-অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে সজ্জন-সেবিত ভক্তিমার্গ আশ্রয় করে আপনার ভজনা করে। এইরূপে আপনার প্রতিটি লীলাই দুষ্টদেরও দণ্ডবিধান করে তাদের সৎপথে ফিরিয়ে আনার উপায়-স্বরূপ হয়ে থাকে॥ ৭ ॥ প্রভু! আমি ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে আপনার কাছে অপরাধ করেছি। আপনার শক্তি, আপনার প্রভাব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই যে ছিল না! হে পরমেশ্বর! আপনি কৃপা করে এই মূঢ় অবোধের এই অপরাধ ক্ষমা করুন, আর আপনার অনুগ্রহে আমার এইরকম দুর্মতি যেন আর কখনো না হয়॥ ৮ ॥ হে স্বয়ংপ্রকাশ! হে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা! যে সব দুরাত্মা অসুর সেনাপতি পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে শাসনকর্তা বা দলপতিরূপে নিজেদের স্বার্থ তথা ভোগপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনেই নিযুক্ত আছে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীতে ভোগবাদী চিন্তাধারা এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত প্রকার কুপ্রবৃত্তির জন্ম দিয়ে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তাদের নিঃশেষে ধ্বংস (এবং তার ফলে তাদের মোক্ষের পথ সুগম করা) এবং অপরপক্ষে আপনার শ্রীচরণের সেবায় নিত্য-নিরত থেকে যাঁরা নিজেদের জীবনে সৎপথের অনুসরণ তথা পৃথিবীতে ধর্মীয় ভাবনার বিকাশ ও বিস্তারের পরিপোষকতা করে চলেছেন, সেই সাধুসজ্জনগণের

[১]ভুবো ভরাণাং বহুভার.।

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ১০

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে।
সর্বস্মৈ সর্ববীজায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ১১

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা॥ ১২

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ১৩

শ্রীশুক উবাচ

এবং সঙ্কীর্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ১৪

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা।
মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্র শ্রিয়া ভৃশম্॥ ১৫

মামৈশ্বর্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্‌ভ্যো যস্য চেচ্ছামানুগ্রহম্[1]॥ ১৬

সর্বথা রক্ষা ও অভ্যুদয় বিধানের জন্যই আপনার এই অবতার॥ ৯ ॥ হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম তথা সর্বাত্মা বাসুদেব। যদুবংশীয়গণের একমাত্র রক্ষাকর্তা আপনিই। নিখিলজনচিত্তহারী হে শ্রীকৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল! আপনাকে বারবার প্রণাম॥ ১০ ॥ (জীব-সাধারণের মতো কর্মবশে নয়, কিন্তু) সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, ভক্তগণের বাঞ্ছাপূরণের জন্য নিজের ইচ্ছায় আপনি শরীর ধারণ করেছেন, এবং আপনার এই শরীরও বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ। আপনি সর্বস্বরূপ, সর্ববীজ, সকলের আত্মা। আপনাকে পুনঃপুন নমস্কার করি॥ ১১ ॥ ভগবন্! আমার আত্মগর্বের আর শেষ নেই, ক্রোধও অত্যন্ত প্রবল, আমার নিয়ন্ত্রণের অতীত। আমি যখন দেখলাম যে আমার যজ্ঞ বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন নিজেকে আর বশে রাখতে না পেরে, মুষলধার বর্ষণ এবং ঝঞ্ঝাবায়ুর দ্বারা সমগ্র ব্রজমণ্ডলকে ধ্বংস করার এই প্রয়াস করেছিলাম॥ ১২ ॥ কিন্তু প্রভু, আপনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে আমার গর্বেরও মূলোৎপাটন হয়ে গেছে। আপনিই আমার প্রভু, আমার গুরু, আমার আত্মা, আমি আপনার শরণ নিলাম॥ ১৩॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! দেবরাজ ইন্দ্র এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলে তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে মেঘমন্দ্র স্বরে তাঁকে সম্বোধন করে এই কথা বললেন॥ ১৪ ॥

শ্রীভগবান বললেন—ইন্দ্র! তুমি ঐশ্বর্যগর্বে, বিশেষত ইন্দ্রত্ব পদাধিকারবলে দেবরাজলক্ষ্মীকে লাভ করে সম্পূর্ণরূপেই মদমত্ত হয়ে উঠেছিলে। এইজন্য তোমাকে অনুগ্রহ করবার ইচ্ছাতেই আমি তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করেছিলাম। এর ফলে এখন থেকে তুমি নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ করবে, এই ধ্রুবা স্মৃতি তোমার চিত্তে জাগরূক থেকে তোমাকে আর পথভ্রষ্ট হতে দেবে না॥ ১৫ ॥ প্রভুত্ব ও ধনসম্পত্তির গর্বে অন্ধ হয়ে লোকে দণ্ডধর (সর্বান্তক সর্বনিয়ন্তা কালস্বরূপ) আমাকে দেখতে পায় না। কিন্তু যাকে আমি অনুগ্রহ করতে চাই, তাকে

[1]বাঞ্ছামা.।

গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জিতৈঃ॥ ১৭

অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য[১] মনস্বিনী।
স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্॥ ১৮

সুরভিরুবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব[২]।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত॥ ১৯

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ॥ ২০

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥ ২১

শ্রীশুক উবাচ

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাঽঽত্মনঃ।
জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ॥ ২২

ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং নোদিতো[৩] দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যষিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ॥ ২৩

তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদাদয়ো
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ
সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ॥ ২৪

সম্পদভ্রষ্ট করে থাকি ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্র ! তোমার মঙ্গল হোক। এবার তুমি নিজ রাজধানী অমরাবতীতে গমন করো এবং আমার আজ্ঞা পালন করো। এরপর থেকে সর্বথা দর্প-অহংকার বর্জন করে চলার চেষ্টা করো। সর্বদা আমার সান্নিধ্য, আমার সংসর্গ অনুভবে রেখো এবং নিজ অধিকারে অপ্রমত্ত থেকে যথোচিতভাবে দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকো॥ ১৭ ॥

পরীক্ষিৎ ! ভগবানের নির্দেশ দান সমাপ্ত হলে মনস্বিনী কামধেনু সুরভি নিজের সন্তানগণসহ গোপরূপধারী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন॥ ১৮ ॥

সুরভি বললেন—হে কৃষ্ণ ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! হে মহাযোগী ! হে বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বান্তর্যামী, বিশ্বকারণ ! হে অচ্যুত ! সর্বলোকের অধীশ্বর আপনাকে আমাদের রক্ষাকর্তারূপে পেয়ে আমরা সনাথ হলাম॥ ১৯ ॥ আপনি জগতের প্রভু, কিন্তু আমাদের কাছে আপনিই পরম দেবতা। প্রভু ! ইন্দ্র যেমন ত্রিলোকের অধিপতি আছেন থাকুন, কিন্তু গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং সাধুগণের রক্ষা এবং কল্যাণের জন্য আপনিই আমাদের ইন্দ্র হোন॥ ২০ ॥ পিতামহ ব্রহ্মার অনুপ্রেরণায় আমরা আপনাকে আমাদের ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করব। হে বিশ্বাত্মা ভগবান ! আপনি পৃথিবীর ভার হরণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ২১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকাশে এইপ্রকারে নিজেদের অভিলাষ নিবেদন করে কামধেনু সুরভি নিজের দুগ্ধধারায় এবং দেবমাতাগণের প্রেরণায় দেবরাজ ইন্দ্রও ঐরাবতের শুণ্ডের দ্বারা আনীত আকাশগঙ্গার জলে দেবর্ষিগণের সঙ্গে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করলেন এবং তাঁকে 'গোবিন্দ' নামে অভিহিত করলেন॥ ২২-২৩ ॥ দেবর্ষি নারদ এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ এবং চারণগণও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা সংসারে সমস্ত পাপ-তাপ অপহরণকারী ভগবানের 'লোক-মলাপহ' (সংসার-মলনাশকারী) যশগান করতে লাগলেন এবং দেবঙ্গনাগণ আনন্দিত চিত্তে নৃত্য করতে

[১]নন্দ্য। [২]ভাবন। [৩]চোদিতো।

তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো
ব্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপুবংস্ত্রয়ো
গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্॥ ২৫

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ।
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রনুন্মণীন্॥ ২৬

কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সত্ত্বানি[১] কুরুনন্দন।
নির্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ॥ ২৭

ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্॥ ২৮

লাগলেন॥ ২৪ ॥ প্রধান প্রধান দেবতাগণ শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন এবং পরম আশ্চর্যজনক দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করে তাঁকে প্রায় আচ্ছাদিত করে ফেললেন। তিন লোকেই এক গভীর আনন্দ ও শান্তির অনুভব সঞ্চারিত হয়ে গেল, গাভীগণের স্বতঃক্ষরিত দুগ্ধধারায় সমগ্র পৃথিবীই আর্দ্র হয়ে উঠল॥ ২৫ ॥ (সেই পরম পবিত্র সময়ে) নদীরা বহুবিধ সুরসের ধারা বহন করতে লাগল, বৃক্ষেরা মধু বর্ষণ করতে লাগল, বিনা কর্ষণে, বিনা বপনে, বিনা যত্নে পৃথিবীতে উৎপন্ন এবং পরিপক্ক হয়ে উঠল অজস্র শস্যের সম্ভার, পর্বতসমূহও তাদের গভীরে লুক্কায়িত মণি-রত্নের ভাণ্ডার উন্মুক্তরূপে বাহিরে প্রকাশিত করে উজ্জ্বলকান্তিতে শোভা পেতে লাগল॥ ২৬ ॥ কুরুনন্দন পরীক্ষিৎ ! শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকে এই জগতের যে সকল প্রাণী স্বভাবতই হিংস্র এবং পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন তারাও সেই শত্রুতা পরিত্যাগ করে একে অপরের মিত্র হয়ে উঠল॥ ২৭ ॥ এইভাবে ইন্দ্র, গো এবং গোকুলের পতি শ্রীগোবিন্দের অভিষেক সম্পন্ন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে দেবতা-গন্ধর্বাদিগণ স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[২]ইন্দ্রস্তুতির্নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে ইন্দ্রস্তুতিনামক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

[১]সর্বাণি। [২]কৃষ্ণাভিষেকো নাম।

অথাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বরুণলোক থেকে শ্রীনন্দকে প্রত্যানয়ন

শ্রীশুক[১] উবাচ

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যা দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ॥ ১

তং গৃহীত্বানয়দ্ ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবিজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি॥ ২

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রামেতি গোপকাঃ।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং[২] গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ॥ ৩

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্যয়া।
মহত্যা পূজয়িত্বাহহহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ॥ ৪

বরুণ উবাচ

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো[৩] ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥ ৫

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! নন্দমহারাজ (কার্তিকী শুক্লা) একাদশীতে উপবাসী থেকে ভগবান জনার্দনের পূজা করেছিলেন এবং সেদিন রাত্রে দ্বাদশী তিথিতে স্নানের নিমিত্ত যমুনার জলে প্রবেশ করেছিলেন॥ ১ ॥ আসুরী বেলা সম্পর্কে অনবহিত হয়ে তিনি রাত্রিকালেই জলে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সময় বরুণের ভৃত্য এক অসুর তাঁকে ধরে নিজের প্রভুর কাছে নিয়ে গেল॥ ২ ॥ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোপগণ 'হে কৃষ্ণ ! হে বলরাম !' বলে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করতে লাগলেন এবং পিতা নন্দ যমুনার জলে স্নান করতে নেমে অদৃশ্য হয়েছেন এই কথা তাঁদের মুখ থেকে শুনে ভগবান বুঝতে পারলেন যে বরুণই তাঁকে অপহরণ করেছেন। মহারাজ ! স্বজন, ভক্ত-সাধুজনের অভয়বিধানই যাঁর ব্রত সেই সর্বশক্তিমান ভগবান তখন বরুণের নিকট গমন করলেন॥ ৩ ॥ জগৎ-সংসারের সমস্ত প্রাণীর অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়ের প্রবর্তক সেই হৃষীকেশ ভগবানকে নিজালয়ে উপস্থিত দেখে লোকপাল বরুণের আনন্দের আর সীমা রইল না, তাঁর সমগ্র চৈতন্যে ব্যাপ্ত হল এক পরম হর্ষোচ্ছ্বাস। অন্তরের সেই ভক্তিরসের মহোৎসবকে বাইরে নিবেদন করলেন তিনি এক মহতী পূজার মাধ্যমে। তারপরে নম্রভাবে বলতে লাগলেন॥ ৪ ॥

বরুণ বললেন—প্রভু ! আজ আমার দেহধারণ সার্থক হল। আজই আমার সর্ব পুরুষার্থ সিদ্ধি তথা চরম ও পরম প্রাপ্তি ঘটল। কারণ আজ আমার আপনার চরণসেবার শুভযোগ উদয় হয়েছে। অন্তবিহীনরূপে প্রতীয়মান এই যে জীবযাত্রার পথ, যা বেয়ে চলা শুরু হয়েছিল কোনো স্মরণাতীত আদিকালে, তার শেষ, তার পার দেখতে পেয়েছে তো তারাই, হে ভগবন্ ! যারা পেয়েছে ওই রাতুল চরণের আশ্রয়॥ ৫ ॥ আপনি বেদান্তিগণের ব্রহ্ম, যোগীদের পরমাত্মা, ভক্তদের ভগবান। বিবিধ লোকসৃষ্টির কল্পনা-বৈচিত্র্যপটীয়সী

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]নন্দা.। [৩]যৎপা.।

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্যবেদিনা।
আনীতোঽয়ং তব পিতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি॥ ৭

মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্তুমর্হস্যশেষদৃক্।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল॥ ৮

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরেশ্বরঃ[১]।
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাং চাবহন্ মুদম্॥ ৯

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ॥ ১০

তে ত্বৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্।
অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ॥ ১১

ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্[২] স্বয়ম্।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ॥ ১২

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্॥ ১৩

মায়ার কোনো অস্তিত্বই আপনার স্বরূপে নেই, শ্রুতি (বেদবিদ্যা) এইরূপ বলে থাকেন। আমি আপনাকে নমস্কার করি॥ ৬ ॥ প্রভু ! আমার এই সেবকটি অত্যন্ত মূর্খ, নিজের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই। সেই আপনার পিতৃদেবকে এখানে নিয়ে এসেছে, আপনি দয়া করে তার অপরাধ ক্ষমা করুন॥ ৭ ॥ হে গোবিন্দ ! হে পিতৃবৎসল ! এই আপনার পিতা, আপনি এঁকে নিয়ে যান। আর আপনি তো সর্বান্তর্যামী, সর্বসাক্ষী, আপনি জানেন যে এই প্রার্থনা আমার অন্তরের—হে মোহন, হে সর্বহৃদয়হারী কৃষ্ণ, আমার ওপরে যেন আপনার কৃপা থাকে॥ ৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—(ব্রহ্মাদি) পরমেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বরুণদেব এইভাবে ভক্তি নিবেদন করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজ পিতা নন্দকে নিয়ে ব্রজে প্রত্যাগমন করলেন। তাঁদের ফিরে পেয়ে ব্রজবাসী আত্মীয়-বন্ধুগণ সকলেই পরম প্রীত হলেন॥ ৯ ॥ নন্দ-মহারাজ বরুণলোকে লোকপালের অদৃষ্টপূর্ব অকল্পনীয় ঐশ্বর্য দর্শন করে যার-পর-নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি আরও অবাক হয়েছিলেন এই দেখে যে, সেখানকার অধিবাসীরা এবং তাদের অধিপতি বরুণদেব পর্যন্ত তাঁর বালক পুত্র কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিগদগদচিত্তে প্রণতি নিবেদনে তৎপর, কৃষ্ণের কৃপার ভিখারি ! তিনি ব্রজে এসে নিজের আত্মীয়, জ্ঞাতি-কুটুম্বাদির কাছে এইসব কথা বর্ণনা করে শুনালেন॥ ১০ ॥ রাজন্ ! ভগবানের প্রতি একান্তরূপে আসক্তচিত্ত সেই গোপগণ এই বৃত্তান্ত শুনে স্থির নিশ্চয় হলেন যে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান। তখন তাঁদের মনে এই ঔৎসুক্য জন্মাল যে, মায়াময় জগতের অতীত যে সূক্ষ্ম চিদানন্দঘন লোক মায়াধীশ্বর ভগবানের স্বধাম, যা কেবল তাঁর প্রেমিক ভক্তগণেরই অধিগম্য, তার দর্শন বা প্রত্যক্ষানুভব যদি ভগবানের কৃপায় তাঁদের ঘটত ! ১১ ॥ পরীক্ষিত ! ভগবান তো সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ; তাঁর কাছে কিছুই গোপন থাকে না। তিনি স্বজনদের অভিলাষ অবগত হয়ে তাঁদের এই সৎসংকল্প যাতে সিদ্ধ হয়, সেজন্য কৃপাযুক্ত হৃদয়ে এইরকম চিন্তা করলেন— ॥ ১২ ॥ 'জীব এই সংসারে অজ্ঞানবশে শরীরে আত্মবুদ্ধি করে বহুপ্রকারের কামনা

[১]বানখিলেশ্বরঃ। [২]ষ স্থিরনিশ্চয়ম্।

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তপসঃ পরম্।। ১৪

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্[১] ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ।। ১৫

তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা।। ১৬

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণং[২] চ তত্রচ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ।। ১৭

এবং সেগুলি পূরণের জন্য নানাবিধ কর্ম করে চলে এবং তার ফলে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ইত্যাদি উচ্চ-নীচ বহু-বিচিত্র জাতিতে জন্মলাভ করে তদনুসারী জীবনযাত্রা পথে ভ্রমণ করতে করতে নিজের যথার্থ গতি আত্মস্বরূপ-ই জানতে পারে না'।। ১৩ ।। এইরূপ চিন্তা করে পরমকারুণিক ভগবান শ্রীহরি সেই গোপগণকে (অজ্ঞান বা মায়ারূপ) অন্ধকারের পরপারে নিজের পরম ধাম দর্শন করালেন।। ১৪ ।। সমাধিনিষ্ঠ গুণাতীত মহামুনিগণই কেবলমাত্র যার অনুভব লাভ করে থাকেন, ভগবান তাঁদের সেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, সনাতন, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করালেন।। ১৫ ।। ভগবান অক্রূরকেও যেখানে আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মহ্রদে তাঁদের নিয়ে গেলেন। সেখানে মগ্ন হলেন তাঁরা (ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভূতির সেই নির্বিশেষ অবস্থা থেকে) পুনরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উন্মজ্জিত করলে তাঁরা সেই পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তমের (বৈকুণ্ঠনামক) পরম ধাম দর্শন করলেন।। ১৬ ।। নন্দপ্রমুখ গোপগণ সেই দিব্য ভগবৎস্বরূপ লোক দর্শন করে পরমানন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন। সেখানে বেদসমূহ মূর্তিমান হয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছে দেখে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিতও হলেন।। ১৭ ।।

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ[৩] ।। ২৮ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২৮ ।।

———○———

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥ ৪

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্ দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥ ৫

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥ ৬

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥ ৭

বনে-উপবনে উচ্ছলিত হয়ে যাচ্ছিল যেন কোনো লোকোত্তরের অনুরাগ হিল্লোল ! সমগ্র পরিবেশটি এইরূপ নিজ দিব্য উজ্জ্বল রস বিস্তারের অনুকূল দেখে ভগবান তাঁর বাঁশিতে ব্রজসুন্দরীদের মনোহারী (অস্ফুট কাম-বীজ ক্লীং-যুক্ত) মৃদু-মধুর তান তুললেন॥ ৩ ॥ পরীক্ষিৎ ! সে সুর এমনই যে, তা শুনলে ভগবানের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে আর কোনো মতেই অবদমিত করে রাখা যায় না, এত প্রবলভাবে তা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে যে অন্য সব কিছুই তখন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। গোপাঙ্গনাদের মন তো পূর্ব হতেই শ্রীকৃষ্ণ অধিকার করে রেখেছিলেন, এখন তাঁদের ভয়, সঙ্কোচ, ধৈর্য, মর্যাদা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিগুলিকেও হরণ করে নিলেন। আর এই বংশীধ্বনি শুনে তাঁদের যে প্রতিক্রিয়া হল তা-ও বেশ বিচিত্র। এই গোপিকারা যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য একসঙ্গে মিলিতভাবে সাধনা করেছিলেন, তাঁরাই এখন পরস্পরকে কিছু না জানিয়ে, এমনকি একে অপরের উদ্যম কিছুমাত্র লক্ষ না করে বা অপরের কাছ থেকে নিজের চেষ্টা গোপন করে, যেখানে সেই প্রিয়তম কান্ত তাঁদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন সেই অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁদের মনের আকুল অধৈর্য দেহের গতিবেগে প্রকাশিত হচ্ছে তখন, দ্রুতগমনের কারণে দুলছে তাঁদের কর্ণের কুণ্ডল॥ ৪ ॥

কোনো কোনো গোপী তখন গো-দোহন করছিলেন, বাঁশি শোনামাত্র তাঁদের সব কিছু ভুল হয়ে গেল, পড়ে রইল দুগ্ধ দোহন, একান্ত উৎসুক হয়ে তাঁরা রওনা দিলেন বংশীধারীর উদ্দেশে। অপর কেউ-কেউ দুধ চাপিয়েছিলেন উনুনে, উথলে-ওঠা দুধ ছেড়ে তাঁরাও, আবার অন্যেরা সংযাব (গমের কণা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ) পাক করতে করতে তা তৈরি হয়ে গেলেও উনুন থেকে না নামিয়েই রওনা হয়ে গেলেন॥ ৫ ॥ যাঁরা অন্যদের খাদ্য পরিবেশন করছিলেন, শিশু-সন্তানদের দুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন, নিজেদের স্বামীদের সেবা করছিলেন, অথবা নিজেরা ভোজন করছিলেন, তাঁরা সকলেই এই সব কাজ যেমনকার তেমন ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন॥ ৬ ॥ গোপীরা কেউ কেউ চন্দনাদির দ্বারা অঙ্গরাগ করছিলেন, অপরেরা গাত্র মার্জনে রত ছিলেন, আবার কেউ কেউ বা চোখে অঞ্জন (কাজল) লাগাচ্ছিলেন। এঁরা সবাই সে-সব

তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ[১]॥ ৮

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোহলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥ ৯

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥ ১০

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ ১১

ছেড়ে এবং প্রায় সকলেই নিজেদের বস্ত্র এবং অলংকার বিপর্যস্তভাবে (উল্টো-পাল্টা অর্থাৎ এক অঙ্গের পরিধেয় বসন বা অলংকার অন্য অঙ্গে) ধারণ করেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলেন॥ ৭ ॥ তাঁদের পতি, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি-বন্ধুগণ সকলে বহুভাবে তাঁদের নিবারণ করেছিলেন, পরম-পতির উদ্দেশে তাঁদের এই প্রেমাভিসারের পথে সৃষ্টি করেছিলেন অগণিত প্রকারের বিঘ্ন। বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করলে এই নিবারণ প্রয়াসের যৌক্তিকতাও অতি প্রবল—কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার—এসবই তো মানসিক স্তরের বিষয় আর এই গোপীদের মন কোন্ ছার, আত্মা পর্যন্ত গোবিন্দ অপহরণ করে নিয়েছিলেন, তাঁরা তাই ছিলেন সম্পূর্ণরূপেই মোহিত, সাংসারিক বিষয়ী দৃষ্টির ভালো-মন্দ বোধই তাঁদের হয়ে গেছিল লুপ্ত! সুতরাং কোনো বাধাই তাঁদের পথ-রোধ করতে পারেনি, ফেরেননি তাঁরা, অকূলের আহ্বান যার অন্তরে এসে পৌঁছেছে, সেই সমুদ্রগামিনী উন্মাদিনী নদীকে বাঁধতে পারে কোন্ কূলের (বা কুলের) বন্ধন? ৮ ॥ কোনো কোনো গোপী সেই সময় গৃহের অভ্যন্তর ভাগে (অন্দরমহলে) ছিলেন, তাঁরা (পতি বা স্বজনদের দ্বারা দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় বা অনুরূপ কারণে) বহির্গমনের পথ পাননি। তখন তাঁরা চক্ষু মুদ্রিত করে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় তন্ময় হয়ে তাঁর ধ্যান করতে লাগলেন॥ ৯ ॥ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহের সুতীব্র দহনে তাঁদের যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা-ভোগ হয়েছিল, তার দ্বারা তাঁদের যা কিছু অশুভ কর্ম-ফল ছিল, সে সবই ভস্মীভূত হয়ে গেল। এরপর গভীর ধ্যানে তাঁরা হৃদয়ে ভগবানকে লাভ করে ভাব-তনুতে তাঁকে নিবিড় আশ্লেষে আবদ্ধ করলেন। তখন তাঁদের যে পরম সুখানুভূতি, যে অসীম শান্তিলাভ ঘটল, তার দ্বারা তাঁদের সঞ্চিত যত শুভ ফলও ক্ষয় হয়ে গেল, অর্থাৎ তাঁদের সমস্ত পাপ-পুণ্যরূপ কর্মফলই নিঃশেষে ধ্বংস হল॥ ১০ ॥ এইভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের উপপতি বুদ্ধিতেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গুণত্রয়ের বিকাররূপ প্রাকৃত দেহ পরিত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা যে-কোনো দৃষ্টিতেই দেখে থাকুন না

[১]কাশ্চন।

রাজোবাচ

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥ ১২

শ্রীশুক উবাচ

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ১৩

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১৪

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১৫

কেন, তত্ত্বত তো তিনি স্বয়ং পরমাত্মাই। (বস্তুশক্তি কখনোই ভাবের, অর্থাৎ তাকে কী ভাবা হচ্ছে তার অপেক্ষা করে না, বিষ মনে করে খেলেও অমৃত পানের ফলে অমরত্বই লাভ হয়)। পরম পুরুষের সঙ্গে ভাবসম্মিলনের ফলে গুণময় পাঞ্চভৌতিক দেহ ছেড়ে শ্রীভগবানের লীলায় সম্মিলিত হওয়ার যোগ্য দিব্য অপ্রাকৃত (গুণাতীত) শরীর ধারণ করে কৃষ্ণচরণমূলে উপস্থিত হলেন এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণ॥ ১১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে মুনিবর! শ্রীকৃষ্ণকে তো এই গোপীগণ পরম প্রিয়তম বলেই জানতেন, তাঁকে ব্রহ্ম বলে তো তাঁরা ধারণা করেননি। তাঁদের দৃষ্টি তো মনে হয় প্রাকৃত গুণময় বিষয়েই আবদ্ধ। এই অবস্থায় তাঁদের ক্ষেত্রে গুণপ্রবাহরূপ এই সংসারের নিবৃত্তি কী করে হওয়া সম্ভব? ১২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি যে, চেদিরাজ শিশুপাল ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেও নিজের প্রাকৃত শরীর ত্যাগ করে অপ্রাকৃত দেহে তাঁর পার্ষদ-পদ লাভ করেছিল। সেক্ষেত্রে যিনি প্রকৃতি এবং তার গুণসমূহের তথা সর্বেন্দ্রিয়ের অতীত, সেই শ্রীভগবানের যাঁরা প্রিয়া এবং তাঁর প্রতি প্রেমে যাঁরা একনিষ্ঠ, অনন্যচিত্তা, সেই গোপীগণ তাঁকে লাভ করলেন, এতে বিস্ময়ের কী আছে? ১৩ ॥ মহারাজ! ভগবান বস্তুত প্রকৃতিসম্বন্ধী বৃদ্ধি-বিনাশ, প্রমাণ-প্রমেয় এবং গুণ-গুণী—এইসকল ভাব বা সম্বন্ধাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্বথাই এসবের অতীত। অপরপক্ষে তিনিই আবার অচিন্ত্য অনন্ত অপ্রাকৃত পরমকল্যাণ গুণসমূহের একমাত্র আশ্রয়। এই যে তিনি নিজেকে এবং নিজের লীলা প্রকট করেছেন, তা কেবলমাত্র এইজন্য যে তার দ্বারা জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে, মানুষ তার মুক্তির পথের সন্ধান পাবে॥ ১৪ ॥ শুধু তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার, তা যে-কোনো ভাবকে আশ্রয় করেই হোক। হতে পারে তা কাম কিংবা ক্রোধ, ভয় অথবা স্নেহ, ঐক্য (আত্মীয়তা অথবা সম-জাতীয়তাবোধ) কিংবা সৌহার্দ্য (বন্ধুত্ব, ভক্তি) অথবা যা-কিছু। যে-কোনো ভাবকে ধরে, যে-কোনো উপায়ে নিজ বৃত্তিসমূহ নিত্য-নিরন্তর তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকলেই হল, ভগবানের সঙ্গেই তো

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্ বিমুচ্যতে॥ ১৬

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্ বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

স্বাগতং বো মহাভাগা প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্॥ ১৮

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১৯

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥ ২০

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্ ॥ ২১

সংযোগ হয়ে যাচ্ছে ! ফলে বৃত্তিগুলি ভগবন্মুখী হয়ে যাচ্ছে আর সেই জীবও ভগবানের সঙ্গে তন্ময়তা লাভ করছে॥ ১৫ ॥ পরীক্ষিৎ ! তুমি পরম ভাগবত, ভগবত্তত্ত্বের রহস্য সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ নও। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এ ধরনের সংশয় তোমার মনে উদিত হওয়া উচিত নয়। সেই জন্মরহিত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এসব কি কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপার ? সার কথা শোনো—তাঁর সংকল্পমাত্রে, ভ্রূসংকেতমাত্রে চরাচর সমগ্র জগতের মুক্তি ঘটতে পারে॥ ১৬ ॥ যাইহোক, এদিকে ভগবান দেখলেন ব্রজভূমির মূর্তিমতী মাধুর্যরূপা ব্রজসুন্দরীগণ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন । তখন তিনি অপূর্ব বাণী-কৌশলে তাঁদের বিমোহিত করে বলতে লাগলেন। তাঁর মতো বক্তা সর্বলোকে আর কেই বা আছে, স্বয়ং বাগ্‌দেবীই তো তাঁর বশীভূতা ! ১৭ ॥

শ্রীভগবান বললেন—হে মহাভাগ্যবতী গোপাঙ্গনাগণ ! স্বাগত তোমাদের ! বলো, তোমাদের কোন্ প্রিয় কাজ করে তোমাদের প্রসন্ন করতে পারি ? ব্রজের সর্বপ্রকার কুশল তো ? এই সময়ে তোমাদের এখানে আগমনের কারণ কী, তা আমাকে বলো॥ ১৮ ॥ এখন রাত্রিকাল, এমনিতেই ভয়ের সময়, তাছাড়া হিংস্র জন্তুরাও (খাদ্যাদি অন্বেষণে) এখন নিশ্চয়ই চারিদিকে বিচরণ করছে। সুতরাং হে সুন্দরীগণ, তোমাদের পক্ষে এখানে অবস্থান করা একেবারেই উচিত হবে না, তোমরা দ্রুত ব্রজে ফিরে যাও ॥ ১৯ ॥ তাছাড়া এরকম সময়ে তোমাদের গৃহে না দেখতে পেয়ে তোমাদের মাতা-পিতা, পতি-পুত্র, ভ্রাতা-বন্ধু প্রভৃতি স্বজনগণ নিশ্চয়ই তোমাদের খোঁজ করছেন, তাঁদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে রেখো না॥ ২০ ॥ অবশ্য আজ রাত্রে এই বনের শোভা অপূর্ব এবং দর্শনীয় হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অসংখ্য ফুল ফুটেছে গাছে-গাছে, লতায়-লতায়, সুগন্ধে ভরে আছে চারদিক। তার ওপর আজ পূর্ণিমার রাত্রি, পূর্ণমণ্ডলে চন্দ্রদেবের কোমল কিরণে ভেসে যাচ্ছে বনভূমি, নিজের হাতে যেন তিনি রঞ্জিত করেছেন একে। যমুনার জল স্পর্শ করে বয়ে আসছে ধীর-সমীর, কাঁপাচ্ছে জ্যোৎস্নাবিধৌত তরুরাজির পল্লবগুলিকে। এই অলৌকিক সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে সত্যিই যেন আশ

তদ্ যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥ ২২

অথবা মদভিস্নেহাদ্ ভবত্যো যন্ত্রিতশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥ ২৩

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্॥ ২৪

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ২৫

অস্বর্গ্যমযশস্যং চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতং চ সর্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ২৬

শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্॥ ২৮

মেটে না, ফিরতে চায় না চোখ। তবু বলি, প্রকৃতির এই মোহন শোভার সাক্ষী তো হলে তোমরা, দেখা তো হল সব॥ ২১ ॥ এবার তোমরা ব্রজে ফিরে যাও, আর দেরি কোরো না, তোমরা কুলবতী সতী সাধ্বী রমণী, গৃহে গিয়ে পতি-সেবা করো (এবং সেই সঙ্গে সতীগণেরও অর্থাৎ পরম্পরাগত চিরকালীন সতীধর্মেরও সেবা করো)। তোমাদের অনুপস্থিতিতে নিশ্চয়ই তোমাদের গৃহের শিশুরা কান্নাকাটি এবং গোবৎসেরাও ডাকাডাকি করছে, তোমরা গিয়ে তাঁদের দুধ পান করাও, গাভীদের দোহন করো॥ ২২ ॥ অথবা আমার প্রতি গভীর অনুরাগের বশবর্তী হয়েই যদি তোমরা এখানে এসে থাকো, তাহলেও অনুচিত কিছু হয়নি, তা ঠিকই হয়েছে; কারণ সব প্রাণীই, এমনকি পশু-পাখিরা পর্যন্ত আমাকে ভালোবাসে, আমাকে দেখলে আনন্দিত হয়॥ ২৩ ॥ কল্যাণী গোপীগণ ! স্বামী এবং তাঁর আত্মীয়দের আন্তরিকভাবে অকপটে সেবা এবং সন্তানদের পালন-পোষণ করাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম॥ ২৪ ॥ যে নারীগণ উত্তম লোকপ্রাপ্তির অভিলাষ করেন, তাঁদের পক্ষে স্বামী মহাপাতকী না হলে কোনো অবস্থাতেই তাঁকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, তা তিনি দুঃশীল (দুষ্ট স্বভাব), ভাগ্যহীন, বৃদ্ধ, মূর্খ, রোগী বা দরিদ্র—যেমনই হোন না কেন॥ ২৫ ॥ কুলস্ত্রীর পক্ষে উপপতি সেবা সর্বপ্রকারেই নিন্দনীয় আচরণ। এর ফলে তার যেমন পারলৌকিক ক্ষতি হয়, স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তেমনই ইহলোকেও চরম অপযশ লাভ হয়ে থাকে। তাছাড়া এই কুকর্মের দ্বারা লভ্য সুখও একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তুচ্ছ, অথচ তার জন্য বহুবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয়। উপরন্তু জীবৎকালে সামাজিক নিগ্রহের এবং জীবনান্তে নরকাদির সম্ভাবনা হেতু এটি সর্বথা ভয়জনকও বটে॥ ২৬ ॥ আরও বিশেষ কথা এই যে, আমার (রূপ-গুণ-লীলাদির) দর্শন, শ্রবণ, কীর্তন এবং ধ্যানের দ্বারা আমার প্রতি যে অনুরাগ-ভক্তি জন্মায়, (এই মনুষ্য দেহ ধারণ করে বর্তমান) আমার সান্নিধ্যে তা হয় না। সুতরাং তোমরা এখন নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাও॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবান গোবিন্দের এই মর্মভেদী অপ্রিয় বচন শুনে গোপীদের বিষাদের আর সীমা রইল না। তাঁরা যে সংকল্প

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমষিভিঃ[১] কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্॥ ২৯

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ-
সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ৩০

গোপ্য ঊচুঃ

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাঽঽদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥ ৩১

করেছিলেন, যে আশা নিয়ে এসেছিলেন, সবই এক মুহূর্তে যেন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এখন তাঁরা কী করবেন, কী বলবেন, কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, অকূল অগাধ চিন্তার সাগরে অসহায়ের মতো তাঁরা হাবুডুবু খেতে লাগলেন॥ ২৮ ॥ গভীর শোকে দীর্ঘ-উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছিল তাঁদের, আর তারই তাপে তাঁদের বিম্বাধর শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। মুখ নিচু করে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটছিলেন তাঁরা। চোখের কাজল-মিশ্রিত অশ্রুজল অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ে ধুয়ে দিচ্ছিল তাঁদের বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুমরাগ। প্রবল দুঃখে মুখের ভাষা হারিয়ে যাওয়ায় তাঁরা নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি॥ ২৯ ॥ যাঁর জন্য তাঁরা জীবনের সব সুখের আশা, সব কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে এসেছেন, সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণেরই মুখ থেকে এমন নিষ্ঠুর কথা শুনতে হবে, তা তো তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই এখন বুক-ফাটা দুঃখের নিঃশব্দ ক্রন্দনই তাঁদের সম্বল, চোখের জলে তাই দৃষ্টি রুদ্ধ। তবু এতো সবের পরেও শেষ চেষ্টা হিসাবেও তো তাঁদের কিছু বলতেই হবে, কারণ ফিরে যাওয়ার জন্য তো তাঁরা আসেননি, সে পথ স্বেচ্ছায়ই রুদ্ধ করে এসেছেন তাঁরা। সুতরাং চোখের জল মোছেন সেই শ্যাম-অনুরাগিনীরা, মুখের কথা বেধে যায় প্রণয়-কোপের আবেশে, গদগদস্বরে বলতে থাকেন তাঁরা—॥ ৩০ ॥

গোপীগণ বললেন—ওগো বিভু, ওগো সর্বব্যাপী, নিখিলজীবের অন্তরবাসী ভগবান ! আমাদের হৃদয় সংবাদ তো তোমার কাছে অজানা নেই। এমন হৃদয়হীনের মতো নিষ্ঠুর কথা তাই তোমার মুখে অন্তত সাজে না। আমরা যে, সব ছেড়ে, সর্ব বিষয় বিসর্জন দিয়ে তোমার চরণমূলে শরণ নিয়েছি, ভালোবেসে বরণ করেছি তোমার শ্রীপদপঙ্কজসেবার ব্রত। তবু এ-ও জানি যে, তোমার ওপর আমাদের কোনো দাবিই চলবে না, তুমি যে সর্বসাধন দুর্লভ, স্বতন্ত্র, কোনো বাঁধনেই বাঁধা যায় না তোমাকে ! কেবল তোমার অকারণ কৃপাই ভরসা আমাদের, নিজে থেকে তুমি আমাদের গ্রহণ করো—যেমন আদিপুরুষ ভগবান নিজ কৃপা প্রকাশ করে

[১]মলিনৈঃ।

যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ ৩২

কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥ ৩৩

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা॥ ৩৪

মুমুক্ষুগণকে গ্রহণ করে থাকেন। আমাদের ছেড়ো না তুমি, রাখো এই প্রার্থনা! ৩১ ॥ প্রিয়তম শ্যামসুন্দর! সব ধর্মের সব রহস্যই তুমি জানো। তুমি যে বলেছ, 'পতিপুত্র-আত্মীয়স্বজনদের সেবা-যত্ন করাই নারীগণের স্বধর্ম'—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তবে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, সব ধর্মোপদেশের অন্তিম লক্ষ্য তো তুমিই, শাস্ত্রাদির উপদেশ-নির্দেশ পালনের সার্থকতা তো এই যে, তার দ্বারা তোমাকে লাভ করা যায়। সুতরাং আমাদের যে 'স্ত্রীলোকের স্বধর্ম' অনুসরণের কথা তুমি বলেছ তার দ্বারাই বা আমরা তোমাকে ছাড়া আর কাকে পেতাম? ধর্মপালনের উদ্দিষ্ট বস্তু তো ভগবান অর্থাৎ তুমিই, কাজেই তোমার উপদেশের ফল আমাদের ক্ষেত্রে ফলেই গেছে, তোমার কাছেই এসেছি আমরা। আর আত্মীয়স্বজন-বন্ধু প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যপালনও তোমাতেই এসে পরিসমাপ্ত হয়, কারণ সকল প্রাণীর আত্মাই যে তুমি—তাদের বন্ধুই বলি, আত্মীয়ই বলি, সবই তো তুমি। সকল আপন হতে আপন সেই পরম প্রিয়, যাঁর প্রেমের প্রতিফলনে অন্য সকল প্রিয় বস্তুর প্রিয়তার অনুভব! ৩২ ॥ আর সেইজন্যই যাঁরা শাস্ত্রের তথা সাধনপথের রহস্য জানেন, সেই মহাপুরুষগণ নিত্যপ্রিয় আপন আত্মস্বরূপ তোমাকেই নিবেদন করেন হৃদয়ের সকল প্রীতি, সকল অনুরাগ। ওগো চির-আনন্দময় নিত্যকালের প্রেমিক, তুমি ছাড়া এই পৃথিবীর যা কিছু, হোক সে পতি, পুত্র বা অন্য যে কেউ, শেষ পর্যন্ত তো দুঃখ ছাড়া আর কিছুই দেয় না, কী হবে আমাদের সে-সবে? আমাদের প্রয়োজন একমাত্র তোমার প্রসন্নতা; তাই তো প্রার্থনা করছি তোমার কাছে, হে পরমেশ্বর, প্রসন্ন হও আমাদের প্রতি। তোমাকে ঘিরে, তোমাকে নিয়ে, আমরা দীর্ঘকাল ধরে মনের নিভৃতে লালন করেছি কত আশা, ওগো কমলনয়ন! আজ নির্মমভাবে সেই আশালতাটি ছিন্ন করে দিও না, কৃপা করো॥ ৩৩ ॥ এতদিন তো আমাদের চিত্ত গৃহ-সংসারেই নিবিষ্ট ছিল আর সেইজন্যই আমাদের হাতও গৃহকর্মেই রত থাকত (আমরা বেশ সুখেই ছিলাম ঘর-সংসার নিয়ে)। কিন্তু তুমি যে কেমন করে বিনা আয়াসেই আমাদের চিত্ত হরণ করে নিলে জানি না, তার ফলে আমাদের পৃথিবী গেল পালটে। এখন আমরা যে জেনেছি

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্ ।
নো চেদ্ বয়ং বিরহজাগ্ন্যপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥ ৩৫

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ৩৬

শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেঽন্যসুরপ্রয়াস[১]-
স্তদ্বদ্ বয়ং চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ৩৭

আমাদের মন কেড়ে নেওয়া তুমিই যথার্থ সুখ-স্বরূপ, কাজেই সেই তোমাকে ছেড়ে, তোমার চরণমূলের আশ্রয় ছেড়ে কোনো খেলাঘরের ঠুনকো সুখের লোভে এক পাও যেতে প্রস্তুত নয় আমাদের পদযুগল, মোটেই আর চলছে না তারা। এখন আমরা ব্রজে ফিরে যাই কী করে ? আর যদিই বা কোনোক্রমে যেতে পারি, তবু সেখানে গিয়ে করবই বা কী ? ৩৪ ॥ ওগো চিরমধুর প্রাণসখা ! তোমার মধু-হাসি, তোমার প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত, তোমার মোহন সংগীত, সবই তো অনন্ত মাধুর্যের খনি। আর এই সবই আমাদের হৃদয়ে জন্ম দিয়েছে তোমার প্রতি এক অনির্বচনীয় ভালোবাসার, সৃষ্টি করেছে দুর্নিবার মিলনাকাঙ্ক্ষা, যা আগুন হয়ে পোড়াচ্ছে আমাদের। এ আগুন নিভিয়ে দাও তুমি, তোমার অধরসুধারসধারায় শান্ত হোক আমাদের এই দহন-জ্বালা। আর তা না হলে এই আগুনের সঙ্গে তোমার বিরহব্যথার আগুন যুক্ত হয়ে দ্বিগুণ তেজে প্রদীপ্ত হোক, তাতে আমাদের দেহ সমর্পণ করে আমরা ধ্যানযোগে তোমার চরণাশ্রয়ে চলে যাই॥ ৩৫ ॥

আমরা তো জানি তোমার চরণতল স্পর্শের সৌভাগ্য স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও একান্ত ঈপ্সিত, ক্ষণকালের জন্যও তা লাভ করলে তিনি পরমোৎসব মনে করেন। অথচ, ওগো কমলনয়ন, অবোধ সরল অরণ্যজনের প্রতি তোমার কী যে এক দুর্বোধ্য পক্ষপাতিত্ব, লক্ষ্মী-দুর্লভ তোমার চরণ এই বৃন্দারণ্যের ধূলিপথে ইতস্তত বিচরণ করে, সেই অকারণ-করুণারই ফলশ্রুতিরূপে কোনো এক শুভক্ষণে আমরাও যে লাভ করেছি সেই অমল-কোমল চরণকিশলয়ের স্পর্শ ! আর সেই মুহূর্ত থেকে, সেই যে তোমার প্রসাদরসে আমাদের জীবন অভিষিক্ত হয়েছে, তুমি নিয়েছো আমাদের, এই সংসারের ধূলিমলিনতা থেকে মুক্ত করে, পবিত্র করে 'তোমার' বলে চিহ্নিত করে দিয়েছো, ওগো প্রিয়তম ! সেই থেকে আর অন্য কারো সংসর্গ আমরা সহ্যই করতে পারি না, তুমি ছাড়া সব কিছুই এখন আমাদের কাছে অরুচিকর, নীরস, বিস্বাদ ! ৩৬ ॥ আমরা না হয় সামান্য অরণ্যবাসিনী, কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীদেবী যার ক্ষণিক

[১]ক্ষণ উতা.।

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্।। ৩৮

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ং চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণং চ ভবাম দাস্যঃ।। ৩৯

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন
সম্মোহিতাঽঽর্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।। ৪০

কৃপাকটাক্ষপাতের আশায় মহৈশ্বর্যশালী দেবতারা পর্যন্ত তপস্যাচরণ প্রভৃতি কত রকমের প্রয়াস করে থাকেন, তিনি স্বয়ং তোমার বক্ষঃস্থলের অসপত্ন অধিকার লাভ করা সত্ত্বেও সপত্নী তুলসীর সঙ্গে (অংশভাগিত্ব স্বীকার করে) তোমার ভক্তপার্ষদবৃন্দ সেবিত ওই কমলচরণের রেণু কামনা করেন। আমরাও তো সেই একই আশায় বুক বেঁধেছি, শরণ নিয়েছি তোমার চরণধুলায় ধূসর হব বলে।। ৩৭ ।। ওগো দুঃখহারী! শরণাগতের দুঃখমোচনই তো তোমার স্বভাব, এবার তবে আমাদের প্রতিও প্রসন্ন হও। নিজেদের গৃহ-বসতি সব ছেড়ে তোমাকেই ভজনা করব, তোমার সেবাতেই নিজেদের উৎসর্গ করব—এই আশা নিয়ে এসেছি তোমার পদমূলে, এখন আর ফিরিয়ে দিও না আমাদের। পুরুষভূষণ, পুরুষোত্তম! কীভাবে যে আকর্ষণ করো তুমি আমাদের, তোমার ওই অপরূপ হাসি-মাখা চাহনি পাগল করে দেয় আমাদের ; তোমাকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের দগ্ধ করছে আগুনের মতো—এর থেকে রক্ষা করো তুমি আমাদের তোমার দাসী করে, তোমাকে সেবার অধিকার দিয়ে।। ৩৮ ।। সত্যি কথা বলতে কী, তোমার গুণ-গরিমা, ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন বা অবকাশও আমাদের হয়নি ; শুধু অনিমেষ নয়নে তোমার ওই অপরূপ রূপমাধুরী পান করে কুটিল কেশদামে পরিবৃত তোমার ওই মধুর মুখ, কানের কুণ্ডলের দীপ্তিতে শোভমান কমনীয় কপোল, সুধামাখা অধরোষ্ঠ, বঙ্কিম নয়নের সহাস্য দৃষ্টি, শরণাপন্নকে অভয়দানকারী বাহুযুগল, লক্ষ্মীর নিত্য বিলাসভূমি তোমার বিস্তৃত বক্ষপট, এই সব দেখেই আমরা বিকিয়ে গেছি তোমার পায়ে চিরকালের মতো, তোমার দাসী হয়ে গেছি আমরা।। ৩৯ ।। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে কোন্ অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ এনে দাও যে তুমি, বাঁশিতে তোমার কী তান বাজে, কোন্ স্বর, কোন্ অলৌকিক সুরের মূর্ছনা, শ্রবণপথে প্রবেশ করে যা মুনির মানসকেও করে তোলে চঞ্চল ? সেই বিশ্ববিমোহন গীতধারামৃতের আকর্ষণে আর তোমার এই রূপ, যার একটি কণা ক্ষরিত হয়ে তিন ভুবনের সকল সৌন্দর্য, সকল মাধুর্যের জন্ম দিয়েছে, যা দেখে মানুষ তো কোন্ ছার, গোবৃন্দ থেকে শুরু করে সকল পশু, পাখি, এমনকি বৃক্ষরাজি পর্যন্ত পুলকিত-রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে। লৌকিক ধর্মের তথাকথিত সাধু আচারের পথ থেকে ভ্রষ্ট

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাঽঽদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্।। ৪১

না হয়ে পারে এমন কেউ আছে কি, কোনো স্ত্রী, কোনো পুরুষ ? লোকাতীতের আহ্বান যার কাছে এসে পৌঁছেছে, তাকে বাঁধবে কোন্ লোকাচার ? ৪০ ।। আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, যেমন ভগবান আদিপুরুষ নারায়ণ সুরলোকের রক্ষাকর্তা, তেমনই তুমিও এই ব্রজভূমির সকল ভয়, সকল দুঃখ হরণের জন্যই জন্ম নিয়েছ। আর আমরা এ বিষয়েও অজস্র প্রমাণ পেয়েছি যে, বিশেষ করে দীন-দুঃখী, অসহায়ের প্রতি তোমার অসীম কৃপা। ওগো আর্তবান্ধব ! আমরাও যে একান্ত কাতর, নিতান্ত অশরণ। তোমার ওই মঙ্গলময় করকমলের অভয় স্পর্শ দাও আমাদের শিরে, আমাদের তপ্ত বক্ষে, তোমার এই দাসীদের হৃদয়জ্বালা শান্ত হোক।। ৪১ ।।

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ।। ৪২

শ্রীশুকদেব বললেন—গোপাঙ্গনাদের এই ব্যথিত, ব্যাকুল, আর্তিভরা নিবেদন শ্রীভগবানের হৃদয়ে কৃপার উদ্রেক ঘটাল। তিনি তো যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, আত্মারাম—আপনাতে আপনি আনন্দমগ্ন, তাঁর সুখ বা আনন্দ কোনো বাহ্য বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নয়, তথাপি তিনি তখন (ভক্তগণের প্রার্থনা পূরণকল্পে) সদয় হাসিতে নিজের অনুমোদন জ্ঞাপন করে তাঁদের অভীপ্সিত আনন্দ দানে প্রবৃত্ত হলেন।। ৪২ ।। তখন তিনি নিজের সমস্ত আচরণ-ভাবভঙ্গী গোপীগণের ইচ্ছার অনুকূল করে দিলেন, অর্থাৎ গোপীগণ তাঁকে যেভাবে পেতে চাইছিলেন, তাঁর কাছ থেকে যে ব্যবহার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, ভগবান সেই মতোই আচরণ করতে লাগলেন, যদিও তাঁর অখণ্ড একরসস্বরূপতার এতে কোনো হানি হল না, তিনি 'অচ্যুত'ই রইলেন। প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত তাঁর মুখে কুন্দকলি-সদৃশ দন্তপঙ্‌ক্তি দীপ্তি বিস্তার করছিল, গোপীরা তাঁদের নয়নানন্দস্বরূপ তাঁকে প্রাণভরে দেখছিলেন, তাঁর স্নিগ্ধ কটাক্ষপাতে তাঁদের প্রতিও ভগবানের গভীর অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছিল—এই অন্যোন্যনিষ্ঠ প্রীতিরসের অনুভবে গোপীদের মুখকমলগুলি আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। চারপাশে তাঁদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি তখন তারকারাজি পরিবৃত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।। ৪৩ ।। শত শত গোপবনিতাদের মধ্যে ভগবান তখন যূথপতিরূপে বিরাজ করছিলেন, গোপাঙ্গনারা সুস্বরে তাঁর কীর্তিগাথা গান করছিলেন, আবার তিনিও গানের মাধ্যমে তাঁদের প্রেমমাহাত্ম্য খ্যাপন করছিলেন। গলায়

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ।। ৪৩

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্।। ৪৪

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
রেমে তত্তরলানন্দকুমুদামোদবায়ুনা॥ ৪৫

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু-
নীবীস্তনালভননর্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥ ৪৬

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি॥ ৪৭

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানং চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৮

বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে এই ভাবে গোপীগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বনভূমির শোভা বর্ধন করে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ৪৪ ॥ ক্রমে তারা যমুনার হিমশীতল-বালুকাযুক্ত তটভূমিতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে নদীর তরঙ্গের ওপর দিয়ে বয়ে আসছিল সুখস্পর্শ-বায়ু, রাত্রে প্রস্ফুটিত কুমুদফুলের সুগন্ধে তা ছিল আমোদিত, সেই বায়ু-সেবনে প্রীত ভগবান গোপীগণের সঙ্গে আনন্দে বিহার করতে লাগলেন॥ ৪৫ ॥ ভগবান এই সময়ে গোপললনাদের দিব্যোজ্জ্বল প্রেমরস উদ্বোধিত করার জন্য সব রকমে প্রয়াসী হলেন। কখনো হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে, কখনো তাঁদের শরীরের বিশেষ-ভাবে স্পর্শসচেতন স্থানসমূহ যথা— বাহু, ললাট-কপোলাদিলগ্ন চূর্ণকেশ, উরু, নীবিবন্ধনস্থান, বক্ষোদেশ প্রভৃতি চৈতন্যকেন্দ্র-গুলিতে নিজ কর সঞ্চালন এবং সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে মৃদু নখাগ্রসম্পাতের মাধ্যমে নিজ চিন্ময় স্পর্শ সঞ্চারিত করে তাঁদের তনুসমূহের ভাগবতী সত্তার পূর্ণ উন্মেষ সম্পাদন তথা লীলা-ভঙ্গিমাময় দৃষ্টিপাত এবং অলোক-সুন্দর হাসির প্রেরণায় সেই ব্রজসুন্দরীদের অপ্রাকৃত অনঙ্গ-চেতনার উন্মুখীকরণ ঘটিয়ে তাঁদের পরমানন্দময় মিলন-সুধা আস্বাদন করালেন॥ ৪৬ ॥ পরমৌদার্যময় সর্বব্যাপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এইরূপ সমাদর লাভ করে সেই গোপীগণ নিজেদের সংসারের সকল স্ত্রীলোকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে লাগলেন। তাঁদের মনে কিঞ্চিৎ মান-গর্বের উদয় হল॥ ৪৭ ॥ ভগবান যখন দেখলেন যে, সেই ব্রজরমণীগণ নিজেদের সৌভাগ্যে গর্ববোধ করছেন এবং (কেউবা) মানবতীও হয়েছেন, তখন সেই গর্ব প্রশমনের জন্য এবং মানভঞ্জন করে প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে তিনি সেইখানেই অন্তর্ধান করলেন॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] ভগবতো রাসক্রীড়াবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে ভগবানের রাসক্রীড়াবর্ণন নামক উনত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

---

[১]রাসক্রীড়ায়াং কৃষ্ণান্বেষণমেকোন.।

অথ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীগণের দশা

শ্রীশুক উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্॥ ১

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈ-
র্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ॥ ২

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ৩

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ বনাদ্ বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ ৪

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবান এইভাবে সহসা অন্তর্হিত হলে ব্রজাঙ্গনারা, যূথপতি গজরাজকে হারিয়ে হস্তিনীদের যে দশা হয়, সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হলেন। তাঁকে না দেখতে পেয়ে তাঁরা বিরহজ্বালায় দগ্ধ হতে লাগলেন॥ ১ ॥ শ্রীকৃষ্ণের চারু-ললিত গতিভঙ্গী, প্রেমমধুর হাসি, বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত, মনোহর আলাপ, বিভিন্ন প্রকারের লীলা-বিহার,—এই সবই তাঁদের চিত্ত হরণ করেছিল। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে সেই প্রেমোন্মত্তা গোপীগণ নিজেরা শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে গেলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আচার-আচরণের অনুকরণ করতে লাগলেন॥ ২ ॥ সেই কৃষ্ণপ্রিয়াদের হাঁটা-চলা, হাসি, চাহনি প্রভৃতিতে তাঁদের প্রিয়তমের সেইসমস্ত আচরণই প্রতিফলিত হতে লাগল, তাঁদের মধ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণের আবেশ ঘটল। তাঁরা নিজেদের পরিচয় সর্বথা বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হয়ে গেলেন এবং তাঁর লীলা-বিলাসের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়ে 'আমিই সেই কৃষ্ণ'—এইরকম বলতে লাগলেন॥ ৩ ॥ তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করতে লাগলেন এবং উন্মত্তের মতো বন থেকে বনে, কুঞ্জ থেকে কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁদের ছেড়ে দূরে কোথাও যাননি, তিনি তো জড়-চেতন সমস্ত পদার্থের ভিতরে এবং বাইরে আকাশের মতো সর্বদা অচঞ্চল ব্যাপকরূপে অবস্থিতই আছেন। সুতরাং তিনি সেখানেই ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁকে না দেখতে পেয়ে গোপীরা বনস্পতিসহ বিভিন্ন উদ্ভিদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন॥ ৪ ॥

(গোপীরা প্রথমে বড় বড় গাছগুলির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন) হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ (পাকুড়)! হে বট! তোমরা কি দেখেছ সেই নন্দদুলালকে, যিনি ভালোবাসা-ভরা হাসি আর দৃষ্টিপাতে আমাদের মন হরণ করে নিয়ে চলে গেছেন? ৫ ॥

কচ্চিৎ কুরবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো[1] দর্পহরস্মিতঃ।। ৬

কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক! শ্রীবলরামের সেই ছোট ভাই—যিনি সামান্য স্মিত-হাসিতেই মানিনীদের মান-গর্ব চূর্ণ করে দেন—তিনি এদিকে এসেছিলেন কি? ৬ ॥ (স্ত্রী-জাতীয় উদ্ভিদ-সমূহের কাছে প্রশ্ন করছেন—) তুলসী! কল্যাণময়ী বোন আমাদের! সকলের কল্যাণ সাধনই তোমার ব্রত, আর শ্রীগোবিন্দের চরণেই তোমার পরম প্রেম, নিত্য আশ্রয়। তিনিও তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তাই তো ভ্রমরে আকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমার মালা তিনি খুলে ফেলেন না, সর্বদাই পরে থাকেন। তোমার সেই পরম প্রিয় শ্যাম-সুন্দরকে দেখেছ কি তুমি? ৭ ॥ প্রিয় মালতী, মল্লিকা, জাতি, যূথী! তোমরা কি দেখেছ আমাদের প্রিয়তম মাধবকে? নিজের কোমল করস্পর্শে তোমাদের আনন্দিত করে এইপথ দিয়ে গেছেন কি তিনি? ৮ ॥ হে চূত, প্রিয়াল, পনস (কাঁঠাল), অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ* এবং যমুনার উপকূলবর্তী অন্যান্য তরুগণ! পরোপকারেই নিবেদিত তোমাদের জীবন। শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে আমাদের জীবন শূন্য হয়ে গেছে, আমাদের চেতনা লুপ্ত হতে বসেছে। দয়া করে বলে দাও আমাদের, কোন্ পথে গেছেন কৃষ্ণ, কোন্ পথে গেলে তাঁকে পাব আমরা? ৯ ॥

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ।। ৭

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ।। ৮

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ।। ৯

আহা পৃথিবী! তুমি কী তপস্যা করেছিলে যার ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের স্পর্শের আনন্দে তোমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে—যে রোমাঞ্চ তৃণাঙ্কুরের রূপ ধরে তোমার দেহকে শোভান্বিত করছে? তোমার এই পুলকোল্লাস বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শের কারণেই সঞ্জাত হয়েছে (এই রকমই আমাদের ধারণা, এবং তিনি এখন কোথায় রয়েছেন তা-ও তোমার অজানা থাকার কথা নয়), না কি যখন তিনি বামন অবতারে একটি পদক্ষেপে তোমার সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করেছিলেন, সেই স্পর্শের সুখ, অথবা বরাহ অবতারে তাঁর আলিঙ্গনের হর্ষ এখনও তোমার অঙ্গে অঙ্গে জাগিয়ে রেখেছে উৎসবের রেশ? ১০ ॥ সখী মৃগবধূ! তোমরা কি দেখেছ আমাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে, তাঁর নয়নভুলানো নয়নজুড়ানো

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্‌ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্‌ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্ বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন।। ১০

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ।। ১১

[1] চূত এবং আম্র, কদম্ব এবং নীপ—একজাতীয় হলে অবান্তরভেদ বোঝাতে অথবা আদরে দ্বিরুক্তি।

*নাং গতো।

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ।। ১২

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎ করজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো।। ১৩

ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ।। ১৪

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহঞ্ছকটায়তীম্।। ১৫

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ।। ১৬

রূপে তোমাদের চোখের পরমানন্দ-বিধান করে তিনি কি এই পথ দিয়ে গেছেন তাঁর প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ? আহা, এখানে তাঁর গলার কুন্দ-মালার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তাঁর কান্তা গোপীকার অঙ্গ সংস্পর্শের ফলে তাঁর বক্ষের কুঙ্কুম যে মালার ফুলগুলিতে অবশ্যই অনুলিপ্ত হয়ে গেছে—এই গন্ধই আমাদের বলে দিচ্ছে যদুকুলপতি নিশ্চয়ই এদিকে এসেছিলেন।। ১১ ।। হে সন্নিহিত তরুগণ ! শ্রীবলরামের অনুজ এই বীথিপথ ধরে যখন যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর একটি হাত ছিল তাঁর প্রিয়তমের কাঁধে, অপর হাতে ছিল লীলাপদ্ম, তাঁর গলার তুলসীমাল্য এমনই অপূর্ব সুগন্ধ বিস্তার করছিল যে, অলিকুল মত্ত হয়ে তাঁর অনুসরণ করছিল (আমরা কল্পনা-নেত্রে এসবই প্রত্যক্ষবৎ দেখতে পাচ্ছি)। তখন তাঁকে প্রণাম জানানোর জন্য তোমরা নিশ্চয়ই অবনত হয়েছিলে। তিনি সেই প্রণতি স্বীকার করে চলতে চলতেই তোমাদের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করেছিলেন তো ? ১২ ।। (কোনো কোনো গোপী সখীদের উদ্দেশে বলছেন) সখীরা, শোন। এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা করো। এরা নিজেদের (পতিস্বরূপ) আশ্রয়-তরুর শাখা-বাহুগুলিকে জড়িয়ে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এদের সর্বাঙ্গে কলিকা-উদ্গমের ছলে যে পুলক শিহরণ লক্ষ করা যাচ্ছে, তা সেই একজনের স্পর্শেই হওয়া সম্ভব। নিশ্চয়ই তিনি এই পথে যাবার সময় এদের নখস্পর্শ দিয়ে গেছেন ; সত্যি, এরাই ভাগ্যবতী ! ১৩ ।।

পরীক্ষিৎ ! এইভাবে সেই গোপীগণ উন্মত্তপ্রায় হয়ে অসম্বদ্ধ প্রলাপের মতো কথাবার্তা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভব-অসম্ভব সব স্থানেই খুঁজে খুঁজে কাতর হয়ে পড়লেন। এখন তাঁদের মধ্যে শ্রীভগবানের আবেশ গাঢ়তর হয়ে ওঠায় তাঁরা ভগবন্ময় হয়ে তাঁর বিভিন্ন লীলার অনুকরণ করতে লাগলেন।। ১৪ ।। তাঁদের মধ্যে কেউ পূতনার মতো আচরণে প্রবৃত্ত হলেন এবং অপর কেউ শ্রীকৃষ্ণ হয়ে তাঁর স্তন্য পান করতে লাগলেন। কেউ বা শকট হলেন, অপর একজন শিশু কৃষ্ণের মতো তাঁর নীচে শয়ন করে সরোদনে তাঁকে পদাঘাত করতে লাগলেন।। ১৫ ।। কোনো গোপী বালক কৃষ্ণের ভাব ধারণ করলে অপর একজন তৃণাবর্ত দৈত্যরূপিণী হয়ে তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। অপর কোনো সখী শিশু

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং[১] হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্॥ ১৭

আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্বতীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি॥ ১৮

কস্যাংচিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ॥ ১৯

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তৎত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্॥ ২০

আরুহ্যৈকা পদাঽঽক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্॥ ২১

তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা॥ ২২

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উলূখলে।
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্[২]॥ ২৩

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥ ২৪

কৃষ্ণের হামাগুড়ি দিয়ে চলার অনুকরণে দুই জানু মাটিতে ঘষে ঘষে নূপুরের ধ্বনি তুলে চলতে লাগলেন॥ ১৬ ॥ এক গোপী কৃষ্ণ হলেন, তো আরেকজন হলেন বলরাম, তাঁদের ঘিরে অন্যান্য সখীরা গোপবালকের ভূমিকা অভিনয় করতে লাগলেন। আবার অন্য কেউ হলেন বৎসাসুর, কেউবা বকাসুর—অপর দুজন কৃষ্ণরূপিনী হয়ে একজন সেই বৎস এবং অপরজন বককে বধ করার লীলা করতে লাগলেন॥ ১৭ ॥ বনের মধ্যে গোধন চরানোর সময় কৃষ্ণ যেমন করতেন, সেইরকম কোনো এক গোপী যেন দূরে চলে যাওয়া গাভীদের বাঁশি বাজিয়ে ডেকে আনার ক্রীড়া করতে প্রবৃত্ত হলে অন্যেরা তাঁকে 'সাধু, সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ কোনো এক গোপী শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে অপর একজনের কাঁধে হাত রেখে চলতে লাগলেন এবং সখীদের ডেকে বলতে লাগলেন—'দেখো তোমরা, আমিই কৃষ্ণ ! এই যে দেখছ না, আমার গতিভঙ্গী কী মনোহর !' ১৯ ॥ অপর এক গোপী নিজে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বলতে লাগলেন—'ওহে ব্রজবাসিগণ ! ঝড়-বৃষ্টির ভয় কোরো না ! আমি তার থেকে তোমাদের রক্ষার উপায় করছি'—এই কথা বলে তিনি নিজের উত্তরীয় বস্ত্র সযত্নে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন॥ ২০ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এক গোপী কালিয় নাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, অপর একজন শ্রীকৃষ্ণের মতো তাঁর উপরে আরোহণ করে মস্তকে পায়ের আঘাত দিয়ে বললেন—'আরে দুষ্ট নাগ ! চলে যা এখান থেকে ! দুষ্টদের দমন করার জন্য আমি জন্মগ্রহণ করেছি।' ২১ ॥ এরই মধ্যে অপর এক গোপী বলে উঠলেন—'ওহে গোপগণ ! দেখো, বনে ভয়ংকর আগুন লেগেছে। তোমরা সত্বর নিজেদের চোখ বন্ধ করে ফেলো। তোমাদের কোনো ক্ষতি যাতে না হয়, আমি সে ব্যবস্থা অনায়াসেই করতে পারব'॥ ২২ ॥ এক গোপী যশোদা হলেন, অপর একজন হলেন শ্রীকৃষ্ণ। যশোদারূপিণী ফুলের মালার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণরূপিণীকে উলূখলে বন্ধন করলে সেই সুনয়না গোপী হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ের অভিনয় করতে লাগলেন॥ ২৩ ॥

পরীক্ষিৎ ! এইভাবে কৃষ্ণলীলারসে কিছুকাল মগ্ন

[১]বৎস্যায়িতাং গৃহীত্বান্যা তত্রৈকা তু বকায়িতাম্। [২]নাম্।

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ॥ ২৫

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্॥ ২৬

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥ ২৭

অনয়াঽঽরাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥ ২৮

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্[1] ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥ ২৯

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরম্॥ ৩০

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ ৩১

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ॥ ৩২

থেকে গোপীরা পুনরায় বৃন্দাবনের তরুলতাসমূহের কাছে কৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্ত হলেন। এইসময় তাঁরা বনের এক জায়গায় সেই পরমাত্মা ভগবানের শ্রীচরণচিহ্ন দেখতে পেলেন॥ ২৪ ॥ তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'এই পদচিহ্নগুলি অবশ্যই সেই পরম উদার নন্দনন্দন শ্যামসুন্দরের ; কারণ এগুলির মধ্যে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব প্রভৃতির প্রতিচিহ্ন স্পষ্টই লক্ষ করা যাচ্ছে'॥ ২৫ ॥ সেই পদচিহ্নগুলি অনুসরণ করে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ যে পথে গেছিলেন, সেই পথ ধরে এগিয়ে চললেন। সামান্য অগ্রসর হতেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশাপাশি কোনো এক ব্রজবধূরও পদচিহ্ন দেখতে পেলেন—এবং তা দেখে তাঁরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। তখন দুঃখিত চিত্তে তাঁরা পরস্পরকে বলতে লাগলেন॥ ২৬ ॥ 'হস্তিনী যেমন নিজের প্রণয়ী গজরাজের সঙ্গে গমন করে, তেমনভাবেই নন্দনন্দনের কাঁধে নিজের হাত রেখে তাঁর পাশে পাশে হেঁটে গেছেন, কে এই মহাভাগাবতী, যাঁর পদচিহ্ন আমরা সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি ?' ২৭ ॥ 'অবশ্যই ইনি সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আরাধিকা'—যেজন্য আমাদের ছেড়ে শ্রীগোবিন্দ এঁরই প্রতি প্রীতি-বশে একা এঁকে নিয়ে নির্জনে চলে এসেছেন'॥ ২৮ ॥ 'সখীরা ! যে ধূলিকণাসমূহ শ্রীগোবিন্দের চরণপদ্মের স্পর্শ লাভ করে, তারাই ধন্য, তাদের ভাগ্যের তুলনা নেই। স্বয়ং ব্রহ্মা, মহাদেব এবং লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত নিজেদের অশুভনাশের জন্য সেই ধূলি নিজেদের মস্তকে ধারণ করেন'॥ ২৯ ॥ 'কিন্তু যাই বলিস তোরা আমাদের সকল গোপীর যাতে অধিকার, সেই শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা যিনি চুরি করে নিয়ে নির্জনে এসে একাকী ভোগ করছেন, সেই গোপললনার এই পদচিহ্নগুলি আমাদের মনে অসহনীয় ক্ষোভের সৃষ্টি করছে'॥ ৩০ ॥ 'এইখানে সেই গোপীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, প্রেয়সীর সুকুমার পদতল তৃণাঙ্কুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের স্পর্শে ব্যথা পাওয়ায় প্রিয় শ্যামসুন্দর তাঁকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন'॥ ৩১ ॥ 'সখীরা, এইখানে দেখ, এই যে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি মাটিতে বেশি গভীর হয়ে

[1] যাম্ ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্নুবন্তি চ মূর্ধতঃ।

অত্রাবরোপিতা[১] কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে॥ ৩৩

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥ ৩৪

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাং চৈব দুরাত্মতাম্॥ ৩৫

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে॥ ৩৬

সা চ মেনে তদাঽঽত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কাময়ানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥ ৩৭

বসেছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, তিনি কোনো ভারী বস্তু বহন করছিলেন। প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ যে সেই বধূকে নিজ স্কন্ধে বহন করার ফলেই ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, তা অনুমান করা খুব দুষ্কর নয়' ॥ ৩২ ॥ 'আরও দেখ, এইখানে সেই পরম প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পচয়নের জন্য তাঁর প্রিয়াকে ভূমিতলে নামিয়ে দিয়েছিলেন। প্রিয়ার জন্য প্রণয়ী তিনি এখানে পুষ্পচয়ন করেছিলেন। উঁচু ডালের থেকে ফুল তোলার জন্য তিনি পায়ের একেবারে অগ্রভাগের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যেজন্য মাটিতে তা গভীর হয়ে বসেছে এবং পুরো পায়ের ছাপ এখানে পড়েনি' ॥ ৩৩ ॥ সুদক্ষিণ নায়কের মতোই তিনি এখানে সেই কামিনীর কেশপ্রসাধন করেছিলেন। নিজের হাতে চয়ন করা ফুল প্রিয়তমার কেশে চূড়াকারে গেঁথে দেওয়ার জন্য এখানে তিনি উপবেশনও করেছিলেন॥ ৩৪ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম—আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট এবং পূর্ণস্বরূপ। যিনি অখণ্ড, যাঁর থেকে দ্বিতীয় কিছু নেই-ই, তাঁর মধ্যে কাম-কল্পনার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও যোগমায়ার এক অপূর্ব লীলানাট্যের কুশীলবের মতো সেই সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাস পূর্ণতম পুরুষোত্তম সেই নির্জনে আরাধিকোত্তমের সঙ্গে মিলিত হন, তাঁদের ঘিরে জেগে থাকে এক অলৌকিক রাত্রি, তার সকল সৌন্দর্য, সকল মাধুর্যের সম্ভার নিয়ে, পৃথিবীর বুকে অনুষ্ঠিত এক অপার্থিব মহোৎসবের সাক্ষী হিসাবে। পরীক্ষিৎ ! প্রকৃতির পরপারে প্রাকৃত দৃষ্টির বিচার চলে না ; তবু অচিন্তনীয় ভাবের প্রভাবও অচিন্তনীয়, তাই সেই লোকোত্তরের লীলা থেকেও লৌকিক জগতের সম্ভোগ-বাসনার্ত কামাধীন স্ত্রীবশ ব্যক্তির দুর্দশা তথা স্ত্রীজনের দৌরাত্ম্যের বিষয়ে সূচনা লাভ করা যেতে পারে॥ ৩৫ ॥

এইভাবে সেই গোপীগণ উন্মত্তের মতো নিজেদের বোধ-বুদ্ধি প্রায় হারিয়ে ফেলে পরস্পরকে শ্রীকৃষ্ণের নানান রকম চিহ্ন দেখাতে দেখাতে বিচরণ করতে লাগলেন। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের বনমধ্যে পরিত্যাগ করে যে ভাগ্যবতী গোপীকাকে নির্জনে নিয়ে গেছিলেন, তাঁর তখন মনে হল—'প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দ তো অন্যান্য সব গোপী, যারা তাঁকে প্রাণ দিয়ে

[১]প্রাচীন বইতে 'অত্রাব..................মহাত্মনা' এই শ্লোকার্ধটি মূল শ্লোকে নেই, টিপ্পণীতে আছে।

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥ ৩৮

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥ ৩৯

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ ৪০

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্॥ ৪১

তয়া[১] কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিং চ মাধবাৎ।
অবমানং চ দৌরাত্ম্যাদ্ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ৪২

ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্ বিভাব্যতে।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ৪৩

চায়, তাদের ছেড়ে একা আমারই সমাদর করছেন, আমাকেই তিনি সব চাইতে ভালোবাসেন'। এই কথা ভেবে তিনি তখন নিজেকে সকল রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন॥ ৩৬-৩৭ ॥ নিজের সৌভাগ্য-গর্বে গর্বিতা সেই গোপাঙ্গনা তখন বনের কোনো এক স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর ভগবান কেশবকে (যিনি ব্রহ্মা ও শংকরেরও প্রভু) বললেন—'আমি আর চলতে পারছি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা (মন), আমাকে সেখানে নিয়ে চলো'॥ ৩৮ ॥ প্রিয়তমা এইরকম অনুরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন—'তাই হোক, তুমি আমার কাঁধে আরোহণ করো'। এই কথা শুনে সেই গোপী শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে আরোহণ করতে উদ্যত হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন। তখন সেই ভাগ্যবতীভামিনী অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন॥ ৩৯ ॥ 'হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়তম! হে মহাভুজ! কোথায়, তুমি কোথায়? আমি তোমার দীন-হীন হতভাগিনী দাসী। প্রাণসখা! ছেড়ো না আমায়, কাছে থাকো, দেখা দাও সবচেয়ে কাছে, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে'॥ ৪০ ॥ পরীক্ষিৎ! এদিকে অন্যান্য গোপীরা শ্রীভগবানের চরণ চিহ্ন ধরে তাঁর চলার পথ খুঁজে খুঁজে সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং কাছাকাছি আসতেই তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁদের সখী প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখে অচেতন হয়ে ধূলিশয়নে পড়ে আছেন ॥ ৪১ ॥ তাঁরা সকলে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করে চেতনা সম্পাদন করলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে ভালোবাসা, আদর এবং সম্মান পেয়েছিলেন সে-সব কথা তাঁদের বললেন। তিনি তাঁদের আরও জানালেন যে নিজের দুর্বুদ্ধিদোষেই তিনি সেই প্রিয়-সমাদর থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন, তাঁকে ছেড়ে গেছেন সেই হৃদয়রাজ! তাঁর কথা শুনে সখীদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না॥ ৪২ ॥

এরপর তাঁরা সকলে সেই বনভূমি যতদূর পর্যন্ত চাঁদের কিরণে আলোকিত ছিল, ততদূর পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা দেখলেন সামনে ঘোর অন্ধকার, অরণ্য এত গভীর যে সেখানে চন্দ্রালোক প্রবেশ করতে পারেনি। তখন তাঁদের মনে হল, ভগবান সেই অন্ধকারময় বনভূমিতে প্রবেশ করে থাকলে তাঁদের

[১]তথা।

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৪৪

দেখে হয়তো আরও গভীরে চলে যাবেন এবং কণ্টকাদি-বিদ্ধ হয়ে কষ্ট পাবেন। সেইজন্য তাঁরা সেখান থেকেই ফিরে এলেন॥ ৪৩ ॥ কিন্তু পরীক্ষিৎ ! তাই বলে তাঁরা গৃহে ফিরে গেলেন, তা-ও নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের গৃহের কথা তাঁদের মনেই পড়ল না। তাঁদের মনে তখন শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তাঁদের মুখে কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কিছুই উচ্চারিত হচ্ছিল না, তাঁদের শরীরও শুধু শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম অথবা তাঁর লীলানুকরণ ব্যতীত অন্য কোনো কাজেই সমর্থ ছিল না। তাঁদের আত্মাই তখন শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে গেছিল। তখন তাঁরা জগৎ-সংসার ভুলে শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে মগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৪৪ ॥ ধীরে ধীরে তাঁরা পুনরায় এলেন কালিন্দী-পুলিনে, যেখানে ভগবানের সঙ্গে তাঁদের মিলন ঘটেছিল। কৃষ্ণভাবনাময়ী সেই কৃষ্ণপ্রিয়াগণের সমগ্র অস্তিত্ব তখন একটি আকাঙ্ক্ষায় ঊর্ধ্বমুখী দীপশিখার মতো জ্বলছিল—'শ্রীকৃষ্ণ ফিরে আসুন'। যমুনার চন্দ্রকরোজ্জ্বল তটভূমিতে সেই বিরহিনীরা তখন সমবেতভাবে কৃষ্ণগানে রত হলেন॥ ৪৫ ॥

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] রাসক্রীড়ায়াং কৃষ্ণান্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনায় কৃষ্ণান্বেষণ নামক ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

অথৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

একত্রিংশ অধ্যায়

গোপিকা-গীত

গোপ্য[১] ঊচুঃ

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে।। ১

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ।। ২

বিষজলাপ্যয়াদ্ ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্ বিশ্বতোভয়া-
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ।। ৩

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে।। ৪

গোপীগণ বিরহাবেশে গান করতে লাগলেন—ওগো প্রিয়তম দয়িত আমাদের ! তোমার জন্মের ফলে ব্রজভূমির মহিমা, সম্পদ, সৌন্দর্য সবই চরমে পৌঁছেছে,—সর্বলোকেই এখন তার জয়জয়কার। সৌন্দর্য মাধুর্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী স্বয়ং এখানে সদা-সর্বদা বাস করছেন। অথচ দেখো, এই ব্রজে যারা একান্তভাবে তোমারই জন, তোমারই জন্য যারা প্রাণ ধারণ করে আছে, তারা, সেই তোমার দাসীরা তোমাকে না পেয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার অন্বেষণে ! কৃপা করো, ওগো নিষ্ঠুর, দেখা দাও।। ১ ।। ওগো প্রেমময় হৃদয়স্বামী ! শরতের সরোবরে অপরূপ সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে বিকশিত হয় যে অমল কমল, তার কর্ণিকার সম্পূর্ণ শোভাই তো চুরি গেছে তোমার অতুল চোখ দুটির কাছে। সেই চোখের দৃষ্টি দিয়ে তুমি বধ করছ আমাদের, যারা তোমার বিনামূল্যের দাসী ! তুমি তো ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু পরম কারুণিক বরদাতা, বল তো, শুধু অস্ত্রের দ্বারা বধই কি বধ ? চোখের দ্বারা বধ করলে, তা কি ইহলোকে বধ বলে গণ্য হয় না ? ২ ।। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমিই তো কতভাবে কতবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছ ! যমুনার বিষাক্ত জলে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু থেকে, সর্পরূপী অঘাসুরের গ্রাস থেকে, ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের প্রেরিত ভয়ংকর বর্ষা-বায়ু-বজ্রপাত থেকে, দাবানলের দহন থেকে, বৃষাসুর-ব্যোমাসুর প্রভৃতি কত মায়াবী অসুরের হাত থেকে, এছাড়াও আরও যত বিপদে যখনই আমরা ভয় পেয়েছি সে-সব থেকেই তো তুমি আমাদের বারে বারে রক্ষা করেছ ! (তাহলে আজ সেই তুমিই এমন উদাসীন হয়ে আমাদের প্রাণ নিতে চাইছ কেন ?)।। ৩ ।। তুমি তো শুধু যশোদানন্দন নও—(আমরা তো জানি) তুমি সকল প্রাণীর অন্তর্যামী, দ্রষ্টা, সাক্ষীপুরুষ। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বসংসারকে রক্ষা করার জন্য তুমি এই সাত্বতবংশে, এই যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছ, (আর সেই সুবাদেই আমরা পেয়েছি তোমাকে আমাদের করে) ওগো

[১]গোপিকা।

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥ ৫

ব্রজজনার্তিহন্[১] বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয়॥ ৬

প্রণতদেহিনাং পাপকর্শনং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥ ৭

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাহহপ্যায়য়স্ব নঃ॥ ৮

সখা ! ৪ ॥ হে বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ ! যারা এই জন্ম-মৃত্যুচক্ররূপ সংসারের ভয়ে তোমার চরণে শরণ নেয়, তোমার ভক্ত-বিপদ-নাশক করকমল তাদের নিজের আশ্রয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে অভয় দান করে। প্রিয়তম ! সকলের সব কামনা পূরণকারী তোমার সেই করকমল, যার দ্বারা তুমি শ্রীদেবীর পাণিগ্রহণ করেছ, তা আমাদের মাথায় রাখো॥ ৫ ॥ ব্রজজনের দুঃখহারী ওগো বীর ! তোমার যারা নিজ জন, ভক্ত-শরণাগত, তাদের মনে যদি কখনো কোনো দুর্গ্রহবশে গর্বের উদয় হয়, তোমার বদনের একটি স্মিতহাস্যরেখা তা মুহূর্তমধ্যে ধ্বংস করে দেয়। (আমাদের সব মান-গর্বও তো তুমি তেমনভাবেই হরণ করে নিতে পারতে, অদৃশ্য হলে কেন ?) ওগো সখা ! তুমি নাও আমাদের, গ্রহণ করো সব অপরাধ ক্ষমা করে, সব দোষ মার্জনা করে। আমরা তো তোমার দাসী বই কিছু নই, অবলা আমাদের ওপর রোষ করা কি তোমার সাজে ? দয়া করো, তোমার অভিনব-সুন্দর প্রফুল্ল মুখকমলখানি দেখাও আমাদের॥ ৬ ॥ তোমার চরণকমল প্রণতজনমাত্রের সর্বপাপহারী, সর্বমাধুর্যের আকর, লক্ষ্মীর নিবাসভূমি। সেই চরণের দ্বারাই তুমি ব্রজের তৃণচর পশুদের অনুগমন কর, এমনকি আমাদের রক্ষার জন্য তুমি ভয়াল কালিয় নাগের ফণার ওপরে পর্যন্ত সেই চরণ স্থাপন করতে দ্বিধা করনি। তোমার বিরহে আমাদের হৃদয়ে যে সুতীব্র দাহ সৃষ্টি হয়েছে, কেবলমাত্র তোমার চরণই পারে তা নির্বাপিত করতে। একবার এসো —তোমার রাতুল পদতল রাখো আমাদের বুকে, সেটাও আমাদের মর্মের কামনা, সরস-শীতল স্পর্শে শান্ত হোক আমাদের তৃষ্ণা, জুড়াক আমাদের জীবন ॥ ৭ ॥ কমলনয়ন ! কত মধু আছে তোমার মুখের বাণীতে, তার পদে-পদে, শব্দে-শব্দে, অক্ষরে-অক্ষরে মাধুর্যরসধারা ক্ষরিত হতে থাকে। তোমার কণ্ঠধ্বনির চিত্তাকর্ষী বৈচিত্র্যে, উচ্চারণভঙ্গী তথা স্বরপ্রক্ষেপের নিপুণতায় এবং সর্বোপরি অর্থগত গভীরতা ও ব্যঞ্জনামাহাত্ম্যে, আমরা তো কোন্ ছার, তাবৎ শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী ও পণ্ডিতজনেরাও অভিভূত হয়ে যান। সত্যি কথা বলতে কী, সরস্বতী তোমার বশবর্তিনী, তোমার বাক্যে তাই এক অলৌকিক মোহিনীশক্তি ক্রিয়াশীল, আর তারই ফলে আমরাও তোমার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে থাকি। আর এখন

[১]প্রাচীন বইতে 'ব্রজজনা............চারু দর্শয়' এই শ্লোকটি নেই।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ৯

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং
বিহরণং চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥ ১০

তোমার বিরহে সেই সব কথা যতই স্মরণে আসছে, ততই আমাদের আকুলতা বাড়ছে, আমরা কী করব ভেবে পাচ্ছি না, ক্রমেই যেন বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। আমরা তোমার দাসী, আর তুমি ঐশ্বর্যে বীর্যে অপ্রতিম, দয়াবীর, দানবীর ! আমাদের প্রতি তোমার দাক্ষিণ্য বর্ষণ করো, ওগো বীর ! তোমার অধরসুধা পান করিয়ে আমাদের এই মুহ্যমান দশা থেকে পুনরুজ্জীবিত করো, পরিতৃপ্ত করো॥ ৮ ॥ তোমার নিজমুখের কথা যেমন মধুর (আমাদের পক্ষে যদিও তার স্মৃতিই এখন মৃত্যুযন্ত্রণার কারণ হয়েছে), তোমার সম্পর্কিত কথা অর্থাৎ তোমার লীলাকথাও তেমনি অমৃতস্বরূপ। সংসারের মৃত্যুগ্রস্ত হতাশ জীবকে তা মৃত্যু-তরণের আশ্বাসবাণী শোনায় (আবার আমাদের মতো তোমার বিরহে কণ্ঠাগতপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষেও তোমার লীলাকথা কীর্তন-শ্রবণাদিই প্রাণরক্ষার কারণ হয়ে থাকে), ত্রিতাপ-তপ্ত জীবের পক্ষে তা জীবনদায়ী পরমৌষধ, তাপিত জনের তৃষ্ণাহারী শীতল জল। বেদমুখে ব্রহ্মাসহ ব্রহ্মবিদ্ ঋষি-মুনিগণও তোমার কথামৃতের স্তুতি করে থাকেন, অন্য অমৃত তাঁরা তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আর সাধারণজীব তথা পাপীদের পক্ষে তোমার কথা তো অযাচিত করুণার দান, কারণ তা সর্ব-কলুষ, সর্ব পাপ হরণ করে ! শ্রবণমাত্রই এই কথামৃত শ্রোতার পরম মঙ্গল সাধন করে, তাকে আর কোনো অনুষ্ঠানেরও অপেক্ষা করতে হয় না। সর্বসম্পদের বিশেষত প্রেম-সম্পদের আকর এই কথা—তোমার কথা শুনতে শুনতেই অপ্রেমিকের মনেও প্রেমসঞ্চার হয়, প্রকৃত শ্রী-লাভ হয়। বহু-বিস্তৃত সর্বত্র লভ্য তোমার এই লীলাকথা, ভক্ত-মহাত্মাজনের মুখে মুখে বহুল উচ্চারিত, ইচ্ছামাত্রেই শ্রবণপথে গ্রহণ করে পরম কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আর এই কথার যাঁরা কথক, যাঁরা মানুষের কানে পৌঁছে দেন এই পরম অমৃত সেই অকারণ-করুণাশালী প্রেমিক-ভক্তজনের দানের আর তুলনা নেই, জগতের মহত্তম দাতা তাঁরাই (হয়তো পূর্ব পূর্ব জন্মে বহুদানের পুণ্যের ফলে তাঁরা কোনো জন্মে এইরকম শ্রেষ্ঠ দাতার আসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করেন)॥ ৯ ॥ হায় প্রিয় ! তোমার মধুর হাসি, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত, (বয়স্যদের সঙ্গে) তোমার নানারকমের ক্রীড়া, এসব আমরা এক সময়ে দূর

[১]ক্ষিতং বিরহিণাং চ।

চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥ ১১

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥ ১২

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমং চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥ ১৩

থেকেই দেখতাম, আকৃষ্ট হতাম, কিন্তু তোমাকে কাছে পাইনি তখন, তাই তোমার এই সব আচরণই আমাদের ধ্যানের বিষয় ছিল। সেই ধ্যানেই ছিল আমাদের শান্তি, তোমার বিষয়ে ধ্যান যে মঙ্গলজনক, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। হয়তো সেই মঙ্গলময় ফল হিসাবেই একদিন তোমাকে পেলাম আমরা। আর সে পাওয়া যে কী, তা যে পেয়েছে সেই জানে! অনন্তের মাধুর্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতে তুমি আমাদের কাছে গোপনে, বিজনে, কথায়, সুরে, আকারে, ইঙ্গিতে, হাসিতে, বাঁশির গানে—তোমার চিৎপ্রবাহময় সমস্ত আচরণের মাধ্যমেই তুমি আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত করে দিতে কোন্ অকূলের, অনন্তের আভাস, জাগিয়ে তুলতে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। ইহলোকের, এই কান্না-হাসির সংসারের মধ্যে থেকেও আমরা হয়ে যেতাম এসবের পরপারে অনন্তলোকবাসিনী ! আমাদের হৃদয়ে পুলকোচ্ছ্বাস জাগানো সেই আনন্দ রসধারা স্নান, সেই অমৃতাভিষেক, সে-সবই আজ স্মরণে এসে শুধু আমাদের মর্মে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। ওহে কপট, ছলনাময় প্রেমহীন! আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে! এই ছিল তোমার মনে ? ১০ ॥

নাথ ! তোমার জন্য কতভাবেই কত কারণেই যে আমাদের প্রাণ অস্থির হয়ে ওঠে, তা কি তুমি জান ? তুমি সকাল বেলাই পশুদের চরানোর জন্য তাদের পিছন পিছন ব্রজ থেকে বেরিয়ে পড়। নিশ্চয়ই তোমার পদ্মের মতো অমল-কোমল চরণে কত শিলাখণ্ড (কাঁকর), তৃণকুশাদি কণ্টকের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে, এই সম্ভাবনাতেই আমাদের মনে শান্তি থাকে না। প্রিয়তম ! তোমার চরণের ব্যথা যে আমাদের বুকে সহস্রগুণ হয়ে বাজে ! ১১ ॥ দিন শেষ হয়ে এলে যখন তুমি গোধন নিয়ে বন থেকে আবার ব্রজে ফেরো, তোমার পদ্মের মতো মুখটি তখন গোরুর খুরের ধুলায় ধূসর ঘন নীল (কৃষ্ণবর্ণ) কুঞ্চিত কেশরাজি এলোমেলো হয়ে মুখের চারদিকে লেপটে থাকে। সেই মুখটি বারে বারেই আমাদের দিকে ফেরাও তুমি নানা ছলে, যেন আমাদের দেখাতে চাও সেই অপরূপ শোভা! ওগো বীর! আমাদের মনে তোমাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগানো, এই অবলাদের চিত্তকে কেবলমাত্র তোমার কামনায় একাগ্র করে রাখার জন্যই কি তোমার এই কৌশল ? ১২ ॥ আমাদের মনের সকল দুঃখ-ব্যথার নিরাময়কারী ওগো

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ ১৪

আটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্॥ ১৫

আনন্দময় ! তোমার চরণকমল প্রণতজনের সর্ব অভীষ্ট পূর্ণ করে, স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মাও তোমার চরণসেবা করতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করেন। সেই দুর্লভ চরণ সম্প্রতি পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে তার শোভা বৃদ্ধি করছে। তোমার চরণ ধ্যান করলে সর্ব বিপদ দূর হয়ে যায় ; আধিভৌতিক, আধিদৈবিক অথবা আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ বিঘ্নেরই অমোঘ প্রতিকার কল্পে তাই তোমার চরণ ধ্যানের নির্দেশ সকল শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ দিয়ে থাকেন। সকল সুখের, সকল কল্যাণের সর্বোত্তম আকর তোমার সেই চরণকমল, ওগো প্রিয়, অর্পণ করো আমাদের বক্ষে, দূর করো আমাদের বিরহ-সন্তাপ॥ ১৩ ॥ বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, প্রিয় আমাদের ! দানে, দয়ায় তোমার সমকক্ষও তো কেউ নেই, নিজের সব কিছুই তুমি অবলীলায় বিলিয়ে দাও। তোমার একান্ত নিজস্ব অধরামৃতদানেও তুমি পরাঙ্মুখ হোয়ো না। আমরা যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছি, তার প্রকৃত ঔষধ ওই বস্তুটিই। তোমার মুখের বাঁশিটি তোমারই অধরামৃত পান করে সুরে সুরে ভরে ওঠে, বিশ্বময় বিতরণ করে মহানাদের অসীম সম্পদ। জীবনের কোনো বিশেষ শুভক্ষণে যে একবার তোমার অধরসুধারসরূপ পরম দানের, ভাবমগ্নতার কোনো নিভৃত প্রহরে গোপন প্রেমিকের সরভস চুম্বনের মতো তোমার প্রেমের বিদ্যুদ্দীপ্ত চকিত স্পর্শের আস্বাদ লাভ করে, তোমার প্রতি আসক্তি বন্ধন তার আর কখনো ছিন্ন হয় না, দিনে দিনে বেড়ে চলে তার প্রেমোজ্জ্বলা সুরতি, সর্বশোক থেকে বিমুক্ত হয় সে, জাগতিক আর কোনো পদার্থের জন্যই তার কোনো কামনা থাকে না। সেই সুধা পান করিয়ে জীবন রক্ষা করো আমাদের॥ ১৪ ॥ দিনের বেলায় তুমি যখন চারণের জন্য বনে বনে বিচরণ করতে থাক, তখন তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমাদের ক্ষণার্ধকালও এক যুগ বলে মনে হয়। আবার দিনান্তে যখন তুমি ব্রজে ফেরো, তখন তোমার কুঞ্চিত কেশরাজির মধ্যে ঢলঢল শ্রীমণ্ডিত মুখপঙ্কজের দিকে উপবাসী নয়নের সমস্ত তৃষ্ণা নিয়ে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকি আমরা, তখন চোখের পলক দিয়েছেন যে বিধাতা, তাকে নিতান্ত জড়বুদ্ধি বলে মনে হয়। চোখের নিমেষ-পড়ার সময়টুকুর অদর্শনও যে তখন আমাদের পক্ষে অসহ্য ! ১৫ ॥

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি।। ১৬

হে অচ্যুত ! আমরা তো নিজেদের পতি-পুত্র, ভাই-বন্ধু, কুল-পরিবার সব কিছু ছেড়ে, তাদের ইচ্ছা, তাদের সৃষ্ট বাধা এমনকি তাদের প্রতি আসক্তি পর্যন্ত অতিক্রম করে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাদের এই গতি অর্থাৎ স্বভাব জানো যে, তোমার বাঁশির হৃদয়-কাড়া আকাশ-বাতাস-মহাশূন্য-পূর্ণকরা গভীর তানের আহ্বানে আমরা মোহিত হয়ে যাই, আবিষ্ট হয়ে যাই, না এসে পারি না। আমরাও তো জানি না, তুমি আমাদেরই ডাকছ, যে শোনে, বাঁশি তো তাকেই ডাকে, আর সেই ডাক শুনে বেরিয়ে পড়লে সেই সুরই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। কিন্তু এত সবের পরে, ডেকে ঘরের বাইরে এনে, মিলন সুধার ক্ষণিক আস্বাদ দিয়েও এমন চকিতে অন্তর্ধান ! ওহে কিতব, ওহে প্রতারণাপটু, ভীরু রমণীদের রাত্রিকালে এমনভাবে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে আর কে, তুমি ছাড়া ? ১৬ ॥ একজন মানুষ বিগ্রহধারীর মধ্যে রূপের, বাক্যের, আচরণাদির যে চরম উৎকর্ষ আমরা কল্পনা করতে পারি, তারই সার্থক প্রতিচ্ছবি দেখেছি আমরা তোমার মধ্যে ; আর তাই আমাদের আকর্ষণ করেছে তোমার দিকে। নির্জনে সেই অন্তরের গূঢ় ভাব-বিনিময় যার ফলে আমাদের হৃদয়ে জেগেছে প্রেমের জোয়ার, তোমার হাসি-ভরা মুখ, অনুরাগ-ভরা দৃষ্টি, আর তোমার বিশাল বক্ষোদেশ—যেখানে নীল আকাশে সোনার রেখার মতো বিরাজ করছেন লক্ষ্মীদেবী শ্রীবৎসচিহ্নরূপে অচলা হয়ে—এইসবে আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ হয়েছে, আর সে মুগ্ধতা কমার কোনো সম্ভাবনাও নেই, বরং তা যেন আরও বেড়েই চলেছে, তোমাকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে আবিষ্ট করে রেখেছে, সেই একাগ্র নিষ্ঠায় সংহত হয়ে আছে আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব।। ১৭ ॥ প্রিয় আমাদের ! আমরা জানি, তোমার আবির্ভাব ব্রজবাসী, বনবাসী তথা সকল বিশ্ববাসীর জন্যেই পরম মঙ্গলময় ঘটনা, সর্বকালের সর্বমানবের সর্বদুঃখ নিরসনের নিশ্চিত আশ্বাস। আমরা তোমার নিজজন, এই ব্রজেরই অধিবাসী, অতি ভয়ংকর হৃদরোগে আক্রান্ত। এই রোগের কারণ কী, তাও শোনো। তোমার প্রতি ধাবিত হয়েছে আমাদের স্পৃহা।

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম[1] তে
মুহুরতিস্পৃহা[2] মুহ্যতে মনঃ।। ১৭

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্।। ১৮

[1]বীর। [2]স্পৃহং।

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু

ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।

তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিংস্বিৎ

কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১৯

সংসারের অন্য কোনো বস্তুর জন্যই আমাদের লালসা নেই, শুধু তোমাকে না পেলে আমাদের চলবে না, এই সুতীব্র একমুখী অভীপ্সাই এখন আমাদের দেহ, প্রাণ, মন —আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। এইটিই আমাদের রোগ। এই রোগের নিরাময়ের ওষুধ তোমার কাছেই আছে, ইচ্ছা করলেই দিতে পার। এখন আমরা করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি, সেই ওষুধ সামান্য একটু আমাদের দাও, আমাদের প্রাণ বাঁচাও॥ ১৮ ॥ আর আমাদের দেখা না দেওয়াই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলেও এই রাত্রিকালে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ো না। মাটিতে পাথর, কাঁকর, কাঁটা কী না আছে ? ওগো প্রিয়তম সুন্দর হৃদ্‌বিলাসী আমাদের ! বিকশিত রক্তপদ্মের শোভা, কোমলতাদি গুণাবলিকে পরাজিত করে অনুপম সৌন্দর্য মূর্তি পরিগ্রহ করেছে বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তোমার পদতল, যেজন্য আমরা অতি ধীরে সসংকোচে সভয়ে তা বক্ষে ধারণ করি। আমাদের কঠিন, কর্কশ বক্ষের স্পর্শে বুঝি তোমার সুকুমার চরণে ব্যথা বাজে, এই আশঙ্কায় আমরা মরমে মরে থাকি। আর সেই চরণেই কিনা তুমি হেঁটে বেড়াচ্ছ বনের মধ্যে ? তীক্ষ্ণ তৃণাঙ্কুরে, শিলাখণ্ডে, প্রস্তরকণায় ব্যথিত হচ্ছে না ওই রাতুল পদতল ? আমাদের তো এই চিন্তায় বুদ্ধিই বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, আমরা মূর্ছাগ্রস্ত হতে বসেছি ! তুমি আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবনের জীবন, এমন করে কষ্ট দিও না নিজেকে। ফিরে এসো, নাথ, ফিরে এসো, তোমাকে সুস্থ দেখে তোমার চরণে আমাদের প্রাণ সমর্পণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিই আমরা॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১]রাসক্রীড়ায়াং গোপীগীতং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে রাসক্রীড়া বর্ণনায় গোপীগীত নামে একত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

[১]রাসক্রীড়ায়ামেকত্রি.।

অথ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও গোপীগণকে সান্ত্বনাদান

শ্রীশুক[১] উবাচ

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥ ১

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ ২

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্॥ ৩

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্ দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরূষিতম্॥ ৪

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাত্তন্বী তাম্বূলচর্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ॥ ৫

একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সংদষ্টদশনচ্ছদা[২]॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ এইভাবে বিরহকাতরহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের জন্য একান্ত উৎসুক হয়ে বৈচিত্র্যময় শব্দবন্ধে (ভাবে, ভাষায়, ছন্দোমাধুর্যে, ব্যঞ্জনায়, আর্তি নিবেদনের গভীরতম আন্তরিকতায় যা অসাধারণের স্তরভুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিচলিত এবং আকর্ষণ করে আনতে সক্ষম মন্ত্ররূপে বিশেষ গৌরবাবগাহী) গান তথা কৃষ্ণকথালাপের সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর স্বরে রোদন করতে লাগলেন॥ ১ ॥ এইরকম সময়ে ভগবান শৌরি (শ্রীকৃষ্ণ) তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন, তাঁর মুখকমল মন্দমন্দ হাসিতে উদ্ভাসিত, গলায় বনমালা, পীতাম্বর ধারণ করে আছেন (ক্ষমা-প্রার্থীর মতো পীতবস্ত্রের অগ্রভাগ গলায় জড়িয়ে হাতে ধরে আছেন)। সাক্ষাৎ মদনদেবেরও মোহজনক ছিল সেইরূপ॥ ২ ॥ মন্মথ মদনদেবের মনকেও মথিত, মোহিত করে 'অপ্রাকৃত নবীনমদন' বা মদনমোহনরূপে সমাগত প্রাণবল্লভকে দেখে গোপীদের আনন্দের আর সীমা রইল না, ক্ষণপূর্বের ক্রন্দন তিরোহিত হয়ে তাঁদের চোখে জেগে উঠল প্রেমের পুলক। তাঁরা সবাই একসঙ্গে সহর্ষে এমনভাবে উঠে দাঁড়ালেন, যেন প্রাণহীন দেহে সহসা প্রাণের সঞ্চারে শরীরের সর্ব অঙ্গে নতুন চেতনা, নবীন স্ফূর্তি ঘটেছে॥ ৩ ॥ কোনো গোপী আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের করকমল নিজের দু-হাতের অঞ্জলির মধ্যে ধারণ করলেন, আবার অপর কোনো এক গোপী তাঁর চন্দনচর্চিত বাহু নিজের স্কন্ধে স্থাপন করলেন॥ ৪ ॥ তৃতীয়া গোপসুন্দরী অঞ্জলি পেতে শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করলেন। চতুর্থ জন, যাঁর হৃদয় প্রিয়বিরহজ্বালায় প্রবলভাবে সন্তপ্ত হয়েছিল, ভূমিতে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর চরণকমল নিজ বক্ষে ধারণ করলেন॥ ৫ ॥ প্রণয় কোপ বিহ্বল অপর একজন (পঞ্চম) ওষ্ঠাধর দংশন করে ভ্রূকুটিকুটিল নেত্রে কটাক্ষবাণ

[১]বাদরায়ণিরুবাচ.। [২]নির্দষ্ট.

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা॥ ৭

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥ ৮

সর্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥ ৯

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥ ১০

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্‌পদম্ ॥ ১১

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্[১]॥ ১২

নিক্ষেপে যেন তাঁকে বিদ্ধ করতে করতে তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন॥ ৬ ॥ অপর কোনো এক গোপী (ষষ্ঠ) নির্নিমেষ নয়নে কৃষ্ণবদন কমলের মধু পান করতে লাগলেন ; কিন্তু যেমন সৎপুরুষগণ ভগবানের চরণকমলের দর্শনে কখনো তৃপ্ত হন না, তিনিও তেমনই সেই শ্রীমুখ মাধুরী নিরন্তর পান করেও পরিতৃপ্ত হতে পারছিলেন না॥ ৭ ॥ অন্য এক গোপী (সপ্তম) নিজ নেত্রের দ্বারপথে ভগবানকে নিজের হৃদয়মন্দিরে নিয়ে গেলেন এবং তারপরই চোখ বন্ধ করে ফেললেন (যেন হৃদয়গত প্রিয়ের বহির্গমনের পথ রুদ্ধ করে দিলেন)। তারপর সেই অন্তরলোকের নিভৃতে তাঁকে মানসিকভাবেই নিবিড় আশ্লেষে বদ্ধ করলেন, তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল, সিদ্ধ যোগীর মতো তিনি আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে গেলেন॥ ৮ ॥ পরীক্ষিৎ ! সংসারী ব্যক্তিরা যেমন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে (অথবা, মুমুক্ষু সাধকেরা পরমেশ্বরকে লাভ করে) নিজেদের দুঃখ-তাপ থেকে মুক্ত হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে গোপীরা সকলেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁদের যে প্রবল সন্তাপ জন্মেছিল, তা সম্পূর্ণরূপেই দূর হয়ে গেল ; পরম প্রশান্তিতে ভরে গেল তাঁদের মন॥ ৯ ॥ কল্যাণীয় মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো সর্বদাই অচঞ্চল মহিমায় অবস্থিত অচ্যুতস্বরূপ, তথাপি তখন বিরহের অবসানে বিগতদুঃখ সেই গোপললনাবৃন্দে পরিবৃত অবস্থায় তাঁর শোভা যেন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, যেমন পরমেশ্বর নিজের নিত্যজ্ঞান, বল প্রভৃতি শক্তিসমূহের দ্বারা সেবিত হয়ে অধিক শোভাসম্পন্ন হন॥ ১০ ॥

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীগণকে সঙ্গে নিয়ে যমুনার পুলিনে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে বিকশিত কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের সুরভি বহন করে সুগন্ধি শীতল বায়ু মৃদু-মন্দ প্রবাহিত হচ্ছিল এবং সেই সুগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরেরা ইতস্তত গুঞ্জন করে ফিরছিল॥ ১১ ॥ শরৎ-পূর্ণিমার পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রের অমল কিরণধারা সম্পাতে রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণরূপেই বিদূরিত হয়েছিল ; দ্যুলোক থেকে ভূলোক পর্যন্ত একটি পবিত্র

[১]লসিত.

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈ-
রচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১৩

মঙ্গলময় আবহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোথাও কোনো মলিনতার চিহ্নমাত্র ছিল না। পুলিনভূমিটি পর্যন্ত সুমার্জিত নির্মল রূপ ধারণ করেছিল, কারণ যমুনানদী স্বয়ং তাঁর তরঙ্গরূপ হস্তের দ্বারা নিপুণভাবে কোমল বালুকারাশিতে তা আকীর্ণ করে রেখেছিলেন॥ ১২ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ব্রজাঙ্গনাদের মনে যে আনন্দোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রাবল্যে তাঁদের সকল হৃদয়-ব্যথা, সমস্ত দুঃখ-শোক ভেসে গেছিল। বেদমন্ত্রসমূহ যেমন প্রথমত কর্মকাণ্ডের বিধান দিয়ে থাকে, কিন্তু কাম্য ফলসমূহের নশ্বরতার কারণে তাতে তৃপ্ত হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানকাণ্ডে উপনীত হয়ে আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকারে সর্বকামনার পরপারে পৌঁছে কৃতকৃত্য হয়, সেইরকমই সেই ব্রজদেবীগণও পূর্ণকাম, আপ্তকাম হয়ে গেছিলেন। তবুও প্রেমের সেবা স্বীকার করে তাঁরা নিজেদের অন্তর্যামীস্বরূপ চিরবন্ধু শ্রীভগবানের উপবেশনের জন্য নিজেদের বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুমে রঞ্জিত উত্তরীয় দিয়ে আসন রচনা করলেন॥ ১৩ ॥

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্‌গতোঽর্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ॥ ১৪

যোগেশ্বরগণ যোগসাধনা দ্বারা পবিত্রীকৃত নিজেদের হৃদয়ে যাঁর জন্য আসন-কল্পনা করেন (কিন্তু তাঁর অধিষ্ঠান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন না), সেই সর্বশক্তিমান ভগবান সেইখানে যমুনার বালিতটে গোপীগণের উত্তরীয়বস্ত্রে উপবিষ্ট হলেন। পরীক্ষিৎ ! ত্রিলোকের ত্রিকালের সমগ্র শোভামাধুরী একটি আধারে যুগপৎ আশ্রিত রয়েছে ভগবানের তনুতে। সেই অপরূপ দেহটি নিয়ে তিনি গোপীমণ্ডলমধ্যে বিরাজ করছিলেন, কৃষ্ণপরায়ণা সহস্র সহস্র গোপ-ললনা তাঁদের প্রেমাভক্তির অনুরূপ উপচারে তাঁর পূজা করছিলেন, অলৌকিক সেই পরিবেশে এক অনির্বচনীয় সুষমায় শোভা পাচ্ছিলেন সেই লীলাপুরুষোত্তম॥ ১৪ ॥

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা ।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্‌ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে॥ ১৫

অখিলরসমূর্তি শ্রীভগবানের সান্নিধ্য সেই সর্বকলাশাস্ত্র নিপুণা গোপাঙ্গনাদের প্রেমানুভূতিকে উদ্দীপিত করে তুলছিল। তাঁরা মৃদুমধুর হাসি, বঙ্কিম নেত্রপাত ও ভ্রূবিলাসাদির দ্বারাই তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। কেউ কেউ তাঁর চরণকমল, আবার কেউ কেউ তাঁর করদ্বয় নিজেদের ক্রোড়ে স্থাপন করে ধীরে ধীরে সংবাহন এবং স্পর্শসুখের অভিব্যক্তির দ্বারা সেগুলির প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক অন্তর্ধানে তাঁদের প্রতি যে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছিল, সেজন্য তাঁদের মনে ঈষৎ প্রণয়কোপ সঞ্চারিত হয়েছিল।

গোপ্য ঊচুঃ

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥ ১৭

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।
ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদং চ সুমধ্যমাঃ॥ ১৮

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১৯

নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥ ২০

এখন তাঁর নিজ মুখে দোষ স্বীকার করানোর অভিপ্রায়ে তাঁরা কিঞ্চিৎ তির্যকভাবে আপাতদৃষ্টিতে সাংসারিক লোকব্যবহার সম্পর্কিত একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন করে সে বিষয়ে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন॥ ১৫ ॥

গোপীগণ বললেন—ওহে রসিক-শিরোমণি প্রিয় আমাদের ! দেখ, সংসারে দেখা যায়, এক ধরনের লোক আছে যারা, তাদের যারা ভজনা করে (ভালো ব্যবহার, প্রেমের সম্পর্ক বজায় রাখে) তাদেরকেই ভজনা করে। কেউ কেউ আছে ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ তাদের যারা ভজনা করে না, তাদেরও তারা ভজনা করে। আবার আরও এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা এই উভয়ের কাউকেই ভজনা করে না। এই বিষয়ে ভালোমন্দ তুমি আমাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলো॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান বললেন—সখীগণ ! যারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে ভজনা করে, তাদের সমস্ত উদ্যমই কেবলমাত্র স্বার্থের জন্য, ব্যবসায়ীদের লেন-দেনের মতো। তাতে না আছে বন্ধুত্বের প্রীতিপ্রদর্শন, না আছে ধর্ম। নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ছাড়া তার মধ্যে অন্য কিছুই নেই॥ ১৭ ॥ আরও শোনো, সুন্দরীগণ ! যারা ভজনা করে না, তাদেরও যারা ভজনা করে, যেমন স্বভাবত করুণাপরায়ণ সজ্জন ব্যক্তি এবং স্নেহশীল মাতাপিতা, তাঁদের হৃদয়ে সৌহার্দ্য এবং পরহিতৈষিতা আছে এবং সত্যি বলতে, তাঁদের ব্যবহারে অকপট ধর্মেরই প্রকাশ লক্ষ করা যায়॥ ১৮ ॥ আর কেউ কেউ ভজনাকারীদেরও ভজনা করে না, অভজনাকারীদের তো প্রশ্নই নেই। এদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, যাঁরা আত্মারাম, সর্বদাই আত্মমগ্ন, যাঁদের দৃষ্টিতে দ্বৈত বোধই নেই। দ্বিতীয়, যাঁদের দ্বৈতবোধ আছে কিন্তু পূর্ণকাম, কৃতকৃত্য হওয়ায় যাঁদের কারো সঙ্গেই কোনো প্রয়োজন নেই। তৃতীয়, যারা অকৃতজ্ঞ, মূঢ়, অন্যের কৃত উপকার গ্রহণ করেও সে বিষয়ে অচেতন। চতুর্থ, যারা জেনেশুনে নিজের হিতসাধনকারী গুরুতুল্য ব্যক্তির দ্রোহ আচরণ করে, তাদের ক্ষতি করতে প্রয়াস পায়, এরা গুরুদ্রোহী॥ ১৯ ॥ হে আমার প্রিয়সখী গোপীকা-বৃন্দ ! আমি কিন্তু এই সবের মধ্যে কোনো শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নই। যারা আমার ভজনা করে, আমি তাদেরও ভজনা করি না, কেবলমাত্র এই কারণে যে, তাদের চিত্তবৃত্তি যেন সর্বদাই আমাতে লগ্ন থাকে, তাদের নিরন্তর ধ্যান-প্রবৃত্তিই আমার এরূপ আচরণের উদ্দেশ্য। যেমন

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ[1] তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ২১

কোনো নির্ধন ব্যক্তি কোনোক্রমে প্রচুর সম্পদ লাভ করে আবার তা হারিয়ে ফেললে তারই চিন্তায় মগ্ন থাকে, অন্য কোনো কিছুরই এমনকি ক্ষুধা-পিপাসাদির পর্যন্ত, বোধ তার থাকে না ; সেই দৃষ্টান্ত অনুসারেই আমিও ক্ষণিক মিলিত হয়ে একবার স্পর্শ দিয়ে আবার অন্তর্হিত হয়ে যাই, লুকিয়ে পড়ি॥ ২০ ॥ হে অবলা গোপীগণ! তোমরা আমার জন্য লোকমর্যাদা, বেদ-শাস্ত্র প্রতিপাদিত আচরণবিধি এবং নিজ আত্মীয়স্বজনদেরও ত্যাগ করেছ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তোমাদের মনোবৃত্তি অন্য কোনো বিষয়ে যেন আকৃষ্ট না হয়, নিজেদের সৌভাগ্য সৌন্দর্যাদির চিন্তাও যাতে সেখানে প্রবেশাধিকার না পায়, কেবলমাত্র আমাতেই তার নিরন্তর প্রবৃত্তি থাকে, এইজন্যই আমি তোমাদের সম্মুখ থেকে তিরোহিত হয়েছিলাম, যদিও পরোক্ষে থেকে আমি তখনও তোমাদেরই ভজনা করছিলাম, তোমাদের প্রেমেই মগ্ন ছিলাম। সুতরাং হে প্রিয়তমাবৃন্দ, তোমরা আমার প্রেমে দোষ আবিষ্কার কোরো না। তোমরাই আমার প্রিয়া আর আমিও তো তোমাদের প্রিয়-ই॥ ২১ ॥ যাক এসব, চরম এবং পরম সত্যটি তোমাদের বলি, শোনো। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সংযোগ, যে আত্মিক সম্বন্ধ, তা সম্পূর্ণরূপে নির্মল, নির্দোষ। যে গৃহ-সংসাররূপ শৃঙ্খল প্রায় অনশ্বর, অতি দুর্জয়, তোমরা তা ছিন্ন করে আমার ভজনা করেছ, আমাকেই গ্রহণ করেছ জীবনে। আমি যদি অমর শরীরে, অমর জীবনে, অনন্তকালে তোমাদের এই সর্ববাধাতুচ্ছকারী একনিষ্ঠ প্রেম, সেবা এবং ত্যাগের ঋণশোধ করতে চাই, তাহলেও তাতে সমর্থ হব না। এই ঋণের প্রতিদান হোক তোমাদেরই অনবদ্য স্বভাব-গুণে ; তোমাদের প্রেমময়তাই আমার অক্ষমতা, আমার ন্যূনতার পরিপূরক হয়ে এই ঋণ পরিশোধ করুক। আমি কিন্তু তোমাদের কাছে ঋণীই রয়ে গেলাম॥ ২২ ॥

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিয়াতু সাধুনা॥ ২২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[2] রাসক্রীড়ায়াং গোপীসান্ত্বনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনায় গোপীদের সান্ত্বনাদান নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

[1]নার্হ.। [2]রাসক্রীড়ায়াং ভগবদ্দর্শনং দ্বাত্রিং.।

অথ ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

মহারাস

শ্রীশুক[১] উবাচ

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং[২] তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ।। ১

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ।। ২

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।। ৩

যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্ বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্।। ৪

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্।। ৫

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাং চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে।। ৬

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা।। ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্ ! ভগবানের এই প্রেমপূর্ণ নিজদীনতাসূচক সুমধুর বাক্য শ্রবণ করে গোপীদের হৃদয়ে বিরহজনিত তাপের লেশমাত্র অবশেষও রইল না, এবং সৌন্দর্যমাধুর্যনিধি সেই প্রাণপ্রিয়তম সশরীরে তাঁদের সঙ্গ দিচ্ছেন এই প্রাপ্তির প্রাচুর্যে তাঁদের সর্ব মনোবাসনা পূর্ণতা লাভ করল।। ১ ।। ভগবান গোবিন্দের অনুরক্ত সেবিকা সেই গোপীগণ প্রীতিবশে পরস্পর বাহু আবদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই স্ত্রীরত্নস্বরূপা গোপীগণের সঙ্গে ভগবান তখন সেই যমুনাপুলিনে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন।। ২ ।। সর্বযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের অচিন্ত্যশক্তিবলে (বহুরূপ ধারণ করে) দুই-দুইজন গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁদের প্রত্যেকের কণ্ঠে নিজের বাহু সংলগ্ন করলেন। এইভাবে প্রত্যেক গোপীর পাশেই একজন করে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যেতে লাগল এবং তাঁরা সকলেই মনে করতে লাগলেন যে কৃষ্ণ তাঁরই সন্নিকটে আছেন। মণ্ডলাকারে অবস্থিত গোপললনাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যোজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভায়মান অপরূপ রাসোৎসব শুরু হল। তখন আকাশ শত শত দিব্যবিমানে আকীর্ণ হয়ে গেল। দেবতারা তাঁদের পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, শ্রীভগবানের রাসোৎসব-দর্শনের ঔৎসুক্যে তাঁদের মন যেন তাঁদের বশ মানছিল না।। ৩-৪ ।। তখন স্বর্গে বেজে উঠল দিব্য দুন্দুভিরাজি, পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ নিজেদের পত্নীগণের সঙ্গে ভগবানের নির্মল যশগান করতে লাগলেন।। ৫ ।। রাসমণ্ডলে সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন তাঁদের হাতের বলয়, পায়ের নূপুর এবং রশনার কিঙ্কিণিগুলি তালে তালে বাজছিল, অসংখ্য গোপীর অসংখ্য অলংকারের শব্দ মিলিত হয়ে এক বিপুল ধ্বনি উত্থিত হচ্ছিল।। ৬ ।। সেই নৃত্যপরায়ণা গৌরবর্ণা ব্রজ-সুন্দরীগণের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অপূর্ব শোভা ধারণ

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]হসংতাপং।

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ।। ৮

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্।। ৯

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানং চ বহ্বদাৎ।। ১০

কাচিদ্ রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা।। ১১

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ।। ১২

করেছিলেন—মনে হচ্ছিল, যেন অগণিত উজ্জ্বল হেমকান্তমণি মধ্যে জ্যোতির্ময় নীলকান্তমণি দীপ্তি পাচ্ছে।। ৭ ।। সেই নৃত্যোৎসবে গোপীকারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন তালে পদবিক্ষেপ ও হাতের নানা মুদ্রা ও ভঙ্গিসহ সঞ্চালন করছিলেন। নৃত্যশাস্ত্রসম্মতভাবে সহাস্যমুখে ভ্রূবিলাস দ্বারা বিশেষ ভাব প্রকাশ করছিলেন। তাঁদের অতিকৃশ কটিদেশ এমনভাবে বক্র হয়ে যাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল, তা বুঝি ভগ্ন হয়ে গেছে। নৃত্যের তালে তালে আন্দোলিত হচ্ছিল তাঁদের বক্ষোবাস, কানের কুণ্ডল চঞ্চল হয়ে তাঁদের কপোল স্পর্শ করছিল। নৃত্যের পরিশ্রমে মুখে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়েছিল, কবরী ও রশনার বন্ধন ঈষৎ শিথিল হয়ে গেছিল। এইভাবে সেই শ্যামল নটকিশোরের গৌরাঙ্গী প্রেয়সীবৃন্দ তাঁর সঙ্গে মিলিতভাবে সংগীতে ও নৃত্যে রত হয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের গায়ে তড়িৎ শিখার দীপ্তি বিকাশের মতো সৌন্দর্য বিস্তার করছিলেন।। ৮ ।। কৃষ্ণের আনন্দবিধান তথা কৃষ্ণপ্রেমই যাঁদের জীবনসর্বস্ব সেই গোপীগণ নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র রাগ-রাগিনীর নিপুণ ও হৃদ্য প্রয়োগসহ মধুর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শ লাভে তাঁদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। তাঁদের সেই গীতরব নিখিল বিশ্বকে পরিপূর্ণ করেছিল (আজ পর্যন্ত সেই গীতধারা জগৎকে প্লাবিত করে বহমান আছে)।। ৯ ।। কোনো গোপী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গান করার সময় তাঁর আলাপের সঙ্গে নিজের স্বরালাপ না মিশ্রিত করেও এক অপূর্ব সুসমঞ্জস রাগরূপ রচনা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত ও প্রীত হয়ে 'সাধু' 'সাধু' বলে তাঁকে প্রশংসা করলেন। দ্বিতীয়া গোপী সেই রাগটিই ধ্রুবপদে রূপ দিয়ে গান করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করলেন।। ১০ ।। রাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত কোনো গোপীর হাতের বলয় এবং কবরীর মল্লিকা শিথিল হয়ে গেছিল। তিনি পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ নিজের বাহুদ্বারা দৃঢ়রূপে অবলম্বন করলেন।। ১১ ।। শ্রীকৃষ্ণ কোনো এক গোপীর স্কন্ধে নিজের একটি বাহু স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অঙ্গ স্বভাবতই পদ্মগন্ধযুক্ত, তদুপরি বাহুতে চন্দনের প্রলেপ ছিল। সেই সুগন্ধে সেই গোপীর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল, তিনি সেই বাহুতে চুম্বন করলেন।। ১২ ।।

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্[১] ।
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা অদাৎতাম্বূলচর্বিতম্॥ ১৩

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাজ্ঞং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্॥ ১৪

গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে॥ ১৫

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম-
বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ[২]।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্॥ ১৬

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ১৭

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ॥ ১৮

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দিতাঃ[৩] শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ॥ ১৯

নৃত্যকালে কোনো গোপীর দোলায়মান কর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে গণ্ডস্থল উদ্ভাসিত হচ্ছিল ; তিনি সেই গণ্ডদেশ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে সংলগ্ন করলে, ভগবান নিজের চর্বিত তাম্বূল তাঁর মুখে অর্পণ করলেন॥ ১৩ ॥ কোনো গোপী নৃত্যসহ গান করছিলেন, তাঁর নূপুর ও মেখলা রুনুঝুনু শব্দে বাজছিল। পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি পার্শ্বস্থ প্রিয়ের শীতল মঙ্গলময় করকমল নিজের বক্ষে ধারণ করলেন॥ ১৪ ॥

পরীক্ষিৎ ! গোপীগণ লক্ষ্মীদেবীর একান্তবল্লভ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের প্রিয়রূপে লাভ করে সংগীতরসে মগ্ন হয়ে তাঁর সঙ্গে বিহার করছিলেন, ভগবান নিজের বাহুদ্বারা তাঁদের কণ্ঠধারণ করেছিলেন। তাঁদের সৌভাগ্য স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর তুলনায়ও সম্ভবত অধিক ছিল॥ ১৫ ॥ রাসমণ্ডলে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন, তাঁদের কর্ণোৎপল দুলছিল, কপোলে ললাটে লগ্ন হয়েছিল তাঁদের চূর্ণ অলকরাশি, শ্রমজনিত স্বেদবিন্দুর দীপ্তিতে শোভিত হয়েছিল তাঁদের মুখমণ্ডল, সবেগ আন্দোলনে তাঁদের কেশে গ্রথিত ফুল খসে খসে পড়ছিল, নাচের তালে তালে বাজছিল তাঁদের হাতের বলয়, পায়ের নূপুর, সেই তালে তাল মিলিয়ে আকুল গুঞ্জনে রত ভ্রমরকুল যেন সেখানে গায়কের স্থান নিয়েছিল॥ ১৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! সরল বালক যেমন নির্বিকারভাবে নিজেরই প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, সেইরকমভাবেই রমাপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীকাদের কখনো বক্ষে ধারণ, কখনো হস্ত স্পর্শ, কখনো স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত, কখনো লীলাবিলাসসহ উচ্চহাস্য ইত্যাদি প্রকারে তাঁদের সঙ্গে আনন্দবিহার করছিলেন॥ ১৭ ॥ কুরুকুলপ্রদীপ ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শের সুখে গোপীদের ইন্দ্রিয়গুলি বিবশ হয়ে পড়েছিল। তাদের মালা এবং অন্যান্য আভরণ খসে পড়ছিল, তাঁরা নিজেদের কেশজাল, বস্ত্র, বক্ষের আবরণী—কোনো কিছুই যেন যথাযথভাবে ধারণ করতে পারছিলেন না॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণের এই অভূতপূর্ব রাসক্রীড়া দেখে আকাশে উপস্থিত দেবাঙ্গনাগণ প্রবল স্পৃহায় মোহিত হয়ে গেলেন, আকাশে চন্দ্রদেবও

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ ২০

তাসামতিবিহারেণ[১] শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥ ২১

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎ কররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ॥ ২২

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২৩

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ॥ ২৪

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্ দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥ ২৫

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ২৬

তারাগণসহ বিস্ময়াক্রান্ত হলেন॥ ১৯ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবান আত্মারাম হয়েও লীলাবশে, যত সংখ্যক গোপী সেখানে ছিলেন, নিজেও ততসংখ্যক রূপ ধারণ করে তাঁদের সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন॥ ২০ ॥ ভগবান করুণায় যখন দ্রবীভূত হন, তখন তিনি ভক্তদের সেবায়ও আত্মনিয়োগ করেন। স্নেহভাজন পরীক্ষিৎ ! তাই তিনি দীর্ঘকালীন নৃত্যাদি বিহারে পরিশ্রান্ত ব্রজরমণীগণের মুখমণ্ডল প্রেমভরে নিজের কল্যাণময় করকমলে মার্জনা করে দিলেন॥ ২১ ॥ তাঁর করকমল তথা নখস্পর্শে গোপীরা পরম আনন্দে মগ্ন হলেন। সমুজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এবং কেশদামের সৌন্দর্যে শোভান্বিত কপোলতলের অপরূপ কান্তিতে, এবং অমৃতময় সস্মিত দৃষ্টিপাতে তাঁরা নিজেদের কান্ত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে লাগলেন, সেইসঙ্গে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের পবিত্র কীর্তিসমূহ গান করতে লাগলেন॥ ২২ ॥ এরপর যেমন শ্রান্ত গজরাজ সেতু (বাঁধ) ভেঙে ফেলে হস্তিনীদের নিয়ে জলে প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরকম শ্রম দূর করার জন্য গোপীদের সঙ্গে জলে প্রবিষ্ট হলেন। গোপীদের অঙ্গসঙ্গে বিমর্দিত এবং তাঁদের বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুমে রঞ্জিত মালায় আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর পঙ্‌ক্তি তাঁর অনুসরণ করছিল, যেন গন্ধর্বপতিগণ তাঁর স্তুতি করতে করতে অনুগমন করছেন॥ ২৩ ॥ পরীক্ষিৎ ! যমুনাজলের মধ্যে গোপীগণ প্রেমপূর্ণ কটাক্ষে তাঁর দিকে তাকিয়ে সহাস্যে তাঁর ওপর চারদিক থেকে জল নিক্ষেপ করছিলেন। বিমানে স্থিত দেবতারা তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টিসহ তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। আত্মারাম ভগবান এইভাবে গজেন্দ্রের মতো যমুনায় জলবিহার করলেন॥ ২৪॥ এরপর তিনি ব্রজযুবতীবৃন্দ এবং ভ্রমরকুলে পরিবৃত হয়ে যমুনাতটবর্তী উপবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে চারিদিকে প্রস্ফুটিত জলজ এবং স্থলজ পুষ্পসমূহের গন্ধ বহন করে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। মদমত্ত গজরাজ যেমন হস্তিনীযূথে পরিবৃত হয়ে বিচরণ করে, তিনিও সেখানে সেইভাবে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ২৫ ॥ পরীক্ষিৎ ! সেই শরৎ-রাত্রি, যার মধ্যে অনেক রাত্রি পুঞ্জীভূত হয়ে রূপ নিয়েছিল, চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হয়ে অপূর্ব সৌন্দর্যে

[১]মিতি।

রাজোবাচ[১]

সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।। ২৭

স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্।। ২৮

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত।। ২৯

শ্রীশুক উবাচ

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।। ৩০

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্[২] মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।। ৩১

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ।। ৩২

মণ্ডিত হয়েছিল। কাব্যসমূহে শরৎঋতুর যত রসসম্পত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়, এই রাত্রিতে সে-সবই একত্রিত হয়ে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। সত্যসংকল্প আত্মক্রীড় ভগবান তাঁর অনুরক্ত গোপীগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই রজনী উপভোগ করলেন। এই চিন্ময়লীলায় ভগবান সর্বথা নিজ আনন্দঘন স্বরূপে অচঞ্চলরূপে অবস্থিত ছিলেন।। ২৬ ।।

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের অধীশ্বর। নিজ অংশ বলরামসহ তিনি ধর্মসংস্থাপন এবং অধর্মের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।। ২৭ ।। হে ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা ! তিনি ধর্মমর্যাদার রচয়িতা, প্রবক্তা এবং রক্ষাকর্তা হয়েও তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ, পরস্ত্রীস্পর্শ, কী করে করলেন ? ২৮ ।। ভগবান যদুপতি আপ্তকাম, কোনো বাহ্যবস্তুর কামনাই তাঁর ছিল না। তাহলে তিনি কী অভিপ্রায়ে এমন নিন্দনীয় কর্ম করলেন ? হে ব্রতনিষ্ঠ মুনিবর ! আমার এই সংশয় আপনি ছেদন করুন।। ২৯ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি ঈশ্বর (সমর্থ)-পুরুষগণকে কখনো কখনো ধর্মের উল্লঙ্ঘন এবং অনুচিত হঠকারিতা করতে দেখা যায়। তেজস্বী পুরুষদের পক্ষে এগুলি দোষাবহ নয়, যেমন অগ্নি সর্বভুক হলেও তার জন্য তাঁর কোনো কলঙ্ক হয় না।। ৩০ ।। যার সেই সামর্থ্য নেই, তার পক্ষে এই ধরনের কাজের কথা মনেও আনা উচিত নয়, বাস্তবে আচরণ তো দূরের কথা। মূঢ়তার বশে যদি কেউ এইরূপ আচরণ করে তো সে বিনষ্ট হয়। ভগবান রুদ্র (মহাদেব) হলাহল পান করেছিলেন। কিন্তু অন্য কেউ যদি তা করতে যায়, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হবে।। ৩১ ।। এইজন্য এই ধরনের সমর্থ পুরুষের বচন সত্য বলে জেনে, নিজের অধিকার বুঝে, তা জীবনে অনুসরণ করা উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের আচরণেরও অনুকরণ করা যেতে পারে। বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে তাই উচিত হবে, তাঁদের

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহংকারিণাং প্রভো॥ ৩৩

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্যঙ্‌মর্ত্যাদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৩৪

যৎ পাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াঽঽত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥ ৩৫

গোপীনাং তৎপতীনাং চ সর্বেষামেব[১] দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ ৩৬

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ৩৭

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৩৮

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ[২]॥ ৩৯

যে আচরণগুলি লোকশিক্ষার্থে প্রদত্ত উপদেশের অনুরূপ, সেগুলি জীবনে রূপায়িত করতে চেষ্টা করা॥ ৩২ ॥ পরীক্ষিৎ ! এই সামর্থ্যযুক্ত পুরুষেরা অহংকারহীন হয়ে থাকেন। শুভকর্ম আচরণের দ্বারা তাঁদের কোনো সাংসারিক স্বার্থ সাধিত হয় না, অশুভকর্মের দ্বারাও কোনো অনর্থ হয় না। তাঁরা এইসব স্বার্থ অনর্থের পরপারের॥ ৩৩ ॥ তাঁদের পক্ষেই যখন এই কথা প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রে যিনি পশু, পাখি, মানুষ, দেবতা প্রভৃতি নিখিল জীব-জগতের একমাত্র প্রভু (শাসক), তাঁর ক্ষেত্রে মানবীয় দৃষ্টির শুভ-অশুভ বা ভালো-মন্দের সম্বন্ধ কীভাবে করা যাবে ? ৩৪ ॥ যাঁর পদপঙ্কজ রেণুর সেবা করে ভক্তজন পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন, যোগপ্রভাবে যাঁকে লাভ করে যোগীরা সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান, বিচারশীল জ্ঞানিগণ যাঁর তত্ত্ব বিচার করে তৎ-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে যান এবং স্বচ্ছন্দে বিহার করেন ; স্বেচ্ছায় তথা ভক্তগণের ইচ্ছাপূরণের জন্য বিগ্রহধারণকারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মবন্ধন কল্পনা কী করে সম্ভব ? ৩৫ ॥ গোপীদের, তাঁদের পতিদের, সকল দেহধারীরই যিনি অন্তরে বিচরণ করেন, তাদের সর্ব কর্মের, তাদের বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ পরমপতি যিনি, তিনিই লীলাবশে এই (চিন্ময়) দেহধারণ করেছেন॥ ৩৬ ॥ জীবগণকে কৃপা করবার উদ্দেশ্যেই ভগবান মানুষদেহ আশ্রয় করে এইপ্রকার লীলা করে থাকেন, যা শুনে জীব ভগবৎপরায়ণ হতে পারে॥ ৩৭ ॥ ব্রজবাসী গোপগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সামান্যতম দোষদৃষ্টিও করেননি। তাঁর যোগমায়ায় মোহিত হয়ে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তাঁদের পত্নীরা তাঁদের পাশেই আছেন॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মার রাত্রির সমান সেই রাত্রি ক্রমে শেষ হয়ে গেল, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত উপস্থিত হল। গোপীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভগবানের আজ্ঞায় নিজেদের ভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা তো নিজেদের সকল চেষ্টায়, সকল সংকল্পে ভগবানের প্রিয় সাধন, তার প্রসন্নতা বিধানেই নিযুক্ত থাকতেন ! ৩৯ ॥

[১]যামপি। [২]বৎস্ত্রিয়ঃ।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ৪০

পরীক্ষিৎ ! ব্রজবধূগণের সঙ্গে ভগবানের এই চিন্ময় রাসবিলাস যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার শ্রবণ এবং বর্ণনা করেন, তিনি শ্রীভগবানের চরণে পরাভক্তি লাভ করেন এবং অতি শীঘ্রই হৃদয়ের রোগস্বরূপ কামকে দূরীকৃত করতে সমর্থ হন, চিরতরে কামনা-বাসনার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন॥ ৪০ ॥*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১]রাসক্রীড়াবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে রাসক্রিয়াবর্ণনা নামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

[১]রাসক্রীড়ায়াং ত্রয়স্ত্রি.।

*শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার এই পাঁচটি অধ্যায় এই মহাগ্রন্থের পঞ্চপ্রাণরূপে স্বীকৃত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ লীলা, নিজস্বরূপভূতা গোপিকাবৃন্দ এবং হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধিকার সঙ্গে ভগবানের দিব্যাতিদিব্য ক্রীড়া এই অধ্যায়গুলিতে বর্ণিত হয়েছে। 'রাস' শব্দটির মূল হল 'রস' এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন রস-স্বরূপ—**'রসো বৈ সঃ'**। যে দিব্যক্রীড়ায় একই রস অনেক রসের রূপ নিয়ে অনন্ত অনন্ত রসের সমাস্বাদন করেন ; এক রসই রসসমূহের রূপে প্রকট হয়ে নিজেই আস্বাদ্য-আস্বাদক, লীলা, ধাম এবং বিভিন্ন আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাগরূপে ক্রীড়া করেন, তারই নাম রাস। ভগবানের এই দিব্য-লীলা তাঁর দিব্যধামে দিব্যরূপে নিরন্তর হয়ে চলেছে। ভগবানের বিশেষ কৃপায় এই লীলা প্রেমিক সাধকদের কল্যাণের জন্য কখনো কখনো নিজ দিব্যধাম-সহ ভূমণ্ডলেও অবতীর্ণ হয়ে থাকে, যা দেখেশুনে এবং কীর্তন তথা স্মরণ-চিন্তন করে অধিকারী পুরুষ রসস্বরূপ ভগবানের এই পরম রসময়ী লীলার আনন্দের ভাগী হতে পারেন এবং নিজেও ভগবানের লীলায় সম্মিলিত হয়ে নিজেকে কৃতকৃত্য করতে পারেন। এই পঞ্চাধ্যায়ীতে বংশীধ্বনি, গোপীগণের অভিসার, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা, মিলন, শ্রীরাধাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, পুনরায় আত্মপ্রকাশ, গোপীদের প্রদত্ত বসনাসনে উপবেশন, গোপীদের কূট প্রশ্নের উত্তর, রাসনৃত্য, ক্রীড়া, জলকেলি এবং বনবিহারের বর্ণনা আছে—এগুলি মানুষী ভাষায় বিবৃত হলেও বস্তুত পরম দিব্য ঘটনা।

সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হতে থাকে। কখনো অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য ঘটে, কখনো বা বহির্দৃষ্টির। বর্তমান যুগই এমন, যখন ভগবানের দিব্যলীলার কথা দূরে যাক, স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অবিশ্বাস করা হচ্ছে। এই অবস্থায় এই দিব্যলীলার রহস্য না বুঝে সাধারণ মানুষ নানারকমের সংশয় প্রকাশ করবে—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এবং প্রধানত ভগবৎকৃপাতেই এই লীলা বোধগম্য হয়ে থাকে। যে সকল ভাগ্যবান এবং ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ এর অনুভব লাভ করেছেন, তাঁরাই ধন্য এবং তাঁদের চরণধূলির গৌরবে ত্রিভুবনও ধন্য। তাঁদেরই আস্বাদন, তাঁদেরই উক্তির আশ্রয় নিয়ে এখানে রাসলীলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম এই কথাটি বুঝে নিতে হবে যে, ভগবানের শরীর জীব-শরীরের মতো জড় বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে জড়ের সত্তা কেবল জীবের দৃষ্টিতেই, ভগবানের দৃষ্টিতে নয়। এটি দেহ এবং এ দেহী—এই প্রকারের ভেদভাব কেবল প্রকৃতির রাজ্যেই হয়ে থাকে। অপ্রাকৃত লোকে—যেখানকার প্রকৃতিও চিন্ময়ী, সব কিছুই চিন্ময় ; সেখানে অচিৎ-এর প্রতীতি কেবল চিদ্বিলাস অথবা ভগবানের লীলার সিদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে। এইজন্য স্থূলভাবে অথবা বলা যেতে পারে যে, জড়ের রাজ্যেই যে

মস্তিষ্কের অবস্থান সেটি যখন ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে নিজের পূর্বসংস্কার অনুসারে জড়রাজ্যের ধারণা, কল্পনা এবং ক্রিয়াসমূহের আরোপ সেই দিব্যরাজ্যের বিষয়েও করে থাকে এবং তার ফলে দিব্যলীলার রহস্য বুঝতে অসমর্থ হয়। এই রাস প্রকৃতপক্ষে পরম উজ্জ্বল রসের এক দিব্যপ্রকাশ। জড় জগতের কথা দূরে থাক, জ্ঞানরূপ অথবা বিজ্ঞানরূপ জগতেও এটি প্রকট হয় না। অধিক কী, সাক্ষাৎ চিন্ময় তত্ত্বেও এই পরম দিব্যউজ্জ্বল রসের লেশাভাসও দেখা যায় না। এই পরম রসের স্ফূর্তি কেবল পরমভাবময়ী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমস্বরূপা গোপীদের মধুর হৃদয়েই হয়ে থাকে। এই রাসলীলার যথার্থ স্বরূপ এবং পরম মাধুর্যের আস্বাদ তাঁরাই অনুভব করে থাকেন, অন্যেরা তা কল্পনাও করতে পারেন না।

ভগবানেরই মতন গোপীরাও পরমরসময়ী এবং সচ্চিদানন্দময়ী। সাধনার দৃষ্টিতেও তাঁরা কেবল জড় শরীরই ত্যাগ করেননি, পরন্তু সূক্ষ্ম শরীরে লভ্য স্বর্গ এবং কৈবল্যস্থিতির দ্বারা অনুভবযোগ্য মোক্ষ, এবং জড়তার দৃষ্টিকেই ত্যাগ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে কেবল চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই আছেন, তাঁদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিবিধানকারী প্রেমামৃত আছে। তাঁদের এই অলৌকিক স্থিতিতে স্থূলশরীর, তার স্মৃতি এবং তার অঙ্গ-সঙ্গের কল্পনাও কোনো ভাবেই করা যেতে পারে না। এইরকম কল্পনা কেবলমাত্র দেহাত্মবুদ্ধির নাগপাশে আবদ্ধ জীবেদের পক্ষেই করা সম্ভব। যাঁরা গোপীদের চিনেছেন (তাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন), তাঁরাই তাঁদের চরণধূলির স্পর্শ লাভ করে নিজেদের কৃতকৃত্য করতে চেয়েছেন। ব্রহ্মা, শংকর, উদ্ধব এবং অর্জুন গোপীদের উপাসনা করে ভগবানের চরণে সেইরকম প্রেমসম্পত্তির বর লাভ করেছেন অথবা তা পাওয়ার অভিলাষ করেছেন। সেই গোপীদের দিব্যভাবকে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের ভাবের অনুরূপ বলে ধারণা করা গোপীদের প্রতি, ভগবানের প্রতি এবং প্রকৃতপক্ষে সত্যের প্রতিই এক ভয়ংকর অন্যায়াচরণ এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ভগবানের দিব্যলীলা সম্পর্কে বিচার বা আলোচনা করার সময় সেগুলির অপ্রাকৃত দিব্যতা স্মরণে রাখা একান্ত আবশ্যক।

ভগবানের চিদানন্দঘন শরীর দিব্য ; তা অজন্মা, অবিনাশী এবং হানোপাদানরহিত। এই শরীর নিত্য, সনাতন এবং শুদ্ধ ভগবৎস্বরূপই। সেইরকমই গোপীরাও দিব্যজগতে ভগবানের স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গশক্তি। এই দুইয়ের সম্বন্ধও দিব্য। উচ্চতম ভাবরাজ্যের এই লীলা স্থূল শরীর তথা স্থূল মনের সীমার পরপারে। আবরণভঙ্গের পর অর্থাৎ বস্ত্রহরণ করে যখন ভগবান স্বীকৃতি দেন, তখনই এই রাজ্যে প্রবেশ ঘটে।

(দর্শনশাস্ত্র অনুসারে) স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিন দেহের সংযোগে প্রাকৃত শরীর নির্মিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কারণ-শরীর বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাকৃত দেহ থেকে জীবের মুক্তিলাভ ঘটে না। (মূলত অবিদ্যাই কারণরূপে স্বীকৃত হলেও) পূর্বকৃত কর্মসমূহের সংস্কারগুলিই নির্দিষ্ট একটি দেহের (জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসহ) নির্মাণে কারণ হয়ে থাকে। 'কারণ-শরীরে'র আধারেই জীবকে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়, এবং জীবের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা 'কারণে'র সর্বথা অভাব না হওয়া পর্যন্ত এই চক্র চলতেই থাকে। এই কর্মবন্ধন হেতুই পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহলাভ ঘটে থাকে যে দেহটি রক্ত-মাংস-অস্থি প্রভৃতির দ্বারা গঠিত এবং চর্মের দ্বারা আবৃতরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃতির রাজ্যের যাবতীয় শরীরই পুংবীজ এবং স্ত্রীবীজের সংযোগের ফলে গঠিত হয়, তা কামজনিত অসংযমের ফলেই উৎপন্ন হোক, অথবা ঊর্ধ্বরেতা মহাপুরুষের সংকল্পক্রমে বিন্দুর অধোগমনের ফলেই হোক, কিংবা দৈহিক মিলন ব্যতীতই নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, কর্ণ, নেত্র, মস্তক প্রভৃতি স্থানে স্পর্শের দ্বারা, অথবা বিনা স্পর্শে কেবলমাত্র দৃষ্টিপাতের দ্বারা, বা এমনকি দর্শন ছাড়াই কেবলমাত্র সংকল্পের দ্বারা উৎপন্ন হোক। এইসব দৈহিক মিলনসঞ্জাত অথবা তদ্‌ব্যতীতই উৎপন্ন (অথবা কখনো কখনো স্ত্রী কিংবা পুরুষ শরীর বিনাই সৃষ্ট) সমস্ত শরীরই স্ত্রীবীজ এবং পুংবীজের সংযোগে গঠিত হয়। এগুলি সবই প্রাকৃত শরীর। এইরকমই যোগিগণের দ্বারা নির্মিত 'নির্মাণকায়' যদিও অপেক্ষাকৃতভাবে শুদ্ধ, তথাপি তা-ও প্রাকৃত শরীরই। পিতৃগণ এবং দেবতাদের দিব্য বলে কথিত শরীরও প্রাকৃত-ই। অপ্রাকৃত দেহ এই সব থেকেই আলাদা, মহাপ্রলয়েও তা বিনষ্ট হয় না। আর ভগবানের দেহ তো সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই। দেব-শরীর সাধারণত রক্ত-মাংস-অস্থি-মেদাদিযুক্ত হয় না। অপ্রাকৃত শরীরও তা হয় না। সেক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎস্বরূপ শরীর রক্তমাংসাদিময় হবে কী করে ? তা প্রকৃতপক্ষে সর্বথা চিদানন্দময়। তার মধ্যে দেহ-দেহী, গুণ-গুণী, রূপ-রূপী, নাম-নামী এবং লীলা তথা লীলাপুরুষোত্তমের ভেদ নেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গই পূর্ণ

শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সব ইন্দ্রিয়ই সর্ব-কর্ম-সক্ষম। তার কর্ণ দর্শন করতে পারে, চোখ শুনতে পারে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শ করতে পারে, রসনা আঘ্রাণ নিতে পারে, ত্বক আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। তিনি হাতের দ্বারা দেখতে পারেন, চোখের দ্বারা চলতে পারেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ তথা সব-কিছুই পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ হওয়ায় তিনি সর্বথা পূর্ণতম। এইজন্য তাঁর রূপমাধুরী নিত্যবর্ধনশীল, নিত্যনবীন সৌন্দর্যময়ী। তাতে এমনই আশ্চর্য চমৎকৃতি যে তিনি নিজেই নিজের রূপে আকৃষ্ট বোধ করেন, তাঁরই মনোহরণ করে তাঁর 'স্বরূপ'। কাজেই তাঁর সৌন্দর্য-মাধুর্যে গো-হরিণাদি পশু অথবা বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিদ পুলকিত হয়ে ওঠে, এতে বিচিত্র কিছুই নেই। ভগবানের স্বরূপভূত এই শরীরের দ্বারা প্রাকৃত নিকৃষ্ট স্তরের দৈহিক মিলন সম্ভবই নয়। মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে, তার থেকে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদি ক্রমে শেষপর্যন্ত শুক্রধাতু উৎপন্ন হয়, এই শুক্রের আধারেই শরীরের স্থিতি এবং দৈহিক মিলনে এই ধাতু ক্ষরিত হয়ে থাকে। ভগবানের শরীর কর্মফল ভোগের জন্য সৃষ্ট শরীর নয়, স্ত্রী-পুংবীজ মিলসঞ্জাত নয়, দৈব শরীরও নয়। এসবেরই পরপারে তা বিশুদ্ধ ভগবৎস্বরূপমাত্র। তার মধ্যে রক্তমাংসাদি নেই, সুতরাং নেই শুক্রধাতুও। এইজন্য প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক শরীরযুক্ত স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনের অনুরূপ ক্রিয়া ভগবৎ-শরীরের পক্ষে কল্পনাও করা চলে না। এইজন্যই ভগবানকে উপনিষদে **'অখণ্ড ব্রহ্মচারী'** বলা হয়েছে, এবং ভাগবতে তাঁর সম্পর্কে **'অবরুদ্ধসৌরত'** ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। তবুও যদি কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, তাঁর ষোলো হাজার একশো আট মহিষীর এত-সংখ্যক পুত্র কীভাবে জন্ম নিল, তো তার সহজ উত্তর এই যে, সে-সবই ভাগবতী সৃষ্টি, ভগবানের সংকল্পমাত্রে জাত। ভগবানের শরীরে যে রক্তমাংসাদি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, তা যোগমায়ার অঘটনঘটন পটুতার এক নিদর্শনমাত্র, এক অদ্ভুত চমৎকৃতি ! এই বিচার থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন তা সম্পূর্ণরূপেই দিব্য ভগবৎরাজ্যের লীলা, লৌকিক কামক্রীড়া নয়।

* * * *

এই গোপীদের সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। ভগবান আগামী রাত্রিসমূহে তাদের সঙ্গে বিহারের প্রেম সংকল্প করেছেন। এরই সঙ্গে যে গোপীরা নিত্যসিদ্ধা, লৌকিক দৃষ্টিতে যাঁরা বিবাহিতাও ছিলেন, তাঁদেরও সেই রাত্রিগুলিতে দিব্যলীলায় সম্মিলিত করতে হবে। সেই আগামী রাত্রিগুলি কেমন হবে, তা ভগবানের দৃষ্টির সামনে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে। তিনি শারদীয়া রাত্রিগুলিকে দেখেছিলেন। 'ভগবান দেখেছিলেন'—এই বাক্যের অর্থটি সাধারণ নয়, এতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভে **'স ঐক্ষত, একোঽহং বহুস্যাম্'**—ভগবানের এই **'ঈক্ষণ'** থেকেই জগতের উৎপত্তি হয়, সেই রকমই রাসের প্রারম্ভেও ভগবানের প্রেমবীক্ষণের ফলে শরৎকালের দিব্য রাত্রিসমূহের সৃষ্টি হয়। মল্লিকাদিকুসুম, জ্যোৎস্না প্রভৃতি সমস্ত উদ্দীপনসামগ্রীও ভগবানের দ্বারা **'বীক্ষিত'** হয়েছে, অর্থাৎ এগুলিও লৌকিক নয়, অলৌকিক, অপ্রাকৃত। গোপীরা নিজেদের মন শ্রীকৃষ্ণের মনে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁদের নিজেদের কাছে 'মন' বলে কিছু ছিল না। এখন প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণ বিহারকে সম্পূর্ণাঙ্গ করার জন্য নতুন মন, দিব্যমন সৃষ্টি করলেন। এই হলেন যোগমায়া, যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগশক্তি, রাসলীলার জন্য দিব্যস্থল, দিব্যসামগ্রী এবং দিব্যমন ইনিই নির্মাণ করেন। এতদূর পর্যন্ত, এই সমস্ত প্রস্তুত হলে, তবে ভগবানের বাঁশি বাজে।

ভগবানের বাঁশরি জড়কে চেতন, চেতনকে জড়, সচলকে অচল, অচলকে সচল, বিক্ষিপ্তকে সমাধিস্থ এবং সমাধিস্থকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। ভগবানের প্রেম লাভ করে গোপীরা নিঃসংকল্প, নিশ্চিন্ত হয়ে গৃহকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ গুরুজনদের সেবাশুশ্রূষা (অর্থাৎ) ধর্মের সাধনে রত হয়েছিলেন, কেউ কেউ গোদোহন প্রভৃতি অর্থের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, অপর কেউ কেউ সাজসজ্জা প্রভৃতি কামের সাধনে ব্যস্ত ছিলেন, আবার অন্যেরা পূজাপাঠ আদি মোক্ষের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সেই কর্ম থেকে কোনো কিছুই (ফলরূপে) চাইছিলেন না। এই ছিল তাঁদের বিশিষ্টতা এবং এবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল বংশীধ্বনি শোনামাত্র সেই কর্মের সম্পূর্ণতার প্রতি তাঁদের আগ্রহ রইল না, কাজ শেষ করে তবে যাব, এমন চিন্তাই তাঁদের মাথায় এল না। তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন সেই সাধক সন্ন্যাসীর মতো, যাঁর হৃদয় বৈরাগ্যের প্রদীপ্ত জ্বালায় পরিপূর্ণ। কেউ-ই কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না,

পরামর্শ করলেন না কারো সঙ্গে ; চকিত-ত্বরিত গতিতে, যে যেমন ছিলেন সেই অবস্থায়ই শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। বৈরাগ্যের পূর্ণতা এবং প্রেমের পূর্ণতা, একই কথা, ভিন্ন কিছু নয়। গোপীগণ ব্রজ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মূর্তিমান বৈরাগ্যস্বরূপ অথবা মূর্তিমান প্রেম, এর নির্ণয় কারো পক্ষেই করা সম্ভব কি ?

সাধনার দুটি ভেদ—(১) মর্যাদাপূর্ণ বৈধ সাধনা (অর্থাৎ সামাজিক রীতি-নীতি তথা লৌকিক ধর্মের সীমার মধ্যে থেকে সাধনা) এবং (২) মর্যাদারহিত অবৈধ প্রেমসাধনা। দুটিরই নিজস্ব এবং পরস্পর বিলক্ষণ নিয়ম আছে। বৈধ সাধনায় নিয়মের বন্ধন, সনাতন পদ্ধতি, কর্তব্যসমূহ এবং বিবিধ পালনীয় ধর্মের অনাচরণ যেমন সাধনার থেকে বিচ্যুতিকারক এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর, ঠিক তেমনই অবৈধ প্রেমসাধনার পক্ষে এগুলির পালন কলঙ্কস্বরূপ হয়ে থাকে। এমন নয় যে, আত্মোন্নতির এই সব উপায়গুলি অবৈধ প্রেমসাধনার সাধক জেনে-বুঝেই ছেড়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে সেই স্তরটিই এমন যেখানে এগুলির প্রয়োজন নেই। সেখানে এগুলি আপনা থেকেই খসে যায়, যেমন নদীর পারে পৌঁছে গেলে নৌকার আরোহী স্বতই নেমে যায় (অর্থাৎ নৌকাটি পারার্থী যাত্রীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়)। মাটির ওপর দিয়ে নৌকা করে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আর যদি কেউ তা করার চেষ্টা করে তাকে বুদ্ধিমান বা সুস্থমস্তিষ্ক বলেও মনে করা হয় না। এইসব (বৈধ সাধনা পদ্ধতিসম্মত) উপায়গুলি ততকাল পর্যন্তই থাকে, যতদিন না সমস্ত বৃত্তিই সহজে স্বেচ্ছায় সদা-সর্বদা একমাত্র ভগবানের দিকেই ধাবিত হয়। এইজন্যই ভগবান গীতার একস্থানে অর্জুনকে বলেছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত। কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

(৩।২২-২৫)

'অর্জুন ! যদিও ত্রিভুবনে আমার করণীয় কিছুই নেই এবং আমার না-পাওয়া কোনো বস্তুও নেই, যা আমায় পেতে হবে ; তা সত্ত্বেও আমি কর্মই করে চলেছি। যদি আমি নিরলসভাবে কর্ম না করে চলি, তাহলে হে অর্জুন, আমার দেখাদেখি সমস্ত লোকই কর্ম করা ছেড়ে দেবে, আর এইভাবে আমার কর্ম না করার ফল হিসাবে এই সমস্ত লোকই উৎসন্ন (ধ্বংস) হয়ে যাবে এবং আমিই (পরোক্ষভাবে) এদের মধ্যে বর্ণসংকর সৃষ্টির কারণ তথা সমস্ত প্রজাপুঞ্জের ধ্বংসকর্তা হয়ে দাঁড়াব। এইজন্য আমার এই আদর্শের অনুসরণে অনাসক্ত জ্ঞানীপুরুষও লোকসংগ্রহের জন্য সেইভাবেই কর্মের আচরণ করবেন, যেভাবে কর্মে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিরা করে থাকে।'

ভগবানের উক্তি এখানে লোকসংগ্রহকারী (লোকশিক্ষাদাতা)-র ভূমিকায়, লোকনায়ক হিসাবে তিনি এখানে সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এইজন্যই তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে লোককে কর্মে প্রবৃত্ত করতে চাইছেন। এই ভগবানই আবার সেই গীতার মধ্যেই যেখানে অন্তরঙ্গ স্তরের কথা বলছেন, সেখানে স্পষ্টই বলছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। (১৮।৬৬)

—'সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে তুমি কেবল আমার শরণ নাও।'

—এই কথা সকলের জন্য নয়। এইজন্যই ভগবান ১৮।৬৪ শ্লোকে একে সব চাইতে গোপনীয় কথা (সর্বগুহ্যতম) বলে উল্লেখ করে এর পরের শ্লোকেই বলছেন—

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ (১৮।৬৭)

—'সখা অর্জুন ! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় তপস্বী নয়, আমার ভক্ত নয়, শুনতে ইচ্ছুক নয় এবং আমার দোষ আবিষ্কারে আগ্রহী, এই সর্বগুহ্যতম কথাটি তুমি তাকে কখনোই বলবে না।'

সাধনার এই উচ্চস্তরের পরম আদর্শ হলেন ব্রজদেবীগণ। তাঁরা তাই দেহ-গেহ, পতি-পুত্র, লোক-পরলোক, কর্তব্য-ধর্ম —সব কিছু ছেড়ে, সব উল্লঙ্ঘন করে, একমাত্র পরমধর্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়ার জন্য অভিসার করেছিলেন। এই পতি-পুত্র ত্যাগ, এই সর্বধর্ম ত্যাগই তাঁদের স্তরের অনুরূপ স্বধর্ম।

এই সর্বধর্ম ত্যাগরূপ স্বধর্মপালন গোপীদের মতো উচ্চস্তরের সাধক-সাধিকার পক্ষেই সম্ভব। কারণ সব ধর্মকে এইভাবে ত্যাগ তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা এগুলি (সর্বধর্ম) যথাবিধি সম্পূর্ণরূপে পালন সাঙ্গ করার পর তার পরম ফল, অনন্য অচিন্ত্য দেবদুর্লভ ভগবৎপ্রেম লাভ করেছেন ; তাঁরাও অবশ্য জেনে-বুঝে এই ত্যাগ করেন না। সূর্য স্বমহিমায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হলে তৈলপ্রদীপের মতো স্বতই এই ধর্মগুলি তাঁদের ছেড়ে যায়। এই ত্যাগ তিরস্কারমূলক নয়, বরং তৃপ্তিমূলক। ভগবৎপ্রেমের উচ্চস্থিতির এটিই স্বরূপ। দেবর্ষি নারদের একটি সূত্র আছে—

'বেদানপি সংন্যস্যতি, কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে।'

—'যিনি বেদসমূহকেও (বেদমূলক সমস্ত ধর্মমর্যাদাকে) সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন, তিনি অখণ্ড, অসীম ভগবৎপ্রেম লাভ করেন।'

যাকে ভগবান নিজে তাঁর বাঁশির সুরে মুগ্ধ করে, নাম ধরে ডাক দেন, সে আর কবে, কেমন করে, কোন্ ধর্মের মুখ চেয়ে বসে থাকতে, কোন্ বাধায় আটকে থাকতে পারে ?

বাধা দেবার যারা, তারা অবশ্য বাধা দিয়েছিল, কিন্তু হিমালয় থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের অভিমুখে দুর্দম গতিতে ধাবমান ব্রহ্মপুত্রের প্রবল-প্রখর স্রোতকে কেউ কি রুখতে পারে ? তাঁরা আটক থাকেননি, তাঁদের আটকে রাখা যায়নি। যাঁদের চিত্তে কিছু প্রাক্তন সংস্কার অবশিষ্ট ছিল, তাঁরা নিজেদের অনধিকারের কারণে সশরীরে যেতে পারেননি। তাঁদের শরীর ঘরে পড়ে ছিল, ভগবানের বিয়োগ-দুঃখে তাঁদের সমস্ত কলুষ ধৌত হয়ে গেছিল, ধ্যানলব্ধ ভগবৎসম্মিলনে তাঁদের সমস্ত সৌভাগ্যের পরমফলও লাভ হয়ে গেছিল এবং ভগবানের সন্নিধানে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন যে গোপিকারা, তাঁদের পূর্বেই তাঁরা ভগবৎ-সমীপে পৌঁছে গেছিলেন। ভগবানের মধ্যেই মিলিত হয়ে গেছিলেন। শাস্ত্রসমূহের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, পাপ-পুণ্যের কারণেই বন্ধন হয়ে থাকে এবং শুভাশুভ ফল ভোগ করতে হয়। শুভাশুভ কর্মফল ভোগের দ্বারা যখন পাপ-পুণ্য দুই-ই ক্ষয় হয়ে যায় তখন জীবের মুক্তিলাভ ঘটে। যদিও গোপীরা পাপ-পুণ্যরহিত শ্রীভগবানের প্রেম-প্রতিমাস্বরূপা ছিলেন, তথাপি লীলার জন্য এইরকম দেখানো হয়েছে যে, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে না পারার জন্য, তাঁর বিরহানলে তাঁদের এমন মহাসন্তাপ, চরম দুঃখ হল যে, তার দ্বারাই তাঁদের সমস্ত অশুভ ফল ভোগ হয়ে গেল, তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গেল। অপর দিকে প্রিয়তম ভগবানের ধ্যানে, তাঁর ভাবসম্মিলনে তাঁদের এত আনন্দ হল যে, তাঁর দ্বারা তাঁদের সমস্ত পুণ্যের ফলও পাওয়া হয়ে গেল। এইভাবে পাপ-পুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব (ক্ষয়) হওয়ার ফলে তাঁদের মুক্তি ঘটল। যে কোনো ভাব অবলম্বন করে, তা কাম হোক, ক্রোধ হোক, লোভ হোক— যে ভগবানের মঙ্গলময় শ্রীবিগ্রহের চিন্তা করে, তার ভাবের অপেক্ষা না করে বস্তুশক্তিতেই তার কল্যাণ লাভ হয়। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের এটিই বৈশিষ্ট্য। ভাবের বলে যে কোনো প্রস্তরমূর্তিই পরম কল্যাণ দান করতে পারে, কিন্তু ভাব-নিরপেক্ষরূপে কল্যাণসাধন ভগবদ্‌বিগ্রহের সহজ দান।

অদ্ভুত লীলাবৈচিত্র্য শ্রীভগবানের ! যে তিনি অখিল বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতিরও বন্দনীয়, নিখিল জীবের প্রত্যগাত্মা, সেই তিনিই আবার গোপীদের ইঙ্গিতে নৃত্যপরায়ণ নটকিশোর। তাঁর-ই ইচ্ছায়, তাঁর-ই প্রেমাহ্বানে, তাঁর-ই বংশীরবের দৌত্যের প্রণোদনায় গোপীরা তাঁর কাছে এসেছেন ; কিন্তু তিনি এমন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করলেন, এমন সুচতুর বহুরূপীর মতো সাজ-বদল করলেন, যেন গোপীদের এই আগমনের ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা নেই, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নিপাট ভালোমানুষটি ! তিনি আসলে চাইছিলেন, গোপীদের স্বমুখে তাঁদের হৃদয়ের কথা, তাঁর প্রতি ভালোবাসার কথা শুনতে। হয়তো চাইছিলেন, বিপ্রলম্ভের দ্বারা তাঁদের মিলনাকাঙ্ক্ষার পরিপুষ্টি ঘটাতে। এমন কথাও বিশেষ করেই মনে হয় যে, লোকে যাতে এই ব্যাপারটিকে (শ্রীকৃষ্ণ-গোপীজনসংবাদ) প্রাকৃত স্তরের কথা বা ঘটনা বলে ধারণা না করে, সেজন্য তিনি সাধারণ লোকেদের জন্য উপদেশ এবং গোপীদের অধিকারও সকলের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন—'গোপীগণ ! ব্রজে কোনো বিপদ-আপদ ঘটেনি তো, রাত্রিকালে এখানে আসার কারণ কী ? তোমাদের বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই তোমাদের খোঁজাখুজি করছে, এখন এখানে থাকা উচিত নয়। বনের শোভা দেখা হয়েছে, এবার শিশু-সন্তান এবং গো-বৎসদের দিকেও একটু নজর দাও। আত্মীয়-গুরুজনদের সেবা, যা কিনা ধর্মের পক্ষে অনুকূল, মোক্ষেরও অবারিত দ্বারস্বরূপ, তা ছেড়ে বনের মধ্যে ইতস্তত দলে দলে ঘুরে বেড়ানো স্ত্রীলোকদের পক্ষে শোভন নয়। স্বামী যেমনই হোন না কেন,

তার সেবাও স্ত্রীগণের অবশ্যকর্তব্য। এটিই চিরাচরিত ধর্ম। তোমাদের উচিত তা অনুসরণ করা। আমি জানি যে তোমরা সকলে আমার প্রতি অনুরাগবর্তী। কিন্তু প্রেমে শারীরিক নৈকট্য অপরিহার্য নয়। শারীরিক সান্নিধ্য অপেক্ষা শ্রবণ, স্মরণ, দর্শন এবং ধ্যানে প্রেম বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাও, তোমরা সনাতন সদাচার পালন করো। মনকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে দিও না।'

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ গোপীদের জন্য নয়, সাধারণ নারীজাতির জন্য। গোপীদের অধিকার ছিল বিশেষস্তরের এবং তা স্পষ্ট করার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের কথা বলেছিলেন। এই কথা শোনার পর গোপীদের কী দশা হয়েছিল এবং তাঁরা উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে কী প্রার্থনা করেছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা মানুষরূপে দেখতেন না, তাঁর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বরূপটি তাঁদের জ্ঞানের অগোচর তো ছিলই না, বরং সে সম্পর্কে তাঁদের নিঃসংশয় বোধ ছিল এবং সেইকথা জেনেই তাঁরা তাঁকে ভালোবাসতেন—এই সত্যটির কী অপূর্ব পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন—এই সব বিষয় মূলগ্রন্থ পাঠে আস্বাদনীয়। বস্তুত যাঁদের হৃদয়ে ভগবানের পরমতত্ত্ব সম্পর্কে এমন সম্যকজ্ঞান এবং ভগবানের প্রতি এমন অনুপম অনন্য অনুরাগ আছে এবং যাঁদের বাণীতে সত্যের সঙ্গে এমন সুগভীর হৃদয়াবেগের প্রকাশ আছে, তাঁরাই বিশেষ অধিকারবান।

গোপীদের প্রার্থনা থেকে একথাও স্পষ্ট যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্যামী, যোগেশ্বরেশ্বর পরমাত্মারূপে জানতেন এবং যেমন অন্যান্য লোকে গুরু, সখা বা মাতা-পিতারূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করে, সেইরকমই তাঁরা পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতেন, উপাসনার যে রীতি বা পথকে শাস্ত্রে মধুর ভাব বা উজ্জ্বল পরম রস নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভগবৎ-প্রেমসাধনার পৃথক পৃথক 'ভাব'গুলির মধ্যে অন্য সব ভাবই যখন পূর্ণতা বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সাধকেরা প্রভু-সখাদিরূপে ভগবানকে লাভ করেন, তখন গোপীরাই কী এমন অপরাধ করেছেন যে তাঁদের এই উচ্চতমভাব—যার মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য অন্তর্ভূত হয়ে আছে ও যেটি সব চাইতে উন্নত এবং সবগুলির অন্তিম রূপ—তা পূর্ণ হবে না ? ভগবান তাঁদের ভাব পূর্ণ করলেন এবং নিজেকে অসংখ্যরূপে প্রকট করে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করলেন। তাঁর এই ক্রীড়ার স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে—**'রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ'**। যেমন ক্ষুদ্র শিশু আয়না অথবা জলে প্রতিবিম্বিত নিজের ছায়ার সঙ্গে খেলা করে, সেইরকমভাবেই ভগবান রমেশ এবং ব্রজসুন্দরীগণ আনন্দবিহার করলেন। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন সর্বান্তর্যামী প্রেমরসস্বরূপ, লীলারসময় পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ-হ্লাদিনী শক্তিরূপা আনন্দচিন্ময় রসপ্রতিভাবিতা নিজেরই প্রতিমূর্তি থেকে উৎপন্ন নিজ প্রতিবিম্বস্বরূপা গোপীগণের সঙ্গে আত্মক্রীড়া করলেন। পূর্ণব্রহ্মসনাতন রসস্বরূপ রসরাজ রসিক শেখর রসপরব্রহ্ম অখিলরসামৃত বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই চিদানন্দরসময় দিব্য ক্রীড়ার নামই রাস। এরমধ্যে কোনো জড় শরীর ছিল না, প্রাকৃত অঙ্গ-সঙ্গও ছিল না। আর এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাকৃত এবং স্থূল কল্পনাজালও ছিল না। এ ছিল চিদানন্দময় ভগবানের দিব্য বিহার, দিব্য লীলাধামেই যা নিরন্তর বহুধা বিস্তীর্ণ হয়ে চলে, তবু কখনো কখনো (মর্ত্যভূমিতেও) প্রকটিত হয়ে থাকে।

বিয়োগই সংযোগের পোষক, মান এবং মদ-ই ভগবানের লীলায় বাধক। ভগবানের দিব্য লীলায় মান এবং মদ, তারাও দিব্যই। লীলায় রসপুষ্টির জন্যই তাদের অন্তর্ভাব। ভগবানের ইচ্ছাতেই গোপীদের মধ্যে লীলানুরূপ মান এবং মদের সঞ্চার হল এবং ভগবান অন্তর্ধান করলেন। যাদের হৃদয়ে লেশমাত্র মদ অবশিষ্ট আছে, নামমাত্রও মানের সংস্কার রয়ে গেছে, তারা ভগবানের সম্মুখে থাকার অধিকারী নয়। অথবা তারা ভগবানের সন্নিকটে থাকা সত্ত্বেও দর্শন পায় না। কিন্তু গোপিকারা গোপিকা-ই, জগৎ-সংসারের অন্য কোনো প্রাণীর সঙ্গে তাঁদের তিলমাত্র তুলনা চলে না। ভগবানের বিচ্ছেদে তাঁদের কী দশা হয়েছিল, রাসলীলার পাঠকমাত্রেই তা জানেন। গোপীদের তনু-মন-প্রাণ, যা কিছু ছিল সব শ্রীকৃষ্ণে একতান হয়ে গেছিল। তাঁদের প্রেমোন্মাদের সেই গীত, যা তাঁদের প্রাণেরই প্রত্যক্ষ প্রতীক, আজ পর্যন্ত ভাবুক ভক্তদের ভাবে মগ্ন করে ভগবানের লীলালোকে পৌঁছে দেয়। হৃদয়হীন হয়ে নয়, একবার সরস হৃদয়ে পাঠ করামাত্রই এই গীত গোপীদের মাহাত্ম্যের অনুভবে হৃদয় পূর্ণ করে দেয়। গোপীদের সেই **'মহাভাব'**—সেই **'অলৌকিক প্রেমোন্মাদ'** দেখে শ্রীকৃষ্ণও অন্তর্হিত হয়ে থাকতে পারেননি, তাঁদের সামনে **'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'**রূপে প্রকাশিত হয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—'ব্রজদেবীগণ, আমি তোমাদের প্রেমে চিরঋণী রয়ে গেলাম। যদি আমি অনন্তকাল তোমাদের সেবা করে চলি, তাহলেও তোমাদের ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারব না। তোমাদের চিত্তে দুঃখ দেওয়ার অভিপ্রায়ে আমি অন্তর্হিত হইনি, পরন্তু তোমাদের প্রেমকে আরও উজ্জ্বল, আরও সমৃদ্ধ করাই

ছিল এই অন্তর্ধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য'। এরপর রাসক্রীড়া আরম্ভ হয়েছিল।

যাঁরা অধ্যাত্মশাস্ত্রের স্বাধ্যায় (নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন তথা অনুশীলন) করেছেন, তাঁরা জানেন যে যোগসিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধারণ যোগীও কায়ব্যূহের সাহায্যে একইসঙ্গে অনেক শরীর নির্মাণ করতে পারেন এবং অনেক স্থানে উপস্থিত থেকে পৃথক পৃথক কার্যও করতে পারেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ একই সময়ে অনেকস্থানে উপস্থিত হয়ে অনেক যজ্ঞে যুগপৎ আহুতি গ্রহণ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সমস্ত যোগী এবং যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর সর্বসমর্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি একই সঙ্গে অনেক গোপীর সঙ্গে ক্রীড়া করে থাকেন, তাহলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার বিশেষ কী আছে ? যারা ভগবানকে ভগবান বলে স্বীকার করে না, তারা নানাপ্রকার আশঙ্কা-কুশঙ্কা প্রকাশ করে থাকে। ভগবানের নিজ লীলায় এইসব তর্কের কোনো অবকাশ-ই নেই।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া ছিলেন অথবা পরকীয়া—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের বিস্মরণ ঘটিয়েই কেবলমাত্র এইরকম প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ তো জীব নন যে, জগতের বস্তুসমূহে তাঁর ভাগীদার অন্য কোনো জীব থাকবে ! যা কিছু ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতে হবে—সবেরই একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণ। নিজেদের প্রার্থনায় গোপীগণ এবং পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী এই কথাই বলেছেন যে, গোপীবৃন্দ, তাঁদের পতি-পুত্র, আত্মীয়স্বজন এবং জগতের সকল প্রাণীর হৃদয়ে আত্মারূপে, পরমাত্মারূপে যে প্রভু বিরাজমান রয়েছেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। কেউ শ্রীকৃষ্ণকে ভ্রমবশত বা অজ্ঞানহেতু পরকীয় বলে মনে করতেই পারে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কারোরই পরকীয় নন, সকলেরই আপন তিনি, সবকিছুই তাঁর। শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে, যা প্রকৃতপক্ষে যথার্থ বাস্তবিক দৃষ্টি—কেউ পরকীয়াই নেই ; সবই স্বকীয়, সবই কেবল নিজের লীলাবিলাস, সকলেই স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গশক্তি। গোপীরা এ সত্য জানতেন এবং স্থানে স্থানেই তাঁরা একথা বলেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'জারভাব' এবং 'ঔপপত্যে'র কোনো লৌকিক অর্থের অবকাশই থাকে না। যেখানে কাম নেই, অঙ্গ-সঙ্গ নেই, সেখানে 'ঔপপত্য' এবং 'জারভাবে'র কল্পনা-প্রসঙ্গই বা আসে কী করে ? গোপীরা পরকীয়া ছিলেন না, স্বকীয়াই ছিলেন ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে পরকীয়া-ভাব ছিল। পরকীয়া এবং পরকীয়া-ভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। পরকীয়াভাবে তিনটি মহত্ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, প্রিয়তমের নিরন্তর চিন্তা, মিলনের জন্য উৎকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এবং দোষদৃষ্টির সর্বথা অভাব। স্বকীয়া-ভাবে সর্বদা একসঙ্গে থাকার ফলে এই তিনটি বিষয়ই গৌণ হয়ে যায় কিন্তু পরকীয়াভাবে এই তিনটিই সর্বদা বর্তমান থাকে। কিছু গোপী জারভাবের দৃষ্টি অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকে চাইতেন, এর অর্থ কেবল এই যে, তাঁরা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সকল আচরণই প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতেন। এছাড়াও পরকীয়াভাবের চতুর্থ একটি মহত্ত্বদ্যোতক দিক আছে। স্বকীয়া নিজপতির কাছ থেকে গৃহের, নিজের এবং পুত্রকন্যাদের পালনপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ কামনা করে। এগুলি পতির কর্তব্য বলে সে মনে করে কারণ এসবই তার পতির আশ্রিত এবং পতির দিক থেকে এই কর্তব্য পালনের আশা সে পোষণ করে। যতই পতিপরায়ণা হোক, স্বকীয়ার মধ্যে এই সকামভাব গুপ্তভাবে হলেও থাকেই। কিন্তু পরকীয়া নিজ প্রিয়তমের কাছ থেকে কিছুই চায় না, কোনো আশাও রাখে না, সে কেবল নিজেকে উৎসর্গ করে তাকে সুখী করতে চায়। ব্রজদেবীগণের মধ্যে এই ভাবের চরম বিকাশ লক্ষ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থে নিরন্তর চিন্তার উদাহরণরূপে পরকীয়াভাবের বর্ণনা পাওয়া যায়।

গোপীদের মধ্যে এই ভাবের বহু দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে ছড়িয়ে আছে। তাঁদের এই ভাব সম্যকভাবে না বোঝার কারণেই তাঁদের ওপর পরকীয়ত্ব আরোপ করা হয়েছে। যার জীবনে সাধারণ ধর্মের অতি সামান্য প্রকাশও দেখা যায়, তার জীবনই পরম পবিত্র এবং অপরের কাছে আদর্শ-স্বরূপ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে এই গোপিকাগণ, যাঁদের জীবন সাধনার চরম সীমায় পৌঁছে গেছিল, অথবা যাঁরা ছিলেন নিত্যসিদ্ধা এবং ভগবানের স্বরূপভূতা, অথবা যাঁরা বহু কল্প ব্যাপী সাধনার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন—কী করে সদাচারের উলঙ্ঘন করতে পারেন ? আবার, সমস্ত ধর্ম-মর্যাদার সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণের ওপরেই বা ধর্ম-উলঙ্ঘনের কলঙ্ক আরোপ করা যায় কী করে ? শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের সম্বন্ধে এই ধরনের অসৎ কল্পনা তাঁদের দিব্যস্বরূপ এবং দিব্যলীলার বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

শ্রীমদ্ভাগবত-এর দশম স্কন্ধ এবং রাসপঞ্চাধ্যায়ীর ওপরে বহুসংখ্যক ভাষ্য এবং টীকা রচিত হয়েছে—যেগুলির লেখকদের মধ্যে রয়েছেন জগদ্গুরু শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি আচার্যবৃন্দ। তাঁরা অতি বিস্তৃতরূপে

রাসলীলার মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ একে কামের ওপর বিজয় বলে অভিহিত করেছেন, কেউবা ভগবানের দিব্য-বিহার বলেছেন, আবার অপর কেউ এর আধ্যাত্মিক অর্থ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মা, শ্রীরাধা আত্মাকারা বৃত্তি এবং গোপীগণ অবশিষ্ট আত্মাভিমুখী বৃত্তিসমূহ। ধারাপ্রবাহরূপে তাঁর নিরন্তর আত্মরমণই রাস। যে কোনো দৃষ্টিতেই দেখা যাক, রাসলীলার মহিমাই বিশেষরূপে প্রখ্যাপিত হয়—এতে সন্দেহ নেই।

তবে এ-থেকে এমনও মনে করা ঠিক নয় যে, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা প্রসঙ্গ কেবল রূপক বা কল্পনামাত্র। ওই ঘটনাও সর্বথা সত্য এবং যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেইরকমই মিলন-বিলাসাদি আশ্রিত শৃঙ্গাররসাস্বাদন ঘটেছিল। পার্থক্য কেবল এই যে, সেটি লৌকিক স্ত্রী-পুরুষের মিলন নয়। তার নায়ক ছিলেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পরাৎপরতত্ত্ব, পূর্ণতম স্বাধীন এবং নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাবিহারী গোপীনাথ ভগবান নন্দনন্দন এবং নায়িকা ছিলেন স্বয়ং হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধিকা এবং তাঁর কায়ব্যূহরূপা, তাঁর ঘনীভূত মূর্তিস্বরূপ শ্রীগোপিকাবৃন্দ। এই হেতু এঁদের এই লীলাটি ছিল অপ্রাকৃত। অত্যন্ত মিষ্টস্বাদের মিছরি দ্বারা যদি কোনো তীব্র, তিক্তস্বাদযুক্ত ফলের একটি আকৃতি প্রস্তুত করা হয় যা দেখতে অবিকল ওই তিক্তফলের মতো, তথাপি সেটির আস্বাদ কখনোই তিক্ত হতে পারে না। বাহ্য আকার এক হওয়ার কারণে মিছরির স্বাভাবিক গুণ মধুরতার অভাব ঘটতে পারে কি ! তা কখনোই সম্ভব নয়, যে কোনো আকারেই পরিবেশিত হোক, মিছরি সর্বদা, সর্বথা, সর্বত্রই কেবল মিছরি। অধিকন্তু এর মধ্যে লীলা-চমৎকারের এক বিশেষ প্রকাশ ঘটে। লোকে মনে করে তিক্ত ফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অতি মধুর মিছরি ! সেই রকমেই অখিলরসামৃতসিন্ধু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অন্তরঙ্গা অভিন্নস্বরূপা গোপীদের লীলা বাহ্যদৃষ্টিতে যেমনই প্রতিভাত হোক না কেন, বস্তুত তা সচ্চিদানন্দময়ী। তার মধ্যে সাংসারিক নিম্নস্তরের কামের কটু তিক্ত স্বাদ থাকতেই পারে না। তবে অবশ্যই এই লীলার অনুকরণ কারোরই করতে যাওয়া উচিত নয়, কারণ তা সম্ভবই নয়। মায়িক পদার্থের দ্বারা মায়াতীত ভগবানের অনুকরণ কী করেই বা করা যাবে ? তিক্ত পদার্থের দ্বারা মধুর মিষ্টান্নের আকৃতিসম্পন্ন বস্তু অবশ্যই নির্মাণ করা যেতে পারে, কিন্তু তার তিক্ততা তাতে বিনষ্ট হয় না। এইজন্য যে সকল মোহগ্রস্ত মানুষ শ্রীকৃষ্ণের রাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গলীলাসমূহের অনুকরণে নায়ক-নায়িকা-সম্পর্কিত রসের আস্বাদন করতে চেয়েছে অথবা চায়, তাদের ঘোর পতন ঘটেছে এবং ঘটবে। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাগুলির অনুকরণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই করতে পারেন। এইজন্যই রাসপঞ্চাধ্যায়ীর অন্তিম অংশে শ্রীশুকদেব গোস্বামী সকলের উদ্দেশে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, ভগবানের উপদেশ সবই মানা উচিত, কিন্তু তাঁর সব আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয়।

যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেবল মানুষ বলে মনে করে এবং মানবীয় ভাব আদর্শের কষ্টিপাথরে তাঁর চরিত্র যাচাই করতে চায়, তারা প্রথমেই শাস্ত্রের প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করে, তাদের চিত্তে ধর্ম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই থাকে না এবং তারা ভগবানকেও নিজের বুদ্ধির অনুসরণ করাতে চায়। এইজন্য সাধকদের কাছে তাদের উক্তি-যুক্তির কোনো গুরুত্বই নেই। যে শাস্ত্রের **'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান'**—এই বচনটিই মানে না, সে কীসের ভিত্তিতে তাঁর লীলাসমূহের সত্যতা স্বীকার করে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রয়াসী হয়, তা-ই তো বোঝা যায় না। যেমন মানবধর্ম, দেবধর্ম এবং পশুধর্ম—এগুলি পৃথক পৃথক ধর্ম, ঠিক সেইরকমেই ভগবদ্‌ধর্মও পৃথক একটি ধর্ম এবং ভগবানের চরিত্রের বিচার তার নিকষেই হওয়া উচিত। ভগবানের একমাত্র ধর্ম—প্রেমবশ্যতা, দয়াপরবশতা এবং ভক্তদের অভিলাষপূরণ। যশোদার হাতে উলূখলে বন্ধন স্বীকারকারী শ্রীকৃষ্ণ নিজজন গোপীদের প্রেমের বশবর্তী হয়ে তাঁদের সাথে নেচেছেন, এ তাঁর সহজ ধর্ম।

যদি এ ব্যাপারে জোর করা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র মানবিক ধারণা এবং আদর্শসমূহের অনুকূল-ই হতে হবে, তাহলেও কোনো আপত্তির প্রশ্ন নেই। শ্রীকৃষ্ণের বয়স ওই সময়ে দশ বৎসরের কাছাকাছি ছিল, ভাগবতে এ কথা স্পষ্টই উল্লিখিত আছে। (আমাদের দেশে) গ্রামাঞ্চলে অনেক দশ বছরের বালক তো নগ্নই থাকে। তাদের কামবৃত্তি এবং স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই থাকে না। বালক-বালিকারা একসঙ্গে খেলা করে, নাচে, গান করে, আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে, পুতুলের বিয়ে দেয়, বরযাত্রী যায়, নিজেরা দল বেঁধে ভোজের ব্যবস্থাও করে। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা বাচ্চাদের এই আনন্দপূর্ণ ক্রীড়াকৌতুক দেখে প্রসন্নই হন, তাঁদের মনে এ নিয়ে কোনোরকম দুর্ভাবনা বা খারাপ আশঙ্কার সৃষ্টি হয় না। যুবতী স্ত্রীলোকেরাও এইরকমের বাচ্চাদের অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে, তাঁদের আদর করে, স্নান করিয়ে দেয়, খাওয়ায়। এসবই

সাধারণ বাচ্চাদের কথা। শ্রীকৃষ্ণের মতো অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বালক, শৈশবেই যাঁর বহু সদ্‌গুণের প্রকাশ ঘটেছিল, যাঁর পরামর্শ, চাতুর্য এবং শক্তিতে ব্রজবাসীরা বহু বড় বড় বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, তাঁর প্রতি সেখানকার মহিলা, বালিকা এবং বালকদের কতখানি প্রীতির ভাব থাকতে পারে তা এখনকার দিনে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাঁর সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের বালক-বালিকারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকত এবং শ্রীকৃষ্ণও নিজের মৌলিক প্রতিভাবলে নব নব রাগে-তালে, নতুন নতুন বিচিত্র উপায়ে তাঁদের মনোরঞ্জন করতেন, সেই সঙ্গে শিক্ষাও দিতেন। এইরকমই মনোরঞ্জনকারী একটি প্রয়াস হল রাস—এইভাবে ব্যাপারটি গ্রহণ করতে হবে। যারা শ্রীকৃষ্ণকে কেবল মানুষরূপে দেখেন, তাদের দৃষ্টিতেও এতে দোষের কিছু থাকতে পারে না। ভাগবতে প্রযুক্ত কাম, রতি প্রভৃতি শব্দের অর্থ তারা যৎসামান্য উদারতা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে—গীতা-উপনিষদাদি গ্রন্থসমূহে এই জাতীয় শব্দের যেরূপ অর্থ করা হয়ে থাকে, সেইভাবে করলেই সুসংগত এবং নির্দোষ ভাব দেখতে পারেন। বস্তুত, গোপীদের অকপট প্রেমেরই নামান্তররূপে কাম-শব্দের প্রয়োগ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আতুর মন অথবা তাঁর দিব্যক্রীড়াই রতি শব্দের উদ্দিষ্ট। এইজন্যই ভাগবতের এই প্রসঙ্গে তাঁর বিশেষণরূপে বারে বারেই বিভু, পরমেশ্বর, লক্ষ্মীপতি, ভগবান, যোগেশ্বরেশ্বর, আত্মারাম, মন্মথমন্মথ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে কোনো মতেই কারো কোনো ভ্রম, কোনো ভুল ধারণা না জন্মায়।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে গোপীরা যখন বনের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা তাঁদের বাধা দিয়েছিলেন। রাত্রিকালে ঘরের মেয়েদের কেইবা বাইরে যেতে দেয় ? কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা চলে গেছিলেন এবং তাতে ঘরের লোকেদের কোনোরকম অপ্রসন্নতা বা অসন্তোষ জন্মায়নি। এবং তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ বা গোপীগণের ওপর কোনোরকম কলঙ্কও আরোপ করেননি। শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের প্রতি তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং তাঁদের বালক-বয়স ও বিভিন্ন প্রকারের খেলাধুলার সঙ্গেও তাঁরা পরিচিত ছিলেন। এমনকি, তাঁদের বোধ হয়েছিল যেন গোপীরা তাঁদের কাছেই রয়েছেন। এ ব্যাপারটি দুভাবে বোঝা যেতে পারে। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের এতই বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে গোপীদের থাকা তাঁদের নিজেদের কাছেই থাকার সমান ছিল। এটি মানবীয় দৃষ্টি অনুযায়ী ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় দৃষ্টি অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াই এমন সংঘটন করেছিলেন যে, গোপেদের কাছে গোপীরা ঘরেই রয়েছেন বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। কোনো দৃষ্টিতেই রাসলীলা দূষিত প্রসঙ্গ নয়, পরন্তু অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষে এটি সম্পূর্ণরূপে মনোমলনাশক। রাসলীলাবর্ণনার শেষে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে রাসলীলা শ্রবণ এবং বর্ণন করেন, তাঁর হৃদয়ের কাম-রোগ অতি শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি ভগবানের প্রেম প্রাপ্ত হন। ভাগবতে অনেক স্থলেই এমন উক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি ভগবানের মায়ার কথা বর্ণনা করেন, তিনি মায়াকে পার হয়ে যান ; যিনি ভগবানের কামজয় বর্ণনা করেন, তিনি কামের ওপর বিজয় লাভ করেন। রাজা পরীক্ষিৎ নিজের প্রশ্নসমূহে যেসব শঙ্কা উত্থাপন করেছিলেন সেগুলির যথাযথ নিরসন শ্রীশুকদেব গোস্বামী করেছেন ২৯ অধ্যায়ের ১৩ থেকে ১৬ সংখ্যক শ্লোকে এবং ৩৩ অধ্যায়ের ৩০ থেকে ৩৭ সংখ্যক শ্লোকে।

ওই উত্তর থেকে সেই শঙ্কাগুলি দূরীকৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভগবানের দিব্যলীলার রহস্য উন্মোচিত হয়নি। সম্ভবত ওই রহস্যকে গুপ্ত রাখার জন্য ৩৩শ অধ্যায়ে রাসলীলা প্রসঙ্গে সমাপ্তি টানা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই লীলার গূঢ় রহস্যের ব্যাখ্যা প্রাকৃত জগতে করাও যায় না। কারণ, এটি এই জগতের ক্রীড়াই নয়। এটি সেই দিব্য আনন্দময় রসময় রাজ্যের চমৎকারময়ী লীলা যা শ্রবণ এবং দর্শনের জন্য পরমহংস মুনিগণও সর্বদা উৎকণ্ঠ হয়ে থাকেন। কেউ কেউ এই রাসলীলা প্রসঙ্গটি ভাগবতে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন, অবশ্য তা দুরাগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, প্রাচীনতম পুঁথিসমূহেও এই প্রসঙ্গটি পাওয়া যায় ; আর তাছাড়া সামান্য বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলেই এটি সর্বথা সুসংগত এবং নির্দোষরূপে প্রতীত হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে সেই বিমল বুদ্ধি দান করুন, যার দ্বারা আমরা এর রহস্য সামান্যতমও বুঝতে পারি।

ভগবানের এই দিব্য লীলা বর্ণনার প্রয়োজন এই যে, সাধারণ জীব যেন গোপীদের সেই 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'মূলক অহেতুক প্রেমের স্মরণ-মননের দ্বারা ভগবানের রসময় দিব্য লীলালোকে তাঁর অনন্ত প্রেম অনুভব করতে পারে। রাসলীলা অধ্যয়ন করার সময় আমাদের সব রকম সন্দেহ-শঙ্কা দূর করে এই ভাবটি মনের মধ্যে অনুক্ষণ জাগরূক রাখা দরকার।

—হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার

অথ চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়
সুদর্শন এবং শঙ্খচূড়-উদ্ধার

শ্রীশুক[১] উবাচ

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনম্‌॥ ১

তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুম্‌।
আনর্চুরর্হণৈর্ভক্ত্যা দেবীং চ নৃপতেঽম্বিকাম্‌॥ ২

গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি॥ ৩

ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য ধৃতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ॥ ৪

কশ্চিন্মহানহিস্তস্মিন্‌ বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়াঽঽগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ॥ ৫

স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্‌।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয়॥ ৬

তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ।
গ্রস্তং চ দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ॥ ৭

অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চত্তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্‌ সাত্বতাং পতিঃ॥ ৮

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! একবার শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে নন্দমহারাজ প্রমুখ গোপ মহা উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আনন্দের সঙ্গে বৃষবাহিত শকটে চড়ে অম্বিকাবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন॥ ১ ॥ মহারাজ ! সেখানে তাঁরা সরস্বতী নদীতে স্নান করে বহুবিধ উপচারে সর্বান্তর্যামী ভগবান পশুপতি শংকর এবং দেবী অম্বিকাকে ভক্তিভরে পূজা করলেন॥ ২ ॥ 'দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন'—এই প্রার্থনায় তাঁরা সকলে সেখানে মহাসমাদরে ব্রাহ্মণদের গোধন, সোনা, বস্ত্রাদি, মধু এবং মধুর অন্ন (মধুমিশ্রিত অন্ন অথবা বহুপ্রকার সুখাদ্য) দান করলেন॥ ৩ ॥ পরম ভাগ্যবান নন্দ, সুনন্দ প্রভৃতি গোপগণ সেদিন উপবাস ব্রত ধারণ করেছিলেন। এইজন্য তাঁরা কেবলমাত্র জল পান করে রাত্রিকালে সরস্বতীর তীরে (শয়ন করে) থেকে গেলেন॥ ৪ ॥

সেই অম্বিকাবনে এক বিশালকায় সাপ বাস করত। সেই দিন সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল। দৈববশে (যদৃচ্ছাক্রমে) সেই মহাসর্প সেদিকে এসে নিদ্রিত নন্দমহারাজকে গ্রাস করতে শুরু করল॥ ৫ ॥ সর্পগ্রস্ত নন্দ তখন এই বলে চিৎকার করতে লাগলেন—'কৃষ্ণ ! দৌড়ে এসো। দেখো পুত্র ! এই বিশাল সাপ আমায় গিলে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। শরণাগত আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো'॥ ৬ ॥ নন্দরাজের এই ভয়ার্ত চিৎকার শুনে গোপগণ সকলেই ত্বরিতে উঠে পড়লেন এবং সাপের গ্রাসে নন্দ মহারাজকে দেখে কিঞ্চিৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁরা জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে সেই সাপকে আঘাত করতে লাগলেন॥ ৭ ॥ জ্বলন্ত কাঠের স্পর্শে গা পুড়ে যেতে থাকলেও কিন্তু সেই অজগর নন্দমহারাজকে ছেড়ে দিল না। এর মধ্যে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজের চরণদ্বারা সেই সাপকে স্পর্শ করলেন॥ ৮ ॥

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

স বৈ ভগবতঃ[1] শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্॥ ৯

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমুপস্থিতম্।
দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্॥ ১০

কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতেঽদ্ভুতদর্শনঃ[2]।
কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ॥ ১১

সর্প উবাচ

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ[3]।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরং দিশঃ॥ ১২

ঋষীন্ বিরূপানঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা॥ ১৩

শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ।
যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ॥ ১৪

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্।
আপৃচ্ছে শাপনির্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্॥ ১৫

প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সৎপতে।
অনুজানীহি মাং দেব সর্বলোকেশ্বরেশ্বর॥ ১৬

ব্রহ্মদণ্ডাদ্ বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুত দর্শনাৎ।
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥ ১৭

ভগবানের শ্রীচরণস্পর্শমাত্রই তার সমস্ত অশুভ (কর্মফল) নষ্ট হয়ে গেল এবং সে সর্পশরীর ত্যাগ করে বিদ্যাধরপূজিত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ ধারণ করল॥ ৯ ॥ গলায় স্বর্ণমালাধারী জ্যোতির্ময় শরীরবিশিষ্ট সেই পুরুষ শ্রীভগবানকে প্রণাম করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন— ॥ ১০ ॥ 'আপনি কে ? পরম শ্রীমণ্ডিত আপনার দেহ থেকে দীপ্তি ফুটে বেরোচ্ছে, অপূর্ব সুন্দর আপনার রূপ ! আপনি কী কারণে এই নিন্দিত গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই আপনাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই এই দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে ?' ১১ ॥

সর্প (শরীর থেকে নির্গত পুরুষটি) বলল—'প্রভু ! আমি পূর্বে এক বিদ্যাধর ছিলাম, আমার নাম ছিল সুদর্শন। শারীরিকরূপে ও ধনসম্পদে পরম ঐশ্বর্যশালী আমি বিমানে আরোহণ করে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াতাম॥ ১২ ॥ নিজের রূপের গর্বে মত্ত আমি একদিন কুৎসিতদর্শন অঙ্গিরা গোত্রের ঋষিদের দেখে উপহাস করেছিলাম। এই অশোভন বিদ্রূপে কুপিত হয়ে তাঁরা আমাকে (অভিশাপ দিয়ে) এই সর্পরূপ প্রাপ্ত করিয়েছেন, এটি সর্বথা আমারই পাপ, আমারই অপরাধের ফল॥ ১৩ ॥ কিন্তু সেই ঋষিগণ প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত করুণাময়, তাঁরা আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যই অভিশাপ দিয়েছিলেন ; যার ফলে আজ আমি চরাচরগুরু আপনার চরণকমলের স্পর্শ লাভ করলাম এবং আমার সমস্ত অশুভ নষ্ট হয়ে গেল॥ ১৪ ॥ হে আর্তিহারী ভগবান ! জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্রের ভয়ে ভীত হয়ে যারা আপনার শরণ নেয়, আপনি তাদের সকল ভয় থেকে মুক্ত করেন। আপনার শ্রীপদপঙ্কজস্পর্শে সর্পযোনী থেকে মুক্ত হয়ে আমি এখন নিজ লোকে গমনের জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি॥ ১৫ ॥ হে মহাযোগী, হে মহাপুরুষ, হে সাধুজনের রক্ষাকর্তা, আমি আপনারই শরণাগত। ইন্দ্রাদি সকল লোকপালগণেরও ঈশ্বর হে স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা ! দয়া করে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন॥ ১৬ ॥ নিত্য নিজ স্বরূপে অচঞ্চলভাবে স্থিত হে অচ্যুত ! আপনার দর্শনমাত্রেই আমি ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি। যাঁর নাম উচ্চারণ করে

[1]তা। [2]তে শুভদর্শনঃ। [3]স্মৃতঃ।

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য[1] চ।
সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ॥ ১৮

লোকে সকল শ্রোতা এবং নিজেকে সদাই পবিত্র করে থাকে, সেই আপনার চরণদ্বারা স্পৃষ্ট আমি যে (সর্ব পাপ তথা ব্রহ্মশাপ থেকে) উদ্ধার পাব, এ আর এমন বেশি কী?' ১৭ ॥ (শ্রীশুকদেব বললেন) এইভাবে শ্রীভগবানের কাছে বিনয় প্রকাশ করে সুদর্শন তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করল এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজ লোকে চলে গেল। নন্দরাজও এই মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন॥ ১৮ ॥

নিশাম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং
ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ।
সমাপ্য তস্মিন্ নিয়মং পুনর্ব্রজং
নৃপাযযুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ॥ ১৯

মহারাজ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত মহিমা ও প্রভাব দর্শন করে ব্রজবাসিগণ সকলেই যার-পর-নাই বিস্মিত হলেন। এরপর তাঁরা সেই তীর্থে যে যেমন (উপবাসাদি) ব্রত ধারণ করেছিলেন, সেগুলি যথানিয়মে সমাপন করে সোৎসাহে শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাকথা কীর্তন করতে করতে পুনরায় ব্রজে ফিরে এলেন॥ ১৯ ॥

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥ ২০

এরপরে কোনো এক সময় অসাধারণ বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম রাত্রিকালে গোপাঙ্গনা পরিবৃত হয়ে বনের মধ্যে বিচরণ করছিলেন॥ ২০ ॥

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ॥ ২১

তাঁদের পরিধানে ছিল সুপরিষ্কৃত বস্ত্র, দেহ চন্দনাদির দ্বারা অনুলিপ্ত ও বহুবিধ সুন্দর অলংকারে ভূষিত এবং গলায় শোভা পাচ্ছিল কুসুমাদিরচিত মালিকা। তাঁদের প্রতি অনুরক্ত সেই গোপীগণ অতিমধুর ললিতস্বরে তাঁদের গুণগান করছিলেন॥ ২১ ॥

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্।
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা॥ ২২

জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্॥ ২৩

তখন সন্ধ্যাগমে আকাশে চন্দ্র এবং তারকারাজি উদিত হয়েছিল। মল্লিকাফুলের গন্ধে মত্ত হয়ে অলিকুল গুঞ্জন করে ফিরছিল। প্রস্ফুটিত কুমুদের সুগন্ধ বহন করে মন্দ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। এই মনোরম সায়ং সন্ধ্যার বন্দনারূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সংগীতালাপে প্রবৃত্ত হলেন। স্বরসমূহের নিপুণ প্রয়োগে অপূর্ব মূর্ছনা সৃষ্টি করে তাঁদের সেই গান সর্ব প্রাণীর শ্রবণেন্দ্রিয় এবং মনে আনন্দ জন্মিয়ে দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে যেতে লাগল॥ ২২-২৩ ॥

গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্ নৃপ।
স্রংসদ্দুকুলমাত্মানং[2] স্রস্তকেশস্রজং ততঃ॥ ২৪

সেইগান শুনে গোপীদের চেতনা যেন লোকাতীত স্তরে উত্তীর্ণ হল, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বাস্তববোধ বা লৌকিক বিষয়ে সতর্কতা রইল না। পরীক্ষিৎ ! সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁরা অঙ্গের বস্ত্র বা কেশদামের মালা স্খলিত হয়ে গেলেও জানতে পারলেন না॥ ২৪ ॥

[1]বাদ্য। [2]শ্লথদদু

শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্।
অগ্রজায়াদদাৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাং চ যোষিতাম্॥ ৩২

এইভাবে শঙ্খচূড়কে নিহত করে তার মাথার উজ্জ্বল মণিটি নিয়ে এসে গোপীদের সামনেই পরম প্রীতিভরে সেটি অগ্রজ বলরামকে অর্পণ করলেন॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] শঙ্খচূড়বধো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে শঙ্খচূড়বধ নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৩৪ ॥

অথ পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

যুগলগীত

শ্রীশুক[২] উবাচ

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোধনচারণের জন্য দিনের বেলায় বনে চলে গেলে গোপীদের চিত্তও তাঁরই সঙ্গে চলে যেত। তাঁদের মানসলোকে শ্রীকৃষ্ণই বিরাজ করতেন, তাঁদের বাণী কৃষ্ণলীলাগান করতে থাকত। এইভাবে তাঁরা অত্যন্ত কষ্টে কোনোক্রমে দিনের সময়টি অতিবাহিত করতেন॥ ১ ॥[৩]

গোপ্য উচুঃ

বামবাহুকৃতবামকপোলো
বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ॥ ২
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈ-
র্বিস্মিতাস্তদুপধার্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ॥ ৩

গোপীরা (দিবসকালে নিজেদের মধ্যে এইভাবে কৃষ্ণলীলাকীর্তন প্রসঙ্গে) বলছেন—'জানিস, সখীরা! আমাদের শ্যামসুন্দর মুকুন্দ যখন তাঁর বাম কপোল বাম বাহুমূলে লগ্ন করে (অর্থাৎ মুখটি বাঁদিকে ঈষৎ হেলিয়ে) ভ্রূযুগল কখনো উন্নমিত কখনো বা নমিত করতে করতে অধরসংযুক্ত মোহনবেণুর ছিদ্রগুলিতে নিজের কোমল অঙ্গুলি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে অপরূপ মধুর তান তোলেন, তখন আকাশপথে নিজেদের পতি

[১]প্রাচীন বইতে 'পূর্বার্ধে' এই পাঠটি নেই। [২]বাদরায়ণিরুবাচ।

[৩]এর পরবর্তী দ্বাদশটি যুগ্মকে অর্থাৎ জোড়া-জোড়া শ্লোকে (মোট ২৪টি শ্লোকে) গোপীদের বিরহকালীন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থের দিক থেকে দুটি দুটি শ্লোকযুক্ত, যুগল শ্লোকে একটি বক্তব্য প্রকাশিত, এইজন্য এই অধ্যায় যুগলগীত নামে প্রসিদ্ধ।

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং
হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্তজনানাং
নর্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ।। ৪

বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা
নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্।। ৫

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈ-
র্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈ-
র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ।। ৬

সিদ্ধপুরুষগণের সঙ্গে আগত দিব্যবিমানে সিদ্ধপত্নীরা সেই সংগীত শুনে বিস্ময়াকুল হয়ে ওঠেন, তাঁদের হৃদয়ে জেগে ওঠে অনির্দেশ্য এক বিরহ বেদনা, কোনো চির-অচেনাকে পাওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় বিবশ হয়ে পড়েন তাঁরা, পতিগণ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও এই অকারণ চিত্ত-বৈকল্যে তাঁরা প্রথমত লজ্জা পান, কিন্তু ক্রমশ তাঁদের বাহ্য-চেতনা বিলুপ্ত হয়ে আসে, নীবিবন্ধন থেকে পরিধান বস্ত্র স্খলিত হয়ে গেলেও তা জানতে পারেন না।। ২-৩ ।।

এই আরও এক আশ্চর্যের কথা শোন তোরা, অবলারা (আমারি মতো শক্তিহীনা তো তোরাও, ইচ্ছা হলেও দিনের বেলা তাঁর কাছে চলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই যে আমাদের !) যাঁর হাসির ছটা মুক্তাহারের মতো অমল কিরণ বিকিরণ করে বক্ষের মণিহারে প্রতিবিম্বিত হয়, সজল জলধরে স্থির-সৌদামিনীর মতো যার শ্যামল বুকে শ্রীবৎসরেখাকারে লক্ষ্মীর অচল প্রতিষ্ঠা, সেই আমাদের নন্দদুলাল যখন দুঃখী আর্তজনের প্রাণে আনন্দের তুফান তুলে, বিরহিণীদের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণসঞ্চার করে তাঁর বাঁশরিতে জাগিয়ে তোলেন মোহিনী মূর্ছনা, তখন ব্রজের যত বৃষ, গাভী, মৃগ—সব দলে দলে দূর থেকে ছুটে চলে আসে তাঁর কাছে। তাদের মুখের তৃণগ্রাস দাঁতেই ধরা থাকে অর্ধচর্বিত অবস্থায়, তাদের কান নিশ্চলভাবে খাড়া হয়ে থাকে ; মনে হয় যেন তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা যেন ছবিতে আঁকা প্রাণী। তা-ই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তখন তো তাদের চিত্ত চুরি হয়ে গেছে সেই বেণুর স্বরে, বহির্জগতের কোনো বোধই তখন নেই তাদের।। ৪-৫ ।।

তাঁর বেশ কেমন জানিস-ই তো, সখী ! মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, (গিরিমৃত্তিকাদি) নানারকম ধাতুর অঙ্গরাগ, পুষ্প-পল্লবাদির অলংকার—এইসব বস্তু যা দিয়ে মল্লেরা সাজসজ্জা করে, তাই তাঁর প্রসাধন ! এইভাবে সজ্জিত হয়ে বলরাম এবং অন্যান্য গোপেদের সঙ্গে নিয়ে বনের পথে যখন তিনি বেণুর স্বরে গাভীদের ডাকতে থাকেন, তখন নদীদের গতিও স্তব্ধ হয়ে যায়, তারা একান্তভাবে কামনা করে যে, বায়ু তাঁর চরণকমলের রেণু উড়িয়ে নিয়ে আসুক তাদের বুকে, সেই স্পর্শে তাদের জীবন ধন্য হয়ে যাক ! কিন্তু তারাও যে আমাদেরই মতো মন্দভাগিনী,

তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎ পদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ॥ ৭

একইরকম অল্পপুণ্যশালিনী ! সেই পদধূলি লাভের আশা তাদের পূর্ণ হয় না, শুধু তাঁর কণ্ঠ বেষ্টনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্রব্যাকুল আমাদের ভুজ যুগলের মতোই তাদেরও তরঙ্গবাহু কম্পিত হয় প্রেমভরে, জল হয়ে থাকে স্থির, স্তম্ভিত, যেমন আমরা চোখের জল চোখেই ধরে রাখি, সংসারের সামনে তা ঝরে পড়তে দিই না॥ ৬-৭ ॥

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য
আদিপূরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তী-
র্বেণুনাহ্হ্বয়তি গাঃ স যদা হি॥ ৮

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবঃ ববৃষুঃ স্ম॥ ৯

বৃন্দাবনচারী গোবিন্দ চলেন, সঙ্গে চলে তাঁর অনুচর গোপবালকের দল, গান করতে থাকে তাঁর অনন্তবীর্য মহিমা, ঠিক যেন অচিন্ত্যশক্তি নিত্য শ্রীসম্পন্ন আদিপুরুষ ভগবান নারায়ণের অসীম বিভূতি-বৈভবের স্তুতি করতে করতে তাঁর অনুগমন করছেন দেবতাবৃন্দ। কী বলব সখীরা ! তিনি যখন বাঁশির সুরে নাম ধরে ডাকতে থাকেন গিরিরাজ গোবর্ধনের সানুদেশে বিচরণশীল ধেনুর পালকে, তখন বনের যত তরুলতা আনন্দে প্রেমে শিহরিত হয়ে ওঠে, পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ তাদের ভারাক্রান্ত শাখাগুলি অবনত করে যেন প্রণাম জানাতে থাকে, তাদের মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর অভিব্যক্তি সূচিত করতে তারা বর্ষণ করে মধুধারা॥ ৮-৯ ॥

দর্শনীয়তিলকো বনমালা-
দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ ।
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্ট-
মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ॥ ১০

আমাদের সকলের নয়নানন্দ, জগৎ সংসারের সকল দর্শনীয়ের মধ্যে সর্বোত্তম শ্যামল সুন্দরের তুলনা তিনি নিজেই ! তাঁর শ্রীবিগ্রহের একটি অঙ্গের বা প্রত্যঙ্গের, এমনকি তাঁর শরীর মণ্ডনকলার অংশ-বিশেষের প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করেই জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়ে দেওয়া যায়, না কি, বল তোরা ! আমার তো মনে হয়, শুধু তাঁর ললাট-তিলকটিই উজ্জ্বল রেখায় মানসপটে অঙ্কিত করে তাতেই নিবিষ্ট নেত্র হয়ে অনন্ত কাল মগ্ন থাকা যায় ! আর দেখেছিস তোরা, তাঁর গলার বনমালায় গাঁথা তুলসীদল এবং অন্যান্য ফুলের এমন অপূর্ব দিব্য গন্ধ এবং মধুর সমারোহ যে, তার আকর্ষণে মত্ত হয়ে ভ্রমরের দল সেই মালার সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে চায় না, তাদের শ্রবণরঞ্জন উচ্চরোল গুঞ্জনের প্রতি নিজের সাদর অনুমোদন জ্ঞাপন করেই যেমন তিনিও নিজ অধরে সংযুক্ত করেন তাঁর বেণু, আর আহা, কী বলব সখীরা, তখন সেই মোহন সংগীত সরোবরের সারস, হংস প্রভৃতি যত জলচর পাখিদেরও এমনভাবে হৃদয়হরণ করে যে, তারা বিবশ হয়ে সেই বংশীধারীর কাছে এসে উপস্থিত হয়, তাঁর সমীপে তারা চোখ বুজে, নিঃশব্দে,

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥ ১১

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্॥ ১২

মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা
মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি-
শ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্॥ ১৩

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ॥ ১৪

সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ
শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥ ১৫

একাগ্রচিত্তে বসে থাকে, যেন দেখে মনে হয়, বিহঙ্গম-বৃত্তিরূপ ব্রতধারী যোগী পুরুষেরা শ্রীহরির উপাসনায় রত॥ ১০-১১ ॥

সখী ব্রজদেবীরা ! জগতের আনন্দ-বিধানই তাঁর কাজ, তিনি স্বয়ং-ই যে আনন্দ-স্বরূপ। সেইজন্যই বুঝি তিনি গোবর্ধন পর্বতের সানুদেশে অগ্রজ বলরামের সঙ্গে বিচরণ করতে করতে বংশীধ্বনিতে বিশ্বজগৎ পরিপূর্ণ করেন। কানের থেকে দোলে তাঁর ফুলে গাঁথা মালার মতো কর্ণভূষণ, মধুর মুখের শোভায় আরও একটু বৈচিত্র্য যোগ করে। আর, সে কী বাঁশি বাজানো—না কি আত্মানন্দের উচ্ছলনে জগৎকে সেই আনন্দের অংশীদার করার জন্য বেণুরবের মাধ্যমে আনন্দ-আশ্লেষে আবদ্ধ করা ? আকাশে যে মেঘ ভেসে যায়, সে-ও তখন মহাপুরুষকে অতিক্রম করার দোষ হতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁকে লঙ্ঘন করে চলে যায় না, ধীরে তাঁর অনুবর্তন করে এবং মৃদু মৃদু গর্জনধ্বনিতে সেই বাঁশরীর সুরে তাল দিতে থাকে। আর, রোদের তাপে সখা ঘনশ্যামের কষ্ট না হয়, এইজন্য তাঁর ওপরে নিজে ছত্ররূপে বিরাজ করে ছায়া মেলে রাখে, সূক্ষ্ম জলকণা বর্ষণ করে পুষ্পবৃষ্টির মতো, দেবতারাও হয়তো তার অন্তরালে থেকে এই আনন্দোৎসবে অংশ দিয়ে নিজেদের মনের হর্ষের প্রকাশ ঘটান কুসুমাসার-বিকিরণের মাধ্যমে॥ ১২-১৩ ॥

সতী শিরোমণি মা যশোদা ! গোপবালকেরা যত রকম খেলা করে, তোমার পুত্র তো সে সবেতেই দক্ষ, বলতে গেলে সবার সেরা। কিন্তু তাঁর বাঁশরী বাজানো যে কী এক আশ্চর্য ব্যাপার, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। এ বিষয়ে তো তাঁর কোনো উপদেষ্টা বা গুরু আছেন বলে জানা নেই, যা শিখেছেন নিজে-নিজেই শিখেছেন। তবু যখন তিনি তাঁর বিম্বতুল্য রক্তিম অধরে বেণুটি স্থাপন করে ত্রিসপ্তকের সকল স্বরে অবলীলাক্রমে বিচরণ করেন, উদ্ভাবন করেন কত বিচিত্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্যময় সুরের কারুকাজ, তখন সেই অলৌকিক সংগীত শ্রবণ করে ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র প্রমুখ 'সুর'শ্রেষ্ঠগণও মোহিত হয়ে যান। তাঁরা তো সংগীতশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, কবি তাঁরা—তবুও তোমার দুলালের সৃষ্ট সুরমাধুরীর কোনো দিশা করতে পারেন না তাঁরা, সংগীত-ব্যাকরণ নির্দিষ্ট

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্র-
নীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্যগতিরীড়িতবেণুঃ ॥ ১৬

বজ্রতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ
কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ১৭

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে
প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥ ১৮

ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ১৯

কোনো ছকে ফেলে তার কোনো বিধিবদ্ধ তাত্ত্বিক রূপ স্থির করতে অপারগ হয়ে ক্রমশ বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে সেই গীতরসে ডুবে যেতে থাকেন, তাঁদের (মস্তকসহ) গ্রীবাদেশ অবনত হয়, চিত্ত প্রণত হয়, ধীরে ধীরে তন্ময় হয়ে যান তাঁরা, (বিচার-বিশ্লেষণের পথে তত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টায় বিরত হয়ে) সুর-ব্রহ্মের আস্বাদনে সমাহিত হয়ে যান॥ ১৪-১৫ ॥

ব্রজভূমির উপর দিয়ে অসংখ্য পশু নিত্য-নিরন্তর গমনাগমন করে, তাদের খুরের আঘাতে তার বুকে যে ব্যথা বাজে, তা প্রশমনের জন্যই তিনি তাঁর ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম, অঙ্কুশ প্রভৃতি বিচিত্র সুন্দর চিহ্নে ভূষিত হয়ে নিজের কোমল পদপদ্মের স্পর্শ রাখেন ভূমিতে, বিচরণ করেন ধীর ললিত গতিতে গজরাজের মতো আর সেই সঙ্গে বাঁশির বুকে জাগিয়ে তোলেন করুণ-মধুর তান ; তখন সেই ধ্বনি শুনে, সেই গমনভঙ্গী দেখে আর আমাদের প্রতি তাঁর বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিপাতে আমাদের চিত্তে জেগে ওঠে প্রেমের প্রবল আবেগ। তখন এক বিচিত্র অবস্থা হয় আমাদের, বুকের ভিতরে তুফান অথচ বাইরে শরীর যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়, হাত-পা নাড়ারও ক্ষমতা থাকে না, একেবারে বৃক্ষের মতো জড়তা প্রাপ্ত হই আমরা। সম্পূর্ণরূপেই বিহ্বল-বিবশ আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের কবরীবন্ধন বা দেহের বসন যথাযথ আছে, না বিস্রস্ত হয়ে গেছে! ১৬-১৭ ॥

গোবৃন্দের গণনার (সুবিধার) জন্য তাঁর কাছে থাকে মণির মালা (গোরুরা যূথে যূথে বিভক্ত, এক একটি যূথকে এক-একটি মণিদ্বারা সূচিত করে গণনার রীতি), আর তাছাড়া তাঁর গলায় সর্বদাই তুলসীর মালা তো থাকেই, কারণ তুলসীর গন্ধ তাঁর বিশেষ প্রিয়। তিনি সেই মণিমালার সাহায্যে গো-গণনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে হয়তো কখনো পার্শ্ববর্তী কোনো প্রিয়সখার কাঁধে একটি বাহু রেখে নিজের মনে গাইতে থাকেন, তখন কৃষ্ণসারমৃগের গৃহিণী মৃগীরা সেই বাঁশি থেকে উৎসারিত অলৌকিক সুরের টানে হারিয়ে ফেলে নিজেদের চিত্ত, সব কিছু ভুলে, সব কিছু ছেড়ে তাঁর চরণোপান্তে এসে উপস্থিত হয়, আর এই আমাদের গোপীদের মতোই গুণার্ণব সেই মনোহরণ প্রিয়তমের জন্য চিরকালের মতো ঘরের আশা, সংসার-সুখের আশা, সমস্ত পরিত্যাগ করে,

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষো
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার।। ২০

মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং
মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন[১]।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ।। ২১

বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো
বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্তিঃ ।। ২২

উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-
মুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ
দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজঃ ।। ২৩

তাঁকেই পরম গতি জেনে তাঁর আশ্রয় নেয়, তাঁকে ঘিরে অবস্থান করে একাগ্রভাবে—ফিরে যাবার নামও করে না।। ১৮-১৯ ।।

নন্দরানি ! তোমার মতো এমন অপাপবিদ্ধা, এমন পুণ্যবতী জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই, তাই তো এমন পুত্র লাভ করেছ তুমি ! সেই তোমার নন্দদুলাল সকলেরই আনন্দ-দুলাল, সবার আনন্দবিধানই তার কাজ। কতভাবেই হাস্য পরিহাসে প্রিয় বন্ধুদের মনোরঞ্জন করেন তিনি। কখনো তিনি কুন্দফুলের মালায় আর বিচিত্র নানা আভরণে কৌতুকভরে সজ্জিত হয়ে গোপবালক এবং গোধনসমূহে পরিবৃত হয়ে যমুনার জলে বিহার করেন, তখন মৃদুমন্দ বায়ু তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চন্দনের সুগন্ধ এবং শীতল স্পর্শ বহন করে অনুকূলভাবে প্রবাহিত হতে থাকে এবং এমনকি গন্ধর্ব প্রভৃতি উপদেবগণও তাঁর চতুর্দিকে বন্দনাকারীরূপে উপস্থিত হয়ে গান-বাজনা এবং বহুবিধ পূজা-উপচারে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের প্রয়াস করেন।। ২০-২১ ।।

দেখ সখী ! গোবিন্দ তো একান্তভাবেই গো-বৎসল, ব্রজের গোবৃন্দের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ। তাই তো তিনি গিরিগোবর্ধনকে ধারণ করেছিলেন (ঝঞ্ঝাবৃষ্টির থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য)। এইবার তিনি সেই গোবৃন্দকে একত্রিত করে এসে পড়বেন, গোধূলি সময় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এতো দেরি হচ্ছে কেন, সখী ? পথের মধ্যে তাঁকে যে বয়োবৃদ্ধ ব্রহ্মা, জ্ঞানবৃদ্ধ শংকর প্রভৃতি মহান দেবতারা বন্দনা করতে থাকেন, তাই তো দেরি ! এইবারে তিনি গোধনের পিছন পিছন বাঁশরিতে সুর তুলে এসে পড়লেন বলে ! গোপবালকেরা তাঁর কীর্তিগাথা গান করতে করতে আসতে থাকবে। এই যে দেখ, তিনি আসছেন ! গোরুর খুরের ধুলোয় তাঁর গলার বনমালা আকীর্ণ হয়ে গেছে। সারা দিন বনে-বনে ঘুরে শ্রান্ত তিনি, তবু সেই শ্রমক্লান্ত রূপটিতেই আমাদের নয়নের কী সুখই না দিচ্ছেন তিনি, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের ! দেবকীর (যশোদার) জঠর-সমুদ্রজাত এই কৃষ্ণচন্দ্রমা জগৎ-জনের আনন্দ, বিশেষত (আমাদের) প্রেমিক-ভক্ত-সুহৃদগণের

[১]জসা রসেন।

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্-
মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা॥ ২৪

সর্বপ্রকারের কল্যাণ বিধান তথা আশা-অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য আসছেন আমাদের কাছে! ২২-২৩ ॥

দেখ সখী! কী অপরূপ শোভা! চোখ-দুটি ঢুলু-ঢুলু, ঈষৎ লাল আভা লেগেছে, তাতে যেন আরও সুন্দর লাগছে! গলায় দুলছে বনমালা। সোনার কুণ্ডলের দীপ্তি কোমল কপোলে প্রতিবিম্বিত হয়ে তাতে এক অদ্ভুত শোভা এনে দিয়েছে, আপক্ক বদরফলের পীতকান্তি বিস্তীর্ণ হয়েছে বদনে। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে, বিশেষত মুখকমল থেকে ঝরে পড়ছে প্রসন্নতা! ওই যে, তিনি তাঁর সখা গোপবালকদের বিদায় জানাচ্ছেন যথোচিত সম্মানের সঙ্গে। দেখ, সখীরা, দেখ সবাই! ব্রজের ভূষণ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ গজরাজের মতো অভিজাত গতিতে আসছেন এই ব্রজে, আসছেন আমাদের দিকে। ব্রজে আবদ্ধ গোধনসমূহের মতো আমাদের সারা দিনের দীর্ঘ অসহ বিরহতাপ মোচন করার জন্যই সন্ধ্যামুখে উদিত পূর্ণ চন্দ্রসদৃশ আমাদের হৃদয়-হরণ শ্রীকৃষ্ণ এসে পড়েছেন! ২৪-২৫ ॥

যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপয়াতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্॥ ২৫

শ্রীশুক[১] উবাচ

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ॥ ২৬

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! মহাভাগবতী সেই ব্রজসুন্দরীরা এইভাবে কৃষ্ণলীলাকথা গান করে দিন যাপন করতেন। তাঁদের মন, তাঁদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই লীন থাকত, তাঁরা কৃষ্ণময় জীবনই হয়ে গেছিলেন। সুতরাং এই বিরহের কালে তাঁরা সর্বথা মনোলোকে, চেতনায় তথা বাক্যে শ্রীহরির সঙ্গই করতে থাকতেন—তাতেই তাঁরা আনন্দরসের আস্বাদ পেতেন, দুঃখ-সুখের পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেন॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[২] বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং গোপিকাযুগলগীতং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে বৃন্দাবন-ক্রীড়াবর্ণনা প্রসঙ্গে গোপিকাযুগলগীত নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

---

[১]প্রাচীন বইতে 'শ্রীশুক উবাচ' থেকে '............মহোদয়াঃ' পর্যন্ত মূলে নেই। [২]বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং গোপকাগীতং নাম।

অথ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অরিষ্টাসুর উদ্ধার এবং কংস-কর্তৃক অক্রূরকে ব্রজে প্রেরণ

শ্রীশুক[১] উবাচ

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।
মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্‌॥ ১

রম্ভমাণঃ খরতরং পদা চ[২] বিলিখন্ মহীম্‌।
উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্‌॥ ২

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্ছকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ।
যস্য নির্হ্রাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্[৩]॥ ৩

পতন্ত্যকালতো[৪] গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ।
নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া॥ ৪

তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ।
পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা[৫] রাজন্ সংত্যজ্য গোকুলম্‌॥ ৫

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সর্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ।
ভগবানপি[৬] তদ্ বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিদ্রুতম্[৭]॥ ৬

মা ভৈষ্টেতি গিরাঽঽশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ।
গোপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন — পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপ্রবেশকালে যখন সেখানে আনন্দোৎসব চলছিল, সেই সময়ে অরিষ্টাসুর নামে এক দৈত্য বৃষের রূপ ধারণ করে সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার শরীর ছিল অতি বিশাল এবং সেই অনুপাতে ককুদ্ (কাঁধের কুঁজ)ও ছিল বিরাট আকারের। সে পায়ের খুর দিয়ে পৃথিবীকে ক্ষত-বিক্ষত এবং কম্পিত করতে করতে গোষ্ঠস্থলীতে প্রবেশ করল॥ ১ ॥ প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করছিল সে, পায়ের দ্বারা মাটিতে গর্ত করে ফেলছিল, পুচ্ছটি উচ্চে তুলে শৃঙ্গাগ্রের দ্বারা মাটির বাঁধ, তটভূমি ইত্যাদি স্থান উৎখনন করে তাণ্ডব চালাচ্ছিল॥ ২ ॥ মাঝে মাঝেই ঈষৎ ঈষৎ বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ করছিল এবং বিস্ফারিত লোচনে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল সেই মহাসুর। পরীক্ষিৎ ! তার গর্জনে এমন এমন এক ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা ছিল যে, সেই শব্দে তিন-চার বা পাঁচ-ছয় মাসের গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং গাভীদের ভয়ে গর্ভস্রাব তথা গর্ভপাত ঘটে যেত। বেশি কী বলব, মেঘেরা পর্বত মনে করে তার বিশাল ককুদের গায়ে আশ্রয় নিত॥ ৩-৪ ॥ মহারাজ ! সেই তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষকে দেখে গোপী ও গোপগণ ত্রস্ত হয়ে উঠলেন ; গবাদি পশুরা এত ভয় পেয়েছিল যে, তারা (নিজেদের থাকার জায়গা) গোকুল পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল॥ ৫ ॥ ব্রজবাসীরা সকলে তখন কাতর স্বরে 'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !' বলতে বলতে সেই ভগবান গোবিন্দের শরণ নিলেন। ভগবান দেখলেন যে তাঁর প্রিয় গোকুল (-বাসীসকল জীব) ভয়ে একান্ত কাতর ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে॥ ৬ ॥ তখন তাঁদের 'ভয় পেও না' —এই বাণীতে আশ্বস্ত করে সেই বৃষাসুরকে এইভাবে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত করলেন—'আরে মূর্খ ! দুরাত্মা !

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]সংবি.। [৩]ভৃশম্‌। [৪]স্ত্বাকালিকা গর্ভাঃ। [৫]দুদ্রুব রাজন্ সংত্যজ্য নিজগোকুলম্‌। [৬]নথ। [৭]বিহ্বলম্‌।

বলদর্পহাহং[1] দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্।
ইত্যাস্ফোটাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্॥ ৮

সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্যাবস্থিতো হরিঃ।
সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্।
উদ্যৎ পুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ॥ ৯

অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্‌লোচনোঽচ্যুতম্।
কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎতূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥ ১০

গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ।
প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা॥ ১১

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরঃ।
আপতৎ স্বিন্নসর্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্ছিতঃ॥ ১২

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।
নিষ্পীড়য়ামাস যথাঽঽর্দ্রমম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ॥ ১৩

অসৃগ্ বমন্ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্
ক্ষিপংশ্চ পাদাননবস্থিতেক্ষণঃ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নির্ঋতেরথ ক্ষয়ং
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥ ১৪

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ॥ ১৫

তুই এই পশুদের আর গোপেদের ভয় দেখাচ্ছিস, কিন্তু তাতে কী হবে ? ৭ ॥ দেখ, তোর মতো দুর্বৃত্ত দুরাত্মাদের বলদর্প চূর্ণ করার জন্য আমি রয়েছি এখানে !' এই বলে ভগবান অচ্যুত নিজের বাহুতে করতলের দ্বারা আঘাত করে সেই বাহবাস্ফোট শব্দে অরিষ্টাসুরকে কুপিত করে তুললেন এবং (সাপের দেহের মতো সুডোল ও নমনীয়) নিজের বাহুটি কোনো এক পার্শ্ববর্তী সখার কাঁধে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে উত্তেজিত হয়ে সেই অরিষ্ট খুরের দ্বারা পৃথিবীকে বিদীর্ণ এবং উদ্যত পুচ্ছের আঘাতে আকাশের মেঘপুঞ্জকে ছিন্নভিন্ন ও দিগ্‌বিদিকে বিক্ষিপ্ত করতে করতে মহাক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৌড়ে এল॥ ৮-৯ ॥ (মাথা নিচু করে) শিঙের অগ্রভাগ সামনে রেখে, বিস্ফারিত রক্তবর্ণ চোখে তির্যকভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করে সে ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো অকল্পনীয় দ্রুতবেগে তাঁর ওপর এসে পড়ল॥ ১০ ॥ ভগবান তার শিঙ দুটি দুহাতে ধরে, কোনো হাতি যেমন তার প্রতিস্পর্ধী হাতিকে ঠেলে নিয়ে যায়, সেইভাবে তাকে আঠারো পা পিছনে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেন॥ ১১ ॥ ভগবান এইভাবে তাকে ফেলে দিলেও সে অতিদ্রুত আবার উঠে দাঁড়াল এবং ক্রোধে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাঁকে আক্রমণ করল। তখন তার সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছিল॥ ১২ ॥ এইবার সে তাঁর ওপর এসে পড়তেই ভগবান তার শিঙ দুটি ধরে নিজের পা দিয়ে তার শরীরে চাপ দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং সেইভাবে চেপে রেখে তার শরীরটিকে মোচড় দিতে লাগলেন যেমনভাবে ভিজে কাপড় নিঙড়ানো হয়। তারপর তার শিঙ উপড়ে নিয়ে তার দ্বারা তাকে আঘাত করতে লাগলেন। তখন সেই অসুর পড়েই রইল (আর তার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না)॥ ১৩ ॥ সে তখন রক্ত-বমি এবং মলমূত্র ত্যাগ করছিল এবং পাগুলি ছুঁড়ছিল। তার চোখ উল্টে গেছিল। এইভাবে ভয়ংকর কষ্ট পেয়ে যমালয়ে গমন করল সেই অসুর। দেবতারা তার মৃত্যুতে আনন্দিত হয়ে শ্রীহরির ওপর পুষ্পবৃষ্টি এবং তাঁর স্তব করতে লাগলেন॥ ১৪ ॥ এইভাবে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে ভগবান বধ করলে গোপগণ সকলেই তাঁর

অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
কংসায়াথাহ ভগবান্ নারদো দেবদর্শনঃ॥ ১৬

যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ।
রামং চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা॥ ১৭

ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ।
নিশম্য তদ্ ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৮

নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া।
নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ॥ ১৯

জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্যয়া।
প্রতিযাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্॥ ২০

প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ[১]।
ততো মুষ্টিকচাণূরশলতোশলকাদিকান্॥ ২১

অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্।
ভো ভো নিশম্যতামেতদ্ বীরচাণূরমুষ্টিকৌ॥ ২২

নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল[২] নিদর্শিতঃ॥ ২৩

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, তিনিও এরপর বলরাম-সহ গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। তাঁর দর্শন লাভ করে গোপীদের নয়ন-মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল॥ ১৫ ॥

পরীক্ষিৎ ! ভগবানের লীলা অত্যন্ত অদ্ভুত, সাধারণদৃষ্টিতে তার তত্ত্ব বোঝা বিশেষভাবেই দুরূহ। এদিকে ব্রজভূমিতে তিনি যখন অরিষ্ট দৈত্যকে বধ করলেন, সেই সময়েই দেবর্ষি দেবদর্শন নারদ (দেব অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটান যিনি সাধকদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে, অথবা, দেবতুল্য দর্শন বা জ্ঞান অর্থাৎ ভবিষ্যদ্দৃষ্টি এবং কৃষ্ণলীলাতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান আছে যাঁর তিনিই দেবদর্শন) মথুরায় কংসের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন— ॥ ১৬ ॥ 'কংস ! শোনো যে শিশু-কন্যাটি বধোদ্যত তোমার হাত থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে উঠে গেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে যশোদার সন্তান। আর ব্রজে নন্দ-যশোদার কাছে পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ নামে যে বালক, সে-ই দেবকীর পুত্র। সেখানে বলরাম নামের অপর বালকটি (বসুদেবপত্নী) রোহিণীর পুত্র। বসুদেব তোমার ভয়ে নিজের বন্ধু নন্দের কাছে তাদের দুজনকে রেখে দিয়েছেন। এরা দুজনেই তোমার অনুচর যত দৈত্যদের বধ করেছে।' এই কথা শোনামাত্রই ভোজরাজ কংসের সমস্ত ইন্দ্রিয় ক্রোধের বশে চঞ্চল হয়ে উঠল॥ ১৭-১৮ ॥ সে বসুদেবকে হত্যা করার জন্য তৎক্ষণাৎ এক তীক্ষ্ণধার তরবারি টেনে নিল, তবে নারদ তাকে নিবারিত করলেন। কংস যেই জানতে পারল যে, বসুদেবের পুত্র-দুটিই তার মৃত্যুর কারণ হবে, তখনই সে বসুদেবকে পত্নী দেবকীসহ লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করল। দেবর্ষি নারদ চলে গেলে কংস কেশীকে (এক দৈত্য) ডেকে 'তুমি বলরাম এবং কৃষ্ণকে বধ করে এসো'—এই বলে তাকে ব্রজে প্রেরণ করল। এরপর ভোজরাজ কংস মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোশল প্রভৃতি মল্ল এবং মন্ত্রিগণকে আর সেইসঙ্গে হস্তিপালকদের ডাকিয়ে এনে বলল—'মহাবীর চাণূর এবং মুষ্টিক ! তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো॥ ১৯-২২ ॥ গোপরাজ নন্দের ব্রজে বলরাম এবং কৃষ্ণ নামে আনক দুন্দুভির (বসুদেবের) দুটি পুত্র

[১]মমাথবৌ। [২]কালনিদর্শিতঃ।

ভবদ্‌ভ্যামিহ সম্প্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া।
মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ।
পৌরা জানপদাঃ সর্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগম্॥ ২৪

মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্যুপনীয়তাম্।
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ॥ ২৫

আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দশ্যাং যথাবিধি।
বিশসন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢুষে॥ ২৬

ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোঽক্রূরমুবাচ হ॥ ২৭

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ।
নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজবৃষ্ণিষু॥ ২৮

অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্যগৌরবসাধনম্।
যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমধ্যগমদ্ বিভুঃ॥ ২৯

গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মা চিরম্॥ ৩০

নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ।
তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ॥ ৩১

বসবাস করছে। বলা হয়েছে, তাদের হাতেই নাকি আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে আছে॥ ২৩ ॥ সুতরাং তারা এখানে এলে তোমরা দুজন মল্লযুদ্ধের ছলে তাদের বধ করবে। এখন তোমরা সেই মল্লক্রীড়াভূমির চারপাশে গোলাকারে (দর্শকদের বসার উপযোগী এবং ক্রমোচ্চভাবে সোপানাবলির আকারে সজ্জিত) অনেক মঞ্চ নির্মাণ করো। এই নগরের এবং দেশের অন্যান্য জনপদের অধিবাসীরা সেখানে উপবিষ্ট হয়ে এই স্বেচ্ছা-মল্লযুদ্ধ দেখুক॥ ২৪ ॥ ওহে মুখ্য হস্তিপালক ! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তোমায় কী করতে হবে শোনো। মল্লযুদ্ধের জন্য যে বিশাল রঙ্গভূমি নির্মিত হবে, তুমি তার ঠিক দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামের মহাবলশালী ভয়ংকর হাতিটিকে এনে রাখবে এবং আমার শত্রু সেই রাম এবং কৃষ্ণ সেখানে আসা মাত্র সেই হাতির দ্বারা তাদের বধসাধন করবে॥ ২৫ ॥ এই চতুর্দশী তিথিতেই যথাবিধি ধনুর্যাগ আরম্ভ করা যাক এবং সেখানে বরদাতা ভৈরবের উদ্দেশে যজ্ঞোপযোগী পবিত্র পশুদের বলিদান করা হোক॥ ২৬ ॥

পরীক্ষিৎ ! কংস নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে কখন কেমন আচরণ করতে হয়, তা ভালোই জানত। তাই সে অমাত্য-মল্ল-হস্তিপক (মাহুত) প্রভৃতি স্বীয় অনুচরদের এইরকম আদেশ দিয়ে যদুবংশীয়দের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ অক্রূরকে ডাকিয়ে আনল এবং তারপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে নিজের হাতে তাঁর হাত ধরে বলল॥ ২৭ ॥ 'অক্রূর ! তোমার মতো উদারস্বভাব দানশীল পুরুষ কজন হয় ? তোমাকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। তুমি আজ আমার জন্যে একটি বন্ধুজনোচিত কাজ করে দাও। ভোজবংশীয় তথা বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের মধ্যে তোমার চাইতে বেশি হিতকারী আমার কেউই নেই॥ ২৮ ॥ এই কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এইজন্যই হে সৌম্য, হে প্রিয় বন্ধু, আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি, ঠিক যেমন ইন্দ্র স্বয়ং ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও বিষ্ণুর আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রয়োজন সাধন করে থাকেন॥ ২৯ ॥ তুমি নন্দরাজের ব্রজভূমিতে যাও। সেখানে বসুদেবের দুটি পুত্র আছে। তাদের এই রথে করেই এখানে নিয়ে এসো, একাজে বিলম্ব করার দরকার নেই॥ ৩০ ॥ শুনেছি, (সব ব্যাপারেই) বিষ্ণুর ওপর নির্ভরশীল দেবতারা ওই বালক

ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা।
যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ॥ ৩২

তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্।
তদ্-ভ্রাতরং নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হকান্[১]॥ ৩৩

উগ্রসেনং চ[২] পিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্।
তদ্ভ্রাতরং দেবকং চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম॥ ৩৪

ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা।
জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা॥ ৩৫

শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ।
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্॥ ৩৬

এতজ্জ্ঞাত্বাহহনয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ।
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্॥ ৩৭

অক্রূর উবাচ

রাজন্ মনীষিতং সম্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জনম্।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্যাদ্ দৈবং হি ফলসাধনম্॥ ৩৮

দুটিকেই আমার মৃত্যুর কারণরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। নন্দ প্রভৃতি গোপগণ যারা (আমার জন্য) উপঢৌকন নিয়ে আসবে, তাদের সঙ্গে তুমি সেই বালকদুটিকেও নিয়ে এসো॥ ৩১ ॥ এখানে নিয়ে এলেই তাদের দুজনকে আমি যমের মতো হাতি-কুবলয়াপীড়কে দিয়ে হত্যা করাব। যদি কোনোক্রমে তার কাছ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তাহলে আমার বজ্রতুল্য ভয়ংকর ও ক্ষিপ্র মল্লযোদ্ধা চাণূর-মুষ্টিকাদির দ্বারা তাদের বধ করাব॥ ৩২ ॥ তারা নিহত হলে বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণি, ভোজ এবং দশার্হ বংশীয় তাদের আত্মীয়স্বজনেরা শোকে আকুল হয়ে পড়বে, আমি তখন সবাইকেই যমালয়ে পাঠাব॥ ৩৩ ॥ আমার পিতা উগ্রসেন বৃদ্ধ হলেও এখনও রাজ্যের লোভ ছাড়তে পারেননি। আমি তাঁকেও ছেড়ে দেব না—তাঁকে, তাঁর ভাই দেবককে এবং আরও অন্যান্য যারা আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, তাদের সবাইকেই আমি এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব॥ ৩৪ ॥ বন্ধুবর! তখনই এই পৃথিবী হবে আমার পক্ষে নিষ্কণ্টক। মগধরাজ জরাসন্ধ আমার মাননীয় গুরুজন (শ্বশুর) এবং বানররাজ দ্বিবিদ আমার প্রিয় সখা॥ ৩৫ ॥ এছাড়া শম্বরাসুর, নরকাসুর, বাণাসুর—এই রাজারা সবাই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। এদের সকলের সাহায্যে আমি দেবতাদের পক্ষপাতী রাজাদের নিহত করে নিশ্চিন্ত মনে পৃথিবী ভোগ করব॥ ৩৬ ॥ আমি আমার মনের গোপন অভিলাষ তোমার কাছে খুলে বললাম। সুতরাং এই বুঝে তুমি যত দ্রুত সম্ভব রাম এবং কৃষ্ণকে এখানে নিয়ে এসো। এখনও তাদের বয়স কম, বালকমাত্র, সুতরাং তাদের বধ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তুমি শুধু গিয়ে তাদের এই কথা বলবে যে, ধনুর্যজ্ঞ এবং যদুবংশীয়দের রাজধানী মথুরাপুরীর শোভা দেখার জন্য তারা যেন এখানে আসে'॥ ৩৭ ॥

অক্রূর বললেন—মহারাজ! আপনি নিজের অরিষ্ট, নিজের মৃত্যুর প্রতিকার করতে চাইছেন, সেই বিচারে আপনার এই চিন্তা-ভাবনা তথা উপায়-নির্ধারণ ঠিকই আছে। তবে যে কোনো প্রযত্নেরই সফলতা বা অসাফল্য সম্পর্কে কার্য-কর্তার সমভাব পোষণ করাই উচিত।

[১]শার্হজান্। [২]মৎপিতরং।

মনোরথান্ করত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি।
যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে॥ ৩৯

কারণ ফললাভ প্রকৃতপক্ষে দৈবাধীন॥ ৩৮ ॥ মানুষ অনেক উচ্চাশা পোষণ করে, কিন্তু সে জানে না যে দৈব, বা তার প্রারব্ধ আগে থেকেই সেটি বিনষ্ট করে রেখেছে। সেইজন্য কখনো প্রারব্ধের অনুকূল হওয়ায় তার প্রযত্ন সফল হয়, তখন সে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আবার প্রারব্ধের প্রতিকূল হলে বিফলতা আসে, তখন সে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যাই হোক, আমি তো আপনার আজ্ঞাই পালন করে থাকি, তা-ই করব॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ।
প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রূর স্বমালয়ম্॥ ৪০

শ্রীশুকদেব বললেন—মন্ত্রিগণ এবং অক্রূরকে এইরকম আদেশ দিয়ে কংস তাঁদের বিদায় জানিয়ে নিজের প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল এবং অক্রূরও নিজের গৃহে ফিরে গেলেন॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধেঽক্রূরসংপ্রেষণং[১] নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে অক্রূর প্রেরণ নামক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

অথ সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কেশী ও ব্যোমাসুর উদ্ধার এবং নারদ কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

শ্রীশুক[২] উবাচ

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং
মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্বন্ নভো হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ॥ ১
বিশালনেত্রো বিকটাস্যকোটরো
বৃহদ্গলো নীলমহাম্বুদোপমঃ।
দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকীর্ষু-
র্ব্রজং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্॥ ২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! কেশী নামে যে দৈত্যটিকে কংস পাঠিয়েছিল, সে এক বিশাল অশ্বের রূপ ধারণ করে মনের সমান বেগে (অর্থাৎ অত্যন্ত দ্রুত বেগে) ধাবিত হল প্রভুর নির্দেশ পালনে। তার খুরের আঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ, কেশর-বিক্ষেপে আকাশের মেঘ এবং বিমানসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন ও দূরে অপসারিত, আর ভয়ংকর হ্রেষারবে সকলের মনে ভয় উৎপন্ন হচ্ছিল। বড় বড় চোখ, বিকট মুখ-গহ্বর, লম্বা ও স্থূল গলদেশ এবং বিশাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মতো চেহারা নিয়ে সেই দুষ্টবুদ্ধি অসুর কংসের হিতসাধনের ইচ্ছায় (অর্থাৎ কৃষ্ণকে বধ করবার মানসে) যেন ভূমিকম্প সৃষ্টি করে নন্দব্রজে এসে

[১]কংসমন্ত্রণং ষট্.। [২]বাদরায়ণিরুবাচ।

তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং
তদ্ধ্রেষিতৈর্বালবিঘূর্ণিতাম্বুদম্ ।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণী-
রুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদন্মৃগেন্দ্রবৎ॥ ৩

স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং
পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ ।
জঘান পদ্‌ভ্যামরবিন্দলোচনং
দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ॥ ৪

তদ্ বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ॥ ৫

স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা
ব্যাদায় কেশী তরসাঽঽপতদ্ধরিম্।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্
প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে॥ ৬

দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশ-
স্তে কেশিনস্তপ্তময়ঃ স্পৃশো যথা।
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো
যথাঽঽময়ঃ সংববৃধে উপেক্ষিতঃ॥ ৭

সমেধমানে স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ
পপাত লেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ॥ ৮

উপস্থিত হল॥ ১-২ ॥ ভগবান দেখলেন, সেই অশ্বরূপী অসুরের ভীষণ হ্রেষাধ্বনিতে তাঁর আশ্রিত গোকুলের সমস্ত প্রাণী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, তার পুচ্ছকেশের আস্ফালনে আকাশের মেঘ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং জানতে পারলেন যে সে নাকি যুদ্ধ করবার জন্য তাঁকেই খুঁজছে, তখন তিনি নিজেই অগ্রসর হয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন (অথবা, তাঁর আহ্বান শুনে সেই অসুর সিংহের মতো গর্জন করে উঠল)॥ ৩ ॥ তাঁকে সামনে দেখেই সেই অসুর যেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর দিকে বিশাল মুখব্যাদান করে এমনভাবে দৌড়ে এল, যেন আকাশকেই গিলে ফেলবে। পরীক্ষিৎ ! প্রকৃতই কেশীর বেগ ছিল অতি প্রচণ্ড, তাকে জয় করা তো দুঃসাধ্য ছিলই, তাকে ধরতে পারা বা বশে আনাও সহজ ছিল না। সে অরবিন্দলোচন ভগবানের কাছে এসেই তাঁকে আঘাত করার জন্য নিজের পিছনের পা-দুটি নিক্ষেপ করল॥ ৪ ॥ ভগবান অবশ্য তৎপরতার সঙ্গে তা এড়িয়ে গেলেন। ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যাঁকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পদাঘাত করা তো সহজ কথা নয় ! তিনি নিজের দুই হাতে তার পিছনের পা-দুটি ধরে ফেললেন এবং তারপর গরুড় যেমন সাপকে ধরে ঘুরে ছুঁড়ে ফেলেন সেইভাবে সক্রোধে তাকে শূন্যে ঘুরিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে শত ধনু (চারশো হাত) দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং নিজে যথাপূর্ব স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন॥ ৫ ॥ কিছুক্ষণ পরেই কেশী চেতনা ফিরে পেয়ে আবার উঠে দাঁড়াল এবং মহাক্রোধে মুখবিস্তার করে প্রচণ্ড বেগে ভগবান হরির দিকে ধাবিত হল। সাপকে তার নিজের গর্তে প্রবেশ করাতে যেমন কোনো বেগ পেতে হয় না, স্বতই নির্ভয়ে সে নিজবিবরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরকম সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্নভাবে হাসতে হাসতে ভগবান তার মুখের মধ্যে নিজের বাম বাহুটি প্রবেশ করিয়ে দিলেন॥ ৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবানের অতি কোমল বাহুও তখন তপ্ত লোহার মতো স্পর্শের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল, তার স্পর্শমাত্রই কেশীর সমস্ত দাঁত খসে পড়ল। আবার তার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট ভগবানের বাহুটি ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল, যেমন উপেক্ষা করলে জলোদর (উদরী) রোগ ক্রমেই বেড়ে চলে॥ ৭ ॥

অচিন্ত্যশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাহুটি তার মুখের

তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্
ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিরুৎস্ময়ৈঃ[১]
প্রসূনবর্ষৈর্দিবিষদ্ভিরীড়িতঃ ॥ ৯

মধ্যে ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি পেল যে, তার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল। সে তখন (বায়ুর অভাবে) ভয়ংকর কষ্ট অনুভব করে পাগুলি ছুঁড়তে লাগল ; তার সর্বশরীরে ঘাম দেখা দিল, চক্ষুতারকা উল্টে গেল, পুরীষ নির্গত হতে লাগল। একটু পরেই তার শরীর নিশ্চেষ্ট হয়ে গিয়ে ভূমিতে পতিত হল, তার প্রাণপাখি উড়ে গেল ॥ ৮ ॥ (রুদ্ধ বায়ুর চাপে) অত্যন্ত স্ফীত তার দেহটি পড়ামাত্রই পক্ব কর্কটিকা (কাঁকুড়) ফলের মতো বিদীর্ণ হয়ে গেল। মহাবাহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই নিষ্প্রাণ শরীর থেকে নিজের বাহুটি বের করে নিলেন। এমন এক ভয়ানক শত্রুকে তিনি বিনা আয়াসেই বিনাশ করলেন—এইজন্য তাঁর বিন্দুমাত্র বিস্ময় বা গর্বের উদয় হল না। দেবতারা অবশ্য এই ঘটনায় বিস্মিত এবং উৎফুল্ল হয়ে তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং তাঁর বন্দনাগানে মুখর হয়ে উঠলেন ॥ ৯ ॥

দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥ ১০

রাজা পরীক্ষিৎ ! দেবর্ষি নারদ ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে এবং সর্বজীবেরই অকারণ বন্ধু। তিনি কংসের কাছ থেকে ফিরে—যিনি অক্লেশে অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করেন কিন্তু কোনো কর্মের দ্বারাই বদ্ধ হন না—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে গোপনে তাঁকে এইরূপ বলতে লাগলেন— ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥ ১১

'হে কৃষ্ণ ! হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ! হে অনির্দেশ্যস্বরূপ ! হে যোগেশ্বর ! হে জগদীশ্বর ! সর্বভূতে বিরাজমান হে বাসুদেব ! সর্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ হে অখিলাবাস ! যদুবংশ শিরোমণি ভক্তজনবাঞ্ছিত হে শ্রীকৃষ্ণ, হে আমার প্রভু ! ১১ ॥

ত্বমাত্মা সর্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ১২

যেমন একই অগ্নি সকল ইন্ধনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সেইরকম এক তুমিই সর্বভূতে রয়েছ আত্মারূপে। তবুও তুমি গূঢ়, গুপ্তস্বরূপ, বুদ্ধির অগম্য, পঞ্চকোশরূপ গুহার অভ্যন্তরবাসী। তুমি সর্বসাক্ষী, পুরুষোত্তম, সকলের নিয়ন্তা, সর্বজীবের প্রবর্তয়িতা পরমেশ্বর ॥ ১২ ॥

আত্মনাঽঽত্মাশ্রয়ঃ পূর্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্।
তৈরিদং সত্যসংকল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ ॥ ১৩

তুমি সকলের অধিষ্ঠান কিন্তু নিজে অধিষ্ঠানান্তর-রহিত, আত্মাশ্রয় স্বতন্ত্রপুরুষ। সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি নিজের মায়াশক্তির দ্বারা গুণসমূহ সৃষ্টি করেছ এবং তাদের মাধ্যমে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার করে চলেছ। এইসব কর্মের জন্য তোমার আত্মাতিরিক্ত অপর কোনো পদার্থের প্রয়োজন হয় না, কারণ তুমি

[১]সুবিস্মিতৈঃ পদ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ প্রসূ.।

স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্যপ্রমথরক্ষসাম্।
অবতীর্ণো বিনাশায় সেতূনাং[1] রক্ষণায় চ॥ ১৪

দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়ায়ং হয়াকৃতিঃ।
যস্য হ্রেষিতসংত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম্॥ ১৫

চাণূরং মুষ্টিকং চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্।
কংসং চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে বিভো॥ ১৬

তস্যানু শঙ্খযবনমুরাণাং নরকস্য চ।
পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্॥ ১৭

উদ্বাহং বীরকন্যানাং বীর্যশুল্কাদিলক্ষণম্।
নৃগস্য মোক্ষণং পাপাদ্ দ্বারকায়াং জগৎপতে॥ ১৮

স্যমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্যয়া।
মৃতপুত্রপ্রদানং চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ॥ ১৯

পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপুর্যাশ্চ দীপনম্।
দন্তবক্ত্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতৌ॥ ২০

যানি চান্যানি বীর্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্।
কর্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি[2] কবিভির্ভুবি॥ ২১

অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষ্ণোরমুষ্য বৈ।
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জুনসারথেঃ॥ ২২

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্ ।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥ ২৩

সর্বশক্তিমান এবং সত্যসংকল্প॥ ১৩ ॥ সেই তুমি বর্তমানে পৃথিবীতে রাজার বেশধারী (স্বরূপত) দৈত্য, প্রমথ এবং রাক্ষসদের বিনাশ তথা ধর্মের মর্যাদা-রক্ষার জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছ॥ ১৪ ॥ অত্যন্ত সৌভাগ্য এবং আনন্দের কথা যে, এই অশ্বরূপধারী কেশী দৈত্য, যার হ্রেষারবে সন্ত্রস্ত হয়ে দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে পলায়ন করতেন, তাকে তুমি অবলীলায় বধ করেছ॥ ১৫ ॥

প্রভু ! আগামী পরশ্ব দিন (পরশু দিন) তোমার হাতে চাণূর, মুষ্টিক এবং অন্যান্য মল্লযোদ্ধা, কুবলয়াপীড় হাতি এবং স্বয়ং কংসকেও নিহত হতে দেখব॥ ১৬ ॥ এরপর শঙ্খাসুর, কালযবন, মুর এবং নরকাসুরের বধও দেখব। তুমি স্বর্গ থেকে পারিজাত হরণ করে আনবে এবং ইন্দ্র তাতে বাধা দিয়ে তোমার হাতে পরাজয় বরণ করবেন, এই সব লীলামাধুর্যও উপভোগ করব॥ ১৭ ॥ নিজের কৃপাগুণ, বীরত্ব, সৌন্দর্য প্রভৃতি শুল্করূপে প্রদান করে তুমি বীর-কন্যাদের বিবাহ করবে, এবং হে জগৎপতি ! দ্বারকায় বাসকালে তুমি রাজা নৃগকে (অজ্ঞানকৃত পাপের ফল ভোগ থেকে) মুক্ত করবে (এই সবই আমি দেখব)॥ ১৮ ॥ পত্নী জাম্ববতীর সঙ্গে তুমি জাম্ববানের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি নিয়ে আসবে এবং স্বধাম থেকে ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রদের ফিরিয়ে এনে দেবে॥ ১৯ ॥ এরপর তুমি পৌণ্ড্রক অর্থাৎ মিথ্যা-বাসুদেবককে হত্যা করবে, কাশীপুরী জ্বালিয়ে দেবে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপাল এবং সেই যজ্ঞ থেকে ফেরার পথে তার (শিশুপালের) মাসতুতো ভাই দন্তবক্ত্রকে বধ করবে॥ ২০ ॥ প্রভু ! এছাড়াও দ্বারকায় বাসকালে তুমি আরও যে-সব শৌর্য-বীর্য-পরাক্রমমূলক কর্ম করবে, যেগুলি যুগে যুগে পৃথিবীর জ্ঞানী, ঋষি, কবিগণ-কর্তৃক কীর্তিত হবে—সে-সবই আমি দেখব॥ ২১ ॥ পৃথিবীর ভার হরণের জন্য এরপর কালরূপী তুমি অর্জুনের রথে সারথি হয়ে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সংহার করবে। তোমার সেই ভীষণ লীলাও আমি দেখব॥ ২২ ॥

তুমি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন। নিত্য নিরন্তর নিজ

[1]সাধূনাং। [2]যানি শেযাণি বৈ ভুবি।

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া
বিনির্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্ ।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং
নতোঽস্মি ধুর্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্॥ ২৪

পরমানন্দস্বরূপে স্থিতিতেই তোমার সর্বার্থসিদ্ধ। তোমার সংকল্প, তোমার বাঞ্ছা সর্বথা অমোঘ। তোমার চিন্ময়ী শক্তির সম্মুখে মায়া এবং তার কার্যরূপ ত্রিগুণময় সংসারচক্র নিত্যনিবৃত্ত। এইরূপ অখণ্ড, একরস, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরতিশয় ঐশ্বর্যসম্পন্ন ভগবানের আমি শরণ নিলাম॥ ২৩ ॥ তুমি সকলের নিয়ন্তা কিন্তু নিজে কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নও, আপনাতে আপনি স্থিত, পরমস্বতন্ত্র। জগৎসংসার এবং তার অনন্ত প্রকারের বিশেষ ভাব-অভাবরূপ সকল ভেদ-বিভেদের প্রকল্পন কেবল তোমার নিজ মায়াশক্তির দ্বারাই তুমি করে থাক। এইসময়ে তুমি লীলার জন্য মনুষ্যতুল্য দেহ ধারণ করে প্রকটিত এবং যদু, বৃষ্ণি তথা সাত্বতবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে পরিগণিত হয়েছ। হে প্রভু ! সেই তোমাকে আমি প্রণাম করছি॥ ২৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ।
প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ॥ ২৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! পরমভাগবত দেবর্ষি নারদ এইরূপে যদুপতি ভগবান কৃষ্ণের স্তুতি এবং তাঁকে প্রণাম করলেন, ভগবানকে দর্শন তাঁর কাছে এক উৎসবস্বরূপ ছিল, তিনি সেই আনন্দে মগ্ন, আপ্লুত, রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে উঠেছিলেন। এরপর তিনি তাঁর আজ্ঞা নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন॥ ২৫ ॥

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে।
পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ॥ ২৬

এদিকে ভগবান গোবিন্দও যিনি সর্বদাই ব্রজবাসিগণের সুখবিধানে তৎপর থাকতেন, কেশীকে যুদ্ধে বধ করে পুনরায় তাঁর প্রতি প্রীতিপরায়ণ গোপবালকদের নিয়ে পশুপালনে রত হলেন॥ ২৬ ॥

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াশ্চোরপালাপদেশতঃ ॥ ২৭

এক সময় সেই পশুপালকেরা সকলে পর্বতের সানুদেশে পশুদের চারণ করাতে করাতে কেউ কেউ পশুর রক্ষক, আবার কেউ কেউ চোর সেজে নিজেরাই বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে 'নিলায়ন' অর্থাৎ লুকোচুরি খেলা করতে লাগলেন॥ ২৭ ॥

তত্রাসন্ কতিচিচ্চোরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ।
মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুরকুতোভয়াঃ॥ ২৮

মহারাজ ! সেই খেলায় অনেকে চোর, অন্যেরা পশু-পালক আবার অপরেরা মেষ হয়েছিলেন, এইভাবে সেই গোপের দল নির্ভয়ে খেলায় মত্ত ছিলেন॥ ২৮ ॥

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেষধৃক্।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরায়িতো বহূন্॥ ২৯

এমন সময়ে সেখানে গোপের বেশধারণ করে ব্যোমাসুর নামে এক অসুর এসে উপস্থিত হল। সে ছিল মায়াবীদের গুরু ময়দানবের পুত্র এবং নিজেও মায়াবিদ্যায় অতি নিপুণ। সে খেলার মধ্যে বারেবারেই চোর সাজছিল এবং মেষরূপী বহু গোপবালককে চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসছিল॥ ২৯ ॥

গিরিদর্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতং নীতং মহাসুরঃ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ॥ ৩০

সেই মহাসুর এক এক করে নিয়ে গিয়ে সেই গোপবালকদের একটি গিরিগুহায় নিক্ষেপ করে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা তার মুখটি বন্ধ করে দিচ্ছিল। এইভাবে শেষপর্যন্ত মাত্র চার-পাঁচজন গোপবালক অবশিষ্ট রইলেন॥ ৩০ ॥

তস্য তৎ কর্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্।
গোপান্ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা॥ ৩১

ভক্তবৎসল সজ্জন-শরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার এই অপকর্মটি বুঝতে পারলেন, এবং যখন সে গোপবালকদের নিয়ে যাচ্ছিল সেইসময়, সিংহ যেমন নেকড়ে বাঘকে ধরে, সেই রকম সজোরে তাকে ধরে ফেললেন॥ ৩১ ॥

স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী।
ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্নোদ্গ্রহণাতুরঃ॥ ৩২

ব্যোমাসুর প্রচণ্ড বলবান ছিল। ধরা পড়তেই সে পর্বতের মতো বিশাল তার আসল রূপ ধারণ করল এবং নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হল। কিন্তু ভগবান তাকে এমন কৌশলে এবং সবলে ধরে রেখেছিলেন যে সে বহু চেষ্টা করেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না॥ ৩২ ॥

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ॥ ৩৩

ভগবান অচ্যুত তাকে দুই হাতে চেপে ধরে মাটিতে ফেললেন এবং পশুবধ করার মতো (শ্বাসরোধ করে) তাকে হত্যা করলেন। আকাশে বিমানারূঢ় দেবতারা এই লীলা নিজেদের চোখে দেখলেন॥ ৩৩ ॥

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানঃ সুরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্॥ ৩৪

এরপর যে শিলার দ্বারা গুহার মুখ বন্ধ করা ছিল সেটি ভেঙে ফেললেন এবং সেই ক্লেশপূর্ণ স্থান থেকে গোপবালকদের বের করে আনলেন এবং আকাশে দেবতাদের দ্বারা, ভূমিতে গোপগণের দ্বারা স্তুত হতে হতে নিজ গোকুলে প্রবেশ করলেন॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] ব্যোমাসুরবধো নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে ব্যোমাসুরবধ নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

---

[১]কেশিব্যোমবধঃ সপ্ত.।

অথাষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

অক্রূরের ব্রজযাত্রা

শ্রীশুক উবাচ

অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ১

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বুজেক্ষণে।
ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ॥ ২

কিং ময়াঽঽচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্ দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্॥ ৩

মমৈতদ্ দুর্লভং মন্য উত্তমশ্লোকদর্শনম্।
বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্মকীর্তনং শূদ্রজন্মনঃ॥ ৪

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিৎতরতি কশ্চন॥ ৫

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজম্॥ ৬

কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং
দ্রক্ষ্যেঽঙ্‌ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ
পূর্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! মহামতি অক্রূরও সেই রাতটি মথুরাপুরীতে কাটিয়ে সকাল হতেই রথে আরোহণ করে নন্দরাজের গোকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন॥ ১ ॥ পরম সৌভাগ্যশালী অক্রূর সেই যাত্রাপথে কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর ভক্তির উদ্রেকে আপ্লুত হয়ে এইরকম চিন্তা করতে লাগলেন॥ ২ ॥ 'আমি এমন কোন্ শুভ কর্ম করেছি, এমন কী মহাতপস্যা করেছি, অথবা কোন্ সৎপাত্রকে এমন কোন্ মহত্ত্বপূর্ণ দান সমর্পণ করেছি, যার ফলস্বরূপ আজ আমি ভগবান কেশবের দর্শন পাব ? ৩ ॥ আমি তো সম্পূর্ণরূপেই বিষয়াসক্ত মানুষ। মহান সাত্ত্বিক পুরুষেরা পর্যন্ত যাঁর গুণাবলিই কীর্তন করেন, দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন না, সেই উত্তমশ্লোক ভগবানের দর্শন তো আমার পক্ষে একান্তই দুর্লভ বলে মনে হয়, যেমন অনধিকারী শূদ্র কুলোৎপন্নের পক্ষে বেদপাঠ যেমন নিতান্ত দুর্ঘট॥ ৪ ॥ কিন্তু না, আমি যতই অধম, অযোগ্য হই না কেন, আমারও অচ্যুত ভগবানের দর্শন লাভ হবেই। কারণ, নদীর প্রবাহে ভেসে যাওয়া বহু পদার্থের মধ্যে কখনো কোনো একটি তৃণ যেমন পরপারে পৌঁছেও যায়, তেমনই কালনদীর স্রোতের টানে চলে যেতে যেতেও অনন্ত জীবকুলের মধ্যে কেউ কেউ কখনো পারও হয়ে যায়॥ ৫ ॥ আজ নিশ্চয়ই আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হয়ে গেছে, আমার জন্মও আজ সফল হয়েছে ; কারণ শ্রেষ্ঠ যোগী তথা যতিগণ যাঁর ধ্যান করে থাকেন, আজ আমি ভগবানের সেই চরণকমলে সাক্ষাৎভাবে প্রণাম নিবেদন করতে পারব॥ ৬ ॥ কী আশ্চর্য ব্যাপার ! কংসই তো দেখছি, আজ আমার ওপর বিরাট অনুগ্রহ করল ! সে পাঠাল বলেই আমি ভূতলে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবানের চরণকমলের দর্শন পাব। যাঁর নখমণ্ডলের কান্তিচ্ছটায় পূর্ব যুগের ঋষি-মুনি-সজ্জনগণ এই দুস্তর সংসার-রূপ অন্ধকাররাশি পার হয়ে গেছেন, সেই ভগবানই তো স্বয়ং প্রকট হয়েছেন এই ব্রজভূমিতে

যদর্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে
যদ্ গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্।। ৮

দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোলনাসিকং
স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনম্ ।
মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং
প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ।। ৯

অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো
ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং
মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ।। ১০

য ঈক্ষিতাহংরহিতোঽপ্যসৎসতোঃ
স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ ।
স্বমায়য়াঽঽত্মন্ রচিতৈস্তদীক্ষয়া
প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেষ্বভীয়তে[১]।। ১১

যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈ-
র্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগদ্
যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ।। ১২

নন্দদুলালরূপে।। ৭ ।। ব্রহ্মা, শংকর, ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ যে চরণকমলের অর্চনা করেন, স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মীদেবী ক্ষণেকের জন্যও যার সেবায় বিরত হন না, প্রেমিক ভক্তগণের সঙ্গে মহাজ্ঞানী মুনিগণও যার আরাধনায় নিত্য ব্রতী থাকেন, ভগবানের সেই চরণকমলই গোচারণের জন্য অনুচর গোপবালকদের সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করে ; সেই সুর-মুনি-বন্দিত শ্রীচরণ গোপীদের বক্ষঃস্থললগ্ন কুঙ্কুমে রঞ্জিত হয়ে যায়।। ৮ ।। আমি অবশ্যই দর্শন করব সেই রাতুল চরণ। আর দেখব তাঁর শ্রীমুখপঙ্কজ ; অপরূপ সুন্দর কপোল এবং নাসিকা, স্মিতহাস্যমধুর দৃষ্টি, আরক্ত পদ্ম-পলাশতুল্য নয়ন ও ললাটলগ্ন কুঞ্চিত কেশরাশির শোভায় মনোহর সেই মুখটি আমার কল্পনানেত্রে এখনই ভাসছে। আর আমার এই অভিলাষ যে পূর্ণ হবেই তার শুভ লক্ষণও আমি দেখতে পাচ্ছি, হরিণেরা দক্ষিণ দিক দিয়ে আমাকে অতিক্রম করছে।। ৯ ।। পৃথিবীর ভার-হরণের জন্য নিজের ইচ্ছায় মানুষের রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন যিনি, অখিল সৌন্দর্যের আশ্রয়স্বরূপ সেই ভগবান বিষ্ণুর দর্শনলাভ আজ আমার অবশ্যই ঘটবে, আমার নয়নের প্রকৃত সার্থকতা লাভ হবে বিনা 'তপস্যাদি আচরণরূপ' আয়াসে।। ১০ ।। এই কার্যকারণরূপ জগতের দ্রষ্টামাত্র তিনি কিন্তু দ্রষ্টৃত্বের অহংকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর স্বীয় (নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ) চিৎ-শক্তির প্রভাবে অজ্ঞান, তার ফলে জাত ভেদ এবং ভ্রম—এই সব কিছুই তাঁর দূর থেকেই নিরাকৃত হয়ে থাকে। নিজের মায়া শক্তির প্রতি ঈক্ষণমাত্র দ্বারা তিনি তার বলে প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে নিজের স্বরূপভূত জীবসমূহকে রচনা করেন এবং তাদের সঙ্গে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে তথা গোপিকাদের আবাসে বিভিন্নপ্রকার লীলা কৌতুকাদি-আচরণে প্রবৃত্তরূপে প্রতীত হন।। ১১ ।। সর্বপাপনাশী এবং পরমমঙ্গলময় তাঁর গুণ, কর্ম এবং জন্ম সম্পর্কিত যত কথা গীত তথা উচ্চারিত হয়, তার দ্বারা জগৎ সংসারে জীবনের স্ফূর্তি, শোভার সঞ্চার এবং পবিত্রতার বিস্তার ঘটে, আর এসবের কথা বলে না যে বাণী, ভগবৎপ্রসঙ্গরহিত সেই বৃথা শব্দজাল যতই

[১]ষ্বী.।

স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে
স্বসেতুপালামরবর্যশর্মকৃৎ ।
যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো
গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্॥ ১৩

তং ত্বদ্য নূনং মহতাং গতিং গুরুং
ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্।
রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং
দ্রক্ষ্যে মমাসন্নুষসঃ সুদর্শনাঃ॥ ১৪

অথাবরূঢ়ঃ সপদীশয়ো রথাৎ
প্রধানপুংসোশ্চরণং স্বলব্ধয়ে।
ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং ধ্রুবং
নমস্য আভ্যাং চ সখীন্ বনৌকসঃ॥ ১৫

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ
শিরস্যধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজম্ ।
দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা
প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্॥ ১৬

সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিক-
স্তথা বলিশ্চাপ জগৎত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্ বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ॥ ১৭

অলংকৃত হোক না কেন, তা সুসজ্জিত শবদেহমাত্র, সৎরূপে প্রতীয়মান হলেও অসৎ এবং অপবিত্র, অমঙ্গলজনক ; কোনো মনস্বী ব্যক্তিই তার সমাদর করেন না॥ ১২ ॥ সেই উত্তমশ্লোক ভগবান স্বয়ং সাত্বতকুলে (যদুবংশে) অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর নিজেরই স্থাপিত ধর্মমর্যাদার রক্ষাকর্তা শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দের সর্বথা সুকল্যাণ বিধানই তাঁর এই জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য। ব্রজে বাস করছেন তিনি, কিন্তু মহামহিমময় সেই পরমেশ্বরের যশ দিকে দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে চলেছে, দেবতারাও পান করছেন সেই সর্বমঙ্গল-স্বরূপ সর্বতোভদ্র পবিত্র যশোগাথা ! ১৩ ॥

তিনি সাধু-মহাপুরুষগণের পরম গতি, একমাত্র আশ্রয়, সর্বলোকের গুরু, রূপ-সৌন্দর্যে ত্রিলোকের কান্ততম, দৃষ্টিমানদের নয়নানন্দস্বরূপ, লক্ষ্মীদেবীর একান্ত প্রার্থিত আশ্রয়স্থল। কল্পনারও অগোচর সেই রূপ নিজের শ্রীবিগ্রহে ধারণ করে প্রকটিত হয়েছেন তিনি—সেই অপরূপকেই আমি আজ দেখব ! এর অন্যথা হবে না, আজ আমার মঙ্গল প্রভাত হয়েছে, সকাল থেকেই সমস্ত রকম শুভলক্ষণ আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে॥ ১৪ ॥

পরমেশ্বর-স্বরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ বলরাম ও কৃষ্ণের দর্শন পাওয়া মাত্রই আমি তৎক্ষণাৎ রথ থেকে অবতরণ করব এবং তাঁদের চরণে পতিত হব। পরম দুর্লভ সেই চরণ, যোগিশ্রেষ্ঠগণও আত্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্য তা চিত্তে ধারণা করেন, আর আমি প্রত্যক্ষভাবে লাভ করব, স্পর্শ করব, প্রণত হব সেই চরণে ! তাঁদের সঙ্গেই তাঁদের সখাদের তথা বৃন্দাবনবাসী সকলেরই চরণবন্দনা করব আমি॥ ১৫ ॥ কী সৌভাগ্য আমার ! চরণমূলে পতিত আমার মস্তকে প্রভু নিশ্চয়ই তাঁর নিজ করকমল অর্পণ করবেন। যারা কালরূপ সর্পের ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রয়-প্রার্থনা করেছে, চিরকালই তো সেই শরণাগত জীবকুলকে অভয়দান করেছে ওই রক্ত-কমল সদৃশ কল্যাণকর ! ১৬ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তথা দৈত্যরাজ বলি ভগবানের ওই কমল-করে পূজা উপহার সমর্পণ করে ত্রিলোকের প্রভুত্ব, ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন। আবার তাঁর সেই দিব্য কমলসুগন্ধে সুরভিত হস্তের স্পর্শেই তিনি রাসক্রীড়ার সময় ব্রজাঙ্গনাদের সমস্ত শ্রান্তি দূর করে দিয়েছিলেন॥ ১৭ ॥

ন মন্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ
কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা।। ১৮

অপ্যাঙ্‌ঘ্রিমূলেঽবহিতং কৃতাঞ্জলিং
মামীক্ষিতা সস্মিতমার্দ্রয়া দৃশা।
সপদ্যপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষো
বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক উর্জিতাম্।। ১৯

সুহৃত্তমং জ্ঞাতিমনন্যদৈবতং
দোর্ভ্যাং বৃহদ্‌ভ্যাং পরিরপ্স্যতেঽথ মাম্।
আত্মা হি তীর্থীক্রিয়তে তদৈব মে
বন্ধশ্চ কর্মাত্মক উচ্ছ্বসিত্যতঃ।। ২০

লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং
মাং বক্ষ্যতেঽক্রূর তাতেত্যুরুশ্রবাঃ।
তদা বয়ং জন্মভৃতো মহীয়সা
নৈবাদৃতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ।। ২১

ন তস্য কশ্চিদ্ দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ।। ২২

কিঞ্চাগ্রজো মাবনতং যদূত্তমঃ
স্ময়ন্ পরিষ্বজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ।
গৃহং প্রবেশ্যাপ্তসমস্তসৎকৃতং
সংপ্রক্ষ্যতে কংসকৃতং স্ববন্ধুষু।। ২৩

আমি কংসের দূত, তার দ্বারা প্রেরিত হয়েই আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তাই বলে তিনি আমার প্রতি কখনোই শত্রুবুদ্ধি করবেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তিনি যে অচ্যুত, সর্বথা নির্বিকার, নিত্য-সমরস, বিশ্বের সাক্ষী, সর্বজ্ঞ, নিখিলচিত্তের বাইরে এবং অন্তরেও তিনিই বর্তমান। ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত তিনি অন্তঃকরণের প্রতিটি চেষ্টাই নিজ নির্মল জ্ঞানদৃষ্টিতে অবলোকন করেন।। ১৮ ।। সুতরাং আমার এরূপ শঙ্কা অমূলক। আমি তাঁর চরণোপান্তে জোড়হাতে বিনয়-নম্রভাবে যখন দাঁড়াব, তখন তিনি সস্মিতমুখে করুণার্দ্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবেন। আর সেই মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যাবে আমার জন্ম-জন্মান্তরের যত অশুভ সংস্কার, আমিও তারপর থেকে সদা নির্ভয়চিত্তে বহন করে চলব অবসাদহীন উর্জিত আনন্দের অধিকার।। ১৯ ।। আমি তাঁর আত্মীয়, সর্বদা সর্বথা হিতৈষী ; তিনি ছাড়া আমার আরাধ্য অন্য কোনো দেবতাও নেই, সেই আমাকে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সুদীর্ঘ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে নিজের বক্ষে ধারণ করবেন। সেই ক্ষণেই আমার দেহ তো পবিত্র হবেই, উপরন্তু তা অপরকেও পবিত্র করার যোগ্যতা অর্জন করবে, তার সংস্পর্শে অন্যেরাও পবিত্র হয়ে উঠবে। আর সেই আলিঙ্গন লাভ করামাত্রই শিথিল হয়ে যাবে আমার কর্মবন্ধন, যার কারণে আমি অনাদিকাল থেকে এই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করে চলেছি।। ২০ ।। এইভাবে তাঁর অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করে তাঁর সামনে অবনতশিরে জোড়হাতে যখন আমি দাঁড়াব, তখন অনন্ত-কীর্তি সেই ভগবান আমাকে 'তাত অক্রূর'—এই বলে সম্ভাষণ করবেন। তখনই আমার জীবন সফল হবে ; সেই মহত্তম পুরুষের কাছ থেকে এইরকম সমাদর যে না পায়, তার জীবনই ধিক্কৃত, জন্মও বৃথা।। ২১ ।। তাঁর প্রিয়ও কেউ নেই, অপ্রিয়ও নেই, পরম বান্ধবও কেউ নেই, শত্রুও নেই। তাঁর উপেক্ষার পাত্রও কেউ নেই। তা সত্ত্বেও কল্পবৃক্ষ যেমন, যে তার কাছে এসে যা প্রার্থনা করে, তাকে সেই বস্তুই দেয়, তিনিও তাঁকে যে যেভাবে ভজনা করে, সেই ভক্তকে সেই ভাবেই ভজনা করেন।। ২২ ।। যাই হোক, তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলে যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব হাসিমুখে আমাকে আলিঙ্গন করবেন এবং আমার দুই হাত নিজের হাতে ধরে

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োঽধ্বনি।
রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ॥ ২৪

পদানি তস্যাখিললোকপাল-
কিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ[১] ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি
বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ ॥ ২৫

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ
প্রেম্‌ণোর্ধ্বরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত
প্রভোরমূন্যঙ্‌ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি॥ ২৬

দেহংভৃতামিয়ানর্থো[২] হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্।
সন্দেশাদ্ যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥ ২৭

দদর্শ কৃষ্ণং রামং চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ॥ ২৮

কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ॥ ২৯

আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাবেন। সেখানে আমার প্রতি সবরকমের আতিথেয় সৎকার করা হলে কংস তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কেমন ব্যবহার করছে তা জানতে চাইবেন॥ ২৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ ! শ্বফল্ক-তনয় অক্রূর এইভাবে পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন থেকে ক্রমে রথারোহণে নন্দগোকুলে এসে পৌঁছলেন এবং সেই সঙ্গে সূর্যদেবও অস্তাচলে গমন করলেন॥ ২৪ ॥ যাঁর এমন চরণকমলরেণু সমস্ত লোকপালেরা নিজেদের কিরীটে ধারণ করেন, গোষ্ঠভূমিতে অক্রূর তাঁর পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। পদ্ম, যব, অঙ্কুশ প্রভৃতি অনন্য সাধারণ চিহ্নের দ্বারা সেগুলি লক্ষ করা যাচ্ছিল, পৃথিবীর শোভা বাড়িয়ে তুলেছিল সেগুলি॥ ২৫ ॥ সেই চরণচিহ্ন দেখামাত্রই অক্রূরের হৃদয়ে জন্মাল বাঁধভাঙা আনন্দের আবেগ, প্রেমের আতিশয্যে তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল, দু-চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল, তিনি লাফ দিয়ে রথ থেকে নেমে সেই ধূলির ওপর লুণ্ঠিত হতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—'আহা ! এই আমার প্রভুর চরণধূলি !' ২৬ ॥ পরীক্ষিৎ ! কংসের আদেশ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত (শ্রীহরির পদচিহ্ন দর্শন পর্যন্ত) অক্রূরের চিত্তের যে অবস্থা ছিল (যা বর্ণিত হল), জীবমাত্রেরই দেহধারণের তা-ই পরম প্রাপ্তি, তা-ই পুরুষার্থ। এইজন্য সকলেরই উচিত দম্ভ, ভয় এবং শোক ত্যাগ করে ভগবানের বিগ্রহ (প্রতিমা, ভক্ত ইত্যাদি), চিহ্ন, লীলা, স্থান তথা গুণাবলির দর্শন-শ্রবণাদির দ্বারা ওইপ্রকার ভাব অধিগত করতে প্রয়াসী হওয়া॥ ২৭ ॥

ব্রজে উপস্থিত হয়ে অক্রূর কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাইকে গোদোহনের স্থানে অবস্থিত দেখতে পেলেন। শ্যাম-সুন্দরের পরিধানে পীতাম্বর এবং গৌরসুন্দর বলরামের পরিধানে ছিল নীল বসন। শরৎকালের প্রফুল্ল কমলের মতো তাঁদের নয়নের শোভা॥ ২৮ ॥ তাঁরা দুজনেই কিশোর-বয়স্ক, গৌর এবং শ্যাম তনুদুটি নিখিল সৌন্দর্যের খনি। তাঁদের বাহু আজানুলম্বিত, মুখের শোভা

[১]সংঘট্টিতপাদ.। [২]প্রাচীন বইতে 'দেহংভৃতা..........শ্রবণাদিভিঃ'॥ এই শ্লোকটি মূলে নেই।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানাবনুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ॥ ৩০

উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ।
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ॥ ৩১

প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ[১] জগদ্ধেতূ জগৎপতী।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ॥ ৩২

দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া।
যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ॥ ৩৩

রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ৩৪

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানে নাশকন্ নৃপ॥ ৩৫

ভগবাংস্তমভিপ্রেত্য রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা।
পরিরেভেঽভ্যুপাকৃষ্য প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ॥ ৩৬

সংকর্ষণশ্চ প্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণী অনয়ৎ সানুজো গৃহম্॥ ৩৭

পৃষ্ট্বাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনম্।
প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ মধুপর্কার্হমাহরৎ[২]॥ ৩৮

অপরূপ, দেহ সর্বাঙ্গসুন্দর, গজশাবকের তুল্য ললিত গমনভঙ্গী॥ ২৯ ॥ চরণতলের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্মের চিহ্নে পৃথিবীকে শোভাযুক্ত করছিলেন তাঁরা। মৃদু-মন্দ হাস্যযুক্ত দৃষ্টি থেকে বর্ষিত হচ্ছিল অনন্ত করুণা ; যেন উদারতাই মূর্তিগ্রহণ করেছিল তাঁদের শ্রীবিগ্রহে॥ ৩০ ॥ তাঁদের সকল লীলাতেই উদারতা এবং শোভনতার পরিচয় থাকত। তাঁদের কণ্ঠে ছিল বনমালা এবং মণিরত্নহার। সদ্যস্নাত শরীরে নির্মল বসন এবং পবিত্র চন্দনের অঙ্গরাগ ধারণ করেছিলেন তাঁরা॥ ৩১ ॥ পরীক্ষিৎ ! অক্রূর দেখলেন—জগতের আদিকারণ, নিখিল সংসারের পরম পতি পুরুষোত্তমই বিশ্বের রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ নিজেকে কৃষ্ণ-বলরামরূপে দুই অংশে বিভক্ত করে অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজেদের অঙ্গকান্তিতে তাঁরা দিকসমূহের তিমিররাশি বিদূরিত করে বিরাজ করছেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন সুবর্ণমণ্ডিত একটি মরকতমণির ও একটি রৌপ্যের পর্বত শোভা পাচ্ছে॥ ৩২-৩৩ ॥ তাঁদের দেখেই প্রেমে বিহ্বল হয়ে অক্রূর রথ থেকে ত্বরিতে লাফিয়ে পড়ে শ্রীবলরাম ও কৃষ্ণের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ পতিত হলেন॥ ৩৪ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবানের দর্শন লাভ করে তাঁর এত আনন্দ হয়েছিল যে, তাঁর নয়ন অশ্রুজলে প্লাবিত এবং সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় তিনি নিজের পরিচয় পর্যন্ত দিতে পারছিলেন না॥ ৩৫ ॥ প্রণতবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারছিলেন। প্রীতি-প্রসন্নতার সঙ্গে তিনি নিজের চক্রচিহ্নযুক্ত হস্তের দ্বারা তাঁকে টেনে নিলেন নিজের বুকে॥ ৩৬ ॥ এরপর শ্রীবলরামও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দুই হাত নিজেদের হাতে ধরে অনুজ শ্রীকৃষ্ণসহ (বলরাম এক হাত এবং শ্রীকৃষ্ণ অপর হাত ধরে) তাঁকে গৃহের ভিতরে নিয়ে গেলেন॥ ৩৭ ॥

তারপর তাঁকে স্বাগত অভিবাদন জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন এবং সুন্দর আসনে উপবেশন করালেন। যথাবিধি তাঁর পাদপ্রক্ষালন করে মধুপর্কাদি অর্ঘ্য দান

[১]যব্যাদ্যৌ। [২]পর্কমুপাহরৎ।

নিবেদ্য গাং চাতিথয়ে সংবাহ্য শ্রান্তমাদৃতঃ।
অন্নং বহুগুণং মেধ্যং শ্রদ্ধয়োপাহরদ্ বিভুঃ।। ৩৯

তস্মৈ ভুক্তবতে প্রীত্যা রামঃ পরমধর্মবিৎ।
মুখবাসৈর্গন্ধমাল্যৈঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ পুনঃ।। ৪০

পপ্রচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং স্থ নিরনুগ্রহে।
কংসে জীবতি দাশার্হ সৌনপালা ইবাবয়ঃ।। ৪১

যোঽবধীৎ স্বস্বসুস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্ খলঃ।
কিং নু স্বিত্তৎপ্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে।। ৪২

ইত্থং সূনৃতয়া বাচা নন্দেন সুসভাজিতঃ।
অক্রূরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধ্বপরিশ্রমম্।। ৪৩

করলেন।। ৩৮ ।। অতিথি অক্রূরকে গোদান করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সাদরে তাঁর পদসংবাহন করিয়ে ক্লান্তি দূর করলেন এবং তারপর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে পবিত্র এবং বহুগুণযুক্ত অন্ন ভোজন করালেন।। ৩৯ ।। ভোজন সমাপ্ত হলে পরম ধর্মজ্ঞ বলরাম তাঁকে প্রীতিভরে মুখশুদ্ধি এবং সুগন্ধি মালা প্রভৃতি দান করে তাঁর পরম আনন্দ উৎপাদন করলেন।। ৪০ ।। এইপ্রকারে তাঁর অতিথি-সৎকার করা হলে নন্দমহারাজ তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে যদুবংশজাত অক্রূর ! দয়া-মায়াহীন কংস জীবিত থাকতে তোমাদের দিন কীভাবে কাটছে ? কংসের অধীনে তো তোমাদের দশা পশুঘাতক (কসাই) পালিত মেষের মতো বলেই মনে করি।। ৪১ ।। যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপী নিজের বোনের বুক-ফাটা কান্না উপেক্ষা করে তার সদ্যোজাত শিশুদের হত্যা করেছে, তোমরা তার প্রজা। সুতরাং তোমরা যে সুখে থাকবে এমন ভরসা করি কী করে ? ৪২ ।। অক্রূর পূর্বেই নন্দ-মহারাজকে কুশল-সম্ভাষণ করেছিলেন, এখন শ্রীনন্দ তাঁকে এইভাবে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত এবং কুশল-প্রশ্ন করলে তাঁর পথের ক্লান্তির যেটুকু রেশ মনে ছিল, তা-ও সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল।। ৪৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১]ঽক্রূরাগমনং নামাষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ৩৮ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে অক্রূরের আগমন নামক অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৩৮ ।।

---

[১]প্রাচীন বইতে 'পূর্বার্ধে' নেই।

অথৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরাগমন

শ্রীশুক উবাচ

সুখোপবিষ্টঃ পর্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ।
লেভে মনোরথান্ সর্বান্ পথি যান্ স চকার হ॥ ১

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন॥ ২

সায়ংতনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ।
অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনাময়ম্॥ ৪

কিং নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে।
কংসে মাতুলনাম্ন্যঙ্গ স্বানাং নস্তৎ প্রজাসু চ[১]॥ ৫

অহো অস্মদভূদ্ ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্যয়োঃ।
যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ॥ ৬

দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্।
সঞ্জাতং[২] বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব-কর্তৃক বিশেষভাবে সম্মানিত অক্রূর পালঙ্কে সুখে সমাসীন হলেন। তিনি পথে আসার সময় মনে মনে যা-কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তা সবই পূর্ণ হয়েছিল॥ ১ ॥ রাজা পরীক্ষিৎ! যিনি সর্ব-সম্পদ নিখিল শ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীরও আশ্রয়স্থান, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হলে কোন্ বস্তু অপ্রাপ্য থাকে? অবশ্য তা হলেও যাঁরা প্রেমিক ভক্ত, যাঁরা একমাত্র তাঁকেই চান, তাঁরা তো আর কিছু, অন্য কোনো বস্তু চান-ও না॥ ২ ॥ যাই হোক, সায়ংকালীন ভোজনের পর ভগবান দেবকী-নন্দন অক্রূরের কাছে গিয়ে নিজের আত্মীয়-বান্ধবদের প্রতি কংসের আচরণ এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত তার অন্যান্য কার্যক্রম সম্বন্ধে জানতে চাইলেন॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান বললেন—তাত অক্রূর! আপনার হৃদয় অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র মানসিকতার মানুষ আপনি! আপনার আগমনপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি তো? সু-স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে! মঙ্গল হোক আপনার। মথুরায় আমাদের যে-সব জ্ঞাতি-বন্ধুরা আছেন, তাঁদের সকলের শারীরিক ও মানসিক কুশল তো? ৪ ॥ অবশ্য আমাদের বংশে যে প্রবল রোগটি এখনও রীতিমতো বেড়েই চলেছে, আমার নাম-মাত্র মামা সেই কংসরাজের বর্তমানে আমাদের আত্মীয়-স্বজনের, তাদের সন্তানদের অথবা তার প্রজাদেরই বা কী কুশল জানতে চাইব বলুন তো? ৫ ॥ আরও দুঃখের কথা কী জানেন? আমারই জন্য আমার নিরপরাধ সদাচারী পিতা-মাতাকে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে ও হচ্ছে। আমারই জন্য তাঁদের হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে রাখা হয়েছে, আমারই জন্য তাঁদের শিশুসন্তানদের পর্যন্ত নিধন ঘটেছে॥ ৬ ॥ আমি অনেক দিন থেকেই চাইছিলাম যে, আপনার মতো

[১]বৈ। [২]সাম্প্রতং।

শ্রীশুক উবাচ

পৃষ্টো ভগবতা সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্।। ৮

যৎ সংদেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্।
যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ।। ৯

শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞাঽঽদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ।। ১০

গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং [১]সর্বগোরসঃ।
উপায়নানি গৃহ্নীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ।। ১১

যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্।
দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব যান্তি জানপদাঃ কিল।
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে।। ১২

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্।। ১৩

কাশ্চিত্তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ[২] ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়কেশগ্রন্থ্যশ্চ[৩] কাশ্চন।। ১৪

আত্মীয়দের কারো সঙ্গে আমার দেখা হোক, আজ সৌভাগ্যবশে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। সৌম্য তাত ! এবার আপনি কৃপা করে আপনার আগমনের কারণ বলুন।। ৭ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে মধু-বংশজাত অক্রূর, কংস যেভাবে যদুবংশীয়দের সঙ্গে ক্রমাগত শত্রুতা করে চলেছে এবং বসুদেবকেও বধ করার চেষ্টা করছে, সেইসব কথাই তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন।। ৮ ।। কংসের বার্তা (ধনুর্যজ্ঞদর্শনের আমন্ত্রণ), যে উদ্দেশ্যে সে স্বয়ং অক্রূরকে দূতরূপে প্রেরণ করেছে এবং দেবর্ষি নারদ বসুদেব হতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্পর্কে কংসকে যে কথা বলেছেন, এই বিষয়ও অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন।। ৯ ।। অক্রূরের কথা শুনে শত্রুপক্ষীয় বীরেদের বিনাশকর্তা শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম হাসলেন মাত্র এবং তারপর পিতা নন্দকে রাজার (কংসের) আদেশ জানালেন।। ১০ ।। তখন নন্দমহারাজ সমস্ত গোপকে ডেকে এইরূপ আদেশ দিলেন—'তোমরা ব্রজের সমস্ত গোদুগ্ধ এবং তদুৎপন্ন দধি-ঘৃতাদি একত্রিত করো, উপঢৌকন-দ্রব্য সঙ্গে নাও এবং গো-শকটগুলি যোজিত করো।। ১১ ।। আগামীকাল (সকালেই) আমরা মথুরায় যাত্রা করব এবং সেখানে গিয়ে রাজা কংসকে গোদুগ্ধ এবং অন্যান্য সামগ্রী (রাজার প্রাপ্য অংশরূপে) প্রদান করব। সেখানে এক বিরাট উৎসব শুরু হয়েছে, যা দেখার জন্য সারা দেশের লোক সেখানে যাচ্ছে। আমরাও সেই মহোৎসব দেখব।' ব্রজরক্ষাকার্যে নিযুক্ত পুরুষের দ্বারা গোপকুলপতি নন্দ নিজের গোকুলে এইরূপ ঘোষণা করালেন।। ১২ ।।

পরীক্ষিৎ ! এদিকে বলরাম এবং কৃষ্ণকে মথুরাপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রূর এসেছেন শুনে গোপীদের মানসিক উৎকণ্ঠা ও দুঃখের আর অন্ত রইল না।। ১৩ ।। সেই সংবাদ শুনে তাঁদের অনেকেরই হৃদয়ে যেন আগুন ধরে যাওয়ার মতো তীব্র সন্তাপ সৃষ্টি হল এবং তার ফলে নির্গত উষ্ণ নিঃশ্বাস বায়ুর সংস্পর্শে বিশুষ্ক হয়ে গেল তাঁদের কমলতুল্য আনন, পরিম্লান হল ফুল্ল-মুখশ্রী। আবার এই সংবাদে অনেক গোপীর চেতনাই লুপ্ত

[১]গৃহ্যন্তাং সর্বগোরসাঃ। [২]সংতাপাঃ শ্বাস.। [৩]বন্ধাশ্চ।

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব।। ১৫

স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ[১]।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ।। ১৬

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্।
শোকাপহানি নর্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ।। ১৭

চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ।
সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখোঽচ্যুতাশয়াঃ[২]।। ১৮

গোপ্য ঊচুঃ

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্ দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং[৩] তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা।। ১৯

হওয়ার উপক্রম হল, তাঁদের দেহের বস্ত্র, হাতের বলয়, কেশবন্ধন প্রভৃতি স্খলিত হলেও তাঁরা তা জানতেও পারলেন না।। ১৪ ।। আবার অন্য অনেক গোপিকা এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন, তাঁদের সকল ইন্দ্রিয় তথা চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে গেল, যেন তাঁরা সমাধিস্থ বা আত্মাতেই স্থিত হয়ে গেলেন। তাঁদের নিজ শরীর এবং সংসারের তথা ইহলোকের সম্বন্ধেই আর কোনো বোধ রইল না।। ১৫ ।। অনেকে শ্রীভগবানের মুখের বাক্যসমূহ স্মরণ করতে লাগলেন। তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে কীভাবে তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ পায়, মৃদু হাসিতে তা কেমন মধুর হয়ে ওঠে, কীভাবে হৃদয় কেড়ে নেয়, শব্দ-চয়ন ও বাক্-বন্ধের অসাধারণ কুশলতায় কী আশ্চর্য দ্যুতিতে ঝলমল করে সেই বাণী, এইসব স্মৃতিতে ভেসে ওঠায় তাঁরা যেন আবিষ্ট, মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।। ১৬ ।। গোপীগণ ভগবান মুকুন্দের সুললিত গতিভঙ্গী, মধুর আচার-আচরণ, স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে প্রেম ও করুণাভরা দৃষ্টিপাত, মনের শোক-দুঃখ-ব্যথা নিঃশেষে মুছে দেওয়া অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা এবং তাঁর অসাধারণ শৌর্য-বীর্যপূর্ণ উদার লীলাবলি—এই সব চিন্তা করতে লাগলেন এবং তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে ভেবে ভীত হয়ে পড়লেন, ভাবী বিরহ-বেদনার কাতরতায় নয়নজলে তাঁদের মুখকমল প্লাবিত হতে লাগল। তাঁদের হৃদয়, তাঁদের জীবন, তাঁদের সব-কিছুই ছিল শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে, তাঁকে ছাড়া তো তাঁরা কিছুই জানতেন না। এখন তাঁরা তাই নিজেরা একত্রিত হলেন, সমব্যথা-সহমর্মিতায় সমবেত হলেন দলে দলে, মনের দুঃখ, হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন এইভাবে বিলাপোক্তির মাধ্যমে।। ১৭-১৮ ।।

গোপীগণ বলতে লাগলেন—হায় বিধাতা! তোমার মনে কোথাও দয়ার লেশমাত্র নেই। তুমি জগতের প্রাণীদের সৌহার্দ্যে, প্রেমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করো, কিন্তু তাদের আশা-অভিলাষ পরিপূর্ণ না হতেই, তাদের তৃপ্তি না ঘটতেই, আবার অকারণেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও। তোমার খেলা বাচ্চা ছেলেদের আচরণের মতোই সম্পূর্ণ যুক্তিহীন, নিরর্থক।। ১৯ ।।

[১]তেক্ষণাঃ। [২]তাশ্রয়াঃ। [৩]বিচেষ্টিতং।

যত্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্।। ২০

হায় ! তুমিই তো আমাদের চোখের সামনে এনে দিয়েছিলে সেই অপরূপ মুখকমল ! ঘন কালো কুঞ্চিত কেশরাশি চারদিকে ঘিরে আছে সেই মুখটিকে ! মরকত-মণিকেও লজ্জা দেওয়া চিকন কোমল কপোল, শুক-চঞ্চুর চেয়েও সুন্দর উন্নত নাসা, অধরে সর্বদুঃখ-সন্তাপহারী মৃদুমন্দ হাসির রেখা, সে সৌন্দর্য কি ভাষায় বর্ণনা করা যায় ? কেন দেখিয়েছিলে আমাদের সেই নিরুপম মাধুরী, আর কেনই বা এখন তা নিয়ে যেতে চাইছ আমাদের চোখের আড়ালে ? কী বলব তোমায় ? তোমার কাজকর্ম শুধু যুক্তিহীন নয়, অত্যন্ত অসৎ, অতি নিন্দনীয় তোমরা আচরণ ! ২০ ॥ আমরা বুঝতেই পারছি, অক্রূর নাম নিয়ে ক্রূর তুমিই প্রকৃতপক্ষে এখানে এসেছ দত্তাপহাররূপে, তোমারই দেওয়া আমাদের চোখ তুমি নিজেই হরণ করতে উদ্যত হয়েছ ; মূর্খেরাই এমন কাজ করে, হায়, এমন মূর্খের মতো আচরণ তোমাকে যে শোভা পায় না, তা-ও কি বুঝতে পারছ না ? আমরা যে এই চোখ দিয়ে আমাদের প্রিয়তম মধুসূদনের শরীরের এক-একটি অংশে, তাঁর যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তোমার নিখিল সৃষ্টির সমগ্র শোভা রূপিত দেখতে পেতাম, আমাদের সে সৌভাগ্য তুমি সহ্য করতে পারলে না ? ২১ ॥

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম ন-
শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ[১]।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ।। ২১

(অথবা, বিধাতাকে দোষ দিয়ে কী হবে) স্বয়ং নন্দ-তনয় শ্যামসুন্দরেরই তো এই স্বভাব, নিত্যনতুন জনের প্রতি অনুরাগ-প্রদর্শন, সর্বদাই নবতর প্রণয়পাত্র অন্বেষণেই তাঁর রুচি। এইজন্যই পুরানো অথবা বর্তমান প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক মুহূর্তমধ্যে ছিন্ন করে ফেলতে তাঁর দ্বিধা হয় না। আমরা যে তাঁরই আচরণের গুণে, তাঁকেই দেখে আকুল হয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়স্বজন, পতি-পুত্র, সব ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই দাসী হয়েছিলাম, আর আজও তাঁরই জন্যে বুক ফেটে যাচ্ছে যাদের, সেই আমাদের দিকে তিনি তো, হায়, ফিরেও দেখছেন না ! ২২ ॥

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং-
স্তদ্দাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ।। ২২

মথুরাপুরীর রমণীদের পক্ষে আজকের রাত্রি নিশ্চয়ই সুপ্রভাত হয়েছে, আজ তাদের বহুদিনের প্রার্থনা সফল হয়েছে, পূর্ণ হতে চলেছে তাদের মনস্কাম। আজ

সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ
সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্।
যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ।। ২৩

[১]র্থবৎ।

তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈ-
গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি।
কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেঽবলা
গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈর্ভ্রমন্॥ ২৪

অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে
দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ।
মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং
দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্॥ ২৫

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূ-
দক্রূর ইত্যেতদতীব দারুণঃ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎপ্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ॥ ২৬

অনার্দ্রধীরেষ[১] সমাস্থিতো রথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবং চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে॥ ২৭

যখন আমাদের দয়িত ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর মথুরায় প্রবেশ করবেন, তখন তারা তাঁর ভাবব্যঞ্জনাময় অপাঙ্গ-দৃষ্টিসহ মাদকতাময় মৃদুহাস্যে উদ্‌ভাসিত মুখকমলের চিত্তহারী সৌন্দর্যসুধা পান করবে প্রাণভরে, ধন্য হবে তাদের জীবন॥ ২৩ ॥ আমাদের মুকুন্দ অবশ্যই ধীর চরিত্র, সহজে বিচলিত হন না তিনি, এবং সেই সঙ্গে পিতা নন্দাদি গুরুজনদেরও বশবর্তী ; কিন্তু তাহলেও মথুরাবাসিনীরা মধুমাখা মনোহর কথায় তাঁর চিত্ত সবলে আকর্ষণ করে নেবে এবং তিনিও তাদের সলজ্জ হাসি এবং বিলাসপূর্ণ ভাবভঙ্গীতে সম্পূর্ণরূপেই বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। হতভাগিনী অবলাগণ ! তখন আর আমাদের মতো সামান্য গ্রাম্য গোপ-নারীদের কাছে তিনি ফিরে আসবেন কীভাবে ? ২৪ ॥ আজ সেই মথুরায় যে-সব দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি এবং সাত্বতবংশীয়েরা এবং সেই সঙ্গে আরও যারা পথের মধ্যে সেই লক্ষ্মীকান্ত, অশেষ কল্যাণগুণনিধান দেবকী-নন্দনকে দর্শন করবে, তাদের নয়নের মহোৎসব সংঘটিত হবে, পরমানন্দে মগ্ন হবে তাদের দর্শনেন্দ্রিয়, জীবন ধন্য হবে তাদের॥ ২৫ ॥

এই অক্রূর অত্যন্ত নিষ্ঠুর, চরম হৃদয়হীন ! আমরা সব ব্রজনারী দুঃখের সমুদ্রের পার দেখতে পাচ্ছি না, আর সে কিনা আমাদের প্রাণের থেকেও প্রিয় নন্দদুলালকে আমাদের চোখের আড়ালে কোন্ দূর দেশে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে। আর সেজন্য যে আমাদের দু-একটি আশ্বাস-বাক্যে ধৈর্য-ধারণ করতে বলবে, সেটুকু সৌজন্যও তার নেই। এইরকম ক্রূর নির্দয়-প্রকৃতির লোকের 'অক্রূর' নাম হওয়া মোটেই উচিত হয়নি॥ ২৬ ॥ সখী ! আমাদের এই হৃদয়বল্লভও তো কম নিষ্ঠুর নন, তিনিও তো রথে আরোহণ করেছেন দেখছি ! সেই সঙ্গে এই যত দুর্বুদ্ধি উন্মত্ত গোপের দল শকটে করে তাঁর অনুগমন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাদের যেন আর দেরি সইছে না। আর আমাদের যত কুলবৃদ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের এই উৎসাহের আতিশয্য দেখেও উপেক্ষা করছেন, কিছুই বলছেন না, যেন তাদের দরাজ অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন যা খুশি করার জন্য ! এখন আমরা কী

[১]নার্যধী.।

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্ধদুস্ত্যজাদ্
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্॥ ২৮

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্ ।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্য কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্॥ ২৯

যোঽহ্নঃ ক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো
গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্।
বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষনিরীক্ষণেন
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে[1] নু কথং ভবেম॥ ৩০

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৩১

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্যথ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্॥ ৩২

গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ।
আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসম্ভৃতান্॥ ৩৩

গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে॥ ৩৪

করব ?' আজ দৈবই দেখছি আমাদের প্রতিকূল আচরণ করছে! ২৭ ॥ চল, আমরা নিজেরাই গিয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাধবকে নিবারণ করব, পথ আটকাব তাঁর। আমাদের কুলবৃদ্ধ বা আত্মীয়স্বজনেরা কী করবেন আমাদের ? আমরা যে মুকুন্দের সঙ্গ নিমেষার্ধের জন্যও ছেড়ে থাকতে পারি না, আজ আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁরই সঙ্গে বিচ্ছেদ উপস্থিত করে আমাদের চিত্তের ধৈর্য ধ্বংস করে দিয়েছে, যেন নিঃস্ব, দীন, সর্বহারা করে দিয়েছে আমাদের হৃদয়॥ ২৮ ॥ সখীরা! বল তো, যাঁর অনুরাগ-ভরা মধুর হাসি, মনোহর কথা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় দৃষ্টিপাত তথা প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে আমরা রাসক্রীড়ার সেইসব রাত্রি ক্ষণকালের মতো অতিবাহিত করেছিলাম, এখন তাঁকে ছেড়ে তাঁর বিরহদুঃখের এই অনন্ত অন্ধকার পার হব কী করে ? ২৯ ॥ দিনের শেষে তিনি গোধন নিয়ে বন থেকে ফেরেন রোজ, সঙ্গে থাকেন বলরাম, গোপেরা ঘিরে থাকে তাঁকে। তখন তাঁর মাথার চুল আর গলার মালায় পুরু হয়ে জমেছে গোরুর খুরের ধুলো। অধরের বেণুতে বিশ্ব-বিমোহন সুরের হিল্লোল তুলে ব্রজে প্রবেশ করেন তিনি, মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ, চোখের দৃষ্টিতেও সেই হাসির প্রসন্নতা। সেই হাস্যোজ্জ্বল চোখে কটাক্ষে দেখেন আমাদের দিকে, তারপরেও কি চিত্ত বশে থাকে আমাদের, বিকিয়ে না গিয়ে পারে তাঁর পায়ে ? তাঁকে ছেড়ে বাঁচব কী করে আমরা ? ৩০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ব্রজাঙ্গনাদের চিত্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণেই লগ্ন থাকত। এখন তাঁর সঙ্গে আসন্ন বিরহের সম্ভাবনায় তাঁরা একান্ত কাতর হয়ে এইভাবে বিলাপ করতে করতে ক্রমে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে উচ্চকণ্ঠে 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!'—এই বলে তাঁদের প্রিয়তমের নাম উচ্চারণ করে সুস্বরে রোদন করতে লাগলেন॥ ৩১ ॥ গোপীদের এই ক্রন্দনের মধ্যেই সূর্যদেব উদিত হলে অক্রূর সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম-সমাপন করে রথ চালিয়ে দিলেন॥ ৩২ ॥ নন্দাদি গোপগণও বহুপ্রকারের উপঢৌকন দ্রব্য এবং গোদুগ্ধাদি পরিপূর্ণ অনেক কলস সঙ্গে নিয়ে গোশকটে চড়ে তাঁর অনুসরণ করলেন॥ ৩৩ ॥ এদিকে কৃষ্ণানুরাগরঞ্জিত হৃদয়া গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের রথের অনুগমন করতে

[1] পোতি তমৃতে।

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ।। ৩৫

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্ রেণূ রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ।। ৩৬

তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্।। ৩৭

ভগবানপি সম্প্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্।। ৩৮

তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্।
বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ।। ৩৯

অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি।
কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ।। ৪০

নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
তাবেব দদৃশেঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ।। ৪১

তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
তর্হি স্বিৎ স্যন্দনে ন স্ত ইত্যুন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট সঃ।। ৪২

প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর পিছন ফিরে তাঁদের দেখা, ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি ও কটাক্ষ ইত্যাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে তাঁর কাছ থেকে কোনো বিশেষ বার্তা বা প্রত্যাদেশ লাভের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন।। ৩৪ ।। ভগবান যদুশ্রেষ্ঠও দেখলেন যে, তাঁর মথুরাপ্রস্থানে গোপীদের হৃদয় প্রবল দুঃখে দগ্ধ হচ্ছে ; তখন তিনি দূতমুখে 'আমি আসব'—এই প্রেমপূর্ণ বার্তা জানিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন।। ৩৫ ।। যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের রথের ধ্বজা এবং চক্রোত্থিত ধূলি দেখা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত গোপীদের দেহ চিত্র-লিখিতের মতো একভাবে সেখানে অবস্থান করতে লাগল, তাঁদের চিত্ত তো তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই প্রেরণ করেছিলেন।। ৩৬ ।। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো কিছু দূর গিয়ে ফিরে আসবেন, এমন ক্ষীণ নিরাশার আশা সম্ভবত তাঁরা পোষণ করছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন ফিরলেন না, তখন তাঁরা হতাশ হয়ে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চরিতগানে অনুক্ষণ মগ্ন থাকতেন এবং এইভাবে অন্তরে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করার ফলে তাঁদের বিরহশোক কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হত। এইভাবেই কাটতে লাগল তাঁদের দিন-রাত।। ৩৭ ।।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ! এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলরাম ও অক্রূর-সহ বায়ুতুল্য দ্রুতগতি রথে পাপনাশিনী যমুনার তীরে উপস্থিত হলেন।। ৩৮ ।। সেখানে তাঁরা হাত-মুখ ধুয়ে যমুনার মরকতমণিসদৃশ নীল এবং অমৃতের মতো মধুর জল পান করলেন। এরপর ভগবান বলরামসহ গাছপালায় ঢাকা (সুতরাং সুশীতল ছায়াময়) একটি স্থানে স্থাপিত রথে আরোহণ করলেন।। ৩৯ ।। অক্রূর তাঁদের দুই ভাইকে রথে বসিয়ে রেখে তাঁদের কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য অবসর নিয়ে কালিন্দীর হ্রদে (অনন্ত-তীর্থ বা ব্রহ্মহ্রদ) এসে যথাবিধি স্নান করতে প্রবৃত্ত হলেন।। ৪০ ।। স্নান সমাপনান্তে অক্রূর সেই জলে ডুব দিয়ে সনাতন ব্রহ্ম-মন্ত্র (প্রণব অথবা গায়ত্রী) জপ করতে লাগলেন। আর সেই সময় অক্রূর সেই জলের ভিতর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভাইকে একসাথে অবস্থিত দেখতে পেলেন।। ৪১ ।। তখন তাঁর মনে শঙ্কা জন্মাল যে, 'আমি তো বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে রথে বসিয়ে রেখে এসেছি, তাঁরা এখানে কী করে এলেন ? তাহলে তো তাঁরা এখন নিশ্চয়ই রথে

তত্রাপি চ যথাপূর্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ।
ন্যমজ্জদ্ দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ॥ ৪৩

ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ[১] ॥ ৪৪

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্॥ ৪৫

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্॥ ৪৬

চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণম্।
সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্॥ ৪৭

প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্।
কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎ পল্লবোদরম্॥ ৪৮

বৃহৎ কটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতম্।
চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতম্॥ ৪৯

তুঙ্গগুল্ফারুণনখব্রাতদীধিতিভির্বৃতম্[২] ।
নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥ ৫০

সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ[৩] ।
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥ ৫১

ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্॥ ৫২

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ।
সুরেশৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ॥ ৫৩

প্রহ্লাদনারদবসুপ্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ ।
স্তূয়মানং পৃথগ্‌ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মভিঃ॥ ৫৪

নেই'—এইরূপ চিন্তা করে তিনি জল থেকে মাথা তুলে (রথের দিকে) দেখলেন॥ ৪২ ॥ তাঁরা দুজন তখনও পূর্বের মতোই রথে উপবিষ্ট রয়েছেন দেখে অক্রূর ভাবলেন, 'তাহলে আমি যে ওঁদের জলের মধ্যে দেখতে পেলাম, তা কি আমার চোখের ভুল ?' এই ভেবে অক্রূর আবার জলে ডুব দিলেন॥ ৪৩ ॥ কিন্তু তিনি আবার দেখতে পেলেন যে স্বয়ং নাগরাজ অনন্তদেব সেখানে জলমধ্যে বিরাজমান রয়েছেন এবং সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব এবং অসুরগণ নতমস্তকে তাঁর স্তুতি করছেন॥ ৪৪ ॥ তাঁর সহস্র শীর্ষ, সেই সহস্র ফণায় উজ্জ্বল মুকুটরাশি বিরাজিত। মৃণালতন্তুর মতো শুভ্র দেহে নীলাম্বর ধারণ করে সহস্র শিখরযুক্ত শ্বেতগিরি কৈলাসের মতো তিনি অমল মহিমায় শোভা পাচ্ছেন॥ ৪৫ ॥ সেই অনন্তদেবের ক্রোড়ে অক্রূর মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ-ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত শান্ত চতুর্ভুজ মূর্তিধারী এক পুরুষকে দেখতে পেলেন। তাঁর চোখ দুটি পদ্মপত্রের মতো ঈষৎ রক্তাভাযুক্ত॥ ৪৬ ॥ তাঁর মনোহর মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার দীপ্তি, দৃষ্টিতে মধুর হাসির আভাস, সুন্দর ভ্রূ, উন্নত নাসিকা, সুচারু কর্ণ, সুকুমার গণ্ডদেশ এবং রক্তিম অধরের কমনীয়তায় অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত তাঁর আনন॥ ৪৭ ॥ তাঁর বাহু সুপুষ্ট এবং আজানুলম্বিত, স্কন্ধদেশ উন্নত, বক্ষঃস্থল শ্রীদেবীর আশ্রয়, কণ্ঠ শঙ্খতুল্য, নাভিদেশ গভীর, উদর বলিরেখাযুক্ত এবং অশ্বত্থপত্রের মতো আকৃতিবিশিষ্ট॥ ৪৮ ॥ তাঁর কটিতট এবং শ্রোণিদেশ স্থূল, উরু করভ (হস্তিশুণ্ড) সদৃশ, জানুদ্বয় এবং জঙ্ঘাযুগল সুগঠিত এবং অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর গুল্ফদ্বয় ঈষৎ উন্নত, অরুণবর্ণ নখসমূহ কিরণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল, কমলতুল্য চরণে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলীসমূহ যেন নবীন কোমল পাঁপড়ির মতো সুশোভিত॥ ৪৯-৫০ ॥ বহুমূল্য মণিরত্নখচিত মুকুট, বলয়, অঙ্গদ, রশনা, হার, নূপুর এবং কুণ্ডলাদি অলংকারে এবং যজ্ঞসূত্রে (উপবীত) ভূষিত সেই দিব্যমূর্তি। তাঁর এক হাতে পদ্ম এবং অপর তিন হাতে শঙ্খ, চক্র এবং গদা, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি এবং বনমালা॥ ৫১-৫২ ॥ নন্দ-সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ তাঁকে 'প্রভু'রূপে, সনকাদি

[১]সিদ্ধৈর্ভুজঙ্গপতিভিরসু.। [২]ভিন্রূপা। [৩]মহার্হমণিকরাৎ.।

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্॥ ৫৫

পরম মহর্ষিগণ 'পরব্রহ্ম'রূপে, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি সুরশ্রেষ্ঠগণ 'পরমেশ্বর'রূপে, মরীচি প্রভৃতি নয়জন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁকে 'পর-প্রজাপতি'রূপে, প্রহ্লাদ, নারদ প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তগণ তথা অষ্টবসু (অথবা বসুরাজ উপরিচর) তাঁকে নিজেদের পরমপ্রিয় 'ভগবান'রূপে দেখে নিজেদের সর্বথা নির্মল চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারেও দোষলেশশূন্য ভাষায় তাঁর স্তুতি করছেন॥ ৫৩-৫৪ ॥ সেই সঙ্গে লক্ষ্মী, পুষ্টি, সরস্বতী, কান্তি, কীর্তি এবং তুষ্টি (অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বল, জ্ঞান, শ্রী, যশ এবং বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্যরূপ শক্তিসমূহ), ইলা (সন্ধিনীরূপ পৃথ্বী-শক্তি), ঊর্জা (লীলা-শক্তি), বিদ্যা-অবিদ্যা (জীবগণের মোক্ষ এবং বন্ধনের কারণরূপা বহিরঙ্গাশক্তি), হ্লাদিনী, সংবিৎ (অন্তরঙ্গা শক্তি) এবং মায়া প্রভৃতি শক্তি মূর্তিমতী হয়ে তাঁর সেবা করছেন॥ ৫৫ ॥

বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো[১] ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
হৃষ্যত্তনূরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ॥ ৫৬

ভগবানের এইপ্রকার অপূর্ব দর্শন লাভ করে ভক্তিপথের পথিক সাত্বতবংশীয় অক্রূরের হৃদয় পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। পরম ভক্তির উদ্রেকে তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, চোখে জল ভরে এল ভাবের আবেশে॥ ৫৬ ॥ তিনি ক্রমে ধৈর্য ও সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে কিয়ৎপরিমাণে আত্মস্থ হয়ে ভগবানের চরণে মস্তক প্রণত করলেন এবং অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ধীরে ধীরে গদ্গদস্বরে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৫৭ ॥

গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।
প্রণম্য মূর্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ॥ ৫৭

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[২] পূর্বার্ধেঽক্রূরপ্রতিযানে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে অক্রূরের প্রতিগমন বর্ণনায় ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৩৯ ॥

—o—

[১]শান্তং। [২]ন্ধেঽক্রূরপ্রতিযানং নামৈকোন.।

অথ চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

চত্বারিংশ অধ্যায়

অক্রূর কর্তৃক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি

অক্রূর উবাচ

নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং
নারায়ণং পূরুষমাদ্যমব্যয়ম্।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোশাদ্
ব্রহ্মাঽঽবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ॥ ১

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-
র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্বে
যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥ ২

নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে
হ্যজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ।
অজোঽনুবদ্ধঃ স গুণৈরজায়া
গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্॥ ৩

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতং চ সাধিদৈবং চ সাধবঃ॥ ৪

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।
যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া॥ ৫

একে ত্বাখিলকর্মাণি সন্ন্যস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্॥ ৬

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্॥ ৭

অক্রূর বললেন—প্রভু! আপনি প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত কারণেরও পরম কারণ। আপনিই অবিনাশী বিকারহীন আদি পুরুষ নারায়ণ। আপনার নাভি থেকে উৎপন্ন পদ্মকোশেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছিলেন, যে ব্রহ্মা থেকেই এই চরাচর জগতের উদ্ভব। আমি আপনার চরণে প্রণতি জানাচ্ছি॥ ১ ॥ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় এবং তাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ —এরাই চরাচর সমগ্র জগৎ তথা তার ব্যবহারের কারণ। এরা সকলেই আপনার অঙ্গস্বরূপ॥ ২ ॥ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থই 'ইদংবৃত্তি' দ্বারা গৃহীত হয়, এইজন্য সেগুলি সবই অনাত্মা। অনাত্মা হওয়ার কারণে সেগুলি সবই জড়-পদার্থ এবং সেইজন্য তারা আপনার স্বরূপ জানতেও অসমর্থ—কারণ আপনি স্বয়ং আত্মা। ব্রহ্মা অবশ্য স্বরূপত আপনারই প্রকাশ, কিন্তু তিনিও প্রকৃতির গুণ 'রজঃ' দ্বারা যুক্ত, এইজন্য তিনিও প্রকৃতির এবং তার গুণসমূহের অতীত আপনার স্বরূপ জানেন না॥ ৩ ॥ সাধু যোগিগণ নিজেদের অন্তঃকরণে স্থিত 'অন্তর্যামী'রূপে, সমস্ত ভূত-ভৌতিক পদার্থে ব্যাপ্ত 'পরমাত্মা'-রূপে এবং সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবমণ্ডলে স্থিত 'ইষ্টদেবতা'রূপে এবং এসবের সাক্ষী 'মহাপুরুষ' এবং 'নিয়ন্তা ঈশ্বর'রূপে আপনারই উপাসনা করে থাকেন॥ ৪ ॥ অনেক কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ কর্মমার্গোপদেশক ত্রয়ীবিদ্যা বা বেদের কর্মমূলক উপদেশ অনুসারে বিস্তৃত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন দেববাচক নামে তথা বজ্রহস্ত, সপ্তার্চি প্রভৃতি অনেকরূপে —আপনারই আরাধনা করেন॥ ৫ ॥ আবার অনেক জ্ঞানমার্গানুসারী সাধক সমস্ত কর্ম সম্যক্ রূপে ন্যস্ত অর্থাৎ ত্যাগ করে (সর্বকর্মসন্ন্যাসের দ্বারা) শান্ত-স্বরূপে স্থিত হন। এইভাবে সেই জ্ঞানিগণ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আপনারই উপাসনা করেন॥ ৬ ॥ বহু শুদ্ধচিত্ত তথা সংস্কারসম্পন্ন বৈষ্ণবজন আপনারই উপদিষ্ট পাঞ্চরাত্রাদি

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্।
বহ্বাচার্যবিভেদেন ভগবন্ সমুপাসতে।। ৮

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্বদেবময়েশ্বরম্।
যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো।। ৯

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ[১] প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎত্বাং গতয়োহন্ততঃ।। ১০

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ।। ১১

তুভ্যং নমস্তেহস্ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে
সর্বাত্মনে সর্বধিয়াং চ সাক্ষিণে।
গুণপ্রবাহোহয়মবিদ্যয়া কৃতঃ
প্রবর্ততে দেবনৃতির্যগাত্মসু।। ১২

অগ্নির্মুখং তেহবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোহর্ণবাঃ
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্।। ১৩

বিধি অনুসারে ভজননিষ্ঠায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়ে (ভাবনায় আপনার মধ্যে নিজেদের লীন করে দিয়ে) আপনার চতুর্ব্যূহ প্রভৃতি অনেক, আবার নারায়ণরূপে এক স্বরূপের পূজা করে থাকেন।। ৭ ।। ভগবন্ ! আবার অন্যান্য শৈব সাধকগণ শিব প্রোক্ত সাধনপদ্ধতিযার মধ্যে আচার্যভেদে বহু অবান্তরভেদ বর্তমান—সেগুলির মধ্যে যার যেমন রুচি তদনুযায়ী পথ অবলম্বন করে শিবস্বরূপ আপনারই উপাসনা করেন।। ৮ ।। হে প্রভু ! যে সকল ব্যক্তি অন্য দেবতাদের ভক্তি করেন এবং তাঁদের আপনার থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন, তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে আপনারই আরাধনা করেন, কারণ সব দেবতারূপে আপনিই আছেন এবং সর্বেশ্বরও আপনি।। ৯ ।। প্রভু ! যেমন পর্বত থেকে উৎপন্ন নদীসমূহ বিভিন্নপথে প্রবাহিত এবং বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়ে (অথবা, বর্ষার জলে সৃষ্ট বিভিন্ন জলধারা) চারিদিক থেকে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রেই গিয়ে মিলিত হয়, সেইরকম সব উপাসনামার্গই শেষ পর্যন্ত আপনাতেই গিয়ে স্থিতি লাভ করে।। ১০ ।।

আপনার প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সমস্ত চরাচর জীবই প্রাকৃত এবং বস্ত্র যেমন সূতসমূহে ওতপ্রোত থাকে, সেইরকম এরা সবাই প্রকৃতির এই গুণসমূহে ওতপ্রোত রয়েছে।। ১১ ।। কিন্তু আপনি সর্ব-স্বরূপ হয়েও কোনো কিছুতেই লিপ্ত নন। আপনার দৃষ্টি নির্লিপ্ত কারণ আপনি সমস্ত বৃত্তির সাক্ষী। গুণপ্রবাহ থেকে উৎপন্ন এই সৃষ্টি অজ্ঞানমূলক এবং তা দেবতা, মানুষ এবং পশুপাখি প্রভৃতি প্রজাতিসমূহে পরিব্যাপ্ত (তাদের মধ্যে এবং তাদের নিয়ে প্রবর্তিত) হয়ে আছে। কিন্তু আপনি তা থেকে সর্বথা ভিন্ন, তার দ্বারা অস্পৃষ্ট। সেই সর্বাত্মা হয়েও সর্বথা বিনির্মুক্ত উদাসীন সাক্ষীস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।। ১২ ।। অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য এবং চন্দ্র নেত্রস্বরূপ। আকাশ আপনার নাভি, দিকসমূহ কান, স্বর্গ আপনার মস্তক। দেবেন্দ্রগণ আপনার বাহু, সমুদ্রগুলি আপনার উদরস্বরূপ এবং বায়ু আপনার প্রাণশক্তিরূপে উপাদনার জন্য কল্পিত হয়েছে।। ১৩ ।।

[১]ত্রা বিভো।

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা
মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতি-
র্মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্যমিষ্যতে।। ১৪

ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা
লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসো-
ঽপ্যুদুম্বরে বা মশকা মনোময়ে।। ১৫

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ।। ১৬

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে।। ১৭

অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ সূকরমূর্তয়ে।। ১৮

নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ।। ১৯

নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ।। ২০

আপনি পরমপুরুষ। বৃক্ষ এবং ওষধিসমূহ আপনার রোমাবলি, মেঘেরা কেশ, পর্বতেরা অস্থি এবং নখস্বরূপ। দিন এবং রাত আপনার চোখের উন্মেষ-নিমেষ। প্রজাপতি আপনার জননেন্দ্রিয় এবং বৃষ্টি বীর্যরূপে অভিহিত হয়েছে।। ১৪ ।। হে অবিকারী অবিনাশী পুরুষ ! জলের মধ্যে যেমন অজস্র জলচর জীব অথবা যজ্ঞডুম্বুরের ফলের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রকীট বিচরণ করে, তেমনই উপাসনার জন্য স্বীকৃত আপনার মনোময় বিরাট পুরুষ-শরীরে লোকপালগণসহ অসংখ্য জীবসংকুল অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডলোক সঞ্চরণশীল রয়েছে, এইভাবে নিখিল প্রপঞ্চের আধার-রূপে আপনাকে দেখা হলেও পরমার্থত আপনার স্বরূপে এজন্য কোনো বিকারের প্রসক্তি ঘটে না, কারণ তাতে এসবই আরোপিত মাত্র।। ১৫ ।। প্রভু ! আপনি ক্রীড়ার জন্য পৃথিবীতে যে সকল রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, সেই অবতারশরীরসমূহের ভজন-পূজনাদির দ্বারা জীবগণের শোক-মোহাদি দূরীকৃত হয় এবং তারা পরমানন্দে আপনার যশ গান করে।। ১৬ ।। আপনি বেদ, ঋষিগণ, ওষধিসমূহ এবং সত্যব্রতাদি ধর্মপরায়ণগণের রক্ষণ তথা দীক্ষার নিমিত্ত মৎস্যরূপ ধারণ করে প্রলয়-পয়োধিজলে স্বচ্ছন্দে বিহার করেছিলেন। আপনার সেই কারণ-মৎস্যরূপকে আমি নমস্কার করি। হয়গ্রীব রূপধারী আপনাকে নমস্কার এবং মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের সংহারকারী আপনকে নমস্কার।। ১৭ ।। বিশাল কচ্ছপরূপ গ্রহণ করে আপনি মন্দর পর্বত ধারণ করেছিলেন, সেই আপনকে নমস্কার। পৃথিবী উদ্ধারলীলায় আপনি বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই আপনাকে বারংবার নমস্কার।। ১৮ ।। আপনি সাধু-ভক্তজনের দুঃখ-কষ্ট-ভয় দূর করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকেন, তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে (পিতৃকৃত) অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য আপনি নৃসিংহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই অলৌকিক নৃসিংহ আপনাকে নমস্কার। আবার বামনরূপে আপনি নিজ পদবিক্ষেপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করেছিলেন—আপনার পদমূলে আমার প্রণতি নিবেদন করছি।। ১৯ ।। অহংকারোন্মত্ত অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলরূপ বনকে উচ্ছেদ করার জন্য আপনি (কুঠারধারী) ভৃগুপতি পরশুরামরূপ

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ২১

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে॥ ২২

ভগবন্‌জীবলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া।
অহংমমেত্যসদ্‌গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্মবর্ত্মসু॥ ২৩

অহং চাত্মাত্মজাগারদারার্থস্বজনাদিষু।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া বিভো॥ ২৪

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্যয়মতির্হ্যহম্।
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাঽঽত্মনঃ প্রিয়ম্॥ ২৫

যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বত্ত্বাহং[১] পরাঙ্‌মুখঃ॥ ২৬

নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কামকর্মহতং মনঃ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ॥ ২৭

গ্রহণ করেছিলেন, সেই উগ্রমূর্তি আপনাকে নমস্কার। দুষ্ট-রাবণ ধ্বংসকারী, রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রামরূপে অবতীর্ণ আপনাকে প্রণাম করি॥ ২০ ॥ বৈষ্ণবভক্তসজ্জন তথা যদুবংশীয়গণের পালন-পোষণের নিমিত্ত বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে প্রকটিত আপনার চার মূর্তিকেই প্রণাম জানাচ্ছি আমি (আবিষ্ট অবস্থায় ভগবানের নিত্য চতুর্ব্যূহ মূর্তি প্রত্যক্ষ করছেন অক্রূর)॥ ২১ ॥ দৈত্য-দানবদের মোহিত করার জন্য আপনি বুদ্ধরূপে শুদ্ধ অহিংসা-মার্গের প্রবর্তন করবেন, —সেই আপনাকে আমার নমস্কার। আবার পৃথিবীর ক্ষত্রিয়গণ যখন কুৎসিত ম্লেচ্ছাচারে রত হয়ে অধর্মের প্রচার-প্রসারে প্রবৃত্ত হবে, তখন আপনি তাদের ধ্বংস করার জন্য কল্কিরূপে আবির্ভূত হবেন, আপনার সেই মূর্তিকে প্রণাম করি আমি॥ ২২ ॥

হে ভগবন্ ! এই সমগ্র জীবলোক আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে 'আমি-আমার'—এইরূপ মিথ্যা বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে অনিত্য দেহ-গৃহাদির প্রতি আকর্ষণে বদ্ধ হয় এবং তার ফলে কর্মমার্গে আবর্তিত হয়ে চলে॥ ২৩ ॥ হে সর্বব্যাপী প্রভু আমার ! আমি নিজেও তো আপনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে স্বপ্নের মতো অনিত্য ক্ষণস্থায়ী, দেহ-গেহ, পত্নী-পুত্র, ধন-জন প্রভৃতিতেই সত্যবুদ্ধি করে কর্মমার্গে ভ্রমণ করছি॥ ২৪ ॥ মূর্খতার বশে আমি অনিত্য বস্তুকে নিত্য, অনাত্মাকে আত্মা এবং দুঃখকে সুখ বলে মনে করছি। এই বিপরীতবুদ্ধির কি কোনো সীমা আছে ? এইভাবে অজ্ঞানের বশে সাংসারিক সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বে আসক্ত হয়ে তাতেই ডুবে রয়েছি এবং এই সত্য সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছি যে, আপনিই আমার প্রকৃত প্রিয়॥ ২৫ ॥ যেমন কোনো নির্বোধ লোক জলের আশায় জলাশয়ে গিয়ে জলজ তৃণশৈবালাদিতে ঢাকা থাকায় সেখানে জল দেখতে না পেয়ে তা ছেড়ে (জলের অলীক প্রতিচ্ছবি) মরীচিকার দিকে ছুটে চলে, সেইরকম আমিও নিজমায়ায় প্রতিচ্ছন্ন আপনাকে ছেড়ে সুখের আশায় বিষয়াদির প্রতি ধাবিত হয়েছি॥ ২৬ ॥ আমি অবিনাশী অক্ষর বস্তুর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত।

[১]হিত্বাহং ত্বাং পরা.।

সোঽহং তবাঙ্‌ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ॥ ২৮

তার ফলে আমার মনে বহুবিধ বস্তুর কামনা এবং সেসবের জন্য কর্ম করার সংকল্প জন্মাতেই থাকে। তাছাড়া এই প্রবল এবং দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলি আমার মনকে মথিত করে বলপূর্বক এদিকে ওদিকে টেনে নিয়ে যায়— তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সাধ্যই আমার হয় না॥ ২৭ ॥ এইভাবে বহুপথ ঘুরে আমি এবার অসাধুজনের পক্ষে যা দুর্লভ, আপনার সেই চরণকমলের ছায়ায় এসে উপনীত হয়েছি। প্রভু! আমি জানি এবং মানি যে, এ আপনারই কৃপা-প্রসাদ। কারণ, হে পদ্মনাভ! প্রকৃতপক্ষে (আপনার কৃপায়) যখন মানুষের (জন্ম-মরণ প্রবাহরূপ) সংসারচক্র থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন (আপনারই কৃপায়) সজ্জন-মহাপুরুষগণের সেবা-উপাসনার সুযোগ ঘটে জীবনে এবং তার ফলস্বরূপ আপনাতে দৃঢ়ভাবে লগ্ন হয়ে থাকে তার চিত্তবৃত্তি, তার ভাবনা-চিন্তা, মতি-বুদ্ধি অনুক্ষণ আপনাকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে॥ ২৮ ॥

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্বপ্রত্যয়হেতবে।
পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে॥ ২৯

আপনি বিজ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানঘনবিগ্রহ। সর্ব প্রতীতির, সকল প্রকার বৃত্তির কারণ এবং অধিষ্ঠান আপনিই। জীবরূপে এবং জীবের সুখদুঃখাদির প্রাপক বা নিমিত্তস্বরূপ কাল, কর্ম, স্বভাব তথা প্রকৃতিরূপেও আপনিই বিদ্যমান। আবার এইসবের নিয়ন্তাও আপনিই। আপনার শক্তি অনন্ত। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম। আপনাকে প্রণাম, প্রণাম এবং প্রণাম॥ ২৯ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো॥ ৩০

প্রভু! আপনি চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব, আপনি সকল জীবের আশ্রয় সংকর্ষণ; আপনিই বুদ্ধি এবং মনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা হৃষীকেশ (প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ)। আমি বারবার আপনাকে প্রণাম করি। আমি আপনার শরণ নিলাম, প্রভু, রক্ষা করুন আমাকে॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধেঽ[১]ক্রূরস্তুতির্নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে অক্রূরকৃতস্তুতি নামক চত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

---

[১]অক্রূরযানে মহাপুরুষস্তুতিশ্চত্বা.।

অথৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ
একচত্বারিংশ অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-প্রবেশ

শ্রীশুক উবাচ

স্তুবতস্তস্য ভগবান্ দর্শয়িত্বা জলে বপুঃ।
ভূয়ঃ সমাহরৎ কৃষ্ণো নটো নাট্যমিবাত্মনঃ।। ১

সোঽপি চান্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাদুন্মজ্জ্য সত্বরঃ।
কৃত্বা চাবশ্যকং সর্বং বিস্মিতো রথমাগমৎ।। ২

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কিং তে দৃষ্টমিবাদ্ভুতম্।
ভূমৌ বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে।। ৩

অক্রূর উবাচ

অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ।। ৪

যত্রাদ্ভুতানি সর্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
তং ত্বা নু পশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মে দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্।। ৫

ইত্যুক্ত্বা চোদয়ামাস স্যন্দনং গান্দিনীসুতঃ।
মথুরামনয়দ্ রামং কৃষ্ণং চৈব দিনাত্যয়ে।। ৬

মার্গে গ্রামজনা রাজংস্তত্র তত্রোপসংগতাঃ।
বসুদেবসুতৌ বীক্ষ্য[১] প্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ।। ৭

[১]দৃষ্ট্বা

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! অক্রূর এইভাবে স্তুতি করছিলেন, তারই মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলের মধ্যে নিজের যে দিব্যরূপ তাঁকে এতক্ষণ দর্শন করাচ্ছিলেন, তা আবার প্রত্যাহার করে নিলেন, (অর্থাৎ অক্রূরের চোখের সামনে থেকে তা অন্তর্হিত হয়ে গেল) ঠিক যেমন কোনো অভিনেতা নাটকের মধ্যে বিশেষ কোনো রূপে দর্শকের সামনে আবির্ভূত হয়ে আবার অন্তরালে চলে যায়।। ১ ।। অক্রূর যখন দেখলেন যে ভগবানের সেই অলৌকিক রূপ অন্তর্হিত হয়েছে, তখন তিনি জল থেকে উঠে সত্বর আবশ্যক ক্রিয়াকর্ম সমাপন করে রথে ফিরে এলেন। তখন তাঁর বিস্ময় যেন আর সীমা মানছিল না।। ২ ।। ভগবান হৃষীকেশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মাননীয় পিতৃব্য ! আপনি কি এখানে মাটিতে, আকাশে অথবা জলে অদ্ভুত কিছু দেখেছেন ? আপনার চেহারা দেখে সেইরকম মনে হচ্ছে'।। ৩ ।।

অক্রূর বললেন—'পৃথিবীতে, আকাশে অথবা জলে তথা এই সমগ্র বিশ্বে যা কিছু অদ্ভুত পদার্থ আছে, সে সবই তো আপনার মধ্যেই আছে। কারণ আপনি বিশ্বরূপ। সেই আপনাকেই যখন আমি দেখছি, তখন কোন্ অদ্ভুত বস্তু বা দৃশ্য আমার অদেখা থাকতে পারে ? ৪ ।। ('আমার কাছে আসার আগেই আপনার মুখে বিস্ময়ের ছাপ ছিল, সুতরাং আগেই আপনি কিছু দেখে থাকবেন'—এই সম্ভাব্য জিজ্ঞাসার উত্তরে আবার বলছেন) পৃথিবীতে, আকাশে বা জলে যা কিছু অদ্ভুত থাকতে পারে, তা সবই যাঁর মধ্যে আছে, হে ভগবন্ ! সেই আপনাকে দেখছি যখন, তখন তার বেশি আর কী অদ্ভুত আমি দেখে থাকতে পারি' ? ৫ ।। এই কথা বলে গান্দিনীতনয় অক্রূর রথ চালিয়ে দিলেন এবং দিন অবসানে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মথুরায় এসে পৌঁছলেন।। ৬ ।। মহারাজ পরীক্ষিৎ ! পথের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সেখানকার গ্রামবাসীরা দল বেঁধে উপস্থিত হয়েছিল

তাবদ্ ব্রজৌকসস্তত্র নন্দগোপাদয়োঽগ্রতঃ।
পুরোপবনমাসাদ্য প্রতীক্ষন্তোঽবতস্থিরে।। ৮

তান্ সমেত্যাহ ভগবানক্রূরং জগদীশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহসন্নিব।। ৯

ভবান্ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরীং গৃহম্।
বয়ং ত্বিহাবমুচ্যাথ ততো দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্।। ১০

অক্রূর উবাচ

নাহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্যে মথুরাং প্রভো।
ত্যক্তুং নার্হসি মাং নাথ ভক্তং তে ভক্তবৎসল।। ১১

আগচ্ছ যাম গেহান্ নঃ সনাথান্ কুর্বধোক্ষজ।
সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ সুহৃত্তম।। ১২

পুনীহি পাদরজসা গৃহান্ নো গৃহমেধিনাম্।
যচ্ছৌচেনানুতৃপ্যন্তি পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ।। ১৩

অবনিজ্যাঙ্ঘ্রিযুগলমাসীৎশ্লোক্যো বলির্মহান্।
ঐশ্বর্যমতুলং লেভে গতিং চৈকান্তিনাং তু যা।। ১৪

আপস্তেঽঙ্ঘ্র্যবনেজন্যস্ত্রীঁল্লোকাঞ্ছুচয়োঽপুনন্।
শিরসাধত্ত যাঃ শর্বঃ স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ।। ১৫

দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
যদূত্তমোত্তমশ্লোক নারায়ণ নমোঽস্তু তে।। ১৬

এবং তারা বসুদেব-নন্দন রাম ও কৃষ্ণকে দেখে এত আনন্দিত হয়েছিল যে তাঁদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিল না।। ৭ ।। এদিকে নন্দ গোপাদি ব্রজবাসীরা আগেই মথুরায় পৌঁছে গেছিলেন এবং পুরীর বাইরের উপবনে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।। ৮ ।। তাঁদের নিকটে উপস্থিত হয়ে জগতের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে দণ্ডায়মান অক্রূরের হাত নিজের হাতে নিয়ে হাস্যমুখে তাঁকে বললেন।। ৯ ।। 'তাত ! আপনি আগে রথ নিয়ে মথুরায় প্রবেশ করে নিজের গৃহে চলে যান। আমরা এখানে নেমে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর মথুরানগরী দেখতে যাব'।। ১০ ।।

অক্রূর বললেন—প্রভু ! আপনাদের দুজনকে ছেড়ে আমি একা মথুরায় প্রবেশ করব না। হে নাথ ! আমি আপনার ভক্ত। সুতরাং হে ভক্তবৎসল ! ভক্ত আমাকে আপনার ত্যাগ করা উচিত নয়।। ১১ ।। হে ভগবান, হে ইন্দ্রিয়াতীত ! আসুন, চলুন আমার সঙ্গে। আমার শ্রেষ্ঠ বান্ধব, পরম হিতৈষী প্রভু ! আপনি, শ্রীবলরাম, গোপবৃন্দ এবং নন্দমহারাজ প্রভৃতি আদরণীয় আত্মীয়গণকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের সনাথ (রক্ষাকর্তা অধীশ্বর সমন্বিত) করে তুলুন।। ১২ ।। আমরা গৃহস্থ-ধর্মাবলম্বী, আপনার চরণধূলিতে আমাদের গৃহ পবিত্র করুন। আপনার চরণ ধোওয়া জলে (গঙ্গাজল অথবা চরণামৃত) পিতৃগণ এবং অগ্নিসহ সকল দেবতা তৃপ্তি লাভ করেন।। ১৩ ।। আপনার চরণযুগল প্রক্ষালন করে মহাত্মা বলিরাজ এমন যশ প্রাপ্ত হয়েছেন, যা লোকে লোকে যুগে যুগে সজ্জনগণের কণ্ঠে গীত হয়ে চলেছে ও চলবে। শুধু তাই নয়, তিনি অতুল ঐশ্বর্য ও সেই সঙ্গে এমন গতি প্রাপ্ত হয়েছেন, অনন্য প্রেমিক ঐকান্তিক ভক্তগণেরই যাতে অধিকার।। ১৪ ।। আপনার পুণ্য চরণোদক, গঙ্গা নামে যাঁর পরিচয়—ত্রিভুবনকে পবিত্র করে দিয়েছেন। তিনি মূর্তিমতী পবিত্রতা, তাঁর স্পর্শে সগররাজার পুত্রগণ স্বর্গে গমন করেছিলেন। অধিক কী ? স্বয়ং ভগবান শংকর তাঁকে মস্তকে ধারণ করে রয়েছেন।। ১৫ ।। হে যদুবংশ-শিরোমণি ! আপনি দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা, জগতের নাথ ! আপনার লীলা-গুণাদি শ্রবণ ও কীর্তন পরম পবিত্রতা তথা অসীম মঙ্গলের জনক। হে উত্তমশ্লোক (মহাপুরুষগণ-কর্তৃক গীতকীর্তি) ! হে

শ্রীভগবানুবাচ

আয়াস্যে ভবতো গেহমহমার্যসমন্বিতঃ।
যদুচক্রদ্রুহং হত্বা বিতরিষ্যে সুহৃৎপ্রিয়ম্॥ ১৭

শ্রীশুক উবাচ

এবমুক্তো ভগবতা সোঽক্রূরো[১] বিমনা ইব।
পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্মাবেদ্য গৃহং যযৌ॥ ১৮

অথাপরাহ্নে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ।
মথুরাং প্রাবিশদ্ গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ॥ ১৯

দদর্শ তাং স্ফাটিকতুঙ্গগোপুর-
দ্বারাং বৃহদ্ধেমকপাটতোরণাম্।
তাম্রারকোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদা-
মুদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম্ ॥ ২০

সৌবর্ণশৃঙ্গাটকহর্ম্যনিষ্কুটৈঃ
শ্রেণীসভাভির্ভবনৈরুপস্কৃতাম্ ।
বৈদূর্যবজ্রামলনীলবিদ্রুমৈ-
র্মুক্তাহরিদ্ভির্বলভীষু বেদিষু॥ ২১

জুষ্টেষু জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমে-
ষ্বাবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্ ।
সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং
প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ডুলাম্ ॥ ২২

আপূর্ণকুম্ভৈর্দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ
প্রসূনদীপাবলিভিঃ সপল্লবৈঃ।
সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ
স্বলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং সপট্টিকৈঃ॥ ২৩

নারায়ণ! আমি আপনাকে প্রণাম করছি॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান বললেন—তাত! আমি আর্য বলরামের সঙ্গে অবশ্যই আপনার গৃহে আসব, তবে প্রথমে এই যদুবংশদ্রোহী কংসকে বধ করে তারপর বান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের যাতে মনস্তুষ্টি হয়, তা করব॥ ১৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবান এই প্রকার বললে অক্রূর যেন কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে পড়লেন। যাই হোক, তিনি মথুরাপুরীতে প্রবেশ করে কংসের কাছে গিয়ে নিজের কর্ম-সম্পাদনের কথা, অর্থাৎ বলরাম ও কৃষ্ণকে ব্রজ থেকে নিয়ে আসার সংবাদ নিবেদন করে নিজগৃহে চলে গেলেন॥ ১৮ ॥ অনন্তর অপরাহ্নে বলরাম এবং গোপেদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরী দর্শনের ইচ্ছায় সেই নগরীতে প্রবেশ করলেন॥ ১৯ ॥ তিনি দেখলেন সেখানে নগরপ্রাকারের সুউচ্চ গোপুরগুলি (নগরের প্রধান দ্বার) তথা গৃহসমূহের দ্বারও স্ফটিক-নির্মিত, সেগুলির বৃহদাকার কপাট এবং তোরণও সোনা দিয়ে তৈরি। নগরের বিভিন্ন স্থানে তামা এবং পিতল-নির্মিত শস্যাগার আছে। পরিখাবেষ্টিত হওয়ায় সেই পুরী (শত্রুর পক্ষে) দুরধিগম্য। অনেক রমণীয় উদ্যান ও উপবনে (কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য) তা সুশোভিত॥ ২০ ॥ সেখানে চতুষ্পথে (চৌরাস্তা) পর্যন্ত শোভা-সম্পাদনের জন্য স্বর্ণের অলংকরণ রচিত হয়েছে। তাছাড়া সুরম্য প্রাসাদ এবং গৃহসংলগ্ন উদ্যান, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের (সম্মিলিত হওয়ার) সভাভবন তথা অন্যান্য বাসভবনসমূহের নির্মাণ পারিপাট্যেও নগরের শ্রী বর্ধিত হয়েছে। বৈদূর্য, হীরক, স্ফটিক, নীলা, প্রবাল, মুক্তা এবং পান্না প্রভৃতি মণিরত্নযুক্ত গৃহবলভী, বেদিকা, গবাক্ষছিদ্র, কুট্টিম ইত্যাদি থেকে উজ্জ্বল দীপ্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। সেইসব স্থানে বসে পারাবত, ময়ূর প্রভৃতি পাখির দল কলকাকলীতে ভরিয়ে তুলছে চারদিক। রাজপথ, পণ্যবীথি (দোকান-বাজারের রাস্তা), অন্যান্য সাধারণ পথ এবং চত্বরাদি স্থানে অতি উত্তমরূপে জল সিঞ্চিত করা হয়েছে। (মঙ্গলচিহ্নরূপে) স্থানে স্থানে পুষ্পমাল্য, অঙ্কুর (উদ্ভিন্ন যবাদি শস্য), খৈ এবং (আতপ) চাল ছড়ানো হয়েছে॥ ২১-২২ ॥ দধি ও চন্দনে চর্চিত জলপূর্ণ কলস এবং তার সঙ্গে ফুলের মালা, দীপমালা,

[১]অ.।

তাং সম্প্রবিষ্টৌ বসুদেবনন্দনৌ
বৃতৌ বয়স্যৈর্নরদেববর্ত্মনা।
দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতাঃ পুরস্ত্রিয়ো
হর্ম্যাণি চৈবারুরুহুর্নৃপোৎসুকাঃ॥ ২৪

কাশ্চিদ্ বিপর্যগ্ধৃতবস্ত্রভূষণা
বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেম্বথাপরাঃ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা
নাঙ্ক্ত্বা দ্বিতীয়ং ত্বপরাশ্চ লোচনম্॥ ২৫

অশ্নন্ত্য একাস্তদপাস্য সোৎসবা
অভ্যজ্যমানা অকৃতোপমজ্জনাঃ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিঃস্বনং
প্রপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য[১] মাতরঃ॥ ২৬

মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ
প্রগল্ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো
দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্॥ ২৭

দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং
তৎ প্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ।
আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাঽঽত্মলব্ধং
হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্॥ ২৮

পল্লব, ফল সমন্বিত কদলী এবং সুপারী বৃক্ষ, পতাকা এবং পট্ট বস্ত্রখণ্ডে প্রতিটি গৃহের দ্বারদেশ বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে॥ ২৩ ॥

রাজন্! বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম 'বয়স্য পরিবৃত' হয়ে রাজপথ দিয়ে মথুরায় প্রবেশ করলে তাঁদের দেখার জন্য মথুরার পুরনারীদের মধ্যে বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা দিল। তাঁরা আস্তে-ব্যস্তে তাঁদের দর্শনমানসে (সব কাজ ফেলে রেখে) চলে এলেন এবং ঔৎসুক্যের বশে অনেকেই অট্টালিকার ওপর আরোহণ করলেন॥ ২৪ ॥ অতিরিক্ত ত্বরার কারণে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের বস্ত্র এবং অলংকার উল্টোপাল্টাভাবে (অর্থাৎ এক অঙ্গের অলংকারাদি অন্য অঙ্গে) পরিধান করলেন, আবার অন্যেরা যেসব অলংকার জোড়া হিসাবে পরা হয় (যেমন কঙ্কণ, কুণ্ডল ইত্যাদি) তার একটি পরে অপরটির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে চলে এলেন। কেউ কেউ এক কানে কর্ণপত্র (অলংকারবিশেষ) ধারণ করে, কেউবা এক পায়ে নূপুর পরে, আবার অপর কেউ কেউ এক চোখে কাজল দিয়ে দ্বিতীয়টিতে না পরেই কৃষ্ণ-বলরামকে দর্শন করার জন্য দ্রুত গমন করলেন॥ ২৫ ॥ কোনো কোনো রমণী ভোজন করছিলেন, তাঁরা হাতের গ্রাস ফেলে উঠে পড়লেন। আসলে তখন সবারই মন আনন্দে উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যই যাঁরা অভ্যঞ্জন (তৈলাদিলেপন) করাচ্ছিলেন, তাঁরা স্নান না করেই, যাঁরা নিদ্রিত ছিলেন তাঁরা কোলাহল শুনে উঠে পড়ে সেই অবস্থাতেই, আবার যাঁরা নিজেদের সন্তানদের স্তন্যপান করাচ্ছিলেন সেই মায়েরা পর্যন্ত শিশুদের কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন॥ ২৬ ॥ কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরীর রাজপথে মত্ত গজরাজের মতো দৃপ্ত সম্ভ্রম জাগানো ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। নিখিল সৌন্দর্যের নিধান তাঁর যে বিগ্রহটি লক্ষ্মীদেবীর মনেও প্রীতি ও আনন্দের বন্যা জাগায়, সেটিই এখন মথুরা-নাগরীদের নয়নোৎসব বিধান করছিল, আর তাঁর সপ্রতিভ ভাব, তাঁর লীলাভঙ্গিমামধুর হাসি ও চাহনি, এইসব দিয়ে তিনি তাঁদের মনও চুরি করে নিয়েছিলেন॥ ২৭ ॥ মথুরাবাসিনীরা অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত

[১] নিপা.।

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ।
অভ্যবর্ষন্ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বলকেশবৌ॥ ২৯

দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্‌গন্ধৈরভ্যুপায়নৈঃ।
তাবানর্চুঃ প্রমুদিতাস্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ॥ ৩০

উচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ।
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ॥ ৩১

রজকং কঞ্চিদায়ান্তং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ।
দৃষ্ট্বাযাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্যুত্তমানি চ॥ ৩২

দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ।
ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৩

লীলাসমূহের বিবরণ শুনে আসছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের চিত্তও সেই অদেখা আশ্চর্য ব্যক্তিত্বটির প্রতি ধাবিত হয়েছিল ; অধীর, উন্মুখ হয়েছিলেন তাঁরা তাঁর জন্য। এতদিনে তাঁর দেখা পেলেন, নয়ন ভরে দেখলেন সেই নয়ন-রঞ্জনকে। ভগবানও নিজের প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টি ও মৃদুমধুর হাসির সুধারসধারায় অভিষিক্ত করেই যেন সম্মান জানালেন তাঁদের দীর্ঘলালিত আকুল অনুরাগকে। অরিন্দম পরীক্ষিৎ ! সেই পুরনারীরা নয়নের দ্বারপথে ভগবানকে নিয়ে গেলেন নিজেদের অন্তরের অভ্যন্তরে, সেখানে তাঁর আনন্দময় বিগ্রহকে গভীর আশ্লেষে আবদ্ধ করলেন তাঁরা, শিরায় শিরায় আনন্দস্রোত বইতে লাগল তাঁদের, রোমে রোমে জেগে উঠল পুলক। এতদিনের বিরহ-ব্যথা, যেন অনন্তকালের মনোবেদনা, দূর হয়ে গেল তাঁদের, শান্ত হল সব সন্তাপ॥ ২৮ ॥ প্রাসাদের শিখরে আরূঢ় নারীগণ বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পবর্ষণে আচ্ছন্ন করতে লাগলেন, তাঁদের মুখকমল তখন প্রীতির আবেগে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল॥ ২৯ ॥ স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ (সমবেত হয়ে) দধি, অক্ষত, জলপূর্ণ পাত্র, পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য উপহার দ্রব্যের সাহায্যে তাঁদের দুজনকে আনন্দিত হৃদয়ে পূজা করলেন॥ ৩০ ॥ পুরনারীগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন —'ধন্য, ধন্য ! গোপীরা না জানি কী মহা তপস্যা করেছিলেন যার ফলে তাঁরা নরলোকের পরমানন্দ-স্বরূপ এই দুই মনোহর কিশোরকে অনুক্ষণ দর্শন করে থাকেন'॥ ৩১ ॥

ইতিমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক রজক তথা রঙ্গকারকে (যে ধোপা কাপড় রং-ও করে, রংরেজ) সেদিকে আসতে দেখলেন। তিনি তার কাছে কিছু ধোওয়া ভালো কাপড় চাইলেন॥ ৩২ ॥ (ভগবান তাকে বললেন) 'ভাই ! তুমি আমাদের এমন কিছু বস্ত্র দাও, যা আমাদের পক্ষে যথাযথ হবে, আমাদের শরীরে ঠিকমতো লাগবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা (দুজন)-ই এই সব কাপড়ের যথার্থ অধিকারী, এগুলি পরার উপযুক্ত পাত্র। আর এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের বস্ত্র দান করলে তোমার পরম কল্যাণ হবে'॥ ৩৩ ॥

স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্বতঃ।
সাক্ষেপং রুষিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজ্ঞঃ সুদুর্মদঃ[1]॥ ৩৪

ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ।
পরিধত্ত কিমুদ্‌বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ॥ ৩৫

যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ॥ ৩৬

এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ॥ ৩৭

তস্যানুজীবিনঃ সর্বে বাসঃ[2] কোশান্ বিসৃজ্য বৈ।
দুদ্রুবুঃ সর্বতো মার্গং বাসাংসি জগৃহেঽচ্যুতঃ॥ ৩৮

বসিত্বাঽঽত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণস্তথা।
শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যো বিসৃজ্য ভুবি কানিচিৎ॥ ৩৯

ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্বেষমকল্পয়ৎ।
বিচিত্রবর্ণৈশ্চৈলেয়ৈরাকল্পৈরনুরূপতঃ ॥ ৪০

পরীক্ষিৎ ! ভগবান তো সর্বত্র পরিপূর্ণ, সর্বথা পূর্ণকাম। সর্ব বস্তুই তো তাঁর। তথাপি তিনি এইভাবে মানুষের কাছে যাচ্‌ঞার লীলা করেন, ভিখারি হয়ে আসেন আমাদের দ্বারে। এখানেও তিনি প্রার্থী হলেন কংসরাজের সেবক গর্বান্ধ সেই রজকের কাছে। কিন্তু তাঁকে চেনা বা যথাসময়ে তাঁর প্রদত্ত বস্তু তাঁকেই আবার সমর্পণ করার সৌভাগ্যই বা কজনের হয়, তাই এই রজকও তাঁর প্রার্থনা শুনে কোপে পরিপূর্ণ হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলতে লাগল॥ ৩৪ ॥ 'আরে, দুর্বিনীত অসভ্যের দল, তোরা তো থাকিস পাহাড়ে আর জঙ্গলে। সেখানে কি রোজ এইরকম কাপড় পরিস না কি যে, এখন একেবারে রাজার জিনিসের দিকে নজর দিচ্ছিস ; অতি বাড় বেড়েছে দেখছি তোদের ! ৩৫ ॥ ওরে মূর্খাধমেরা ! শিগগির পালা এখান থেকে। আর যদি বাঁচতে চাস তো কখনো এমন বস্তুর দিকে হাত বাড়াবার দুঃসাহস দেখাস না। এরকম অতিস্পর্ধা দেখালে রাজার লোকেরা তাদের বেঁধে নিয়ে যায়, মেরে ফেলে, টাকা-পয়সা যা কিছু তাদের থাকে, সব কেড়ে নেয়'॥ ৩৬ ॥ এইভাবে সেই রজক তাঁদের প্রতি অপমানজনক কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করতে থাকলে ভগবান দেবকীনন্দন কিঞ্চিৎ কুপিত হয়ে নিজের করাগ্রের দ্বারা তাকে আঘাত (অর্থাৎ চপেটাঘাত) করতেই তার মস্তকটি দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভূমিতে পতিত হল॥ ৩৭ ॥ এই ব্যাপার দেখে তার যেসব কর্মচারী ছিল, তারা কাপড়ের গাঁঠরি ফেলে রেখে যে যেদিকে পারল, সত্বর নিজেদের পথ দেখল। ভগবান অচ্যুত তখন সেই কাপড়গুলি গ্রহণ করলেন॥ ৩৮ ॥ সেগুলির মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম পছন্দমতো কাপড় বেছে নিয়ে নিজেরা পরলেন এবং বাকিগুলি থেকে প্রয়োজনমতো কাপড় সঙ্গী গোপেদের দিলেন। এরপরেও বাকি অনেক কাপড় অবশ্য সেখানেই মাটিতে ফেলে রেখে তাঁরা চলে গেলেন॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম কিছুদূর অগ্রসর হতেই এক তন্তুবায়ের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। তাঁদের অনুপম সৌন্দর্য-মাধুর্যে মুগ্ধ ও প্রীত সেই তন্তুবায় বহুবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রসমূহ-ই অলংকারের মতো ব্যবহার করে তাঁদের

[1]দুর্মুখঃ। [2]বাহ্যঘোষৈর্বিত্রস্তুঃ।

নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ।
স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্বণীব সিতেতরৌ॥ ৪১

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রাদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ।
শ্রিয়ং চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্॥ ৪২

ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ।
তৌ দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় ননাম শিরসা ভুবি॥ ৪৩

তয়োরাসনমানীয় পাদ্যং চার্ঘ্যার্হণাদিভিঃ।
পূজাং সানুগয়োশ্চক্রে স্রক্তাম্বূলানুলেপনৈঃ॥ ৪৪

প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতং চ কুলং প্রভো।
পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্॥ ৪৫

ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরম্।
অবতীর্ণাবিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ॥ ৪৬

ন হি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ।
সময়োঃ সর্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি॥ ৪৭

তাবাজ্ঞাপয়তং[১] ভৃত্যং কিমহং করবাণি বাম্।
পুংসোঽত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে॥ ৪৮

দেহে যেখানে যেমন মানায় সেইভাবে বিচিত্র সজ্জা রচনা করে দিল॥ ৪০ ॥ তখন সেই নানাবিধ সজ্জায় ভূষিত হয়ে দুই ভাইয়ের সৌন্দর্য যেন আরও বৃদ্ধি পেল। উৎসব-উপলক্ষ্যে সুন্দরভাবে অলংকৃত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুটি গজশাবকের মতো তাঁরা শোভা পেতে লাগলেন॥ ৪১ ॥ ভগবান সেই তন্তুবায়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে ইহলোকে প্রভূত ধনসম্পত্তি, বল, ঐশ্বর্য, নিরন্তর ভগবৎ-স্মৃতি এবং দূরশ্রবণ-দর্শনাদি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধী বিশেষ ক্ষমতা দান করলেন এবং মৃত্যুর পর তার সারূপ্যমুক্তি বিধান করলেন॥ ৪২ ॥

এরপর তাঁরা দুজন সুদামা নামে এক মালাকারের গৃহে গমন করলেন। তাঁদের দেখামাত্রই সে উঠে দাঁড়াল এবং তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁদের প্রণাম করল॥ ৪৩ ॥ তারপর সে তাঁদের পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও অন্যান্য পূজা-উপচারে অভ্যর্থনা করল এবং তাঁদের অনুগামী গোপগণসহ সকলকে মালা, তাম্বুল, চন্দনাদি অনুলেপন প্রভৃতি সামগ্রী দিয়ে যথাবিধি আতিথেয় সৎকার নিবেদন করল॥ ৪৪ ॥ এরপর সে তাঁদের সবিনয়ে বলতে লাগল —'প্রভু ! আপনাদের দুজনের শুভাগমনে আমাদের জন্ম সার্থক এবং কুল পবিত্র হয়ে গেছে। পিতৃগণ, দেবগণ এবং ঋষিগণও আমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হয়েছেন॥ ৪৫ ॥ আপনারাই নিখিল জগতের পরম কারণ। সাংসারিক জীবগণের অভ্যুদয় (ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়সের (মোক্ষ) জন্য আপনাদের নিজেদের জ্ঞান, বল প্রভৃতি অংশসমূহের সঙ্গে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৪৬ ॥ যদিও আপনারা অনুরক্ত জনের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেন, ভজনাকারীকে ভজনা করেন, তাহলেও আপনাদের দৃষ্টিতে বৈষম্য নেই। আপনারা সর্বজগতের আত্মা এবং পরম সুহৃৎ। সর্বভূতে আপনারা সমভাবাপন্ন, সমভাবে স্থিত॥ ৪৭ ॥ আমি আপনাদের ভৃত্য। আপনারা আমাকে আদেশ করুন আমি আপনাদের কী সেবা করব ? ভগবন্ ! আপনারা কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজের আদেশ দিলে তা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন, অসীম কৃপা-প্রসাদ ছাড়া কিছুই নয়'॥ ৪৮ ॥

[১]সাক্ষাজ্জ্ঞাপ.।

ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা প্রীতমানসঃ।
শস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালা বিরচিতা দদৌ।। ৪৯

রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ ! মালাকার সুদামা এইভাবে নিজের প্রার্থনা জানাল এবং তারপর তাঁদের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে গভীর প্রীতির সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পসমূহে মালা রচনা করে তাঁদের পরিয়ে দিল।। ৪৯ ।।

তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ।
প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্বরদৌ বরান্।। ৫০

তখন বরদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অনুচরগণসহ সেইসব মালায় সুন্দরভাবে অলংকৃত ও পরম প্রসন্ন হয়ে তাঁদের প্রতি প্রণত ও শরণাগত সেই সুদামাকে শ্রেষ্ঠ বরসমূহ প্রদান করলেন।। ৫০ ।।

সোহপি বব্রেহচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্।। ৫১

সুদামাও তখন অখিলাত্মা তাঁর (শ্রীভগবানের) প্রতি অচলা ভক্তি, তাঁর ভক্তদের প্রতি সৌহার্দ্য এবং সর্বজীবের প্রতি পরম দয়ার ভাব, তাঁর কাছে বররূপে এইগুলি প্রার্থনা করল।। ৫১ ।।

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ং চান্বয়বর্ধিনীম্।
বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ।। ৫২

ভগবান তাকে তার প্রার্থিত বর তো দিলেনই, উপরন্তু তাকে বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল সম্পদ, বল, আয়ু, কীর্তি এবং কান্তিও (বররূপে) দান করলেন। এরপর তিনি অগ্রজ বলরাম-সহ সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।। ৫২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[২] পুরপ্রবেশো নাম একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।। ৪১ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে পুরপ্রবেশ নামক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৪১ ।।

---

[১]লাং বিরচিতাং।   [২]প্রাচীন বইতে 'পূর্বার্ধে' এটি নেই।

অথ দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

কুব্জার প্রতি কৃপা, ধনুর্ভঙ্গ এবং কংসের উদ্বেগ

শ্রীশুক[১] উবাচ

অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ
স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্।
বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং
পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ সঙ্গীদের নিয়ে রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে এক যুবতী রমণীকে দেখতে পেলেন। তার মুখটি অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু তার দেহটি কুব্জ। হাতে একটি (চন্দনাদি) অঙ্গবিলেপনের পাত্র নিয়ে সে যাচ্ছিল। লীলাকারুণিক প্রেমরস প্রদাতা ভগবান সেই কুব্জাকে কৃপা করার জন্যই হাসতে হাসতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।। ১ ।।

কা ত্বং বরোর্বেতদু হ্যনুলেপনং
কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ।
দেহ্যাবয়োরঙ্গবিলেপমুত্তমং
শ্রেয়স্ততস্তে নচিরাদ্ ভবিষ্যতি।। ২

'হে বরোরু (সুন্দর উরুদেশবিশিষ্টা, সুন্দরী) ! তুমি কে ? এই অনুলেপনই বা তুমি কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ ? কল্যাণী ! এইসব কথা তুমি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে খুলে বলো। এই উৎকৃষ্ট অনুলেপন তুমি আমাদের দাও, তাহলে অনতিবিলম্বেই তোমার পরম কল্যাণ হবে'।। ২ ।।

সৈরন্ধ্র্যুবাচ

দাস্যস্ম্যহং সুন্দর কংসসম্মতা
ত্রিবক্রনামা হ্যনুলেপকর্মণি।
মদ্ভাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং
বিনা যুবাং কোঽন্যতমস্তদর্হতি।। ৩

সৈরিন্ধ্রী (অঙ্গরাগাদি-প্রসাধনকারিণী নারী, এখানে কুব্জা) বলল—'হে পরমসুন্দর ! আমি কংসের প্রিয় দাসী। মহারাজ আমাকে বিশেষ সমাদর করেন। আমার নাম ত্রিবক্রা। আমি তাঁর কাছে চন্দন প্রভৃতি অনুলেপনের দ্বারা অঙ্গরাগ সম্পাদনের কাজ করি। আমি যে অঙ্গানুলেপন প্রস্তুত করি তা ভোজরাজ কংসের অত্যন্ত প্রিয়। তবে এখন আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, সেই অনুলেপনের সব চাইতে যোগ্য পাত্র আপনারা দুজনই, আপনারা থাকতে আর কেউ তার উপভোক্তা হতেই পারে না'।। ৩ ।।

রূপপেশলমাধুর্যহসিতালাপবীক্ষিতৈঃ।
ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রমুভয়োরনুলেপনম্।। ৪

শ্রীকৃষ্ণ বলরামের অপরূপ সৌন্দর্য, সুকুমারতা, রসিকতা তথা মাধুর্যময় স্মিতহাস্য-বাক্যালাপ দৃষ্টিপাতে কুব্জার চিত্ত সম্পূর্ণভাবেই মোহিত হয়ে গেছিল। সে সাদরে সানুরাগে নিজের প্রস্তুত সেই ঘন অঙ্গানুলেপ তাঁদের দুজনকে অর্পণ করলেন।। ৪ ।।

ততস্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিনা।
সম্প্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেঽনুরঞ্জিতৌ।। ৫

তখন তাঁরা দুজন নিজেদের বর্ণের থেকে ভিন্নবর্ণের (পীত প্রভৃতি) অঙ্গরাগে নাভি থেকে শরীরের উপরিভাগে অনুরঞ্জিত হয়ে অত্যন্ত সুন্দর শোভায় দীপ্তি পেতে থাকলেন।। ৫ ।।

প্রসন্নো ভগবান্ কুব্জাং ত্রিবক্রাং রুচিরাননাম্।
ঋজ্বীং কর্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্।। ৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কুব্জার প্রতি অত্যন্ত

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

পদ্ভ্যামাক্রম্য প্রপদে দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা।
প্রগৃহ্য চিবুকেঽধ্যাত্মমুদনীনমদচ্যুতঃ।। ৭

প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি নিজের দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শনের জন্য শরীরের তিন স্থানে (গ্রীবা, বক্ষ এবং কটিদেশ) বক্র কিন্তু সুন্দর মুখবিশিষ্টা সেই কুব্জাকে সরলদেহা নারীতে পরিণত করতে ইচ্ছা করলেন।। ৬ ।। সেই উদ্দেশ্যে ভগবান অচ্যুত তখন নিজ চরণের দ্বারা কুব্জার দুই প্রপদ (পায়ের পাতার অগ্রভাগ) চেপে রেখে হাতের দুটি আঙুল উঁচু করে তার দ্বারা কুব্জার চিবুক ধারণ করে তার শরীরটি ওপরদিকে উন্নমিত করলেন।। ৭ ।।

সা তদর্জুসমানাঙ্গী বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরা।
মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা।। ৮

তৎক্ষণাৎ সেই কুব্জার দেহ সরল এবং সমান হয়ে গেল (কোথাও কোনো বক্রতা রইল না)। প্রেম ও মুক্তিদাতা শ্রীমুকুন্দের স্পর্শমাত্র সে পৃথুল শ্রোণিযুক্তা পীনপয়োধরা এক বর-রমণীতে পরিণত হল।। ৮ ।।

ততো রূপগুণৌদার্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্।
উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া।। ৯

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ।। ১০

এবং স্ত্রিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ।
মুখং বীক্ষ্যানুগানাং চ প্রহসংস্তামুবাচ হ।। ১১

এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রূঃ পুংসামাধিবিকর্ষনম্।
সাধিতার্থোঽগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্।। ১২

বিসৃজ্য মাধ্ব্যা বাণ্যা তাং ব্রজন্ মার্গে বণিক্‌পথৈঃ।
নানোপায়নতাম্বূলস্রগ্‌গন্ধৈঃ সাগ্রজোঽর্চিতঃ।। ১৩

সেই কুব্জা তৎক্ষণাৎ শুধু যে এক সুরূপা নারীতে রূপান্তরিত হল তাই নয়, তার মধ্যে শ্লাঘ্য গুণাবলি এবং উদারতাও আবির্ভূত হল। তখন সে আর কংসদাসী সামান্যা স্ত্রী নয় ; সে তখন ভগবৎ-প্রেমিকা, তাঁর সঙ্গে মিলনের আশায় তার হৃদয় তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তাই সে তখন ঈষৎ সলজ্জ হাসির সঙ্গে ভগবান কেশবের উত্তরীয় প্রান্ত আকর্ষণ করে তাঁকে বলল।। ৯ ।। 'হে বীর ! আসুন আমার সঙ্গে, আমার গৃহে চলুন। আমি কোনো মতেই আপনাকে এখানে ছেড়ে চলে যেতে পারব না। আপনি আমার চিত্ত উন্মথিত করে তুলেছেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! প্রসন্ন হোন আমার প্রতি, আমার নগণ্য জীবন ধন্য হয়ে উঠুক আপনার কৃপা প্রসাদে'।। ১০ ।। অগ্রজ বলরামের সামনেই কুব্জা তাঁর কাছে এইরকম প্রার্থনা জানালে, ভগবান অনুগামী গোপেদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সহাস্যে তাকে বললেন।। ১১ ।। 'হে সুন্দরী ! তোমার গৃহ সংসারী পুরুষদের পক্ষে মনঃপীড়ায় শান্তিলাভের স্থান। আমি নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে তারপর তোমার গৃহে অবশ্যই আসব। আমাদের মতো গৃহহীন পথবাসী প্রবাসীদের তো তুমিই পরম আশ্রয়'।। ১২ ।। এইভাবে মধুর বচনে তাকে আশ্বাসিত করে ভগবান তাঁকে বিদায় দিলেন। এরপর তিনি পথ দিয়ে যেতে যেতে বণিকদের নিজ নিজ দ্রব্য বিপণনাদির জন্য নির্দিষ্ট স্থানের সমীপে উপস্থিত হলে সেখানকার ব্যবসায়ীরা তাঁকে এবং শ্রীবলরামকে নানাবিধ সম্মানোপহার, পান, পুষ্পমাল্য, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির দ্বারা

তদ্দর্শনস্মরক্ষোভাদাত্মানং নাবিদন্[1] স্ত্রিয়ঃ।
বিস্রস্তবাসঃ কবরবলয়ালেখ্যমূর্তয়ঃ॥ ১৪

ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছমানো ধনুষঃ স্থানমচ্যুতঃ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টো দদৃশে ধনুরৈন্দ্রমিবাদ্ভুতম্॥ ১৫

পুরুষৈর্বহুভির্গুপ্তমর্চিতং পরমর্দ্ধিমৎ।
বার্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রসহ্য ধনুরাদদে॥ ১৬

করেণ বামেন সলীলমুদ্‌ধৃতং
সজ্যং চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্।
নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো
যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্যুরুক্রমঃ॥ ১৭

ধনুষো ভজ্যমানস্য শব্দঃ খং রোদসী দিশঃ।
পূরয়ামাস যং[2] শ্রুত্বা কংসস্ত্রাসমুপাগমৎ॥ ১৮

তদ্রক্ষিণঃ সানুচরাঃ কুপিতা আততায়িনঃ।
গ্রহীতুকামা আবব্রুর্গৃহ্যতাং বধ্যতামিতি॥ ১৯

অথ তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য বলকেশবৌ।
ক্রুদ্ধৌ ধন্বন আদায় শকলে তাংশ্চ জঘ্নতুঃ॥ ২০

বলং চ কংসপ্রহিতং হত্বা শালামুখাত্ততঃ।
নিষ্ক্রম্য চেরতুর্হৃষ্টৌ নিরীক্ষ্য পুরসম্পদঃ॥ ২১

পূজা করলেন॥ ১৩ ॥ (তাঁরা যেখানেই যাচ্ছিলেন সেখানেই) তাঁদের দেখামাত্রই পুরনারীরা প্রবল আকর্ষণ বোধ করছিলেন তাঁদের প্রতি। তীব্র আবেগে তাঁরা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন যে নিজেদের শরীর সম্পর্কেও তাঁদের কোনো সচেতনতা থাকছিল না। ফলে তাঁদের দেহের বস্ত্র, কবরীবন্ধন, হাতের বলয়াদি অলংকার স্খলিত হয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁরা চিত্রার্পিতের মতো নিশ্চলভাবে অবস্থান করছিলেন॥ ১৪ ॥

অনন্তর ভগবান অচ্যুত পুরবাসীদের কাছে ধনুর্যজ্ঞের স্থানটি কোথায় তা জিজ্ঞাসা করতে করতে সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে ইন্দ্রধনুর মতো একটি অদ্ভুত ধনু দেখতে পেলেন॥ ১৫ ॥ সেই ধনুটি বহুমূল্য রত্নাদিখচিত ছিল এবং তার পূজা করা হচ্ছিল। বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুরুষ সেটিকে রক্ষা করছিল। সেই রক্ষীরা নিবারণ করা সত্ত্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক সেটি গ্রহণ করলেন॥ ১৬ ॥ সকলের চোখের সামনেই মহাপরাক্রমী ভগবান বাঁ হাতে সেই ধনুকটি অবলীলাক্রমে তুলে নিলেন এবং নিমেষের মধ্যে তাতে জ্যা আরোপণ এবং আকর্ষণ করে সেটিকে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেললেন, যেমনভাবে মদমত্ত হস্তী কোনো ইক্ষুদণ্ড ভেঙে ফেলে॥ ১৭ ॥ ধনুকটি যখন ভেঙে গেল তখন তার শব্দে আকাশ, পৃথিবী, স্বর্গ এবং দিকসমূহ পরিপূর্ণ হল এবং সেই শব্দ শুনে কংস আতঙ্কিত হয়ে উঠল॥ ১৮ ॥ এদিকে ধনুকের রক্ষাকারী পুরুষেরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সদলবলে তাঁকে হত্যার অভিপ্রায়ে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল এবং 'ধরো, ধরো, বেঁধে ফেলো, পালিয়ে যেতে না পারে' ইত্যাদি বলে চিৎকার করতে লাগল॥ ১৯ ॥ তখন বলরাম এবং কেশব তাদের অসদভিপ্রায় বুঝে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ধনুকের টুকরো দুটি তুলে নিলেন এবং তার সাহায্যে তাদের যমালয়ে পাঠাতে লাগলেন॥ ২০ ॥ সেই রক্ষীদের সাহায্য করার জন্য কংস যে সৈন্যদের প্রেরণ করল, তাদেরকেও তাঁরা সেইভাবেই সংহার করলেন। এরপর তাঁরা যজ্ঞশালার প্রধান দ্বার দিয়ে বহির্গত হয়ে মথুরাপুরীর শোভা-সম্পদ দর্শন করে হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ২১ ॥

[1]দুঃস্ত্রিয়ঃ। [2]তং।

তয়োস্তদদ্ভুতং বীর্যং নিশাম্য পুরবাসিনঃ।
তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং রূপং চ মেনিরে বিবুধোত্তমৌ॥ ২২

তয়োর্বিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোঽস্তমুপেয়িবান্।
কৃষ্ণরামৌ বৃতৌ গোপৈঃ পুরাচ্ছকটমীয়তুঃ॥ ২৩

গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা
আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্যভূবন্।
সম্পশ্যতাং পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং
হিত্বেতরান্ নু ভজতশ্চকমেঽয়নং শ্রীঃ॥ ২৪

অবনিক্তাঙ্‌ঘ্রিযুগলৌ ভুক্ত্বা ক্ষীরোপসেচনম্।
ঊষতুস্তাং সুখং রাত্রিং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্॥ ২৫

কংসস্তু ধনুষো ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলস্য চ।
বধং নিশম্য গোবিন্দরামবিক্রীড়িতং পরম্॥ ২৬

দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্মতিঃ।
বহূন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোর্দৌত্যকরাণি চ॥ ২৭

অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে[১] চ সত্যপি।
অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা॥ ২৮

নগরবাসীরা দুজনের এই অসাধারণ বীরত্ব, তেজ, সাহস এবং অনুপম রূপ দেখে এবং শুনে তাঁদের সম্পর্কে এই ধারণা করল যে, 'এঁরা নিশ্চয় দুজন মহাপ্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ দেবতা'॥ ২২ ॥ এইভাবে তাঁরা দুজন নিজেদের ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এর মধ্যে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। তখন গোপসংঘ পরিবৃত কৃষ্ণ ও বলরাম নগরের বাইরে যেখানে তাঁদের শকটগুলি রাখা ছিল, সেই রাত্রিযাপন স্থানে চলে এলেন॥ ২৩ ॥ সেইদিন মথুরাবাসীরা যে সৌভাগ্যফল লাভ করেছিলেন, তার তুলনা হয় না। লক্ষ্মীদেবীকে ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ দেবতারা ভজনা করেছিলেন, চেয়েছিলেন তাঁকে, কিন্তু তিনি তাঁদের সবাইকে অবহেলা করে অযাচক ভগবানকেই স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন, চেয়েছিলেন (এবং লাভ করেছিলেন) তাঁরই কাছে, তাঁরই দেহে চির-আশ্রয়। সেই পুরুষভূষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাতীত দেহশোভা মথুরাবাসী জনগণ নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করলেন, ধন্য হলেন, মগ্ন হলেন সুধাসাগরে, দৃষ্টিশক্তির সার্থকতা সম্পাদিত হল তাঁদের সেইদিন ! প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ব্রজভূমি ছেড়ে আসার সময়ে বিরহাতুরা গোপীরা মথুরাবাসীদের যে সব শুভ ফল লাভ হবে বলে বলেছিলেন তা সবই সত্য হল ; অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল তাঁদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ! ২৪ ॥ এদিকে রাত্রিবাসে পৌঁছে হাত-পা ধুয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দুধ থেকে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করলেন এবং (সেদিনের অভিজ্ঞতা থেকে) কংসের অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সুখে সেই রাত্রিযাপন করলেন॥ ২৫ ॥

এদিকে কংস যখন শুনল যে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ধনুর্ভঙ্গ করেছেন, রক্ষকদের তথা তাদের সাহায্যের জন্য প্রেরিত তার সৈন্যদেরও বধ করেছেন এবং এসবই ছিল তাঁদের কাছে সামান্য খেলার মতো, এজন্য তাঁদের বিশেষ পরিশ্রমও স্বীকার করতে হয়নি, তখন সে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। দুষ্টবুদ্ধি সেই হতভাগ্যের অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। জাগরণে এবং নিদ্রায়—উভয় অবস্থাতেই সে নিজের মৃত্যুসূচক বহু দুর্নিমিত্ত দেখতে লাগল॥ ২৬-২৭॥ জাগরিত অবস্থায় সে দেখল, দর্পণ অথবা জলে তার শরীরের ছায়া পড়ছে বটে কিন্তু তাতে

[১]রূপেষু সৎস্বপি।

ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ।
স্বর্ণপ্রতীতির্বৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্।। ২৯

স্বপ্নে প্রেতপরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্।
যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ।। ৩০

অন্যানি চেত্থং ভূতানি স্বপ্নজাগরিতানি চ।
পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়া।। ৩১

ব্যুষ্টায়াং নিশি কৌরব্য সূর্যে চাদ্ভ্যঃ[১] সমুত্থিতে।
কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লক্রীড়ামহোৎসবম্।। ৩২

আনর্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তূর্যভের্যশ্চ জঘ্নিরে।
মঞ্চাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্রগ্ভিঃ পতাকাচৈলতোরণৈঃ।। ৩৩

তেষু পৌরা জানপদা ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগমাঃ।
যথোপজোষং বিবিশূ রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ।। ৩৪

কংসঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈ রাজমঞ্চ উপাবিশৎ।
মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থো হৃদয়েন বিদূয়তা।। ৩৫

বাদ্যমানেষু তূর্যেষু মল্লতালোত্তরেষু চ।
মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতা দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ সমাবিশন্।। ৩৬

মস্তক দেখা যাচ্ছে না ; চোখের সামনে (আঙুল বা অন্য) কোনো ক্ষুদ্র বস্তুর আড়াল না থাকা সত্ত্বেও তারকা-চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ দুটি দুটি করে প্রতিভাত হচ্ছে।। ২৮।। নিজের ছায়ায় ছিদ্রের প্রতীতি হচ্ছে, কানের ছিদ্র আঙুলের সাহায্যে বন্ধ করে রাখলে প্রাণবায়ুর যে শব্দ শোনা যায় তা শোনা যাচ্ছে না। বৃক্ষগুলি যেন স্বর্ণবর্ণ বলে মনে হচ্ছে এবং বালুকা বা কর্দমাদিতে নিজের পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।। ২৯ ।। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে সে দেখল, প্রেতের সঙ্গে সে আলিঙ্গনে আবদ্ধ, গর্দভে চড়ে যাচ্ছে অথবা বিষভক্ষণ করছে। আবার কখনো দেখল, সে জবাফুলের মালা গলায় পরে যাচ্ছে, কখনো তৈলাক্ত দেহে নগ্ন হয়ে কোথাও চলেছে।। ৩০ ।। স্বপ্নে এবং জাগরিত অবস্থায় এইরকম আরও নানা দুর্লক্ষণ দেখে সে মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, দুশ্চিন্তার ফলে তার আর ঘুম এল না।। ৩১ ।।

কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ ! রাত্রি প্রভাত হলে এবং সূর্যদেব পূর্বসমুদ্র থেকে উত্থিত হলে কংস মল্লক্রীড়া মহোৎসবের আয়োজন করাল।। ৩২ ।। রাজকর্মচারীরা রঙ্গভূমিটি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও প্রারম্ভিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করাল। তূরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হতে লাগল। দর্শকদের বসার মঞ্চগুলি মালা, পতাকা, রঙিন বস্ত্রে মণ্ডিত তোরণ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হল।। ৩৩ ।। সেগুলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নাগরিক ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা যথাস্থানে সুখে উপবিষ্ট হলেন এবং নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গও নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন।। ৩৪ ।। ভোজরাজ কংসও নিজের অমাত্যগণে পরিবৃত হয়ে মণ্ডলেশ্বরগণের মধ্যবর্তী স্থানে শ্রেষ্ঠ রাজাসনে উপবিষ্ট হল। তখনও কিন্তু (দুর্নিমিত্ত দর্শনজনিত) আশঙ্কায় সে হৃদয়ে অশান্তি ভোগ করছিল।। ৩৫ ।। এরপর তূরী বাজানো হতে লাগল এবং তাকে ছাপিয়ে মল্লক্রীড়ার তালধ্বনিও (যেমন নাচের শুরুতে তাল বা 'বোল' শোনা যায় সেইরকম) শোনা যেতে লাগল। সেই সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গভূমিতে মল্লেরা প্রবেশ করতে লাগল, গর্বিত তাদের ভাবভঙ্গী, দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বহুবিধ বিচিত্র সাজসজ্জায়, তারা

[১]চাতিসমু.।

চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ।
ত আসেদুরুপস্থানং বল্গুবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ॥ ৩৭

অলংকৃত, প্রত্যেকের সঙ্গেই নিজের নিজের মল্লবিদ্যাচার্যও (ওস্তাদ) উপস্থিত॥ ৩৬ ॥ সুনিপুণভাবে বাজানো সেই তালবাদ্যে উৎসাহিত ও হৃষ্ট হয়ে চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল প্রভৃতি প্রধান মল্লেরা রঙ্গস্থলে এসে স্থান গ্রহণ করল॥ ৩৭ ॥ এই সময় কংস নন্দাদি গোপগণকে আহ্বান করলে তাঁরা এসে রাজা কংসকে উপঢৌকনসমূহ প্রদান করলেন এবং গিয়ে একটি মঞ্চে উপবেশন করলেন॥ ৩৮ ॥

নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহুতাঃ।
নিবেদিতোপায়নাস্তে একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্॥ ৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] মল্লরঙ্গোপবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে মল্লরঙ্গের বর্ণনা নামক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৪২ ॥

অথ ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ
ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়
কুবলয়াপীড়-উদ্ধার এবং মল্লরঙ্গে প্রবেশ

শ্রীশুক[২] উবাচ

অথ কৃষ্ণশ্চ রামশ্চ কৃতশৌচৌ পরন্তপ।
মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুমুপেয়তুঃ॥ ১

রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্ নাগমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোঽম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্॥ ২

বদ্ধ্বা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান্।
উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া॥ ৩

অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম্।
নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে ষড়রিপুদমনকারী পরীক্ষিৎ ! শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও স্নানাদি নিত্যকর্ম সমাপন করে মল্লক্রীড়াসূচক দুন্দুভিধ্বনি শুনে রঙ্গভূমি (তথা মল্লক্রীড়া) দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন॥ ১ ॥ রঙ্গভূমির দ্বারে এসে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন সেখানে কুবলয়াপীড় নামক বিশাল হাতিটি রয়েছে, তার মাহুত তাকে পরিচালনা করছে॥ ২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের কটিবস্ত্রাদি এবং বিকীর্ণ কুঞ্চিত কেশরাজি একত্রিত করে দৃঢ়ভাবে বেঁধে নিলেন। তারপর তিনি মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে সেই মাহুতকে ডেকে বললেন॥ ৩ ॥ 'মাহুত, ওহে মাহুত ! আমাদের দুজনকে পথ ছেড়ে দাও, সরে যাও আমাদের রাস্তা থেকে। কী, শুনতে পাচ্ছ না ? দেরি কোরো না, না হলে আমি

[১]মল্লরঙ্গোপবর্ণনং দ্বিচ.। [২]বাদরায়ণিরুবাচ।

এবং নির্ভর্ৎসিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্।
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্॥ ৫

করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ।
করাদ্ বিগলিতঃ সোঽমুং নিহত্যাঙ্‌ঘ্রিষ্বলীয়ত॥ ৬

সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ঘ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্।
পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ॥ ৭

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্।
বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া॥ ৮

স পর্যাবর্তমানেন সব্যদক্ষিণতোঽচ্যুতঃ।
বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ॥ ৯

ততোঽভিমুখমভ্যেত্য পাণিনাঽঽহত্য বারণম্।
প্রাদ্রবন্ পাতয়ামাস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে॥ ১০

স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা[১] সহসোত্থিতঃ।
তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোঽহনৎ ক্ষিতিম্॥ ১১

স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোঽত্যমর্ষিতঃ।
চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্ রুষা॥ ১২

তোমার এই হাতির সঙ্গে তোমাকেও যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেব'॥ ৪ ॥ এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাকে তর্জন করে কথা বললে সেই মাহুত অত্যন্ত কুপিত হয়ে কালান্তক যমসদৃশ সেই হাতিকে অঙ্কুশাঘাতে কুপিত করে তুলে তাঁর দিকে চালিয়ে দিল॥ ৫ ॥ কুবলয়াপীড় তাঁর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়ে এসে শুঁড়ের দ্বারা তাঁকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু তিনি তার শুঁড়ের বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসে তাকে একটি প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করে তার পাগুলির ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়লেন॥ ৬ ॥ ভগবান কেশবকে সামনে দেখতে না পেয়ে তখন সেই হস্তী মহাক্রুদ্ধ হয়ে ঘ্রাণদৃষ্টির সাহায্যে অর্থাৎ শুঁড়টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গন্ধ আঘ্রাণ করে তাঁকে খুঁজে বের করল এবং জড়িয়েও ধরল, কিন্তু তিনি নিজের শারীরিক বল প্রয়োগ করে সেই বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলেন॥ ৭ ॥ এরপর ভগবান সেই মহাবলশালী হস্তীর পুচ্ছটি ধরে, গরুড় যেমন সাপকে টেনে নিয়ে যান, সেইরকম অবলীলায় তাকে পঁচিশ ধনু পরিমিত স্থান অর্থাৎ একশো হাত পিছনে টেনে নিয়ে গেলেন॥ ৮ ॥ বালকেরা যেমন খেলাচ্ছলে গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষণ করে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে, সেইরকম ভগবান অচ্যুতও সেই হস্তীর পুচ্ছটি আকর্ষণ করে তাকে পর্যায়ক্রমে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে খেলা করতে লাগলেন। অর্থাৎ হাতি যখন তাঁকে ধরবার জন্য ডানদিকে ঘুরল তখন তিনি বাঁদিকে সরে গেলেন, আবার ঠিক এর বিপরীতক্রমে সে বাঁয়ে ঘুরলে তিনি ডান দিকে সরে যেতে থাকলেন॥ ৯ ॥ এরপর তিনি তার সামনে এসে হাত দিয়ে তাকে আঘাত করেই সরে গিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সামনে এমনভাবে দৌড়তে লাগলেন যে প্রতি মুহূর্তেই সে তাঁকে ধরে ফেলবে বলে মনে হচ্ছিল ; প্রতি পদেই স্পর্শ করলেও তাঁকে সে ধরতে পারছিল না॥ ১০ ॥ এইভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি ছল করে একবার মাটিতে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করেই তৎক্ষণাৎ উঠে সেখান থেকে সরে গেলেন। হাতিটি ক্রোধে আগুন হয়ে উঠেছিল। তিনি পড়ে রয়েছেন ভেবে সে সেই মাটিতেই প্রচণ্ড জোরে তার দুই দাঁত বসিয়ে দিল॥ ১১ ॥ যখন সে বুঝতে পারল যে তার এমন বিক্রম প্রকাশ ব্যর্থ হয়েছে, তখন সেই গজরাজ

[১]পতিতঃ।

তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।
নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে॥ ১৩

পতিতং তং পদাঽঽক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া।
দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ॥ ১৪

মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ।
অংসন্যস্তবিষাণোঽসৃঙ্মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ।
বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহো বভৌ॥ ১৫

বৃতৌ গোপৈঃ কতিপয়ৈর্বলদেবজনার্দনৌ।
রঙ্গং বিবিশতু রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ॥ ১৬

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১৭

হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা তাবপি দুর্জয়ৌ।
কংসো মনস্যপি তদা ভৃশমুদ্বিবিজে নৃপ॥ ১৮

আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মাহুতের তাড়নায় প্রচণ্ড রোষে সে আবার কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল॥ ১২ ॥ তাকে নিজের দিকে দৌড়ে আসতে দেখে ভগবান মধুসূদন তার পাশে চলে গিয়ে এক হাতে তার শুঁড়টি ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন॥ ১৩ ॥ মাটিতে পতিত সেই গজরাজকে ভগবান সিংহের মতো আক্রমণ করে চরণের দ্বারা নিপীড়িত করে তার দন্ত উৎপাটিত করলেন এবং সেই দন্তের দ্বারাই সেই হাতি এবং মাহুতকে বধ করলেন॥ ১৪ ॥

পরীক্ষিৎ! এরপর মৃত সেই হাতিকে ছেড়ে ভগবান তার দাঁতটি হাতে নিয়েই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর দেহের শোভা হয়েছিল অদ্ভুত—হাতির দাঁতটি কাঁধের ওপর ধরে রেখেছেন, সারা দেহে রক্ত এবং হস্তীর মদবারিকণা, মুখকমলের স্বেদবিন্দুজালে আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে॥ ১৫ ॥ বলদেব এবং জনার্দনের সঙ্গে তাঁদের সহচর কয়েকজন গোপও রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। মহারাজ! তখন দুই ভাইয়ের হাতে কুবলয়াপীড়ের দুটি দাঁত অস্ত্ররূপে শোভা পাচ্ছিল॥ ১৬ ॥ সাগ্রজ ভগবান রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলে তিনি কার অনুভবে কীরূপে প্রতিভাত হলেন শোনো, রাজন্! মল্লযোদ্ধাদের কাছে তিনি হলেন অশনিস্বরূপ (বজ্রকঠোর দেহ), সাধারণ মানুষের কাছে নররত্ন, স্ত্রীলোকদের কাছে মূর্তিমান কামদেব, গোপেদের কাছে স্বজন, দুষ্ট রাজাদের কাছে দণ্ডদাতা শাসক, নিজের মাতা-পিতা বা তাঁদের তুল্য গুরুজনদের কাছে শিশু, কংসের কাছে মৃত্যু, অজ্ঞদের কাছে বিরাট্ (দৃশ্যমান রক্তাদিলিপ্ত বিমুখতা-উদ্রেককারী মনুষ্যদেহেই সীমাবদ্ধ ; 'বিকলঃ রাজতে'—এইরূপে ব্যুৎপন্ন বিরাট্ শব্দ এখানে গ্রহণীয়), যোগিগণের নিকট পরমতত্ত্ব এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিবংশীয়দের কাছে পরম দেবতা তথা নিজেদের ইষ্টদেবরূপে, —সকলের নিজ নিজ ভাবের অনুরূপ রসাস্বাদন ঘটালেন। (এখানে ক্রমশ রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, বাৎসল্য, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত এবং ভক্তিরসের অনুভব প্রদর্শিত হয়েছে)॥ ১৭ ॥ মহারাজ! সাধারণভাবে কংস ধীর-বীরই ছিল ; কিন্তু যখন সে দেখল এই দুজন কুবলয়াপীড়কেও বধ করেছে, তখন সে বুঝল যে এদেরকে জয় করা কঠিন। এর ফলে

তৌ রেজতূ রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ
বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ ।
যথা নটাবুত্তমবেষধারিণৌ
মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্॥ ১৯

নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপুরুষৌ জনা
মঞ্চস্থিতা নাগররাষ্ট্রকা নৃপ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ
পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্॥ ২০

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ॥ ২১

উচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।
তদ্রূপগুণমাধুর্যপ্রাগল্‌ভ্যস্মারিতা ইব॥ ২২

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি॥ ২৩

এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্।
কালমেতং বসন্ গূঢ়ো ববৃধে নন্দবেশ্মনি॥ ২৪

পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ।
অর্জুনৌ গুহ্যকঃ কেশী ধেনুকোঽন্যে চ তদ্বিধাঃ॥ ২৫

গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ।
কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ॥ ২৬

সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতোঽদ্রিপ্রবরোঽমুনা।
বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতং চ গোকুলম্॥ ২৭

গোপ্যোঽস্য নিত্যমুদিতহসিতপ্রেক্ষণং মুখম্।
পশ্যন্ত্যো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা॥ ২৮

তার মনে বিষম উদ্বেগ জন্মাল॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের বাহু ছিল সুদীর্ঘ। গলায় মালা, বিচিত্র বেশ, আভরণ এবং বস্ত্রে তাঁদের শোভাও কিঞ্চিৎ অদ্ভুত ধরনেরই হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন দুজন নট উত্তম বেশভূষাদি ধারণ করে অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। দর্শকেরা দৃষ্টি যেন তাঁদের ওপর থেকে ফেরাতে পারছিল না, আর তাঁদের অঙ্গের অনুপম কান্তিচ্ছটায় তাদের মনও তীব্রভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিল তাঁদের প্রতি॥ ১৯ ॥ পরীক্ষিৎ! সেখানে দর্শকদের উপবেশন মঞ্চে নগরের এবং রাষ্ট্রের যত লোক উপস্থিত ছিল, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে দেখে তাদের নয়ন এবং আনন আনন্দের আবেগে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা নেত্রদ্বারা তাঁদের মুখমাধুরী পান করছিল কিন্তু কোনোমতেই তৃপ্ত হতে (অর্থাৎ নয়ন সরিয়ে নিতে) পারছিল না॥ ২০ ॥ তারা যেন তাঁদের নেত্রদ্বারা পান করছিল, জিহ্বাদ্বারা লেহন করছিল, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করছিল, বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করছিল॥ ২১ ॥ তাঁদের রূপ, গুণ, মাধুর্য এবং নির্ভীকতা যেন দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল তাঁদের অমানুষী কৃতি, অলৌকিক লীলাচরিতের মহিমা, তারা তাই তাঁদের কথা যেমন দেখেছে বা শুনেছে, সেই মতো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল॥ ২২ ॥ 'এঁরা দুজন সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের অংশ, এখন পৃথিবীতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন'॥ ২৩ ॥ (অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখিয়ে) 'এই শ্যামল বর্ণের কিশোর কুমারটি দেবকীর গর্ভজাত সন্তান। জন্মানোমাত্রই এঁকে বসুদেব গোকুলে রেখে এসেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত সেখানেই নন্দের গৃহে গুপ্ত থেকে এত বড় হয়েছেন'॥ ২৪ ॥ 'ইনিই পূতনা, তৃণাবর্ত, শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক ও অন্যান্য দুষ্ট দৈত্য-দানবদের বধ করেছেন এবং যমলার্জুনকে উদ্ধার করেছেন'॥ ২৫ ॥ 'ইনিই গোধন এবং গোপেদের দাবাগ্নি থেকে রক্ষা করেছেন। কালিয় নাগকে দমন তথা ইন্দ্রের দর্পহরণও করেছেন ইনিই'॥ ২৬ ॥ 'ইনি সাতদিন এক হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে ধারণ করে থেকে গোকুলকে বর্ষা, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত থেকে পরিত্রাণ করেছেন'॥ ২৭ ॥ 'গোপীরা এঁরই সর্বদা প্রসন্ন, মন্দমধুরহাস্যোজ্জ্বল লীলারসভাব-ঘনদৃষ্টির কিরণে

বদন্ত্যনেন বংশোঽয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ।
শ্রিয়ং যশো মহত্ত্বং চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ।। ২৯

অয়ং চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ।
প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ।। ৩০

জনেষ্বেবং ব্রুবাণেষু তূর্যেষু নিনদৎসু চ।
কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণূরো বাক্যমব্রবীৎ।। ৩১

হে নন্দসূনো হে রাম ভবন্তৌ বীরসংমতৌ[১]।
নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রুত্বা রাজ্ঞাহহূতৌ দিদৃক্ষুণা।। ৩২

প্রিয়ং রাজ্ঞঃ প্রকুর্বন্ত্যঃ শ্রেয়ো বিন্দন্তি বৈ প্রজাঃ।
মনসা কর্মণা বাচা বিপরীতমতোঽন্যথা।। ৩৩

নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথা স্ফুটম্।
বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তশ্চারয়ন্তি গাঃ।। ৩৪

তস্মাদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়ং যূয়ং বয়ং চ করবাম হে।
ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্বভূতময়ো নৃপঃ।। ৩৫

তন্নিশম্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো দেশকালোচিতং বচঃ।
নিযুদ্ধমাত্মনোঽভীষ্টং মন্যমানোঽভিনন্দ্য চ।। ৩৬

প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ং চাপি বনেচরাঃ।
করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ।। ৩৭

বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো যথোচিতম্।
ভবেন্নিযুদ্ধং মাধর্মঃ স্পৃশেন্মল্ল[২] সভাসদঃ।। ৩৮

অনুপম সুষমামণ্ডিত মুখটি দর্শন করে অনায়াসেই সর্ব দুঃখ-তাপ ভুলে যেত, আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে থাকত অনুক্ষণ'।। ২৮ ।। 'লোকে বলে যে, ইনিই যদুবংশকে পরিত্রাণ করবেন। এই বিখ্যাত বংশ এঁর কারণে মহাসমৃদ্ধি, যশ এবং গৌরব লাভ করবে'।। ২৯ ।। 'এঁদের মধ্যে অপরজন এঁরই বড় ভাই, পদ্মের মতো নয়নবিশিষ্ট শ্রীবলরাম। আমরা কারো কারো কাছে শুনেছি যে, ইনি প্রলম্বাসুর, বৎসাসুর এবং বকাসুর প্রভৃতিকে বধ করেছেন'।। ৩০ ।।

দর্শকদের মধ্যে যখন এইরকম আলোচনা চলছিল এবং রঙ্গভূমিতে তূরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজছিল, তখন চাণূর নামের মল্ল শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে সম্বোধন করে এই কথা বলল।। ৩১ ।। 'ওহে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ! তোমরা দুজনেই বীরেদের আদরণীয়। তোমরা বাহুযুদ্ধে অত্যন্ত নিপুণ, এই খ্যাতি শুনে আমাদের মহারাজ তোমাদের কৌশল দেখার জন্য এখানে আহ্বান করেছেন।। ৩২ ।। যে প্রজা কায়মনোবাক্যে রাজার প্রিয় আচরণ করে, তার মঙ্গল হয়, অপর পক্ষে যে এর বিপরীত আচরণ করে তাকে অনেক ক্ষতি ভোগ করতে হয়।। ৩৩ ।। আর একথাও সকলেই জানে যে, গাভী এবং বৎসদের চরায় যে গোপেরা, তারা প্রতিদিন বনের মধ্যে মহানন্দে খেলাচ্ছলেই মল্লযুদ্ধ করে এবং সেই সঙ্গে গোচারণ করে থাকে।। ৩৪ ।। সুতরাং, এসো, আমরা ও তোমরা মিলে রাজার প্রিয় কাজ, মল্লযুদ্ধ করি। তা করলে সর্বপ্রাণীই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবে, কারণ রাজা সকল প্রজারই প্রতীক, সর্বভূতময়'।। ৩৫ ।।

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো চাইছিলেনই যে, এদের সাথে বাহুযুদ্ধ লড়বেন। সুতরাং তিনি চাণূরের কথা শুনে তাতে নিজের সম্মতি জানিয়ে এইরকম দেশ-কালোচিত বাক্য বললেন।। ৩৬ ।। 'চাণূর ! আমরাও এই ভোজরাজ কংসের বনবাসী প্রজা। সুতরাং এঁকে নিত্যই প্রসন্ন করার প্রচেষ্টা তো আমাদের অবশ্য কর্তব্য, তাতেই আমাদের পরম কল্যাণ এবং আমাদের যে তিনি তাঁর প্রিয় কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন, এটাই আমাদের প্রতি তাঁর একান্ত অনুগ্রহও বটে।। ৩৭ ।। তবে চাণূর ! আমরা এখনো বালক, কাজেই আমরা যথানিয়মে আমাদের

[১]র্যসংগতৌ। [২]ল্ল সদঃ কচিৎ।

চাণূর উবাচ

ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ।
লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ॥ ৩৯

তস্মাদ্ ভবদ্ভ্যাং বলিভির্যোদ্ধব্যং নানয়োঽত্র বৈ।
ময়ি বিক্রম বার্ষ্ণেয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ॥ ৪০

সমান বলশালী বালকবয়সী যোদ্ধার সঙ্গে মল্লক্রীড়া করব। বাহুযুদ্ধ সর্বদাই সমান বলশালীদের মধ্যেই হওয়া উচিত যাতে অন্যায় কাজের সমর্থনরূপ পাপ দর্শক সভাসদদের স্পর্শ করতে না পারে॥ ৩৮ ॥

চাণূর বলল—'ওহে, তুমি এবং বলরাম বালকও নও, কিশোরও নও। তোমরা দুজনেই বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি তো একটু আগেই, যে হাতি একাই সহস্র হাতির বল ধরত, সেই কুবলয়াপীড়কে অতি সহজে বধ করেছ॥ ৩৯ ॥ সুতরাং আমাদের মতো বলবানদের সঙ্গেই তোমাদের দুজনের যুদ্ধ করা উচিত। এতে অন্যায়ের কোনো প্রশ্নই নেই। অতএব, কৃষ্ণ ! এসো, আমার ওপর তোমার বিক্রম প্রকাশ করো, আর বলরামের সঙ্গে মুষ্টিক যুদ্ধ করবে'॥ ৪০ ॥

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে কুবলয়াপীড়বধো নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে কুবলয়াপীড়বধ নামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৩॥

———○———

অথ চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

চাণূর মুষ্টিকাদি মল্ল তথা কংসের উদ্ধার

শ্রীশুক উবাচ

এবং চর্চিতসঙ্কল্পো ভগবান্ মধুসূদনঃ।
আসসাদাথ চাণূরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ॥ ১

হস্তাভ্যাং হস্তয়োর্বদ্ধ্বা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ।
বিচকর্ষতুরন্যোন্যং প্রসহ্য বিজিগীষয়া॥ ২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবান মধুসূদন তখন চাণূরসহ অন্যান্য মল্লদের বধ করার নিশ্চিত সংকল্প করলেন ; এবং কার প্রতিপক্ষ কে হবে তা যখন বিপরীত দিক থেকেই বলে দেওয়া হল, তখন শ্রীকৃষ্ণ চাণূরের সঙ্গে এবং বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন॥ ১ ॥ তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে অপরকে জয় করবার ইচ্ছায় দুই হাতে এবং দুই পায়ে অন্যের দুই হাত এবং দুই পা জড়িয়ে সজোরে নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন॥ ২ ॥

[১]মল্লক্রীড়ায়াং ত্রিচ.।

অরত্নী দ্বে অরত্নিভ্যাং জানুভ্যাং চৈব জানুনী।
শিরঃ শীর্ষ্ণোরসোরস্তাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ॥ ৩

পরিভ্রামণবিক্ষেপপরিরম্ভাবপাতনৈঃ ।
উৎসর্পণাপসর্পণৈশ্চান্যোন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্॥ ৪

উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি।
পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ॥ ৫

তদ্ বলাবলবদ্‌যুদ্ধং সমেতাঃ সর্বযোষিতঃ।
ঊচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা[১] বরূথশঃ॥ ৬

মহানয়ং বতাধর্ম এষাং রাজসভাসদাম্।
যে বলাবলবদ্‌যুদ্ধং[২] রাজ্ঞোঽন্বিচ্ছন্তি পশ্যতঃ॥ ৭

ক্ব বজ্রসারসর্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ।
ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ॥ ৮

ধর্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ।
যত্রাধর্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ॥ ৯

নিজের অরত্নিদ্বয়ের দ্বারা অপরের অরত্নিদুটিতে, জানু দুটির দ্বারা জানু দুটিতে, মস্তকের দ্বারা মস্তকে এবং বক্ষের দ্বারা বক্ষে আঘাত করে সেই মল্লেরা যুদ্ধ করতে লাগলেন॥ ৩ ॥ মল্লযুদ্ধের নানান কৌশল—যথা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরে চারদিকে ঘোরানো, দূরে নিক্ষেপ, জড়িয়ে হাত দিয়ে জাপটে ধরে প্রবল চাপ দেওয়া, মাটিতে ফেলে দেওয়া, তুলে ধরে ছেড়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে আসা, ঠেলে রাখা বা এগোতে না দেওয়া, পতিত প্রতিদ্বন্দ্বীর দুই হাঁটু এবং পা একসঙ্গে চেপে ধরে তাকে কাবু করে ফেলা, দুহাতে শূন্যে তুলে নিয়ে যাওয়া এবং আছাড় দেওয়ার চেষ্টা করা, প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত-পা একসঙ্গে জড়ো করে তার দেহটিকে পিণ্ডের মতো করে ফেলা—এই সব প্রয়োগ করে সেই প্রতিযোদ্ধারা পরস্পরকে জয় করতে মরিয়া হয়ে একে অপরের দৈহিক নিগ্রহ করতে লাগলেন॥ ৪-৫ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ ! সেই মল্লযুদ্ধ দেখার জন্য অনেক মহিলাও এসেছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে, বিশাল বলশালী যোদ্ধাদের সঙ্গে তুলনায় দুর্বল অল্পবয়সি বালকদের যুদ্ধ করানো হচ্ছে, তখন তাঁদের মনে সেই ছেলেদের জন্য সহানুভূতি জন্মাল। তাঁরা (পাশাপাশি বসে থাকা অন্যদের নিয়ে) ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে করুণার্দ্র হৃদয়ে নিজেদের মধ্যে এইরকম বলাবলি করতে লাগলেন॥ ৬ ॥ এখানে রাজা কংসের সভাসদেরা অত্যন্ত অন্যায় এবং অধর্ম করছেন। কী দুঃখের কথা, রাজার চোখের সামনেই এঁরা মহাবলশালী পালোয়ানদের সঙ্গে তাদের তুলনায় একেবারেই বলহীন, কমবয়সি ছেলেদের যুদ্ধ মেনে নিচ্ছেন, অনুমোদন করছেন এইরকম অসম যুদ্ধ॥ ৭ ॥ দেখো দেখি, এই পালোয়ান দুজনের সমস্ত অঙ্গই বজ্রের মতো কঠিন, পাহাড়ের মতো বিশাল এদের চেহারা ! উল্টোদিকে কৃষ্ণ আর বলরামের প্রতিটি অঙ্গই অত্যন্ত কোমল ; তাছাড়া যৌবনও আসেনি তাঁদের, এখনো তাঁরা কিশোরবয়সি। কোথায় ওই দুজন আর কোথায় এঁরা ? ৮ ॥ যত লোক এখানে এসেছে, দেখছে এই ভয়ংকর অন্যায়যুদ্ধ, তাদের সকলেরই অতি অবশ্য ধর্ম উল্লঙ্ঘনের পাপ বর্তাবে। কাজেই আমাদের

[১]ক্রোশা। [২]বলযোর্যুদ্ধং।

ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে॥ ১০

বল্গতঃ শত্রুমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজম্।
বীক্ষ্যতাং শ্রমবার্যুপ্তং পদ্মকোশমিবাম্বুভিঃ॥ ১১

কিং ন পশ্যত রামস্য মুখমাতাম্রলোচনম্।
মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতম্[১]॥ ১২

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ১৩

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ ১৪

এখন এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত। জানোই তো, যেখানে অধর্মের প্রাধান্য হয়, সেখানে কখনোই থাকতে নেই, একথা শাস্ত্রেই আছে॥ ৯ ॥ এইজন্যই এইরকমও বলা হয় যে, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের দোষ জানা থাকলে বুদ্ধিমান ব্যক্তির সেই সভায় যাওয়াই উচিত নয়। কারণ সেখানে গিয়ে সেই দোষ সম্পর্কে নীরব থাকা বা উল্টোভাবে বলা অর্থাৎ দোষকে গুণ হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা বা জেনেও জানি না বলা—এই তিন রকম আচরণই মানুষকে পাপভাগী করে॥ ১০ ॥ দেখো দেখো, শ্রীকৃষ্ণ শত্রুর চারদিকে নিপুণ পদক্ষেপে ঘুরছেন, মুখে বিন্দু বিন্দু শ্রমজলকণা। কীরকম শোভা হয়েছে দেখো, ঠিক যেন পদ্মের কোষের ওপরে সারি সারি জলের বিন্দু জমে রয়েছে॥ ১১ ॥ সখীরা, বলরামের মুখটির দিকে তাকিয়ে দেখোনি তোমরা ? ক্রুদ্ধ অথচ সহাস্য মুখ, চোখ দুটিতে হালকা লালের আভা ; মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধই বুঝি হাসির আবেগের রূপ ধারণ করেছে তাঁর মুখে, কেমন অপরূপ মিলন ঘটেছে রৌদ্রের সঙ্গে হাস্যরসের তাই দেখো দেখো॥ ১২ ॥ সখী ! সত্যি কথা বলতে হলে বলতেই হয় যে (আমাদের এই মথুরা নয়), ব্রজভূমিই পুণ্যভূমি, পরম পবিত্র, ধন্যতম স্থান ! সেখানেই তো মানুষের ছদ্মবেশে নিজের স্বরূপ গোপন করে বিরাজ করেন এই পুরাণ-পুরুষ ! স্বয়ং ভগবান মহাদেব এবং দেবী লক্ষ্মী পর্যন্ত যাঁর চরণবন্দনা করেন, সেই ভগবানই সেখানে বিচিত্রবর্ণের বনফুলের মালা ধারণ করে অগ্রজ বলরামের সঙ্গে গোধন চরিয়ে, বেণু বাজিয়ে, কত রকমের খেলা খেলে, আর এই সবের মধ্যে দিয়েই নিত্য-নব লীলামাধুর্যের প্রকাশ ঘটিয়ে আনন্দে বিচরণ করেন॥ ১৩ ॥ সখীরা, না জানি ব্রজাঙ্গনারা কোন্ সে তপস্যা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা দু-চোখ ভরে নিত্য নিরন্তর এঁর রূপমাধুরী পান করে থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লাবণ্য মন্থন করে তারই সার দিয়ে তৈরি ওই রূপ ; তাই তো জগৎ-সংসারে, অথবা তার পরপারে তার তুল্য কিছুই নেই, অধিকের তো প্রশ্নই ওঠে না। আর এই অসমোর্ধ্বরূপও কোনোরকম মণ্ডনাদির সাহায্যে সংসাধিত নয়, কিন্তু

[১] ভনম্।

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তয়ানাঃ ॥ ১৫

প্রাতর্ব্রজাদ্ ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্॥ ১৬

এবং প্রভাষমাণাসু স্ত্রীষু যোগেশ্বরো হরিঃ।
শত্রুং হন্তুং মনশ্চক্রে ভগবান্ ভরতর্ষভ॥ ১৭

সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রস্নেহশুচাঽঽতুরৌ।
পিতরাবন্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্॥ ১৮

স্বয়ংসিদ্ধ। অনুক্ষণ দেখতে থাকলেও তৃপ্তি আসে না, চোখ ফেরানো যায় না তা থেকে, কারণ তা নিত্যনবায়মান, ক্ষণে ক্ষণে নতুন হয়ে উঠতে থাকে। সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র ঐশ্বর্যের একমাত্র আশ্রয় ওই রূপ, কিন্তু তা দর্শন করার সৌভাগ্য কজনের ঘটে? প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনের গোপীজন ছাড়া আর সকলের পক্ষেই দুর্লভ ওই অপ্রাকৃত 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ'রূপের দর্শন॥ ১৪ ॥ সত্যিই, ব্রজগোপীরাই ধন্য! তাঁদের চিত্ত নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই লগ্ন থাকে, তাঁর প্রতি প্রেমে, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে, অশ্রুগদগদকণ্ঠে তাঁরা সেই উরুক্রমের (শ্রীকৃষ্ণের) লীলাগান করে চলেন। গো-দোহন বা দধিমন্থন করতে করতে অথবা উলূখলে ধান প্রভৃতি কোটা বা ঘর লেপা, শিশু-সন্তানকে দোলনায় দোলানো বা তার কান্না থামানো কিংবা তাকে স্নানাদি করানো, আঙিনায় জল সেচন, ঘর পরিষ্কার ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় কাজ করার সময় তাঁরা কৃষ্ণগুণগানেই মগ্ন হয়ে থাকেন। হাত-পায়ে কাজ করেন ঠিকই, কিন্তু মনটি ফেলে রাখেন তাঁর চরণে॥ ১৫ ॥ এই শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রাতঃকালে গবাদি-পশুদের চরানোর জন্য ব্রজ থেকে বনের দিকে যান, আর সন্ধ্যার সময় আবার তাদের নিয়ে ব্রজে ফিরে আসেন, তখন তাঁর মোহন বেণুর সুর শুনে ব্রজের রমণীরা সব কাজ ফেলে রেখে দ্রুত বেরিয়ে আসেন পথে, তাঁদের চোখ সার্থক করেন ওঁর স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত, করুণাভরা দৃষ্টির প্রসাদ-বর্ষণকারী অতুলনীয় মুখটি দর্শন করে। কত, কত পুণ্যই যে করে এসেছেন তাঁরা!' ১৬ ॥

ভরতকুলপ্রদীপ পরীক্ষিৎ! রঙ্গভূমিতে উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা যখন এইরকম আলোচনা করছিলেন, তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শত্রুকে বধ করার জন্য মনঃস্থির করলেন॥ ১৭ ॥ এদিকে সেই মহিলাদের (বলরাম-শ্রীকৃষ্ণের ক্ষতির সম্ভাবনায়) শঙ্কিত চিত্তে উচ্চারিত সেই সব কথাবার্তা বসুদেব-দেবকীরও কানে পৌঁছেছিল। মহিলাগণ যেখানে বসে বলাবলি করছিল, তার সন্নিকটের কারাগারেই বসুদেব-দেবকী বন্দী অবস্থায় ছিলেন; তাই তাঁরা সেই কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁরা তো নিজ পুত্রদ্বয়ের বলবীর্যাদি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, ফলে তাঁরা পুত্রস্নেহবশে শোকে অত্যন্ত

তৈস্তৈর্নিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুতেতরৌ ।
যুযুধাতে যথান্যোন্যং তথৈব বলমুষ্টিকৌ॥ ১৯

ভগবদ্গাত্রনিষ্পাতৈর্বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ ।
চাণূরো ভজ্যমানাঙ্গো মুহুর্গ্লানিমবাপ হ॥ ২০

স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টীকৃত্য করাবুভৌ।
ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত॥ ২১

নাচলত্তৎ প্রহারেণ মালাহত[১] ইব দ্বিপঃ।
বাহ্বোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ॥ ২২

ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্।
বিস্রস্তাকল্পকেশস্রগিন্দ্রধ্বজ ইবাপতৎ॥ ২৩

তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ।
বলভদ্রেণ বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্॥ ২৪

প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্বমন্ মুখতোঽর্দিতঃ।
ব্যসুঃ পপাতোর্ব্যুপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ॥ ২৫

ততঃ কূটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ।
অবধীল্লীলয়া রাজন্ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা॥ ২৬

তর্হ্যেব হি শলঃ কৃষ্ণপদাপহতশীর্ষকঃ।
দ্বিধা বিদীর্ণস্তোশলক উভাবপি নিপেততুঃ॥ ২৭

কাতর হয়ে পড়লেন, সন্তাপে দগ্ধ হতে লাগলেন॥ ১৮॥ এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং চাণূর বাহুযুদ্ধের বহুরকম কৌশল প্রয়োগ করে পরস্পর যেমন যুদ্ধ করছিলেন, বলরাম এবং মুষ্টিকও তেমনই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত ছিলেন॥ ১৯ ॥ এই যুদ্ধের সময় ভগবানের সর্বাঙ্গ ভয়ংকর কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাঁর শরীরের আঘাত চাণূরের কাছে বজ্রাঘাতের মতো দুঃসহ লাগছিল, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সেই আঘাতে যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে শারীরিক এবং মানসিক—উভয় দিক থেকেই কমজোরি হয়ে পড়ছিল সে॥ ২০ ॥ (তাই শেষ চেষ্টা হিসাবে) সে লাফিয়ে উঠে বাজপাখির মতো শূন্যপথে মহাবেগে ছিটকে গিয়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ভগবান বাসুদেবের বুকে সক্রোধে আঘাত করল॥ ২১ ॥ যেমন গজরাজকে ফুলের মালা দিয়ে প্রহার করলে তার কিছুই এসে যায় না, সেইরকম সেই আঘাতে শ্রীকৃষ্ণ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং সেই সুযোগে তিনি চাণূরের বাহু দুটি ধরে ফেললেন এবং তাকে শূন্যে তুলে প্রচণ্ড বেগে ঘোরাতে থাকলেন। বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাতেই চাণূরের প্রাণপাখি দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, ভগবান তখন তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন। তার দেহের সাজসজ্জা, মাথার চুল, গলার মালা সব কিছুই তখন এলোমেলো হয়ে গেছে, (ইন্দ্রপূজার উৎসবে সুসজ্জিত এবং সমুন্নতভাবে স্থাপিত) ইন্দ্রধ্বজ ভূমিতে পড়ে গেলে যেমন দেখায়, সেইরকমই দেখতে লাগছিল তাকে তখন॥ ২২-২৩ ॥ এইরকমভাবেই মুষ্টিকও আগে বলরামকে মুষ্ট্যাঘাত করলে মহাবলশালী বলরাম তাকে নিজ করতলের দ্বারা প্রবল চপেটাঘাত করলেন॥ ২৪ ॥ সেই আঘাতে মুষ্টিক কাঁপতে লাগল, তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে সে গতপ্রাণ হয়ে ঝড়ের আঘাতে উৎপাটিত গাছের মতো ভূমিতে পতিত হল॥ ২৫ ॥ মহারাজ ! এরপর 'কূট' নামের আরেক মল্ল এগিয়ে আসতেই যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম অবহেলার সঙ্গে বাঁ হাতের এক মুষ্ট্যাঘাতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন॥ ২৬ ॥ সেইসময়েই শল ও তোশল শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করতে গেলে তিনি

[১]স্রগ্‌ভির্হত ইব।

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে।
শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্মল্লাঃ সর্বে প্রাণপরীপ্সবঃ।। ২৮

গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজ্য বিজহ্রতুঃ।
বাদ্যমানেষু তূর্যেষু বল্গন্তৌ রুতনূপুরৌ।। ২৯

জনাঃ প্রজহৃষুঃ সর্বে কর্মণা রামকৃষ্ণয়োঃ।
ঋতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধ্বিতি।। ৩০

হতেষু মল্লবর্যেষু বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্।
ন্যবারয়ৎ স্বতূর্যাণি বাক্যং চেদমুবাচ হ।। ৩১

নিঃসারয়ত দুর্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ।
ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত দুর্মতিম্।। ৩২

বসুদেবস্তু দুর্মেধা হন্যতামাশ্বসত্তমঃ।
উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঃ।। ৩৩

এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ।
লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চমুত্তুঙ্গমারুহৎ।। ৩৪

তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ।
মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসিচর্মণী।। ৩৫

তং খড়্গপাণিং বিচরন্তমাশু
শ্যেনং যথা দক্ষিণসব্যমম্বরে।
সমগ্রহীদ্ দুর্বিষহোগ্রতেজা
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য।। ৩৬

শলের মস্তকে পদাঘাত করলেন এবং তোশলকে দু-টুকরো করে চিরে ফেললেন, দুজনেই, বলাবাহুল্য, মৃত্যুমুখে পতিত হল।। ২৭ ।। এইভাবেই চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশল নিহত হলে বাকি মল্লেরা নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিজেরাই সেখান থেকে পলায়ন করল।। ২৮ ।। তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম নিজেদের বয়স্য গোপেদের সেই মল্লক্রীড়ামঞ্চে ডেকে এবং কেউ না আসতে চাইলে তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তূর্যবাদ্যের সঙ্গে নিজেদের নূপুরের ঝংকার মিলিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে বিহার করতে লাগলেন।। ২৯।।

শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের বীরত্ব তথা বালকোচিত সরলতাপূর্ণ এইসকল আচরণ দেখে কংস ব্যতীত উপস্থিত সমস্ত লোকই বিশেষভাবে আনন্দিত হল। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং সাধু-সজ্জনেরা সবাই তাঁদের 'সাধু', 'সাধু' বলে প্রশংসা করতে লাগলেন।। ৩০ ।। নিজের সেরা মল্লেরা নিহত এবং বাকিরা পলায়িত হলে ভোজরাজ কংস নিজের সব বাজনা বন্ধ করিয়ে দিল এবং নিজ ভৃত্যদের ডেকে এই কথা বলল— ।। ৩১ ।। 'বসুদেবের এই দুর্বৃত্ত পুত্র দুটিকে এখনই নগর থেকে বের করে দাও। গোপেদের সব ধন অপহরণ করো, আর দুর্বুদ্ধি নন্দকে বন্ধন করো।। ৩২ ।। বসুদেবও অত্যন্ত কুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দুষ্টের শিরোমণি, তাকে অবিলম্বে বধ করো। আর উগ্রসেন আমার পিতা হলেও আমার শত্রুদেরই পক্ষপাতী, সুতরাং অনুচরদের সঙ্গে তাঁকেও কালক্ষেপ না করে বধ করো।। ৩৩ ।। (আর সকলের বাঁচা-মরা যেন তার খেয়াল খুশিমাত্র এমন ভঙ্গিতে) কংস এইসব স্পর্ধিত দম্ভোক্তি করতে থাকলে অব্যয়পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে সবেগে লাফ দিয়ে যে উচ্চ মঞ্চে কংস উপবিষ্ট ছিল, সেখানে আরোহণ করলেন।। ৩৪ ।। নিজের মৃত্যুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সামনে উপস্থিত হতে দেখেও (মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে) মনস্বী কংস দ্রুত নিজের সিংহাসন থেকে উঠে ঢাল এবং তরোয়াল নিয়ে প্রস্তুত হল।। ৩৫ ।। আকাশে শ্যেন (বাজপাখি) যেমন (শিকার ধরবার জন্যে) অতি দ্রুত দিকবদল করে উড়তে থাকে, সেইভাবে কংসও হাতে তরোয়াল নিয়ে কখনো ডান দিকে কখনো বাঁদিকে ঘুরে

প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎ কিরীটং
নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ
পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ॥ ৩৭

তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ
হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ।
হাহেতি শব্দঃ সুমহাংস্তদাভূ-
দুদীরিতঃ সর্বজনৈর্নরেন্দ্র॥ ৩৮

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং
পিবন্ বদন্ বা বিচরন্ স্বপঞ্ শ্বসন্।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যত[১]-
স্তদেব রূপং দুরবাপমাপ॥ ৩৯

তস্যানুজা ভ্রাতরোঽষ্টৌ কঙ্কন্যগ্রোধকাদয়ঃ।
অভ্যধাবন্নভিক্রুদ্ধা ভ্রাতুর্নির্বেশকারিণঃ॥ ৪০

তথাতিরভসাংস্তাংস্তু সংযত্তান্ রোহিণীসুতঃ।
অহন্ পরিঘমুদ্যম্য পশূনিব মৃগাধিপঃ॥ ৪১

ক্ষিপ্রগতিতে অসিযুদ্ধের গতিভঙ্গিতে বিচরণ করতে প্রবৃত্ত হল, কিন্তু ভগবানের দুঃসহ উগ্র তেজের সামনে তার কোনো কলাকৌশলই কাজে লাগল না। গরুড় যেমন সাপের সমস্ত জারিজুরি অগ্রাহ্য করে নিজের জোরে তাকে ধরে ফেলেন, সেইভাবেই ভগবান তাকে নিজের বলপ্রয়োগে সবলে ধরে ফেললেন॥ ৩৬ ॥ তখন কংসের মাথার মুকুট খসে পড়তেই ভগবান তার কেশ গ্রহণ করে তাকে সেই উচ্চ মঞ্চ থেকে নীচে রঙ্গভূমিতে ফেলে দিলেন এবং সেই সঙ্গেই যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম আশ্রয়, যাঁর ওপরে কেউ নেই, যিনি সর্বথা স্বতন্ত্র, সেই ভগবান পদ্মনাভ (শ্রীকৃষ্ণ) নিজেও তার ওপরে লাফিয়ে পড়লেন॥ ৩৭ ॥ সেই বিশ্বাশ্রয়ের বিপুল ভারে নিষ্পিষ্ট হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই কংসের মৃত্যু হল। তখন সর্বজনতার চোখের সামনে, সিংহ যেমন নিহত হস্তীকে আকর্ষণ করে, সেই রকম ভগবানও কংসের প্রাণহীন দেহটি মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন। নরেন্দ্র পরীক্ষিৎ! তখন ক্ষমতার গর্বে সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও পাপের এই নির্মম নিষ্ঠুর পরিণতি দেখে সমস্ত লোকের মুখ থেকে স্বতই অতি উচ্চ স্বরে 'হাহা' শব্দ নির্গত হল॥ ৩৮ ॥ কংস এতকাল উদ্বিগ্নচিত্তে সদা-সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করে এসেছিল। সে পান বা ভোজন করতে করতে, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, শুতে-ঘুমোতে, কথা বলতে বলতে, এমনকি নিঃশ্বাস নিতে নিতেও সর্বক্ষণ সামনে (তার নিয়তিস্বরূপ) চক্রধারী ভগবানকে দেখতে পেত। এই অবিরত ভগবৎ-চিন্তার (তা বিদ্বেষভাব থেকে হলেও) ফলে ভগবানের ওই রূপটিই সে লাভ করল, যা বহু সাধকের পক্ষেই দুর্লভ (অর্থাৎ কংস সারূপ্যমুক্তি প্রাপ্ত হল)॥ ৩৯ ॥

কংসের কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি আটজন ছোট ভাই ছিল। তারা এইবার ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের দিকে ধাবিত হল॥ ৪০ ॥ রোহিণীনন্দন বলরাম তাদের এইভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অতি বেগে দৌড়ে আসতে দেখে একটি পরিঘ (মুদ্গর জাতীয় অস্ত্র) তুলে

[১]যতস্তু.।

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ব্রহ্মেশাদ্যা বিভূতয়ঃ।
পুষ্পৈঃ কিরন্তস্তং প্রীতাঃ শশংসুর্ননৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৪২

তেষাং স্ত্রিয়ো মহারাজ সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ।
তত্রাভীয়ুর্বিনিঘ্নন্ত্যঃ শীর্ষাণ্যশ্রুবিলোচনাঃ।। ৪৩

শয়ানান্ বীরশয্যায়াং পতীনালিঙ্গ্য শোচতীঃ।
বিলেপুঃ সুস্বরং নার্যো বিসৃজন্ত্যো মুহুঃ শুচঃ।। ৪৪

হা নাথ প্রিয় ধর্মজ্ঞ করুণানাথবৎসল।
ত্বয়া হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্রজাঃ।। ৪৫

ত্বয়া বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্ষভ।
ন শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসবমঙ্গলা।। ৪৬

অনাগসাং ত্বং ভূতানাং কৃতবান্ দ্রোহমুল্বণম্।
তেনেমাং ভো দশাং নীতো ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্।। ৪৭

সর্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন ক্বচিৎ সুখমেধতে।। ৪৮

শ্রীশুক উবাচ

রাজযোষিত আশ্বাস্য ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
যামাহুর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ।। ৪৯

মাতরং পিতরং চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ।
কৃষ্ণরামৌ ববন্দাতে শিরসাঽঽস্পৃশ্য পাদয়োঃ।। ৫০

নিলেন এবং তার দ্বারা সিংহ যেমন অবলীলায় পশুদের হত্যা করে সেইভাবে তাদের হত্যা করলেন।। ৪১ ।। তখন আকাশে দুন্দুভি বাজতে লাগল। ভগবানের বিভূতিস্বরূপ ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ আনন্দিত হয়ে তাঁর ওপর পুষ্পবর্ষণ এবং তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন, অপ্সরাগণ নৃত্যে রত হল।। ৪২ ।। মহারাজ! কংস এবং তার ভ্রাতাদের পত্নীরা আপনজনেদের মৃত্যুতে দুঃখে নিমগ্ন হয়ে মস্তকে করাঘাত করতে করতে গলদশ্রুলোচনে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।। ৪৩ ।। বীরশয্যায় শয়ান (সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে ভূমিতে পতিত) নিজ নিজ পতিকে আলিঙ্গন করে শোকার্ত সেই রমণীরা অবিরত অশ্রুবর্ষণ করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।। ৪৪ ।। 'হে নাথ! হে প্রিয়! হে ধর্মজ্ঞ! হে করুণাময়! হে অনাথবৎসল! তোমার মৃত্যুতে আমাদের সবারই মৃত্যু হল। আমাদের ঘর আজ শূন্য, সন্তানেরা অনাথ হয়ে গেল।। ৪৫ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমিই ছিলে এই (মথুরা) পুরীর স্বামী। তোমার বিরহে এর উৎসব শেষ হয়ে গেছে, মঙ্গল চিহ্ন খসে পড়েছে। এ-ও এখন আমাদেরই মতো বিধবা হয়ে শোভাহীন হয়ে পড়েছে।। ৪৬ ।। স্বামী! তুমি নিরপরাধ প্রাণীদের প্রতি ঘোর দ্রোহ, নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিলে, তারই ফলে আজ তোমার এই দশা হল। হায়, সর্বভূতের প্রতি দ্রোহ আচরণ করে তাদের ক্ষতিসাধন করে কে-ই বা নিজে সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে? ৪৭ ।। এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বভূতের উৎপত্তি এবং লয়স্থান। ইনিই জগৎ সংসারের রক্ষাকর্তা। এঁর ক্ষতিসাধনের প্রয়াস তথা এঁকে অবজ্ঞা করে কেউ কোথাও সুখলাভ করতে পারে না।। ৪৮ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! লোকভাবন, সর্বসংসারের জীবনস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজবধূদের সান্ত্বনা দিলেন, তাদের শান্ত করলেন। তারপর যথাবিহিত রীতি অনুসারে মৃতদের লৌকিক সংস্কারাদি সম্পন্ন করালেন।। ৪৯ ।। এরপর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন এবং নিজেদের মস্তক দ্বারা তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন।। ৫০ ।।

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন[১] শঙ্কিতৌ।। ৫১

কিন্তু পুত্রদ্বয় তাঁদের চরণ-বন্দনা করা সত্ত্বেও দেবকী-বসুদেব তাঁদের বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন না, বরং তাঁদের জগদীশ্বর জ্ঞানে শঙ্কিত হয়ে (অঞ্জলিবদ্ধ করে) অবস্থান করতে লাগলেন।। ৫১ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[২] পূর্বার্ধে কংসবধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ৪৪ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে কংসবধ নামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৪৪ ।।

অথ পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের উপনয়ন এবং গুরুগৃহবাস

শ্রীশুক[৩] উবাচ

পিতরাবুপলব্ধার্থৌ বিদিত্বা পুরুষোত্তমঃ।
মা ভূদিতি নিজাং মায়াং ততান জনমোহিনীম্।। ১

উবাচ পিতরাবেত্য সাগ্রজঃ সাত্বতর্ষভঃ।
প্রশ্রয়াবনতঃ প্রীণন্নম্ব তাতেতি সাদরম্।। ২

নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি।
বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ ক্বচিৎ।। ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, তাঁর মাতাপিতা তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর ভগবত্তা-সম্পর্কে সচেতন, সজ্ঞান। কিন্তু তাঁদের এই জ্ঞান থাকা অভীপ্সিত নয় (কারণ তাহলে তাঁরা পুত্র-বাৎসল্যের সুখ অনুভব করতে পারবেন না)। এই চিন্তা করে তিনি তাঁদের ওপর নিজের জনমোহিনী মায়া বিস্তার করলেন, যে যোগমায়া তাঁর স্বজনদের মুগ্ধ করে রেখে তাঁর লীলায় সহায়তা করেন।। ১ ।। সাত্বতবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরপর অগ্রজ বলরামের সঙ্গে পিতামাতার কাছে গিয়ে বিনয়-নম্রভাবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে 'মা', 'বাবা'—এইভাবে সম্বোধন করে তাঁদের প্রীতি জন্মিয়ে বলতে লাগলেন।। ২ ।। 'তাত ! আমরা আপনাদের পুত্র। আপনারা আমাদের জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত থেকেছেন, কিন্তু সন্তানদের বাল্য, পৌগণ্ড বা কৈশোর অবস্থায় তাদের সেই-সেই বয়সোচিত আচরণের দ্বারা পিতামাতার মনে যে সুখানুভূতি হয়, আমাদের কাছ থেকে আপনারা তা

[১]অশঙ্কি.। [২]স্কে কংস.। [৩]বাদরায়ণিরুবাচ।

ন লব্ধো দৈবহতয়োর্বাসো নৌ ভবদন্তিকে।
যাং বালাঃ পিতৃগেহস্থা বিন্দন্তে লালিতা মুদম্॥ ৪

সর্বার্থসম্ভবো দেহো জনিতঃ পোষিতো যতঃ।
ন তয়োর্যাতি নির্বেশং পিত্রোর্মর্ত্যঃ শতায়ুষা॥ ৫

যস্তয়োরাত্মজঃ কল্প আত্মনা চ ধনেন চ।
বৃত্তিং ন দদ্যাত্তং প্রেত্য স্বমাংসং খাদয়ন্তি হি॥ ৬

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাং সাধ্বীং সুতং শিশুম্।
গুরুং বিপ্রং প্রপন্নং চ কল্পোঽবিভ্রচ্ছ্বসন্ মৃতঃ॥ ৭

তন্নাবকল্পয়োঃ কংসান্নিত্যমুদ্বিগ্নচেতসোঃ।
মোঘমেতে ব্যতিক্রান্তা দিবসা বামনর্চতোঃ॥ ৮

তৎ ক্ষন্তুমর্হথস্তাত মাতর্নৌ পরতন্ত্রয়োঃ।
অকুর্বতোর্বাং শুশ্রূষাং ক্লিষ্টয়োর্দুর্হৃদা ভৃশম্॥ ৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা।
মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্॥ ১০

পাননি॥ ৩ ॥ দুর্দৈববশত আমাদের আপনাদের কাছে থাকার সৌভাগ্যই হয়নি। ফলে নিজেদের ঘরে থেকে পিতামাতার স্নেহে লালিত-পালিত হওয়ার যে সুখ সাধারণভাবে সব বালকই লাভ করে থাকে, আমরা তাও পাইনি॥ ৪ ॥ মানুষের পক্ষে এই পাঞ্চভৌতিক দেহটি সর্বার্থসম্ভব,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—কী না লাভ হতে পারে এই দেহটির দ্বারা ? সেই দেহের জন্ম, পালন-পোষণ যাঁদের থেকে, যাঁদের স্নেহে, যাঁদের দয়ায় আমাদের এই জীবনের সবচেয়ে অসহায় সময়ে আমরা সুরক্ষিত থাকি, সেই মাতা-পিতার ঋণ কোনো মানুষই শত বর্ষ পরমায়ুর (একনিষ্ঠ সেবার) দ্বারাও শোধ করতে পারে না॥ ৫ ॥ যে পুত্র সক্ষম হয়েও নিজের দেহ এবং অর্থ-সম্পদাদির দ্বারা সর্বপ্রকারে পিতামাতার সেবা এবং তাঁদের জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা না করে, তার মৃত্যুর পর যমদূতেরা তাকে নিজের মাংস খাওয়ায়॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ মাতাপিতা, সতী স্ত্রী, শিশুসন্তান, গুরু, ব্রাহ্মণ এবং শরণাগতের ভরণ-পোষণ না করে, সে শ্বাস নিলেও (অর্থাৎ বেঁচে থাকলেও) প্রকৃতপক্ষে মৃতই॥ ৭ ॥ আমাদেরও জীবনের এতগুলো দিন তো বৃথাই কেটে গেল, আপনাদের সেবা আমরা করতে পারলাম না। কোনো উপায়ও তো ছিল না আমাদের, ছিল না সেই ক্ষমতা, আমরা যে সর্বদাই কংসের ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকতাম, কীভাবে যে কেটেছে এতগুলো বছর আমাদের ! ৮ ॥ আমরা সবরকমেই পরাধীন ছিলাম। দুরাত্মা কংস আপনাদের কী ভীষণ কষ্টই না দিয়েছে, কিন্তু আমরা আপনাদের কোনোরকম সেবা-শুশ্রূষা করতে পারিনি, লাগিনি কোনো উপকারে ! আমাদের এই অক্ষমতার অপরাধ ক্ষমা করুন পিতা, ক্ষমা করো মা গো, তোমার এই অপরাধী ছেলেদের ! ৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! যিনি বিশ্বাত্মা হয়েও লীলাবশে মানুষের রূপ ধারণ করেছেন, সেই ভগবান শ্রীহরির এই কথা শুনে দেবকী এবং বসুদেব সম্পূর্ণ মোহিত হয়ে গেলেন এবং তাঁদের দুজনকে কোলে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের পরাকাষ্ঠা

সিঞ্চন্তাবশ্রুধারাভিঃ স্নেহপাশেন চাবৃতৌ।
ন কিঞ্চিদূচতু[1] রাজন্ বাষ্পকণ্ঠৌ বিমোহিতৌ॥ ১১

এবমাশ্বাস্য পিতরৌ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মাতামহং তুগ্রসেনং যদূনামকরোন্নৃপম্॥ ১২

আহ চাস্মান্ মহারাজ প্রজাশ্চাজ্ঞপ্তুমর্হসি।
যযাতিশাপাদ্ যদুভির্নাসিতব্যং নৃপাসনে॥ ১৩

ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ।
বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ[2]॥ ১৪

সর্বান্ স্বাঞ্জ্ঞাতিসংবন্ধান্ দিগ্‌ভ্যঃ কংসভয়াকুলান্[3]।
যদুবৃষ্ণ্যন্ধকমধুদাশার্হকুকুরাদিকান্ ॥ ১৫

সভাজিতান্ সমাশ্বাস্য বিদেশাবাসকর্শিতান্।
ন্যবাসয়ৎ স্বগেহেষু বিত্তৈঃ সংতর্প্য বিশ্বকৃৎ॥ ১৬

প্রাপ্ত হলেন॥ ১০ ॥ মহারাজ ! তখন তাঁরা স্নেহের নিগড়ে বাঁধা পড়ে গেছেন, (কিঞ্চিৎ পূর্বের জ্ঞানদৃষ্টি সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হওয়ায়) বাৎসল্যরসের প্রবল প্লাবনে ভেসে যাচ্ছেন দুজনে, চোখের জলের অবিশ্রান্ত ধারায় ভিজিয়ে দিচ্ছেন দুই পুত্রের সর্বাঙ্গ, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, কোনো কথাই বলার ক্ষমতা নেই ! দেবী যোগমায়ার সর্বাতিশায়িনী মোহিনী শক্তির প্রভাবে তাঁরা তখন সম্পূর্ণরূপেই বিমোহিত ! ১১ ॥

এইভাবে মাতাপিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভগবান দেবকীনন্দন নিজ মাতামহ উগ্রসেনকে যদুবংশীয়দের রাজা-রূপে স্থাপন করলেন॥ ১২ ॥ এবং তাঁকে বললেন 'মহারাজ ! আমরা আপনার প্রজা। আপনি আমাদের শাসন করুন, আজ্ঞা দিন। রাজা যযাতির অভিশাপের কারণে যদুবংশীয়দের রাজসিংহাসনে বসায় বাধা আছে, সে নিষেধ আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনিও যদুবংশীয় ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত হচ্ছেন আপনি, নিজে সিংহাসন অধিকার করেননি, তাই দোষ হবে না॥ ১৩ ॥ আমি আপনার আজ্ঞাকারী ; আপনার সেবকরূপে আমি উপস্থিত থাকলে দেবতারাও আপনাকে অবনতশিরে সম্মান-দক্ষিণা, উপঢৌকন অর্পণ করবেন, অন্যান্য নরপতিদের তো কথাই নেই'॥ ১৪ ॥ পরীক্ষিৎ ! যদুবংশের মূলশাখার বহু ব্যক্তি তথা বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ, কুকুর প্রভৃতি বিভিন্ন উপশাখাভুক্ত ধর্মনিষ্ঠ পরিবার কংসের ভয়ে আকুল হয়ে নিজেদের কুলক্রমাগত বাসভূমি ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সবাইকে নানা দিক্-দেশ থেকে খুঁজে বের করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানালেন। প্রবাসে তাঁরাও নানারকম কষ্ট ভোগ করছিলেন। ভগবান তাঁদের সেই দুঃখ লাঘব করলেন আন্তরিকভাবে সান্ত্বনা দিয়ে, সসম্মানে ফিরিয়ে আনলেন তাঁদের, তাঁদেরই ছেড়ে যাওয়া বাসগৃহে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন এবং নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু করতে তাঁদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য প্রচুর আর্থিক সাহায্য দান করে সন্তুষ্ট

[1]কিঞ্চনোচতু। [2]নৃপাদয়ঃ। [3]ভয়ার্দিতান্।

কৃষ্ণসংকর্ষণভুজৈর্গুপ্তা লব্ধমনোরথাঃ।
গৃহেষু রেমিরে সিদ্ধাঃ কৃষ্ণরামগতজ্বরাঃ॥ ১৭

বীক্ষন্তোঽহরহঃ প্রীতা মুকুন্দবদনাম্বুজম্।
নিত্যং প্রমুদিতং শ্রীমৎ সদয়স্মিতবীক্ষণম্॥ ১৮

তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ।
পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্বুজসুধাং মুহুঃ॥ ১৯

অথ নন্দং সমাসাদ্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সংকর্ষণশ্চ রাজেন্দ্র পরিষ্বজ্যেদমূচতুঃ॥ ২০

পিতর্যুবাভ্যাং স্নিগ্ধাভ্যাং পোষিতৌ লালিতৌ ভৃশম্।
পিত্রোরভ্যধিকা প্রীতিরাত্মজেষ্বাত্মনোঽপি হি॥ ২১

স পিতা সা চ জননী যৌ পুষ্ণীতাং স্বপুত্রবৎ।
শিশূন্ বন্ধুভিরুৎসৃষ্টানকল্পৈঃ পোষরক্ষণে॥ ২২

যাত যূয়ং ব্রজং তাত বয়ং চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥ ২৩

এবং সান্ত্বয্য ভগবান্ নন্দং সব্রজমচ্যুতঃ।
বাসোঽলঙ্কারকুপ্যাদ্যৈরর্হয়ামাস সাদরম্॥ ২৪

করলেন। এইভাবে বিশ্বকর্তা ভগবান রাজ্যপালনের প্রথম কর্তব্যটি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করলেন॥ ১৫-১৬ ॥ এখন (মূল ও উপশাখাসমূহের অন্তর্গত) সকল যদুবংশীয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সংকর্ষণের বাহুবলে সুরক্ষিত হলেন। তাঁদের সব মনোরথ পূর্ণ হল ; কৃষ্ণ-বলরামের কৃপায় তাঁদের কোনো দুঃখ-তাপও রইল না। তাঁরা কৃতার্থ হয়ে নিজ নিজ গৃহে সানন্দে বসবাস করতে লাগলেন॥ ১৭ ॥ শ্রীভগবানের মুখপঙ্কজ সদাপ্রফুল্ল, অপার সৌন্দর্যময় আনন্দের খনি। তা থেকে মৃদু হাসি তথা দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে নিত্য ক্ষরিত হয়ে চলে করুণারূপ মধু। যদুবংশীয়েরা এখন প্রতিদিন সেই অম্লান মুখশোভা দর্শন করে পরম প্রীতি লাভ করতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ সেই বদনাম্বুজসুধার এমনই গুণ, এমনই প্রভাব যে নেত্রদ্বারা তা পুনঃপুন পান করে মথুরার বৃদ্ধ ব্যক্তিরা পর্যন্ত যুবকদের মতো রীতিমতো বলশালী তথা উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন॥ ১৯ ॥

রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ ! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অনন্তর নন্দমহারাজের কাছে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করে এই কথা বললেন ॥ ২০ ॥ 'পিতা ! আপনি এবং মা আমাদের দুজনকে বড়ো স্নেহে বড়ো আদরে লালন-পালন করেছেন। এতে অবশ্যই কোনো সন্দেহ নেই যে, মাতাপিতার নিজ দেহের তুলনায় সন্তানদের প্রতি অনেক বেশি প্রীতি, বেশি যত্ন থাকে॥ ২১ ॥ যে শিশুদের তাদের নিজের লোকেরা লালন-পালন করতে অক্ষম হয়ে পরিত্যাগ করেছে, তাদের যাঁরা নিজের সন্তানের মতো অকৃত্রিম বাৎসল্যে ও আদরে মানুষ করে তোলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই তাদের পিতামাতা॥ ২২ ॥ পিতা ! আপনারা এখন ব্রজে ফিরে যান। আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, যাঁরা আমাদের ভালোবাসেন, স্নেহ করেন, সেইসব জ্ঞাতিবন্ধুদের ভীষণ দুঃখ হবে আমাদের জন্য (আমরা আপনাদের সঙ্গে ব্রজে না ফেরায়)। তবে এখানকার আত্মীয় তথা সুহৃদগণের প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে, অর্থাৎ তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা, তা পালন করেই আমি আপনাদের সবাইকে দেখতে যাব'॥ ২৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে ব্রজবাসিগণসহ নন্দমহারাজকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর মহামূল্য বস্ত্র, অলংকার, বহুবিধ ধাতুপাত্র

ইত্যুক্তস্তৌ পরিষ্বজ্য নন্দঃ প্রণয়বিহ্বলঃ।
পূরয়ন্নশ্রুভির্নেত্রে সহ গোপৈর্ব্রজং যযৌ॥ ২৫

অথ শূরসুতো রাজন্ পুত্রয়োঃ সমকারয়ৎ।
পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ যথাবদ্ দ্বিজসংস্কৃতিম্॥ ২৬

তেভ্যোঽদাদ্ দক্ষিণা গাবো রুক্মমালাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ সংপূজ্য সবৎসাঃ ক্ষৌমমালিনীঃ॥ ২৭

যাঃ কৃষ্ণরামজন্মর্ক্ষে মনোদত্তা মহামতিঃ।
তাশ্চাদদাদনুস্মৃত্য কংসেনাধর্মতো হৃতাঃ॥ ২৮

ততশ্চ লব্ধসংস্কারৌ দ্বিজত্বং প্রাপ্য সুব্রতৌ।
গর্গাদ্ যদুকুলাচার্যাদ্ গায়ত্রং ব্রতমাস্থিতৌ॥ ২৯

প্রভবৌ সর্ববিদ্যানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলজ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ॥ ৩০

অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তীপুরবাসিনম্॥ ৩১

যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ॥ ৩২

ইত্যাদি দান করে বিশেষ আদর ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের সম্মান জানালেন॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে শ্রীনন্দ তাঁকে এবং বলরামকে আলিঙ্গন করলেন। স্নেহের বশে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তখন তিনি, দুই চোখে জলের ধারা। তবু মেনে নিতে হয় অনিবার্যকে, হৃৎপিণ্ডকে উপড়ে ফেলে রেখে ব্রজে ফেরার পথ ধরেন তিনি সঙ্গী সমব্যথী ব্রজবাসীদের নিয়ে॥ ২৫ ॥

মহারাজ! এরপর শূরসেন তনয় বসুদেব নিজেদের পুরোহিত গর্গাচার্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দুই পুত্রের যথাবিধি দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কার করালেন॥ ২৬ ॥ তিনি সেই ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ বসনভূষণ নিবেদন করে সসম্মানে পূজা করলেন এবং তাঁদের প্রচুর দক্ষিণা এবং সেই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে অলংকৃত অনেক সবৎসা গাভী দান করলেন। সেই গাভীগুলির প্রতিটিই গলায় সোনার হার, ক্ষৌমবস্ত্রের মালা এবং অন্যান্য নানাপ্রকার আভরণে সুসজ্জিত ছিল॥ ২৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের জন্মনক্ষত্রে মহামতি বসুদেব যে গাভীগুলি মনে মনে (সংকল্প করে) ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন, কংস সেগুলি অন্যায়ভাবে তাঁর কাছ থেকে হরণ করে নিয়েছিল। এখন সেই কথা মনে করে তিনি সেই গাভীগুলিকে (কংসের গোষ্ঠ থেকে আনিয়ে) পুনরায় ব্রাহ্মণদের দান করলেন॥ ২৮ ॥ এইভাবে যদুকুলাচার্য গর্গের নিকট উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজত্বে উপনীত হলেন। তাঁরা পূর্ব হতেই ব্রতনিয়মাদির প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন, এখন গায়ত্রী ধারণ করে অধ্যয়ন-প্রারম্ভের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলেন॥ ২৯ ॥ পরীক্ষিৎ! এ-ও এক মনোহর লীলা! তাঁরা দুজনই তো জগতের ঈশ্বর, সর্ববিদ্যার প্রভব, সর্বজ্ঞ। তাঁদের বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, অন্য কোনো ব্যক্তি বা পদার্থের ওপর তা নির্ভরশীল নয়। তা সত্ত্বেও তাঁরা মানুষের মতো আচরণ করে (লোকসংগ্রহের জন্য) নিজেদের সেই স্বাভাবিক জ্ঞান গোপন করে রাখলেন॥ ৩০ ॥

অতঃপর তাঁরা গুরুকুলে বাস করার ইচ্ছায় অবন্তীপুর নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় সান্দীপনি মুনির নিকট গমন করলেন॥ ৩১ ॥ তাঁরা দুই ভাই বিধি অনুসারে গুরুর সমীপে বাস করতে শুরু করলেন। তখন গুরু-নির্দেশ অনুসারে ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করে ব্রহ্মচর্যব্রতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁদের জীবনযাত্রা সুসংযত হল। গুরুর

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ॥ ৩৩

সরহস্যং ধনুর্বেদং ধর্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিং চ ষড়্বিধাম্॥ ৩৪

সর্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যাপ্রবর্তকৌ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সংজগৃহতুর্নৃপ॥ ৩৫

অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ।
গুরুদক্ষিণয়াহহচার্যং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপ॥ ৩৬

প্রতি শিষ্যের সর্বপ্রকারে অনিন্দিত আচরণ কীরকম হওয়া উচিত, তার আদর্শ স্থাপন করে সকলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তাঁরা গুরুকে ইষ্টদেবতা জ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করতে লাগলেন॥ ৩২ ॥ গুরুবর সান্দীপনি মুনিও তাঁদের সেই অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা তথা শুশ্রূষায় (নিষ্ঠার সঙ্গে আদেশ পালন ও গুরুপ্রদত্ত বিদ্যার অনুশীলনে) পরম সন্তুষ্ট হয়ে উপনিষদ্ এবং ষড়ঙ্গ-সহ সমগ্র বেদ উপদেশ করলেন॥ ৩৩ ॥ তাছাড়া মন্ত্র ও দেবতাজ্ঞান-সহ ধনুর্বেদ, মনুস্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি বেদ-তাৎপর্য নির্ণায়ক শাস্ত্র, তর্কবিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র) প্রভৃতিও শিক্ষা দিলেন। তার সঙ্গেই তিনি সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সংশ্রয়—এই ষড়বিধ ভেদসমন্বিত রাজনীতিবিদ্যাও তাঁদের অধ্যয়ন করালেন॥ ৩৪ ॥ রাজা পরীক্ষিৎ ! শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম প্রকৃতপক্ষে সর্ববিদ্যারই প্রবর্তক। তথাপি এখন তাঁরা শ্রেষ্ঠ মানবের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন বলে তদনুরূপ আচরণ, বিদ্যাগ্রহণাদি করছিলেন। গুরুর মুখে একবারমাত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা সেই বিদ্যা অধিগত করে নিচ্ছিলেন॥ ৩৫ ॥ পরম সংযমী সেই দুই ভাই এইভাবেই মাত্র চৌষট্টি দিন ও রাতে চৌষট্টি কলাবিদ্যা[1] সম্যকভাবে শিখে নিলেন। মহারাজ ! এইভাবে সর্ববিদ্যা গ্রহণ সমাপ্ত হলে তাঁরা আচার্য সান্দীপনি মুনিকে গুরুদক্ষিণা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জানালেন॥ ৩৬ ॥

[1]চৌষট্টি কলাবিদ্যা : (১) গীত (২) বাদ্য (৩) নৃত্য (৪) নাট্য (৫) চিত্রাঙ্কন (৬) বিশেষক-চ্ছেদ্য (তিলকাদি-রচনা) (৭) তণ্ডুল (চাল) এবং পুষ্পের সাহায্যে পূজা-উপচার রচনা (৮) পুষ্পাস্তরণ (৯) দন্ত, বস্ত্র এবং অঙ্গকে রঙীন করার বিদ্যা (১০) মণি বা উজ্জ্বল প্রস্তরাদির দ্বারা গৃহের কুট্টিম (মেঝে) নির্মাণ (১১) শয্যা রচনা (১২) জলে বাঁধ দেওয়া (অথবা জলের দ্বারা মধুর শব্দোৎপাদন যথা, জল-তরঙ্গাদি বাদ্য, যাতে জলের বিশেষ ভূমিকা থাকে) (১৩) বিচিত্র ধরণের সিদ্ধি প্রদর্শন (১৪) বহুবিধ মালা-রচনার কৌশল (১৫) ফুলের মুকুট ইত্যাদি রচনা (১৬) নেপথ্য-যোগ (অভিনেতাদের বেশ-ভূষা রচনা) (১৭) পুষ্পাদি রচিত ভূষণে যথাযথভাবে সজ্জিত করার কৌশল (১৮) কর্ণপত্র (কানের অলংকার বিশেষ) রচনা (১৯) সুগন্ধি-দ্রব্য (আতর প্রভৃতি) প্রস্তুত করা (২০) ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা (২১) যথেচ্ছ বেশ ধারণ তথা প্রসাধনাদির সাহায্যে কুরূপকে সুরূপ বলে প্রতিভাত করার কৌশল (২২) হস্তলাঘব (হাত-সাফাই) বিদ্যা (২৩) বহুপ্রকার নিরামিষ খাদ্য দ্রব্য তথা পিষ্টকাদি প্রস্তুত করা (২৪) বিবিধ প্রকার পানীয় প্রস্তুত করা (২৫) সূচী-শিল্প (২৬) পুতুল তৈরি করা এবং নাচানো (২৭) প্রহেলিকা (ধাঁধা)-জ্ঞান (২৮) প্রতিমা ইত্যাদি নির্মাণ (২৯) (পরের প্রযুক্ত) কূট-কৌশল ভেদ তথা প্রয়োগ-দক্ষতা (৩০) পুস্তক অধ্যাপন তথা আবৃত্তি নিপুণতা (৩১) নাটক-আখ্যায়িকা ইত্যাদি রচনা ও রসগ্রহণের ক্ষমতা (৩২) সমস্যার সমাধানে নিপুণতা (৩৩) বাঁশ-বেত ইত্যাদির সাহায্যে বাণ ও অন্যান্য বস্তু নির্মাণ (৩৪) গালিচা আদি নির্মাণ (৩৫) কাঠের কাজ ও ভাস্কর্য বিদ্যা (৩৬) বাস্তু বিদ্যা (৩৭) সোনা, রূপা ও বিভিন্ন রত্নের পরীক্ষা (৩৮) ধাতু বিদ্যা (৩৯) মণিসমূহের (চূর্ণের) দ্বারা রং প্রস্তুত করার প্রণালী (৪০) খনিবিদ্যা (৪১) বৃক্ষ-ওষধি প্রভৃতির পরিচর্যা তথা এগুলির বিভিন্ন অংশের সহজ-সরল ব্যবহার বা প্রয়োগের দ্বারা রোগ নিরাময় বিধি (চিকিৎসা) (৪২) মেষ, মোরগ ইত্যাদি প্রাণীকে লড়ানোর রীতি (৪৩) শুক-সারী প্রভৃতি পাখিদের কথা-বলা (৪৪) উচ্চাটন বিদ্যা (৪৫) কেশমার্জনা কৌশল (৪৬) মুষ্টীর ভিতরে রাখা বস্তুর নাম অথবা

দ্বিজস্তয়োস্তং মহিমানমদ্ভুতং
সংলক্ষ্য রাজন্নতিমানুষীং মতিম্।
সম্মন্ত্র্য পত্ন্যা স মহার্ণবে মৃতং
বালং প্রভাসে বরয়াম্বভূব হ।। ৩৭

তথেত্যথারুহ্য মহারথৌ রথং
প্রভাসমাসাদ্য দুরন্তবিক্রমৌ।
বেলামুপব্রজ্য নিষীদতুঃ ক্ষণং
সিন্ধুর্বিদিত্বার্হণমাহরত্তয়োঃ ।। ৩৮

তমাহ ভগবানাশু গুরুপুত্রঃ প্রদীয়তাম্।
যোঽসাবিহ ত্বয়া গ্রস্তো বালকো মহতোর্মিণা।। ৩৯

সমুদ্র উবাচ

নৈবাহার্ষমহং দেব দৈত্যঃ পঞ্চজনো মহান্।
অন্তর্জলচরঃ কৃষ্ণ শঙ্খরূপধরোঽসুরঃ।। ৪০

আস্তে তেনাহৃতো নূনং তচ্ছ্রুত্বা সত্বরং প্রভুঃ।
জলমাবিশ্য তং হত্বা নাপশ্যদুদরেঽর্ভকম্।। ৪১

তদঙ্গপ্রভবং শঙ্খমাদায় রথমাগমৎ।
ততঃ সংযমনীং নাম যমস্য দয়িতাং পুরীম্।। ৪২

গত্বা জনার্দনঃ শঙ্খং প্রদধ্মৌ সহলায়ুধঃ।
শঙ্খনির্হ্রাদমাকর্ণ্য প্রজাসংযমনো যমঃ।। ৪৩

তয়োঃ সপর্যাং মহতীং চক্রে ভক্ত্যুপবৃংহিতাম্।
উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্বভূতাশয়ালয়ম্।
লীলামনুষ্য হে বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্।। ৪৪

মহারাজ ! আচার্য সান্দীপনি মুনি তাঁদের অদ্ভুত মহিমা তথা অলৌকিক বুদ্ধি বিশেষভাবেই লক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি নিজ পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রভাসতীর্থে মহাসাগরে ডুবে মারা যাওয়া তাঁর এক পুত্রকে ফিরিয়ে এনে দিতে বললেন তাঁদের—সেটাই হবে তাঁর দক্ষিণা।। ৩৭ ।।

তাঁরাও 'তাই হবে' বলে সেই দক্ষিণা দিতে স্বীকৃত হলেন। তারপর সেই মহাবিক্রমশালী মহারথী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রথে আরোহণ করে প্রভাসক্ষেত্রে গেলেন এবং সমুদ্রতটে উপস্থিত হয়ে ক্ষণকাল সেখানে বসে রইলেন। তখন সমুদ্র স্বয়ং পরমেশ্বর তাঁর বেলাভূমিতে নিষণ্ণ জেনে বহুবিধ পূজা-উপচার নিয়ে এসে নিজেই তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হল।। ৩৮ ।। ভগবান তাঁকে বললেন—'সমুদ্র ! তুমি এখান থেকে তোমার বিশাল তরঙ্গের দ্বারা যে বালকটিকে গ্রাস করেছিলে, সে আমাদের গুরুপুত্র। তুমি অবিলম্বে তাকে ফিরিয়ে এনে দাও'।। ৩৯ ।।

(মনুষ্য দেহধারী) সমুদ্র বললেন—'দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণ ! আমি সেই বালককে হরণ করিনি। আমার জলের মধ্যে পঞ্চজন নামে এক মহাদৈত্য শঙ্খের রূপ ধারণ করে বাস করছে। সেই অসুরই অতি অবশ্য সেই ব্রাহ্মণ বালককে অপহরণ করেছে।' সমুদ্রের কথা শুনে মহাপ্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ সত্বর জলে প্রবেশ করে সেই অসুরকে হত্যা করলেন, কিন্তু তার উদরে সেই বালককে দেখতে পেলেন না।। ৪০-৪১ ।। তখন সেই মৃত অসুরের শরীর থেকে উৎপন্ন শঙ্খ নিয়ে তিনি রথে ফিরে এলেন। সেখান থেকে তিনি বলরাম-সহ যমরাজের অতীব প্রিয় সংযমনীনামক পুরী (যমপুরী)তে গিয়ে তাঁর শাঁখ বাজালেন। নিখিল প্রাণিকুলের সংযমন অর্থাৎ শাসন-কর্তা যমরাজ সেই শঙ্খধ্বনি শুনে এসে তাঁদের স্বাগত জানালেন এবং বিশেষ সমারোহের সঙ্গে ভক্তিভরে তাঁদের পূজা করলেন। তারপর বিনয়াবনত হয়ে সর্বভূতাশয়স্থিত (সকলের অন্তর্যামী) সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে

মনের কথা বলে দেওয়ার ক্ষমতা (৪৭) ম্লেচ্ছ (বৈদেশিক) ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান (৪৮) দেশীয় বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান (৪৯) বিভিন্ন ঘটনা বা প্রশ্ন থেকে ভাবী মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় (৫০) নানা প্রকারের মাতৃকা-যন্ত্র নির্মাণ (৫১) হীরা আদি রত্ন-মণি ছেদন বা কর্তনের দ্বারা সেগুলিকে বিভিন্ন রূপ দেওয়া (মতান্তরে পুষ্পশকটিকা বা ফুলের দ্বারা খেলনা গাড়ি প্রস্তুত করা) (৫২) সাংকেতিক ভাষা রচনা (৫৩) মনে মনে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা (৫৪) কোনো কাজ সম্পাদনের প্রচলিত রীতির বাইরে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার (৫৫) ছলের সাহায্যে কার্যোদ্ধার (৫৬) অভিধান-জ্ঞান (৫৭) ছন্দোজ্ঞান (৫৮) বস্ত্রগোপন বা বস্ত্রপরিবর্তনের কৌশল (৫৯) দ্যূত ক্রীড়া (৬০) দূরস্থ ব্যক্তি বা বস্তুকে আকর্ষণ (৬১) শিশুদের খেলা জানা (৬২) মন্ত্রবিদ্যা (৬৩) সর্বত্র বিজয়-দানকরী বিদ্যা (৬৪) বেতালাদি বশীকরণের বিদ্যা।

শ্রীভগবানুবাচ

গুরুপুত্রমিহানীতং নিজকর্মনিবন্ধনম্।
আনয়স্ব মহারাজ মচ্ছাসনপুরস্কৃতঃ।। ৪৫

তথেতি তেনোপানীতং গুরুপুত্রং যদূত্তমৌ।
দত্ত্বা স্বগুরবে ভূয়ো বৃণীষ্বেতি তমূচতুঃ।। ৪৬

গুরুরুবাচ

সম্যক্ সংপাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ।
কো নু যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে।। ৪৭

গচ্ছতং স্বগৃহং বীরৌ কীর্তির্বামস্তু পাবনী।
ছন্দাংস্যযাতয়ামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ।। ৪৮

গুরুণৈবমনুজ্ঞাতৌ রথেনানিলরংহসা।
আয়াতৌ স্বপুরং তাত পর্জন্যনিনদেন বৈ।। ৪৯

সমনন্দন্ প্রজাঃ সর্বা দৃষ্ট্বা রামজনার্দনৌ।
অপশ্যন্ত্যো বহ্বহানি নষ্টলব্ধধনা ইব।। ৫০

বললেন—'লীলামনুষ্য (লীলাবশে মনুষ্যরূপধারী) হে ভগবান বিষ্ণু ! বলুন, আমি আপনাদের কোন্ কাজ সম্পাদন করব' ? ৪২-৪৪ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'মহারাজ যম ! নিজ কর্মবন্ধন অনুসারে আমার গুরুপুত্র তোমার এই পুরীতে আনীত হয়েছে। আমার আজ্ঞা স্বীকার করে (সুতরাং তোমার নিজের এতে কোনো দোষ হবে না) তুমি (তার কর্মের বিচার না করে) তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো' ॥ ৪৫ ॥ যমরাজও 'তাই হোক' বলে সেই গুরুপুত্রকে তাঁদের কাছে এনে দিলেন এবং সেই যদুকুলশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাকে গুরুর কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং 'আপনি আরও যা আপনার ইচ্ছা, তা-ই আমাদের কাছে দক্ষিণাস্বরূপ নির্দ্বিধায় চেয়ে নিন'—এইরূপ আবেদন করলেন তাঁর কাছে॥ ৪৬ ॥

গুরু (সান্দীপনি মুনি) বললেন—'বৎস ! তোমরা সুচারুরূপে সম্পূর্ণ গুরুদক্ষিণাই প্রদান করেছ; তোমাদের মতো শিষ্যের যিনি গুরু, তাঁর কোনো কামনা অপূর্ণ থাকতে পারে ? ৪৭ ॥ বীরদ্বয় ! তোমরা এবার নিজেদের গৃহে গমন করো। সর্বলোকপবিত্রকারী অমল কীর্তি লাভ করো তোমরা। বেদসমূহ-সহ তোমাদের অধীত সকল বিদ্যা ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের স্মৃতিতে নিত্য-নবীনরূপে উদ্ভাসিত থাক, কখনো যেন তা ম্লান না হয়' ॥ ৪৮ ॥ বৎস পরীক্ষিৎ ! এইভাবে গুরুর আজ্ঞা লাভ করে তাঁরা দুই ভাই বায়ুর সমান বেগসম্পন্ন এবং মেঘের মতো গম্ভীর শব্দকারী রথে আরোহণ করে নিজেদের পুরী অর্থাৎ মথুরাতে ফিরে এলেন॥ ৪৯ ॥ মথুরার প্রজাগণ বহুদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে না দেখে অত্যন্ত কাতর হয়েছিল। এখন তাঁদের ফিরে আসতে দেখে হারিয়ে যাওয়া ধন ফিরে পেলে যেমন হয়, সেইরকম আনন্দে মগ্ন হল॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[১] গুরুপুত্রানয়নং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে গুরুপুত্রানয়ন নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

---

[১] গুরুকুলবৃত্তিঃ পাঞ্চ.।

অথ ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধবের ব্রজযাত্রা

শ্রীশুক[১] উবাচ

বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ ১

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্তিহরো হরিঃ॥ ২

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়॥ ৩

তা মন্মনস্কা মৎ প্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্॥ ৪

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥ ৫

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! উদ্ধব ছিলেন বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে একজন বিশিষ্ট পুরুষ। তিনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য এবং পরম বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর মহিমা অবধারণের পক্ষে একথাই যথেষ্ট যে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় বন্ধু এবং মন্ত্রী ছিলেন॥ ১ ॥ শরণাগতের দুঃখহারী ভগবান একদিন তাঁর সেই প্রিয়তম ভক্ত ও একান্ত অনুরাগী উদ্ধবের হাত নিজের হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন॥ ২ ॥ 'সৌম্য উদ্ধব ! তুমি ব্রজে যাও। সেখানে আমাদের পিতা-মাতা নন্দমহারাজ এবং যশোদা মহারানি আছেন, তাঁদের আনন্দবিধান করো। আর সেখানকার গোপীরা আমার বিরহে চরম মনঃকষ্ট ভোগ করছে, আমার সংবাদ (বার্তা) শুনিয়ে তাদের সেই বেদনা থেকে মুক্ত করো॥ ৩ ॥ সেই ব্রজাঙ্গনাদের মন নিত্য-নিরন্তর আমাতেই লগ্ন থাকে। আমিই তাদের প্রাণ, তাদের জীবন, তাদের সর্বস্ব। আমার জন্যই তারা নিজেদের পতি-পুত্র প্রভৃতি দৈহিক-সাংসারিক যাবতীয় সুখের বা আন্তরিকতার সম্পর্ক—সবই ত্যাগ করেছে। তারা নিজেদের মন, বুদ্ধির দ্বারা আমাকেই গ্রহণ করেছে প্রিয়রূপে, প্রিয়তমরূপে অথবা তারও বেশি, নিজেদের আত্মা-রূপে। আমার একটি ব্রত আছে যে, যারা আমার জন্য লৌকিক এবং পারলৌকিক ধর্ম ত্যাগ করে, আমি নিজে তাদের ভরণপোষণ, তাদের সুখী করবার জন্য সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করে থাকি॥ ৪॥ প্রিয় উদ্ধব ! সেই গোপললনাদের পরম প্রিয়তম আমি এখন তাদের ছেড়ে দূরে এই মথুরাপুরীতে চলে আসায় তারা আমার কথা স্মরণ করে মোহিত হচ্ছে, বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। আমার বিরহে বিহ্বল হয়ে রয়েছে তারা, সে ব্যথা-সাগরের কোনো কূল নেই, সে নিত্য-উৎকণ্ঠার, নিত্য জাগরণের নেই কোনো শেষ॥ ৫ ॥ তাদের সব কিছু জুড়ে আমিই আছি, তাদের সমগ্র চেতনা আমাতেই

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ৭

প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ।
ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ॥ ৮

বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরুধোভারৈঃ স্ববৎসকান্॥ ৯

ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গোবৎসৈর্মণ্ডিতং সিতৈঃ।
গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ॥ ১০

গায়ন্তীভিশ্চ কর্মাণি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ।
স্বলঙ্কৃতাভির্গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্॥ ১১

অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রপিতৃদেবার্চনান্বিতৈঃ।
ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্॥ ১২

সর্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্॥ ১৩

লীন হয়ে আছে। তারা আমারই, উদ্ধব! আমিই তাদের আত্মা (আমি আছি, তাই তারা আছে, কিন্তু তাদের সেই থাকাও কেন এবং কীরকম জানো?)। আমি ব্রজ ছেড়ে আসার সময় 'ফিরে আসব আমি'—এই যে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলাম তাদের, তারই ভরসায় তারা কোনোমতে প্রাণটুকু ধরে রেখেছে অতিকষ্টে॥ ৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বললে উদ্ধব অত্যন্ত আদরের সঙ্গে নিজ প্রভুর বার্তা নিয়ে রথে আরোহণ করে নন্দগোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন॥ ৭ ॥ শ্রীমান উদ্ধব যখন নন্দমহারাজের ব্রজে পৌঁছলেন তখন সূর্যদেব পাটে বসেছেন। গবাদিপশুরা তখন ঘরে ফিরছে, তাদের খুরে খুরে এত ধুলো উড়েছে যে, তাতে উদ্ধবের রথ ঢাকা পড়ে গেল॥ ৮ ॥ সেই গোধূলি বেলায় বহু পশুর যুগপৎ কোলাহলে শব্দ-মুখর ব্রজভূমির রূপটি ধীরে ধীরে উদ্ধবের কাছে স্পষ্ট হতে লাগল। কোথাও বৃষসত্তী গাভীর জন্য পরস্পর যুদ্ধরত মত্ত বৃষদের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, কোথাওবা নবপ্রসূতা গাভীরা বিশাল দুগ্ধভার বহন করেও ছুটে যাচ্ছিল নিজেদের বৎসদের ডাকতে ডাকতে॥ ৯ ॥ সাদা রঙের গোবৎসরা এদিক-সেদিক লাফালাফি ছুটোছুটি করছিল (অন্ধকার হয়ে আসায় অন্য রঙের তুলনায় সাদাই বেশি চোখে পড়ছিল, তাই শ্বেত গোবৎসদের উল্লেখ)। গোদোহন এবং তার আনুষঙ্গিক নানান শব্দ চারদিকে শোনা যাচ্ছিল। বাঁশির ধ্বনিও ভেসে আসছিল সেই সঙ্গে॥ ১০ ॥ সুন্দরভাবে অলংকৃত গোপীগণ বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় চরিতকথা গান করছিলেন। তাঁদের এবং গোপগণের দ্বারা ব্রজভূমি সুশোভিত হয়েছিল॥ ১১ ॥ গোপেদের ঘরে ঘরে অগ্নি, সূর্য, অতিথি, গো, ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ এবং দেবগণের পূজা-অর্চনা হয়েছিল বা হচ্ছিল, ফলে ধূপের সুগন্ধে আমোদিত, দীপমালায় আলোকিত এবং মাল্যাদিতে মণ্ডিত হয়ে সমগ্র ব্রজভূমিই মনোহর শ্রী ধারণ করেছিল॥ ১২ ॥ চারদিকের বনভূমি ছিল ফুলে-ফুলে ঢাকা, পাখির গানে, ভ্রমরের গুঞ্জনে কলমুখরিত, আবার প্রফুল্ল পদ্মে আকীর্ণ জলাশয়গুলিও ছিল হংস-কারণ্ডবাদি জলচর পাখিদের স্বচ্ছন্দ বিহরণভূমি; সব মিলিয়ে (যেন কৃষ্ণ-সনাথ) বৃন্দাবনের এক আনন্দময়

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়াঽর্চয়ৎ।। ১৪

ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্।
গতশ্রমং পর্যপৃচ্ছৎ পাদসংবাহনাদিভিঃ।। ১৫

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ।। ১৬

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্‌মনা।
সাধূনাং ধর্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা।। ১৭

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজং চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্।। ১৮

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্[১] সকৃদীক্ষিতুম্।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্।। ১৯

দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা।। ২০

ছবি (যেমনটি তাঁর কল্পনায় ছিল ঠিক তেমনটিই) প্রতিভাত হল উদ্ধবের চোখে।। ১৩ ।।

গোপকুলাধিপতি নন্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনুচর উদ্ধব ব্রজে আসায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করে এমনভাবে সাদর সংবর্ধনা জানালেন যেন তিনি (উদ্ধব) স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ।। ১৪ ।। যথাসময়ে তাঁকে উত্তম অন্ন ভোজন করানো হল এবং তিনি সুখে পালঙ্কে উপবিষ্ট হলে সেবকদের দ্বারা তাঁর পদ-সংবাহন, বীজন প্রভৃতি নানাভাবে পথশ্রম দূর করা হল। তখন নন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।। ১৫ ।। 'মহাভাগ্যবান উদ্ধব ! আমার সখা শূরসেনপুত্র বসুদেব তো এখন কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাঁর সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর সঙ্গেই আছেন। সবাইকে নিয়ে তিনি কুশলেই আছেন তো ? ১৬ ।। সৌভাগ্যবশত মহাপাপী কংস নিজের পাপের ফলেই অনুগামীদের সঙ্গে নিজেও নিহত হয়েছে। সে সর্বদাই সাধুব্যক্তিদের তথা ধর্মশীল যদুবংশীয়দের দ্বেষ করত, তাঁদের ক্ষতি ও নিগ্রহ করতে চেষ্টা করত।। ১৭ ।। আচ্ছা, উদ্ধব ! কৃষ্ণ কি কখনো আমাদের স্মরণ করে ? এই যে তার মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, তার প্রিয় সখারা, গোপেরা সবাই, আর এই ব্রজভূমি —যার প্রভু তথা সর্বস্ব সে নিজেই, এই গবাদি পশুরা, এই বৃন্দাবন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন এদের সবাইকে মনে রেখেছে সে ।। ১৮ ।। আর উদ্ধব, আমাদের গোবিন্দ কি একবারের জন্যও আসবে এখানে তার আপনজনেদের দেখতে ? আমরা কি একবার দেখতে পাব তার সেই মুখখানি, সুগঠিত নাসিকা কেমন শোভা ধরেছে সে মুখে, মিষ্টি-হাসিমাখা চোখের দৃষ্টিতে লাবণ্য যেন ঝরে পড়ছে ! সে কি চিরকালের মতো চলে গেল আমাদের দেখার বাইরে ? ১৯ ।। কী বলব উদ্ধব, সে কি সামান্য মানুষ, তার সব কিছুই তো ছিল অতিমানবসুলভ, মহাত্মাজনোচিত ! কতবার আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে সে, যার থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না, সেখানেও আমরা বেঁচে গেছি শুধু সে ছিল বলে। দাবাগ্নি, ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টি, বৃষরূপী অসুর,

[১]স্বজনং চাত্র বীক্ষিতুম্।

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্।
হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ।। ২১

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্ মুকুন্দপদভূষিতান্।
আক্রীড়ানীক্ষমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্।। ২২

মন্যে কৃষ্ণং চ রামং চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা।। ২৩

কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং তথা।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ।। ২৪

তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্ গিরিম্।। ২৫

প্রলম্বো ধেনুকোঽরিষ্টস্তৃণাবর্তো বকাদয়ঃ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া।। ২৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
অত্যুৎকণ্ঠোঽভবৎতূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ।। ২৭

সর্পরূপধারী অসুর এদের সবার থেকে সেই রক্ষা করেছে আমাদের ! ২০ ।। তার সেইসব বীরত্বপূর্ণ অদ্ভুত কাজ, তার চোখের কোনে চাওয়ার সেই ভঙ্গী, তার হাসি, তার কথা, এইসব যখনই মনে পড়ে, উদ্ধব, সব ভুল হয়ে যায় আমাদের, কোনো কাজ করার ক্ষমতাই যেন থাকে না।। ২১ ।। আমরা যখন দেখি এই সেই নদী, যেখানে সে জলক্রীড়া করত, এই সেই গিরি, যার বুকে সে বিচরণ করেছে সানন্দে, এই সেই বনভূমি, যেখানে বাঁশরিতে সুর তুলে দিনের পর দিন গোধন চারণে যেত সে, এই সেই সব স্থান যেখানে সখাদের সঙ্গে কত বিচিত্র ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হত সে, আর মনে হতে থাকে এই সব জায়গাতেই, প্রকৃতপক্ষে, এই সমগ্র ব্রজভূমির বুকেই আঁকা আছে আমাদের সেই মুকুন্দের পদচিহ্ন—তখন আমরা নিজেরা আর নিজেতে থাকি না, আমাদের মন কৃষ্ণময় হয়ে যায়।। ২২ ।। আর একথাও তোমার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে দেবতাদের কোনো মহৎ প্রয়োজন সাধনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ দুজন দেবশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। স্বয়ং ভগবান গর্গাচার্য আমাকে এইরকম ইঙ্গিত দিয়েই কথা বলেছিলেন।। ২৩ ।। সিংহ যেমন অনায়াসেই পশুদের সংহার করে, সেইরকম কৃষ্ণ-বলরাম দশ হাজার হাতির মতো বলশালী কংস, তার দুর্জয় দুই মল্ল চাণূর-মুষ্টিক আর গজরাজ কুবলয়াপীড়কে হেলায় বধ করেছে।। ২৪ ।। তিন তালগাছের সমান লম্বা, অত্যন্ত দৃঢ় ধনুটিও তো কৃষ্ণ গজরাজ যেমন সহজেই কোনো লাঠি ভেঙে ফেলে সেইভাবে অবলীলায় ভেঙে ফেলেছে, আর তাছাড়া সে এক হাতে এক সপ্তাহ অবিচ্ছেদে গিরি গোবর্ধনকে ধারণ করেছিল।। ২৫ ।। এরা দুজন এরকম অনেক অদ্ভুত কাজই করেছে এখানে। প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত, বক ইত্যাদি বহু মহাদৈত্য, যারা প্রত্যেকেই দেবতা এবং অসুরদের জয় করে নিজেদের শক্তি প্রমাণ করেছিল, তাদেরকে এরা বলতে গেলে খেলাচ্ছলেই যমালয়ে পাঠিয়েছে'।। ২৬ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! গোপকুলাধিপতি নন্দের চিত্ত তো পূর্ব হতেই কৃষ্ণের অনুরাগে রঞ্জিত ছিল, এখন এইভাবে কৃষ্ণের লীলাসমূহ এক এক করে স্মরণ করতে করতে প্রেমের আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়লেন

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা॥ ২৮

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা॥ ২৯

উদ্ধব উবাচ

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী॥ ৩০

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥ ৩১

যস্মিন্জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবেশ্য মনো বিশুদ্ধম্।
নির্হৃত্য কর্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ॥ ৩২

তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্যমূর্তৌ।
ভাবং বিধত্তাং নিতরাং মহাত্মন্
কিং বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃত্যম্॥ ৩৩

তিনি, পুত্র-বিরহের তীব্র উৎকণ্ঠায়, বাক্‌রোধ হয়ে গেল তাঁর, আর কোনো কথাই বলতে পারলেন না তিনি॥ ২৭ ॥ মাতা যশোদাও নিকটে বসে নন্দের কৃষ্ণলীলা বর্ণনা শুনছিলেন আর চোখের জলে ভাসছিলেন, স্নেহরস তাঁর স্তন-ক্ষীরধারারূপে স্বতই ক্ষরিত হচ্ছিল॥ ২৮ ॥ পরীক্ষিৎ ! অপরদিকে উদ্ধব ভাসছিলেন আনন্দে। চোখের সামনে তিনি দেখছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের অপরূপ দৃষ্টান্ত, নন্দ-যশোদার বাৎসল্য প্রেমরস পরিপূর্ণ হৃৎপদ্মের দলগুলি এক এক করে উন্মোচিত হচ্ছিল তাঁর সম্মুখে, তার সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, সৌগন্ধে আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এমন ভক্তসঙ্গ লাভে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে আনন্দোদ্বেলহৃদয়ে উদ্ধব তখন নন্দরাজকে বলতে লাগলেন॥ ২৯ ॥

উদ্ধব বললেন—সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী হে মহারাজ নন্দ ! জগতের সমস্ত দেহধারীর মধ্যে আপনারা দুজন নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ভাগ্যবান, পরম প্রশংসনীয়, কারণ অখিলগুরু (বিশ্বচরাচরের জনক এবং তার চৈতন্যসম্পাদনকর্তা) ভগবান নারায়ণের প্রতি এইরকম বুদ্ধি (পুত্র ভাব, বাৎসল্য স্নেহ) আপনারা পোষণ করছেন॥ ৩০ ॥ বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ পুরাণ-পুরুষ ; সমগ্র সংসারের উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ তাঁরাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি 'পুরুষ' হন তো শ্রীবলরাম হলেন 'প্রধান' বা প্রকৃতি। এঁরা দুজনই সর্বশরীরে প্রবিষ্ট হয়ে সেগুলিকে সপ্রাণ করেন এবং তাদের মধ্যেই তাদের থেকে অত্যন্ত বিলক্ষণ (জড় দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক) যে জ্ঞানস্বরূপ জীব থাকেন, তাকে নিয়ন্ত্রিত করেন (অথবা, বহুধা ভেদসমন্বিত জ্ঞানের তথা জীবের নিয়ন্ত্রণ করেন)॥ ৩১ ॥ প্রাণবিয়োগসময়ে মানুষ নিজের বিশুদ্ধ মনকে ক্ষণেকের জন্যও এঁদের মধ্যে (এই কৃষ্ণ-বলরামরূপী পুরাণপুরুষে) সমাবিষ্ট করতে পারলে সর্বপ্রকার কর্মবাসনা নিঃশেষে বিলুপ্ত করে তৎক্ষণাৎ আদিত্যবর্ণ (শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি) এবং ব্রহ্মময় হয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হন॥ ৩২ ॥ সেই নিখিল বিশ্বের আত্মা এবং পরমকারণস্বরূপ ভগবানই সাধু-ভক্তদের রক্ষা এবং অভিলাষপূরণ তথা পৃথিবীর ভার হরণের জন্য মনুষ্যসদৃশ শরীর গ্রহণ করে প্রকটিত হয়েছেন। সেই মহাত্মা

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥ ৩৪

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ॥ ৩৫

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি॥ ৩৬

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো নাপি সমানস্যাসমোঽপি বা॥ ৩৭

ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ॥ ৩৮

ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে॥ ৩৯

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্।
ক্রীড়ন্নতীতোঽত্র গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥ ৪০

নারায়ণের প্রতিই আপনাদের এমন সুদৃঢ় ভাববন্ধন, এমন অনন্যসাধারণী বাৎসল্য রতি ! সুতরাং আপনাদের দুজনের আর কোন্ শুভকর্ম করতে বাকি আছে ? ৩৩ ॥ ভক্তবৎসল যদুকুলপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনতিকাল বিলম্বেই ব্রজে আসবেন। আপনারা দুজন তাঁর পিতা-মাতা ! আপনারা যাতে আনন্দ পান, তা তো তিনি করবেনই ! ৩৪ ॥ মথুরায় রঙ্গভূমির মধ্যে সমস্ত সাত্বতবংশীয়দের বিরোধী মহাশত্রু কংসকে হত্যা করে আপনাদের কাছে এসে তিনি যে কথা বলেছিলেন ('আমি সুহৃদগণের সুখ বিধান করে আত্মীয় আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে ব্রজে আসব'), তা তিনি অবশ্যই সত্য করবেন॥ ৩৫ ॥ নন্দমহারাজ ! মা যশোদা ! আপনারা দুজন পরম ভাগ্যবান ! কোনো দুঃখ করবেন না, কষ্ট পাবেন না মনে মনে। আপনারা অতি শীঘ্রই কৃষ্ণকে নিজেদের কাছে দেখতে পাবেন। তিনি যে রয়েছেন সর্বভূতের অন্তরে ; কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি থাকেন গুপ্তভাবে, তেমনই তিনিও সদা-সর্বদাই সকলের হৃদয়াসনে আসীন রয়েছেন॥ ৩৬ ॥ (কোনো একটি শরীরের প্রতি) তাঁর কোনো অভিমান ('আমি' বা 'আমার' ইত্যাদিরূপ বোধ) না থাকার কারণে তাঁর কেউ প্রিয়ও নেই, অপ্রিয়ও নেই। তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান, এইজন্য তাঁর দৃষ্টিতে কেউ উত্তমও নেই, অধমও নেই, এমনকি যে তাঁর প্রতি বিষমভাবাপন্ন সেও তাঁর পক্ষে বিষম নয় (অথবা, তাঁর অপেক্ষায় কেউ উত্তম বা অধমও যেমন নেই, তেমনি তাঁর সমানও কেউ নেই।)॥ ৩৭ ॥ তাঁর মাতাও নেই, পিতাও নেই, পত্নীও নেই, পুত্রাদিও নেই। তাঁর আত্মীয়ও কেউ নেই, পরও নেই। তাঁর দেহ নেই, জন্মও নেই॥ ৩৮ ॥ তাঁর কোনো কর্ম (অথবা কর্মজনিত বন্ধন) নেই, তথাপি তিনি লীলার নিমিত্ত এবং সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ইহলোকে উত্তম (সাত্ত্বিক, দেবাদি), অধম (তামস, মৎস্যাদি) এবং মিশ্র (মিশ্রিত, মনুষ্য) যোনিতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন॥ ৩৯ ॥ ভগবান জন্মরহিত। তাঁর মধ্যে প্রাকৃত, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণের কোনোটিই নেই। এইরূপ গুণাতীত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্রীড়াচ্ছলে এই তিন গুণকে স্বীকার করে এদের দ্বারা জগতের সৃষ্টি, পালন

যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে।
চিত্তে কর্তরি তত্রাত্মা কর্তেবাহংধিয়া স্মৃতঃ॥ ৪১

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ।
সর্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥ ৪২

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং চ।
বিনাচ্যুতাদ্ বস্তু তরাং ন বাচ্যং
স এব সর্বং পরমার্থভূতঃ[১]॥ ৪৩

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্য দধীন্যমন্থন্॥ ৪৪

তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজূ
রজ্জূর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডল-
ত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ॥ ৪৫

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥ ৪৬

ভগবত্যুদিতে সূর্যে নন্দদ্বারি ব্রজৌকসঃ।
দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্॥ ৪৭

এবং সংহার করে থাকেন॥ ৪০ ॥ (খেলাচ্ছলে অথবা নাগরদোলায়) কোনো ব্যক্তি তীব্রবেগে চক্রাকারে ঘুরতে থাকলে তার দৃষ্টিতে যেমন সমগ্র পৃথিবীই ঘূর্ণায়মান বলে প্রতীত হয়, সেইরকম চিত্তই প্রকৃত কর্তা হলেও তাতে অহংবুদ্ধি বা আত্মাধ্যাসের ফলে জীব নিজেকে কর্তা বলে মনে করে॥ ৪১ ॥ এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল আপনাদের দুজনেরই পুত্র নন, কিন্তু তিনি সকলেরই আত্মা, পুত্র, পিতা, মাতা এবং নিয়ন্তা প্রভু॥ ৪২ ॥ দেখা বা শোনা (যায় যা), (যা কিছু) অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, স্থাবর অথবা জঙ্গম, বিশাল অথবা ক্ষুদ্র—এমন কোনো বস্তুর নামই করা যাবে না কোনোমতে, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে আলাদা, পৃথক সত্তাযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব, তিনিই পরমার্থসত্য॥ ৪৩ ॥

মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী উদ্ধব এবং মহারাজ নন্দের এইরকম কথোপকথন করতে করতেই সেই রাত কেটে গেল। শেষরাতে গোপীরা শয্যা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বাললেন, মার্জনাদি করে গৃহদ্বারে বাস্তুদেবতার পূজা করলেন এবং দধিমন্থন করতে লাগলেন॥ ৪৪ ॥ তাঁদের হাতের কঙ্কণগুলি মন্থন রজ্জু আকর্ষণের সময় (ঝংকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে) দৃষ্টি-নন্দনভাবে শোভা পাচ্ছিল, তাঁদের নিতম্ব ও বক্ষোদেশ এবং হারগুলি আন্দোলিত হচ্ছিল, চঞ্চল কর্ণাভরণ থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তি তাঁদের কপোলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল এবং তার ফলে অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে শোভিত মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রীধারণ করেছিল। তাঁদের অলংকার-সমূহের মণিগুলি দীপালোকে ঝলমল করছিল। সব মিলিয়ে শেষরাত্রির সেই ঈষৎ অন্ধকারে তাঁরা নিজেদের চারিদিকে উজ্জ্বল সৌন্দর্যচ্ছটা বিকীর্ণ করে দধিমন্থন কাজে ব্যাপৃতা ছিলেন॥ ৪৫ ॥ এইভাবে দধিমন্থনের সময় সেই ব্রজাঙ্গনারা কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিতকথা উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন। সেই গীতধ্বনি দধিমন্থন শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঊর্ধ্বলোকে উঠে যাচ্ছিল, স্পর্শ করছিল ঊষার আকাশকে, দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে দূর করে দিচ্ছিল সর্ব অমঙ্গল॥ ৪৬ ॥

এরপর ভগবান সূর্যদেব উদিত হলে ব্রজরমণীরা

[১]মাত্মভূতঃ।

অক্রূর আগতঃ কিং বা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥ ৪৮

মহারাজ নন্দের ভবনদ্বারে একটি স্বর্ণনির্মিত রথ দেখে পরস্পরকে বলতে লাগলেন—'এই রথখানি কার ?' ৪৭ ॥ কোনো গোপী বললেন—'কংসের প্রয়োজন-সাধনকারী সেই অক্রূরই আবার এল না কি, যে আমাদের প্রিয়তম কমললোচন শ্যামসুন্দরকে মথুরায় নিয়ে গেছিল ?' ৪৮ ॥ অপর এক গোপী বললেন—'এইবার বুঝি আমাদের নিয়ে গিয়ে তার মৃত প্রভুর পিণ্ড দেবে (আমাদের মাংস দিয়ে), আর এইভাবে প্রভুর ঋণশোধ করবে ? এছাড়া তার আসার তো কোনো প্রয়োজন দেখছি না।' ব্রজবাসিনীরা নিজেদের মধ্যে এইরকম বলাবলি করছেন, এমন সময়ে উদ্ধব তাঁর প্রাতঃকালীন নিত্যকর্ম সমাপন করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন॥ ৪৯ ॥

কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্তুঃ প্রেতস্য নিষ্কৃতিম্।
ইতি[১] স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে[২] নন্দশোকাপনয়নং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে নন্দ-শোক-অপনয়ন নামক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

[১]তত্র। [২]উদ্ধবযানং।

অথ সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধব ও গোপীগণের কথোপকথন এবং ভ্রমরগীত

শ্রীশুক উবাচ

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ
প্রলম্ববাহুং নবকঞ্জলোচনম্।
পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লস-
ন্মুখারবিন্দং মণিমৃষ্টকুণ্ডলম্॥ ১

শুচিস্মিতাঃ কোঽয়মপীচ্যদর্শনঃ[1]
কুতশ্চ কস্যাচ্যুতবেষভূষণঃ।
ইতি স্ম সর্বাঃ পরিবব্রুরুৎসুকা-
স্তমুত্তমঃশ্লোকপদাম্বুজাশ্রয়ম্ ॥ ২

তং প্রশ্রয়েণাবনতাঃ সুসৎকৃতং
সব্রীড়হাসেক্ষণসূনৃতাদিভিঃ ।
রহস্যপৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনে
বিজ্ঞায় সন্দেশহরং রমাপতেঃ॥ ৩

জানীমস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতম্।
ভর্ত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রোর্ভবান্ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ ৪

অন্যথা গোব্রজে তস্য স্মরণীয়ং ন চক্ষ্মহে।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ॥ ৫

অন্যেস্বর্থকৃতা মৈত্রী যাবদর্থবিড়ম্বনম্।
পুম্ভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্পদৈঃ॥ ৬

[1] মপূর্বদর্শ.।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! কৃষ্ণের অনুচর উদ্ধবের আকৃতি তথা বসনভূষণে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল। গোপীরা তাই অবাক হয়ে তাঁকে দেখতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন—উদ্ধবের বাহুযুগল আজানুলম্বিত, নয়ন নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের দলের মতো কোমল ও বিশাল, অঙ্গে পীত-বসন, গলায় পদ্মের মালা, কর্ণে মণিমণ্ডিত কুণ্ডল, সুপ্রসন্ন মুখপদ্ম যেন দীপ্তি বিস্তার করছে॥ ১ ॥ শুচিস্মিতা সেই গোপনারীরা তখন আলোচনা করতে লাগলেন—'এই অনিন্দিত কান্তি পুরুষটি কে ? কোথা থেকেই বা এসেছেন ইনি ? কার দূত হতে পারেন ? এঁর বেশ-ভূষা সবই তো দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের মতন।' গোপীরা সকলেই তাঁর পরিচয় জানার জন্য বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা ধীরে ধীরে এসে সেই উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলাশ্রিত উদ্ধবের চারপাশে সমবেত হলেন ॥ ২ ॥ তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে তিনি (উদ্ধব) ভগবান রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিয়ে এসেছেন, তখন বিনয়াবনত হয়ে সলজ্জ হাসি ও দৃষ্টি এবং মধুর বচনে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁকে নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে আসনে বসিয়ে বলতে লাগলেন॥ ৩ ॥ ভদ্র ! আমরা জানি যে আপনি যদুপতির পার্ষদ এবং তাঁর বার্তা নিয়েই এখানে এসেছেন। আপনার প্রভু নিজের পিতামাতার প্রীতি-সম্পাদনের ইচ্ছায় আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন॥ ৪ ॥ তা না হলে আমরা তো এই নন্দগ্রামে—এই গোরুদের থাকার জায়গায়—তাঁর মনে রাখার মতো আর কিছু আছে বলে দেখছি না। একমাত্র মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের স্নেহবন্ধন ত্যাগ করাই মুনি-ঋষিদের পক্ষেও বেশ কঠিন॥ ৫ ॥ অন্যান্যদের সঙ্গে যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়, তা কেবলমাত্র স্বার্থ সাধনের জন্য, প্রয়োজন মিটলেই সেই বন্ধুত্বের ভাণও ঘুচে যায়। ফুলের সঙ্গে ভ্রমরের অথবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের

নিঃস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্পং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণম্।। ৭

খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহম্।
দগ্ধং মৃগাস্তথারণ্যং জারা ভুক্ত্বা রতাং স্ত্রিয়ম্।। ৮

ইতি গোপ্যো হি গোবিন্দে গতবাক্‌কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে ব্রজং যাতে উদ্ধবে ত্যক্তলৌকিকাঃ।। ৯

গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্মাণি রুদত্যশ্চ গতহ্রিয়ঃ।
তস্য সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোরবাল্যয়োঃ।। ১০

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্।
প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ।। ১১

গোপ্যুবাচ

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্‌ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্।। ১২

গড়ে তোলা প্রেম-সম্পর্ক এ বিষয়ে সার্থক দৃষ্টান্ত।। ৬ ।। এইরকম স্বার্থসম্পাদন পর্যন্ত স্থায়ী সম্পর্কের আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, গণিকারা নিঃস্ব ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, অক্ষম রাজাকেও প্রজারা সহ্য করে না। অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে শিষ্যেরা আচার্যের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না, তাঁর সেবা করা তো দূরের কথা। দক্ষিণা পেয়ে গেলে পুরোহিতেরাও যজমানকে ছেড়ে অন্যদিকে চলতে শুরু করেন।। ৭ ।। গাছে যখন আর ফল থাকে না, তখন পাখিরা নির্দ্বিধায় তা থেকে উড়ে চলে যায়। ভোজন হয়ে গেলে অতিথিরাও আর গৃহস্বামীর কথা ভাবে না। বন দাবানলে পুড়ে গেলে পশুরা সে বন ছেড়ে পালিয়ে যায়। উপপতি পুরুষও নিজের কামনা পূরণ করে নেওয়ার পর উপভুক্তা রমণীটির মনে তার জন্য যতই অনুরাগ থাকুক না কেন, তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না'।। ৮ ।। পরীক্ষিৎ ! গোপীরা কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণেই লীন হয়ে থাকতেন। সেই গোবিন্দের দূতরূপে উদ্ধব ব্রজে আসায় তাঁর কাছে এইভাবে নিজেদের হৃদয়-বেদনা ব্যক্ত করতে করতে তাঁরা ক্রমেই লোকব্যবহারের রীতি-নীতি বিসর্জন দিচ্ছিলেন, ভুলে যাচ্ছিলেন কোন্ কথা, কার কাছে, কীভাবে বলা উচিত অথবা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকে কৈশোর অবধি যেসব স্মরণীয় আচরণ করেছিলেন, তাঁদের পরম প্রিয় সেইসব ঘটনাবলি মনে করে তাঁর গান করতে লাগলেন। স্ত্রীজনসুলভ মর্যাদা রক্ষা করাও আর সম্ভব হল না তাঁদের পক্ষে, চলে গেল লজ্জা-বোধ, উদ্ধবের সামনেই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন তাঁরা।। ৯-১০ ।। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন গোপী, শ্রীকৃষ্ণের মিলনের কথা চিন্তা করছিলেন। এমন সময়ে তিনি একটি ভ্রমরকে তাঁর সমীপে গুঞ্জন করতে দেখে, তাঁর মানভঞ্জনের জন্য প্রিয়তমের প্রেরিত দূতরূপে তাকে কল্পনা করে এইরকম বলতে লাগলেন।। ১১ ।।

গোপী বললেন—ওহে মধুকর ! ওহে কপটের বন্ধু ! তুমিও অতি কপট, আমার পা ছুঁয়ো না তুমি। মিথ্যা প্রণাম করে আমার কাছে অনুনয়-বিনয় কোরো না। আমি দেখতেই পাচ্ছি, শ্রীকৃষ্ণের গলার যে বনমালা আমাদের সপত্নীগণের বক্ষে মর্দিত হয়েছে তারই কুঙ্কুম তোমার শ্মশ্রুতে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। তুমি নিজেও তো কোনো কুসুমের প্রতিই প্রেমে একনিষ্ঠ নও, এ-ফুল থেকে সে-

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎ পাদপদ্মং তু পদ্মা
হ্যপি বত হৃতচেতা উত্তমশ্লোকজল্পৈঃ[১]॥ ১৩

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎ প্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ॥ ১৪

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমশ্লোকশব্দঃ॥ ১৫

ফুলের মধু খেয়ে বেড়ানোই তোমার স্বভাব। তোমার প্রভুটি যেমন, তুমিও তেমন ! মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ মথুরার মানিনী নায়িকাদের প্রসন্ন করুন, তাদের সেই কুঙ্কুমরূপ কৃপাপ্রসাদ—যা যদুবংশীয়দের সভাতেও উপহাসের বিষয় হবে—তিনি নিজেই বরং বহন করুন। তোমার মাধ্যমে তা এখানে পাঠানোর কী প্রয়োজন ? ১২ ॥ তুমি যেমন কালো, তিনিও তো তেমনই। তুমিও পুষ্পমধু পান করেই উড়ে যাও, প্রমাণ হয়ে গেছে, তিনিও তাই করেন। তিনি আমাদের কেবল একবার—হ্যাঁ, তা-ই তো মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র একবারই নিজের সেই মোহিনী, পরম মাদক অধর-সুধা পান করিয়ে তার পরই এই সরল গ্রাম্য গোপনারী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এখান থেকে। ভেবে পাই না, কোমলহৃদয়া কল্যাণময়ী দেবী লক্ষ্মী কী করে তাঁর চরণকমল সেবা করেন ! নিশ্চয়ই তিনি সেই নওলকিশোর চিকন কালোর চটুল চাটুবাক্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে থাকবেন। হৃদয়-হরণে পটু সেই চিত্তচোর তাঁর চিত্তটিও চুরি করেছেন ! ১৩ ॥ ওহে ভ্রমর ! আমরা বনবাসিনী। আমাদের বাড়ি-ঘর বলতে তেমন কিছুই নেই। তুমি আমাদের কাছে সেই যদুপতির এত গুণগান করছ কেন ? আমাদের মন-গলানোর জন্যই তো ? কিন্তু শোনো, তিনি আমাদের কাছে নতুন কেউ নন, আমাদের ভালোরকম চেনা-জানা, যথেষ্ট পুরানো পরিচিত ব্যক্তিই। তোমার এই চাটুকারিতা আমাদের কাছে তাই চলবে না। এখান থেকে যাও তুমি, (সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) বিজয় যাঁর নিত্যসঙ্গী সেই শ্রীকৃষ্ণের মধুপুরবাসিনী সখীদের কাছে গিয়ে তাঁর গুণগান করো। তারা সব নতুন প্রেয়সী, তাঁর কীর্তিকলাপের কথাও বিশেষ জানে না ; তাঁদের হৃদয়-জ্বালা, বুকের ব্যথা তিনি দূর করে দিয়েছেন নিজে, কাজেই তোমার এই নিজ প্রভুর তোষামোদী কথাবার্তা তাদের কানে মধুবর্ষণ করবে নিশ্চয়ই, খুশি হয়ে, তুমি যা চাইবে তারা তা-ই দিয়ে দেবে। ১৪ ॥ ভ্রমর ! কেন মিথ্যে আমায় প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছ এই কথা বলে যে, তিনি আমার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন ? তাঁর ছলা-কলা-ভরা মিষ্টি হাসি আর ভ্রূর ইশারায় কোন্ নারী না বশীভূত হয় ? স্বর্গে, মর্ত্যে বা

[১]হ্যুত্তম.।

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্॥ ১৬

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ১৭

পাতালে—এমন কোন্ নারী আছে যে তাঁর পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ? আর সকলের কথা থাক, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই তো তাঁর চরণধূলির সেবা করেন ! তাহলে আমরা কে তাঁর কাছে ? কোনো গণনাতেই আসি না আমরা। তবুও, ভ্রমর ! তবুও একটা কথা গিয়ে বোলো তাঁকে। তাঁর নাম তো 'উত্তমশ্লোক' অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তিরা, সৎ মহাত্মা-মহাজনেরা তাঁর যশোগান করেন। কিন্তু সে নামের সার্থকতা তো তখনই হবে, যখন তিনি দীন, কৃপার যোগ্য ব্যক্তির প্রতি দয়া করবেন। না হলে মিথ্যা তাঁর এই 'উত্তমশ্লোক' নাম, সম্পূর্ণরূপেই অসংগত এক ব্যর্থ অভিধা ! ১৫ ॥ ওহে মধুকর ! আমার পায়ে মাথা ঠেকাতে হবে না তোমায়, সরিয়ে নাও তোমার মাথা আমার পায়ের থেকে। আমার জানা আছে, তুমি অনুনয়-বিনয় তথা চাটুকারিতা বিদ্যাটি ভালোই শিখে এসেছ। বুঝতেই পারছি, মন-ভোলানোর এই নিপুণতা, এই দূতিয়ালী তুমি শিখেছ তোমার প্রভু মুকুন্দের কাছেই ; তবে এখানে ওসব কাজে লাগবে না। আমরা তাঁর জন্য সন্তান, স্বামী, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, ইহলোক-পরলোক—সবই ছেড়েছি। তাঁর চিত্তে তাতে সামান্যতম দাগটুকুও লাগেনি, আমাদের সেখানে স্থান পাওয়া তো দূরের কথা ! সম্পূর্ণ মোহহীন বিবাগী পুরুষের মতো কেমন ছেড়ে চলে গেলেন আমাদের ! এরকম অকৃতজ্ঞ লোকের সঙ্গে আবার মিলনের কোনো যোগসূত্র খোঁজার আর কি কোনো স্বার্থকতা আছে ? তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে বলবে তুমি এরপরও ? ১৬ ॥ আরও শোনো তাঁর কীর্তির কথা ! তাঁর এই স্বভাব তো একজন্মের নয়, পূর্ব পূর্ব জন্মেও তিনি এইরকমই নিষ্ঠুর কপটতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রামরূপে তিনি ব্যাধের মতন লুকিয়ে থেকে বানররাজ বালীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিলেন। বেচারি শূর্পণখা তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল, প্রতিদানে তিনি নিজের স্ত্রী সীতার বশীভূত হয়ে তার নাক-কান ছেদন করে তাকে বরাবরের মতো কুরূপা কুৎসিতদর্শনা করে দিয়েছিলেন। আবার বামনরূপে জন্ম নিয়ে যখন তিনি দৈত্যরাজ বলির কাছে গেছিলেন প্রার্থীরূপে, বলি তখন পূর্ণ শ্রদ্ধাভরে তাঁর পূজা করেছিলেন, তাঁর প্রার্থিত বস্তু দান করেছিলেন। আর তিনি সেই পূজা গ্রহণ করে (ছলনার আশ্রয় নিয়ে) বরুণপাশে তাঁকে বন্ধ করে

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্-
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইব বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি॥ ১৮

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎতন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্তা॥ ১৯

পাতালে নিক্ষেপ করেছিলেন। কাক যেমন তার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলি ভক্ষণ করে অন্যান্য কাকেদের সঙ্গে দল বেঁধে সেই বলিপ্রদাতাকেই ঘিরে ধরে উত্ত্যক্ত করতে থাকে, এও সেইরকম আচরণ নয় কি ? তাই বলছি, যথেষ্ট হয়েছে, শুধু নন্দতনয় কৃষ্ণ কেন, কোনো কালো পদার্থের সঙ্গেই আমার কোনো সম্পর্ক রাখার সাধ নেই। তবে এখন যদি তুমি বল—'আমরা কেন তাঁরই লীলাগান করি'—তাহলে বলি ওইটি আমরা ছাড়তে পারি না। কী যে আছে তাঁর কথায়, কোন্ মধু, কোন্ মাদক, জানি না। শুধু এই জানি যে, একবার যে রসনা তার আস্বাদ পেয়েছে, সে আর কোনোমতেই তা পরিত্যাগ করতে পারে না। কৃষ্ণ না আসুন, তাঁর কথামৃত থেকে বঞ্চিত করার সাধ্য তাঁরও নেই, আমাদেরও সাধ্য নেই তা ছেড়ে থাকার॥ ১৭ ॥ তাঁর লীলাকথারূপ কর্ণামৃতের এক কণাও যে একবারমাত্র আস্বাদন করে, তার রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখাদি সমস্ত দ্বন্দ্বই দূর হয়ে যায়, ফলে সে বিনষ্ট অর্থাৎ সংসারে থেকেও না থাকার মতোই হয়ে যায়। এরকম বহু লোকই নিজেদের দুঃখময় (পরিণামে দুঃখপ্রদ) গৃহ পরিজন—সব কিছু পরিত্যাগ করে (তাদের দুঃখিত করে), নিজেরা দীন অকিঞ্চন (সর্বভোগ-পরিত্যাগী) হয়ে যান। কোনো সঞ্চয় রাখেন না নিজেদের জন্য, পাখিরা যেমন যখন যা পায়, খুঁটে খুঁটে খায়, সেইরকম তাঁরাও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কোনোক্রমে জীবন-ধারণ করেন (হংসের মতো অসার সংসার থেকে বিবেক অবলম্বন করে সারবস্তু গ্রহণ করেন, ভিক্ষুচর্যা বা যতি-ব্রতধারী হয়ে পরমহংসদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন)। কৃষ্ণকথা ত্যাগ করার কথা তাঁরা চিন্তাও করতে পারেন না ; আমাদেরও সেই দশা, ভ্রমর ! প্রাণ থাকতে আমরা তাঁর কথা ত্যাগ করতে পারব না॥ ১৮ ॥ (তিনি যে কখনো আমাদের ছেড়ে যাবেন, তাঁর দূতের কাছে শুনতে হবে, বলতে হবে তাঁর কথা, এমন সম্ভাবনার দুঃস্বপ্নও তো আমরা দেখিনি কখনো। কেন, জানো ভ্রমর ?—) কৃষ্ণসার মৃগবধূরা (হরিণীরা) যেমন অজ্ঞতা বা সরলতার কারণে ব্যাধের গীতকে (হরিণদের আকৃষ্ট করার জন্য ব্যাধেদের সৃষ্ট মধুর ধ্বনি) বিশ্বাস করে, সত্যই গান বলে মনে করে (তাদের ফাঁদে ফেলে বধ করার একটি উপায় বলে বুঝতে পারে না) এবং তার

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে॥ ২০

ফলে শরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভয়ংকর কষ্ট, মরণ-যন্ত্রণা অনুভব করে, ঠিক তেমনি আমরা এই অনভিজ্ঞ বিশ্বাস-প্রবণ গোপবধূরা সেই কুটিল প্রবঞ্চক কৃষ্ণের ছল-ভরা, মিথ্যা মধুর বচনই সত্য বলে মনে করেছি, আস্থা রেখেছি তাঁর কথায় ; আর তারই ফলস্বরূপ অবিরত ভোগ করে চলেছি এই মর্মজ্বালা, তাঁকে পাওয়ার জন্য এই তীব্র আর্তির, অনির্বাণ অনলদাহ —যা সৃষ্টি হয়েছে তাঁরই নখস্পর্শে। কিন্তু আমাদের দুঃখ থাক আমাদেরই। তোমার প্রভু বা তোমার কাছে এসব কথার মূল্য কী ? তাই ছেড়ে দাও এই প্রসঙ্গ, অন্য কথা বলো, ওগো নির্মম-হৃদয়হীনের দূত ! ১৯ ॥ (ভ্রমরটি কিছুদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে আসায় বলছেন) আমাদের প্রিয়তমের প্রিয় সখা ওগো মধুকর ! তুমি চলে গিয়েও ফিরে এলে, নিশ্চয় তিনিই তোমাকে আবার পাঠালেন আমাদের সান্ত্বনাদান, আমাদের প্রসন্ন করার জন্য। প্রিয় ভ্রমর ! তুমি আমাদের পরম মাননীয় অতিথি। তুমি আমাদের কাছে কোনো অনুরোধ জানাতে চাইছ, কিছু চাও কি তুমি আমাদের কাছ থেকে ? তাহলে স্বচ্ছন্দে তা বলো,—আমাদের সাধ্যের বাইরে না হলে, তুমি অবশ্যই তা পাবে। শুধু একটি কথা বলি, ভ্রমর ! তুমি কি আমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইছ তাঁর কাছে, তাঁর পাশে ? সে যে বড়ো কঠিন কাজ, তাঁর কাছে গিয়ে সেই সঙ্গ ছেড়ে আবার চলে আসা ! আবার, ভেবে দেখো, তিনিও তো একলা নেই সেখানে ; সকলেই যাঁকে চায়, তিনি আর অপরের সঙ্গ এড়াবেন কী করে ? মিথ্যা অনুমান করছি ঈর্ষার বশে ? না, মধুরস্বভাব মধুপ ! তা নয়। শোনো তাহলে, দেবী লক্ষ্মী, তাঁর প্রিয়া পত্নী, তাঁকে ছেড়ে কি কখনোই থাকেন ? প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলে যে তাঁর নিত্য বাস, নিরন্তর যুগল-মিলন তাঁদের ! আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে তোমার ? না ভ্রমর, ব্রজাঙ্গনা মধুপুরীতে শোভা পাবে না, স্থান হবে না তার সেখানে॥ ২০ ॥ সৌম্য ভ্রমর ! বরং বলো

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাঽঽস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥ ২১

আমাদের—আর্যপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল থেকে ফিরে এখন মধুপুরীতেই রয়েছেন তো ? তিনি পিতা নন্দ, মা যশোদা, শিশুটি থেকে বড় হয়ে উঠেছেন যে বাড়িতে সেই নন্দালয়, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু, গোপেদের কথা ভুলে যাননি তো, মনে করেন তো সবাইকে ? আর,

শ্রীশুক উবাচ

অথোদ্ধবো নিশম্যৈবং কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।
সান্ত্বয়ন্ প্রিয়সন্দেশৈর্গোপীরিদমভাষত।। ২২

উদ্ধব উবাচ

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ।। ২৩

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।। ২৪

ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্লভা।। ২৫

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্।। ২৬

সর্বাত্মভাবোঽধিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্ মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ।। ২৭

ভ্রমর, কখনো ভুলেও কি আমাদের কথা বলেন তিনি, মনে আছে তাঁর এই দাসীদের ? আর কী বলব ? বলতে পারো তুমি, তাঁর সেই অগুরুর মতো দিব্য-সুগন্ধবিস্তারী হাতটি আমাদের মাথায় আবার রাখবেন কবে ? কবে, কখনো কি, আমাদের জীবনে আসবে সেই শুভ লগ্ন ? ২১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! কৃষ্ণের দর্শনের জন্য গোপীদের হৃদয়ে যে ঔৎসুক্য, যে অধীর ব্যাকুলতা জন্মেছিল, তা দীর্ঘকাল অভুক্ত বা দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তির খাদ্যের জন্য লালসার সঙ্গে উপমিত হতে পারে। তাঁদের কথা শুনে উদ্ধব তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বার্তা শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই কথা বললেন॥ ২২ ॥

উদ্ধব বললেন—অহো, ধন্য আপনারা, কৃতকৃত্য আপনারা, ব্রজদেবীগণ ! আপনারা সমগ্র সংসারেরই পূজনীয়া, কারণ ভগবান বাসুদেবে আপনারা নিজেদের মন-প্রাণ-সর্বস্ব এমনভাবে সমর্পণ করেছেন॥ ২৩ ॥ দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় সংযম এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কল্যাণকর উপায়ের সাহায্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি অর্জনের চেষ্টাই করা হয়ে থাকে॥ ২৪ ॥ পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বোত্তমা প্রেমভক্তি—যা মুনি-ঋষিদের পক্ষেও দুর্লভ, সৌভাগ্যক্রমে আপনারা নিজেরাই শুধু তা লাভ করেছেন তা নয়, অপিচ, জগতে তার প্রবর্তন তথা আদর্শ স্থাপনও করে গেলেন॥ ২৫ ॥ আপনারা নিজেদের পুত্র, পতি, দেহ, স্বজন, গৃহ—সব কিছুই ত্যাগ করে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে (যিনি সকলের পরম পতি) বরণ করেছেন, এ যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা, তা ভাবা যায় না॥ ২৬ ॥ মহাভাগ্যশালিনী গোপিকাগণ ! আপনারা সেই ইন্দ্রিয়াতীত, (পরমাত্মায়) সর্বাত্মভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন (অর্থাৎ, যে স্থিতিতে সর্ব বস্তুরূপে তাঁর অনুভব হয়, সেখানে অধিরূঢ় হয়েছেন অথবা মহাভাব অর্থাৎ যে ভাবে নিজের হৃদয়ে নিত্য-নিরন্তর তাঁর অপরোক্ষ অনুভব লাভ হয়, সেই ভাবে আপনারা নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। যে কোনো অর্থই এখানে গ্রহণ করা হোক, গোপাঙ্গনাদের ভগবদ্বিরহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, পরমার্থতঃ তাই সত্য। তথাপি যোগমায়াকৃত বহিরঙ্গের এই বিরহ, অলৌকিক প্রেমরস জগতের

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায়াগতো ভদ্রা অহং ভর্তূরহস্করঃ॥ ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ।
যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।
তথাহং চ মনঃপ্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ ২৯

আত্মন্যেবাত্মনাহত্মানং সৃজে হন্ম্যনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মনা॥ ৩০

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তোহগুণান্বয়ঃ।
সুষুপ্তিস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মায়াবৃত্তিভিরীয়তে ॥ ৩১

লৌকিক স্তরে আস্বাদনের চরম-সীমার প্রকটন তথা ভক্তিমার্গানুসারী সাধকদের জন্য বিশেষ কৃপার প্রকাশ। উদ্ধবের সম্পর্কেও এইকথা প্রযোজ্য। তাই উদ্ধব নিজেকে অনুগৃহীত বোধে বলছেন—) বিরহের কারণে (বিরহকে আশ্রয় করে) আপনাদের ঐকান্তিক ভগবৎপ্রেমের এই যে অচিন্তনীয় প্রকাশ আমার সামনে ঘটল, এ যে আমার প্রতি আপনাদের কী মহান অনুগ্রহ, কী আশাতীত অহৈতুকী কৃপা, তা ভেবেও আমার বিস্ময়-আনন্দ সীমা মানছে না। ধন্য আমি, কৃতার্থ আমি ! ২৭ ॥ কল্যাণময়ী দেবীগণ ! আমার প্রভু তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, যা তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে চান না, সেই সম্পর্কিত কাজের ভার আমার ওপর ন্যস্ত করেন। সেই রকমই একটি বিশেষ দায়িত্ব বহন করে আমি আপনাদের কাছে এসেছি। আপনাদের সেই প্রিয়তম আপনাদের উদ্দেশে একটি প্রিয় বার্তা পাঠিয়েছেন আমার মাধ্যমে,—শুনুন তা আপনারা। আশা করি এটি আপনাদের কাছে সুখাবহ হবে, আপনাদের মনঃকষ্ট লাঘব হবে এর দ্বারা॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান (আপনাদের এই কথা) বলেছেন—আমি সব কিছুর উপাদান কারণরূপে সকলের আত্মা, সকলের মধ্যেই অনুস্যূত, এইজন্য আমার সঙ্গে তোমাদের কখনোই বিচ্ছেদ হতে পারে না। যেমন চরাচর সমস্ত ভৌতিক পদার্থেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী —এই পঞ্চভূত ব্যাপ্ত হয়ে আছে (এইগুলি দ্বারাই সকল বস্তু গঠিত এবং সেই বস্তুসমূহরূপে এই পঞ্চভূতই প্রকাশিত হয়ে আছে), সেইরকম আমিই মন, প্রাণ, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়সমূহের আশ্রয়। এরা সবাই আমার মধ্যে আছে, আমিও এদের মধ্যে আছি, প্রকৃতপক্ষে আমিই এই সবকিছু রূপে প্রকট হয়ে আছি॥ ২৯ ॥ আমি নিজের মায়ার দ্বারা ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের বিষয়রূপে পরিণত হয়ে তাদের আশ্রয়স্থানও হয়ে থাকি তথা স্বয়ং নিমিত্তস্বরূপও হয়ে নিজেই নিজেকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকি॥ ৩০ ॥ মায়া এবং তার কার্যের থেকে আত্মা পৃথক। তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ; জড় প্রকৃতি, বহুসংখ্যক জীব তথা নিজেরই অবান্তর ভেদসমূহরহিত, সর্বথা শুদ্ধ। কোনো গুণই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষা স্বপ্নবদুত্থিতঃ।
তন্নিরুন্ধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ প্রত্যপদ্যত॥ ৩২

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥ ৩৩

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥ ৩৪

যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে।
স্ত্রীণাং চ ন তথা চেতঃ[১] সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥ ৩৫

ময্যাবেশ্যঃ মনঃ কৃৎস্নং[২] বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ৩৬

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাঽঽপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া॥ ৩৭

মায়ার তিনটি বৃত্তি—সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রত। এগুলির দ্বারা সেই অখণ্ড, অনন্ত বোধস্বরূপ আত্মা কখনো প্রাজ্ঞ, কখনো তৈজস আবার কখনো বিশ্বরূপে প্রতীত হয়ে থাকেন॥ ৩১ ॥ স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থসমূহের মতো জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিও মিথ্যা —মানুষের এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সেইজন্য সেই বিষয়গুলির চিন্তায় নিরত মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরুদ্ধ করতে হবে এবং এইভাবে নিদ্রা (স্বপ্ন) ত্যাগ করে উত্থিত হওয়ার মতো জগতের বিষয়গুলিকে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো (অলীক বা মিথ্যা জ্ঞানে) ত্যাগ করে বিনিদ্র হয়ে (অতন্দ্রভাবে এই বোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে) আমার সাক্ষাৎকার লাভ অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হবে॥ ৩২ ॥ সমস্ত নদীই যেমন বহুপথ পরিভ্রমণ করে, বহুদিকে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রেই গিয়ে লীন হয়, সেইরকম মনস্বী ব্যক্তিদের বেদাভ্যাস, যোগসাধন, আত্মানাত্মবিবেক, ত্যাগ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম-সাধনাই আমার প্রাপ্তিতেই সমাপ্ত হয়। সব কিছুরই অন্তিম সার্থকতা আমার সাক্ষাৎকার, কারণ এগুলি সবই মনকে নিরুদ্ধ করে আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়॥ ৩৩ ॥ আমি জানি, আমিই তোমাদের নয়ন-মনের পরম আকাঙ্ক্ষিত, জীবনের সর্বস্ব ধন। তাহলেও আমি যে তোমাদের থেকে দূরে অবস্থান করছি, তার বিশেষ কারণ আছে। তোমরা নিরন্তর আমার ধ্যান করো, শরীরে দূরে থাকলেও মনে আমার সান্নিধ্য অনুভব করো, নিজেদের মন আমার কাছে রাখো—এ-ই আমি চাই॥ ৩৪ ॥ প্রিয়তম ব্যক্তিটি দূরদেশে থাকলে নারীদের তথা সকল প্রেমিকেরই মন যেমন একাগ্রভাবে তার প্রতি নিবিষ্ট থাকে, সে নিকটে, চোখের সামনে থাকলে কিন্তু চিত্ত সেভাবে তাতেই মগ্ন হয়ে থাকে না॥ ৩৫ ॥ (সংকল্প-বিকল্পাদি) সমস্ত বৃত্তি-রহিত মন সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিবেশিত করে নিত্য-নিরন্তর আমাকেই অনুস্মরণ, আমারই ধ্যান করতে করতে তোমরা অচিরেই নিত্যকালের জন্য আমাকেই প্রাপ্ত হবে॥ ৩৬ ॥ হে কল্যাণীগণ! আমি যখন বৃন্দাবনে শারদ পূর্ণিমারজনীতে রাসক্রীড়া করেছিলাম, সেইসময় স্বজনদের বাধায় যে

[১]চিত্তং। [২]কৃৎস্নং।

গোপিকাগণ ব্রজেই নিজ নিজ গৃহে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল, রাসক্রীড়ায় বনমধ্যে আমার সঙ্গে যোগদান করতে পারেনি, তারা আমার বীর্য, আমার গুণ-কর্মাদি চরম একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করতে করতে আমাকেই প্রাপ্ত হয়েছিল। (তোমাদেরও অতি অবশ্য আমার সঙ্গে মিলন ঘটবে, এর কোনো অন্যথা হবে না, সুতরাং নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।)॥ ৩৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং প্রিয়তমাদিষ্টমাকর্ণ্য ব্রজযোষিতঃ।
তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতীঃ॥ ৩৮

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত এই বার্তা শুনে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্পর্কে এবং তাঁর লীলাগুলির স্মৃতি উদিত হওয়ায় ব্রজাঙ্গনাগণের বিষাদ দূর হল, প্রীতি-রসে ভরে উঠল অন্তর ; তাঁরা উদ্ধবকে বলতে লাগলেন॥ ৩৮ ॥

গোপ্য ঊচুঃ

দিষ্ট্যাহিতো হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোঽঘকৃৎ।
দিষ্ট্যাঽঽপ্তৈর্লব্ধসর্বার্থৈঃ কুশল্যাস্তেঽচ্যুতোঽধুনা॥ ৩৯

কচ্চিদ্ গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতিপুরযোষিতাম্।
প্রীতিং নঃ স্নিগ্ধসব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চিতঃ॥ ৪০

কথং রতিবিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ বরযোষিতাম্।
নানুবধ্যেত তদ্বাক্যৈর্বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ॥ ৪১

অপি স্মরতি নঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে ক্বচিৎ।
গোষ্ঠীমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাঃ স্বৈরকথান্তরে॥ ৪২

তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ॥ ৪৩

গোপীগণ বললেন—বড়ই সৌভাগ্য এবং আনন্দের কথা যে যদুদের উৎপীড়নকারী মহাশত্রু পাপী কংস তার অনুচরদের সঙ্গে নিহত হয়েছে। এও বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুবান্ধব গুরুজনসহ নিজ পক্ষীয়দের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে তিনি সর্বাঙ্গীণ কুশলে রয়েছেন॥ ৩৯ ॥ কিন্তু মাননীয় উদ্ধব! একটি কথা বলুন আমাদের। যেভাবে আমরা নিজেদের সপ্রেম সলজ্জ হাসি এবং অসঙ্কোচ দৃষ্টির উপচারে তাঁর পূজা করতাম এবং তিনি আমাদের দিতেন তাঁর প্রেম, সেইরকমভাবেই কি তিনি এখন মথুরার পুরনারীদের দ্বারা সমর্চিত হয়ে তাঁদের প্রতিও বর্ষণ করেন তাঁর প্রীতিরস ? ৪০ ॥ এইসময় অন্য একজন গোপী বলে উঠলেন—'কেন সখী, এতে কি কোনো সন্দেহ আছে যে, আমাদের শ্যামসুন্দর প্রেমের মোহিনী কলায় বিশেষজ্ঞ, এবং সর্বত্রই বররমণীগণের বিশেষ প্রীতিভাজন। কাজেই নগরবাসিনী সুন্দরীরা যখন মধুর বাক্যে এবং হাব-ভাব-বিলাসে তাঁকে নিবেদন করবে নিজেদের প্রীতির অর্ঘ্য, তখন তিনিও কীভাবেই বা তাদের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে পারবেন ?' ৪১ ॥ অন্য গোপীরা বললেন—'সাধুস্বভাব উদ্ধব! আচ্ছা, যখন শ্রীগোবিন্দ মথুরার পুররমণীদের গোষ্ঠীমধ্যে বিরাজ করেন, সেখানে অসঙ্কোচ কথাবার্তা প্রেমালাপ চলতে থাকে, তার মধ্যে কি কখনো কোনো প্রসঙ্গেই আমাদের এই গ্রাম্য ব্রজনারীদের কথা মনে পড়ে যায় তাঁর ?' ৪২ ॥ অপর কোনো কোনো গোপী বললেন—'উদ্ধব! কখনো

অপ্যেষ্যতীহ দাশার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।
সঞ্জীবয়ন্ নু নো গাত্রৈর্যথেন্দ্রো বনমম্বুদৈঃ।। ৪৪

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্বসুহৃদ্‌বৃতঃ।। ৪৫

কিমস্মাভির্বনৌকোভিরন্যাভির্বা মহাত্মনঃ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্য ক্রিয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ।। ৪৬

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ[১] পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া।। ৪৭

ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমশ্লোকসংবিদম্।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে ক্বচিৎ।। ৪৮

কি তিনি স্মরণ করেন সেইসব রাত্রির কথা, যখন পূর্ণ-চন্দ্রের উজ্জ্বল শুভ্রকিরণধারায় দশ দিক প্লাবিত হয়ে যাচ্ছিল, প্রস্ফুটিত কুমুদে-কুন্দে বৃন্দাবনের শোভা হয়ে উঠেছিল রমণীয়তর, আমরা, তাঁর প্রিয়ারা, তাঁর মনোহরলীলা গানে মুখর ছিলাম, অসংখ্য চরণ-নূপুরের ধ্বনিতে ঝংকৃত রাসমণ্ডলীতে তিনি আমাদের সঙ্গে সানন্দে বিহার করেছিলেন ? ভুলে গেছেন তিনি সেই রম্য রাসক্রীড়া, সেই অপরূপ অলৌকিক রাত্রি ?' ৪৩ ।। অন্য কেউ কেউ বলতে বলতে লাগলেন—'আমরা দগ্ধ হচ্ছি এই যে বিরহ-সন্তাপে এ তো তাঁরই দান। উদ্ধব ! এই ভয়ংকর দহন থেকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র তিনিই। দাবানলে দগ্ধ হতে থাকা বনকে যেমন ইন্দ্র মেঘের ধারাবর্ষণে বাঁচিয়ে তোলেন, তেমন করেই আমাদের তাঁর নিজ অঙ্গের স্পর্শসুধার অভিষেকে সঞ্জীবিত করার জন্য এখানে আসবেন কি সেই ঘনশ্যাম ?' ৪৪ ।। আর এক গোপী তখন বললেন—'সখী ! এখন তো তিনি শত্রুনিধন করে রাজ্যলাভ করেছেন, সকলেই এখন তাঁর বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, কাজেই বহু বান্ধবে পরিবৃত এখন তিনি। এবার তিনি প্রভাবশালী নরপতিদের কন্যাদের বিবাহ করবেন, আনন্দে থাকবেন তাদের নিয়ে। এখানে কেন আসতে যাবেন তিনি, এই গ্রাম্য মূর্খ গোপালিকাদের কাছে ?' ৪৫ ।। অপর গোপী বললেন—'না সখী ! তিনি তো মহাত্মা, সর্বথা পূর্ণকাম, কৃতকৃত্য, স্বয়ং লক্ষ্মীপতি ! বনবাসিনী গোয়ালিনী আমাদের অথবা অন্য কোনো নারী বা রাজকন্যাদের দিয়েই বা তাঁর কোন্ বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হবে, অথবা তাদের অভাবেই বা তাঁর কোন্ কাজ আটকে থাকবে ? ৪৬ ।। দেখো, পিঙ্গলা বারবনিতা হলেও কেমন সার সত্য কথাটি বলে গেছে যে, নৈরাশ্যই পরম সুখ। আমরাও তা জানি, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে আমাদের আশা অতি দুর্মর, এই আশাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, (তাঁকে ফিরে পাওয়ার) এই আশা ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।। ৪৭ ।। মহাজনগীতকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে একান্তে যে হৃদয়সংবাদী আলাপ করতেন, যা মনে করলে এখনও

[১]রিণী প্রাহ।

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো॥ ৪৯

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব শক্নুমঃ॥ ৫০

গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তং[1] বিস্মরামহে॥ ৫১

হে নাথ[2] হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ॥ ৫২

আমরা সুধাসাগরে মগ্ন হই, সেই কথামৃত ত্যাগ করতে, তার চর্চা ভুলে থাকতে (ভগবৎকথা ছেড়ে শুধু সাংসারিক প্রসঙ্গ নিয়ে পড়ে থাকতে) কে উৎসাহী হবে? দেখো না, তিনি স্বয়ং বিশেষ আগ্রহী না হলেও লক্ষ্মীদেবী কিন্তু কখনোই তাঁর অঙ্গসঙ্গ ত্যাগ করেন না॥ ৪৮ ॥ প্রভু উদ্ধব (প্রভুর প্রিয়পাত্র, তাই তিনিও প্রভু ; বিশেষত বিরহের আর্তিবশত দৈন্যের কারণেও এরূপ সম্বোধন)! এই নদী, পর্বত, বনভূমি, গোধন—এরা সব তাঁর স্পর্শ বহন করছে। যে কোনো বংশীধ্বনি আমাদের কানে যায়, তাতে আমরা তাঁরই বেণুরব শুনতে পাই। এই ব্রজভূমির সবখানে, সব কিছুতে তাঁর উপস্থিতি, বলরাম-সহ শ্রীকৃষ্ণ যে এই সব কিছু সেবন করেছেন, সবটুকু জুড়ে ছিলেন। তাঁর শ্রীমণ্ডিত পদচিহ্নে এই সব স্থানই অঙ্কিত। আমরা এখানে যেদিকে তাকাই, যা কিছু দেখি, সবেতেই তাঁর মূর্তি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, বারে বারে মনে পড়ায় সেই শ্যামলতনু কিশোর নন্দতনয়কে। হায় রে! কে আমাদের ভুলতে দিচ্ছে তাঁকে? কে ভুলতে চায় তাঁকে? উদ্ধব! আমরা কোনোমতেই তাঁকে ভুলতে পারব না॥ ৪৯-৫০॥ আমাদের বোধ-বুদ্ধি-বিচার সবই চলে গেছে—সবই তিনি হরণ করেছেন। তাঁর ললিত গতির সৌন্দর্যে, প্রাণ-খোলা হাসির উদারতায়, লীলাপূর্ণ দৃষ্টির ব্যঞ্জনাময়তায়, মধু-মাখা কথার আন্তরিকতায় আমাদের চিত্ত চুরি হয়ে গেছে। আমাদের মনই তো আমাদের বশে নেই—কী করে ভুলব আমরা তাঁকে? ৫১ ॥ হে নাথ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! (তুমি লক্ষ্মীপতি হলেও ব্রজেরও প্রভু, ব্রজগোপীর তুমিই প্রকৃত স্বামী ; মথুরার রাজলক্ষ্মী এখন তোমাকে আশ্রয় করেছেন ঠিকই, কিন্তু ব্রজের মাধুর্যলক্ষ্মীকে কি তুমি ভুলতে পার?) হে আর্তিনাশন! (তুমি তো বারে বারে আমাদের সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করেছ, প্রাণ বাঁচিয়েছ আমাদের, মনের দুঃখ-শোক দূর করেছ সকলের, তবে আজ কেন নিষ্ঠুরের মতো উদাসীন হয়ে রয়েছ) হে গোবিন্দ! (তুমি 'গো'-কুলের রক্ষাকর্তা, আমরাও তো গোকুলবাসী!) তোমার এই প্রিয় গোকুল (তোমার মা-বাবা, তোমার সখা-সুহৃদ, তোমার

[1]তদ্বি.। [2]কৃষ্ণ।

শ্রীশুক উবাচ

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেতবিরহজ্বরাঃ।
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুর্জ্ঞাত্বাঽঽত্মানমধোক্ষজম্॥ ৫৩

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্শুচঃ।
কৃষ্ণলীলাকথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্॥ ৫৪

যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ।
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্তয়া॥ ৫৫

সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্॥ ৫৬

দৃষ্ট্বৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্মবিক্লবম্।
উদ্ধবঃ পরমপ্রীতস্তা নমস্যন্নিদং জগৌ॥ ৫৭

আত্মীয়স্বজন, যমুনা-গিরিগোবর্ধন-কেলিকদম্ব-সহ সমগ্র প্রকৃতি, যা ছিল তোমার লীলার রঙ্গভূমি—এই সবকিছুকে নিয়ে সারা গোকুল) তোমার বিরহে অপার-অতল দুঃখ সাগরে ডুবে রয়েছে, উদ্ধার করো একে, এসো, ওগো গোবিন্দ, রক্ষা করো আমাদের'॥ ৫২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! গোপাঙ্গনাদের এই তীব্র বিরহ-জ্বর কৃষ্ণসন্দেশে ধীরে ধীরে প্রশমিত হল (মূলে এখানে 'কৃষ্ণসন্দেশ' শব্দে বহুবচন প্রযুক্ত হওয়ায় পূর্বোক্ত ২৯শ-৩৭শ শ্লোকে ধৃত শ্রীকৃষ্ণের স্বমুখ নিঃসৃত বাণী উদ্ধব মন্ত্রবৎ বারংবার উচ্চারণ করেছিলেন ব্রজনারীদের বিরহার্তি উপশমের জন্য,—এইরকম মনে করা হয়।) তাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত সর্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা সর্বত্র আত্মারূপে অবস্থিত অনুভব করে তাঁর নিত্য-অবিচ্ছিন্ন সাহচর্যবোধের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখন তাঁরা স্বস্থ হয়ে লৌকিক জগতের রীতি অনুসারে উদ্ধবের যথোচিত আতিথেয় সৎকারাদি করতে প্রবৃত্ত হলেন॥ ৫৩ ॥ এরপর উদ্ধব কয়েকমাস সেখানেই বাস করলেন। গোপীদের বিরহশোক অপনোদনই ছিল তাঁর এই ব্রজবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সময়ে তিনি কৃষ্ণলীলাকথা গান করে গোকুলের সর্বপ্রাণীকে আনন্দিত করতে লাগলেন॥ ৫৪॥ উদ্ধব এইভাবে যতদিন ব্রজে রইলেন, নিরন্তর কৃষ্ণপ্রসঙ্গ হতে থাকায় ব্রজবাসীদের কাছে সেই দিনগুলি একটি ক্ষণের মতো মনে হতে লাগল॥ ৫৫ ॥ শ্রীভগবানের পরম ভক্ত উদ্ধব ব্রজভূমির নদী, বন, পর্বত, গুহা, পুষ্পিত বৃক্ষ-লতাদি, সব কিছুই দর্শন করে বিচরণ করতেন এবং সেইসব স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কী কী লীলা করেছিলেন, তা ব্রজবাসীদের জিজ্ঞাসা করতেন। এর ফলে স্বভাবতই কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হত, সেই চর্চায় মগ্ন হয়ে ব্রজবাসীরাও যেমন সেই সময়ের জন্য বিরহ ভুলে তন্ময় হয়ে মানসিকভাবে কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করতেন, তেমনি উদ্ধব নিজেও সকলকে এইভাবে হরিকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরমানন্দ লাভ করতেন॥ ৫৬ ॥

ব্রজে থাকাকালীন উদ্ধব এইরকম গোপীদের সর্বসময়ে কৃষ্ণাবেশ, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা অবস্থা দর্শন করে যেমন বিস্ময়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলেন, তেমনি তাঁর প্রীতিরও সীমা রইল না। মর্ত্য-সংসারে ভগবৎ-প্রেমের

এতা পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ং চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য।। ৫৮

কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষা-
চ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ।। ৫৯

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজবল্লবীনাম্।। ৬০

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।। ৬১

চরমতম প্রকাশ যা হতে পারে, তা-ই তিনি প্রত্যক্ষ করলেন নিজের চোখে। প্রেমবিগ্রহরূপা সেই গোপীদের চরণে নিজের প্রণতি নিবেদন করে তিনি এই কথা বলতে লাগলেন ।। ৫৭ ।। 'এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই গোপবধূদের শরীর ধারণই সার্থক ; কারণ এঁরা সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমময় দিব্য মহাভাবে স্থিত হয়েছেন। প্রেমের এই উচ্চতম স্থিতি শুধুমাত্র সংসারভয়ে ভীত মুমুক্ষুজনেদেরই নয়, পরন্তু উচ্চ কোটির মুনি, মুক্তমহাপুরুষ তথা আমাদের মতো ভক্তদের পক্ষেও এখনও পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষিতই রয়ে গেছে, কিন্তু এর প্রাপ্তি ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে, অনন্তমহিমাশালী ভগবানের লীলা কথায় যাঁর ঐকান্তিক আসক্তি, পরম প্রীতি জন্মেছে, তাঁর উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, উপনয়নাদি-সংস্কার, যাগ-যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্মে দীক্ষা ইত্যাদির কোনো প্রয়োজনই নেই। অপরপক্ষে, ভগবৎ-কথায় যার রুচি জন্মায়নি, তার বহু মহাকল্প যাবৎ বারবার ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা)-রূপে জাত হয়েই বা কী লাভ ? ৫৮ ।। বনচরী, শাস্ত্রীয় আচারাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, পশুপালক-কুলে উৎপন্ন এই গ্রাম্য ব্রজরমণীরাই বা কোথায়, আর সচ্চিদানন্দঘন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই অনন্য পরম প্রেমই বা কোথায় ? ধন্য, ধন্য ! এ থেকে এই কথাই সিদ্ধ হয় যে, যদি কেউ ঈশ্বরের স্বরূপ-মাহাত্ম্যাদি তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও শুধু তাঁকে একান্তরূপে ভালোবেসে তাঁর ভজনা করে, তাহলে তিনি স্বয়ং নিজ কৃপাশক্তিতে তার পরম কল্যাণ বিধান করেন, ঠিক যেমন কেউ যদি না জেনেও অমৃত পান করে, তাহলেও শুধু অমৃতের বস্তুশক্তিতেই সেই ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করে।। ৫৯ ।। রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজাঙ্গনাদের কণ্ঠে নিজের বাহুদণ্ড সংস্থাপন করে এঁদের মনোরথ পূর্ণ করেছিলেন। ভগবানের যে কৃপাপ্রসাদ, যে পরমানুরাগ এঁরা লাভ করেছিলেন, ভগবানের প্রতি একান্ত প্রণয়শালিনী, তাঁর বক্ষঃস্থল-নিবাসিনী নিত্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীও তা প্রাপ্ত হননি। তাঁর পূজারিণী কমলকান্তি কমলগন্ধা দিব্যাঙ্গনারাও তা লাভ করতে সমর্থ হননি, অন্য নারীদের তো কথাই নেই।। ৬০ ।। আমি যদি এই বৃন্দাবনে কোনো গুল্ম, লতা অথবা ওষধি হতে পারি, আহা, তাহলে জীবন ধন্য মানি।

যা বৈ শ্রিয়ার্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ-
র্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্।
কৃষ্ণস্য তদ্ ভগবতশ্চরণারবিন্দং
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্।। ৬২

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।। ৬৩

শ্রীশুক উবাচ

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাশার্হো যাস্যন্নারুরুহে রথম্।। ৬৪

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়নপাণয়ঃ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ।। ৬৫

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু।। ৬৬

কারণ, তাহলে এই ব্রজাঙ্গনাদের চরণধূলিকণা নিরন্তর সেবন করার সৌভাগ্য হয়। সত্যিই ধন্য এই গোপ-নারীরা ! যা ত্যাগ করা অতি দুঃসাধ্য, সেই আত্মীয়স্বজন এবং বেদ-শাস্ত্রোক্ত এবং লোকাচারসম্মত আর্য-মর্যাদা (শাস্ত্র নিয়মানুসারী ধর্মপথ) পরিত্যাগ করে এঁরা ভগবান মুকুন্দের পথ, তার প্রতি প্রেমে তন্ময় হয়ে একমাত্র তাঁকেই সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছেন। ভগবানের নিঃশ্বাসভূত যে শ্রুতি (উপনিষদাদিসহ সমগ্র বেদবাণী) তাতেও এই পথেরই, ভগবানের প্রেমস্বরূপতার, আনন্দ-স্বরূপতারই অনুসন্ধান করা হয়েছে।। ৬১ ।। স্বয়ং ভগবতী লক্ষ্মীদেবী যার অর্চনা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি আপ্তকাম দেবতাগণ এবং মহান যোগেশ্বরগণ নিজেদের হৃদয়ে নিরন্তর যা ধ্যান করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই দুর্লভ চরণারবিন্দ রাসমণ্ডলীতে এই গোপীগণ নিজেদের বক্ষে ধারণ করে এবং আলিঙ্গন করে নিজেদের সন্তাপ দূর করেছিলেন।। ৬২ ।। ভগবান শ্রীহরির পুণ্য লীলাকথা যাঁদের কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হয়ে ত্রিভুবনের সর্ব কলুষ বিনাশ করে, পবিত্র করে সর্ব লোককে—সেই নন্দনব্রজ-স্ত্রীগণের চরণধূলির (একটিমাত্র কণা) বন্দনা করি আমি বারংবার নতশিরে। (সর্বকালের সর্বলোকের অসীম সৌভাগ্য যে এই ব্রজললনাগণ ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে এক অচিন্তনীয় প্রেমসম্পদ-ভাণ্ডারের অর্গল উন্মুক্ত করে দিয়ে গেলেন)।। ৬৩ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! অনন্তর দাশার্হ উদ্ধব মথুরায় প্রত্যাবর্তনের জন্য গোপীগণ, মা যশোদা এবং নন্দমহারাজের অনুমতি নিলেন এবং অন্যান্য গোপেদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে যাত্রা করার জন্য রথে আরোহণ করলেন।। ৬৪ ।। এইভাবে তিনি যাত্রা করে বহির্গত হলে নন্দাদি গোপগণ বহুবিধ উপহারদ্রব্য হাতে নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং সজল চোখে গভীর অনুরাগের সঙ্গে তাঁকে বলতে লাগলেন— ।। ৬৫ ।। 'উদ্ধব ! এখন আমাদের একমাত্র কামনা, আমাদের মনের (সংকল্প-বিকল্পাদি) সকল বৃত্তি যেন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রিত থাকে। আমাদের বাক্য যেন নিত্য-নিরন্তর তাঁর নাম উচ্চারণে রত থাকে

কর্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গল্যাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে।। ৬৭

এবং শরীর যেন তাঁকে প্রণাম তথা তাঁর আজ্ঞাপালন-সেবাদিতে নিযুক্ত থাকে।। ৬৬ ।। আমরা মোক্ষের অভিলাষী নই, ভগবানের ইচ্ছায় নিজেদের কর্ম-অনুসারে যে কোনো যোনিতে, যে কোনো সমাজে আমাদের জন্ম হোক, সেখানেই যেন শুভ আচরণ করি, দানাদি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করি এবং তার ফল হিসাবে যেন আমাদের নিজেদের প্রভু, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমাদের প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়'।। ৬৭ ।।

এবং সভাজিতো গোপৈঃ কৃষ্ণভক্ত্যা নরাধিপ।
উদ্ধবঃ পুনরাগচ্ছন্মথুরাং কৃষ্ণপালিতাম্।। ৬৮

মহারাজ পরীক্ষিৎ ! নন্দমহারাজ প্রভৃতি গোপগণ এইভাবে কৃষ্ণভক্তির দ্বারাই উদ্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। এরপর উদ্ধব পুনরায় কৃষ্ণপালিতা মথুরাপুরীতে ফিরে এলেন।। ৬৮ ।। সেখানে এসে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে ব্রজবাসীদের সেই অসাধারণ প্রেমপূর্ণ ভক্তিভাব—যার প্রকাশ তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, —তার কথা নিবেদন করলেন। এরপর তিনি নন্দাদি গোপগণ যে সব উপহার প্রেরণ করেছিলেন, সেগুলি শ্রীকৃষ্ণ তথা বসুদেব, বলরাম এবং রাজা উগ্রসেনকে সমর্পণ করলেন।। ৬৯ ।।

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাম্।
বসুদেবায় রামায় রাজ্ঞে চোপায়নান্যদাৎ।। ৬৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] পূর্বার্ধে উদ্ধবপ্রতিযানে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ৪৭ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে উদ্ধব-প্রতিগমন-বর্ণনাবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৪৭ ।।

---

[১]ধো উদ্ধব.।

অথাষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের কুব্জা এবং অক্রূরের গৃহে গমন

শ্রীশুক[১] উবাচ

অথ বিজ্ঞায় ভগবান্ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ।
সৈরন্ধ্র্যাঃ কামতপ্তায়াঃ প্রিয়মিচ্ছন্ গৃহং যযৌ॥ ১

মহার্হোপস্করৈরাঢ্যং কামোপায়োপবৃংহিতম্।
মুক্তাদামপতাকাভির্বিতানশয়নাসনৈঃ ।
ধূপৈঃ সুরভিভির্দীপৈঃ স্রগ্গন্ধৈরপি[২] মণ্ডিতম্॥ ২

গৃহং তমায়ান্তমবেক্ষ্য সাহঽসনাৎ
সদ্যঃ সমুত্থায় হি[৩] জাতসম্ভ্রমা।
যথোপসঙ্গম্য সখীভিরচ্যুতং
সভাজয়ামাস সদাসনাদিভিঃ॥ ৩

তথোদ্ধবঃ সাধু তয়াভিপূজিতো
ন্যষীদদুর্ব্যামভিমৃশ্য চাসনম্।
কৃষ্ণোঽপি তূর্ণং শয়নং মহাধনং
বিবেশ লোকাচরিতান্যনুব্রতঃ॥ ৪

সা মজ্জনালেপদুকূলভূষণ-
স্রগ্গন্ধতাম্বূলসুধাসবাদিভিঃ ।
প্রসাধিতাত্মোপসসার মাধবং
সব্রীড়লীলোৎস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈঃ ॥ ৫

আহূয় কান্তাং নবসঙ্গমহ্রিয়া
বিশঙ্কিতাং কঙ্কণভূষিতে করে।
প্রগৃহ্য শয্যামধিবেশ্য রাময়া
রেমেঽনুলেপার্পণপুণ্যলেশয়া ॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এরপর সর্বাত্মা, সর্বদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সৈরিন্ধ্রী কুব্জা তাঁর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় একান্ত ব্যাকুল হয়ে রয়েছে জেনে তার প্রিয়-সম্পাদন অর্থাৎ অভিলাষ পূরণের ইচ্ছায় তার গৃহে গমন করলেন॥ ১ ॥ কুব্জার সেই গৃহটি মহামূল্য সামগ্রীসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। আদিরসোদ্দীপক নানাপ্রকার চিত্রাদি গৃহসজ্জা দ্রব্য সেখানে শোভা পাচ্ছিল। মুক্তার মালা, পতাকা, চন্দ্রাতপ, শয্যা, আসন, সুগন্ধি ধূপ, দীপ, পুষ্পমাল্য এবং চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে সমগ্র গৃহটিই অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত ছিল॥ ২ ॥ ভগবানকে নিজ গৃহে আসতে দেখে কুব্জা ব্যস্তভাবে নিজের আসন থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল এবং সখীদের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে এসে তাঁকে যথোচিত স্বাগত-অভ্যর্থনা জানিয়ে সুন্দর আসনাদি নিবেদন করে তাঁর পূজা করল॥ ৩ ॥ কুব্জা ভগবানের সঙ্গে আগত তাঁর পরম ভক্ত উদ্ধবকেও সম্যক্ সমাদর করল। তিনি অবশ্য তার দেওয়া আসনটি শুধুমাত্র স্পর্শ করে ভূমিতেই উপবেশন করলেন (নিজের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সামনে আসনে উপবেশন তিনি উচিত মনে করলেন না)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও লোকাচারের অনুসরণে কালবিলম্ব না করে সেই বহুমূল্য শয্যায় উপবিষ্ট হলেন॥ ৪ ॥ তখন কুব্জা স্নান, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, অলংকার, মালা, সুগন্ধ, তাম্বূল, সুধাসব প্রভৃতি দ্বারা নিজ দেহের প্রসাধন সম্পাদন করে লীলাপূর্ণ সলজ্জ হাসি এবং হাব-ভাবের সঙ্গে ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে করতে তাঁর কাছে এল॥ ৫ ॥ তখনও অবশ্য নবসঙ্গমের লজ্জা এবং ভীরুতায় কুব্জা কিছুটা সংকুচিত হয়ে ছিল। তাই ভগবান স্বহস্তে তার কঙ্কণশোভিত কর গ্রহণ করে তাকে শয্যায় বসালেন এবং তার সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন। পরীক্ষিৎ ! এই জন্মে কুব্জা কেবল শ্রীভগবানকে অঙ্গরাগ অর্পণ করেছিল, সেই একটি শুভকর্মের ফলেই তার এই অনুপম সৌভাগ্য লাভ

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]সুগন্ধৈরপি। [৩]সুজাত

সানঙ্গতপ্তকুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণো-
জিঘ্রন্ত্যনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী।
দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্ত-
মানন্দমূর্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্ ॥ ৭

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্।
অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত॥ ৮

আহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া।
রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ॥ ৯

তস্যৈ কামবরং দত্ত্বা মানয়িত্বা চ মানদঃ।
সহোদ্ধবেন সর্বেশঃ স্বধামাগমদর্চিতম্[১]॥ ১০

দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্বেশ্বরেশ্বরম্।
যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ॥ ১১

অক্রূরভবনং কৃষ্ণঃ সহরামোদ্ধবঃ প্রভুঃ।
কিঞ্চিচ্চিকীর্ষয়ন্ প্রাগাদক্রূরপ্রিয়কাম্যয়া॥ ১২

স তান্ নরবরশ্রেষ্ঠানারাদ্ বীক্ষ্য স্ববান্ধবান্।
প্রত্যুত্থায় প্রমুদিতঃ পরিষ্বজ্যাভ্যনন্দত[২]॥ ১৩

ননাম কৃষ্ণং রামং চ স তৈরপ্যভিবাদিতঃ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহান্॥ ১৪

পাদাবনেজনীরাপো ধারয়ঞ্ছিরসা নৃপ।
অর্হণেনাম্বরৈর্দিব্যৈর্গন্ধস্রগ্ভূষণোত্তমৈঃ॥ ১৫

হল॥ ৬ ॥ কুব্জা শ্রীভগবানের চরণকমল নিজের কামসন্তপ্ত হৃদয়, বক্ষঃস্থল এবং নেত্রদ্বয়ে স্থাপন করে তার দিব্যসুগন্ধ আঘ্রাণ করতে লাগল এবং এইভাবে সে তার জীবনের সব ব্যথা মুছে ফেলতে লাগল। বক্ষঃস্থললগ্ন আনন্দমূর্তি দয়িতকে নিজের ভুজদ্বয়ের দ্বারা গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে, সুদীর্ঘকাল ধরে তার যত দুঃখ, যত জ্বালা জমেছিল, তা থেকে মুক্ত হল সে॥ ৭ ॥ পরীক্ষিৎ ! কুব্জা তো কেবলমাত্র অঙ্গরাগ দিয়েছিল। তারই ফলে সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে সে পেয়েছিল, যিনি কেবল দুর্লভই নন, কৈবল্যমোক্ষদাতাও বটেন। কিন্তু দুর্ভাগিনী সে তাঁর কাছে (ব্রজগোপীদের মতো সেবাধিকার প্রার্থনা না করে) এই যাচ্ঞা করল॥ ৮ ॥ 'প্রিয়তম ! আপনি কয়েকদিন এখানে আমার সঙ্গে থাকুন এবং আনন্দে বিহার করুন। হে কমলনয়ন ! আমি আপনার সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কথা ভাবতেও পারছি না'॥ ৯ ॥ পরীক্ষিৎ ! ভগবান সর্বেশ্বর হয়েও সকলকেই সম্মান দেন। তিনি কুব্জার অভীষ্ট বরদান করে তার পূজা স্বীকার করলেন। পরে তিনি উদ্ধবের সঙ্গে সকলের পূজিত নিজ ভবনে ফিরে এলেন॥ ১০ ॥ ভগবান ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, জীবের পক্ষে তাঁকে আরাধনায় প্রসন্ন করাও অতি দুঃসাধ্য কাজ। সেই তাঁকে কেউ সম্যক্ আরাধনা করেও যদি তাঁর কাছে বিষয় সুখ প্রার্থনা করে, তাহলে তার বুদ্ধি একেবারেই অপরিপক্ক অথবা সে কুবুদ্ধিসম্পন্ন ; কারণ বিষয়সুখ প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত হেয়, তুচ্ছ, এত ক্ষণস্থায়ী, যে নেই বললেই চলে॥ ১১ ॥

পরে একদিন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম এবং উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে অক্রূরের প্রিয়সাধনের ইচ্ছায় এবং তাঁকে দিয়ে একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করানোর জন্য তাঁর গৃহে গমন করলেন॥ ১২ ॥ অক্রূর দূর থেকেই নিজের পরম বান্ধব নরবরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং উদ্ধবকে আসতে দেখে দ্রুত উঠে এগিয়ে গেলেন এবং আনন্দের সঙ্গে তাঁদের অভিনন্দন ও আলিঙ্গন করলেন॥ ১৩ ॥ অক্রূর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নমস্কার করলে উদ্ধব-সহ তাঁরাও তাঁকে প্রতি নমস্কার করলেন। এরপর তাঁরা আসন পরিগ্রহ করলে তিনি যথাবিধি তাঁদের পূজা করলেন॥ ১৪ ॥ প্রথমে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পদ-প্রক্ষালন করে সেই চরণোদক নিজ মস্তকে ধারণ করলেন। তার পর বহুবিধ পূজাসামগ্রী, দিব্য বস্ত্র, গন্ধ,

[১]দৃদ্ধিমৎ। [২]বাচা চ।

অর্চিত্বা শিরসাঽঽনম্য[1] পাদাবঙ্কগতৌ মৃজন্।
প্রশ্রয়াবনতোঽক্রূরঃ কৃষ্ণরামাবভাষত ॥ ১৬
দিষ্ট্যা পাপো হতঃ কংসঃ সানুগো বামিদং কুলম্।
ভবদ্ভ্যামুদ্ধৃতং কৃচ্ছ্রাদ্ দুরন্তাচ্চ সমেধিতম্॥ ১৭
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতূ জগন্ময়ৌ।
ভবদ্ভ্যাং ন বিনা কিঞ্চিৎ পরমস্তি ন চাপরম্॥ ১৮
আত্মসৃষ্টমিদং বিশ্বমন্বাবিশ্য স্বশক্তিভিঃ[2]।
ঈযতে বহুধা ব্রহ্মন্ শ্রুতপ্রত্যক্ষগোচরম্ ॥ ১৯
যথা হি ভূতেষু চরাচরেষু
মহ্যাদয়ো যোনিষু ভান্তি নানা।
এবং ভবান্ কেবল আত্মযোনি-
ষ্বাত্মাঽঽত্মতন্ত্রো বহুধা বিভাতি॥ ২০
সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং
রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ।
ন বধ্যসে তদ্‌গুণকর্মভির্বা
জ্ঞানাত্মনস্তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ॥ ২১
দেহাদ্যুপাধেরনিরূপিতত্বাদ্
ভবো ন সাক্ষান্ন ভিদাঽঽত্মনঃ স্যাৎ।
অতো ন বন্ধস্তব নৈব মোক্ষঃ
স্যাতাং নিকামস্ত্বয়ি নোঽবিবেকঃ॥ ২২
ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ।
বাধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভি-
স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্তি॥ ২৩
স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ।
অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশ-
রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্॥ ২৪

মাল্য, উত্তম অলংকারাদির দ্বারা তাঁদের পূজা করলেন, মাথা নত করে প্রণাম করলেন এবং তাঁদের চরণ নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করে মার্জন করতে (হাত বুলিয়ে দিতে) লাগলেন এবং বিনয়াবনত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে জিজ্ঞাসা করলেন— ॥ ১৫-১৬ ॥ ভগবন্ ! অত্যন্ত সৌভাগ্য এবং আনন্দের বিষয় যে, পাপী কংস নিজের অনুগামীদের সঙ্গে নিহত হয়েছে। আপনারা দুজনে তাদের বধ করে যদুবংশকে গভীর সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন তথা এই কুলকে উন্নত এবং সমৃদ্ধ করেছেন॥ ১৭ ॥ আপনারা দুজন জগতের কারণ এবং জগদ্রূপ, আদিপুরুষ আপনারা। আপনাদের অতিরিক্ত কোনো পদার্থ নেই, কোনো কারণ বা কার্যও নেই॥ ১৮ ॥ পরমাত্মন্ ! আপনি নিজ-শক্তিতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের (সেইসব কাল-মায়াদি) শক্তিসমূহের দ্বারা এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে দর্শন ও শ্রবণযোগ্য সমস্ত পদার্থরূপে প্রতীত হচ্ছেন॥ ১৯ ॥ যেমন পৃথিবী প্রভৃতি কারণ-তত্ত্ব থেকে সে-সবের কার্য স্থাবর-জঙ্গম শরীর উৎপন্ন হয়, সেই কারণতত্ত্বগুলি কার্যসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অনেক রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কারণ রূপটিই স্বরূপ ; সেই রকম যদিও একমাত্র তত্ত্ব আপনিই, তথাপি নিজ কার্যরূপ জগতে স্বেচ্ছায় অনেক রূপে প্রতীত হচ্ছেন। এ আপনার লীলামাত্র॥ ২০ ॥ প্রভু ! আপনি রজঃ, সত্ত্ব এবং তমোগুণরূপ নিজের শক্তির দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করে থাকেন। কিন্তু আপনি ওই গুণসমূহের বা তাদের কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না। কারণ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আপনার বন্ধনের কারণ কোথাও কিছুই হতে পারে না॥ ২১ ॥ আত্মবস্তুতে স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ প্রভৃতি উপাধি না থাকায় তাতে জন্ম-মৃত্যু বা কোনোপ্রকারের ভেদভাবও নেই। এইজন্যই আপনার বন্ধনও নেই মোক্ষও নেই। কেবলমাত্র অবিবেকবশতই আমাদের নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে আপনাতে বন্ধন বা মোক্ষ কল্পিত হয়ে থাকে॥ ২২ ॥ জগতের কল্যাণের জন্য আপনি এই সনাতন বেদমার্গ প্রকাশ করেছেন। যখনই পাষণ্ডমতের অনুসারী অসৎ দুর্জনদের দ্বারা এই বেদপথের ক্ষতি সংঘটিত হয়, এর ওপর আঘাত আসে, তখনই আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর গ্রহণ করেন॥ ২৩ ॥ প্রভু ! সেই আপনিই বর্তমানে নিজ অংশ শ্রীবলরামের

[1]সা তস্য। [2]স্থিতঃ।

অদ্যেশ নো বসতয়ঃ খলু ভূরিভাগা
যঃ সর্বদেবপিতৃভূতনৃদেবমূর্তিঃ।
যৎ পাদশৌচসলিলং ত্রিজগৎ পুনাতি
স ত্বং জগদ্গুরুরধোক্ষজ যাঃ প্রবিষ্টঃ॥ ২৫

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥ ২৬

দিষ্ট্যা জনার্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো
যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ।
ছিন্ধ্যাশু নঃ সুতকলত্রধনাপ্তগেহ-
দেহাদিমোহরশনাং ভবদীয়মায়াম্॥ ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যর্চিতঃ সংস্তুতশ্চ ভক্তেন ভগবান্ হরিঃ।
অক্রূরং সস্মিতং প্রাহ গীর্ভিঃ সম্মোহয়ন্নিব॥ ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং নো গুরুঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাঘ্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা।
বয়ং তু রক্ষ্যাঃ পোষ্যাশ্চ অনুকম্প্যাঃ প্রজা হি বঃ॥ ২৯

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ॥ ৩০

সঙ্গে পৃথিবীর ভার হরণের জন্য এখানে বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। অসুরদের অংশে পৃথিবীতে উৎপন্ন রাজা-নামধারী অত্যাচারীদের শত শত অক্ষৌহিণী সেনা আপনি সংহার করবেন এবং যদুকুলের যশ বিস্তার করবেন॥ ২৪ ॥ হে ইন্দ্রিয়াতীত পরমেশ্বর ! সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ, ভূতগণ ও রাজবৃন্দ আপনারই মূর্তি। আপনার চরণ-প্রক্ষালন-জলভূতাসুরধুনী গঙ্গা ত্রিভুবন পবিত্র করেন। আপনি সর্বজগতের পিতা, সকলের গুরু। সেই আপনি আজ আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন, আমার গৃহ আজ পবিত্র হয়ে গেছে, অসীম সৌভাগ্যে ধন্য হয়ে গেছে॥ ২৫ ॥ প্রেমিক ভক্তগণের পরম প্রিয় আপনি, সত্যবক্তা, অকারণ সুহৃৎ, কৃতজ্ঞ ; আপনার উদ্দেশে কেউ সামান্যতম ভজন বা দ্রব্য নিবেদন করলে আপনি তা কখনো বিস্মৃত হন না। সুতরাং কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষ আপনাকে ছেড়ে অন্যের শরণাপন্ন হবে ? আপনি আপনার ভজনাকারী শোভন হৃদয় ভক্তগণের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করে থাকেন। এমনকি যার কখনো ক্ষয় বা বৃদ্ধি নেই, যা সর্বদা একরূপ সেই আত্মস্বরূপতা পর্যন্ত প্রদান করেন॥ ২৬ ॥ ভক্ত-দুঃখহারী জন্মমৃত্যু বন্ধনচ্ছেদনকারী হে জনার্দন ! মহান যোগেশ্বর অথবা সুরেশ্বরগণও আপনার স্বরূপ জানতে পারেন না। সেই আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে আমরা ধন্য হয়ে গেছি, আমাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। প্রভু ! আমরা স্ত্রী, পুত্র, ধন, স্বজন, গৃহ, দেহ প্রভৃতি মোহপাশে বদ্ধ হয়ে আছি। এওতো আপনারই মায়া। আপনি কৃপা করে এই সুদৃঢ় বন্ধন শীঘ্র ছেদন করুন॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভক্তপ্রবর অক্রূর এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা এবং স্তুতি করলে তিনি সহাস্যে মধুর বাণীতে তাঁকে যেন মোহিত করে বললেন॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান বললেন—তাত ! আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য আপনি। আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বলকারী প্রশংসনীয় পুরুষ। আমাদের নিত্যহিতৈষী আপনি। আমরা তো আপনার সন্তান-তুল্য, সর্বদাই আপনার পোষণ এবং অনুকম্পার পাত্র॥ ২৯ ॥ যে সব ব্যক্তি নিজেদের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন তাদের উচিত আপনাদের মতো পরম পূজনীয় মহাভাগ সাধুদের নিত্য সেবা করা। সাধু ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের অপেক্ষাও মহত্তর, কারণ দেবতাদের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ৩১

স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়াঞ্ছ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া।
জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্ব ত্বং গজাহ্বয়ম্॥ ৩২

পিতর্যুপরতে বালাঃ সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ।
আনীতাঃ স্বপুরং রাজ্ঞা বসন্ত ইতি শুশ্রুম॥ ৩৩

তেষু রাজাম্বিকাপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু দীনধীঃ।
সমো ন বর্ততে নূনং দুষ্পুত্রবশগোঽন্ধদৃক্॥ ৩৪

গচ্ছ জানীহি তদ্‌বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা।
বিজ্ঞায় তদ্ বিধাস্যামো যথা শং সুহৃদাং ভবেৎ॥ ৩৫

ইত্যক্রূরং সমাদিশ্য ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
সঙ্কর্ষণোদ্ধবাভ্যাং বৈ ততঃ স্বভবনং যযৌ॥ ৩৬

আছে, কিন্তু সাধুদের মধ্যে তা নেই॥ ৩০ ॥ জলময় (নদী, সরোবর প্রভৃতি) তীর্থগুলিই কেবলমাত্র তীর্থ নয় (সাধুরাও তীর্থস্বরূপ), মৃন্ময়, শিলাময় মূর্তিগুলিই কেবলমাত্র দেবতা নয় (সাধুরাও দেবতা)। দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করলে তবেই এই সকল তীর্থ বা দেবতা (সেবক-সাধককে) পবিত্র করেন। কিন্তু সাধুরা দর্শনমাত্রই পবিত্র করে থাকেন॥ ৩১ ॥ পিতৃব্য ! আমাদের হিতৈষী আত্মীয়বান্ধবগণের মধ্যে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেইজন্য আপনি পাণ্ডবদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং তাদের কুশল-জিজ্ঞাসার জন্য হস্তিনাপুরে গমন করুন॥ ৩২ ॥ আমরা শুনেছি যে, পিতা পাণ্ডু তাদের শিশুকালে পরলোকগমন করলে মাতা কুন্তীদেবীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অত্যন্ত কষ্টে পড়েছিল। এখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাদের নিজ রাজধানী হস্তিনাপুরে নিয়ে এসেছেন এবং তারা নাকি সেখানেই বাস করছে॥ ৩৩ ॥ আপনি তো জানেনই যে, অম্বিকাপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র শুধু অন্ধই নন, তাঁর মনোবলও যথেষ্ট কম। তাঁর পুত্র দুর্যোধন অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির, ধৃতরাষ্ট্র তার বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে নিশ্চয়ই নিজপুত্রদের সমান ব্যবহার করতে পারছেন না॥ ৩৪ ॥ সেইজন্য আপনি গিয়ে নিজে ধারণা করে আসুন যে, তাদের অবস্থা এখন ভালো অথবা মন্দ। আপনার কাছ থেকে তা জেনে আমরা এবিষয়ে সেইরকম ব্যবস্থা নেব যাতে বন্ধুদের মঙ্গল হয়॥ ৩৫ ॥ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে এইরূপ আদেশ দিয়ে বলরাম ও উদ্ধবের সঙ্গে সেখান থেকে নিজ ভবনে গমন করলেন॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] পূর্বার্ধে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

---

[১]শ্লোঃ৪৮চ.।

অথৈকোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন

শ্রীশুক[1] *উবাচ*

স গত্বা হাস্তিনপুরং পৌরবেন্দ্রযশোঽঙ্কিতম্।
দদর্শ তত্রাম্বিকেয়ং সভীষ্মং বিদুরং পৃথাম্॥ ১

সহপুত্রং চ বাহ্লীকং ভারদ্বাজং সগৌতমম্।
কর্ণং সুযোধনং দ্রৌণিং পাণ্ডবান্ সুহৃদোঽপরান্॥ ২

যথাবদুপসঙ্গম্য বন্ধুভির্গান্দিনীসুতঃ।
সম্পৃষ্টস্তৈঃ সুহৃদ্বার্তাং স্বয়ংচাপৃচ্ছদব্যয়ম্॥ ৩

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞো বৃত্তবিবিৎসয়া।
দুষ্প্রজস্যাল্পসারস্য[2] খলচ্ছন্দানুবর্তিনঃ॥ ৪

তেজ ওজো বলং বীর্যং প্রশ্রয়াদীংশ্চ সদ্‌গুণান্।
প্রজানুরাগং পার্থেষু ন সহদ্ভিশ্চিকীর্ষিতম্॥ ৫

কৃতং চ ধার্তরাষ্ট্রৈর্যদ্ গরদানাদ্যপেশলম্।
আচখ্যৌ সর্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদুর এব চ॥ ৬

পৃথা তু ভ্রাতরং প্রাপ্তমক্রূরমুপসৃত্য তম্।
উবাচ জন্মনিলয়ং স্মরন্ত্যশ্রুকলেক্ষণা॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবানের আজ্ঞা অনুসারে অক্রূর হস্তিনাপুরে গেলেন। সেখানকার প্রতিটি বস্তুতে পুরুবংশীয় নরপতিদের অমরকীর্তি অঙ্কিত। তিনি সেখানে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, কুন্তী, পুত্র সোমদত্ত-সহ বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব তথা অন্যান্য বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করলেন॥ ১-২ ॥ গান্দিনীনন্দন অক্রূর সেই আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে যথোচিত রীতিতে (প্রণাম আলিঙ্গনাদি বিনিময়ের মাধ্যমে) মিলিত হলে তাঁরা তাঁর কাছে নিজেদের মথুরাবাসী আত্মীয়স্বজনদের খবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সেসব জানিয়ে অক্রূরও হস্তিনাপুরস্থ সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন॥ ৩ ॥ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন তা জানার জন্য অক্রূর সেখানে কয়েকমাস রইলেন। সত্যি বলতে কী, নিজের দুর্বৃত্ত পুত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহসও ধৃতরাষ্ট্রের ছিল না। তিনি শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি দুর্বুদ্ধি খলেদের পরামর্শেই চলতেন॥ ৪ ॥ কুন্তী এবং বিদুর অক্রূরকে জানালেন যে, দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা পাণ্ডবদের প্রভাব, শস্ত্রবিদ্যা-নৈপুণ্য, বল, বীর্য তথা বিনয়াদি সদ্‌গুণ সহ্য করতে না পেরে ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরছে। প্রজারা পাণ্ডবদেরই বেশি ভালোবাসে, এই সত্যটি তাদের চিত্তদাহ আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং তারা পাণ্ডবদের অনিষ্টসাধনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে। এ পর্যন্ত তারা পাণ্ডবদের বিষদান প্রভৃতি অনেকরকম ভয়ংকর শত্রুতা ও অন্যায় করেছে এবং পরেও করবে বলে পরিকল্পনা করছে॥ ৫-৬ ॥

অক্রূর যখন কুন্তীর গৃহে প্রথম এলেন, তখন তিনি ভ্রাতার (অক্রূরের) কাছে গিয়ে বসলেন। তাঁকে দেখে কুন্তীর জন্মস্থান তথা পিতৃগৃহের কথা স্মরণে এল। জল-ভরা চোখে তিনি তাঁকে বলতে লাগলেন॥ ৭ ॥

---

[1] বাদরায়ণিরুবাচ। [2] বীর্যস্য।

অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ মে।
ভগিন্যো ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ সখ্য এব চ।। ৮

ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ।। ৯

সাপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকাণাং হরিণীমিব।
সান্ত্বয়িষ্যতি মাং বাক্যৈঃ পিতৃহীনাংশ্চ বালকান্।। ১০

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্[১] বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্।। ১১

নান্যত্তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্।
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ।। ১২

নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা।। ১৩

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুস্মৃত্য স্বজনং কৃষ্ণং চ জগদীশ্বরম্।
প্রারুদদ্ দুঃখিতা রাজন্ ভবতাং প্রপিতামহী।। ১৪

সমদুঃখসুখোঽক্রূরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ।
সান্ত্বয়ামাসতুঃ কুন্তীং তৎ পুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ।। ১৫

'সৌম্যদর্শন ভ্রাতা অক্রূর ! আমার মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র, কুলবধূগণ ও সখী-বান্ধবীরা আমাদের মনে রেখেছেন কি ? ৮ ॥ শুনেছি, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান কৃষ্ণ এবং কমললোচন বলরাম অতীব ভক্তবৎসল ও শরণাগতরক্ষক। তাঁরা তাদের পিতৃষ্বসা (পিসিমা) আমার পুত্রদের কথা ভাবেন কি ? ৯ ॥ আমি শত্রুদের মধ্যে পড়ে আছি শোকে আকুল হয়ে, যেন বৃকদের (নেকড়ে বাঘ) মাঝখানে কোনো হরিণী ! আমার পুত্রেরা পিতৃহীন হয়েছে শিশুকালেই। শ্রীকৃষ্ণ কি একবার এসে আমাকে এবং এই অনাথ বালকদের প্রবোধবাক্যে মৌখিক সান্ত্বনাও দেবেন ? ১০ ॥ (শ্রীকৃষ্ণকে যেন সাক্ষাৎ দর্শন করছেন—এইভাবে কুন্তী বলছেন) 'হে কৃষ্ণ ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! হে মহাযোগী ! হে বিশ্বাত্মা ! হে বিশ্বভাবন (সমগ্র বিশ্বের পালক বা জীবনদাতা) ! হে গোবিন্দ ! আমি শিশুপুত্রদের নিয়ে দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করছি অসহায় অবস্থায়। আপনার শরণ নিলাম আমি, রক্ষা করুন আমাকে, আমার সন্তানদের ॥ ১১ ॥ হে শ্রীকৃষ্ণ ! মৃত্যুময় এই সংসারে মৃত্যুভয়নাশক তথা মোক্ষদায়ী একমাত্র আপনারই চরণ। এই সংসারের ভয়ে ভীত যারা তাদের জন্য আপনার চরণকমল ছাড়া অন্য কোনো শরণ, অন্য কোনো সহায় তো আমি দেখছি না।। ১২ ॥ মায়ালেশরহিত পরম শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি স্বয়ং পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, আপনাকে প্রণাম। সর্বযোগাধিপতি সর্বযোগস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার শরণ নিলাম, রক্ষা করুন আমায়, প্রভু' ! ১৩ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ ! তোমার প্রপিতামহী কুন্তী এইভাবে নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরে জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে দুঃখে আকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন।। ১৪ ॥ অক্রূর এবং মহাযশস্বী বিদুর সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু কুন্তীর সুখে ও দুঃখে তাঁরা সহমর্মিতাবশত সমান সুখ ও দুঃখ অনুভব করছিলেন। তাঁরা দুজন কুন্তীকে তাঁর পুত্রদের জন্ম যে বিশিষ্ট দেবতাদের অংশে এবং পৃথিবী থেকে অধর্ম বিনাশের ক্ষেত্রে তাঁদের যে বিশেষ ভূমিকা

[১]গিন্ সর্বাত্মন্ বিশ্বপালক।

যাস্যন্ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্।
অবদৎ সুহৃদাং মধ্যে বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্॥ ১৬

অক্রূর উবাচ

ভো ভো বৈচিত্রবীর্য ত্বং কুরূণাং কীর্তিবর্ধন।
ভ্রাতর্যুপরতে পাণ্ডাবধুনাহহসনমাস্থিতঃ॥ ১৭

ধর্মেণ পালয়ন্নুর্বীং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্।
বর্তমানঃ সমঃ স্বেষু শ্রেয়ঃ কীর্তিমবাপ্স্যসি॥ ১৮

অন্যথা ত্বাচরঁল্লোকে[১] গর্হিতো যাস্যসে তমঃ।
তস্মাৎ সমত্বে বর্তস্ব পাণ্ডবেষ্বাত্মজেষু চ॥ ১৯

নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কর্হিচিৎ কেনচিৎ সহ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ॥ ২০

এক প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোহনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥ ২১

অধর্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেহল্পমেধসঃ।
সম্ভোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ॥ ২২

থাকবে, এইসব আশ্বাস বাক্যে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন॥ ১৫ ॥ পরে মথুরায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক হয়ে অক্রূর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে, ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রদের প্রতি অতি স্নেহবশত পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করেন এবং নিজের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে সমদৃষ্টি করেন না। এখন চলে যাওয়ার আগে কৌরবসভায় ভীষ্মাদি আত্মীয়-বন্ধুবর্গের সামনেই অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি সুহৃদগণের প্রেরিত সৌহার্দ্যপূর্ণ বার্তা বলতে লাগলেন॥ ১৬ ॥

অক্রূর বললেন—হে বিচিত্রবীর্যতনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! কুরুবংশের উজ্জ্বল কীর্তি আপনার সুকৃতিতে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। বিশেষত এখন যেহেতু ভ্রাতা পাণ্ডুর মৃত্যু হওয়াতে আপনিই সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, আপনার এ বিষয়ে (কুরুবংশের সুনাম বৃদ্ধি) দৃষ্টি দেওয়া উচিত॥ ১৭ ॥ ধর্ম-অনুসারে পৃথিবীর পালন, সদ্ব্যবহারের দ্বারা প্রজানুরঞ্জন এবং স্বজনদের সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বা সমভাব অবলম্বনের দ্বারা আপনি মঙ্গল ও কীর্তি (ইহলোকে যশ ও পরলোকে সদ্‌গতি) লাভ করবেন॥ ১৮ ॥ এর বিপরীত আচরণ করলে ইহলোকেও যেমন আপনার নিন্দা হবে, তেমনি পরলোকেও আপনাকে নরকে যেতে হবে। সুতরাং আপনি পাণ্ডবগণ ও নিজ পুত্রদের মধ্যে সমভাবাপন্ন থাকবেন॥ ১৯ ॥ মহারাজ ! আপনি তো জানেনই যে, এই সংসারে কখনো কোথাও কেউ কারো সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারে না। যার সঙ্গে বর্তমানে সংযোগ আছে, ভবিষ্যতে তার সঙ্গে বিয়োগ ঘটতে বাধ্য। এ কথা নিজের শরীরের সম্পর্কে পর্যন্ত সম্পূর্ণ সত্য ; স্ত্রী, পুত্র, বিষয়-সম্পদ ইত্যাদির কথা তো বলাই বাহুল্য॥ ২০ ॥ জীব জন্মায় একা, একা-ই মারা যায়। নিজের পুণ্যকর্মের ফলও একাই ভোগ করে, দুষ্কর্মের ফলও তাকে একাই ভুগতে হয়॥ ২১ ॥ জলচর কোনো কোনো প্রাণীর দেহ-রস (যা প্রধানত জল) যেমন তারই শাবকেরা শোষণ করে নেয় (ফলে জন্মদাতা প্রাণীটির মৃত্যু হয়), ঠিক তেমনভাবেই

[১]হ্যা.।

পুষ্ণাতি যানধর্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতম্।
তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ।। ২৩

মূর্খ ব্যক্তির অধর্মপথে অর্জিত বিষয় তারই স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি তথাকথিত আপনজনেরা, —'আমরা তোমার আত্মীয়, সুতরাং আমাদের ভরণ-পোষণ করা তোমার কর্তব্য'—এই ধরনের বিভিন্ন ছলে সম্পূর্ণ রূপেই নিজেরা অপহরণ করে নেয়।। ২২ ।। অজ্ঞ ব্যক্তি যাদের আপন-বোধে অধর্ম-আশ্রয় করেও পালন-পোষণ করে, সেই প্রাণ, ধন-সম্পদ ও পুত্রাদি,—সে অতৃপ্ত থাকতেই (তার ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ না হতেই) তাকে ছেড়ে চলে যায়।। ২৩ ।।

স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ।
অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্মবিমুখস্তমঃ।। ২৪

সেই ধর্মবিমুখ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজের লৌকিক স্বার্থও বোঝে না (কাম ও অর্থ—এই দুই লৌকিক পুরুষার্থও তার সিদ্ধ হয় না)। যাদের জন্য সে অধর্ম করে, তারা তো তাকে পরিত্যাগ করবেই, সে নিজেও কোনোদিন সন্তোষ অনুভব করবে না, আর মৃত্যুর পর নিজের পাপের বোঝা নিয়ে তাকে যেতে হবে ঘোর নরকে।। ২৪ ।।

তস্মাল্লোকমিমং রাজন্ স্বপ্নমায়ামনোরথম্।
বীক্ষ্যায়ম্যাত্মনাঽঽত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো।। ২৫

সুতরাং, হে রাজন্ ! এই সংসার যে স্বপ্ন, মায়া তথা মানসিক কল্পলোকের মতো অনিত্য, তা অবধারণ করে নিজের শক্তিতে মনকে সংযত করুন, মমতার বশবর্তী হয়ে পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আপনার সেই সামর্থ্য আছে ; সমদৃষ্টিসম্পন্ন হোন, (কাম-ক্রোধাদি) রিপুদের জয় করে সংসারের দিক থেকে উপরতি (অনাসক্তি) অবলম্বন করে শান্ত হয়ে যান।। ২৫ ।।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভবান্।
তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্ত্যঃ প্রাপ্য যথামৃতম্।। ২৬

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে দানপতি অক্রূর ! আপনি যা কিছু বললেন তা আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর, সর্বথা শ্রেয়োজনক। যেমন মৃত্যুগ্রস্ত জীব অমৃতলাভ করলে তার দ্বারা কিছুতেই তৃপ্ত হতে চায় না, তেমনি আমিও আপনার এই বাক্য শুনে তৃপ্ত হতে পারছি না, আমার আরও শোনবার আকাঙ্ক্ষা জন্মাচ্ছে।। ২৬ ।।

তথাপি সূনৃতা সৌম্য হৃদি ন স্থীয়তে চলে।
পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা।। ২৭

তথাপি হে সৌম্য ! আমার মন চঞ্চল এবং পুত্রস্নেহে এমনই বিষম দশায় উপনীত যে আপনার এই প্রিয়-সত্যভাষণ আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পারছে না। স্ফটিক পর্বতের শিখরে বিদ্যুতের চমক যেমন মুহূর্তকালের জন্য তীব্র আলোকে সব কিছু উজ্জ্বল করে তোলে কিন্তু পরক্ষণেই আবার সব পূর্ববৎ অন্ধকার হয়ে যায়, এই কল্যাণময় উপদেশবাণী আমার চিত্তেও সেইরকমই ক্ষণিক প্রভাব

ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোত্যন্যথা পুমান্।
ভূমের্ভারাবতারায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে॥ ২৮

যো দুর্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং
সৃষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহারতন্ত্র-
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায়॥ ২৯

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিপ্রেত্য নৃপতেরভিপ্রায়ং স যাদবঃ।
সুহৃদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতঃ পুনর্যদুপুরীমগাৎ॥ ৩০

শশংস রামকৃষ্ণাভ্যাং ধৃতরাষ্ট্রবিচেষ্টিতম্।
পাণ্ডবান্ প্রতি কৌরব্য যদর্থং প্রেষিতঃ স্বয়ম্॥ ৩১

বিস্তার করছে মাত্র॥ ২৭ ॥ অক্রূর! শুনেছি যে, পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বয়ং সর্বশক্তিমান ভগবান যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর বিধান লঙ্ঘন বা অন্যথা করতে পারে, এমন পুরুষ কে আছে ? তিনি যেমন ইচ্ছা করবেন, তা-ই হবে॥ ২৮ ॥ ভগবানের মায়ার গতি মানুষের বিচার-বুদ্ধির অতীত। সেই মায়ার দ্বারা এই সংসার সৃষ্টি করে তিনি এর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন এবং কর্ম তথা কর্মফলসমূহ বিভাজন করে দিচ্ছেন। এই সংসারচক্রের অবিচ্ছিন্নভাবে আবর্তিত হয়ে চলার পিছনে তাঁর অচিন্ত্যলীলাশক্তি ভিন্ন অন্য কোনো কারণই নেই। সেই পরমৈশ্বর্যশালী প্রভুকে আমি নমস্কার করি॥ ২৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—যদুবংশীয় অক্রূর এইভাবে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হয়ে স্বজন-বান্ধবদের অনুমতি নিয়ে মথুরায় ফিরে এলেন॥ ৩০ ॥ পরীক্ষিৎ! তিনি সেখানে বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আচরণ, পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর ব্যবহারাদি যা কিছু তিনি লক্ষ করেছিলেন এবং জেনেছিলেন, খুলে বললেন। প্রকৃতপক্ষে এই জন্যই তাঁকে হস্তিনাপুরে পাঠানো হয়েছিল॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে[১] বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে পূর্বার্ধে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশমস্কন্ধের পূর্বার্ধে উনপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

॥ দশম স্কন্ধ পূর্বার্ধ সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

---

[১]পো দশমস্কন্ধে একোন.।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

দশমঃ স্কন্ধঃ

(উত্তরার্ধঃ)

অথ পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চাশতম অধ্যায়

জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ এবং দ্বারকাপুরী নির্মাণ

শ্রীশুক[১] উবাচ

অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ কংসস্য মহিষ্যৌ ভরতর্ষভ।
মৃতে ভর্তরি দুঃখার্তে ঈয়তুঃ স্ম পিতুর্গৃহান্॥ ১

পিত্রে মগধরাজায় জরাসন্ধায় দুঃখিতে।
বেদয়াঞ্চক্রতুঃ সর্বমাত্মবৈধব্যকারণম্॥ ২

স তদপ্রিয়মাকর্ণ্য শোকামর্ষযুতো নৃপ।
অযাদবীং মহীং কর্তুং চক্রে পরমমুদ্যমম্॥ ৩

অক্ষৌহিণীভির্বিংশত্যা তিসৃভিশ্চাপি সংবৃতঃ।
যদুরাজধানীং মথুরাং ন্যরুণৎ সর্বতোদিশম্॥ ৪

নিরীক্ষ্য তদ্বলং কৃষ্ণ উদ্বেলমিব সাগরম্।
স্বপুরং তেন সংরুদ্ধং স্বজনং চ ভয়াকুলম্॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে ভরতবংশ শিরোমণি পরীক্ষিৎ ! কংসের দুই রানি অস্তি ও প্রাপ্তি। পতির মৃত্যু তাদের শোকাকুল করে তুলল ; তখন তারা নিজ পিতার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করল॥ ১ ॥

মগধরাজ জরাসন্ধ তাদের পিতা। কন্যাদ্বয় তাকে তাদের বৈধব্যের সমস্ত কারণ বর্ণনা করল॥ ২ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! এই অপ্রিয় সমাচার শ্রবণ করে জরাসন্ধ প্রথমে শোকগ্রস্ত হলেও পরে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে পৃথিবী থেকে যদুবংশের নাম মুছে ফেলার সংকল্প করে যুদ্ধের জন্য বিশাল প্রস্তুতি করল॥ ৩ ॥

এবং তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যদুবংশজাতদের রাজধানী মথুরাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল॥ ৪ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের উদ্বেলিত সাগরসম সৈন্য প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি আরও দেখলেন যে সৈন্য রাজধানীকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তিনি লক্ষ করলেন যে তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে

[১]শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

চিন্তয়ামাস ভগবান্ হরিঃ কারণমানুষঃ।
তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতারপ্রয়োজনম্।। ৬

হনিষ্যামি বলং হ্যেতদ্ ভুবি ভারং সমাহিতম্।
মাগধেন সমানীতং বশ্যানাং সর্বভূভুজাম্।। ৭

অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ।
মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ঃ কর্তা বলোদ্যমম্।। ৮

এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভারহরণায় মে।
সংরক্ষণায় সাধূনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায় চ।। ৯

অন্যোঽপি ধর্মরক্ষায়ৈ দেহঃ সংভ্রিয়তে ময়া।
বিরামায়াপ্যধর্মস্য কালে প্রভবতঃ ক্বচিৎ।। ১০

এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাৎ সূর্যবর্চসৌ।
রথাবুপস্থিতৌ সদ্যঃ সসূতৌ সপরিচ্ছদৌ।। ১১

আয়ুধানি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া।
দৃষ্ট্বা তানি হৃষীকেশঃ সঙ্কর্ষণমথাব্রবীৎ।। ১২

পশ্যার্য ব্যসনং প্রাপ্তং যদূনাং ত্বাবতাং প্রভো।
এষ তে রথ আয়াতো দয়িতান্যায়ুধানি চ।। ১৩

যানমাস্থায় জহ্যেতদ্ ব্যসনাৎ স্বান্ সমুদ্ধর।
এতদর্থং হি নৌ জন্ম সাধূনামীশ শর্মকৃৎ।। ১৪

উঠেছে।। ৫ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নররূপে আবির্ভাব তো ভূভার হরণ নিমিত্তই হয়েছিল। অবতাররূপে আগমনের প্রয়োজনীয়তা বিচার করে তিনি তাঁর করণীয় (কার্য) স্থির করে ফেললেন।। ৬ ।।

মগধরাজ জরাসন্ধ তাঁর অধীনস্থ রাজাদের সাহায্যে পদাতিক, রথ, গজ ও অশ্ব সজ্জিত বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য সমাবেশ করেছিল, তা প্রত্যক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্ত হয়ে উঠলেন। প্রায় সব ভবভারই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে। তিনি তাদের বিনাশ করবেন স্থির করে ফেললেন। কিন্তু মগধরাজ জরাসন্ধকে তখনই বধ করলে চলবে না কারণ সে জীবিত থাকলে তবেই ভবিষ্যতে অসুরদের বিশাল সৈন্য একত্র করে তাঁর কাছে আনতে পারবে।। ৭-৮ ।।

তিনি ভাবলেন—আমার অবতাররূপে আগমনের উদ্দেশ্যই যে ভূভার হরণ, সাধু-সজ্জনদের রক্ষা ও দুষ্ট-দুর্জনদের সংহার করা।। ৯ ।।

প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম রক্ষা ও অধর্ম বৃদ্ধি রোধ হেতু আমি বহু কলেবর ধারণ করে থাকি।। ১০ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তখন সহসা আকাশ পথে সূর্যসম জ্যোতির্ময় যুগল রথের আগমন হল। রথযুগল যুদ্ধযাত্রার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা অবস্থায় ছিল ; রথচালনায় দুইজন সারথিও নিযুক্ত করা ছিল।। ১১ ।।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের দিব্য সনাতন আয়ুধও সেইখানে আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হল। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ অগ্রজ শ্রীবলরামকে বললেন—।। ১২ ।।

হে অগ্রজ ! আপনি অতি বলবান। যদুবংশজাতগণ আপনাকেই এখন তাদের প্রভু ও রক্ষক জ্ঞান করেন ; তারা আপনার কৃপাতেই সনাথ। তাদের উপর এক ভয়ানক বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে। দেখুন, এই হল আপনার রথ যা আপনার প্রিয় আয়ুধ—হল-মুষলেও সজ্জিত।। ১৩ ।।

এইবার আপনি আপনার রথে আরোহণ করে শত্রু সৈন্য সংহারে তৎপর হোন ও আপনার আত্মীয়-স্বজনদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। ভগবন্ !

ত্রয়োবিংশত্যনীকাখ্যং ভূমের্ভারমপাকুরু।
এবং সম্মন্ত্র্য দাশার্হৌ দংশিতৌ রথিনৌ পুরাৎ॥ ১৫

নির্জগ্মতুঃ স্বায়ুধাঢ্যৌ বলেনাল্পীয়সাহহবৃতৌ।
শঙ্খং দধ্মৌ বিনির্গত্য হরির্দারুকসারথিঃ॥ ১৬

ততোহভূৎ পরসৈন্যানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ।
তাবাহ মাগধো বীক্ষ্য হে কৃষ্ণ পুরুষাধম॥ ১৭

ন ত্বয়া যোদ্ধুমিচ্ছামি বালেনৈকেন লজ্জয়া।
গুপ্তেন হি ত্বয়া মন্দ ন যোৎস্যে যাহি বন্ধুহন্॥ ১৮

তব রাম যদি শ্রদ্ধা যুধ্যস্ব ধৈর্যমুদ্বহ।
হিত্বা বা মচ্ছরৈশ্ছিন্নং দেহং স্বর্যাহি মাং জহি॥ ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

ন বৈ শূরা বিকত্থন্তে দর্শয়ন্ত্যেব পৌরুষম্।
ন গৃহ্ণীমো বচো রাজন্নাতুরস্য মুমূর্ষতঃ॥ ২০

শ্রীশুক উবাচ

জরাসুতস্তাবভিসৃত্য মাধবৌ
মহাবলৌঘেন বলীয়সাহহবৃণোৎ।
সসৈন্যযানধ্বজবাজিসারথী
সূর্যানলৌ বায়ুরিবাভ্ররেণুভিঃ॥ ২১

সাধুদিগের কল্যাণ নিমিত্তই তো আমাদের অবতাররূপে আগমন॥ ১৪ ॥

অতএব আপনি এখন ভবভারস্বরূপ এই তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্যদলকে বিনাশ করুন। শ্রীবলরামকে এইরূপ বলে ও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুইজনেই বর্ম ধারণ করলেন ও রথারোহণ করে মথুরা থেকে নির্গত হলেন। তাঁরা দুজনেই নিজ নিজ আয়ুধ ধারণ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীও ছিল। শ্রীকৃষ্ণের রথের সারথি ছিলেন দারুক। পুরীর বাইরে এসে শ্রীকৃষ্ণ নিজ 'পাঞ্চজন্য' নামক শঙ্খ বাজালেন॥ ১৫-১৬ ॥

তাঁর ভয়ংকর শঙ্খধ্বনি শুনে শত্রুপক্ষের বীর যোদ্ধাদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠল। তাঁকে দেখে মগধরাজ জরাসন্ধ বলল—'ওরে পুরুষাধম ! তুই তো আমার সামনে এক অল্পবয়সী বালকমাত্র। একলা তোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার লজ্জা হয়। এতদিন তুই কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলি। ওরে মন্দমতি ! তুই তো তোর মামার হত্যাকারী। তাই আমি তোর সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যা, আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যা॥ ১৭-১৮ ॥

বলরাম ! যদি তোর চিত্তে এই কথার উপর শ্রদ্ধা থাকে যে, যুদ্ধে মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ হয় তাহলে (না হয়) তুই সাহস করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার বাণে ছিন্নভিন্ন দেহকে এইখানেই ত্যাগ করে তুই স্বর্গে যা অথবা যদি তোর ক্ষমতা থাকে তো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাকে বধ কর'॥ ১৯ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মগধরাজ ! যথার্থ শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তোমার মতন দম্ভোক্তি কখনো করে না, তারা পরাক্রম প্রদর্শনই করে থাকে। দেখো, এখন তো তোমার মৃত্যু তোমার শিয়রে সমাগত। সান্নিপাতিক জ্বরের রোগির মতন প্রলাপ বকছ কেন। যা ইচ্ছে বলতে পারো, তোমার কথায় আমি আদৌ গুরুত্ব দিই না॥ ২০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যেমন বায়ু জলদ দ্বারা সূর্যকে ও ধূম্র দ্বারা অগ্নিকে দৃষ্টির অগোচর করতে সমর্থ হলেও সূর্য ও অগ্নি তাদের নিজ সত্তা হারায় না এবং পুনঃ আলোক বিচ্ছুরণ করে থাকে, তেমন-ভাবেই মগধরাজ জরাসন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের

সুপর্ণতালধ্বজচিহ্নিতৌ রথা-
বলক্ষয়ন্ত্যো হরিরাময়োর্মৃধে।
স্ত্রিয়ঃ পুরাট্টালকহর্ম্যগোপুরং
সমাশ্রিতাঃ সংমুমুহুঃ শুচার্দিতাঃ[১]॥ ২২

হরিঃ পরানীকপয়োমুচাং মুহুঃ
শিলীমুখাত্যুল্বণবর্ষপীড়িতম্ ।
স্বসৈন্যমালোক্য সুরাসুরার্চিতং
ব্যস্ফূর্জয়চ্ছার্ঙ্গশরাসনোত্তমম্ ॥ ২৩

গৃহ্নন্ নিষঙ্গাদথ সন্দধচ্ছরান্
বিকৃষ্য মুঞ্চঞ্শিতবাণপূগান্।
নিঘ্নন্ রথান্ কুঞ্জরবাজিপত্তীন্
নিরন্তরং যদ্বদলাতচক্রম্॥ ২৪

নির্ভিন্নকুম্ভাঃ করিণো নিপেতু-
রনেকশোঽশ্বাঃ শরবৃক্ণকন্ধরাঃ।
রথা হতাশ্বধ্বজসূতনায়কাঃ
পদাতয়শ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরাঃ ॥ ২৫

সংছিদ্যমানদ্বিপদেভবাজিনা-
মঙ্গপ্রসূতাঃ শতশোঽসৃগাপগাঃ।
ভুজাহয়ঃ পূরুষশীর্ষকচ্ছপা
হতদ্বিপদ্বীপহয়গ্রহাকুলাঃ ॥ ২৬

করোরুমীনা নরকেশশৈবলা
ধনুস্তরঙ্গায়ুধগুল্মসঙ্কুলাঃ ।
অচ্ছূরিকাবর্তভয়ানকা মহা-
মণিপ্রবেকাভরণাশ্মশর্করাঃ ॥ ২৭

প্রবর্তিতা ভীরুভয়াবহা মৃধে
মনস্বিনাং হর্ষকরীঃ পরস্পরম্।
বিনিঘ্নতারীন্ মুসলেন দুর্মদান্
সঙ্কর্ষণেনাপরিমেয়তেজসা ॥ ২৮

সম্মুখে এসে তার অতি বিশাল শক্তিধর সেনাবাহিনী দ্বারা তাঁদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল ; তাঁদের সৈন্যবাহিনীর রথ, ধ্বজা, অশ্ব ও সারথি সকলই দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল॥ ২১ ॥

মথুরাপুরীর রমণীকুল তাঁদের প্রাসাদের গবাক্ষ ও জানালাদির অন্তরালে থেকে যুদ্ধের কৌতুক উপভোগ করছিলেন। যখন তাঁরা দেখলেন যে, যুদ্ধভূমিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত ও শ্রীবলরামের তালধ্বজ চিহ্নিত রথযুগল সহসা দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেল—তখন তাঁরা শোকাবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন॥ ২২ ॥

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে শত্রুপক্ষ তাঁদের সেনাবাহিনীর উপর জলদসম অবিরাম তীর বর্ষণ করে তাদের পীড়িত ও ব্যথিত করে তুলেছে, তখন তিনি দেবাসুর সম্মানিত নিজ শার্ঙ্গধনুকে টংকার দিলেন॥ ২৩ ॥

অতঃপর তিনি অতি ক্ষিপ্রগতিতে তূণীর থেকে শর নিয়ে তাঁর শার্ঙ্গধনুকে জ্যারোপ করে মুহুর্মুহু শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর শার্ঙ্গধনুক চালনার বেগ অতি প্রবল ছিল ; দেখে মনে হচ্ছিল যেন কেউ প্রবল বেগে অলাতচক্র আবর্তন করাচ্ছে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের চতুরঙ্গসেনার পদাতিক, অশ্ব, গজানীক, রথ সংহার করতে লাগলেন॥ ২৪ ॥

প্রবল যুদ্ধে বহু হস্তীমুণ্ড কেটে গেল আর তারা প্রাণত্যাগ করে পড়ে যেতে লাগল। শরবর্ষণে বহু অশ্ব ছিন্নমস্তক হল। অশ্ব, ধ্বজা, সারথি এবং রথারোহী বিনাশ হওয়ায় বহু রথ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। পদাতিক সৈনিকদের বাহু, উরু, মস্তক এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল॥ ২৫ ॥

সেই যুদ্ধে পরম তেজস্বী ভগবান শ্রীবলরাম নিজ মুষল আঘাতে বহু উন্মত্ত শত্রুদের বধ করলেন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিঃসৃত শোণিত শতশত ধারা নদীসম প্রবাহিত হতে লাগল। কোথাও মানবমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হল আর কোথাও গজ-অশ্ব আদি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। সেই শোণিত ধারায় মানব-বাহুকে সর্প আর স্তূপাকার মানব-মুণ্ডকে কূর্মদের সমাবেশ বলে মনে

[১]চার্পিতাঃ।

বলং তদঙ্গার্ণবদুর্গভৈরবং[১]
দুরন্তপারং মগধেন্দ্রপালিতম্।
ক্ষয়ং প্রণীতং বসুদেবপুত্রয়ো-
র্বিক্রীড়িতং তজ্জগদীশয়োঃ পরম্॥ ২৯

স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য যঃ
সমীহতেহনন্তগুণঃ স্বলীলয়া।
ন তস্য চিত্রং পরপক্ষনিগ্রহ-
স্তথাপি মর্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে॥ ৩০

জগ্রাহ বিরথং রামো জরাসন্ধং মহাবলম্।
হতানীকাবশিষ্টাসুং সিংহঃ সিংহমিবৌজসা॥ ৩১

বধ্যমানং হতারাতিং পাশৈর্বারুণমানুষৈঃ।
বারয়ামাস গোবিন্দস্তেন কার্যচিকীর্ষয়া॥ ৩২

স মুক্তো লোকনাথাভ্যাং ব্রীড়িতো বীরসংমতঃ।
তপসে কৃতসঙ্কল্পো বারিতঃ পথি রাজভিঃ॥ ৩৩

বাক্যৈঃ পবিত্রার্থপদৈর্নয়নৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্বকর্মবন্ধপ্রাপ্তোহয়ং যদুভিস্তে পরাভবঃ॥ ৩৪

হচ্ছিল। মৃত হস্তীতে দ্বীপ ও মৃত অশ্বে কুম্ভীরের ভ্রম হচ্ছিল। মানব বাহু ও উরুতে মৎস, মানব কেশে শৈবাল, ধনুকে তরঙ্গ এবং অস্ত্রশস্ত্রে লতাপাতা ও তৃণ-গুল্ম বোধ হচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা ঢাল দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক ভয়ানক ঘূর্ণিজল। সেই শোণিত প্রবাহে মণিমুক্তা আভরণ আদি প্রস্তরখণ্ডবৎ বয়ে যাচ্ছিল। সেই ভয়ানক শোণিত ধারা প্রত্যক্ষ করে কাপুরুষগণ ভীতসন্ত্রস্ত ও বীর যোদ্ধাগণ উৎসাহিত বোধ করছিল॥ ২৬-২৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ! জরাসন্ধের সেই সৈন্যবাহিনী সমুদ্র-সম দুর্গম ও ভয়াবহ ছিল। এই অপ্রতিরোধ্য শক্তির উপর জয়লাভ করা অতিশয় কঠিন কার্য ছিল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অতি অল্প সময়েই তার বিনাশ করলেন। তাঁরা সমগ্র জগতের প্রভু। তাঁদের পক্ষে এই সৈন্যবাহিনী বিনাশ করা তো এক ক্রীড়ামাত্রই ছিল॥ ২৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবান অনন্ত গুণসম্পন্ন। তিনি ক্রীড়াচ্ছলে উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার কার্য করে থাকেন। তাঁর পক্ষে এমন এক শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে তছনছ করে দেওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। তবুও মানববেশ ধারণ করে যখন তিনি নরলীলা করেন, তার বর্ণনাও করা হয়ে থাকে॥ ৩০ ॥

এইভাবে জরাসন্ধের সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। তার রথও ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রইল। তখন জরাসন্ধের দেহে কেবল প্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল। সেই মুহূর্তে ভগবান শ্রীবলরাম সিংহসম বিক্রমে আহত মহাবলশালী জরাসন্ধকে বন্দী করলেন॥ ৩১ ॥

জরাসন্ধ পূর্বে বহু প্রতিপক্ষের রাজাদের হত্যা করেছিল কিন্তু (ভাগ্যের পরিহাসে) আজ তাকেই শ্রীবলরাম বরুণ পাশে ও মানবের ফাঁসে বাঁধছিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই চিন্তা করলেন যে, জরাসন্ধ জীবিত থাকলে ভবিষ্যতে সে আবার আরও বিশাল সৈন্যবাহিনী জোগাড় করে আনবে যাতে ভূভার হরণ কার্য সহজ হয়ে যাবে, তিনি শ্রীবলরামকে নিরস্ত করলেন॥ ৩২ ॥

জরাসন্ধকে পরাক্রমশালী ব্যক্তিরা সমীহ করত।

[১]তুরঙ্গা.।

হতেষু সর্বানীকেষু নৃপো বার্হদ্রথস্তদা।
উপেক্ষিতো ভগবতা মগধান্ দুর্মনা যযৌ॥ ৩৫

তাই যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাকে দীনহীনসম দয়া প্রদর্শন করে মুক্তি দিলেন তখন তার লজ্জার সীমা রইল না। সে স্থির করল যে সে তপস্যা করবে। কিন্তু পথে তার মিত্র রাজাগণ তাকে নিরস্ত করবার জন্য বলল—'হে রাজন্ ! যদুবংশজাতদের কী আছে ? তারা আপনাকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। প্রারব্ধ হেতুই আপনাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা, আবার জয়লাভ করবার আশা ইত্যাদি কথা বলে এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত ও যুক্তির সাহায্যে তার তপস্যা করবার প্রয়োজনীয়তা আদৌ নেই, বোঝাল॥ ৩৩-৩৪ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! তখন মগধরাজের সৈন্যবল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীবলরাম তাকে উপেক্ষা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে সে বিষণ্ণ চিত্তে নিজ দেশ মগধে প্রত্যাগমন করল॥ ৩৫ ॥

মুকুন্দোঽপ্যক্ষতবলো নিস্তীর্ণারিবলার্ণবঃ।
বিকীর্যমাণঃ কুসুমৈস্ত্রিদশৈরনুমোদিতঃ॥ ৩৬

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৈনাবাহিনীর মধ্যে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি অথচ সমুদ্রসম বিশাল জরাসন্ধের তেইশ অক্ষৌহিণী সেনার উপর অনায়াসে জয়লাভ হল। সেই সময় শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাঁদের উপর নন্দনকাননের পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং এই মহান কার্যের অনুমোদন ও প্রশংসা করলেন॥ ৩৬ ॥

মাথুরৈরুপসঙ্গম্য বিজ্বরৈর্মুদিতাত্মভিঃ।
উপগীয়মানবিজয়ঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ॥ ৩৭

জরাসন্ধের সেনার পরাজয়ে মথুরা নিবাসীগণ নির্ভয়চিত্ত হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভ তাদের হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। সেই আনন্দবাসরে এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তখন সূত, মগধ ও বন্দীজন তাঁর জয়লাভের সংকীর্তন করেছিল॥ ৩৭ ॥

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্ভেরীতূর্যাণ্যনেকশঃ।
বীণাবেণুমৃদঙ্গানি পুরং প্রবিশতি প্রভৌ॥ ৩৮

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরে প্রবেশ করলেন তখন সেখানে শঙ্খ, কাড়া-নাকাড়া, ভেরি, তূর্য, বীণা, বংশী ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্যসকল বেজে উঠেছিল॥ ৩৮ ॥

সিক্তমার্গাং হৃষ্টজনাং পতাকাভিরলঙ্কৃতাম্।
নির্ঘুষ্টাং ব্রহ্মঘোষেণ কৌতুকাবদ্ধতোরণাম্॥ ৩৯

মথুরার সমস্ত রাজপথ ও সরণিতে সুগন্ধীযুক্ত জল ছিটানো হয়েছিল। হাস্যকৌতুকে মুখর নাগরিকদের মধ্যে চতুর্দিকে এক ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল। সমস্ত নগর ছোট পতাকাতে ও বিশাল বিজয় পতাকাতে সজ্জিত করা হয়েছিল। শোনা যাচ্ছিল ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি ; আর আনন্দ উৎসবের দ্যোতক বহু তোরণ রচনা করা হয়েছিল॥ ৩৯ ॥

নিচীয়মানো[1] নারীভির্মাল্যদধ্যক্ষতাঙ্কুরৈঃ।
নিরীক্ষ্যমাণঃ সস্নেহং প্রীত্যুৎকলিতলোচনৈঃ।। ৪০

শ্রীকৃষ্ণের নগর প্রবেশ কালে নগরের রমণীকুল তাদের প্রেম ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ নয়ন দ্বারা তাঁকে সস্নেহে অবলোকন করছিল। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্পমাল্য, দধি, অক্ষত ও অঙ্কুরিত যবকাদির বর্ষণও করছিল।। ৪০ ।।

আযোধনগতং বিত্তমনন্তং বীরভূষণম্।
যদুরাজায় তৎ সর্বমাহৃতং প্রাদিশৎ প্রভুঃ।। ৪১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধভূমি থেকে প্রভূত পরিমাণ ধনসম্পদ ও বীরদের আভরণ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তা যদুকুলের রাজা উগ্রসেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।। ৪১ ।।

এবং সপ্তদশকৃত্বস্তাবত্যক্ষৌহিণীবলঃ[2]।
যুযুধে মাগধো রাজা যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ।। ৪২

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে মোট সতেরো বার তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র করে মগধরাজ জরাসন্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরক্ষিত যদুবংশজাতদের আক্রমণ করেছিল।। ৪২ ।।

অক্ষিণ্বংস্তদ্বলং সর্বং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণতেজসা।
হতেষু স্বেষ্বনীকেষু ত্যক্তোহয়াদরিভির্নৃপঃ।। ৪৩

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যে যাদবগণ প্রত্যেকবারই জরাসন্ধকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিল। সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে যাদবগণ প্রতিবারই জরাসন্ধকে পূর্ববৎ উপেক্ষা করে মুক্তি প্রদান করেছিল। প্রতিবারই পরাজিত জরাসন্ধ রাজধানীতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।। ৪৩ ।।

অষ্টাদশমসংগ্রামে আগামিনি তদন্তরা।
নারদপ্রেষিতো[3] বীরো যবনঃ প্রত্যদৃশ্যত।। ৪৪

অষ্টাদশতম যুদ্ধের সূচনায় শ্রীনারদ প্রেরিত কাল যবনকে দেখা গিয়েছিল ।। ৪৪ ।।

রুরোধ মথুরামেত্য তিসৃভির্ম্লেচ্ছকোটিভিঃ।
নৃলোকে চাপ্রতিদ্বন্দ্বো বৃষ্ণীঞ্ছ্রুত্বাহঽসম্মিতান্।। ৪৫

যুদ্ধে কালযবনের সমকক্ষ বীর তখন জগতে ছিল না। কালযবন শুনল যে যাদবগণ অতীব শক্তিশালী ও প্রত্যাঘাত করবার ক্ষমতা রাখে। তখন সে তিন কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য দিয়ে মথুরা নগর ঘিরে ফেলল।। ৪৫ ।।

তং দৃষ্ট্বাচিন্তয়ৎ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্।
অহো যদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হ্যুভয়তো মহৎ।। ৪৬

কালযবনের এই অতর্কিত আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামের সঙ্গে এইরূপ পরামর্শ করলেন—'এ যে যাদবদের উপর জরাসন্ধ ও কালযবন-সম দুটি বিপদ একসঙ্গে উপস্থিত হল!' ৪৬ ।।

যবনোঽয়ং নিরুন্ধেঽস্মানদ্য তাবন্মহাবলঃ।
মাগধোঽপ্যদ্য বা শ্বো বা পরশ্বো বাঽঽগমিষ্যতি।। ৪৭

আজ পরম শক্তিশালী যবন আমাদের আক্রমণ করেছে, জরাসন্ধও তাহলে দিনকয়েকের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবে।। ৪৭ ।।

আবয়োর্যুধ্যতোরস্য যদ্যাগন্তা জরাসুতঃ।
বন্ধূন্ হনিষ্যত্যথবা নেষ্যতে স্বপুরং বলী।। ৪৮

আমরা দুই ভাই-ই যদি কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ি তাহলে সেই সময় যদি জরাসন্ধও আক্রমণ করে তাহলে তো সে আমাদের আত্মীয়স্বজন-

[1]বিকীর্যমাণো। [2]শ্রীনৃপঃ। [3]প্রেরিতো।

তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদদুর্গমম্।
তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে॥ ৪৯

বন্ধুবান্ধবদের আক্রমণ করে তাদের বধ করবে অথবা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। জরাসন্ধ যে অতি বলবান তাতে সন্দেহ নেই॥ ৪৮ ॥

তাই আজ আমরা এমন এক দুর্গ রচনা করব যার ভিতরে প্রবেশ করা কোনো মানুষের পক্ষে অতি কঠিন কার্য হবে। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের সেই দুর্গে সুরক্ষিত করে তারপর আমরা এই যবন নিধনে যাব॥ ৪৯ ॥

ইতি সমন্ত্র্য ভগবান্ দুর্গং দ্বাদশযোজনম্।
অন্তঃসমুদ্রে নগরং কৃৎস্নাদ্ভুতমচীকরৎ॥ ৫০

শ্রীবলরামের সঙ্গে এইরূপ সলাপরামর্শ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের ভিতর এমন এক দুর্গম নগর রচনা করালেন যাতে সকল বস্তুই অদ্ভুত ছিল। নগরের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আটচল্লিশ ক্রোশ করে ছিল॥ ৫০ ॥

দৃশ্যতে যত্র হি ত্বাষ্ট্রং বিজ্ঞানং শিল্পনৈপুণম্।
রথ্যাচত্বরবীথীভির্যথাবাস্তু বিনির্মিতম্॥ ৫১

নগরের প্রত্যেক বস্তুতে বিশ্বকর্মার বিজ্ঞান, (বাস্তুবিজ্ঞান) ও শিল্পকলার ঔৎকর্ষ আরোপ করা ছিল। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে প্রশস্ত রাজপথ, চৌরাস্তা ও গলিপথ যথাস্থানে সুচারুরূপে রচিত ছিল॥ ৫১ ॥

সুরদ্রুমলতোদ্যানবিচিত্রোপবনান্বিতম্ ।
হেমশৃঙ্গৈর্দিবিস্পৃগ্‌ভিঃ স্ফাটিকাট্টালগোপুরৈঃ॥ ৫২

নগরে বহু সুন্দর উদ্যান ও বিচিত্র উপবনের সমাবেশ ছিল যাতে স্বর্গোদ্যানের বৃক্ষ ও লতাকুঞ্জ আন্দোলিত হতে দেখা যাচ্ছিল। বহু গগনচুম্বী উচ্চশির সুবর্ণ শিখর ছিল। স্ফটিক অট্টালিকা ও সুউচ্চ দ্বারসমূহের সৌন্দর্যও ছিল অপরূপ॥ ৫২ ॥

রাজতারকুটৈঃ কোষ্ঠৈর্হেমকুম্ভৈরলঙ্কৃতৈঃ।
রত্নকূটৈর্গৃহৈর্হৈমৈর্মহামারকতস্থলৈঃ ॥ ৫৩

শস্য সংরক্ষণের জন্য তাতে রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত প্রকোষ্ঠ রচনা করা ছিল। সেখানকার প্রাসাদ সুবর্ণ নির্মিত ছিল যার শিখরে চিত্রিত সুবর্ণ কলস শোভা পেত। তার শিখর ছিল রত্নমণ্ডিত যাতে স্থানে স্থানে মরকত মণি গ্রথিত থাকায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল॥ ৫৩ ॥

বাস্তোষ্পতীনাং চ গৃহৈর্বলভীভিশ্চ নির্মিতম্।
চাতুর্বর্ণ্যজনাকীর্ণং যদুদেবগৃহোল্লসৎ॥ ৫৪

তাছাড়া সেই নগরে বাস্তুদেবতার মন্দির ও অলিন্দও অপরূপ সৌন্দর্যের আধার ছিল। নগরে চতুর্বর্ণের জনগণের নিবাস ছিল। এবং প্রধান অঞ্চলে যদুবংশ প্রধান শ্রীউগ্রসেন, শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদসকল চমৎকৃত করছিল॥ ৫৪ ॥

সুধর্মাং পারিজাতং চ মহেন্দ্রঃ প্রাহিণোদ্ধরেঃ।
যত্র চাবস্থিতো মর্ত্যো মর্ত্যধর্মৈর্ন যুজ্যতে॥ ৫৫

হে পরীক্ষিৎ ! সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য পারিজাত বৃক্ষ ও সুধর্মা-সভাকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই সভা এত দিব্য ছিল যে তাতে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি মর্ত্যলোকের ধর্ম স্পর্শ করতে পারত না॥ ৫৫ ॥

শ্যামৈককর্ণান্ বরুণো হয়াঞ্ছুক্লান্ মনোজবান্।
অষ্টৌ নিধিপতিঃ কোশান্ লোকপালো নিজোদয়ান্॥ ৫৬

শ্রীবরুণদেব এমন সবল শ্বেতবর্ণ অশ্ব প্রেরণ করলেন যাদের একটা করে কর্ণ শ্যামবর্ণের ছিল ; তারা মন সম তীব্রগতিতে চলতে সক্ষম ছিল। ধনদেবতা শ্রীকুবের নিজ অষ্টনিধি প্রেরণ করলেন ও অন্য লোকপালগণও নিজ বিভূতিসকল শ্রীভগবানের কাছে প্রেরণ করলেন॥ ৫৬ ॥

যদ্ যদ্ ভগবতা দত্তমাধিপত্যং স্বসিদ্ধয়ে।
সর্বং প্রত্যর্পয়ামাসুর্হরৌ ভূমিগতে নৃপ॥ ৫৭

হে পরীক্ষিৎ ! সকল লোকপালকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের অধিকার নির্বাহ হেতু শক্তি ও সিদ্ধিসকল দিয়েছিলেন। এখন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করতে এলেন তখন তাঁরা সকল সিদ্ধিই ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করলেন॥ ৫৭ ॥

তত্র যোগপ্রভাবেণ নীত্বা সর্বজনং হরিঃ।
প্রজাপালেন রামেণ কৃষ্ণঃ সমনুমন্ত্রিতঃ।
নির্জগাম পুরদ্বারাৎ পদ্মমালী নিরায়ুধঃ॥ ৫৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মীয়স্বজনদের স্ব-অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়া দ্বারা দ্বারকায় নিয়ে এলেন। অবশিষ্ট প্রজাদিগকে রক্ষা করবার জন্য তিনি শ্রীবলরামকে মথুরাপুরীতে রাখলেন। তারপর শ্রীবলরামের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে গলায় পদ্মফুলের মালা ধারণ করে কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই তিনি স্বয়ং নগরের সিংহদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে দুর্গনিবেশনং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের দুর্গনিবেশন নামক পঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

---

[১]স্কো পঞ্চাশঃ।

অথৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

একপঞ্চাশতম অধ্যায়

কালযবনের ভস্ম হওয়া ও মুচুকুন্দ উপাখ্যান

শ্রীশুক উবাচ

তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোডুপম্।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্॥ ১

শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্॥ ২

নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎসুকপোলং শুচিস্মিতম্।
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ৩

বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমাঞ্ছ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ॥ ৪

লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি।
নিরায়ুধশ্চলন্ পদ্ভ্যাং যোৎস্যেঽনেন নিরায়ুধঃ॥ ৫

ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ প্রাদ্রবন্তং পরাঙ্মুখম্।
অন্বধাবজ্জিঘৃক্ষুস্তং[১] দুরাপমপি যোগিনাম্॥ ৬

হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে।
নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোঽদ্রিকন্দরম্॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—প্রিয় পরীক্ষিত ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরের সিংহদ্বার দিয়ে যখন নিষ্ক্রমণ করলেন, মনে হল যেন পূর্ব দিগন্তে চন্দ্রোদয় হল। তাঁর শ্যাম জলদ অঙ্গ অতি চিত্তাকর্ষক বোধ হচ্ছিল। তার উপর রেশমের কৌষেয় পীতাম্বরের আলোকচ্ছটা সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ প্রদান করেছিল, বক্ষঃস্থলে শোভাবর্ধন করছিল সুবর্ণরেখারূপে শ্রীবৎস চিহ্ন। কণ্ঠদেশ ছিল কৌস্তুভমণি-মণ্ডিত। চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রলম্বিত বাহু চতুষ্টয় সুগঠিত ও সুডৌল গঠনের ছিল। তাঁর নয়নযুগলে ছিল সদ্য প্রস্ফুটিত কমলের কোমলতা ও অরুণাভা। অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে ছিল অনাবিল আনন্দ, কোপল অনির্বচনীয় দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। তাঁর মৃদুমন্দ স্মিতহাস্যে ছিল চিত্তাকর্ষণের এক অদ্ভুত শক্তি। মকরাকৃতি কর্ণকুণ্ডলে ছিল দ্যুতি ও অনিন্দ্যকান্তি। তাঁকে দেখেই কালযবন বুঝতে পারল যে এই সেই বাসুদেব যার কথা শ্রীনারদ তাকে বলেছিলেন। বক্ষঃস্থলের শ্রীবৎসচিহ্ন, চতুর্ভুজ, কমলনয়ন, কণ্ঠদেশে বনমালা ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা—সব লক্ষণই শ্রীনারদ বর্ণিত লক্ষণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ; অতএব এই ব্যক্তিই যে শ্রীনারদ বর্ণিত ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। তাঁকে পদব্রজে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই আসতে দেখে কালযবন স্থির করে ফেলল যে এর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই সে যুদ্ধ করবে॥ ১-৫ ॥

এইরূপ স্থির করে যখন কালযবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হল তখন তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে রণভূমি থেকে দূরে চলে যেতে লাগলেন আর কালযবন সেই যোগীদুর্লভ প্রভুকে ধরবার জন্য তাঁকে অনুসরণ করল॥ ৬ ॥

রণাঙ্গন পরিত্যাগী (রণছোড়) ভগবান লীলাচ্ছলে পলায়ন করছিলেন। কালযবন প্রতিপদক্ষেপে ভাবতে লাগল যে এইবার সে তাঁকে ধরতে সক্ষম হবে। এইভাবে শ্রীভগবান তাকে দূরবর্তী এক পর্বতগুহায় নিয়ে

[১]প্রাপামি.।

পলায়নং যদুকুলে জাতস্য তব নোচিতম্।
ইতি ক্ষিপন্ননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ।। ৮

এবং ক্ষিপ্তোঽপি ভগবান্ প্রাবিশদ্ গিরিকন্দরম্।
সোঽপি প্রবিষ্টস্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্।। ৯

নন্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ।
ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ।। ১০

স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে।
দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্।। ১১

স তাবত্তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত।
দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ।। ১২

রাজোবাচ[১]

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন্ কস্য কিংবীর্য এব চ।
কস্মাদ্ গুহাং গতঃ শিশ্যে কিন্তেজো যবনার্দনঃ।। ১৩

শ্রীশুক উবাচ

স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্।
মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।। ১৪

স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে।
অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোঽকরোচ্চিরম্।। ১৫

গেলেন।। ৭ ।।

কালযবন পশ্চাদ্ধাবন কালে বার বার তিরস্কার করে বলতে থাকল—'ওহে ! তুমি পরম যশস্বী যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেছ। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা তোমার পক্ষে খুবই অনুচিত কার্য।' কিন্তু তার অশুভের ক্ষয় তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, তাই সে শ্রীভগবানকে পেতে সক্ষম হল না।। ৮ ।।

তার তিরস্কারকে অবজ্ঞা করে ভগবান সেই পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কালযবনও সেই গুহায় প্রবেশ করল। সেখানে সে এক অন্য ব্যক্তিকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখল।। ৯ ।।

তাকে দেখে কালযবন বলে উঠল—'দেখো ! এত দূর থেকে কুটিরে এনে এখন যেন কিছুই জানে না এইভাবে সাধু সেজে এ ঘুমিয়ে থাকার ভান করছে।' এইরূপ ভেবে সে সেই ব্যক্তিকে সজোরে পদাঘাত করল।। ১০ ।।

সেই ব্যক্তি সেই স্থানে বহুদিন ধরে শায়িত ছিল। পদাঘাতে তার ঘুম ভেঙে গেল আর সে ধীরে ধীরে নিজের চোখ খুলল। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল এবং কাছেই কালযবনকে দেখতে পেল।। ১১ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! সেই ব্যক্তি এইভাবে পদাঘাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তার দৃষ্টিপাতে কালযবনের দেহে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং সেখানেই সে ভস্মীভূত হয়ে গেল।। ১২ ।।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! যাঁর দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মীভূত হয়েছিল তিনি আসলে কে ? কোন্ বংশের ? তাঁর কীরকম শক্তি ছিল ? এবং কার পুত্র ছিলেন। আর আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে, তিনি কেন সেই পর্বতগুহায় নিদ্রাগমন করছিলেন।। ১৩ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! তিনি ছিলেন ইক্ষ্বাকুকুলের মহারাজ মান্ধাতার পুত্র রাজা মুচুকুন্দ। তিনি পরম ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সংগ্রামদক্ষ ও মহাপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন।। ১৪ ।।

একবার ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুরদের ভয়ে

[১]পরীক্ষিদুবাচ।

লব্ধ্বা গুহং স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্।
রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছ্রাদ্ ভবান্ নঃ পরিপালনাৎ॥ ১৬

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তাঁদের রক্ষা করবার জন্য রাজা মুচুকুন্দকে প্রার্থনা করেন এবং রাজা মুচুকুন্দ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁদের রক্ষা করেছিলেন॥ ১৫ ॥

বহুকাল পর দেবতারা যখন দেবসেনাপতিরূপে শ্রীকার্তিকেয়কে পেলেন তখন তাঁরা রাজা মুচুকুন্দকে বললেন—রাজন্ ! আপনি আমাদের রক্ষা করবার জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন ও কষ্টভোগ করেছেন। এখন আপনি বিশ্রাম করুন॥ ১৬ ॥

নরলোকং পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকন্টকম্[১]।
অস্মান্ পালয়তো বীর কামাস্তে সর্ব উজ্ঝিতাঃ॥ ১৭

হে বীরশিরোমণি ! আপনি আমাদের রক্ষা করবার জন্য মর্ত্যলোকের রাজত্ব এবং জীবনের কামনা-বাসনা ও ভোগসকল (হেলায়) ত্যাগ করেছিলেন॥ ১৭ ॥

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োঽমাত্যমন্ত্রিণঃ।
প্রজাশ্চ তুল্যকালীয়া নাধুনা সন্তি কালিতাঃ॥ ১৮

বর্তমানে আপনার পুত্র, রানিগণ, বন্ধুবান্ধব এবং আমত্য মন্ত্রীগণ তথা তৎকালীন প্রজাগণ কেউই জীবিত নেই। সকলেই কালের গর্ভে বিলীন হয়েছেন॥ ১৮ ॥

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ।
প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশূন্॥ ১৯

কাল, সকল বলবান ব্যক্তিদের থেকেও বেশি বলবান। সে স্বয়ং পরম সামর্থ্যযুক্ত, অবিনাশী ও সর্বনিয়ন্তা। যেমন গোপালকগণ পশুদের নিজের নিয়ন্ত্রণে করে রাখে তেমনভাবেই কাল ক্রীড়াচ্ছলে সমস্ত প্রাণীদের তার অধীন করে রাখে॥ ১৯ ॥

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥ ২০

রাজন্ ! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি আমাদের কাছে আপনার ইচ্ছানুসার বর চেয়ে নিন। আমরা কৈবল্য মোক্ষ ছাড়া আপনাকে সব কিছু দিতে সক্ষম, কারণ একমাত্র ভগবান বিষ্ণু ভিন্ন কৈবল্য মোক্ষ দেওয়ার সামর্থ্য আর কারোরও নেই॥ ২০ ॥

এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ।
অশয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া॥ ২১

পরম যশস্বী রাজা মুচুকুন্দ দেবতাদের কথা শুনে তাঁদের বন্দনা করলেন এবং অত্যধিক পরিশ্রান্ত থাকায় দেবতাদের কাছে নিদ্রার বর প্রার্থনা করলেন। কাঙ্ক্ষিত বর লাভ করে তিনি পর্বতগুহায় গিয়ে নিদ্রাগমন করলেন॥ ২১ ॥

স্বাপং[২] যাতং যস্তু মধ্যে বোধয়েত্ত্বামচেতনঃ।
স ত্বয়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ॥ ২২

সেই সময়ে দেবতাগণ বলেছিলেন—রাজন্ ! নিদ্রকালে যদি কোনো ব্যক্তি আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করে জাগিয়ে দেয় তাহলে সে আপনার দৃষ্টিপাতেই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যাবে॥ ২২ ॥

যবনে ভস্মসান্নীতে ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে॥ ২৩

হে পরীক্ষিৎ ! কালযবন ভস্মসাৎ হওয়ায় যদুবংশ-

[১]চ হত.। [২]প্রাচীন বইতে 'স্বাপং যাতং......' এই শ্লোকটি মূলে নেই টিপ্পণীতে লেখা আছে। 'স্বাপং যাতং'-এর স্থানে 'স্বাপং যন্তং' এরূপ পাঠভেদ রয়েছে।

তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥ ২৪

চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ২৫

প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্ষণম্[1]।
অপীব্যবয়সং[2] মত্তমৃগেন্দ্রোদারবিক্রমম্॥ ২৬

পর্যপৃচ্ছন্মহাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ।
শঙ্কিতঃ শনকৈ রাজা দুর্ধর্ষমিব তেজসা॥ ২৭

শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুণ্যবান রাজা-মুচুকুন্দকে দর্শন দান করে ধন্য করলেন। নবজলদ ঘনশ্যাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌষেয় পীতাম্বর ধারণ করেছিলেন। বক্ষঃস্থলে ছিল শ্রীবৎস চিহ্ন আর কণ্ঠদেশের কৌস্তুভমণি দিব্য জ্যোতি বিকিরণ করছিল। চতুর্ভুজ শ্রীভগবানের কণ্ঠে ছিল আজানুলম্বিত বৈজয়ন্তীমালা। মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত মনোহর যা প্রসন্নতায় বিকশিত ছিল। কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল ঝকমক করছিল। অধরের স্মিতহাস্যে ছিল অতুলনীয় সৌন্দর্য। নয়নযুগলের কৃপাকটাক্ষে অনুরাগ যেন ঝরে পড়ছিল। তাঁর নবযৌবনসম্পন্ন অতি মনোহর বিগ্রহে সিংহ বিক্রম স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। রাজা মুচুকুন্দ যদিও অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধীর ছিলেন তবুও তিনি শ্রীভগবানের তেজে অভিভূত এবং হতবাক হলেন। তাঁর দুর্দমনীয় তেজ দেখে, রাজা চমৎকৃত ও শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২৩-২৭ ॥

মুচুকুন্দ উবাচ

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে।
পদ্‌ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে॥ ২৮

রাজা মুচুকুন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে ? এই কণ্টকাকীর্ণ ঘন জঙ্গলে কমলসম কোমল চরণে আপনি কেন বিচরণ করছেন ? আর এই পর্বত গুহাতেই বা আপনার আগমনের কী উদ্দেশ্য ? ২৮ ॥

কিংস্বিত্তেজস্বিনাং তেজো ভগবান্ বা বিভাবসুঃ।
সূর্যঃ সোমো মহেন্দ্রো বা লোকপালোঽপরোঽপি বা॥ ২৯

আপনি কি সমস্ত তেজস্বীদের সম্মিলিত তেজ-রাশি, অথবা ভগবান অগ্নিদেব ? আপনি কি সূর্য, চন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র অথবা অন্য কোনো লোকপাল ? ২৯ ॥

মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভম্।
যদ্ বাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা॥ ৩০

আমার বিচারে আপনি দেবতাদের আরাধ্য দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের মধ্যে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীনারায়ণ স্বয়ং। দীপ উত্তম হলে অন্ধকারকে দূর করতে সমর্থ হয় ; তেমনভাবেই আপনি আপনার অঙ্গকান্তি দ্বারা এই গুহার অন্ধকার নিবারণ করছেন॥ ৩০ ॥

শুশ্রূষতামব্যলীকমস্মাকং নরপুঙ্গব।
স্বজন্ম কর্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে॥ ৩১

হে নরশ্রেষ্ঠ ! যদি আপনার অভিরুচি হয় তাহলে আমাকে আপনার জন্ম, কর্ম, গোত্রাদির বিবরণ দিন। আমি তা জানতে একান্তই উদগ্রীব॥ ৩১ ॥

বয়ং তু[3] পুরুষব্যাঘ্র ঐক্ষ্বাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশ্বাত্মজঃ প্রভো॥ ৩২

এবং হে পুরুষোত্তম ! আমার পরিচয় দানে বলি যে আমি ইক্ষ্বাকুবংশজাত ক্ষত্রিয়। আমার নাম মুচুকুন্দ। এবং হে প্রভু ! আমি যুবনাশ্বনন্দন মহারাজা মান্ধাতার পুত্র॥ ৩২ ॥

[1]তেক্ষিতম্। [2]অপীতা.। [3]চ ইহ বিখ্যাতা ঐক্ষ্বা।

চিরপ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহতেন্দ্রিয়ঃ।
শয়েঽস্মিন্ বিজনে কামং কেনাপ্যুত্থাপিতোঽধুনা॥ ৩৩

সুদীর্ঘকাল জাগরণ হেতু আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিদ্রা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি হরণ করেছিল ও দেহকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। তাই আমি এই নির্জন স্থানে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাগমন করছিলাম। এইমাত্র কেউ আমাকে জাগিয়ে তুলেছে॥ ৩৩ ॥

সোঽপি ভস্মীকৃতো নূনমাত্মীয়েনৈব[১] পাপ্মনা।
অনন্তরং ভবাঞ্ছ্রীমান্ লক্ষিতোঽমিত্রশাতনঃ[২]॥ ৩৪

তার পাপই তাকে ভস্মীভূত করেছে। তারপরই শত্রুমর্দন পরমসৌন্দর্যযুক্ত আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি॥ ৩৪ ॥ হে মহাভাগ! আপনি সমগ্র প্রাণীকুলের প্রণম্য। আপনার পরমদিব্য ও বিপুল তেজে আমার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আমি বেশিক্ষণ আপনার দিকে দৃষ্টিপাতেও সক্ষম নই॥ ৩৫ ॥

তেজসা তেঽবিষহ্যেণ ভূরি দ্রষ্টুং ন শক্নুমঃ।
হতৌজসো মহাভাগ মাননীয়োঽসি দেহিনাম্॥ ৩৫

এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
প্রত্যাহ প্রহসন্ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া॥ ৩৬

যখন রাজা মুচুকুন্দ এইভাবে বললেন তখন সমগ্র প্রাণীকুলের জীবনদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাস্যবদনে গুরুগম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

জন্মকর্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি॥ ৩৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় মুচুকুন্দ! আমার জন্ম, কর্ম ও নাম অনন্ত হওয়ায় তা গণনা করে বলা সম্ভব নয়॥ ৩৭ ॥

ক্বচিদ্ রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজন্মভিঃ।
গুণকর্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ॥ ৩৮

জন্ম-জন্মান্তর ধরে পৃথিবীর ক্ষুদ্র ধূলিকণাসমূহ গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব হলেও, আমার জন্ম, গুণ, কর্ম ও নামকে কেউ কখনো কোনো ভাবেই গণনা করতে সক্ষম হবে না॥ ৩৮ ॥

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্মাণি মে নৃপ।
অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ॥ ৩৯

রাজন্! সনক-সনন্দন আদি শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ আমার ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম ও কর্মের বর্ণনা করে থাকেন কিন্তু কখনো তাঁরা তার আদি-অন্ত পান না॥ ৩৯ ॥

তথাপ্যদ্যতনান্যঙ্গ শৃণুষ্ব গদতো মম।
বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্মগুপ্তয়ে।
ভূমের্ভারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ॥ ৪০

প্রিয় মুচুকুন্দ! এদৎসত্ত্বেও আমি আমার বর্তমান জন্ম, কর্ম ও নামের বিবরণ দেব, তুমি শোনো। শ্রীব্রহ্মা আমার নিকট ধর্মরক্ষা ও ভূভারস্বরূপ অসুর সংহার হেতু প্রার্থনা করেছিলেন॥ ৪০ ॥

অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ।
বদন্তি বাসুদেবেতি বসুদেবসুতং হি মাম্॥ ৪১

তাঁরই প্রার্থনায় আমি যদুবংশের শ্রীবসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছি। এখন আমি শ্রীবসুদেব পুত্র, তাই লোকে আমাকে 'বাসুদেব' বলে থাকে॥ ৪১ ॥

কালনেমির্হতঃ কংসঃ প্রলম্বাদ্যাশ্চ সদ্দ্বিষঃ।
অয়ং চ যবনো দগ্ধো রাজংস্তে তিগ্মচক্ষুষা॥ ৪২

এখন পর্যন্ত আমি কালনেমি অসুরের—যে কংসরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং প্রলম্ব আদি বহু সজ্জনবিদ্বেষী অসুরদের সংহার করেছি। রাজন্! এই ভস্মীভূত অসুর হল কালযবন, যে আমারই প্রেরণায় তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদানে শেষ হল॥ ৪২ ॥

[১]মাত্মজেনৈব। [২]নাশনঃ।

সোঽহং তবানুগ্রহার্থং গুহামেতামুপাগতঃ।
প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্বং ত্বয়াহং ভক্তবৎসলঃ॥ ৪৩

সেই আমি স্বয়ং তোমার প্রতি কৃপাবর্ষণ হেতু এই গুহাতে এসেছি। তুমি পূর্বে আমার প্রভূত আরাধনা করেছিলে এবং তুমি এও জান যে আমি ভক্তবৎসল॥ ৪৩ ॥

বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্বান্ কামান্ দদামি তে।
মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্॥ ৪৪

অতএব হে রাজন্! তোমার অভিলাষ অনুসারে বর চেয়ে নাও। আমি তোমার সর্ব অভিলষিত বস্তু প্রদান করব। আমার শরণাগত ব্যক্তির জন্য এমন কোনো বস্তুই নেই যা তার কাছে অপ্রাপ্য থাকতে পারে॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদান্বিতঃ।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্॥ ৪৫

শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে রাজা মুচুকুন্দের প্রবৃদ্ধ গর্গের বলা কথা মনে পড়ল—'যদুবংশে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হতে চলেছেন'। তিনি এতক্ষণে বুঝলেন তাঁর সম্মুখে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ উপস্থিত হয়েছেন। আনন্দে তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে স্তুতি আরম্ভ করলেন॥ ৪৫ ॥

মুচুকুন্দ উবাচ

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া
ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ॥ ৪৬

মুচুকুন্দ বললেন—হে প্রভু ! জগতের প্রাণীকুল আপনার মায়ায় প্রবলভাবে বিমোহিত। তারা আপনাতে বিমুখ হয়ে অনর্থেই জড়িয়ে থাকে আর আপনার সাধনভজনে বিরত থাকে। তারা সুখের জন্য সাংসারিক প্রপঞ্চকে আঁকড়ে থাকে যা দুঃখের মূল। এইভাবে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে॥ ৪৬ ॥

লব্ধ্বা জনো দুর্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥ ৪৭

হে অনঘ প্রভু ! এই ভূমি অতি পবিত্র কর্মভূমি আর তাতে মানবজন্ম লাভ করা অতি দুর্লভ ঘটনা। মানবজীবন এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে তাতে সাধনভজন করবার অসুবিধা আদৌ নেই। পরম সৌভাগ্য ও শ্রীভগবানের অহেতুক কৃপা অনায়াসে লাভ করেও যারা নিজ মতিগতি এই নশ্বর সংসার প্রপঞ্চে যুক্ত করে ও তুচ্ছ বিষয়ভোগ হেতু জেনেশুনে সেই অন্ধকার কূপে পড়ে থাকে আর শ্রীভগবানের পাদপদ্মের উপাসনা করে না এবং সাধনভজনও করে না, তারা তো সেই পশুসম, যে তুচ্ছ তৃণের লোভে অন্ধকার কূপে পতিত হয়॥ ৪৭ ॥

মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো
রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূ-
ষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া॥ ৪৮

ভগবন্! আমি রাজা ছিলাম ও রাজ্যসম্পদে মদমত্ত হয়ে থাকতাম। এই নশ্বর দেহকেই আমি আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপ বলে জ্ঞান করতাম। রাজকুমার, রানি, ধনসম্পদ ও পৃথিবীর লোভ-মোহে জড়িয়ে ছিলাম।

কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে
নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্।
বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈ-
র্গাং পর্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্মদঃ॥ ৪৯

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥ ৫০

পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্
মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ।
স এব কালেন দুরত্যয়েন তে
কলেবরো বিট্‌কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৫১

নির্জিত্য দিক্‌চক্রমভূতবিগ্রহো
বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ।
গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং
ক্রীড়ামৃগঃ পূরুষ ঈশ নীয়তে॥ ৫২

করোতি কর্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো
নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষয়া দদৎ।
পুনশ্চ ভূয়েয়মহং স্বরাড়িতি
প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে॥ ৫৩

দিবারাত্রি চিন্তা সেই সকল বস্তু আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে ছিল। এইভাবে জীবনের অমূল্য সময় আমি হেলায় হারিয়েছি। তা নিষ্ফল হওয়ার জন্য দায়ী আমি স্বয়ং॥ ৪৮ ॥

যে মানবদেহ প্রত্যক্ষরূপেই ঘট ও দেওয়ালসম মৃত্তিকা নির্মিত এবং দৃশ্য হওয়ার জন্য সেগুলির মতনই পৃথক সত্তাধারী—তাকেই আমি নিজ স্বরূপ মনে করেছিলাম। তখন আমি নিজেকে নরদেবতা বলে মনে করতাম। এবং মদমত্ত হয়ে নিজের স্বরূপকে চিনতেই পারতাম না। রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিকপুষ্ট চতুরঙ্গ সেনা ও সেনাপতি দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমি পৃথিবীতে নানাদিকে বিচরণ করতাম॥ ৪৯ ॥

এই পৃথিবীতে মানুষ জাগতিক চিন্তায় নিত্যযুক্ত থেকে তার একমাত্র পরম কর্তব্য ঈশ্বর লাভের চিন্তায় বিমুখ হয়ে ভোগ বিলাসে প্রমত্ত হয়। তার সংসারের বন্ধনরূপী বিষয়বাসনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে। কিন্তু যেমন ক্ষুধাকাতর সর্প জিহ্বা সঞ্চালন করে অসাবধান মূষিককে শিকার করে, তেমনভাবেই কালরূপে আপনি সর্বদা সতর্ক থেকে সেই প্রমাদোন্মত্ত প্রাণীর উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ইহলীলার ইতি সম্পন্ন করেন॥ ৫০ ॥

পূর্বে যে সুবর্ণ নির্মিত রথে অথবা গজপৃষ্ঠে আরোহণ করে বিচরণ করত ও নরদেবতারূপে সম্মানিত হত—সেই মানবদেহ আপনার অবাধ কালের গ্রাসে পড়ে বর্জনীয় পদার্থ হয়ে পক্ষীদ্বারা ভক্ষিত হলে বিষ্ঠা, ভূমিতে প্রোথিত হলে কৃমির খাদ্য অথবা দগ্ধ হলে স্তূপাকার ভস্মে পরিণত হয়॥ ৫১ ॥

হে প্রভু ! যে দিগ্‌দিগন্তের রাজ্যের উপর জয়লাভ করেছে এবং যার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার মতন ব্যক্তি জগতে থাকে না, যে উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতে অভ্যস্ত এবং যার চরণে তার পূর্বের সমকক্ষ রাজাগণ নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকে ; সেই ব্যক্তি যখন বিষয়সুখ ভোগ করবার জন্য রমণীদের কাছে গমন করে তখন সে তাদের হাতের ক্রীড়নক ও গৃহপালিত পশুর মতো হয়ে যায়॥ ৫২ ॥

অনেকে বিষয় ভোগ ত্যাগ করে পুনরায় রাজ্যাদি লাভ করবার নিমিত্ত পুণ্য-দানাদি কার্য করে থাকে। আমি

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ।। ৫৪

পুনরায় জন্মগ্রহণ করে অতি বড় রাজচক্রবর্তী সম্রাট হব —এইরূপ বাসনা ধারণ করে কঠোর তপস্যাদি শুভকর্মে যুক্ত হয়। যার তৃষ্ণা এইরূপ প্রবল সে কখনো সুখী হতে পারে না।। ৫৩ ।।

হে অচ্যুত ! জীব অনাদিকাল থেকেই জন্মমৃত্যুরূপ সংসার চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। যখন তার উদ্ধারের সময় সমাগত হয়, তখন সে সাধুসঙ্গ লাভ করতে সক্ষম হয়। সাধুসঙ্গ লাভ হওয়ার সময় থেকেই তার মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ হয় এবং তখনই কার্য-কারণরূপ জগতের একমাত্র প্রভু আপনাতেই জীবের বুদ্ধি সুদৃঢ় হয়।। ৫৪ ।।

মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো
রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া।
যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্যয়া
বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ডভূমিপৈঃ।। ৫৫

ভগবন্ ! আমি মনে করি যে আপনি আমার উপর পরম অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, কারণ বিনা পরিশ্রমে—অনায়াসেই আমার রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। সাধু-স্বভাবের চক্রবর্তী সম্রাটও যখন নিজ রাজ্য ত্যাগ করে একান্তে সাধনভজন করবার নিমিত্ত বন-গমন করতে উদ্যত হয়, তখন সে তার মমতার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ হেতু আপনার কাছেই প্রেমপ্রীতি সহকারে প্রার্থনা নিবেদন করে থাকে।। ৫৫ ।।

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্ বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্যো বরমাত্মবন্ধনম্।। ৫৬

হে অন্তর্যামী প্রভু ! আপনি তো সর্বজ্ঞ। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা ছাড়া অন্য কোনো বর কামনা করি না, কারণ যাদের কাছে সংগ্রহ পরিগ্রহ নেই অথবা যে তার অভিমান থেকে মুক্ত সেও কেবল তাই প্রার্থনা করে থাকে। ভগবন্! আপনিই বলুন, মোক্ষধাম আপনার আরাধনা না করে সে কি নিজেকে বন্ধনের হেতু সাংসারিক বিষয়ভোগ যাচনা করবে ? ৫৬ ।।

তস্মাদ্ বিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্বতো
রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং
ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্।। ৫৭

অতএব হে প্রভু ! আমি সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণযুক্ত সমস্ত কামনা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ মায়ার সম্বন্ধরহিত, গুণাতীত এক অদ্বিতীয়, চিৎস্বরূপ পরমপুরুষ আপনারই শরণাগত হলাম।। ৫৭ ।।

চিরমিহ বৃজিনার্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-
রবিতৃষষড়মিত্রোঽলব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্ম-
ন্নভয়মৃতমশোকং পাহি মাঽঽপন্নমীশ।। ৫৮

ভগবন্ ! অনাদিকাল থেকে কৃতকর্মফল ভোগ করতে করতে আমি অতি সন্তপ্ত হয়ে পড়েছি, দুঃখ আমাকে নিত্য তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমার ছয় শত্রু (পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন) অশান্ত ; তাদের বিষয়-তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল। এক মুহূর্তের জন্য আমি শান্তি পাইনি। হে আশ্রয়দাতা ! এখন আমি সেই শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত—যাতে ভয়, মৃত্যু ও শোক স্পর্শ করে না। হে সমগ্র জগতের প্রভু ! হে পরমাত্মা ! আপনি

শ্রীভগবানুবাচ

সার্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জিতা।
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ।। ৫৯

প্রলোভিতো বরৈর্যত্ত্বমপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ।
ন ধীর্ময্যেকভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে ক্বচিৎ।। ৬০

যুঞ্জানানামভক্তানাং[১] প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্[২]।। ৬১

বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ।
অস্ত্বেব নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ময্যনপায়িনী।। ৬২

ক্ষাত্রধর্মস্থিতো জন্তূন্ ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ।
সমাহিতস্তত্তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ[৩]।। ৬৩

জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্বভূতসুহৃত্তমঃ।
ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্।। ৬৪

এই শরণাগতকে রক্ষা করুন।। ৫৮ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে সার্বভৌম মহারাজ মুচুকুন্দ ! তোমার মতি, তোমার লক্ষ্য অতি পবিত্র ও উচ্চকোটির। যদিও আমি তোমাকে বার বার বর প্রার্থনার জন্য প্রলোভিত করেছি, তোমার বুদ্ধি কিন্তু কামনার অধীনে চলে যায়নি।। ৫৯ ।।

আমি তোমাকে যে বরদানের জন্য প্রলোভিত করেছি তা কেবল তোমার সতর্ক প্রবৃত্তিকে পরীক্ষা করবার জন্য ছিল। আমার ভক্তদের চিত্ত কখনো কামনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয় না।। ৬০ ।।

যারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়, তারা প্রাণায়ামাদি দ্বারা নিজ মনকে বশীভূত করবার যতই চেষ্টা করুক, তাদের বাসনাসকল কখনো ক্ষীণ হয় না এবং হে রাজন্! তাদের মন পুনরায় বিষয়ের নিমিত্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।। ৬১ ।।

তুমি তোমার মন ও চিন্তা আমাকে সমর্পণ করে দাও আর তারপর স্বচ্ছন্দভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করো। আমাতে তোমার বিষয়বাসনা বিরহিত নির্মল ভক্তি নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে।। ৬২ ।।

তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মাচরণ কালে শিকার করবার সময়ে বহু পশু বধ করেছ। এইবার তুমি একাগ্রচিত্তে আমার উপাসনা করে তপস্যা দ্বারা সেই পাপ বিধৌত করো।। ৬৩ ।।

রাজন্ ! পরের জন্মে তুমি ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং সমস্ত প্রাণীকুলের প্রকৃত হিতৈষী ও পরম সুহৃদ হবে। তখন তুমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন পরমাত্মা আমাকে লাভ করবে।। ৬৪ ।।

———०———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[৪] উত্তরার্ধে মুচুকুন্দস্তুতির্নামৈকপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।। ৫১ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের মুচুকুন্দস্তুতি নামক একপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৫১ ।।

———০———

[১]যু.। [২]রুচিদুত্থিতম্। [৩]পাশ্রয়ঃ। [৪]ন্ধে যবনবধো মুচুকুন্দস্তব এক.।

অথ দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

দ্বিপঞ্চাশতম অধ্যায়

দ্বারকাগমন, শ্রীবলরামের বিবাহ এবং রুক্মিণীর আবেদন নিয়ে ব্রাহ্মণের শ্রীকৃষ্ণের কাছে আগমন

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সোঽনুগৃহীতোঽঙ্গ কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তং পরিক্রম্য সন্নম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে সুপ্রিয় পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজা মুচুকুন্দের উপর কৃপা বর্ষণ করলেন। রাজা মুচুকুন্দ অতঃপর শ্রীভগবানকে পরিক্রমা করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন॥ ১ ॥

স বীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্ মর্ত্যান্ পশূন্ বীরুদ্বনস্পতীন্।
মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্॥ ২

তিনি গুহার বাইরে এসে দেখলেন যে সমস্ত মানুষ, পশু, লতা ও বৃক্ষ-বনস্পতি পূর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে। অতএব কলিযুগের আগমন হয়েছে বুঝে তিনি উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করলেন॥ ২ ॥

তপঃশ্রদ্ধাযুতো ধীরো[১] নিঃসঙ্গো মুক্তসংশয়ঃ।
সমাধায় মনঃ কৃষ্ণে প্রাবিশদ্ গন্ধমাদনম্॥ ৩

মহারাজ মুচুকুন্দ তপস্যা, শ্রদ্ধা, ধৈর্য ও অনাসক্তিতে যুক্ত ও সংশয়-সন্দেহ মুক্তপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজ চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন॥ ৩ ॥

বদর্যাশ্রমমাসাদ্য নরনারায়ণালয়ম্।
সর্বদ্বন্দ্বসহঃ শান্তস্তপসাঽঽরাধয়দ্ধরিম্॥ ৪

ভগবান নর-নারায়ণের নিত্য নিবাসস্থান বদরিকাশ্রমে গমন করে তিনি অতি শান্তভাবে শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য করে তপস্যার মাধ্যমে শ্রীভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন॥ ৪ ॥

ভগবান্ পুনরাব্রজ্য পুরীং[২] যবনবেষ্টিতাম্।
হত্বা ম্লেচ্ছবলং নিন্যে তদীয়ং দ্বারকাং ধনম্॥ ৫

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে প্রত্যাগমন করলেন। কালযবনের সৈন্যবাহিনী তখনও মথুরাপুরীকে ঘিরে রেখেছিল। এইবার তিনি ম্লেচ্ছ সংহার করলেন এবং তাদের সমস্ত ধনসম্পদ অধিগ্রহণ করে দ্বারকার পথে অগ্রসর হলেন॥ ৫ ॥

নীয়মানে ধনে গোভির্নৃভিশ্চাচ্যুতচোদিতৈঃ।
আজগাম জরাসন্ধস্ত্রয়োবিংশতানীকপঃ॥ ৬

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে মালবাহক ও বলদের সাহায্যে সেই ধনসম্পদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনই মগধরাজ জরাসন্ধ পুনরায় (অষ্টাদশ বার) তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করল॥ ৬ ॥

বিলোক্য বেগরভসং রিপুসৈন্যস্য মাধবৌ।
মনুষ্যচেষ্টামাপন্নৌ রাজন্ দুদ্রুবতুর্দ্রুতম্॥ ৭

পরীক্ষিৎ ! শত্রুসেনার প্রবল আক্রমণের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মানবসম লীলাভিনয় করে তাদের সম্মুখ থেকে দ্রুত পলায়ন করতে লাগলেন॥ ৭ ॥

[১]বীরো। [২]মথুরাং যবনৈ-হৃতে।

বিহায় বিত্তং প্রচুরমভীতৌ ভীরুভীতবৎ।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং চেরতুর্বহুযোজনম্॥ ৮

যদিও তাঁদের মনে ভয়ের লেশমাত্রও ছিল না, তবুও যেন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন—এইরূপ অভিনয় করে ধন-সম্পদ সকল সেইখানেই ফেলে দিয়ে তাঁরা কমলদলসম সুকোমল চরণে বহু যোজনপথ অতিক্রম করে গেলেন॥ ৮ ॥

পলায়মানৌ তৌ দৃষ্ট্বা মাগধঃ প্রহসন্ বলী।
অন্বধাবদ্ রথানীকৈরীশয়োরপ্রমাণবিৎ॥ ৯

যখন মহাবল মগধরাজ জরাসন্ধ দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তো পলায়ন করছেন, তখন সে হাসতে লাগল এবং রথ-পদাতিক সৈন্য সহযোগে তাঁদের পিছনে ধাবিত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের ঐশ্বর্য ও প্রভাবের প্রকৃত জ্ঞান তার ছিল না॥ ৯ ॥

প্রদ্রুত্য দূরং সংশ্রান্তৌ তুঙ্গমারুহতাং গিরিম্।
প্রবর্ষণাখ্যং ভগবান্ নিত্যদা যত্র বর্ষতি॥ ১০

বহুদূর পর্যন্ত প্রবল গতিবেগে ধাবিত হওয়ায় ভ্রাতৃযুগল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাঁরা সুউচ্চ প্রবর্ষণ পর্বতে আরোহণ করলেন। অবিশ্রান্ত বর্ষণ হওয়ার কারণে সেই পর্বতকে প্রবর্ষণ বলা হত॥ ১০ ॥

গিরৌ নিলীনাবাজ্ঞায় নাধিগম্য পদং নৃপ।
দদাহ গিরিমেধোভিঃ সমন্তাদগ্নিমুৎসৃজন্॥ ১১

পরীক্ষিৎ ! যখন জরাসন্ধ দেখল যে তাঁরা পর্বতে আত্মগোপন করেছেন, তখন সে তাঁদের অন্বেষণ করতে প্রয়াসী হল। কিন্তু কিছুতেই তাঁদের খুঁজে না পেয়ে সে বহু ইন্ধনে পরিপূর্ণ সেই প্রবর্ষণ পর্বতের চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিল॥ ১১ ॥

তত উৎপত্য তরসা দহ্যমানতটাদুভৌ।
দশৈকযোজনোত্তুঙ্গান্নিপেততুরধো ভুবি॥ ১২

পর্বতের সানুদেশকে প্রজ্বলিত দেখে ভ্রাতৃযুগল জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর সীমা অতিক্রম করে প্রবল বেগে সেই এগারো যোজন (চুয়াল্লিশ ক্রোশ) উচ্চ পর্বত শিখর থেকে অবতরণ করে সমতলে উপনীত হলেন॥ ১২ ॥

অলক্ষ্যমাণৌ রিপুণা সানুগেন যদূত্তমৌ।
স্বপুরং পুনরায়াতৌ সমুদ্রপরিখাং নৃপ॥ ১৩

রাজন্ ! জরাসন্ধ অথবা তার কোনো অনুচর তাঁদের দেখতে পেল না এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সেইস্থান থেকে নিরাপদে সমুদ্র পরিবেষ্টিত নিজ দ্বারকাপুরীতে উপনীত হলেন॥ ১৩ ॥

সোঽপি দগ্ধাবিতি মৃষা মন্বানো বলকেশবৌ।
বলমাকৃষ্য সুমহন্মগধান্ মাগধো যযৌ॥ ১৪

জরাসন্ধ মনে মনে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অবশ্যই অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে থাকবেন। তখন সে তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মগধদেশে ফিরে এল॥ ১৪ ॥

আনর্তাধিপতিঃ শ্রীমান্ রৈবতো রেবতীং সুতাম্।
ব্রহ্মণা চোদিতঃ প্রাদাদ্ বলায়েতি পুরোদিতম্॥ ১৫

পূর্বে (নবম স্কন্ধে) বলা হয়েছে যে, শ্রীব্রহ্মার আদেশে আনর্তদেশের রাজা শ্রীমান রৈবত শ্রীবলরামের সঙ্গে তাঁর রেবতী নামক কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন॥ ১৫ ॥

ভগবানপি গোবিন্দ উপযেমে কুরূদ্বহ।
বৈদর্ভীং ভীষ্মকসুতাং শ্রিয়ো মাত্রাং স্বয়ংবরে॥ ১৬

প্রমথ্য তরসা রাজ্ঞঃ শাল্বাদীংশ্চৈদ্যপক্ষগান্।
পশ্যতাং সর্বলোকানাং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ সুধামিব॥ ১৭

পরীক্ষিৎ ! গরুড় যেমন সুধা হরণ করেছিলেন তেমনভাবেই রুক্মিণীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত শিশুপাল ও তার সমর্থক শাল্বাদি রাজাদের প্রবল পরাক্রম হেলায় দলিত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখ থেকে বিদর্ভদেশের রাজকুমারী রুক্মিণীকে হরণ করে এনেছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীরুক্মিণী ছিলেন রাজা ভীষ্মকের কন্যা ; তিনি ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীর অবতার ছিলেন॥ ১৬-১৭ ॥

রাজোবাচ

ভগবান্ ভীষ্মকসুতাং রুক্মিণীং রুচিরাননাম্।
রাক্ষসেন বিধানেন উপযেম ইতি শ্রুতম্॥ ১৮

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! আমরা শুনেছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকনন্দিনী পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বলপ্রয়োগ করে হরণ করে রাক্ষসবিধি অনুসারে বিবাহ করেছিলেন॥ ১৮ ॥

ভগবন্শ্রোতুমিচ্ছামি কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
যথা মাগধশাল্বাদীন্ জিত্বা কন্যামুপাহরৎ॥ ১৯

এখন আমরা জানতে ইচ্ছুক যে কেমন করে পরম তেজস্বী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধ শাল্ব আদি রাজাদের পরাজিত করে শ্রীরুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন ? ১৯ ॥

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।
কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বানঃ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ॥ ২০

হে ব্রহ্মর্ষি ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা অতুলনীয়। তা স্বয়ং পবিত্র ও সমস্তপ্রকার মল বিধৌত করে জগৎকেও পবিত্রতা প্রদান করে। তাতে এমন লোকোত্তর মাধুর্য বর্তমান যে, দিবানিশি সেবন করলেও তাতে নিত্যনতুন রসাস্বাদন হতে থাকে। তা শ্রবণ করে পরিতৃপ্তি হয় না, এমন রসিক ও মর্মজ্ঞ সর্বতোভাবে বিরল॥ ২০ ॥

শ্রীশুক[১] উবাচ

রাজাহহসীদ্ ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতির্মহান্।
তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা চ বরাননা॥ ২১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! মহারাজ ভীষ্মক বিদর্ভদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র ও এক সুন্দরী কন্যা ছিল॥ ২১ ॥

রুক্ম্যগ্রজো রুক্মরথো রুক্মবাহুরনন্তরঃ।
রুক্মকেশো রুক্মমালী রুক্মিণ্যেষাং স্বসা সতী॥ ২২

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হল রুক্মী। অন্য চারজনের নাম যথাক্রমে রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী। সর্বকনিষ্ঠা হল সহোদরা সাধ্বী রুক্মিণী॥ ২২ ॥

সোপশ্রুত্য মুকুন্দস্য রূপবীর্যগুণশ্রিয়ঃ।
গৃহাগতৈর্গীয়মানাস্তং[২] মেনে সদৃশং পতিম্॥ ২৩

রাজপ্রাসাদে সমাগত অতিথিবৃন্দের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, পরাক্রম, গুণ ও বৈভবের কথা শুনে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে লাভ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন॥ ২৩ ॥

তাং বুদ্ধিলক্ষণৌদার্যরূপশীলগুণাশ্রয়াম্।
কৃষ্ণশ্চ সদৃশীং ভার্যাং সমুদ্বোঢুং মনো দধে॥ ২৪

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরুক্মিণীকে সুলক্ষণা, পরম বুদ্ধিমতী, উদার, সুন্দর, শীলস্বভাবসম্পন্না ও অদ্বিতীয় গুণময়ীরূপে জানতেন। তাই তিনি শ্রীরুক্মিণীকে

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]মানং তং।

বন্ধূনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ।
ততো নিবার্য কৃষ্ণদ্বিড়্রুক্মী চৈদ্যমমন্যত।। ২৫

তাঁর অনুকূল পেয়েছিলেন ও তাঁকে বিবাহ করতে সংকল্প করেছিলেন।। ২৪ ।।

রুক্মিণীর আত্মীয়স্বজনগণ চাইতেন যেন তাঁর বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই হয়। কিন্তু রুক্মী শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিল। সে বিবাহে বাধা দিল ও শিশুপালকে সহোদরার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করল।। ২৫ ।।

তদবেত্যাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী দুর্মনা ভৃশম্।
বিচিন্ত্যাপ্তং দ্বিজং কঞ্চিৎ কৃষ্ণায় প্রাহিণোদ্দ্রুতম্।। ২৬

যখন পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণী জানতে পারলেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ অগ্রজ রুক্মী শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করছে তখন তিনি অতি বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবনা-চিন্তা করে এক বিশ্বাসী ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে প্রেরণ করলেন।। ২৬ ।।

দ্বারকাং স সমভ্যেত্য প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ।
অপশ্যদাদ্যং পুরুষমাসীনং কাঞ্চনাসনে।। ২৭

ব্রাহ্মণদেবতা তো দ্বারকাপুরীতে এলেন। দ্বারপাল তাঁকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। সেইখানে তিনি আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সুবর্ণ সিংহাসনে বিরাজমান দেখলেন।। ২৭ ।।

দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণ্যদেবস্তমবরুহ্য নিজাসনাৎ।
উপবেশ্যার্হয়াঞ্চক্রে যথাঽঽত্মানং দিবৌকসঃ।। ২৮

ব্রাহ্মণদের পরমভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণদেবতাকে দেখেই নিজ আসন থেকে নেমে এলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণকে নিজ আসনে উপবেশন করিয়ে তিনি তাঁর পূজা সেইভাবেই করলেন যেভাবে দেবতাগণ তাঁকে (শ্রীভগবানকে) পূজা করে থাকেন।। ২৮ ।।

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তমুপগম্য সতাং গতিঃ।
পাণিনাভিমৃশন্ পাদাবব্যগ্রস্তমপৃচ্ছত।। ২৯

সমাদর আপ্যায়ন কুশলবার্তা বিনিময়ের পর ব্রাহ্মণদেবতা যখন আহার বিশ্রাম করে নিলেন তখন সাধুসন্তদের পরম আশ্রয় ভগবান তাঁর নিকটে গমন করে তাঁর নিজ কোমল হস্তে তাঁর পদমর্দন করতে করতে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।। ২৯ ।।

কচ্চিদ্ দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ ধর্মস্তে বৃদ্ধসম্মতঃ।
বর্ততে নাতিকৃচ্ছ্রেণ সংতুষ্টমনসঃ সদা।। ৩০

হে ব্রাহ্মণশিরোমণি ! আপনি তো নিত্য সন্তুষ্ট চিত্ত। আপনার পূর্বপুরুষ দ্বারা অনুসৃত ধর্মের প্রতিপালনে আপনার কোনো অসুবিধা হয় না তো ? ৩০ ।।

সংতুষ্টো যর্হি বর্তেত ব্রাহ্মণো যেন কেনচিৎ।
অহীয়মানঃ স্বাদ্ধর্মাৎ স হ্যস্যাখিলকামধুক্[১]।। ৩১

ব্রাহ্মণ যদি যদিচ্ছাক্রমে লাভ করা বস্তুতে সন্তুষ্ট থেকে নিজ বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম পালন করে ও তার থেকে বিচ্যুত না হয়ে জীবনযাপন করে, তাহলে সেই ধর্মই ব্রাহ্মণের সমস্ত কামনা পূরণ করে থাকে।। ৩১ ।।

অসন্তুষ্টোঽসকৃল্লোকানাপ্নোত্যপি সুরেশ্বরঃ।
অকিঞ্চনোঽপি সন্তুষ্টঃ শেতে সর্বাঙ্গবিজ্বরঃ।। ৩২

যদি ইন্দ্রপদ লাভ করে কারো মধ্যে সন্তোষ না থাকে তখন তাকে সুখের জন্য একলোক থেকে অন্যলোকে

[১]কর্মকৃৎ।

বিপ্রান্ স্বলাভসন্তুষ্টান্ সাধূন্ ভূতসুহৃত্তমান্।
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তান্ নমস্যে শিরসাসকৃৎ॥ ৩৩

গমনাগমন করতে হয় ; সে কোথাও শান্তি লাভ করে না। কিন্তু যার অল্প পরিমাণও সংগ্রহ-পরিগ্রহ নেই ও বর্তমান অবস্থায় যে সন্তুষ্ট, সে সর্বসন্তাপ বিরহিত হয়ে সুখনিদ্রা যায়॥ ৩২ ॥

যে অনায়াসে প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকে, যার স্বভাব সুমধুর ও যে সমস্ত প্রাণীদের পরম হিতৈষী, অহংকার বিরহিত ও শান্ত—সেই ব্রাহ্মণদের আমি নিত্য নতমস্তক হয়ে প্রণাম করে থাকি॥ ৩৩ ॥

কচ্চিদ্ বঃ কুশলং ব্রহ্মন্ রাজতো যস্য হি প্রজাঃ।
সুখং বসন্তি বিষয়ে পাল্যমানাঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ৩৪

হে ব্রাহ্মণদেবতা ! রাজার কাছ থেকে আপনারা সব রকমের সহযোগিতা পাচ্ছেন তো ? যাদের রাজ্যে প্রজারা সুখপূর্বক প্রতিপালিত হয় ও আনন্দে বসবাস করে সেই রাজারা আমার অতীব প্রিয়॥ ৩৪ ॥

যতস্ত্বমাগতো দুর্গং নিস্তীর্যেহ যদিচ্ছয়া।
সর্বং নো ব্রূহ্যগুহ্যং চেৎ কিং কার্যং করবাম তে॥ ৩৫

হে ব্রাহ্মণদেবতা ! আপনি কোথা থেকে, কী কারণে এবং কী অভিলাষে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে এইখানে এসেছেন ? যদি অতি গোপনীয় না হয় তাহলে আমাকে তা বলুন। বলুন আমার কী সেবা দরকার ? ৩৫ ॥

এবং সম্পৃষ্টসম্প্রশ্নো ব্রাহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনা।
লীলাগৃহীতদেহেন তস্মৈ সর্বমবর্ণয়ৎ॥ ৩৬

হে পরীক্ষিৎ ! লীলায় নররূপধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রাহ্মণদেবতাকে এইরূপ প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি সকল বিবরণ শ্রীভগবানকে বললেন। তারপর তিনি শ্রীভগবানকে শ্রীরুক্মিণীর সন্দেশের (বার্তার) কথাও বললেন॥ ৩৬ ॥

রুক্মিণ্যুবাচ

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥ ৩৭

শ্রীরুক্মিণী বলেছেন—হে ভুবনসুন্দর ! আপনার গুণাবলী — যা শ্রবণকারীর কর্ণপথের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রবেশ করে সর্বাঙ্গের তাপ ও জন্মজন্মান্তরের জ্বালা শান্ত করে এবং আপনার রূপসৌন্দর্য—যা চক্ষুষ্মান জীবদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল ও স্বার্থ-পরমার্থ সব কিছুই প্রদান করে—শ্রবণ করে হে অচ্যুত ! আমার চিত্ত লাজলজ্জা সব কিছু ত্যাগ করে আপনাতেই প্রবেশ করছে॥ ৩৭ ॥

কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপ-
বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যম্।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা
কালে নৃসিংহ নরলোকমনোঽভিরামম্॥ ৩৮

হে প্রেমস্বরূপ শ্যামসুন্দর ! যে দৃষ্টিতেই দেখি কুল, শীল, স্বভাব, সৌন্দর্য, বিদ্যা, অবস্থা, ধন-ধাম সব দিক দিয়েই আপনি যেন অদ্বিতীয়। আপনার তুলনা স্বয়ং আপনি। মানবলোকের সকল প্রাণীর মন আপনাকে দেখে শান্তি অনুভব করে ও আনন্দ লাভ করে। অতএব হে পরমপুরুষ ! আপনিই বলুন এমন কোনো কুলবতী, মহাগুণবতী ও ধৈর্যবতী কন্যা আছে যে বিবাহযোগ্যা হয়ে আপনাকেই স্বামীরূপে বরণ করে নেবে না ? ৩৮ ॥

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥ ৩৯

অতএব হে প্রিয়তম ! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ করেছি। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আপনি তো অন্তর্যামী। আমার হৃদয়ের কথা আপনার অজানা নয়। আপনি এইখানে আগমন করে আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে কমলনয়ন ! হে প্রাণবল্লভ ! আমি আপনার সম-বীরের কাছে সমর্পিত হয়ে গেছি, আমি আপনারই। এখন সিংহের ভাগ যেন শৃগাল স্পর্শ না করে ; শিশুপাল যেন কিছুতেই আমাকে স্পর্শ না করে ! ৩৯ ॥

পূর্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্র-
গুর্বর্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং
গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে॥ ৪০

আমি পূর্বজন্মে যদি পূর্ত (কূপ, জলাশয় খনন), ইষ্ট (যজ্ঞাদি করা), দান, নিয়ম, ব্রত ও দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু আদির পূজা দ্বারা ভগবান পরমেশ্বরের আরাধনা করে থাকি, এবং তিনি যদি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন ; শিশুপাল অথবা অন্য কোনো পুরুষ যেন আমাকে স্পর্শ না করে॥ ৪০ ॥

শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য
মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্যশুল্কাম্॥ ৪১

হে প্রভু ! আপনি তো অজিত। যে দিন আমার বিবাহ স্থির হয়েছে তার পূর্ব দিবসে আপনি আমাদের রাজধানীতে গোপনে আসুন এবং তারপর বড় বড় সেনাপতিদের সঙ্গে শিশুপাল ও জরাসন্ধের সেনাকে মথিত করে তছনছ করে দিন এবং বলপ্রয়োগ করে রাক্ষস বিধিতে বীরত্বের মূল্য দিয়ে আমার পাণিগ্রহণ করুন॥ ৪১ ॥

অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূং-
স্ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্।
পূর্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা
যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ॥ ৪২

'তুমি অন্তঃপুরে রমণী পরিবৃত থাকবে ; তোমার আত্মীয়স্বজনদের বধ না করে আমি তোমাকে কেমন করে বিবাহ করব ?' —এই আশঙ্কা থাকলে আমি এক উপায় বলছি। বিবাহের আগের দিন আমাদের কুলপ্রথানুসারে এক মহাসমারোহের আয়োজন হয়ে থাকে। কুলদেবীকে প্রণাম নিবেদন নিমিত্ত নববধূকে নগরের বাহিরে অবস্থিত গিরিজা মন্দিরে গমন করতে হয়॥ ৪২ ॥

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ৪৩

হে কমললোচন ! উমাপতি ভগবান শংকরের মতন প্রণম্য দেবতারাও আত্মশুদ্ধি হেতু আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শপ্রাপ্ত ধূলিতে স্নান করতে উৎসুক থাকেন। যদি আমি সেই প্রসাদ অর্থাৎ শ্রীচরণরজ লাভ করতে সক্ষম না হই তাহলে আমি আমার দেহকে ব্রতদ্বারা বিশুষ্ক করে প্রাণত্যাগ করব। আপনার জন্য যদি শতবারও জন্মগ্রহণ

ব্রাহ্মণ উবাচ

ইত্যেতে গুহ্যসন্দেশা যদুদেব ময়াহহৃতাঃ।
বিমৃশ্য কর্তুং যচ্চাত্র ক্রিয়তাং তদনন্তরম্॥ ৪৪

করতে হয় তাও শ্রেয় ; কারণ একদিন তো সেই প্রসাদ লাভ করতে আমি সক্ষম হবই॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মণদেবতা বললেন—হে যদুবংশশিরোমণি ! শ্রীরুক্মিণীর সুগোপন বার্তা বহন করেই আমি আপনার কাছে এসেছি। করণীয় স্থির করে যেমন মনে করেন তা অনতিবিলম্বে করুন॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহপ্রস্তাবে দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের রুক্মিণী-বিবাহ প্রস্তাব নামক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

অথ ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ

ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায়

রুক্মিণী-হরণ

শ্রীশুক উবাচ

বৈদর্ভ্যাঃ স তু সন্দেশং নিশম্য যদুনন্দনঃ।
প্রগৃহ্য পাণিনা পাণিং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাং চ ন লভে নিশি।
বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ॥ ২

তামানয়িষ্য উন্মথ্য রাজন্যাপসদান্ মৃধে।
মৎপরামনবদ্যাঙ্গীমেধসোহগ্নিশিখামিব ॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বিদর্ভরাজকুমারী শ্রীরুক্মিণীর এই বার্তা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে ব্রাহ্মণদেবতার হাত রেখে হাস্যবদনে যা বললেন তা এইরূপ॥ ১ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ব্রাহ্মণদেবতা ! বিদর্ভ রাজকুমারী যেমন আমাকে পেতে ইচ্ছুক আমিও তদনুরূপ ইচ্ছা করি। তাঁর উদ্দেশ্যে তদ্‌গতচিত্ত থাকায় আমার রাত্রিকালীন নিদ্রাসুখও বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি জানি যে রুক্মী, আমার সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহে বাধাদান করেছে॥ ২ ॥

কিন্তু হে ব্রাহ্মণদেবতা ! দেখবেন, যেমন অরণিকাষ্ঠ মন্থনে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে থাকে সেইভাবেই আমি যুদ্ধে সেই নামসর্বস্ব ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্কদের মন্থন করে তছনছ করে দেব ও মৎপরায়ণা পরমাসুন্দরীকে উদ্ধার করে আনব॥ ৩ ॥

[১]স্কন্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহে দ্বিপ.।

শ্রীশুক উবাচ

উদ্বাহর্ক্ষং চ বিজ্ঞায় রুক্মিণ্যা মধুসূদনঃ।
রথঃ সংযুজ্যতামাশু দারুকেত্যাহ সারথিম্॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যখন জানলেন যে আগামী পরশু রাত্রিতে শ্রীরুক্মিণীর বিবাহলগ্ন, তখন তিনি সারথিকে বললেন—'হে দারুক ! এক্ষুনি রথ যোজনা করো।'॥ ৪ ॥

স চাশ্বৈঃ শৌব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকৈঃ।
যুক্তং রথমুপানীয় তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ॥ ৫

দারুক শ্রীভগবানের রথে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারটি অশ্ব সংস্থাপিত করে তাঁর সম্মুখে জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন॥ ৫ ॥

আরুহ্য স্যন্দনং শৌরির্দ্বিজমারোপ্য তূর্ণগৈঃ।
আনর্ত্তাদেকরাত্রেণ বিদর্ভানগমদ্ধয়ৈঃ॥ ৬

শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রাহ্মণদেবতাকে রথে তুলে তারপর নিজে উঠলেন এবং সেই দ্রুতগামী অশ্বদের সাহায্যে এক রাত্রেই আনর্তদেশ থেকে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হলেন॥ ৬ ॥

রাজা স কুণ্ডিনপতিঃ পুত্রস্নেহবশং গতঃ।
শিশুপালায় স্বাং কন্যাং দাস্যন্ কর্মাণ্যকারয়ৎ॥ ৭

কুণ্ডিনাধিপতি মহারাজ ভীষ্মক নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মীর স্নেহের বশীভূত হয়ে নিজ কন্যাকে শিশুপালকে দান করবার জন্য বিবাহোৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন॥ ৭ ॥

পুরং সম্মৃষ্টসংসিক্তমার্গরথ্যাচতুষ্পথম্।
চিত্রধ্বজপতাকাভিস্তোরণৈঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ৮

নগরের রাজপথ, চৌমাথা ও গলিপথ উত্তমরূপে সম্মার্জিত হয়েছিল ও তার উপর সুগন্ধি সিঞ্চন কার্যও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চিত্রবিচিত্র নানাবর্ণের বিভিন্ন আকারের ধ্বজ ও পতাকা দিয়ে নগরকে সুশোভিত করা হয়েছিল। বহু তোরণও স্থাপিত হয়েছিল॥ ৮ ॥

স্রগ্‌গন্ধমাল্যাভরণৈর্বিরজোহম্বরভূষিতৈঃ।
জুষ্টং স্ত্রীপুরুষৈঃ শ্রীমদ্‌গৃহৈরগুরুধূপিতৈঃ॥ ৯

নগরের নরনারীগণ পুষ্পমালা, হার, আতর সুগন্ধি, চন্দন, আভরণ ও নির্মল বস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছিলেন। সেইখানকার মনোহর গৃহাদি অগুরু ও ধূপে সুগন্ধিত করা হয়েছিল॥ ৯ ॥

পিতৃন্ দেবান্ সমভ্যর্চ্য বিপ্রাংশ্চ বিধিবন্নৃপ।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং বাচয়ামাস মঙ্গলম্॥ ১০

হে পরীক্ষিৎ ! রাজা ভীষ্মক বিধিপূর্বক পিতৃপুরুষদের ও দেবতাদের পূজার্চনা করে ব্রাহ্মণভোজন করালেন। নিয়মানুসারে স্বস্তিবচনও বাদ গেল না॥ ১০ ॥

সুস্নাতাং সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলাম্।
অহতাংশুকযুগ্মেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ॥ ১১

সুদর্শনা পরমাসুন্দরী রাজকুমারী শ্রীরুক্মিণীকে স্নান করানো হল, তাঁর হস্তে মাঙ্গলিক সূত্র ও কঙ্কণ ধারণ করানো হল। তাঁকে উত্তমরূপে সজ্জিত করে দুই প্রস্থ নবীন বস্ত্রধারণ করিয়ে তাঁকে অতি উত্তম অলংকারেও বিভূষিত করানো হল॥ ১১ ॥

চক্রুঃ সামর্গ্‌যজুর্মন্ত্রৈর্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ।
পুরোহিতোঽথর্ববিদ্[১] বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে॥ ১২

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদের মন্ত্রদ্বারা তাঁর রক্ষণ করলেন ও অথর্ববেদের পুরোহিতগণ গ্রহ-শান্তি উদ্দেশ্যে যজ্ঞও করলেন॥ ১২ ॥

[১]বিড্ভির্জুহ্।

হিরণ্যরূপ্যবাসাংসি তিলাংশ্চ গুড়মিশ্রিতান্।
প্রাদাদ্ ধেনূশ্চ বিপ্রেভ্যো রাজা বিধিবিদাং বরঃ॥ ১৩

রাজা ভীষ্মক কুলপ্রথা ও শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গুড়মিশ্রিত তিল এবং ধেনুসকল ব্রাহ্মণদের দান করলেন॥ ১৩ ॥

এবং চেদিপতী রাজা দমঘোষঃ সুতায় বৈ।
কারয়ামাস মন্ত্রজ্ঞৈঃ সর্বমভ্যুদয়োচিতম্॥ ১৪

এইভাবে চেদি নরেশ দমঘোষও নিজ পুত্র শিশুপালের জন্য মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধিত মাঙ্গলিক কার্য সম্পাদন করালেন॥ ১৪ ॥

মদচ্যুদ্ভির্গজানীকৈঃ স্যন্দনৈর্হেমমালিভিঃ।
পত্ত্যশ্বসঙ্কুলৈঃ সৈন্যৈঃ পরীতঃ কুণ্ডিনং যযৌ॥ ১৫

অতঃপর মদস্রাবী গজসমূহ, সুবর্ণমাল্য মণ্ডিত রথসকল, পদাতিক ও অশ্বারোহী চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে তাদের কুণ্ডিনপুর প্রবেশ হল॥ ১৫ ॥

তং বৈ বিদর্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিপূজ্য চ।
নিবেশয়ামাস মুদা কল্পিতান্যনিবেশনে॥ ১৬

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক এগিয়ে এসে তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন ও প্রথানুসারে পূজার্চনাও করলেন। অতঃপর পূর্বনির্ধারিত স্থানে আনন্দের সঙ্গে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হল॥ ১৬ ॥

তত্র শাল্বো জরাসন্ধো দন্তবক্রো বিদূরথঃ।
আজগ্মুশ্চৈদ্যপক্ষীয়াঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাঃ সহস্রশঃ॥ ১৭

সেই বরযাত্রীদের মধ্যে শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ এবং পৌণ্ড্রক আদি শিশুপালের শত-সহস্র মিত্র রাজাগণও ছিল॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণরামদ্বিষো যত্তাঃ কন্যাং চৈদ্যায় সাধিতুম্।
যদ্যাগত্য হরেৎ কৃষ্ণো রামাদ্যৈর্যদুভির্বৃতঃ[১]॥ ১৮

যোৎস্যামঃ সংহতাস্তেন ইতি নিশ্চিতমানসাঃ।
আজগ্মুর্ভূভুজঃ সর্বে সমগ্রবলবাহনাঃ॥ ১৯

তারা সকলেই রাজা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বিরোধী ছিল এবং রাজকুমারী রুক্মিণী যেন শিশুপালেরই হয় তা নিশ্চিত করতে সদাসতর্ক ছিল। অতএব তারা স্থির করে রেখেছিল যে যদি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম আদি যদুবংশজাতগণ এসে কন্যা হরণের চেষ্টা করেন, তাহলে তাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। সেইজন্যই সকলে নিজেদের পূর্ণ সৈন্যবাহিনী এবং রথ অশ্ব, গজ আদিও প্রস্তুত রেখেছিলেন॥ ১৮-১৯ ॥

শ্রুত্বৈতদ্ ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্।
কৃষ্ণং চৈকং গতং হর্তুং কন্যাং কলহশঙ্কিতঃ॥ ২০

বিপক্ষদলের রাজাদের প্রস্তুতির কথা ভগবান শ্রীবলরামের কর্ণগোচর হল। তিনি যখন শুনলেন যে ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ একলাই রাজকুমারী রুক্মিণী-হরণ নিমিত্ত গমন করেছেন, তিনি তখন বুঝলেন যে এক বিশাল যুদ্ধ আসন্ন॥ ২০ ॥

বলেন মহতা সার্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ।
ত্বরিতং কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ॥ ২১

যদিও শ্রীবলরাম, অনুজ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমের কথা বিশেষভাবে জানতেন তবুও ভ্রাতৃস্নেহে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হল ; তিনি তৎক্ষণাৎ রথ, গজ, অশ্ব, পদাতিক সংযুক্ত এক বিশাল চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে কুণ্ডিনপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ২১ ॥

ভীষ্মকন্যা বরারোহা কাঙ্ক্ষন্ত্যাগমনং হরেঃ।
প্রত্যাপত্তিমপশ্যন্তী দ্বিজস্যাচিন্তয়ত্তদা॥ ২২

এদিকে পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

[১]ভিঃ সহ।

অহো ত্রিযামান্তরিত উদ্বাহো মেহল্পরাধসঃ।
নাগচ্ছত্যরবিন্দাক্ষো নাহং বেদ্ম্যত্র কারণম্।
সোঽপি নাবর্ততেঽদ্যাপি মৎসন্দেশহরো দ্বিজঃ॥ ২৩

শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তো তখনও এলেন না, ব্রাহ্মণদেবতাও ফিরে এলেন না। তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন॥ ২২ ॥

হায় ! এখন এই অভাগীর বিবাহের তো মাত্র একরাত্রি বাকি আছে। কিন্তু আমার প্রাণনাথ কমলনয়ন ভগবান এখনও তো এলেন না। এর কারণ তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল তাই নয় আমার বার্তাবহ ব্রাহ্মণদেবতাও তো এখনও পর্যন্ত ফিরে এলেন না॥ ২৩ ॥

অপি ময্যনবদ্যাত্মা দৃষ্ট্বা কিঞ্চিজ্জুগুপ্সিতম্।
মৎ পাণিগ্রহণে নূনং নায়াতি হি কৃতোদ্যমঃ॥ ২৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যে পরম শুদ্ধ আধার তা সন্দেহাতীত, তাই বিশুদ্ধ ব্যক্তিই তাঁকে প্রেম করবার অধিকারী। তিনি আমার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো মালিন্য দেখেছেন। তাই আমার পাণিগ্রহণ হেতু এইখানে পদার্পণ করছেন না ! ২৪ ॥

দুর্ভগায়া ন মে ধাতা নানুকূলো মহেশ্বরঃ।
দেবী বা বিমুখা গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী॥ ২৫

বেশ ! আমি মন্দভাগ্য ? বিধাতা ও ভগবান শংকরও আমার অনুকূল নন বলে মনে হচ্ছে। এও সম্ভব যে রুদ্রজায়া গিরিরাজকুমারী সতী শ্রীপার্বতী আমার উপর (কোনো কারণে) অসন্তুষ্ট হয়েছেন॥ ২৫ ॥

এবং চিন্তয়তী বালা গোবিন্দহৃতমানসা।
ন্যমীলয়ত কালজ্ঞা নেত্রে চাশ্রুকলাকুলে॥ ২৬

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীরুক্মিণী এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবছিলেন। তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে ভক্তমনাপহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরণ করে নিয়েছিলেন। এইরূপ চিন্তা করতে করতে এখনও সময় আছে মনে করে তিনি নিজ অশ্রুসজল নয়নদ্বার বন্ধ করলেন॥ ২৬ ॥

এবং বধ্বাঃ প্রতীক্ষন্ত্যা গোবিন্দাগমনং নৃপ।
বাম ঊরুর্ভুজো নেত্রমস্ফুরন্ প্রিয়ভাষিণঃ॥ ২৭

হে পরীক্ষিৎ ! এইরূপে শ্রীরুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সেই সময়ে তার বাম উরু, বাহু ও নেত্র স্পন্দিত হতে লাগল যা তাঁর প্রিয়তমের আগমন সংবাদ দ্যোতক ছিল॥ ২৭ ॥

অথ কৃষ্ণবিনির্দিষ্টঃ স এব দ্বিজসত্তমঃ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রাজপুত্রীং দদর্শ হ॥ ২৮

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত ব্রাহ্মণদেবতার আগমন হল। তিনি অন্তঃপুরে রাজকুমারী রুক্মিণীকে লক্ষ্য করলেন, যেন তিনি কোনো ধ্যানমগ্ন দেবীকে প্রত্যক্ষ করছেন॥ ২৮ ॥

সা তং প্রহৃষ্টবদনমব্যগ্রাত্মগতিং সতী।
আলক্ষ্য লক্ষণাভিজ্ঞা সমপৃচ্ছচ্ছুচিস্মিতা॥ ২৯

সতী শ্রীরুক্মিণী দেখলেন যে ব্রাহ্মণদেবতা প্রসন্নবদন। তাঁর মন ও বদনে উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নেই। তিনি বুঝলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হয়েছে। তারপর তিনি প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হয়ে ব্রাহ্মণদেবতাকে জিজ্ঞাসা করলেন॥ ২৯ ॥

তস্যা আবেদয়ৎ প্রাপ্তং শশংস যদুনন্দনম্।
উক্তং চ সত্যবচনমাত্মোপনয়নং প্রতি॥ ৩০

তখন ব্রাহ্মণদেবতা তাঁকে নিবেদন করলেন

তমাগতং সমাজ্ঞায় বৈদর্ভী হৃষ্টমানসা।
ন পশ্যন্তি ব্রাহ্মণায় প্রিয়মন্যন্ননাম সা॥ ৩১

—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছে।' তাঁর প্রভূত প্রশংসা করে তিনি আবার বললেন—'হে রাজকুমারী শ্রীরুক্মিণী ! আপনাকে উদ্ধার করতে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ'॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবানের শুভাগমন বার্তা শ্রীরুক্মিণীর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার আনল। তিনি প্রতিদানে ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীভগবান ছাড়া অন্য কিছু উপযুক্ত না দেখে জগতের সমগ্র লক্ষ্মী ব্রাহ্মণদেবতাকে অর্পণ করলেন॥ ৩১ ॥

প্রাপ্তৌ শ্রুত্বা স্বদুহিতুরুদ্বাহপ্রেক্ষণোৎসুকৌ।
অভ্যয়াত্তূর্যঘোষেণ রামকৃষ্ণৌ সমর্হণৈঃ॥ ৩২

রাজা ভীষ্মক জানতে পারলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ঔৎসুক্যবশত তাঁর কন্যার বিবাহানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবার জন্য পদার্পণ করেছেন। তখন তিনি তূর্য, ভেরি আদি বাদ্য সহযোগে পূজাসামগ্রী সহিত তাঁদের যথাযথ অভ্যর্থনা করলেন॥ ৩২ ॥

মধুপর্কমুপানীয় বাসাংসি বিরজাংসি সঃ।
উপায়নান্যভীষ্টানি বিধিবৎ সমপূজয়ৎ॥ ৩৩

এবং মধুপর্ক, নির্মল বস্ত্র, উত্তম দানসামগ্রী সহযোগে সসম্মানে তাঁদের পূজার্চনা করলেন॥ ৩৩ ॥

তয়োর্নিবেশনং শ্রীমদুপকল্প্য মহামতিঃ।
সসৈন্যয়োঃ সানুগয়োরাতিথ্যং বিদধে যথা॥ ৩৪

শ্রীভীষ্মক অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীভগবানের উপর তাঁর অপরিসীম ভক্তি ছিল। তিনি শ্রীভগবানকে সৈন্যবাহিনী ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত সমস্ত সুখসামগ্রীসম্পন্ন নিবাসস্থানে রাখলেন। অতি উত্তমরূপে অতিথিসৎকারও করা হল॥ ৩৪ ॥

এবং রাজ্ঞাং সমেতানাং যথাবীর্যং যথাবয়ঃ।
যথাবলং যথাবিত্তং সর্বৈঃ কামৈঃ সমর্হয়ৎ॥ ৩৫

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক রাজ্যে নিমন্ত্রিত যত রাজারা এসেছিলেন তাঁদের পরাক্রম, অবস্থা, বল ও ধনসম্পদ বিচার করে ইপ্সিত বস্তুসকল প্রদান করে অতিথিসৎকারে কোনো ত্রুটি রাখলেন না॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ।
আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্॥ ৩৬

বিদর্ভদেশের জনগণ যখন শুনল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদার্পণ হয়েছে তখন তারা শ্রীভগবানের নিবাসস্থানে ছুটে গেল। অতঃপর নিজ নয়নাঞ্জলিতে ভরে শ্রীভগবানের বদনারবিন্দের মধুর মকরন্দসুধা পান করতে লাগল॥ ৩৬ ॥

অস্যৈব ভার্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা।
অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ॥ ৩৭

তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করেছিল যে শ্রীরুক্মিণীই এঁর অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার উপযুক্ত এবং এই পরমপবিত্র মূর্তি শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরুক্মিণীরই যোগ্য পতি। অন্য কারো পত্নী হওয়ার যোগ্যতাই নেই॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চিৎ সুচরিতং যন্নস্তেন তুষ্টস্ত্রিলোককৃৎ।
অনুগৃহ্ণাতু গৃহ্ণাতু[1] বৈদর্ভ্যাঃ পাণিমচ্যুতঃ॥ ৩৮

যদি আমরা পূর্বজন্মে অথবা ইহজন্মে কোনো কিছু

[1]বৈদর্ভ্যা বিধিবৎপাণি.।

এবং প্রেমকলাবদ্ধা বদন্তি স্ম পুরৌকসঃ।
কন্যা চান্তঃপুরাৎ প্রাগাদ্ ভটৈর্গুপ্তাম্বিকালয়ম্॥ ৩৯

পদ্ভ্যাং বিনির্যযৌ দ্রষ্টুং ভবান্যাঃ পাদপল্লবম্।
সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্‌মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥ ৪০

যতবাঙ্‌মাতৃভিঃ সার্ধং সখীভিঃ পরিবারিতা।
গুপ্তা রাজভটৈঃ শূরৈঃ সন্নদ্ধৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
মৃদঙ্গশঙ্খপণবাস্তূর্যভের্যশ্চ জঘ্নিরে॥ ৪১

নানোপহারবলিভির্বারমুখ্যাঃ সহস্রশঃ।
স্রগ্‌গন্ধবস্ত্রাভরণৈর্দ্বিজপত্ন্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥ ৪২

গায়ন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চ গায়কা বাদ্যবাদকাঃ।
পরিবার্য বধূং জগ্মুঃ সূতমাগধবন্দিনঃ॥ ৪৩

আসাদ্য দেবীসদনং ধৌতপাদকরাম্বুজা।
উপস্পৃশ্য শুচিঃ শান্তা প্রবিবেশাম্বিকান্তিকম্॥ ৪৪

তাং বৈ প্রবয়সো বালাং বিধিজ্ঞা বিপ্রযোষিতঃ।
ভবানীং বন্দয়াঞ্চক্রুর্ভবপত্নীং ভবান্বিতাম্॥ ৪৫

নমস্যে ত্বাম্বিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্।
ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃষ্ণস্তদনুমোদতাম্॥ ৪৬

সৎকর্ম করে থাকি তাহলে যেন ত্রিলোকবিধাতা ভগবান আমাদের উপর প্রসন্ন হন এবং এমন ব্যবস্থা করে দেন যাতে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিদর্ভরাজকুমারী শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গেই হয়॥ ৩৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! প্রেম-বশীভূত পুরবাসীগণ যখন এইরূপ কথোপকথনে যুক্ত ছিলেন তখনই শ্রীরুক্মিণী অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে দেবী মন্দিরে গমন করলেন। বহু সৈন্য তাঁকে পাহারা দিচ্ছিল॥ ৩৯ ॥

তিনি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মের চিন্তা করতে করতে ভগবতী ভবানীর চরণকমল দর্শন করতে পদব্রজেই চললেন॥ ৪০ ॥

তিনি স্বয়ং মৌন ছিলেন এবং মাতাগণ ও সঙ্গিনী দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। বলবান রাজসৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ ধারণ করে তাঁকে রক্ষা করছিলেন। সেই সময় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঢোল, তূর্য ও ভেরি বাদ্যসকল বাজছিল॥ ৪১ ॥

বহু দ্বিজপত্নীগণ পুষ্পমাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, আভরণ আদি সঙ্গে নিয়ে উত্তমরূপে বস্ত্রালংকারে সজ্জিতা হয়ে শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গে গমন করছিলেন। বিবিধ উপঢৌকন ও পুজোপকরণ সঙ্গে নিয়ে সহস্র সহস্র বারঙ্গনাগণও সঙ্গে গমন করছিল॥ ৪২ ॥

গায়ক, বাদক ও সূত, মগধ ও বন্দীজন গান ও স্তব ও জয়ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চলছিল॥ ৪৩ ॥

দেবী মন্দিরে উপস্থিত হয়ে শ্রীরুক্মিণী নিজ কমলসদৃশ কোমল হস্তপদ প্রক্ষালন করলেন ও আচমন করলেন। অতঃপর তিনি অন্তরের ও বাইরের পবিত্রতা ধারণ করে শান্তভাবে শ্রীঅম্বিকাদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করলেন॥ ৪৪ ॥

বহু বিধিজ্ঞ প্রবৃদ্ধা ব্রাহ্মণ পত্নীগণ তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁরা শ্রীরুক্মিণীকে দিয়ে শ্রীশংকরভার্যা ভবানী ও ভগবান শংকরকে প্রণাম করালেন॥ ৪৫ ॥

শ্রীরুক্মিণী ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করলেন—'হে মা অম্বিকা ! আপনার ক্রোড়ে উপবিষ্ট আপনার প্রিয় শ্রীগণেশের সহিত আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমার অভিলাষ পূরণ হয়। আমি যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করি।' ৪৬ ॥

অদ্ভির্গন্ধাক্ষতৈর্ধূপৈর্বাসঃস্রঙ্‌মাল্যভূষণৈঃ[১]।
নানোপহারবলিভিঃ প্রদীপাবলিভিঃ পৃথক্‌॥ ৪৭

অতঃপর শ্রীরুক্মিণী জল, গন্ধ, অক্ষত, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, অলংকার, বহু প্রকারের নৈবেদ্য, দানসামগ্রী ও আরতি সহযোগে মা অম্বিকার পূজা করলেন॥ ৪৭ ॥

বিপ্রস্ত্রিয়ঃ পতিমতীস্তথা তৈঃ সমপূজয়ৎ।
লবণাপূপতাম্বূলকণ্ঠসূত্রফলেক্ষুভিঃ ॥ ৪৮

অতঃপর সেইসকল পুজোপকরণ তথা লবণ, পিষ্টক, পান, কণ্ঠসূত্র, ফল ও ইক্ষুদ্বারা সধবা ব্রাহ্মণ-পত্নীদের তিনি পূজা করলেন॥ ৪৮ ॥

তস্যৈ স্ত্রিয়স্তাঃ প্রদদুঃ শেষাং যুযুজুরাশিষঃ।
তাভ্যো দেব্যৈ নমশ্চক্রে শেষাং চ জগৃহে বধূঃ॥ ৪৯

তখন দ্বিজপত্নীগণ তাঁকে প্রসাদ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ; অতঃপর তিনি উপস্থিত সকল দ্বিজপত্নীগণকে ও মা অম্বিকাকে প্রণাম করে প্রসাদ ও নির্মাল্য গ্রহণ করলেন॥ ৪৯ ॥

মুনিব্রতমথ ত্যক্ত্বা নিশ্চক্রামাম্বিকাগৃহাৎ।
প্রগৃহ্য পাণিনা ভৃত্যাং রত্নমুদ্রোপশোভিনা॥ ৫০

পূজার্চনা বিধি সাঙ্গ করে তিনি মৌনব্রত ভঙ্গ করলেন এবং তাঁর রত্নাঙ্গুরীয় পরিশোভিতা করকমল দ্বারা এক সখীর হস্ত ধারণ করে গিরিজা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন॥ ৫০ ॥

তাং দেবমায়ামিব বীরমোহিনীং
সুমধ্যমাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্‌।
শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্নমেখলাং
ব্যঞ্জৎস্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্‌[২]॥ ৫১

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীরুক্মিণী শ্রীভগবানের মায়ার মতন বড় বড় ধীর-বীরদেরও মোহিত করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর সুন্দর ও ক্ষীণ কটিদেশের সৌন্দর্য ছিল অনুপম। তাঁর বদনমণ্ডলে কর্ণকুণ্ডল যুগলের শোভা ছিল নয়নাভিরাম। কৈশোর-যৌবনের বয়ঃসন্ধি সুনিতম্বিনীর দেহে রত্ন খচিত চন্দ্রহারের সৌন্দর্য ছিল অপরূপ। বক্ষঃস্থলে ছিল যৌবনের অঙ্কুরোদ্গম। দোদুল্যমান অলকদাম হেতু তাঁর দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠছিল॥ ৫১ ॥

শুচিস্মিতাং বিম্বফলাধরদ্যুতি-
শোণায়মানদ্বিজকুন্দকুড্‌মলাম্‌ ।
পদা চলন্তীং কলহংসগামিনীং
শিঞ্জৎকলানূপুরধামশোভিনা[৩]
বিলোক্য বীরা মুমুহুঃ সমাগতা
যশস্বিনস্তৎকৃতহৃচ্ছয়ার্দিতাঃ ॥ ৫২

বদন তাঁর মনোহর হাস্যমণ্ডিত ছিল, কুন্দমুকুলসম দন্তপঙ্‌ক্তিতে সমুদ্ভাসন ছিল যা সুপক্ক বিম্বোষ্ঠের কান্তিতে লালিমাযুক্ত লাগছিল। নূপুরের ক্ষুদ্রঘন্টিকায় রুনুঝুনু শব্দ হচ্ছিল আর ছিল উজ্জ্বল দীপ্তি। তিনি সুকুমার চরণকমলে রাজহংসের মতো পদব্রজেই চলছিলেন। সেই অপরূপ সৌন্দর্যের দৃশ্য দেখে উপস্থিত বড় বড় যশস্বী রাজাগণ মোহিত হয়ে পড়েছিল। কামদেব শ্রীভগবানের কার্যসিদ্ধি হেতু কামবাণে তাদের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিলেন॥ ৫২ ॥

যাং বীক্ষ্য তে নৃপতয়স্তদুদারহাস-
ব্রীড়াবলোকহৃতচেতস উজ্ঝিতাস্ত্রাঃ।
পেতুঃ ক্ষিতৌ গজরথাশ্বগতা বিমূঢ়া
যাত্রাচ্ছলেন হরয়েঽর্পয়তীং স্বশোভাম্‌॥ ৫৩

শ্রীরুক্মিণী এইভাবে শোভাযাত্রার দলে মৃদুমন্দ গতিতে চলে শ্রীকৃষ্ণের উপর নিজ রাশি রাশি সৌন্দর্য বিকিরণ করছিলেন। তাঁকে অবলোকন করে এবং

[১]দিপৈর্বা.। [২]কুণ্ডল.। [৩]শোভিতাম্‌।

সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ
প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা।
উৎসার্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ
প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতং সা॥ ৫৪

তাঁর মুক্ত মৃদুহাস্য ও সলজ্জ কটাক্ষপাত লক্ষ করে সেই বড় বড় রাজা ও বীরগণ এত হৃষ্টচিত্ত ও বিমোহিত হয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র সকল খসে পড়ল ও তারাও রথ, গজ ও অশ্ব থেকে ভূমিতে পড়ে গেল॥ ৫৩ ॥

এইভাবে শ্রীরুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করে নিজ পদ্মকোষসম চরণদ্বয়কে অতি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নিজ বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা মুখের উপর পতিত কেশদাম সরালেন এবং সেইস্থানে সমাগত রাজাদের দিকে সলজ্জ কটাক্ষ নিক্ষেপ করলেন। তখন সেইখানে তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হল॥ ৫৪ ॥

তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং
জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্।
রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং
রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ॥ ৫৫

শ্রীরুক্মিণী রথারোহণে উদ্যতা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুদের দৃষ্টির সম্মুখেই সেই জনাকীর্ণ স্থানে সহস্র রাজাদের মস্তকে পা দিয়ে তাঁকে গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত রথে তুলে নিলেন॥ ৫৫ ॥

ততো যযৌ রামপুরোগমৈঃ শনৈঃ।
সৃগালমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ॥ ৫৬

অতঃপর যেমনভাবে সিংহ শৃগালদের মধ্যে থেকে নিজের খাদ্য কেড়ে নিয়ে যায় তেমনভাবেই শ্রীরুক্মিণীকে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামাদি যাদবদের সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করলেন॥ ৫৬ ॥

তং মানিনঃ স্বাভিভবং যশঃক্ষয়ং
পরে জরাসন্ধবশা ন সেহিরে।
অহো ধিগস্মান্ যশ আত্তধন্বনাং
গোপৈর্হৃতং কেসরিণাং মৃগৈরিব॥ ৫৭

তখন জরাসন্ধ পক্ষের অহংকারী রাজাদের এই অতি ভয়ংকর তিরস্কার ও যশোনাশ সহ্য হল না। তারা সকলে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বলে উঠল—'ধিক্ আমাদের! আমরা ধনুক নিয়ে কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম আর ওই শৃগালসম গোপগণ সিংহের ভোগাবস্তু হরণ করে নিয়ে গেল! আমাদের শৌর্যবীর্য সবই অপহরণ করে নিয়ে গেল।' ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে রুক্মিণীহরণং নাম ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের রুক্মিণী-হরণ নামক ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

---

[১]স্কন্ধে ত্রিপ.।

অথ চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়

শিশুপাল পক্ষের রাজাদের ও রুক্মীর পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী বিবাহ

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সর্বে সুসংরব্ধা বাহানারুহ্য দংশিতাঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্বলৈঃ পরিক্রান্তা অন্বীয়ুর্ধৃতকার্মুকাঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! এইরূপ হাহুতাশ করতে করতে রাজাগণ ক্রোধে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। এইবার তারা বর্মধারণ করে বাহনের উপর চড়ে বসল। নিজ সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে তারা ধনুক হাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল॥ ১ ॥

তানাপতত আলোক্য যাদবানীকযূথপাঃ।
তস্থুস্তৎসংমুখা রাজন্‌বিস্ফূর্জ্য স্বধনূংসি তে॥ ২

রাজন্ ! যাদব সেনাপতিগণ তখন শত্রুদের আক্রমণোদ্যত দেখে ধনুকে টংকার দিয়ে যুদ্ধের জন্য ঘুরে দাঁড়াল॥ ২ ॥

অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথোপস্থে চ কোবিদাঃ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি মেঘা[১] অদ্রিষ্বপো যথা॥ ৩

জরাসন্ধের সৈন্যগণ অশ্ব, গজ ও রথ আদি বাহনে আরূঢ় ছিল। তারা সকলেই ছিল ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ। মেঘ যেমন পর্বতের উপর মুষলধারে বারিবর্ষণ করে তেমনই তারা যাদবদের উপর বাণবর্ষণ করতে লাগল॥ ৩ ॥

পত্যুর্বলং শরাসারৈশ্ছন্নং বীক্ষ্য সুমধ্যমা।
সব্রীড়মৈক্ষৎতদ্বক্ত্রং ভয়বিহ্বললোচনা॥ ৪

পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণী দেখলেন যে তাঁর পতি শ্রীকৃষ্ণের সেনা বাণবর্ষণে দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছে। তিনি তখন লজ্জা মিশ্রিত ভয়বিহ্বল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করতে লাগলেন॥ ৪ ॥

প্রহস্য ভগবানাহ মাস্ম ভৈর্বামলোচনে।
বিনঙ্‌ক্ষ্যত্যধুনৈবৈতত্তাবকৈঃ শাত্রবং বলম্॥ ৫

শ্রীভগবান সহাস্য বদনে বললেন—সুন্দরী ! ভয় নেই। তোমার পক্ষের সৈন্যগণ দ্বারা এখনই শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ বিমর্ষ হবে॥ ৫ ॥

তেষাং তদ্বিক্রমং বীরা গদসঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
অমৃষ্যমাণা নারাচৈর্জঘ্নুর্হয়গজান্ রথান্॥ ৬

এদিকে গদ ও সংকর্ষণাদি যাদব বীরদের শত্রুগণের এইরূপ পরাক্রম আর সহ্য করা সম্ভব হল না। তখন তারা বাণদ্বারা শত্রুপক্ষের গজ, অশ্ব, রথসমূহকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল॥ ৬ ॥

পেতুঃ শিরাংসি রথিনামশ্বিনাং গজিনাং ভুবি।
সকুণ্ডলকিরীটানি সোষ্ণীষাণি চ কোটিশঃ॥ ৭

হস্তাঃ সাসিগদেষ্বাসাঃ করভা উরবোঽঙ্‌ঘ্রয়ঃ।
অশ্বাশ্বতরনাগোষ্ট্রখরমর্ত্যশিরাংসি চ॥ ৮

তাদের বাণবর্ষণে রথারোহী, অশ্বারোহী ও গজারোহী শত্রুসৈন্যগণের কুণ্ডল ও কিরীটে মণ্ডিত শিরস্ত্রাণ সুশোভিত কোটি কোটি নরমুণ্ড, অসি, গদা ও ধনুক সমন্বিত হস্ত, প্রকোষ্ঠ, জঙ্ঘা এবং পাদসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ভূতলে নিপতিত হতে লাগল। এইভাবে অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, গর্দভ ও পদাতিকদের মুণ্ড সকল

---

[১] মেঘাস্তোয়ং যথাদ্রিষু।

হন্যমানবলানীকা বৃষ্ণিভির্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ।
রাজানো বিমুখা জগ্মুর্জরাসন্ধপুরঃসরাঃ।। ৯

শিশুপালং সমভ্যেত্য হৃতদারমিবাতুরম্।
নষ্টত্বিষং গতোৎসাহং শুষ্যদ্বদনমব্রুবন্।। ১০

ভো ভোঃ পুরুষশার্দূল দৌর্মনস্যমিদং ত্যজ।
ন প্রিয়াপ্রিয়য়োা রাজন্ নিষ্ঠা দেহিষু দৃশ্যতে।। ১১

যথা দারুময়ী যোষিন্নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া।
এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ।। ১২

শৌরেঃ সপ্তদশাহং বৈ সংযুগানি পরাজিতঃ।
ত্রয়োবিংশতিভিঃ সৈন্যৈর্জিগ্যে একমহং পরম্।। ১৩

তথাপ্যহং ন শোচামি ন প্রহৃষ্যামি কর্হিচিৎ।
কালেন দৈবযুক্তেন জানন্ বিদ্রাবিতং জগৎ।। ১৪

অধুনাপি বয়ং সর্বে বীরযূথপযূথপাঃ।
পরাজিতাঃ ফল্গুতন্ত্রৈর্যদুভিঃ কৃষ্ণপালিতৈঃ।। ১৫

রিপবো জিগ্যুরধুনা কাল আত্মানুসারিণি।
তদা বয়ং বিজেষ্যামো যদা কালঃ প্রদক্ষিণঃ।। ১৬

এবং প্রবোধিতো মিত্রৈশ্চৈদ্যোঽগাৎ সানুগঃ পুরম্।
হতশেষাঃ পুনস্তেঽপি যযুঃ স্বং স্বং পুরং নৃপাঃ।। ১৭

রুক্মী তু রাক্ষসোদ্বাহং কৃষ্ণদ্বিডসহন্ স্বসুঃ।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমৎ কৃষ্ণমক্ষৌহিণ্যা বৃতো বলী।। ১৮

যুদ্ধভূমিতে গড়াগড়ি যেতে লাগল।। ৭-৮ ।।

এইরূপে তারা জয়লাভে বদ্ধপরিকর হয়ে শত্রুসৈন্যকে তছনছ করে দিল। জরাসন্ধ সমেত অন্য রাজাগণ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করল।। ৯ ।।

এদিকে শিশুপাল তার মনোনীত স্ত্রীর এইরূপ অপহরণ হওয়ায় অবসন্নদেহ হয়ে পড়েছিল। তার হৃদয়ে না ছিল উৎসাহ, না দেহে শান্তি। সে শুষ্কবদন হয়ে যাওয়ায় জরাসন্ধ তার নিকটে গিয়ে বলতে লাগল।। ১০ ।।

হে শিশুপাল ! আপনি তো এক অতি উত্তম ব্যক্তিত্ব। এই উদাসীন ভাব ত্যাগ করুন। কারণ রাজন্ ! পরিস্থিতি সর্বদাই যে মনের অনুকূল অথবা প্রতিকূল হবে দেহধারীর জীবনে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? ১১ ।।

যেমন কাঠের পুতুল বাজিকরের ইচ্ছানুসারে নৃত্য করে থাকে তেমনভাবে এই জীবও পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন থেকে সুখ ও দুঃখের মধ্যে বিচরণশীল থাকে।। ১২ ।।

দেখুন ! শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সতেরো বার তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সমেত পরাজিত করেছে, আমি কেবল আঠারো বারের বার তার উপর জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।। ১৩ ।।

তবুও এই সম্বন্ধে আমার শোক বা হর্ষ—দুইই নেই ; কারণ আমি জানি যে প্রারব্ধানুসারে মহা-কালরূপে ভগবান এই জগৎকে ওলট-পালট করতেই থাকেন।। ১৪ ।।

আমরা যে বড় বড় বীর সেনাপতিদেরও অধিপতি তাতে সন্দেহ নেই। তবুও এইবার শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত যদুবংশের অল্প সংখ্যক সেনা আমাদের পরাজিত করল।। ১৫ ।।

এই যুদ্ধে শত্রুদের বিজয় হয়েছে কারণ কাল তাদের অনুকূল ছিল। যখন কাল আমাদের অনুকূল হবে তখন আমরাও তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হব।। ১৬ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! যখন জরাসন্ধ এইরূপ বোঝালো তখন চেদিরাজ শিশুপাল নিজ অনুগামীদের সঙ্গে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেল। আর তার অবশিষ্ট জীবিত মিত্র রাজাগণও নিজ নিজ নগরে ফিরে গেল।। ১৭ ।।

শ্রীরুক্মিণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রুক্মী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

রুক্ম্যমর্ষী সুসংরব্ধঃ শৃণ্বতাং সর্বভূভুজাম্।
প্রতিজজ্ঞে মহাবাহুর্দংশিতঃ সশরাসনঃ॥ ১৯

অহত্বা সমরে কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য চ রুক্মিণীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ॥ ২০

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সারথিং প্রাহ সত্বরঃ।
চোদয়াশ্বান্ যতঃ কৃষ্ণস্তস্য মে সংযুগং ভবেৎ॥ ২১

অদ্যাহং নিশিতৈর্বাণৈর্গোপালস্য সুদুর্মতেঃ।
নেষ্যে বীর্যমদং যেন স্বসা মে প্রসভং হৃতা॥ ২২

বিকত্থমানঃ কুমতিরীশ্বরস্যাপ্রমাণবিৎ।
রথেনৈকেন গোবিন্দং তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যথাহ্বয়ৎ[১]॥ ২৩

ধনুর্বিকৃষ্য সুদৃঢ়ং জঘ্নে কৃষ্ণং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
আহ চাত্র ক্ষণং তিষ্ঠ যদূনাং কুলপাংসন॥ ২৪

কুত্র যাসি স্বসারং মে মুষিত্বা ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ধবিঃ।
হরিষ্যেদ্য মদং মন্দ মায়িনঃ কূটযোধিনঃ॥ ২৫

যাবন্ন মে হতো বাণৈঃ শয়ীথা মুঞ্চ দারিকাম্।
স্ময়ন্ কৃষ্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা ষড়্ভির্বিব্যাধ রুক্মিণম্॥ ২৬

উপর চরম বিদ্বেষভাব পোষণ করত। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা তার ভগিনীকে হরণ করা ও তাকে বলপূর্বক রাক্ষসমতে বিবাহ করার ঘটনা তার অসহ্য মনে হল। সে এক অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল॥ ১৮ ॥

অসহিষ্ণু মহাবাহু রুক্মী অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বর্ম পরিধান করে ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে উপস্থিত রাজাদের সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে বসল—॥ ১৯ ॥

আমি আপনাদের সাক্ষী রেখে এই প্রতিজ্ঞা করছি যে যদি আমি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করে আমার ভগিনী রুক্মিণীকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম না হই তাহলে আমি আর রাজধানী কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করব না॥ ২০ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে রুক্মী রথে আরোহণ করে সারথিকে আদেশ দিল—'যে দিকে কৃষ্ণ এখন অবস্থান করছে, সেই দিকে অশ্বচালনা করো। আজ তার সঙ্গেই আমার যুদ্ধ হবে॥ ২১ ॥

আজ আমি আমার সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে সেই মন্দবুদ্ধি গোপালক কৃষ্ণের শৌর্যবীর্যের অহংকার ঘুচিয়ে দেব। তার সাহস দেখো ! সে আমার ভগিনীকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল॥ ২২ ॥

পরীক্ষিৎ ! রুক্মীর মতিভ্রম হয়েছিল। সে শ্রীভগবানের তেজ ও প্রভাবের কিছুই জানত না। এইরূপ কুবাক্য বর্ষণ করতে করতে একটি মাত্র রথে আরোহণ করে সে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে বলল—'ওরে ! কোথায় পালাচ্ছিস, থাম।' ২৩ ॥

সে ধনুকে বলপূর্বক জ্যারোপণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে তিন শর নিক্ষেপ করে বলল—'ওরে যদুকুলকলঙ্ক ! এইখানে খানিকক্ষণ দাঁড়া। যেমন যজ্ঞ হবি কাকে নিয়ে যায় তেমনভাবে তুই আমার ভগিনীকে নিয়ে কোথায় পালাবি ? ওরে শঠ ! তুই মায়াবী ও কূটযোদ্ধা। আজ আমি তোর গর্বের অহংকার ঘুচিয়ে দেব।' ২৪-২৫ ॥

দেখ ! তোর মঙ্গল যদি চাস আর আমার শরে ধরাশায়ী না হতে চাস তাহলে তার আগে আমার

[১]তিষ্ঠেতি চ ব্রুবন্।

ভগিনীকে ত্যাগ করে তুই পালিয়ে প্রাণ বাঁচা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর তর্জন-গর্জন শুনে হেসে ফেললেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রুক্মীর ধনুক ছেদন করে তার উপর ছয় শর নিক্ষেপ করলেন॥ ২৬ ॥

অষ্টভিশ্চতুরো বাহান্ দ্বাভ্যাং সূতং ধ্বজং ত্রিভিঃ।
স চান্যদ্ ধনুরাদায় কৃষ্ণং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ২৭

তারপর শ্রীকৃষ্ণ আটটি শর রুক্মীর রথের চার অশ্বের উপর, দুটি শর সারথির উপর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর তিনটি শরে তিনি রথধ্বজ খণ্ডিত করলেন। তখন রুক্মী অন্য এক ধনুক তুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর পাঁচটা শর নিক্ষেপ করল॥ ২৭ ॥

তৈস্তাড়িতঃ শরৌঘৈস্তু চিচ্ছেদ ধনুরচ্যুতঃ।
পুনরন্যদুপাদত্ত তদপ্যচ্ছিনদব্যয়ঃ[১]॥ ২৮

সেই শর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করল। তিনি তৎক্ষণাৎ রুক্মীর সেই ধনুকও ছেদন করে দিলেন। অতঃপর রুক্মী অন্য এক ধনুক হস্তে ধারণ করবার পূর্বেই অবিনাশী অচ্যুত তাও ছেদন করে ফেললেন॥ ২৮ ॥

পরিঘং পট্টিশং শূলং চর্মাসী[২] শক্তিতোমরৌ।
যদ্ যদায়ুধমাদত্ত[৩] তৎ সর্বং সোঽচ্ছিনদ্ধরিঃ॥ ২৯

এইভাবে রুক্মী একে একে পরিঘ, পট্টিশ, শূল, ঢাল, তরবারি, শক্তি ও তোমার আদি অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করল। অস্ত্রসকল শ্রীভগবানের অঙ্গে প্রহার করবার পূর্বেই তিনি সেগুলিকে বিনষ্ট করে দিলেন॥ ২৯ ॥

ততো রথাদবপ্লুত্য খড়্গপাণির্জিঘাংসয়া।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্॥ ৩০

এইবার রুক্মী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হস্তে তরবারি ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার উদ্দেশ্যে রথ থেকে ভূমিতে লাফিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর পতঙ্গ যেমনভাবে অগ্নির দিকে ধাবিত হয় সেইভাবে সে তাঁর দিকে ধাবিত হল॥ ৩০ ॥

তস্য চাপততঃ খড়্গং তিলশশ্চর্ম চেষুভিঃ।
ছিত্ত্বাসিমাদদে তিগ্মং রুক্মিণং হন্তুমুদ্যতঃ॥ ৩১

যখন শ্রীভগবান দেখলেন যে রুক্মী তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ শর নিক্ষেপ করে তার ঢাল, তরবারি খণ্ড খণ্ড করে দিলেন ও তাকে বধ করবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ করলেন॥ ৩১ ॥

দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃবধোদ্যোগং রুক্মিণী ভয়বিহ্বলা।
পতিত্বা পাদয়োর্ভর্তুরুবাচ করুণং সতী॥ ৩২

জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণসংশয় হয়েছে দেখে শ্রীরুক্মিণী এইবার তাঁর প্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে পড়ে করুণ স্বরে বললেন॥ ৩২ ॥

যোগেশ্বরাপ্রমেয়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ॥ ৩৩

'হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ! হে জগৎপতি ! আপনি যোগেশ্বর। আপনার স্বরূপ ও ইচ্ছার কথা কেউই জানতে সক্ষম নয়। আপনি পরম বলবান কিন্তু কল্যাণকারীও। হে প্রভু ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করা আপনার উপযুক্ত কার্য নয়'॥ ৩৩ ॥

[১]দচ্যুতঃ। [২]চর্মাসিশক্তিতোমরান্। [৩]দদ্যাত্তত্তচ্ছিনদচ্যুতঃ।

শ্রীশুক[১] উবাচ

তয়া পরিত্রাসবিকম্পিতাঙ্গয়া
শুচাবশুষ্যন্মুখরুদ্ধকণ্ঠয়া ।
কাতর্যবিস্রংসিতহেমমালয়া
গৃহীতপাদঃ করুণো ন্যবর্তত॥ ৩৪

শ্রীশুকদেব বললেন—শ্রীরুক্মিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। শোকাধিক্যে তাঁর মুখ বিশুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল। তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন ও তাঁর গলার সুবর্ণ নির্মিত অলংকার খসে পড়েছিল। তিনি এই অবস্থাতেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধরে ছিলেন। পরম দয়াল শ্রীভগবান তাঁকে ভীত দেখে করুণায় দ্রবীভূত হলেন এবং রুক্মী বধের সংকল্প তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলেন॥ ৩৪ ॥

চৈলেন বদ্ধা তমসাধুকারিণং
সশ্মশ্রুকেশং প্রবপন্ ব্যরূপয়ৎ।
তাবন্মমর্দুঃ পরসৈন্যমদ্ভুতং
যদুপ্রবীরা নলিনীং যথা গজাঃ॥ ৩৫

তবুও রুক্মী তাঁর অনিষ্ট করবার চিন্তা থেকে বিরত হল না। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারই বস্ত্রদ্বারা রুক্মীকে বন্ধন করলেন ; তার শ্মশ্রু ও কেশ স্থানে স্থানে কেটে তাকে হাস্যকর করে দিলেন। ইত্যবসরে যদুবংশের বীরগণ শত্রুর সেনাকে তছনছ করে দিল ; মনে হল যেন মাতঙ্গ কমলবন মর্দন করছে॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণান্তিকমুপব্রজ্য দদৃশুস্তত্র রুক্মিণম্।
তথাভূতং হতপ্রায়ং দৃষ্ট্বা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
বিমুচ্য বদ্ধং করুণো ভগবান্ কৃষ্ণমব্রবীৎ॥ ৩৬

শত্রুসেনা ধ্বংস করে তারা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে এল, তারা দেখতে পেল যে রুক্মী বস্ত্রে বাঁধা অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। রুক্মীকে ওই অবস্থায় দেখে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবলরামের দয়া হল। তিনি রুক্মীর বন্ধন খুলে তাকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন॥ ৩৬ ॥

অসাধ্বিদং ত্বয়া কৃষ্ণ কৃতমস্মজ্জুগুপ্সিতম্।
বপনং শ্মশ্রুকেশানাং বৈরূপ্যং সুহৃদো বধঃ॥ ৩৭

'হে কৃষ্ণ ! তোমার এরূপ করা ঠিক হয়নি ; এইরূপ নিন্দনীয় কার্য আমাদের মানায় না। আত্মীয়ের শ্মশ্রু ও কেশ মুণ্ডন করে দেওয়া ও তাকে হাস্যকর করে দেওয়া তো বধ করবারই সমান'॥ ৩৭ ॥

মৈবাস্মান্ সাধ্ব্যসূয়েথা ভ্রাতুর্বৈরূপ্যচিন্তয়া।
সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্॥ ৩৮

অতঃপর শ্রীবলরাম শ্রীরুক্মিণীকে সম্বোধন করে বললেন—'হে সাধ্বী ! তোমার ভ্রাতাকে শ্মশ্রু-কেশ মুণ্ডন করে অপমান করা হয়েছে বলে আমাদের উপর রাগ কোরো না ; কারণ জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদানকারী অন্য কেউ নেই। তাকে তো নিজের কর্মফলই ভোগ করতে হয়'॥ ৩৮ ॥

বন্ধুর্বধার্হদোষোঽপি ন বন্ধোর্বধমর্হতি।
ত্যাজ্যঃ স্বেনৈব দোষেণ হতঃ কিং হন্যতে পুনঃ॥ ৩৯

এইবার তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে কৃষ্ণ ! যদি নিকটস্থ আত্মীয়ও মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করে তবুও তাকে বধ করা উচিত নয়। তাকে মুক্তিদান করাই ভালো। সে তো তার অপরাধ হেতু নিহত হয়েই আছে। মৃতকে আবার বধ করা যায় ! ৩৯ ॥

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

ক্ষত্রিয়াণামযং ধর্মঃ প্রজাপতিবিনির্মিতঃ।
ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্ যেন ঘোরতরস্ততঃ।। ৪০

আবার তিনি রুক্মিণীকে বললেন—'হে সাধ্বী ! শ্রীব্রহ্মা ক্ষত্রিয় ধর্মকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে ভ্রাতা ভ্রাতাকেও বধ করে থাকে। তাই ক্ষাত্রধর্ম অত্যন্ত কঠোর ধর্ম'।। ৪০ ।।

রাজ্যস্য ভূমের্বিত্তস্য স্ত্রিয়ো[১] মানস্য তেজসঃ।
মানিনোহন্যস্য বা হেতোঃশ্রীমদান্ধাঃ ক্ষিপন্তি হি।। ৪১

তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—'হে ভ্রাতা কৃষ্ণ ! ঐশ্বর্যমদমত্ত ও অহংকারী ব্যক্তি রাজ্য, ভূমি, বিত্ত, স্ত্রী, মান, দম্ভ অথবা অন্য কোনো কারণে দুর্ব্যবহারও করে থাকে, আমরা তা জানি।।' ৪১ ।।

তবেয়ং বিষমা বুদ্ধিঃ সর্বভূতেষু দুর্হৃদাম্।
যন্মন্যসে সদাভদ্রং সুহৃদাং ভদ্রমজ্ঞবৎ।। ৪২

এইবার তিনি শ্রীরুক্মিণীকে বললেন—'হে সাধ্বী ! তোমার ভ্রাতা সকলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তার মঙ্গলের জন্যই তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তুমি অজ্ঞানীসম তাকে অমঙ্গলসূচক ভাবছ। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধি বৈপরীত্য থাকা ঠিক নয়।। ৪২ ।।

আত্মমোহো নৃণামেষ কল্প্যতে দেবমায়য়া।
সুহৃদ্ দুর্হৃদুদাসীন ইতি দেহাত্মমানিনাম্।। ৪৩

হে কল্যাণী ! যারা শ্রীভগবানের মায়াতে মোহিত হয়ে দেহকেই 'আত্মা' মনে করে তাদের মিত্র, শত্রু, উদাসীন আদি ভেদাভেদরূপ আত্মমোহ থাকে।। ৪৩ ।।

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ।। ৪৪

সমস্ত প্রাণীর আত্মা এক ; কার্য-কারণ, মায়ার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। জল এবং ঘট আদি উপাধি ভেদে সূর্য, চন্দ্র আদি প্রকাশযুক্ত পদার্থ এবং আকাশ ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়, যদিও তারা একই। তেমনভাবেই মূর্খ ব্যক্তিগণ দেহ-ভেদে আত্মার ভেদ মনে করে থাকে।। ৪৪ ।।

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।
আত্মন্যবিদ্যয়া কৢপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্।। ৪৫

পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ, তন্মাত্রা ও ত্রিগুণই দেহের স্বরূপ—যার সৃষ্টি ও লয় হয়ে থাকে। আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু এই কল্পিত দেহে 'এই হলাম আমি' ভাব আসে যা তাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত করে।। ৪৫ ।।

নাত্মনোহন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি।
তদ্ধেতুত্বাত্তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্রূপাভ্যাং যথা রবেঃ।। ৪৬

হে সাধ্বী ! নেত্র ও রূপ—দুইই সূর্যদ্বারা আলোকিত। সূর্যই কারণ। তাই সূর্যের সঙ্গে নেত্র এবং রূপের বিয়োগও হয় না, সংযোগও হয় না। এইভাবে সমগ্র জগৎতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব হেতু প্রকাশিত। সমস্ত জগতের প্রকাশক আত্মাই। অতএব আত্মার সঙ্গে অন্য সঙ্গহীন বস্তুর সংযোগ অথবা বিয়োগ কেমন করে সম্ভব ? ৪৬ ।।

জন্মাদয়স্তু দেহস্য বিক্রিয়া নাত্মনঃ ক্বচিৎ।
কলানামিব নৈবেন্দোর্মৃতির্হ্যস্য কুহূরিব।। ৪৭

জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, হ্রাস ও মৃত্যু—এই সকল বিকার তো দেহেরই হয়ে থাকে, আত্মার নয়।

[১]প্রিয়ো।

যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্ ফলমেব চ।
অনুভুঙ্‌ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাঽহপ্নোত্যবুধো ভবম্॥ ৪৮

তস্মাদজ্ঞানজং শোকমাত্মশোষবিমোহনম্।
তত্ত্বজ্ঞানেন নির্হৃত্য স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে॥ ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা তন্বী রামেণ প্রতিবোধিতা।
বৈমনস্যং পরিত্যজ্য মনো বুদ্ধ্যা সমাদধে॥ ৫০

প্রাণাবশেষ উৎসৃষ্টো দ্বিড্‌ভির্হতবলপ্রভঃ।
স্মরন্ বিরূপকরণং বিতথাত্মমনোরথঃ॥ ৫১

চক্রে ভোজকটং নাম নিবাসায় মহৎ পুরম্।
অহত্বা দুর্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যূহ্য যবীয়সীম্॥ ৫২

কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তত্রাবসদ্ রুষা।
ভগবান্ ভীষ্মকসুতামেবং নির্জিত্য ভূমিপান্।
পুরমানীয় বিধিবদুপযেমে কুরূদ্বহ॥ ৫৩

তদা মহোৎসবো নৃণাং[১] যদুপুর্যাং গৃহে গৃহে।
অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপতৌ নৃপ॥ ৫৪

যেমন কৃষ্ণপক্ষে কলারই ক্ষয় হয়ে থাকে চন্দ্রের হয় না। কিন্তু অমাবস্যাতে লোকেরা চন্দ্রক্ষয় হয়েছে বলে মনে করে থাকে ; তেমনভাবেই জন্ম-মৃত্যু আদি বিকার দেহেরই হয়ে থাকে কিন্তু অজ্ঞানতা হেতু তাকে আত্মার বলে মনে করা হয়ে থাকে॥ ৪৭ ॥

যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় কোনো-কিছুই না থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপ ফলের অনুভূতি লাভ করে থাকে, তেমনভাবেই অজ্ঞান ব্যক্তিগণ অনর্থক এই সংসার-চক্র অনুভব করে থাকে॥ ৪৮ ॥

অতএব হে সাধ্বী ! অজ্ঞানপ্রসূত এই শোক পরিত্যাগ করো। এই শোক অন্তঃকরণের শোষক ও মোহ উৎপাদক। অতএব তার থেকে মুক্ত হয়ে তুমি স্ব-স্বরূপে বিরাজমান হও' ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যখন শ্রীবলরাম এইরূপ বললেন তখন পরমাসুন্দরী শ্রীরুক্মিণী নিজ মনের মালিন্য দূর করে বিবেকবুদ্ধি সহযোগে তার সমাধান করলেন॥ ৫০ ॥

রুক্মীর সৈন্যবাহিনী ও পরাক্রম বিলীন হয়ে গিয়েছিল, অবশিষ্ট ছিল কেবল তার প্রাণটুকু। তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং শত্রুপক্ষের দ্বারা তাকে কুরূপ করার সেই কষ্টকর স্মৃতি তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল॥ ৫১ ॥

অতএব সে বসবাস করার জন্য ভোজকট নামক এক বিশাল নগর স্থাপন করল। তার তো পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করা ছিল যে দুর্মতি কৃষ্ণকে বধ না করে আর তার ভগিনী রুক্মিণীকে উদ্ধার না করে সে কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করবে না। তাই সে সক্রোধে সেইখানেই বসবাস করতে লাগল॥ ৫২ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করলেন এবং বিদর্ভরাজকুমারী শ্রীরুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে শাস্ত্রীয় বিধিমতো তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন॥ ৫৩ ॥

হে রাজন্ ! দ্বারকাপুরীর সর্বত্র উৎসবপালন শুরু হয়ে গেল এবং এরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক, কেননা

[১]রাজন্।

নরা নার্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
পারিবর্হমুপাজহ্রুর্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ ৫৫

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রজাসাধারণের অনন্য প্রেম ছিল॥ ৫৪ ॥

দ্বারকার নরনারীসকল সুমার্জিত মণিময় কুণ্ডল ধারণ করে সানন্দে চিত্রিত বসনে সজ্জিত বর ও বধূকে বহু উপহার দ্রব্যাদি প্রদান করল॥ ৫৫ ॥

সা বৃষ্ণিপুর্যুত্তভিতেন্দ্রকেতুভি-
র্বিচিত্রমাল্যাম্বররত্নতোরণৈঃ ।
বভৌ প্রতিদ্বার্যুপকৢপ্তমঙ্গলৈ-
রাপূর্ণকুম্ভাগুরুধূপদীপকৈঃ ॥ ৫৬

দ্বারকা তখন এক অনুপম সৌন্দর্য নগরে পরিণত হল। চতুর্দিকে বিশাল আকারের ইন্দ্রধ্বজ, বিভিন্ন বর্ণযুক্ত পুষ্পমাল্য, বস্ত্র ও রত্নময় তোরণ রঞ্জিত হল। সুসজ্জিত সামগ্রী, অঙ্কুর, পুষ্প, দূর্বা ও পল্লবাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদিও ছিল। পূর্ণকুম্ভ, অগুরু এবং ধূপের সুগন্ধ ও দীপমালার আলোক দ্বারকার সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ প্রদান করল॥ ৫৬ ॥

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্।
গজৈর্দ্বাঃসু পরামৃষ্টরম্ভাপূগোপশোভিতা॥ ৫৭

মিত্র রাজাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁদের মদস্রাবী গজসমূহের মদক্ষরণে দ্বারকার রাজপথ ও গলিতে সিঞ্চন হয়ে গিয়েছিল। প্রতি দ্বারে সংস্থাপিত কদলীবৃক্ষ ও প্রোথিত সুপারি বৃক্ষ অতীব সুন্দর ছিল॥ ৫৭ ॥

কুরুসৃঞ্জয়কৈকেয়বিদর্ভযদুকুন্তয়ঃ ।
মিথো মুমুদিরে তস্মিন্ সম্ভ্রমাৎ পরিধাবতাম্॥ ৫৮

এই উৎসবে ঔৎসুক্যবশত চতুর্দিকে ধাবমান বন্ধুবর্গের মধ্যে কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি আদি বংশের জনগণ পরস্পর মিলিত হয়ে আনন্দ করছিলেন॥ ৫৮ ॥

রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ।
রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভৃশবিস্মিতাঃ॥ ৫৯

স্থানে স্থানে শ্রীরুক্মিণী-হরণ গাথার গুণকীর্তন করা হচ্ছিল। তা শ্রবণ করে রাজা ও রাজকন্যাগণ অতি বিস্মিত হলেন॥ ৫৯ ॥

দ্বারকায়ামভূদ্ রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্॥ ৬০

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীকে শ্রীরুক্মিণীরূপে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে দ্বারকা নিবাসী জনগণ পরম আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেল॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের রুক্মিণী-বিবাহ নামক চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

---

[১]ন্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহোৎসবো নাম চতুঃ.।

অথ পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়

প্রদ্যুম্নের জন্ম এবং সম্বরাসুর বধ

শ্রীশুক[১]উবাচ

**কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত।। ১**

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! কামদেব ভগবান বাসুদেবেরই অংশসম্ভূত। রুদ্র ভগবানের ক্রোধাগ্নিতে তিনি ভস্মসাৎ হয়ে গিয়েছিলেন। এইবার আবার দেহধারণের নিমিত্ত তিনি সেই বাসুদেবকেই আশ্রয় করলেন।। ১ ।।

**স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীর্যসমুদ্ভবঃ।
প্রদ্যুম্ন ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোঽনবমঃ পিতুঃ।। ২**

তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন এবং প্রদ্যুম্ন নামে জগদ্বিখ্যাত হলেন। সৌন্দর্য, বীর্য, সৌশীল্য আদি সদ্‌গুণে তিনি কোনো অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ন্যূন ছিলেন না।। ২ ।।

**তং শম্বরঃ কামরূপী হৃত্বা তোকমনির্দশম্।
স বিদিত্বাঽঽত্মনঃ শত্রুং প্রাস্যোদন্বত্যগাদ্ গৃহম্।। ৩**

বালক প্রদ্যুম্নের বয়ঃক্রম তখন দশ দিনও হয়নি। কালরূপ শম্বরাসুর ছদ্মবেশে তাঁকে সূতিকাগার থেকে হরণ করে নিয়ে গেল ও সমুদ্রে নিক্ষেপ করে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করল। এই শিশুই যে তার ভবিষ্যৎকালের শত্রু, এই কথা সে জানতে পেরেছিল।। ৩ ।।

**তং নির্জগার বলবান্ মীনঃ[২] সোঽপ্যপরৈঃ সহ।
বৃতো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্যজীবিভিঃ।। ৪**

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত শিশু প্রদ্যুম্নকে এক বৃহৎ মৎস গিলে ফেলল। তদনন্তর ধীবরগণের জালে অন্য মৎসদের সঙ্গে সেই বৃহৎ মৎসও ধরা পড়ল।। ৪ ।।

**তং শম্বরায় কৈবর্তা উপাজহ্রুরুপায়নম্।
সূদা মহানসং নীত্বাবদ্যন্ স্বধিতিনাদ্ভুতম্।। ৫**

তদনন্তর ধীবরগণ শম্বরাসুরকে সেই বৃহৎ মৎস উপহাররূপে দিল। শম্বরাসুরের পাচকগণ সেই অদ্ভুত মৎসকে দেখে পাকগৃহে নিয়ে গেল এবং অস্ত্রদ্বারা কাটতে গেল।। ৫ ।।

**দৃষ্ট্বা তদুদরে বালং মায়াবত্যৈ ন্যবেদয়ন্।
নারদোঽকথয়ৎ সর্বং তস্যাঃ শঙ্কিতচেতসঃ।
বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্।। ৬**

পাচকগণ মৎসের উদরে এক শিশুকে দেখে তাকে শম্বরাসুরের মায়াবতী নাম্নী দাসীকে সমর্পণ করল। মায়াবতীর মনে শঙ্কা দেখে শ্রীনারদ তাকে এসে আশ্বস্ত করে বললেন—'ইনি কামদেব, শ্রীকৃষ্ণভার্যা শ্রীরুক্মিণীর গর্ভে শিশুরূপে জন্ম হয়েছে, সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে ইনি মৎস উদরে প্রবেশ করেছিলেন'।। ৬ ।।

**সা চ কামস্য বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী।
পত্যুর্নির্দগ্ধদেহস্য দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী।। ৭**

হে পরীক্ষিৎ ! মায়াবতী ছিল কামদেবের যশস্বিনী পত্নী রতি। যে দিন শংকরের ক্রোধে কামদেবের শরীর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল, রতি সেই দিন থেকেই সেই

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]মৎস্যঃ।

নিরূপিতা শম্বরেণ সা সূপৌদনসাধনে।
কামদেবং শিশুং বুদ্ধ্বা চক্রে স্নেহং তদার্ভকে॥ ৮

নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণী রূঢ়যৌবনঃ।
জনয়ামাস নারীণাং বীক্ষন্তীনাং চ বিভ্রমম্॥ ৯

সা তং পতিং পদ্মদলায়তেক্ষণং
প্রলম্ববাহুং নরলোকসুন্দরম্।
সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবেক্ষতী
প্রীত্যোপতস্থে রতিরঙ্গ সৌরতৈঃ॥ ১০

তামাহ ভগবান্ কার্ষ্ণির্মাতস্তে মতিরন্যথা।
মাতৃভাবমতিক্রম্য বর্তসে কামিনী যথা॥ ১১

রতিরুবাচ

ভবান্ নারায়ণসুতঃ শম্বরেণাহৃতো গৃহাৎ।
অহং তেঽধিকৃতা পত্নী রতিঃ কামো ভবান্ প্রভো॥ ১২

এষ ত্বানির্দশং সিন্ধাবক্ষিপচ্ছম্বরোঽসুরঃ।
মৎস্যোঽগ্রসীৎতদুদরাদিহ প্রাপ্তো ভবান্ প্রভো॥ ১৩

তমিমং জহি দুর্ধর্ষং দুর্জয়ং শত্রুমাত্মনঃ।
মায়াশতবিদং ত্বং চ মায়াভির্মোহনাদিভিঃ॥ ১৪

পরিশোচতি তে মাতা কুররীব গতপ্রজা।
পুত্রস্নেহাকুলা দীনা বিবৎসা গৌরিবাতুরা॥ ১৫

দেহের আবার আগমনের প্রতীক্ষা করছিল॥ ৭ ॥

সেই রতিকে শম্বরাসুর রন্ধনকার্যে নিযুক্ত করে রেখেছিল। যখন রতি জানতে পারল যে এই শিশু বস্তুত তার পতি কামদেব স্বয়ং, তখন সে সেই শিশুর প্রতি প্রেমভাব পোষণ করতে লাগল॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান প্রদ্যুম্ন কিছুকালের মধ্যেই যৌবনে পদার্পণ করলেন। তাঁর মনোহর রূপ-লাবণ্যের দিকে রমণীদিগের দৃষ্টি পড়লেই হৃদয়ে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন হত॥ ৯ ॥

তাঁর ছিল কমলদলসম কোমল ও বিশাল নয়ন। আজানুলম্বিত বাহু এবং নরলোকের সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দর দেহ। সলজ্জ সহাস্য ভ্রূকুঞ্চিত রতি তাঁর দিকে একদৃষ্টে দেখতেই থাকত ; প্রেমাতিশয্যে কামভাব প্রকাশ করে সে তাঁর সেবা-শুশ্রূষাতে নিত্যযুক্ত থাকত॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান প্রদ্যুম্ন তার ভাবান্তর প্রত্যক্ষ করে বললেন—'হে দেবী ! তুমি তো আমার মাতৃবৎ ! তোমার বুদ্ধিবৈকল্য কেমন করে হল ? আমি দেখছি যে তুমি মাতৃভাব ত্যাগ করে কামিনীভাব গ্রহণ করছ !' ১১॥

রতি বলল—হে প্রভু ! আপনি স্বয়ং ভগবান নারায়ণের পুত্র। শম্বরাসুর আপনাকে সূতিকাগার থেকে চুরি করে এনেছিল। আপনি আসলে আমার পতি স্বয়ং কামদেব এবং আমি আপনার নিত্য ধর্মপত্নী ও অর্ধাঙ্গিনী রতি॥ ১২ ॥

হে আমার প্রভু ! যখন আপনি দশ দিনের ছিলেন তখন এই শম্বরাসুর আপনাকে হরণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। সমুদ্রে এক মৎস আপনাকে গিলে ফেলে। আমি আপনাকে তার উদর থেকেই লাভ করতে সমর্থ হয়েছি॥ ১৩ ॥

এই শম্বরাসুর শতশত মায়াবেত্তা। তাকে বশীভূত অথবা পরাজিত করা অতি কঠিন কার্য। আপনি এই শত্রুকে মোহনাদি মায়াদ্বারা বিনাশ করুন॥ ১৪ ॥

হে প্রভু ! আপনাকে হারিয়ে আপনার জন্মদাত্রী মাতা পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তিনি আতুর হয়ে দীনভাবে দিবানিশি চিন্তামগ্ন হয়ে আছেন। শাবকহারা কুররী পক্ষী অথবা বৎসহারা গাভীর ন্যায় বিষণ্ণভাবে তাঁর সময় অতিবাহিত হচ্ছে॥ ১৫ ॥

প্রভাষ্যৈবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
মায়াবতী মহামায়াং সর্বমায়াবিনাশিনীম্॥ ১৬

মায়াবতী রতি এইরূপ বলে পরম শক্তিশালী প্রদ্যুম্নকে মহামায়া নামক বিদ্যা শিক্ষা দিল। এই বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত রকমের মায়া নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে॥ ১৬ ॥

স চ শম্বরমভ্যেত্য সংযুগায় সমাহ্বয়ৎ।
অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপৈঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্॥ ১৭

এইবার শ্রীপ্রদ্যুম্ন শম্বরাসুরের নিকটে গমন করে তাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করে অপমানিত করতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তার সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়া। একরূপ তাকে তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত উত্তেজিত করে তুললেন॥ ১৭ ॥

সোঽধিক্ষিপ্তো দুর্বচোভিঃ পাদাহত ইবোরগঃ।
নিশ্চক্রাম গদাপাণিরমর্ষাত্তাম্রলোচনঃ॥ ১৮

শ্রীপ্রদ্যুম্নের কটুবাক্যে আঘাতপ্রাপ্ত বিষধর সর্পবৎ শম্বরাসুর প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। ক্রোধে তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে গদা হস্তে শ্রীপ্রদ্যুম্ন অভিমুখে ছুটে এল॥ ১৮ ॥

গদামাবিধ্য তরসা প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।
প্রক্ষিপ্য ব্যনদন্নাদং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্॥ ১৯

সে প্রবল বেগে আকাশে গদা ঘুরিয়ে তা শ্রীপ্রদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করল। নিক্ষেপকালে সে ভয়ানক সিংহনাদ করেছিল ; মনে হচ্ছিল যেন প্রবল বজ্রপাত হল॥ ১৯ ॥

তামাপতন্তীং ভগবান্ প্রদ্যুম্নো গদয়া গদাম্।
অপাস্য শত্রবে ক্রুদ্ধঃ প্রাহিণোৎস্বগদাং নৃপ[১]॥ ২০

হে পরীক্ষিৎ ! যখন ভগবান প্রদ্যুম্ন দেখলেন যে গদা তাঁর দিকে প্রবল বেগে ছুটে আসছে, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ গদা দ্বারা সেটি প্রতিহত করলেন এবং তারপর সক্রোধে শম্বরাসুরের উপর গদার প্রহার করলেন॥ ২০ ॥

স চ মায়াং সমাশ্রিত্য দৈতেয়ীং ময়দর্শিতাম্।
মুমুচেঽস্ত্রময়ং বর্ষং কার্ষ্ণৌ বৈহায়সোঽসুরঃ॥ ২১

তখন সে দৈত্য ময়াসুর থেকে প্রাপ্ত আসুরিক মায়া আশ্রয় করে আকাশে আত্মগোপন করল এবং সেইখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল॥ ২১ ॥

বাধ্যমানোঽস্ত্রবর্ষেণ রৌক্মিণেয়ো মহারথঃ।
সত্ত্বাত্মিকাং মহাবিদ্যাং সর্বমায়োপমর্দিনীম্॥ ২২

মহারথী শ্রীপ্রদ্যুম্নের উপর যখন সে প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করে উৎপীড়ন করতে লাগল তখন তিনি সমস্ত মায়াকে নিষ্ক্রিয়তা প্রদানকারী সত্ত্বময় মহাবিদ্যা প্রয়োগ করলেন॥ ২২ ॥

ততো গৌহ্যকগান্ধর্বপৈশাচোরগরাক্ষসীঃ।
প্রাযুঙ্ক্ত শতশো দৈত্যঃ কার্ষ্ণির্ব্যধময়ৎ স তাঃ[২]॥ ২৩

তদনন্তর শম্বরাসুর যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসদের শতশত মায়া প্রয়োগ করল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতনয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন তাঁর মহাবিদ্যা দ্বারা সেই সকল মায়া বিনাশ করলেন॥ ২৩ ॥

নিশাতমসিমুদ্যম্য সকিরীটং সকুণ্ডলম্।
শম্বরস্য শিরঃ কায়াৎ তাম্রশ্মশ্রোজসাহরৎ॥ ২৪

অতঃপর তিনি সুতীক্ষ্ণ তরবারি তুলে শম্বরাসুরের কিরীট কুণ্ডল সুশোভিত ও তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু গুম্ফ যুক্ত মস্তককে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন॥ ২৪ ॥

আকীর্যমাণো দিবিজৈঃ স্তুবদ্ভিঃ কুসুমোৎকরৈঃ।
ভার্যয়াম্বরচারিণ্যা পুরং নীতো বিহায়সা॥ ২৫

দেবতাগণ স্তব-স্তুতি সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। অতঃপর আকাশপথে গমনে সক্ষম মায়াবতী রতি তার পতি শ্রীপ্রদ্যুম্নকে নিয়ে আকাশপথেই দ্বারকাপুরী গমন করল॥ ২৫ ॥

[১] নদন্। [২] মোহকরীং মায়াং পিশাচোরগরক্ষসাম্।

অন্তঃপুরবরং রাজন্ ললনাশতসঙ্কুলম্।
বিবেশ পত্ন্যা গগনাদ্ বিদ্যুতেব বলাহকঃ॥ ২৬

হে পরীক্ষিৎ ! আকাশে গৌরবর্ণ পত্নীর সঙ্গে শ্যামবর্ণ শ্রীপ্রদ্যুম্ন অপরূপ শোভান্বিত লাগছিলেন ; মনে হচ্ছিল যেন বিদ্যুতের ও মেঘের যুগল অবস্থান হয়েছে। এইভাবে মায়াবতী রতির শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে প্রবেশ হল, যেখানে শতশত উত্তম রমণীগণের নিবাস ছিল॥ ২৬ ॥

তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
প্রলম্ববাহুং তাম্রাক্ষং সুস্মিতং রুচিরাননম্॥ ২৭

স্বলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং নীলবক্রালকালিভিঃ।
কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ॥ ২৮

অন্তঃপুরের রমণীগণ দেখলেন যে শ্রীপ্রদ্যুম্ন নবজলদঘনশ্যামবর্ণ, কৌশেয় পীতাম্বরধারী ও আজানু-লম্বিতবাহু। তাঁর নেত্রদ্বয় তাম্রবর্ণ ও অধরে অনুপম সুন্দর মৃদু হাসি। তাঁর বদনমণ্ডলে নীলবর্ণ কুঞ্চিত অলকাবলীর অনুপম সৌন্দর্য, তাতে যেন ভ্রমরের ক্রীড়ার সৌন্দর্য নিহিত। তাঁকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মনে করে রমণীগণ সলজ্জমান হলেন ও অন্দরমহলের অন্তরালে চলে গেলেন॥ ২৭-২৮ ॥

অবধার্য[১] শনৈরীষদ্বৈলক্ষণ্যেন যোষিতঃ।
উপজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সস্ত্রীরত্নং সুবিস্মিতাঃ॥ ২৯

অতঃপর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ দেখে রমণীগণের বুঝতে অসুবিধা হল না যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নন। তখন আনন্দ ও বিস্ময় যুক্ত হয়ে রমণীগণের শ্রেষ্ঠ দম্পতির নিকটে আগমন হল॥ ২৯ ॥

অথ তত্রাসিতাপাঙ্গী বৈদর্ভী বল্গুভাষিণী।
অস্মরৎ স্বসুতং নষ্টং স্নেহস্নুতপয়োধরা॥ ৩০

ইত্যবসরে সেইখানে শ্রীরুক্মিণীর আগমন হল। হে পরীক্ষিৎ ! তাঁর নেত্রাঞ্জনের ও বাণীর মাধুর্যে অপরূপ সৌন্দর্য ছিল। এই নবদম্পতিকে দেখেই তাঁর হারিয়ে যাওয়া পুত্রের কথা মনে পড়ল। বাৎসল্য স্নেহাতিশয্যে তাঁর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে লাগল॥ ৩০ ॥

কো ন্বয়ং নরবৈদূর্যঃ কস্য বা কমলেক্ষণঃ।
ধৃতঃ কয়া বা জঠরে কেয়ং লব্ধা ত্বনেন বা॥ ৩১

শ্রীরুক্মিণী ভাবতে লাগলেন—'এই নররত্ন কে ? এই কমলনয়ন কার পুত্র ? কোন্ সৌভাগ্যবতী একে গর্ভে ধারণ করেছে ? আর এই বা কোন্ সৌভাগ্যবতীকে ভার্যারূপে লাভ করেছে ? ৩১ ॥

মম চাপ্যাত্মজো নষ্টো নীতো যঃ সূতিকাগৃহাৎ।[২]
এতত্তুল্যবয়োরূপো যদি জীবতি কুত্রচিৎ॥ ৩২

আমারও এক শিশুপুত্র হারিয়ে গিয়েছিল। জানিনা কে তাকে সূতিকাগার থেকে তুলে নিয়ে গেছে ! যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে তার অবস্থা ও রূপও এমনই হবে॥ ৩২ ॥

কথং ত্বনেন সংপ্রাপ্তং সারূপ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
আকৃত্যাবয়বৈর্গত্যা স্বরহাসাবলোকনৈঃ॥ ৩৩

আশ্চর্য লাগছে যে এর আকৃতি, অবয়ব, হাবভাব, হাস্য, দৃষ্টিপাত ও ধরণধারণ ভগবান শ্যামসুন্দরের অনুরূপ ! তা কেমন করে হল॥ ৩৩ ॥

স এব বা ভবেন্নূনং যো মে গর্ভে ধৃতোঽর্ভকঃ।
অমুষ্মিন্ প্রীতিরধিকা বামঃ স্ফুরতি মে ভুজঃ॥ ৩৪

অথবা এ সেই বালক যাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম। আমার এর উপর এত বেশি স্নেহ-প্রীতি কেন হচ্ছে ! আমার বাম বাহুতেও স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে !' ৩৪ ॥

[১] উপধার্য। [২] কালয়াৎ।

এবং মীমাংসমানায়াং বৈদর্ভ্যাং দেবকীসুতঃ।
দেবক্যানকদুন্দুভ্যামুত্তমশ্লোক আগমৎ॥ ৩৫

শ্রীরুক্মিণী এইরূপ চিন্তা করছিলেন ; সংকল্প ও সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হচ্ছিলেন। তখন সেইখানে পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জননী-জনক দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন॥ ৩৫ ॥

বিজ্ঞাতার্থোঽপি ভগবাংস্তূষ্ণীমাস জনার্দনঃ।
নারদোঽকথয়ৎ সর্বং শম্বরাহরণাদিকম্॥ ৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবই জানতেন। কিন্তু তিনি কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইত্যবসরে শ্রীনারদের আগমন হল। তিনি সকলের সামনে শ্রীপ্রদ্যুম্নকে শম্বরাসুরের হরণ এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ আদি সকল ঘটনার বর্ণনা করলেন॥ ৩৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা মহদাশ্চর্যং কৃষ্ণান্তঃপুরযোষিতঃ।
অভ্যনন্দন্ বহূনব্দান্ নষ্টং মৃতমিবাগতম্॥ ৩৭

শ্রীনারদের কাছে এই অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের রমণীগণ আশ্চর্য হলেন এবং বহুদিন পূর্বে হারিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসা শ্রীপ্রদ্যুম্নকে এইরূপ অভিনন্দন করতে লাগলেন যেন মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়েছে॥ ৩৭ ॥

দেবকী বসুদেবশ্চ কৃষ্ণরামৌ তথা স্ত্রিয়ঃ।
দম্পতী তৌ পরিষ্বজ্য রুক্মিণী চ যযুর্মুদম্॥ ৩৮

শ্রীদেবকী, শ্রীবসুদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, শ্রীরুক্মিণী এবং অন্যান্য রমণীগণ সকলেই সেই নবদম্পতিকে উষ্ণ আলিঙ্গন দান করে অতিশয় আনন্দ লাভ করলেন॥ ৩৮ ॥

নষ্টং প্রদ্যুম্নমায়াতমাকর্ণ্য দ্বারকৌকসঃ।
অহো মৃত ইবায়াতো বালো দিষ্ট্যেতি হাব্রুবন্॥ ৩৯

যখন দ্বারকাবাসী নরনারীগণ জানতে পারল যে হারিয়ে যাওয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন ফিরে এসেছেন তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল— 'আহা সৌভাগ্যক্রমেই এই বালক যেন পুনর্জন্ম লাভ করল'॥ ৩৯ ॥

যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবা-
স্তন্মাতরো যদভজন্ রহরূঢ়ভাবাঃ।
চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিম্ববিম্বে
কামে স্মরেঽক্ষিবিষয়ে কিমুতান্যনার্যঃ॥ ৪০

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীপ্রদ্যুম্ন রূপে বর্ণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এত অনুরূপ ছিলেন যে, তাঁকে দেখে শ্রীরুক্মিণী আদি মাতৃগণও তাঁকে তাঁদের পতি মনে করে মধুরভাবমগ্ন হয়ে যেতেন ও তাঁর সম্মুখ থেকে সরে যেতেন ! শ্রীনিকেতন শ্রীভগবানের প্রতিবিম্বরূপ কামাবতার ভগবান শ্রীপ্রদ্যুম্নকে দেখতে পেলেই এইরূপ আচরণ করায় কোনো আশ্চর্যের কথা ছিল না। তাঁকে দর্শন করে অন্য রমণীগণও বিচিত্র দশাসম্পন্ন হয়ে যাবেন, তাই তো স্বাভাবিক॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে[১] প্রদ্যুম্নোৎপত্তিনিরূপণং নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের প্রদ্যুম্ন উৎপত্তি নিরূপণ নামক পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

---

[১]ন্ধে শম্বরবধঃ পঞ্চ.।

অথ ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

ষট্‌পঞ্চাশতম অধ্যায়

স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত, জাম্ববতী এবং সত্যভামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ

শ্রীশুক উবাচ

সত্রাজিতঃ স্বতনয়াং কৃষ্ণায় কৃতকিল্বিষঃ।
স্যমন্তকেন মণিনা স্বয়মুদ্যম্য দত্তবান্॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করেছিল। সেই অপরাধ অপনোদনের নিমিত্ত সে স্বয়ং স্যমন্তক মণি সহিত নিজ কন্যা সত্যভামাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্প্রদান করেছিল॥ ১ ॥

রাজোবাচ

সত্রাজিতঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য কিল্বিষম্।
স্যমন্তকঃ কুতস্তস্য কস্মাদ্ দত্তা সুতা হরেঃ॥ ২

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! সত্রাজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কী অপরাধ করেছিল ? সে স্যমন্তক মণি পেলও বা কোথা থেকে ? কেন সে তার কন্যাকে সম্প্রদান করেছিল ? ২ ॥

শ্রীশুক উবাচ

আসীৎ সত্রাজিতঃ সূর্যো ভক্তস্য পরমঃ সখা।
প্রীতস্তস্মৈ মণিং প্রাদাৎ সূর্যস্তুষ্টঃ স্যমন্তকম্॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! সত্রাজিৎ ভগবান সূর্যের অতি বড় ভক্ত ছিল। তার ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান সূর্যই তাকে প্রেমপ্রীতি সহকারে স্যমন্তক মণি দিয়েছিলেন॥ ৩ ॥

স তং বিভ্রন্ মণিং কণ্ঠে ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রাজংস্তেজসা নোপলক্ষিতঃ॥ ৪

সত্রাজিৎ সেই মণিকে গলায় ধারণ করে এমন দীপ্তিমান হল, মনে হতে লাগল যে সে স্বয়ং সূর্যই। হে পরীক্ষিৎ ! যখন সত্রাজিৎ দ্বারকায় এল, তখন অত্যধিক তেজস্বিতা হেতু তাকে কেউ চিনতে পারল না॥ ৪ ॥

তং বিলোক্য জনা দূরাত্তেজসা মুষ্টদৃষ্টয়ঃ।
দীব্যতেঽক্ষৈর্ভগবতে শশংসুঃ সূর্যশঙ্কিতাঃ॥ ৫

দূর থেকে সত্রাজিৎকে দেখে চোখ ঝলসে যাওয়ায় জনগণ ভাবল যে সম্ভবত স্বয়ং ভগবান সূর্যের আগমন হয়েছে। তারা এই কথা শ্রীভগবানকে নিবেদন করল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাশা খেলছিলেন॥ ৫ ॥

নারায়ণ নমস্তেঽস্তু শঙ্খচক্রগদাধর।
দামোদরারবিন্দাক্ষ গোবিন্দ যদুনন্দন॥ ৬

তারা বলল—'হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী নারায়ণ ! হে কমললোচন দামোদর ! হে যদুবংশশিরোমণি গোবিন্দ আপনাকে প্রণাম'॥ ৬ ॥

এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জগৎপতে।
মুষ্ণন্ গভস্তিচক্রেণ নৃণাং চক্ষুংষি তিগ্মগুঃ॥ ৭

হে জগদীশ্বর ! দেখুন ! নিজ প্রচণ্ড তেজরাশিতে দীপ্তোজ্জ্বল ভগবান সূর্য আপনাকে দর্শন করতে আসছেন॥ ৭ ॥

নন্বন্বিচ্ছন্তি তে মার্গং ত্রিলোক্যাং বিবুধর্ষভাঃ।
জ্ঞাত্বাদ্য গূঢ়ং যদুষু দ্রষ্টুং ত্বায়াত্যজঃ প্রভো॥ ৮

হে প্রভু ! শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ ত্রিলোকের মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করেন কিন্তু খুঁজে পান না। আপনি যদুকুলে গুপ্তভাবে অবস্থান করছেন জানতে পেরে স্বয়ং সূর্যনারায়ণ আপনাকে দর্শন করতে আসছেন॥ ৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বালবচনং প্রহস্যাম্বুজলোচনঃ।
প্রাহ নাসৌ রবির্দেবঃ সত্রাজিন্মণিনা জ্বলন্॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! সরল-স্বভাব

সত্রাজিৎ স্বগৃহং শ্রীমৎ কৃতকৌতুকমঙ্গলম্।
প্রবিশ্য দেবসদনে মণিং বিপ্রৈর্ন্যবেশয়ৎ।। ১০

লোকেদের মুখে এই কথা শুনে কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। তিনি তাদের বললেন —'আরে, সূর্যদেব নয় এ তো সত্রাজিৎ। মণি দীপ্তিতে ও ঝকমক করছে'।। ৯ ।।

অতঃপর সত্রাজিৎ নিজ শ্রীসম্পন্ন গৃহে ফিরে গেল। তার শুভাগমন উপলক্ষ্য করে গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। তারপর সে ব্রাহ্মণদের সাহায্যে স্যমন্তক মণিকে এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত করল।। ১০ ।।

দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো।
দুর্ভিক্ষমার্যরিষ্টানি সর্পাধিব্যাধয়োঽশুভাঃ।
ন সন্তি মায়িনস্তত্র যত্রাস্তেঽভ্যর্চিতো মণিঃ।। ১১

হে পরীক্ষিৎ ! স্যমন্তক মণি থেকে নিত্য আটভার[১] সুবর্ণ লাভ হত। আর যেখানে স্যমন্তক মণি পূজিত হত সেইখানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গ্রহবৈগুণ্য, সর্পভয়, কায়িক ও মানসিক পীড়া ও মায়াবীদের উপদ্রবাদি কোনো কিছু অশুভ ঘটত না।। ১১ ।।

স যাচিতো মণিং ক্বাপি যদুরাজায় শৌরিণা।
নৈবার্থকামুকঃ প্রাদাদ্ যাচ্ঞাভঙ্গমতর্কয়ন্।। ১২

প্রসঙ্গক্রমে একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন —'সত্রাজিৎ ! তুমি স্যমন্তকমণি রাজা উগ্রসেনকে প্রদান করো।' কিন্তু অর্থলোলুপ ও লোভী সত্রাজিৎ শ্রীভগবানের কথাকে গুরুত্ব দিল না। বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সে তা দিতে অস্বীকার করল।। ১২ ।।

তমেকদা মণিং কণ্ঠে প্রতিমুচ্য মহাপ্রভম্।
প্রসেনো হয়মারুহ্য মৃগয়াং ব্যচরদ্ বনে।। ১৩

একদিন সত্রাজিৎ-ভ্রাতা প্রসেন সেই পরম দীপ্তিময় স্যমন্তক মণি ধারণপূর্বক অশ্বারোহণ করে মৃগয়ায় গেল।। ১৩ ।।

প্রসেনং সহয়ং হত্বা মণিমাচ্ছিদ্য কেসরী।
গিরিং বিশঞ্জাম্ববতা নিহতো মণিমিচ্ছতা।। ১৪

তখন এক সিংহ অশ্বসমেত প্রসেনকে বধ করে সেই মণি কেড়ে নিল। সিংহ পর্বতগুহায় প্রবেশে তৎপর দেখে মণি লাভ করবার জন্য ঋক্ষরাজ জাম্ববান সেই সিংহকে বধ করে মণি নিয়ে নিলেন।। ১৪ ।।

সোঽপি চক্রে কুমারস্য মণিং ক্রীড়নকং বিলে।
অপশ্যন্ ভ্রাতরং ভ্রাতা সত্রাজিৎ পর্যতপ্যত।। ১৫

জাম্ববান মণিটি গুহায় নিয়ে গিয়ে তাঁর ছেলেদের ক্রীড়াসামগ্রীরূপে দিয়ে দিলেন। ভ্রাতা প্রসেন না ফিরে আসায় সত্রাজিৎ অতিশয় দুঃখিত হয়ে পড়ল।। ১৫ ।।

প্রায়ঃ কৃষ্ণেন নিহতো মণিগ্রীবো বনং গতঃ।
ভ্রাতা মমেতি তচ্ছ্রুত্বা কর্ণে কর্ণেঽজপঞ্জনাঃ।। ১৬

সে বলতে লাগল—সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণই আমার

[১]শাস্ত্রে ভারের পরিমাণ এরূপ বলা হয়েছে—

চতুর্ভির্ব্রীহিভির্গুঞ্জং গুঞ্জান্‌পঞ্চ পণং পলম্।
অষ্টৌ ধরণমষ্টৌ চ কর্ষং চাংশ্চতুরঃ পলম্।
তুলাং পলশতং প্রাহুর্ভারং স্যাদ্বিংশতিস্তুলাঃ।।

অর্থাৎ চারটি ব্রীহি (ধান্য)-তে এক গুঞ্জা, পাঁচটি গুঞ্জায় এক পণ, আট পণে এক ধরণ, আট ধরণে এক কর্ষ, চার কর্ষে এক পল, একশো পলে এক তুলা এবং কুড়ি তুলায় এক 'ভার' হয়।

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য দুর্যশো লিপ্তমাত্মনি।
মার্ষ্টুং প্রসেনপদবীমন্বপদ্যত নাগরৈঃ॥ ১৭

ভ্রাতাকে বধ করেছে কারণ প্রসেন তো স্যমন্তক মণি গলায় পরেই বনে গিয়েছিল। সত্রাজিতের খেদোক্তি শুনে জনগণ পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল॥ ১৬ ॥

কলঙ্ক লেপনের সংবাদ লোকমুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হল। তিনি কলঙ্ক অপনোদন উদ্দেশ্যে অল্প কিছু বিশিষ্ট পুরুষদের সঙ্গে নিয়ে প্রসেনকে খুঁজে বার করতে বনে প্রবেশ করলেন॥ ১৭ ॥

হতং প্রসেনমশ্বং চ বীক্ষ্য কেসরিণা বনে।
তং চাদ্রিপৃষ্ঠে নিহতমৃক্ষেণ দদৃশুর্জনাঃ॥ ১৮

নাগরিকগণ ইতস্তত অন্বেষণ করে দেখল যে গভীর জঙ্গলে প্রসেন ও তার অশ্ব সিংহের দ্বারা নিহত হয়েছে। যখন তারা সিংহের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে গেল, তখন তারা দেখতে পেল যে পর্বতের উপরে এক ভাল্লুক সেই সিংহকে বধ করেছে॥ ১৮ ॥

ঋক্ষরাজবিলং ভীমমন্ধেন তমসাঽঽবৃতম্।
একো বিবেশ ভগবানবস্থাপ্য বহিঃ প্রজাঃ॥ ১৯

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলকে গুহার বাইরে রেখে একলা সেই ভয়ানক ও নিবিড় অন্ধকার ঋক্ষরাজের গুহায় প্রবেশ করলেন॥ ১৯ ॥

তত্র দৃষ্ট্বা মণিশ্রেষ্ঠং বালক্রীড়নকং কৃতম্।
হর্তুং কৃতমতিস্তস্মিন্নবতস্থেঽর্ভকান্তিকে॥ ২০

শ্রীভগবান গুহায় প্রবেশ করে দেখলেন যে সেই স্যমন্তক মণিটি ছেলেদের ক্রীড়াসামগ্রীরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি তা গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে সেই বালকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন॥ ২০ ॥

তমপূর্বং নরং দৃষ্ট্বা ধাত্রী চুক্রোশ ভীতবৎ।
তচ্ছ্রুত্বাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো জাম্ববান্ বলিনাং বরঃ॥ ২১

এক অপরিচিত ব্যক্তিকে গুহার অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই বালকদের ধাত্রী ভীতা হয়ে চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকার শুনে পরম বলবান ঋক্ষরাজ জাম্ববান কুপিত হয়ে সেইখানে ছুটে এলেন॥ ২১ ॥

স বৈ ভগবতা তেন যুযুধে স্বামিনাঽঽত্মনঃ।
পুরুষং প্রাকৃতং মত্বা কুপিতো নানুভাববিৎ॥ ২২

হে পরীক্ষিৎ! জাম্ববান তখন ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন। শ্রীভগবানের মহিমা ও প্রভাব তিনি জানতে পারলেন না। শ্রীভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ ভেবে তিনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন॥ ২২ ॥

দ্বন্দ্বযুদ্ধং সুতুমুলমুভয়োর্বিজিগীষতোঃ।
আয়ুধাশ্মদ্রুমৈর্দোর্ভিঃ ক্রব্যার্থে শ্যেনয়োরিব॥ ২৩

যেমন মাংসখণ্ডের জন্য দুই বাজপাখির মধ্যে যুদ্ধ হয়, তেমনভাবেই জয়াভিলাষযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ও জাম্ববানের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হল। প্রারম্ভে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হল, ক্রমে প্রকৃতিতে বদল এল। প্রস্তর বর্ষণ হতে লাগল তারপর বৃক্ষ উৎপাটিত করে যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে লাগল। অবশেষে তাঁদের মধ্যে অতি ভয়ংকর বাহুযুদ্ধ শুরু হল॥ ২৩ ॥

আসীত্তদষ্টাবিংশাহমিতরেতরমুষ্টিভিঃ।
বজ্রনিষ্পেষপরুষৈরবিশ্রমমহর্নিশম্॥ ২৪

হে পরীক্ষিৎ! বজ্র প্রহারসম মুষ্টি আঘাতযুক্ত যুদ্ধ আটাশ দিন পর্যন্ত দিবানিশি চলল॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণমুষ্টিবিনিষ্পাতনিষ্পিষ্টাঙ্গোরুবন্ধনঃ ।
ক্ষীণসত্ত্বঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ॥ ২৫

অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাতে জাম্ববানের অঙ্গের বন্ধন সকল শিথিল হয়ে পড়ল। তাঁর যুদ্ধের উৎসাহে ভাটা পড়ল। তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে গেলেন। তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন— ॥ ২৫ ॥

জানে ত্বাং সর্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।
বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্॥ ২৬

হে প্রভু ! আমি বুঝতে পেরেছি। আপনিই সমস্ত প্রাণীর প্রভু, পালনকর্তা, পুরাণপুরুষ ভগবান বিষ্ণু। আপনিই প্রাণীদেহের প্রাণ, ইন্দ্রিয়বল, মনোবল ও দেহবলস্বরূপ॥ ২৬ ॥

ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃজ্যানামপি যচ্চ সৎ।
কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাহত্মনাম্॥ ২৭

বিশ্বরচয়িতা ব্রহ্মার সৃষ্টি আপনিই করেছেন। জগতে দৃশ্য পদার্থসমূহে সত্তারূপে আপনি স্বয়ং বিরাজমান। কালের অবয়বসমূহের নিয়ামক পরমকাল আপনিই। বিভিন্ন দেহের প্রতীয়মান অন্তরাত্মার পরম আত্মাও আপনি॥ ২৭ ॥

যস্যেষদুৎকলিতরোষকটাক্ষমোক্ষৈ-
র্বর্ত্মাদিশৎ ক্ষুভিতনক্রতিমিঙ্গিলোহব্ধিঃ।
সেতুঃ কৃতঃ স্বযশ উজ্জ্বলিতা চ লঙ্কা
রক্ষঃশিরাংসি ভুবি পেতুরিষুক্ষতানি॥ ২৮

হে প্রভু ! আমার স্মরণে আসছে যে, আপনি কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হয়ে সমুদ্রের দিকে কটাক্ষপাত করেছিলেন। সমুদ্রের মকর, কুম্ভীরাদি তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল ও সমুদ্র আপনাকে পথ দিয়েছিল। আপনি তখন তার উপর সেতু বন্ধন করে স্বীয় যশ বিস্তার করেছিলেন ও লঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল। আপনার শরাঘাতে রাক্ষসমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। (আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার পরম আরাধ্যদেব শ্রীরাম এইবার শ্রীকৃষ্ণ রূপে এসেছেন)॥ ২৮॥

ইতি বিজ্ঞাতবিজ্ঞানমৃক্ষরাজানমচ্যুতঃ।
ব্যাজহার মহারাজ ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥ ২৯

অভিমৃশ্যারবিন্দাক্ষঃ পাণিনা শঙ্করেণ তম্।
কৃপয়া পরয়া ভক্তং প্রেমগম্ভীরয়া গিরা॥ ৩০

হে পরীক্ষিৎ ! যখন ঋক্ষরাজ জাম্ববান শ্রীভগবানকে চিনতে পারলেন তখন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরম কল্যাণকর শীতলতা প্রদানকারী করকমল তাঁর অঙ্গে স্পর্শ প্রদান করলেন। অতঃপর অহেতুক কৃপাসিন্ধু প্রভু প্রেমগম্ভীর বাণীতে নিজ ভক্ত শ্রীজাম্ববানকে বললেন॥ ২৯-৩০॥

মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়মৃক্ষপতে বিলম্।
মিথ্যাভিশাপং প্রমৃজন্নাত্মনো মণিনামুনা॥ ৩১

হে ঋক্ষরাজ ! আমি ওই স্যমন্তক মণির জন্য তোমার এই গুহাদ্বারে এসেছি। ওই মণি লাভ করে আমি আমার উপর আরোপ করা মিথ্যা কলঙ্ক দূর করতে চাই॥ ৩১ ॥

ইত্যুক্তঃ স্বাং দুহিতরং কন্যাং জাম্ববতীং মুদা।
অর্হণার্থং স মণিনা কৃষ্ণায়োপজহার হ॥ ৩২

শ্রীভগবান যখন এইরূপ বললেন তখন শ্রীজাম্ববান পরমানন্দে তাঁকে পূজা করবার নিমিত্ত নিজ কুমারী কন্যা জাম্ববতীকে মণির সহিত তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করলেন॥ ৩২ ॥

অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ।
প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ।। ৩৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদের গুহার বাইরে রেখে গিয়েছিলেন তারা তাঁর জন্য বারো দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। যখন তারা দেখল যে তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন না, তখন তারা অতি দুঃখিত হয়ে দ্বারকায় ফিরে এল।। ৩৩ ।।

নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ।
সুহৃদো জ্ঞাতয়োঽশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণমনির্গতম্।। ৩৪

সেইখানে যখন মাতা শ্রীদেবকী, শ্রীরুক্মিণী, শ্রীবসুদেব ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণ শুনলেন যে শ্রীকৃষ্ণ গুহায় ঢুকে আর বেরিয়ে আসেননি তখন তাঁরা শোকাকুল হয়ে পড়লেন।। ৩৪ ।।

সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ।
উপতস্থুর্মহামায়াং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে।। ৩৫

শোকাকুল দ্বারকাবাসী সকল ঘটনার জন্য সত্রাজিৎকে দায়ী করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে পাবার কামনায় এইবার তারা মহামায়া শ্রীদুর্গাদেবীর শরণাপন্ন হল। সকলে সমবেত হয়ে দেবী আরাধনায় যুক্ত হল।। ৩৫ ।।

তেষাং তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ।
প্রাদুর্বভূব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ।। ৩৬

আরাধনায় দেবী প্রসন্ন হলেন ও তাদের আশীর্বাদ দিলেন। ইত্যবসরে মণি ও নববধূকে (শ্রীজাম্ববতীকে) সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আগমন হল। শ্রীকৃষ্ণকে কার্যে সফল হতে দেখে সকলে খুবই আনন্দিত হল।। ৩৬ ।।

উপলভ্য হৃষীকেশং মৃতং পুনরিবাগতম্।
সহ পত্ন্যা মণিগ্রীবং সর্বে জাতমহোৎসবাঃ।। ৩৭

সকল দ্বারকাবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কণ্ঠে স্যমন্তক মণি ধারণপূর্বক পত্নী শ্রীজাম্ববতীর সঙ্গে বিরাজমান দেখে পরমানন্দের অনুভূতি লাভ করল ; মনে হল যেন কোনো মৃত ব্যক্তির পুনরাগমন হয়েছে।। ৩৭ ।।

সত্রাজিতং সমাহূয় সভায়াং রাজসন্নিধৌ।
প্রাপ্তিং চাখ্যায় ভগবান্ মণিং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।। ৩৮

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনের রাজসভায় সত্রাজিৎকে আহ্বান করে তাকে মণি উদ্ধার করবার সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিলেন এবং স্যমন্তক মণি তাকে অর্পণ করলেন।। ৩৮ ।।

স চাতিব্রীড়িতো রত্নং গৃহীত্বাবাঙ্মুখস্ততঃ।
অনুতপ্যমানো[১] ভবনমগমৎ স্বেন পাপ্মনা।। ৩৯

সত্রাজিৎ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। স্যমন্তক মণি সে গ্রহণ করল অবশ্যই, কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হয়ে। কৃত অপরাধের জন্য তার অনুতাপের সীমা ছিল না। সে কোনোরকমে গৃহে প্রত্যাগমন করল।। ৩৯ ।।

সোঽনুধ্যায়ংস্তদেবাঘং বলবদ্বিগ্রহাকুলঃ।
কথং মৃজাম্যাত্মরজঃ প্রসীদেদ্[২] বাচ্যুতঃ কথম্।। ৪০

সত্রাজিতের মনে তখন এক চিন্তা যে সে ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে। বলবান ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় সে অত্যধিক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কেমন করে অপরাধ থেকে সে মুক্তি লাভ করবে, তাই সে ভাবতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করাই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল।। ৪০ ।।

[১]সন্তপ্যমানো। [২]দেদচ্যুতঃ।

কিং কৃত্বা সাধু মহ্যং স্যান্ন শপেদ্ বা জনো যথা।
অদীর্ঘদর্শনং ক্ষুদ্রং মূঢ়ং দ্রবিণলোলুপম্॥ ৪১

সে উদ্ধার পাওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে ভাবল—'এমন কোন্ কার্যে আমার কল্যাণ হবে আর জনগণও আমাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত হবে ? বস্তুত আমি অদূরদর্শী ও ক্ষুদ্রমতি। ধনলোভে আমি অতি অবিবেচনাযুক্ত কার্য করে বসেছি॥ ৪১ ॥

দাস্যে দুহিতরং তস্মৈ স্ত্রীরত্নং রত্নমেব চ।
উপায়োঽয়ং সমীচীনস্তস্য শান্তির্ন চান্যথা ॥ ৪২

কন্যা সত্যভামা আমার রমণীরত্ন। তাকে আর এই স্যমন্তক মণিকে আমি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে অপরাধ অপনোদনে ব্রতী হব। এই উৎকৃষ্ট উপায়। এতেই আমার অপরাধ থেকে মুক্তিলাভ হওয়া সম্ভব। আর অন্য কোনো উপায় নেই॥' ৪২ ॥

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা সত্রাজিৎ স্বসুতাং শুভাম্।
মণিং চ স্বয়মুদ্যম্য কৃষ্ণায়োপজহার হ[১]॥ ৪৩

অনুতাপে দগ্ধ সত্রাজিৎ বিবেকবুদ্ধি সহযোগে এইরূপ বিচার করে নিজ কন্যা সত্যভামা ও স্যমন্তক মণি নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে গেল এবং দুই-ই তাঁকে অর্পণ করল॥ ৪৩ ॥

তাং সত্যভামাং ভগবানুপযেমে যথাবিধি।
বহুভির্যাচিতাং শীলরূপৌদার্যগুণান্বিতাম্॥ ৪৪

সত্যভামা শীল, স্বভাব, সুন্দরতা, উদারতা আদি সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। বহু রাজারা তাঁকে কামনা করতেন ও তাঁকে লাভ করবার অভিলাষও ব্যক্ত করেছিলেন। এইবার কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিধিপূর্বক তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন॥ ৪৪ ॥

ভগবানাহ ন মণিং প্রতীচ্ছামো বয়ং নৃপ[২]।
তবাস্তাং[৩] দেবভক্তস্য বয়ং চ ফলভাগিনঃ॥ ৪৫

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে বললেন—স্যমন্তক মণি আমি গ্রহণ করব না। আপনি সূর্যদেবের ভক্ত। তাই তা আপনার কাছেই থাক। আমরা কেবল তার ফল অর্থাৎ প্রদান করা সুবর্ণ গ্রহণের অধিকারী। তা-ই আপনি আমাদের দিতে থাকবেন॥ ৪৫ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[৪] উত্তরার্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের স্যমন্তকমণি উপাখ্যান নামক ষট্‌পঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

———o———

[১]সঃ। [২]তব। [৩]ভবাংস্ত্ব দেবভক্তশ্চ। [৪]ন্ধে স্যমন্তকাহরণং ষট্‌পঞ্চা.।

অথ সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়

স্যমন্তক হরণ, শতধন্বার উদ্ধার এবং অক্রূরকে পুনরায় দ্বারকায় আহ্বান

শ্রীশুক উবাচ

বিজ্ঞাতার্থোঽপি গোবিন্দো দগ্ধানাকর্ণ্য পাণ্ডবান্।
কুন্তীং চ কুল্যাকরণে সহরামো যযৌ কুরূন্॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে জতুগৃহের অগ্নিতে পাণ্ডবদের কোনো ক্ষতি হয়নি, তবুও যখন তিনি শুনলেন যে কুন্তী ও পাণ্ডবগণ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেছেন তখন তিনি সেই সময়ের কুলপরম্পরা অনুসারে শ্রীবলরাম সহ হস্তিনাপুরে গেলেন॥ ১ ॥

ভীষ্মং কৃপং সবিদুরং গান্ধারীং দ্রোণমেব চ।
তুল্যদুঃখৌ চ সঙ্গম্য হা কষ্টমিতি হোচতুঃ॥ ২

হস্তিনাপুর গিয়ে তিনি ভীষ্ম পিতামহ, কৃপাচার্য, বিদুর, গান্ধারী এবং দ্রোণাচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন এবং তাঁদের বললেন—'হায় ! এ তো অতি দুঃখের কথা' ॥ ২ ॥

লব্ধৈতদন্তরং রাজন্ শতধন্বানমূচতুঃ।
অক্রূরকৃতবর্মাণৌ মণিঃ কস্মান্ন গৃহ্যতে॥ ৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর চলে যাওয়ায় দ্বারকায় অক্রূর ও কৃতবর্মা সুযোগ পেয়ে গেল। তাঁরা শতধন্বাকে পরমার্শ দিল—'সত্রাজিতের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি হরণ করবার এই তো উপযুক্ত সময়।' ৩ ॥

যোঽস্মভ্যং সংপ্রতিশ্রুত্য কন্যারত্নং বিগর্হ্য নঃ।
কৃষ্ণায়াদান্ন সত্রাজিৎ কস্মাদ্ ভ্রাতরমন্বিয়াৎ॥ ৪

সত্রাজিৎ তার অতি উত্তম পরমাসুন্দরী কন্যা সত্যভামাকে আমাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে আমাদের অবজ্ঞা করে তার বিবাহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দিল। তাহলে কেন সত্রাজিৎ তার ভ্রাতা প্রসেনের ন্যায় যমালয়ে গমন করবে না ? ৪ ॥

এবং ভিন্নমতিস্তাভ্যাং সত্রাজিতমসত্তমঃ।
শয়ানমবধীল্লোভাৎ স পাপঃ ক্ষীণজীবিতঃ॥ ৫

পাপাচারী শতধন্বার শিয়রে তখন মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। অক্রূর ও কৃতবর্মার প্ররোচনায় তার মতিভ্রম হল। সেই বিপথগামী শতধন্বা তখন স্যমন্তক মণির লোভে নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করল॥ ৫ ॥

স্ত্রীণাং বিক্রোশমানানাং ক্রন্দন্তীনামনাথবৎ।
হত্বা পশূন্ সৌনিকবন্মণিমাদায় জগ্মিবান্॥ ৬

শতধন্বাকে দেখে রমণীগণ অনাথাসম আর্তনাদ করে উঠেছিল। যেমন নিষ্ঠুর কসাই পশুদের বধ করে থাকে তেমনভাবেই শতধন্বা নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করল এবং স্যমন্তক মণি নিয়ে চম্পট দিল॥ ৬ ॥

সত্যভামা চ পিতরং হতং বীক্ষ্য শুচার্পিতা।
ব্যলপত্তাত তাতেতি হা হতাস্মীতি মুহ্যতী॥ ৭

শ্রীসত্যভামা পিতাকে নিহত দেখে শোকাকুল হয়ে গেলেন ও বিলাপ করে বলতে লাগলেন—'হায় পিতা ! আমি যে শেষ হয়ে গেলাম।' তিনি ঘনঘন সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে লাগলেন এবং জ্ঞান ফিরে আসলেই বিলাপ করতে লাগলেন॥ ৭ ॥

তৈলদ্রোণ্যাং মৃতং প্রাস্য জগাম গজসাহ্বয়ম্।
কৃষ্ণায় বিদিতার্থায় তপ্তাহহচখ্যৌ পিতুর্বধম্॥ ৮

তদনন্তর শ্রীসত্যভামা তাঁর পিতার শবকে তৈল আধারে নিমজ্জিত রেখে স্বয়ং হস্তিনাপুর গমন করলেন। তিনি অতি দুঃখের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পিতার হত্যার বৃত্তান্ত বললেন—যদিও সকল কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই জানতেন॥ ৮ ॥

তদাকর্ণ্যেশ্বরৌ রাজন্ননুসৃত্য নৃলোকতাম্।
অহো নঃ পরমং কষ্টমিত্যস্রাক্ষৌ বিলেপতুঃ॥ ৯

হে পরীক্ষিৎ ! সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম সব বৃত্তান্ত অবগত হয়ে নরলীলাভিনয় করে অশ্রুপাত করতে লাগলেন ও বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন—'হায় ! আমাদের এমন এক ভয়ংকর বিপদ হল।' ৯ ॥

আগত্য ভগবাংস্তস্মাৎ সভার্যঃ সাগ্রজঃ পুরম্।
শতধন্বানমারেভে হন্তুং হর্তুং মণিং ততঃ॥ ১০

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্যভামা এবং শ্রীবলরামকে নিয়ে হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায় ফিরে এলেন। তারপর শতধন্বাকে বধ করে স্যমন্তক মণি উদ্ধার করবার উদ্যোগ চলতে লাগল॥ ১০ ॥

সোহপি কৃষ্ণোদ্যমং জ্ঞাত্বা ভীতঃ প্রাণপরীপ্সয়া।
সাহায্যে কৃতবর্মাণমযাচত স চাব্রবীৎ॥ ১১

শতধন্বার কানে এই খবর পৌঁছতে সময় লাগল না যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। নিজের প্রাণরক্ষা হেতু সে কৃতবর্মার সাহায্যপ্রার্থী হল। তখন কৃতবর্মা বলল—॥ ১১ ॥

নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্যাং হেলনং রামকৃষ্ণয়োঃ।
কো নু ক্ষেমায় কল্পেত তয়োর্বৃজিনমাচরন্॥ ১২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সর্বজন শ্রদ্ধেয় শক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ং। তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিভুবনে এমন কেউ আছে যে তাঁদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়ে ইহলোকে-পরলোকে সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবে ? ১২ ॥

কংসঃ সহানুগোহপীতো যদ্দ্বেষাত্ত্যাজিতঃ শ্রিয়া।
জরাসন্ধঃ সপ্তদশ সংযুগান্ বিরথো গতঃ॥ ১৩

তুমি তো জান যে তাঁর বিদ্বেষী হয়ে কংস তার রাজশ্রী হারিয়েছে আর নিজ অনুচরগণের সহিত নিহত হয়েছে। শৌর্যবীর্যসম্পন্ন রাজা জরাসন্ধ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে পরপর সতেরো বার পরাজিত হয়ে রথ ছাড়াই রাজধানীতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে॥ ১৩ ॥

প্রত্যাখ্যাতঃ স চাক্রূরং পার্ষ্ণিগ্রাহমযাচত।
সোহপ্যাহ কো বিরুধ্যেত বিদ্বানীশ্বরয়োর্বলম্॥ ১৪

য ইদং লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ।
চেষ্টাং বিশ্বসৃজো যস্য ন বিদুর্মোহিতাজয়া॥ ১৫

যঃ সপ্তহায়নঃ শৈলমুৎপাট্যৈকেন পাণিনা।
দধার লীলয়া বাল উচ্ছিলীন্ধ্রমিবার্ভকঃ॥ ১৬

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াদ্ভুতকর্মণে।
অনন্তায়াদিভূতায় কূটস্থায়াত্মনে নমঃ॥ ১৭

যখন কৃতবর্মা এইভাবে একবাক্যে শতধন্বাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করল তখন সে শ্রীঅক্রূরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। শ্রীঅক্রূর উত্তর দিলেন —'ভাই ! কে সখ করে সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের প্রভাবের কথা জেনেশুনে তাঁর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়ার জন্য এগোবে ? তিনি ক্রীড়াচ্ছলে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন আর তাঁর কার্য মায়ামোহিত ব্রহ্মাদি বিশ্ববিধাতাও বুঝতে সক্ষম হন না। তখন তাঁর বয়ঃক্রম মাত্র সাত বৎসর অর্থাৎ তাঁর বালক অবস্থাতে তিনি এক

প্রত্যাখ্যাতঃ স তেনাপি শতধন্বা মহামণিম্।
তস্মিন্ ন্যস্যাশ্বমারুহ্য শতযোজনগং যযৌ॥ ১৮

গরুড়ধ্বজমারুহ্য রথং রামজনার্দনৌ।
অন্বয়াতাং মহাবেগৈরশ্বৈ রাজন্ গুরুদ্রুহম্॥ ১৯

মিথিলায়ামুপবনে বিসৃজ্য পতিতং হয়ম্।
পদ্ভ্যামধাবৎ সন্ত্রস্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যন্বদ্রবদ্ রুষা॥ ২০

পদাতের্ভগবাংস্তস্য পদাতিস্তিগ্মনেমিনা।
চক্রেণ শির উৎকৃত্য বাসসো র্ব্যচিনোন্মণিম্॥ ২১

অলব্ধমণিরাগত্য কৃষ্ণ আহাগ্রজান্তিকম্।
বৃথা হতঃ শতধনুর্মণিস্তত্র ন বিদ্যতে॥ ২২

তত আহ বলো নূনং স মণিঃ শতধন্বনা।
কস্মিংশ্চিৎ পুরুষে ন্যস্তস্তমন্বেষ[১] পুরং ব্রজ॥ ২৩

অহং বৈদেহমিচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রিয়তমং মম।
ইত্যুক্ত্বা মিথিলাং রাজন্ বিবেশ যদুনন্দনঃ॥ ২৪

হাতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে উৎপাটন করে এনে ব্যাঙের ছাতার মতন তা সাতদিন ক্রীড়াচ্ছলে তুলে রেখেছিলেন ; আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করি। অদ্ভুত তাঁর কর্মকাণ্ড। তিনি অনন্ত, অনাদি, কূটস্থ ও সর্বান্তর্যামী। সেই সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুন নমস্কার নিবেদন করছি।' ১৪-১৭॥

এইভাবে শ্রীঅক্রূরও যখন সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন তখন শতধন্বা স্যমন্তক মণিকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে শতযোজনগামী অশ্বে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করল॥ ১৮ ॥

পরীক্ষিৎ ! তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্ব সংযুক্ত গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে শ্বশুর সত্রাজিৎ-হন্তা শতধন্বার পশ্চাদ্ধাবন করলেন॥ ১৯ ॥

মিথিলাপুরী সন্নিকটে এক উপবনে শতধন্বার অশ্ব পড়ে গেল। অশ্ব ত্যাগ করে সে তখন ছুটে পালাতে লাগল। শতধন্বা তখন ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সক্রোধে তার উদ্দেশ্যে ধাবমান হলেন॥ ২০ ॥

পদব্রজে গমনকারী শতধন্বাকে শ্রীভগবান পদব্রজেই তাড়া করে তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা তার মস্তক ছেদন করলেন। তারপর তিনি শতধন্বার বস্ত্রের মধ্যে স্যমন্তক মণি অন্বেষণ করতে লাগলেন॥ ২১ ॥

কিন্তু স্যমন্তক মণি পাওয়া গেল না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ শ্রীবলরামকে এসে বললেন—'আমরা শতধন্বাকে অনর্থক বধ করলাম, কারণ স্যমন্তক মণি তো তার কাছেই নেই'॥ ২২ ॥

শ্রীবলরাম তখন বললেন—'এতে সন্দেহ নেই যে স্যমন্তক মণিকে শতধন্বা কারও কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। এখন দ্বারকায় ফিরে গিয়ে তার খোঁজখবর নিতে হবে॥ ২৩ ॥

আমি জনক রাজার* সঙ্গে দেখা করতে চললাম। তিনি আমার অতি প্রিয় বন্ধু।' হে পরীক্ষিৎ ! এইরূপ বলে যদুবংশনন্দন শ্রীবলরাম মিথিলানগরে চলে গেলেন॥ ২৪॥

[১]নে।

*মিথিলার অধিপতিদের সকলেরই সাধারণ পদবী ছিল জনক। ইনি সীতার পিতা জনক নন। সীতার পিতার প্রকৃত নাম ছিল সীরধ্বজ।

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় মৈথিলঃ প্রীতমানসঃ।
অর্হয়ামাস বিধিবদর্হণীয়ং[১] সমর্হণৈঃ॥ ২৫

উবাস তস্যাং কতিচিন্মিথিলায়াং সমা বিভুঃ।
মানিতঃ প্রীতিযুক্তেন জনকেন মহাত্মনা।
ততোঽশিক্ষদ্ গদাং কালে ধার্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ॥ ২৬

কেশবো দ্বারকামেত্য নিধনং শতধন্বনঃ।
অপ্রাপ্তিং চ মণেঃ প্রাহ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কৃদ্ বিভুঃ॥ ২৭

ততঃ স কারয়ামাস ক্রিয়া বন্ধোর্হতস্য বৈ।
সাকং[২] সুহৃদ্ভির্ভগবান্ যা যাঃ স্যুঃ সাম্পরায়িকাঃ॥ ২৮

অক্রূরঃ কৃতবর্মা চ শ্রুত্বা শতধনোর্বধম্।
ব্যূষতুর্ভয়বিত্রস্তৌ দ্বারকায়াঃ প্রযোজকৌ॥ ২৯

অক্রূরে প্রোষিতেঽরিষ্টান্যাসন্ বৈ দ্বারকৌকসাম্।
শারীরা মানসাস্তাপা মুহুর্দৈবিকভৌতিকাঃ॥ ৩০

ইত্যঙ্গোপদিশন্ত্যেকে বিস্মৃত্য প্রাগুদাহৃতম্।
মুনিবাসনিবাসে কিং ঘটেতারিষ্টদর্শনম্॥ ৩১

দেবেঽবর্ষতি কাশীশঃ শ্বফল্কায়াগতায় বৈ।
স্বসুতাং গান্দিনীং প্রাদাৎ ততোঽবর্ষৎ স্ম কাশিষু॥ ৩২

তৎসুতস্তৎপ্রভাবোঽসাবক্রূরো যত্র যত্র হ[৩]।
দেবোঽভিবর্ষতে তত্র নোপতাপা ন মারিকাঃ॥ ৩৩

ইতি বৃদ্ধবচঃ শ্রুত্বা নৈতাবদিহ কারণম্।
ইতি মত্বা[৪] সমানায্য প্রাহাক্রূরং জনার্দনঃ॥ ৩৪

যখন মিথিলাধিপতি দেখলেন যে পরমপূজ্য শ্রীবলরামের শুভাগমন হয়েছে তখন তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিবিধ পুজোপকরণ সহযোগে তাঁর যথাবিধি পূজা করলেন॥ ২৫ ॥

অতঃপর ভগবান শ্রীবলরাম কয়েক বৎসর কাল মিথিলাপুরীতেই থেকে গেলেন। মহাত্মা জনক তাঁকে সসম্মানে ও প্রেমপ্রীতি সহকারে সেবা করেছিলেন। এই কালেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনের শ্রীবলরামের কাছ থেকে গদাযুদ্ধ শিক্ষা লাভ হয়েছিল॥ ২৬ ॥

সত্যভামার প্রিয় কার্য সমাধা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন। ঘটনা বৃত্তান্ত বলে তিনি জানালেন যে শতধন্বা বধ হলেও তার কাছে স্যমন্তক মণি পাওয়া যায়নি॥ ২৭ ॥

অতঃপর তিনি সুহৃদদের সাহায্যে শ্বশুর সত্রাজিতের ঊর্ধ্বদৈহিক (মরণোত্তর) ক্রিয়াদি সম্পন্ন করালেন। মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক শান্তিলাভই ছিল এর উদ্দেশ্য॥ ২৮ ॥

সত্রাজিৎকে বধ করবার প্ররোচনা শ্রীঅক্রূর ও কৃতবর্মা দিয়েছিলেন। শতধন্বা বধের সংবাদ তাঁদের ভীত করে তুলল। তাঁরা দ্বারকা থেকে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করলেন॥ ২৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! অনেকের মতে শ্রীঅক্রূরের দ্বারকা ত্যাগ হেতু দ্বারকার প্রজাদের প্রবল অনিষ্ট ও অরিষ্ট সন্তাপ এসেছিল ; আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপের কারণে তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হয়েছিল। এই মত ধারণকারী ব্যক্তিগণ একবারও পূর্বের কথা মনে করে দেখেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত ঋষি-মুনিদের বসবাস আর তাঁর নিবাসস্থান দ্বারকায়। তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) সশরীরে দ্বারকায় উপস্থিত থাকতে সেখানে কি কোনো রকমের উপদ্রব হওয়া আদৌ সম্ভব ? ৩০-৩১ ॥

তখনকার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজাগণ এই অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছিলেন—'তাঁরা সেই কাশীরাজের রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও খরার সঙ্গে স্বকপোলকল্পিত মিল খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই খরা অবস্থায় কাশীরাজ সমাগত শ্বফল্কের সঙ্গে তাঁর কন্যা গান্দিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন যা

[১]বদর্হণ্যাং বৈ তমর্হণৈঃ। [২]সার্দ্ধং। [৩]সঃ। [৪]দূতৈঃ।

পূজয়িত্বাভিভাষ্যৈনং কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথাঃ।
বিজ্ঞাতাখিলচিত্তজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ হ॥ ৩৫

তাঁদের মতে প্রবল বর্ষণ এনে স্বস্তি প্রদান করেছিল। শ্রীঅক্রূর সেই শ্বফল্কের পুত্র, তাই তার প্রভাবও এক হওয়া উচিত। তাই শ্রীঅক্রূর কোথাও অবস্থান করলেই প্রবল বর্ষণ হয় এবং প্রজাগণ কষ্ট ও মহামারী থেকে রক্ষা পায়।' হে পরীক্ষিৎ ! তাঁদের কথা শুনে শ্রীভগবান ভাবলেন যে উপদ্রবের কারণ তা নয়। তবুও শ্রীভগবান লোকাপবাদ দূর করবার জন্য দূত প্রেরণ করে শ্রীঅক্রূরকে খুঁজে আনলেন। শ্রীঅক্রূর আসবার পর তিনি তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন॥ ৩২-৩৪ ॥

শ্রীভগবান তাঁর সমাদর, আপ্যায়ন ও সুমিষ্ট কথায় সম্ভাষণ—সব কিছু করলেন। হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবান প্রত্যেকের চিত্তে এই একটি সংকল্প দেখে থাকেন। তাই তিনি বদনে মৃদুমন্দ হাস্য রেখে শ্রীঅক্রূরকে বললেন॥ ৩৫ ॥

ননু দানপতে ন্যস্তস্ত্বয্যাস্তে শতধন্বনা।
স্যমন্তকো মণিঃ শ্রীমান্ বিদিতঃ পূর্বমেব নঃ॥ ৩৬

হে খুল্লতাত ! আপনি তো দানধর্ম পালক। আমরা বহুদিন থেকেই জানি যে শতধন্বা আপনার কাছে অতি উজ্জ্বল ও সম্পদপ্রদাতা স্যমন্তক মণি গচ্ছিত রেখে গেছে॥ ৩৬ ॥

সত্রাজিতোঽনপত্যত্বাদ্ গৃহ্ণীয়ুর্দুহিতুঃ সুতাঃ।
দায়ং নিনীয়াপঃ পিণ্ডান্ বিমুচ্যর্ণং চ শেষিতম্॥ ৩৭

আপনি তো জানেনই যে, সত্রাজিতের পুত্র না থাকায় তার কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রই মাতামহকে জল ও পিণ্ডদান করে তাঁর ঋণ পরিশোধ করবে আর তাঁর অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে॥ ৩৭ ॥

তথাপি দুর্ধরস্ত্বন্যৈস্ত্বয্যাস্তাং সুব্রতে মণিঃ।
কিন্তু মামগ্রজঃ সম্যঙ্ ন প্রত্যেতি মণিং প্রতি॥ ৩৮

এইভাবে শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্যমন্তক মণি যদিও আমার পুত্রদের লাভ করা উচিত তবুও মণি আপনার কাছেই থাকা ভালো কারণ আপনি ব্রতী এবং পবিত্রাত্মা আর অন্য কারো পক্ষে মণি রাখাও সুকঠিন কার্য। তবে আমাদের সামনে এক বিকট সমস্যা এই যে আমার অগ্রজ শ্রীবলরামও স্যমন্তক মণির সম্বন্ধে আমার কথার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ধারণ করেন না॥ ৩৮ ॥

দর্শয়স্ব মহাভাগ বন্ধূনাং শান্তিমাবহ।
অব্যুচ্ছিন্না মখাস্তেঽদ্য বর্তন্তে রুক্মবেদয়ঃ॥ ৩৯

অতএব মহাভাগ্যবান শ্রীঅক্রূর ! আপনি স্যমন্তক মণি আমাদের দেখিয়ে আমাদের স্বজনদের—শ্রীবলরাম, শ্রীসত্যভামা, শ্রীজাম্ববতী সকলের সন্দেহ নিরসন করুন আর তাদের হৃদয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। আমরা জানি যে স্যমন্তক মণির প্রতাপে আপনি নিরন্তর এমন যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন যাতে সুবর্ণ নির্মিত বেদিকা তৈরি করা হয়॥ ৩৯ ॥

এবং সামভিরালব্ধঃ শ্বফল্কতনয়ো মণিম্।
আদায় বাসসাচ্ছন্নং দদৌ সূর্যসমপ্রভম্।। ৪০

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীঅক্রূর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বস্ত্রের মধ্যে সুরক্ষিত সেই সূর্যসম দেদীপ্যমান স্যমন্তক মণি বার করলেন ও শ্রীকৃষ্ণের করকমলে তা অর্পণ করলেন।। ৪০ ।।

স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ।
বিমৃজ্য মণিনা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পয়ৎ প্রভুঃ।। ৪১

জ্ঞাতিগণকে সেই স্যমন্তক মণি প্রদর্শন করিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপর আরোপ করা সর্বতোভাবে অসহ্য কলঙ্ক থেকে মুক্ত হলেন। স্যমন্তক মণি কাছে রাখবার সামর্থ্য তাঁর অবশ্যই ছিল কিন্তু তা তিনি শ্রীঅক্রূরকে ফিরত দিয়ে দিলেন।। ৪১ ।।

যস্ত্বেতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণো-
বীর্যাঢ্যং বৃজিনহরং সুমঙ্গলং চ।
আখ্যানং পঠতি শৃণোত্যনুস্মরেদ্ বা
দুষ্কীর্তিং দুরিতমপোহ্য যাতি শান্তিম্।। ৪২

সুমধুর এই উপাখ্যান সমস্ত পাপ ও কলঙ্ক থেকে মুক্তি প্রদানকারী ও পরম মঙ্গলজনক। শাশ্বত সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমের এই অনন্য বৃত্তান্তের পাঠ, শ্রবণ ও স্মরণ সমস্ত অপকীর্তি ও পাপ বিধৌত করে হৃদয়ে পরম শান্তির অনুভূতি আনে।। ৪২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।। ৫৭ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের স্যমন্তক উপাখ্যান নামক সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৫৭ ।।

[১]ন্ধে সপ্ত.।

অথাষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বিবাহের কথা

শ্রীশুক[১] উবাচ

একদা পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং প্রতীতান্ পুরুষোত্তমঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ শ্রীমান্ যুযুধানাদিভির্বৃতঃ।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! পাণ্ডবগণ যে জতুগৃহতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যাননি সেই খবর শোনা গিয়েছিল। একবার তাঁদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন হল। তাঁর সঙ্গে সাত্যকি আদি বহু যদুবংশের বীরগণও ছিলেন।। ১ ।।

দৃষ্ট্বা তমাগতং পার্থা মুকুন্দমখিলেশ্বরম্।
উত্তস্থুর্যুগপদ্ বীরাঃ প্রাণা মুখ্যমিবাগতম্।। ২

বীর পাণ্ডবগণ সর্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখে যুগপৎ উঠে দাঁড়ালেন ; যেন প্রাণ সঞ্চার হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ সচেতন হয়ে গেল।। ২ ।।

পরিষ্বজ্যাচ্যুতং বীরা অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ।
সানুরাগস্মিতং বক্ত্রং বীক্ষ্য তস্য মুদং যযুঃ।। ৩

তদনন্তর বীর পাণ্ডবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর অঙ্গ স্পর্শলাভ করে তাঁদের সমস্ত পাপ ও সন্তাপ বিধৌত হয়ে গেল। শ্রীভগবানের প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ মৃদুমন্দ হাস্যময় সুশোভিত বদনমণ্ডল প্রত্যক্ষ করে তাঁরা আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন।। ৩ ।।

যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
ফাল্গুনং পরিরভ্যাথ যমাভ্যাং চাভিবন্দিতঃ[২]।। ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন ও অর্জুনকে আলিঙ্গন দান করলেন। নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করলেন।। ৪ ।।

পরমাসন[৩] আসীনং কৃষ্ণা কৃষ্ণমনিন্দিতা।
নবোঢ়া ব্রীড়িতা কিঞ্চিচ্ছনৈরেত্যাভ্যবন্দত।। ৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করলেন। তখন নববিবাহিতা সলজ্জ পরমাসুন্দরী শ্যামবর্ণা দ্রৌপদী ধীর পদক্ষেপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।। ৫ ।।

তথৈব সাত্যকিঃ পার্থৈঃ পূজিতশ্চাভিবন্দিতঃ[৪]।
নিষসাদাসনেঽন্যে[৫] চ পূজিতাঃ পর্যুপাসত।। ৬

পাণ্ডবগণ বীর সাত্যকিকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণসম আদর আপ্যায়ন করলেন ও বন্দনাও করলেন। তাঁকেও আসন দান করা হল। অন্যান্য যদুবংশের বীরগণও যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন পেলেন। তারা শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে বসলেন।। ৬ ।।

পৃথাং সমাগত্য কৃতাভিবাদন-
স্তয়াতিহার্দার্দ্রদৃশাভিরম্ভিতঃ[৬] ।
আপৃষ্টবাংস্তাং কুশলং সহস্নুষাং
পিতৃষ্বসারং পরিপৃষ্টবান্ধবঃ।। ৭

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতৃস্বসা কুন্তী সমীপে গমন করলেন ও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। শ্রীকুন্তী অতি স্নেহের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে ভরে গেল। কুন্তীদেবী আত্মীয়-

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]বান্দিতঃ। [৩]নমাসী.। [৪]নন্দিতঃ। [৫]নে রন্যে। [৬]বীক্ষিতঃ।

তমাহ প্রেমবৈক্লব্যরুদ্ধকণ্ঠাশ্রুলোচনা[১]।
স্মরন্তী তান্ বহূন্ ক্লেশান্ ক্লেশাপায়াত্মদর্শনম্॥ ৮

তদৈব কুশলং নোঽভূৎ সনাথাস্তে কৃতা বয়ম্।
জ্ঞাতীন্ নঃ স্মরতা কৃষ্ণ ভ্রাতা মে প্রেষিতস্ত্বয়া॥ ৯

ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ।
তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ॥ ১০

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর।
যোগেশ্বরাণাং দুর্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্॥ ১১

ইতি বৈ বার্ষিকান্ মাসান্ রাজ্ঞা সোঽভ্যর্থিতঃ সুখম্।
জনয়ন্ নয়নানন্দমিন্দ্রপ্রস্থৌকসাং বিভুঃ॥ ১২

একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজম্।
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ॥ ১৩

সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্তুং বিপিনং মহৎ।
বহুব্যালমৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা॥ ১৪

স্বজনদের খোঁজ নিলেন এবং শ্রীভগবানও তার যথোচিত উত্তর দান করে, তাঁকে তাঁর ও তাঁর পুত্রবধূ দ্রৌপদীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন॥ ৭ ॥

তখন স্নেহে বিহ্বল কুন্তীদেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর নয়নে ছিল অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা। শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করায় তাঁর পূর্বের ক্লেশসমূহের স্মৃতি জেগে উঠল। তিনি নিজেকে সংযত করে, দর্শনমাত্রেই যিনি ক্লেশ নিবারণ করে থাকেন—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন— ॥ ৮ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! যখন তুমি আমাদের আপনজন মনে করে আমাদের কুশলবার্তা জানবার জন্য ভ্রাতা অক্রূরকে প্রেরণ করেছিলে তখনই আমাদের কল্যাণসাধন হয়ে গিয়েছিল। তুমি তো তখনই আমাদের সনাথ করেছিলে॥ ৯ ॥

আমি বিলক্ষণ জানি যে তুমি সম্পূর্ণ জগতের পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ ও আত্মা। তোমার মধ্যে আপন-পর ভেদাভেদ আদৌ নেই। তবুও হে শ্রীকৃষ্ণ ! যে তোমায় নিত্য স্মরণ-মনন করে তার হৃদয়ে তোমার নিত্য অধিষ্ঠান হয় আর তার নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশের সম্যক্ নিবৃত্তি হয়ে যায়॥ ১০ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন—হে সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ! জানি না আমরা পূর্বজন্মে অথবা ইহজন্মে কী পুণ্য অর্জন করেছি ! অতি বড় যোগীরাও আপনার দর্শন বহু সাধনা করে পায় না আর আমাদের মতন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণও ঘরে বসেই আপনার দর্শন লাভ করছি॥ ১১ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির এইভাবে শ্রীভগবানের স্তুতিগান করলেন ও কিছুদিন সেইখানে থাকার জন্য প্রার্থনা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থের জনগণকে নিজ রূপমাধুর্যের নয়নানন্দ প্রদান করে বর্ষাকালের চার মাস কাল সুখে সেখানে অবস্থান করলেন॥ ১২ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! একদিন বীরকেশরী অর্জুন গাণ্ডিব ধনুক ও যুগল অক্ষয় বাণ তূণীর এবং বর্ম ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কপিধ্বজ রথে আরোহণ করলেন। অতঃপর শত্রুমর্দন অর্জুন ব্যাঘ্র-সিংহাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ এক নিবিড় অরণ্যে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন॥ ১৩-১৪ ॥

[১] বাষ্প.।

তত্রাবিধ্যচ্ছরৈর্ব্যাঘ্রান্ সূকরান্ মহিষান্ রুরূন্।
শরভান্ গবয়ান্ খড়্গান্ হরিণাঞ্ছশশল্লকান্॥ ১৫

অর্জুন বাণবর্ষণ করে সেই অরণ্যে বহু ব্যাঘ্র, শূকর, মহিষ, রুরুমৃগ, শরভমৃগ, গবয়, গণ্ডার, হরিণ, শশক ও শল্লকী সকল বধ করলেন॥ ১৫ ॥

তান্ নিন্যুঃ কিঙ্করা রাজ্ঞে মেধ্যান্ পর্বণ্যুপাগতে।
তৃট্‌পরীতঃ পরিশ্রান্তো বীভৎসুর্যমুনামগাৎ॥ ১৬

অনুচরবৃন্দ পর্ব সময় সমাগত দেখে যজ্ঞোপযোগী মৃত পশুগণকে রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেল। শিকারে অর্জুন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পিপাসা নিবারণ হেতু শ্রীযমুনা তীরে গমন করলেন॥ ১৬ ॥

তত্রোপস্পৃশ্য বিশদং পীত্বা বারি মহারথৌ।
কৃষ্ণৌ দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনাম্॥ ১৭

মহারথীযুগল শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শ্রীযমুনায় হস্তপদ প্রক্ষালনাদি করে তাঁর নির্মল জল পান করলেন। তাঁরা সেইখানে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে তপস্যা করতে দেখলেন॥ ১৭ ॥

তামাসাদ্য বরারোহাং সুদ্বিজাং রুচিরাননাম্।
পপ্রচ্ছ প্রেষিতঃ সখ্যা ফাল্গুনঃ প্রমদোত্তমাম্॥ ১৮

সেই অতীব সুন্দরীর কটিদেশ ছিল ক্ষীণ, দন্তপঙ্‌ক্তি ছিল সুন্দর এবং মুখমণ্ডল অতীব সুন্দর ছিল। তখন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রেরিত হয়ে তার নিকটে গেলেন ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—॥ ১৮ ॥

কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি কুতোহসি[১] কিং চিকীর্ষসি।
মন্যে ত্বাং পতিমিচ্ছন্তীং সর্বং কথয় শোভনে॥ ১৯

'হে সুন্দরী ! কে তুমি ? তুমি কার কন্যা ? কোথা থেকে এসেছ ? কী করতে চাও ? আমার তো মনে হচ্ছে যে তুমি তোমার উপযুক্ত পতি কামনা করছ। হে কল্যাণী ! তোমার সব কথা আমি শুনতে আগ্রহী।' ১৯ ॥

কালিন্দ্যুবাচ

অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী।
বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমমাস্থিতা॥ ২০

সেই কন্যা তখন উত্তর দিল—'আমি ভগবান সূর্যদেবের কন্যা। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা ভগবান বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করতে চাই, তাই এই কঠোর তপস্যা করছি॥ ২০ ॥

নান্যং পতিং বৃণে বীর[২] তমৃতে শ্রীনিকেতনম্।
তুষ্যতাং মে স ভগবান্ মুকুন্দোহনাথসংশ্রয়ঃ॥ ২১

হে বীর অর্জুন ! আমি শ্রীনিবাস ভগবানকে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে আমার পতিরূপে দেখতে চাই না। অনাথের নাথ প্রেমময় সেই ভগবান মুকুন্দ আমার উপর প্রসন্ন হোন॥ ২১ ॥

কালিন্দীতি সমাখ্যাতা বসামি যমুনাজলে।
নির্মিতে ভবনে পিত্রা যাবদচ্যুতদর্শনম্॥ ২২

আমি কালিন্দী। আমার পিতা সূর্যদেব আমার জন্য যমুনার জলে এক প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছেন। আমি তাতেই নিবাস করি। যতদিন পর্যন্ত আমার শ্রীভগবানের দর্শন লাভ না হবে, আমি সেখানেই থাকব॥ ২২ ॥

তথাবদদ্ গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোহপি তাম্।
রথমারোপ্য তদ্ বিদ্বান্ ধর্মরাজমুপাগমৎ॥ ২৩

অর্জুন গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত কথা বললেন। তিনি সর্বজ্ঞ, তাই সব কথা পূর্বেই জানতেন। তিনি তখন কালিন্দীকে রথে তুলে নিলেন ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন॥ ২৩ ॥

[১]তো বা কিং। [২]স্মৃতে পুরুষমীশ্বরম্।

যদৈব[1] কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ পার্থানাং পরমাদ্ভুতম্।
কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং বিশ্বকর্মণা॥ ২৪

অতঃপর পাণ্ডবদের প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বাসোপযোগী এক অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র নগর বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মাণ করিয়ে দিলেন॥ ২৪ ॥

ভগবাংস্তত্র নিবসন্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া।
অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুমর্জুনস্যাস সারথিঃ॥ ২৫

পাণ্ডবদের আনন্দদান ও কল্যাণ কামনায় সেইবার শ্রীভগবান বহুদিন পর্যন্ত সেইখানে বাস করলেন। এরই মধ্যে অগ্নিদেবকে খাণ্ডববন প্রদান হেতু তিনি অর্জুনের সারথিও হয়েছিলেন॥ ২৫ ॥

সোঽগ্নিস্তুষ্টো ধনুরদাদ্ধয়াঞ্শ্বেতান্ রথং নৃপ।
অর্জুনায়াক্ষয়ৌ তূণৌ বর্ম চাভেদ্যমস্ত্রিভিঃ॥ ২৬

খাণ্ডববনকে আহার্যরূপে লাভ করে অগ্নিদেব অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি অর্জুনকে গাণ্ডিব ধনুক, চার শ্বেত অশ্ব, এক রথ, দুই বাণযুক্ত অক্ষয় তূণীর এবং অস্ত্রশস্ত্র-অভেদ্য বর্ম প্রদান করলেন॥ ২৬ ॥

ময়শ্চ মোচিতো বহ্নেঃ সভাং সখ্য উপাহরৎ।
যস্মিন্ দুর্যোধনস্যাসীজ্জলস্থলদৃশিভ্রমঃ॥ ২৭

খাণ্ডবদাহন কালে অর্জুন অগ্নি থেকে ময়-দানবকে রক্ষা করেছিলেন ; তাই কৃতজ্ঞতাবশত ময়-দানব অর্জুনের জন্য এক অদ্ভুত সভাভবন নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ওই সভাভবনের স্থলে জল ও জলে স্থল মনে হত ; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত দুর্যোধনেরও ওইরূপ ভ্রম হয়েছিল॥ ২৭ ॥

স তেন সমনুজ্ঞাতঃ সুহৃদ্ভিশ্চানুমোদিতঃ।
আযযৌ[2] দ্বারকাং ভূয়ঃ সাত্যকিপ্রমুখৈর্বৃতঃ॥ ২৮

আরও কিছুকাল পরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অনুমতি এবং অন্য আত্মীয়স্বজনদের অনুমোদন লাভ করে সাত্যকি আদির সঙ্গে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেছিলেন॥ ২৮ ॥

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যর্ক্ষ ঊর্জিতে।
বিতন্বন্ পরমানন্দং স্বানাং পরমমঙ্গলম্॥ ২৯

দ্বারকায় প্রত্যাগমন করে বিবাহযোগ্য ঋতু ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে প্রশংসিত পবিত্র লগ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবী কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করলেন। এই ঘটনা আত্মীয়স্বজনদের পক্ষে অতি কল্যাণকর হয়েছিল। তাঁরা পরমানন্দ লাভ করেছিলেন॥ ২৯ ॥

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্যোধনবশানুগৌ।
স্বয়ংবরে স্বভাগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্॥ ৩০

অবন্তী (উজ্জয়িনী) দেশের রাজা ছিলেন বিন্দ ও অনুবিন্দ যাঁরা দুর্যোধনের বশবর্তী ও অনুগামী ছিলেন। তাঁদের ভগিনী মিত্রবন্দা, স্বয়ংবর সভায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু বিন্দ ও অনুবিন্দ ভগিনীকে এই কার্য করতে বারণ করলেন॥ ৩০ ॥

রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃষ্বসুঃ।
প্রসহ্য হৃতবান্ কৃষ্ণো রাজন্ রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্॥ ৩১

হে পরিক্ষীৎ ! মিত্রবন্দা শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা রাজাধিদেবীর কন্যা ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য রাজাদের উপস্থিতিতেই স্বয়ংবর সভা থেকে তাঁকে

নগ্নজিন্নাম কৌসল্য আসীদ্ রাজাতিধার্মিকঃ।
তস্য সত্যাভবৎ কন্যা দেবী নাগ্নজিতী নৃপ॥ ৩২

ন তাং শেকুর্নৃপা বোঢুমজিত্বা সপ্ত গোবৃষান্।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ সুদুর্ধর্ষান্ বীরগন্ধাসহান্ খলান্॥ ৩৩

তাং শ্রুত্বা বৃষজিল্লভ্যাং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
জগাম কৌসল্যপুরং[1] সৈন্যেন মহতা বৃতঃ॥ ৩৪

স কোসলপতিঃ প্রীতঃ প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ।
অর্হণেনাপি গুরুণা পূজয়ন্ প্রতিনন্দিতঃ॥ ৩৫

বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং
নরেন্দ্রকন্যা চকমে রমাপতিম্।
ভূয়াদয়ং মে পতিরাশিষোঽমলাঃ
করোতু সত্যা যদি মে ধৃতো ব্রতৈঃ[2]॥ ৩৬

যৎ পাদপঙ্কজরজঃ[3] শিরসা বিভর্তি
শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ।
লীলাতনূঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়েশঃ
কালে দধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেত্॥ ৩৭

অর্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে।
আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ॥ ৩৮

হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। উপস্থিত রাজাগণ তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন॥ ৩১ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! নগ্নজিৎ নামক এক কৌশল নরেশ ছিলেন। তিনি অতি ধার্মিক প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যার নাম সত্যা যিনি পিতৃনামানুসারে নাগ্নজিতী নামেও পরিচিতা ছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! রাজার প্রতিজ্ঞানুসারে সপ্তসংখ্যক দুর্দান্ত বৃষভকে পরাজিত করতে না পেরে কোনো রাজাই সেই কন্যাকে বিবাহ করতে পারেননি। বৃষভসকল সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী ছিল ; আর তারা কোনো বীরপুরুষের গন্ধও সহ্য করতে পারত না॥ ৩২-৩৩ ॥

যখন যদুকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করলেন তখন তিনি তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৌশল (অযোধ্যা) গেলেন॥ ৩৪ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন দেখে কৌশলনরেশ নগ্নজিৎ তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলেন। অতঃপর আসন দান করে রাজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুজোপকরণ সহযোগে পূজার্চনা করলেন। প্রত্যুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন॥ ৩৫ ॥

মহারাজ নগ্নজিতের কন্যা সত্যা জানতে পারলেন যে তাঁর চিরবাঞ্ছিত রমারঞ্জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছে। তিনি মনে মনে এই অভিলাষ ধারণ করলেন যে যদি তিনি ব্রত নিয়মাদি সঠিকভাবে পালন করে থাকেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই নিরন্তর করে থাকেন তাহলে যেন শ্রীভগবান তাঁকে পত্নীরূপে স্বীকার করেন আর তাঁর বিশুদ্ধ কামনা পূর্ণ করেন॥ ৩৬ ॥

নাগ্নজিতী তখন মনে মনে ভাবছেন—'ভগবতী লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শংকর এবং অতি মহান লোকপালগণ যাঁর শ্রীপাদপদ্ম রজ মস্তকে ধারণ করে থাকেন এবং যে প্রভু নিজ প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা প্রতিপালন হেতু বারে বারে বহু লীলাবতার গ্রহণ করেছেন তিনি আমার কোন্ ধর্ম, ব্রত অথবা নিয়ম পালনে প্রসন্ন হবেন ? তাঁর কৃপা হলে তবেই তিনি প্রসন্ন হবেন।' ৩৭ ॥

পরীক্ষিৎ ! রাজা নগ্নজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

[1]ল্যপুরীং। [2]ব্রতঃ। [3]প্রাচীন বইতে 'যৎ পাদপঙ্কজ.......'ইত্যাদি শ্লোকটি 'অর্চিতং পুনরিত্যাহ.........'এই শ্লোকের পরে লেখা আছে।

শ্রীশুক উবাচ

তমাহ ভগবান্ হৃষ্টঃ[১] কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সস্মিতং কুরুনন্দন॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

নরেন্দ্র যাচ্ঞা কবিভির্বিগর্হিতা
রাজন্যবন্ধোর্নিজধর্মবর্তিনঃ।
তথাপি যাচে তব সৌহৃদেচ্ছয়া
কন্যাং ত্বদীয়াং ন হি শুল্কদা বয়ম্॥ ৪০

রাজোবাচ

কোঽন্যস্তেঽভ্যধিকো নাথ কন্যাবর ইহেপ্সিতঃ।
গুণৈকধাম্নো যস্যাঙ্গে শ্রীর্বসত্যনপায়িনী॥ ৪১

কিন্ত্বস্মাভিঃ কৃতঃ পূর্বং সময়ঃ সাত্বতর্ষভ।
পুংসাং বীর্যপরীক্ষার্থং কন্যাবরপরীপ্সয়া॥ ৪২

সপ্তৈতে গোবৃষা বীর দুর্দান্তা দুরবগ্রহাঃ।
এতৈর্ভগ্নাঃ সুবহবো ভিন্নগাত্রা নৃপাত্মজাঃ॥ ৪৩

যদিমে নিগৃহীতাঃ স্যুস্ত্বয়ৈব যদুনন্দন।
বরো ভবানভিমতো দুহিতুর্মে শ্রিয়ঃ[২] পতে॥ ৪৪

এবং সময়মাকর্ণ্য বদ্ধা পরিকরং প্রভুঃ।
আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা ন্যগৃহ্ণাল্লীলয়ৈব তান্॥ ৪৫

বিধিমতে পূজার্চনা করে এইরূপ প্রার্থনা নিবেদন করলেন —'হে জগতের একমাত্র প্রভু নারায়ণ ! আপনি তো আপনার স্বরূপভূত আনন্দেই পরিপূর্ণ আর আমি তো এক অতি তুচ্ছ মানব মাত্র ! আমি আপনার কোন্ সেবায় যুক্ত হতে পারি বলুন ?' ৩৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! রাজা নগ্নজিতের দেওয়া আসন, পূজা আদি গ্রহণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রসন্নচিত্ত হলেন। তিনি স্মিতহাস্যে জলদগম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন॥ ৩৯ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রাজন্ ! নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কোনো কিছু যাচনা করা অনুচিত কার্য। ধর্মজ্ঞ বিদ্বানগণ এই কর্মের নিন্দা করে থাকেন। তবুও আমি আপনার সঙ্গে সৌহার্দাপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন হেতু আপনার কন্যা যাচনা করছি। আমরা কিন্তু পণ প্রদান করি না॥ ৪০ ॥

রাজা নগ্নজিৎ বললেন—'প্রভু ! আপনি পরম গুণধাম ও জগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল। আপনার বক্ষঃস্থলে ভগবতী লক্ষ্মীদেবী নিত্য নিবাস করে থাকেন। আপনার থেকে অধিক অভিলষিত আমার কন্যার পতি আর কে হতে পারে ?' ৪১ ॥

কিন্তু হে যদুকুলপতি ! এই প্রসঙ্গে আমি পূর্বেই এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। সেই প্রতিজ্ঞা ছিল কন্যার পাত্রের ক্ষমতা ও বলবিক্রম পৌরুষ নিরূপণ হেতু॥ ৪২ ॥

হে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ! আমার এই সপ্ত বৃষভ অতি ভয়ংকর। তাদের বশীভূত করা এক সুকঠিন কার্য। এরা বহু রাজকুমারের অঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে তাদের হতোদ্যম করে ছেড়েছে॥ ৪৩ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! এদের দমন ও বশীভূত করতে হবে। হে লক্ষ্মীপতি ! সফল হলে তবেই আপনি আমার কন্যার অভীষ্ট পতি হবেন॥ ৪৪ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা নগ্নজিতের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে কটিদেশের পরিচ্ছদ বন্ধন সুদৃঢ় করলেন এবং নিজ সপ্তরূপ সৃষ্টি করে ক্রীড়াচ্ছলেই সেই সপ্ত বৃষভদের নাসিকায় রজ্জু স্থাপন করলেন॥ ৪৫ ॥

বদ্ধা তান্ দামভিঃ শৌরির্ভগ্নদর্পান্ হতৌজসঃ।
ব্যকর্ষল্লীলয়া বদ্ধান্ বালো দারুময়ান্ যথা॥ ৪৬

বৃষভসকল তাতেই হতবল হয়ে গেল ; তাদের দর্পচূর্ণ হল। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের রজ্জুতে বন্ধন করে আকর্ষণ করতে লাগলেন। মনে হল যেন কোনো শিশু ক্রীড়াচ্ছলে কাষ্ঠনির্মিত বৃষভপুত্তলিকা টানছে॥ ৪৬ ॥

ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মিতঃ।
তাং প্রত্যগৃহ্নাদ্ ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ॥ ৪৭

রাজা নগ্নজিৎ যেন হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রসন্ন রাজা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কন্যার উপযুক্ত পাত্ররূপে স্বীকার করে কন্যাসম্প্রদান কার্য সমাধা করলেন। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সত্যার মধ্যে তাঁর সহধর্মিণী হওয়ার গুণ দেখে তাঁকে শাস্ত্রীয় রীতিতে বিবাহ করলেন॥ ৪৭ ॥

রাজপত্ন্যশ্চ দুহিতুঃ কৃষ্ণং লব্ধ্বা প্রিয়ং পতিম্।
লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসবঃ॥ ৪৮

রানিগণের আর আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁদের কন্যা তার মনোবাঞ্ছিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করেছে দেখে তাঁরা প্রীত হয়েছিলেন। চতুর্দিকে মহোৎসব পালনের সূচনা হল॥ ৪৮ ॥

শঙ্খভের্যানকা নেদুর্গীতবাদ্যদ্বিজাশিষঃ।
নরা নার্যঃ প্রমুদিতাঃ সুবাসঃস্রগলঙ্কৃতাঃ॥ ৪৯

শঙ্খ, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠল। নৃত্যগীত বাদ্যে মহোৎসব অপরূপ সুন্দর রূপ ধারণ করল। ব্রাহ্মণদের আশীর্বচন শোনা যেতে লাগল। মহোৎসবে প্রজাগণ সুন্দর বস্ত্র, মাল্য ও অলংকার আদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিল॥ ৪৯ ॥

দশধেনুসহস্রাণি পারিবর্হমদাদ্ বিভুঃ।
যুবতীনাং ত্রিসাহস্রং নিষ্কগ্রীবসুবাসসাম্॥ ৫০

নবনাগসহস্রাণি নাগাচ্ছতগুণান্ রথান্।
রথাচ্ছতগুণানশ্বানশ্বাচ্ছতগুণান্ নরান্॥ ৫১

নবদম্পতিকে যৌতুকরূপে রাজা নগ্নজিৎ দশ সহস্র গাভী ও তিন সহস্র সুন্দর বস্ত্র ও কণ্ঠে সুবর্ণ হার পরিহিত যুবতী পরিচারিকা দান করলেন ; এছাড়া তিনি নয় সহস্র গজ, নয় লক্ষ রথ, নয় কোটি অশ্ব ও নয় অর্বুদ সেবকও প্রদান করলেন॥ ৫০-৫১ ॥

দম্পতী রথমারোপ্য মহত্যা সেনয়া বৃতৌ।
স্নেহপ্রক্লিন্নহৃদয়ো যাপয়ামাস কোসলঃ॥ ৫২

কৌশলাধিপতি রাজা নগ্নজিৎ কন্যা ও জামাতাকে রথে আরোহণ করিয়ে বিদায় জানালেন ; এক বিশাল সৈন্যবাহিনীও তিনি সঙ্গে দিলেন। তখন তাঁর হৃদয় বাৎসল্যস্নেহে দ্রবিত হয়ে গিয়েছিল॥ ৫২ ॥

শ্রুত্বৈতদ্ রুরুধুর্ভূপা নয়ন্তং পথি কন্যকাম্।
ভগ্নবীর্যাঃ সুদুর্মর্ষা যদুভির্গোবৃষৈঃ পুরা॥ ৫৩

পরীক্ষিৎ ! যদুকুল ও রাজা নগ্নজিতের বৃষভগণ দ্বারা হতবীর্য পূর্বের রাজাগণ যখন এই সংবাদ শ্রবণ করল তখন তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভকে সহ্য করতে পারল না। তারা নাগ্নজিতী সত্যাকে নিয়ে গমন করবার পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে ফেলল॥ ৫৩ ॥

তানস্যতঃ শরব্রাতান্[১] বন্ধুপ্রিয়কৃদর্জুনঃ।
গাণ্ডীবী কালয়ামাস সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব॥ ৫৪

প্রবল বেগে তারা শ্রীকৃষ্ণের উপর শরবর্ষণ করতে

[১]ব্রাতৈর্বন্ধু.।

পারিবর্হমুপাগৃহ্য দ্বারকামেত্য সত্যয়া।
রেমে যদূনামৃষভো ভগবান্ দেবকীসুতঃ॥ ৫৫

লাগল। সেই সময় গাণ্ডিবধারী অর্জুন সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। যেমন পশুরাজ সিংহ অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুদের বিতাড়ন করে থাকে তেমনভাবেই অর্জুন সেই রাজাদের প্রহার করে বিতাড়িত করলেন॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর যদুকুলশ্রেষ্ঠ দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই যৌতুকসকল ও সত্যাকে নিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন ও গৃহস্থসম জীবনযাপন করতে লাগলেন॥ ৫৫ ॥

শ্রুতকীর্তেঃ সুতাং ভদ্রামুপযেমে পিতৃষ্বসুঃ।
কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দনাদিভিঃ॥ ৫৬

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা শ্রুতকীর্তির বিবাহ কেকয় দেশে হয়েছিল ও তাঁর কন্যার নাম ছিল ভদ্রা। ভ্রাতা সন্তর্দনাদি ভদ্রাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করলে তিনি তাঁর পাণিগ্রহণ করেন॥ ৫৬ ॥

সুতাং চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্।
স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব॥ ৫৭

মদ্রদেশের রাজার সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যার নাম ছিল লক্ষ্মণা। যেমন গরুড় স্বর্গ থেকে অমৃত হরণ করেছিল তেমনভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর সভা থেকে একলাই হরণ করে এনেছিলেন॥ ৫৭ ॥

অন্যাশ্চৈবংবিধা ভার্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ।
ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ॥ ৫৮

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আরও সহস্র সহস্র পত্নী ছিলেন। ভৌমাসুরকে বধ করে সেই সুন্দরীদের তিনি বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে[১] অষ্টমহিষ্যুদ্বাহো নামাষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধে অষ্টমহিষী-বিবাহ নামক অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

অথৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

উনষষ্টিতম অধ্যায়

ভৌমাসুর উদ্ধার ও ষোড়শ সহস্র এক শত রাজকন্যার সঙ্গে ভগবানের বিবাহ

রাজোবাচ

যথা হতো ভগবতা ভৌমো যেন চ তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নিরুদ্ধা এতদাচক্ষ্ব বিক্রমং শার্ঙ্গধন্বনঃ।। ১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ যে ভৌমাসুর রমণীগণকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন ও কীভাবে বধ করেছিলেন ? অনুগ্রহ করে আপনি শার্ঙ্গ ধনুকধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।। ১ ।।

শ্রীশুক উবাচ

ইন্দ্রেন হৃতছত্রেণ হৃতকুণ্ডলবন্ধুনা।
হৃতামরাদ্রিস্থানেন জ্ঞাপিতো ভৌমচেষ্টিতম্।
সভার্যো গরুড়ারূঢ়ঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং যযৌ।। ২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভৌমাসুর বরুণের ছত্র ও মাতা অদিতির কুণ্ডল অপহরণ করেছিল আর মেরু পর্বতের মণিপর্বত নামক দেবতাদের স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারকায় এসে ভৌমাসুরের অত্যাচারের বিবরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় পত্নী সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে গরুড় বাহনে আরোহণ করলেন এবং ভৌমাসুরের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করলেন।। ২ ।।

গিরিদুর্গৈঃ শস্ত্রদুর্গৈর্জলাগ্ন্যনিলদুর্গমম্[১]।
মুরপাশাযুতৈর্ঘোরৈর্দৃঢৈঃ সর্বত আবৃতম্।। ৩

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অতি সুরক্ষিত ছিল ও তাতে প্রবেশ করা ছিল অতি কঠিন কার্য। রাজধানী চতুর্দিকে গিরিদুর্গ দ্বারা পরিবৃত আর অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তারপর ছিল জলে পরিপূর্ণ পরিখার বেষ্টনী আর অগ্নি এবং বিদ্যুতের প্রাচীর যার অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলও অবরুদ্ধ করা ছিল। তারও অভ্যন্তরে ছিল মুর দৈত্যদ্বারা পাতা দশ সহস্র ঘোর ও সুদৃঢ় জাল যা নগরের চতুর্দিকে বিস্তৃত ছিল।। ৩ ।।

গদয়া নির্বিভেদাদ্রীন্ শস্ত্রদুর্গাণি সায়কৈঃ।
চক্রেণাগ্নিং জলং বায়ুং মুরপাশাংস্তথাসিনা।। ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাতে গিরিদুর্গ চূর্ণবিচূর্ণ করে শরবর্ষণ করে অস্ত্রশস্ত্রে অবরুদ্ধ দুর্গকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। অতঃপর তিনি চক্রদ্বারা অগ্নি, জল এবং বায়ু প্রাচীর সকল তছনছ করে দিলেন ও মুর দৈত্যের পাশসমূহকে তরবারি দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।। ৪ ।।

শঙ্খনাদেন যন্ত্রাণি হৃদয়ানি মনস্বিনাম্।
প্রাকারং গদয়া গুর্ব্যা নির্বিভেদ গদাধরঃ।। ৫

অতঃপর বিশালাকার যন্ত্রসকল যা সেখানে লাগানো ছিল সেইসকলকে ও বীরগণের হৃদয়কে শঙ্খধ্বনি দ্বারা তিনি বিদীর্ণ করে দিলেন। এরপর শ্রীভগবান গদাধর নিজ গুরুভার গদাদ্বারা নগর প্রাচীর

[১]মৈঃ।

পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুত্বা যুগান্তাশনিভীষণম্।
মুরঃ শয়ান উত্তস্থৌ দৈত্যঃ পঞ্চশিরা জলাৎ॥ ৬

ধ্বংস করে দিলেন॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্যের প্রলয়কালীন শঙ্খধ্বনি গুরুগম্ভীর বজ্রধ্বনি সম অতি ভয়ানক ছিল। সেই শব্দ মুর দৈত্যকে জাগিয়ে তুলল এবং সে তখন বাইরে বেরিয়ে এল। সেই পঞ্চমুণ্ড দৈত্য ততক্ষণ পরিখার জলে শায়িত থেকে নিদ্রাগমন করছিল॥ ৬ ॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য সুদুর্নিরীক্ষণো[১]
যুগান্তসূর্যানলরোচিরুল্বণঃ।[২]
গ্রসংস্ত্রিলোকীমিব পঞ্চভির্মুখৈ-
রভ্যদ্রবত্তার্ক্ষ্যসুতং যথোরগঃ॥ ৭

সেই দৈত্য ছিল প্রলয়কালীন সূর্য ও অগ্নিসম প্রচণ্ড তেজস্বী। তার ভয়ংকর আকৃতির দিকে চোখ তুলে তাকানোই সহজ ছিল না। যেমনভাবে সর্প গরুড়ের দিকে ধাবিত হয় তেমনভাবে সে ত্রিশূল উত্তোলন করে শ্রীভগবানের দিকে তেড়ে গেল। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে তার পঞ্চমুণ্ড দিয়ে ত্রিলোক গ্রাস করে ফেলবে॥ ৭ ॥

আবিধ্য শূলং তরসা গরুত্মতে
নিরস্য বক্ত্রৈর্ব্যনদৎ স পঞ্চভিঃ।
স রোদসী সর্বদিশোঽম্বরং মহা-
নাপূরয়ন্নণ্ডকটাহমাবৃণোৎ॥ ৮

মুর দৈত্য নিজের ত্রিশূলকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে শ্রীগরুড়ের উপর নিক্ষেপ করল। তারপর নিজ পঞ্চমুখে অতি ভয়ংকর সিংহনাদ করতে লাগল। তার সিংহনাদ পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, পাতাল ও দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে তুলল॥ ৮ ॥

তদাপতদ্ বৈ ত্রিশিখং গরুত্মতে
হরিঃ শরাভ্যামভিনৎত্রিধৌজসা।
মুখেষু তং চাপি শরৈরতাড়য়ৎ
তস্মৈ গদাং সোঽপি রুষা ব্যমুঞ্চত॥ ৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে মুর দৈত্যের নিক্ষেপ করা ত্রিশূল গরুড়ের দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। তিনি সুকৌশলে দুই শর নিক্ষেপ করে সেই ত্রিশূলকে তিন খণ্ডে পরিবর্তিত করে দিলেন। এর সঙ্গেই শ্রীভগবান মুর দৈত্যের মুখেও বহু শর নিক্ষেপ করলেন। তাতে দৈত্য আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং সে শ্রীভগবানকে প্রহার করার জন্য গদা নিক্ষেপ করল॥ ৯ ॥

তামাপতন্তীং গদয়া গদাং মৃধে
গদাগ্রজো নির্বিভিদে সহস্রধা।
উদ্যম্য বাহূনভিধাবতোঽজিতঃ
শিরাংসি চক্রেণ জহার লীলয়া॥ ১০

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ গদাদ্বারা দৈত্য মুর নিক্ষিপ্ত গদাকে তাঁর কাছে আসবার পূর্বেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। এইবার দৈত্য অস্ত্রহীন হয়ে যাওয়ায় বাহু বিস্তার করে শ্রীভগবানের দিকে ছুটে এল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন ক্রীড়াচ্ছলেই তার পঞ্চমুণ্ড, চক্রদ্বারা ছেদন করলেন॥ ১০ ॥

ব্যসুঃ পপাতাম্ভসি কৃত্তশীর্ষো
নিকৃত্তশৃঙ্গোঽদ্রিরিবেন্দ্রতেজসা।
তস্যাত্মজাঃ সপ্ত পিতুর্বধাতুরাঃ
প্রতিক্রিয়ামর্ষজুষঃ সমুদ্যতাঃ॥ ১১

মুর দৈত্য মুণ্ডহীন হতেই যেন প্রাণহীন হয়ে গেল। তার ছিন্নমুণ্ড প্রাণহীন দেহ যখন জলে পড়ল তখন মনে হল যেন ইন্দ্রের বজ্রে ছিন্নশৃঙ্গ পর্বত সমুদ্রে পতিত হল।

তাম্রোঽন্তরিক্ষঃ শ্রবণো বিভাবসু-
র্বসুর্নভস্বানরুণশ্চ সপ্তমঃ।
পীঠং পুরস্কৃত্য চমূপতিং মৃধে
ভৌমপ্রযুক্তা নিরগন্ ধৃতায়ুধা॥ ১২

মুর দৈত্যের সাতটি পুত্র ছিল—তাম্র, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নবস্বান্ ও অরুণ। পিতার মৃত্যুতে তারা

[১]নো। [২]নম্।

প্রাযুঙ্ক্ততাসাদ্য শরানসীন্ গদাঃ
শক্ত্যৃষ্টিশূলান্যজিতে রুষোল্বণাঃ।
তচ্ছস্ত্রকূটং ভগবান্ স্বমার্গণৈ-
রমোঘবীর্যস্তিলশশ্চকর্ত হ॥ ১৩

তান্ পীঠমুখ্যাননয়দ্ যমক্ষয়ং
নিকৃত্তশীর্ষোরুভুজাঙ্ঘ্রিবর্মণঃ ।
স্বানীকপানচ্যুতচক্রসায়কৈ-
স্তথা নিরস্তান্ নরকো ধরাসুতঃ॥ ১৪

নিরীক্ষ্য দুর্মর্ষণ আস্রবন্মদৈ-
র্গজৈঃ পয়োধিপ্রভবৈর্নিরাক্রমৎ।
দৃষ্ট্বা সভার্যং গরুড়োপরি স্থিতং
সূর্যোপরিষ্টাৎ সতড়িদ্‌ঘনং যথা।
কৃষ্ণং স তস্মৈ ব্যসৃজচ্ছতঘ্নীং
যোধাশ্চ সর্বে যুগপৎ স্ম বিব্যধুঃ॥ ১৫

তদ্ ভৌমসৈন্যং ভগবান্ গদাগ্রজো
বিচিত্রবাজৈর্নিশিতৈঃ শিলীমুখৈঃ।
নিকৃত্তবাহূরুশিরোধ্রবিগ্রহং
চকার তর্হ্যেব হতাশ্বকুঞ্জরম্॥ ১৬

যানি[১] যোধৈঃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাস্ত্রাণি কুরূদ্বহঃ।
হরিস্তান্যচ্ছিনত্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈরেকৈকশস্ত্রিভিঃ॥ ১৭

উহ্যমানঃ সুপর্ণেন পক্ষাভ্যাং নিঘ্নতা গজান্।
গরুৎমতা হন্যমানাস্তুণ্ডপক্ষনখৈর্গজাঃ॥ ১৮

পুরমেবাবিশন্নার্তা নরকো যুধ্যযুধ্যত।
দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতং সৈন্যং গরুড়েনার্দিতং স্বকম্॥ ১৯

তং ভৌমঃ প্রাহরচ্ছক্ত্যা বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ।
নাকম্পত তয়া বিদ্ধো মালাহত[২] ইব দ্বিপঃ॥ ২০

শোকাকুল হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হল এবং সক্রোধে পীঠ নামক দৈত্যকে সেনাপতি করে ভৌমাসুরের আদেশে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল॥ ১১-১২॥

তারা সম্মুখে এসে সক্রোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর বাণ, শক্তি, গদা, খড়্গ, ঋষ্টি ও ত্রিশূল আদি অতি ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের তো অমোঘ ও অনন্ত শক্তি। তিনি শরনিক্ষেপ করে প্রতিপক্ষের কোটি কোটি অস্ত্রশস্ত্র তিল তিল করে কেটে ফেললেন॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবানের শরাঘাতে সেনাপতি পীঠ এবং তার সঙ্গী সকল দৈত্যের মস্তক, জঙ্ঘা, বাহু, পদ এবং কবচ ছিন্ন হয়ে গেল। সকলকেই শ্রীভগবান যমালয়ে প্রেরণ করলেন। যখন ভূমিপুত্র নরকাসুর (ভৌমাসুর) দেখল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্র ও শরের আঘাতে তার সমস্ত সেনা ও সেনাপতি সংহার হয়ে গেছে তখন সে অতীব ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং সমুদ্রজাত মদস্রাবী গজসেনা নিয়ে নগর থেকে বাইরে এল। আকাশে নিজ পত্নী সহিত গরুড় বাহনে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। তার মনে হল যেন সূর্যের উপর বিদ্যুৎ সমন্বিত নবজলদঘনশ্যামের সৌন্দর্য তার সম্মুখে উপস্থিত। ভৌমাসুর কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবানের উপর শতঘ্নী নামক অস্ত্র প্রয়োগ করল ; সঙ্গে সঙ্গে একযোগে তার সৈন্যদল নিজ নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ করল॥ ১৪-১৫ ॥

এইবার শ্রীভগবান বিচিত্র পক্ষযুক্ত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাতে তখনই ভৌমাসুরের সৈনিকদের বাহু, জঙ্ঘা, গ্রীবা, দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল ; গজ ও অশ্বও মারা যেতে লাগল॥ ১৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! ভৌমাসুরের সৈনিকগণ শ্রীভগবানের উপর যে সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করেছিল তার প্রত্যেকটি শ্রীভগবান তিনটি করে সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা ছেদন করলেন॥ ১৭ ॥

গরুড় বাহনে তখন শ্রীভগবান বিরাজমান এবং শ্রীগরুড় ডানা দ্বারা গজসকলকে আঘাত করছিলেন। তাঁর চঞ্চু, ডানা এবং নখের আঘাতে পীড়িত গজসমূহ

[১]প্রাচীন বইতে 'যানি যোধৈঃ.......কশস্ত্রিভিঃ' এই শ্লোকের পরিবর্তে এইরকম আছে—মুক্তানি চাস্ত্রাণি কুরূদ্বহামুনা তান্যচ্ছিনত্তীক্ষ্ণশরৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ। [২]মালাবিদ্ধ।

শূলং ভৌমোঽচ্যুতং হন্তুমাদদে বিতথোদ্যমঃ।
তদ্বিসর্গাৎ পূর্বমেব নরকস্য শিরো হরিঃ।
অপাহরদ্ গজস্থস্য চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা॥ ২১

আর্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নগরে প্রবেশ করে গেল। তখন সেইখানে ভৌমাসুর একলাই যুদ্ধ করতে লাগল। যখন সে দেখল যে শ্রীগরুড়ের আক্রমণে আহত সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে তখন সে তাঁর উপর বজ্রকেও শক্তিহীন করে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি প্রয়োগ করল। কিন্তু শক্তির আঘাতে শ্রীগরুড় একটুও বিচলিত হলেন না, মনে হল যেন মত্ত গজরাজের উপর পুষ্পমাল্যের প্রহার করা হয়েছে॥ ১৮-২০ ॥

সকল উদ্যম বিফল হতে দেখে ভৌমাসুর এইবার শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার নিমিত্ত ত্রিশূল তুলে নিল। কিন্তু ত্রিশূল নিক্ষেপ করবার পূর্বেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুরধার চক্র গজারূঢ় ভৌমাসুরের মস্তক ছেদন করল॥ ২১ ॥

সকুণ্ডলং চারুকিরীটভূষণং
বভৌ পৃথিব্যাং পতিতং সমুজ্জ্বলৎ।
হাহেতি সাধ্বিত্যৃষয়ঃ সুরেশ্বরা
মাল্যৈর্মুকুন্দং বিকিরন্ত ঈড়িরে॥ ২২

ভৌমাসুরের ঝকমকে কিরীট কুণ্ডল সমন্বিত মস্তক ভূলুণ্ঠিত হল। সেই দৃশ্য দেখে ভৌমাসুরের আত্মীয়-স্বজনগণ হাহাকার করে উঠল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ঋষিগণ সাধুবাদ করতে লাগলেন আর দেবতাগণ শ্রীভগবানের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ২২ ॥

ততশ্চ ভূঃ কৃষ্ণমুপেত্য কুণ্ডলে
প্রতপ্তজাম্বুনদরত্নভাস্বরে ।
সবৈজয়ন্ত্যা বনমালয়ার্পয়ৎ
প্রাচেতসং ছত্রমথো মহামণিম্॥ ২৩

এইবার মূর্তিমতী পৃথিবীদেবীর শ্রীভগবানের নিকটে আগমন হল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গলায় বৈজয়ন্তীর বনমালা ধারণ করিয়ে দিলেন আর অদিতি মাতার রত্নখচিত সমুজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডল শ্রীভগবানকে দিলেন। অতঃপর তিনি বরুণের ছত্র এবং তার সঙ্গে এক মহামণিও ভগবানকে সমর্পণ করলেন॥ ২৩ ॥

অস্তৌষীদথ বিশ্বেশং দেবী দেববরার্চিতম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা রাজন্ ভক্তিপ্রবণয়া ধিয়া॥ ২৪

রাজন্ ! অতঃপর পৃথিবীদেবী মহান দেবতাদ্বারা পূজিত বিশ্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করে হৃদয়ে ভক্তিধারণ পূর্বক কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ২৪ ॥

ভূমিরুবাচ[১]

নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে॥ ২৫

পৃথিবীদেবী বললেন—হে শঙ্খচক্রগদাধারী দেবাদিদেব ! হে সর্বেশ্বর ! আমি আপনাকে প্রণাম করছি। হে পরমাত্মা ! আপনি নিজ ভক্তের ইচ্ছা পূর্তি হেতু প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। তাই আপনাকে আবার প্রণাম জানাই ॥ ২৫ ॥

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥ ২৬

হে প্রভু ! হে পদ্মনাভ ! হে পদ্মমালাধারী ! আপনাকে নমস্কার। আপনার সুকুমার চরণযুগল কমলসম—যা ভক্তদের হৃদয়ে শীতলতা প্রদান করে থাকে। আমি

[১]ভূরুবাচ।

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে[১]।
পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ॥ ২৭

আপনাকে বার বার নমস্কার করছি॥ ২৬ ॥

আপনি সমস্ত ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, সম্পত্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পরম আধার। সর্বব্যাপী হয়েও আপনি অনুগ্রহ করে স্বয়ং বসুদেবনন্দনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি পরমপুরুষ ও সর্বকারণের প্রধান কারণ। আপনি স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ। আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ॥ ২৭ ॥

অজায় জনয়িত্রেঽস্য ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
পরাবরাত্মন্[২] ভূতাত্মন্ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে॥ ২৮

আপনি স্বয়ং জন্মরহিত হয়েও এই জগতের জন্মদাতা। আপনি স্বয়ং অনন্তশক্তির আধার ব্রহ্ম। জগতের সকল বস্তু যা কার্য-কারণরূপে বর্তমান, স্থাবর জঙ্গমরূপে বর্তমান—সকলই আপনারই রূপ। হে পরমাত্মা! আপনার শ্রীচরণ কমলে আমার বার বার প্রণাম ॥ ২৮ ॥

ত্বং বৈ সিসৃক্ষু রজ উৎকটং প্রভো
তমো নিরোধায় বিভর্ষ্যসংবৃতঃ।
স্থানায় সত্ত্বং জগতো জগৎপতে
কালঃ প্রধানং পুরুষো ভবান্ পরঃ॥ ২৯

হে প্রভু! আপনি জগৎ সৃষ্টিকালে উৎকট রজোগুণকে, প্রলয়কালে তমোগুণকে ও পালনকালে সত্ত্বগুণকে ধারণ করে থাকেন। তবুও আপনি এইসকল গুণদ্বারা প্রভাবিত হন না, নির্লিপ্ত থাকেন। হে জগৎপতি! আপনি স্বয়ংই প্রকৃতি, পুরুষ এবং এদের সংযোগ বিয়োগের হেতু কালরূপ হয়েও এক পৃথক সত্তা॥ ২৯ ॥

অহং পয়ো জ্যোতিরথানিলো নভো
মাত্রাণি দেবা মন ইন্দ্রিয়াণি।
কর্তা মহানিত্যখিলং চরাচরং
ত্বয্যদ্বিতীয়ে ভগবন্নয়ং ভ্রমঃ॥ ৩০

ভগবন্! আমি (পৃথিবী), জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতন্মাত্রা, মন, ইন্দ্রিয় এবং তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অহংকার ও মহত্তত্ত্ব—এই সকলই, এই সমস্ত বিশ্বচরাচর, আপনার অদ্বিতীয় স্বরূপ, ভ্রম হেতুই পৃথক বলে বোধ হয়ে থাকে॥ ৩০ ॥

তস্যাত্মজোঽয়ং তব পাদপঙ্কজং
ভীতঃ প্রপন্নার্তিহরোপসাদিতঃ।
তৎ পালয়ৈনং কুরু হস্তপঙ্কজং
শিরস্যমুষ্যাখিলকল্মষাপহম্ ॥ ৩১

হে শরণাগতকে অভয়প্রদানকারী প্রভু! আমার পুত্র ভৌমাসুরের এই পুত্র (ভগদত্ত) অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আমি তাকে আপনার পাদপদ্মের শরণে এনেছি। হে প্রভু! আপনি একে রক্ষা করুন। এর মাথার উপর সেই অভয় করকমল স্থাপন করুন যা সমস্ত জগৎকে পাপ-তাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে॥ ৩১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ভূম্যার্থিতো বাগ্ভির্ভগবান্ ভক্তিনম্রয়া।
দত্ত্বাভয়ং ভৌমগৃহং প্রাবিশৎ সকলর্দ্ধিমৎ॥ ৩২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন পৃথিবীদেবী বিনম্র হয়ে ভক্তিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রার্থনা করলেন তখন তিনি ভগদত্তকে অভয় দান করলেন। অতঃপর তিনি সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ ভৌমাসুরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন॥ ৩২ ॥

তত্র রাজন্যকন্যানাং ষট্সহস্রাধিকায়ুতম্।
ভৌমাহৃতানাং বিক্রম্য রাজভ্যো দদৃশে হরিঃ॥ ৩৩

প্রাসাদে প্রবেশ করে শ্রীভগবান সেই ষোড়শ সহস্র ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদের দেখতে পেলেন যাদের ভৌমাসুর

[১]চক্রিণে। [২]পরাবরাদ্য ভূতানাং।

তং প্রবিষ্টং স্ত্রিয়ো বীক্ষ্য নরবীরং[1] বিমোহিতাঃ।
মনসা বব্রিরেঽভীষ্টং পতিং দৈবোপসাদিতম্॥ ৩৪

ভূয়াৎ পতিরয়ং মহ্যং ধাতা তদনুমোদতাম্।
ইতি সর্বাঃ পৃথক্ কৃষ্ণে ভাবেন হৃদয়ং[2] দধুঃ॥ ৩৫

তাঃ প্রাহিণোদ্ দ্বারবতীং সুমৃষ্টবিরজোঽম্বরাঃ।
নরযানৈর্মহাকোশান্ রথাশ্বান্ দ্রবিণং মহৎ॥ ৩৬

ঐরাবতকুলেভাংশ্চ চতুর্দন্তাংস্তরস্বিনঃ।
পাণ্ডুরাংশ্চ চতুঃষষ্টিং প্রেষয়ামাস কেশবঃ॥ ৩৭

গত্বা সুরেন্দ্রভবনং দত্ত্বাদিত্যৈ চ কুণ্ডলে।
পূজিতস্ত্রিদশেন্দ্রেণ সহেন্দ্রাণ্যা চ সপ্রিয়ঃ॥ ৩৮

চোদিতো ভার্যয়োৎপাট্য পারিজাতং গরুত্মতি।
আরোপ্য সেন্দ্রান্ বিবুধান্ নির্জিত্যোপানয়ৎ পুরম্॥ ৩৯

স্থাপিতঃ সত্যভামায়া গৃহোদ্যানোপশোভনঃ।
অন্বগুর্ভ্রমরাঃ স্বর্গাৎ তদ্গন্ধাসবলম্পটাঃ॥ ৪০

যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ
পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহা-
নহো সুরাণাং চ তমো ধিগাঢ্যতাম্॥ ৪১

বলপূর্বক হরণ করে কাছে রেখেছিল॥ ৩৩ ॥

রাজকুমারীগণ নরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখে আনন্দিত ও মোহিত হলেন। তাঁর আগমনকে তাঁর অহৈতুক কৃপা ও নিজেদের পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে মনে মনে তাঁরা শ্রীভগবানকে পরম প্রিয়তম পতিরূপে বরণ করে নিলেন॥ ৩৪ ॥

সেই রাজকুমারীদের প্রত্যেকের মনে পৃথক পৃথক ভাবে এই একই চিন্তা এল—এই শ্রীকৃষ্ণই আমার পতি। বিধাতা যেন আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করেন। এইভাবে তাঁরা অনুরাগ প্রেরিত হয়ে নিজেদের শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করলেন॥ ৩৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই রাজনন্দিনীদের সুন্দর নির্মল বস্ত্রালংকার ধারণ করিয়ে শিবিকায় আরোহণ করিয়ে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন। তাঁদের সঙ্গে প্রভূত ধনরত্ন, রথ, অশ্ব ও সম্পদ-সম্পত্তিও প্রেরণ করলেন॥ ৩৬ ॥

ঐরাবত কুলোৎপন্ন অত্যন্ত বেগশালী, চার দাঁত বিশিষ্ট চৌষট্টি সংখ্যক শ্বেতহস্তীও দ্বারকায় প্রেরণ করলেন॥ ৩৭ ॥

অতঃপর অমরাবতীতে ইন্দ্রের প্রাসাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হল। শ্রীভগবানকে সম্মুখে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র নিজ পত্নী ইন্দ্রাণীর সহিত শ্রীসত্যভামা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা করলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অদিতির কুণ্ডল দিয়ে দিলেন॥ ৩৮ ॥

তদনন্তর প্রত্যাগমন কালে শ্রীসত্যভামার প্রেরণায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে গরুড়পৃষ্ঠে রাখলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ বিরোধ করাতে তিনি তাঁদের যুদ্ধে পরাজিত করে, তা দ্বারকায় নিয়ে এলেন॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান সেই পারিজাত বৃক্ষকে শ্রীসত্যভামার ভবনের নিকটবর্তী উদ্যানে প্রোথিত করালেন। পারিজাত বৃক্ষের সঙ্গে গন্ধ ও মকরন্দ লোলুপ ভ্রমরগণ স্বর্গ থেকে দ্বারকায় চলে এসেছিল॥ ৪০ ॥

পরীক্ষিৎ ! দেখো। ইন্দ্রের কার্যটা কেমন হল !

[1]বরর্ষং। [2]কৃতচেতসঃ।

অথো মুহূর্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যথোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ।। ৪২

কার্যসিদ্ধির জন্য ইন্দ্র মস্তক অবনত করে ও কিরীটের অগ্রভাগ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল স্পর্শ করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন আর যেই কার্যসিদ্ধি হয়ে গেল তিনি সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতেও দ্বিধা করলেন না। বস্তুত এই দেবতাগণও অতি তমোগুণসম্পন্ন। ধনাঢ্যতাই তাঁদের সব থেকে বড় দোষ। এমন ধনাঢ্যতাকে সর্বতোভাবে ধিক্কার জানাই ॥ ৪১ ॥

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই শুভলগ্নে বিভিন্ন ভবনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসরণ করে ভৌমাসুরের অন্তঃপুর থেকে উদ্ধার করা রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করলেন। সর্বশক্তিমান অবিনাশী শ্রীভগবানের পক্ষে তা আশ্চর্যজনক ঘটনা কেন হবে ? ৪২ ॥

গৃহেষু তাসামনপায্যতর্ক্যকৃ-
ন্নিরস্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ।
রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো
যথেতরো গার্হকমেধিকাংশ্চরন্।। ৪৩

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের পত্নীদের পৃথক পৃথক গৃহে এমন সকল দিব্যবস্তু ছিল যা জগতে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, প্রাচুর্যের কথা তো বলার নয় ! সেই সকল গৃহে নিবাস করে অচিন্ত্যকর্ম অবিনাশী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মানন্দে মগ্ন থেকে শ্রীলক্ষ্মীর অংশসম্ভূত সেই পত্নীদের সঙ্গে ঠিক তেমন ভাবেই বিহার করতেন যেমন কোনো সাধারণ মানুষ গৃহস্থাশ্রমে বসবাস করে গৃহস্থধর্মাচরণ করে।। ৪৩ ॥

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-
হাসাবলোকনবসঙ্গমজল্পলজ্জাঃ ।। ৪৪

হে পরীক্ষিৎ ! ব্রহ্মাদি মহান দেবতাগণও শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপ জ্ঞাত নন ও তাঁকে লাভ করবার পথও জানেন না। সেই রমাপতি শ্রীকৃষ্ণকেই এই রাজকন্যাগণ পতিরূপে লাভ করেছিলেন। এইবার তাঁদের প্রেম ও আনন্দ নিত্য ও নিরন্তর বৃদ্ধি হতে থাকল ও তাঁরা প্রেমযুক্ত মধুর হাস্য ও দৃষ্টিবিনিময় করে নবসঙ্গমে যুক্ত হয়ে প্রেমালাপে মগ্ন থাকতে লাগলেন এবং সংকুচিত চিত্তে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হলেন।। ৪৪ ॥

প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ।

সেই পত্নীদের গৃহে সেবা করবার জন্য শত শত দাসী ছিল। কিন্তু শ্রীভগবান যখন তাঁদের গৃহে আসতেন তখন তাঁরা তাঁর সমস্ত সেবা নিজের হাতে করতেন, দাসীদের দ্বারা করাতেন না। তাঁদের সেবার মধ্যে শ্রীভগবানের সঙ্গে যুক্ত সকল কার্যই অন্তর্ভুক্ত হত। শ্রীভগবানকে সাদর অভ্যর্থনা, আসন প্রদান, উত্তম সামগ্রী দ্বারা পূজার্চনা, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূল প্রদান,

কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈ-

র্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্॥ ৪৫

পাদসেবায় ক্লান্তিহরণ, ব্যজন, আতর-গন্ধ-অগুরু-চন্দন দান, পুষ্পমালা দান, কেশ প্রসাধন, শয্যারচনা, স্নানসম্পাদন, উত্তম খাদ্যবস্তু সহযোগে আহার সম্পাদন করানো—আদি সকল সেবাই তাঁরা নিজ হস্তে করতেন॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে পারিজাতহরণনরকবধো নাম একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের পারিজাতহরণ ও নরকাসুর বধ নামক উনষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

অথ ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ
ষষ্টিতম অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী সংবাদ

শ্রীশুক[২] উবাচ

কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্গুরুম্।
পতিং পর্যচরদ্ ভৈষ্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! একদিন সমস্ত জগতের পরমপিতা ও জ্ঞানদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীর পালঙ্কে সুখে বিরাজমান ছিলেন। ভীষ্মক-নন্দিনী শ্রীরুক্মিণী সখীগণের সহিত তাঁর পতিদেবতার সেবা করছিলেন; ব্যজন করছিলেন॥ ১ ॥

যস্ত্বেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্ত্যবতীশ্বরঃ।
স হি জাতঃ স্বসেতূনাং গোপীথায় যদুষ্বজঃ॥ ২

পরীক্ষিৎ! যে সর্বশক্তিসম্পন্ন ভগবান ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি, প্রতিপালন ও লয় কার্য করে থাকেন সেই জন্মরহিত প্রভু নিজ নির্মিত ধর্মমর্যাদা রক্ষা হেতু যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ২ ॥

তস্মিন্নন্তর্গৃহে ভ্রাজন্মুক্তাদামবিলম্বিনা।
বিরাজিতে বিতানেন দীপৈর্মণিময়ৈরপি॥ ৩

শ্রীরুক্মিণীর আবাস যেন সৌন্দর্যের আকর। ভবনের চতুর্দিকে চন্দ্রাতপে প্রদীপ্ত মুক্তা ঝালরের অপূর্ব শোভা। সমস্ত স্থান মণিময় প্রদীপালোকে আলোকিত॥ ৩ ॥

মল্লিকাদামভিঃ[৩] পুষ্পৈর্দ্বিরেফকুলনাদিতৈঃ।
জালরন্ধ্রপ্রবিষ্টৈশ্চ গোভিশ্চন্দ্রমসোঽমলৈঃ[৪]॥ ৪

সমগ্র আবাস যেন চামেলি পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত। পুষ্পের উপর দলে দলে ভ্রমরের গুঞ্জরণের মধুর সংগীত। সুনির্মিত গবাক্ষপথ দ্বারা প্রবিষ্ট নির্মল চন্দ্রালোকের শুভ্রকান্তি ভবনের অভ্যন্তরে এক অপার্থিব সৌন্দর্য বিস্তার করছে॥ ৪ ॥

[১]ন্ধে পারিজাতহরণং নরকবধ একোন.। [২]বাদরায়ণিরুবাচ। [৩]ভির্মুষ্টৈর্দ্বি.। [৪]সোঽকরৈঃ।

পারিজাতবনামোদবায়ুনোদ্যানশালিনা ।
ধূপৈরগুরুজৈ রাজন্ জালরন্ধ্রবিনির্গতৈঃ॥ ৫

উদ্যানের পারিজাত উপবনের সুগন্ধ ধারণ করে মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ুর প্রবাহ ছিল। গবাক্ষপথে নির্গত হচ্ছিল অগুরু ধূপের সুগন্ধ॥ ৫ ॥

পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্যঙ্কে কশিপূত্তমে।
উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্॥ ৬

এইরূপ আনন্দময় পরিবেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীর ভবনের সুকোমল উজ্জ্বল পালঙ্ক শয্যায় সানন্দে বিরাজমান ছিলেন এবং শ্রীরুক্মিণী জগদীশ্বরকে পতিরূপে লাভ করে তাঁর সেবা করছিলেন॥ ৬ ॥

বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ।
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্র ঈশ্বরম্॥ ৭

শ্রীরুক্মিণী সখীর হাত থেকে রত্নমণ্ডিত দন্তযুক্ত চামর নিয়ে স্বয়ং নিজের হাতে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। পরমরূপবতী লক্ষ্মীরূপিণী দেবী রুক্মিণী চামর ব্যজন করতে লাগলেন॥ ৭ ॥

সোপাচ্যুতং[১] ক্বণয়তী মণিনূপুরাভ্যাং
রেজেঽঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহস্তা ।
বস্ত্রান্তগূঢ়কুচকুঙ্কুমশোণহার-
ভাসা নিতম্বধৃতয়া চ পরার্ধ্যকাঞ্চ্যা॥ ৮

তাঁর করকমলের রত্নমণ্ডিত অঙ্গুরীয়, বলয় ও চামরের সৌন্দর্য অনুপম ছিল। শ্রীচরণের রত্নখচিত নূপুরের রুনুঝুনু শব্দ সুমধুর ছিল। বস্ত্রাঞ্চলে আচ্ছাদিত স্তনযুগলের কুমকুমে রঞ্জিত হার প্রদীপ্ত হয়ে ঝকমক করছিল। নিতম্বদেশের অলংকারে চন্দ্রহারের ঝুমকো আন্দোলিত হচ্ছিল। এইভাবে তিনি শ্রীভগবানের নিকটে অবস্থান করে তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত ছিলেন॥ ৮ ॥

তাং রূপিণীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-
বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে॥ ৯

রুক্মিণীদেবীর কুঞ্চিত অলকাবলিতে, কর্ণের কুণ্ডল যুগলে ও কণ্ঠের সুবর্ণ নির্মিত হারে অতি অলৌকিক সৌন্দর্য ছিল। তাঁর মুখচন্দ্রের মৃদুহাস্যে যেন অমৃতবর্ষণ হচ্ছিল। শ্রীরুক্মিণীর রূপমাধুর্য ছিল অতি স্বাভাবিক, কারণ তিনি যে অলৌকিক রূপলাবণ্যযুক্ত শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বয়ং। যখন তিনি দেখলেন যে শ্রীভগবান স্বয়ং লীলার জন্য মানবদেহ ধারণ করেছেন তখন তিনিও একইভাবে অনুরূপ রূপধারণ করে এসেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীকে তাঁর অনুকূল ও অনন্য প্রেয়সীরূপে লাভ করে অতি প্রসন্ন হলেন। অতঃপর তিনি প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে হাস্যমুখে তাঁকে বললেন॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ।
মহানুভাবৈঃ শ্রীমদ্ভি রূপৌদার্যবলোর্জিতৈঃ॥ ১০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজকুমারী ! লোকপালদের সম ঐশ্বর্যবান ও সম্পদসম্পন্ন, অতি মহানুভব ও শ্রীমান আর সৌন্দর্যে, উদারতায় ও শক্তিতেও অগ্রগণ্য, বড় বড় রাজারা তোমাকে লাভ করবার অভিলাষ করেছিলেন॥ ১০ ॥

তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন্ স্মরদুর্মদান্।
দত্তা ভ্রাত্রা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো ববৃষেঽসমান্॥ ১১

তোমার পিতা ও ভ্রাতাও তাদের মধ্যে কাউকে

[১]সাপ্যচ্যুতং।

রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রূঃ সমুদ্রং শরণং গতান্।
বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্॥ ১২

তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে স্থির করেছিলেন এমনকি বাগ্দানও করেছিলেন। শিশুপালাদি অতি বড় বীরেরা কামোন্মত্ত হয়ে তোমার যাচকরূপে এসেছিল। তাদের ত্যাগ করে তুমি আমার মতন ব্যক্তিকে, যে কোনো ভাবেই তোমার সমান নয়, নিজের পতিরূপে স্বীকার করে নিলে! তুমি এমন করলে কেন? ১১ ॥

হে সুন্দরী! দেখো, আমরা জরাসন্ধাদি রাজাদের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। বড় বড় বলবান ব্যক্তিগণ আমাদের শত্রু; আর রাজসিংহাসনের অধিকার থেকে একরূপে আমরা বঞ্চিতই॥ ১২ ॥

অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রূঃ প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ॥ ১৩

সুন্দরী! আমরা কোন্ মার্গের অনুগামী ও আমাদের মার্গ ঠিক কী, লোকেদের তার ধারণা নেই। আমরা লৌকিক ব্যবহারও সঠিকভাবে পালন করি না আর অনুনয়-বিনয় দ্বারা রমণীমন জয় করবার চেষ্টাও করি না। যে রমণীগণ আমাদের মতন ব্যক্তিদের অনুসরণ করে থাকে তাদের প্রায়শ ক্লেশ ভোগই করতে হয়॥ ১৩ ॥

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥ ১৪

হে সুন্দরী! আমি তো নিত্য অকিঞ্চন। আমার বলে কোনো কিছু কোনোদিন ছিলও না, থাকবেও না। আমারও প্রেমপ্রীতি এমন অকিঞ্চন ব্যক্তিদের সঙ্গেই, কারণ যারা নিজেদের বিত্তশালী মনে করে থাকে তারা প্রায়শ আমার প্রতি প্রেমপ্রীতি ধারণ করে না, আমার পূজা ও সেবাও করে না॥ ১৪ ॥

যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ॥ ১৫

সম্পদ, কুল, ঐশ্বর্য, রূপ ও বিত্তে সমান সমান ঘরের সঙ্গেই বিবাহ অথবা সখ্য সম্বন্ধ করা সমীচীন। যারা কোনোভাবে নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা অধম তাদের সঙ্গে উল্লিখিত সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত নয়॥ ১৫ ॥

বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া।
বৃতা বয়ং গুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা॥ ১৬

হে বিদর্ভরাজনন্দিনী! তুমি অদূরদর্শিতাহেতু এই সকল কথা ভেবে দেখনি এবং ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়ে ভিক্ষুকদের মুখে মিথ্যা প্রশংসা শুনে আমার মতন গুণহীনকে পতিত্বে বরণ করেছ॥ ১৬ ॥

অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে॥ ১৭

এখনও খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। তুমি তোমার উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কে বরণ করে নাও। তার দ্বারা তোমার ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয়ে যাবে॥ ১৭ ॥

চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধদন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ।
মম দ্বিষন্তি বামোরু রুক্মী চাপি তবাগ্রজঃ॥ ১৮

হে সুন্দরী! তুমি তো জান যে শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র আদি রাজাগণ এবং তোমার অগ্রজ রুক্মী আমার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে॥ ১৮ ॥

তেষাং বীর্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে।
আনীতাসি ময়া ভদ্রে তেজোঽপহরতাসতাম্॥ ১৯

হে কল্যাণী ! সকলেই বলবীর্যে মদমত্ত হয়ে অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করত। সেই দুষ্টদের মানমর্দন করবার জন্যই আমি তোমাকে হরণ করে এনেছিলাম ; এছাড়া অন্য কোনো কারণ ছিল না॥ ১৯ ॥

উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ।
আত্মলব্ধ্যাঽঽস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ॥ ২০

অবশ্যই আমরা উদাসীন প্রকৃতির। স্ত্রী, পুত্র সম্পদের লোলুপতা আমাদের নেই ; নিষ্ক্রিয় এবং দেহগেহের সম্বন্ধরহিত দীপশিখাসম সাক্ষীমাত্র। আমরা আত্মার সাক্ষাৎকারেই পূর্ণকাম ও কৃতকৃত্য॥ ২০ ॥

শ্রীশুক[1] *উবাচ*

এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব।
মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘ্ন উপারমৎ॥ ২১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্ষণিক বিচ্ছেদও না থাকায় শ্রীরুক্মিণীর মনে এই অহংকার এসেছিল যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া। এই গর্ব নিবারণ নিমিত্ত এই সকল কথা বলে শ্রীভগবান চুপ করে গেলেন॥ ২১ ॥

ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাঽঽত্মনঃ
প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্বমপ্রিয়ম্।
আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথু-
শ্চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগাম হ॥ ২২

হে পরীক্ষিৎ ! যখন শ্রীরুক্মিণী নিজ পরমপ্রিয় পতি ত্রিলোকেশ্বর শ্রীভগবানের মুখে এই অপ্রিয় কথা প্রথম বার শুনলেন তখন তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন ; তাঁর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল এবং তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে চিন্তার অগাধ সাগরে নিমজ্জিত হলেন॥ ২২ ॥

পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া
ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরূষিতৌ স্তনৌ
তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্ ॥ ২৩

তিনি নিজ কমলসম কোমল ও নখদীপ্তিতে অরুণবর্ণ চরণ দ্বারা ভূমি বিলিখন করতে লাগলেন। নয়নাঞ্জনে সিক্ত তাঁর অশ্রু কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল যা কুমকুম রঞ্জিত বক্ষঃস্থলকে বিধৌত করতে লাগল। তিনি অধোবদন হয়ে রইলেন। দুঃখ আতিশয্য হেতু তাঁর বাক্‌রোধ হল এবং অতিশয় সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন॥ ২৩ ॥

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎশ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য কেশান্॥ ২৪

প্রচণ্ড দুঃখ, ভয় ও শোকে আকুল শ্রীরুক্মিণীদেবী তাঁর বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাঁকে ত্যাগ করার ক্ষীণ সম্ভাবনার ভয়ে যেন মুহূর্তে তিনি কৃশকায় হয়ে গেলেন আর তাঁর হস্তের বলয় শিথিল হয়ে পড়ল। চামর এইবার হস্তচ্যুত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। অবশচিত্ত শ্রীরুক্মিণীদেবীর দেহ সংজ্ঞাহীন হয়ে বায়ুবেগে ধরাশায়ী কদলী বৃক্ষসম ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল॥ ২৪ ॥

তদ্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্।
হাস্যপ্রৌঢিমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পত॥ ২৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে তাঁর প্রেয়সী শ্রীরুক্মিণী পরিহাসের গভীরতা না বুঝতে পেরে প্রেমপাশের দৃঢ়তা হেতু অচেতন হয়ে পড়েছেন। তখন পরম করুণাময়

[1]বাদরায়ণিরুবাচ।

পর্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ।
কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা॥ ২৬

প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা।
আশ্লিষ্য বাহুনা রাজন্ননন্যবিষয়াং সতীম্॥ ২৭

সান্ত্বয়ামাস সান্ত্বজ্ঞঃ কৃপয়া কৃপণাং প্রভুঃ।
হাস্যপ্রৌঢ়িভ্রমচ্চিত্তামতদর্হাং[1] সতাং গতিঃ॥ ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

মা মা বৈদর্ভ্যসূয়েথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্।
ত্বদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাহহচরিতমঙ্গনে॥ ২৯

মুখং চ প্রেমসংরম্ভস্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্।
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রূকুটীতটম্॥ ৩০

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
যন্নর্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি॥ ৩১

শ্রীশুক উবাচ

সৈবং ভগবতা রাজন্ বৈদর্ভী পরিসান্ত্বিতা।
জ্ঞাত্বা তৎ পরিহাসোক্তিং প্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ॥ ৩২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় তাঁর প্রতি করুণায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল॥ ২৫ ॥

চতুর্ভুজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ পালঙ্ক থেকে ভূমিতে অবতরণ করে তাঁকে তুললেন। অতঃপর তিনি প্রেয়সীর কেশপাশ বন্ধন করে দিয়ে তাঁর সুশীতল করকমল দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল মার্জনা করে দিলেন॥ ২৬॥

অতঃপর নয়নযুগলের অশ্রু এবং শোকজনিত অশ্রুধারায় প্লাবিত স্তনদ্বয়কে মার্জনা করে দিয়ে শ্রীভগবান তাঁর প্রতি অনন্য প্রেমভাব ধারণকারী সেই সতী শ্রীরুক্মিণীদেবীকে বাহুদ্বারা আকর্ষণ করে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলেন॥ ২৭ ॥

সান্ত্বনা প্রদানে সুপটু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁর প্রেমী ভক্তদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। যখন তিনি দেখলেন যে হাস্য পরিহাসের গভীরতা উপলব্ধি করতে শ্রীরুক্মিণীর বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে আর তিনি শিথিল হয়ে পড়েছেন তখন তিনি নিজ প্রেয়সী শ্রীরুক্মিণীদেবীকে সান্ত্বনা বাক্য বলতে শুরু করলেন॥ ২৮ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে বিদর্ভরাজনন্দিনী ! তুমি আমার দোষদর্শন কোরো না। রাগও কোরো না। আমি জানি যে তুমি একান্তভাবে মৎপরায়ণ। হে আমার প্রিয় সহচরী! আমি পরিহাস করে ওই সকল কথা বলেছিলাম, তোমার কাছ থেকে প্রেমময় কথা শ্রবণ করবার জন্যই॥ ২৯ ॥

আমি কেবল দেখতে চেয়েছিলাম যে আমার ওই উক্তি শ্রবণ করে তোমার প্রণয়কোপে আরক্ত অধরে কেমন স্পন্দন হয়, কটাক্ষ দৃষ্টিতে নয়নে কেমন রক্তিমাভা আসে আর ভ্রূকুটি সমন্বিত বদনমণ্ডলের সৌন্দর্য কেমন হয় ! ৩০ ॥

হে পরমপ্রিয়া ! হে সুন্দরী ! গৃহস্থালী কর্মে দিবারাত্র ব্যস্ত গৃহস্থদের গৃহস্থাশ্রমে থাকার এই তো এক পরম প্রাপ্তি যে তারা নিজ প্রিয় অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করে কিছু কাল সুখে কাটাবার সুযোগ পায়॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্ ! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়তমাকে এইরূপ বোঝালেন তখন তিনি বিশ্বাস করলেন যে তাঁর প্রিয়তম কেবল পরিহাস করেই

[1]হাস্যৈঃ প্রৌঢ়ৈর্ভ্র.।

বভাষ ঋষভং পুংসাং বীক্ষন্তী ভগবন্মুখম্।
সব্রীড়হাসরুচিরস্নিগ্ধাপাঙ্গেন ভারত॥ ৩৩

রুক্মিণ্যুবাচ

নম্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ
যদ্ বৈ ভবান্ ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ।
ক্ব স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
ক্বাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা॥ ৩৪

সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ
শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা।
নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং
ত্বৎসেবকৈর্নৃপপদং বিধুতং তমোঽন্ধম্॥ ৩৫

ত্বৎ পাদপদ্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং
বর্ত্মাস্ফুটং নৃপশুভির্ননু দুর্বিভাব্যম্।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য
ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্॥ ৩৬

উক্তি করেছিলেন। তাঁর চিত্ত থেকে আশুবিচ্ছেদের ভয় কেটে যেতে লাগল॥ ৩২ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! এইবার শ্রীরুক্মিণী সলজ্জ হাস্যযুক্ত বদনে মনোহর স্নিগ্ধ কটাক্ষ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন— ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরুক্মিণী বললেন— হে কমললোচন ! আপনার উক্তিই সঠিক যে আমি ঐশ্বর্যাদি সমস্ত গুণসম্পন্ন অনন্ত শ্রীভগবানের অনুরূপ নই। আপনার সমকক্ষতার চিন্তা আমি কখনই করতে পারি না। কোথায় আপনি নিজ অখণ্ড মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, ত্রিগুণের স্বামী ও ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারা পূজিত শ্রীভগবান আর কোথায় আমি ত্রিগুণের স্বভাব অনুসারে স্বভাবধারণকারী গুণময়ী প্রকৃতি, কামনালব্ধ অজ্ঞানে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণই যার সেবা করে থাকেন॥ ৩৪ ॥

সত্যই তো, আপনার সমকক্ষ আমি কেমন করে হব। হে স্বামী ! আপনার এই উক্তিও সঠিক যে আপনি রাজাদের ভয়ে সমুদ্রে এসে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু আমি জানি যে এই রাজা পৃথিবীর রাজা আদৌ নয়, বরং ত্রিগুণরূপ রাজা ; যেন আপনি তাদের ভয়েই অন্তঃকরণরূপ সমুদ্রে চৈতন্যঘন অনুভূতিস্বরূপ আত্মারূপে বিরাজমান থাকেন। এ উক্তিও সঠিক যে আপনি রাজাদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে থাকেন ; কিন্তু সে রাজারা কোন্ রাজা ? তারা তো আমাদের দুষ্ট ইন্দ্রিয়সকল। তাদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করা যথার্থ। আর আপনি যে সিংহাসনরহিত, তাও তো যথার্থই কারণ যারা আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবক, তারা তো রাজত্বকে ঘোর অজ্ঞানান্ধকার জ্ঞানে দূর থেকেই পরিত্যাগ করে থাকেন। অতএব আপনার পক্ষে রাজত্বের আর কী কথা॥ ৩৫ ॥

আপনি বলেছেন যে আপনাদের মার্গ স্পষ্ট নয় আর আপনাদের আচরণ লৌকিক পুরুষবৎ হয় না। এই কথাও নিঃসন্দেহে সত্য কারণ যে ঋষিমুনিগণ আপনার পাদপদ্মের মকরন্দরস সেবন করে থাকেন তাঁদের মার্গও তো স্পষ্ট হয় না এবং বিষয়-রসাসক্ত নরপশুগণের পক্ষে তার অনুমান করাও কঠিন। এবং হে অনন্ত ! আপনার মার্গে গমনকারী ভক্তগণের চেষ্টাসকলও যখন অলৌকিকই হয়ে থাকে তখন সমস্ত শক্তি ও ঐশ্বর্যের আধার আপনার চেষ্টা সকল যে অলৌকিক হবে তা তো

নিষ্কিঞ্চনো ননু ভবান্ ন যতোঽস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মৈ বলিং বলিভুজোঽপি হরন্ত্যজাদ্যাঃ।
ন ত্বা বিদন্ত্যসুতৃপোঽন্তকমাঢ্যতান্ধাঃ
প্রেষ্ঠো ভবান্ বলিভুজামপি তেঽপি তুভ্যম্॥ ৩৭

বলাই বাহুল্য॥ ৩৬ ॥

আপনি বলেছেন যে আপনি অকিঞ্চন। কিন্তু এই অকিঞ্চনতা তো দরিদ্রতা নয়। তার অর্থ হল, আপনি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু না থাকায় আপনিই তো সব কিছু। আপনার কাছে রাখবার কিছু নেই। কিন্তু যে ব্রহ্মাদি দেবতাদের সকলে পূজার্চনা করেন তারা তো আপনারই পূজার্চনা করেন, আপনাকেই উপহার প্রদান করে থাকেন। আপনি তাদের প্রিয় ও তারাও আপনার প্রিয়। (আপনি বলেছেন যে ধনাঢ্যগণ আপনার সেবাপূজা করে না।) যারা ধনাঢ্যতার অহংকার হেতু অন্ধ হয়ে ইন্দ্রিয়সেবায় সতত সচেষ্ট, তারা না তো আপনার সেবাপূজা করে, না জানে যে আপনিই মৃত্যুরূপে তাদের শিয়রে বর্তমান থাকেন॥ ৩৭ ॥

ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা
যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্।
তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ
পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন॥ ৩৮

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই সকলই তো জগতে জীবের বাঞ্ছনীয় পদার্থ ; সেই সকল রূপেই তো আপনার নিত্য অধিষ্ঠান। সকল বৃত্তি-প্রবৃত্তি, সাধন, সিদ্ধি, সাধ্য —এর ফলস্বরূপ তো আপনিই। বিচারশীল পুরুষ আপনাকে লাভ করবার জন্য অন্য সব কিছু ত্যাগ করে থাকেন। সেই বিবেকযুক্ত পুরুষের আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া উচিত। যারা নরনারী সহবাসে লাভ করা সুখ অথবা দুঃখের বশীভূত, তারা কখনো আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ লাভ করবার যোগ্য হয় না॥ ৩৮ ॥

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব[১]
আত্মাঽঽত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগ-
ধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে॥ ৩৯

আপনি যথার্থই বলেছেন যে ভিক্ষুকরা আপনার প্রশংসা করেছেন। তবে এই ভিক্ষুকগণ এক বিশেষ শ্রেণীর। সেই পরমশান্ত সন্ন্যাসী মহাত্মাগণ আপনার মহিমা ও প্রভাবের বর্ণনা করেছেন—যাঁরা অতি বড় অপরাধে যুক্ত ব্যক্তিদেরও দণ্ড না দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আমার অদূরদর্শীতার প্রভাবে নয় আমি জেনেশুনে আপনাকে বরণ করেছি—আপনি যে জগতের আত্মা এবং নিজ প্রেমীদের আত্মস্বরূপ দান করে থাকেন! আমি সজ্ঞানে সেই ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্রাদিকে গ্রহণ করিনি কারণ আমি জানি যে আপনার ভ্রূর ইশারায় সৃষ্ট কাল প্রবল বেগে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে থাকে। আর শিশুপাল, দন্তবক্র অথবা জরাসন্ধের কথা তো না বলাই ভালো॥ ৩৯ ॥

[১]ভির্হৃদি ভাবিতাত্মা।

জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজ যস্তু[1] ভূপান্
বিদ্রাব্য শার্ঙ্গনিনদেন জহর্থ মাং ত্বম্।
সিংহো যথা স্ববলিমীশ পশূন্ স্বভাগং
তেভ্যো ভয়াদ্ যদুদধিং শরণং প্রপন্নঃ।। ৪০

হে সর্বেশ্বর আর্যপুত্র ! আপনি বলেছেন যে আপনি রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রে বসবাস করছেন। আপনার কথা কি আদৌ যুক্তিসংগত ! কারণ আপনি কেবল আপনার শার্ঙ্গ ধনুকে টংকার করেই আমার বিবাহের সময়ে সমাগত রাজাদের পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলেন আর আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত এই দাসীকে এমনভাবে হরণ করেছিলেন যেন সিংহ হুংকার করে অন্যান্য বন্যজন্তুদের তাড়িয়ে নিজের ভাগ বুঝে নিল ! ৪০ ॥

যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয়োঽঙ্গবৈণ্য-
জায়ন্তনাহুষগয়াদয় ঐকপত্যম্।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিশুর্বনমম্বুজাক্ষ
সীদন্তি তেনুপদবীং ত ইহাস্থিতাঃ কিম্।। ৪১

হে কমললোচন ! আপনি কেমন করে বলেন যে আপনার অনুসরণকারীকে প্রায়শ কষ্ট ভোগ করতে হয়। প্রাচীন কালে অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি এবং গয় আদি রাজরাজেশ্বরগণ নিজেদের একছত্র সাম্রাজ্য ত্যাগ করে আপনাকে লাভ করবার অভিলাষে তপস্যা করবার জন্য বনে চলে গিয়েছিলেন। আপনার নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে তাঁরা কী কষ্ট ভোগ করছেন ! ৪১ ॥

কান্যং শ্রয়েত তব পাদসরোজগন্ধ-
মাঘ্রায় সম্মুখরিতং জনতাপবর্গম্।
লক্ষ্ম্যালয়ং ত্ববিগণয্য গুণালয়স্য
মর্ত্যা সদোরুভয়মর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ।। ৪২

আপনি আমাকে অন্য কোনো রাজকুমার বরণ করে নেওয়ার জন্য বলেছেন। ভগবন্ ! আপনি তো সমস্ত গুণের একমাত্র আশ্রয়। মহান সাধু-মহাত্মাগণ আপনার পাদপদ্মের যশের বর্ণনা করে থাকেন। সেই পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেই তো সাংসারিক পাপ-তাপ থেকে মুক্তিলাভ ; সেইখানেই তো শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিত্য অধিষ্ঠান। তাহলে আপনিই বলুন যে, নিজ স্বার্থ ও পরমার্থে অভিজ্ঞ কে সেই পাদপদ্মের যশের সুগন্ধ লাভ করেও তাকে তিরস্কার করে এমন ব্যক্তিদের বরণ করবে যারা নিত্য জন্ম, মৃত্যু, রোগ, জরা আদি ভয়ে ভীত ! কোনো বুদ্ধিমতী নারী এমন করতে পারে না।। ৪২ ॥

তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশ-
মাত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্।
স্যান্মে তবাঙ্ঘ্রিররণং সৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা
যো বৈ ভজন্তমুপয়াত্যনৃতাপবর্গঃ।। ৪৩

হে প্রভু ! আপনি সমস্ত জগতের প্রভু। আপনিই ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী ও আত্মা স্বয়ং। আমি আপনাকে নিজ অনুরূপ মনে করেই বরণ করেছি। যদি আমাকে নিজ কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে ঘুরতেও হয় তাতেও এসে যায় না। আমার একমাত্র অভিলাষ পরমেশ্বর আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত থাকা যা ভজনকারীর মিথ্যা সংসার ভ্রম নিবারণ করে এবং আপনার স্বরূপ পর্যন্ত লাভ করাতে সমর্থ।। ৪৩ ॥

[1]যশ্চ।

তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতপোদিষ্টাঃ
স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্
যুষ্মৎকথা মৃডবিরিঞ্চসভাসু গীতা॥ ৪৪

হে অচ্যুত ! হে শত্রুদমন ! গর্দভসম ভার বহনকারী, বলীবর্দসম গৃহস্থালী কার্যে যুক্ত থেকে নিত্য কষ্টভোগকারী, সারমেয়সম তিরস্কার সহনকারী, মার্জারসম কৃপণ ও হিংসাবৃত্তিসম্পন্ন এবং ক্রীতদাসসম স্ত্রীর সেবাকারী শিশুপালাদি রাজাগণ—যাদের বরণ করে নেওয়ার সংকেত আপনি আমাকে দিয়েছেন, তারা সেই অভাগী স্ত্রীদের পতি হোক যাদের কর্ণে শংকর, ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরদের সভায় গীত আপনার লীলাকথার প্রবেশ হয়নি॥ ৪৪ ॥

ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-
র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্কফপিত্তবাতম্ ।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥ ৪৫

এই মানবদেহ জীবিত হলেও বাস্তবে তা মৃতদেহই। তার উপরে ত্বক, শ্মশ্রু-গুম্ফ, রোম, নখ আর কেশের আবরণ ; কিন্তু এর ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, মল-মূত্র, কফ পিত্ত ও বায়ু। একে সেই মূঢ় নারী নিজ প্রিয়তম পতি জ্ঞানে সেবন করবে যে কখনো আপনার শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দের সুগন্ধের আঘ্রাণ পায়নি ! ৪৫ ॥

অস্ত্বম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ
আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ।
যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা॥ ৪৬

হে কমললোচন ! আপনি আত্মারাম। আমি সুন্দরী অথবা গুণবতী তার উপর আপনার দৃষ্টি নেই। অতএব আপনার উদাসীন থাকা তো স্বাভাবিক। তবুও আমার একমাত্র অভিলাষ এই যে, যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সুদৃঢ় অনুরাগ থাকে। যখন আপনি জগতের সংবর্ধন হেতু উৎকট রজোগুণ স্বীকার করে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাও আপনার আমার প্রতি পরম অনুগ্রহই॥ ৪৬ ॥

নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন।
অম্বায়া ইব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ॥ ৪৭

হে মধুসূদন ! আপনি আমাকে অনুরূপ পতি বরণ করে নেওয়ার কথা বলেছেন। আপনার কথায় সত্যতা যে নেই তা নয়। কারণ আমরা জানি যে কাশীনরেশ কন্যা অম্বাসম এক পুরুষ দ্বারা জিত হয়েও কেউ কেউ অন্য পুরুষের প্রতি প্রীতি পোষণ করে॥ ৪৭ ॥

ব্যূঢ়ায়াশ্চাপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবম্।
বুধোঽসতীং ন বিভৃয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ॥ ৪৮

দুষ্টা রমণীর মনে তো বিবাহের পরেও নিত্য নতুন পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ এসে থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন রমণীকে কখনো আশ্রয় দেয় না। তাকে গ্রহণ করলে যে ইহলোক ও পরলোক—দুই থেকে ভ্রষ্ট হতে হয়॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সাধ্ব্যেতচ্ছ্রোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্রি প্রলম্ভিতা।
ময়োদিতং যদন্বাত্থ সর্বং তৎ সত্যমেব হি॥ ৪৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে সাধ্বী ! হে রাজকুমারী ! তোমার কথা শোনবার জন্যই আমি তোমাকে পরিহাস করেছিলাম, উত্তেজিত করেছিলাম। তুমি যা বলেছ তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য॥ ৪৯ ॥

যান্[1] যান্ কাময়সে কামান্ মষ্যকামায় ভামিনি।
সন্তি হ্যেকান্তভক্তায়াস্তব কল্যাণি নিত্যদা॥ ৫০

হে সুন্দরী ! তুমি আমার অনন্যা প্রেয়সী। আমার উপর তোমার অনন্য প্রেম। তুমি আমার কাছ থেকে যা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো তা তো তোমার কাছে নিত্য বর্তমান। এবং এ কথাও সঠিক যে আমার উদ্দেশ্যে ধারণ করা অভিলাষ সাংসারিক কামনাসম বন্ধনের কারণ হয় না। বস্তুত তা বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করে॥ ৫০ ॥

উপলব্ধং পতিপ্রেম পাতিব্রত্যং চ তেঽনঘে।
যদ্বাক্যৈশ্চাল্যমানায়া ন ধীর্মষ্যপকর্ষিতা॥ ৫১

হে অপাপবিদ্ধ প্রিয়া ! আমি তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট। আমি অন্য ধরনের কথা বলে তোমাকে বিচলিত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার বুদ্ধি একটুও বিচলিত হল না॥ ৫১ ॥

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যয়া।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম[2] মায়য়া॥ ৫২

হে প্রিয়া ! আমি মোক্ষধাম। আমিই ভবসাগর উত্তরণের কাণ্ডারী। যে সকল সকাম ব্যক্তিগণ বহুবিধ ব্রত ও তপস্যা করে দাম্পত্যজীবনে সুখ অভিলাষে আমার সেবাপূজা করে, তারা তো আমারই মায়ায় বিমোহিত॥ ৫২ ॥

মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গসম্পদং
বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্।
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং
মাত্রাত্মকত্বান্নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ॥ ৫৩

হে মালিনী প্রিয়া ! আমি মোক্ষ ও সম্পদ সকলের অধীশ্বর। পরমাত্মাকে লাভ করেও যারা বিষয় সুখ প্রদানকারী ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে আর আমার পরাভক্তি কামনা করে না, তারা বস্তুত মন্দভাগ্য। কারণ বিষয়সুখ তো নরক আর নরকসম শূকর, সারমেয় যোনিতেও লাভ করা সম্ভব। কিন্তু তাদের চিত্ত বিষয়ভোগেই তন্ময় হয়ে থাকে, তাই নরকে গমনও তাদের শ্রেয় বলে বোধ হয়॥ ৫৩ ॥

দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্যসকৃন্ময়ি ত্বয়া
কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ।
সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুরাশিষো
হ্যসুম্ভরায়া নিকৃতিজুষঃ স্ত্রিয়াঃ॥ ৫৪

হে গৃহেশ্বরী প্রাণসম প্রিয় প্রিয়া ! এ এক উত্তম কথা যে তুমি এখনও পর্যন্ত সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আমার সেবায় নিত্যযুক্ত ছিলে। দুষ্ট ব্যক্তির আচরণ কখনো এইরূপ হয় না। দূষিতচিত্ত রমণীগণ নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি অভিলাষে নানারকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় করে থাকে। তাদের পক্ষে এইরূপ (মোক্ষমার্গের অনুগমন) করা কঠিন হয়ে থাকে॥ ৫৪ ॥

ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িণীং গৃহিণীং গৃহেষু
পশ্যামি মানিনি যয়া স্ববিবাহকালে।
প্রাপ্তান্ নৃপানবগণয্য রহোহরো মে
প্রস্থাপিতো দ্বিজ উপশ্রুতসৎকথস্য॥ ৫৫

হে মানিনী ! আমার আবাসে তোমার মতন প্রেমময়ী ভার্যা আমি আর দেখি না কারণ যখন তুমি আমাকে চোখে দেখনি আর কেবল আমার প্রশংসামাত্র শ্রবণ করেছিলে, তখনই তুমি তোমার বিবাহে সমাগত রাজাদের উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণদেবতা দ্বারা আমার কাছে সুগোপন বার্তা প্রেরণ করেছিলে॥ ৫৫ ॥

[1]যং যং কাময়সে কামং ম.। [2]মায়য়া হি মে।

ভ্রাতুর্বিরূপকরণং যুধি নির্জিতস্য
প্রোদ্বাহপর্বণি চ তদ্বধমক্ষগোষ্ঠ্যাম্।
দুঃখং সমুত্থমসহোঽস্মদয়োগভীত্যা
নৈবাব্রবীঃ কিমপি তেন বয়ং জিতাস্তে।। ৫৬

তোমাকে হরণ করবার সময়ে আমি তোমার অগ্রজকে যুদ্ধে পরাজিত করে কুৎসিত করে দিয়েছিলাম আর অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসবে তো পাশা খেলার সময়ে শ্রীবলরাম তাকে বধই করলেন। কিন্তু আমাকে হারাবার আশঙ্কায় তুমি সেই দুঃখ চুপচাপ সহ্য করে নিয়েছিলে। তুমি আমাকে একটা কথাও বলনি। তোমার এই গুণের জন্য আমি তোমার বশীভূত হয়ে গিয়েছি।। ৫৬ ।।

দূতস্ত্বয়াঽঽত্মলভনে সুবিবিক্তমন্ত্রঃ
প্রস্থাপিতো ময়ি চিরায়তি শূন্যমেতৎ।
মত্বা জিহাস ইদমঙ্গমনন্যযোগ্যং
তিষ্ঠেত তত্ত্বয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ।। ৫৭

তুমি আমাকে লাভ করবার নিমিত্ত দূত দ্বারা গোপন বার্তা প্রেরণ করেছিলে। কিন্তু যখন তুমি দেখলে যে আমার আগমনে বিলম্ব হচ্ছে তখন তুমি সমগ্র বিশ্বকে শূন্য বলে মনে করেছিলে আর তোমার এই সর্বাঙ্গসুন্দর শরীরকে অন্য কারুর যোগ্য না মনে করে তা ত্যাগ করবার সংকল্প করেছিলে। তোমার এই প্রেমভাব তোমার ভূষণ। আমি এর প্রতিদান দিতে অক্ষম। তোমার এই সর্বোচ্চ প্রেমভাব অভিনন্দনযোগ্য।। ৫৭ ।।

শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবাঞ্জগদীশ্বরঃ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্।। ৫৮

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। তিনি যখন নরলীলায় অবতীর্ণ, তখন তিনি দাম্পত্যপ্রেম বৃদ্ধি হেতু বিনোদনযুক্ত বাক্যালাপও করেন এবং এইরূপ লক্ষ্মীরূপা শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গে বিহার করেন।। ৫৮ ।।

তথান্যাসামপি বিভুর্গৃহেষু গৃহবানিব।
আস্থিতো গৃহমেধীয়ান্ ধর্মাঁল্লোকগুরুর্হরিঃ।। ৫৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের শিক্ষাপ্রদানকারী। তিনি সর্বাত্মক। তিনি একইভাবে অন্য পত্নীদের গৃহে গৃহস্থসম নিবাস করে গৃহস্থোচিত ধর্ম পালন করেছেন।। ৫৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে[১] কৃষ্ণরুক্মিণীসংবাদো নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৬০ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের কৃষ্ণরুক্মিণীসংবাদ নামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৬০ ।।

---

[১]প্রাচীন বইতে এখানে 'উত্তরার্ধ' এই অংশটি নেই।

অথৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

একষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীভগবানের সন্ততি বৃত্তান্ত ও অনিরুদ্ধের বিবাহে রুক্মী বধ

শ্রীশুক উবাচ

একৈকশস্তাঃ কৃষ্ণস্য পুত্রান্ দশ দশাবলাঃ।
অজীজনন্নবমান্‌পিতুঃ সর্বাত্মসম্পদা॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওই সকল পত্নীর গর্ভে দশটি করে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল। পুত্রগণ রূপে ও গুণে তাঁদের পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না॥ ১ ॥

গৃহাদনপগং বীক্ষ্য রাজপুত্র্যোঽচ্যুতং স্থিতম্।
প্রেষ্ঠং ন্যামংসত[১] স্বং স্বং তত্তত্ত্ববিদঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২

রাজকন্যাগণ মনে করতেন যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মহল থেকে কখনো বহির্গমন করছেন না—নিত্য নিরন্তর তাঁদের নিকটেই অবস্থান করছেন। ফলে প্রত্যেকেই ভাবতেন যেন তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া। পরীক্ষিৎ ! বস্তুত তাঁরা পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তার মহিমা জানতেন না॥ ২॥

চার্বব্জকোশবদনায়তবাহুনেত্র-
সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ।
সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং
স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ॥ ৩

সেই সুন্দরীগণ নিজ আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সতনু, সুদীর্ঘ বাহু, আয়ত লোচন, প্রেমে পূর্ণ স্মিতহাস্য, সরস বিলোকন এবং সুমধুর বাক্যালাপে মোহিতা থাকলেন। তাঁরা শৃঙ্গার ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা তাঁর মনকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে সমর্থ ছিলেন না॥ ৩ ॥

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥ ৪

কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সংখ্যায় ষোড়শ সহস্রাধিক ছিলেন। তাঁরা রতিকলাভাবে পরিপূর্ণ স্মিতহাস্য, বক্র সংবীক্ষণ, ভ্রূ সঞ্চালনাদি করেও কোনো ভাবেই শ্রীভগবানের মন ও ইন্দ্রিয়সমূহে চাঞ্চল্য আনতে সমর্থ হতেন না॥ ৪ ॥

ইত্থং রমাপতিমবাপ্য পতিং স্ত্রিয়স্তা
ব্রহ্মাদয়োঽপি ন বিদুঃ পদবীং যদীয়াম্।
ভেজুর্মুদাবিরতমেধিতয়ানুরাগ-
হাসাবলোকনবসঙ্গমলালসাদ্যম্॥ ৫

হে পরীক্ষিৎ ! ব্রহ্মাদি অতি বড় দেবতাগণও শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপকে অথবা তাঁকে লাভ করবার পথ জানেন না। সেই রমানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ সহস্রাধিক রমণীগণ পতিরূপে লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রেমানন্দে নিত্যনতুন সংবর্ধন হতেই থাকত এবং তাঁরা সপ্রেম স্মিতহাস্য, সুমধুর দৃষ্টিদান, নবসঙ্গমের লালসা আদি সহযোগে শ্রীভগবানের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকতেন॥ ৫ ॥

প্রত্যুদ্‌গমাসনবরার্হণপাদশৌচ-
তাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈ-
র্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃস্ম দাস্যম্॥ ৬

সেবা নিমিত্ত শতশত দাসী সেই সকল পত্নীদের দেওয়া ছিল। কিন্তু যখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হত

[১]তাম্মানং ন তু তত্ত্ববিদঃ।

তাসাং[1] যা দশপুত্রাণাং কৃষ্ণস্ত্রীণাং পুরোদিতাঃ।
অষ্টৌ মহিষ্যস্তৎপুত্রান্ প্রদ্যুম্নাদীন্ গৃণামি তে॥ ৭

তখন পত্নীগণ স্বয়ং এগিয়ে এসে তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতেন। অতঃপর উত্তম আসন প্রদান, উত্তম সামগ্রী সহযোগে পূজা, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বুল দান, পদসেবা করে ক্লান্তিহরণ, ব্যজন, আতর সুগন্ধি-অগুরু চন্দন প্রলেপন, পুষ্পমাল্য দান, কেশ প্রসাধন, শয্যা রচনা, স্নান সম্পাদন, উত্তম আহার্য সহযোগে আহার কার্য সম্পাদন আদি সকল কার্যই শ্রীভগবানের সেবা মনে করে পত্নীগণ স্বহস্তে করতেন॥ ৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! আমি আগেই বলেছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের গর্ভে দশজন করে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আটজন পাটরানি ছিলেন যাঁদের বিবাহের বর্ণনা আমি পূর্বেই করেছি। এখন আমি তাঁদের প্রদ্যুম্ন আদি পুত্রদের বর্ণনা করব॥ ৭ ॥

চারুদেষ্ণঃ সুদেষ্ণশ্চ চারুদেহশ্চ বীর্যবান্।
সুচারুশ্চারুগুপ্তশ্চ[2] ভদ্রচারুস্তথাপরঃ॥ ৮

চারুচন্দ্রো বিচারুশ্চ চারুশ্চ দশমো হরেঃ।
প্রদ্যুম্নপ্রমুখা জাতা রুক্মিণ্যাং নাবমাঃ পিতুঃ॥ ৯

রুক্মিণীর গর্ভে দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হল প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, পরাক্রমী চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুচন্দ্র, বিচারু এবং চারু। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না॥ ৮-৯ ॥

ভানুঃ সুভানুঃ স্বর্ভানুঃ প্রভানুর্ভানুমাংস্তথা।
চন্দ্রভানুর্বৃহদ্ভানুরতিভানুস্তথাষ্টমঃ ॥ ১০

শ্রীভানুঃ প্রতিভানুশ্চ সত্যভামাত্মজা দশ।
সাম্বঃ সুমিত্রঃ পুরুজিচ্ছতজিচ্চ সহস্রজিৎ॥ ১১

বিজয়শ্চিত্রকেতুশ্চ বসুমান্ দ্রবিড়ঃ ক্রতুঃ।
জাম্ববত্যাঃ সুতা হ্যেতে সাম্বাদ্যাঃ পিতৃসংমতাঃ[3]॥ ১২

সত্যভামার দশ পুত্রের নাম—ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু এবং প্রতিভানু। জাম্ববতীর দশ পুত্রের নাম—সাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবিড় এবং ক্রতু। এঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়॥ ১০-১২ ॥

বীরশ্চন্দ্রোঽশ্বসেনশ্চ[4] চিত্রগুর্বেগবান্ বৃষঃ।
আমঃ শঙ্কুর্বসুঃ শ্রীমান্ কুন্তির্নাগ্নজিতেঃ সুতাঃ॥ ১৩

নাগ্নজিতী সত্যারও দশ পুত্র। তাঁরা হলেন—বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রগু, বেগবান, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু এবং পরম তেজস্বী কুন্তি॥ ১৩ ॥

শ্রুতঃ কবির্বৃষো বীরঃ সুবাহুর্ভদ্র একলঃ।
শান্তির্দর্শঃ পূর্ণমাসঃ কালিন্দ্যাঃ সোমকোঽবরঃ॥ ১৪

কালিন্দীর দশ পুত্র। তাঁরা হলেন শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণমাস এবং সর্বকনিষ্ঠ সোমক॥ ১৪ ॥

প্রঘোষো গাত্রবান্সিংহো বলঃ প্রবল ঊর্ধ্বগঃ।
মাদ্র্যাঃ পুত্রা মহাশক্তিঃ সহ ওজোঽপরাজিতঃ॥ ১৫

প্রঘোষ, গাত্রবান্, সিংহ, বল, প্রবল, ঊর্ধ্বগ, মহাশক্তি, সহ, ওজ এবং অপরাজিত—এই দশজন মদ্রদেশ রাজকুমারী লক্ষ্মণার গর্ভজাত॥ ১৫ ॥

বৃকো হর্ষোঽনিলো গৃধ্রো বর্ধনোঽন্নাদ এব চ।
মহাশঃ পাবনো বহ্নির্মিত্রবিন্দাত্মজাঃ ক্ষুধিঃ॥ ১৬

বৃক, হর্ষ, নিল, গৃধ্র, বর্ধন, অন্নাদ, মহাশ,

[1]আসাং। [2]দীপ্তিশ্চ। [3]পিতৃবৎসলাঃ। [4]চারুচন্দ্রোঽগ্রসেনশ্চ।

সংগ্রামজিদ্ বৃহৎসেনঃ শূরঃ প্রহরণোঽরিজিৎ।
জয়ঃ সুভদ্রো ভদ্রায়া বাম আয়ুশ্চ সত্যকঃ॥ ১৭

দীপ্তিমাংস্তাম্রতপ্তাদ্যা[1] রোহিণ্যাস্তনয়া হরেঃ।
প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽভূদ্রুক্মবত্যাং মহাবলঃ॥ ১৮

পুত্র্যাং তু রুক্মিণো রাজন্ নাম্না ভোজকটে পুরে।
এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ বভূবুঃ কোটিশো নৃপ।
মাতরঃ কৃষ্ণজাতানাং সহস্রাণি চ ষোড়শ॥ ১৯

রাজোবাচ

কথং রুক্ম্যরিপুত্রায় প্রাদাদ্ দুহিতরং যুধি।
কৃষ্ণেন পরিভূতস্তং[2] হন্তুং রন্ধ্রং প্রতীক্ষতে।
এতদাখ্যাহি মে বিদ্বন্ দ্বিষোর্বৈবাহিকং মিথঃ॥ ২০

অনাগতমতীতং চ বর্তমানমতীন্দ্রিয়ম্।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ॥ ২১

শ্রীশুক উবাচ

বৃতঃ[3] স্বয়ংবরে সাক্ষাদনঙ্গোঽঙ্গযুতস্তয়া।
রাজ্ঞঃ সমেতান্ নির্জিত্য জহারৈকরথো যুধি॥ ২২

যদ্যপ্যনুস্মরন্ বৈরং রুক্মী কৃষ্ণাবমানিতঃ।
ব্যতরদ্ ভাগিনেয়ায় সুতাং কুর্বন্ স্বসুঃ প্রিয়ম্॥ ২৩

পাবন, বহ্নি এবং ক্ষুধি—এই দশজন হলেন মিত্রবিন্দার পুত্র॥ ১৬ ॥

ভদ্রার পুত্রগণ হলেন সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু ও সত্যক॥ ১৭ ॥

এই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাটরানিদের পুত্রগণের নাম। এছাড়া শ্রীভগবানের আরও ষোড়শ সহস্র এক শত পত্নী ছিলেন। এঁদের মধ্যে রোহিণী আদির গর্ভে দীপ্তিমান, তাম্রতপ্ত আদি দশ জন করে পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নের মায়াবতী রতি ছাড়াও ভোজকট নগর নিবাসী রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীর সঙ্গেও বিবাহ হয়েছিল। তাঁর গর্ভেই মহাবলশালী অনিরুদ্ধের জন্ম হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদের মাতৃগণই ষোড়শ সহস্রাধিক ছিলেন। তাই তাঁদের পুত্র-পৌত্রগণের সংখ্যা কোটি হয়ে গিয়েছিল॥ ১৮-১৯ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে পরম জ্ঞানী মুনিবর ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো রুক্মীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও অপমানিত করেছিলেন। তাই যার মনে প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা নিত্য জাগরূক, সে কেমন করে তার শত্রুপুত্রের হাতে নিজ কন্যা রুক্মবতীকে সম্প্রদান করে ? অনুগ্রহ করে বলুন। কেমন করে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হল ? ২০ ॥

আপনি তো সর্বজ্ঞ, কারণ যোগিগণ তো ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই অবহিত থাকেন। ইন্দ্রিয়াতীত, দূরস্থ বস্তুর আড়ালে থাকা অদৃশ্য কোনো কিছুই তাঁদের কাছে গোপন থাকতে পারে না॥ ২১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীপ্রদ্যুম্ন তো মূর্তিমান কামদেব স্বয়ং। তাঁর সৌন্দর্য ও গুণে মোহিত হয়ে স্বয়ংবর সভায় রুক্মবতী স্বয়ং তাঁকে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন সেইখানে একলা ছিলেন, তবুও তিনি উপস্থিত রাজাদের পরাজিত করে রুক্মবতীকে হরণ করে এনেছিলেন॥ ২২ ॥

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরাজিত ও

[1]পত্রাদ্যাঃ। [2]তোঽসৌ। [3]প্রাচীন বইতে 'বৃতঃ স্বয়ম্বরে..........রথো যুধি' এই শ্লোকটি 'যদ্যপ্যনুস্মরন্........' বক্ষ্যমান তেইশতম শ্লোকের পরে আছে।

অপমানিত হওয়ায় রুক্মীর হৃদয়ের ক্রোধাগ্নি তখনও শান্ত হয়নি তথা সে কৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্নও ছিল। তবুও ভগিনী শ্রীরুক্মিণীকে প্রসন্ন করবার জন্য সে তাকে প্রদ্যুম্নকে সম্প্রদান করেছিল॥ ২৩ ॥

রুক্মিণ্যাস্তনয়াং রাজন্ কৃতবর্মসুতো বলী।
উপযেমে বিশালাক্ষীং কন্যাং চারুমতীং কিল॥ ২৪

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীরুক্মিণীর দশ পুত্র ছাড়াও এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সেই আয়তলোচনা কন্যার নাম ছিল চারুমতী যার বিবাহ হয়েছিল কৃতবর্মার পুত্র বলীর সঙ্গে॥ ২৪ ॥

দৌহিত্রায়ানিরুদ্ধায় পৌত্রীং রুক্ম্যাদদাদ্ধরেঃ।
রোচনাং বদ্ধবৈরোঽপি স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
জানন্নধর্মং তদ্ যৌনং স্নেহপাশানুবন্ধনঃ॥ ২৫

পরীক্ষিৎ ! রুক্মীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাদবৃত্তান্ত অতি পুরাতন হলেও সে নিজ ভগিনী শ্রীরুক্মিণীকে প্রসন্ন করবার জন্য নিজ পৌত্রী রোচনার বিবাহ শ্রীরুক্মিণীর পৌত্র ও নিজ দৌহিত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে দিয়েছিল। রুক্মী জানত যে এইরূপ বিবাহ ধর্মবিধানানুকূল নয় তবুও ভগিনী রুক্মিণীকে প্রসন্ন করার জন্য সে এই বিবাহ দিয়েছিল॥ ২৫ ॥

তস্মিন্নভ্যুদয়ে রাজন্ রুক্মিণী রামকেশবৌ।
পুরং ভোজকটং জগ্মুঃ সাম্বপ্রদ্যুম্নকাদয়ঃ॥ ২৬

হে পরীক্ষিৎ ! অনিরুদ্ধের বিবাহোৎসবে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, শ্রীরুক্মিণী, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব আদি যদুবংশীয়দের ভোজকট নগরে আগমন হয়েছিল॥ ২৬ ॥

তস্মিন্ নিবৃত্ত উদ্বাহে কালিঙ্গপ্রমুখা নৃপাঃ।
দৃপ্তাস্তে রুক্মিণং প্রোচুর্বলমক্ষৈর্বিনির্জয়॥ ২৭

বিবাহোৎসব তো নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল। এদিকে কলিঙ্গরাজাদি অহংকারী রাজাগণ রুক্মীকে পাশা খেলায় অনভিজ্ঞ শ্রীবলরামকে আমন্ত্রণ করে পরাজিত করবার পরামর্শ দিল॥ ২৭ ॥

অনক্ষজ্ঞো হ্যয়ং রাজন্নপি তদ্‌ব্যসনং মহৎ।
ইত্যুক্তো বলমাহূয় তেনাক্ষৈ রুক্ম্যদীব্যত॥ ২৮

রাজন্ ! অনভিজ্ঞ শ্রীবলরাম কিন্তু পাশা খেলার উপর অত্যধিক আকর্ষণ অনুভব করতেন। রাজাদের প্ররোচনায় রুক্মী যখন শ্রীবলরামকে আমন্ত্রণ দিল তখন তিনি সানন্দে রুক্মীর সঙ্গে পাশা খেলতে বসে গেলেন॥ ২৮ ॥

শতং সহস্রময়ুতং রামস্তত্রাদদে পণম্।
তং তু রুক্ম্যজয়ত্তত্র কালিঙ্গঃ প্রাহসদ্ বলম্।
দন্তান্ সন্দর্শয়ন্নুচ্চৈর্নামৃষ্যত্তদ্ধলায়ুধঃ॥ ২৯

সেই পাশা খেলায় শ্রীবলরাম এক শত স্বর্ণমুদ্রা, এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পণ রেখে পর পর হেরে যেতে লাগলেন। রুক্মীর জয়লাভে কলিঙ্গরাজ উল্লাসে হাসতে হাসতে শ্রীবলরামকে উপহাস করতে লাগল। শ্রীবলরাম সংগত কারণেই অতিশয় অসন্তুষ্ট হলেন॥ ২৯ ॥

ততো লক্ষং রুক্ম্যগৃহ্ণাদ্ গ্লহং তত্রাজয়দ্ বলঃ।
জিতবানহমিত্যাহ রুক্মী কৈতবমাশ্রিতঃ॥ ৩০

অতঃপর রুক্মী একলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা পণ রাখল। এইবার কিন্তু শ্রীবলরাম জিতে গেলেন। রুক্মী ধূর্ততা করে বলতে লাগল যে জয়লাভ তারই হয়েছে॥ ৩০ ॥

মন্যুনা ক্ষুভিতঃ শ্রীমান্ সমুদ্র ইব পর্বণি।
জাত্যারুণাক্ষোঽতিরুষা ন্যর্বুদং গ্লহমাদদে।। ৩১

এই ঘটনা শ্রীবলরামকে উত্তপ্ত ও ক্রোধান্বিত করল। তাঁর চিত্ত পূর্ণিমার সমুদ্রসম উত্তাল হয়ে উঠল। স্বাভাবিক অরুণবর্ণ তাঁর নেত্রযুগল আরক্ত হয়ে উঠল। এইবার তিনি দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা পণ রাখলেন।। ৩১ ।।

তং চাপি জিতবান্ রামো ধর্মেণচ্ছলমাশ্রিতঃ।
রুক্মী জিতং ময়াত্রেমে বদন্তু[১] প্রাশ্নিকা ইতি।। ৩২

দ্যূতক্রীড়া নিয়মানুসারে এইবারও শ্রীবলরামেরই জয়লাভ হল। কিন্তু ধূর্ত রুক্মী আবার ছলচাতুরীর আশ্রয় নিল। জয়লাভ তারই হয়েছে সে বলতে লাগল। সে বিচার করবার ভার কলিঙ্গাধিপতিকে দেওয়ার প্রস্তাব দিল।। ৩২ ।।

তদাব্রবীন্নভোবাণী বলেনৈব জিতো গ্লহঃ।
ধর্মতো বচনেনৈব রুক্মী বদতি বৈ মৃষা।। ৩৩

তখন আকাশবাণী হল—'ধর্মানুসারে শ্রীবলরামই পণ জিতেছেন। রুক্মী যে বলছে, সেই জিতেছে তা আদৌ ঠিক নয়'।। ৩৩ ।।

তামনাদৃত্য বৈদর্ভো দুষ্টরাজন্যচোদিতঃ।
সঙ্কর্ষণং পরিহসন্ বভাষে কালচোদিতঃ।। ৩৪

তখন মৃত্যু যেন রুক্মীর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যান্য রাজারা তাতে সাহায্য করছে। রুক্মী আকাশবাণীকে অগ্রাহ্য করে শ্রীবলরামকে পরিহাস করে বলল—।। ৩৪ ।।

নৈবাক্ষকোবিদা যূয়ং গোপালা বনগোচরাঃ।
অক্ষৈর্দীব্যন্তি রাজানো বাণৈশ্চ ন ভবাদৃশাঃ।। ৩৫

'হে বলরাম ! আরে বনে বিচরণকারী গোপালক ! পাশা খেলা জানা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। বাণ ও পাশা তো রাজাদের খেলা, ওটা আপনার জন্য নয়'।। ৩৫ ।।

রুক্মিণৈবমধিক্ষিপ্তো রাজভিশ্চোপহাসিতঃ।
ক্রুদ্ধঃ পরিঘমুদ্যম্য জঘ্নে তং[২] নৃম্ণসংসদি।। ৩৬

রুক্মীর উক্তি ও অন্যান্য রাজাদের উপহাস শুনে শ্রীবলরাম রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি পরিঘ তুলে নিলেন ও সেই মাঙ্গলিক সভাতেই রুক্মীকে বধ করলেন।। ৩৬ ।।

কলিঙ্গরাজং তরসা গৃহীত্বা দশমে পদে
দন্তানপাতয়ৎ ক্রুদ্ধো যোঽহসদ্ বিবৃতৈর্দ্বিজৈঃ।। ৩৭

যে কলিঙ্গাধিপতি উল্লাসিত হয়ে শ্রীবলরামকে উপহাস করেছিল, বিপদ বুঝে সে পলায়ন করতে তৎপর হল। কিন্তু দশ পা ফেলবার আগেই সে শ্রীবলরামের হাতে ধরা পড়ল। শ্রীবলরাম সক্রোধে তার দন্তরাজি উৎপাটন করে দিলেন।। ৩৭ ।।

অন্যে নির্ভিন্নবাহূরুশিরসো রুধিরোক্ষিতাঃ।
রাজানো দুদ্রুবুর্ভীতা বলেন পরিঘার্দিতাঃ।। ৩৮

শ্রীবলরামের পরিঘাঘাতে অন্যান্য রাজারা ভগ্নবাহু, ভগ্নজঙ্ঘা ও ভগ্নমস্তক হয়ে গেল। তারা রক্তাক্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সেইখান থেকে পালিয়ে বাঁচল।। ৩৮ ।।

নিহতে রুক্মিণি শ্যালে নাব্রবীৎ সাধ্বসাধু বা।
রুক্মিণীবলয়ো রাজন্ স্নেহভঙ্গভয়াদ্ধরিঃ।। ৩৯

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে শ্রীবলরামকে সমর্থন করলে শ্রীরুক্মিণী অপ্রসন্ন হবেন আর রুক্মী বধকে অনুচিত আখ্যা প্রদান করলে শ্রীবলরাম রুষ্ট হবেন। তাই তিনি নিজ শ্যালক রুক্মীর মৃত্যুতে

[১] ব্রুবন্তু। [২] তাতং কুসংসদি।

ততোহনিরুদ্ধং সহ সূর্যয়া বরং
রথং সমারোপ্য যযুঃ কুশস্থলীম্।
রামাদয়ো ভোজকটাদ্ দশার্হাঃ
সিদ্ধাখিলার্থা মধুসূদনাশ্রয়াঃ॥ ৪০

কোনো মন্তব্য করলেন না॥ ৩৯ ॥

অতঃপর শ্রীঅনিরুদ্ধের বিবাহ ও শত্রুনিপাতন যুগল-কার্য সমাপন করে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত শ্রীবলরামাদি যাদবগণ নববধূ রোচনার সঙ্গে শ্রীঅনিরুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়ে ভোজকট নগর থেকে দ্বারকায় চলে এলেন॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে অনিরুদ্ধবিবাহে রুক্মিবধো নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের অনিরুদ্ধ বিবাহ ও রুক্মীবধ নামক একষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

অথ দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়
উষা অনিরুদ্ধ মিলন

রাজোবাচ

বাণস্য তনয়ামূষামুপযেমে যদূত্তমঃ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্মহৎ।
এতৎ সর্বং মহাযোগিন্ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি॥ ১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহাযোগী মুনিবর ! আমি শুনেছি যে যদুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীঅনিরুদ্ধ বাণাসুরের কন্যা উষাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশংকরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। এই বৃত্তান্ত সবিস্তারে আপনি অনুগ্রহ করে বলুন॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

বাণঃ পুত্রশতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীন্মহাত্মনঃ[২]।
যেন বামনরূপায় হরয়েঽদায়ি মেদিনী॥ ২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! মহাত্মা বলির কথা তো তুমি পূর্বেই শুনেছ। তিনি বামনরূপধারী শ্রীভগবানকে সমস্ত পৃথিবী দান করে দিয়েছিলেন। বাণাসুর ছিল তাঁর শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ॥ ২ ॥

তস্যৌরসঃ সুতো বাণঃ শিবভক্তিরতঃ সদা।
মান্যো বদান্যো ধীমাংশ্চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ৩

দৈত্যরাজ বলির ঔরসজাত পুত্র বাণাসুর অতিশয় শিবভক্ত ছিল। সমাজে তার সমাদর ছিল। তার ঔদার্য বুদ্ধিমত্তা ছিল প্রশংসনীয়। সে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়ব্রত ছিল॥ ৩ ॥

শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে স রাজ্যমকরোৎ পুরা।
তস্য শম্ভোঃ প্রসাদেন কিঙ্করা ইব তেঽমরাঃ।
সহস্রবাহুর্বাদ্যেন তাণ্ডবেঽতোষয়ন্মৃডম্॥ ৪

বাণাসুর ছিল রমণীয় শোণিতপুরের রাজা। ভগবান শংকরের অনুগ্রহে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কিঙ্করসম তার

[১]স্কন্ধে একষষ্টি.। [২]হাবলঃ।

ভগবান্ সর্বভূতেশঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
বরেণচ্ছন্দয়ামাস স তং বব্রে পুরাধিপম্॥ ৫

স একদাহহহ গিরিশং পার্শ্বস্থং বীর্যদুর্মদঃ।
কিরীটেনার্কবর্ণেন সংস্পৃশংস্তৎ পদাম্বুজম্॥ ৬

নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্‌ঘ্রিপম্॥ ৭

দোঃসহস্রং ত্বয়া দত্তং পরং ভারায় মেহভবৎ।
ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লভে ত্বদৃতে সমম্॥ ৮

কণ্ডূত্যা নিভৃতৈর্দোর্ভির্যুযুৎসুর্দিগ্‌গজানহম্।
আদ্যায়াং চূর্ণয়ন্নদ্রীন্ ভীতাস্তেহপি প্রদুদ্রুবুঃ॥ ৯

তচ্ছুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কেতুস্তে ভজ্যতে যদা।
ত্বদ্দর্পঘ্নং ভবেন্মূঢ় সংযুগং মৎসমেন তে॥ ১০

ইত্যুক্তঃ কুমতির্হৃষ্টঃ স্বগৃহং প্রাবিশন্নৃপ।
প্রতীক্ষন্ গিরিশাদেশং স্ববীর্যনশনং কুধীঃ॥ ১১

তস্যোষা নাম দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুম্নিনা রতিম্।
কন্যালভত কান্তেন প্রাগদৃষ্টশ্রুতেন সা॥ ১২

সেবায় নিত্যযুক্ত থাকতেন। সে ছিল সহস্রবাহু। একদিন যখন ভগবান শংকর তাণ্ডব নৃত্য করছিলেন তখন সে তার সহস্রবাহু দ্বারা নানা রকমের বাদ্য বাজিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করেছিল॥ ৪ ॥

বস্তুত ভগবান শংকর অতি ভক্তবৎসল ও শরণাগতের রক্ষক। প্রসন্ন ভূতনাথ শংকর বাণাসুরকে বর চেয়ে নিতে বলেছিলেন আর বাণাসুর তাঁর কাছে তাঁকেই পুররক্ষকরূপে প্রার্থনা করেছিল॥ ৫ ॥

একদিন বলবীর্য অহংকারে মত্ত বাণাসুর নিজ সূর্য-সম প্রদীপ্ত কিরীট দ্বারা নিকটস্থিত ভগবান শংকরের পাদপদ্ম স্পর্শ করে বলল— ॥ ৬ ॥

হে দেবাধিদেব ! আপনি সমগ্র বিশ্বচরাচরের গুরু ও ঈশ্বর। আমি আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনি অপূর্ণকাম ব্যক্তিদের জন্য পূর্ণকাম কল্পতরুসম॥ ৭ ॥

ভগবন্ ! আপনি আমাকে সহস্রবাহু করেছেন কিন্তু তা যেন আমার কাছে এক মস্ত বোঝাস্বরূপ, কারণ ত্রিলোকে আপনি ছাড়া আমি আর কোনো সমকক্ষ বীর যোদ্ধা দেখি না যে আমার সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করতে পারে॥ ৮ ॥

হে আদিদেব ! একবার যুদ্ধ করবার জন্য আমার বাহুসকল চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের শান্ত করতে আমি বলশালী সম্রাটদের দিকে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ভয় পেয়ে পলায়ন করেছিল। সেবার পথে আমার বাহুসমূহের আঘাতে বহু পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল॥ ৯ ॥

বাণাসুরের কথা শুনে ভগবান শংকর ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন—'ওরে মূঢ় ! যখন তোর ধ্বজা ভেঙে পড়ে যাবে তখন তোকে আমার সমকক্ষ এক যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। সেই যুদ্ধে তোর অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে'॥ ১০ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! বাণাসুরের এতই মতিভ্রম হয়েছিল যে সে ভগবান শংকরের কথার উপর গুরুত্ব না দিয়ে আনন্দিত হয়ে ফিরে গেল। তখন সেই মূর্খ ভগবান শংকর কথিত সেই প্রতিপত্তিনাশক যুদ্ধের প্রতীক্ষায় রইল॥ ১১ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! বাণাসুরের এক কন্যা ছিল, তাঁর নাম ঊষা। সে কুমারী অবস্থায় একদিন স্বপ্নে নিজেকে

সা তত্র তমপশ্যন্তী ক্কাসি কান্তেতি বাদিনী।
সখীনাং মধ্য উত্তস্থৌ বিহ্বলা ব্রীড়িতা ভৃশম্॥ ১৩

বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা চ তৎসুতা।
সখ্যপৃচ্ছৎ সখীমূষাং কৌতূহলসমন্বিতা॥ ১৪

কং ত্বং মৃগয়সে সুভ্রু কীদৃশস্তে মনোরথঃ।
হস্তগ্রাহং ন তেঽদ্যাপি রাজপুত্র্যুপলক্ষয়ে॥ ১৫

উষোবাচ

দৃষ্টঃ কশ্চিন্নরঃ স্বপ্নে শ্যামঃ কমললোচনঃ।
পীতবাসা বৃহদ্বাহুর্যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ॥ ১৬

তমহং মৃগয়ে কান্তং পায়য়িত্বাধরং মধু।
ক্কাপি যাতঃ স্পৃহয়তীং ক্ষিপ্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে॥ ১৭

চিত্রলেখোবাচ

ব্যসনং তেঽপকর্ষামি[১] ত্রিলোক্যাং যদি ভাব্যতে।
তমানেষ্যে নরং যস্তে মনোহর্তা তমাদিশ॥ ১৮

ইত্যুক্ত্বা দেবগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগান্।
দৈত্যবিদ্যাধরান্ যক্ষান্ মনুজাংশ্চ যথালিখৎ॥ ১৯

মনুজেষু চ সা বৃষ্ণীন্ শূরমানকদুন্দুভিম্।
ব্যলিখদ্ রামকৃষ্ণৌ চ প্রদ্যুম্নং বীক্ষ্য লজ্জিতা॥ ২০

অনিরুদ্ধং বিলিখিতং বীক্ষ্যোষাবাঙ্মুখী হ্রিয়া।
সোঽসাবসাবিতি প্রাহ স্ময়মানা মহীপতে॥ ২১

শ্রীঅনিরুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতে দেখল। আশ্চর্যের কথা এই যে, ইতিপূর্বে সে কখনো অনিরুদ্ধকে দেখেনি বা তাঁর নামও শোনেনি॥ ১২ ॥

স্বপ্নেই তাঁকে দেখতে না পেয়ে সে বলে উঠল—'হে প্রাণপ্রিয় ! তুমি কোথায় ?' এর পরই তার নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সে বিহ্বল হয়ে উঠে বসে। নিজেকে সখীদের মধ্যে দেখে সে লজ্জিতা হয়ে পড়ে॥ ১৩ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! বাণাসুরের মন্ত্রীর নাম ছিল কুম্ভাণ্ড। তার কন্যার নাম চিত্রলেখা। উষা ও চিত্রলেখার মধ্যে সখ্যতা ছিল। কৌতূহলী চিত্রলেখা উষাকে জিজ্ঞাসা করল— ॥ ১৪ ॥

'হে সুন্দরী ! হে রাজকন্যা ! এখনও তো কেউ তোমার পাণিগ্রহণ করেনি। তাহলে তুমি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ ? তোমার মনোবাঞ্ছা কীরূপ ?' ১৫ ॥

উষা বলল—হে সখী ! আমি স্বপ্নে এক অতীব সুন্দর নবযুবককে দেখেছি। সে শ্যামবর্ণ। তার নেত্রযুগল কমলসদৃশ। অঙ্গে তার পীতাম্বর। সে আজানুলম্বিত বাহু ও রমণীচিত্তহারী॥ ১৬ ॥

সেই আমাকে তার অধরসুধা পান করাচ্ছিল কিন্তু আমি পরিতৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে আমাকে দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করে কে জানে কোথায় চলে গেল। আমার দুঃখ সে বুঝল না। হে সখী ! আমি আমার সেই প্রাণবল্লভকে অন্বেষণ করছি॥ ১৭ ॥

চিত্রলেখা বলল—'হে সখী ! যদি তোমার মনমোহন ত্রিলোকে কোথাও থাকে আর তুমি তাকে চিনিয়ে দিতে পার তাহলে সে যেখানেই থাক, আমি তাকে তোমার কাছে এনে দেব' ॥ ১৮ ॥

এই বলে চিত্রলেখা অল্পসময়েই বহু দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ ও মানব চিত্র অঙ্কন করল॥ ১৯ ॥

সে মানুষদের মধ্যে বৃষ্ণিবংশের বসুদেবের পিতা শূর, স্বয়ং শ্রীবসুদেব, শ্রীবলরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদির চিত্র অঙ্কন করল। প্রদ্যুম্নের চিত্র দেখেই উষা লজ্জিতা হয়ে গেল॥ ২০ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! যখন তাকে অনিরুদ্ধের চিত্র দর্শন

[১]নেষ্যামি।

চিত্রলেখা তমাজ্ঞায় পৌত্রং কৃষ্ণস্য যোগিনী।
যযৌ বিহায়সা রাজন্ দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্॥ ২২

তত্র সুপ্তং সুপর্যঙ্কে প্রাদ্যুম্নিং যোগমাস্থিতা।
গৃহীত্বা শোণিতপুরং সখ্যৈ প্রিয়মদর্শয়ৎ॥ ২৩

সা চ তং সুন্দরবরং বিলোক্য মুদিতাননা।
দুষ্প্রেক্ষ্যে স্বগৃহে পুম্ভী রেমে প্রাদ্যুম্নিনা সমম্॥ ২৪

পরার্ধ্যবাসঃস্রগ্‌গন্ধধূপদীপাসনাদিভিঃ ।
পানভোজনভক্ষ্যৈশ্চ বাক্যৈঃ শুশ্রূষয়ার্চিতঃ[১]॥ ২৫

গূঢ়ঃ কন্যাপুরে শশ্বৎ প্রবৃদ্ধস্নেহয়া তয়া।
নাহর্গণান্ স বুবুধে উষয়াপহৃতেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৬

তাং তথা যদুবীরেণ ভুজ্যমানাং হতব্রতাম্[২]।
হেতুভির্লক্ষয়াঞ্চক্রুরাপ্রীতাং দুরবচ্ছদৈঃ॥ ২৭

ভটা আবেদয়াঞ্চক্রু রাজংস্তে দুহিতুর্বয়ম্।
বিচেষ্টিতং লক্ষয়ামঃ কন্যায়াঃ কুলদূষণম্॥ ২৮

করানো হল সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল। অতঃপর ধীরে ধীরে সে বলে উঠল—'এই আমার প্রাণবল্লভ! এই!' ২১॥

হে পরীক্ষিৎ! চিত্রলেখা যোগিনী ছিল। সে যোগবলে জানতে পারল যে অনিরুদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। অতঃপর সে আকাশপথেই রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হল॥ ২৩॥

সেইখানে শ্রীঅনিরুদ্ধ অতি সুন্দর এক পালঙ্কে নিদ্রাগমন করছিলেন। চিত্রলেখা যোগসিদ্ধির প্রভাবে তাঁকে তুলে শোণিতপুরে নিয়ে এল এবং তার সখী উষাকে তার প্রিয়তমের দর্শন লাভ করিয়ে দিল॥ ২৩॥

পরম সুন্দর প্রাণবল্লভকে লাভ করে আনন্দাতিশয্যে তার মুখপদ্ম প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং সে শ্রীঅনিরুদ্ধের সঙ্গে নিজ মহলে বিহার করতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ! তাঁর অন্তঃপুর অতি সুরক্ষিত ছিল; সেইখানে কোনো পুরুষের দৃষ্টি পড়াও সম্ভব ছিল না॥ ২৪॥

উষার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকল। সে মূল্যবান বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, আতর-সুগন্ধি, ধূপ-দীপ, আসনাদি সামগ্রী, সুমধুর দুগ্ধ-পানীয় আদি পেয়, ভোজ্য, ভক্ষ্য প্রভৃতি বস্তু এবং সুমধুর সুমিষ্ট বচন ও সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা শ্রীঅনিরুদ্ধকে সেবাযত্ন করতে থাকল। সে তার প্রেমদ্বারা শ্রীঅনিরুদ্ধের মনকে বশীভূত করতে থাকল। কন্যার অন্তঃপুরে আত্মগোপন করে থাকা শ্রীঅনিরুদ্ধ তাঁর বাস্তব সত্তা বিস্মরণ হলেন। তিনি জানতেও পারলেন না যে সেইখানে তাঁর কত কাল গত হয়েছে॥ ২৫-২৬॥

হে পরীক্ষিৎ! যদুনন্দন শ্রীঅনিরুদ্ধের সঙ্গে সহবাস হেতু উষার কৌমার্য ভঙ্গ হল। তার অঙ্গে প্রজনন চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তা গোপন করে রাখা আর সম্ভব হল না। উষা অবিশ্বাস্য ভাবে প্রসন্নচিত্ত হয়ে গিয়েছিল। মহলরক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বুঝতে সক্ষম হল যে রাজকন্যার অবশ্যই কোনো পুরুষ-সঙ্গ লাভ হয়েছে। এই সংবাদ বাণাসুরকে দিয়ে তারা

[১]ষণার্চিতঃ। [২]ত্রপাম্।

অনপায়িভিরস্মাভির্গুপ্তায়াশ্চ গৃহে প্রভো।
কন্যায়া দূষণং পুম্ভির্দুষ্প্রেক্ষ্যায়া ন বিদ্মহে॥ ২৯

ততঃ প্রব্যথিতো বাণো দুহিতুঃ শ্রুতদূষণঃ।
ত্বরিতঃ কন্যকাগারং প্রাপ্তোঽদ্রাক্ষীদ্ যদূদ্বহম্॥ ৩০

কামাত্মজং তং ভুবনৈকসুন্দরং
শ্যামং পিশঙ্গাম্বরমম্বুজেক্ষণম্।
বৃহদ্ভুজং কুণ্ডলকুন্তলত্বিষা
স্মিতাবলোকেন চ মণ্ডিতাননম্॥ ৩১

দীব্যন্তমক্ষৈঃ প্রিয়য়াভিনৃম্ণয়া[১]
তদঙ্গসঙ্গস্তনকুঙ্কুমস্রজম্ ।
বাহ্বোর্দধানং মধুমল্লিকাশ্রিতাং
তস্যাগ্র আসীনমবেক্ষ্য বিস্মিতঃ॥ ৩২

স তং প্রবিষ্টং বৃতমাততায়িভি-
র্ভটৈরনীকৈরবলোক্য মাধবঃ।
উদ্যম্য মৌর্বং পরিঘং ব্যবস্থিতো
যথান্তকো দণ্ডধরো জিঘাংসয়া॥ ৩৩

জিঘৃক্ষয়া তান্ পরিতঃ প্রসর্পতঃ
শুনো যথা সূকরযূথপোঽহনৎ।
তে হন্যমানা ভবনাদ্ বিনির্গতা
নির্ভিন্নমূর্ধোরুভুজাঃ প্রদুদ্রুবুঃ॥ ৩৪

বলল—'রাজন্ ! আমরা আপনার অবিবাহিতা কন্যার হাবভাব যা দেখছি তাতে আপনার কুলকৌলিন্যে দূষণ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হচ্ছে।' ২৭-২৮ ॥

হে প্রভু ! আমরা অবিরাম সতর্ক থেকে দিবানিশি প্রহরা দিয়েছি। আপনার কন্যাকে তো বাইরের কোনো পুরুষ দেখতেই সক্ষম নয়। তবুও তার চরিত্রদোষ কেমন করে হল ? এর কারণ বুঝতে আমরা অক্ষম॥ ২৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! প্রহরায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মুখে নিজ কন্যার চরিত্রদোষের কথা শুনে বাণাসুর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে সঙ্গে সঙ্গে উষার মহলে গমন করে দেখল যে সেইখানে শ্রীঅনিরুদ্ধ রয়েছেন॥ ৩০ ॥

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! শ্রীঅনিরুদ্ধ স্বয়ং কামাবতার শ্রীপ্রদ্যুম্নের পুত্র। তাঁর মতন সুন্দর কলেবর পুরুষ ত্রিভুবনে বিরল ছিল। নবজলদঘনশ্যাম অঙ্গের উপর অনুপম পীতাম্বরের শোভা ঝলমল করছিল। কমলদলসম দীর্ঘায়ত নয়নযুগল, আজানুলম্বিত বাহু, কপোলে কুঞ্চিত কেশদামের বিন্যাস, কর্ণকুণ্ডলের প্রদীপ্ত উদ্ভাসন, অধরে মৃদুমন্দ হাস্য ও প্রেমে পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর অনুপম সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছিল॥ ৩১ ॥

বাণাসুরের আগমন কালে শ্রীঅনিরুদ্ধ সুসজ্জিত হয়ে সম্মুখে উপবিষ্ট উষার সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। তাঁর কণ্ঠে ছিল বসন্তকালের মল্লিকা পুষ্পের মাল্য আর সেই পুষ্পমাল্যে ছিল উষার অঙ্গ স্পর্শলাভ হেতু তার বক্ষঃস্থলের কুমকুমের অনুরঞ্জন। তাঁকে উষার সম্মুখে উপবিষ্ট দেখে বাণাসুর আশ্চর্যান্বিত হল॥ ৩২ ॥

যখন শ্রীঅনিরুদ্ধ দেখলেন যে বাণাসুর বহু আক্রামক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে মহলে প্রবেশ করছে, তখন তিনি কালদণ্ড হস্তে মৃত্যু (যমরাজ) সম এক লৌহনির্মিত ভয়ংকর পরিঘ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন॥ ৩৩ ॥

আক্রমণকারী সৈনিকগণ তাঁর উপর আক্রমণ করতেই শ্রীঅনিরুদ্ধ তাদের পরিঘ দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। মনে হল যেন শূকর দলপতি কুকুরদলকে প্রতিহত করছে। শ্রীঅনিরুদ্ধের পরিঘের আঘাতে সেই

[১]ভিতুষ্টয়া।

তং নাগপাশৈর্বলিনন্দনো বলী
ঘ্নন্তং স্বসৈন্যং কুপিতো ববন্ধ হ।
উষা ভৃশং শোকবিষাদবিহ্বলা
বদ্ধং নিশম্যাশ্রুকলাক্ষ্যরৌদিষীৎ॥ ৩৫

সৈনিকগণ ভগ্নমস্তক, ভগ্নবাহু, ভগ্নজঙ্ঘা হয়ে মহল থেকে পালিয়ে বাঁচল॥ ৩৪ ॥

যখন মহাবলশালী বাণাসুর দেখল যে শ্রীঅনিরুদ্ধ তার সমগ্র সৈন্যকে সংহার করছেন তখন সে প্রবল ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে নাগপাশে বেঁধে ফেলল। প্রিয়তমের বন্ধন উষার শোক ও বিষাদের কারণ হল। সে অঝোর ধারায় ক্রন্দন করতে লাগল॥ ৩৫ ॥

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধেঽনিরুদ্ধবন্ধো নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের অনিরুদ্ধ-বন্ধন নামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬২॥

———○———

অথ ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণাসুরের যুদ্ধ

শ্রীশুক উবাচ

অপশ্যতাং চানিরুদ্ধং তদ্বন্ধূনাং চ ভারত।
চত্বারো বার্ষিকা মাসা ব্যতীয়ুরনুশোচতাম্॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! বর্ষার চার মাস কাল অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু শ্রীঅনিরুদ্ধের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। এই ঘটনায় তাঁর আত্মীয়স্বজনগণ অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে উঠেছিলেন॥ ১ ॥

নারদাত্তদুপাকর্ণ্য বার্তা বদ্ধস্য কর্ম চ।
প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ॥ ২

একদিন শ্রীনারদ এসে প্রকৃত ঘটনা-বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। শ্রীঅনিরুদ্ধের শোণিতপুর গমন, তাঁর হাতে বাণাসুরের সৈন্যদের পরাজয় ও শেষে তাঁর নাগপাশে বন্ধন হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করে যদুবংশীয়গণ—যারা শ্রীকৃষ্ণকেই নিজেদের আরাধ্য দেবতারূপে মান্য করতেন, এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে শোণিতপুর আক্রমণ করল॥ ২ ॥

প্রদ্যুম্নো যুযুধানশ্চ গদঃ সাম্বোঽথ সারণঃ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যা রামকৃষ্ণানুবর্তিনঃ॥ ৩

অক্ষৌহিণীভির্দ্বাদশভিঃ সমেতাঃ সর্বতো দিশম্।
রুরুধুর্বাণনগরং সমন্তাৎ সাত্বতর্ষভাঃ॥ ৪

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে তাঁদের অনুগামী যাদব বীর প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, গদ, সাম্ব, সারণ, নন্দ, উপনন্দ এবং ভদ্র আদি বারো অক্ষৌহিণী সেনা

[১]স্কন্ধে দ্বিষ.।

ভজ্যমানপুরোদ্যানপ্রাকারাট্টালগোপুরম্ ।
প্রেক্ষমাণো রুষাবিষ্টস্তুল্যসৈন্যোঽভিনির্যযৌ॥ ৫

বাণার্থে ভগবান্ রুদ্রঃ সসুতৈঃ[১] প্রমথৈর্বৃতঃ।
আরুহ্য নন্দিবৃষভং যুযুধে রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ৬

আসীৎ সুতুমুলং যুদ্ধমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।
কৃষ্ণশঙ্করয়ো রাজন্ প্রদ্যুম্নগুহয়োরপি॥ ৭

কুম্ভাণ্ডকূপকর্ণাভ্যাং বলেন সহ সংযুগঃ।
সাম্বস্য বাণপুত্রেণ বাণেন সহ সাত্যকেঃ॥ ৮

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাধীশা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষা বিমানৈর্দ্রষ্টুমাগমন্॥ ৯

শঙ্করানুচরাঞ্শৌরির্ভূতপ্রমথগুহ্যকান্ ।
ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্॥ ১০

প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ[২] কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্।
দ্রাবয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ শরৈঃ শার্ঙ্গধনুশ্চ্যুতৈঃ[৩]॥ ১১

পৃথগ্বিধানি প্রাযুঙ্ক্ত পিনাক্যস্ত্রাণি শার্ঙ্গিণে।
প্রত্যস্ত্রৈঃ শময়ামাস শার্ঙ্গপাণিরবিস্মিতঃ॥ ১২

ব্রহ্মাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মাস্ত্রং বায়ব্যস্য চ পার্বতম্।
আগ্নেয়স্য চ পার্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ॥ ১৩

মোহয়িত্বা তু[৪] গিরিশং জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতম্।
বাণস্য পৃতনাং শৌরির্জঘানাসিগদেষুভিঃ॥ ১৪

সহিত ব্যূহ রচনা করে বাণাসুরের রাজধানীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন॥ ৩-৪ ॥

যখন বাণাসুর দেখল যে যাদব সৈন্যগণ নগরের উদ্যান, প্রাচীর, অট্টালিকা ও সিংহদ্বারাদি চূর্ণবিচূর্ণ করছে তখন সেও সক্রোধে বারো অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে নগর থেকে বেরিয়ে এল॥ ৫ ॥

বাণাসুরের পক্ষে সাক্ষাৎ ভগবান শংকর বৃষভরাজ নন্দীর উপর আরোহণ করে নিজ পুত্র কার্তিকেয় ও গণেশের সঙ্গে যুদ্ধভূমিতে পদার্পণ করলেন এবং তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন॥ ৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! সে এক তুমুল রোমহর্ষক যুদ্ধ হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশংকরের সঙ্গে ও প্রদ্যুম্ন কার্তিকেয়র সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলেন॥ ৭ ॥

শ্রীবলরামের সঙ্গে কুম্ভাণ্ড এবং কূপকর্ণের যুদ্ধ হল। বাণাসুরের পুত্রের সঙ্গে সাম্বের এবং স্বয়ং বাণাসুরের সঙ্গে সাত্যকি যুদ্ধ করলেন॥ ৮ ॥

তখন ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, ঋষি-মুনি, সিদ্ধ-চারণ, গন্ধর্ব-অপ্সরা এবং যক্ষ প্রভৃতি বিমানে আরোহণ করে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য উপস্থিত হলেন॥ ৯ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ শার্ঙ্গধনুকে সুতীক্ষ্ণাগ্র শর যুক্ত করে শ্রীশংকরানুচর ভূত, প্রেত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, রাক্ষস, বেতাল, বিনায়ক, মাতৃগণ, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড ও ব্রহ্ম রাক্ষসদের বিতাড়ন করলেন॥ ১০-১১ ॥

পিনাকপাণি শ্রীশংকর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে উপযুক্ত অস্ত্রদ্বারা সেগুলি প্রতিহত করলেন॥ ১২ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্রের জন্য পার্বতাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য বরুণাস্ত্র এবং পাশুপতাস্ত্রের জন্য নারায়ণাস্ত্রের প্রয়োগ করে তা নিষ্ক্রিয় করে দিলেন॥ ১৩ ॥

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করে শ্রীশংকরকে বিমোহিত করতে সক্ষম হলেন ; শ্রীশংকর তন্দ্রালু হয়ে যুদ্ধে বিরত হলেন। শ্রীশংকরের হাত থেকে

[১]সপুত্রঃ। [২]ভূতমাতৃ.। [৩]শার্ঙ্গচ্যুতৈর্ভৃশম্। [৪]হরিঃ শম্ভুং।

স্কন্দঃ প্রদ্যুম্নবাণৌঘৈরর্দ্যমানঃ সমন্ততঃ।
অসৃগ্ বিমুঞ্চন্ গাত্রেভ্যঃ শিখিনাপাক্রমদ্ রণাৎ॥ ১৫

কুম্ভাণ্ডঃ কূপকর্ণশ্চ পেততুর্মুসলার্দিতৌ।
দুদ্রুবুস্তদনীকানি হতনাথানি সর্বতঃ॥ ১৬

বিশীর্যমাণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বাণোঽত্যমর্ষণঃ।
কৃষ্ণমভ্যদ্রবৎ সংখ্যে রথী হিত্বৈব সাত্যকিম্॥ ১৭

ধনূংষ্যাকৃষ্য যুগপদ্[১] বাণঃ পঞ্চশতানি বৈ।
একৈকস্মিঞ্শরৌ দ্বৌ দ্বৌ সন্দধে রণদুর্মদঃ॥ ১৮

তানি চিচ্ছেদ ভগবান্ ধনূংষি যুগপদ্ধরিঃ।
সারথিং রথমশ্বাংশ্চ হত্বা শঙ্খমপূরয়ৎ॥ ১৯

তন্মাতা কোটরা নাম নগ্না মুক্তশিরোরুহা।
পুরোঽবতস্থে কৃষ্ণস্য পুত্রপ্রাণরিরক্ষয়া॥ ২০

ততস্তির্যঙ্মুখো নগ্নামনিরীক্ষন্ গদাগ্রজঃ।
বাণশ্চ তাবদ্[২] বিরথশ্ছিন্নধন্বাবিশৎ পুরম্॥ ২১

বিদ্রাবিতে ভূতগণে[৩] জ্বরস্তু ত্রিশিরাস্ত্রিপাৎ।
অভ্যধাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ॥ ২২

অথ নারায়ণো দেবস্তং দৃষ্ট্বা ব্যসৃজজ্জ্বরম্।
মাহেশ্বরো বৈষ্ণবশ্চ যুযুধাতে জ্বরাবুভৌ॥ ২৩

মুক্তি লাভ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তরবারি, গদা ও শরবর্ষণ করে বাণাসুরের সেনা সংহার করতে লাগলেন॥ ১৪ ॥

এদিকে প্রদ্যুম্নের মুহুর্মুহু শরবর্ষণ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে আহত করল। তাঁর অঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকলে তিনি ময়ূর বাহনে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে চলে গেলেন॥ ১৫ ॥

শ্রীবলরামের মুষল প্রহারে কুম্ভাণ্ড ও কূপকর্ণ আহত হয়ে রণভূমিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। এইভাবে নিজ সেনাপতিদের হতাহত হতে দেখে বাণাসুরের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল॥ ১৬ ॥

রথারূঢ় বাণাসুর নিজ সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ ও পলায়নরত হতে দেখে সাত্যকিকে ছেড়ে অতীব ক্রোধান্বিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল॥ ১৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ! দুর্মদ রণোন্মত্ত বাণাসুর নিজ সহস্র হস্তদ্বারা পাঁচশত ধনুক আকর্ষণ করে প্রতি ধনুকে দুইটি করে শর যুক্ত করে যুগপৎ শর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হল॥ ১৮ ॥

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একযোগে তার সমস্ত ধনুক ছেদন করে দিলেন আর তাঁর শর, সারথি, রথ ও অশ্বসকলকে ধরাশায়ী করে তিনি শঙ্খধ্বনি করলেন॥ ১৯ ॥

কোটরা নামের এক দেবী বাণাসুরের ধর্ম-মা ছিল। পুত্রের প্রাণ বিপন্ন দেখে সে মুক্তকেশী উলঙ্গিনী অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হল॥ ২০॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটরার উপর দৃষ্টিপাত না করে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে দেখতে থাকলেন। ইত্যবসরে ধনুক ও রথ হারিয়ে বাণাসুর নগরে চলে গেল॥ ২১ ॥

এদিকে ভগবান শংকরের ভূতাদি-অনুচরগণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন করলে তিনি ত্রিমস্তক-ত্রিপাদ বিশিষ্ট রুদ্রজ্বর নিক্ষেপ করলেন যা দশদিক দগ্ধ করতে করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে এল॥ ২২ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুদ্রজ্বরকে তাঁর দিকে আসতে দেখে তাকে প্রতিহত করবার জন্য নিজ বিষ্ণুজ্বর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর রুদ্রজ্বর ও বিষ্ণুজ্বরের মধ্যে যুদ্ধ হতে

[১]পশ্চত্তানি পঞ্চ সন্ধধে। [২]তত্র বি.। [৩]পতৌ।

মাহেশ্বরঃ সমাক্রন্দন্ বৈষ্ণবেন বলার্দিতঃ।
অলব্ধ্বাভয়মন্যত্র ভীতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ।
শরণার্থী হৃষীকেশং তুষ্টাব প্রয়তাঞ্জলিঃ॥ ২৪

জ্বর উবাচ

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং
সর্বাত্মানং কেবলং[১] জ্ঞপ্তিমাত্রম্।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং
যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্॥ ২৫

কালো দৈবং কর্ম জীবঃ স্বভাবো
দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ।
তৎ সঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহ-
স্ত্বন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে॥ ২৬

নানাভাবৈর্লীলয়ৈবোপপন্নৈ-
র্দেবান্ সাধূঁল্লোকসেতূন্ বিভর্ষি।
হংস্যুন্মার্গান্ হিংসয়া বর্তমানান্
জন্মৈতত্তে ভারহারায় ভূমেঃ॥ ২৭

তপ্তোঽহং তে তেজসা দুঃসহেন
শান্তোগ্রেণাত্যুল্বণেন জ্বরেণ।
তাবত্তাপো দেহিনাং তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
নো সেবেরন্ যাবদাশানুবদ্ধাঃ[২]॥ ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিশিরস্তে প্রসন্নোঽস্মি[৩] ব্যেতু তে মজ্জ্বরাদ্ ভয়ম্।
যো নৌ স্মরতি সংবাদং তস্য ত্বন্ন ভবেদ্ ভয়ম্॥ ২৯

লাগল॥ ২৩ ॥

অবশেষে বিষ্ণুজ্বরের তেজে রুদ্রজ্বর নিপীড়িত তথা ভীত হয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। যখন সে অন্য কোথাও আশ্রয় পেল না তখন সে নিরুপায় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে সবিনয় বদ্ধাঞ্জলিপূর্বক তার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করল॥ ২৪ ॥

রুদ্রজ্বর বলল—হে প্রভু ! আপনার অনন্ত শক্তি। আপনি ব্রহ্মাদি দেবতাদেরও পরম আশ্রয়, সকলের আত্মা ও সর্বস্বরূপ। আপনি অদ্বিতীয় ও অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারক আপনিই। শ্রুতি দ্বারা আপনারই বর্ণনা ও অনুমান করা হয়। আপনি সর্বতোভাবে বিকাররহিত ব্রহ্ম। আমি আপনাকে প্রণাম করছি॥ ২৫ ॥

কাল, দৈব (অদৃষ্ট), কর্ম, জীব, স্বভাব, সূক্ষ্মভূত-সমূহ, শরীর, সূত্রাত্মা প্রাণ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত—তাদের বিকার লিঙ্গশরীর এবং বীজাঙ্কুর ন্যায় অনুসারে তার দ্বারা কর্ম এবং কর্ম থেকে আবার লিঙ্গশরীরের উৎপত্তি—এই সকলই আপনার মায়া। আপনি মায়ার নিষেধের পরম সীমা। আমি আপনার শরণাগত হলাম॥ ২৬ ॥

হে প্রভু ! আপনি নিজ লীলার দ্বারা বিভিন্ন অবতাররূপ ধারণ করে দেবতা, সাধু ও লোকমর্যাদা সকল প্রতিপালন করে থাকেন। এরই সঙ্গে আপনি উন্মার্গগামী ও হিংস্র অসুরদের সংহারও করে থাকেন। আপনার এই অবতার জন্ম ও ভূভার হরণ নিমিত্ত হয়েছে॥ ২৭ ॥

হে প্রভু ! আপনার শান্ত, উগ্র ও অত্যন্ত ভয়ানক দুঃসহ তেজে আমি খুবই সন্তপ্ত হচ্ছি। হে কমললোচন ! দেহধারীগণ ততক্ষণ পর্যন্ত সংসাররূপী বিভিন্ন আশার বন্ধনে থেকে তাপ-সন্তাপে দগ্ধ হতে থাকে যতক্ষণ না তারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে॥ ২৮ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ত্রিশিরা ! আমি তোমার উপর প্রসন্ন। তোমার আর বিষ্ণুজ্বরকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। জগতে যে কেউ এই সংবাদ স্মরণ করবে তার তোমার থেকে কোনো ভয়

[১]শবং। [২]বদ্ধাঃ। [৩]হহং।

ইত্যুক্তোঽচ্যুতমানম্য গতো মাহেশ্বরো জ্বরঃ।
বাণস্তু রথমারূঢ়ঃ প্রাগাদ্‌যোৎস্যঞ্জনার্দনম্॥ ৩০

ততো বাহুসহস্রেণ নানায়ুধধরোঽসুরঃ[১]।
মুমোচ পরমক্রুদ্ধো বাণাংশ্চক্রায়ুধে নৃপ॥ ৩১

তস্যাস্যতোঽস্ত্রাণ্যসকৃচ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা।
চিচ্ছেদ ভগবান্ বাহূন্ শাখা ইব বনস্পতেঃ॥ ৩২

বাহুষুচ্ছিদ্যমানেষু বাণস্য ভগবান্ ভবঃ।
ভক্তানুকম্প্যুপব্রজ্য চক্রায়ুধমভাষত॥ ৩৩

শ্রীরুদ্র উবাচ

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্॥ ৩৪

নাভির্নভোঽগ্নির্মুখমম্বু রেতো
দ্যৌঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরঙ্‌ঘ্রিরুর্বী।
চন্দ্রো মনো যস্য দৃগর্ক আত্মা
অহং সমুদ্রো জঠরং ভুজেন্দ্রঃ॥ ৩৫

রোমাণি যস্যৌষধয়োঽম্বুবাহাঃ
কেশা বিরিঞ্চো ধিষণা বিসর্গঃ।
প্রজাপতির্হৃদয়ং যস্য ধর্মঃ
স বৈ ভবান্ পুরুষো লোককল্পঃ॥ ৩৬

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্
ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায়।
বয়ং চ সর্বে ভবতানুভাবিতা
বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত॥ ৩৭

থাকবে না॥ ২৯ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি লাভ করে রুদ্রজ্বর তাঁকে প্রণাম করে স্থানত্যাগ করল। কিন্তু তখনই আবার রথারূঢ় বাণাসুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য উপস্থিত হল॥ ৩০ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! বাণাসুর নিজ সহস্র বাহুতে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেছিল। এইবার সে প্রবল ক্রোধান্বিত হয়ে চক্রপানি ভগবানের উপর শরবর্ষণ করতে লাগল॥ ৩১ ॥

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে বাণাসুর প্রবল গতিবেগে শর নিক্ষেপ করছে তখন তিনি বাণাসুরের বাহুসকল বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখাসম ছেদন করতে লাগলেন॥ ৩২ ॥

যখন ভক্তবৎসল ভগবান শংকর দেখলেন যে বাণাসুরের বাহুসকল অঙ্গচ্যুত হচ্ছে তখন তিনি চক্রাধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এলেন ও তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৩৩ ॥

ভগবান শংকর বললেন—হে প্রভু ! আপনি বেদমন্ত্রের তাৎপর্যরূপে সুগুপ্ত পরম জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্ম। সত্ত্বগুণসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনার আকাশবৎ সর্বব্যাপী ও নির্লিপ্তস্বরূপ সাক্ষাৎকার করে থাকেন॥ ৩৪ ॥

আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আপনার মুখ এবং জল হল বীর্য। স্বর্গ আপনার মস্তক, দিক্‌সকল আপনার কর্ণ এবং পৃথিবী হল চরণ। চন্দ্র আপনার মন, সূর্য আপনার নেত্র আর আমি শিব হলাম আপনার অহংকার। সমুদ্র আপনার উদর এবং ইন্দ্র আপনার বাহু॥ ৩৫ ॥

ধান্যাদি ঔষধিসকল আপনার রোম, মেঘ আপনার কেশ এবং ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতি আপনার মেঢ্র ও ধর্ম আপনার হৃদয়। এইভাবে লোক লোকান্তর সহ যে বিরাট্ রূপের কল্পনা করা হয়ে থাকে, সেই পরমপুরুষ তো আপনিই॥ ৩৬ ॥

হে অখণ্ডজ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা ! আপনার এই অবতরণ ধর্মরক্ষা ও জগতের অভ্যুদয়ের জন্য হয়েছে। আমরাও আপনার প্রভাবে পরিচালিত হয়ে সপ্তভুবন

[১]যুতো।

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয়-
স্তুর্যঃ স্বদৃগ্‌ঘেতুরহেতুরীশঃ।
প্রতীয়সেঽথাপি যথাবিকারং
স্বমায়য়া সর্বগুণপ্রসিদ্ধ্যৈ॥ ৩৮

যথৈব সূর্যঃ পিহিতশ্ছায়য়া স্বয়া
ছায়াং চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি।
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্ব-
মাত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্॥ ৩৯

যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রসক্তা বৃজিনার্ণবে॥ ৪০

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ॥ ৪১

যস্ত্বাং বিসৃজতে মর্ত্য আত্মানং প্রিয়মীশ্বরম্।
বিপর্যয়েন্দ্রিয়ার্থার্থং বিষমত্ত্যমৃতং ত্যজন্॥ ৪২

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ।
সর্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্[১]॥ ৪৩

প্রতিপালন করে থাকি॥ ৩৭ ॥

আপনি সজাতীয় ভেদরহিত, বিজাতীয় ভেদরহিত এবং স্বগত ভেদরহিত এক ও অদ্বিতীয় আদিপুরুষ। মায়াবৃত জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার অনুগত ও তার সীমারও অতীত তুরীয় আপনিই। আপনি স্বয়ংপ্রকাশ, অন্য কোনো বস্তুর দ্বারা প্রকাশিত নন। আপনি সকলের আদি কারণ কিন্তু আপনি স্বয়ং কারণাতীত, কেননা কারণের গুণ তো আপনার মধ্যেই নিহিত। এইরূপ হয়েও আপনি ত্রিগুণের বৈপরীত্য প্রকাশ করবার জন্য নিজ মায়া আশ্রয় করে দেবতা, পশু-পক্ষী, মানব আদি দেহধারণ করে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়ে থাকেন॥ ৩৮ ॥

হে প্রভু ! যেমন সূর্য নিজ ছায়া অর্থাৎ মেঘসকল দ্বারা আচ্ছাদিত থেকেও সেই মেঘসকলকে ও বিভিন্ন প্রকারের ঘটাদি বস্তুকেও প্রকাশিত করে থাকে তেমনভাবেই স্বয়ংপ্রকাশ আপনিও যেন ত্রিগুণ দ্বারা আবৃত থাকেন আর সমস্ত ত্রিগুণ আর গুণাভিমানী জীবদের প্রকাশিত করে থাকেন। বস্তুত আপনি অনন্ত॥ ৩৯ ॥

ভগবন্ ! আপনারই মায়ায় বিমোহিত জীব স্ত্রী-পুত্র, দেহ, বিষয়-বাসনায় আসক্ত হয়ে দুঃখের অথৈ সাগরে পড়ে দুঃখ ভোগ করতেই থাকে॥ ৪০ ॥

মানবজীবন লাভ তো আপনার কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। এমন মানব শরীর লাভ করেও যে নিজ ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করে রাখে না আর আপনার পাদপদ্মের শরণাগত হয় না, আপনার সেবাপূজায় নিত্যযুক্ত থাকে না, তার মানবশরীর ধারণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সে নিজেকেই প্রতারণা করে থাকে॥ ৪১॥

আপনিই প্রাণীকুলের আত্মা, প্রিয়তম ও ঈশ্বর। মৃত্যুর গ্রাসতুল্য যে ব্যক্তি আপনাকে ছেড়ে অনাথ দুঃখস্বরূপ এবং তুচ্ছ বিষয়-বাসনার পিছনে ছুটে বেড়ায় সে তো মহামূর্খ—সে অমৃত ত্যাগ করে বিষপান করছে॥ ৪২ ॥

আমি, ব্রহ্মা, দেবতাসকল এবং বিশুদ্ধচিত্ত ঋষি-

[১]শ্রেষ্ঠ.।

তং ত্বা জগৎস্থিত্যুদয়ান্তহেতুং
সমং প্রশান্তং সুহৃদাত্মদৈবম্।
অনন্যমেকং জগদাত্মকেতং
ভবাপবর্গায় ভজাম দেবম্॥ ৪৪

অয়ং মমেষ্টো দয়িতোঽনুবর্তী
ময়াভয়ং দত্তমমুষ্য দেব।
সম্পাদ্যতাং তদ্ ভবতঃ প্রসাদো
যথা হি তে দৈত্যপতৌ প্রসাদঃ॥ ৪৫

শ্রীভগবানুবাচ

যদাথ ভগবংস্ত্বং নঃ করবাম প্রিয়ং তব।
ভবতো যদ্ ব্যবসিতং তন্মে সাধ্বনুমোদিতম্॥ ৪৬

অবধ্যোঽয়ং মমাপ্যেষ বৈরোচনিসুতোঽসুরঃ।
প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ন বধ্যো মে তবান্বয়ঃ॥ ৪৭

দর্পোপশমনায়াস্য প্রবৃক্ণা[১] বাহবো ময়া।
সূদিতং চ বলং ভূরি যচ্চ ভারায়িতং ভুবঃ॥ ৪৮

চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরাঃ।
পার্ষদমুখ্যো ভবতো নকুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ॥ ৪৯

ইতি লব্ধ্বাভয়ং কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাসুরঃ।
প্রাদ্যুম্নিং রথমারোপ্য স বধ্বা সমুপানয়ৎ॥ ৫০

অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতং সুবাসসমলঙ্কৃতম্।
সপত্নীকং পুরস্কৃত্য যযৌ রুদ্রানুমোদিতঃ॥ ৫১

মুনিগণ—সকলেই সর্বপ্রকারে ও সর্বাত্মভাবে আপনার শরণাগত ; কারণ আপনিই আমাদের আত্মা, প্রিয়তম ও ঈশ্বর॥ ৪৩ ॥

আপনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ। আপনি সকলের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান, পরম শান্ত, সর্বসুহৃদ, আত্মা ও ইষ্টদেবতা। আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনি জগতের আধার ও অধিষ্ঠান। হে প্রভু ! আমরা সকলেই সংসার-নিবৃত্তির জন্য আপনাকেই আরাধ্য দেবতা জ্ঞান করে ভজনা করে থাকি॥ ৪৪ ॥

হে প্রভু ! এই বাণাসুর আমার অতি প্রিয়, কৃপাপাত্র ও সেবক। একে আমি অভয়দান করেছি। প্রভু ! যেমনভাবে আপনি এর প্রপিতামহ প্রহ্লাদের উপর কৃপাবর্ষণ করেছিলেন তেমনভাবেই এর উপরেও কৃপাদৃষ্টি রাখুন॥ ৪৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভগবন্ ! আপনার আদেশ শিরোধার্য করে আপনার ইচ্ছানুসার আমি একে অভয় দান করলাম। আপনার পূর্বনির্ধারিত বিধান পালন করেই আমি এর বাহুসকল ছেদন করেছি॥ ৪৬ ॥

আমি জানি যে বাণাসুর দৈত্যরাজ বলির পুত্র। অতএব আমি একে বধ করতে পারি না, কেননা প্রহ্লাদকে বরদান করেছি যে তার বংশের কোনো দৈত্যকে আমি বধ করব না॥ ৪৭ ॥

তার দর্পচূর্ণ করবার জন্যই আমি এর বাহু ছেদন করেছি। এর অতি বিশাল সৈন্যবাহিনী ভূভারস্বরূপ ছিল তাই তা আমি সংহার করেছি॥ ৪৮ ॥

এখনও এর চারটি বাহু অবশিষ্ট আছে ; তা অজর, অমর হয়ে থাকবে। বাণাসুর আপনার শ্রেষ্ঠ পার্ষদ হবে। এখন আর ওর কোনো ভয় নেই॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের কাছে অভয় লাভ করে বাণাসুর তাঁর নিকটে এসে অবনতমস্তকে প্রণাম নিবেদন করল। অতঃপর সে শ্রীঅনিরুদ্ধকে নিজ কন্যা উষার সঙ্গে রথে উপবেশন করিয়ে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে এল॥ ৫০ ॥

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশংকরের অনুমতি নিয়ে বস্ত্রালংকার বিভূষিতা উষা ও শ্রীঅনিরুদ্ধকে

[১]প্রকৃত্তা।

স্বরাজধানীং[১] সমলঙ্কৃতাং ধ্বজৈঃ
সতোরণৈরুক্ষিতমার্গচত্বরাম্[২] ।
বিবেশ শঙ্খানকদুন্দুভিস্বনৈ-
রভ্যুদ্যতঃ পৌরসুহৃদ্দ্বিজাতিভিঃ॥ ৫২

সম্মুখে রেখে এক অক্ষৌহিণী সেনার সঙ্গে দ্বারকা গমন করলেন॥ ৫১ ॥

এদিকে দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের শুভাগমনের সংবাদ সকলকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিল। নগরকে তোরণ ও ধ্বজে সুসজ্জিত করা হল। রাজপথ ও চৌমাথা চন্দন মিশ্রিত জলে অভিসেচন করা হল। পুরবাসী, বন্ধুবান্ধব, ব্রাহ্মণ সকলে এগিয়ে এসে শ্রীভগবানকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। নগরের আকাশ বাতাস শঙ্খ, দুন্দুভি, কাড়া-নাকাড়া ও ঢোলের শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা নগরে প্রত্যাগমন করলেন॥ ৫২ ॥

য এবং কৃষ্ণবিজয়ং শঙ্করেণ চ সংযুগম্।
সংস্মরেৎ প্রাতরুত্থায় ন তস্য স্যাৎ পরাজয়ঃ॥ ৫৩

পরীক্ষিৎ ! যে ব্যক্তি শ্রীশংকরের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ ও তাঁর জয়লাভ করবার কথা প্রাতঃকালে উঠে স্মরণ করে তার পরাজয় হয় না॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[৩] উত্তরার্ধেঽনিরুদ্ধানয়নং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের অনিরুদ্ধ-আনয়ন নামক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

---

[১]স রাজ.। [২]মনোরমৈর্ভূষিতমার্গ.। [৩]ন্ধে বাণাসুরসংগ্রামে কৃষ্ণবিজয়ঃ।

অথ চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

নৃগ রাজার বৃত্তান্ত

শ্রীশুক[১] উবাচ

একদোপবনং রাজন্ জগ্মুর্যদুকুমারকাঃ।
বিহর্তুং সাম্বপ্রদ্যুম্নচারুভানুগদাদয়ঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! একদিন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারুভানু ও গদ আদি যদুকুমারগণ বিহার করবার নিমিত্ত উপবনে গমন করলেন॥ ১ ॥

ক্রীড়িত্বা সুচিরং তত্র বিচিন্বন্তঃ পিপাসিতাঃ।
জলং নিরুদকে কূপে দদৃশুঃ সত্ত্বমদ্ভুতম্॥ ২

বহুক্ষণ ক্রীড়ায় মত্ত থাকায় তাঁরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন ও পানীয় জলের সন্ধান করতে লাগলেন। এক কূপের কাছে গিয়ে তাঁরা দেখলেন তাতে জল নেই কিন্তু এক বিচিত্র প্রাণী রয়েছে॥ ২ ॥

কৃকলাসং গিরিনিভং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসাঃ[২]।
তস্য চোদ্ধরণে যত্নং চক্রুস্তে কৃপয়ান্বিতাঃ॥ ৩

প্রাণীটি ছিল পর্বতসম বিশাল এক গিরগিটি । সেটিকে দেখে তাঁদের আশ্চর্যের সীমা রইল না। তাঁদের চিত্ত করুণার্দ্র হয়ে উঠল এবং তাঁরা প্রাণীটিকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হলেন॥ ৩ ॥

চর্মজৈস্তান্তবৈঃ[৩] পাশৈর্বদ্ধ্বা পতিতমর্ভকাঃ।
নাশক্নুবন্ সমুদ্ধর্তুং কৃষ্ণায়াচখ্যুরুৎসুকাঃ॥ ৪

তাঁরা চর্ম ও তন্তু নির্মিত রজ্জু ব্যবহার করা সত্ত্বেও সেই বিশাল গিরগিটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন না। তখন তাঁরা ফিরে এলেন এবং কৌতূহলবশত সেই আশ্চর্যজনক বৃত্তান্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করলেন॥ ৪ ॥

তত্রাগত্যারবিন্দাক্ষো[৪] ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
বীক্ষ্যোজ্জহার বামেন তং করেণ স লীলয়া॥ ৫

তখন বিশ্বভাবন কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কূপের নিকটে গমন করলেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে বাম হস্ত দ্বারা সেটিকে অনায়াসেই বার করে নিয়ে এলেন॥ ৫ ॥

স উত্তমঃশ্লোককরাভিমৃষ্টো
বিহায় সদ্যঃ কৃকলাসরূপম্।
সন্তপ্তচামীকরচারুবর্ণঃ
স্বর্গ্যদ্ভুতালঙ্করণাম্বরস্রক্[৫] ॥ ৬

সেই গিরগিটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করকমল স্পর্শ লাভ করেই নিজ রূপ ত্যাগ করে এক স্বর্গীয় দেবতায় পরিণত হল। তখন তার বর্ণ হয়ে উঠল উত্তপ্ত কাঞ্চনসম জ্যোতির্ময়। সেই দেবশরীর অপরূপ বস্ত্র অলংকার ও পুষ্পমাল্যে শোভিত ছিল॥ ৬ ॥

পপ্রচ্ছ বিদ্বানপি তন্নিদানং
জনেষু বিখ্যাপয়িতুং মুকুন্দঃ।
কস্ত্বং মহাভাগ বরেণ্যরূপো
দেবোত্তমং ত্বাং গণয়ামি নূনম্॥ ৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ। তিনি জানতেন কেন সেই দিব্যপুরুষ গিরগিটি যোনি লাভ করেছিল। তবুও তিনি চাইলেন যে প্রকৃত কারণ উপস্থিত সকলে সেই প্রাণীর মুখ থেকেই অবগত হোক। তাই তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন —'হে মহাভাগ ! তুমি আসলে কে ? আমার তোমাকে

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]চেতসঃ। [৩]তং বদ্‌ধ্বা তান্তবৈঃ পাশৈঃ পতিতং চ তমর্ভকাঃ। [৪]তত্র গত্বারবি.। [৫]গোপপদ্ম.।

দশামিমাং বা কতমেন কর্মণা
সম্প্রাপিতোঽস্যতদর্হঃ সুভদ্র।
আত্মানমাখ্যাহি বিবিৎসতাং নো
যন্মন্যসে নঃ ক্ষমমত্র বক্তুম্॥ ৮

কোনো শ্রেষ্ঠ দেবতা বলেই মনে হচ্ছে॥ ৭ ॥

হে কল্যাণমূর্তি ! কোন্ কর্মফলে তোমার এই যোনিতে আগমন ? আমার বিচারে তোমার এই যোনিতে জন্মগ্রহণ যথোপযুক্ত নয়। আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানতে চাই। যদি আমাদের কাছে তা প্রকাশ করা সমীচীন বলে মনে করো তাহলে নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই দাও॥ ৮ ॥

শ্রীশুক[১] উবাচ

ইতি স্ম রাজা সম্পৃষ্টঃ কৃষ্ণেনানন্তমূর্তিনা।
মাধবং প্রণিপত্যাহ কিরীটেনার্কবর্চসা॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যখন অনন্তদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা নৃগকে (এইরূপেই তিনি বর্তমান তখন) এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তখন তিনি সূর্যসম জ্যোতির্ময় কিরীট অবনত করে শ্রীভগবানকে প্রণাম করলেন আর তারপর বলতে শুরু করলেন॥ ৯ ॥

নৃগ উবাচ

নৃগো নাম নরেন্দ্রোঽহমিক্ষ্বাকুতনয়ঃ[২] প্রভো।
দানিম্বাখ্যায়মানেষু যদি তে কর্ণমস্পৃশম্॥ ১০

রাজা নৃগ বললেন—'হে প্রভু ! আমি মহারাজ ইক্ষ্বাকুপুত্র রাজা নৃগ। দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি আমার নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন॥ ১০ ॥

কিং নু তেঽবিদিতং নাথ সর্বভূতাত্মসাক্ষিণঃ।
কালেনাব্যাহতদৃশো বক্ষ্যেঽথাপি তবাজ্ঞয়া॥ ১১

হে প্রভু ! আপনি সর্বভূতের অন্তরের প্রতিটি সংকল্প-বিকল্পের সাক্ষীস্বরূপ। ভূত ও ভবিষ্যতের ব্যবধানও আপনার অখণ্ড জ্ঞানে ছেদ আনতে সমক্ষ নয়। আপনি তো সবই জানেন। তবুও আপনার আদেশে আমি সকল কথা বলছি॥ ১১ ॥

যাবত্যঃ সিকতা ভূমের্যাবত্যো দিবি তারকাঃ।
যাবত্যো বর্ষধারাশ্চ তাবতীরদদাং স্ম গাঃ॥ ১২

ভগবন্ ! আমার রাজত্বকালে পৃথিবীর যত ধূলিকণা আছে, আকাশে যত নক্ষত্র আছে অথবা বর্ষায় যত সংখ্যক জলবিন্দু বর্ষণ হয় আমি তত সংখ্যক গাভী দান করেছিলাম॥ ১২ ॥

পয়স্বিনীস্তরুণীঃ শীলরূপ-
গুণোপপন্নাঃ কপিলা হেমশৃঙ্গীঃ।
ন্যায়ার্জিতা রূপ্যখুরাঃ সবৎসা
দুকূলমালাভরণা দদাবহম্॥ ১৩

ধেনুসকল দুগ্ধবতী, তরুণবয়স্কা, সৎস্বভাবা, সুন্দর ও কপিলা ছিল। আমার সদুপায়ে অর্জিত ধনে তা সংগ্রহ করেছিলাম। গাভীসকল ছিল সবৎসা এবং সেগুলি সুবর্ণ শৃঙ্গ ও রৌপ্য খুরে সুসজ্জিত করে বস্ত্র, মাল্য ও অলংকারসহ দান করা হয়েছিল॥ ১৩ ॥

স্বলঙ্কৃতেভ্যো গুণশীলবদ্ভ্যঃ
সীদৎকুটুম্বেভ্য ঋতব্রতেভ্যঃ।
তপঃশ্রুতব্রহ্মবদান্যসদ্ভ্যঃ
প্রাদাং যুবভ্যো দ্বিজপুঙ্গবেভ্যঃ॥ ১৪

ভগবন্ ! আমি যুবক ব্রাহ্মণ সন্তানদের বস্ত্রালংকারে বিভূষিত করে সুসজ্জিতা গাভী দান করেছিলাম। আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম যে দানগ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণ যেন সদ্‌গুণসম্পন্ন, শীলস্বভাবযুক্ত, বিত্তশূণ্য পরিজনযুক্ত, দম্ভরহিত, তপস্যারত, বেদপাঠে নিত্যযুক্ত শিষ্যদের বিদ্যাদানে নিত্য সচেষ্ট ও সচ্চরিত্র হয়॥ ১৪ ॥

গোভূহিরণ্যায়তনাশ্বহস্তিনঃ
কন্যাঃ সদাসীস্তিলরূপ্যশয্যাঃ।
বাসাংসি রত্নানি পরিচ্ছদান্ রথা-
নিষ্টং চ যজ্ঞৈশ্চরিতং চ পূর্তম্॥ ১৫

এইভাবে আমি বহু ধেনু, ভূমি, সুবর্ণ, আবাসস্থান,

[১]বাদরায়ণিবাচ। [২]হ্যহং মানবে বরুণাত্মজঃ।

কস্যাচিদ্ দ্বিজমুখ্যস্য ভ্রষ্টা গৌর্মম গোধনে।
সম্পৃক্তাবিদুষা সা চ ময়া দত্তা দ্বিজাতয়ে॥ ১৬

তাং নীয়মানাং তৎস্বামী দৃষ্ট্বোবাচ মমেতি তম্।
মমেতি প্রতিগ্রাহ্যাহ নৃগো মে দত্তবানিতি॥ ১৭

বিপ্রৌ বিবদমানৌ মামূচতুঃ স্বার্থসাধকৌ।
ভবান্ দাতাপহর্তেতি তচ্ছ্রুত্বা মেঽভবদ্ ভ্রমঃ॥ ১৮

অনুনীতাবুভৌ বিপ্রৌ ধর্মকৃচ্ছ্রগতেন বৈ[১]।
গবাং লক্ষং প্রকৃষ্টানাং দাস্যাম্যেষা প্রদীয়তাম্॥ ১৯

ভবন্তাবনুগৃহ্ণীতাং কিঙ্করস্যাবিজানতঃ।
সমুদ্ধরত মাং কৃচ্ছ্রাৎ পতন্তং নিরয়েঽশুচৌ॥ ২০

নাহং[২] প্রতীচ্ছে বৈ রাজন্নিত্যুক্ত্বা স্বাম্যপাক্রমৎ।
নান্যদ্ গবামপ্যযুতমিচ্ছামীত্যপরো যযৌ॥ ২১

এতস্মিন্নন্তরে যামৈর্দূতৈর্নীতো[৩] যমক্ষয়ম্।
যমেন পৃষ্টস্তত্রাহং দেবদেব জগৎপতে॥ ২২

অশ্ব, গজ, দাসীসহ কন্যা, তিলের স্তূপ, রৌপ্য ও শয্যা, বস্ত্র, রত্ন, গৃহসামগ্রী এবং রথ ইত্যাদি দান করেছিলাম। এছাড়াও আমি বহু যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলাম ও বহু কূপ, সরোবর আদি খনন করিয়ে দিয়েছিলাম॥ ১৫ ॥

একদিন এক অপ্রতিগ্রহী (দান গ্রহণে অসম্মত) তপস্বী ব্রাহ্মণের একটি গাভী দলভ্রষ্টা হয়ে আমার গাভীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ঘটনাটা আমি জানতেও পারিনি। তাই না জেনে আমি সেই গাভী অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করে দিয়েছিলাম॥ ১৬ ॥

যখন সেই গাভীকে ব্রাহ্মণ নিয়ে যেতে চাইলেন তখন গাভীর প্রকৃত স্বামী উপস্থিত হয়ে বললেন —'গাভীটি আমার।' দান গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ বলেছিলেন —'এই গাভী আমার কারণ আমি এটিকে রাজা নৃগের কাছ থেকে দান রূপে পেয়েছি।' ১৭ ॥

ব্রাহ্মণগণ বিবাদগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হলেন। একজন বললেন—'গাভী আমার, কারণ কিছুক্ষণ আগেই তা আপনি আমাকে দান করেছেন।' অন্যজন বললেন—'কথা যদি সঠিক হয় তাহলে তো গাভীর অপহরণকারী আপনিই।' ভগবন্! ব্রাহ্মণদের কথা শুনে আমি উদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে গেলাম॥ ১৮ ॥

আমি এক বিশাল ধর্মসংকটের সম্মুখীন হলাম। আমি দুজনকেই অনুনয়-বিনয় করে বললাম—'দয়া করে গাভীটি আমাকে ফিরিয়ে দিন, এর বিনিময়ে আমি একলক্ষ উৎকৃষ্ট গাভী প্রদান করব'॥ ১৯ ॥

'আমি আপনাদের সেবক। না জেনে আমার দ্বারা এই অপরাধ হয়েছে। আপনারা আমার উপর কৃপা করুন, আমাকে ধর্মসংকট থেকে উদ্ধার করুন, নরক থেকে রক্ষা করুন॥ ২০ ॥

গাভীর প্রকৃত স্বামী উত্তর দিলেন—'রাজন্! এর বদলে অন্য কিছুই আমি গ্রহণ করব না।' বলে তিনি চলে গেলেন। অন্য জন বললেন—'তুমি এর বদলে এক লক্ষ ছাড়া আরও যদি দশ সহস্র গাভী আমাকে দাও তবুও আমি গ্রহণ করব না। এইরূপ বলে অন্যজনও চলে গেলেন॥ ২১ ॥

হে দেবাধিদেব ! হে জগদীশ্বর ! অতঃপর

[১]তৌ। [২]নান্যাং প্রতীচ্ছে রাজেন্দ্র ইত্যুক্ত্বা স্বাম্যপা.। [৩]দূতৈর্যামৈর্নীতো।

পূর্বং ত্বমশুভং ভুঙ্ক্ষে উতাহো[1] নৃপতে শুভম্।
নান্তং দানস্য ধর্মস্য পশ্যে লোকস্য ভাস্বতঃ॥ ২৩

আয়ুশেষে যমদূত আমাকে যমালয়ে নিয়ে গেল। সেইখানে যমরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—॥ ২২ ॥

'রাজন্! তুমি পাপের ফল আগে ভোগ করতে চাও নাকি পুণ্যের ফল ? তোমার দান ও প্রকৃষ্ট ধর্মপালন হেতু তুমি এমন অনন্ত তেজসম্পন্ন শ্রেষ্ঠলোক লাভ করবে যা বস্তুত কল্পনার অতীত'॥ ২৩ ॥

পূর্বং দেবাশুভং ভুঞ্জ ইতি প্রাহ পতেতি সঃ।
তাবদদ্রাক্ষমাত্মানং কৃকলাসং পতন্ প্রভো॥ ২৪

ভগবন্! আমি পাপের ফল প্রথমে ভোগ করতে চাইলে যমরাজ বলেছিলেন—'তবে পতিত হও।' তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেইখান থেকে অধঃপতিত হলাম। পতনের সময়ে আমি দেখলাম যে আমি বহুরূপী (গিরগিটি) হয়ে গিয়েছি॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব।
স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ॥ ২৫

হে প্রভু! আমি ব্রাহ্মণদের সেবক, উদার, দানী ও আপনার প্রিয় ভক্ত ছিলাম। আমার মধ্যে আপনাকে দর্শন করবার প্রবল কামনা ছিল। আপনারই কৃপায় আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হয়নি॥ ২৫ ॥

স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষিপথঃ পরাত্মা
যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ
স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ॥ ২৬

ভগবন্! আপনি তো পরমাত্মা। বিশুদ্ধচিত্ত মহান যোগিগণ উপনিষদের দৃষ্টিতে (অভেদ দৃষ্টি দ্বারা) নিজ হৃদয়-দেশে আপনার ধ্যান করে থাকেন। হে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা। আপনি সশরীরে কেমন করে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন! আমি তো ব্যসন ও দুঃখপ্রদ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থেকে দৃষ্টিহীনসম হয়েই ছিলাম। যখন জগতের জন্ম-মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তির সময় সমাগত হয় তখনই তো আপনার দর্শন লাভ হয়ে থাকে॥ ২৬ ॥

দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম।
নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয়॥ ২৭

হে দেবদেব ! হে পুরুষোত্তম ! হে গোবিন্দ ! আপনিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের তথা সমস্ত জীবের প্রভু। হে অবিনাশী অচ্যুত ! আপনার অক্ষয় কীর্তিসমূহ অতি পবিত্র। হে অন্তর্যামী নারায়ণ ! আপনিই সকল ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের প্রভু ॥ ২৭ ॥

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ যান্তং দেবগতিং প্রভো।
যত্র ক্বাপি সতশ্চেতো ভূয়ান্মে ত্বৎপদাস্পদম্॥ ২৮

হে প্রভু ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি দেবলোক গমনে উদ্যত। আপনি আমাকে অনুমতি দিয়ে এই কৃপা করুন যে আমি যেখানেই অবস্থান করি আমার চিত্ত আপনার পাদপদ্মেই যেন নিত্যযুক্ত থাকে॥ ২৮ ॥

নমস্তে সর্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ॥ ২৯

আপনি সমস্ত কার্য-কারণ রূপে বিদ্যমান। আপনার অনন্ত শক্তি। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম। আমি আপনাকে প্রণাম করছি। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বান্তর্যামী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ !

[1]অথবা।

ইত্যুক্ত্বা তং পরিক্রম্য পাদৌ স্পৃষ্ট্বা স্বমৌলিনা।
অনুজ্ঞাতো বিমানাগ্র্যমারুহৎ পশ্যতাং নৃণাম্॥ ৩০

কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ধর্মাত্মা রাজন্যাননুশিক্ষয়ন্॥ ৩১

দুর্জরং বত ব্রহ্মস্বং ভুক্তমগ্নের্মনাগপি।
তেজীয়সোঽপি কিমুত রাজ্ঞামীশ্বরমানিনাম্॥ ৩২

নাহং হালাহলং মন্যে বিষং যস্য প্রতিক্রিয়া।
ব্রহ্মস্বং হি বিষং প্রোক্তং নাস্য প্রতিবিধির্ভুবি॥ ৩৩

হিনস্তি বিষমত্তারং বহ্নিরদ্ভিঃ প্রশাম্যতি।
কুলং সমূলং দহতি ব্রহ্মস্বারণিপাবকঃ॥ ৩৪

ব্রহ্মস্বং দুরনুজ্ঞাতং ভুক্তং হন্তি ত্রিপূরুষম্।
প্রসহ্য তু বলাদ্ ভুক্তং দশ পূর্বান্ দশাপরান্॥ ৩৫

রাজানো রাজলক্ষ্ম্যান্ধা নাত্মপাতং বিচক্ষতে।
নিরয়ং যেঽভিমন্যন্তে ব্রহ্মস্বং সাধু বালিশাঃ॥ ৩৬

গৃহ্ণন্তি যাবতঃ পাংসূন্ ক্রন্দতামশ্রুবিন্দবঃ।
বিপ্রাণাং হৃতবৃত্তীনাং বদান্যানাং কুটুম্বিনাম্॥ ৩৭

রাজানো রাজকুল্যাশ্চ তাবতোঽব্দান্নিরঙ্কুশাঃ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে ব্রহ্মদায়াপহারিণঃ॥ ৩৮

আপনি সমস্ত যোগের প্রভু ! আপনি যোগীশ্বর। আমি আপনাকে বার বার প্রণাম করি॥ ২৯ ॥

রাজা নৃগ এইরূপ বলে শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ করে নিজ কিরীট দ্বারা তাঁর পাদপদ্ম স্পর্শ করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তাঁর অনুমতি নিয়ে সর্বজনসমক্ষে শ্রেষ্ঠ দিব্যবিমানে আরোহণ করলেন॥ ৩০ ॥

রাজা নৃগ চলে গেলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণদের পরম প্রেমী, ধর্মের আধার, দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়দের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত পরিজনগণকে বললেন— ॥ ৩১ ॥

অগ্নিসম পরম তেজযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেও অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় ব্রাহ্মণদের ধনসম্পদ অধিকার করে ভোগ করা সম্ভব হয় না। তাহলে যারা অহংকারযুক্ত হয়ে নিজেদের জনগণের প্রভু মনে করে, তেমন রাজা কি ব্রাহ্মণের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে টিকে থাকতে পারবে ? ৩২ ॥ সুতীব্র বিষকে বিষ বলে মনে করি না কারণ তারও প্রতিকার করা সম্ভব। বস্তুত ব্রাহ্মণদের থেকে আহরণ করা ধনই ভয়ংকর বিষ ; এটি আত্মসাৎ করলে জগতের কোনো ওষুধের দ্বারা তার প্রতিকার সম্ভব নয়॥ ৩৩ ॥

হলাহল বিষ ভোক্তারই প্রাণ হরণ করে থাকে এবং অগ্নিও জল দ্বারা প্রশমন করা সম্ভব হয় ; কিন্তু ব্রাহ্মণদের ধনরূপ অরণি দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন হয় তা সমস্ত কুলকে সমূলে বিনাশ করে থাকে॥ ৩৪ ॥

যদি ব্রাহ্মণ-সম্পদকে তার পূর্ণ সম্মতি ছাড়া ভোগ করা হয়, তাহলে ভোক্তা, তার পুত্র ও পৌত্রসহ তিন পুরুষ বিনষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু যদি অসদ্বুদ্ধিযুক্ত হয়ে বলপূর্বক তা উপভোগ করা হয় তাহলে উর্ধ্বতন দশ পুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষ নরকগামী হয় ॥ ৩৫ ॥

যে মূর্খ রাজা নিজ রাজৈশ্বর্যের মত্ততায় ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি অপহরণ করতে উদ্যত হয়, তার জেনে রাখা ভালো যে, তারা জেনেশুনে নরক গমনের পথ প্রশস্ত করছে। তারা লক্ষ করে না, কী ভয়ানক গভীর খাদে তারা পড়তে চলেছে॥ ৩৬ ॥

পরিবারসম্পন্ন উদারচিত্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেচ্চ যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।। ৩৯

অপহরণকারী উচ্ছৃঙ্খল রাজাকে সেই ব্রাহ্মণের অশ্রুমোচনে সিক্ত ধূলিকণাসম সংখ্যক বর্ষ ধরে কুম্ভীপাক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।। ৩৭-৩৮ ।।

নিজের অথবা অন্যের প্রদত্ত জীবনধারণের সাধন অপহরণ করলে, সেই অপহরণকারীকে ষাট সহস্র বৎসর পর্যন্ত বিষ্ঠার কীট হয়ে থাকতে হয়।। ৩৯ ।।

ন মে ব্রহ্মধনং ভূয়াদ্ যদ্ গৃদ্ধ্বাল্পায়ুষো নরাঃ[১]।
পরাজিতাশ্চ্যুতা রাজ্যাদ্ ভবন্ত্যুদ্বেজিনোঽহয়ঃ[২]।। ৪০

অতএব ব্রাহ্মণসম্পদ যেন ভুলেও আমার কোষাগার স্পর্শ না করে। কেননা ব্রাহ্মণ-সম্পদ অপহরণকারীর তো কথাই নেই, যে সেই ধন-সম্পত্তির কামনাও রাখে সেও রেহাই পায় না। ইহজন্মেই সে স্বল্পায়ু, শত্রুদ্বারা পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পরে অপরকে ক্লেশপ্রদানকারী সর্প-জন্ম লাভ করে থাকে।। ৪০ ।।

বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ।
ঘ্নন্তং বহু শপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ।। ৪১

অতএব হে স্বজনগণ ! ব্রাহ্মণ অপরাধ করলে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করবে না। ব্রাহ্মণ আঘাত করলে অথবা কটুবাক্য বর্ষণ অথবা অভিশাপ দিলেও তোমরা তাদের নিত্য সম্মান প্রদানই করবে।। ৪১ ।।

যথাহং প্রণমে বিপ্রাননুকালং সমাহিতঃ।
তথা নমত যূয়ং চ যোঽন্যথা মে স দণ্ডভাক্।। ৪২

আমি সতর্কতাপূর্বক ত্রিসন্ধ্যায় ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে থাকি, তোমরাও তাই করবে। যে আমার আদেশ অমান্য করবে তাকে আমি ক্ষমা করব না, শাস্তি দেব।। ৪২ ।।

ব্রাহ্মণার্থো হ্যপহৃতো হর্তারং পাতয়ত্যধঃ।
অজানন্তমপি হ্যেনং নৃগং ব্রাহ্মণগৌরিব।। ৪৩

যদি ব্রাহ্মণ-সম্পদ অপহরণ হয়ে যায় এবং এই অপহরণ সম্বন্ধে অজ্ঞাত হলেও অপহৃত সম্পদ সেই অপহরণকারীকে সত্বর অধঃপতনে ঠেলে দেয় ; যেমন ব্রাহ্মণের ধেনু না জেনে দান করায় নৃগ রাজার নরকে স্থান হয়েছিল।। ৪৩ ।।

এবং বিশ্রাব্য ভগবান্ মুকুন্দো দ্বারকৌকসঃ[৩]।
পাবনঃ সর্বলোকানাং বিবেশ নিজমন্দিরম্।। ৪৪

হে পরীক্ষিৎ ! ত্রিলোককে পবিত্রতা প্রদানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীদের এইরূপ উপদেশ প্রদান করে নিজ মহলে গমন করলেন।। ৪৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে[৪] নৃগোপাখ্যানং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৬৪ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের নৃগ উপাখ্যান নামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৬৪ ।।

---

[১]নৃপাঃ। [২]স্থি য়ো। [৩]দ্বারকাপ্রজাঃ। [৪]প্রাচীন বইতে 'উত্তরার্ধে' এই অংশটি নেই।

অথ পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

শ্রীবলরামের ব্রজগমন

শ্রীশুক[১] উবাচ

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীবলরামের মনে ব্রজভূমির নন্দাদি আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করবার প্রবল ইচ্ছা ও উৎকণ্ঠা ছিল। এইবার তিনি সেই উদ্দেশ্যে ব্রজে গমন করলেন॥ ১ ॥

পরিষ্বক্তশ্চিরোৎকণ্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব[২] চ।
রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ॥ ২

তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা গোপ গোপীসকলের মধ্যেও বহুদিন থেকেই ছিল। অতএব শ্রীবলরাম ব্রজে আগমন করলে তাঁদের আলিঙ্গন সহকারে তিনি অভ্যর্থিত হলেন। তিনি পিতা নন্দ ও মা যশোদাকে প্রণাম করলে তাঁরাও আশীর্বাদ সহকারে বলরামকে অভিনন্দিত করলেন॥ ২ ॥

চিরং নঃ পাহি দাশার্হ সানুজো জগদীশ্বরঃ।
ইত্যারোপ্যাঙ্কমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ॥ ৩

তাঁরা বললেন—'শ্রীবলরাম ! তুমি তো জগদীশ্বর। অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুমি আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর।' অতঃপর তাঁরা শ্রীবলরামকে ক্রোড়ে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের প্রেমাশ্রু শ্রীবলরামকে অভিষিক্ত করল॥ ৩ ॥

গোপবৃদ্ধাংশ্চ বিধিবদ্ যবিষ্ঠৈরভিবন্দিতঃ[৩]।
যথাবয়ো যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধমাত্মনঃ॥ ৪

অতঃপর বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম ও বয়ঃকনিষ্ঠদের আলিঙ্গন বিনিময় হতে লাগল। বয়স, বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ বিচারপূর্বক তিনি সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন॥ ৪ ॥

সমুপেত্যাথ গোপালান্ হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ।
বিশ্রান্তং সুখমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ পর্যুপাগতাঃ॥ ৫

পৃষ্টাশ্চানাময়ং স্বেষু প্রেমগদ্গদয়া গিরা।
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ॥ ৬

গোপবালকদের প্রীতিপূর্বক হস্তধারণ, সুমিষ্ট কথোপকথন ও হাস্যরসালাপযুক্ত আলিঙ্গন আদি করতে থাকলেন। শ্রীবলরামের ক্লান্তি দূর হলে তিনি সুখে উপবেশন করলেন। এইবার গোপগণ তাঁর নিকটে চলে এল। তারা তো কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য সমস্ত ভোগ, স্বর্গ আর মোক্ষ পর্যন্ত ত্যাগ করে বসেছিল। শ্রীবলরাম তাদের ও তাদের স্বজনদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা প্রেমবিহ্বল স্বরে তখন শ্রীবলরামকে জিজ্ঞাসা করল॥ ৫-৬ ॥

কচ্চিন্নো বান্ধবা রাম সর্বে[৪] কুশলমাসতে।
কচ্চিৎ স্মরথ নো রাম যূয়ং দারসুতান্বিতাঃ॥ ৭

হে শ্রীবলরাম ! শ্রীবসুদেবাদি আমাদের সকল বান্ধবগণ কুশলে আছেন তো ? আপনারা এখন গৃহস্থধর্ম পালন করছেন, সন্তান-সন্ততি সমৃদ্ধ হয়েছেন। আমাদের

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ [২]গোপগোপী.। [৩]শৈক্ষাভিবাদিতঃ। [৪]তে বৈ.।

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপো দিষ্ট্যা মুক্তাঃ সুহৃজ্জনাঃ।
নিহত্য নির্জিত্য রিপূন্ দিষ্ট্যা দুর্গং সমাশ্রিতাঃ।। ৮

গোপ্যো হসন্ত্যঃ পপ্রচ্ছু রামসন্দর্শনাদৃতাঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরস্ত্রীজনবল্লভঃ।। ৯

কচ্চিৎ স্মরতি বা বন্ধূন্ পিতরং মাতরং চ সঃ।
অপ্যসৌ[১] মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি।
অপি বা স্মরতেঽস্মাকমনুসেবাং মহাভুজঃ।। ১০

মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৄরপি।
যদর্থে জহিম দাশার্হ দুস্ত্যজান্ স্বজনান্ প্রভো।। ১১

তা নঃ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ সংছিন্নসৌহৃদঃ।
কথং নু তাদৃশং স্ত্রীভির্ন শ্রদ্ধীয়েত ভাষিতম্।। ১২

কথং নু গৃহ্নন্ত্যনবস্থিতাত্মনো
বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ।
গৃহ্নন্তি বৈ চিত্রকথস্য সুন্দর-
স্মিতাবলোকোচ্ছ্বসিতস্মরাতুরাঃ ।। ১৩

কথা আপনাদের কখনো মনে পড়ে কি ? ৭ ।।

আমাদের অতিবড় সৌভাগ্য যে আপনারা মহাপাপী কংসকে বধ করেছেন আর নিজ আত্মীয়স্বজনদের ভয়ানক ক্লেশ থেকে মুক্তি প্রদান করেছেন। আরও আনন্দের কথা যে আপনারা আরও বহু শত্রুদের বধ করেছেন অথবা পরাজিত করেছেন ; আর এখন অতি সুরক্ষিত দুর্গে নিবাস করছেন।। ৮ ।।

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীবলরামের দর্শনলাভ ও তাঁর প্রেমময় দৃষ্টির স্পর্শ গোপিনীদের বিহ্বল করে তুলেছিল। তারা তখন হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল—'প্রিয় শ্রীবলরাম ! নগরবাসী রমণীদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এখন কুশলে আছেন তো ?' ৯ ।।

তাঁর কখনো কি বন্ধু-বান্ধব এবং জনক-জননীর কথা মনে পড়ে ? তিনি কি তাঁর জননীকে দর্শন করবার জন্য একবারের জন্যও এখানে আসতে পারবেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কি আমাদের সেবার কথা স্মরণ করেন ? ১০ ।।

আপনি তো জানেন যে আত্মীয়স্বজনদের মমতা ত্যাগ করা কত কঠিন কার্য ! তবুও আমরা তাঁর জন্য মাতা, পিতা, ভাই-বন্ধু, পতি-পুত্র ও ভগিনী-কন্যাদের ত্যাগ করলাম। কিন্তু হে প্রভু ! তিনি আমাদের সৌহার্দ্য ও প্রেমবন্ধন ছিন্ন করে আমাদের ত্যাগ করে কোন দূরদেশে চলে গেলেন—আমাদের সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করলেন। ইচ্ছা করলে আমরা তাঁকে বিরত করতে পারতাম ; কিন্তু যখন তিনি বললেন—'আমি তোমাদের কাছে ঋণী, তোমাদের উপকার কখনো পরিশোধ করতে পারব না', —তখন এমন রমণী বিরল যে তাঁর সুমিষ্ট বচনকে বিশ্বাস করে বসবে না ! ১১-১২ ।।

এক গোপিনী বলল—'হে শ্রীবলরাম ! আমরা তো সহজ-সরল গ্রাম্য গোপরমণী মাত্র, তাঁর কথায় বিশ্বাস করে বসলাম। কিন্তু নগরের রমণীগণ তো বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা হয়ে থাকে। তারা তাহলে চঞ্চল ও অকৃতজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের কথায় কি করে বিভ্রান্ত হয় ? তাদের নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ বিভ্রান্ত করতে পারছেন না।' অন্য এক গোপিনী তার উত্তরে বলল—'ও সখী ! তুমি বুঝছ না। শ্রীকৃষ্ণ

[১]প্রাচীন বইতে 'অপ্যসৌ........মিষ্যতি' এই শ্লোকটি নেই।

কিং নস্তৎ কথায়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ।
যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ॥ ১৪

বাক্যবিন্যাসে অতি সুপটু। তাঁর এমন সুমিষ্ট হাসি ও নয়নে স্নিগ্ধ প্রেমে পরিপূর্ণ দৃষ্টি—যা নগরের রমণীগণকেও বিহ্বল করে থাকে, আর তারাও তাঁর কথার বিশ্বাস করে তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দেয়'॥ ১৩ ॥

তৃতীয় এক গোপি বলল—'আরে গোপি! তাঁর কথা আলোচনা করে আমাদের সময় নষ্ট করবার দরকার নেই। অন্য কথা আলোচনা করো। সেই নিষ্ঠুরের সময় যদি আমাদের সঙ্গ ছাড়াই কেটে যায় তাহলে দুঃখ হলেও আমাদের সময়ও কেটে যাবে'॥ ১৪ ॥

ইতি প্রহসিতং শৌরের্জল্পিতং চারু বীক্ষিতম্।
গতিং প্রেমপরিষ্বঙ্গং স্মরন্ত্যো রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ১৫

এইবার গোপীগণের ভাবনেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর স্মিতহাস্য, প্রেমে সিক্ত বাক্যালাপ, চারু কটাক্ষপাত, অনুপম হাবভাব ও প্রেমালিঙ্গনাদি দৃশ্য দর্শন হতে লাগল। সেই সকল সুমধুর স্মৃতিতে তন্ময় হয়ে তারা রোদনাকুল হয়ে পড়ল॥ ১৫ ॥

সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈর্হৃদয়ঙ্গমৈঃ।
সান্ত্বয়ামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ॥ ১৬

ভগবান শ্রীবলরাম নানাপ্রকার অনুনয়-বিনয়ে সুনিপুণ ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়স্পর্শী ও আনন্দদায়ক সংবাদ পরিবেশন করে গোপীদের সান্ত্বনা দিলেন॥ ১৬ ॥

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥ ১৭

বসন্তের দুই মাস—চৈত্র ও বৈশাখ শ্রীবলরামের গোকুলেই কেটে গেল। তিনি রাত্রিকালে গোপীদের সঙ্গে অবস্থান করে তাদের প্রেমের সংবর্ধন করেছিলেন। তিনিও যে ভগবান বলরাম! ১৭ ॥

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥ ১৮

শ্রীযমুনার তটে অবস্থিত উপবন তখন পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রালোকে প্লাবিত আর বাতাস কুমুদিনী সুবাসে আমোদিত হয়ে অতি ধীর গতিতে প্রবাহিত হয়েছিল। এইরূপ মনোরম পরিবেশে ভগবান শ্রীবলরাম সেই উপবনে গোপীদের সঙ্গে বিহার করেছিলেন॥ ১৮ ॥

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্ বনং সর্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ॥ ১৯

তখন বরুণদেব-কর্তৃক প্রেরিতা তাঁর কন্যা বারুণীদেবী মধুধারা রূপে বৃক্ষকোটির থেকে নির্গত হয়ে নিজ সুগন্ধে সমগ্র বনকে সুগন্ধিত করে দিয়েছিলেন॥ ১৯ ॥

তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং[১] পপৌ॥ ২০

বায়ু সেই সুগন্ধকে শ্রীবলরামকে উপহাররূপে প্রদান করেছিল। সুগন্ধ তাঁকে প্রসন্ন করেছিল। আকৃষ্ট হয়ে তিনি গোপীদের সঙ্গে সেই স্থানে উপনীত হয়ে

[১]পপৌ সমম্।

উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ।
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বললোচনঃ।। ২১

একসঙ্গে সেই সুগন্ধকে ধারণ করে সকলকে ধন্য করলেন।। ২০ ।।

গোপীমণ্ডলের মধ্যে তখন শ্রীবলরাম বিরাজ-মান। সকলেই তখন তাঁর চরিত্রগানে মত্ত। সকলের নয়নে আনন্দাশ্রু আর সকলেই বিচরণশীল।। ২১ ।।

স্রগ্ব্যেককুণ্ডলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
বিভ্রৎ স্মিতমুখাম্ভোজং স্বেদপ্রালেয়ভূষিতম্।। ২২

শ্রীবলরামের কণ্ঠে ছিল সুশোভন পুষ্পমাল্য। তার উপর ছিল বৈজয়ন্তী মালার সৌন্দর্য। আনন্দে উন্মত্ত শ্রীবলরামের এক কর্ণে ছিল মনোহর জ্যোতির্ময় কুণ্ডল। মুখকমলে ছিল সেই অনুপম স্বর্গীয় স্মিতহাস্য। বদনে স্বেদবিন্দুতে হিমকণার সৌন্দর্য নিহিত ছিল।। ২২ ।।

স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ।
নিজং[1] বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ।
অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ।। ২৩

এইরূপ সুন্দর ও সর্বশক্তিমান শ্রীবলরাম শ্রীযমুনাকে জলক্রীড়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন। শ্রীযমুনা তাঁকে মত্ত ভেবে তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন। জলক্রীড়ার জন্য তিনি এলেন না। তখন শ্রীবলরাম কুপিত হয়ে তাঁর লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তাঁকে আকর্ষণ করলেন।। ২৩ ।।

পাপে ত্বং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি ময়াহহহূতা।
নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্।। ২৪

অতঃপর তিনি শ্রীযমুনাকে বললেন—ওরে পাপিষ্ঠা যমুনা ! আমি আহ্বান করলাম তবুও তুই আসবার দরকার মনে করলি না। আমাকে অপমান করলি। তোর স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আমি তোকে শাস্তি দেব। এখনই তোকে এই লাঙ্গলাগ্র দিয়ে শতভাগে বিভক্ত করে ফেলব।। ২৪ ।।

এবং নির্ভর্ৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্।
উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ।। ২৫

শ্রীযমুনা এইরূপ শ্রীবলরাম দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে কম্পিতা ও ভীতা হয়ে পড়লেন। তিনি শ্রীবলরামের পদতলে পতিত হয়ে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন।। ২৫ ।।

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্।
যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে।। ২৬

হে লোকাভিরাম শ্রীবলরাম ! হে মহাবাহু ! আমার আপনার পরাক্রমের বিস্মৃতি হয়েছিল। হে জগৎপতি ! আমি জানি যে আপনার অংশমাত্র শ্রীশেষনাগ এই জগৎকে ধারণ করে থাকেন।। ২৬ ।।

পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ মামজানতীম্।
মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল।। ২৭

ভগবন্ ! আপনি পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন শ্রীভগবান। আপনার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃতি হেতুই আমার দ্বারা এই অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার শরণাগত, ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাকে কৃপা করে ছেড়ে দিন।। ২৭ ।।

ততো ব্যমুঞ্চদ্[2] যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ।
বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্।। ২৮

শ্রীযমুনার প্রার্থনায় ভগবান শ্রীবলরাম প্রসন্ন হলেন

[1]নৈতি। [2]মুঞ্চদ্ভগবান্ যাচিতো যমুনাং বলঃ।

কামং বিহৃত্য সলিলাদুত্তীর্ণায়াসিতাম্বরে।
ভূষণানি মহার্হাণি দদৌ কান্তিঃ শুভাং স্রজম্॥ ২৯

ও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর গজরাজ যেমনভাবে হস্তিনীদের সঙ্গে মত্ত হয়ে জলক্রীড়া করে থাকে তেমনভাবেই শ্রীবলরাম গোপীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে লাগলেন॥ ২৮ ॥

যখন তিনি জলবিহারে পরিতৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে এলেন তখন শ্রীলক্ষ্মী তাঁকে নীলাম্বর, বহুমূল্য অলংকার ও সমুজ্জ্বল কাঞ্চনমাল্য প্রদান করলেন॥ ২৯ ॥

বসিত্বা বাসসী নীলে মালামামুচ্য কাঞ্চনীম্।
রেজে স্বলঙ্কৃতো লিপ্তো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ॥ ৩০

তখন শ্রীবলরাম নীলাম্বর ধারণ করলেন। কণ্ঠে তাঁর কাঞ্চনমাল্য অনুপম সৌন্দর্য বিস্তার করল। চন্দনাদি অঙ্গরাগ ও সুন্দর অলংকারে বিভূষিত শ্রীবলরাম তখন যেন ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীসম সুন্দর ও রমণীয়॥ ৩০ ॥

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবর্ত্মনা।
বলস্যানন্তবীর্যস্য বীর্যং সূচয়তীব হি॥ ৩১

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীযমুনা এখনও শ্রীবলরাম দ্বারা চিহ্নিত পথে প্রবাহিতা। মনে হয় যেন তিনি এখনও অনন্তশক্তি ভগবান শ্রীবলরামের যশকীর্তনে যুক্ত আছেন॥ ৩১ ॥

এবং সর্বা নিশা যাতা একেব রমতো ব্রজে।
রামস্যাক্ষিপ্তচিত্তস্য মাধুর্যৈর্ব্রজযোষিতাম্॥ ৩২

শ্রীবলরাম ব্রজবাসী গোপীদের উপর বিমুগ্ধচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। কতকাল যে কেটে যাচ্ছে তা তিনি জানতে পারলেন না। বহুরাত্রিকে তিনি একরাত্রি বলে ভাবতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীবলরামের ব্রজবিহার চলতে থাকল॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে বলদেববিজয়ে যমুনাকর্ষণং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের বলরাম-বিজয়ে যমুনা আকর্ষণ নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

---

[১]ন্ধে যমুনাকর্ষণং পঞ্চষ.।

অথ ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ
ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়
পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজ উদ্ধার

শ্রীশুক[1] উবাচ

নন্দব্রজং গতে রামে করূষাধিপতির্নৃপ।
বাসুদেবোঽহমিত্যজ্ঞো দূতং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীবলরামের নন্দব্রজে গমনকালে করূষ দেশের মূঢ় রাজা পৌণ্ড্রক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে দূত প্রেরণ করে বার্তা পাঠাল—'আমিই ভগবান বাসুদেব'॥ ১ ॥

ত্বং বাসুদেবো ভগবানবতীর্ণো জগৎপতিঃ।
ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্মেন আত্মানমচ্যুতম্॥ ২

মূর্খ জনগণ রাজা পৌণ্ড্রককে প্রসন্ন করবার জন্য স্তুতি করে বলত—'আপনিই ভগবান বাসুদেব আর জগৎ উদ্ধার নিমিত্ত আপনার আগমন হয়েছে।' স্তুতিবাক্যকে সত্য জ্ঞান করে সেই মূর্খ নিজেকেই ভগবান মনে করে বসেছিল॥ ২ ॥

দূতং চ প্রাহিণোন্মন্দঃ কৃষ্ণায়াব্যক্তবর্ত্মনে।
দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপো বালকৃতোঽবুধঃ॥ ৩

বালকগণ ক্রীড়াকালে একজনকে রাজা বলে স্থির করে নেয় আর সেই বালক তখন অন্যদের সঙ্গে রাজোচিত ব্যবহার করে থাকে। মন্দমতি পৌণ্ড্রকও তেমন ব্যবহার করে বসল ; সে অচিন্ত্যগতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও রহস্য না জেনেই দ্বারকায় তাঁর কাছে দূত দ্বারা বার্তা প্রেরণ করল॥ ৩ ॥

দূতস্তু দ্বারকামেত্য সভায়ামাস্থিতং প্রভুম্।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং রাজসন্দেশমব্রবীৎ॥ ৪

পৌণ্ড্রকের দূত দ্বারকায় এসে রাজসভায় উপবিষ্ট কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তার রাজার বার্তা নিবেদন করল—॥ ৪ ॥

বাসুদেবোঽবতীর্ণোঽহমেক এব ন চাপরঃ।
ভূতানামনুকম্পার্থং ত্বং তু মিথ্যাভিধাং ত্যজ॥ ৫

যানি ত্বমস্মচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাদ্ বিভর্ষি সাত্বত।
ত্যক্ত্বেহি মাং ত্বং শরণং নো চেদ্ দেহি মমাহবম্॥ ৬

বার্তা এইরূপ ছিল—'আমিই স্বয়ং বাসুদেব। অন্য কেউ নয়। জীবদের উপর অনুকম্পা করে আমিই অবতার রূপে এসেছি। তুমি অনর্থক নিজেকে 'বাসুদেব' নামে পরিচয় দাও। এখনই তা তুমি পরিহার করো। হে যাদব ! তুমি মূঢ়তার বশীভূত হয়ে আমার সকল চিহ্ন ধারণ করে থাক। তা অবিলম্বে পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। এই কথা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করো॥ ৫-৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ

কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ।
উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! মন্দমতি পৌণ্ড্রকের এই দম্ভপূর্ণ কথা শুনে উগ্রসেনাদি সভাসদ্‌গণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে উঠলেন॥ ৭ ॥

উবাচ দূতং ভগবান্ পরিহাসকথামনু।
উৎস্রক্ষ্যে মূঢ় চিহ্নানি যৈস্ত্বমেবং বিকত্থসে॥ ৮

হাস্যাদির রব থেমে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

[1] বাদরায়ণিরুবাচ।

মুখং তদপিধায়াজ্ঞ কঙ্কগৃধ্রবটৈর্বৃতঃ।
শয়িষ্যসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাম্॥ ৯

পৌণ্ড্রকের ঔদ্ধত্যের উত্তর দিয়ে দূতকে বললেন —'তোমার রাজার কাছে প্রেরণ করবার বার্তা এইরূপ —'ওরে মূঢ়! আমি আমার চক্রাদি চিহ্ন ত্যাগ কখনো করব না। তোকে আর যাদের প্ররোচনায় তুই এইরূপ উদ্ধত আচরণ করেছিস তোর সেই বান্ধবদের বধ করবার জন্যই যখন এই চক্র নিক্ষিপ্ত হবে তখন তো ওরে মূর্খ! তুই নিজের মুখ লুকিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কঙ্ক, শকুন, বট আদি মাংসভোজী পক্ষীগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে শুয়ে থাকবি; আমার তুই শরণদাতা না হয়ে সেই সারমেয়গণের শরণাগত হয়ে যাবি যারা তোর মাংস খুবলে খাবে'॥ ৮-৯॥

ইতি দূতস্তমাক্ষেপং স্বামিনে সর্বমাহরৎ।
কৃষ্ণোঽপি রথমাস্থায় কাশীমুপজগাম হ॥ ১০

শ্রীভগবানের এই তিরস্কার পূর্ণ বার্তা দূতের মাধ্যমে পৌণ্ড্রকের নিকট পৌঁছে গেল। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করে কাশীর উপর আক্রমণ করলেন। (কারণ পৌণ্ড্রক তখন তার সুহৃদ কাশীরাজের কাছে অবস্থান করছিল)॥ ১০॥

পৌণ্ড্রকোঽপি তদুদ্যোগমুপলভ্য মহারথঃ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তো নিশ্চক্রাম পুরাদ্ দ্রুতম্॥ ১১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আক্রমণের খবর পেয়েই মহারথী পৌণ্ড্রক দুই অক্ষৌহিণী সেনা সহিত তৎক্ষণাৎ নগর থেকে বেরিয়ে এল॥ ১১॥

তস্য কাশিপতির্মিত্রং পার্ষ্ণিগ্রাহোঽন্বয়ান্নৃপ।
অক্ষৌহিণীভিস্তিসৃভিরপশ্যৎ পৌণ্ড্রকং হরিঃ॥ ১২

কাশীর রাজা পৌণ্ড্রকের মিত্র ছিল। অতএব সেও তার মিত্রকে সাহায্য করবার নিমিত্ত তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে তাকে সাহায্য করতে এল। হে পরীক্ষিৎ! এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি পৌণ্ড্রকের উপর পড়ল॥ ১২॥

শঙ্খার্যসিগদাশার্ঙ্গশ্রীবৎসাদ্যুপলক্ষিতম্।
বিভ্রাণং কৌস্তুভমণিং বনমালাবিভূষিতম্॥ ১৩

পৌণ্ড্রকও শঙ্খ, চক্র, তরবারি, গদা, শার্ঙ্গধনুক এবং শ্রীবৎস চিহ্নাদি ধারণ করেছিল। তার বক্ষঃস্থলে কৃত্রিম কৌস্তুভমণি ও বনমালাও ছিল॥ ১৩॥

কৌশেয়বাসসী পীতে বসানং গরুড়ধ্বজম্।
অমূল্যমৌল্যাভরণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ১৪

তার অঙ্গে ছিল কৌষেয় পীতাম্বর। রথধ্বজে গরুড়চিহ্নও লাগিয়ে রেখেছিল। তার মস্তকে অমূল্য কিরীট ও কর্ণদ্বয়ে মকরাকৃতি কুণ্ডল ঝকমক করছিল॥ ১৪॥

দৃষ্ট্বা তমাত্মনস্তুল্যবেষং কৃত্রিমমাস্থিতম্।
যথা নটং রঙ্গগতং বিজহাস ভৃশং হরিঃ॥ ১৫

কৃত্রিম বেশভূষায় সজ্জিত পৌণ্ড্রককে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো অভিনেতা অভিনয় করবার নিমিত্ত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছে। তাঁর বেশভূষাকে অনুকরণ করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চকণ্ঠে হাস্যমুখর হয়ে উঠলেন॥ ১৫॥

শূলৈর্গদাভিঃ পরিঘৈঃ শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসতোমরৈঃ।
অসিভিঃ পট্টিশৈর্বাণৈঃ প্রাহরন্নরয়ো হরিম্॥ ১৬

এইবার শত্রুগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর ত্রিশূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, তরবারি, পট্টিশ

কৃষ্ণস্তু তৎ পৌণ্ড্রককাশিরাজয়ো-
র্বলং গজস্যন্দনবাজিপত্তিমৎ।
গদাসিচক্রেষুভিরার্দয়দ্ ভৃশং
যথা যুগান্তে হুতভুক্ পৃথক্ প্রজাঃ।। ১৭

এবং বাণ আদি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা প্রহার করল।। ১৬ ।।

প্রলয়কালীন অগ্নি যেমন সকল প্রাণীকেই ভস্মীভূত করে দেয় তেমনভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গদা, তরবারি, চক্র এবং বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের হস্তী, অশ্ব, পদাতিক সমন্বিত চতুরঙ্গসেনা তছনছ করে দিলেন।। ১৭ ।।

আয়োধনং তদ্রথবাজিকুঞ্জর-
দ্বিপৎখরোষ্ট্রৈররিণাবখণ্ডিতৈঃ ।
বভৌ চিতং মোদবহং মনস্বিনা-
মাক্রীড়নং ভূতপতেরিবোল্বণম্।। ১৮

সেই রণাঙ্গন শ্রীভগবানের চক্রে খণ্ডিত রথ, অশ্ব, গজ, পদাতিক, গর্দভ এবং উষ্ট্রে ঢেকে গেল। তখন মনে হচ্ছিল যেন তা ভগবান ভূতনাথ শংকরের ভয়ংকর ক্রীড়াস্থল। সেই দৃশ্য দেখে শৌর্যবীর্যসম্পন্নগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল।। ১৮ ।।

অথাহ পৌণ্ড্রকং শৌরির্ভো ভোঃ পৌণ্ড্রক যদ্ ভবান্।
দূতবাক্যেন মামাহ তান্যস্ত্রাণ্যুৎসৃজামি তে।। ১৯

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন —'ওহে পৌণ্ড্রক! তুই তোর দূতমুখে বার্তায় বলেছিলি যে আমি যেন তোর চিহ্ন অস্ত্রশস্ত্রাদি ত্যাগ করি। তাই আমি সেই সকল তোর উপর ত্যাগ করছি।। ১৯ ।।

ত্যাজয়িষ্যেঽভিধানং মে যৎত্বয়াজ্ঞ মৃষা ধৃতম্।
ব্রজামি শরণং তেঽদ্য যদি নেচ্ছামি সংযুগম্।। ২০

তুই অনর্থক আমার 'বাসুদেব' নাম ধারণ করেছিস। ওরে মূর্খ! এইবার আমি তোকে নামবিহীন করে দিচ্ছি। আর তোর শরণাগত হয়ে থাকার কথা! তা তো যদি আমি তোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে না পারি তবেই তো তোর শরণাগত হওয়া! ২০ ।।

ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈর্বাণৈর্বিরথীকৃত্য পৌণ্ড্রকম্।
শিরোঽবৃশ্চদ্ রথাঙ্গেন বজ্রেণেন্দ্রো যথা গিরেঃ।। ২১

এইভাবে তিরস্কার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের রথকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেললেন। আর যেমনভাবে ইন্দ্র তার বজ্র প্রয়োগ করে পর্বতশিখর ধ্বংস করেছিল তেমন ভাবেই শ্রীভগবান চক্রদ্বারা পৌণ্ড্রকের মস্তক ছেদন করলেন।। ২১ ।।

তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ।
ন্যপাতয়ৎ কাশিপুর্যাং পদ্মকোশমিবানিলঃ।। ২২

অতঃপর শ্রীভগবান নিজ বাণদ্বারা কাশীরাজের মস্তক অঙ্গচ্যুত করে আকাশ পথে কাশী নগরে নিক্ষেপ করলেন। মনে হল যেন বায়ু হেলায় পদ্মকোষকে ছিন্ন করে ফেলল।। ২২ ।।

এবং মৎসরিণং হত্বা পৌণ্ড্রকং সসখং হরিঃ।
দ্বারকামাবিশৎ সিদ্ধৈর্গীয়মানকথামৃতঃ।। ২৩

এইভাবে শত্রুভাবাপন্ন পৌণ্ড্রক ও তার সখা কাশীরাজকে বধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ রাজধানী দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন। সিদ্ধগণ তাঁর অমৃতময় কথামৃত কীর্তন করতে লাগল।। ২৩ ।।

স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ।
বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োঽভবৎ।। ২৪

পরীক্ষিৎ! পৌণ্ড্রক শ্রীভগবানের বৈরীভাবাপন্ন থেকে সতত তাঁকে চিন্তা করতে থাকত, তাই তার বন্ধন সকল ছিন্ন হয়ে গেল। সে শ্রীভগবানের অনুরূপ কৃত্রিম বেশ ধারণ করে থাকত। অতএব সর্বদাই সেই

শিরঃ পতিতমালোক্য রাজদ্বারে সকুণ্ডলম্।
কিমিদং কস্য বা বক্ত্রমিতি সংশিশ্যিরে জনাঃ॥ ২৫

রাজ্ঞঃ কাশিপতের্জ্ঞাত্বা মহিষ্যঃ পুত্রবান্ধবাঃ।
পৌরাশ্চ হা হতা রাজন্ নাথ নাথেতি প্রারুদন্॥ ২৬

সুদক্ষিণস্তস্য সুতঃ কৃত্বা সংস্থাবিধিং পিতুঃ।
নিহত্য পিতৃহন্তারং যাস্যাম্যপচিতিং পিতুঃ॥ ২৭

ইত্যাত্মনাভিসন্ধায় সোপাধ্যায়ো মহেশ্বরম্।
সুদক্ষিণোঽর্চয়ামাস পরমেণ সমাধিনা॥ ২৮

প্রীতোঽবিমুক্তে ভগবাংস্তস্মৈ বরমদাদ্ ভবঃ।
পিতৃহন্তৃবধোপায়ং স বব্রে বরমীপ্সিতম্॥ ২৯

দক্ষিণাগ্নিং পরিচর ব্রাহ্মণৈঃ সমমৃত্বিজম্।
অভিচারবিধানেন স চাগ্নিঃ প্রমথৈর্বৃতঃ॥ ৩০

সাধয়িষ্যতি সঙ্কল্পমব্রহ্মণ্যে প্রযোজিতঃ।
ইত্যাদিষ্টস্তথা চক্রে কৃষ্ণায়াভিচরন্ ব্রতী॥ ৩১

ততোঽগ্নিরুত্থিতঃ কুণ্ডান্মূর্তিমানতিভীষণঃ।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুরঙ্গারোদ্গারিলোচনঃ ॥ ৩২

রূপের স্মরণ হওয়ায় সে শ্রীভগবানের সারূপ্যই লাভ করল॥ ২৪ ॥

এদিকে কাশীতে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে এক কুণ্ডলমণ্ডিত নরমুণ্ড পড়ে থাকতে দেখে জনগণ আশ্চর্য হয়ে গেল। নানারকম সন্দেহ করে তারা ভাবতে লাগল—'এইটা আবার কী। কার মুণ্ড ?' ২৫ ॥

যখন তারা বুঝতে পারল যে, তা কাশীরাজেরই মুণ্ড তখন রানিগণ, পুত্রগণ, আত্মীয়স্বজনগণ ও নাগরিকগণ রোদনাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগল—'হা নাথ ! হা রাজন্ ! হায় হায় আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল'॥ ২৬ ॥

কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন করে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বিবেচনা করল। সে পিতৃহন্তাকে বধ করে পিতৃঋণ পরিশোধ করবার সংকল্প গ্রহণ করে নিজ কুলপুরোহিত ও আচার্যদের সাহায্যে একাগ্রচিত্ত হয়ে ভগবান শংকরের আরাধনায় যুক্ত হল॥ ২৭-২৮ ॥

কাশী নগরে তার আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান শংকর বর দান করতে চাইলেন। সুদক্ষিণ তার অভীষ্ট বর যাচনা করে বলল—'পিতৃহন্তাকে বধ করবার পথ বলে দিন'॥ ২৯ ॥

ভগবান শংকর বললেন—'তুমি ব্রাহ্মণদের সহযোগে যজ্ঞের দেবতা ঋত্বিকভূত দক্ষিণাগ্নির অভিচারবিধি দ্বারা আরাধনা করো। তাতে সেই অগ্নি প্রমথদের সহিত প্রকাশিত হলে যদি তা ব্রাহ্মণদের অহিতকারী ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা হয় তা তোমার সংকল্প সিদ্ধ করবে। ভগবান শংকরের কাছে এইরূপ আদেশ লাভ করে সুদক্ষিণ অনুষ্ঠানের সকল নিয়ম অবলম্বন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অভিচার (মারণের পুরশ্চরণ) করতে থাকল॥ ৩০-৩১ ॥

অভিচার কার্য সম্পন্ন হতেই যজ্ঞকুণ্ড থেকে অতি ভীষণদর্শন অগ্নিমূর্তি দেখা গেল। তার আকৃতি, কেশ, শ্মশ্রু-গুম্ফ সকল ছিল উত্তপ্ত তাম্রবর্ণ। নয়ন থেকে অঙ্গার বর্ষণ হচ্ছিল॥ ৩২ ॥

দংষ্ট্রোগ্রভ্রুকুটীদণ্ডকঠোরাস্যঃ[১] স্বজিহ্বয়া।
আলিহন্ সৃক্কিণী নগ্নো বিধুন্বংস্ত্রিশিখং জ্বলৎ॥ ৩৩

উগ্র শ্মশ্রু ও বক্র ভ্রূকুটি বদন থেকে ক্রূরতা বর্ষণ করছিল। মূর্তি জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠ প্রান্ত লেহন করছিল। শরীর বসনহীন ছিল। হস্তের ত্রিশূল ইতস্তত ঘূর্ণায়মান করার ফলে তার থেকে লেলিহান অগ্নি শিখার বিচ্ছুরণ হচ্ছিল॥ ৩৩ ॥

পদ্‌ভ্যাং তালপ্রমাণাভ্যাং কম্পয়ন্নবনীতলম্।
সোঽভ্যধাবদ্[২] বৃতো ভূতৈর্দ্বারকাং প্রদহন্ দিশঃ॥ ৩৪

তালবৃক্ষসম বৃহৎ পদদ্বয়যুক্ত সেই ভয়ংকর মূর্তি প্রবল বেগে ভূতল কম্পিত ও লেলিহান শিখাদ্বারা দশ দিক দগ্ধ করতে করতে দ্বারকা অভিমুখে ধাবিত হল ও দেখতে দেখতে দ্বারকায় উপস্থিত হল। প্রচুর সংখ্যক অগ্নি প্রমথগণও তার সঙ্গে ছিল॥ ৩৪ ॥

তমাভিচারদহনমায়ান্তং দ্বারকৌকসঃ।
বিলোক্য তত্রসুঃ সর্বে বনদাহে মৃগা[৩] যথা॥ ৩৫

সেই অভিচার-অগ্নিকে অতি নিকটে প্রত্যক্ষ করে দ্বারকাবাসীগণ দাবাগ্নিতে ভীত মৃগসম শঙ্কিত হয়ে পড়ল॥ ৩৫ ॥

অক্ষৈঃ সভায়াং ক্রীড়ন্তং ভগবন্তং ভয়াতুরাঃ।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রিলোকেশ বহ্নেঃ প্রদহতঃ পুরম্॥ ৩৬

দ্বারকাবাসীগণ ভীত হয়ে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হল। শ্রীভগবান তখন সভাতে পাশা খেলছিলেন। তারা শ্রীভগবানকে প্রার্থনা করে বলল—'হে ত্রিলোকনাথ ! এক ভয়ংকর অগ্নি দ্বারকাকে ভস্মীভূত করতে উদ্যত। আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আপনি ছাড়া অন্য কেউই আমাদের রক্ষা করতে পারবে না'॥ ৩৬ ॥

শ্রুত্বা তজ্জনবৈক্লব্যং দৃষ্ট্বা স্বানাং চ সাধ্বসম্।
শরণ্যঃ সম্প্রহস্যাহ মা ভৈষ্টেত্যবিতাস্ম্যহম্॥ ৩৭

শরণাগতবৎসল শ্রীভগবান দেখলেন যে তাঁর স্বজনগণ ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ও উচ্চৈঃস্বরে সকাতরে প্রার্থনা করছেন। তিনি হেসে তাদের অভয় দান করে বললেন—'ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আমি তোমাদের রক্ষা করব'॥ ৩৭ ॥

সর্বস্যান্তর্বহিঃসাক্ষী কৃত্যাং মাহেশ্বরীং বিভুঃ।
বিজ্ঞায় তদ্বিঘাতার্থং পার্শ্বস্থং চক্রমাদিশৎ॥ ৩৮

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবান সর্বজ্ঞ—সকলের বাহ্যান্তরের খবর তাঁর জানা। তিনি বুঝলেন যে অগ্নিটি হল কাশী থেকে আসা মাহেশ্বরী-কৃত্যা। তাকে প্রতিহত করবার জন্য তিনি নিজ পার্শ্বস্থ সুদর্শনচক্রকে আদেশ দিলেন॥ ৩৮ ॥

তৎ সূর্যকোটিপ্রতিমং সুদর্শনং
জাজ্বল্যমানং প্রলয়ানলপ্রভম্।
স্বতেজসা খং ককুভোঽথ রোদসী
চক্রং মুকুন্দাস্ত্রমথাগ্নিমার্দয়ৎ॥ ৩৯

সুদর্শনচক্র হল ভগবান মুকুন্দের অতি প্রিয় অস্ত্র যা কোটি কোটি সূর্যসম তেজস্বী ও প্রলয়কালীন অগ্নিসম জাজ্বল্যমান। তার তেজে আকাশ, দিকসকল ও অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ সেই অভিচার অগ্নিকে নিপীড়িত করল॥ ৩৯ ॥

কৃত্যানলঃ প্রতিহতঃ স রথাঙ্গপাণে-
রস্ত্রৌজসা স নৃপ ভগ্নমুখো নিবৃত্তঃ।
বারাণসীং পরিসমেত্য সুদক্ষিণং তং[৪]
সর্ত্বিগ্‌জনং সমদহৎ স্বকৃতোঽভিচারঃ॥ ৪০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সুদর্শনচক্রের শক্তিতে

[১]চণ্ড.। [২]দদ্রুতৈঃ পাদৈর্দ্বা.। [৩]যথা মৃগাঃ। [৪]তমৃত্বিক্সমেতমদহ.।

চক্রং চ বিষ্ণোস্তদনুপ্রবিষ্টং
বারাণসীং সাট্টসভালয়াপণাম্।
সগোপুরাট্টালককোষ্ঠসঙ্কুলাং
সকোশহস্ত্যশ্বরথান্নশালাম্ ॥ ৪১

দগ্ধ্বা বারাণসীং সর্বাং বিষ্ণোশ্চক্রং[১] সুদর্শনম্।
ভূয়ঃ পার্শ্বমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ॥ ৪২

য এতচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্য উত্তমঃশ্লোকবিক্রমম্।
সমাহিতো বা শৃণুয়াৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৪৩

কৃত্যারূপ অগ্নি ভগ্নমুখ হয়ে গেল, শক্তি কুণ্ঠিত ও তেজ নষ্ট হয়ে গেল। সে দ্বারকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কাশীতে উপস্থিত হল ও আচার্যদের সঙ্গে সুদক্ষিণকে দগ্ধ করে ভস্মসাৎ করে দিল। এইভাবে সেই অভিচার তারই বিনাশের কারণ হল॥ ৪০ ॥

কৃত্যার অনুসরণ করতে করতে সুদর্শনচক্রও কাশীতে উপস্থিত হল। কাশী তখন বৃহৎ অট্টালিকা, সভাগৃহ, পণ্যবিক্রয়কেন্দ্র, নগরদ্বার, দ্বার শিখর, প্রাচীর, ধনাগার, গজ, অশ্ব, রথ এবং অন্ন সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠ আদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র সম্পূর্ণ কাশীকে দগ্ধ করে ভস্মীভূত করে দিল। অতঃপর সে পরমানন্দময় লীলাসম্পাদনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গেল॥ ৪১-৪২ ॥

যে ব্যক্তি পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কীর্তিকে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ অথবা তার কীর্তন করে সে সকল পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[২] উত্তরার্ধে পৌণ্ড্রকাদিবধো নাম ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের পৌণ্ড্রকাদি বধ নামক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

[১]বিষ্ণুচক্রং। [২]ন্ধে পৌণ্ড্রককাশিরাজবধঃ ষট.।

অথ সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

দ্বিবিদ উদ্ধার

রাজোবাচ

ভূয়োঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি রামস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য যদন্যৎ কৃতবান্ প্রভুঃ॥ ১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবান শ্রীবলরাম সর্বশক্তিমান, সৃষ্টি প্রলয় সীমার অতীত অনন্ত স্বয়ং। তাঁর স্বরূপ, গুণ, লীলা আদি মন, বুদ্ধি আদির অগোচর। তাঁর লীলাসকল লোকব্যবহারের দৃষ্টিতে অনন্য ও অলৌকিক। তিনি আরও যে সকল অদ্ভুত কার্য করেছিলেন তা আমি পুনরায় শ্রবণ করতে ইচ্ছুক॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

নরকস্য সখা কশ্চিদ্ দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
সুগ্রীবসচিবঃ সোঽথ ভ্রাতা মৈন্দস্য বীর্যবান্॥ ২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! দ্বিবিধ নামে এক বানর ছিল। সে ভৌমাসুরের সখা, সুগ্রীবের মন্ত্রী ও মৈন্দের শক্তিধর ভ্রাতা ছিল॥ ২ ॥

সখ্যুঃ সোঽপচিতিং কুর্বন্ বানরো রাষ্ট্রবিপ্লবম্।
পুরগ্রামাকরান্ ঘোষানদহদ্ বহ্নিমুৎসৃজন্[১]॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ভৌমাসুর বধ হয়েছে শুনে সে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা চিন্তা করল। তখন সে মিত্রের ঋণ পরিশোধ নিমিত্ত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করতে লাগল। দ্বারকার নগর, গ্রাম, খনি ও ঘোষপল্লীসমূহে অগ্নি সংযোগ করে সে সবকিছু দগ্ধ করতে শুরু করল॥ ৩ ॥

ক্বচিৎ স শৈলানুৎপাট্য তৈর্দেশান্ সমচূর্ণয়ৎ।
আনর্তান্ সুতরামেব যত্রাস্তে মিত্রহা হরিঃ॥ ৪

কখনো কখনো সে পর্বত উৎপাটন করে তার দ্বারা বহু কিছু ধ্বংস করত। তার কুকর্ম বিশেষভাবে আনর্ত দেশে সীমাবদ্ধ থাকত কারণ তার মিত্রহন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাস যে সেইখানে॥ ৪ ॥

ক্বচিৎ সমুদ্রমধ্যস্থো দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য তজ্জলম্।
দেশান্ নাগাযুতপ্রাণো বেলাকূলানমজ্জয়ৎ॥ ৫

দ্বিবিধ বানর দশসহস্র গজসমতুল বলবান ছিল। সে কখনো কখনো সমুদ্রে নেমে পড়ে হস্তদ্বারা এত জল আলোড়িত করত সে উপকূলবর্তী স্থানসমূহ জলপ্লাবিত হয়ে যেত॥ ৫ ॥

আশ্রমানৃষিমুখ্যানাং[২] কৃত্বা ভগ্নবনস্পতীন্।
অদূষয়চ্ছকৃন্মূত্রৈরগ্নীন্ বৈতানিকান্ খলঃ॥ ৬

সেই দুষ্ট বানর মহান ঋষিমুনিদের আশ্রমের লতাপাতা গুল্মাদি ভেঙে তছনছ করে দিত ; যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করে যজ্ঞস্থলকে অপবিত্র করে দিত॥ ৬ ॥

পুরুষান্ যোষিতো দৃপ্তঃ ক্ষ্মাভৃদ্দ্রোণীগুহাসু সঃ।
নিক্ষিপ্য চাপ্যধাচ্ছৈলৈঃ পেশস্কারীব কীটকম্॥ ৭

যেমন কাচপোকা অন্য পোকাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের গর্তে বন্দী করে রাখে, তেমন ভাবেই সেই মদোমত্ত বানর নারী-পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে পর্বত

[১]ক্ষিপন্ ভূশম্। [২]মুনিমুখ্যানাং।

এবং দেশান্ বিপ্রকুর্বন্ দূষয়ংশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ।
শ্রুত্বা সুললিতং গীতং গিরিং রৈবতকং যযৌ॥ ৮
তত্রাপশ্যদ্ যদুপতিং রামং পুষ্করমালিনম্।
সুদর্শনীয়সর্বাঙ্গং ললনাযূথমধ্যগম্॥ ৯
গায়ন্তং বারুণীং পীত্বা মদবিহ্বললোচনম্।
বিভ্রাজমানং বপুষা প্রভিন্নমিব[1] বারণম্॥ ১০
দুষ্টঃ শাখামৃগঃ শাখামারূঢ়ঃ কম্পয়ন্[2] দ্রুমান্।
চক্রে কিলকিলাশব্দমাত্মানং সম্প্রদর্শয়ন্॥ ১১
তস্য ধার্ষ্ট্যং কপের্বীক্ষ্য তরুণ্যো জাতিচাপলাঃ।
হাস্যপ্রিয়া বিজহসুর্বলদেবপরিগ্রহাঃ॥ ১২
তা হেলয়ামাস কপির্ভ্রূক্ষেপৈঃ সম্মুখাদিভিঃ।
দর্শয়ন্ স্বগুদং তাসাং রামস্য চ নিরীক্ষতঃ॥ ১৩
তং গ্রাব্ণা প্রাহরৎ ক্রুদ্ধো বলঃ প্রহরতাং বরঃ।
স বঞ্চয়িত্বা গ্রাবাণং মদিরাকলশং কপিঃ॥ ১৪
গৃহীত্বা হেলয়ামাস ধূর্তস্তং কোপয়ন্ হসন্।
নির্ভিদ্য কলশং দুষ্টো বাসাংস্যাস্ফালয়দ্ বলম্॥ ১৫
কদর্থীকৃত্য বলবান্ বিপ্রচক্রে মদোদ্ধতঃ।
তং তস্যাবিনয়ং দৃষ্ট্বা দেশাংশ্চ তদুপদ্রুতান্॥ ১৬
ক্রুদ্ধো মুসলমাদত্ত হলং চারিজিঘাংসয়া।
দ্বিবিদোঽপি মহাবীর্যঃ শালমুদ্যম্য পাণিনা॥ ১৭
অভ্যেত্য তরসা তেন বলং মূর্ধন্যতাড়য়ৎ।
তং তু সঙ্কর্ষণো মূর্ধ্নি পতন্তমচলো যথা॥ ১৮
প্রতিজগ্রাহ বলবান্ সুনন্দেনাহনচ্চ তম্।
মুসলাহতমস্তিষ্কো বিরেজে রক্তধারয়া॥ ১৯
গিরির্যথা গৈরিকয়া প্রহারং নানুচিন্তয়ন্।
পুনরন্যং সমুৎক্ষিপ্য কৃত্বা নিষ্পত্রমোজসা॥ ২০
তেনাহনৎ সুসংক্রুদ্ধস্তং বলঃ শতধাচ্ছিনৎ।
ততোঽন্যেন রুষা জঘ্নে তং চাপি শতধাচ্ছিনৎ॥ ২১

কন্দরে ও গিরিগহ্বরে বন্দী করে রাখত॥ ৭ ॥

এইভাবে সে দেশবাসীদের উৎপীড়ন তো করতই, কুলস্ত্রীদেরও দূষিত করে দিত। একবার সেই দুষ্ট বানর সুললিত সংগীত শ্রবণ করে রৈবতক পর্বতে গেল॥ ৮ ॥

সেইখানে সে দেখল যে যদুকুল শিরোমণি শ্রীবলরাম পরমা সুন্দরী ললনাদের মধ্যে বিরাজমান রয়েছেন। তাঁকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও দর্শনীয় মনে হচ্ছিল। তাঁর বক্ষঃস্থলে লম্বিত কমলপুষ্পমালা সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ প্রদান করছিল॥ ৯ ॥

তিনি বারুণী মদিরা পান করে মধুর সংগীতে মত্ত হয়েছিলেন। আনন্দোন্মাদে তাঁর নয়নযুগল বিহ্বল হয়েছিল। তাঁকে দেখে মদমত্ত গজরাজ বলে মনে হচ্ছিল॥ ১০ ॥

সেই দুষ্ট বানর বৃক্ষশাখায় চড়ে সেটি নাড়াতে থাকল। কখনো সে রমণীদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিকটভাবে টিটকারি দিতে লাগল॥ ১১ ॥

যুবতী ললনাগণ স্বভাবচপলা ও হাস্যপরিহাস প্রিয় হয়ে থাকে। বানরের ধৃষ্টতা দেখে তারা হাসতে লাগল॥ ১২ ॥

এইবার সেই মর্কট, ভগবান শ্রীবলরামের সম্মুখেই রমণীদের উদ্দেশ্যে ভ্রূকুঞ্চন, সম্মুখগমন ও তর্জনগর্জন সহিত মুখভঙ্গি করতে লাগল॥ ১৩ ॥

বীরপ্রবর শ্রীবলরাম মর্কটের কীর্তিকলাপ দেখে অতিশয় বিরক্ত হলেন। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করলে দ্বিবিধ তা এড়িয়ে গেল। এইবার তাঁকে উত্তেজিত করবার জন্য সে মদিরাকলস কেড়ে নিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল আর রমণীদের বস্ত্র নিয়ে টানাটানি করতে শুরু করল। সেই দুষ্ট, শ্রীবলরামকে উপহাস করে ক্রোধান্বিত করতে সচেষ্ট হল॥ ১৪-১৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! বলবান মদোন্মত্ত দ্বিবিধ এইভাবে শ্রীবলরামকে অবজ্ঞা ও অত্যধিক তিরস্কার করতে থাকলে তিনি কুপিত হলেন। মর্কটের ধৃষ্টতা ও উৎপীড়িত জনগণের দুর্দশার কথা বিচার করে তাকে বধ করবার নিমিত্ত তিনি মুষল ও লাঙল তুলে নিলেন। দ্বিবিদও অতি বলবান। সে এক হাতে এক শালবৃক্ষ উৎপাটন করে

[1]প্রমত্তমিব। [2]ঘনরুষা।

এবং যুধ্যান্ ভগবতা ভগ্নে ভগ্নে পুনঃ পুনঃ।
আকৃষ্য সর্বতো বৃক্ষান্ নির্বৃক্ষমকরোদ্ বনম্।। ২২

তততোঽমুঞ্চচ্ছিলাবর্ষং বলস্যোপর্যমর্ষিতঃ।
তৎ সর্বং চূর্ণয়ামাস লীলয়া মুসলায়ুধঃ।। ২৩

স বাহূ তালসঙ্কাশৌ মুষ্টীকৃত্য কপীশ্বরঃ।
আসাদ্য রোহিণীপুত্রং তাভ্যাং বক্ষস্যরূরুজৎ।। ২৪

যাদবেন্দ্রোঽপি তং দোর্ভ্যাং ত্যক্ত্বা মুসললাঙ্গলে[1]।
জত্রাবভ্যর্দয়ৎ ক্রুদ্ধঃ সোঽপতদ্ রুধিরং বমন্।। ২৫

চকম্পে তেন পততা সটঙ্কঃ সবনস্পতিঃ।
পর্বতঃ কুরুশার্দূল বায়ুনা নৌরিবাম্ভসি।। ২৬

দৌড়ে শ্রীবলরামের কাছে এসে তা দিয়ে সজোরে তাঁকে আঘাত করল। ভগবান শ্রীবলরাম পর্বতসম অবিচল রইলেন। তিনি হাত দিয়ে সেই বৃক্ষাঘাত প্রতিরোধ করলেন ও দ্বিবিদের উপর সুনন্দ নামক মুষল প্রহার করলেন। মুষলাঘাতে দ্বিবিদ মস্তকে আঘাত পেল আর তার মস্তক থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন পর্বত থেকে গৈরিক স্রোত নেমে আসছে। সে কিন্তু মস্তক বিদীর্ণ হওয়াকে অগ্রাহ্য করল আর কুপিত হয়ে আর একটি বৃক্ষ উৎপাটিত করে নিল। অতঃপর সে বৃক্ষকে পত্রাদিরহিত করে তা দিয়ে শ্রীবলরামকে সজোরে প্রহার করল। শ্রীবলরাম সেই বৃক্ষকে শতখণ্ডে ছেদন করে দিলেন। অতঃপর দ্বিবিদ ভয়ানক ক্রোধে অন্য এক বৃক্ষের দ্বারা তাঁকে আঘাত করল। ভগবান তাকেও শতধা বিভক্ত করে দিলেন।। ১৬-২১ ।।

এইভাবে দ্বিবিদ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। বৃক্ষের পর বৃক্ষ উৎপাটিত করে মর্কটটি তার দ্বারা আঘাত করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে শেষে সম্পূর্ণ বনই বৃক্ষহীন হয়ে গেল।। ২২ ।।

বৃক্ষ না থাকায় দ্বিবিদ মর্কট আরও ক্রোধান্বিত হল। সে সক্রোধে বিশালাকার প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু ভগবান শ্রীবলরাম মুষল দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে সেই সকল শিলাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন।। ২৩ ।।

অনন্তর ওই কপিরাজ দ্বিবিদ নিজ তালবৃক্ষসম বিশাল বাহুদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করে রোহিণীনন্দন শ্রীবলরামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে তাঁর বক্ষঃস্থলে আঘাত করল।। ২৪ ।।

এইবার যদুবংশ শ্রেষ্ঠ শ্রীবলরাম মুষল ও লাঙলাদি অস্ত্র ত্যাগ করে সক্রোধে বাহুদ্বয় দ্বারা তার পাঁজরে প্রহার করলেন। সেই আঘাতে মর্কটটি রক্তবমন করতে করতে তখনই ভূতলে পতিত হল।। ২৫ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে যেমন জলে থাকা নৌকা টলমল করে ওঠে তেমন ভাবেই দ্বিবিদ পতনে বৃহৎ বৃক্ষ ও পর্বতশিখর সমন্বিত রৈবতক টলমল করে উঠল।। ২৬ ।।

[1]হলৌ।

জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধু সাধ্বিবতি চাম্বরে।
সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রাণামাসীৎ কুসুমবর্ষিণাম্॥ ২৭

আকাশে দেবতাগণ জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। সিদ্ধগণ **'নমো নমঃ'** বলতে লাগলেন ও বড় বড় ঋষি-মুনিগণ সাধুবাদ দিতে লাগলেন। শ্রীবলরামের উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল॥ ২৭ ॥

এবং নিহত্য দ্বিবিদং জগদ্ব্যতিকরাবহম্।
সংস্তূয়মানো ভগবাঞ্জনৈঃ স্বপুরমাবিশৎ॥ ২৮

হে পরীক্ষিৎ ! দ্বিবিদ জগতে ভয়ানক অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল তাই ভগবান শ্রীবলরাম তাকে এইভাবে বধ করলেন। অতঃপর তিনি দ্বারকাপুরী প্রত্যাগমন করলেন। সেখানে পুরজন-পরিজন সকল ভগবান শ্রীবলরামের স্তুতি করতে লাগল॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে দ্বিবিদবধো নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের দ্বিবিদ-বধ নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অথাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ
অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়
কৌরবদের উপর শ্রীবলরামের কোপ এবং সাম্বের বিবাহ

শ্রীশুক উবাচ

দুর্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ।
স্বয়ংবরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন— হে পরীক্ষিৎ ! জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব একাকীই বহু বীরদের উপর জয়লাভে সমর্থ ছিলেন। তিনি স্বয়ংবর সভা থেকে দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করলেন॥ ১ ॥

কৌরবাঃ কুপিতা[২] ঊচুর্দুর্বিনীতোঽয়মর্ভকঃ।
কদর্থীকৃত্য নঃ কন্যামকামামহরদ্ বলাৎ॥ ২

এই ঘটনা কৌরবদের কুপিত করেছিল। তারা বলতে লাগল— 'দেখো ! এই দুর্বুদ্ধি আমাদের অবজ্ঞা করে জোর করে কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। কন্যাটিও তাকে মোটেই পছন্দ করে না'॥ ২ ॥

বধ্নীতেমং দুর্বিনীতং কিং করিষ্যন্তি বৃষ্ণয়ঃ।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতাং দত্তাং নো ভুঞ্জতে মহীম্॥ ৩

অতএব এই উদ্ধতকে ধরে বেঁধে ফেলো। যদুবংশীয়গণ যদি আমাদের উপর অপ্রসন্ন হয় তাতে আমাদের কী এসে যায় ? তারা তো আমাদের দয়াতেই ধনধান্যে সমৃদ্ধ ধরণি উপভোগ করছে॥ ৩ ॥

[১]ন্ধে দ্বিবিদবধঃ সপ্ত.। [২]তাঃ প্রোচু.।

নিগৃহীতং সুতং শ্রুত্বা যদ্যেষ্যন্তীহ বৃষ্ণয়ঃ।
ভগ্নদর্পাঃ শমং যান্তি প্রাণা ইব সুসংযতাঃ॥ ৪

সাম্বকে বন্দী করা হয়েছে শুনে যদি তারা এইখানে এসে উপস্থিত হয় তাহলে আমরা তাদের উচিত শিক্ষা দেব। যেমন সংযমী ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়সকল প্রাণায়ামাদির দ্বারা বশীভূত হয়, তেমনভাবেই আমাদের পরাক্রম তাদের অহংকারকে ধূলিসাৎ করবে॥ ৪ ॥

ইতি কর্ণঃ শলো ভূরির্যজ্ঞকেতুঃ সুযোধনঃ।
সাম্বমারেভিরে বদ্ধুং কুরুবৃদ্ধানুমোদিতাঃ॥ ৫

এইরূপ সলাপরামর্শ করে কর্ণ, শল, ভূরিশ্রবা, যজ্ঞকেতু এবং দুর্যোধনাদি বীরগণ কুরুবংশের বয়োবৃদ্ধদের অনুমতি নিয়ে সাম্বকে ধরবার জন্য যাত্রা করল॥ ৫ ॥

দৃষ্ট্বানুধাবতঃ সাম্বো ধার্তারাষ্ট্রান্ মহারথঃ।
প্রগৃহ্য রুচিরং চাপং তস্থৌ সিংহ ইবৈকলঃ॥ ৬

যখন মহারথী সাম্ব দেখলেন যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাঁর পশ্চাৎধাবন করছে তখন তিনি মনোহর ধনুকে টংকার দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন॥ ৬ ॥

তং তে জিঘৃক্ষবঃ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণঃ।
আসাদ্য ধন্বিনো বাণৈঃ কর্ণাগ্রণ্যঃ সমাকিরন্॥ ৭

এদিকে কর্ণকে সেনাপতি করে কৌরবগণ ধনুকে জ্যা রোপণ করে সাম্বের নিকটে উপস্থিত হল আর ক্রোধ প্রদর্শন করে তাঁকে ধরবার জন্য আস্ফালন করতে লাগল —'দাঁড়া ! দাঁড়া !' —এইরূপ করতে করতেই তারা শরবর্ষণ করতে লাগল॥ ৭ ॥

সোঽপবিদ্ধঃ[1] কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুভির্যদুনন্দনঃ।
নামৃষ্যত্তদচিন্ত্যার্ভঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগৈরিব॥ ৮

হে পরীক্ষিৎ ! যদুনন্দন সাম্ব অচিন্ত্য ঐশ্বর্যশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ছিলেন। যেমন পশুরাজ সিংহ তুচ্ছ হরিণদের স্পর্ধা দেখে কুপিত হয় তেমনভাবেই সাম্ব কৌরবদের প্রহারে কুপিত হলেন॥ ৮ ॥

বিস্ফূর্জ্য রুচিরং চাপং সর্বান্ বিব্যাধ সায়কৈঃ।
কর্ণাদীন্ ষড়্রথান্ বীরাংস্তাবদ্ভির্যুগপৎ পৃথক্॥ ৯

সাম্ব নিজ সুন্দর ধনুকে টংকার দিয়ে কর্ণাদি ছয় বীরদের উপর— যারা পৃথক রথে আরূঢ় ছিলেন, ছয়টি করে বাণ একসঙ্গে প্রত্যেকের দিকে প্রহার করলেন॥ ৯ ॥

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকৈকেন চ সারথীন্।
রথিনশ্চ মহেষ্বাসাংস্তস্য তত্তেঽভ্যপূজয়ন্॥ ১০

তার মধ্যে চারটি করে বাণ, চার অশ্বের উপর, একটি করে বাণ সারথির উপর আর একটি করে বাণ ধনুকধারী প্রতিপক্ষের বীরদের উপর ছাড়লেন। প্রতিপক্ষের বীরগণ সাম্বের শরবর্ষণের ক্ষিপ্রতাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করলেন॥ ১০ ॥

তং তু তে বিরথং চক্রুশ্চত্বারশ্চতুরো হয়ান্।
একস্তু সারথিং জঘ্নে চিচ্ছেদান্যঃ শরাসনম্॥ ১১

অতঃপর ছয় বীরের যুগপৎ আক্রমণে সাম্ব রথহীন হয়ে গেলেন। চারজন বীর শরবর্ষণ করে তাঁর চার অশ্ব, একজন তাঁর সারথি ও অন্যজন তাঁর ধনুক ছেদন করল॥ ১১ ॥

তং বদ্ধ্বা বিরথীকৃত্য কৃচ্ছ্রেণ কুরবো যুধি।
কুমারং স্বস্য কন্যাং চ স্বপুরং জয়িনোঽবিশন্॥ ১২

কৌরবদের যুদ্ধজয় কার্য সহজ-সরল ছিল না।

[1] হতি.।

তচ্ছ্রুত্বা নারদোক্তেন রাজন্ সঞ্জাতমন্যবঃ।
কুরূন্ প্রত্যুদ্যমং চক্রুরুগ্রসেনপ্রচোদিতাঃ।। ১৩

তারা অতি কষ্টে সাম্বকে রথহীন করে বন্দী করতে সমর্থ হল। অতঃপর তারা সাম্ব ও তাদের কন্যা লক্ষ্মণাকে নিয়ে বিজয়োল্লাস করতে করতে হস্তিনাপুর ফিরে গেল।। ১২ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীনারদের মাধ্যমে এই সংবাদ যাদবদের কানে গেল। তারা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং মহারাজ উগ্রসেনের আদেশে কৌরবদের আক্রমণ করতে উদ্যত হল।। ১৩ ।।

সান্ত্বয়িত্বা তু তান্ রামঃ সন্নদ্ধান্ বৃষ্ণিপুঙ্গবান্।
নৈচ্ছৎ কুরূণাং বৃষ্ণীনাং কলিং কলিমলাপহঃ।। ১৪

জগাম হাস্তিনপুরং রথেনাদিত্যবর্চসা।
ব্রাহ্মণৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ।। ১৫

কলহ নিবারণকারী ভগবান শ্রীবলরাম কলিযুগের সমস্ত পাপ ও সন্তাপ নিবারণকারী রূপে পরিচিত। তিনি কৌরব-বৃষ্ণি সম্পর্ক নষ্ট হওয়াকে পছন্দ করলেন না। যাদবগণ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকলেও তিনি তাদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবার পরামর্শ দিলেন এবং স্বয়ং সূর্যসম জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করে হস্তিনাপুর গেলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীবলরামকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন চন্দ্র গ্রহসকল দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন।। ১৪-১৫ ।।

গত্বা গজাহ্বয়ং রামো বাহ্যোপবনমাস্থিতঃ।
উদ্ধবং প্রেষয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রং[১] বুভুৎসয়া।। ১৬

হস্তিনাপুর পৌঁছে শ্রীবলরাম নগরের বাইরে এক উপবনে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি কৌরবদের গতিবিধি জানতে আগ্রহী ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি শ্রীউদ্ধবকে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠালেন।। ১৬ ।।

সোঽভিবন্দ্যাম্বিকাপুত্রং ভীষ্মং দ্রোণং চ বাহ্লিকম্।
দুর্যোধনং চ বিধিবদ্ রামমাগতমব্রবীৎ।। ১৭

শ্রীউদ্ধব কৌরবদের সভাতে গমন করে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মপিতামহ, দ্রোণাচার্য, বাহ্লিক এবং দুর্যোধনের যথাবিধি বন্দনা করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীবলরামের আগমনের কথা নিবেদন করলেন।। ১৭ ।।

তেঽতিপ্রীতাস্তমাকর্ণ্য প্রাপ্তং রামং সুহৃত্তমম্।
তমর্চয়িত্বাভিযযুঃ সর্বে মঙ্গলপাণয়ঃ।। ১৮

পরম সুহৃদ ও প্রিয়তম শ্রীবলরামের আগমনবার্তা কৌরবদের সীমাহীন আনন্দ প্রদান করল। তারা শ্রীউদ্ধবের যথাবিধি আপ্যায়ন করল। অতঃপর তারা মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ধারণ করে শ্রীবলরামকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেল।। ১৮ ।।

তং সঙ্গম্য যথান্যায়ং গামর্ঘ্যং চ ন্যবেদয়ন্।
তেষাং যে তৎপ্রভাবজ্ঞাঃ প্রণেমুঃ শিরসা বলম্।। ১৯

যথাবিধি মর্যাদাপূর্বক তারা শ্রীবলরামের কাছে উপস্থিত হল। শ্রীবলরামের প্রীতি কামনায় তারা গোদান ও অর্ঘ্য প্রদানও করল। যারা শ্রীবলরামের প্রভাব অবগত ছিল তারা অবনতমস্তক হয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করল।। ১৯ ।।

[১]রাজং:স্তেষাং বুভু.।

বন্ধূন্ কুশলিনঃ শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা শিবমনাময়ম্।
পরস্পরমথো রামো বভাষেঽবিক্লবং বচঃ।। ২০

অতঃপর পরস্পরের কুশলবার্তা বিনিময় হল। শ্রীবলরাম আশ্বস্ত হলেন যে, তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ কুশলে আছেন। অতঃপর শ্রীবলরাম অতি ধীরস্থির হয়ে গাম্ভীর্য সহকারে এইরূপ বললেন।। ২০ ।।

উগ্রসেনঃ ক্ষিতীশেশো যদ্ ব আজ্ঞাপয়ৎ প্রভুঃ।
তদব্যগ্রধিয়ঃ শ্রুত্বা কুরুধ্বমবিলম্বিতম্।। ২১

'সর্বসমর্থ' রাজাধিরাজ মহারাজ উগ্রসেন তোমাদের এক বার্তা প্রেরণ করেছেন। তোমরা সাবধানে ও একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করে পালন করো।। ২১ ।।

যদ্ যূয়ং বহবস্ত্বেকং জিত্বাধর্মেণ ধার্মিকম্।
অবধ্নীতাথ তন্মৃষ্যে বন্ধূনামৈক্যকাম্যয়া।। ২২

উগ্রসেনের বার্তা এইরূপ—'আমরা জানি যে তোমরা অনেকে মিলে অধর্মপথে ধার্মিক সাম্বকে পরাজিত করেছ ও বন্দী করে রেখেছ। আমরা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে আগ্রহী নই বলে সব সহ্য করেছি। আমরা সম্প্রীতি আর সৌহার্দ্য কামনা করি। (অতএব কলহে প্রশ্রয় দিও না, সাম্ব ও নববধূকে আমাদের কাছে অবিলম্বে প্রেরণ করো।)'।। ২২ ।।

বীর্যশৌর্যবলোন্নদ্ধমাত্মশক্তিসমং বচঃ।
কুরবো বলদেবস্য নিশম্যোচুঃ প্রকোপিতাঃ।। ২৩

হে পরীক্ষিৎ! শ্রীবলরামের বার্তা শৌর্যবীর্য ও বল-পরাক্রম ব্যঞ্জক উৎকর্ষে পরিপূর্ণ ছিল। তা তাঁর শক্তি-সামর্থ্যকে স্পষ্ট করেছিল। এই বার্তায় কৌরবগণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। তারা বলতে লাগল—।। ২৩ ।।

অহো মহচ্চিত্রমিদং কালগত্যা দুরত্যয়া।
আরুরুক্ষত্যুপানদ্ বৈ শিরো মুকুটসেবিতম্।। ২৪

'আরে! এতো অতি বিচিত্র কথা! কালের গতিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা কার আছে? তাই তো আজ পাদুকা সেই মস্তকে উঠতে চায়, যা শ্রেষ্ঠ মুকুটে সুশোভিত।। ২৪ ।।

এতে যৌনেন সম্বদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ।। ২৫

আমরা এই যদুকুলের সঙ্গে যেমন-তেমনভাবে একটা বৈবাহিক সম্বন্ধ করেছিলাম। তাই তারা আমাদের সঙ্গে একত্রে আহার এবং ওঠাবসা করতে লাগল। আমরাই তাদের রাজসিংহাসন দিয়ে রাজা করে আমাদের সমান অধিকার প্রদান করলাম।। ২৫ ।।

চামরব্যজনে শঙ্খমাতপত্রং চ পাণ্ডুরম্।
কিরীটমাসনং শয্যাং ভুঞ্জন্ত্যস্মদুপেক্ষয়া।। ২৬

এই যদুবংশীয় রাজাগণ রাজোচিত চামর, ব্যজন, শঙ্খ, শ্বেতছত্র, কিরীট, সিংহাসন ও শয্যা ব্যবহার এবং উপভোগ করে যাচ্ছে কারণ আমরা জেনেশুনেই প্রতিবাদ না করে উপেক্ষা করে এসেছি।। ২৬ ।।

অলং যদূনাং নরদেবলাঞ্ছনৈ-
র্দাতুঃ প্রতীপৈঃ ফণিনামিবামৃতম্।
যেঽস্মৎপ্রসাদোপচিতা হি যাদবা
আজ্ঞাপয়ন্ত্যদ্য গতত্রপা বত।। ২৭

থাক! যথেষ্ট হয়েছে। যদুবংশের আর রাজচিহ্ন সকল থাকবার প্রয়োজন নেই। তা ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়াই উচিত। যেমন সর্পকে দুগ্ধপান করানো হলে তা, যে পান করায়—তার পক্ষেই অমঙ্গলের কারণ হয়ে থাকে তেমনভাবেই আমাদের প্রদত্ত রাজচিহ্ন ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যাদবগণ আমাদেরই

কথমিন্দ্রোঽপি কুরুভির্ভীষ্মদ্রোণার্জুনাদিভিঃ।
অদত্তমবরুন্ধীত সিংহগ্রস্তমিবোরণঃ॥ ২৮

বিরোধিতা করতে সাহস করছে। দেখো ! আমাদের দয়াতেই তাদের উন্নতি আর তারা এত নির্লজ্জ যে আমাদের উপরই হুকুম করতে শুরু করেছে ! হায় ! হায় ! ২৭ ॥

সিংহের গ্রাস কী মেষ কখনো কেড়ে নিতে পারে ? ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন আদি কৌরবগণ যদি জেনেশুনে কোনো বস্তু ছেড়ে না দেয় তাহলে তো দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও কোনো বস্তু উপভোগ করা সম্ভব হবে না' ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুক[১] উবাচ

জন্মবন্ধুশ্রিয়োন্নদ্ধমদাস্তে ভরতর্ষভ।
আশ্রাব্য রামং দুর্বাচ্যমসভ্যাঃ পুরমাবিশন্॥ ২৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! কৌরবগণ নিজ আভিজাত্য, ভীষ্মাদি স্বজনদের সামর্থ্য ও ধনসম্পদের অহংকারে মত্ত হয়েছিল। তারা সাধারণ শিষ্টাচার দেখানোর প্রয়োজন মনে করল না আর ভগবান শ্রীবলরামকে এইরকম কটুকথা শুনিয়ে হস্তিনাপুর ফিরে গেল॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বা কুরূণাং দৌঃশীল্যং শ্রুত্বাবাচ্যানি চাচ্যুতঃ।
অবোচৎ কোপসংরব্ধো দুষ্প্রেক্ষ্যঃ প্রহসন্ মুহুঃ॥ ৩০

শ্রীবলরাম কৌরবদের ঔদ্ধত্য ও অভদ্রতা দেখলেন ও তাদের কটুকথাও শুনলেন। এইবার তিনি ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে তখন ভয়ংকর মনে হতে লাগল। অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করতে করতে বললেন॥ ৩০ ॥

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥ ৩১

দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কৌলীন্য, শক্তিসামর্থ্য তথা ধনসম্পদযুক্ত হলে শান্তিতে থাকতে ভুলে যায়—এ কথা পরম সত্য। তাদের ভদ্র পথে আনবার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করা নিরর্থক। পশুসম যষ্টি প্রহারেই তারা পথে আসে॥ ৩১ ॥

অহো যদূন্ সুসংরব্ধান্ কৃষ্ণং চ কুপিতং শনৈঃ।
সান্ত্বয়িত্বাহমেতেষাং শমমিচ্ছন্নিহাগতঃ॥ ৩২

অদ্ভুত ব্যাপার ! যাদবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ক্রোধান্বিত হয়ে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছিল। আমি তাদের শান্ত করে কৌরবদের বুঝিয়ে একটা মধ্যস্থতা করার জন্য এখানে এলাম। আমি তো মিটমাট করে দিতেই চেয়েছিলাম॥ ৩২ ॥

ত ইমে মন্দমতয়ঃ কলহাভিরতাঃ খলাঃ।
তং মামবজ্ঞায় মুহুর্দুর্ভাষান্ মানিনোঽব্রুবন্॥ ৩৩

আর এই মূর্খগণ এখন আমার সঙ্গে এমন কদর্য ব্যবহার করল ! এরা শান্তি চায় না। এরা কলহপ্রিয়। এদের এত অহংকার হয়েছে যে বারবার আমাকেই তিরস্কার করে কটুবাক্য বর্ষণ করে গেল॥ ৩৩ ॥

নোগ্রসেনঃ কিল বিভুর্ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।
শক্রাদয়ো লোকপালা যস্যাদেশানুবর্তিনঃ॥ ৩৪

এদের কথা কোন্ ছার ! পৃথিবীর রাজাদের কথাও ছেড়ে দিলাম, ত্রিলোকের প্রভু ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁর

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

সুধর্মাক্রম্যতে যেন পারিজাতোঽমরাঙ্‌ঘ্রিপঃ।
আনীয় ভুজ্যতে সোঽসৌ ন কিলাধ্যাসনার্হণঃ॥ ৩৫

আদেশ পালন করে থাকেন সেই উগ্রসেন কেবল রাজাধিরাজ নন, তিনি ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক যাদবদেরও প্রভু॥ ৩৪ ॥

যিনি সুধর্মাসভাকে অধিকার করে তাতে বিরাজমান থাকেন এবং দেবতাদের পারিজাত বৃক্ষকে উৎপাটিত করে এনে তা উপভোগ করেন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নাকি রাজসিংহাসনের অধিকারী নন, উত্তম! ৩৫ ॥

যস্য পাদযুগং সাক্ষাৎ শ্রীরুপাস্তেঽখিলেশ্বরী।
স নার্হতি কিল শ্রীশো নরদেবপরিচ্ছদান্॥ ৩৬

সমস্ত জগতের ঈশ্বরী ভগবতী লক্ষ্মী স্বয়ং যাঁর পাদপদ্মের উপাসনায় যুক্ত থাকেন সেই লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ছত্র, চামর আদি রাজোচিত দ্রব্যাদি রাখতে পারবেন না! ৩৬ ॥

যস্যাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥ ৩৭

ভালো ভালো বেশ বলেছে! যাঁর পদপঙ্কজরজ সাধু-মহাত্মাদের দ্বারা সেবিত, গঙ্গাদি তীর্থদেরও যা তীর্থত্ব প্রদান করে, সমস্ত লোকপালগণ যাঁর পদপঙ্কজরজ নিজ শ্রেষ্ঠ কিরীটে ধারণ করেন; ব্রহ্মা, শংকর, আমি ও শ্রীলক্ষ্মী যাঁর কলারও কলা এবং যাঁর পদপঙ্কজরজ নিত্য ধারণ করি—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজসিংহাসনের কী প্রয়োজন! ৩৭ ॥

ভুঞ্জতে কুরুভির্দত্তং ভূখণ্ডং বৃষ্ণয়ঃ কিল।
উপানহঃ কিল বয়ং স্বয়ং তু কুরবঃ শিরঃ॥ ৩৮

অভাগা যদুবংশ নাকি কৌরবদের দেওয়া ভূমিখণ্ড ভোগ করছে! বাঃ! আমরা পাদুকা আর কুরুবংশ স্বয়ং মস্তক! ৩৮ ॥

অহো ঐশ্বর্যমত্তানাং মত্তানামিব মানিনাম্।
অসম্বদ্ধা গিরো রুক্ষাঃ কঃ সহেতানুশাসিতা॥ ৩৯

এই কৌরবগণ ঐশ্বর্য ও অহংকারে মত্ত হয়ে উন্মত্তসম আচরণ করছে। এদের কথা সুতিক্ত ও অসম্বন্ধ। আমার মতন ব্যক্তি যে এদের শাসন করতে সমর্থ, দণ্ড দিয়ে তাদের পথে আনতে পারে তাঁর পক্ষে এঁদের কথাবার্তা অসহ্য॥ ৩৯ ॥

অদ্য নিষ্কৌরবাং পৃথ্বীং করিষ্যামীত্যমর্ষিতঃ।
গৃহীত্বা হলমুত্তস্থৌ দহন্নিব জগৎত্রয়ম্॥ ৪০

আজ আমি সমস্ত পৃথিবীকে কৌরবহীন করে দেব। এইরূপ বলতে বলতে শ্রীবলরাম এমন ক্রোধান্বিত হলেন মনে হল যেন ত্রিলোক ভস্ম করে ফেলবেন। তিনি লাঙল গ্রহণ করে উঠে দাঁড়ালেন॥ ৪০ ॥

লাঙ্গলাগ্রেণ নগরমুদ্বিদার্য গজাহ্বয়ম্।
বিচকর্ষ স গঙ্গায়াং প্রহরিষ্যন্নমর্ষিতঃ॥ ৪১

তিনি লাঙলাগ্র দ্বারা আঘাত করে হস্তিনাপুরকে উৎপাটিত করলেন এবং তাকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করবার নিমিত্ত গঙ্গার দিকে আকর্ষণ করতে লাগলেন॥ ৪১ ॥

জলযানমিবাঘূর্ণং গঙ্গায়াং নগরং পতৎ।
আকৃষ্যমাণমালোক্য কৌরবা জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ৪২

লাঙলের আকর্ষণে হস্তিনাপুর জলে ভাসমান জলযানসম টলমল করতে লাগল। যখন কৌরবগণ দেখল যে তাদের নগর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হতে চলেছে, তখন তারা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল॥ ৪২ ॥

তমেব শরণং জগ্মুঃ সকুটুম্বা জিজীবিষবঃ।
সলক্ষ্মণং পুরস্কৃত্য সাম্বং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রভুম্॥ ৪৩

তখন তারা লক্ষ্মণার সঙ্গে সাম্বকে সম্মুখে রেখে নিজেদের প্রাণরক্ষা নিমিত্ত অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীবলরামের শরণাগত হল॥ ৪৩ ॥

রাম রামাখিলাধার প্রভাবং ন বিদাম তে।
মূঢ়ানাং নঃ কুবুদ্ধীনাং ক্ষন্তুমর্হস্যধীশ্বর॥ ৪৪

তারা বলতে লাগল—'হে লোকাভিরাম শ্রীবলরাম! আপনি সমস্ত জগতের আধার স্বয়ং শেষনাগ। আমরা আপনার প্রভাব জানি না। হে প্রভু! মূঢ়সম আচরণ করে ফেলেছি। আমাদের মতিভ্রম হয়েছিল। আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন॥ ৪৪ ॥

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ।
লোকান্ ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি॥ ৪৫

আপনি জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ। স্বয়ং আত্মনির্ভর। হে সর্বশক্তিমান প্রভু! বড় বড় ঋষি-মুনিদের মতে আপনি ক্রীড়ানিপুণ এবং সকলেই আপনার ক্রীড়নক॥ ৪৫ ॥

ত্বমেব মূর্ধ্নীদমনন্ত লীলয়া
ভূমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্ধন্।
অন্তে চ যঃ স্বাত্মনি রুদ্ধবিশ্বঃ
শেষেঽদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ॥ ৪৬

হে অনন্তদেব! আপনি সহস্র মস্তক, ক্রীড়াচ্ছলে আপনি এই ভূমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করে থাকেন। প্রলয়কালে আপনি সমস্ত জগৎকে নিজের মধ্যে লীন করে কেবল অদ্বিতীয়রূপে শয়ন করে থাকেন॥ ৪৬ ॥

কোপস্তেঽখিলশিক্ষার্থং[১] ন দ্বেষান্ন চ মৎসরাৎ।
বিভ্রতো ভগবন্ সত্ত্বং স্থিতিপালনতৎপরঃ॥ ৪৭

ভগবন্! আপনি জগতের স্থিতি এবং প্রতিপালন নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শরীর ধারণ করে আছেন। আপনার এই ক্রোধ বিদ্বেষ অথবা ঈর্ষাপ্রসূত নয়। তা তো সমস্ত প্রাণীদের শিক্ষাদান নিমিত্ত॥ ৪৭ ॥

নমস্তে সর্বভূতাত্মন্ সর্বশক্তিধরাব্যয়।
বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ॥ ৪৮

হে সর্বশক্তিমান! হে সর্বপ্রাণীস্বরূপ অবিনাশী ভগবন্! আমরা আপনাকে প্রণাম জানাই। হে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকর্তা দেব! আমরা আপনাকে বার বার প্রণাম করি। আমরা আপনার শরণাগত। আপনি কৃপা করে আমাদের রক্ষা করুন'॥ ৪৮ ॥

শ্রীশুক[২] উবাচ

এবং প্রপন্নৈঃ সংবিগ্নৈর্বেপমানায়নৈর্বলঃ।
প্রসাদিতঃ সুপ্রসন্নো মা ভৈষ্টেত্যভয়ং দদৌ॥ ৪৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! কৌরবদের হস্তিনাপুর টলমল করে উঠেছিল, তাই তারা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। যখন কৌরবসকল এইভাবে শ্রীবলরামের শরণাগত হল ও তাঁর স্তবস্তুতিতে যুক্ত হল তখন শ্রীবলরাম প্রসন্নবদন হলেন এবং তাদের অভয় দান করলেন॥ ৪৯ ॥

দুর্যোধনঃ পারিবর্হং কুঞ্জরান্ ষষ্টিহায়নান্।
দদৌ চ[৩] দ্বাদশশতান্যযুতানি তুরঙ্গমান্॥ ৫০

হে পরীক্ষিৎ! দুর্যোধন, কন্যা লক্ষ্মণার উপর অত্যধিক বাৎসল্য প্রীতি ধারণ করত। সে যৌতুকরূপে ষাট বৎসর বয়স্ক বারো শত গজ, দশ সহস্র অশ্ব, সূর্যসম

[১]স্তে খলু শিক্ষা.। [২]বাদরায়ণিরুবাচ। [৩]দ্বিশতসাহস্রং হয়ানাময়ুতানি চ।

রথানাং ষট্সহস্রাণি রৌক্মাণাং সূর্যবর্চসাম্।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সহস্রং দুহিতৃবৎসলঃ।। ৫১

দেদীপ্যমান ছয় সহস্র রথ এবং সুবর্ণহার সুশোভিত এক সহস্র দাসী প্রদান করল।। ৫০-৫১ ।।

প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
সসুতঃ সস্নুষঃ প্রাগাৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ।। ৫২

যদুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীবলরাম এইসকল যৌতুক গ্রহণ করলেন এবং নবদম্পতি লক্ষ্মণা ও সাম্বকে সঙ্গে নিয়ে কৌরবদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে দ্বারকা গমন করলেন।। ৫২ ।।

ততঃ প্রবিষ্টঃ স্বপুরং হলায়ুধঃ
সমেত্য বন্ধূননুরক্তচেতসঃ।
শশংস সর্বং যদুপুঙ্গবানাং
মধ্যে সভায়াং কুরুষু স্বচেষ্টিতম্।। ৫৩

সসম্মানে শ্রীবলরামের দ্বারকাপুরী প্রত্যাগমন হল। তিনি প্রেমী ও উৎসুক স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং পরিপূর্ণ সভাতে যদুবংশজাতদের কৌরবদের আচরণের সমগ্র বিবরণ দিলেন। সকলেই হস্তিনাপুরের ঘটনা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করল।। ৫৩ ।।

অদ্যাপি চ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্ রামবিক্রমম্।
সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়ামনুদৃশ্যতে।। ৫৪

হে পরীক্ষিৎ ! এই হস্তিনাপুর আজও দক্ষিণদিকে উচ্চ ও শ্রীগঙ্গার দিকে ঈষৎ অবনত। তা ভগবান শ্রীবলরামেরই কীর্তিকে স্মরণ করিয়ে থাকে।। ৫৪ ।।

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে হাস্তিনপুরকর্ষণরূপসঙ্কর্ষণবিজয়ো নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৬৮ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের হস্তিনাপুর আকর্ষণরূপ সংকর্ষণ-বিজয় নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৬৮ ।।

———০———

[১]ন্ধে বলদেববিজয়োঽষ্টষ.।

অথৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

দেবর্ষি নারদ-কর্তৃক শ্রীভগবানের গার্হস্থ্য-ধর্ম অবলোকন

শ্রীশুক[1] উবাচ

নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহং চ যোষিতাম্।
কৃষ্ণেনৈকেন বহ্বীনাং তদ্ দিদৃক্ষুঃ স্ম নারদঃ।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যখন দেবর্ষি নারদ শুনলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে (ভৌমাসুর) বধ করে স্বয়ংই সহস্রাধিক রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করেছেন তখন তাঁর মনে শ্রীভগবানের গার্হস্থ্য-ধর্ম প্রতিপালন পদ্ধতি অবলোকন করবার অভিলাষ জাগল।। ১ ।।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ[2]।। ২

তিনি চিন্তা করলেন—আহা ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সহস্রাধিক রূপে একই সময়ে যুগপৎ ষোড়শ সহস্র মহলে ষোড়শ সহস্র রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করেছেন এতো অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা ! ২ ।।

ইত্যুৎসুকো দ্বারবতীং দেবর্ষির্দ্রষ্টুমাগমৎ।
পুষ্পিতোপবনারামদ্বিজালিকুলনাদিতাম্ ।। ৩

ঘটনা বৃত্তান্ত জানতে দেবর্ষি নারদ উৎসুক ছিলেন। তিনি শ্রীভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করবার জন্য দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে দ্বারকায় উপবন ও উদ্যানসকল বিভিন্ন বর্ণের পুষ্পে সুসজ্জিত। সেখানে বিভিন্ন বিহঙ্গকুলের কাকলিকুজন ও ভ্রমরের গুঞ্জন পরিবেশকে আনন্দমণ্ডিত করে রেখেছে ।। ৩ ।।

উৎফুল্লেন্দীবরাম্ভোজকহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ ।
ছুরিতেষু সরঃসূচ্চৈঃ কূজিতাং হংসসারসৈঃ।। ৪

নির্মল জলবিশিষ্ট সরোবরে নানা ধরনের নীলপদ্ম, লালপদ্ম ও শ্বেতপদ্মের বিশাল সমাবেশ। কুমুদ ও অন্য ধরনের পদ্মের এহেন দলবদ্ধ উপস্থিতি অতি মনোহর দৃশ্য উপস্থাপিত করেছিল। সরোবরে তিনি হংস ও সারসদের কলরবে থাকতে দেখলেন।। ৪ ।।

প্রাসাদলক্ষৈর্নবভির্জুষ্টাং স্ফাটিকরাজতৈঃ।
মহামরকতপ্রখ্যৈঃ স্বর্ণরত্নপরিচ্ছদৈঃ।। ৫

দ্বারকাপুরীতে স্ফটিক ও রজত নির্মিত নয় লক্ষ মহল ছিল। সেই মহলের সকল গৃহতল মরকতমণি (পান্না) মণ্ডিত থাকায় ঝকমক করছিল। সেইখানে কাঞ্চন রত্নালংকার খচিত পরিচ্ছদসকলের সুমনোহর শোভা ছিল।। ৫ ।।

বিভক্তরথ্যাপথচত্বরাপণৈঃ
শালাসভাভী রুচিরাং সুরালয়ৈঃ।
সংসিক্তমার্গাঙ্গণবীথিদেহলীং[3]
পতৎপতাকাধ্বজবারিতাতপাম্[4]।। ৬

তিনি দেখলেন যে দ্বারকার রাজপথ, অলিগলি, চতুষ্পথ ও বিপণনকেন্দ্র সকল অনন্য সুন্দর।

---

[1] বাদরায়ণিরুবাচ। [2] উবাহ যৎ। [3] থিশোভাং। [4] প্রাচীন বইতে '..........বারিতাতপাম্।।' এই শ্লোকের পরে 'উৎফুল্লেন্দীবরাম্ভোজকহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ। ছুরিতেষু সরস্সূচ্চৈঃ কূজিতাং হংসসারসৈঃ।। পুষ্পিতোপবনারামদ্বিজালি-কুলনাদিতাম্।' এই দেড়টি শ্লোকের উল্লেখ আছে, এর পরে নেই।

তস্যামন্তঃপুরং শ্রীমদর্চিতং সর্বধিষ্ণ্যপৈঃ।
হরেঃ[১] স্বকৌশলং যত্র ত্বষ্ট্রা কার্ৎস্ন্যেন দর্শিতম্॥ ৭

তত্র ষোড়শভিঃ সদ্মসহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
বিবেশৈকতমং শৌরেঃ পত্নীনাং ভবনং মহৎ॥ ৮

বিষ্টব্ধং বিদ্রুমস্তম্ভৈর্বৈদূর্যফলকোত্তমৈঃ।
ইন্দ্রনীলময়ৈঃ কুড্যৈর্জগত্যা[২] চাহতত্বিষা॥ ৯

বিতানৈর্নির্মিতৈস্ত্বষ্ট্রা মুক্তাদামবিলম্বিভিঃ।
দান্তৈরাসনপর্যঙ্কৈর্মণ্যুত্তমপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১০

দাসীভির্নিষ্ককণ্ঠীভিঃ সুবাসোভিরলঙ্কৃতম্।
পুম্ভিঃ সকঞ্চুকোষ্ণীষসুবস্ত্রমণিকুণ্ডলৈঃ[৩]॥ ১১

রত্নপ্রদীপনিকরদ্যুতিভির্নিরস্ত-
ধ্বান্তং বিচিত্রবলভীষু শিখণ্ডিনোঽঙ্গ।
নৃত্যন্তি যত্র বিহিতাগুরুধূপমক্ষৈ-
র্নির্যান্তমীক্ষ্য ঘনবুদ্ধয় উন্নদন্তঃ॥ ১২

তস্মিন্ সমানগুণরূপবয়ঃসুবেষ-
দাসীসহস্রযুতয়ানুসবং গৃহিণ্যা।
বিপ্রো দদর্শ চমরব্যজনেন রুক্ম-
দণ্ডেন সাত্বতপতিং পরিবীজয়ন্ত্যা॥ ১৩

আস্তাবলাদি পশুদের নিবাসস্থান, সভাভবন, দেবালয় আদির উপস্থিতি নগরের সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ প্রদান করেছে। রাজপথ, অলিগলি, চত্বপথ ও গৃহদ্বার সকল সুগন্ধবারিতে উত্তমরূপে সিঞ্চিত। নগরে ছোট-বড় পতাকা ও ধ্বজের উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল যা প্রখর রৌদ্র নিবারণেও সহায়ক ছিল॥ ৬ ॥

সেই দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরের এক আলাদা সৌন্দর্য ছিল—অতি বড় লোকপালগণও যার প্রশংসা ও পূজা করতেন। তার নির্মাণে যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা তাঁর সমস্ত কলাকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য উজাড় করে দিয়েছিলেন॥ ৭ ॥

সেই অন্তঃপুরে (রানিনিবাসে) শ্রীভগবানের রানিদের ষোড়শ সহস্রাধিক মহল ছিল। এইরূপ এক বিশাল মহলে দেবর্ষি নারদ প্রবেশ করলেন॥ ৮ ॥

সেই মহলে ছিল বিদ্রুমমণিময় স্তম্ভ, বৈদূর্যমণিময় উত্তম অলিন্দ ও নীলকান্তমণিময় দেওয়াল—যা মহলের সৌন্দর্য-বর্ধন করছিল। সেই মহলের দিকে দিকে নীলকান্তমণি খচিত ছিল যার ঔজ্জ্বল্য কখনো স্তিমিত হয় না॥ ৯ ॥

বিশ্বকর্মা নির্মিত চন্দ্রাতপসমূহে মণিমুক্তামালার ঝালর দেওয়া ছিল। রত্নখচিত আসন ও পালঙ্ক হস্তীদন্ত নির্মিত ছিল॥ ১০ ॥

দাসীগণ সুবর্ণ নির্মিত হার তথা সুন্দর বস্ত্রে সুসজ্জিতা ছিল। সেবকগণ কঞ্চুক, উষ্ণীষ, সুন্দর বস্ত্র ও মণিময় কর্ণকুণ্ডল ধারণ করে ছিল। প্রচুর সংখ্যক দাসী ও সেবকসকল নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত থেকে মহলের শোভাবর্ধন করছিল॥ ১১ ॥

মহলের অন্ধকার নিবারণ করছিল সারি সারি রত্ন-প্রদীপ। গবাক্ষপথে নির্গত হচ্ছিল মহল অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত অগুরু ধূপের ধূম্র যাকে মেঘ মনে করে রত্নখচিত চিত্রিত অলিন্দে উপবিষ্ট শিখীগণ (ময়ূরগণ) নৃত্যশীল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেকারব করছিল॥ ১২ ॥

শ্রীনারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই মহলের রানি শ্রীরুক্মিণীর সঙ্গে উপবিষ্ট থাকতে দেখলেন। সেখানে অনুরূপ রূপ-গুণ-অবস্থা ও সুসজ্জিতা

[১]সর্ববিস্মাপকং যত্রাত্বষ্ট্রা কার্ৎস্ন্যেন নির্মিতম্। [২]র্জালৈর্মরকতোত্তমৈঃ। [৩]স্রৈঃ সুবাসোমণি.।

তং সন্নিরীক্ষ্য ভগবান্ সহসোত্থিতঃ শ্রী-
পর্যঙ্কতঃ সকলধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
আনম্য পাদযুগলং শিরসা কিরীট-
জুষ্টেন সাঞ্জলিরবীবিশদাসনে স্বে॥ ১৪

তস্যাবনিজ্য চরণৌ তদপঃ স্বমূর্ধ্না
বিভ্রজ্জগদ্গুরুতমোঽপি সতাং পতির্হি।
ব্রহ্মণ্যদেব ইতি যদ্গুণনাম যুক্তং
তস্যৈব যচ্চরণশৌচমশেসতীর্থম্॥ ১৫

সম্পূজ্য দেবঋষিবর্যমৃষিঃ পুরাণো
নারায়ণো নরসখো বিধিনোদিতেন।
বাণ্যাভিভাস্য মিতয়ামৃতমিষ্টয়া তং
প্রাহ প্রভো ভগবতে করবামহে কিম্॥ ১৬

নারদ উবাচ

নৈবাদ্ভুতং ত্বয়ি বিভোঽখিললোকনাথে
মৈত্রী জনেষু সকলেষু দমঃ খলানাম্।
নিঃশ্রেয়সায় হি জগৎস্থিতিরক্ষণাভ্যাং
স্বৈরাবতার উরুগায় বিদাম সুষ্ঠু॥ ১৭

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ॥ ১৮

দাসীগণের অভাব না থাকা সত্ত্বেও শ্রীরুক্মিণী স্বয়ং শ্রীভগবানকে সুবর্ণনির্মিত দণ্ডবিশিষ্ট চামর দ্বারা ব্যজন করছিলেন॥ ১৩ ॥

শ্রীনারদকে আসতে দেখে সকল ধার্মিকদের শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীর পালঙ্ক থেকে উঠে এলেন এবং দেবর্ষি নারদকে যুগলচরণে কিরীটযুক্ত মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি বদ্ধাঞ্জলি হয়ে নিজ আসনে তাঁকে উপবেশন করালেন॥ ১৪ ॥

হে পরীক্ষিৎ! এতে সন্দেহ নেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বচরাচরের পরম গুরু আর তাঁর চরণ প্রক্ষালনকারী গঙ্গা সমস্ত জগৎকে পবিত্রতা প্রদান করে। তবুও তিনি পরমভক্তবৎসল এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের পরম আদর্শ ও তাঁদের ইষ্ট আর ব্রহ্মণ্যদেব তাঁর এক অসাধারণ নাম। তিনি ব্রাহ্মণদেরই নিজ আরাধ্যদেবতা বলে জ্ঞান করে থাকেন। অতএব এই নাম তাঁর গুণানুকূল এবং যথার্থ। তাই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীনারদের পাদ-প্রক্ষালন করলেন ও তাঁর চরণামৃত নিজ মস্তকে ধারণ করলেন॥ ১৫ ॥

নরশ্রেষ্ঠ নরসখা সর্বদর্শী পুরাণপুরুষ ভগবান নারায়ণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসরণ করে দেবর্ষি নারদের পূজা করলেন। অতঃপর তিনি অমৃত থেকেও সুমিষ্ট বচনে তাঁর স্বাগত সম্ভাষণ করে বললেন—'হে প্রভু! আপনি তো স্বয়ং সমগ্র জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম, যশ, শ্রী এবং ঐশ্বর্যে পূর্ণ। বলুন! আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?' ১৬ ॥

দেবর্ষি নারদ বললেন—'ভগবন্! আপনি সর্বলোকের একমাত্র প্রভু। ভক্তদের মধ্যে প্রেম বিতরণ ও দুষ্টদের দণ্ড বিধান আদি আপনার কার্য সর্বজনবিদিত। হে পরম যশস্বী প্রভু! জগতের স্থিতি ও রক্ষাদ্বারা জীব কল্যাণসাধন হেতু জগতে আপনার স্বেচ্ছায় আগমন হয়ে থাকে। এই তথ্য আমরা সম্যকভাবে অবগত॥ ১৭ ॥

এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনার শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ হল। আপনার এই চরণকমল সকলকে পরম শান্তি ও মোক্ষ প্রদানে সমর্থ। যাঁদের জ্ঞানের পরিসীমাই নেই সেই ব্রহ্মা শংকরাদিও

ততোঽন্যদাবিশদ্ গেহং কৃষ্ণপত্ন্যাঃ স নারদঃ।
যোগেশ্বরেশ্বরস্যাঙ্গ যোগমায়াবিবিৎসয়া॥ ১৯

দীব্যন্তমক্ষৈস্তত্রাপি প্রিয়য়া চোদ্ধবেন চ।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ॥ ২০

পৃষ্টশ্চাবিদুষেবাসৌ কদাঽঽয়াতো ভবানিতি।
ক্রিয়তে কিং নু পূর্ণানামপূর্ণৈরস্মদাদিভিঃ॥ ২১

অথাপি ব্রূহি নো ব্রহ্মন্ জন্মৈতচ্ছোভনং কুরু।
স তু বিস্মিত উত্থায় তূষ্ণীমন্যদগাদ্ গৃহম্॥ ২২

তত্রাপ্যাচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতাঞ্ছিশূন্[1]।
ততোঽন্যস্মিন্ গৃহেঽপশ্যন্মজ্জনায় কৃতোদ্যমম্॥ ২৩

জুহ্বন্তং চ বিতানাগ্নীন্ যজন্তং পঞ্চভির্মখৈঃ।
ভোজয়ন্তং দ্বিজান্ ক্বাপি ভুঞ্জানমবশেষিতম্॥ ২৪

প্রতিনিয়ত তাঁদের হৃদয়ে এই পাদপদ্মের মধুর স্মৃতি ধারণ করে থাকেন। বস্তুত ওই শ্রীচরণই সংসার কূপ থেকে পতিত ব্যক্তিদের উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র সম্বল। আপনি আমার উপর কৃপা করুন যাতে আমার সেই পাদপদ্মের স্মৃতি নিত্য জাগরূক থাকে। আমি যেখানেই থাকি না কেন আমি যেন আপনার পাদপদ্মের ধ্যানে তন্ময় থাকি॥ ১৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! অতঃপর দেবর্ষি শ্রীনারদ যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার রহস্য জানবার জন্য তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর মহলে গমন করলেন॥ ১৯ ॥

সেইখানে তিনি দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রাণপ্রিয়া ও শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে পাশা খেলছেন। সেখানেও শ্রীভগবান দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে স্বাগত করলেন। আসনে উপবেশন করালেন ও বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁর পূজার্চনা করলেন॥ ২০ ॥

অতঃপর শ্রীভগবান শ্রীনারদকে দেখে এমন প্রশ্ন করলেন যেন তিনি তাঁর আগমন বার্তা আদৌ জানেন না। তিনি প্রশ্ন করলেন—'আপনার আগমন কখন হল ? আপনি তো পরিপূর্ণ আত্মারাম-আপ্তকাম আর আমরা তো অপূর্ণ। এমন অবস্থায় আমরা আপনার কোন্ সেবায় লাগতে পারি ! ২১ ॥

হে ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীনারদ ! আপনি কৃপাপূর্বক আদেশ করুন যাতে আমরা আপনার সেবা করে জন্ম সার্থক করি।' শ্রীভগবানের কথা শুনে শ্রীনারদের আশ্চর্যের সীমা ছিল না। তিনি হতবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্য মহলে গমন করলেন॥ ২২ ॥

সেই মহলে দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপুত্রগণের লালন-পালনে ভীষণ ব্যস্ত রয়েছেন। সেইখান থেকে তিনি যখন অন্য এক মহলে গমন করে দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যাহ্নস্নানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন॥ ২৩ ॥

(এইভাবে বিভিন্ন মহলে গমন করে দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে যুক্ত দেখলেন।) কোথাও তিনি যজ্ঞকুণ্ডে হোম করছেন আর কোথাও পঞ্চযজ্ঞ

[1]শিশূন্ সুতান্।

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্যতম্।
একত্র চাসিচর্মভ্যাং চরন্তমসিবর্ত্মসু॥ ২৫

অশ্বৈর্গজৈ রথৈঃ ক্বাপি বিচরন্তং গদাগ্রজম্।
ক্বচিচ্ছয়ানং পর্যঙ্কে স্তূয়মানং চ বন্দিভিঃ॥ ২৬

মন্ত্রয়ন্তং চ কস্মিংশ্চিন্মন্ত্রিভিশ্চোদ্ধবাদিভিঃ।
জলক্রীড়ারতং ক্বাপি বারমুখ্যাবলাবৃতম্॥ ২৭

কুত্রচিদ্ দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদতং গাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণানি শৃণ্বন্তং[১] মঙ্গলানি চ॥ ২৮

হসন্তং হাস্যকথয়া কদাচিৎ প্রিয়য়া গৃহে।
ক্বাপি ধর্মং সেবমানমর্থকামৌ চ কুত্রচিৎ॥ ২৯

ধ্যায়ন্তমেকমাসীনং[২] পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্।
শুশ্রূষন্তং গুরূন্ ক্বাপি কামৈর্ভোগৈঃ[৩] সপর্যয়া॥ ৩০

কুর্বন্তং বিগ্রহং কৈশ্চিৎ সন্ধিং চান্যত্র কেশবম্।
কুত্রাপি সহ রামেণ চিন্তয়ন্তং সতাং শিবম্॥ ৩১

পুত্রাণাং দুহিতৄণাং চ কালে বিধ্যুপযাপনম্।
দারৈর্বরৈস্তৎসদৃশৈঃ কল্পয়ন্তং বিভূতিভিঃ॥ ৩২

প্রস্থাপনোপানয়নৈরপত্যানাং মহোৎসবান্।
বীক্ষ্য যোগেশ্বরেশস্য যেষাং লোকা বিসিস্মিরে॥ ৩৩

সহযোগে দেবতাদির আরাধনা করছেন। কোথাও তিনি ব্রাহ্মণভোজনে নিয়োজিত আবার কোথাও তিনি স্বয়ং যজ্ঞাবশেষ ধারণ করছেন॥ ২৪ ॥

কোথাও তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করছেন আর কোথাও দেখলেন তিনি একমনে গায়ত্রী জপ করে যাচ্ছেন। এক মহলে তিনি দেখলেন যে শ্রীভগবান হস্তে ঢাল ও অসি ধারণ করে তা চালনা করবার শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত রয়েছেন॥ ২৫ ॥

কোথাও তিনি উদ্ধবাদি মন্ত্রীদের সঙ্গে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপর পরামর্শ করছেন আর কোথাও তিনি অতি উত্তম বারবণিতাদের সঙ্গে পরিবৃত থেকে জলকেলি করছেন॥ ২৭ ॥

কোথাও তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত ধেনু দান করছেন আর কোথাও তিনি মঙ্গলময় ইতিহাস ও পুরাণাদি শ্রবণ করছেন॥ ২৮ ॥

কোথাও কোনো পত্নীর মহলে তিনি নিজ প্রাণপ্রিয়ার সঙ্গে রসালাপে ব্যস্ত রয়েছেন আর কোথাও তিনি ধর্ম সেবন করছেন। কোনো মহলে তিনি অর্থ সেবন করছেন অর্থাৎ ধনসংগ্রহ ও ধনবৃদ্ধির কার্যে যুক্ত রয়েছেন ; আর কোথাও তিনি ধর্মানুকূল গৃহস্থোচিত বিষয়সকল উপভোগ করছেন॥ ২৯ ॥

কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্তে বসে প্রকৃতির অতীত সেই পরম পুরুষের ধ্যান করছেন আর কোথাও গুরুজনদের আকাঙ্ক্ষিত ভোগসামগ্রী সমর্পণ করে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করছেন॥ ৩০ ॥

দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারো সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন আর অন্য কারোর সঙ্গে সন্ধির কথা বলছেন। কোথাওবা তিনি ভগবান শ্রীবলরামের সঙ্গে বসে সজ্জনদের কল্যাণ চিন্তা করছেন॥ ৩১ ॥

কোথাওবা তিনি যথোচিত সময়ে পুত্র-কন্যাদের যথাযোগ্য পাত্রী-পাত্রের সঙ্গে অতিশয় জাঁকজমক করে বিধিমতে বিবাহ দিচ্ছেন॥ ৩২ ॥

তিনি কোথাও গৃহ থেকে কন্যাকে শ্বশ্রু গৃহে বিদায় দিচ্ছেন আর কোথাওবা অন্যদের আমন্ত্রণ করবার

[১]গায়ন্তং। [২]ধ্যায়মান্তে ক চাত্মানং। [৩]মভোগৈঃ।

যজন্তং সকলান্ দেবান্ ক্বাপি ক্রতুভিরূর্জিতৈঃ।
পূর্তয়ন্তং ক্বচিৎ ধর্মং কূপারামমঠাদিভিঃ॥ ৩৪

চরন্তং মৃগয়াং ক্বাপি হয়মারুহ্য সৈন্ধবম্।
ঘ্নন্তং ততঃ পশূন্ মেধ্যান্ পরীতং যদুপুঙ্গবৈঃ॥ ৩৫

অব্যক্তলিঙ্গং প্রকৃতিষ্বন্তঃপুরগৃহাদিষু।
ক্বচিচ্চরন্তং যোগেশং তত্তদ্ভাববুভুৎসয়া॥ ৩৬

অথোবাচ হৃষীকেশং নারদঃ প্রহসন্নিব।
যোগমায়োদয়ং বীক্ষ্য মানুষীমীয়ুষো গতিম্॥ ৩৭

বিদাম যোগমায়াস্তে দুর্দর্শা অপি মায়িনাম্।
যোগেশ্বরাত্মন্ নির্ভাতা ভবৎপাদনিষেবয়া॥ ৩৮

অনুজানীহি মাং দেব লোকাংস্তে যশসাপ্লুতান্।
পর্যটামি তবোদগায়ন্ লীলাং ভুবনপাবনীম্॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মন্ ধর্মস্য বক্তাহং কর্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ঁল্লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদঃ॥ ৪০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাম্।
তমেব সর্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ॥ ৪১

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্যস্য যোগমায়ামহোদয়ম্।
মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্ বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ॥ ৪২

প্রস্তুতিতে যুক্ত আছেন। যোগেশ্বরদের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বিরাট কর্ম-যজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখে দেবর্ষি বিস্ময়ান্বিত হয়ে যাচ্ছিলেন॥ ৩৩ ॥

কোথাওবা তিনি বিশাল যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত দেবতাদের যজন ও পূজা করছেন আর অন্য কোথাও কূপখনন, উপবন নির্মাণ ও মঠাদি প্রতিষ্ঠা করে ইষ্ট পূরণকারী ধর্মাচরণ করছেন॥ ৩৪ ॥

কোথাওবা তিনি শ্রেষ্ঠ যাদব পরিবৃত হয়ে সিন্ধুদেশীয় অশ্বে আরোহণ করে মৃগয়া করছেন ও তাতে যজ্ঞ হেতু বধ্য পশুসকল বধ করছেন॥ ৩৫ ॥

কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রজাদের মধ্যে ও অন্তপুরের মহলে ছদ্মবেশে গোপনে সকলের অভিপ্রায় অবগত হতে বিচরণ করছেন। এই তো ভগবানের যোগেশ্বরোচিত কর্ম! ৩৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ! এইরূপ নরলীলায় যুক্ত হৃষীকেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার বৈভব দেখে দেবর্ষি শ্রীনারদ হাসতে হাসতে তাঁকে বললেন ॥ ৩৭ ॥

হে যোগেশ্বর! হে আত্মদ্রষ্টা! আপনার যোগমায়া ব্রহ্মাদি মায়াবিদেরও অগম্য। কিন্তু আমি আপনার যোগমায়ার রহস্য অবগত আছি কারণ আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যযুক্ত থাকায় তা স্বয়ংই আমার সম্মুখে প্রকাশিত॥ ৩৮ ॥

হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ভগবন্! চতুর্দশ ভুবন আপনার যশোগাথায় পরিপূর্ণ। আপনি আমাকে আপনার সেই ত্রিভুবনপাবন লীলা গান করে বিচরণ করবার অনুমতি প্রদান করুন॥ ৩৯ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে দেবর্ষি শ্রীনারদ। আমি স্বয়ংই ধর্মের উপদেশক, প্রতিপালক ও অনুমোদন কর্তাও। তাই সংসারধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই আমি এইরূপ ধর্মাচরণ করে থাকি। অতএব হে প্রিয় পুত্র! তুমি আমার এই যোগমায়া দেখে মোহিত হয়ো না॥ ৪০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৃহস্থদের পবিত্রতা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ করছিলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও দেবর্ষি শ্রীনারদ তাঁকে তাঁর পত্নীর মহলে পৃথক পৃথক ভাবে দেখেছিলেন॥ ৪১ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তাঁর যোগমায়ায়

ইত্যর্থকামধর্মেষু কৃষ্ণেন শ্রদ্ধিতাত্মনা।
সম্যক্ সভাজিতঃ প্রীতস্তমেবানুস্মরন্ যযৌ॥ ৪৩

পরম ঐশ্বর্য বার বার প্রত্যক্ষ করে দেবর্ষি শ্রীনারদ বিস্মিত হলেন ; তাঁর কৌতূহলের কোনো সীমা ছিল না॥ ৪২ ॥

দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গৃহস্থসম আচরণ তাঁর ধর্ম, অর্থ ও কর্মরূপ পুরুষার্থের উপর অনন্ত শ্রদ্ধাই সূচিত করেছিল। তিনি দেবর্ষি নারদকে যথাযোগ্য সম্মান দিলেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদ পরম প্রসন্নতায় শ্রীভগবানকে স্মরণ করতে করতে প্রস্থান করলেন॥ ৪৩ ॥

এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্তমানো
নারায়ণোঽখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ।
রেমেঽঙ্গ ষোড়শসহস্রবরাঙ্গনানাং
সব্রীড়সৌহৃদনিরীক্ষণহাসজুষ্টঃ ॥ ৪৪

রাজন্ ! ভগবান নারায়ণ সমস্ত জগতের কল্যাণ হেতু নিজ অচিন্ত্য মহাশক্তি যোগমায়াকে অবলম্বন করে নরলীলা করেন। দ্বারকাপুরীতে ষোড়শ সহস্রাধিক পত্নীগণ সলজ্জ ও প্রেমময় দৃষ্টি ও অধরে মৃদুমন্দ স্মিতহাস্য ধারণ করে তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত থাকতেন ও তাঁর সঙ্গে বিহার করতেন॥ ৪৪ ॥

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ
কর্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥ ৪৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাসকল অনবদ্য ; তা অন্য কেউ করতে কখনো সক্ষম নয়। হে পরীক্ষিৎ ! তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এর পরম কারণস্বরূপ। তাঁর লীলা সংকীর্তনকারী, লীলাশ্রবণকারী এবং সংকীর্তন ও শ্রবণ অনুমোদনকারী মোক্ষের পথস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পরম প্রেমময় ভক্তি লাভ করে থাকে॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[1] উত্তরার্ধে কৃষ্ণগার্হস্থ্যদর্শনং নামৈকোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের কৃষ্ণ-গার্হস্থ্যদর্শন নামক উনসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

[1]প্রে একোন.।

অথ সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যচর্যা ও জরাসন্ধ দ্বারা বন্দী করে রাখা রাজাদের দূতের তাঁর নিকট আগমন

শ্রীশুক[১]*উবাচ*

অথোষস্যুপবৃত্তায়াং কুক্কুটান্ কূজতোঽশপন্।
গৃহীতকণ্ঠ্যঃ পতিভির্মাধব্যো বিরহাতুরাঃ॥ ১

অতিপ্রত্যূষে মোরগের ডেকে ওঠা এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণের বাহু পরিবেষ্টিত তাঁর পত্নীগণ এই মোরগের ডাককে আদৌ সহ্য করতে পারতেন না কারণ আশুবিরহ চিন্তা তাঁদের ব্যাকুল করে তুলত॥ ১ ॥

বয়াংস্যারুরুবন্ কৃষ্ণং বোধয়ন্তীব বন্দিনঃ।
গায়ৎস্বলিষ্বনিদ্রাণি মন্দারবনবায়ুভিঃ॥ ২

তখন সমীরণ পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ বহন করে ধীরস্থির পদক্ষেপে প্রবাহিত হত। ভ্রমরগণ তালছন্দে নিজ সংগীত পরিবেশন করতে শুরু করত। পক্ষীগণ জাগরিত হয়ে বন্দীজন সম কলরব দ্বারা স্তবস্তুতি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রোত্থিত করার চেষ্টায় যুক্ত হত॥ ২ ॥

মুহূর্তং তং তু বৈদর্ভী নামৃষ্যদতিশোভনম্।
পরিরম্ভণবিশ্লেষাৎ প্রিয়বাহ্বন্তরং গতা॥ ৩

আলিঙ্গনসুখ হারাবার আশঙ্কায় প্রিয়তমের ভুজ-পাশে আবদ্ধ শ্রীরুক্মিণীর সেই পরম রমণীয় ও পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তকেও অসহ্য বলে মনে হত॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মে মুহূর্ত উত্থায় বার্যুপস্পৃশ্য মাধবঃ।
দধ্যৌ প্রসন্নকরণ আত্মানং তমসঃ পরম্॥ ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তেই শয্যাত্যাগ করতেন এবং হস্তবদনাদি প্রক্ষালিত করে নিজ মায়াতীত আত্মস্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হতেন। তাঁর দেহের রোমকূপ সকলে তখন যেন আনন্দের বিচ্ছুরণ হত॥ ৪ ॥

একং স্বয়ংজ্যোতিরনন্যমব্যয়ং[২]
স্বসংস্থয়া নিত্যনিরস্তকল্মষম্।
ব্রহ্মাখ্যমস্যোদ্ভবনাশহেতুভিঃ
স্বশক্তিভির্লক্ষিতভাবনির্বৃতিম্ ॥ ৫

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের সেই আত্মস্বরূপ সজাতীয়-বিজাতীয় এবং স্বগতভেদরহিত এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড—কেননা তাতে উপাধি অথবা উপাধির কারণরূপ অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নেই। সেই কারণেই তা অবিনাশী সত্য। যেমন চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি নেত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং নেত্র-ইন্দ্রিয় চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তদনুরূপ আত্মস্বরূপ অপরের দ্বারা প্রকাশিত নয়, স্বয়ংপ্রকাশিত। তার কারণ এই যে নিজ স্বরূপে নিত্য অবস্থান এবং কালের সীমার বাইরেও অসংস্পৃষ্ট থাকার কারণে অবিদ্যা তাকে স্পর্শও করতে সক্ষম হয় না। তাতে প্রকাশ্য ও প্রকাশক ভাব আদৌ থাকে না। জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণরূপে ব্রহ্মশক্তি, বিষ্ণুশক্তি এবং রুদ্রশক্তি-সকল দ্বারা কেবল এই অনুমান

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]মদ্বয়ং।

অথাপ্লুতোঽম্ভস্যমলে যথাবিধি
ক্রিয়াকলাপং পরিধায় বাসসী।
চকার সন্ধ্যোপগমাদি সত্তমো
হুতানলো ব্রহ্ম জজাপ বাগ্‌যতঃ॥ ৬

উপস্থায়ার্কমুদ্যন্তং তর্পয়িত্বাঽঽত্মনঃ কলাঃ।
দেবানৃষীন্ পিতৄন্ বৃদ্ধান্ বিপ্রানভ্যর্চ্য চাত্মবান্॥ ৭

ধেনূনাং রুক্মশৃঙ্গীণাং সাধ্বীনাং মৌক্তিকস্রজাম্।
পয়স্বিনীনাং গৃষ্টীনাং সবৎসানাং সুবাসসাম্॥ ৮

দদৌ রূপ্যখুরাগ্রাণাং ক্ষৌমাজিনতিলৈঃ সহ।
অলঙ্কৃতেভ্যো বিপ্রেভ্যো বদ্বং বদ্বং দিনে দিনে॥ ৯

গোবিপ্রদেবতাবৃদ্ধগুরূন্[1] ভূতানি সর্বশঃ।
নমস্কৃত্যাত্মসম্ভূতীর্মঙ্গলানি[2] সমস্পৃশৎ॥ ১০

আত্মানং ভূষয়ামাস নরলোকবিভূষণম্।
বাসোভির্ভূষণৈঃ স্বীয়ৈর্দিব্যস্রগনুলেপনৈঃ॥ ১১

অবেক্ষ্যাজ্যং তথাদর্শং গোবৃষদ্বিজদেবতাঃ।
কামাংশ্চ সর্ববর্ণানাং পৌরান্তঃপুরচারিণাম্।
প্রদাপ্য প্রকৃতীঃ কামৈঃ প্রতোষ্য প্রত্যনন্দত॥ ১২

করা সম্ভব হয় যে সেই স্বরূপ অসংস্পৃষ্ট এক সত্তাস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। সাধারণভাবে বোঝাবার জন্য তাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন নিজ সেই আত্মস্বরূপের ধ্যান করে থাকেন॥ ৫ ॥

অতঃপর তিনি বিধি অনুসারে নির্মল ও পবিত্র জলে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করে যথাবিধি নিত্যকর্ম সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন। অতঃপর তিনি যজ্ঞ করতে বসেন ও মৌন ধারণ করে গায়ত্রী জপ করেন। তিনি এইসকল কর্ম করেন কারণ তিনি যে সজ্জনদের আদর্শ ব্যক্তিসম॥ ৬ ॥

সূর্যোদয় কালে তিনি সূর্যোপাসনা করেন এবং নিজ কলাস্বরূপ দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষদের তর্পণ করেন। অতঃপর তিনি কুলবয়োবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের বিধিপূর্বক পূজা করেন। অতঃপর পরম মনস্বী শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধবতী প্রথম প্রসূতা, সবৎসা শান্ত সরল স্বভাব গাভী দান করেন। গাভী দান কালে তাদের সুন্দর বস্ত্র ও রত্নমাল্য ধারণ করানো হয় ; শৃঙ্গ সুবর্ণে ও খুর রৌপ্যে মণ্ডিত করা হয়। তিনি ব্রাহ্মণদের বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত করে পট্টবস্ত্র, মৃগচর্ম ও তিল সহযোগে প্রতিদিন তেরো সহস্র চুরাশি ধেনু দান করেন॥ ৭-৯ ॥

তদনন্তর তিনি নিজ বিভূতিরূপ ধেনু, ব্রাহ্মণ, দেবতা, কুল-বয়োবৃদ্ধ, গুরুজন এবং সমস্ত প্রাণীদের প্রণাম নিবেদন করে মাঙ্গলিক বস্তুসকল স্পর্শ করেন॥ ১০ ॥

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের অঙ্গের নিজস্ব এক অনুপম সৌন্দর্য আছে ; তবুও তিনি পীতাম্বরাদি দিব্যবস্ত্র, কৌস্তুভাদি দিব্য অলংকার, দিব্য পুষ্পমালা ও চন্দনাদি দিব্য অঙ্গরাগে নিজেকে বিভূষিত করে থাকেন॥ ১১ ॥

অতঃপর তিনি ঘৃত ও দর্পণে নিজ কমলানন প্রত্যক্ষ করেন আর গাভী, বৃষ, দ্বিজ ও দেবপ্রতিমা সকল দর্শন করেন। তারপর তিনি নগরবাসী ও অন্তঃপুরবাসী চতুর্বর্ণের জনগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন ; অতঃপর অন্যান্য (গ্রামবাসী) প্রজাদের কামনাপূর্তি করে তাদের সন্তুষ্ট করেন এবং সকলকে প্রসন্ন থাকতে দেখে নিজেও পরমানন্দ লাভ করেন॥ ১২ ॥

[1]বৃদ্ধান্ গুরূন্। [2]ত্মনো ভূতী.।

সংবিভজ্যাগ্রতো বিপ্রান্ স্রক্‌তাম্বুলানুলেপনৈঃ।
সুহৃদঃ প্রকৃতীর্দারানুপাযুঙ্‌ক্ত ততঃ স্বয়ম্।। ১৩

তিনি পুষ্পমাল্য, তাম্বুল, চন্দন এবং অঙ্গরাগ আদি বস্তুসকল প্রথমে সমীপস্থ ব্রাহ্মণ, আত্মীয়স্বজন, মন্ত্রী ও রানিদের মধ্যে বিতরণ করে অবশিষ্ট নিজে ব্যবহার করেন।। ১৩ ।।

তাবৎ সূত উপানীয় স্যন্দনং পরমাদ্ভুতম্।
সুগ্রীবাদ্যৈর্হয়ৈর্যুক্তং প্রণম্যাবস্থিতোঽগ্রতঃ।। ১৪

শ্রীভগবানের এইরূপ কর্ম সম্পাদন কালে সারথি দারুক সুগ্রীবাদি অশ্বগণ সংযুক্ত অতি আশ্চর্যজনক রথ তাঁর কাছে নিয়ে আসত এবং প্রণাম নিবেদন করে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকত।। ১৪ ।।

গৃহীত্বা পাণিনা পাণী সারথেস্তমথারুহৎ।
সাত্যক্যুদ্ধবসংযুক্তঃ পূর্বাদ্রিমিব ভাস্করঃ।। ১৫

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও উদ্ধবের সঙ্গে স্বয়ং সারথির হাত ধরে রথারোহণ করতেন। তখন মনে হত যেন ভুবনভাস্কর ভগবান সূর্য উদয়াচল পর্বতে আরোহণ করলেন।। ১৫ ।।

ঈক্ষিতোঽন্তঃপুরস্ত্রীণাং সব্রীড়প্রেমবীক্ষিতৈঃ[১]।
কৃচ্ছ্রাদ্ বিসৃষ্টো নিরগাজ্জাতহাসো হরন্ মনঃ।। ১৬

তখন রানিনিবাসের রমণীগণ সলজ্জ প্রেমময় দৃষ্টিতে তাঁকে অবলোকন করতে থাকতেন এবং অতি কষ্টে বিদায় দিতেন। শ্রীভগবান অধরে মৃদুমন্দ হাস্য ধারণ করে তাদের চিত্ত হরণ করে মহল থেকে নির্গত হতেন।। ১৬ ।।

সুধর্মাখ্যাং সভাং সর্বৈর্বৃষ্ণিভিঃ পরিবারিতঃ।
প্রাবিশদ্ যন্নিবিষ্টানাং ন সন্ত্যঙ্গ ষড়ূর্ময়ঃ।। ১৭

হে পরীক্ষিৎ ! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল যদুবংশীয়দের সঙ্গে সুধর্মাসভাতে প্রবেশ করতেন। সেই সভার অনন্ত মহিমা ; তাতে যোগ দিলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-মোহ এবং জরা-মৃত্যু অর্থাৎ ছয় দেহধর্মের উৎপীড়নের বোধ থাকে না।। ১৭ ।।

তত্রোপবিষ্টঃ পরমাসনে বিভু-
র্বভৌ স্বভাসা ককুভোঽবভাসয়ন্[২]।
বৃতো নৃসিংহৈর্যদুভির্যদূত্তমো
যথোড়ুরাজো দিবি তারকাগণৈঃ।। ১৮

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রমণীসকলের কাছ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে বিদায় গ্রহণ করে একরূপেই সুধর্মা-সভাতে প্রবেশ করতেন ও সেইখানে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবেশন করতেন। তাঁর অঙ্গকান্তিতে দিকসকল আলোকিত হয়ে উঠত। তখন যদুবংশীয় বীরদের মধ্যে যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপবিষ্ট দেখে মনে হত যেন নক্ষত্রখচিত আকাশে চন্দ্রদেব শোভাবর্ধন করছেন।। ১৮ ।।

তত্রোপমন্ত্রিণো রাজন্ নানাহাস্যরসৈর্বিভুম্।
উপতস্থুর্নটাচার্যা নর্তক্যস্তাণ্ডবৈঃ পৃথক্।। ১৯

পরীক্ষিৎ ! সুধর্মাসভাতে বিদূষকগণ হাস্যকৌতুক করে, নট্যাচার্যগণ অভিনয় করে ও নর্তকীগণ নিজ দলের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে নৃত্য পরিবেশন করে শ্রীভগবানের সেবায় যুক্ত থাকতেন।। ১৯ ।।

মৃদঙ্গবীণামুরজবেণুতালদরস্বনৈঃ।
ননৃতুর্জগুস্তুষ্টুবুশ্চ সূতমাগধবন্দিনঃ।। ২০

তখন মৃদঙ্গ, বীণা, পাখোয়াজ, বেণু, করতাল ও

[১]বীক্ষণৈঃ। [২]ভো বিরাজয়ন্।

তত্রাহুর্ব্রাহ্মণাঃ কেচিদাসীনা ব্রহ্মবাদিনঃ।
পূর্বেষাং পুণ্যযশসাং রাজ্ঞাং চাকথয়ন্ কথাঃ॥ ২১

তত্রৈকঃ পুরুষো রাজন্নাগতোঽপূর্বদর্শনঃ।
বিজ্ঞাপিতো ভগবতে প্রতীহারৈঃ প্রবেশিতঃ॥ ২২

স নমস্কৃত্য কৃষ্ণায় পরেশায় কৃতাঞ্জলিঃ।
রাজ্ঞামাবেদয়দ্ দুঃখং জরাসন্ধনিরোধজম্[১]॥ ২৩

যে চ দিগ্বিজয়ে তস্য সন্নতিং ন যযুর্নৃপাঃ।
প্রসহ্য রুদ্ধাস্তেনাসন্নযুতে দ্বে গিরিব্রজে॥ ২৪

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন।
বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ॥ ২৫

লোকো বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্মণ্যয়ং[২] ত্বদুদিতে ভবদর্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ॥ ২৬

লোকে ভবান্‌জগদিনঃ কলয়াবতীর্ণঃ
সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহণায় চান্যঃ।
কশ্চিৎ ত্বদীয়মতিযাতি নিদেশমীশ
কিং বা জনঃ স্বকৃতমৃচ্ছতি তন্ন বিদ্মঃ॥ ২৭

শঙ্খ বাজতে থাকত আর সূত, মগধ ও বন্দীজন নৃত্যগীত সহকারে শ্রীভগবানের সেবায় যুক্ত থাকত॥ ২০ ॥

কোথাও বা পাঠক ব্রাহ্মণ বসে বেদমন্ত্র ব্যাখ্যায় যুক্ত থাকতেন। তাঁরা প্রাচীন পুণ্যকীর্তি রাজাদের চরিত্র গানও করতেন॥ ২১ ॥

একদিন দ্বারকাপুরীর রাজসভার দ্বারে এক অচেনা ব্যক্তির আগমন হল। দৌবারিক শ্রীভগবানকে তার আগমন বার্তা সূচিত করল। অতঃপর শ্রীভগবানের অনুমতি নিয়ে তাকে সভাভবনে উপস্থিত করা হল॥ ২২ ॥

সেই ব্যক্তি রাজসভায় এসে প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করল। অতঃপর সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই বিশ সহস্র রাজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা নিবেদন করল যারা জরাসন্ধের দিগ্বিজয় কালে তার বশ্যতা স্বীকার না করায় জরাসন্ধ-কর্তৃক বলপূর্বক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে বলল— ॥ ২৩-২৪ ॥

সেই রাজাগণ এইরূপ বার্তা প্রেরণ করেছে— 'হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি বাক্য ও মনের অগোচর। আপনার শরণাগতকে আপনি অভয় দান করে থাকেন। হে প্রভু ! এখনও আমাদের ভেদবুদ্ধি নিবারণ হয়নি। আমরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে ভীত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি॥ ২৫ ॥

ভগবন্ ! অধিকাংশ জীব সকাম (কামনাযুক্ত) ও নিষিদ্ধ কর্মে নিত্যযুক্ত থেকে নিজ পরম কল্যাণকর কর্ম—আপনার উপাসনায় যুক্ত থাকতে ভুলে যায় এবং জীবন ও জীবন সম্বন্ধিত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণেই যুক্ত থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আপনি তো অপরিসীম শক্তিধর। আপনি কালরূপে নিত্য সতর্ক থেকে সেই আশালতাকে সমূলে উৎপাটিত করে দেন। আমরা আপনার সেই কালরূপকে নমস্কার করি॥ ২৬ ॥

আপনি স্বয়ং জগদীশ্বর। শিষ্টদের রক্ষণ ও দুষ্টদের দমন হেতু বল-শক্তি আদি সহযোগে এই জগতে অবতার হয়েছেন। এই অবস্থায় হে প্রভু ! জরাসন্ধাদি অন্য রাজাগণ আপনার ইচ্ছা ও আদেশ ছাড়াই আমাদের কষ্ট

[১]সন্ধবিরো.। [২]ণাপি।

স্বপ্নায়িতং নৃপসুখং পরতন্ত্রমীশ
শশ্বদ্ভয়েন মৃতকেন ধুরং বহামঃ।
হিত্বা তদাত্মনি সুখং ত্বদনীহলভ্যং
ক্লিশ্যামহেঽতিকৃপণাস্তব মায়য়েহ॥ ২৮

তন্নো ভবান্ প্রণতশোকহরাঙ্ঘ্রিযুগ্মো
বদ্ধান্ বিযুঙ্‌ক্ষ্ব মগধাহ্বয়কর্মপাশাৎ।
যো ভূভুজোঽযুতমতঙ্গজবীর্যমেকো
বিভ্রদ্ রুরোধ ভবনে মৃগরাড়িবাবীঃ॥ ২৯

যো বৈ ত্বয়া দ্বিনবকৃত্ব উদাত্তচক্র
ভগ্নো মৃধে খলু ভবন্তমনন্তবীর্যম্।
জিত্বা নৃলোকনিরতং সকৃদূঢ়দর্পো
যুষ্মৎপ্রজা রুজতি নোঽজিত তদ্ বিধেহি॥ ৩০

দূত উবাচ

ইতি মাগধসংরুদ্ধা ভবদ্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।
প্রপন্নাঃ পাদমূলং তে দীনানাং শং বিধীয়তাম্॥ ৩১

দিতে সাহস করে কেমন করে ? আমরা এই কথা বুঝতে পারি না। যদি বলেন যে, জরাসন্ধ আসলে আমাদের কষ্ট দিচ্ছে না তাকে নিমিত্ত করে আমাদের দুষ্কর্মই আমাদের কষ্ট দিচ্ছে তবুও তাতো মেনে নেওয়া যায় না ; কারণ আমরা যখন আপনার একান্ত আপন, তখন আমাদের কষ্ট দিতে দুষ্কর্মের সাহস হয় কেমন করে ? অতএব আপনি আমাদের অবশ্যই এই ক্লেশ থেকে মুক্ত করুন॥ ২৭ ॥

হে প্রভু ! আমরা জানি যে রাজা হওয়ার সুখ প্রারব্ধের অধীন ও বিষয়সাধ্য। বস্তুত তা স্বপ্ন সুখসম তুচ্ছ ও অসৎ। আর সুখভোগী এই দেহও একভাবে মৃতদেহই আর শত শত ভয় তাকে তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু আমরা তো এর সাহায্যেই জগতের বোঝা বহন করে থাকি। তাই আমরা অন্তঃকরণের নিষ্কাম ভাব এবং সংকল্পরাহিত্য স্থিতি দ্বারা প্রাপ্ত আত্মসুখ ত্যাগ করে দিয়েছি। আসলে আমরা একান্তই অজ্ঞান এবং মায়ার ফাঁদে পা দিয়ে অবিরাম ক্লেশ ভোগ করে যাচ্ছি॥ ২৮ ॥

ভগবন্ ! আপনার শ্রীপাদপদ্ম শরণাগত ব্যক্তিদের শোক ও মোহ হরণ করে থাকে। অতএব আপনি আমাদের জরাসন্ধরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করুন—এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। হে প্রভু ! জরাসন্ধ একাই দশ সহস্র গজের বল ধারণ করে। সে সিংহের ন্যায় বিক্রমে আমাদের মেষবৎ বন্দী করে রেখেছে॥ ২৯ ॥

হে চক্রপাণি ! আপনি আঠারো বার জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং তার মধ্যে সতেরো বার তার মানমর্দন করে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু একবার সে আপনাকে পরাজিত করেছে। আমরা আপনার অনন্ত পরাক্রমের কথা ভালোভাবে জানি। তবুও আপনি নরসম আচরণ করে তার কাছে পরাজিত হয়ে যাওয়ার অভিনয় করলেন। কিন্তু এতে যে তার অহংকার আরও বেড়ে গেছে, হে অজিত ! সে জানতে পেরেছে যে আমরা আপনার ভক্ত ও প্রজা ; তাই তার অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। আমরা আপনাকে সব কিছু জানালাম। এইবার আপনি যেমন ভালো বোঝেন তেমনই করবেন' ॥ ৩০ ॥

দূত এরপর নিবেদন করল—'হে ভগবন্ ! জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দীকৃত রাজাগণ আপনার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করেছেন। তাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের

শ্রীশুক উবাচ

রাজদূতে ব্রুবত্যেবং দেবর্ষিঃ পরমদ্যুতিঃ।
বিভ্রৎ পিঙ্গজটাভারং প্রাদুরাসীদ্ যথা রবিঃ।। ৩২

তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
ববন্দ উত্থিতঃ শীর্ষ্ণা সসভ্যঃ সানুগো মুদা।। ৩৩

সভাজয়িত্বা বিধিবৎ কৃতাসনপরিগ্রহম্।
বভাষে সুনৃতৈর্বাক্যৈঃ শ্রদ্ধয়া তর্পয়ন্ মুনিম্।। ৩৪

অপি স্বিদদ্য লোকানাং ত্রয়াণামকুতোভয়ম্।
ননু ভূয়ান্ ভগবতো লোকান্ পর্যটতো গুণঃ।। ৩৫

ন হি তেঽবিদিতং কিঞ্চিল্লোকেষ্বীশ্বরকর্তৃষু।
অথ পৃচ্ছামহে যুষ্মান্ পাণ্ডবানাং চিকীর্ষিতম্।। ৩৬

শ্রীনারদ উবাচ

দৃষ্টা ময়া তে বহুশো দুরত্যয়া
মায়া বিভো বিশ্বসৃজশ্চ মায়িনঃ।
ভূতেষু ভূমংশ্চরতঃ স্বশক্তিভি-
র্বহ্নেরিবচ্ছন্নরুচো ন মেঽদ্ভুতম্।। ৩৭

তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং
স্বমায়য়েদং সৃজতো নিযচ্ছতঃ।
যদ্ বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে
তস্মৈ নমস্তে স্ববিলক্ষণাত্মনে।। ৩৮

শরণাগত। তাঁরা আপনার দর্শন লাভ করতে ইচ্ছুক। আপনি কৃপা করে তাঁদের রক্ষা করুন'।। ৩১ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যখন রাজাদের দূত এইরূপ নিবেদন করছিল তখন সেইখানে পরম তেজস্বী দেবর্ষি নারদের আগমন হল। তাঁর পিঙ্গলবর্ণ জটাজুট অতি উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত ছিল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ সূর্যদেব এসেছেন।। ৩২ ।।

ব্রহ্মাদি লোকপালদের একমাত্র প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে আসতে দেখেই সভাসদ ও সেবকসকল সহযোগে পরম আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন ও মস্তক অবনত করে তাঁকে অভিবাদন করলেন।। ৩৩ ।।

দেবর্ষি নারদ আসন গ্রহণ করলে শ্রীভগবান পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তাঁর যথাবিধি পূজার্চনা করলেন। নিজ শ্রদ্ধাদ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে তিনি বিনীতভাবে বললেন।। ৩৪ ।।

দেবর্ষি ! ত্রিলোকে সব কুশল তো ? আপনি ত্রিলোক বিচরণ করে থাকেন। তাতে আমার ভীষণ উপকার হয়ে থাকে। আমি স্বস্থানেই সকলের সংবাদ লাভ করে থাকি।। ৩৫ ।।

ঈশ্বরসৃষ্ট ত্রিলোকে আপনার অজানা কিছুই নেই। অতএব আপনার কাছ থেকে আমি জানতে ইচ্ছুক যে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এখন কী করতে ইচ্ছুক ? ৩৬ ।।

দেবর্ষি নারদ বললেন—'হে সর্বব্যাপিন্ অনন্ত ! আপনি বিশ্বসৃষ্টিকর্তা এবং স্বয়ং এত বড় মায়াবী যে, শ্রীব্রহ্মাদিসম অতি বড় মায়াবীগণও আপনার মায়ার সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। হে প্রভু ! যেমনভাবে অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনভাবে আপনি সর্বজীবে নিজ অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ব্যাপ্ত থাকেন। জীবের দৃষ্টি সত্ত্বাদি গুণের প্রতিই স্থির হয়ে থাকে তাই তারা আপনাকে দেখতে সক্ষম হয় না। আমি আপনার মায়া একবার নয়, বহুবার দেখেছি। তাই যখন আপনি কিছুই জানেন না ভাব করে পাণ্ডবদের সমাচার জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমার কোনো রকম কৌতূহল হয় না।। ৩৭ ।।

ভগবন্ ! আপনি আপনার মায়া দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি ও সংহার করেন এবং আপনার মায়ার প্রভাবেই তা অসত্য হয়েও সত্য বলে মনে হয়ে থাকে। আপনার অভিপ্রায়

জীবস্য যঃ সংসরতো বিমোক্ষণং
ন জানতোঽনর্থবহাচ্ছরীরতঃ।
লীলাবতারৈঃ স্বযশঃপ্রদীপকং
প্রাজ্বালয়ত্ত্বা তমহং প্রপদ্যে॥ ৩৯

অনুধাবনে কে সক্ষম ? আপনার স্বরূপ সর্বদা অচিন্ত্যনীয়। আমি তো কেবল বার বার আপনাকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি॥ ৩৮॥

শরীর ও তার সম্বন্ধিত বাসনাসমূহে নিত্যযুক্ত থেকে জীব জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়ে থাকে ; তারা জানতে পারে না, কেমনভাবে তাদের মুক্তি সম্ভব ? তাদের কল্যাণ কামনায় আপনার বারে বারে লীলাবতার রূপে আগমন হয়। তখন আপনি নিজ যশঃপ্রদীপ প্রজ্বলিত করে তাদের মুক্তির জন্য সহায়ক হয়ে থাকেন। তাই আমি আপনার শরণাগত থাকি॥ ৩৯ ॥

অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্মন্ নরলোকবিড়ম্বনম্।
রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্॥ ৪০

হে প্রভু ! আপনি স্বয়ং পরব্রহ্ম। তা সত্ত্বেও নরলীলা করে আমাকে প্রশ্ন করছেন। তাই আমি আপনার পিসতুতো ভাই ও প্রেমী ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির কী করতে ইচ্ছুক তা বলছি॥ ৪০ ॥

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।
পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ ভবাননুমোদতাম্॥ ৪১

এই তথ্য অভ্রান্ত যে, ব্রহ্মলোকে লাভ করা ভোগ রাজা যুধিষ্ঠির মর্তেই লাভ করেছেন। তাঁর কোনো বস্তুর কামনা নেই। তবুও তিনি আপনাকে লাভ করবার জন্য শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা আপনার আরাধনায় ব্রতী হবেন। কৃপা করে তাঁর এই অভিলাষকে আপনার অনুমোদন প্রদান করুন॥ ৪১ ॥

তস্মিন্ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ।
দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ॥ ৪২

ভগবন্ ! সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে আপনাকে দর্শন করবার জন্য মহান দেবতাগণ ও যশস্বী রাজাগণ সমবেত হবেন ॥ ৪২ ॥

শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ ধ্যানাৎ পূয়ন্তেঽন্তেবসায়িনঃ।
তব ব্রহ্মময়স্যেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিনঃ॥ ৪৩

হে প্রভু ! আপনি স্বয়ং বিজ্ঞানানন্দঘন ব্রহ্ম। আপনাকে উদ্দেশ্য করে শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান করলে অন্ত্যজও পবিত্র হয়ে যায়। আর যারা আপনাকে দর্শন ও স্পর্শ করতে পারে তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য॥ ৪৩॥

যস্যামলং দিবি যশঃ প্রথিতং রসায়াং
ভূমৌ চ তে ভুবনমঙ্গল দিগ্বিতানম্।
মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো
গঙ্গেতি চেহ চরণাম্বু পুনাতি বিশ্বম্॥ ৪৪

হে ত্রিভুবনমঙ্গল ! আপনার নির্মল কীর্তি দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত ; তা স্বর্গ, মর্ত ও পাতালে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এর বিস্তৃতি আপনার চরণামৃতধারাসম ; যা স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী ও মর্ত্যে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্রতা প্রদান করে যাচ্ছে॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

তত্র তেষ্বাত্মপক্ষেষ্বগৃহ্ণৎসু বিজিগীষয়া।
বাচঃ পেশৈঃ স্ময়ন্ ভৃত্যমুদ্ধবং প্রাহ কেশবঃ।। ৪৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! উপস্থিত যদুবংশীয়গণের মতে জরাসন্ধকে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করাই ছিল প্রথম কার্য। অতএব শ্রীনারদের কথা তাঁদের ভালো লাগল না। তখন ব্রজাদির নিয়ামক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসা করে সুমিষ্ট স্বরে বললেন— ।। ৪৫ ।।

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বং হি ন পরমং চক্ষুঃ সুহৃন্মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
তথাত্র ব্রূহ্যনুষ্ঠেয়ং শ্রদ্দধ্মঃ করবাম তৎ।। ৪৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'হে উদ্ধব ! তুমি আমার হিতৈষী ও সুহৃদ। তোমার কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান অনুপম। তাই তোমাকে আমরা আমাদের উত্তম নেত্র জ্ঞান করে থাকি। এই সম্বন্ধে আমাদের এখন কী করা উচিত, ভেবে বলো। তোমার বিচারবুদ্ধিতে আমার বিশ্বাস আছে। তোমার কথা মতোই আমরা এগিয়ে যাব' ।। ৪৬ ।।

ইত্যুপামন্ত্রিতো ভর্ত্রা সর্বজ্ঞেনাপি মুগ্ধবৎ।
নিদেশং শিরসাহধায় উদ্ধবঃ প্রত্যভাষত।। ৪৭

যখন শ্রীউদ্ধব দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হয়েও কিছুই জানেন না এমন ভাব করে পরামর্শ আহ্বান করছেন তখন তিনি তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে বলতে লাগলেন।। ৪৭ ।।

ইতি[১]শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে ভগবদ্‌জ্ঞানবিচারে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৭০ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের ভগবদ্‌জ্ঞানবিচার নামক সপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৭০ ।।

---

[১]প্রাচীন বইতে এই স্থানে অধ্যায়টির সমাপ্ত করা হয়নি এবং পূর্ব অধ্যায়ের কুড়িতম শ্লোকের পূর্বার্ধের পাঠটি খণ্ডিত রয়েছে।

অথৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

একসপ্ততিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ আগমন

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য দেবর্ষেরুদ্ধবোঽব্রবীৎ।
সভ্যানাং মতমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহামতিঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করে মহামতি শ্রীউদ্ধব, দেবর্ষি নারদসহ সভাসদগণের সঙ্গে তাঁর মতামতের উপর বিচার করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন॥ ১ ॥

উদ্ধব উবাচ

যদুক্তমৃষিণা দেব সাচিব্যং যক্ষ্যতস্ত্বয়া।
কার্যং পৈতৃষ্বস্রেয়স্য রক্ষা চ শরণৈষিণাম্॥ ২

শ্রীউদ্ধব বললেন—ভগবন্ ! দেবর্ষি নারদের পরামর্শ অনুসারে আপনার পিসতুতো ভাই—পাণ্ডবগণ-কর্তৃক আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞে সম্মিলিত হওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই যথার্থ কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করাও যে নিতান্ত আবশ্যক॥ ২ ॥

যষ্টব্যং রাজসূয়েন দিক্‌চক্রজয়িনা বিভো।
অতো জরাসুতজয় উভয়ার্থো মতো মম ॥ ৩

হে প্রভু ! এটি কঠোর বাস্তব যে রাজসূয় যজ্ঞে দশদিক বিজয়ী হওয়া প্রয়োজন। অতএব উভয় কার্যে সিদ্ধির জন্য জরাসন্ধকে পরাজিত করা অতি আবশ্যক॥ ৩ ॥

অস্মাকং চ মহানর্থো হ্যেতেনৈব ভবিষ্যতি।
যশশ্চ তব গোবিন্দ রাজ্ঞো বদ্ধান্ বিমুঞ্চতঃ॥ ৪

হে প্রভু ! জরাসন্ধ পরাজিত হলেই আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে ; সেই সঙ্গে জরাসন্ধ-কর্তৃক বন্দী রাজাগণও মুক্তি পাবেন আর আপনার যশোগানও হবে॥ ৪ ॥

স বৈ দুর্বিষহো রাজা নাগাযুতসমো বলে।
বলিনামপি চান্যেষাং ভীমং সমবলং বিনা॥ ৫

রাজা জরাসন্ধকে বড় বড় রাজাগণ পরাজিত করতে অক্ষম, কারণ তার দশ সহস্র গজ সমতুল পরাক্রম। তাকে পরাজিত করতে সক্ষম ভীমসেন। কারণ একমাত্র তিনিই তাঁর সমকক্ষ বীর॥ ৫ ॥

দ্বৈরথে স তু জেতব্যো মা শতাক্ষৌহিণীযুতঃ।
ব্রহ্মণ্যোঽভ্যর্থিতো বিপ্রৈর্ন প্রত্যাখ্যাতি কর্হিচিৎ॥ ৬

তাকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করাই উৎকৃষ্ট পথ। শত অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে যখন সে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসবে তখন তাকে প্রতিহত করা দুরূহ কার্য হয়ে যাবে। জরাসন্ধ অতি ব্রাহ্মণভক্ত। ব্রাহ্মণ যাচনা করলে সে তাদের কখনো রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দেয় না॥ ৬ ॥

ব্রহ্মবেষধরো গত্বা তং ভিক্ষেত বৃকোদরঃ।
হনিষ্যতি ন সন্দেহো দ্বৈরথে তব সন্নিধৌ॥ ৭

তাই ভীমসেন ব্রাহ্মণ-বেশে তার কাছে গিয়ে যুদ্ধ যাচনা করুন। ভগবন্ ! আপনার উপস্থিতিতে ভীমসেন ও জরাসন্ধের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হলে ভীমসেন অবশ্যই জরাসন্ধকে বধ করতে সক্ষম হবেন॥ ৭ ॥

নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ শর্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব॥ ৮

হে প্রভু ! আপনি সর্বশক্তিমান, রূপরহিত কালস্বরূপ। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় আপনারই শক্তিতে হয়ে

গায়ন্তি তে বিশদকর্ম গৃহেষু দেব্যো
রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণং চ।
গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ
পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ং চ॥ ৯

জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্যর্থায়োপকল্পতে।
প্রায়ঃ পাকবিপাকেন তব চাভিমতঃ ক্রতুঃ॥ ১০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধববচো রাজন্ সর্বতোভদ্রমচ্যুতম্।
দেবর্ষির্যদুবৃদ্ধাশ্চ কৃষ্ণশ্চ প্রত্যপূজয়ন্॥ ১১

অথাদিশৎ প্রয়াণায় ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভৃত্যান্ দারুকজৈত্রাদীননুজ্ঞাপ্য গুরূন্ বিভুঃ॥ ১২

নির্গময্যাবরোধান্ স্বান্ সসুতান্ সপরিচ্ছদান্।
সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্য যদুরাজং চ শত্রুহন্।
সূতোপনীতং স্বরথমারুহদ্ গরুড়ধ্বজম্॥ ১৩

ততো রথদ্বিপভটসাদিনায়কৈঃ
করালয়া পরিবৃত আত্মসেনয়া।
মৃদঙ্গভের্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ
প্রঘোষঘোষিতককুভো নিরাক্রমৎ॥ ১৪

নৃবাজিকাঞ্চনশিবিকাভিরচ্যুতং
সহাত্মজাঃ পতিমনু সুব্রতা যযুঃ।
বরাম্বরাভরণবিলেপনস্রজঃ
সুসংবৃতা নৃভিরসিচর্মপাণিভিঃ॥ ১৫

থাকে। ব্রহ্মা ও শংকর তো তাতে নিমিত্ত রূপেই থাকেন। (এইভাবে জরাসন্ধ বধ হবে আপনার শক্তিতে, ভীমসেন তো কেবল নিমিত্তমাত্র হবেন)॥ ৮ ॥

যখন এইভাবে আপনি জরাসন্ধ বধ করবেন, তখন জরাসন্ধ-কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের পত্নীগণ তাদের প্রাণসম পতি সকলের পরিত্রাতার উদ্ধারের বিশুদ্ধ লীলাগান নিজ নিজ মহলে করতে থাকবেন—যেমনভাবে গোপীগণ শঙ্খচূড় থেকে উদ্ধার লীলার, আপনার শরণাগত মুনিগণ গজেন্দ্র লীলার, শ্রীসীতার উদ্ধারে রাবণ-বধ লীলার আর আমরা কংসের কারাগার থেকে আপনার জনক-জননী শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকী উদ্ধার লীলার গান করি॥ ৯ ॥

অতএব হে প্রভু ! জরাসন্ধ বধে বহু প্রয়োজনীয় কার্যের একসঙ্গে সমাধান হয়ে যাবে। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! বোধহয় রাজাদের পুণ্যকর্মের ফলে অথবা জরাসন্ধের পাপ পরিণামের ফলে কারণ যাই হোক না কেন—আপনিও এখন রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনই চাইছেন। (তাই আপনি প্রথমে সেইখানে পদার্পণ করুন)॥ ১০ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীউদ্ধবের এই অভিমত সর্বকল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য ছিল। দেবর্ষি নারদ, যদুকুল-বয়োবৃদ্ধগণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তা অনুমোদন করলেন॥ ১১ ॥

তখন অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবাদি গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে দারুক ও জৈত্র আদি সেবকদের ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন॥ ১২ ॥

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজ উগ্রসেন এবং শ্রীবলরামের আজ্ঞা নিয়ে রানিসকলকে তাঁদের পুত্রদের সহিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহযোগে আগেই যাত্রা করিয়ে দিলেন। এইবার তিনি দারুক-কর্তৃক আনীত স্বীয় গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করলেন॥ ১৩ ॥

অতঃপর রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সমৃদ্ধ এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তিনি প্রস্থান করলেন। গমনকালে মৃদঙ্গ, ভেরি, তূর্য, ঢোল, মহাশঙ্খের ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত কেঁপে উঠল॥ ১৪ ॥

শ্রীরুক্মিণী আদি পতিব্রতা সহস্রাধিক শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণ নিজ সন্তানদের সঙ্গে উত্তম বস্ত্রালংকার ও চন্দন,

নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্যনঃ-
করেণুভিঃ পরিজনবারযোষিতঃ।
স্বলঙ্কৃতাঃ কটকুটিকম্বলাম্বরা-
দ্যুপস্করা যযুরধিযুজ্য সর্বতঃ॥ ১৬

অঙ্গরাগ ও পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিতা হয়ে ডুলি, রথ ও কাঞ্চনময় শিবিকায় আরোহণ করে নিজ পতিদেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করে চলতে থাকলেন। পদাতিক সেনা তাঁদের অনুকরণে ঢালতরবারি সহিত নিযুক্ত ছিল॥ ১৫ ॥

অনুচরগণের স্ত্রী ও বারাঙ্গনাগণ উত্তম শৃঙ্গার করে শিবিকা, উট, অশ্বচালিত যান ও হস্তিনীতে তাদের সঙ্গে চলল। তাদের উশীরাদি নির্মিত বস্ত্র, নানা রকমের তাঁবু, বনাত, কম্বল ও পরিচ্ছদাদি বস্তুসকল বৃষ, মহিষ, গর্দভ ও অশ্বতর বাহিত হয়ে সঙ্গে চলল॥ ১৬ ॥

বলং বৃহদ্ধ্বজপটছত্রচামরৈ-
র্বরায়ুধাভরণকিরীটবর্মভিঃ।
দিবাংশুভিস্তুমুলরবং বভৌ রবে-
র্যথার্ণবঃ ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্মিভিঃ॥ ১৭

ক্ষুব্ধ সমুদ্রের সৌন্দর্য জলচর কুম্ভীরাদি প্রাণীদের ও তরঙ্গের উথালপাথালেই দেখা যায়। সেইরূপ ক্ষুব্ধ সমুদ্রবৎ অতি কোলাহলে পরিপূর্ণ বিশাল ধ্বজ, ছত্র, চামর, শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশস্ত্র, বস্ত্রালংকার, কিরীট, বর্মাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেনা সূর্যালোকে অনুপম শোভা ধারণ করে অগ্রসর হতে লাগল॥ ১৭ ॥

অথো মুনির্যদুপতিনা সভাজিতঃ
প্রণম্য তং হৃদি বিদধদ্ বিহায়সা।
নিশম্য তদ্ব্যবসিতমাহৃতার্হণো
মুকুন্দসন্দর্শননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৮

দেবর্ষি শ্রীনারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সম্মানিত হয়ে ও তাঁর অভিপ্রায় জানতে পেরে অতি প্রসন্ন হলেন। শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে তিনি হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয়সমূহে পরমানন্দের স্পর্শ পেলেন। যাত্রার পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বহুবিধ সামগ্রী সহযোগে পূজার্চনাও করলেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানকে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন আর তাঁর দিব্যমূর্তি অন্তরে কল্পনা করে আকাশ পথে প্রস্থান করলেন॥ ১৮ ॥

রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা।
মা ভৈষ্ট দূত ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্॥ ১৯

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূতের মুখে জরাসন্ধ-কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের উদ্দেশ্যে মধুর বার্তা প্রেরণ করলেন—'হে দূত! রাজাদের ভয় পেতে বারণ কোরো। আমি তাদের কল্যাণ কামনা করি। আমি জরাসন্ধ বধের ব্যবস্থা করব'॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্তঃ প্রস্থিতো দূতো যথাবদবদন্নৃপান্।
তেঽপি সন্দর্শনং শৌরেঃ প্রত্যৈক্ষন্ যন্মুমুক্ষবঃ॥ ২০

শ্রীভগবানের বাণী দূতকে সন্তুষ্ট করল। সে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে ফিরে গিয়ে অবরুদ্ধ রাজাদের শ্রীভগবানের বার্তা শোনাল। তখন রাজাদের মনে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করবার আর শ্রীভগবানকে দর্শন লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হল। তারা দিন গুণতে লাগল॥ ২০ ॥

আনর্তসৌবীরমরূংস্তীর্ত্বা বিনশনং হরিঃ।
গিরীন্ নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্॥ ২১

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন আনর্ত, সৌবীর, মরুদেশ, কুরুক্ষেত্র হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে

এগিয়ে চললেন। পথে তিনি পর্বত, নদী, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও খনি এলাকা অতিক্রম করলেন॥ ২১ ॥

ততো দৃষদ্বতীং তীর্ত্বা মুকুন্দোঽথ সরস্বতীম্।
পঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ শক্রপ্রস্থমথাগমৎ॥ ২২

অতঃপর ভগবান মুকুন্দ দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয়, পাঞ্চালদেশ ও মৎস্যদেশ পার হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে উপনীত হলেন॥ ২২ ॥

তমুপাগতমাকর্ণ্য প্রীতো দুর্দর্শনং নৃণাম্।
অজাতশত্রুর্নিরগাৎ সোপাধ্যায়ঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ॥ ২৩

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করা বস্তুত খুবই দুর্লভ ছিল। অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ আগমনের সংবাদ পেলেন তখন তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। আচার্য ও আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তিনি নগর সীমার বাইরে বেরিয়ে এলেন॥ ২৩ ॥

গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা।
অভ্যয়াৎ স হৃষীকেশং প্রাণাঃ প্রাণমিবাদৃতঃ॥ ২৪

মঙ্গলসূচক বাদ্যসকল মুখরিত হয়ে উঠেছিল তখন। ব্রাহ্মণগণ উচ্চকণ্ঠে বেদমন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করেছিলেন। ভগবান হৃষীকেশের অভ্যর্থনার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন। এ যেন ইন্দ্রিয়সমূহের প্রাণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আকুলিবিকুলি করা॥ ২৪ ॥

দৃষ্ট্বা বিক্লিন্নহৃদয়ঃ কৃষ্ণং স্নেহেন পাণ্ডবঃ।
চিরাদ্ দৃষ্টং প্রিয়তমং সস্বজেঽথ পুনঃ পুনঃ॥ ২৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় স্নেহাতিশয্যে গদ্‌গদ ভাবযুক্ত হয়ে গেল। বহুদিন পর তাঁর প্রিয়তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হল। তিনি শ্রীভগবানকে মুহুর্মুহু আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করতে থাকলেন॥ ২৫ ॥

দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং
মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ।
লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো
হৃষ্যত্তনুর্বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ ॥ ২৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ ভগবতী লক্ষ্মীদেবীর পবিত্র ও একমাত্র নিবাসস্থান। রাজা যুধিষ্ঠির সেই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে বাহু পাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে সমস্ত পাপ-তাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর নয়নযুগল সজল হয়ে উঠল, অঙ্গে অনুভূত হল পুলক শিহরণ। তিনি যেন সর্বতোভাবে পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হলেন এবং বিশ্ব প্রপঞ্চের ভ্রমকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ করে আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন॥ ২৬ ॥

তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো
ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজবাকুলেন্দ্রিয়ঃ[১]।
যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা
প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিরেভিরেঽচ্যুতম্॥ ২৭

তদনন্তর ভীমসেন মৃদুহাস্যে তাঁর মামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁরও পরমানন্দ অনুভূতি লাভ হল। হৃদয়ের প্রেমাধিক্যে তিনি বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হলেন। নকুল, সহদেব ও অর্জুনও তাঁদের পরম প্রিয় ও

[১]জলাকু.।

অর্জুনেন পরিষ্বক্তো যমাভ্যামভিবাদিতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য বৃদ্ধেভ্যশ্চ যথার্হতঃ॥ ২৮

মানিতো[১] মানয়ামাস কুরুসৃঞ্জয়কৈকয়ান্‌।
সূতমাগধগন্ধর্বা বন্দিনশ্চোপমন্ত্রিণঃ॥ ২৯

মৃদঙ্গশঙ্খপটহবীণাপণবগোমুখৈঃ[২] ।
ব্রাহ্মণাশ্চারবিন্দাক্ষং তুষ্টুবুর্ননৃতুর্জগুঃ॥ ৩০

এবং সুহৃদ্ভিঃ পর্যস্তঃ পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ বিবেশালঙ্কৃতং পুরম্‌॥ ৩১

সংসিক্তবর্ত্মা করিণাং মদগন্ধতোয়ৈ-
শ্চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণপূর্ণকুম্ভৈঃ।
মৃষ্টাত্মভির্নবদুকূলবিভূষণস্রগ্-
গন্ধৈর্নৃভির্যুবতিভিশ্চ বিরাজমানম্‌॥ ৩২

উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ প্রতিসদ্মজাল-
নির্যাতধূপরুচিরং বিলসৎপতাকম্‌।
মূর্ধন্যহেমকলশৈ রজতোরুশৃঙ্গৈ-
র্জুষ্টং দদর্শ ভবনৈঃ কুরুরাজধাম॥ ৩৩

হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল॥ ২৭ ॥

অর্জুন আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন ও নকুল-সহদেব তাঁকে অভিবাদন করলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের ও কুরুবংশীয় বয়োবৃদ্ধদের যথাযোগ্য নমস্কার করলেন॥ ২৮ ॥

কুরু, সৃঞ্জয় এবং কেকয় দেশের রাজাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপভাবে তাঁদের সম্মানিত করলেন। সূত, মাগধ, বন্দীজন এবং ব্রাহ্মণ—সকলেই শ্রীভগবানের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। গন্ধর্ব, নট, বিদূষকগণ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, কাড়া-নাকাড়া, বীণা, ঢোল ও রামশিঙা বাজিয়ে নৃত্যগীত সহকারে কমললোচন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করতে সচেষ্ট হলেন॥ ২৯-৩০ ॥

এইভাবে পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ সুহৃদ ও আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে সর্বতোভাবে সুসজ্জিত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে পদার্পণ করলেন। নগরবাসীদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুখ্যাতির আলোচনা হতে লাগল॥ ৩১ ॥

নগরের রাজপথ ও গলিপথ আদি মদমত্ত হস্তীস্রাব ও সুবাসিত জলে অভিষেচন করা হয়েছিল। প্রচুর সংখ্যক বিভিন্ন বর্ণের ধ্বজ-পতাকায় নগর সুসজ্জিত ছিল। বহু জায়গায় সুবর্ণময় তোরণ রচিত হয়েছিল। সুবর্ণপূর্ণ কলসসকল বিভিন্ন স্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছিল। নগরের জনগণ স্নানান্তে নবীন বস্ত্র, অলংকার, পুষ্পমাল্য, আতর-সুগন্ধি আদি দ্বারা সজ্জিত হয়ে ভ্রমণ করছিল॥ ৩২ ॥

নগরের গৃহসকলে প্রদীপ্ত প্রদীপমালা যেন দীপাবলির সৌন্দর্য উপস্থিত করেছিল। গৃহস্থ গবাক্ষ থেকে নির্গত সুগন্ধিত ধূপধূম্রের এক অভিনব সৌন্দর্য ছিল। ভবনশীর্ষসকল রৌপ্যমণ্ডিত পতাকা ও সুবর্ণ-কলসে সুশোভিত ছিল। দীপালোকে তা ঝকমক করছিল। এইরূপ ভবনে পরিপূর্ণ পাণ্ডবদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরকে দেখতে দেখতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে যাচ্ছিলেন॥ ৩৩ ॥

[১]মানিনো। [২]ধ্বেণুভিঃ।

প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্র-
মৌৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম পতীংশ্চ তল্পে
দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে॥ ৩৪

যুবতী রমণীগণ জানতে পারল যে মানব নেত্রের পানপাত্র অর্থাৎ পরম দর্শনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ দিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দর্শন করবার অভিলাষে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কেশগ্রন্থি ও বস্ত্রগ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল। তারা গৃহকর্ম ও শয্যায় শায়িত নিজ পতিদেরও ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার নিমিত্ত সেই অবস্থাতেই রাজপথে ছুটে গেল॥ ৩৪ ॥

তস্মিন্ সসঙ্কুল ইভাশ্বরথদ্বিপত্তিঃ
কৃষ্ণং সভার্যমুপলভ্য গৃহাধিরূঢ়াঃ।
নার্যো বিকীর্য কুসুমৈর্মনসোপগুহ্য
সুস্বাগতং বিদধুরুৎস্ময়বীক্ষিতেন॥ ৩৫

রাজপথ তখন গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য সমাবেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু তারা তো শ্রীভগবানকে দর্শন করবার চিন্তায় বিভোর। অতএব তারা পথের পার্শ্বে অবস্থিত ভবনসমূহে আরোহণ করে রানিদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করল। ভাবাবেগে পুষ্পবৃষ্টি করে তারা মনে মনে শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন দান করল। তারা হাস্যমুখে প্রেমময়দৃষ্টি সহযোগে শ্রীভগবানকে সাদর সম্ভাষণ জানাল॥ ৩৫ ॥

উচুঃ স্ত্রিয়ঃ পথি নিরীক্ষ্য মুকুন্দপত্নী-
স্তারা যথোড়ুপসহাঃ কিমকার্যমূভিঃ।
যচ্চক্ষুষাং পুরুষমৌলিরুদারহাস-
লীলাবলোককলয়োৎসবমাতনোতি॥ ৩৬

নগরের রাজপথে তখন চন্দ্রের সঙ্গে বিরাজমান নক্ষত্রসম শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ উপস্থিত। তাঁদের দেখে নগরের রমণীগণ কানাকানি করে বলতে লাগল—'ওরে সখী ! এই পরম সৌভাগ্যবতী রাণিগন এমন কোন পুণ্যকর্ম করেছিলেন যার ফলে তাঁরা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হাস্য ও বিলাসে পরিপূর্ণ কটাক্ষ দ্বারা অবলোকন করে তাদের নয়নকে পরম আনন্দ প্রদান করে থাকেন॥ ৩৬ ॥

তত্র তত্রোপসঙ্গম্য পৌরা মঙ্গলপাণয়ঃ।
চক্রুঃ সপর্যাং কৃষ্ণায় শ্রেণীমুখ্যা হতৈনসঃ॥ ৩৭

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজপথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে নিষ্পাপ ধন-মানী ও কারুশিল্পীগণ প্রভৃত মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি এনে তাঁর পূজার্চনা করলেন ও স্বাগত অভ্যর্থনা করলেন॥ ৩৭ ॥

অন্তঃপুরজনৈঃ প্রীত্যা মুকুন্দঃ ফুল্ললোচনৈঃ।
সসম্ভ্রমৈরভ্যুপেতঃ প্রাবিশদ্ রাজমন্দিরম্॥ ৩৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে অন্তঃপুরের রমণীকুল প্রেম-প্রীতি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তারা প্রেমবিহ্বল ও আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্টি দ্বারা শ্রীভগবানকে বরণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের আচরণে পরিতৃপ্ত হয়ে রাজমহলে পদার্পণ করলেন॥ ৩৮ ॥

পৃথা বিলোক্য ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
প্রীতাত্মোত্থায় পর্যঙ্কাৎ সস্নুষা পরিষস্বজে॥ ৩৯

যখন কুন্তীদেবী নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন তখন তাঁর চিত্ত প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তিনি পালঙ্ক থেকে উঠে নিজ পুত্রবধূ দ্রৌপদীর সঙ্গে এগিয়ে এলেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন দান

গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ।
পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ॥ ৪০

করলেন॥ ৩৯ ॥

দেবদেবেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এনে সমাদর ও আনন্দ-আতিশয্যে রাজা যুধিষ্ঠির আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন ; তিনি শ্রীভগবানকে পূজার্চনা করবার শাস্ত্রীয়-বিধান ভুলে গেলেন॥ ৪০ ॥

পিতৃস্বসুর্গুরুস্ত্রীণাং কৃষ্ণশ্চক্রেঽভিবাদনম্।
স্বয়ং চ কৃষ্ণয়া রাজন্ ভগিন্যা চাভিবন্দিতঃ॥ ৪১

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিসিমা কুন্তীদেবী ও অন্যান্য গুরুজন পত্নীদের অভিবাদন করলেন। ভগিনী সুভদ্রা ও দ্রৌপদী ভগবানকে প্রণাম জানালেন॥ ৪১ ॥

শ্বশ্র্বা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্বশঃ।
আনর্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা॥ ৪২

কালিন্দীং মিত্রবিন্দাং চ শৈব্যাং নাগ্নজিতীং সতীম্[১]।
অন্যাশ্চাভ্যাগতা যাস্তু বাসঃস্রঙ্মণ্ডনাদিভিঃ॥ ৪৩

নিজ শ্বশ্রূ কুন্তীদেবীর আদেশে দ্রৌপদী বস্ত্রালংকার ও পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা এবং পরম সাধিকা সত্যা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পাটরানিদের ও সমাগত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য রানিগণেরও যথাযোগ্য অর্চনা করলেন॥ ৪২-৪৩ ॥

সুখং নিবাসয়ামাস ধর্মরাজো জনার্দনম্।
সসৈন্যং সানুগামাত্যং সভার্যং চ নবং নবম্॥ ৪৪

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক আয়োজিত বাসস্থানে নিত্য নতুন সুখসামগ্রী উপলভ্য ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সৈন্য, সেবক, মন্ত্রী ও পত্নীদের সহিত তথায় পরিতৃপ্ত হয়ে নিবাস করতে থাকলেন॥ ৪৪ ॥

তর্পয়িত্বা খাণ্ডবেন বহ্নিং ফাল্গুনসংযুতঃ।
মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভা কৃতা॥ ৪৫

অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডব বন দাহন করে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন আর ময়দানবকে অগ্নি থেকে রক্ষা করেছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! এই ময়দানবই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য শ্রীভগবানের আদেশে এক দিব্যসভা নির্মাণ করে দিয়েছিল॥ ৪৫ ॥

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
বিহরন্ রথমারুহ্য ফাল্গুনেন ভটৈর্বৃতঃ॥ ৪৬

রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রীতি প্রদান হেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থেই কয়েকমাস বাস করলেন। মাঝে-মধ্যে তিনি অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে নানা স্থানে বিহারও করেছিলেন। বিহারকালে তাঁর সেবায় নিযুক্ত বীর সৈনিকগণ তাঁকে অনুগমন করত॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[২] উত্তরার্ধে কৃষ্ণস্যেন্দ্রপ্রস্থগমনং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ-গমন নামক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৭১ ॥

[১]তথা। [২]ন্ধে এক.।

অথ দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ
দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়
পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন এবং জরাসন্ধ উদ্ধার

শ্রীশুক[১] উবাচ

একদা তু সভামধ্যে আস্থিতো মুনিভির্বৃতঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১

আচার্যৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।
শৃণ্বতামেব চৈতেষামাভাষ্যেদমুবাচ হ॥ ২

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল মুনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও আচার্য, কুলবয়োবৃদ্ধ, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, কুটুম্ব ও ভীমসেনাদি ভ্রাতাগণসহ পরিবৃত হয়ে রাজসভাতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে তিনি সকলের সম্মুখেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে এইরূপ বললেন॥ ১-২ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো॥ ৩

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'হে গোবিন্দ ! আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা আপনার ও আপনার পরম পবিত্র বিভূতিস্বরূপ দেবতাদের অর্চনা করতে ইচ্ছুক। আপনি কৃপা করে আমার এই সংকল্প পূর্ণ করুন॥ ৩ ॥

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দতি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে॥ ৪

হে পদ্মনাভ ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের পাদুকাযুগল সমস্ত অমঙ্গলহারক। সেই শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যযুক্ত থেকে যারা ধ্যান ও স্তুতিতে মগ্ন থাকে তারাই বস্তুত পবিত্রাত্মা। তারা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিলাভ করে থাকে। আবার যারা সেই শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিত্যযুক্ত থেকে সাংসারিক সুখ কামনা করে তারা তাও লাভ করে থাকে। কিন্তু যারা আপনার শরণাগত হয় না তারা মুক্তি তো পায়ই না সাংসারিক ভোগও লাভ করে না॥ ৪ ॥

তদ্ দেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দ-
সেবানুভাবমিহ পশ্যতু লোক এষঃ।
যে ত্বাং ভজন্তি ন ভজন্ত্যুত বোভয়েষাং
নিষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো কুরুসৃঞ্জয়ানাম্॥ ৫

অতএব হে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ! আমার প্রবল ইচ্ছা যে সকলে আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবার প্রভাব স্বচক্ষে দেখুক। হে প্রভু ! কুরুবংশীয় ও সৃঞ্জয়বংশীয় রাজাদের মধ্যে দুই মতাদর্শী বর্তমান। একদল আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিত্যযুক্ত আর অন্য দল তাতে বিশ্বাস ধারণ করে না। তাদের আপনি আপনার শরণাগত হওয়ার সুফল ভালো করে বুঝিয়ে দিন॥ ৫ ॥

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ
সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং[২] সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োঽত্র॥ ৬

হে প্রভু ! আপনি সর্বাত্মা, সমদর্শিতা গুণসম্পন্ন, আত্মানন্দ, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আপনার মধ্যে আমি-তুমি, আপন-পর ভেদাভেদ নেই। আপনার সেবায় নিত্যযুক্ত ব্যক্তি কল্পবৃক্ষ সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তির মতন পরম

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]বয়া।

শ্রীভগবানুবাচ

সম্যগ্ ব্যবসিতং রাজন্ ভবতা শত্রুকর্ষন।
কল্যাণী যেন তে কীর্তির্লোকাননু ভবিষ্যতি[1]॥ ৭

আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে থাকে। সেবার ফল অবশ্যই সেবার অনুরূপ হয়ে থাকে। তাই তাতে বিষম অথবা নির্দয়তার দোষ আদৌ থাকে না'॥ ৬ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— হে শত্রুমর্দন ধর্মরাজ ! আপনার সংকল্প অতি উত্তম। রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে আপনি ত্রিলোকে আপনার মঙ্গলময় কীর্তির যশোবর্ধন করুন॥ ৭ ॥

ঋষীণাং পিতৃদেবানাং সুহৃদামপি নঃ প্রভো।
সর্বেষামপি ভূতানামীপ্সিতঃ ক্রতুরাড়য়ম্॥ ৮

রাজন্ ! আপনার মহাযজ্ঞ সম্পাদন সকল ঋষি, পিতৃপুরুষ, দেব, সুহৃদ ও আমাদের—সকলেরই অভিলষিত কার্য॥ ৮ ॥

বিজিত্য নৃপতীন্ সর্বান্ কৃত্বা চ জগতীং বশে।
সম্ভৃত্য সর্বসম্ভারানাহরস্ব মহাক্রতুম্॥ ৯

মহারাজ ! পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিদের পরাজিত করে সমগ্র পৃথিবীকে বশীভূত করে এবং উত্তম যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করে তারপর এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করাই শ্রেয়॥ ৯ ॥

এতে তে ভ্রাতরো রাজন্ লোকপালাংশসম্ভবাঃ।
জিতোঽস্ম্যাত্মবতা তেঽহং দুর্জয়ো যোঽকৃতাত্মভিঃ॥ ১০

হে মহারাজ ! আপনার চার ভ্রাতা বায়ু, ইন্দ্রাদি লোকপালদের অংশে জাত। তাঁরা প্রত্যেকেই মহাবীর। আপনি স্বয়ং পরম মনস্বী ও সংযমী। আপনারা আপনাদের সদ্গুণ দ্বারা আমাকে বশীভূত করে নিয়েছেন। মন ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কখনো আমাকে বশীভূত করতে সক্ষম হয় না॥ ১০ ॥

ন কশ্চিন্মৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া।
বিভূতিভির্বাভিভবেদ্ দেবোঽপি কিমু পার্থিবঃ॥ ১১

তেজ, যশ, সম্পত্তি, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দ্বারা কোনো দেবতাও মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিভূত করতে পারেন না। তাহলে কোনো নৃপতি তাকে অভিভূত করতে পারবে না—তা তো বলাই বাহুল্য॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য ভগবদ্গীতং প্রীতঃ ফুল্লমুখাম্বুজঃ।
ভ্রাতৄন্ দিগ্বিজয়েঽযুঙ্ক্ত বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্॥ ১২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের উক্তি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহিত করে তুলল। তাঁর বদনকমলে প্রফুল্লতা দেখা দিল। এইবার তিনি তাঁর ভ্রাতাদের দিগ্বিজয় করার উদ্দেশ্যে গমন করতে আদেশ দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করে অতি প্রভাবশালী করে দিয়েছিলেন॥ ১২ ॥

সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যাং সব্যসাচিনম্।
প্রাচ্যাং বৃকোদরং মৎস্যৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ॥ ১৩

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়বংশীয় বীরদের সঙ্গে সহদেবকে দক্ষিণে দিগ্বিজয় করবার জন্য প্রেরণ করলেন। নকুলকে মৎস্যদেশীয় বীরদের সঙ্গে পশ্চিমে, অর্জুনকে কেকয়দেশীয় বীরদের সঙ্গে উত্তরে ও ভীমসেনকে

[1]চরিষ্যতি।

তে বিজিত্য নৃপান্ বীরা আজহ্রুর্দিগ্‌ভ্য ওজসা।
অজাতশত্রবে ভূরি দ্রবিণং নৃপ যক্ষ্যতে॥ ১৪

শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ।
আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ॥ ১৫

ভীমসেনোঽর্জুনঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মলিঙ্গধরাস্ত্রয়ঃ।
জগ্মুর্গিরিব্রজং তাত বৃহদ্রথসুতো যতঃ॥ ১৬

তে গত্বাঽঽতিথ্যবেলায়াং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
ব্রহ্মণ্যং সমযাচেরন্ রাজন্যা ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ॥ ১৭

রাজন্ বিদ্ধ্যতিথীন্[১] প্রাপ্তানর্থিনো দূরমাগতান্।
তন্নঃ প্রযচ্ছ ভদ্রং তে যদ্ বয়ং কাময়ামহে॥ ১৮

কিং দুর্মর্ষং তিতিক্ষূণাং কিমকার্যমসাধুভিঃ।
কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্॥ ১৯

যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ॥ ২০

হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ॥ ২১

মদ্রদেশীয় বীরদের সঙ্গে পূর্ব দিকে দিগ্বিজয় করবার জন্য আদেশ দিলেন॥ ১৩ ॥

পরীক্ষিৎ ! ভীমসেনাদি বীরগণ নিজ পরাক্রমে সব দিকের বীরদের পরাজিত করলেন আর যজ্ঞ করবার জন্য উদ্গ্রীব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রচুর ধনসম্পদ এনে দিলেন॥ ১৪ ॥

জরাসন্ধ অপরাজিত থাকায় মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তখন শ্রীউদ্ধবের পরামর্শের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন॥ ১৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! অতঃপর জরাসন্ধ বধের পরিকল্পনা করে ভীম, অর্জুন ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজ অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীউদ্ধবের পরামর্শ অনুসারে তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করেছিলেন॥ ১৬ ॥

রাজা জরাসন্ধ ব্রাহ্মণভক্ত ও গৃহস্থোচিত ধর্মের জ্ঞাতা বলে পরিচিত ছিল। ব্রাহ্মণবেশ ধারণকারী ক্ষত্রিয়ত্রয় অতিথিসৎকার কালে জরাসন্ধ সকাশে উপনীত হয়ে তার নিকট এইরূপ যাচনা করলেন॥ ১৭ ॥

রাজন্ ! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা তিনজন আপনার অতিথি। বহুদূর থেকে আমাদের আগমন হয়েছে। অবশ্যই আমাদের আগমনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। অতএব আশা করি আমরা আপনার কাছে যা যাচনা করব তা দেওয়ার চেষ্টা আপনি অবশ্যই করবেন॥ ১৮ ॥

তিতিক্ষুর দুঃসহ বলে কিছু থাকে না। দুষ্টব্যক্তির পক্ষে অকরণীয় বলে কিছু থাকে না। উদার ব্যক্তি দিতে পারেন না এমন কোনো বস্তুই নেই। আর সমদর্শীর আপন-পর ভেদাভেদ থাকে না॥ ১৯ ॥

যে সমর্থ ব্যক্তি এই অনিত্য মানবদেহ দ্বারা এমন শাশ্বত যশ সংগ্রহ করতে তৎপর হয় না এবং যার প্রশংসায় সজ্জন ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে মুখর হন না, তার যত নিন্দাই করা হোক, তা অল্পই হয়ে থাকে। তার জীবন ধারণ সকলের শোকের কারণ হয়ে থাকে॥ ২০ ॥

রাজন্ ! আপনি তো জানেন যে রাজা হরিশ্চন্দ্র,

[১]ধীনস্মানর্থিনো।

শ্রীশুক উবাচ

স্বরৈরাকৃতিভিস্তাংস্তু প্রকোষ্ঠৈর্জ্যাহতৈরপি।
রাজন্যবন্ধূন্ বিজ্ঞায় দৃষ্টপূর্বানচিন্তয়ৎ॥ ২২

রাজন্যবন্ধবো হ্যেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি।
দদামি ভিক্ষিতং তেভ্য আত্মানমপি দুস্ত্যজম্॥ ২৩

বলের্নু শ্রূয়তে কীর্তির্বিততা দিক্ষ্বকল্মষা।
ঐশ্বর্যাদ্ ভ্রংশিতস্যাপি বিপ্রব্যাজেন বিষ্ণুনা॥ ২৪

শ্রিয়ং জিহীর্ষতেন্দ্রস্য বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে।
জানন্নপি মহীং প্রাদাদ্ বার্যমাণোঽপি দৈত্যরাট্॥ ২৫

জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো ন্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা।
দেহেন পতমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ॥ ২৬

ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃষ্ণার্জুনবৃকোদরান্।
হে বিপ্রা ব্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্মশিরোঽপি বঃ॥ ২৭

রন্তিদেব, কেবল ধূলি বিক্ষিপ্ত অন্নের উপর জীবন নির্বাহকারী মহাত্মা মুদ্‌গল, শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত আদি অনেকেই অতিথিকে নিজ সর্বস্ব দান করে এই নশ্বর দেহেই অবিনাশী পরম পদ লাভ করেছেন। তাই আপনিও আমাদের হতাশ করবেন না॥ ২১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! জরাসন্ধ তাঁদের কণ্ঠস্বর, পেশীবহুল দেহ এবং কব্জিতে জ্যাঘাতজনিত চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছিল যে অতিথিত্রয় ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়। সে কোথায় এঁদের দেখেছে ভাবতে লাগল॥ ২২॥

সে বিচার করে স্থির করে ফেলল—'এঁরা ক্ষত্রিয় হলেও আমার ভয়ে ব্রাহ্মণ সেজে এসেছেন আর ভিক্ষা যাচনা করছেন। তাই এঁরা যা চাইবেন আমি তাই দান করব। ভিক্ষা চাইলে আমি আমার অতীব প্রিয় ও অপরিত্যাজ্য দেহও দান করতে দ্বিধা করব না॥ ২৩ ॥

ভগবান বিষ্ণু ব্রাহ্মণ বেশে এসে বলির ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য সব কিছু কৌশলে গ্রহণ করেছিলেন ; তবু আজও লোকে বলির অক্ষয় কীর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে থাকে ও তার আলোচনাও করে থাকে॥ ২৪॥

এতে সন্দেহ নেই যে ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের হৃত রাজ্য বলির কাছ থেকে দানরূপে গ্রহণ করে আবার ইন্দ্রকেই তা অর্পণ করেছিলেন। দৈত্যরাজ বলি সব জানতে পেরেছিলেন এবং তা ব্রাহ্মণকে দান করতে দৈত্যাচার্য শুক্রাচার্য-কর্তৃক নিবৃত হওয়ার পরামর্শও পেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও বলি সব কিছু দান করে দিয়েছিলেন॥ ২৫ ॥

আমার স্থির বিশ্বাস যে এই দেহ নশ্বর। তাই এই দেহদ্বারা যে বিপুল যশ অর্জন করে না আর যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের জন্যই জীবন ধারণ করে না, তার বেঁচে থাকার তো কোনো অর্থ হয় না॥ ২৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! জরাসন্ধের মনে ঔদার্য ছিল। সে নানাদিক বিচার করে ব্রাহ্মণ বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেনদের বলল—'হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনাদের অভিলাষিত বস্তু প্রার্থনা করুন। আপনারা আমার মস্তক যাচনা করলেও আমি তা দান করতে প্রস্তুত'॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে।
যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্নকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২৮

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জুনো হ্যয়ম্।
অনয়োর্মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্॥ ২৯

এবমাবেদিতো রাজা জহাসোচ্চৈঃ স্ম মাগধঃ।
আহ চামর্ষিতো মন্দা যুদ্ধং তর্হি দদামি[১] বঃ॥ ৩০

ন ত্বয়া ভীরুণা যোৎস্যে যুধি বিক্লবচেতসা।
মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্ত্বা সমুদ্রং শরণং গতঃ॥ ৩১

অয়ং তু বয়সা তুল্যো নাতিসত্ত্বো ন মে সমঃ।
অর্জুনো ন ভবেদ্ যোদ্ধা ভীমস্তুল্যবলো মম॥ ৩২

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাম্।
দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্ বহিঃ॥ ৩৩

ততঃ সমে খলে বীরৌ সংযুক্তাবিতরেতরৌ।
জঘ্নতুর্বজ্রকল্পাভ্যাং গদাভ্যাং রণদুর্মদৌ॥ ৩৪

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সব্যং দক্ষিণমেব চ।
চরতোঃ শুশুভে যুদ্ধং নটয়োরিব রঙ্গিণোঃ॥ ৩৫

ততশ্চটচটাশব্দো বজ্রনিষ্পেষসন্নিভঃ[২]।
গদয়োঃ ক্ষিপ্তয়ো রাজন্ দন্তয়োরিব দন্তিনোঃ॥ ৩৬

তে বৈ গদে ভুজজবেন নিপাত্যমানে
অন্যোন্যতোঽংসকটিপাদকরোরুজত্রুন্।
চূর্ণীবভূবতুরুপেত্য যথার্কশাখে
সংযুধ্যতোর্দ্বিরদয়োরিব দীপ্তমন্ব্যোঃ॥ ৩৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ বললেন—'হে রাজেন্দ্র ! আমরা আদৌ অন্নভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নই। আমরা ক্ষত্রিয়। আপনার দান করার ইচ্ছা থাকলে আপনি আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ভিক্ষা দিন'॥ ২৮ ॥ ইনি পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন আর ইনি তাঁর অনুজ অর্জুন। আর আমি হলাম এঁদের মামাতো ভাই ও আপনার বহুদিনের শত্রু কৃষ্ণ॥ ২৯ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণঃ এইরূপ পরিচয় প্রদান করলে, জরাসন্ধ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। অতঃপর সে ক্রোধান্বিত হয়ে বলে উঠল—'ওরে মহামূঢ়গণ ! যদি তোদের যুদ্ধ করবার বাসনা হয়ে থাকে তাহলে আমি তাই মেনে নিলাম॥ ৩০ ॥

কিন্তু ওরে কৃষ্ণ ! তুই তো ভীরু কাপুরুষ। তুই যুদ্ধে বিহ্বল হয়ে পড়িস আর আমার ভয়ে মথুরা ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিলি। তাই আমি তোর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করব না॥ ৩১ ॥

অর্জুনকেও যোদ্ধারূপে মেনে নেওয়া যায় না। একে তো সে বয়সে ছোট তারপর সে বলবানও নয়। তাকে সমকক্ষ বীর বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। থাকল ভীমসেন। সে অবশ্যই বলবান ও আমার সমকক্ষ॥ ৩২ ॥

এইরূপ বলে জরাসন্ধ ভীমসেনকে একটি বিশাল গদা দিল এবং স্বয়ং অন্য একটি গদা নিয়ে নগরের বাইরে বেরিয়ে এল॥ ৩৩ ॥

সমতলে এসে দুই রণোন্মত্ত বীরদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তারা বজ্রসম কঠোর গদাযুগল দ্বারা একে অপরকে আঘাত করতে সচেষ্ট হল॥ ৩৪ ॥

গদাযুদ্ধের নিয়মানুসারে বামে ও দক্ষিণে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণশীল যোদ্ধাদ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ হতে থাকল। যোদ্ধাদের দেখে মনে হল যেন তাঁরা কুশল নটরূপে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় যুদ্ধ করছেন॥ ৩৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! গদার উপর অন্য গদার প্রহার চলতে লাগল। মনে হল যেন দুই দাঁতাল হস্তী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাঁদের দাঁতের সংঘাতে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে॥ ৩৬ ॥

ক্রোধোন্মত্ত হস্তীদ্বয় যখন সম্মুখ যুদ্ধে ইক্ষু উৎপাটন করে একে অপরকে আঘাত করতে তৎপর হয়

[১]দানি। [২]নির্ঘোষ.।

ইত্থং তয়োঃ প্রহতয়োর্গদয়োর্নৃবীরৌ
ক্রুদ্ধৌ স্বমুষ্টিভিরয়ঃস্পর্শৈরপিষ্টাম্[1]।
শব্দস্তয়োঃ প্রহরতোরিভয়োরিবাসী-
ন্নির্ঘাতবজ্রপরুষস্তলতাড়নোত্থঃ ॥ ৩৮

তখন আঘাতের প্রাবল্যে ইক্ষুই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। জরাসন্ধ ও ভীমসেনের গদাযুদ্ধে অনুরূপ ঘটনাই প্রত্যক্ষ হতে লাগল। যোদ্ধাদ্বয়ের গদা অপরের স্কন্ধ, কটি, পাদ, হস্ত, জঙ্ঘা এবং কণ্ঠাস্থি আঘাতে সচেষ্ট হলে সেই গদাই অঙ্গ স্পর্শে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল॥ ৩৭ ॥

গদা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়াতে বীরদ্বয় সক্রোধে মুষ্ট্যাঘাতে একে অপরকে আক্রমণ করতে সচেষ্ট হল। সেই মুষ্ট্যাঘাতে লৌহস্পর্শসম শক্তি নিহিত ছিল। রণোন্মত্ত হস্তীযুগলসম সেই মহাবীরদের মধ্যে সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতে লাগল। করতল প্রহারে বজ্রপাতসম বিকট শব্দ হতে লাগল॥ ৩৮ ॥

তয়োরেবং প্রহরতোঃ সমশিক্ষাবলৌজসোঃ।
নির্বিশেষমভূদ্ যুদ্ধমক্ষীণজবয়োর্নৃপ॥ ৩৯

হে পরীক্ষিৎ ! জরাসন্ধ ও ভীমসেন দুইজনই মহাবীর ; তাদের গদাযুদ্ধে নিপুণতা, বল ও উৎসাহ ছিল সমরূপ, অতএব যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধের পর শক্তির তারতম্য দেখা গেল না। সমানে প্রহার চলতে থাকলেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হতে দেখা গেল না॥ ৩৯ ॥

এবং তয়োর্মহারাজ যুধ্যতোঃ সপ্তবিংশতিঃ।
দিনানি নিরগংস্তত্র সুহৃদ্বন্নিশি তিষ্ঠতোঃ॥ ৪০

রাত্রিকালে মিত্রসম অবস্থান করলেও দিবাভাগে সমানে যুদ্ধ চলতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ ! সপ্তবিংশতি দিবসেও যুদ্ধের কোনো নিষ্পত্তি হল না॥ ৪০ ॥

একদা মাতুলেয়ং বৈ প্রাহ রাজন্ বৃকোদরঃ।
ন শক্তোঽহং জরাসন্ধং নির্জেতুং যুধি মাধব॥ ৪১

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! অষ্টবিংশতি দিবসে ভীমসেন তাঁর মামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন—' হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমি যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করতে পারছি না'॥ ৪১ ॥

শত্রোর্জন্মমৃতী বিদ্বান্ জীবিতং চ জরাকৃতম্।
পার্থমাপ্যায়য়ন্ স্বেন তেজসাচিন্তয়দ্ধরিঃ॥ ৪২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন জরাসন্ধের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য। জরা রাক্ষসী দেহের দুই অংশকে সংযুক্ত করে জরাসন্ধকে জীবিত করেছিল। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনের মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করে জরাসন্ধ বধের উপায় উদ্ভাবন করলেন॥ ৪২ ॥

সঞ্চিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ।
দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া॥ ৪৩

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের জ্ঞানভাণ্ডার অসীম। তিনি জরাসন্ধ বধের উপায় জানাতে ভীমসেনের সম্মুখে এক বৃক্ষের ডালকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন॥ ৪৩ ॥

তদ্ বিজ্ঞায় মহাসত্ত্বো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
গৃহীত্বা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৪৪

বীরশ্রেষ্ঠ এবং পরম শক্তিশালী ভীমসেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংকেত বুঝতে পারলেন। তিনি জরাসন্ধের পদদ্বয় হাত দিয়ে ধরে তাকে ভূপাতিত করলেন॥ ৪৪ ॥

একং পাদং পদাঽঽক্রম্য দোর্ভ্যামন্যং প্রগৃহ্য সঃ।
গুদতঃ পাটয়ামাস শাখামিব মহাগজঃ॥ ৪৫

অতঃপর তিনি, গজরাজ যেমনভাবে বৃক্ষশাখা বিদারণ করে থাকে—তেমনভাবেই একটি পায়ের দ্বারা

[1] রয়ঃসদৃশৌ.।

একপাদোরুবৃষণকটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে ।
একবাহ্বক্ষিভ্রূকর্ণে শকলে দদৃশুঃ প্রজাঃ।। ৪৬

তার পদতল চেপে রেখে অন্য পদকে দুইহাতে ধরে জরাসন্ধকে গুহ্যদেশ থেকে আরম্ভ করে দুই ভাগে চিরে ফেললেন।। ৪৫ ।।

সকলে দেখল যে জরাসন্ধের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে ; দেহের প্রতি খণ্ডে একটি পদ, জঙ্ঘা, অণ্ডকোষ, কটিভাগ, পৃষ্ঠদেশ, স্তন, স্কন্ধ, বাহু, নেত্র, ভ্রূ এবং কর্ণ বিদ্যমান।।৪৬ ।।

হাহাকারো মহানাসীন্নিহতে মগধেশ্বরে।
পূজয়ামাসতুর্ভীমং পরিরভ্য জয়াচ্যুতৌ।। ৪৭

মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হলে সেইখানকার প্রজাগণ হাহাকার করে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমসেনকে প্রণাম করে ও তাঁকে আলিঙ্গন করে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন।। ৪৭ ।।

সহদেবং তত্তনয়ং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা মগধানাং পতিং প্রভুঃ।
মোচয়ামাস রাজন্যান্ সংরুদ্ধা মাগধেন যে।। ৪৮

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জ্ঞানকে কেউই বুঝতে সক্ষম হয় না। বস্তুত তিনি সমস্ত প্রাণীর জীবন প্রদাতা। তিনি জরাসন্ধের রাজসিংহাসনে তার পুত্র সহদেবকে অভিষিক্ত করলেন ; আর জরাসন্ধ-কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান করলেন।। ৪৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে জরাসন্ধবধো[১] নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৭২ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের জরাসন্ধ-বধ নামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৭২ ।।

---

[১]বধে এক স.।

অথ ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

জরাসন্ধ-কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজাদের বিদায় গ্রহণ ও শ্রীভগবানের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন

শ্রীশুক উবাচ

অযুতে দ্বে শতান্যষ্টৌ লীলয়া যুধি নির্জিতাঃ।
তে নির্গতা গিরিদ্রোণ্যাং মলিনা মলবাসসঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! অনায়াসে বিশ সহস্র আট শত রাজাদের পরাজিত করে জরাসন্ধ গিরিকন্দরের এক দুর্গে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তারা মুক্তিলাভ করে কারাগার থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। কারাগারের বন্দীজীবন তাদের দেহ ও বসন ক্লিষ্ট ও মলিন করে দিয়েছিল॥ ১ ॥

ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ।
দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্॥ ২

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর রাজাগণ দুর্বল ও শুষ্কবদন হয়ে পড়েছিল। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। গিরিকন্দর থেকে নির্গত হতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের দর্শন দান করলেন। নবনীরদকান্ত শ্যামসুন্দর তখন কৌষেয় পীতাম্বর ধারণ করেছিলেন॥ ২ ॥

শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ৩

পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈরুপলক্ষিতম্।
কিরীটহারকটককটিসূত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্ ॥ ৪

শ্রীভগবান তাদের গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে দর্শন দিয়েছিলেন। বক্ষঃস্থলে তাঁর স্বর্ণাভা শ্রীবৎসচিহ্ন। নয়নযুগল তাঁর পদ্মগর্ভসম কোমল ও অরুণাভাযুক্ত। বদন মণ্ডলে ছিল প্রসন্নতার অবস্থান। কর্ণযুগল মকরাকৃতি কুণ্ডলে জ্যোতির্ময় ছিল। তিনি ছিলেন সুন্দর কিরীট, মুক্তাহার, বলয়, চন্দ্রহার ও বাজুবন্ধ পরিশোভিত॥ ৩-৪ ॥

ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং নিবীতং বনমালয়া।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া॥ ৫

জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রম্ভন্ত ইব বাহুভিঃ।
প্রণেমুর্হতপাপ্মানো মূর্ধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ॥ ৬

শ্রীভগবানের কণ্ঠদেশের জ্যোতির্ময় কৌস্তুভমণি ও লম্বিত বনমালার অনুপম শোভা ছিল। রাজাগণের ইন্দ্রিয়-সকল শ্রীভগবানের এই সুন্দর দর্শনকে উপভোগ করতে সচেষ্ট হল। নয়ন রূপসুধা পান করতে লাগল, রসনা লেহন করে আস্বাদ গ্রহণ করতে তৎপর হল ; নাসিকা আঘ্রাণে ও বাহুদ্বয় আলিঙ্গনে স্পর্শসুখ পাওয়ায় সচেষ্ট হল। রাজাদের সমস্ত পাপ তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেই বিধৌত হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপা করে তাদের দর্শন দান করছেন তাই ভাবাবেগে তারা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করল॥ ৫-৬ ॥

কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ ।
প্রশশংসুর্হৃষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ॥ ৭

ঈশ্বর দর্শনের আনন্দ রাজাদের বন্দী জীবনের ক্লেশসকল হরণ করল। তারা বদ্ধাঞ্জলি হয়ে ভগবান

রাজান ঊচুঃ

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাব্যয়।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিণ্ণান্ ঘোরসংসৃতেঃ॥ ৮

নৈনং নাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন।
অনুগ্রহো যদ্ ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো॥ ৯

রাজ্যৈশ্বর্যমদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ।
ত্বন্মায়ামোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ॥ ১০

মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে॥ ১১

বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো[১]
জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ।
ঘ্নন্তঃ প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো
মৃত্যুং পুরস্ত্বাবিগণয্য দুর্মদাঃ॥ ১২

ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা
দুরন্তবীর্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ।
কালেন তন্বা ভবতোঽনুকম্পয়া
বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরাম[২] তে॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বিনয় সহকারে নিবেদন করল॥ ৭ ॥

হে দেবেশ্বর ! আপনি শরণাগতের সকল দুঃখ ও ভয় হরণ করে থাকেন। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ অবিনাশী শ্রীকৃষ্ণ ! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি জরাসন্ধের কারাগার থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন আমরা আপনার কাছে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি। আমরা সাংসারিক দুঃখের কটু স্বাদ অনুভব করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা আপনার শরণাগত। হে প্রভু ! আপনি আমাদের রক্ষা করুন॥ ৮ ॥

হে মধুসূদন ! হে নাথ ! আমরা মগধ রাজ জরাসন্ধের কোনো দোষ দেখি না। ভগবন্ ! এতো আপনারই এক বিশেষ অনুগ্রহ, যে রাজা হয়েও আমরা রাজ্যচ্যুত হয়েছি॥ ৯ ॥

কারণ রাজ্য ঐশ্বর্যে মদমত্ত রাজার প্রকৃত সুখ লাভ অথবা কল্যাণ হওয়া যে আদৌ সম্ভব হয় না। সে তো আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে এই অনিত্য ধনসম্পদকেই শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান করে বসে॥ ১০ ॥

যেমন মরীচিকাকে মূর্খগণ জলাশয় মনে করে থাকে, তেমনভাবেই ইন্দ্রিয়লোলুপ ও অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই পরিবর্তনশীল মায়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করে বসে॥ ১১ ॥

ভগবন্ ! ধনসম্পদে মদমত্ত হয়ে আমরা পূর্বে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমরা ভূমি দখলের লড়াই করে নিজ প্রজাদেরই অনিষ্টসাধন করতাম। বস্তুত আমরা মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর আচরণে যুক্ত ছিলাম। সেই নিষ্ঠুর কার্যে তখন আমরা এত ব্যস্ত যে, ভুলেই গিয়েছিলাম মৃত্যুরূপে আপনি আমাদের শিয়রে অপেক্ষমান রয়েছেন। আমরা অসংযত হয়ে পড়েছিলাম॥ ১২ ॥

হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! কালের গতি বিচিত্র ও দুরন্ত। কাল অতি বলবান ; সে কারো আদেশ পালন করতে বাধ্য নয় কারণ কাল তো স্বয়ং আপনিই। কালের প্রভাবে এখন আমরা শ্রীহীন ও রিক্ত হয়ে পড়েছি। আপনি অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু। আপনার কৃপায় আমাদের অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের

[১]নষ্টবুদ্ধয়ো। [২]নমাম।

অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং
দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা।
উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো
ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্॥ ১৪

তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ॥ ১৫

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১৬

শ্রীশুক উবাচ

সংস্তূয়মানো ভগবান্ রাজভির্মুক্তবন্ধনৈঃ।
তানাহ করুণস্তাত শরণ্যঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

অদ্যপ্রভৃতি বো ভূপা মধ্যাত্মন্যখিলেশ্বরে।
সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তির্বাঢ়মাশংসিতং তথা॥ ১৮

দিষ্ট্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঋতভাষিণঃ।
শ্রিয়ৈশ্বর্যমদোন্নাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্॥ ১৯

হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽপরে।
শ্রীমদাদ্ ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্ দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ॥ ২০

ভবন্ত এতদ্ বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ।
মাং যজন্তোঽধ্বরৈর্যুক্তাঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষথ॥ ২১

সেবক॥ ১৩ ॥

হে বিভু ! এই মানবদেহ দিনদিন ক্ষীণ হয়ে যেতে থাকে। তাকে তো রোগের জন্মভূমি আখ্যা দেওয়াই শ্রেয়। তাই এই মানবদেহ দ্বারা রাজ্য ভোগ করবার স্পৃহা আর আমাদের নেই ; কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে তা মরীচিকার জলসম সর্বতোভাবে মিথ্যা। কেবল তাই নয়, কর্মফলে মৃত্যুর পর যে স্বর্গলোক প্রাপ্তির কথা বলা হয়ে থাকে, আমাদের তার কামনাও নেই। আমরা বুঝতে পেরেছি যে তা অন্তঃসারশূন্য, কেবল শুনতেই সুমধুর॥ ১৪ ॥

আপনি আমাদের পথ প্রদর্শন করুন যাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মের বিস্মৃতি যেন আমাদের কখনো না হয়, আমরা তাঁর অক্ষয় স্মৃতি ধারণ করতে চাই। তারজন্য আমাদের যদি অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতেও হয় তাও আমরা স্বীকার করে নেব॥ ১৫ ॥

প্রণত জনের ক্লেশনাশক শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, হরি, পরমাত্মা এবং গোবিন্দের প্রতি আমাদের প্রতিনিয়ত নমস্কার জ্ঞাপন করছি॥ ১৬ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজাগণ করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্তুতি করলে শরণাগতের রক্ষাকারী শ্রীভগবান সুমধুর স্বরে বললেন—॥ ১৭ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজাগণ ! আমার প্রতি আকাঙ্ক্ষিত সুদৃঢ় ভক্তিলাভ তোমাদের অবশ্যই হবে। তবে জেনে রাখো যে আমিই সকলের আত্মা ও সর্বেশ্বর॥ ১৮ ॥

হে রাজাগণ ! তোমাদের সংকল্প অতি উত্তম ; তা তোমাদের সৌভাগ্য ও আনন্দ প্রদান করবে। তোমাদের বক্তব্যও সঠিক, কারণ ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য-উচ্ছৃঙ্খলতাও মত্ততার কারণ হয়ে থাকে॥ ১৯ ॥

হৈহয়, নহুষ, বেন, রাবণ, নরকাসুর আদি বহু দেবতা, দৈত্য, নরপতিকে ঐশ্বর্যজনিত মদমত্ততা হেতু স্থানচ্যুত ও পদচ্যুত হতে হয়েছিল॥ ২০ ॥

জেনে রাখ যে দেহ ও তার সংশ্লিষ্ট বস্তুসকল সৃষ্ট হয়ে থাকে বলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তাতে আসক্তি ত্যাগ করো। মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রেখে সংযত আচরণ করে যজ্ঞদ্বারা আমার অর্চনায় নিত্যযুক্ত

সন্তন্বন্তঃ প্রজাতন্তূন্ সুখং দুঃখং ভবাভবৌ।
প্রাপ্তং প্রাপ্তং চ সেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ॥ ২২

থেকো আর ধর্মপথে প্রজা প্রতিপালন করো॥ ২১ ॥

সন্তান উৎপাদন ভোগের জন্য না করে বংশ রক্ষা হেতু করবে আর প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্ত জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতিকে সমজ্ঞান করে তাকে আমার প্রসাদ মনে করে সেবন করবে। আমাতে চিত্ত নিত্যযুক্ত রেখে জীবনযাপন করলে আনন্দে থাকবে॥ ২২ ॥

উদাসীনাশ্চ দেহাদাবাত্মারামা ধৃতব্রতাঃ।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যঙ্ মামন্তে ব্রহ্ম যাস্যথ॥ ২৩

দেহ ও দেহ বিষয়ক বস্তুসকলে আসক্তি ত্যাগ করে নির্লিপ্ত ভাব রাখবে ; নিজ আত্মাতেই রমণ করবে, ভজনে আগ্রহী হবে, আশ্রমোচিত ব্রতসকল পালন করবে। মনকে নিত্য আমাতে যুক্ত রেখে জীবনযাপন করবে। তাহলে শেষে তোমরা আমার ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করতে সমর্থ হবে॥ ২৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্য নৃপান্ কৃষ্ণো ভগবান্ ভুবনেশ্বরঃ।
তেষাং[১] ন্যযুঙ্ক্ত পুরুষান্ স্ত্রিয়ো মজ্জনকর্মণি॥ ২৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভুবনেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজাদের এইরূপ আদেশ দিয়ে তাদের স্নানাদি কার্য সমাপন হেতু বহু দাসদাসী নিযুক্ত করলেন॥ ২৪ ॥

সপর্যাং কারয়ামাস সহদেবেন ভারত।
নরদেবোচিতৈর্বস্ত্রৈর্ভূষণৈঃ স্রগ্বিলেপনৈঃ॥ ২৫

হে পরীক্ষিৎ ! জরাসন্ধতনয় সহদেব দ্বারা রাজাদের রাজোচিত বস্ত্রালংকার, মালা-চন্দন আদি দান করিয়ে তাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হল॥ ২৫ ॥

ভোজয়িত্বা বরান্নেন সুস্নাতান্ সমলঙ্কৃতান্।
ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তাংস্তাম্বূলাদ্যৈর্নৃপোচিতৈঃ॥ ২৬

স্নানান্তে যখন নৃপতিগণ উত্তম বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত তখন শ্রীভগবান তাদের উত্তম আহার্য বস্তুদ্বারা সেবা করালেন ও রাজোচিত তাম্বূলাদি বিবিধ বস্তুদ্বারা পরিতৃপ্ত করালেন॥ ২৬ ॥

তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
বিরেজুর্মোচিতাঃ ক্লেশাৎ প্রাবৃড়ন্তে যথা গ্রহাঃ॥ ২৭

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজাদের সম্মান প্রদর্শন কার্য শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই আয়োজিত হয়েছিল। সুন্দর কর্ণকুণ্ডল ধারণ করে নৃপতিগণ মেঘমুক্ত শারদ গগনে দীপ্তিমান তারাসম সৌন্দর্যযুক্ত হলেন॥ ২৭ ॥

রথান্ সদশ্বানারোপ্য মণিকাঞ্চনভূষিতান্।
প্রীণয্য সূনৃতৈর্বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যযাপয়ৎ॥ ২৮

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিগণকে মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়ে সমধুর বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে তাদের নিজ নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করলেন॥ ২৮ ॥

ত এবং মোচিতাঃ কৃচ্ছ্রাৎ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা।
যযুস্তমেব ধ্যায়ন্তঃ কৃতানি চ জগৎপতেঃ॥ ২৯

এইভাবে সুমহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে নৃপতিগণের অতি ভয়ংকর বন্দীজীবনের অবসান হল। যাত্রাকালে নৃপতিগণ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলার মাধুর্য মন্থন করতে করতে নিজ নিজ রাজধানীতে গমন করল॥ ২৯ ॥

[১]তেষামযুঙ্ক্ত।

জগদুঃ প্রকৃতিভ্যস্তে মহাপুরুষচেষ্টিতম্।
যথান্বশাসদ্ ভগবাংস্তথা চক্রুরতন্দ্রিতাঃ॥ ৩০

নিজ নিজ রাজ্যে পৌঁছে নৃপতিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কৃপা ও লীলার কথা প্রজাদের মধ্যে প্রচার করল। অতঃপর তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক উপদিষ্ট সাত্ত্বিক জীবনযাপনে সচেষ্ট হল॥ ৩০ ॥

জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা ভীমসেনেন কেশবঃ।
পার্থাভ্যাং সংযুতঃ প্রায়াৎ সহদেবেন পূজিতঃ॥ ৩১

গত্বা তে খাণ্ডবপ্রস্থং শঙ্খান্[1] দধ্মুর্জিতারয়ঃ।
হর্ষয়ন্তঃ স্বসুহৃদো দুর্হৃদাং চাসুখাবহাঃ॥ ৩২

হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে দিয়ে জরাসন্ধ বধ করিয়ে ভীমসেন ও অর্জুন সহিত জরাসন্ধনন্দন সহদেব দ্বারা সম্মানিত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে প্রত্যাগমন করলেন। তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থ সমীপে উপনীত হয়ে নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করে বিজয়বার্তা ঘোষণা করলেন যা বান্ধবদের সুখী ও শত্রুদের দুঃখী করল॥ ৩১-৩২ ॥

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনস ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ।
মেনিরে মাগধং শান্তং রাজা চাপ্তমনোরথঃ॥ ৩৩

শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করে ইন্দ্রপ্রস্থবাসী সকলে প্রসন্নচিত্ত হয়ে উঠল। তারা বুঝল যে জরাসন্ধ পরাজিত হয়েছে আর তাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পথ যেন সম্পূর্ণভাবে নিষ্কণ্টক হল॥ ৩৩ ॥

অভিবন্দ্যাথ রাজানং ভীমার্জুনজনার্দনাঃ।
সর্বমাশ্রাবয়াঞ্চক্রুরাত্মনা যদনুষ্ঠিতম্॥ ৩৪

ভীমসেন, অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দনা করে সেই কৃত্যসকল বর্ণনা করলেন যা জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত করা হয়েছিল॥ ৩৪ ॥

নিশম্য ধর্মরাজস্তৎ কেশবেনানুকম্পিতম্।
আনন্দাশ্রুকলাং মুঞ্চন্ প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন॥ ৩৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পরম অনুগ্রহপূর্ণ কথা শুনে প্রেমবিহ্বল হয়ে উঠলেন। তাঁর নয়নে আনন্দাশ্রুর বর্ষণ হতে লাগল। তিনি কোনো কথা বলতে সক্ষম হলেন না॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[2] উত্তরার্ধে কৃষ্ণাদ্যাগমনে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের কৃষ্ণ-প্রত্যাগমন নামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

---

[1] ঙ্খাং দধ্মু.।　[2] ন্ধে রাজসূয়দিগ্বিজয়ো দ্বিসপ্ত.।

অথ চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীভগবানের অগ্রপূজা ও শিশুপাল উদ্ধার

শ্রীশুক[১] উবাচ

এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা জরাসন্ধবধং বিভোঃ[২]।
কৃষ্ণস্য চানুভাবং তং[৩] শ্রুত্বা প্রীতস্তমব্রবীৎ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ বধ এবং সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করে অতিশয় প্রসন্ন হলেন এবং বলতে লাগলেন—॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

যে স্যুস্ত্রৈলোক্যগুরবঃ সর্বে লোকমহেশ্বরাঃ।
বহন্তি দুর্লভং লব্ধ্বা শিরসৈবানুশাসনম্[৪]॥ ২

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! ত্রিলোকাধিপতি ব্রহ্মা, শংকর এবং ইন্দ্রাদি লোকপাল আপনার আদেশ লাভ করবার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকেন আর কচিৎ আদেশ পেয়ে গেলে তা শিরোধার্য করে অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করে থাকেন॥ ২ ॥

স ভবানরবিন্দাক্ষো দীনানামীশমানিনাম্।
ধত্তেঽনুশাসনং ভূমংস্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥ ৩

হে অনন্তবীর্য ! আমরা অতি দীনহীন হয়েও নিজেদের ভূপতি ও নরপতি জ্ঞান করে থাকি। বস্তুত এইজন্য আমাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। অথচ আপনি আমাদের আদেশ গ্রহণ করে থাকেন ও তা পালনও করে থাকেন। সর্বশক্তিমান কমললোচন শ্রীভগবানের এ তো নরলীলায় অভিনয়মাত্র॥ ৩ ॥

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
কর্মভির্বর্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ॥ ৪

সূর্যের উদয়াস্তে আদৌ তার তেজের তারতম্য হয় না। তেমনভাবেই কোনো রকমের কার্যে আপনার হর্ষ অথবা বিষাদ থাকে না কারণ আপনি সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত পরমাত্মা পরব্রহ্ম স্বয়ং॥ ৪ ॥

ন বৈ তেঽজিত ভক্তানাং মমাহমিতি মাধব।
ত্বং তবেতি চ নানাধীঃ পশূনামিব বৈকৃতা[৫]॥ ৫

হে অজিত ! হে মাধব ! 'আমি-তুমি' ও 'আমার-তোমার'—এইরূপ বিকারযুক্ত ভেদবুদ্ধি তো পশুদের হয়ে থাকে। যারা আপনার অনন্য ভক্ত তাদের চিত্তে এইরূপ অসংলগ্ন বিচারবুদ্ধি কখনো স্থান পায় না। অতএব তা আপনার মধ্যে আসার প্রশ্নই ওঠে না ! (অতএব আপনি যা কিছু করছেন তা নরলীলাই)॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞিয়ে কালে বব্রে যুক্তান্ স ঋত্বিজঃ।
কৃষ্ণানুমোদিতঃ পার্থো ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৬

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! এইরূপ বলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞোপযুক্ত কালে যজ্ঞকর্মে নিপুণ বেদবাদী ব্রাহ্মণদের ঋত্বিক, আচার্য আদি রূপে বরণ করে নিলেন॥ ৬ ॥

---

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রভোঃ। [৩]চ। [৪]শিরসা মেহনু.। [৫]বিক্রিয়া।

দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ সুমন্তুর্গৌতমোঽসিতঃ।
বসিষ্ঠশ্চ্যবনঃ কণ্বো মৈত্রেয়ঃ কবষস্ত্রিতঃ॥ ৭

বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ সুমতির্জৈমিনিঃ ক্রতুঃ।
পৈলঃ পরাশরো গর্গো বৈশম্পায়ন এব চ॥ ৮

অথর্বা কশ্যপো ধৌম্যো রামো ভার্গব আসুরিঃ।
বীতিহোত্রো মধুচ্ছন্দা বীরসেনোঽকৃতব্রণঃ॥ ৯

উপহূতাস্তথা চান্যে দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সহসুতো বিদুরশ্চ মহামতিঃ॥ ১০

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ।
তত্রেয়ুঃ সর্বরাজানো রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ো নৃপ॥ ১১

ততস্তে দেবযজনং ব্রাহ্মণাঃ স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ।
কৃষ্ট্বা তত্র যথাম্নায়ং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে নৃপম্॥ ১২

হৈমাঃ কিলোপকরণা বরুণস্য যথা পুরা।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিরিঞ্চিভবসংযুতাঃ॥ ১৩

সগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
মুনয়ো যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ॥ ১৪

রাজানশ্চ সমাহূতা রাজপত্ন্যশ্চ সর্বশঃ।
রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ॥ ১৫

মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সূপপন্নমবিস্মিতাঃ।
অযাজয়ন্ মহারাজং যাজকা দেববর্চসঃ।
রাজসূয়েন বিধিবৎ প্রাচেতসমিবামরাঃ॥ ১৬

সৌত্যেঽহন্যবনীপালো যাজকান্ সদসস্পতীন্।
অপূজয়ন্ মহাভাগান্ যথাবৎ সুসমাহিতঃ॥ ১৭

সদস্যাগ্র্যার্হণার্হং বৈ বিমৃশন্তঃ সভাসদঃ।
নাধ্যগচ্ছন্নৈকান্ত্যাৎ সহদেবস্তদাব্রবীৎ॥ ১৮

তাঁরা হলেন—শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, পরশুরাম, শুক্রাচার্য, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন এবং অকৃতব্রণ॥ ৭-৯ ॥

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এঁদের ছাড়াও দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম পিতামহ, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর দুর্যোধনাদি পুত্রদের এবং মহামতি বিদুরকেও আমন্ত্রণ করলেন॥ ১০ ॥

রাজন্ ! রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করতে দেশের সকল নৃপতিগণ, তাঁদের মন্ত্রীগণ ও কর্মচারীগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই সমবেত হলেন॥ ১১ ॥

অতঃপর ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণময় লাঙল দ্বারা যজ্ঞভূমিকে কর্ষণ করিয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন॥ ১২ ॥

প্রাচীনকালে যেমন বরুণদেবের যজ্ঞে সকল যজ্ঞপাত্রই সুবর্ণনির্মিত ছিল, তেমনই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও হয়েছিল। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশংকর, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, সিদ্ধগণ ও গন্ধর্বগণ তাঁদের গণেদের সহিত, বিদ্যাধরগণ, নাগগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পক্ষিগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ, সপত্নিক বড় বড় রাজাগণ—এঁরা সকলেই রাজসূয় যজ্ঞে সম্মিলিত হলেন॥ ১৩-১৫ ॥

সকলে আলোচনা ছাড়াই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরই রাজসূয় যজ্ঞ করবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের পক্ষে এই কার্য সম্পাদন করা মোটেই কোনো বড় কথা নয়। তখন দেবতাসম তেজস্বী যাজকগণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে বিধি অনুসারে রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করালেন, যেমনভাবে দেবতাগণ পূর্বে বরুণকে দিয়ে করিয়েছিলেন॥ ১৬ ॥

সোমলতা থেকে রস নিষ্কাশন দিবসে মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজ পরম ভাগ্যবান যাজকদের ও যজ্ঞকর্মের ভুলভ্রান্তি নিরীক্ষণকারী তন্ত্রধারকদের অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে যথাবিধি পূজা করলেন॥ ১৭ ॥

অনন্তর আলোচনা চলতে লাগল যে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য কার পাওয়া উচিত। সকলেই

অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
এষ বৈ দেবতাঃ সর্বা দেশকালধনাদয়ঃ॥ ১৯

নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়ে উঠল আর সেইজন্য কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব বললেন—॥ ১৮ ॥

যাদবশ্রেষ্ঠ ভক্তবৎসল অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ; তিনিই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের অধিকারী কারণ তিনিই তো সমস্ত দেবতারূপে বর্তমান এবং দেশ, কাল, ধন আদি সকল বস্তুও তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ॥ ১৯ ॥

যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ।
অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রাঃ সাংখ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ॥ ২০

সমগ্র বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। সমস্ত যজ্ঞও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অগ্নি, আহুতি এবং মন্ত্ররূপে অধিষ্ঠান করেন। জ্ঞান ও কর্ম—এই দুই পথও শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত॥ ২০ ॥

এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ।
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥ ২১

হে সভ্যগণ ! কত আর বর্ণনা করব ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাতে সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগতভেদের নামগন্ধও নেই। এই সম্পূর্ণ জগৎ তাঁরই স্বরূপ। তিনি আত্মস্থ এবং জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি আদি ছয় বিকার বিরহিত। তিনি আত্মস্বরূপ সংকল্প দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও সংহার করে থাকেন॥ ২১ ॥

বিবিধানীহ কর্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া।
ঈহতে যদয়ং সর্বঃ শ্রেয়ো ধর্মাদিলক্ষণম্॥ ২২

সমস্ত জগতের বিবিধ কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্ম, অর্থ, কর্ম ও মোক্ষরূপ যে পুরুষার্থ সম্পাদিত হয় তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই হয়ে থাকে॥ ২২ ॥

তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্।
এবং চেৎ সর্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ॥ ২৩

অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদানের জন্য বিবেচিত হোন। তাঁর পূজায় সমস্ত প্রাণীদের পূজা হবে, নিজেরও পূজা হবে॥ ২৩ ॥

সর্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে।
দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা॥ ২৪

নিজ দান ধর্মকে অনন্ত ভাবসম্পন্ন করবার নিমিত্ত সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর অন্তরাত্মা, ভেদাভেদরহিত, পরম শান্ত ও পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করা কর্তব্য॥ ২৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা সহদেবোঽভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ।
তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্বে সাধু সাধ্বিতি সত্তমাঃ॥ ২৫

হে পরীক্ষিৎ ! সহদেব শ্রীভগবানের মহিমা ও তাঁর প্রভাবকে জানতেন। এইবার তিনি চুপ করে গেলেন। তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভাতে উপস্থিত বিদ্বৎমণ্ডলী সাধুবাদ সহকারে সহদেবের উক্তিকে সমর্থন করলেন॥ ২৫ ॥

শ্রুত্বা দ্বিজেরিতং রাজা জ্ঞাত্বা হার্দং সভাসদাম্।
সমর্হয়দ্ধৃষীকেশং প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ॥ ২৬

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের আদেশ ও বিদ্বৎ-মণ্ডলীর অভিপ্রায় অবগত হয়ে পরমানন্দে প্রেমাবেগে বিহ্বল হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন॥ ২৬ ॥

তৎপাদাববনিজ্যাপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ।
সভার্যঃ সানুজামাত্যঃ[1] সকুটুম্বোঽবহন্মুদা॥ ২৭

পত্নী, ভ্রাতা, অমাত্য এবং কুটুম্বাদিসহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি প্রেম ও আনন্দে শ্রীভগবানের পাদপ্রক্ষালন করলেন ও সেই লোকপাবন পরমপবিত্র পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন॥ ২৭ ॥

বাসোভিঃ পীতকৌশেয়ৈর্ভূষণৈশ্চ মহাধনৈঃ।
অর্হয়িত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো নাশকৎ সমবেক্ষিতুম্॥ ২৮

তিনি শ্রীভগবানকে কৌষেয় পীতাম্বর ও মহামূল্য অলংকার উৎসর্গ করলেন। সেই সময় তাঁর নয়নযুগল প্রেম ও আনন্দ আতিশয্যে সজল হয়ে ওঠায় তিনি শ্রীভগবানকে ভালোভাবে দর্শনও করতে পারছিলেন না॥ ২৮ ॥

ইত্থং সভাজিতং বীক্ষ্য সর্বে প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ।
নমো জয়েতি নেমুস্তং নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥ ২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে পূজিত ও সংকৃত হতে দেখে যজ্ঞসভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ বদ্ধাঞ্জলি হয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন ও নমস্কার জ্ঞাপন করতে লাগলেন। তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল॥ ২৯ ॥

ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠা-
দুত্থায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ।
উৎক্ষিপ্য বাহুমিদমাহ সদস্যমর্ষী
সংশ্রাবয়ন্ ভগবতে পরুষাণ্যভীতঃ॥ ৩০

হে পরীক্ষিৎ ! নিজাসনে উপবিষ্ট শিশুপাল এই সব দেখে ও শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন শ্রবণে সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়াল আর সভার মধ্যে হাত তুলে নির্ভয়ে শ্রীভগবানকে শুনিয়ে শুনিয়ে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে শুরু করল॥ ৩০ ॥

ঈশো দুরত্যয়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
বৃদ্ধানামপি যদ্ বুদ্ধির্বালবাক্যৈর্বিভিদ্যতে॥ ৩১

হে সভাসদগণ ! কাল স্বয়ং ঈশ্বর—এই শ্রুতিবাক্য সর্বতোভাবে সত্য। সে ঠিক নিজের কাজ করিয়ে নিয়ে থাকে। আমি এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইমাত্র পেলাম, না হলে এক বালক ও মূর্খের কথা শুনে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিপর্যয় হয় কী করে ! ৩১ ॥

যূয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মন্ধ্বং বালভাষিতম্।
সদসস্পতয়ঃ সর্বে কৃষ্ণো যৎ সম্মতোঽর্হণে॥ ৩২

কিন্তু আপনারা যে অগ্রপূজার যোগ্য পাত্র নিরূপণে কুশল, তা জানি। অতএব হে বিদ্বৎমণ্ডলী ! যোগ্যপাত্র নিরূপণে আপনারা বালক সহদেবের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন না॥ ৩২ ॥

তপোবিদ্যাব্রতধরান্ জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মষান্।
পরমর্ষীন্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ লোকপালৈশ্চ পূজিতান্॥ ৩৩

এইখানে তপস্যা, বিদ্যা ও ব্রত ধারণকারীগণ আছেন, জ্ঞানদ্বারা নিজ পাপ-তাপ দূর করতে যাঁরা সক্ষম তাঁরাও আছেন, পরম জ্ঞানী ঋষিগণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠগণও আছেন। অতি মহান লোকপালগণও তো এঁদের পূজা করে থাকেন॥ ৩৩ ॥

সদস্পতীনতিক্রম্য[2] গোপালঃ কুলপাংসনঃ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্যাং কথমর্হতি॥ ৩৪

যাঁরা যজ্ঞের প্রকৃষ্ট নিয়মের জ্ঞানী সেই

[1]জোঽবাগ্রঃ। [2]ব্রজ্য।

বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ।
স্বৈরবর্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্যাং কথমর্হতি॥ ৩৫

সভাশ্রেষ্ঠদের উপস্থিতিতে এই কুলকলঙ্ক গোপালক কেমন করে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতে পারে ? কাক কেমন করে যজ্ঞের পুরোভাগ চরু লাভ করবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে ? ৩৪ ॥

এ বর্ণাশ্রম ভ্রষ্ট। উচ্চ কুলজাতও নয়। এ সমস্ত ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত। বেদ ও লোকমর্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী এই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী। এ সদ্‌গুণ বিরহিত। তাহলে এ অগ্রপূজা পায় কেমন করে ? ৩৫ ॥

যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্।
বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্যাং কথমর্হতি॥ ৩৬

এদের কুল রাজা যযাতি দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত। এর বংশ সজ্জনগণ দ্বারা অস্বীকৃত। এ নিত্য ব্যর্থ মধুপানাসক্ত। তাহলে তাকে অগ্রপূজার যোগ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া কেমন করে সঠিক বলা হচ্ছে ? ৩৬ ॥

ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান্ হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চসম্।
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ॥ ৩৭

এরা ব্রহ্মর্ষি সেবিত মথুরাদি দেশ ত্যাগ করে ব্রহ্মতেজ ও বেদচর্চা বিরহিত সমুদ্র-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে আর মাঝে মাঝে দুর্গ থেকে বার হয়ে দস্যুসম প্রজাদের পীড়ন ও হরণ করে থাকে॥ ৩৭ ॥

এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্॥ ৩৮

পরীক্ষিৎ ! বস্তুত শিশুপালের শুভসকল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে আরও বহু অপমানজনক কটু কথা বর্ষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করল। কিন্তু সিংহ যেমন শৃগালের ডাককে আদৌ গুরুত্ব দেয় না তেমনভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অবিচল রইলেন। তিনি শিশুপালের কোনো কথারই উত্তর দিলেন না॥ ৩৮ ॥

ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং তৎসভাসদঃ।
কর্ণৌ পিধায় নির্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা॥ ৩৯

কিন্তু সভায় উপস্থিত বিদ্বৎমণ্ডলীর পক্ষে শ্রীভগবানের উদ্দেশে বর্ষিত নিন্দাবাক্য সহ্য করা সম্ভব হল না। তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজ কর্ণ আচ্ছাদন করে শিশুপালকে তিরস্কার করতে করতে সক্রোধে সভাস্থল ত্যাগ করলেন॥ ৩৯ ॥

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥ ৪০

হে পরীক্ষিৎ ! যে শ্রীভগবানের অথবা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করেও সেই স্থান ত্যাগ করে না, সে সমস্ত কৃত শুভকর্ম থেকে বিচ্যুত হয় আর অধোগতি প্রাপ্ত হয়॥ ৪০ ॥

ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা মৎস্যকৈকয়সৃঞ্জয়াঃ।
উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ[১]॥ ৪১

পরীক্ষিৎ ! এইবার শিশুপালকে বধ করবার নিমিত্ত পাণ্ডব, মৎস্য, কেকয় এবং সৃঞ্জয় বংশের নৃপতিগণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উঠে এলেন॥ ৪১ ॥

ততশ্চৈদ্যস্ত্বসম্ভ্রান্তো জগৃহে খড়্গচর্মণী।
ভর্ৎসয়ন্ কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ সদসি ভারত॥ ৪২

কিন্তু শিশুপাল তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে

[১]সয়া।

তাবদুত্থায় ভগবান্ স্বান্ নিবার্য স্বয়ং রুষা।
শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহারাপততো রিপোঃ॥ ৪৩

শব্দঃ কোলাহলোঽপ্যাসীৎ শিশুপালে হতে মহান্।
তস্যানুযায়িনো ভূপা দুদ্রুবুর্জীবিতৈষিণঃ॥ ৪৪

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ।
পশ্যতাং সর্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা॥ ৪৫

জন্মত্রয়ানুগুণিতবৈরসংরব্ধয়া ধিয়া।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্॥ ৪৬

ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ সসদস্যেভ্যো দক্ষিণাং বিপুলামদাৎ।
সর্বান্ সম্পূজ্য বিধিবচ্চক্রেঽবভৃথমেকরাট্॥ ৪৭

সাধয়িত্বা ক্রতুং রাজ্ঞঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদ্ভিরভিযাচিতঃ॥ ৪৮

ততোঽনুজ্ঞাপ্য রাজানমনিচ্ছন্তমপীশ্বরঃ।
যযৌ সভার্যঃ সামাত্যঃ স্বপুরং দেবকীসুতঃ॥ ৪৯

বর্ণিতং তদুপাখ্যানং ময়া তে বহুবিস্তরম্।
বৈকুণ্ঠবাসিনোর্জন্ম বিপ্রশাপাৎ পুনঃ পুনঃ॥ ৫০

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নিজ ঢাল ও তরবারি তুলে নিল এবং সেই বিদ্বৎমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ যজ্ঞসভাতেই শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থনকারী রাজাদের বিরুদ্ধে আস্ফালন করতে লাগল॥ ৪২ ॥

কলহ বৃদ্ধি পেতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইবার স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর অনুগত নৃপতিদের শান্ত থাকতে বললেন আর স্বয়ং সক্রোধে তাঁকে আক্রমণকারী শিশুপালের মস্তক তাঁর সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা ছেদন করলেন॥ ৪৩ ॥

শিশুপাল নিহত হওয়ামাত্র অতিশয় শোরগোল হতে লাগল। তার অনুগত রাজাগণ প্রাণ রক্ষার্থে দ্রুত এদিক-ওদিকে পালাতে লাগল॥ ৪৪ ॥

যেমন আকাশ থেকে বিচ্যুত উল্কা পৃথিবীতে বিলীন হয়ে যায় তেমনভাবেই সকলের দৃষ্টির সম্মুখেই শিশুপালের দেহ থেকে এক জ্যোতি নির্গত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিলীন হয়ে গেল॥ ৪৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! শিশুপালের অন্তঃকরণের শত্রুভাব ধারণের পরিবর্ধন তিন জন্ম ধরে হচ্ছিল আর তাই সে শত্রুভাবাপন্ন থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিত্যযুক্ত থাকত, যার ফলে সে তাঁর পার্ষদরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বস্তুত মৃত্যুর পর লাভ করা গতি, ভাবের উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে॥ ৪৬ ॥

শিশুপাল উদ্ধারের পর চক্রবর্তী সম্রাট ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সদস্যদের ও ঋত্বিকদের প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি সকলকে যথাবিধি পূজা করে যজ্ঞান্ত স্নান—অবভৃত স্নান সম্পন্ন করলেন॥ ৪৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! এইভাবে যোগেশ্বরদের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করলেন। অতঃপর নিজ আত্মীয়স্বজন ও সুহৃদদের অনুরোধে তিনি কয়েকমাস সেইখানেই বাস করলেন॥ ৪৮ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীভগবানকে ছাড়তে চাইছিলেন না ; কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজ রানি ও অমাত্যগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকাপুরী যাত্রা করলেন॥ ৪৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! সনকাদি ব্রাহ্মণদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠবাসী জয় ও বিজয়কে বার বার জন্মগ্রহণ করতে

রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে শুশুভে সুররাড়িব॥ ৫১

হয়েছিল। এই উপাখ্যান সবিস্তারে (সপ্তম স্কন্ধে) আমি তোমাকে বলেছি॥ ৫০ ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের যজ্ঞান্তস্নান করে ব্রাহ্মণগণের ও ক্ষত্রিয়গণের সভার মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রসম শোভা পেতে লাগলেন॥ ৫১ ॥

রাজ্ঞা সভাজিতাঃ সর্বে সুরমানবখেচরাঃ।
কৃষ্ণং ক্রতুং চ শংসন্তঃ স্বাধামানি যযুর্মুদা[১]॥ ৫২

রাজা যুধিষ্ঠির-কর্তৃক দেবগণ, মানবগণ ও আকাশগামী গন্ধর্বগণ যথাযোগ্য সম্মানিত হলেন। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও রাজসূয় যজ্ঞের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নিজ নিজ লোকে প্রস্থান করলেন॥ ৫২ ॥

দুর্যোধনমৃতে পাপং কলিং কুরুকুলাময়ম্।
যো ন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতস্য তাম্॥ ৫৩

হে পরীক্ষিৎ ! দুর্যোধন ছাড়া আর সকলেই আনন্দিত হলেন। পাণ্ডবদের এই অত্যুজ্জ্বল রাজ্য লক্ষ্মীশ্রীর উৎকর্ষ দুর্যোধনের পক্ষে অসহ্য বলে মনে হল কারণ সে তো স্বভাবেই পাপী, কলহে অনুরাগী ও কুরুবংশ বিনাশের এক বিষম রোগসম ছিল॥ ৫৩ ॥

য ইদং কীর্তয়েদ্ বিষ্ণোঃ কর্ম চৈদ্যবধাদিকম্।
রাজমোক্ষং বিতানং চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৫৪

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিশুপালবধ, জরাসন্ধবধ, অবরুদ্ধ নৃপতিদের মুক্তিদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান লীলার মহিমা অপরিসীম। এই লীলার সংকীর্তন ভক্তকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে শিশুপালবধো[২]নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের শিশুপালবধ নামক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

---

[১]মুদা যযুঃ। [২]বধস্ত্রিস.।

অথ পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ
পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়
রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন ও দুর্যোধনের অপমান

রাজোবাচ

অজাতশত্রোস্তং দৃষ্ট্বা রাজসূয়মহোদয়ম্।
সর্বে মুমুদিরে ব্রহ্মন্ নৃদেবা যে সমাগতাঃ॥ ১

দুর্যোধনং বর্জয়িত্বা রাজানঃ সর্ষয়ঃ সুরাঃ।
ইতি শ্রুতং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচ্যতাম্॥ ২

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! অজাতশত্রু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞমহোৎসব দেখে একমাত্র দুর্যোধন ছাড়া সমাগত মানবগণ, নৃপতিগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ এবং দেবতাগণ সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের অসন্তোষ কেন হয়েছিল অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন॥ ১-২ ॥

ঋষিরুবাচ[1]

পিতামহস্য তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ।
বান্ধবাঃ পরিচর্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির অতি বড় মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর প্রেমবন্ধনে সাড়া দিয়ে সকল বান্ধবগণই রাজসূয় যজ্ঞে বিভিন্ন সেবাকার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন॥ ৩ ॥

ভীমো মহানসাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ।
সহদেবস্তু পূজায়াং নকুলো দ্রব্যসাধনে॥ ৪

ভীমসেন পাকশালা অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। দুর্যোধন হয়েছিলেন কোষাধ্যক্ষ। সহদেব অভ্যাগত ব্যক্তিদের আদর-আপ্যায়নে নিযুক্ত ছিলেন ও নকুল দ্রব্যাদি সংরক্ষণের তত্ত্বাবধানে ছিলেন॥ ৪ ॥

গুরুশুশ্রূষণে[2] জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।
পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ॥ ৫

অর্জুনের কাজ ছিল গুরুজনদের সেবাশুশ্রূষা করা আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাগত অতিথিদের পাদ-প্রক্ষালনে যুক্ত ছিলেন। দেবী দ্রৌপদী পরিবেশন ও উদারচিত্ত কর্ণ মুক্তহস্তে দানকার্য করেছিলেন॥ ৫ ॥

যুযুধানো বিকর্ণশ্চ হার্দিক্যো বিদুরাদয়ঃ।
বাহ্লীকপুত্রা ভূর্যাদ্যা যে চ সন্তর্দনাদয়ঃ॥ ৬

নিরূপিতা মহাযজ্ঞে নানাকর্মসু তে তদা।
প্রবর্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ৭

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে সাত্যকি, বিকর্ণ, হার্দিক্য (অথবা কৃতবর্মা), বিদুর, বাহ্লীকের পুত্র ও পৌত্র সোমদত্ত ও ভূরিশ্রবা আদি তথা সন্তর্দন—সকলেই রাজসূয় যজ্ঞে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সকল কার্যই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতি ও কল্যাণে নিবেদিত ছিল॥ ৬-৭ ॥

ঋত্বিক্সদস্যবহুবিৎসু সুহৃত্তমেষু
স্বিষ্টেসু সূনৃতসমর্হণদক্ষিণাভিঃ।
চৈদ্যে চ সাত্বতপতেশ্চরণং প্রবিষ্টে
চক্রুস্ততস্ত্ববভৃথস্নপনং দ্যুনদ্যাম্॥ ৮

হে পরীক্ষিৎ! যখন ঋত্বিক, সদস্য, বহুজ্ঞ সভাসদগণ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধুবান্ধবগণ সুমধুর বাক্য, বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি, দক্ষিণা আদি দ্বারা পূজিত হলেন আর শিশুপাল ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্থান পেল তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির গঙ্গা নদীতে যজ্ঞান্ত স্নান করতে গেলেন॥ ৮ ॥

মৃদঙ্গশঙ্খপণবধুন্ধুর্যানকগোমুখাঃ।
বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুরাবভৃথোৎসবে॥ ৯

যজ্ঞান্ত স্নানকালে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঢোল, কাড়া-নাকাড়া, শিঙা আদি বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বেজে

[1]বাদরায়ণিরুবাচ। [2]সতাং শু।

নর্তক্যো ননৃতুর্হৃষ্টা গায়কা যূথশো জগুঃ।
বীণাবেণুতলোন্নাদস্তেষাং স দিবমস্পৃশৎ॥ ১০

চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরিভেন্দ্রস্যন্দনার্বভিঃ ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈর্ভূপা নির্যযু রুক্মমালিনঃ॥ ১১

যদুসৃঞ্জয়কাম্বোজকুরুকেকয়কোসলাঃ ।
কম্পয়ন্তো ভুবং সৈন্যৈর্যজমানপুরঃসরাঃ॥ ১২

সদস্যর্ত্বিগ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ॥ ১৩

স্বলঙ্কৃতা নরা নার্যো গন্ধস্রগ্ভূষণাম্বরৈঃ[১]।
বিলিম্পন্ত্যোঽভিষিঞ্চন্ত্যো বিজহ্রুর্বিবিধৈ রসৈঃ॥ ১৪

তৈলগোরসগন্ধোদহরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ ।
পুম্ভির্লিপ্তাঃ প্রলিম্পন্ত্যো বিজহ্রুর্বারযোষিতঃ॥ ১৫

গুপ্তা নৃভির্নিরগমন্নুপলব্ধুমেতদ্
দেব্যো যথা দিবি বিমানবরৈর্নৃদেব্যঃ।
তা মাতুলেয়সখিভিঃ পরিষিচ্যমানাঃ
সব্রীড়হাসবিকসদ্বদনা বিরেজুঃ॥ ১৬

তা দেবরানুত সখীন্ সিষিচুর্দৃতীভিঃ
ক্লিন্নাম্বরা বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ।
ঔৎসুক্যমুক্তকবরাচ্চ্যবমানমাল্যাঃ
ক্ষোভং দধুর্মলধিয়াং রুচিরৈর্বিহারৈঃ॥ ১৭

উঠেছিল॥ ৯ ॥

নর্তকীগণ নৃত্য করেছিল। গায়কগণ দলে দলে গান গেয়ে উঠেছিল আর বীণা, বংশী, ঝাঁঝ-মঞ্জিরা বাজতে শুরু করেছিল। গীতবাদ্যের তুমুল শব্দে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল॥ ১০ ॥

কাঞ্চন মাল্যধারী যদু, সৃঞ্জয়, কম্বোজ, কুরু, কেকয় এবং কোশল দেশের নৃপতিগণ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ পতাকাযুক্ত ও সুসজ্জিত গজরাজ, রথ, অশ্ব বাহনে আরোহণ করে, সুসজ্জিত বীর সৈনিকদের সঙ্গে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে রেখে পদভারে পৃথিবী কম্পিত করে অগ্রসর হচ্ছিলেন॥ ১১-১২ ॥

যজ্ঞ-সদস্যগণ, ঋত্বিকগণ এবং অসংখ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ তথা গন্ধর্বগণ আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন ও স্তবস্তুতিও করছিলেন॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসিগণ বর্ণময় বস্ত্র, অলংকার, পুষ্পমালা ও আতরাদি সুগন্ধি যুক্ত হয়ে পরস্পরকে জল, তৈল, দুগ্ধ, মাখন আদি বিলেপন ও অভিষেচন করিয়ে ক্রীড়াশীল হয়ে ইতস্তত বিচরণ করছিলেন॥ ১৪ ॥

বারবণিতাগণকে পুরুষদের তৈল, গোরস, সুবাসিত বারি, হরিদ্রা ও ঘন কুমকুম প্রলেপ করে দিতে দেখা গেল ও পুরুষগণও অনুরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাদের তুষ্ট করছিলেন॥ ১৫ ॥

তখন সেই উৎসব দর্শন উপলক্ষ্যে উত্তম বিমানে আরোহণ করে আকাশপথে বহু দেবদেবীর আগমন হয়েছিল। পদাতিক সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত রাজমহিষীগণ অতি মনোহরদর্শন পালকি সহযোগে এসেছিলেন। পাণ্ডবদের মামাতো ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সখা পরিবৃত হয়ে সেই রানিদের উপর বিভিন্ন বর্ণের জলসিঞ্চন করেছিলেন। এইরূপ জলসিঞ্চনে রানিদের মুখ সলজ্জ হয়ে উঠলে তা তাদের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছিল॥ ১৬ ॥

জলসিঞ্চনে রমণীসকল সিক্তবস্ত্র হয়ে পড়েছিলেন যাতে তাঁদের বক্ষঃস্থল, জঙ্ঘা, কটিদেশ আদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আভাসে প্রতীয়মান হয়ে পড়েছিল। পিচকারি ও পাত্রদ্বারা তাঁদের দিক থেকেও বর্ণময় জল

[১]গাদিভিঃ।

স সম্রাড্ রথমারূঢ়ঃ সদশ্বং রুক্মমালিনম্।
ব্যরোচত স্বপত্নীভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাড়িব॥ ১৮

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে তমৃত্বিজঃ।
আচান্তং স্নাপয়াঞ্চক্রুর্গঙ্গায়াং সহ কৃষ্ণয়া॥ ১৯

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভিভিঃ সমম্।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ॥ ২০

সস্নুস্তত্র ততঃ সর্বে বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ[১]।
মহাপাতক্যপি যতঃ সদ্যো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ॥ ২১

অথ রাজাহতে ক্ষৌমে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ।
ঋত্বিক্সদস্যবিপ্রাদীনার্চাভরণাম্বরৈঃ ॥ ২২

বন্ধুজ্ঞাতিনৃপান্ মিত্রসুহৃদোঽন্যাংশ্চ সর্বশঃ।
অভীক্ষ্ণং পূজয়ামাস নারায়ণপরো নৃপঃ॥ ২৩

সর্বে জনাঃ সুররুচো মণিকুণ্ডলস্র-
গুষ্ণীষকঞ্চুকদুকূলমহার্ঘ্যহারাঃ ।
নার্যশ্চ কুণ্ডলযুগালকবৃন্দজুষ্ট-
বক্ত্রশ্রিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ॥ ২৪

বিক্ষেপণ হয়ে তাঁদের দেবরগণ ও তাঁদের সখাগণও সিক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। প্রেমানুরাগ আধিক্য হেতু রমণীদের কবরী ও বেণী বন্ধন শিথিল হলে তাতে যুক্ত পুষ্পমাল্য থেকে পুষ্প চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। হে পরীক্ষিৎ ! তাদের এই মার্জিত ও পবিত্র আচরণও কলুষযুক্ত পুরুষদের মনে চিত্তচাঞ্চল্য ও কামমোহ জাগরণ করেছিল॥ ১৭ ॥

চক্রবর্তী সম্রাট যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী আদি রানিদের সঙ্গে উত্তম অশ্বযুক্ত ও কাঞ্চনমালা সুসজ্জিত রথের উপর আরোহণ করে অঙ্গক্রিয়া সমন্বিত মূর্তিমান রাজসূয় যজ্ঞ-সম শোভাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন॥ ১৮ ॥

ঋত্বিকগণ পত্নীসংযাজ (এক প্রকারের যজ্ঞক্রিয়া) ও যজ্ঞান্ত-স্নান সমন্বিত কর্ম করিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে আচমন করালেন ও গঙ্গাস্নান করালেন॥ ১৯॥

তখন মানবকুলের সঙ্গে দেবতাগণও দুন্দুভি বাজালেন এবং মহান দেবতাগণ, মুনি-ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মানবগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ২০ ॥

মহান নৃপতি যুধিষ্ঠিরের স্নানান্তে সকল বর্ণাশ্রমের মানুষ গঙ্গায় অবগাহন করল ; কারণ এই স্থানে অতি বড় মহাপাপীও নিজ পাপরাশি থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভে সক্ষম॥ ২১ ॥

তদনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নতুন রেশমতন্তু নির্মিত কৌষেয় পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ করলেন এবং বিবিধ অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত হলেন। অতঃপর তিনি বস্ত্রালংকার দান করে ঋত্বিকগণ, সদস্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে পূজা করলেন॥ ২২ ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবদ্‌পরায়ণ ছিলেন, তিনি সকলের মধ্যেই শ্রীভগবানকেই দেখতে পেতেন। তাই তিনি বান্ধবগণ, জ্ঞাতিগণ, নৃপতিগণ ও অন্যান্য সকলকে বার বার পূজা করলেন॥ ২৩ ॥

উপস্থিত ব্যক্তিগণ তখন রত্নখচিত কর্ণকুণ্ডল, পুষ্পমাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, উত্তরীয় ও রত্নমণ্ডিত মূল্যবান কণ্ঠাভরন ধারণ করে দেবতাসম শোভাযুক্ত ছিলেন। রমনীবদনও কর্ণালংকার ও কুঞ্চিত অলংকার দ্বারা শোভাযুক্ত ছিল ; তাঁদের কটিদেশে সুবর্ণনির্মিত চন্দ্রহার সৌন্দর্যকে উৎকর্ষ প্রদান করেছিল॥ ২৪ ॥

[১]জনাঃ।

অথর্ত্বিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা রাজানো যে সমাগতাঃ॥ ২৫

দেবর্ষিপিতৃভূতানি লোকপালাঃ সহানুগাঃ।
পূজিতাস্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুর্নৃপ॥ ২৬

হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্।
নৈবাতৃপ্যন্ প্রশংসন্তঃ পিবন্ মর্ত্যোঽমৃতং যথা॥ ২৭

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুহৃৎ সম্বন্ধিবান্ধবান্।
প্রেম্ণা নিবাসয়ামাস কৃষ্ণং চ ত্যাগকাতরঃ॥ ২৮

ভগবানপি তত্রাঙ্গ ন্যবাৎসীত্তৎপ্রিয়ঙ্করঃ।
প্রস্থাপ্য যদুবীরাংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীম্॥ ২৯

ইত্থং রাজা ধর্মসুতো মনোরথমহার্ণবম্।
সুদুস্তরং সমুত্তীর্য কৃষ্ণেনাসীদ্ গতজ্বরঃ॥ ৩০

একদান্তঃপুরে তস্য বীক্ষ্য দুর্যোধনঃ শ্রিয়ম্।
অতপ্যদ্ রাজসূয়স্য মহিত্বং চাচ্যুতাত্মনঃ॥ ৩১

যস্মিন্ নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্রসুরেন্দ্রলক্ষ্মী-
নানা বিভান্তি কিল বিশ্বসৃজোপক্লৃপ্তাঃ।
তাভিঃ পতীন্ দ্রুপদরাজসুতোপতস্থে
যস্যাং বিষক্তহৃদয়ঃ কুরুরাড়তপ্যৎ॥ ৩২

যস্মিংস্তদা মধুপতের্মহিষীসহস্রং
শ্রোণীভরেণ শনকৈঃ ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভম্।
মধ্যে সুচারু কুচকুঙ্কুমশোণহারং
শ্রীমন্মুখং প্রচলকুণ্ডলকুন্তলাঢ্যম্॥ ৩৩

পরীক্ষিৎ ! রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত সকল ব্যক্তিই মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিষ্টাচারী ব্রহ্মবাদী সদস্যগণ, ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নৃপতি, দেবতা, ঋষি, মুনি, পিতৃপুরুষ, সানুচরলোকপাল ও অন্য প্রাণিগণও ছিলেন। অতঃপর তাঁরা সকলে ধর্মরাজের অনুমতি নিয়ে নিজ নিবাসস্থানে গমন করেছিলেন॥ ২৫-২৬ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! যেমন মানব অমৃত পানের দ্বারা কখনো পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না তেমনভাবেই ভগবদ্ভক্ত রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রশংসা করে জনগণেরও আশা মিটছিল না॥ ২৭ ॥

অতঃপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রেমপ্রীতি সহকারে নিজ হিতৈষী, সুহৃদ সম্বন্ধীদের, বান্ধবদের ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরও কিছুকাল বসবাস করতে অনুরোধ করলেন কারণ তাঁদের বিরহের চিন্তাই তাঁর কাছে দুঃখপ্রদ ছিল॥ ২৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাঁকে আনন্দ প্রদান করবার জন্য আরও কিছুদিন থাকতে রাজী হলেন। অবশ্য তিনি সাম্ব প্রভৃতি যাদব বীরদের দ্বারকায় পাঠিয়ে দিলেন॥ ২৯ ॥

এইভাবে ধর্মনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির দুস্তর মনোরথ সাগরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অনায়াসে পার হয়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত চিন্তার যেন পরিসমাপ্তি হল॥ ৩০ ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরের সৌন্দর্য ও সম্পত্তি এবং তাঁর রাজসূয় যজ্ঞে লাভ করা প্রতিষ্ঠা দেখে একদিন দুর্যোধনের মন ঈর্ষায় সন্তপ্ত হল॥ ৩১ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! পাণ্ডবদের জন্য নির্মিত মহলে—যা ময়দানব নির্মাণ করে দিয়েছিল, নরপতি, দৈত্যপতি ও সুরপতিদের বিভূতিসকলের ও সৌন্দর্যের সমাবেশ ছিল। সেই সকল দ্বারা দ্রৌপদী তাঁর পতিদের সেবা করতেন। সেই মহলে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহস্রাধিক রানিগণও ছিলেন। নিতম্ব গুরুভার হেতু তাঁরা ধীর পদক্ষেপে চলতেন আর তাঁদের নূপুরের রুনুঝুনুতে সেই অন্তঃপুর আনন্দিত থাকত। তাঁদের কটিদেশ অতি সৌন্দর্যযুক্ত ছিল। তাঁদের বক্ষঃস্থলের কুমকুমে রঞ্জিত মুক্তাহার লালিমাযুক্ত থাকত। কুণ্ডল ও কুঞ্চিত অলকদামের চঞ্চলতায় তাঁদের বদনের সৌন্দর্যবর্ধন হত। এইসকল দুর্যোধনের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। হে পরীক্ষিৎ ! বস্তুত

সভায়াং ময়কৢপ্তায়াং ক্বাপি ধর্মসুতোঽধিরাট্।
বৃতোঽনুজৈর্বন্ধুভিশ্চ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা॥ ৩৪

আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব।
পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ॥ ৩৫

তত্র দুর্যোধনো মানী পরীতো ভ্রাতৃভির্নৃপ।
কিরীটমালী ন্যবিশদসিহস্তঃ ক্ষিপন্ রুষা॥ ৩৬

স্থলেঽভ্যগৃহ্লাদ্ বস্ত্রান্তং জলং মত্বা স্থলেঽপতৎ।
জলে চ স্থলবদ্ ভ্রান্ত্যা ময়মায়াবিমোহিতঃ॥ ৩৭

জহাস ভীমস্তং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপতয়োঽপরে।
নিবার্যমাণা অপ্যঙ্গ রাজ্ঞা কৃষ্ণানুমোদিতাঃ॥ ৩৮

স ব্রীড়িতোঽবাগ্বদনো রুষা জ্বলন্
নিষ্ক্রম্য তূষ্ণীং প্রযযৌ গজাহ্বয়ম্।
হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূৎ সতা-
মজাতশত্রুর্বিমনা ইবাভবৎ।
বভূব তূষ্ণীং ভগবান্ ভুবো ভরং
সমুজ্জিহীর্ষুর্ভ্রমতি স্ম যদ্দৃশা॥ ৩৯

এতত্তেঽভিহিতং রাজন্ যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
সুযোধনস্য দৌরাত্ম্যং রাজসূয়ে মহাক্রতৌ॥ ৪০

দুর্যোধনের চিত্ত দ্রৌপদীতে আসক্ত ছিল, তাই সে ঈর্ষাযুক্ত হয়েছিল॥ ৩২-৩৩ ॥

একদিন রাজাধিরাজ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাগণ, সম্বন্ধীগণ ও তাঁর নয়নমণিস্বরূপ প্রিয় পরম হিতৈষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিবৃত হয়ে ময়দানব নির্মিত রাজসভাতে স্বর্ণসিংহাসনে দেবরাজ ইন্দ্রসম বিরাজমান ছিলেন। তাঁর ভোগসামগ্রী, তাঁর রাজশ্রী ব্রহ্মার ঐশ্বর্যসম সমৃদ্ধ ছিল। বন্দীজন তাঁর স্তুতি করছিলেন॥ ৩৪-৩৫ ॥

এই সভায় ভ্রাতা দুঃশাসন আদি পরিবৃত দুর্যোধনের আগমন হল। হে পরীক্ষিৎ ! কিরীট, মাল্য, মুক্ত তরবারি হস্তে দুর্যোধনকে ক্রোধান্বিত হয়ে দ্বারপালদের ও সেবকদের তিরস্কার করতে দেখা গেল॥ ৩৬ ॥

সভাস্থলে ময়দানব নির্মিত মায়ায় মোহিত হয়ে দুর্যোধনের স্থলকে জল মনে করে বস্ত্রপ্রান্ত উত্তোলন ও জলকে স্থল মনে করে তাতে পতন আদি হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল॥ ৩৭ ॥

হাস্যকর ঘটনায় ভীমসেন, রাজমহিষীগণ ও অন্যান্য নৃপতিগণ প্রমোদিত হয়েছিলেন। যদিও মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং তা অনুমোদন না করে বরং তাঁদের নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের এই আচরণ সংকেতে অনুমোদন করেছিলেন॥ ৩৮ ॥

এই ঘটনা দুর্যোধনকে লজ্জিত ও বিব্রত করেছিল। ক্রোধাগ্নিতে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। সে অধোবদনে রাজসভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে হস্তিনাপুর গমন করেছিল। এই ঘটনা সজ্জনদের ভালো লাগেনি। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিষণ্ণচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! এই ঘটনা কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্বিগ্ন করল না, কারণ তাঁর ভূভার হরণের ইচ্ছাতেই যে দুর্যোধনের দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল॥ ৩৯॥

হে পরীক্ষিৎ ! তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সেই মহান রাজসূয় যজ্ঞে দুর্যোধনের অসন্তোষ ও ঈর্ষার এই কারণ হয়েছিল॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে

দুর্যোধনমানভঙ্গো নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের দুর্যোধনের-অপমান নামক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

---

[১]ন্ধে দুর্যো.।

অথ ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ
ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়
শাল্বের সঙ্গে যাদবদের যুদ্ধ

শ্রীশুক উবাচ

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য শৃণু কর্মাদ্ভুতং নৃপ।
ক্রীড়ানরশরীরস্য যথা সৌভপতির্হতঃ।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার অঙ্গরূপে এক ঘটনার উল্লেখ করছি। এই ঘটনায় সৌভ নামক বিমানের অধিপতি শাল্ব কেমন ভাবে শ্রীভগবানের দ্বারা নিহত হল, তা বলব।। ১ ।।

শিশুপালসখঃ শাল্বো রুক্মিণ্যুদ্বাহ আগতঃ[১]।
যদুভির্নির্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধাদয়স্তথা।। ২

শাল্ব ছিল শিশুপাল সখা। শ্রীরুক্মিণীর বিবাহে সে শিশুপালের সঙ্গে বরযাত্রীরূপে এসেছিল। যখন যাদবগণ যুদ্ধে জরাসন্ধাদিকে পরাজিত করেছিলেন তখন পরাজিতদের মধ্যে শাল্বও ছিল।। ২ ।।

শাল্বঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃণ্বতাং সর্বভূভুজাম্।
অযাদবীং ক্ষ্মাং করিষ্যে পৌরুষং মম পশ্যত।। ৩

তখন নৃপতিদের সম্মুখে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলেছিল—'এই ধরাতল থেকে আমি যাদবকুল নিশ্চিহ্ন করে দেব। সবাই আমার পরাক্রম দেখবে।' ৩ ।।

ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্।
আরাধয়ামাস নৃপ পাংসুমুষ্টিং সকৃদ্ গ্রসন্।। ৪

হে পরীক্ষিৎ ! মূঢ় শাল্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে দেবদেব ভগবান শ্রীপশুপতির আরাধনায় যুক্ত হল। তখন সে দিনে কেবল এক মুঠো ভস্ম গ্রহণ করত।। ৪ ।।

সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ।
বরেণচ্ছন্দয়ামাস শাল্বং শরণমাগতম্।। ৫

পার্বতীপতি ভগবান শংকর আশুতোষও পরম দানীরূপেই পরিচিত। শাল্বের কঠিন সংকল্পের কথা জেনে তিনি এক বৎসর পরে প্রসন্ন হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বললেন।। ৫ ।।

দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্।
অভেদ্যং কামগং বব্রে স যানং বৃষ্ণিভীষণম্।। ৬

তখন শাল্ব এইরূপ বর প্রার্থনা করল—'আপনি আমাকে এমন এক বিমান দিন যা দেবতা, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষস— সকলের দুর্ভেদ্য হবে ; সকল স্থানে গমন করবে আর যাদবদের জন্য ভয়াবহ হবে'।। ৬ ।।

তথেতি গিরিশাদিষ্টো ময়ঃ পরপুরঞ্জয়ঃ[২]।
পুরং নির্মায় শাল্বায় প্রাদাৎ সৌভময়স্ময়ম্।। ৭

ভগবান শংকর 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন। তাঁরই আদেশে ময়দানব দ্বারা সৌভ বিমান প্রস্তুত করা হল আর শাল্ব সেই লৌহনির্মিত সৌভ বিমান লাভ করল।। ৭ ।।

স লব্‌ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং[৩] বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্।। ৮

নগরসম বিশাল সৌভ বিমান কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল ; তাকে দেখা যেত না, ধরাও যেত না। চালকের নির্দেশ অনুসারে সেই বিমান সকল স্থানে গমন করতে সক্ষম ছিল। বৃষ্ণিবংশের উপর শাল্বের জাতিবিদ্বেষ তাকে দ্বারকার উপর আক্রমণ করবার

[১]তৈঃ। [২]ময়োময়ম্। [৩]বৈরিকৃষ্ণমনুস্মরন্।

নিরুদ্ধ্য সেনয়া শাল্বো মহত্যা ভরতর্ষভ।
পুরীং বভঞ্জোপবনান্যুদ্যানানি চ সর্বশঃ॥ ৯

সগোপুরাণি দ্বারাণি প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ[১]।
বিহারান্ স বিমানাগ্র্যান্নিপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ॥ ১০

শিলা দ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারশর্করাঃ।
প্রচণ্ডশ্চক্রবাতোঽভূদ্ রজসাঽঽচ্ছাদিতা দিশঃ॥ ১১

ইত্যর্দ্যমানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী ভৃশম্।
নাভ্যপদ্যত শং রাজংস্ত্রিপুরেণ যথা মহী॥ ১২

প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য বাধ্যমানা নিজাঃ প্রজাঃ।
মা ভৈষ্টেত্যভ্যধাদ্ বীরো রথারূঢ়ো মহাযশাঃ[২]॥ ১৩

সাত্যকিশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বোঽক্রূরঃ সহানুজঃ।
হার্দিক্যো ভানুবিন্দশ্চ গদশ্চ শুকসারণৌ॥ ১৪

অপরে চ মহেষ্বাসা রথযূথপযূথপাঃ।
নির্যযুর্দংশিতা গুপ্তা রথেভাশ্বপদাতিভিঃ॥ ১৫

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শাল্বানাং যদুভিঃ সহ।
যথাসুরাণাং বিবুধৈস্তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ১৬

তাশ্চ সৌভপতের্মায়া দিব্যাস্ত্রৈ রুক্মিণীসুতঃ।
ক্ষণেন নাশয়ামাস নৈশং তম ইবোষ্ণগুঃ॥ ১৭

বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈরয়োমুখৈঃ।
শাল্বস্য ধ্বজিনীপালং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ১৮

শতেনাতাড়য়চ্ছাল্বমেকৈকেনাস্য সৈনিকান্।
দশভির্দশভির্নেতৄন্ বাহনানি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ॥ ১৯

প্ররোচনা দিল॥ ৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ! শাল্ব নিজ-বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্বারকা নগরকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল। তার আক্রমণে ফলে পুষ্পে পূর্ণ উপবন ও উদ্যানসকল লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে লাগল। নগরদ্বার, গৃহদ্বার, রাজমহল, অট্টালিকা, প্রাচীর ও নাগরিকদের প্রমোদ ও বিশ্রাম স্থান-সকল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। সৌভ বিমান মুহুর্মুহু আক্রমণ করতে লাগল॥ ৯-১০ ॥

শস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষ, বজ্র, সর্প ও শিলা বর্ষণও হতে লাগল। চতুর্দিকে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা ; নগর তখন ধূলিধূসর হয়ে উঠল॥ ১১ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! প্রাচীনকালে ত্রিপুরাসুর দেবতাদের জীবন যেমন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, শাল্বের বিমান আক্রমণে দ্বারকার অনুরূপ অবস্থা হল। নাগরিকদের ক্ষণিক শান্তিও দুর্লভ হয়ে উঠল॥ ১২ ॥

পরম যশস্বী বীর প্রদ্যুম্ন দেখলেন যে প্রজারা সন্তপ্ত হয়ে পড়েছে। তিনি রথারূঢ় হলেন ও সকলকে নির্ভয়ে শান্ত থাকতে বললেন॥ ১৩ ॥

বীর প্রদ্যুম্নকে অনুসরণ করে সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অনুজদের সঙ্গে অক্রূর, কৃতবর্মা, ভানুবিন্দ, গদ, শুক, সারণ আদি বহু মহাধনুর্ধর বীরসকল রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যসহ বেরিয়ে এলেন। বীরগণ বর্মাবৃত ছিলেন॥ ১৪-১৫ ॥

প্রাচীনকালে যেমন দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ হয়েছিল এখন যদুবংশীয় সৈনিকদের সঙ্গে শাল্বের তেমন তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল॥ ১৬ ॥

সূর্যদেব যেমন নিজ কিরণজালে নিমেষে রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করে থাকেন তেমনভাবেই শ্রীপ্রদ্যুম্ন স্বীয় দিব্যাস্ত্র দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই সৌভপতি শাল্বের সমস্ত মায়া বিনাশ করে দিলেন॥ ১৭ ॥

সুবর্ণময় পাখা ও লৌহ ফলকযুক্ত শ্রীপ্রদ্যুম্নের শরের গ্রন্থি বোঝা যেত না। তিনি এইরূপ পঁচিশ শরদ্বারা শাল্ব সেনাপতিকে বিদ্ধ করলেন॥ ১৮ ॥

পরম মনস্বী শ্রীপ্রদ্যুম্ন সেনাপতির উপর শর বর্ষণের

[১]প্রাকারাট্টাল.। [২]রথঃ।

তদদ্ভুতং মহৎ কর্ম প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাসুঃ সর্বে স্বপরসৈনিকাঃ॥ ২০

বহুরূপৈকরূপং তদ্ দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে।
মায়াময়ং ময়কৃতং দুর্বিভাব্যং পরৈরভূৎ॥ ২১

ক্বচিদ্ ভূমৌ ক্বচিদ্ ব্যোম্নি গিরিমূর্ধ্নি জলে ক্বচিৎ।
অলাতচক্রবদ্ ভ্রাম্যৎ সৌভং তদ্ দুরবস্থিতম্॥ ২২

যত্র যত্রোপলক্ষ্যেত সসৌভঃ সহসৈনিকঃ।
শাল্বস্ততস্ততোঽমুঞ্চন্ শরান্ সাত্বতযূথপাঃ॥ ২৩

শরৈরগ্ন্যর্কসংস্পর্শৈরাশীবিষদুরাসদৈঃ ।
পীড্যমানপুরানীকঃ শাল্বোঽমুহ্যৎ পরেরিতৈঃ॥ ২৪

শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈর্বৃষ্ণিবীরা ভৃশার্দিতাঃ।
ন তত্যজু রণং স্বং স্বং লোকদ্বয়জিগীষবঃ[1]॥ ২৫

শাল্বামাত্যো দ্যুমান্ নাম প্রদ্যুম্নং প্রাক্প্রপীড়িতঃ।
আসাদ্য গদয়া মৌর্ব্যা[2] ব্যাহত্য ব্যনদদ্ বলী॥ ২৬

সঙ্গে এক শত শর শাল্বকে, এক একটি শর প্রতি সৈনিককে, দশটি শর প্রতি বাহনের উপর নিক্ষেপ করলেন॥ ১৯ ॥

মহাত্মা প্রদ্যুম্নের এই আশ্চর্যজনক কর্ম মহান ও অদ্ভুত ছিল যা স্বপক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকল সৈনিকদের দ্বারা প্রশংসিত হল॥ ২০ ॥

ময়দানব নির্মিত শাল্বের মায়াময় বিমানকে আক্রমণ করা সুকঠিন কার্য ছিল। বিচিত্র বিমান কখনো দৃশ্য হচ্ছিল আবার কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল ; কখনো তাকে বহুরূপে দেখা যাচ্ছিল আর কখনো নিজরূপে। অতএব বিমানের অবস্থান নিরূপণ করা যাদবদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল॥ ২১ ॥

সেই বিমান কখনো ভূমিতে আবার কখনো আকাশে দেখা যেতে লাগল। কখনো তা পর্বত শিখরে উঠে যাচ্ছিল। তার গতিবিধি দ্বিমুখী অলাতচক্রসম ছিল ; ক্ষণকালের জন্যও তা কোথাও স্থির হয়ে থাকছিল না॥ ২২ ॥

শাল্বকে বিমান ও সৈনিকদের সঙ্গে দেখতে পেলেই যাদব সেনাপতিগণ দ্বারা ঝাঁকে ঝাঁকে শরবর্ষণ হতে লাগল॥ ২৩ ॥

তাঁদের শরবর্ষণ সূর্য ও অগ্নিসম দাহক ও বিষধর সর্পসম ভয়াবহ ছিল। শরাঘাত শাল্বের নগরাকার বিমানকে ও সৈনিকদের বিধ্বস্ত করল ; আর যাদবদের শরবর্ষণে শাল্ব স্বয়ংও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিৎ ! শাল্বের সেনাপতিগণও যাদবদের উপর প্রবল বেগে শস্ত্রবর্ষণ করতে থাকায় যাদব সেনাও নিপীড়িত হতে লাগল কিন্তু তারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়ন করল না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হলে সুগতি লাভ হবে আর মৃত্যু না হলে তারা জয়লাভ করবেই॥ ২৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! শাল্বের মন্ত্রী দ্যুমান প্রথমে শ্রীপ্রদ্যুম্নের উপর পঁচিশ শর নিক্ষেপ করেছিল। সে অতিশয় বলবান ছিল। অনন্তর সে প্রদ্যুম্নের উপর প্রবল বেগে লৌহময় গদাঘাত করল আর সফল হয়েছে মনে করে তর্জনগর্জন করতে লাগল॥ ২৬ ॥

[1] ত্রয়.। [2] গুর্ব্যা।

প্রদ্যুম্নং গদয়া শীর্ণবক্ষঃস্থলমরিন্দমম্।
অপোবাহ রণাৎ সূতো ধর্মবিদ্ দারুকাত্মজঃ॥ ২৭

হে পরীক্ষিৎ ! গদাঘাতে শত্রুদমন শ্রীপ্রদ্যুম্নের বক্ষঃস্থল জর্জরিত হয়ে গেল। দারুকের পুত্র তাঁর রথের সারথি ছিল। সে সারথিধর্ম অনুসরণ করে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল॥ ২৭ ॥

লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্তেন কার্ষ্ণিঃ সারথিমব্রবীৎ।
অহো অসাধ্বিদং সূত যদ্ রণান্মেঽপসর্পণম্॥ ২৮

অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীপ্রদ্যুম্ন চেতনা লাভ করে সারথিকে বললেন—'হে সারথি ! অন্যায় করেছ। হায় হায় আমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনেছ ?' ২৮ ॥

ন যদূনাং কুলে জাতঃ শ্রূয়তে রণবিচ্যুতঃ।
বিনা মৎ ক্লীবচিত্তেন সূতেন প্রাপ্তকিল্বিষাৎ[১]॥ ২৯

হে সূত ! আমাদের বংশের কেউ কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছেন বলে আমি কখনো শুনিনি। আমাকে তুমি কলঙ্কিত করেছ। আসলে সূত ! তুমি কাপুরুষ, ক্লীব॥ ২৯ ॥

কিং নু বক্ষ্যেঽভিসঙ্গম্য পিতরৌ রামকেশবৌ।
যুদ্ধাৎ সম্যগপক্রান্তঃ পৃষ্টস্তত্রাত্মনঃ ক্ষমম্॥ ৩০

আমাকে বলো, এখন আমি পিতৃব্য শ্রীবলরাম ও পিতা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গিয়ে তাঁদের কী উত্তর দেব ? এখন তো সকলেই বলবে যে আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছি ! আমি কী উত্তর দেব বলতে পারো ? ৩০ ॥

ব্যক্তং মে কথয়িষ্যন্তি হসন্ত্যো ভ্রাতৃজাময়ঃ।
ক্লৈব্যং কথং কথং বীর তবান্যৈঃ কথ্যতাং মৃধে॥ ৩১

আমার ভ্রাতৃজায়াগণ উপহাস করে বলবে—'ওহে বীর ! তুমি ক্লীব হলে কেমন করে ? প্রতিপক্ষ তোমাকে পরাজিত করল ?' 'ওহে সূত ! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে আসা তোমার ক্ষমাহীন অপরাধ !' ৩১ ॥

সারথিরুবাচ[২]

ধর্মং বিজানতাঽঽয়ুষ্মন্ কৃতমেতন্ময়া বিভো।
সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্ রথিনং সারথিং রথী॥ ৩২

সারথি উত্তর দিল—'হে আয়ুষ্মান ! আমি সারথি-ধর্ম পালন করেছি কেবল। হে সর্বসমর্থ প্রভু ! যুদ্ধ-ধর্ম অনুসারে সংকটকালে সারথি রথীকে আর রথী সারথিকে রক্ষা করে॥ ৩২ ॥

এতদ্ বিদিত্বা তু ভবান্ ময়াপোবাহিতো রণাৎ।
উপসৃষ্টঃ পরেণেতি মূর্চ্ছিতো গদয়া হতঃ॥ ৩৩

এই ধর্ম অনুসরণ করেই আমি আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনেছি। শত্রু আপনার উপর গদা প্রহার করেছিল আর আপনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন বলে সংকটে ছিলেন। তাই আমাকে এই কার্য করতে হয়েছিল॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[৩] উত্তরার্ধে শাল্বযুদ্ধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের শাল্বযুদ্ধ নামক ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

[১]প্রকল্মষাৎ। [২]সূত উবাচ। [৩]ন্ধে সৌভবধে।

অথ সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ
সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়
শাল্ব উদ্ধার

শ্রীশুক[১] উবাচ

স তূপস্পৃশ্য সলিলং দংশিতো ধৃতকার্মুকঃ।
নয় মাং দ্যুমতঃ পার্শ্বং বীরস্যেত্যাহ সারথিম্॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! এইবার শ্রীপ্রদ্যুম্ন আচমন করে বর্ম ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি ধনুক ধারণ করে সারথিকে বললেন—'আমাকে বীর দ্যুমানের নিকট আবার নিয়ে চলো'॥ ১ ॥

বিধমন্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ।
প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যন্নারাচৈরষ্টভিঃ স্ময়ন্॥ ২

তখন দ্যুমান যাদব সেনা বিনাশ করছিল। শ্রীপ্রদ্যুম্ন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে সহাস্যবদনে দ্যুমানের উপর আটটি শর নিক্ষেপ করে তাকে এই কার্য থেকে বিরত করলেন॥ ২ ॥

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ সূতমেকেন চাহনৎ।
দ্বাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুং চ শরেণান্যেন বৈ শিরঃ॥ ৩

চার শরে রথের চার অশ্ব, একটা করে শরে সারথি, ধনুক ও ধ্বজা ছেদন হল। শেষ শর দ্যুমানের মস্তক ভূলুণ্ঠিত করল॥ ৩ ॥

গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নুঃ সৌভপতের্বলম্।
পেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্বে সংছিন্নকন্ধরাঃ॥ ৪

এদিকে গদ, সাত্যকি, সাম্ব আদি যদুবংশীয় বীরগণও শাল্বের সেনা সংহার করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। সৌভ বিমানে অবস্থানকারী সৈনিকগণ ছিন্নমুণ্ড হয়ে সমুদ্রে পড়ে যেতে লাগল॥ ৪ ॥

এবং যদূনাং শাল্বানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।
যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রং তদভূত্তুমুলমুল্বণম্॥ ৫

যাদব ও শাল্ব সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অতি ভয়ানক ও তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। পরস্পর আক্রমণ করতে করতে সাতাশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল॥ ৫ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণ আহূতো ধর্মসূনুনা।
রাজসূয়েঽথ নির্বৃত্তে শিশুপালে চ সংস্থিতে॥ ৬

সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণে ইন্দ্রপ্রস্থ গমন করেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন হয়ে গিয়েছিল আর শিশুপালও নিহত হয়েছিল॥ ৬ ॥

কুরুবৃদ্ধাননুজ্ঞাপ্য মুনীংশ্চ সসুতাং পৃথাম্।
নিমিত্তান্যতিঘোরাণি পশ্যন্ দ্বারবতীং যযৌ॥ ৭

সেইখানে ভয়ানক অশুভচিহ্ন প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুবংশীয় বয়োবৃদ্ধদের, ঋষি-মুনিদের, কুন্তী ও পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে দ্বারকা প্রস্থান করলেন॥ ৭ ॥

আহ চাহমিহায়াত আর্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ।
রাজন্যাশ্চৈদ্যপক্ষীয়া নূনং হন্যুঃ পুরীং মম॥ ৮

পথে তাঁর মনে এইরূপ চিন্তা হতে লাগল—'আমি আমার পূজনীয় অগ্রজকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে চলে এসেছিলাম। এখন নিশ্চয়ই শিশুপাল সমর্থক ক্ষত্রিয়গণ আমার দ্বারকাপুরী আক্রমণ করেছে'॥ ৮ ॥

বীক্ষ্য তৎ কদনং স্বানাং নিরূপ্য পুররক্ষণম্।
সৌভং চ শাল্বরাজং চ দারুকং প্রাহ কেশবঃ॥ ৯

দ্বারকা উপনীত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে বাস্তবিকই যাদবগণ ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি অগ্রজ শ্রীবলরামকে নগররক্ষণ কার্যে

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

রথং প্রাপয় মে সূত শাল্বস্যান্তিকমাশু বৈ।
সম্ভ্রমস্তে ন কর্তব্যো মায়াবী সৌভরাড়য়ম্।। ১০

নিযুক্ত করে সৌভপতি শাল্বকে দেখে সারথি দারুককে বললেন ॥ ৯ ॥

'হে দারুক! অবিলম্বে আমার রথ শাল্বের নিকটে নিয়ে চলো। শাল্ব মায়াবী বলে যেন ভয় পেও না' ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথমাস্থায় দারুকঃ।
বিশন্তং দদৃশুঃ সর্বে স্বে পরে চারুণানুজম্।। ১১

শ্রীভগবানের আদেশে দারুক রথে চড়ে তা শাল্ব অভিমুখে চালনা করল। শ্রীভগবানের রথধ্বজা গরুড়চিহ্নযুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই যাদব ও শাল্ব সৈনিকগণ সেটিকে চিনতে পারল ॥ ১১ ॥

শাল্বশ্চ কৃষ্ণমালোক্য[১] হতপ্রায়বলেশ্বরঃ।
প্রাহরৎ কৃষ্ণসূতায় শক্তিং ভীমরবাং মৃধে।। ১২

তামাপতন্তীং নভসি মহোল্কামিব রংহসা।
ভাসয়ন্তীং দিশঃ শৌরিঃ সায়কৈঃ শতধাচ্ছিনৎ।। ১৩

হে পরীক্ষিৎ! ততক্ষণে শাল্বের সৈন্যবাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আসতে দেখেই শাল্ব এক বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র তাঁর সারথি দারুকের দিকে নিক্ষেপ করল। শক্তি দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করে অতি ভয়াবহ শব্দসহ উল্কা বেগে সারথি দারুকের দিকে ছুটে আসছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরাঘাতে তাকে শতখণ্ড করে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন ॥ ১২-১৩ ॥

তং চ ষোড়শভির্বিদ্ধ্বা[২] বাণৈঃ সৌভং চ খে ভ্রমৎ।
অবিধ্যচ্ছরসন্দোহৈঃ খং সূর্য ইব রশ্মিভিঃ।। ১৪

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের উপর ষোলো সংখ্যক শর নিক্ষেপ করলেন আর আকাশে বিচরণশীল বিমান সৌভকে অসংখ্য শরাঘাতে ঝাঁঝরা করে দিলেন। তাঁর শরসমূহকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সূর্যদেব নিজ কিরণজালে আকাশকে ঢেকে ফেলেছেন ॥ ১৪ ॥

শাল্বঃ শৌরেস্তু দোঃ সব্যং সশার্ঙ্গংশার্ঙ্গধন্বনঃ।
বিভেদ ন্যপতদ্ধস্তাৎ শার্ঙ্গমাসীত্তদদ্ভুতম্।। ১৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাম বাহুতে শার্ঙ্গ ধনুক ছিল। আচমকা শাল্বের শর বামবাহুতে আঘাত করায় শার্ঙ্গ ধনুক তাঁর হস্তচ্যুত হল। ঘটনাকে অদ্ভুত আখ্যা দেওয়াই শ্রেয় ॥ ১৫ ॥

হাহাকারো মহানাসীদ্ ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্।
বিনদ্য সৌভরাড়ুচ্চৈরিদমাহ জনার্দনম্।। ১৬

আকাশপথে ও ভূমিতে যাঁরা এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিলেন তাঁরা হাহাকার করে উঠলেন। শাল্ব এইবার চিৎকার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলল— ॥ ১৬ ॥

যত্ত্বয়া মূঢ় নঃ সখ্যুর্ভ্রাতুর্ভার্যা[৩] হৃতেক্ষতাম্।
প্রমত্তঃ স সভামধ্যে ত্বয়া ব্যাপাদিতঃ সখা।। ১৭

'ওরে মূঢ় কৃষ্ণ! তুই আমার চোখের সামনে ভ্রাতা ও সখা শিশুপালের পত্নীকে হরণ করেছিস আর সভার মধ্যে সকলের সম্মুখে অসতর্ক শিশুপালকে বধও করেছিস ॥ ১৭ ॥

তং ত্বাদ্য নিশিতৈর্বাণৈরপরাজিতমানিনম্।
নয়াম্যপুনরাবৃত্তিং যদি তিষ্ঠের্মমাগ্রতঃ।। ১৮

তোর ধারণা যে তুই অজিত। আয়, সাহস থাকে তো আমার সামনে আয়। সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে তোকে এমন স্থানে প্রেরণ করব যেখান থেকে কেউই ফিরে আসে না' ॥ ১৮ ॥

[১]রথমা.। [২]ভির্বাণৈর্বিদ্ধ্বা সৌভং। [৩]তৃভার্যা।

শ্রীভগবানুবাচ

বৃথা ত্বং কত্থসে মন্দ ন পশ্যস্যন্তিকেঽন্তকম্।
পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহুভাষিণঃ॥ ১৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'ওরে নীচ ! তুই অযথা বাক্‌পটুতা প্রদর্শন করছিস। তোর এই বোধ নেই যে তোর শিয়রে মৃত্যু দণ্ডায়মান রয়েছে। বীরগণ অযথা বাক্যব্যয় না করে পুরুষকার প্রদর্শনই করে থাকে'॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা ভগবাঞ্ছাল্বং গদয়া ভীমবেগয়া।
ততাড় জত্রৌ সংরব্ধঃ স চকম্পে বমন্নসৃক্॥ ২০

এইভাবে শাল্বকে তিরস্কার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ক্ষিপ্রগতি ও ভয়ংকর গদাদ্বারা শাল্বের পাঁজরে আঘাত করলেন। সেই প্রহারে শাল্ব রক্তবমন করতে করতে কাঁপতে লাগল॥ ২০ ॥

গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং শাল্বস্ত্বন্তরধীয়ত।
ততো মুহূর্ত আগত্য পুরুষঃ শিরসাচ্যুতম্।
দেবক্যা প্রহিতোঽস্মীতি নত্বা প্রাহ বচো রুদন্॥ ২১

গদা কিছুক্ষণ পরেই শ্রীভগবানের নিকটে ফিরে এল আর হঠাৎ শাল্ব অদৃশ্য হয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই শ্রীভগবানের নিকটে এক ব্যক্তির আগমন হল। সেই ব্যক্তি অবনতমস্তকে শ্রীভগবানকে প্রণাম করে ক্রন্দন করতে করতে বলল—'আমাকে আপনার দেবকীমাতা পাঠিয়েছেন'॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো পিতা তে পিতৃবৎসল।
বদ্ধ্বাপনীতঃ শাল্বেন সৌনিকেন যথা পশুঃ॥ ২২

তিনি বার্তা প্রেরণ করেছেন—'হে পিতৃবৎসল ! হে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ ! যেমন করে কসাই পশুকে বেঁধে নিয়ে যায় তেমনভাবেই শাল্ব তোমার পিতাকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে'॥ ২২ ॥

নিশম্য বিপ্রিয়ং কৃষ্ণো মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ।
বিমনস্কো ঘৃণী স্নেহাদ্ বভাষে প্রাকৃতো যথা॥ ২৩

অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নরসম আচরণ করতে দেখা গেল। তিনি বিষণ্ণচিত্ত হয়ে গেলেন। নরলীলায় তিনি নরসম আচরণ করে করুণার্দ্র ও স্নেহ বিগলিত স্বরে বলতে লাগলেন—॥ ২৩ ॥

কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ।
শাল্বেনাল্পীয়সা নীতঃ পিতা মে বলবান্ বিধিঃ॥ ২৪

'আহা ! আমার অগ্রজ শ্রীবলরাম তো অজেয় ; দেবতা অথবা অসুরকুলও তো তাঁকে পরাজিত করতে সক্ষম নয়। তিনি তো প্রতিনিয়ত সতর্ক হয়েই থাকেন। শাল্বের ক্ষমতা তো তেমন কিছু নয়। তবুও সে তাঁকে পরাজিত করে আমার পিতৃদেবকে বন্ধন করে নিয়ে গেল ! বস্তুত প্রারব্ধের ক্ষমতা অতুলনীয়।'॥ ২৪ ॥

ইতি ব্রুবাণে গোবিন্দে সৌভরাট্ প্রত্যুপস্থিতঃ।
বসুদেবমিবানীয় কৃষ্ণং চেদমুবাচ সঃ[১]॥ ২৫

শ্রীভগবান এইরূপ উক্তি করবার সঙ্গে সঙ্গেই শাল্ব শ্রীবসুদেবের ন্যায় এক মায়ানির্মিত পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হল আর বলতে লাগল॥ ২৫ ॥

এষ তে জনিতা তাতো যদর্থমিহ জীবসি।
বধিষ্যে বীক্ষতস্তেঽমুমীশশ্চেৎ পাহি বালিশ॥ ২৬

'ওরে মূর্খ ! এই তোর জন্মদাতা পিতা যার জন্য তুই পৃথিবীর আলো দেখেছিস। তোর সামনেই একে বধ করব। ক্ষমতা থাকলে একে রক্ষা কর'॥ ২৬ ॥

এবং নির্ভৎস্য মায়াবী খড়্গেনানকদুন্দুভেঃ।
উৎকৃত্য শির আদায় খস্থং সৌভং সমাবিশৎ॥ ২৭

মায়াবী শাল্ব এইভাবে শ্রীভগবানকে তিরস্কার করে তরবারি দ্বারা সেই মায়ারচিত বসুদেবের মস্তক ছেদন

[১]হ।

ততো মুহূর্তং প্রকৃতাবুপপ্লুতঃ
স্ববোধ আস্তে স্বজনানুষঙ্গতঃ।
মহানুভাবস্তদবুদ্ধ্যদাসুরীং
মায়াং স শাল্বপ্রসৃতাং ময়োদিতাম্॥ ২৮

করল আর তা নিয়ে সৌভবিমানে আকাশে উঠে গেল॥ ২৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী ও মহানুভব। শ্রীবসুদেব তাঁর স্বজন। অতএব তাঁর উপর শ্রীভগবানের অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক ছিল। তিনি ক্ষণকালের জন্য নরসম বিষাদ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ঘটনাসকল শাল্বকৃত আসুরিক মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর ময়দানবের কথা মনে পড়ে গেল॥ ২৮ ॥

ন তত্র দূতং ন পিতুঃ কলেবরং
প্রবুদ্ধ আজৌ সমপশ্যদচ্যুতঃ।
স্বাপ্নং[1] যথা চাম্বরচারিণং রিপুং
সৌভস্থমালোক্য নিহন্তুমুদ্যতঃ॥ ২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখলেন যে দূত ও পিতার সেই উভয় দৃশ্যই অদৃশ্য হয়ে গেছে, তা যেন স্বপ্নবৎ বিলীন হয়ে গেছে। তিনি শাল্বকে সৌভবিমানে আকাশে বিচরণ করতে দেখলেন। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্ব বধ করতে এগিয়ে গেলেন॥ ২৯ ॥

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ।
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যত॥ ৩০

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ! এইরূপ অসংলগ্ন উক্তি কোনো কোনো ঋষিকে করতে দেখা যায়। তাঁরা একবারও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যের কথা ভেবে দেখেন না। এই আচরণ তো শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীকেই নস্যাৎ করে দেয়॥ ৩০ ॥

ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা[2] যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ।
ক্ব চাখণ্ডিতবিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্যস্ত্বখণ্ডিতঃ॥ ৩১

কোথায় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের শোক, মোহ, স্নেহ ও ভয় আর কোথায় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ! শ্রীভগবান তো জ্ঞান-বিজ্ঞান ঐশ্বর্যযুক্ত অখণ্ড ও অদ্বিতীয়। (তেমনভাবের সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে আসাই যে অকল্পনীয় ও অবাস্তব)॥ ৩১ ॥

যৎপাদসেবোর্জিতয়াঽঽত্মবিদ্যয়া
হিন্বন্ত্যনাদ্যাত্মবিপর্যয়গ্রহম্।
লভন্ত আত্মীয়মনন্তমৈশ্বরং
কুতো নু মোহঃ পরমস্য সদ্গতেঃ॥ ৩২

বড় বড় ঋষি মুনিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করে আত্মবিদ্যা সাধনা করে থাকেন ও তার দ্বারা তাঁরা দেহাদি আত্মবুদ্ধিরূপ অনাদি অজ্ঞানকে বিনাশ করে থাকেন ও আত্মবিষয়ক অনন্ত ঐশ্বর্য লাভ করে থাকেন। সেই মহাত্মাদের পরমগতিস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মোহ উৎপন্ন হওয়া অকল্পনীয় ও সর্বতোভাবে অবাস্তব॥ ৩২ ॥

তং শস্ত্রপূগৈঃ প্রহরন্তমোজসা
শাল্বং শরৈঃ শৌরিরমোঘবিক্রমঃ।
বিদ্ধ্বাচ্ছিনদ্ বর্ম ধনুঃ শিরোমণিং
সৌভং চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হ॥ ৩৩

এইবার শাল্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর পরম উৎসাহে, প্রবল বেগে শস্ত্রবর্ষণ করতে লাগল। অমোঘ শক্তি শ্রীকৃষ্ণও নিজ শরাঘাতে শাল্বকে আহত করলেন; তার বর্ম, ধনুক ও মস্তকের মণি ছেদন করলেন।

[1] স্বপ্নং। [2] বাজ্ঞানসম্ভবম্।

তৎ কৃষ্ণহস্তেরিতয়া বিচূর্ণিতং
পপাত তোয়ে গদয়া সহস্রধা।
বিসৃজ্য তদ্ ভূতলমাস্থিতো গদা-
মুদ্যম্য শাল্বোঽচ্যুতমভ্যগাদ্ দ্রুতম্॥ ৩৪

সৌভবিমানও শ্রীভগবানের গদা প্রহারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল॥ ৩৩ ॥

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিক্ষিপ্ত গদাঘাতে সেই বিমান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। বিমান পড়ে যাচ্ছে দেখে শাল্ব গদাহস্তে ভূমিতে লাফিয়ে নামল। অতঃপর সে নিজেকে নিরাপদ ভেবে প্রবল বেগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখে ধাবিত হল॥ ৩৪ ॥

আধাবতঃ সগদং তস্য বাহুং
ভল্লেন ছিত্ত্বাথ রথাঙ্গমদ্ভুতম্।
বধায় শাল্বস্য লয়ার্কসন্নিভং
বিভ্রদ্ বভৌ সার্ক ইবোদয়াচলঃ॥ ৩৫

শাল্বকে আক্রমণ করতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভল্ল দ্বারা তার গদাসমন্বিত বাহু অঙ্গচ্যুত করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান শাল্ববধ নিমিত্ত সূর্যসম তেজস্বী ও অদ্ভুত সুন্দর সুদর্শন চক্র ধারণ করলেন। মনে হল যেন সূর্যসহ উদয়গিরি পরম শোভা ধারণ করেছে॥ ৩৫ ॥

জহার তেনৈব শিরঃ সকুণ্ডলং
কিরীটযুক্তং পুরুমায়িনো হরিঃ।
বজ্রেণ বৃত্রস্য যথা পুরন্দরো
বভূব হাহেতি বচস্তদা নৃণাম্॥ ৩৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রদ্বারা এইবার সেই মায়াবী শাল্বের কুণ্ডল-কিরীটসহ মস্তক ছেদন করে ফেললেন ; একই দৃশ্য পূর্বে ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুর বধের সময়ে দেখা গিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে শাল্বপক্ষীয় সৈনিকদের হাহাকার করতে শোনা গেল॥ ৩৬ ॥

তস্মিন্ নিপতিতে পাপে সৌভে চ গদয়া হতে।
নেদুর্দুন্দুভয়ো রাজন্ দিবি দেবগণেরিতাঃ।
সখীনামপচিতিং কুর্বন্ দন্তবক্ত্রো রুষাভ্যগাৎ॥ ৩৭

হে পরীক্ষিৎ ! যখন পাপী শাল্ব নিহত আর তার সৌভবিমান গদাপ্রহারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল তখন দেবতাগণ আকাশে দুন্দুভি বাজাতে লাগলেন। সেই সময়েই দন্তবক্ত্র নিজ মিত্র শিশুপাল ও শাল্ব আদির বিনাশের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেইখানে উপনীত হল॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে সৌভবধো নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের সৌভবধ নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

---

[১]ন্ধে সৌভশাল্ববধঃ।

অথাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

দন্তবক্র ও বিদূরথ বধ এবং তীর্থযাত্রা কালে শ্রীবলরাম-কর্তৃক রোমহর্ষণ নামক সূতমুনি বধ

শ্রীশুক উবাচ

শিশুপালস্য শাল্বস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্মতিঃ।
পরলোকগতানাং চ কুর্বন্ পারোক্ষ্যসৌহৃদম্॥ ১

একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকম্পয়ন্।
পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ মহাসত্ত্বো ব্যদৃশ্যত॥ ২

তং তথায়ান্তমালোক্য গদামাদায় সত্বরঃ।
অবপ্লুত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ সিন্ধুং বেলেব প্রত্যধাৎ॥ ৩

গদামুদ্যম্য কারূষো মুকুন্দং প্রাহ দুর্মদঃ।
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভবানদ্য মম দৃষ্টিপথং গতঃ॥ ৪

ত্বং মাতুলেয়ো নঃ কৃষ্ণ মিত্রধ্রুঙ্‌মাং জিঘাংসসি।
অতস্ত্বাং গদয়া মন্দ হনিষ্যে বজ্রকল্পয়া॥ ৫

তর্হ্যানৃণ্যমুপৈম্যজ্ঞ মিত্রাণাং মিত্রবৎসলঃ।
বন্ধুরূপমরিং হত্বা ব্যাধিং দেবচরং যথা ॥ ৬

এবং রূক্ষৈস্তুদন্ বাক্যৈঃ কৃষ্ণং তোত্রৈরিব দ্বিপম্।
গদয়া তাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহবদ্ ব্যনদচ্চ সঃ॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রক নিহত হওয়ার পর তার বন্ধুত্বের ঋণ পরিশোধ করবার জন্য মূর্খ দন্তবক্র একাকীই পদব্রজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হল। সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছিল। শস্ত্ররূপে তার হস্তে একটি মাত্র গদা ছিল। কিন্তু হে পরীক্ষিৎ ! উপস্থিত সকলে দেখল, সে এত শক্তিশালী যে তার পদভারে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে উঠল॥ ১-২ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দন্তবক্রকে এইভাবে আসতে দেখলেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ গদা হস্তে রথ থেকে অবতরণ করলেন। অতঃপর বেলাভূমি যেমনভাবে সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত রাখে, তিনিও তাকে প্রতিহত করলেন॥ ৩ ॥

অহংকারে মদমত্ত করূষদেশের অধিপতি দন্তবক্র গদা উত্তোলন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলল—'অতি সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা যে আজ তুমি আমার সম্মুখে ধরা পড়েছ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ ! তুমি আমার মাতুলপুত্র, তাই তোমাকে বধ করা উচিত নয়। কিন্তু প্রথমত তুমি আমার বন্ধুদের হত্যা করেছ আর দ্বিতীয়ত আমাকেও হত্যা করতে ইচ্ছুক। তাই ওরে মন্দমতি ! আজ আমি তোমাকে এই বজ্রসম গদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলব॥ ৫ ॥

ওরে মূর্খ ! আমার আত্মীয় হয়েও দেহে নিবাসকারী রোগসম তুমি আমার শত্রুও। আমি মিত্রবৎসল ; তাদের কাছে আমি ঋণী। তোমাকে বধ করে আমি সেই ঋণ পরিশোধ করব'॥ ৬ ॥

মাহুত যেমন অঙ্কুশ দ্বারা গজ তাড়ন করে থাকে তেমনভাবেই দন্তবক্র কটুভাষণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্যথিত করতে চেষ্টা করল। তারপর সে প্রবল বেগে শ্রীভগবানের মস্তকে গদা প্রহার করে সিংহসম গর্জন করতে লাগল॥ ৭ ॥

গদয়াভিহতোঽপ্যাজৌ ন চচাল যদূদ্বহঃ।
কৃষ্ণোঽপি তমহন্ গুর্ব্যা কৌমোদক্যা স্তনান্তরে॥ ৮

যুদ্ধক্ষেত্রে গদাঘাতে আহত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একটুও বিচলিত হতে দেখা গেল না। তিনি নিজ কৌমুদী গদার দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষঃস্থলে সজোরে প্রহার করলেন॥ ৮ ॥

গদানির্ভিন্নহৃদয় উদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ।
প্রসার্য কেশবাহ্বঙ্‌ঘ্রীন্ ধরণ্যাং ন্যপতদ্ ব্যসুঃ॥ ৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গদাঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় বিদারণ হল। সে রক্তবমন করতে লাগল আর তার কেশ, বাহু ও পদ সকল শিথিল হয়ে পড়ল। সে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল॥ ৯ ॥

ততঃ সূক্ষ্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদদ্ভুতম্।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং যথা চৈদ্যবধে নৃপ॥ ১০

হে পরীক্ষিৎ ! যেমন শিশুপাল বধের সময়ে হয়েছিল, সকলের চোখের সামনেই দন্তবক্রের দেহ থেকে এক অতি সূক্ষ্ম জ্যোতি নির্গত হল আর অতি বিচিত্র গতিতে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হয়ে গেল॥ ১০ ॥

বিদূরথস্তু তদ্ভ্রাতা ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ।
আগচ্ছদসিচর্মভ্যামুচ্ছ্বসংস্তজ্জিঘাংসয়া ॥ ১১

দন্তবক্রের ভ্রাতার নাম ছিল বিদূরথ। ভ্রাতার মৃত্যু তাকে শোকাকুল করে তুলল। সে ক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ঢাল-তরবারি ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এগিয়ে এল॥ ১১ ॥

তস্য চাপততঃ কৃষ্ণশ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা।
শিরো জহার রাজেন্দ্র সকিরীটং সকুণ্ডলম্॥ ১২

রাজেন্দ্র ! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে বিদূরথ তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছে তখন তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা তার কিরীট-কুণ্ডলসহ মস্তক ছেদন করলেন॥ ১২ ॥

এবং সৌভং চ শাল্বং চ দন্তবক্ত্রং সহানুজম্।
হত্বা দুর্বিষহানন্যৈরীড়িতঃ সুরমানবৈঃ॥ ১৩

মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্বৈর্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ।
অপ্সরোভিঃ পিতৃগণৈর্যক্ষৈঃ কিন্নরচারণৈঃ॥ ১৪

উপগীয়মানবিজয়ঃ কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ।
বৃতশ্চ বৃষ্ণিপ্রবরৈর্বিবেশালঙ্কৃতাং পুরীম্॥ ১৫

অন্যদের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য শাল্ব, তার বিমান সৌভ, দন্তবক্র ও বিদূরথকে এইভাবে বিনাশ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তখন দেবতা ও মানবগণ তাঁর স্তুতি করছিলেন। বড় বড় ঋষি-মুনি, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, বাসুকি আদি নাগগণ, অপ্সরা, পিতৃগণ, যক্ষ, কিংকর ও চারণগণ তাঁর বিজয় উদ্ঘোষ সহকারে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করছিলেন। শ্রীভগবানের প্রবেশকালে পুরীকে সুসজ্জিত করা হয়েছিল আর মহান বৃষ্ণিবংশীয় যাদব বীরসকল তাঁর অনুগমন করছিলেন॥ ১৩-১৫ ॥

এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্জগদীশ্বরঃ।
ঈয়তে পশুদৃষ্টীনাং নির্জিতো জয়তীতি সঃ॥ ১৬

যোগেশ্বর এবং জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে নিত্য লীলা করে থাকেন। পশুসম অবিবেকীগণ তাঁকে কখনো কখনো পরাজিত হতেও দেখে থাকেন। কিন্তু লীলা কারণে তাঁর কোনো বিশেষ কার্য অভিনীত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তো সদাসর্বদা বিজয়ীরূপেই অবস্থান করে থাকেন॥ ১৬ ॥

শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ।
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল।। ১৭

একবার শ্রীবলরাম শুনলেন যে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রস্তুতি করছে। তিনি নিরপেক্ষ থাকবার উদ্দেশ্যে তীর্থস্থান উপলক্ষ্যে দ্বারকা থেকে সরে গেলেন।। ১৭ ।।

স্নাত্বা প্রভাসে সন্তর্প্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ।। ১৮

দ্বারকা ত্যাগ করে তিনি প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করলেন আর তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও মানবসকলকে পরিতৃপ্ত করলেন। অতঃপর তিনি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিবৃত হয়ে সরস্বতী নদীর উজানে যাত্রা করলেন।। ১৮ ।।

পৃথূদকং বিন্দুসরস্ত্রিতকূপং সুদর্শনম্।
বিশালং ব্রহ্মতীর্থং চ চক্রং প্রাচীং সরস্বতীম্।। ১৯

তিনি ক্রমশ পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শনতীর্থ, বিশালতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ, চক্রতীর্থ এবং পূর্ববাহিনী সরস্বতী আদি তীর্থে গমন করলেন।। ১৯ ।।

যমুনামনু যান্যেব গঙ্গামনু চ ভারত।
জগাম নৈমিষং যত্র ঋষয়ঃ সত্রমাসতে।। ২০

পরীক্ষিৎ ! তদনন্তর তিনি গঙ্গা ও যমুনা তীরবর্তী তীর্থসকল হয়ে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। সেই স্থানে তখন মহান ঋষিগণ সৎসঙ্গরূপ মহান সত্র করছিলেন।। ২০ ।।

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চয়ন্।। ২১

ঋষিগণ সুদীর্ঘকাল সত্রের নিয়মে নিত্যযুক্ত ছিলেন। তাঁরা শ্রীবলরামকে আসতে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনাদি করলেন। অতঃপর তাঁরা যথাযোগ্য প্রণাম আশীর্বাদ সহকারে তাঁর পূজার্চনা করলেন।। ২১ ।।

সোহর্চিতঃ সপরীবারঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত।। ২২

শ্রীবলরাম সঙ্গী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে উপবেশন করলেন। যখন পূজার্চনা ক্রিয়া সুসম্পন্ন হল তখন শ্রীবলরাম দেখলেন যে ভগবান ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ উচ্চাসনে প্রবক্তার আসনে বসে আছেন।। ২২ ।।

অপ্রত্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্।
অধ্যাসীনং চ তান্ বিপ্রাংশ্চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ।। ২৩

শ্রীবলরাম দেখলেন যে শ্রীরোমহর্ষণ সূতজাত হয়েও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবক্তারূপে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন ; আর তাঁর আগমনে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত-অভ্যর্থনা করেননি বা হাতজোড় করে প্রণাম নিবেদনও করেননি। এই ঘটনা শ্রীবলরামকে ক্রোধান্বিত করল।। ২৩ ।।

কস্মাদসাবিমান্ বিপ্রানধ্যাস্তে প্রতিলোমজঃ।
ধর্মপালাংস্তথৈবাস্মান্ বধমর্হতি দুর্মতিঃ।। ২৪

তিনি বলতে লাগলেন—'এই রোমহর্ষণ প্রতিলোম জাতির হয়েও এই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠদের ও আমাদের মতন ধর্মপালকদের অবজ্ঞা করে উচ্চাসনে বসে আছে। অতএব এই দুর্মতি মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার অধিকারী ।। ২৪ ।।

ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ।
সেতিহাসপুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সর্বশঃ।। ২৫

অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথা পণ্ডিতমানিনঃ।
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ।। ২৬

এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
বধ্যা মে ধর্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ।। ২৭

এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি।
ভাবিত্বাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ।। ২৮

হাহেতি বাদিনঃ সর্বে মুনয়ঃ খিন্নমানসাঃ।
ঊচুঃ সঙ্কর্ষণং দেবমধর্মস্তে কৃতঃ প্রভো।। ২৯

অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন।
আয়ুশ্চাত্মাক্লমং তাবদ্ যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে।। ৩০

অজানতৈবাচরিতস্ত্বয়া ব্রহ্মবধো যথা।
যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োঽপি নিয়ামকঃ।। ৩১

যদ্যেতদ্ ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং লোকপাবন।
চরিষ্যতি ভবাঁল্লোকসংগ্রহোঽনন্যচোদিতঃ।। ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

করিষ্যে[১] বধনির্বেশং লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
নিয়মঃ প্রথমে কল্পে যাবান্ স তু বিধীয়তাম্।। ৩৩

এ ব্যাসদেবের শিষ্য হয়ে ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্রাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে ; কিন্তু এখনও এ নিজের মনের উপর সংযমী নয়। এ দুর্বিনীত, অস্থিরচিত্ত। এই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজেকে অনর্থক মহাপণ্ডিত মনে করে থাকে। যেমন নটের সমস্ত কার্য অভিনয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, এর শাস্ত্রাধ্যয়নও তেমনি কেবল পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্যই। তাতে অপরের ও নিজেরও কোনো লাভ হয় না।। ২৫-২৬ ।।

ধর্মচিহ্নধারী যদি ধর্ম পালন না করে তাহলে সে সীমাহীন পাপ করে। সেইরূপ ব্যক্তি আমার হাতে বধ হওয়ারই যোগ্য। এইজন্যই তো আমার অবতাররূপে আগমন'।। ২৭ ।।

তীর্থযাত্রা কালে ভগবান শ্রীবলরাম দুষ্টদমন কার্য থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। তবুও এইরূপ বলে তিনি তাঁর হস্তস্থিত কুশাগ্র দ্বারা রোমহর্ষণকে প্রহার করলেন যাতে তার মৃত্যু হল। তার ভবিতব্যই এইরূপ ছিল।। ২৮ ।।

সূত নিহত হতেই ঋষি-মুনিগণের মধ্যে হাহাকার রব শোনা গেল ; তাঁরা বিষণ্ণচিত্ত হয়ে গেলেন ও দেবাদিদেব ভগবান শ্রীবলরামকে বললেন—'হে প্রভু ! এ যে আপনার পক্ষে অতি বড় অধর্ম হল।' ২৯ ।।

হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ ! শ্রীসূতকে আমরাই ব্রাহ্মণের পক্ষে উপযুক্ত আসনে অভিষিক্ত করেছিলাম এবং এই সত্রসমাপন পর্যন্ত তাঁকে ক্লেশরহিত আয়ুও প্রদান করেছিলাম।। ৩০ ।।

আপনি না জেনে এমন কার্য করেছেন যা ব্রহ্মহত্যার সমান। আমরা জানি যে, আপনি স্বয়ং যোগেশ্বর আর বেদবাক্যের বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে স্থিত। আমাদের বিনীত প্রার্থনা এইরূপ, যদিও আপনার অবতাররূপে আগমন সকলকে পবিত্রতা প্রদানকারী, তবুও যদি আপনি স্বেচ্ছায় এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন তাহলে তা লোকশিক্ষা রূপে সমাদৃত হবে।। ৩১-৩২ ।।

ভগবান শ্রীবলরাম বললেন—'আমি অনুগ্রহ করে লোকশিক্ষা দান হেতু এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই

[১]চরি.।

দীর্ঘমায়ুর্বতৈতস্য সত্ত্বমিন্দ্রিয়মেব চ।
আশাসিতং যত্তদ্ ব্রূত সাধয়ে যোগমায়য়া।। ৩৪

করব। এরজন্য যে সর্বোত্তম বিধান আছে তার ব্যবস্থা আপনারা করুন।। ৩৩ ।।

'আপনারা এই সূতকে যে দীর্ঘায়ু, বল, ইন্দ্রিয় শক্তি আদি প্রদান করতে ইচ্ছুক, তা আমাকে বলুন ; আমি যোগবলে সমস্ত সম্পাদন করব'।। ৩৪ ।।

ঋষয়ঃ উচুঃ

অস্ত্রস্য তব বীর্যস্য মৃত্যোরস্মাকমেব চ।
যথা ভবেদ্ বচঃ সত্যং তথা রাম বিধীয়তাম্।। ৩৫

ঋষিগণ বললেন—হে শ্রীবলরাম ! আপনি এমন ব্যবস্থা করুন যাতে আপনার শস্ত্র, পরাক্রম ও এঁর মৃত্যুর মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে আর আমাদের দেওয়া বরও যেন সত্য হয়।। ৩৫ ।।

শ্রীভগবানুবাচ

আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্।
তস্মাদস্য ভবেদ্ বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্।। ৩৬

ভগবান শ্রীবলরাম উত্তর দিলেন—হে ঋষিগণ ! বেদমতে আত্মার পুত্ররূপে জন্ম হয়ে থাকে। অতএব রোমহর্ষণের পরিবর্তে তার পুত্র আপনাদের পুরাণ কথা শোনাবে। আমি তাকে আমার শক্তিতে দীর্ঘায়ু, ইন্দ্রিয়শক্তি ও বল প্রদান করছি।। ৩৬ ।।

কিং বঃ কামো মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রূতাহং করবাণ্যথ।
অজানতস্ত্বপচিতিং যথা মে চিন্ত্যতাং বুধাঃ।। ৩৭

হে ঋষিগণ ! এছাড়া আপনাদের অন্য যা কিছু প্রয়োজন তা আমাকে বলুন। আমি আপনাদের ইচ্ছা পূরণ করব। ঘটনাক্রমে যে অপরাধ আমার দ্বারা ঘটিত হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তও আমি করব। আপনারা এই বিষয়ে বিদ্বান। বিচার করে উত্তম বিধান প্রদান করুন।। ৩৭ ।।

ঋষয় উচুঃ

ইল্বলস্য সুতো ঘোরো বল্বলো নাম দানবঃ।
স দূষয়তি নঃ সত্রমেত্য পর্বণি পর্বণি।। ৩৮

ঋষিগণ বললেন—শ্রীবলরাম ! ইল্বল পুত্র বল্বল নামক এক ভয়ংকর দানব আছে যে পর্বে পর্বে আমাদের সত্রে উপস্থিত হয়ে তা কলুষিত করে দেয়।। ৩৮ ।।

তং পাপং জহি দাশার্হ তন্নঃ শুশ্রূষণং পরম্।
পূয়শোণিতবিণ্মূত্রসুরামাংসাভিবর্ষিণম্ ।। ৩৯

হে যদুনন্দন ! সে এখানে এসে পুঁজরক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা, মাংস বর্ষণ করতে থাকে। আপনি সেই পাপাত্মা থেকে আমাদের মুক্তি প্রদান করুন। তাতেই আমাদের পরম উপকার সাধন হবে।। ৩৯ ।।

ততশ্চ ভারতং বর্ষং পরীত্য সুসমাহিতঃ।
চরিত্বা দ্বাদশ মাসাংস্তীর্থস্নায়ী বিশুদ্ধ্যসি।। ৪০

অতঃপর আপনি একাগ্রচিত্তে তীর্থভ্রমণ ও স্নান করে দ্বাদশ মাস ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে বিচরণ করুন। তাতেই আপনার শুদ্ধি হয়ে যাবে।। ৪০ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে বলদেবচরিতে বল্বলবধোপক্রমো নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৭৮ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের বলরাম-কর্তৃক বল্বলবধের ভূমিকা নামক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৭৮ ।।

---

[১]ন্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং পঞ্চ.।

অথৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ
উনআশিতিতম অধ্যায়
বল্বল উদ্ধার এবং শ্রীবলরামের তীর্থযাত্রা

শ্রীশুক উবাচ

ততঃ পর্বণ্যুপাবৃত্তে প্রচণ্ডঃ পাংসুবর্ষণঃ।
ভীমো বায়ুরভূদ্ রাজন্ পূয়গন্ধস্তু[১] সর্বশঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! অবশেষে সেই পর্ব দিবস এসে পড়ল। চারদিক থেকে ভয়ংকর ঝড় হতে লাগল। ধূলি বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র পুঁজের দুর্গন্ধ আসতে লাগল॥ ১ ॥

ততোঽমেধ্যময়ং বর্ষং বল্বলেন বিনির্মিতম্।
অভবদ্ যজ্ঞশালায়াং সোঽন্বদৃশ্যাত শূলধৃক্॥ ২

বল্বল দানব এইবার যজ্ঞশালায় মল-মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুসকল বর্ষণ করতে লাগল। এইরূপ কিছুক্ষণ চলবার পর এইবার সে নিজে ত্রিশূল হস্তে সেইখানে এসে উপস্থিত হল॥ ২ ॥

তং বিলোক্য বৃহৎকায়ং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং দংষ্ট্রোগ্রভ্রুকুটীমুখম্॥ ৩

সস্মার মুসলং রামঃ পরসৈন্যবিদারণম্।
হলং চ দৈত্যদমনং তে তূর্ণমুপতস্থতুঃ॥ ৪

বৃহদাকার দানব যেন স্তূপাকার অঙ্গারবৎ ছিল। তার শিখা, শ্মশ্রু-গুম্ফ, ছিল তপ্ত তাম্রসম লোহিত বর্ণ। বিশাল গ্রীবা ও ভ্রূকুটি তার মুখকে ভয়াবহ করে তুলেছিল। বল্বল দানবকে দেখে ভগবান শ্রীবলরাম শত্রুসৈন্য বিনাশক মুষল এবং দৈত্যদমনকারী লাঙল শস্ত্রকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করতেই শস্ত্রযুগল তাঁর সেবায় তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হল॥ ৩-৪ ॥

তমাকৃষ্য হলাগ্রেণ বল্বলং গগনেচরম্।
মুসলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো মূর্ধ্নি ব্রহ্মদ্রুহং বলঃ॥ ৫

সোঽপতদ্ ভুবি নির্ভিন্নললাটোঽসৃক্ সমুৎসৃজন্।
মুঞ্চন্নার্তস্বরং শৈলো যথা বজ্রহতোঽরুণঃ॥ ৬

আকাশে বিচরণকারী সেই বল্বল দানবকে ভগবান শ্রীবলরাম লাঙলাগ্র দ্বারা গ্রথিত করে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে এলেন ও তারপর সেই ব্রহ্মদ্রোহীর মস্তকে মুষল দ্বারা সক্রোধে আঘাত করলেন। দানবের ললাট আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল আর সেইখান দিয়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। মনে হল যেন বজ্রপাতে রক্তবর্ণ পর্বত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পতিত হল॥ ৫-৬ ॥

সংস্তুত্য মুনয়ো রামং প্রযুজ্যাবিতথাশিষঃ।
অভ্যষিঞ্চন্ মহাভাগা বৃত্রঘ্নং বিবুধা যথা॥ ৭

অতঃপর নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীবলরামের প্রশংসা ও স্তুতি করলেন। মহাভাগ্যবান ব্যক্তিগণ স্তবস্তুতির পরে তাঁকে অমোঘ আশীর্বাদও করলেন। বৃত্রাসুর বধের পর দেবতাগণ যেমনভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন তেমনভাবেই তাঁরা শ্রীবলরামের অভিষেক করলেন॥ ৭ ॥

বৈজয়ন্তীং দদুর্মালাং শ্রীধামাম্লানপঙ্কজাম্।
রামায় বাসসী দিব্যে দিব্যান্যাভরণানি চ॥ ৮

অতঃপর শ্রীবলরামকে দিব্যঅস্ত্র ও দিব্য-অলংকারে বিভূষিত করে মুনিগণ তাঁকে এক অনুপম

[১]শ্চ।

অথ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৌশিকীমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ।
স্নাত্বা সরোবরমগাদ্ যতঃ সরযূরাস্রবৎ।। ৯

অনুস্রোতেন সরযূং[১] প্রয়াগমুপগম্য সঃ।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ জগাম পুলহাশ্রমম্।। ১০

গোমতীং গণ্ডকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আপ্লুতঃ।
গয়াং গত্বা পিতৄনিষ্ট্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।। ১১

উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বাভিবাদ্য চ।
সপ্তগোদাবরীং বেণাং পম্পাং ভীমরথীং ততঃ।। ১২

স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ম্।
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ।। ১৩

কামকোষ্ণীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীং চ সরিদ্বরাম্।
শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।। ১৪

ঋষভাদ্রিং হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা।
সামুদ্রং সেতুমগমন্মহাপাতকনাশনম্।। ১৫

তত্রাযুতমদাদ্ ধেনূর্ব্রাহ্মণেভ্যো হলায়ুধঃ।
কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং মলয়ং চ কুলাচলম্।। ১৬

তত্রাগস্ত্যং সমাসীনং নমস্কৃত্যাভিবাদ্য চ।
যোজিতস্তেন চাশীর্ভিরনুজ্ঞাতো গতোঽর্ণবম্।
দক্ষিণং তত্র কন্যাখ্যাং দুর্গাং দেবীং দদর্শ সঃ।। ১৭

সৌন্দর্যসম্পন্ন বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করলেন। এই মালার বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাতে গ্রথিত কমল পুষ্প নিত্য অম্লান থাকত।। ৮ ।।

তদনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁদের আদেশ অনুসারে শ্রীবলরাম সঙ্গী ব্রাহ্মণদের নিয়ে কৌশিকী নদীতীরে এলেন। তথায় স্নানাদি সম্পন্ন করে তিনি সেই সরোবরে গেলেন যা সরযূ নদীর উৎসরূপে পরিচিত ।। ৯ ।।

অতঃপর তিনি সরযূ নদীর গতিপথ ধরে কিছুদিন চললেন। অবশেষে তা ছেড়ে এইবার তিনি প্রয়াগে উপনীত হলেন। প্রয়াগে তিনি দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করে এগিয়ে পুলহাশ্রমে গেলেন।। ১০ ।।

শ্রীবলরামের তীর্থ পরিক্রমার বিবরণ এইরূপ ছিল—গোমতী, গণ্ডকী ও বিপাশা নদীতে স্নান ও শোন নদের তীরে গমন ও স্নান। সেইখান থেকে গয়াতীর্থে গমন ও শ্রীবসুদেবের আদেশে পিতৃপুরুষদের পূজা। অতঃপর গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গমন আর তীর্থকৃত্য স্নানাদি সমাপন। মহেন্দ্র পর্বতে গমন ; সেইখানে শ্রীপরশুরামের দর্শনলাভ ও প্রণাম নিবেদন। সপ্তগোদাবরী, বেণানদী, পম্পা সরোবর ও ভীমরথী নদীতে অবগাহন করে কার্তিকেয় স্বামী দর্শন। মহাদেবের নিবাসস্থান শ্রীশৈল গমন। তারপর দ্রবিড় দেশের পরম পুণ্যময় স্থান বেঙ্কটাচল (বালাজী) দর্শন। কামকোষ্ঠী—শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী হয়ে কাবেরী নদীতে স্নানান্তে পুণ্যময় শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ভগবান বিষ্ণুর নিত্য অধিষ্ঠান।। ১১-১৪ ।।

অতঃপর তিনি বিষ্ণু ভগবানের ক্ষেত্র ঋষভ পর্বত, দক্ষিণ মথুরা ও অতি বড় পাপ নিবারণকারী সেতুবন্ধে গমন করছিলেন।। ১৫ ।।

শ্রীবলরাম সেতুবন্ধে ব্রাহ্মণদের দশ সহস্র গাভী দান করলেন। অতঃপর তিনি কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করে মলয়পর্বতে গমন করলেন। এই পর্বত সপ্ত কুল-পর্বতের মধ্যে অন্যতম বলে পরিচিত।। ১৬ ।।

মলয় পর্বতে অগস্ত্যমুনির দর্শন লাভ হল ; তিনি

[১]রমযন্।

ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম্।
বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্র স্নাত্বাস্পর্শদ্ গবাযুতম্॥ ১৮

তাঁকে নমস্কার ও অভিবাদন করলেন। অতঃপর তাঁর আশীর্বাদ ও অনুমতি লাভ করে শ্রীবলরাম দক্ষিণ সমুদ্র যাত্রা করলেন। সেইখানে তিনি দেবীদুর্গাকে কন্যাকুমারী রূপে দর্শন করলেন॥ ১৭ ॥

অতঃপর ফাল্গুন তীর্থ অনন্তশয়ন ক্ষেত্রে তাঁর গমন হয়েছিল। সেইখানে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চাপ্সরস তীর্থে অবগাহন করেছিলেন। সেই তীর্থে বিষ্ণু ভগবানের নিত্য সান্নিধ্য লাভ হয়ে থাকে। শ্রীবলরাম সেই তীর্থে দশ সহস্র গাভী দান করেছিলেন॥ ১৮ ॥

ততোঽভিব্রজ্য ভগবান্ কেরলাংস্তু ত্রিগর্তকান্।
গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জটেঃ॥ ১৯

তদনন্তর ভগবান শ্রীবলরাম সেইখান থেকে বেরিয়ে কেরল ও ত্রিগর্ত দেশ অতিক্রম করে শিবক্ষেত্র গোকর্ণ তীর্থে উপনীত হলেন। এই তীর্থে শংকর নিত্য বিরাজমান এইরূপ বলা হয়ে থাকে॥ ১৯ ॥

আর্যাং দ্বৈপায়নীং দৃষ্ট্বা শূর্পারকমগাদ্ বলঃ।
তাপীং পয়োষ্ণীং নির্বিন্ধ্যামুপস্পৃশ্যাথ দণ্ডকম্॥ ২০

তিনি তারপর জল পরিবেষ্টিত দ্বীপে নিবাসকারী আর্যাদেবী দর্শন করলেন। তারপর সেই দ্বীপ থেকে তিনি সূর্পারক ক্ষেত্রে গেলেন। অতঃপর তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যা নদীসমূহে স্নান করে তিনি দণ্ডকারণ্যে উপনীত হলেন॥ ২০ ॥

প্রবিশ্য রেবামগমদ্ যত্র মাহিষ্মতী পুরী।
মনুতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ॥ ২১

অতঃপর তাঁর নর্মদা তীরে আগমন হল। এই পবিত্র নদীর তীরেই মাহিষ্মতী পুরীর অবস্থান। হে পরীক্ষিৎ! সেইখানের মনুতীর্থে স্নান করে তিনি প্রভাসক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ২১ ॥

শ্রুত্বা দ্বিজৈঃ কথ্যমানং কুরুপাণ্ডবসংযুগে।
সর্বরাজন্যনিধনং ভারং মেনে হৃতং ভুবঃ॥ ২২

এই প্রভাসক্ষেত্রেই তিনি ব্রাহ্মণ মুখে জানলেন যে কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ হয়ে গেছে। তাঁর অনুভূতি হল যে পৃথিবীর ভার যেন হরণ হয়ে গেছে॥ ২২ ॥

স ভীমদুর্যোধনয়োর্গদাভ্যাং যুধ্যতোর্মৃধে।
বারয়িষ্যন্ বিনশনং জগাম যদুনন্দনঃ॥ ২৩

যে দিন দুর্যোধন ও ভীমসেনের মধ্যে গদাযুদ্ধ হচ্ছিল সেই দিন শ্রীবলরাম কুরুক্ষেত্রে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার॥ ২৩ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তু তং দৃষ্ট্বা যমৌ কৃষ্ণার্জুনাবপি।
অভিবাদ্যাভবংস্তূষ্ণীং কিং বিবক্ষুরিহাগতঃ॥ ২৪

মহারাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন শ্রীবলরামকে আসতে দেখে প্রণাম করে নীরব রইলেন। তাঁর আগমনের কারণ সম্বন্ধে তাঁরা সকলে শঙ্কিত ছিলেন॥ ২৪ ॥

গদাপাণী উভৌ দৃষ্ট্বা সংরব্ধৌ বিজয়ৈষিণৌ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরন্তাবিদমব্রবীৎ॥ ২৫

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেন ও দুর্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে পরস্পরকে পরাজিত করবার নিমিত্ত সক্রোধে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করছিলেন। তাঁদের সম্মুখ যুদ্ধে

যুবাং তুল্যবলৌ বীরৌ হে রাজন্ হে বৃকোদর।
একং প্রাণাধিকং মন্যে উতৈকং শিক্ষয়াধিকম্॥ ২৬

উপনীত দেখে শ্রীবলরাম বললেন— ॥ ২৫ ॥

হে রাজা দুর্যোধন ও ভীমসেন ! তোমরা দুইজনই সমকক্ষ বীর ও বলবান। তবে আমি মনে করি যে উভয়ের মধ্যে ভীমসেন অধিক বলবান আর প্রশিক্ষণের দৃষ্টিতে গদাযুদ্ধে দুর্যোধন এগিয়ে আছে॥ ২৬ ॥

তস্মাদেকতরস্যেহ যুবয়োঃ সমবীর্যয়োঃ।
ন লক্ষ্যতে জয়োঽন্যো বা বিরমত্বফলো রণঃ॥ ২৭

অতএব তোমাদের মতন সমকক্ষ বলবানদের মধ্যে একজনের জয় অথবা পরাজয় হওয়া সম্ভব নয়। তাই তোমরা এই নিষ্ফল যুদ্ধ বন্ধ করো॥ ২৭ ॥

ন তদ্বাক্যং জগৃহতুর্বদ্ধবৈরৌ নৃপার্থবৎ।
অনুস্মরন্তাবন্যোন্যং দুরুক্তং দুষ্কৃতানি চ॥ ২৮

পরীক্ষিৎ ! শ্রীবলরামের উপদেশে উভয়ের কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধোন্মাদ বীরগণ শ্রীবলরামের আবেদনকে অগ্রাহ্য করলেন। কটুবাক্য বর্ষণ ও দুর্ব্যবহার উভয়কেই উন্মাদসম করে তুলেছিল॥ ২৮ ॥

দিষ্টং তদনুমন্বানো রামো দ্বারবতীং যযৌ।
উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈর্জ্ঞাতিভিঃ সমুপাগতঃ॥ ২৯

শ্রীবলরাম দেখলেন যে এই তাদের প্রারব্ধ। অতএব তিনি সেই যুদ্ধে আর কোনো আগ্রহ প্রদর্শন না করে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন। দ্বারকায় তিনি উগ্রসেনাদি গুরুজনদের ও অন্যান্য জ্ঞাতিদের দ্বারা সংবর্ধিত হলেন॥ ২৯ ॥

তং পুনর্নৈমিষং প্রাপ্তমৃষয়োঽযাজয়ন্ মুদা।
ক্রত্বঙ্গং ক্রতুভিঃ সর্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম্॥ ৩০

শ্রীবলরাম এইবার আবার নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে এলেন। সেইখানে ঋষিগণ যুদ্ধাদি শত্রুভাব থেকে মুক্ত শ্রীবলরামকে দিয়ে প্রেমপ্রীতি সহকারে যজ্ঞ সম্পাদন করালেন। হে পরীক্ষিৎ ! বস্তুত সকল যজ্ঞই শ্রীবলরামের অঙ্গরূপে পরিচিত। তাই তাঁর দ্বারা এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন কার্য সাধিত হয়েছিল॥ ৩০ ॥

তেভ্যো বিশুদ্ধবিজ্ঞানং ভগবান্ ব্যতরদ্ বিভুঃ।
যেনৈবাত্মন্যদো বিশ্বমাত্মানং বিশ্বগং বিদুঃ॥ ৩১

সর্বসমর্থ ভগবান শ্রীবলরাম সেই ঋষিদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিলেন। ঋষিগণ অনুভব করলেন যে সম্পূর্ণ বিশ্ব তাঁদের মধ্যেও বর্তমান ও তাঁরা নিজেরাও সম্পূর্ণ বিশ্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত॥ ৩১ ॥

স্বপত্ন্যাবভৃথস্নাতো জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদ্‌বৃতঃ।
রেজে স্বজ্যোৎস্নয়েবেন্দুঃ সুবাসাঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতঃ॥ ৩২

অতঃপর শ্রীবলরাম তাঁর পত্নী রেবতীর সঙ্গে যজ্ঞান্তস্নান করলেন আর সুন্দর বস্ত্রালংকার ধারণ করে জ্ঞাতি, বন্ধু, সুহৃদগণের মধ্যে শোভা পেতে লাগলেন। মনে হল যেন চন্দ্রদেব নিজ জ্যোৎস্না ও নক্ষত্রের সঙ্গে শোভামণ্ডিত হয়ে বিরাজ করছেন॥ ৩২ ॥

ঈদৃগ্বিধান্যসংখ্যানি বলস্য বলশালিনঃ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য মায়ামর্ত্যস্য সন্তি হি॥ ৩৩

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীবলরাম স্বয়ং অনন্ত। তাঁর স্বরূপ তো মন ও বাণীর অগোচর। লীলা হেতুই তাঁর নররূপ ধারণ। এমন বলবান শ্রীবলরামের আরও অনেক কীর্তি বর্তমান॥ ৩৩ ॥

যোঽনুস্মরেত রামস্য কর্মাণ্যদ্ভুতকর্মণঃ।
সায়ং প্রাতরনন্তস্য বিষ্ণোঃ স দয়িতো ভবেৎ॥ ৩৪

যে ব্যক্তি অনন্ত, সর্বব্যাপী, অদ্ভুত কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত ভগবান শ্রীবলরামের লীলা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে স্মরণ করে সে শ্রীভগবানের পরম প্রীতি লাভ করে থাকে॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে বলদেবতীর্থযাত্রানিরূপণং[১] নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের বলরাম তীর্থযাত্রা নিরূপণ নামক উনআশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অথাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ
আশিতিতম অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা শ্রীসুদামার অভ্যর্থনা

রাজোবাচ

ভগবন্ যানি চান্যানি মুকুন্দস্য মহাত্মনঃ।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য শ্রোতুমিচ্ছামহে প্রভো॥ ১

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—'ভগবন্! প্রেমময় মুক্তি প্রদাতা পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অনন্ত। তাই মাধুর্য ও ঐশ্বর্য মণ্ডিত তাঁর লীলাসকলও অনন্ত। তাঁর অন্যান্য লীলাসকলও আমি শুনতে ইচ্ছুক॥ ১ ॥

কো নু শ্রুত্বাসকৃদ্[২] ব্রহ্মন্নুত্তমঃশ্লোকসৎকথাঃ।
বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষণ্ণঃ কামমার্গণৈঃ॥ ২

ব্রহ্মন্! জীব অনন্তকাল থেকে বিষয় সুখ অন্বেষণ করতে করতে কেবল দুঃখই লাভ করে এসেছে। চিত্তকে তা শরাঘাতসম নিত্য ক্লেশ প্রদান করতেই থাকে। এমন অবস্থায় বারংবার পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় লীলাকথার রসাস্বাদন করে কেউ কি কখনো বিমুখ হয়ে থাকতে পারে? ২ ॥

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎ কর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥ ৩

যে বাণীর দ্বারা শ্রীভগবানের গুণকীর্তন হয় তাই সার্থক বাণী। যে হস্তদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা-পূজা কার্য সম্পাদন হয় তাকেই সার্থক হস্ত বলা যেতে পারে। যে মন দ্বারা বিশ্বচরাচরে নিত্য নিবাসকারী শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন কার্য সম্পাদন হয় তাই বস্তুত সার্থক মন আর যে কর্ণ দ্বারা শ্রীভগবানের পুণ্যময় লীলাকথা শ্রবণ হয়ে থাকে তাকেই সার্থক কর্ণ আখ্যা প্রদান করা যেতে পারে॥ ৩ ॥

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ-[৩]
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্॥ ৪

সেই মস্তক সার্থক, যা বিশ্ব-চরাচরকে শ্রীভগবানের

[১]ত্রায়াং ষট্সপ্ততিতমো। [২]মুহুর্ব্রহ্ম.। [৩]নং তদেব।

সূত উবাচ

বিষ্ণুরাতেন সম্পৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
বাসুদেবে ভগবতি নিমগ্নহৃদয়োঽব্রবীৎ॥ ৫

শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৬

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন বর্তমানো গৃহাশ্রমী।
তস্য ভার্যা কুচৈলস্য[1] ক্ষুৎক্ষামা চ তথাবিধা॥ ৭

পতিব্রতা পতিং প্রাহ ম্লায়তা বদনেন সা।
দরিদ্রা সীদমানা সা বেপমানাভিগম্য চ॥ ৮

ননু ব্রহ্মন্ ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ॥ ৯

তমুপৈহি মহাভাগ সাধূনাং চ পরায়ণম্।
দাস্যতি দ্রবিণং ভূরি সীদতে তে কুটুম্বিনে॥ ১০

আস্তেঽধুনা দ্বারবত্যাং ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ।
স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিং ন্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্জগদ্গুরুঃ॥ ১১

[1]লা চ.।

স্থাবর-জঙ্গম বিগ্রহ জ্ঞান করে তাকে প্রণাম করে। যে নেত্র সর্বত্র ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন করে থাকে তাই সার্থক নেত্র। দেহের যে অঙ্গ শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তদের পাদোদক নিত্য ধারণ করে থাকে তাকেই সার্থক অঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায়। তাদেরই জন্ম বস্তুত সার্থক হয়॥ ৪ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! যখন রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ প্রশ্ন করলেন, তখন ভগবান শ্রীশুকদেবের চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই তন্ময় হয়ে গেল। তিনি পরীক্ষিৎকে এইরূপ বললেন॥ ৫ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন ব্রাহ্মণ সখা ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী, ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে বিরাগী, প্রশান্তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়॥ ৬ ॥

তিনি গৃহস্থ হয়েও কোনো রকম সংগ্রহ-পরিগ্রহ না রেখে যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ বস্তুর দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকতেন। ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে জীর্ণ পুরাতন বস্ত্র ধারণ করতেন। তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও অনুরূপ ছিল। তিনিও নিজ পতিসম ক্ষুধায় নিত্য কাতর হয়ে থাকতেন॥ ৭ ॥

একদিন সেই দরিদ্রতার প্রতিমূর্তি, দুঃখে কাতর পতিব্রতা স্ত্রী ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে নিজ পতিদেবতার নিকটে গিয়ে বিষণ্ণ বদনে বললেন—॥ ৮ ॥

হে পতিদেব ! সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, শরণাগতবৎসল এবং ব্রাহ্মণদের পরম ভক্ত॥ ৯ ॥

পরম ভাগ্যবান হে আর্যপুত্র ! তিনি সাধুসন্তদের, সজ্জনদের পরম আশ্রয়। আপনি একবার তাঁর নিকটে গমন করুন। তিনি যখন দেখবেন যে আপনি তাঁর সখা আর অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, তখন তিনি আপনাকে প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করবেন॥ ১০ ॥

এক্ষণে তিনি ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয় যাদবদের অধীশ্বররূপে দ্বারকাতেই নিবাস করছেন। তিনি এত উদার যে তাঁর পাদপদ্ম স্মরণকারী প্রেমীভক্তকে তিনি নিজেকে পর্যন্ত দান করে থাকেন। এমন জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তদের যদি ধনসম্পদ ও বিষয়সুখ, যা বাঞ্ছনীয় কখনো নয়, দান করেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার

স এবং ভার্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ।
অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্॥ ১২

কিছুই নেই! ১১ ॥

এইভাবে ব্রাহ্মণী তাঁর পতিদেবতাকে ক্রমাগত সবিনয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ ভাবলেন—'ধনসম্পদ লাভ তো তুচ্ছ ; এতে তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হবে তাও তো জীবনে এক বিশাল প্রাপ্তি'॥ ১২ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে।
অপ্যস্ত্যুপায়নং কিঞ্চিদ্ গৃহে কল্যাণি দীয়তাম্॥ ১৩

এইরূপ বিচার করে তিনি সখা দর্শনে গমন করবার সংকল্প করে ভার্যাকে বললেন—হে কল্যাণী ! গৃহে উপহার দেওয়ার মতন কিছু আছে ? থাকলে দাও! ১৩॥

যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্।
চৈলখণ্ডেন তান্ বদ্ধ্বা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নম্॥ ১৪

তখন ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের আবাস থেকে চার মুষ্টি চিপিটক যাচনা করে আনলেন আর তাই এক বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে শ্রীভগবানকে উপহার প্রদান নিমিত্ত পতিদেবতাকে দিলেন॥ ১৪ ॥

স তানাদায় বিপ্রাগ্র্যঃ প্রযযৌ দ্বারকাং কিল।
কৃষ্ণসন্দর্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্॥ ১৫

অতঃপর সেই উপহারদ্রব্য হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ-দেবতা দ্বারকা উদ্দেশে গমন করলেন। পথে তিনি ভাবতে ভাবতে চললেন—'আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ কেমন করে হবে ?' ১৫ ॥

ত্রীণি[১] গুল্মান্যতীয়ায় তিস্রঃ কক্ষাশ্চ সদ্বিজঃ।
বিপ্রোহগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাং গৃহেষ্বচ্যুতধর্মিণাম্॥ ১৬

পরীক্ষিৎ ! দ্বারকায় উপনীত হয়ে সেই ব্রাহ্মণ-দেবতা অপরাপর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুকঠিন তিন সৈন্য ব্যূহ ও তিন কক্ষ অতিক্রম করলেন ও ভাগবদ্ধর্মপালনকারী অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যাদবদের মহলে উপনীত হলেন॥ ১৬ ॥

গৃহং দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং মহিষীণাং হরের্দ্বিজঃ।
বিবেশৈকতমং শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দং গতো যথা॥ ১৭

তারই মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীদের মহল ছিল। তারই একটার মধ্যে ব্রাহ্মণদেবতা প্রবেশ করলেন। ভবন অতীব সুসজ্জিত ও শ্রীসম্পন্ন ছিল। প্রবেশকালে ব্রাহ্মণদেবতার ব্রহ্মানন্দসাগরে মিলিত হওয়ার আনন্দ অনুভূতি লাভ হল॥ ১৭ ॥

তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্যঙ্কমাস্থিতঃ[২]।
সহসোত্থায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্যগ্রহীন্মুদা॥ ১৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রাণপ্রিয়া শ্রীরুক্মিণীর পালঙ্কে বিরাজমান ছিলেন। ব্রাহ্মণদেবতাকে দূর থেকেই আসতে দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন আর স্বয়ং তাঁর কাছে গমন করে পরমানন্দ সহকারে তাঁকে বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করলেন॥ ১৮ ॥

সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ।
প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দূন্ নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ॥ ১৯

হে পরীক্ষিৎ ! পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান নিজ পরম প্রিয় সখা ব্রাহ্মণদেবতার অঙ্গস্পর্শ লাভ করে পরম

[১]গুল্মানি ত্রীণ্যতী.। [২]মাশ্রিতঃ।

অথোপবেশ্য পর্যঙ্কে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্।
উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ॥ ২০

অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ভগবাঁল্লোকপাবনঃ।
ব্যলিম্পদ্ দিব্যগন্ধেন চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ॥ ২১

ধূপৈঃ সুরভিভির্মিত্রং প্রদীপাবলিভির্মুদা।
অর্চিত্বাবেদ্য তাম্বূলং গাং চ স্বাগতমব্রবীৎ॥ ২২

কুচৈলং মলিনং ক্ষামং দ্বিজং ধমনিসংততম্।
দেবী পর্যচরৎ সাক্ষাচ্চামরব্যজনেন বৈ ॥ ২৩

অন্তঃপুরজনো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামলকীর্তিনা।
বিস্মিতোঽভূদতিপ্রীত্যা অবধূতং সভাজিতম্॥ ২৪

কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা।
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ॥ ২৫

যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্ভৃতঃ।
পর্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা॥ ২৬

কথয়াঞ্চক্রতুর্গাথাঃ পূর্বা গুরুকুলে সতোঃ।
আত্মনো ললিতা রাজন্ করৌ গৃহ্য পরস্পরম্॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ

অপি ব্রহ্মন্ গুরুকুলাদ্ ভবতা লব্ধদক্ষিণাৎ।
সমাবৃত্তেন ধর্মজ্ঞ ভার্যোঢ়া সদৃশী ন বা॥ ২৮

আনন্দ লাভ করলেন। তাঁর কমলসম কোমল নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু বিসর্জন হতে লাগল॥ ১৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সমাদরে নিজ পালঙ্কে উপবেশন করালেন আর স্বয়ং পূজোপকরণ এনে তাঁর পূজা করলেন। অতঃপর তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণদেবতার পাদপ্রক্ষালন করে তাঁর পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি সখার অঙ্গে চন্দন, অগুরু, কুমকুম আদি দিব্যগন্ধাদির লেপন করে দিলেন॥ ২০-২১ ॥

অতঃপর তিনি পরমানন্দে সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপ সহকারে তাঁর সখাকে আরতি করালেন ; তাম্বূল প্রদান ও গাভী দানও বাদ গেল না। এইবার তিনি সুমধুর বাণীতে সখার কুশলাদি প্রশ্ন করে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন॥ ২২॥

ব্রাহ্মণদেবতার অঙ্গে ছিল জীর্ণ মলিন বস্ত্র। তাঁর দেহও মলিন ও কৃশ ছিল। দেহের শিরাসকল বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। স্বয়ং ভগবতী শ্রীরুক্মিণী চামর ব্যজন করে তাঁর সেবায় যুক্ত ছিলেন॥ ২৩ ॥

অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীগণ ঘটনা প্রবাহ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি সহকারে সেই মলিন বসন অবধূত ব্রাহ্মণের সেবা-পূজায় যুক্ত থাকাকে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না॥ ২৪ ॥

তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন —এই শ্রীহীন মলিনবসন নিকৃষ্ট ভিক্ষুক কী এমন পুণ্য করেছে যে ত্রিলোকগুরু শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার আদর-আপ্যায়নে যুক্ত রয়েছেন। দেখো ! তিনি পালঙ্কে তাকে বসিয়েছেন আর নিত্যসেবায় যুক্ত লক্ষ্মীস্বরূপ শ্রীরুক্মিণীকে ছেড়ে তাঁর অগ্রজ শ্রীবলরামসম তাকে সম্মান প্রদর্শন করে আলিঙ্গন করছেন ! ২৫-২৬ ॥

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর সেই ব্রাহ্মণ হাত ধরাধরি করে তাঁদের গুরুকুলে অবস্থান কালে ঘটা পূর্ব জীবনের স্মৃতিসকল রোমন্থন করে আনন্দ লাভ করতে লাগলেন॥ ২৭ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ব্রাহ্মণদেবতা ! হে ধর্মজ্ঞ ! গুরুদক্ষিণা প্রদান করে যখন গৃহে প্রত্যাগমন করলে তখন তুমি কি তোমার অনুকূল ভার্যা গ্রহণ

প্রায়ো গৃহেষু তে চিত্তমকামবিহতং[1] তথা।
নৈবাতিপ্রীয়সে বিদ্বন্ ধনেষু বিদিতং হি মে॥ ২৯

করেছিলে ? ২৮ ॥

আমি জানি যে গৃহস্থাশ্রমে নিবাস করেও তুমি প্রায়শ বিষয় ভোগাসক্ত হওনি। হে বিদ্বান ! আমি এও জানি যে ধনসম্পত্তিতে তোমার কোনো আসক্তি নেই॥ ২৯ ॥

কেচিৎ কুর্বন্তি কর্মাণি কামৈরহতচেতসঃ।
ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যথাহং লোকসংগ্রহম্॥ ৩০

জগতে এইরূপ ব্যক্তি কমই আছে যারা ভগবানের মায়া নির্মিত জাগতিক বাসনাসমূহকে ত্যাগ করে থাকে এবং চিত্তে বিষয়বাসনা একটুও ধারণ না করে কেবল আমার মতন লোকশিক্ষার জন্য কর্ম সম্পাদন করে থাকে॥ ৩০ ॥

কচ্চিদ্ গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্ স্মরসি নৌ যতঃ।
দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে॥ ৩১

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমাদের গুরুকুলের একত্রে থাকবার সময়ের কথা তোমার মনে পড়ে কি ? গুরুকুলেই দ্বিজগণের নিজ জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে যা অজ্ঞানান্ধকার পার করতে সহায়ক হয় ॥ ৩১ ॥

স বৈ সৎকর্মণাং সাক্ষাদ্ দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ।
আদ্যোঽঙ্গ যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ॥ ৩২

হে সখা ! এই জগতে এই মানবদেহ প্রদানকারী জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু হয়ে থাকেন। অতঃপর উপনয়ন সংস্কার করে সৎকর্ম শিক্ষা প্রদানকারী হলেন দ্বিতীয় গুরু—যিনি আমার মতনই পূজ্য। তদনন্তর জ্ঞানোপদেশ দান করে পরমাত্মা লাভের পথ প্রদর্শনকারী গুরু তো আমার স্বরূপই হয়ে থাকেন। বর্ণাশ্রমে এই তিন গুরু হয়ে থাকেন॥ ৩২ ॥

নম্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমবতামিহ।
যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্॥ ৩৩

হে আমার প্রিয় সখা ! গুরুরূপে আমি স্বয়ংই বর্তমান থাকি। এই জগতে বর্ণাশ্রমে মর্যাদানুসারে যাঁরা নিজ গুরুদেবের উপদেশানুসারে অনায়াসে এই ভবসাগর অতিক্রম করে থাকেন তাঁরাই স্বার্থ ও পরমার্থের যথার্থ জ্ঞানী হয়ে থাকেন॥ ৩৩ ॥

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ ৩৪

হে প্রিয় সখা ! আমিই সকলের আত্মা ; আমিই সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান থাকি। আমি গৃহস্থাশ্রমের পঞ্চমহাযজ্ঞাদি সম্পাদন দ্বারা, ব্রহ্মচারীর ধর্ম উপনয়ন বেদাধ্যয়ন আদির দ্বারা, বানপ্রস্থ আশ্রমের তপস্যার দ্বারা আর সব দিক দিয়ে উপরত হয়ে যাওয়া এই সন্ন্যাস আশ্রম দ্বারা যত প্রীতি লাভ করি, তার থেকেও অনেক বেশি গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকলে প্রীত হয়ে থাকি॥ ৩৪ ॥

[1]মনিরতং তদা।

অপি নঃ স্মর্যতে ব্রহ্মন্ বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ।
গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে ক্বচিৎ॥ ৩৫

ব্রহ্মন্ ! গুরুকুল নিবাসকালে আমাদের গুরুপত্নী ইন্ধন সংগ্রহ নিমিত্ত আমাদের অরণ্যে প্রেরণ করেছিলেন, সেই ঘটনা তোমার মনে পড়েনি ? ৩৫ ॥

প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্তৌ সুমহদ্ দ্বিজ।
বাতবর্ষমভূত্তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৩৬

সেই দিন আমরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলাম। তখন অকালে অতি তীব্র ও ভয়াবহ ঝড়ঝাপটা হয়েছিল ; আকাশে প্রবল মেঘের তর্জনগর্জন শোনা যাচ্ছিল॥ ৩৬ ॥

সূর্যশ্চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ।
নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥ ৩৭

তখন সূর্যদেবও অস্তাচলে গমন করেছিলেন। চারদিকে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এসেছিল। সর্বত্র জলময় হয়ে গর্ত, পথ সব একাকার হয়ে গিয়েছিল॥ ৩৭ ॥

বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলাম্বুভি-
র্নিহন্যমানা মুহুরম্বুসম্প্লবে।
দিশোঽবিদন্তোঽথ পরস্পরং বনে
গৃহীতহস্তাঃ পরিবভ্রিমাতুরাঃ॥ ৩৮

তাকে বর্ষণ না বলে ছোটোখাটো একটা প্রলয় বলাই ভালো। ঝড়ের দাপট আর প্রবল বর্ষণ আমাদের কষ্টের কারণ হয়েছিল। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। দৈব দুর্বিপাক আমাদের কাতর করে দিয়েছিল। আমরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে অরণ্যের মধ্যেই ইতস্তত পথ খুঁজে বেড়িয়েছিলাম॥ ৩৮ ॥

এতদ্ বিদিত্বা উদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ।
অন্বেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্যোঽপশ্যদাতুরান্॥ ৩৯

আমাদের গুরুদেব সান্দীপনি মুনি তা জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আমাদের অন্বেষণে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। অন্বেষণ করতে করতে অত্যধিক কাতর অবস্থায় তিনি আমাদের খুঁজে পেয়েছিলেন॥ ৩৯ ॥

অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ।
আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য[1] মৎপরাঃ॥ ৪০

তিনি বলতে লাগলেন—হে পুত্রগণ ! অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা ! আমার জন্য তোমরা কত কষ্ট সহ্য করলে ! যে মানবদেহ সকলের অতি প্রিয় হয়ে থাকে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমরা আমার সেবায় আত্মনিবেদন করলে ! ৪০ ॥

এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্ বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥ ৪১

সদ্‌শিষ্যের পক্ষে গুরুদেবের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় হল তার দেহ, মন—সর্বস্ব শ্রীগুরুর সেবায় নিবেদন করা॥ ৪১ ॥

তুষ্টোঽহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ॥ ৪২

হে দ্বিজোত্তমযুগল ! আমি তোমাদের উপর অতি প্রসন্ন। তোমাদের সকল মনোরথ, সকল অভিলাষ যেন পূর্ণ হয়। আমার কাছে তোমরা যে বেদাধ্যয়ন করেছ তা যেন কখনো বিস্মৃত না হয় আর তা যেন ইহলোকে

[1]শ্রেষ্ঠ.।

...।বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মসু[1]।
গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে॥ ৪৩

ও পরলোকে কোথাও কখনো নিষ্ফল প্রমাণিত না হয়॥ ৪২ ॥

হে প্রিয় সখা! গুরুকুলে নিবাসকালে এমন সব কতই না ঘটনা ঘটেছে। শান্তি লাভ ও পূর্ণতার অভিব্যক্তি গুরুকৃপা হলেই তবে সম্ভব হয়। এ এক চিরন্তন সত্য॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ

কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্‌গুরো।
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাবভূৎ॥ ৪৪

ব্রাহ্মণদেবতা বললেন—হে দেবেশ্বর! হে জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ! আমি পরম সৌভাগ্যবান। গুরুকুলে তোমার মতন সত্যাশ্রয়ীর ও পরমাত্মার সঙ্গ লাভ যে আমার দুর্লভ সৌভাগ্যের দ্যোতক। আমার আর তো কিছুই কাম্য নেই॥ ৪৪ ॥

যস্যাচ্ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহ আবপনং বিভো[2]।
শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্॥ ৪৫

হে প্রভু! চতুর্বেদ আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ লাভের প্রকৃষ্ট পথ তা তো আমার সম্মুখে নরদেহ ধারণ করে উপস্থিত রয়েছে। সেই দেহ যদি বেদ অধ্যয়ন নিমিত্ত গুরুকুলে বাস করতে যায়, তা নরলীলা অভিনয় ছাড়া আর কী হতে পারে? ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[3] উত্তরার্ধে শ্রীদামচরিতেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের সুদামা চরিত্র নামক আশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

---

[1]নি। [2]প্রভো [3]ন্ধে সপ্তসপ্ততিতমো।

অথৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

একাশিতিতম অধ্যায়

সুদামার ঐশ্বর্যলাভ

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং দ্বিজমুখ্যেন সহ সঙ্কথয়ন্ হরিঃ।
সর্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ তম্[1]॥ ১

ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো ভগবান্ প্রহসন্ প্রিয়ম্।
প্রেম্ণা নিরীক্ষণেনৈব প্রেক্ষন্ খলু সতাং গতিঃ॥ ২

শ্রীশুকদেব বললেন—প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কারো মনের কথা গোপন থাকে না। তিনি ব্রাহ্মণদের পরমভক্ত, তাঁদের ক্লেশনাশক এবং সজ্জনদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ব্রাহ্মণদেবতার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন বহুক্ষণ পর্যন্ত চলল। এইবার তিনি ব্রাহ্মণদেবতার উপর প্রেমপ্রীতি সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আর তাঁর প্রিয় সখাকে পরিহাস করে বললেন॥ ১-২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্ মে ভবতা গৃহাৎ।
অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্যেব মে ভবেৎ।
ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥ ৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ব্রহ্মন্ ! তা তুমি গৃহ থেকে আমার জন্য কী উপহার এনেছ ? আমার প্রেমী ভক্ত যখন প্রেমপ্রীতি সহকারে অতি অল্প পরিমাণ বস্তুও উপহাররূপে আমাকে অর্পণ করে আমি তা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু আমার ভক্ত বিনা অন্য কেউ যদি আমাকে বহুমূল্য বস্তুও উপহার দেয় আমি তাতে সন্তুষ্ট হই না॥ ৩॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৪

ইত্যুক্তোঽপি দ্বিজস্তস্মৈ ব্রীড়িতঃ পতয়ে শ্রিয়ঃ।
পৃথুকপ্রসৃতিং[2] রাজন্ ন প্রাযচ্ছদবাঙ্‌মুখঃ॥ ৫

সর্বভূতাত্মদৃক্ সাক্ষাৎ তস্যাগমনকারণম্।
বিজ্ঞায়াচিন্তয়ন্নায়ং শ্রীকামো মাভজৎ পুরা॥ ৬

পত্ন্যাঃ পতিব্রতায়াস্তু সখা প্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রাপ্তো মামস্য দাস্যামি সম্পদোঽমর্ত্যদুর্লভাঃ॥ ৭

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইরূপ কথা শুনেও সেই ব্রাহ্মণদেবতা শ্রীপতিকে সেই চার মুষ্টি চিপিটক প্রদান করলেন না। তিনি সংকোচে অধোবদন হয়ে রইলেন। হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত প্রাণীর চিত্তের প্রতিটি সংকল্প-বিকল্প জানতে পারেন। ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ আর তাঁর সংকোচের কথা তিনি জানতে পারলেন। তিনি বিচার করতে লাগলেন —'এ আমার প্রিয় সখা ; ইতিপূর্বে কখনো ধনসম্পদ কামনায় সে আমার ভজনা করেনি। তার এইবারের আগমন পতিব্রতা স্ত্রীকে প্রসন্ন করবার জন্য হয়েছে ; তারই আগ্রহে এর আগমন। সুতরাং আমি একে এমন সম্পদ দেব যা দেবতাদেরও অতি দুর্লভ॥ ৫-৭ ॥

ইত্থং[3] বিচিন্ত্য বসনাচ্চীরবদ্ধান্ দ্বিজন্মনঃ।
স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতণ্ডুলান্॥ ৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করে ব্রাহ্মণের বস্ত্রের মধ্যে এক বস্ত্রখণ্ডবদ্ধ চিপিটক দেখে বললেন—'আরে ! এটা কী ?' বলেই ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তা কেড়ে

[1]হ। [2]তী রাজ.। [3]ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা চীর.।

নন্বেতদুপনীতং মে পরমপ্রীণনং সখে।
তর্পয়ন্ত্যঙ্গ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ॥ ৯

নিলেন॥ ৮ ॥

আর পরম সমাদরে বললেন—'হে প্রিয় সখা! এই তো তুমি আমার অতি প্রিয় উপহারদ্রব্য এনেছ। এই চিপিটক কেবল আমাকে নয় সমগ্র জগৎকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম'॥ ৯ ॥

ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জগ্ধ্বা দ্বিতীয়াং জগ্ধুমাদদে।
তাবচ্ছ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ॥ ১০

এইরূপ বলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বস্ত্রখণ্ড থেকে এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করে তা ভক্ষণ করলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করতেই শ্রীরুক্মিণীরূপী স্বয়ং ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিলেন। কারণ তাঁরা তো একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পরায়ণ, তাঁকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারেন না॥ ১০ ॥

এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।
অস্মিঁল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ পুংসস্ত্বত্তোষকারণম্॥ ১১

শ্রীরুক্মিণী বললেন—হে সর্বাত্মা! আর দরকার নেই। মানবের ইহলোক ও মৃত্যুর পরে পরলোকেও সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির জন্য আপনার এই এক মুষ্টি চিপিটক ভক্ষণই পর্যাপ্ত; কারণ আপনার প্রসন্নতার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণস্তাং তু রজনীমুষিত্বাচ্যুতমন্দিরে।
ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং মেনে আত্মানং স্বর্গতং যথা॥ ১২

পরীক্ষিৎ! ব্রাহ্মণদেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভবনে রাত্রি যাপন করলেন। পরিতৃপ্তিতে তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ হল। তিনি বৈকুণ্ঠ বাসের অনুভূতি লাভ করলেন॥ ১২ ॥

শ্বোভূতে বিশ্বভাবেন স্বসুখেনাভিবন্দিতঃ।
জগাম স্বালয়ং তাত পথ্যনুব্রজ্য[১] নন্দিতঃ॥ ১৩

স চালব্ধ্বা ধনং কৃষ্ণান্ন[২] তু যাচিতবান্ স্বয়ম্।
স্বগৃহান্ ব্রীড়িতোঽগচ্ছন্মহদ্দর্শননির্বৃতঃ॥ ১৪

পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ব্রাহ্মণদেবতা প্রত্যক্ষরূপে কিছুই পেলেন না, তিনিও কোনো কিছু যাচনা করলেন না। মনের গুপ্ত কামনার জন্য তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জা অনুভব করেছিলেন। দিবাগমনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভজনিত আনন্দে ভরপুর হয়ে তিনি গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ১৩-১৪ ॥

অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যতা ময়া।
যদ্ দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি॥ ১৫

তিনি মনে মনে ভাবতে ভাবতে চললেন—'অহো! কী আনন্দের কথা! কী আশ্চর্যজনক কথা! তিনি ব্রাহ্মণদের নিজ ইষ্টদেব জ্ঞান করেন। তাঁর ব্রাহ্মণভক্তি আজ আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। ধন্য! যাঁর বক্ষঃস্থলে স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নিত্য অধিষ্ঠান সেই তিনিই আমার মতন অতি দরিদ্রকে আলিঙ্গন করলেন॥ ১৫ ॥

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥ ১৬

কোথায় আমার মতন দীনদরিদ্র ও পাপী আর কোথায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয়স্থল স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলে আমাকে

[১]পরিষজ্যাতি.। [২]সম্পূর্ণ তু।

নিবাসিতঃ প্রিয়াজুষ্টে পর্যঙ্কে ভ্রাতরো যথা।
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া॥ ১৭

দুইহাতে কাছে টেনে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করলেন॥ ১৬ ॥

শুধু তাই নয় তিনি আমাকে সেই পালঙ্কে উপবেশন করালেন যার উপর তাঁর প্রাণপ্রিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী শয়ন করে থাকেন। তিনি আমার সঙ্গে আপন ভাইয়ের মতন ব্যবহার করলেন। আরও কত কী ? আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম তাই স্বয়ং তাঁর পাটরানি শ্রীরুক্মিণীদেবী চামর ব্যজন করে আমার সেবা করলেন॥ ১৭ ॥

শুশ্রূষয়া পরময়া পাদসংবাহনাদিভিঃ।
পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবেন দেববৎ॥ ১৮

আহা! তিনি স্বয়ং দেবতাদের আরাধ্যদেবতা। সেই তিনি ব্রাহ্মণদের উপর ইষ্টদেবতা-ভাব রেখে আমার পদসেবা করলেন আর নিজের হাতে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়ে আমার পরম সেবা-শুশ্রূষা করলেন ; আবার দেবতাসম আমার পূজার্চনাও করলেন॥ ১৮ ॥

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্॥ ১৯

স্বর্গ ও মুক্তির, ভূতলের ও রসাতলের সম্পত্তি আর সমস্ত যোগসিদ্ধির প্রাপ্তির মূল হল তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা॥ ১৯ ॥

অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।
ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ॥ ২০

তবুও পরমদয়াল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে আমাকে একটুও ধনসম্পদ প্রদান করলেন না। কারণ তাতে এই দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনসম্পদ লাভ করে মত্ত হয়ে না পড়ে, আর তাঁকে যেন ভুলে না যায়॥ ২০ ॥

ইতি তচ্চিন্তয়ন্নন্তঃ প্রাপ্তো নিজগৃহান্তিকম্।
সূর্যানলেন্দুসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সর্বতো বৃতম্॥ ২১

বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ।
প্রোৎফুল্লকুমুদাম্ভোজকহ্লারোৎপলবারিভিঃ ॥ ২২

জুষ্টং স্বলঙ্কৃতৈঃ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ হরিণাক্ষিভিঃ।
কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিত্যভূৎ॥ ২৩

এইরূপ চিন্তা করতে করতে সেই ব্রাহ্মণ নিজের গৃহের সমীপে উপনীত হলেন। তিনি দেখলেন যে সেই স্থানটি সূর্য, অগ্নি ও চন্দ্রসম জ্যোতির্ময় মণিমাণিক্যমণ্ডিত অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। বহু বর্ণময় উদ্যান ও উপবন রয়েছে যাতে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ণময় পক্ষীকুল কলরব করছে। সরোবরসমূহে কুমুদ আর শ্বেত, নীল, সুগন্ধযুক্ত বিভিন্ন ধরনের কমল প্রস্ফুটিত রয়েছে ; সুন্দর ও সুসজ্জিত নরনারীগণ ইতস্তত বিচরণ করছেন। ওইরূপ প্রত্যক্ষ করে ব্রাহ্মণদেবতা ভাবতে লাগলেন —'আমি এ কী দেখছি ? এ স্থান কার ? যদি এ সেই স্থান হয়ে থাকে তাহলে আমার গৃহটি কী করে এমন হয়ে গেল ?' ২১ -২৩ ॥

এবং মীমাংসমানং তং নরা নার্যোঽমরপ্রভাঃ।
প্রত্যগৃহ্নন্ মহাভাগং গীতবাদ্যেন ভূয়সা॥ ২৪

ব্রাহ্মণ যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন তখন দেবতুল্য সুন্দর নরনারীগণ মঙ্গলাচরণ সূচক গীতবাদ্য সহকারে ব্রাহ্মণ-দেবতাকে অভ্যর্থনা নিমিত্ত এগিয়ে এলেন॥ ২৪ ॥

পতিমাগতমাকর্ণ্য পত্ন্যুদ্ধর্ষাতিসম্ভ্রমা[1]।
নিশ্চক্রাম গৃহাত্তূর্ণং রূপিণী শ্রীরিবালয়াৎ॥ ২৫

পতিদেবের আগমনবার্তা শ্রবণ করে আনন্দে বিহ্বল ব্রাহ্মণী দ্রুত পদক্ষেপে গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই কমলবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন॥ ২৫ ॥

পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা।
মীলিতাক্ষ্যনমদ্ বুদ্ধ্যা মনসা পরিষস্বজে॥ ২৬

পতিদেবতাকে প্রত্যক্ষ করে পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর নয়নযুগল উৎকণ্ঠা ও প্রেমমিশ্রিত অশ্রুতে পরিপূর্ণ হল। নেত্রকপাট বন্ধ করে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। ব্রাহ্মণী অতি প্রেমভাবযুক্ত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন আর মনে মনে তাঁকে আলিঙ্গনও করলেন॥ ২৬ ॥

পত্নীং বীক্ষ্য বিস্ফুরন্তীং দেবীং বৈমানিকীমিব।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মধ্যে ভান্তীং স বিস্মিতঃ॥ ২৭

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ব্রাহ্মণী সুবর্ণহারধারিণী দাসীগণ পরিবৃতা হয়ে ছিলেন। তিনি দাসীদের মধ্যে বিমানস্থিত দেবাঙ্গনাসম নয়নাভিরাম ও দেদীপ্যমান লাগছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ওইভাবে প্রত্যক্ষ করে ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে গেলেন॥ ২৭ ॥

প্রীতঃ স্বয়ং তয়া যুক্তঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্।
মণিস্তম্ভশতোপেতং মহেন্দ্রভবনং যথা॥ ২৮

ভার্যার সঙ্গে প্রেমপ্রীতি সহকারে তিনি নিজ ভবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর ভবন তখন শত শত মণিমুক্তা-মণ্ডিত স্তম্ভ পরিশোভিত ; যেন দেবরাজ ইন্দ্রের নিবাসস্থান॥ ২৮ ॥

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ।
পর্যঙ্কা হেমদণ্ডানি চামরব্যজনানি চ॥ ২৯

গৃহাভ্যন্তরে ছিল গজদন্তনির্মিত সুবর্ণমণ্ডিত পালঙ্কসকল যার উপর শুভ্র ও কোমল শয্যা শোভায়মান ছিল। রাশি রাশি সুবর্ণদণ্ডবিশিষ্ট চামর ও ব্যজনও ছিল॥ ২৯ ॥

আসনানি চ হৈমানি মৃদূপস্তরণানি চ।
মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি দ্যুমন্তি চ॥ ৩০

আর ছিল সুকোমল আচ্ছাদনযুক্ত সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসন ! ঝালরে যুক্ত চন্দ্রাতপসকল মুক্তামালা দীপায়মান হচ্ছিল॥ ৩০ ॥

স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ।
রত্নদীপা ভ্রাজমানা ললনারত্নসংযুতাঃ॥ ৩১

মহামরকতময় ও স্ফটিকময় স্বচ্ছ ভবনের ভিত্তিসমূহ সৌন্দর্যের আধার ছিল। রত্ননির্মিত ললনা-মূর্তির হস্তে রত্নময় প্রদীপ পরম শোভাযুক্ত ছিল॥ ৩১ ॥

বিলোক্য ব্রাহ্মণস্তত্র সমৃদ্ধীঃ[2] সর্বসম্পদাম্।
তর্কয়ামাস নির্ব্যগ্রঃ স্বসমৃদ্ধিমহৈতুকীম্॥ ৩২

বহুল সম্পদ লাভের কোনো বিশেষ কারণ না বুঝতে পেরে ব্রাহ্মণদেবতা সেই সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন॥ ৩২ ॥

নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য
শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ।
মহাবিভূতেরবলোকতোঽন্যো
নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য॥ ৩৩

তিনি স্বগতোক্তি করতে লাগলেন—এই বিপুল সম্পত্তি ও সমৃদ্ধির উৎস কী ? আমি তো জন্মাবধি ভাগ্যহীন ও দীনদরিদ্র। এ পরমৈশ্বর্যশালী যদুবংশশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না॥ ৩৩ ॥

[1]তিমানিতা। [2]দ্ধিং।

নন্বব্রুবাণো দিশতেঽসমক্ষং
যাচিষ্ণবে ভূর্যপি ভূরিভোজঃ।
পর্জন্যবত্তৎ স্বয়মীক্ষমাণো
দাশার্হকাণামৃষভঃ সখা মে॥ ৩৪

এসবই তাঁর করুণায় হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণকাম ও লক্ষ্মীপতি ; তাই তিনি অনন্ত ভোগসামগ্রী-সম্পন্ন। যাচক ভক্তকে তিনি তার কামনানুসারে বহু সামগ্রী দান করেও যৎসামান্য জ্ঞান করে থাকেন ; তাই বোধহয় সাক্ষাতে কিছুই বলেন না। আমার যদুবংশ শ্রেষ্ঠ সখা শ্যামসুন্দর সত্যই সেই মেঘ থেকেও বেশি উদার যে সমুদ্র পরিপূর্ণ করবার ক্ষমতা ধারণ করলেও কৃষকের সম্মুখে বর্ষণ না করে তার নিদ্রাগমনে রাত্রির অন্ধকার কালে প্রবল বর্ষণ করেও তা যৎসামান্যই জ্ঞান করে থাকে॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চিৎ করোত্যুর্বপি যৎ স্বদত্তং
সুহৃৎকৃতং ফল্গ্বপি ভূরিকারী।
ময়োপনীতাং পৃথুকৈকমুষ্টিং
প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিযুতো মহাত্মা॥ ৩৫

আমার প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের দান উদারচিত্ত হয়ে থাকে কিন্তু প্রচুর দিয়েও তিনি মনে করে থাকেন যে অল্প দিলেন। আর প্রেমীভক্তের দেওয়া যৎসামান্য বস্তুকেও তাঁর প্রচুর মনে হয়। এই দেখো ! আমি তো কেবল এক মুষ্টি মাত্র চিপিটক দিয়েছিলাম কিন্তু পরম উদার শ্রীকৃষ্ণ তা কত প্রেমপ্রীতি সহকারে গ্রহণ করলেন॥ ৩৫ ॥

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী
দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন
বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ ॥ ৩৬

আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে তাঁর প্রেম, তাঁর সৌহার্দ্য, তার সখ্য ও তাঁর দাস্য লাভে বঞ্চিত না হই। আমি ধনসম্পদের প্রয়াসী আদৌ নই। সমস্ত গুণাধার মহানুভব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমার অনুরাগ যেন নিত্য বৃদ্ধি পায় আর আমি যেন তাঁর প্রেমী ভক্তের সৎসঙ্গ লাভ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই॥ ৩৬ ॥

ভক্তায় চিত্রা ভগবান্ হি সম্পদো
রাজ্যং বিভূতীর্ন সমর্থয়ত্যজঃ।
অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং
পশ্যন্ নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্॥ ৩৭

জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনসম্পদের কুফলের কথা ভালোভাবে জানেন। ধনসম্পত্তিতে মদমত্ত ব্যক্তিদের পতন সম্পর্কে তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন। তাই তিনি সদসদ্ বিচাররহিত ভক্তদের যাচনা করা সত্ত্বেও ধনসম্পদ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য দান করা থেকে বিরত থাকেন। ভক্তদের প্রতি এটি তাঁর অনুপম করুণার প্রকাশ॥ ৩৭ ॥

ইত্থং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা ভক্তোঽতীব জনার্দনে।
বিষয়াঞ্জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ॥ ৩৮

পরীক্ষিৎ ! বুদ্ধিপূর্বক এইরূপ বিচার করে ভার্যাসহ সেই ব্রাহ্মণদেবতা ত্যাগ ও অনাসক্তি সহকারে সেই ভগবদ্প্রসাদস্বরূপ বিষয় গ্রহণ করলেন। দিনে দিনে তাঁর প্রেমভক্তির বৃদ্ধি হতে থাকল॥ ৩৮ ॥

তস্য বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্॥ ৩৯

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ভক্তভয়হারী যজ্ঞপতি সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণদের নিজ প্রভু ও ইষ্ট মনে করে থাকেন। তাই ব্রাহ্মণগণ এই জগতে সর্বাধিক প্রণম্য বলে স্বীকৃত॥ ৩৯ ॥

এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহৃত্তদা
দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্।
তদ্ধ্যানবেগোদ্‌গ্রথিতাত্মবন্ধন-
স্তদ্ধাম লেভেঽচিরতঃ সতাং গতিম্॥ ৪০

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা সেই ব্রাহ্মণ দেখলেন—যদিও শ্রীভগবান অজিত, তিনি কারো অধীন নন ; সেই তিনি নিজ ভক্তের অধীন হয়ে যান, তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে যান। ব্রাহ্মণ এইবার তাঁর ধ্যানে তন্ময় হয়ে গেলেন। ধ্যানাবেগে তাঁর অবিদ্যার গ্রন্থি শিথিল হয়ে গেল আর অতি শীঘ্রই তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণের পরমাশ্রয় বৈকুণ্ঠধাম লাভ করলেন॥ ৪০ ॥

এতদ্ ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মণ্যতাং নরঃ।
লব্ধভাবো ভগবতি কর্মবন্ধাদ্ বিমুচ্যতে॥ ৪১

হে পরীক্ষিৎ ! ব্রাহ্মণদের নিজ ইষ্টজ্ঞানধারণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রাহ্মণভক্তির উপাখ্যান যে শ্রবণ করে সে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রেমভাব লাভ করে ও সকল কর্মবন্ধন থেকে তার মুক্তি হয়॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে পৃথুকোপাখ্যানং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের সুদামার ঐশ্বর্যলাভ নামক একাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

---

[১]ন্ধে পৃথুকোপাখ্যানেঽষ্টসপ্ততিতমো.।

অথ দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

দ্ব্যশিতিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত গোপ-গোপিকাদের মিলন

শ্রীশুক[1] উবাচ

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রামকৃষ্ণয়োঃ।
সূর্যোপরাগঃ সমুহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা॥ ১

তং[2] জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্ পুরস্তাদেব সর্বতঃ।
সমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিধিৎসয়া॥ ২

নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নৃপাণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাহ্রদান্॥ ৩

ঈজে চ ভগবান্ রামো যত্রাস্পৃষ্টোঽপি কর্মণা।
লোকস্য গ্রাহয়ন্নীশো যথান্যোঽঘাপনুত্তয়ে॥ ৪

মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং তত্রাগন্ ভারতীঃ প্রজাঃ।
বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রূরবসুদেবাহুকাদয়ঃ॥ ৫

যযুর্ভারত তৎ ক্ষেত্রং স্বমঘং ক্ষপয়িষ্ণবঃ।
গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ[3] সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ॥ ৬

আস্তেঽনিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্মা চ যূথপঃ।
তে রথৈর্দেবধিষ্ণ্যাভৈর্হয়ৈশ্চ তরলপ্লবৈঃ॥ ৭

গজৈর্নদদ্ভিরভ্রাভৈর্নৃভির্বিদ্যাধরদ্যুভিঃ।
ব্যরোচন্ত মহাতেজাঃ পথি কাঞ্চনমালিনঃ॥ ৮

দিব্যস্রগ্বস্ত্রসন্নহাঃ কলত্রৈঃ খেচরা ইব।
তত্র স্নাত্বা মহাভাগা উপোষ্য সুসমাহিতাঃ॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তখন দ্বারকায় স্বমহিমায় বিরাজমান। সেই সময়ে একবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হল যা সাধারণত প্রলয়কালে হতে দেখা যায়॥ ১ ॥

হে পরীক্ষিৎ! সূর্যগ্রহণের কথা জ্যোতিষীদের কাছ থেকে রাজ্যবাসী পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। অতএব সকলেই নিজ কল্যাণ উদ্দেশ্যে পুণ্যাদি উপার্জন হেতু দলে দলে সমন্তপঞ্চক তীর্থ কুরুক্ষেত্রে এলেন॥ ২ ॥

এই সমন্তপঞ্চক ক্ষেত্র সেই স্থান—যেখানে শ্রেষ্ঠ শস্ত্রধর শ্রীপরশুরাম সমগ্র জগৎকে ক্ষত্রিয়রহিত করে রাজাদের শোণিত প্রবাহে বড় বড় কুণ্ড রচনা করেছিলেন॥ ৩ ॥

যেমন সাধারণ ব্যক্তিকে পাপ স্খালন নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে দেখা যায় তেমনি ভগবান সর্বশক্তিমান পরশুরামের কর্মের কোনো সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও লোকমর্যাদা হেতু তিনি সেইখানে যজ্ঞ করেছিলেন॥ ৪ ॥

পরীক্ষিৎ! এই মহান তীর্থযাত্রা কালে ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে জনগণের কুরুক্ষেত্রে আগমন হয়েছিল। তাতে অক্রূর, বসুদেব, উগ্রসেন আদি বয়োবৃদ্ধগণ ও গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব আদি অন্যান্য যদুবংশীয়গণও নিজ কৃত পাপ স্খালন হেতু কুরুক্ষেত্রে আগমন করেছিলেন। প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধ ও যদুবংশীয় সেনাপতি কৃতবর্মা—এই দুইজনে সুচন্দ্র, শুক, সারণ আদির সঙ্গে দ্বারকায় নগর রক্ষাকার্যে যুক্ত হয়ে সেইখানেই থেকে গিয়েছিলেন। যদুবংশীয়গণ এমনিতেই পরম তেজস্বী ছিলেন আর তার উপর তাঁদের কণ্ঠদেশ কাঞ্চনহার, দিব্যপুষ্পমাল্য, মূল্যবান বস্ত্র ও বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত থাকায় তাঁরা আরও সুন্দর লাগছিলেন। তাঁরা তীর্থযাত্রাকালে দেববিমান সদৃশ রথসকল, সমুদ্র তরঙ্গসম গতিশীল অশ্বসকল, মেঘ সদৃশ বিশালাকার ও

[1]ঋষিরুবাচ। [2]জ্ঞাত্বা তং। [3]দ্যাশ্চ।

ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধেনূর্বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনীঃ।
রামহ্রদেষু বিধিবৎ পুনরাপ্লুত্য বৃষ্ণয়ঃ॥ ১০

দদুঃ[১] স্বন্নং দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ কৃষ্ণে নো ভক্তিরস্ত্বিতি।
স্বয়ং চ তদনুজ্ঞাতা বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ॥ ১১

ভুক্ত্বোপবিবিশুঃ কামং স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষু।
তত্রাগতাংস্তে দদৃশুঃ সুহৃৎসম্বন্ধিনো নৃপান্॥ ১২

মৎস্যোশীনরকৌসল্যবিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান্ ।
কাম্বোজকৈকয়ান্ মদ্রান্ কুন্তীনানর্তকেরলান্॥ ১৩

অন্যাংশ্চৈবাত্মপক্ষীয়ান্ পরাংশ্চ শতশো নৃপ।
নন্দাদীন্ সুহৃদো গোপান্ গোপীশ্চোৎকণ্ঠিতাশ্চিরম্॥ ১৪

অন্যোন্যসন্দর্শনহর্ষরংহসা
প্রোৎফুল্লহৃদ্‌বক্ত্রসরোরুহশ্রিয়ঃ ।
আশ্লিষ্য গাঢ়ং নয়নৈঃ স্রবজ্জলা
হৃষ্যত্ত্বচো রুদ্ধগিরো যযুর্মুদম্॥ ১৫

গর্জনকারী গজসকল এবং বিদ্যাধর সদৃশ মনুষ্যবাহিত শিবিকায় নিজ ভার্যা সহযোগে যখন যাচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের দেবতাগণই যাত্রা করছেন। অতি সৌভাগ্যবান যদুবংশীয়গণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হয়ে তদ্‌গতচিত্তে সংযমধারণপূর্বক অবগাহন করলেন এবং গ্রহণ উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপবাসও করলেন॥ ৫-৯॥

অতঃপর তাঁরা ব্রাহ্মণদের ধেনুদান করলেন। দান করবার সময়ে ধেনুগুলিকে উত্তম বস্ত্র, পুষ্পমালা ও কাঞ্চনময় শৃঙ্খল দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। অতঃপর যখন গ্রহণ মোক্ষ হয়ে গেল তখন তাঁরা শ্রীপরশুরাম নির্মিত কুণ্ডসমূহে বিধি অনুসারে স্নানাদি সমাপন করলেন ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদের অতি উত্তম আহার্য ভোজন করালেন। তাঁদের মনে একমাত্র বাসনা ছিল যে, যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে তাঁদের অবিচল প্রেম ও ভক্তি থাকে। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ আদর্শ ও ইষ্টদেব জ্ঞানধারণকারী যদুবংশীয়গণ ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে আহার করলেন। আহারান্তে তাঁরা ঘন ও শীতল ছায়াদানকারী বৃক্ষসমূহের তলায় যথেচ্ছ উপবেশন করলেন। বিশ্রামান্তে তাঁরা নিজ সুহৃদ ও আত্মীয় নৃপতিদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে লাগলেন॥ ১০-১২॥

সেইখানে মৎস্য, উশীনর, কোশল, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকেয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত, কেরল এবং অন্যান্য নৃপতিগণের আগমন হয়েছিল ; সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে শত্রুমিত্র পক্ষের শত-সহস্র নৃপতিগণ ছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! তা ছাড়াও সেইখানে যাদবদের পরম হিতৈষী বন্ধু নন্দ আদি গোপ ও শ্রীভগবান দর্শন লাভে চিরউন্মুখ গোপীগণও এসেছিলেন। যাদবগণের দৃষ্টি তাঁদের উপর পড়ল॥ ১৩-১৪॥

হে পরীক্ষিৎ ! সকলেই দর্শন, মিলন ও কথোপকথনের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। তাঁদের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হল ও নয়নকমল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর বাহুপাশে আবদ্ধ করে আলিঙ্গন দান হতে লাগল। ভাবাবেগে তাঁদের নয়ন সজল হয়ে উঠল ও

[১]দদুশ্চান্নং।

স্ত্রিয়শ্চ সংবীক্ষ্য মিথোঽতিসৌহৃদ-
স্মিতামলাপাঙ্গদৃশোঽভিরেভিরে ।
স্তনৈঃ স্তনান্ কুঙ্কুমপঙ্করূষিতান্
নিহত্য দোর্ভিঃ প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ ॥ ১৬

বাক্যালাপ বিস্মিত হয়ে গেল। প্রেমাবেগে রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ হল আর সকলে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন ॥ ১৫ ॥

পুরুষদের মতন রমণীদের মধ্যেও অনুরূপ প্রেম ও আনন্দ বিনিময় হতে লাগল। সৌহার্দ, স্মিতহাস্য, পরম পবিত্র কটাক্ষপাত করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়া চলতে লাগল ; আলিঙ্গন দানে পরস্পরের কুমকুম রঞ্জিত বক্ষ স্পর্শের আনন্দানুভূতিও বাদ গেল না। বহুদিন পরে মিলনে তাঁরা সকলেই সজল নয়ন হয়ে গেলেন ॥ ১৬ ॥

ততোঽভিবাদ্য তে বৃদ্ধান্ যবিষ্ঠৈরভিবাদিতাঃ।
স্বাগতং কুশলং পৃষ্ট্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ॥ ১৭

অতঃপর বয়োবৃদ্ধদের প্রণাম নিবেদন ও বয়োকনিষ্ঠদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ চলতে লাগল। সকলের মধ্যে স্বাগত অভ্যর্থনা কুশল বিনিময় হতে থাকল। সকলে এক সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলার শ্রবণ-কীর্তন করতে থাকলেন ॥ ১৭ ॥

পৃথা ভ্রাতৃন্ স্বসৃর্বীক্ষ্য তৎপুত্রান্ পিতরাবপি।
ভ্রাতৃপত্নীর্মুকুন্দং চ জহৌ সংকথয়া শুচঃ ॥ ১৮

পরীক্ষিৎ ! কুন্তী বসুদেবাদি নিজ ভ্রাতাদের, ভগিনীদের, তাঁদের পুত্রদের, জনক-জননী, ভ্রাতৃ-জায়াদের এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে এবং তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হলেন ॥ ১৮ ॥

কুন্ত্যুবাচ

আর্য ভ্রাতরহং মন্যে আত্মানমকৃতাশিষম্।
যদ্ বা আপৎসু মদ্বার্তাং নানুস্মরথ[১] সত্তমাঃ ॥ ১৯

কুন্তী শ্রীবসুদেবকে বললেন—হে ভ্রাতা ! আমি অতি বড় অভাগী। আমার কোনো সাধই পূর্ণ হল না। আপনার মতন সৎস্বভাব সজ্জন ভ্রাতাও বিপদের সময়ে আমার খোঁজ নেন না ! এর থেকে বড় দুঃখের কথা আর কী হতে পারে ? ১৯ ॥

সুহৃদো জ্ঞাতয়ঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পিতরাবপি।
নানুস্মরন্তি স্বজনং যস্য দৈবমদক্ষিণম্ ॥ ২০

হে ভ্রাতা ! যার বিধি বাম তাকে তো আত্মীয়-স্বজন, পুত্র এবং মা-বাবাও ভুলে যায়। এতে আপনার দোষ কোথায় ! ২০ ॥

বসুদেব উবাচ

অম্ব মাস্মানসূয়েথা দৈবক্রীড়নকান্ নরান্।
ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্যতেঽথবা ॥ ২১

বসুদেব বললেন—হে ভগিনী ! ক্ষোভ রেখো না। আমাদের ভুল বুঝো না। সকলেই তো দৈবের ক্রীড়নক। এই সম্পূর্ণ লোক ঈশ্বরের বশীভূত থেকে কর্ম সম্পাদন করে থাকে আর কর্মফল ভোগও করে থাকে ॥ ২১ ॥

কংসপ্রতাপিতাঃ সর্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্।
এতর্হ্যেব[২] পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ ॥ ২২

হে ভগিনী ! কংসের নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আমরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। অল্প কিছু কাল পূর্বেই আমরা আবার ঈশ্বরের কৃপায় স্বস্থানে ফিরে এসেছি ॥ ২২ ॥

[১]থ। [২]এতদেব।

শ্রীশুক উবাচ

বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈর্যদুভিস্তেঽর্চিতা নৃপাঃ।
আসন্নচ্যুতসন্দর্শপরমানন্দনির্বৃতাঃ ॥ ২৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! সমাগত নৃপতিদের বসুদেব, উগ্রসেনাদি যদুবংশীয়গণ সসম্মানে আদর-অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরা সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে পরমানন্দ ও শান্তি অনুভব করতে লাগলেন॥ ২৩ ॥

ভীষ্মো দ্রোণোঽম্বিকাপুত্রো গান্ধারী সসুতা তথা।
সদারাঃ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সৃঞ্জয়ো বিদুরঃ কৃপঃ॥ ২৪

কুন্তিভোজো বিরাটশ্চ ভীষ্মকো নগ্নজিন্মহান্।
পুরুজিদ্ দ্রুপদঃ শল্যো[১] ধৃষ্টকেতুঃ সকাশিরাট্॥ ২৫

দমঘোষো বিশালাক্ষো মৈথিলো মদ্রকেকয়ৌ।
যুধামন্যুঃ সুশর্মা চ সসুতা[২] বাহ্লিকাদয়ঃ॥ ২৬

রাজানো যে চ রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরমনুব্রতাঃ।
শ্রীনিকেতং বপুঃ শৌরেঃ সস্ত্রীকং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ॥ ২৭

হে পরীক্ষিৎ ! পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধনাদি পুত্রসহ গান্ধারী, পত্নীসকল সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সৃঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য, কুন্তিভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, মহারাজ নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মিথিলারাজ, মদ্ররাজ, কেকয়রাজ, যুধামন্যু, সুশর্মা, পুত্রগণের সহিত বাহ্লীক এবং অন্যান্য যুধিষ্ঠিরের অনুগামী নৃপতিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অতীব সুন্দর শ্রীনিকেতন বিগ্রহ এবং তাঁর রানিদের দেখে অতি বিস্মিত হয়ে গেলেন॥ ২৪-২৭ ॥

অথ তে রামকৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্ প্রাপ্তসমর্হণাঃ।
প্রশশংসুর্মুদা যুক্তা বৃষ্ণীন্ কৃষ্ণপরিগ্রহান্॥ ২৮

অতঃপর তাঁরা শ্রীবলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা উত্তমরূপে সম্মানিত হয়ে পরম আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের আপনজন, সেই যদুবংশীয়দের প্রশংসা করতে লাগলেন॥ ২৮ ॥

অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ।
যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দর্শমপি যোগিনাম্॥ ২৯

তাঁরা বিশেষভাবে শ্রীউগ্রসেনকে সম্বোধন করে বললেন—হে ভোজরাজ শ্রীউগ্রসেন ! বস্তুত এই জগতে আপনাদের জন্মগ্রহণই সার্থকতা লাভ করেছে। আপনারা ধন্য ! যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনলাভ যোগীদের জন্যও দুর্লভ তা প্রতিনিয়ত আপনাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ॥ ২৯ ॥

যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি
পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্।
ভূঃ কালভর্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রিপদ্ম-
স্পর্শোত্থশক্তিরভিবর্ষতি নোঽখিলার্থান্॥ ৩০

বেদসকল সমাদরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অক্ষয় কীর্তির কীর্তন করে। তাঁর শ্রীপাদপ্রক্ষালনবারি গঙ্গা আর বাক্যরূপ বেদশাস্ত্র এই বিশ্বকে পরম পবিত্রতা প্রদান করেছে। আমাদের নিজেদের জীবনেই যেখানে কালের প্রভাবে পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শলাভ করে তা আবার শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে আর আমাদের সকল প্রকারের অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়েছে॥ ৩০ ॥

তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-
শয্যাসনাশনসযৌনসপিণ্ডবন্ধঃ ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ততাং বঃ
স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ॥ ৩১

হে শ্রীউগ্রসেন ! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আপনাদের বৈবাহিক ও গোত্রসম্বন্ধীয় যোগসূত্র আছে। কেবল তাই নয়, আপনারা তাঁর দর্শন-স্পর্শনে নিত্যযুক্ত থাকবার

[১]শৈব্যো ধৃষ্টকেতুশ্চ কাশি.। [২]যদুশ্চাবন্তিকাদয়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্তত্র যদূন্ প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্।
তত্রাগমদ্ বৃতো গোপৈরনঃস্থার্থৈর্দিদৃক্ষয়া॥ ৩২

তং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণয়ো হৃষ্টাস্তন্বঃ প্রাণমিবোত্থিতাঃ।
পরিষস্বজিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ॥ ৩৩

বসুদেবঃ পরিষ্বজ্য সম্প্রীতঃ[১] প্রেমবিহ্বলঃ।
স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসং চ গোকুলে॥ ৩৪

কৃষ্ণরামৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ।
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ॥ ৩৫

তাবাত্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ।
যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতুঃ শুচঃ॥ ৩৬

রোহিণী দেবকী চাথ পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীম্।
স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ॥ ৩৭

সৌভাগ্যও অর্জন করেছেন। আপনারা গমনে-কথনে-শয়নে-উপবেশনে ও আহার্য গ্রহণে তাঁর সাহচর্য লাভ করে থাকেন। যদিও আপনারা নরকসম গৃহস্থধর্মে যুক্ত থাকেন তবুও আপনাদের গৃহে সেই সর্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণু ভগবান নিবাস করেন যাঁর দর্শন লাভেই স্বর্গ ও মোক্ষ লাভের অভিলাষও নিবৃত্ত হয়ে যায়॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! গোপরাজ নন্দ যখন জানতে পারলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আদি যাদবগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গোপগণ পরিবৃত হয়ে বিবিধ সামগ্রী শকটে তুলে নিজ প্রিয় পুত্রদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সেই স্থানে গমন করলেন॥ ৩২ ॥

নন্দাদি গোপগণকে আসতে দেখে যদুবংশীয়গণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। মৃত শরীরে যেন প্রাণ সঞ্চার হল ; তাঁরা তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে ছিল পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা। মিলনে সেই উৎকণ্ঠার অবসান হল। মিলিত হয়ে তাঁরা উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন॥ ৩৩ ॥

প্রেম ও আনন্দবিহ্বল শ্রীবসুদেব শ্রীনন্দকে আলিঙ্গন দান করলেন। তাঁর এক এক করে সব কথা মনে পড়তে লাগল—কংসের অত্যাচার, নিজ পুত্রকে গোকুলে নিয়ে গিয়ে শ্রীনন্দের গৃহে সুরক্ষিত করা, সব কিছু॥ ৩৪॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম জনক-জননী শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদাকে আলিঙ্গন দান করে তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। পরীক্ষিৎ ! তখন প্রেমাবেগে তাঁদের কণ্ঠ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল, তাঁরা কোনো কিছু বলতে সক্ষম হলেন না॥ ৩৫ ॥

মহাভাগ্যবতী শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দ পুত্রদ্বয়কে ক্রোড়ে স্থান দিলেন আর বাহুযুগল দ্বারা তাঁদের উষ্ণ আলিঙ্গন দান করলেন। বহুকাল না দেখা হওয়ার যে দুঃখ তাঁদের ছিল তা সম্পূর্ণভাবে মুছে গেল॥ ৩৬ ॥

শ্রীরোহিণী ও শ্রীদেবকী ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীযশোদার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে তাঁদের কণ্ঠ বাক্‌রুদ্ধ হল। তাঁরা শ্রীযশোদাকে বলতে

[১]প্রতীতঃ।

কা বিস্মরেত বাং মৈত্রীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি।
অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্যং[1] যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া॥ ৩৮

এতাবদৃষ্টপিতরৌ যুবয়োঃ স্ম পিত্রোঃ
সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি।
প্রাপ্যোষতুর্ভবতি পক্ষ্ম হ যদ্বদক্ষ্ণো-
র্ন্যস্তাবকুত্র চ ভয়ৌ ন সতাং পরঃ স্বঃ॥ ৩৯

শ্রীশুক[2] উবাচ

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥ ৪০

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥ ৪১

লাগলেন॥ ৩৭ ॥

হে যশোদারানি ! আপনি ও ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ আমাদের যা উপকার করেছেন তার ঋণ পরিশোধ করা কখনই সম্ভব হবে না, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য দান করেও নয়। হে শ্রীনন্দরানি ! এমন অকৃতজ্ঞ জগতে বিরল যে আপনাদের উপকারকে ভুলে যাবে॥ ৩৮ ॥

হে দেবী ! যখন শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তাদের মা-বাবাকে দেখেননি, সেই সময়ে এঁদের পিতা রক্ষা করবার জন্য আপনাদের হাতে তাঁদের তুলে দিয়েছিলেন। আপনারা নয়নপল্লবসম এই দুই নয়নের মণিকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। এঁদের লালনপালন করেছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন আর আনন্দে রেখেছেন। তাদের কল্যাণ কামনায় বহু উৎসবের আয়োজনও করেছেন। সত্যিসত্যিই এঁদের মা-বাবা আপনারাই। এঁদের গায়ে আঁচ পর্যন্ত লাগতে দেননি আর তাঁদের নির্ভয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। অবশ্যই এইরূপ কার্য আপনাদের অনুকূলই কারণ সজ্জনদের দৃষ্টিতে আপনপর ভেদাভেদ আদৌ থাকে না। হে শ্রীনন্দরানি ! আপনারা সত্যই মহানুভব॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! আমি পূর্বেই বলেছি যে গোপীদের জন্য শ্রীকৃষ্ণই প্রিয়তম, প্রাণসমপ্রিয় ও সর্বস্ব ছিলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করবার সময়ে যখন প্রাকৃতিক নিয়মেই তাঁদের নয়নপল্লব বন্ধ হত তখন তারা নয়নপল্লব নির্মাতা বিধাতাকেই দোষ দিতেন। গোপীগণ আজ বহুদিন পরে সেই প্রেমময় মূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। দর্শনের লালসা কত তীব্র তা অনুমান করা সহজ নয়। তাঁরা নয়ন পথে সেই মনোহর বিগ্রহকে হৃদয়দেশে প্রবেশ করিয়ে তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গন প্রদান করলেন। আলিঙ্গন দান কালে তাঁরা তাঁর চিন্তায় বিভোর ছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! আর কত বলব ! তাঁদের তন্ময়ভাব এত গভীর ছিল যে তা অভ্যাসে-নিত্যযুক্ত যোগীদের পক্ষেও দুর্লভ বলা যেতে পারে॥ ৪০ ॥

গোপীগণকে ভক্তিভাবে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে দেখে তিনি তাঁদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হলেন ;

[1]অপি প্রাপৈন্দ্র.। [2]ঋষিরুবাচ।

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতাঞ্ছক্রপক্ষক্ষপণচেতসঃ ॥ ৪২

অপ্যবধ্যাযথাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া।
নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ॥ ৪৩

বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ॥ ৪৪

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৪৫

অহং হি সর্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥ ৪৬

এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাঽঽত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে॥ ৪৭

শ্রীশুক[১] উবাচ

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্তজীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥ ৪৮

আলিঙ্গন, কুশল জিজ্ঞাসা করে অতঃপর তিনি সহাস্যবদনে বললেন ॥ ৪১ ॥

হে সখীগণ ! আমরা আত্মীয়স্বজনদের প্রয়োজনে ব্রজ থেকে চলে এসেছিলাম আর তোমাদের মতন প্রেয়সীদের ছেড়ে শত্রুনাশে কালক্ষয় করছিলাম। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। তোমাদের কখনো কি আমাদের কথা মনে পড়েছিল ? ৪২ ॥

হে পরমপ্রিয় গোপীগণ ! তোমরা ভেবেছিলে যে আমি অকৃতজ্ঞ আর দোষারোপ করেছিলে আমার উপরেই। কিন্তু এও সত্য যে সংযোগ আর বিয়োগ সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে॥ ৪৩ ॥

বায়ু যেমন মেঘ, তৃণ, তুলা ও ধূলিকণা সকলকে সংযুক্ত করেও আবার স্বচ্ছন্দে বিযুক্তও করে থাকে তেমনভাবেই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা ভগবান জগতের প্রয়োজনে সকলের সংযোগ ও বিয়োগ করে থাকেন॥ ৪৪ ॥

হে সখীগণ ! এ এক পরম সৌভাগ্য যে তোমরা আমার সেই প্রেম লাভ করেছ যা আমাকেই লাভ করায় কারণ আমার উপর অর্জিত প্রেম ও ভক্তি প্রাণীকুলকে পরমানন্দ ধাম প্রদানে সমর্থ॥ ৪৫ ॥

প্রিয় গোপীগণ ! যেমন ঘটপটাদি লৌকিক পদার্থের আদি, মধ্য, অন্তে, বাইরে ও ভিতরে তার মূল উপাদান ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পরিব্যাপ্ত থাকে — তেমনভাবেই সকল পদার্থের আদি-অন্তে, বাইরে-ভিতরে সর্বত্র আমি পরিব্যাপ্ত থাকি॥ ৪৬ ॥

এইভাবে সকল প্রাণীদেহে এই পঞ্চভূত কারণরূপে অবস্থান করে এবং আত্মা ভোক্তারূপে অথবা জীবরূপে অবস্থান করে। কিন্তু আমি এই দুই থেকে পৃথক এক অবিনাশী সত্তা। আমার মধ্যেই এদের অবস্থান— তোমরা এইরূপ অনুভব করো॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে গোপীদের অধ্যাত্মজ্ঞানোপদেশ প্রদান করে দীক্ষিত করলেন। সেই উপদেশের পুনঃপুন স্মরণ করায় গোপীদের জীবকোষ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হয়ে গেল এবং তাঁরা শ্রীভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে

[১]ঋষিরুবাচ।

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহঞ্জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।। ৪৯

গেলেন। চিরকালের জন্য তাঁদের শ্রীভগবান লাভ হয়ে গেল।। ৪৮ ।।

তাঁরা বললেন—হে পদ্মনাভ ! অগাধবোধসম্পন্ন মহাযোগিগণ নিজ হৃদয়কমলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে থাকেন। শ্রীপাদপদ্মই সংসার কূপে পতিত ব্যক্তিগণের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন। হে প্রভু ! কৃপা করুন। তুচ্ছ লৌকিক কর্মে যুক্ত থেকেও যেন ক্ষণিকের জন্যও আমাদের আপনার সেই শ্রীপাদপদ্মের বিস্মরণ না হয়।। ৪৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে বৃষ্ণিগোপসঙ্গমো নাম দ্বাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৮২ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের বৃষ্ণিগোপসঙ্গম নামক দ্বাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৮২ ।।

অথ ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ
ত্র্যশিতিতম অধ্যায়
ভগবানের পাটরানিদের সঙ্গে দ্রৌপদীর কথোপকথন

শ্রীশুক উবাচ

তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ।
যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়ম্।। ১

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের শিক্ষাপ্রদানকারী গুরু ও তিনিই পরমগতি। ইতিপূর্বেও তাঁদের উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল। এইবার তিনি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সুহৃদদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।। ১ ।।

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ।। ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শনলাভ করেই তাঁদের অশুভ সকল নিবৃত্ত হয়েছিল। এইবার যখন তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সৎকৃত ও জিজ্ঞাসিত হলেন তখন তাঁকে পরম আনন্দ সহকারে বললেন— ।। ২ ।।

কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং
মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো
দেহম্ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্।। ৩

ভগবন্ ! মহাপুরুষ সকল আপনার শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দরস ধ্যানপথে নিত্য পান করে থাকেন। কখনো কখনো সেই রস তাঁদের শ্রীমুখকমল থেকে লীলা কথামৃত রূপে বিতরিত হয়ে থাকে। প্রভু ! সেই দিব্যরসের অসীম

[১]স্কন্ধে তীর্থমালায়ামেকোনসপ্ততিতমো।

হিত্বাঽঽত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থ-
মানন্দসম্প্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্ ।
কালোপসৃষ্টনিগমাবন আত্তযোগ[১]-
মায়াকৃতিং পরমহংসগতিং নতাঃ স্ম॥ ৪

মহিমা। তা যে পান করে তা তাকে জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তনকারী বিস্মৃতি ও অবিদ্যা থেকে মুক্তি প্রদান করে। সেই রস যাঁরা কর্ণপথে ভক্তি সহকারে ধারণ করে থাকেন তাঁদের আর অমঙ্গলকে ভয় পাওয়ার কী আছে? ৩ ॥

ভগবন্! আপনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ ও অখণ্ড জ্ঞান-সাগর। বুদ্ধিবৃত্তির কারণরূপা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা আপনার স্বস্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না; তার আগেই বিনষ্ট হয়ে যায়। আপনি পরমহংসগণের একমাত্র গতি। কালের প্রভাবে বেদের প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে দেখে তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আপনি আপনার অচিন্ত্য যোগমায়াকে আশ্রয় করে নররূপ ধারণ করেছেন। আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্মে বারবার প্রণাম করি॥ ৪ ॥

ঋষিরুবাচ

ইত্যুত্তমঃশ্লোকশিখামণিং জনে-
ষ্বভিষ্টুবৎস্বন্ধককৌরবস্ত্রিয়ঃ ।
সমেত্য গোবিন্দকথা মিথোঽগৃণং-
স্ত্রিলোকগীতাঃ শৃণু বর্ণয়ামি তে॥ ৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! যখন সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করছিলেন তখন যাদব ও কৌরব কুলের রমণীগণ শ্রীভগবানের ভুবনরঞ্জন লীলাসকল মন্থন করছিলেন। এখন সেই সকল কথা বলব॥ ৫ ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ

হে বৈদর্ভ্যচ্যুতো ভদ্রে হে জাম্ববতি কৌসলে।
হে সত্যভামে কালিন্দি শৈব্যে রোহিণি লক্ষ্মণে॥ ৬

হে কৃষ্ণপত্ন্য এতন্নো ব্রূত বো ভগবান্ স্বয়ম্।
উপযেমে যথা লোকমনুকুর্বন্ স্বমায়য়া॥ ৭

শ্রীরুক্মিণী, শ্রীভদ্রা, শ্রীজাম্ববতী, শ্রীসত্যা, শ্রীসত্যভামা, শ্রীকালিন্দী, শ্রীমিত্রবিন্দা, শ্রীলক্ষ্মণা, শ্রীরোহিণী ও অপরাপর শ্রীকৃষ্ণ ভার্যাদের সম্বোধন করে শ্রীদ্রৌপদী বললেন—আমি জানতে আগ্রহী যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়া বিস্তার করে নরলীলাকারী রূপে কেমনভাবে আপনাদের বিবাহ করেছিলেন? ৬-৭ ॥

রুক্মিণ্যুবাচ

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্‌ঘ্রিরেণুঃ ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ
তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চনায়॥ ৮

শ্রীরুক্মিণী বললেন—দ্রৌপদী! জরাসন্ধ আদি রাজাগণের ইচ্ছা ছিল আমার বিবাহ যেন শিশুপালের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়; সেই কারণে সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। কিন্তু সিংহ যেমনভাবে ছাগ ও মেষ দলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের শিকার তুলে নেয়; তদনুরূপভাবেই শ্রীভগবান আমাকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন। অবশ্য এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? জগতের সকল অজেয় বীরদের কিরীটে যাঁর পদরজ বর্তমান তাঁর পক্ষে তো এই ঘটনা অতি তুচ্ছ ব্যাপার? হে দ্রৌপদী! আমার

[১]আত্মযোগ.।

সত্যভামোবাচ

যো মে সনাভিবধতপ্তহৃদা ততেন
লিপ্তাভিশাপমপমার্ষ্টুমুপাজহার ।
জিত্বর্ক্ষরাজমথ রত্নমদাৎ স তেন
ভীতঃ পিতাদিশত মাং প্রভবেঽপি দত্তাম্॥ ৯

জাম্ববত্যুবাচ

প্রাজ্ঞায় দেহকৃদমুং নিজনাথদেবং
সীতাপতিং ত্রিনবহান্যমুনাভ্যযুধ্যৎ।
জ্ঞাত্বা পরীক্ষিত উপাহরদর্হণং মাং
পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনাহমমুষ্য দাসী॥ ১০

কালিন্দ্যুবাচ

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোঽহং তদ্গৃহমার্জনী॥ ১১

মিত্রবিন্দোবাচ

যো মাং স্বয়ংবর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্
নিন্যে শ্বযূথগমিবাত্মবলিং দ্বিপারিঃ।
ভ্রাতৃংশ্চ মেঽপকুরুতঃ স্বপুরং শ্রিয়ৌক-
স্তস্যাস্তু মেঽনুভবমঙ্‌ঘ্র্যবনেজনত্বম্॥ ১২

একান্ত অভিলাষ এই যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে সমস্ত ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের আধার তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি যেন নিত্য যুক্ত থাকতে পারি ; সেবা করে যেতে পারি ॥ ৮ ॥

শ্রীসত্যভামা বললেন— শ্রীদ্রৌপদী ! আমার জনক তাঁর অনুজ প্রসেনের মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়েছিলেন ; তিনি প্রসেনের হত্যার কলঙ্ক শ্রীভগবানের উপর লেপন করেছিলেন। সেই কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্রীভগবান ঋক্ষরাজ জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে সেই স্যমন্তকমণি তাঁর কাছে থেকে নিয়ে আমার পিতাকে দিয়েছিলেন। আমার পিতা শ্রীভগবানের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপন হেতু ভীত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি আমার বিবাহ অন্যত্র স্থির করে ফেলেছিলেন তবুও তিনি স্যমন্তকমণির সঙ্গে আমাকেও শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করে দিয়েছিলেন॥ ৯ ॥

শ্রীজাম্ববতী বললেন— শ্রীদ্রৌপদী ! আমার জনক ঋক্ষরাজ জাম্ববান জানতেন না যে আমার স্বামী ভগবান সীতাপতি স্বয়ং। তাই তিনি তাঁর সঙ্গে সাতাশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেলেন। কিন্তু পরীক্ষান্তে যখন তিনি জানতে পারলেন যে তিনি ভগবান শ্রীরামই, তখন তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করে স্যমন্তকমণির সঙ্গে উপহারস্বরূপ আমাকে অর্পণ করেছিলেন। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরেরই দাসী হয়ে থাকতে চাই॥ ১০ ॥

শ্রীকালিন্দী বললেন — হে দ্রৌপদী ! যখন ভগবান জানতে পারলেন যে আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ লাভের আশায় তপস্যা করছি তখন তিনি তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে যমুনা তটে এলেন আর আমাকে গ্রহণ করলেন। আমি তাঁর গৃহ সম্মার্জন দাসী॥ ১১ ॥

শ্রীমিত্রবিন্দা বললেন—শ্রীদ্রৌপদী ! আমার স্বয়ংবর সভা বসেছিল। শ্রীভগবান সেইখানে পদার্পণ করে সমস্ত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। সিংহ যেমন সারমেয় দলের মধ্যে নিজের ভাগ নিয়ে যায় তেমনভাবেই তিনি আমাকে সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যসম্পন্ন দ্বারকাপুরীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ভ্রাতাগণ আমাকে শ্রীভগবানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার ক্ষতিসাধন করবার চেষ্টা করেছিল। তিনি তাদেরও উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি কামনা করি যেন আমি জন্মজন্মান্তরে তাঁর পাদপ্রক্ষালন করবার অধিকার পাই॥ ১২ ॥

সত্যোবাচ

সপ্তোক্ষণোঽতিবলবীর্যসুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্
পিত্রা কৃতান্ ক্ষিতিপবীর্যপরীক্ষণায়।
তান্ বীরদুর্মদহনস্তরসা নিগৃহ্য
ক্রীড়ন্ ববন্ধ হ যথা শিশবোঽজতোকান্॥ ১৩

য ইত্থং বীর্যশুল্কাং মাং দাসীভিশ্চতুরঙ্গিণীম্।
পথি নির্জিত্য রাজন্যান্ নিন্যে তদ্দাস্যমস্তু মে॥ ১৪

ভদ্রোবাচ

পিতা মে মাতুলেয়ায় স্বয়মাহূয় দত্তবান্।
কৃষ্ণে[১] কৃষ্ণায় তচ্চিত্তামক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ॥ ১৫

অস্য মে পাদসংস্পর্শো ভবেজ্জন্মনি জন্মনি।
কর্মভির্ভ্রাম্যমাণায়া যেন তচ্ছ্রেয় আত্মনঃ॥ ১৬

লক্ষ্মণোবাচ

মমাপি রাজ্ঞ্যচ্যুতজন্মকর্ম
শ্রুত্বা মুহুর্নারদগীতমাস হ।
চিত্তং মুকুন্দে কিল পদ্মহস্তয়া
বৃতঃ সুসংমৃশ্য বিহায় লোকপান্॥ ১৭

জ্ঞাত্বা মম মতং সাধ্বি পিতা দুহিতৃবৎসলঃ।
বৃহৎসেন ইতি খ্যাতস্তত্রোপায়মচীকরৎ॥ ১৮

শ্রীসত্যা বললেন—শ্রীদ্রৌপদী ! আমার জনক আমার স্বয়ংবর সভায় সমাগত নৃপতিদের বল ও বিক্রম পরীক্ষানিমিত্ত অতি বলবান ও পরাক্রমশালী তিন শৃঙ্গযুক্ত সাতটি বৃষ ছেড়ে রেখেছিলেন। সেই বৃষগণ সমাগত বীরদের অহংকার ধূলিসাৎ করেছিল। শ্রীভগবান ক্রীড়াচ্ছলে তাদের ধরে তাদের নাসিকায় রজ্জুস্থাপন করে বশীভূত করে ফেলেছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন বালক অনায়াসে ছাগশিশু বন্ধন করল॥ ১৩ ॥

এইভাবে বল ও পরাক্রম প্রদর্শন করে শ্রীভগবান আমাকে লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি চতুরঙ্গ সেনা ও দাসীদের সঙ্গে আমাকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। পথে কিছু ক্ষত্রিয়গণ তাঁকে বাধা দিতে গিয়েছিল ; তাদেরও তিনি পরাজিত করেছিলেন। আমার এই অভিলাষ, যেন আমি তাঁকে নিরবধি সেবা করবার অধিকার লাভ করি॥ ১৪ ॥

শ্রীভদ্রা বললেন—শ্রীদ্রৌপদী ! শ্রীভগবান আমার মাতুল পুত্র। তাঁর শ্রীচরণে আমার অনুরাগ হয়েছিল। যখন আমার পিতা এই কথা জানতে পারলেন, তিনি তখন শ্রীভগবানকে আমন্ত্রণ করে অক্ষৌহিণী সেনা ও প্রচুর সংখ্যক দাসীসহিত আমাকে তাঁর শ্রীচরণে সম্প্রদান করেছিলেন॥ ১৫ ॥

কর্মানুসারে আমার যেখানেই জন্মগ্রহণ করতে হবে সেইখানে যেন আমার তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সংস্পর্শ লাভ হতেই থাকে। এতেই আমার পরম কল্যাণ নিহিত বলে আমি মনে করি॥ ১৬ ॥

শ্রীলক্ষ্মণা বললেন—হে রানি দ্রৌপদী ! দেবর্ষি নারদ-কর্তৃক কীর্তিত শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের কথা ও লীলাসকল শ্রবণ করে ও এই মনে করে যে, স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী সমস্ত লোকপালদের ত্যাগ করে শ্রীভগবানকেই বরণ করেছিলেন, আমার চিত্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত হয়েছিল॥ ১৭ ॥

হে সাধ্বী ! আমার জনক বৃহৎসেন আমাকে খুব ভালোবাসতেন। যখন তিনি আমার অভিপ্রায় জানলেন তখন তিনি আমার ইচ্ছাপূর্তির জন্য এক উপায় স্থির

[১]প্রেম্ণা।

যথা স্বয়ংবরে রাজ্ঞি মৎস্যঃ পার্থেপ্সয়া কৃতঃ।
অয়ং তু বহিরাচ্ছন্নো দৃশ্যতে স জলে পরম্॥ ১৯

শ্রুত্বৈতৎ সর্বতো ভূপা আযযুর্মৎপিতুঃ পুরম্।
সর্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহস্রশঃ॥ ২০

পিত্রা সম্পূজিতাঃ সর্বে যথাবীর্যং যথাবয়ঃ।
আদদুঃ সশরং চাপং বেদ্ধুং পর্ষদি মদ্ধিয়ঃ॥ ২১

আদায় ব্যসৃজন্ কেচিৎ সজ্যং কর্তুমনীশ্বরাঃ।
আকোটি জ্যাং সমুৎকৃষ্য পেতুরেকেঽমুনা হতাঃ॥ ২২

সজ্যং কৃত্বা পরে বীরা মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ।
ভীমো দুর্যোধনঃ কর্ণো নাবিন্দংস্তদবস্থিতিম্ ॥ ২৩

মৎস্যাভাসং জলে বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা চ তদবস্থিতিম্।
পার্থো যত্তোঽসৃজদ্ বাণং নাচ্ছিনৎ পস্পৃশে পরম্॥ ২৪

রাজন্যেষু নিবৃত্তেষু ভগ্নমানেষু মানিষু।
ভগবান্ ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বাথ লীলয়া॥ ২৫

তস্মিন্ সন্ধায় বিশিখং মৎস্যং বীক্ষ্য সকৃজ্জলে।
ছিত্ত্বেষুণাপাতয়ত্তং সূর্যে চাভিজিতি স্থিতে॥ ২৬

করেছিলেন॥ ১৮ ॥

হে মহারানি দ্রৌপদী ! যেমন পাণ্ডববীর অর্জুনকে লাভ করবার জন্য আপনার পিতা স্বয়ংবরে মৎস্য নির্মাণ করে লক্ষ্যভেদের আয়োজন করেছিলেন তেমন আমার পিতাও করেছিলেন। এই লক্ষ্যভেদে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল—মৎস্য বাইরে থেকে আবৃত রাখা হয়েছিল আর কেবল জলেই তার প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল॥ ১৯ ॥

স্বয়ংবরের সংবাদ পেয়েই নৃপতিগণের আগমন শুরু হয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে সুনিপুণ নৃপতিগণ তাঁদের গুরুদেবের সহিত আমার পিতৃদেবের রাজধানীতে এসেছিলেন॥ ২০ ॥

আমার পিতৃদেব সমবেত নৃপতিদের পরাক্রম ও অবস্থা বিচার করে উত্তমরূপে অভ্যর্থনা ও সমাদর করেছিলেন। নৃপতিগণ আমাকে লাভ করবার জন্য স্বয়ংবর সভাতে রাখা ধনুক ও বাণ তোলবার জন্য এগিয়ে গেলেন॥ ২১ ॥

অনেকে জ্যারোপণেই সমর্থ হননি। আবার কেউ কেউ জ্যা এক প্রান্তে বেঁধে অন্য প্রান্তে বাঁধতে সক্ষম না হয়ে ধনুকের আঘাতেই আহত হয়েছিলেন॥ ২২ ॥

হে মহারানি ! জরাসন্ধ, অম্বষ্ঠরাজ, শিশুপাল, ভীমসেন, দুর্যোধন ও কর্ণাদি মহাবীরগণ জ্যারোপণ করেও মৎস্যের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম হননি॥ ২৩ ॥

পাণ্ডব মহাবীর অর্জুন জলে সেই মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখে মৎস্যের সঠিক অবস্থান বুঝতে পেরেছিলেন আর সাবধানে শর নিক্ষেপও করেছিলেন। শর লক্ষ্যভেদ না করে মৎস্যকে স্পর্শমাত্র করেছিল॥ ২৪ ॥

এইভাবে মদমত্ত মহাবীরদের দর্প চূর্ণ হয়েছিল। অধিকাংশ ব্যক্তিই আমাকে লাভ করবার লালসা ও লক্ষ্যভেদের প্রচেষ্টা ত্যাগ করেছিলেন। তখন শ্রীভগবান ক্রীড়াচ্ছলে ধনুক উত্তোলন করে তাতে অনায়াসে জ্যারোপণ করেছিলেন। অতঃপর জ্যার উপর শর স্থাপন করে জলে কেবল একবার মাত্র মৎস্যের প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করে লক্ষ্যভেদ করে মৎস্যকে ভূমিতে পতিত করেছিলেন। তখন ছিল দ্বিপ্রহরের সর্বার্থ সাধক অভিজিৎ কাল॥ ২৫-২৬ ॥

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্জয়শব্দযুতা ভুবি।
দেবাশ্চ কুসুমাসারান্ মুমুচুর্হর্ষবিহ্বলাঃ[১]॥ ২৭

পৃথিবীতে তখন তুমুল জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল আর স্বর্গে দুন্দুভিসকল বাজতে শুরু করল। আনন্দবিহ্বল দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ২৭॥

তদ্ রঙ্গমাবিশমহং কলনূপুরাভ্যাং
পদ্‌ভ্যাং প্রগৃহ্য কনকোজ্জ্বলরত্নমালাম্।
নূত্নে নিবীয় পরিধায় চ কৌশিকাগ্র্যে
সব্রীড়হাসবদনা কবরীধৃতস্রক্॥ ২৮

উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্-
গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ।
রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারে-
রংসেঽনুরক্তহৃদয়া নিদধে স্বমালাম্॥ ২৯

হে মহারানি! তখনই আমি স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করেছিলাম। আমার পদদ্বয়ের নূপুরে সুমধুর শব্দ হচ্ছিল। আমার অঙ্গে ছিল নবীন কৌষেয় বস্ত্র আর কবরীতে ছিল পুষ্পমাল্যের সজ্জা; বদন সলজ্জ স্মিত হাস্যযুক্ত। আমার হস্তে ধারণ করা রত্নমালা সুবর্ণমণ্ডিত থাকায় তা অতি উজ্জ্বল ছিল। মহারানি! তখন আমার মুখমণ্ডলে কুঞ্চিত অলকদাম শোভিত ছিল; কপোলে ছিল কুণ্ডলযুগলের কান্তির উদ্ভাসন। আমি চন্দ্রকিরণসম সুশীতল হাস্য আর কটাক্ষপাতযুক্ত মুখমণ্ডল উত্তোলন করে চতুর্দিকে উপবিষ্ট নৃপতিদের একবার দেখে অতি সন্তর্পণে নিজ বরমাল্য শ্রীভগবানের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রতি অনুরক্তির কথা তো আগেই বলেছি॥ ২৮-২৯॥

তাবন্মৃদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্যানকাদয়ঃ।
নিনেদুর্নটনর্তক্যো ননৃতুর্গায়কা জগুঃ॥ ৩০

বরমাল্য দানের সঙ্গে সঙ্গেই মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, শঙ্খ, ঢোল, কাড়ানাকাড়া আদি বাদ্যবৃন্দ বাজতে শুরু করেছিল। নট ও নর্তকীসকল নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন আর গায়কগণ গান আরম্ভ করে দিয়েছিলেন॥ ৩০॥

এবং বৃতে ভগবতি ময়েশে[২] নৃপযূথপাঃ।
ন সেহিরে যাজ্ঞসেনি স্পর্ধন্তো হৃচ্ছয়াতুরাঃ॥ ৩১

শ্রীদ্রৌপদী! আমার শ্রীভগবানকে বরমাল্য দান ও বরণ করে নেওয়া, উপবিষ্ট কামাতুর নৃপতিদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হল। তাঁরা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন॥ ৩১॥

মাং তাবদ্ রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্।
শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ॥ ৩২

ততক্ষণে চতুর্ভুজ শ্রীভগবান তাঁর অতি উত্তম চার অশ্বযুক্ত রথে আমাকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ম পরিধান করে হস্তে শার্ঙ্গধনুক তুলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন॥ ৩২॥

দারুকশ্চোদয়ামাস কাঞ্চনোপস্করং রথম্।
মিষতাং ভূভুজাং রাজ্ঞি মৃগাণাং মৃগরাড়িব॥ ৩৩

মহারানি! কিন্তু দারুক নৃপতিদের অগ্রাহ্য করে সেই সুবর্ণময় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ রথকে দ্বারকা অভিমুখে চালনা করলেন। এ যেন সিংহের মৃগদের অগ্রাহ্য করে তাদের মধ্যে থেকে নিজের শিকার তুলে নিয়ে যাওয়া॥ ৩৩॥

তেঽন্বসজ্জন্ত রাজন্যা নিষেদ্ধুং[৩] পথি কেচন।
সংযত্তা উদ্ধৃতেষ্বাসা গ্রামসিংহা যথা হরিম্॥ ৩৪

যুদ্ধের নিমিত্ত কিছু নৃপতিগণকে ধনুক তুলে

[১]বিক্লবাঃ। [২]ময়েনে। [৩]নিযোদ্ধুং।

তে শার্ঙ্গচ্যুতবাণৌঘৈঃ কৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ।
নিপেতুঃ প্রধনে কেচিদেকে সন্ত্যজ্য দুদ্রুবুঃ॥ ৩৫

ততঃ পুরীং যদুপতিরত্যলঙ্কৃতাং
রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাম্ ।
কুশস্থলীং দিবি ভুবি চাভিসংস্তুতাং[১]
সমাবিশত্তরণিরিব স্বকেতনম্॥ ৩৬

পিতা মে পূজয়ামাস সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্।
মহার্হবাসোঽলঙ্কারৈঃ শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ॥ ৩৭

দাসীভিঃ সর্বসম্পদ্ভির্ভটেভরথবাজিভিঃ[২]।
আয়ুধানি মহার্হাণি দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ॥ ৩৮

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম॥ ৩৯

মহিষ্য ঊচুঃ

ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা
জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ।
নির্মুচ্য সংসৃতিবিমোক্ষমনুস্মরন্তীঃ
পাদাম্বুজং পরিণিনায় য[৩] আপ্তকামঃ॥ ৪০

আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু হে মহারানি ! তা সারমেয়র সিংহকে বাধা দান করবার চেষ্টাসম হাস্যকর ছিল॥ ৩৪ ॥

শার্ঙ্গধনুক নিক্ষিপ্ত শরে কেউ ছিন্ন বাহু, কেউ ছিন্ন পদ আর কেউ ছিন্ন মস্তক হয়ে গেল। যুদ্ধভূমিতে তখন বহু ব্যক্তি শেষ-শয্যায় শায়িত। অন্যজনেরা পলায়ন করে প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত হল॥ ৩৫ ॥

তদনন্তর যদুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান সূর্যের মতন নিজ নিবাসস্থান স্বর্গমর্তবন্দিত দ্বারকা নগরে প্রবেশ করলেন। সেই দিন দ্বারকা বিশেষভাবে সুসজ্জিত ছিল। ধ্বজ পতাকা ও তোরণ সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে সূর্যালোক ধরণি স্পর্শ করতে অক্ষম মনে হচ্ছিল॥ ৩৬ ॥

আমার অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় আমার পিতা পরম আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সুহৃদ, আত্মীয়, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদের মূল্যবান বস্ত্র, অলংকার, শয্যা, আসন ও অন্যান্য বস্তুসকল প্রদান করে তাঁদের সম্মানিত করেছিলেন॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান তো স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবুও আমার পিতা অতি প্রেম সহকারে তাঁকে বহু দাসী, সম্পদ, সৈনিক, গজ, রথ, অশ্ব এবং বহু মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্রাদি যৌতুক-স্বরূপ প্রদান করেছিলেন॥ ৩৮ ॥

হে মহারানি ! পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই আমি সকল আসক্তি ত্যাগ করে কোনো কঠিন তপস্যা করেছিলাম ; না হলে কেমন করে ইহজন্মে শ্রীভগবানের যথার্থ গৃহদাসী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয় ! ৩৯ ॥

ষোড়শ সহস্র পত্নীদের হয়ে শ্রীরোহিণী বললেন —ভৌমাসুর দিগ্বিজয়কালে বহু রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের কন্যাসকল (আমাদের) নিজ মহলে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। শ্রীভগবান এই কথা জানতে পেরে যুদ্ধে ভৌমাসুরকে ও তার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করেছিলেন আর স্বয়ং পূর্ণকাম হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সেই স্থান থেকে উদ্ধার করেছিলেন আর পাণিগ্রহণ করে নিজ দাসী করে নিয়েছিলেন। হে মহারানি ! আমরা অবরুদ্ধ থাকবার সময়ে জন্মমৃত্যুরূপ এই সংসার থেকে মুক্তি প্রদানকারী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় নিত্যযুক্ত থাকতাম॥ ৪০ ॥

[১]সম্মতাং। [২]ভটৈর্দ্বিরদবাজিভিঃ। [৩]যদাপ্তকামঃ।

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥ ৪১

কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্ধ্না বোঢুং গদাভৃতঃ॥ ৪২

হে সাধ্বী শ্রীদ্রৌপদী ! আমরা সাম্রাজ্য, ইন্দ্রপদ অথবা এই দুইয়ের ভোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য, ব্রহ্মপদ, মোক্ষ অথবা সালোক্য, সারূপ্য আদি মুক্তিসকল কিছুই কামনা করি না। আমাদের একমাত্র কামনা যে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বক্ষঃস্থলের কুমকুমগন্ধ যুক্ত নিজ প্রিয়তম প্রভুর সুকোমল পাদপদ্মের শ্রীরজ যেন আমরা মস্তকে নিত্য ধারণ করতে পারি॥ ৪১-৪২ ॥

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্ বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥ ৪৩

পরম উদার শ্রীভগবানের যে শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ তাঁর গোচারণকালে গোপ, গোপী, ব্রজবাসী রমণীগণ ও তৃণলতাসকল কামনা করত, আমরাও তাই কামনা করি॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে[১] ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের ত্র্যশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

অথ চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ
চতুরশিতিতম অধ্যায়
শ্রীবসুদেবের যজ্ঞোৎসব

শ্রীশুক উবাচ

শ্রুত্বা পৃথা সুবলপুত্র্যথ যাজ্ঞসেনী
মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ।
কৃষ্ণেঽখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং
সর্বা বিসিস্ম্যুরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! সর্বাত্মা ভক্তক্লেশহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর পত্নীদের গভীর প্রেমের কথা শ্রবণ করে কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অপরাপর রাজমহিষীগণ এবং শ্রীভগবানের প্রিয়তম গোপীগণও অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর অলৌকিক প্রেম তাঁদের মুগ্ধ করল ; তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন। সকলেরই নয়নে তখন প্রেমাশ্রু ভরে গেল॥ ১ ॥

ইতি সম্ভাষমাণাসু[২] স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু নৃভির্নৃষু।
আযযুর্মুনয়স্তত্র কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া॥ ২

পুরুষ ও রমণীগণ পৃথকভাবে কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শন করবার নিমিত্ত বহু মুনি-ঋষিদের আগমন হল॥ ২ ॥

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ চ্যবনো দেবলোঽসিতঃ।
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ॥ ৩

তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন

[১]প্রাচীন বইতে 'উত্তরার্ধে' এই অংশটি নেই। [২]ভিঃ।

রামঃ সশিষ্যো ভগবান্ বসিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ।
পুলস্ত্যঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বৃহস্পতিঃ॥ ৪

দ্বিতস্ত্রিতশ্চৈকতশ্চ ব্রহ্মপুত্রাস্তথাঙ্গিরাঃ।
অগস্ত্যো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বামদেবাদয়োঽপরে[১]॥ ৫

ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, শিষ্যগণসহ ভগবান পরশুরাম, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেব আদি॥ ৩-৫ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রাগাসীনা নৃপাদয়ঃ।
পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ প্রণেমুর্বিশ্ববন্দিতান্॥ ৬

মুনি-ঋষিদের আগমন প্রত্যক্ষ করে উপবিষ্ট নৃপতিসকল, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ; বিশ্ববন্দিত মুনি-ঋষিদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের প্রণামও নিবেদিত হল॥ ৬ ॥

তানানর্চুর্যথা সর্বে সহরামোঽচ্যুতোঽর্চয়ৎ।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যমাল্যধূপানুলেপনৈঃ ॥ ৭

অতঃপর স্বাগত আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্পমাল্য, ধূপ ও চন্দন অনুলেপন দ্বারা নৃপতিগণ ও শ্রীবলরামের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল মুনি-ঋষিদের বিধিপূর্বক পূজার্চনা করলেন॥ ৭ ॥

উবাচ সুখমাসীনান্ ভগবান্ ধর্মগুপ্তনুঃ।
সদসস্তস্য মহতো যতবাচোঽনুশৃণ্বতঃ॥ ৮

যখন সমাগত মুনি-ঋষিগণ সুখে উপবেশন করলেন তখন ধর্মরক্ষকরূপে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন। সেই বিশাল সভা তখন নীরব হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগল॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অহো বয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্ন্যেন তৎফলম্।
দেবানামপি দুষ্প্রাপং যদ্ যোগেশ্বরদর্শনম্॥ ৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— আমরা ধন্য ! আমাদের জীবন সার্থক ! জীবনের পূর্ণফল আজ আমরা লাভ করলাম ; কারণ যে যোগেশ্বরদর্শন দেবদুর্লভ, তাদেরই আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি॥ ৯ ॥

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চায়াং দেবচক্ষুষাম্।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চনাদিকম্ ॥ ১০

যাদের তপস্যা অল্প আর যারা নিজ ইষ্টদেবতাকে সমস্ত জীবের মধ্যে প্রত্যক্ষ না করে কেবল বিগ্রহের মধ্যেই তা সীমিত রাখে, তাদের পক্ষে আপনাদের দর্শন, স্পর্শ, কুশল-প্রশ্ন, প্রণাম ও চরণার্চনের সুযোগ পাওয়া কি কখনো সম্ভব ? ১০ ॥

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ১১

কেবল জলময় তীর্থসকলই তীর্থ হয় না, মৃত্তিকা ও প্রস্তর নির্মিত প্রতিমামাত্রই দেবতা নয়। বস্তুত সাধু-মহাত্মাগণই যথার্থ তীর্থ ও দেবতা। অন্যান্য তীর্থসমূহে পবিত্রতা অর্জন হেতু দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয় কিন্তু সাধু-মহাত্মাদের দর্শন লাভেই সেই পবিত্রতা অর্জিত হয়॥ ১১ ॥

নাগ্নির্ন সূর্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্তসেবয়া॥ ১২

অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ,

[১]যো নৃপ।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ ১৩

বায়ু, বাক্য ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে উপাসনা করেও পাপের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না ; বস্তুত তাঁদের উপাসনার ফলে ভেদ-বুদ্ধির নাশ হয় না বরং তা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অতি অল্পকালের জন্যও জ্ঞানী মহাপুরুষদের সেবায় যুক্ত থাকলে সমস্ত পাপ-তাপের নিবৃত্তি হয়ে যায় কারণ তাঁরা তো ভেদবুদ্ধির বিনাশক হয়ে থাকেন॥ ১২ ॥

হে মহাত্মা সভাসদগণ ! যে ব্যক্তি বায়ু-পিত্ত-কফ—এই ত্রিধাতু-নির্মিত শবতুল্য দেহতে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপুত্র আদিতে আত্মীয় বুদ্ধি এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ আদি বিকারসমূহতে ইষ্টবুদ্ধি রাখে আর কেবল জলকেই তীর্থ জ্ঞান করে আর জ্ঞানী মহাপুরুষদের অস্বীকার করে, সে মানব হয়েও পশুদের মধ্যেও অধম প্রাণীরূপে তুল্য হয়ে থাকে॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্যেত্থং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাকুণ্ঠমেধসঃ।
বচো দুরন্বয়ং বিপ্রাস্তূষ্ণীমাসন্ ভ্রমদ্ধিয়ঃ॥ ১৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অখণ্ড জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁর এই গূঢ় তত্ত্বকথা শ্রবণ করে মুনিঋষিগণ নীরব থেকে গেলেন। প্রকৃত অর্থ অনুধাবন নিমিত্ত তাঁরা বিচারে নিমগ্ন হলেন॥ ১৪ ॥

চিরং বিমৃশ্য মুনয় ঈশ্বরস্যেশিতব্যতাম্।
জনসংগ্রহ ইত্যূচুঃ স্ময়ন্তস্তং[১] জগদ্গুরুম্॥ ১৫

তাঁরা বহুক্ষণ বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, শ্রীভগবান স্বয়ং সর্বেশ্বর হয়েও এইরূপ সাধারণ কর্মাধীন জীবসম আচরণ করছেন তা কেবল লোকশিক্ষা নিমিত্তই। অতঃপর এইরূপ জ্ঞান করে তাঁরা স্মিতহাস্যে জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন॥ ১৫ ॥

মুনয়ঃ ঊচুঃ

যন্মায়য়া তত্ত্ববিদুত্তমা বয়ং
বিমোহিতা বিশ্বসৃজামধীশ্বরাঃ।
যদীশিতব্যায়তি গূঢ় ঈহয়া
অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্॥ ১৬

মুনিগণ বললেন—ভগবন্ ! আপনার মায়া প্রজাপতিগণের অধীশ্বর মরীচি আদি আর এখানকার শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞদের মোহিত করে রেখেছে। আপনিই স্বয়ং ঈশ্বর। তবুও তা গোপন রাখবার নিমিত্ত নিজে জীবসম আচরণ করেন ও নরসম কার্য সম্পাদন করেন। বস্তুত আপনার লীলা অতি বিচিত্র ও পরম আশ্চর্যজনক॥ ১৬ ॥

অনীহ এতদ্ বহুধৈক আত্মনা
সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনামরূপিণী
অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্॥ ১৭

এক অখণ্ডসত্তাসম্পন্ন পৃথিবী বৃক্ষ, প্রস্তর, ঘট প্রভৃতি নিজ প্রকৃতিসকল দ্বারা বিভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করে থাকে। আপনিও সেইরকম অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্তা হয়েও বহুরূপ ধারণ করে থাকেন আর জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্য করে থাকেন ; এসকল কর্ম করেও

[১]স্মরন্ত.।

অথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে
বিভর্ষি সত্ত্বং খলনিগ্রহায় চ।
স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং
বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্॥ ১৮

আপনি তাতে লিপ্ত হন না। যিনি সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত অনন্ত অখণ্ড সত্তা তাঁর এই আচরণ লীলা ছাড়া আর কী ? ধন্য আপনার লীলা ! ১৭ ॥

ভগবন্ ! যদিও আপনি অপ্রাকৃত পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বয়ং, তবুও প্রয়োজন অনুসারে সাধু-ভক্তের রক্ষা ও দুষ্টদমন নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীবিগ্রহ ধারণ করে থাকেন আর লীলারূপে সনাতন বেদমার্গকে রক্ষা করে থাকেন ; কারণ সকল বর্ণ ও আশ্রম রূপে আপনি স্বয়ংই তো বর্তমান রয়েছেন॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
যত্রোপলব্ধং সদ্ ব্যক্তমব্যক্তং চ ততঃ পরম্॥ ১৯

ভগবন্ ! বেদ আপনার বিশুদ্ধ হৃদয় ; তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা তাতেই আপনার সাকার-নিরাকার রূপ এবং এই দুইয়ের অধিষ্ঠানস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে॥ ১৯ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মকুলং ব্রহ্মন্ শাস্ত্রযোনেস্ত্বমাত্মনঃ।
সভাজয়সি সদ্ধাম[১] তদ্ ব্রহ্মণ্যাগ্রণীর্ভবান্॥ ২০

হে পরমপিতা ! ব্রাহ্মণই বেদের আধারভূত আপনার স্বরূপ উপলব্ধির স্থান ; তাই আপনি স্বয়ং ব্রাহ্মণদের সম্মান প্রদান করে থাকেন। আপনি স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণভক্তও॥ ২০॥

অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ।
ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্‌গত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ॥ ২১

আপনি সর্ববিধ কল্যাণের উৎকর্ষ আর সাধুদের পরমগতি। আপনার দর্শন লাভ করে আজ আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা ও জ্ঞান সফল হয়ে গেল। আপনি স্বয়ংই তো পরম ফল॥ ২১ ॥

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে॥ ২২

হে প্রভু ! আপনি অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। আপনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা। আপনি আপনার অচিন্ত্য শক্তি—যোগমায়া দ্বারা নিজ মহিমা গোপন করে রেখেছেন। আমরা আপনাকে প্রণাম করি॥ ২২ ॥

ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
মায়াজবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্॥ ২৩

এই সভাতে উপস্থিত নৃপতিগণ ও অন্যান্যদের কথা তো ছেড়েই দিলাম যে যদুবংশীয়গণ আপনার সঙ্গে নিত্য আহার-বিহার করে থাকেন তাঁদের কাছেও আপনার স্বরূপ বস্তুত অজ্ঞাত ; কারণ সর্বাত্মা, জগতের আদি কারণ ও সর্বনিয়ন্তা আপনার স্বরূপ মায়ার আবরণে নিত্য আবৃত থাকে॥ ২৩ ॥

যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানং গুণতত্ত্বদৃক্।
নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্॥ ২৪

স্বপ্ন দর্শন কালে স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা বস্তুকেই সত্য বলে মনে হয় এবং নাম ও ইন্দ্রিয় রূপে প্রতীয়মান নিজ স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকেই বাস্তবিক শরীর বলে মনে হয়। তখন স্বপ্নদ্রষ্টা জানতেও পারে না যে তার স্বপ্নদৃষ্ট শরীর ছাড়াও এক

[১]যঃ সর্বাংস্তস্মাদ্ব্রহ্মাগ্র.।

এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েম্বিন্দ্রিয়েহয়া।
মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্লবাৎ।। ২৫

জাগ্রত শরীর বর্তমান।। ২৪ ।।

হে প্রভু ! একইভাবে জাগ্রত অবস্থায়ও ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রবৃত্তিরূপ মায়াতে মোহিত হয়ে নাম, রূপ ও শব্দাদি বিষয়সমূহে বিভ্রান্তচিত্ত হয়ে সকলকে নিমগ্ন দেখা যায়। বিভ্রান্ত চিত্ত হেতু বিবেকশক্তি আবৃত হয়ে যায় আর জীব জানতেও পারে না যে আপনি স্বয়ং জাগ্রতরূপী এই সংসারের অতীত।। ২৫ ।।

তস্যাদ্য তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ-
তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্বযোগৈঃ।
উৎসিক্তভক্ত্যুপহতাশয়জীবকোশা
আপুর্ভবদ্গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্।। ২৬

হে প্রভু ! সুমহান ঋষি-মুনিগণ তাঁদের সুপরিপক্ব যোগসাধনা দ্বারা সমস্ত পাপরাশি বিনষ্টকারী গঙ্গাজলেরও আশ্রয় স্থল আপনার সেই শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন। সেই পাদপদ্মের দর্শন লাভ করবার সৌভাগ্য আজ আমাদের হল। হে প্রভু ! আমরা আপনার যথার্থ ভক্ত ; আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন ; কারণ আপনার উৎকৃষ্ট ভক্তিদ্বারা যাঁদের লিঙ্গশরীররূপী জীব-কোষ বিনষ্ট হয়, তাঁরাই আপনার পরমপদ লাভ করে থাকেন ।। ২৬ ।।

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরম্।
রাজর্ষে স্বাশ্রমান্ গন্তুং মুনয়ো দধিরে মনঃ।। ২৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজর্ষি ! শ্রীভগবানের এইরূপ স্তুতি করে ও শ্রীভগবান, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে এইবার তাঁরা নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।। ২৭ ।।

তদ্ বীক্ষ্য তানুপব্রজ্য বসুদেবো মহাযশাঃ[১]।
প্রণম্য চোপসংগৃহ্য বভাষেদং সুযন্ত্রিতঃ।। ২৮

পরম যশস্বী শ্রীবসুদেব দেখলেন যে মুনি-ঋষিগণ স্থানত্যাগে উদ্যত হয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের নিকটে গমন করলেন ও প্রণাম নিবেদন করলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের চরণ ধারণ করে এক বিনম্র নিবেদন রাখলেন।। ২৮ ।।

বসুদেব উবাচ

নমো বঃ সর্বদেবেভ্য ঋষয়ঃ শ্রোতুমর্হথ।
কর্মণা কর্মনির্হারো যথা স্যান্নস্তদুচ্যতাম্।। ২৯

শ্রীবসুদেব বললেন—হে ঋষিগণ ! আপনারা সর্বদেবস্বরূপ ! আমি আপনাদের প্রণাম করি। অনুগ্রহ করে আপনারা আমার কথা শুনুন। যে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্মসমূহের ক্ষয় হয় তার উপদেশ আমাকে আপনারা দিন।। ২৯ ।।

নারদ উবাচ

নাতিচিত্রমিদং[২] বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া।
কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ।। ৩০

শ্রীনারদ বললেন—ঋষিগণ ! শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র জ্ঞানে শ্রীবসুদেব যে নিজ মঙ্গল কামনায় আমাদের নিকট প্রশ্ন করছেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।। ৩০ ।।

সন্নিকর্ষো হি মর্ত্যানামনাদরণকারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে।। ৩১

অতি নিকটে অবস্থান অনাদরের কারণ হয়ে থাকে। আমরা প্রায়শ দেখে থাকি যে গঙ্গাতীরবর্তী ব্যক্তি শুদ্ধির

[১]মনাঃ। [২]নাপি চি.।

যস্যানুভূতিঃ কালেন লয়োৎপত্ত্যাদিনাস্য বৈ।
স্বতোঽন্যস্মাচ্চ গুণতো ন কুতশ্চন রিষ্যতি।। ৩২

তং ক্লেশকর্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈ-
রব্যাহতানুভবমীশ্বরমদ্বিতীয়ম্।
প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগূঢ়মন্যো
মন্যেত সূর্যমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ।। ৩৩

অথোচুর্মুনয়ো রাজন্নাভাষ্যানকদুন্দুভিম্।
সর্বেষাং শৃণ্বতাং রাজ্ঞাং তথৈবাচ্যুতরাময়োঃ।। ৩৪

কর্মণা কর্মনির্হার এষ সাধু নিরূপিতঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্ বিষ্ণুং সর্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ।। ৩৫

চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা।
দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্মশ্চাত্মমুদাবহঃ।। ৩৬

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন[1] শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ।। ৩৭

বিত্তৈষণাং যজ্ঞদানৈর্গৃহৈর্দারসুতৈষণাম্।
আত্মলোকৈষণাং দেব কালেন বিসৃজেদ্ বুধঃ।
গ্রামে ত্যক্তৈষণাঃ সর্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্।। ৩৮

ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষিপিতৄণাং প্রভো।
যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য ত্যজন্ পতেৎ।। ৩৯

খোঁজে অন্য তীর্থে গমন করছে! ৩১ ॥

কালের প্রভাবে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়ে থাকে, তা শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতিকে স্পর্শও করতে পারে না; কোনো নিমিত্ত, গুণ অথবা অন্য কোনো কারণে তা ক্ষীণও হয় না।। ৩২ ॥

তাঁর জ্ঞানময় স্বরূপ অবিদ্যা, রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশ, পুণ্য ও পাপযুক্ত কর্ম, সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ও সত্ত্বাদি গুণসকলের দ্বারাও খণ্ডিত হয় না। তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয়, তিনি পরমাত্মা। যখন তিনি নিজ যোগমায়া দ্বারা নিজেকে ঢেকে ফেলেন তখন মূর্খগণ ভাবে তিনি আবরণ দ্বারা পরাভূত হয়েছেন—যেমন মেঘ, কুয়াশা অথবা গ্রহণ কালে যখন আমাদের চক্ষু সূর্য দেখতে সক্ষম হয় না তখন আমরা ধরে নিই যে সূর্যই যেন ঢাকা পড়েছে।। ৩৩ ॥

হে পরীক্ষিৎ! অতঃপর ঋষিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও অন্যান্য নৃপতিদের সম্মুখেই শ্রীবসুদেবকে সম্বোধন করে বললেন ॥ ৩৪ ॥

হে শ্রীবসুদেব—কর্মের দ্বারা সকল কর্মবাসনা ও কর্মফলের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল যজ্ঞাদির দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের অধিপতি ভগবান বিষ্ণুর শ্রদ্ধা সহকারে আরাধনা করা।। ৩৫ ॥

শাস্ত্র দৃষ্টিতে এটিকেই ত্রিকালদর্শী জ্ঞানিগণ চিত্ত শান্তি প্রদায়ক, সুখপূর্বক মোক্ষ সাধনার ও চিত্তে আনন্দ-উল্লাস প্রদানকারী ধর্ম বলেছেন।। ৩৬ ॥

ন্যায়পথে উপার্জিত ধনদ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবান পুরুষোত্তমের আরাধনা করাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—দ্বিজাতি গৃহস্থদের জন্য পরম কল্যাণকর হয়ে থাকে।। ৩৭ ॥

শ্রীবসুদেব! দান-যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা ধনসম্পদের ইচ্ছা, গৃহস্থোচিত ভোগদ্বারা স্ত্রী-পুত্রের ইচ্ছা এবং কালক্রমে স্বর্গাদি ভোগও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে—এইরূপ বিচার করে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ লোকৈষণা ত্যাগ করে থাকেন। গৃহস্থাশ্রমে নিবাসকারী ধীর ব্যক্তিগণ এইরূপ বিচার করে এই তিন এষণা—ইচ্ছাকে ত্যাগ করে তপোবন গমন করে থাকেন।। ৩৮ ॥

হে শক্তিধর শ্রীবসুদেব! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য

[1]চিত্তে.।

ত্বং ত্বদ্য মুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঋষিপিত্রোর্মহামতে।
যজ্ঞৈর্দেবর্ণমুন্মুচ্য নির্ঋণোঽশরণো ভব॥ ৪০

বসুদেব ভবান্ নূনং ভক্ত্যা পরময়া হরিম্।
জগতামীশ্বরং প্রার্চঃ স যদ্ বাং পুত্রতাং গতঃ॥ ৪১

শ্রীশুক[১] উবাচ

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো মহামনাঃ।
তানৃষীনৃত্বিজো বব্রে মূর্ধ্নাঽঽনম্য[২] প্রসাদ্য চ॥ ৪২

ত এনমৃষয়ো রাজন্ বৃতা ধর্মেণ ধার্মিকম্।
তস্মিন্নযাজয়ন্ ক্ষেত্রে মখৈরুত্তমকল্পকৈঃ॥ ৪৩

তদ্দীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং বৃষ্ণয়ঃ পুষ্করস্রজঃ।
স্নাতাঃ সুবাসসো রাজন্ রাজানঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাঃ॥ ৪৪

তন্মহিষ্যশ্চ[৩] মুদিতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ।
দীক্ষাশালামুপাজগ্মুরালিপ্তা বস্তুপাণয়ঃ॥ ৪৫

নেদুর্মৃদঙ্গপটহশঙ্খভের্যানকাদয়ঃ[৪] ।
ননৃতুর্নটনর্তক্যস্তুষ্টুবুঃ সূতমাগধাঃ।
জগুঃ সুকণ্ঠ্যো গন্ধর্ব্যঃ সঙ্গীতং সহভর্তৃকাঃ॥ ৪৬

তমভ্যষিঞ্চন্ বিধিবদক্তমভ্যক্তমৃত্বিজঃ।
পত্নীভিরষ্টাদশভিঃ সোমরাজমিবোড়ুভিঃ॥ ৪৭

—সকলেই দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। যজ্ঞ সম্পাদন, অধ্যয়ন ও সন্তান উৎপাদন দ্বারা ঋণ থেকে মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। গৃহত্যাগের পূর্বে এই ঋণ পরিশোধ না করলে পতন অনিবার্য হয়॥ ৩৯ ॥

পরম বুদ্ধিমান শ্রীবসুদেব ! এখনও পর্যন্ত আপনি ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। এইবার আপনি যজ্ঞ সম্পাদন করে দেবঋণও পরিশোধ করে দিন আর সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করুন ; শ্রীভগবানের শরণাগত হোন॥ ৪০ ॥

শ্রীবসুদেব ! আপনি যে পরম ভক্তি সহকারে ভগবান জগদীশ্বরের আরাধনা করে থাকবেন তাতে সন্দেহ নেই ; তাই তো আপনি দুই পুত্র লাভ করেছেন॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! মহামনস্বী শ্রীবসুদেব মুনিদের এই উপদেশ শুনে অবনত মস্তকে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন তাঁদের প্রসন্নও করলেন। অতঃপর তিনি যজ্ঞ সম্পাদন নিমিত্ত তাঁদের ঋত্বিকরূপে বরণ করে নিলেন॥ ৪২ ॥

রাজন্ ! শ্রীবসুদেব যখন যজ্ঞবিধি অনুসারে ঋত্বিক বরণ করলেন তখন মুনিগণ সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গিয়ে পরম ধার্মিক শ্রীবসুদেব দ্বারা নানাপ্রকার অতি উত্তম সামগ্রী সকল সহযোগে যজ্ঞ সম্পাদন করালেন॥ ৪৩ ॥

পরীক্ষিৎ ! এইভাবে শ্রীবসুদেব যজ্ঞের দীক্ষা নিলেন। তখন যদুবংশীয়গণ স্নানান্তে পবিত্র হয়ে সুন্দর বস্ত্র পরিধান ও পদ্মমাল্য ধারণ করলেন। নৃপতিগণও বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হলেন॥ ৪৪ ॥

তখন শ্রীবসুদেবের পত্নীগণও উত্তম বস্ত্র, অঙ্গরাগ ও কনক কণ্ঠহার ধারণ করে সুসজ্জিত হয়ে হস্তে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ধারণ করে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন॥ ৪৫ ॥

তখন মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, শঙ্খ, ঢোল এবং কাড়ানাকাড়া আদি বাদ্যসকল বেজে উঠল। নট ও নর্তকী-সকল নৃত্য পরিবেশন করতে লাগল। সূত ও মাগধসকল স্তব করতে লাগল। গন্ধর্বদের সঙ্গে সুকণ্ঠ গন্ধর্বপত্নীগণ গান করতে লাগল॥ ৪৬ ॥

শ্রীবসুদেবের নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন ও সর্বাঙ্গে নবনীত

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]নম্যোপসর্পা চ। [৩]তস্মিন্ মহিষ্যো মুদি. [৪]তাঃ শ.।

তাভির্দুকূলবলয়ৈর্হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ[1]।
স্বলঙ্কৃতাভির্বিবভৌ দীক্ষিতোঽজিনসংবৃতঃ॥ ৪৮

তস্যর্ত্বিজো মহারাজ রত্নকৌশেয়বাসসঃ।
সসদস্যা বিরেজুস্তে যথা বৃত্রহণোঽধ্বরে॥ ৪৯

তদা রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ স্বৈঃ স্বৈর্বন্ধুভিরন্বিতৌ।
রেজতুঃ স্বসুতৈর্দারৈর্জীবেশৌ স্ববিভূতিভিঃ॥ ৫০

ঈজেঽনুযজ্ঞং বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ।
প্রাকৃতৈর্বৈকৃতৈর্যজ্ঞৈর্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়েশ্বরম্ ॥ ৫১

অথর্ত্বিগ্‌ভ্যোঽদদাৎ কালে যথাম্নাতং স দক্ষিণাঃ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যোঽলঙ্কৃত্য গোভূকন্যা মহাধনাঃ॥ ৫২

পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে মহর্ষয়ঃ।
সস্নূ রামহ্রদে বিপ্রা যজমানপুরঃসরাঃ॥ ৫৩

স্নাতোঽলঙ্কারবাসাংসি[2] বন্দিভ্যোঽদাত্তথা স্ত্রিয়ঃ।
ততঃ স্বলঙ্কৃতো বর্ণানাশ্বভ্যোঽন্নেন পূজয়ৎ॥ ৫৪

মাখানো হল। অতঃপর তাঁর দেবকী আদি অষ্টাদশ পত্নীদের সহিত মহাভিষেক বিধি অনুসারে ঋত্বিকগণ অভিষেক করালেন ; প্রাচীনকালে অনুষ্ঠিত নক্ষত্রদের সঙ্গে চন্দ্রের মহাভিষেক ঘটনা যেন আবার দেখা গেল॥ ৪৭ ॥

যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় শ্রীবসুদেব তখন মৃগচর্ম ধারণ করে আছেন আর তাঁর ভার্যাগণ বস্ত্র, বলয়, হার, নূপুর ও কর্ণভূষণ আদি অলংকারে উত্তমরূপে সুসজ্জিতা। ভার্যাদের মধ্যে শ্রীবসুদেব তখন অতি মনোরম লাগছিলেন॥ ৪৮ ॥

মহারাজ ! শ্রীবসুদেবের ঋত্বিক ও সদস্যগণ রত্নময় অলংকার ও পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র ধারণ করেছিলেন। এই সুন্দর দৃশ্য পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে দেখা গিয়েছিল॥ ৪৯ ॥

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নিজ বান্ধব, স্ত্রী, পুত্রসহ ঘটনাস্থলে স্বমহিমায় বিরাজমান। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন নিজ শক্তিসমন্বিত শ্রীভগবান স্বয়ং বিশুদ্ধ নারায়ণরূপে ও সমষ্টি জীবের শিরোভূষণ শ্রীসংকর্ষণরূপে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন॥ ৫০ ॥

প্রত্যেক যজ্ঞে শ্রীবসুদেব জ্যোতিষ্টোম, দর্শ, পূর্ণমাস প্রভৃতি প্রাকৃত যজ্ঞসকল, সৌরসত্রাদি বিকৃত যজ্ঞসকল এবং অগ্নিহোত্র আদি অন্যান্য যজ্ঞসকল দ্বারা দ্রব্য, ক্রিয়া ও তার জ্ঞানকে—মন্ত্রসকলের স্বামী শ্রীবিষ্ণুভগবানের আরাধনা করলেন॥ ৫১ ॥

অনন্তর তিনি যথাসময়ে ঋত্বিকসকলকে বস্ত্রালংকার দ্বারা সুসজ্জিত করলেন এবং শাস্ত্রানুসারে অঢেল দক্ষিণা ও প্রভূত ধনরত্নসহিত অলংকৃত ধেনু, ভূমি ও সুন্দরী কন্যাসকল দান করলেন ॥ ৫২ ॥

অতঃপর মহর্ষিগণ পত্নীসংযাজ নামক যজ্ঞাঙ্গ এবং অবভৃথ স্নান অর্থাৎ যজ্ঞান্ত স্নান সম্বন্ধিত অবশিষ্ট কর্মাদি সম্পাদন করিয়ে শ্রীবসুদেবকে সম্মুখে রেখে শ্রীপরশুরাম নির্মিত হ্রদ—রামহ্রদে অবগাহন করলেন॥ ৫৩ ॥

স্নানান্তে শ্রীবসুদেব ও তাঁর ভার্যাসকল তাঁদের সমস্ত পরিধান করা বস্ত্রালংকার সূত, মাগধ আদি বন্দীদের দান

[1]কুণ্ডলনূপুরৈঃ। [2]নানালং।

বন্ধূন্ সদারান্ সসুতান্ পারিবর্হেণ ভূয়সা।
বিদর্ভকোসলকুরূন্ কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান্।। ৫৫

সদস্যর্ত্বিক্‌সুরগণান্ নৃভূতপিতৃচারণান্।
শ্রীনিকেতমনুজ্ঞাপ্য শংসন্তঃ প্রযযুঃ ক্রতুম্।। ৫৬

ধৃতরাষ্ট্রোঽনুজঃ পার্থা ভীষ্মো দ্রোণঃ পৃথা যমৌ।
নারদো ভগবান্ ব্যাসঃ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।। ৫৭

বন্ধূন্ পরিষ্বজ্য যদূন্ সৌহৃদাৎ ক্লিন্নচেতসঃ।
যযুর্বিরহকৃচ্ছ্রেণ স্বদেশাংশ্চাপরে[১] জনাঃ।। ৫৮

নন্দস্তু[২] সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়ার্চিতঃ।
কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীদ্ বন্ধুবৎসলঃ।। ৫৯

বসুদেবোঽঞ্জসোত্তীর্য মনোরথমহার্ণবম্।
সুহৃদ্‌বৃতঃ প্রীতমনা নন্দমাহ করে স্পৃশন্।। ৬০

বসুদেব উবাচ

ভ্রাতরীশকৃতঃ পাশো নৃণাং যঃ স্নেহসংজ্ঞিতঃ।
তং দুস্ত্যজমহং মন্যে শূরাণামপি যোগিনাম্।। ৬১

অস্মাস্বপ্রতিকল্পেয়ং যৎ কৃতাজ্ঞেষু সত্তমৈঃ।
মৈত্র্যর্পিতাফলা বাপি ন নিবর্তেত কর্হিচিৎ।। ৬২

করলেন। অতঃপর শ্রীবসুদেব নবীন বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হয়ে ব্রাহ্মণ থেকে সারমেয় পর্যন্ত সকলকে অন্ন দান করলেন।। ৫৪ ।।

তদনন্তর তিনি নিজ বন্ধুবান্ধবগণ ; তাঁদের স্ত্রীপুত্রগণ ও বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশী, কেকয় ও সৃঞ্জয় আদি নৃপতিগণ, সদস্যগণ, ঋত্বিক, দেবতা, মানব, ভূত, পিতৃ ও চারণাদি সকলকে প্রভূত প্রীতি-উপহার প্রদান করে সম্মানিত করে বিদায় দিলেন। তাঁরা সকলে লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে যজ্ঞের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করলেন।। ৫৫-৫৬ ।।

পরীক্ষিৎ ! অতঃপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম পিতামহ, দ্রোণাচার্য, কুন্তী, নকুল, সহদেব, দেবর্ষি নারদ, ভগবান ব্যাসদেব এবং সুহৃদগণ, সম্বন্ধীগণ, বান্ধবগণ হিতৈষী যাদবগণকে ছেড়ে যেতে অতি ভয়ানক বিরহ দুঃখ অনুভব করতে লাগলেন। তাঁরা প্রেমে আর্দ্রচিত্ত হয়ে যাদবগণকে আলিঙ্গন করলেন আর অতি কষ্টে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। অপরাপর ব্যক্তিগণও বিদায় গ্রহণ করলেন।। ৫৭-৫৮ ।।

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, উগ্রসেন আদি সকলে কিন্তু মিত্রবৎসল গোপরাজ নন্দ ও অন্যান্য গোপগণকে প্রভূত সামগ্রী সহযোগে পূজার্চনা করলেন আর তাঁদের সমাদৃত করলেন। তাঁরা প্রেমাতিশয্যে সেইস্থানে বহুদিন পর্যন্ত বাস করলেন।। ৫৯ ।।

এইভাবে শ্রীবসুদেব অনায়াসে মনোরথ মহাসাগর অতিক্রম করেছিলেন। সকল আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি গোপরাজ নন্দকে হাত ধরে বলতে লাগলেন।। ৬০ ।।

শ্রীবসুদেব বললেন—হে ভ্রাতা ! ভগবান মানুষের জন্য স্নেহ ও প্রেমপাশ নামক অতি বড় বন্ধন সৃষ্টি করেছেন যার থেকে মুক্তি লাভ করা মহাবীর ও যোগীদের পক্ষেও সম্ভব হয় না।। ৬১ ।।

আমাদের মতন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গেও আপনারা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছেন ; অবশ্য তা তো

[১]শানপরে। [২]নন্দস্ত।

প্রাগকল্পাচ্চ কুশলং ভ্রাতর্বো নাচরাম হি।
অধুনা শ্রীমদান্ধাক্ষা ন পশ্যামঃ পুরঃ সতঃ॥ ৬৩

আপনাদের মতন শ্রেষ্ঠ সজ্জনদের স্বভাবই হয়ে থাকে। আমরা এই ঋণ কখনো পরিশোধ করতে পারব না আর তার ফল দানও করতে পারব না। তবুও আমরা জানি যে আমাদের এই মৈত্রী কখনো খণ্ডিত হবে না কারণ আপনারাই তা হতে দেবেন না॥ ৬২ ॥

ভ্রাতা ! প্রথমে কারাগারের অন্তরালে থাকায় আমরা আপনাদের কোনো প্রিয় কর্ম ও উপকার করতে পারিনি। এখন আমরা ধনসম্পদের মদে মত্ত থেকে অন্ধসম আচরণ করছি ; আপনারা সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকলেও আমরা আপনাদের দিকে দেখতে সক্ষম হই না॥ ৬৩ ॥

মা রাজশ্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়স্কামস্য মানদ।
স্বজনানুত বন্ধূন্ বা ন পশ্যতি যয়ান্ধদৃক্॥ ৬৪

হে ভ্রাতা ! আপনারা অপরকে সম্মান দেন কিন্তু নিজেরা সেই সম্মান কামনা করেন না। যে বাস্তবে কল্যাণ কামনা করে তার রাজশ্রী লাভ না হওয়াই শ্রেয় কারণ রাজশ্রী লাভ সেই ব্যক্তিকে মদমত্ত অন্ধ করে দেয় ; সে তার স্বজনগণ ও বন্ধুগণকেও চিনতে পারে না॥ ৬৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌহৃদশৈথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ।
রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রুবিলোচনঃ॥ ৬৫

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! এইরূপ বলতে বলতে শ্রীবসুদেবের চিত্ত প্রেমার্দ্র হয়ে গেল। নন্দ-মহারাজের সকল বন্ধুত্ব ও উপকারের কথা তাঁর মনে পড়তে লাগল। নেত্রযুগল সজল হয়ে উঠল আর তিনি রোদনাকুল হয়ে পড়লেন॥ ৬৫ ॥

নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দরামযোঃ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোহবসৎ॥ ৬৬

শ্রীনন্দ সখা শ্রীবসুদেবকে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রেমপাশে বদ্ধ হয়ে 'আজ যাব, আগামীকাল যাব' করতে করতে তিন মাস সেইখানে অবস্থান করলেন। যদুবংশীয়গণ সর্বান্তকরণে তাঁদের সমাদর করলেন॥ ৬৬ ॥

ততঃ কামৈঃ পূর্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ।
পরার্ধ্যাভরণক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৬৭

অতঃপর তাঁরা গোপরাজ নন্দ আর তাঁর ব্রজবাসী সহচর বন্ধুবান্ধবদের মহামূল্য আভরণ, কৌশিক বস্ত্র, বিভিন্ন প্রকারের উত্তম ভোগসামগ্রীসকল উপহার দিয়ে তৃপ্তি প্রদান করলেন॥ ৬৭ ॥

বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ।
দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ॥ ৬৮

শ্রীবসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, উদ্ধব আদি যাদবগণ পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের বিভিন্ন উপহার দ্রব্যাদি দিলেন। অতঃপর তাঁদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে যাদবগণ প্রদত্ত উপহার দ্রব্যাদিসহ গোপরাজ নন্দ ব্রজ অভিমুখে গমন করলেন॥ ৬৮ ॥

নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা[১] মথুরাং যযুঃ॥ ৬৯

গোপরাজ নন্দ, গোপ-গোপীসকল তাঁদের চিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে এমনভাবে সমর্পণ করেছিলেন যে শত চেষ্টা করেও তাঁরা তা সেইস্থান থেকে নিয়ে যেতে সমর্থ হলেন না। অতএব তাঁদের মন সেইখানেই পড়ে রইল আর তাঁরা যেন আনমনাভাবে মথুরা গমন করলেন॥ ৬৯ ॥

বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসন্নাং যযুর্দ্বারবতীং পুনঃ॥ ৭০

বন্ধুবান্ধবদের বিদায় পর্ব শেষ হল। যদুবংশীয়গণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র ইষ্টদেবতা মনে করতেন। বর্ষা সমাগত দেখে তাঁরা দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ৭০ ॥

জনেভ্যঃ কথয়াঞ্চক্রুর্যদুদেবমহোৎসবম্।
যদাসীত্তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎ সন্দর্শনাদিকম্॥ ৭১

দ্বারকা উপনীত হয়ে তাঁরা দ্বারকাবাসীদের শ্রীবসুদেবের যজ্ঞমহোৎসব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গসকল সবিস্তারে বর্ণনা করলেন॥ ৭১ ॥

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[২] উত্তরার্ধে তীর্থযাত্রানুবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের তীর্থযাত্রা-বর্ণনা নামক চতুরশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

———○———

[১]মশক্তাঃ স্বাশ্রমান্ যযুঃ।　[২]ন্ধে তীর্থ.।

অথ পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চাশিতিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বসুদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দান ও দেবকীর ষট্‌পুত্রগণকে পুনরুজ্জীবিত করা

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথৈকদাত্মজৌ প্রাপ্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ।
বসুদেবোঽভিনন্দ্যাহ প্রীত্যা সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের জনক-জননীকে প্রাতঃকালীন প্রণাম নিবেদন করতে এসেছেন। প্রণামান্তে শ্রীবসুদেব তাঁদের প্রীতিপূর্বক আশীর্বাদাদি করলেন। আশীর্বাদ ও অভিনন্দন সমাপনে শ্রীবসুদেব তাঁদের বললেন॥ ১ ॥

মুনীনাং স বচঃ শ্রুত্বা পুত্রয়োর্ধামসূচকম্।
তদ্বীর্যৈর্জাতবিশ্রম্ভঃ[1] পরিভাষ্যাভ্যভাষত॥ ২

শ্রীবসুদেব পুত্রদের মহিমার কথা মহান ঋষি-মুনিদের কাছে শুনেছিলেন আর তাঁদের ঐশ্বর্য তো স্বয়ংই দেখেছিলেন। সব কিছু বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে তাঁর পুত্রযুগল সাধারণ মানব কখনই নন ; বস্তুত তাঁরা শ্রীভগবান স্বয়ং। এমন পুত্রদ্বয়কে একসঙ্গে কাছে পেয়ে তিনি প্রেমপ্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন আর তাঁদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন॥ ২ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সঙ্কর্ষণ সনাতন।
জানে বামস্য যৎ[2] সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ॥ ৩

হে সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাযোগী সংকর্ষণ ! তোমরা সনাতন, তোমরা বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ প্রধান সত্তা, আমি তা জানি। তোমরা যে পুরুষের (মোক্ষের) নিয়ামক তাও জানি। বস্তুত তোমরা অভিন্ন ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর স্বয়ং॥ ৩ ॥

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥ ৪

এ সেই সত্তা যা একাধারে জগতের আধার, জগতের নির্মাতা ও জগতের সকল নির্মাণকারী বস্তুসকল। জগতের প্রভু হয়ে লীলা করবার জন্যই এই জগতের সৃষ্টি করেছ। তা যখন যে রূপে থাকে ও হয়, তা সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তারই বিভিন্ন রূপ। তা জগতে প্রকৃতিরূপে ভোগ্য, পুরুষরূপে ভোক্তা আর এই দুইয়ের অতীত নিয়ামক সাক্ষাৎ ভগবান স্বয়ং॥ ৪ ॥

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজঃ॥ ৫

হে ইন্দ্রিয়াতীত ! জন্ম অস্তিত্ব আদি বিকাররহিত হে পরমাত্মা ! এই বর্ণময় জগতের স্রষ্টা তুমি আর তুমিই তাতে আত্মারূপে প্রবেশ করে আছ। তুমি প্রাণ

[1]তদ্বাক্যৈর্জাত.। [2]জগতঃ প্রধান.।

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্ বৈ সাদৃশ্যাদ্ দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্॥ ৬

(ক্রিয়াশক্তি) ও জীব (জ্ঞানশক্তি) রূপে প্রতিপালন করছ॥ ৫ ॥

ক্রিয়াশক্তি প্রধান প্রাণাদিতে জগতের বস্তুসকল সৃষ্টি করবার যে সামর্থ্য থাকে সেই সামর্থ্য তার আদৌ নয়, সকলই তোমার। কারণ তা তোমার মতন চৈতন্য-যুক্ত নয়, বস্তুত চৈতন্যরহিত স্বাধীন না হয়ে পরাধীন। অতএব সেই নিত্য ক্রিয়াশীল প্রাণাদিতে যে ক্রিয়া বর্তমান থাকে তার শক্তি কিন্তু তার নয়, তা তোমারই॥ ৬ ॥

কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎ স্থৈর্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্॥ ৭

হে প্রভু! চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের স্ফুরণসত্তা, পর্বতের স্থৈর্য এবং পৃথিবীর ধারণশক্তিরূপ ক্ষমতা ও গন্ধরূপ গুণ— এই সকলই বস্তুত উপাদানরূপে তুমিই॥ ৭ ॥

তর্পণং প্রাণনমপাং দেব ত্বং তাশ্চ তদ্রসঃ।
ওজঃ সহো বলং চেষ্টা গতির্বায়োস্তবেশ্বর[1]॥ ৮

হে পরমেশ্বর! জলের তৃপ্তিদান করবার, জীবন দান করবার এবং পরিশুদ্ধির যে শক্তি বর্তমান, তা সবই তোমারই স্বরূপ; জল এবং জলের রসও তুমিই। হে প্রভু! ইন্দ্রিয়শক্তি, মনোগত শক্তি ও দেহগত শক্তি এবং ক্রিয়া ও গতি—এইসকল বায়ুর শক্তিও তোমারই॥ ৮ ॥

দিশাং ত্বমবকাশোঽসি দিশঃ খং স্ফোট আশ্রয়ঃ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্‌কৃতিঃ॥ ৯

দিকসকল আর তার অবকাশ (ব্যোম) তুমি। আকাশ আর আশ্রয়ভূত স্ফোট—শব্দতন্মাত্রা অর্থাৎ পরা বাণী, নাদ—পশ্যন্তী, ওঁ-কার—মধ্যমা ও বর্ণ (অক্ষর) এবং পদার্থসকলের বিভিন্নরূপে নির্দেশ প্রদানকারী পদ, রূপ, বৈখরী বাণীও তুমিই॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়ং[2] ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী॥ ১০

ইন্দ্রিয়সকল, তাদের বিষয় প্রকাশনশক্তি এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও তুমি! বুদ্ধির নিশ্চয়কারক শক্তি এবং জীবের বিশুদ্ধ স্মৃতিও তুমি॥ ১০ ॥

ভূতানামসি ভূতাদিরিন্দ্রিয়াণাং চ তৈজসঃ।
বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনাম্॥ ১১

আকাশাদি মহাভূতসমূহের কারণ তামসিক অহংকার, ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ রাজসিক অহংকার এবং ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের কারণ সাত্ত্বিক অহংকার আর জীবের গমনাগমনের কারণ মায়াও তুমি॥ ১১ ॥

নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি ত্বমনশ্বরম্।
যথা দ্রব্যবিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্॥ ১২

ভগবন্! যেমন মৃত্তিকাদি বস্তুসমূহের বিকারে ঘট, বৃক্ষ আদিতে মৃত্তিকা সর্বতোভাবে বর্তমান এবং বস্তুত তা কারণ(মৃত্তিকা)রূপই। তেমনভাবেই যত বিনাশশীল পদার্থ আছে, তার মধ্যে কারণরূপে তুমিই অবিনাশী তত্ত্ব। বস্তুত এই সকলই তোমারই স্বরূপ॥ ১২ ॥

[1]স্তবেশ্বর। [2]ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়াণাং চ দেবাশ্চ ত্বদ্.।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্‌বৃত্তয়শ্চ যাঃ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া।। ১৩

হে প্রভু ! সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণ এবং তাদের বৃত্তিসকল (পরিণাম) মহত্তত্ত্বাদি পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে—তোমার মধ্যে যোগমায়ার দ্বারা কল্পিত।। ১৩ ।।

তস্মান্ন সন্ত্যমী ভাবা যর্হি[১] ত্বয়ি বিকল্পিতাঃ।
ত্বং চামীষু বিকারেষু হ্যন্যদাব্যাবহারিকঃ।। ১৪

তাই জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম প্রভৃতি বিকার-সকল তোমাতে আদৌ থাকে না। যখন তোমার মধ্যে তাদের অবস্থান কল্পনা করে নেওয়া হয় তখন তুমি সেই বিকারসকলের অনুগত বলে মনে হয়ে থাকে। কল্পনার নিবৃত্তি হলে নির্বিকল্প পরমার্থস্বরূপ সেই তুমিই অবশিষ্ট থাকো।। ১৪ ।।

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নবুধাস্ত্বখিলাত্মনঃ।
গতিং সূক্ষ্মামবোধেন সংসরন্তীহ কর্মভিঃ।। ১৫

এই জগৎ সত্ত্ব, রজ, তম—এই গুণত্রয়ের প্রবাহ মাত্র। দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, সুখ, দুঃখ এবং রাগ-লোভাদি তাদেরই কার্য। যে মোহাবিষ্ট ব্যক্তিসকল তোমার—সর্বাত্মার সূক্ষ্ম স্বরূপের জ্ঞানরহিত, তারা দেহাভিমানরূপ অজ্ঞান হেতু কর্মে আবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যু রূপ চক্রে পতিত হয়ে থাকে।। ১৫ ।।

যদৃচ্ছয়া নৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্লভাম্।
স্বার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং ত্বন্মায়য়েশ্বর।। ১৬

হে পরমেশ্বর ! আমার প্রারব্ধ অনুকূল ছিল। তাই আমি ইন্দ্রিয়াদি সামর্থ্যযুক্ত অতি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করলাম। কিন্তু তোমার মায়াতে বিচ্যুত হয়ে আমি আমার যথার্থ উদ্দেশ্য—স্বার্থ-পরমার্থই ভুলে গেলাম আর সেই ভাবেই আমার জীবন কেটে গেল।। ১৬ ।।

অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষু।
স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি ভবান্ সর্বমিদং জগৎ।। ১৭

হে প্রভু ! এই দেহ আমার আর এই দেহের সঙ্গে যুক্ত এরা আমার আপন—এই অহংকার ও মমতারূপ স্নেহের পাশে তুমি জগৎকে বেঁধে রেখেছ।। ১৭ ।।

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ।
ভূভারক্ষত্রক্ষপণ[২] অবতীর্ণৌ তথাত্থ হ।। ১৮

আমি জানি যে তোমরা শুধুমাত্র আমার পুত্র নও, সমগ্র প্রকৃতি ও জীবের প্রভু। ভূভারস্বরূপ রাজাদের বিনাশের জন্য তোমাদের অবতাররূপে আগমন হয়েছে। জন্মকালে সূতিকাগৃহে এই কথাই তো আমাদের বলেছিলে।। ১৮ ।।

তত্তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য[৩] পদারবিন্দ-
মাপন্নসংসৃতিভয়াপহমার্তবন্ধো ।
এতাবতালমলমিন্দ্রিয়লালসেন
মর্ত্যাত্মদৃক্ ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ।। ১৯

অতএব হে দীনবন্ধু শরণাগতবৎসল ! তোমার যে শ্রীপাদপদ্ম ভবভয়নিবারণকারী আমি তার শরণাগত হলাম। মরণশীল শরীরে আত্মবুদ্ধি এবং পরমেশ্বর তোমার প্রতি পুত্রবুদ্ধি—সেই ইন্দ্রিয়-লালসা পর্যাপ্ত হয়েছে ; তার প্রয়োজন নেই।। ১৯ ।।

[১]যে হি। [২]ক্ষপণার্থায়। [৩]হস্মি শর.।

সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ
সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্মগুপ্ত্যৈ।
নানাতনূর্গগনবদ্ বিদধজ্জহাসি
কো বেদ ভূম্ন উরুগায় বিভূতিমায়াম্॥ ২০

হে প্রভু ! তুমি সুতিকাগৃহে নিজের পরিচয় দান করেছিলে। তুমি বলেছিলে—'জন্মরহিত হয়েও নিজ নির্মিত ধর্মমর্যাদা রক্ষা নিমিত্ত যোগমায়া আশ্রয় করে তোমার জন্মগ্রহণ ও শরীর ত্যাগ হয়ে থাকে।' তুমি বস্তুত অখণ্ড, অনন্ত ও অদ্বিতীয় সত্তা। তোমার যোগমায়ার রহস্য কে জানতে সক্ষম ? সকলেই তোমার অক্ষয় কীর্তিরই কীর্তন করে থাকে ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক[১] উবাচ

আকর্ণ্যেত্থং পিতুর্বাক্যং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
প্রত্যাহ প্রশ্রয়ানম্রঃ প্রহসঞ্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ২১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীবসুদেবের কথাসকল শ্রবণ করে যদুবংশশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বিনয় সহকারে সুমধুর কণ্ঠে বললেন॥ ২১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে।
যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ॥ ২২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পিতা ! আমরা আপনার সন্তানই। আমাদের উপলক্ষ্য করে আপনি ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দান করলেন তা যুক্তিযুক্ত বলেই আমরা মনে করি॥ ২২ ॥

অহং যূয়মসাবার্য[২] ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃশ্যাঃ সচরাচরম্॥ ২৩

হে পিতা ! আপনারা, আমি, অগ্রজ শ্রীবলরাম, দ্বারকাবাসীসকল, সম্পূর্ণ বিশ্বচরাচর—সকলই আপনি যেমন বললেন তেমনই। সকলই ব্রহ্মরূপ বোধ করাই কর্তব্য॥ ২৩ ॥

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে॥ ২৪

হে পিতা ! আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু তা স্বয়ং গুণসকল সৃষ্টি করে থাকে আর গুণসকল সৃষ্ট পঞ্চভূতে এক হয়েও বহুরূপে আবির্ভূত হয় ; তা স্বপ্রকাশ হয়েও দৃশ্য, নিজ স্বরূপ হয়েও এক পৃথক সত্তারূপে, নিত্য হয়েও অনিত্য আর নির্গুণ হয়েও সগুণরূপে প্রতীত হয়ে থাকে॥ ২৪ ॥

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি॥ ২৫

যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত নিজ কার্য ঘট, কুণ্ডল আদিতে দৃশ্য-অদৃশ্য, বড়-ছোট, বেশি-কম, এক-অনেক রূপে প্রতীত হলেও বাস্তবে সত্তারূপে তা একই থাকে ; তেমনভাবেই আত্মাতেও উপাধি ভেদেই বহুত্বের প্রতীতি হয়ে থাকে। তাই 'আমি যা অন্য সবও তাই'—এই দৃষ্টিতে আপনার কথা সঠিকই॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা রাজন্ বসুদেব উদাহৃতম্।
শ্রুত্বা বিনষ্টনানাধীস্তূষ্ণীং প্রীতমনা অভূৎ॥ ২৬

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করে শ্রীবসুদেবের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হল ; তিনি প্রসন্নচিত্তে মৌন ও নিঃস্পৃহভাবে রইলেন॥ ২৬ ॥

[১]বাদরায়ণিরুবাচ। [২]প্রিয়ো মমাচার্য।

অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দেবকী সর্বদেবতা।
শ্রুত্বানীতং গুরোঃ পুত্রমাত্মজাভ্যাং সুবিস্মিতা॥ ২৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তখন সেইস্থানে সর্বলোক পূজনীয়া শ্রীদেবকীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মৃত গুরুপুত্রকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। ঘটনাটি তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য পুত্রান্ কংসবিহিংসিতান্।
স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈক্লব্যাদশ্রুলোচনা॥ ২৮

তখন মা শ্রীদেবকীর নিজ মৃত পুত্রদের কথা মনে পড়ে গেল যাদের কংসের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ঘটনা মনে পড়তেই তিনি কাতর হয়ে পড়লেন ; তাঁর নয়ন অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। তিনি অতি করুণ-স্বরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন॥ ২৮ ॥

দেবক্যুবাচ

রাম রামাপ্রমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
বেদাহং বাং বিশ্বসৃজামীশ্বরাবাদিপূরুষৌ॥ ২৯

মা দেবকী বললেন—হে লোকাভিরাম বলরাম ! তোমার শক্তি বাক্যমনাতীত। হে শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর। আমি জানি যে, তোমরা দুইজন প্রজাপতিদেরও ঈশ্বর, পরমপুরুষ নারায়ণ॥ ২৯ ॥

কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং রাজ্ঞামুচ্ছাস্ত্রবর্তিনাম্।
ভূমের্ভারায়মাণানামবতীর্ণৌ কিলাদ্য মে॥ ৩০

আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, যারা কালক্রমে নিজ ধৈর্য, সংযম ও সত্ত্বগুণ হারিয়েছে আর শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে, সেই সকল ভূভার স্বরূপ রাজাদের বিনাশ করবার জন্য আমার গর্ভে তোমাদের আগমন হয়েছিল॥ ৩০ ॥

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা॥ ৩১

হে বিশ্বাত্মন্ ! তোমার পুরুষরূপ অংশে সৃষ্ট মায়ার দ্বারা গুণত্রয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে যার অংশের অংশে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়ে থাকে। আজ আমি সর্বান্তকরণে তোমার শরণাগত হলাম॥ ৩১ ॥

চিরান্মৃতসুতাদানে গুরুণা কালচোদিতৌ।
আনিন্যথুঃ পিতৃস্থানাদ্ গুরবে গুরুদক্ষিণাম্॥ ৩২

আমি শুনেছি যে তোমাদের গুরু শ্রীসান্দীপনির পুত্রের মৃত্যু বহুদিন পূর্বে হয়েছিল। তাঁকে গুরুদক্ষিণা প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুমতি নিয়ে ও কালের প্রেরণায় তোমরা দুইজনে তাঁর পুত্রকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে॥ ৩২ ॥

তথা মে কুরুতং কামং যুবাং যোগেশ্বরেশ্বরৌ।
ভোজরাজহতান্ পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহৃতান্॥ ৩৩

তোমরা তো যোগীশ্বরদেরও ঈশ্বর। তাই আজ আমার অভিলাষও পূর্ণ করো। কংস-কর্তৃক নিহত আমার পুত্রদের তোমরা আমার কাছে এনে দাও ; আমি তাদের প্রাণভরে দেখব॥ ৩৩ ॥

ঋষিরুবাচ

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভারত।
সুতলং সংবিবিশতুর্যোগমায়ামুপাশ্রিতৌ॥ ৩৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! মা শ্রীদেবকীর অভিলাষের কথা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুইজনই যোগমায়া আশ্রয় করে সুতল লোকে প্রবেশ করলেন॥ ৩৪ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টাবুপলভ্য দৈত্যরাড়্
বিশ্বাত্মদৈবং সুতরাং তথাঽঽত্মনঃ।
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ
সদ্যঃ সমুত্থায়[১] ননাম সান্বয়ঃ॥ ৩৫

জগদাত্মা, ইষ্টদেব পরম স্বামী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সুতল লোকে পদার্পণ করতে দেখে দৈত্যরাজ বলির অন্তর তাঁর দর্শন প্রাপ্তি হেতু আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন আর শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ৩৫ ॥

তয়োঃ সমানীয় বরাসনং মুদা
নিবিষ্টয়োস্তত্র মহাত্মনোস্তয়োঃ।
দধার পাদাববনিজ্য তজ্জলং
সবৃন্দ আব্রহ্ম পুনদ্ যদম্বু হ॥ ৩৬

অতঃপর দৈত্যরাজ বলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করালেন। আসন দানের পর পাদ প্রক্ষালন করে তিনি সপরিবারে সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের পাদোদক তো আব্রহ্মা জগৎকে পবিত্র করে থাকে॥ ৩৬ ॥

সমর্হয়ামাস স তৌ বিভূতিভি-
র্মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ।
তাম্বূলদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ[২]
স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ॥ ৩৭

তারপর দৈত্যরাজ বলি মূল্যবান বস্ত্র, অলংকার, চন্দন অনুলেপন, তাম্বুল, অমৃত তুল্য অন্ন পানীয়, দীপ আদি অন্যান্য সামগ্রী সহযোগে তাঁদের পূজার্চনা করলেন আর পরিবার, ধনসম্পদ, নিজ দেহ সকলই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করলেন॥ ৩৭ ॥

স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং
বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া।
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ
প্রহৃষ্টরোমা নৃপ গদ্‌গদাক্ষরম্[৩]॥ ৩৮

হে পরীক্ষিৎ ! দৈত্যরাজ বলি আনন্দাতিশয্যে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম নিজ বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে ধারণ করতে লাগলেন। তিনি বিহ্বল চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে ভরে গেল। অঙ্গে তাঁর তখন পুলক শিহরণ অনুভূত হচ্ছিল। এই অবস্থায় তিনি গদগদ হয়ে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৩৮ ॥

বলিরুবাচ

নমোঽনন্তায় বৃহতে[৪] নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
সাংখ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥ ৩৯

দৈত্যরাজ বলি বললেন—হে শ্রীবলরাম ! আপনি অনন্ত ও সুমহান ; শেষাদি বিগ্রহসকল আপনার অন্তর্ভূত। হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি বিশ্ববিধাতা ; জ্ঞান ও কর্ম যোগদ্বয়ের প্রবর্তক। স্বয়ং আপনি পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। আপনাদের বার বার প্রণাম॥ ৩৯ ॥

দর্শনং বাং হি ভূতানাং দুষ্প্রাপং চাপ্যদুর্লভম্[৫]।
রজস্তমঃস্বভাবানাং যন্নঃ প্রাপ্তৌ যদৃচ্ছয়া॥ ৪০

ভগবন্ ! আপনাদের দর্শনলাভ প্রাণীদের পক্ষে অতি দুর্লভ। তবুও তা আপনাদের কৃপায় সহজলভ্য হয়ে যায় ; কারণ আজ আপনারা কৃপা করে আমাদের মতন রজোগুণী ও তমোগুণী স্বভাবের দৈত্যদেরও দর্শন দান করলেন॥ ৪০ ॥

দৈত্যদানবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধ্রচারণাঃ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূতপ্রমথনায়কাঃ॥ ৪১

হে প্রভু ! আমরা ও আমাদের মতন অন্যান্য দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস,

[১]স উত্থা.। [২]স্রগ্‌ধূপদীপা.। [৩]ক্ষরঃ। [৪]মহতে। [৫]চাতিদু.।

বিশুদ্ধসত্ত্বধাম্ন্যদ্ধা ত্বয়ি শাস্ত্রশরীরিণি।
নিত্যং নিবদ্ধবৈরাস্তে বয়ং চান্যে চ তাদৃশাঃ॥ ৪২

কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ।
ন তথা সত্ত্বসংরব্ধাঃ সন্নিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ॥ ৪৩

ইদমিত্থমিতি প্রায়স্তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন বিদন্ত্যপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্॥ ৪৪

তন্নঃ প্রসীদ নিরপেক্ষবিমৃগ্যযুষ্মৎ-
পাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ ।
নিষ্ক্রম্য বিশ্বশরণাঙ্ঘ্র্যুপলব্ধবৃত্তিঃ
শান্তো যথৈক উত সর্বসখৈশ্চরামি॥ ৪৫

শাধ্যস্মানীশিতব্যেশ নিষ্পাপান্ কুরু নঃ প্রভো।
পুমান্ যচ্ছ্রদ্ধয়াহতিষ্ঠংশ্চোদনায়া বিমুচ্যতে॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

আসন্ মরীচেঃ ষট্ পুত্রা ঊর্ণায়াং প্রথমেহন্তরে।
দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং যভিতুমুদ্যতম্॥ ৪৭

তেনাসুরীমগন্ যোনিমধুনাবদ্যকর্মণা।
হিরণ্যকশিপোর্জাতা নীতাস্তে যোগমায়য়া॥ ৪৮

দেবক্যা উদরে জাতা রাজন্ কংসবিহিংসিতাঃ।
সা তানশোচত্যাত্মজান্ স্বাংস্ত ইমেহধ্যাসতেহন্তিকে॥ ৪৯

পিশাচ, ভূত, প্রমথ নায়কাদি আপনার প্রীতিপূর্বক ভজনা করা তো দূরে থাক, আপনার প্রতি সতত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু আপনার শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ বেদময় ও বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ। তাই আমাদের মধ্যে অনেকে শত্রুভাবে, অনেকে ভক্তিভাবে আর কিছু কামনা করে আপনাকে স্মরণ করে অবশেষে সেই পদ লাভ করেছে যা আপনার সমীপে অবস্থানকারী সত্ত্বপরায়ণ দেবতাদিও লাভ করতে পারেননি॥ ৪১-৪৩ ॥

হে যোগেশ্বরদেরও ঈশ্বর ! আপনার যোগমায়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বরগণও জানতে পারেন না ; আর আমাদের কথা তো ছেড়েই দিন ! ৪৪ ॥

অতএব হে প্রভু ! কৃপা করুন যাতে আমার চিত্তবৃত্তি আপনার সেই শ্রীপাদপদ্মে নিত্যযুক্ত হয় যা নিরাসক্ত পরমহংসগণ সতত অন্বেষণ করে থাকেন। আমি সেই শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করে যেন এই গৃহাসক্তির অন্ধকূপ থেকে মুক্তি লাভ করি। হে প্রভু ! জগতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে আমি শান্ত হতে চাই আর একাকী বিচরণ করতে চাই। যদি সঙ্গলাভ প্রয়োজন হয় তাহলে যেন শুধুমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ করি॥ ৪৫ ॥

হে প্রভু ! আপনি বিশ্বচরাচরের নিয়ামক ও প্রভু। আদেশ করুন আর আমাদের সর্বপাপ হরণ করুন ; কারণ যে শ্রদ্ধা সহকারে আপনার আদেশ পালন করে সে অবশ্যই বিধি-নিষেধাত্মক কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে॥ ৪৬ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দৈত্যরাজ ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি মরীচির পত্নী ঊর্ণার গর্ভে ছয়টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই দেবতা ছিলেন। শ্রীব্রহ্মার নিজ কন্যাকে উপভোগ করতে উদ্যত দেখে তাঁরা উপহাস করেছিলেন॥ ৪৭ ॥

এই উপহাসজনক অপরাধে শ্রীব্রহ্মা তাঁদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। সেই অভিশাপে তাঁরা অসুর যোনিতে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যোগমায়া তাঁদের শ্রীদেবকীর গর্ভে সংস্থাপন করেছিল। তাঁরা জন্মগ্রহণ করতেই কংস-কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। হে দৈত্যরাজ ! শ্রীদেবকী মাতা সেই সন্তানদের জন্য শোকাতুর হয়েছেন। সেই সন্তানেরা এখন তোমার

ইত এতান্ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্তয়ে।
ততঃ শাপাদ্ বিনির্মুক্তা লোকং যাস্যন্তি বিজ্বরাঃ॥ ৫০

নিকটেই অবস্থান করছেন॥ ৪৮-৪৯ ॥

মাতার শোকনিবারণ উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে আগমন হয়েছে। আমরা তাঁদের এখান থেকে নিয়ে যাব। অতঃপর তাঁরা অভিশাপ মুক্ত হবেন ও দেবলোকে গমন করবেন॥ ৫০ ॥

স্মরোদ্‌গীথঃ পরিষ্বঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃদ্ ঘৃণী।
ষড়িমে মৎপ্রসাদেন পুনর্যাস্যন্তি সদ্‌গতিম্॥ ৫১

তাঁরা হলেন—স্মর, উদ্‌গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ এবং ঘৃণি। আমার প্রভাবে তাঁরা সদ্‌গতি লাভ করবেন॥ ৫১ ॥

ইত্যুক্ত্বা তান্ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ।
পুনর্দ্বারবতীমেত্য মাতুঃ পুত্রানযচ্ছতাম্॥ ৫২

হে পরীক্ষিৎ ! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপ করে গেলেন। দৈত্যরাজ বলি তাঁর পূজার্চনা করলেন ; তারপর বালকদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন আর মাতা দেবকীকে তাঁর পুত্রদের সমর্পণ করলেন॥ ৫২ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা বালকান্ দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মূর্দ্ধ্ন্যজিঘ্রদভীক্ষ্ণশঃ॥ ৫৩

সেই বালকদের প্রত্যক্ষ করে দেবকীর হৃদয়ে বাৎসল্যপ্রেমের জোয়ার এল। তাঁর স্তনদুগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। তিনি বালকদের বার বার ক্রোড়ে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন ও মস্তক আঘ্রাণ নিলেন॥ ৫৩ ॥

অপায়য়ৎ স্তনং প্রীতা সুতস্পর্শপরিপ্লুতা।
মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে॥ ৫৪

পুত্রসকলের স্পর্শ ও সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে মাতা দেবকী তাদের স্তনপান করালেন। তিনি সৃষ্টিচক্র পরিচালক বিষ্ণুভগবানের মায়াতে বিমোহিত হয়েছিলেন॥ ৫৪ ॥

পীত্বামৃতং[1] পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ।
নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ ॥ ৫৫

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীদেবকীর স্তনদুগ্ধ যেন সাক্ষাৎ অমৃত। তা হবে নাই বা কেন, তা যে পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পান করেছিলেন। বালকগণ সেই দুগ্ধই পান করলেন। সেই দুগ্ধ পান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ লাভ হেতু তাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করলেন॥ ৫৫॥

তে নমস্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলম্।
মিষতাং সর্বভূতানাং যযুর্ধাম দিবৌকসাম্॥ ৫৬

অতঃপর তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাতা দেবকী, পিতা বসুদেব এবং শ্রীবলরামকে প্রণাম করলেন এবং সকলের উপস্থিতিতেই দেবলোকে গমন করলেন॥ ৫৬॥

তং দৃষ্ট্বা দেবকী দেবী মৃতাগমননির্গমম্।
মেনে সুবিস্মিতা মায়াং কৃষ্ণস্য রচিতাং নৃপ॥ ৫৭

হে পরীক্ষিৎ ! দেবী দেবকী আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই দেখে যে মৃত বালকগণ ফিরে এল, আবার চলেও গেল। তিনি এই ঘটনাকে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রচিত লীলা-কৌশলই মনে করলেন॥ ৫৭ ॥

[1]মৃতোপমং তত্ত্ব পীত.।

এবংবিধান্যদ্ভুতানি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য সন্ত্যনন্তানি ভারত॥ ৫৮

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমাত্মা, অনন্ত তাঁর শক্তি। তাঁর এইরূপ আরও অনন্ত অদ্ভুত পরাক্রম আছে॥ ৫৮ ॥

সূত উবাচ

য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্ বা মুরারে-
শ্চরিতমমৃতকীর্তের্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ।
জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং
ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎ ক্ষেমধাম॥ ৫৯

শ্রীসূত বললেন—শৌনকাদি ঋষিগণ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কীর্তিসকল অমর ও অমৃতময়। তাঁর চরিত্র জগতের সমস্ত পাপ ও সন্তাপ নিবারণকারী আর ভক্তজনের কর্ণকুহরে আনন্দসুধা বর্ষণকারী। ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেব স্বয়ং এর বর্ণনা করেছেন। এই পুণ্যকথার শ্রবণ-কীর্তনকারীর চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে যুক্ত হয় এবং সে পরম কল্যাণস্বরূপ নিত্যধাম লাভ করে॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে মৃতাগ্রজানয়নং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের মৃত অগ্রজ-আনয়ন নামক পঞ্চাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

---

[১]ন্ধে মৃতা.।

অথ ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ

ষড়শিতিতম অধ্যায়

সুভদ্রাহরণ এবং শ্রীভগবানের একসঙ্গে মিথিলায় রাজা জনকের* এবং শ্রুতদেব ব্রাহ্মণের গৃহে গমন

রাজোবাচ

ব্রহ্মন্ বেদিতুমিচ্ছামঃ[১] স্বসারং রামকৃষ্ণয়োঃ।
যথোপযেমে বিজয়ো যা মমাসীৎ পিতামহী।। ১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! আমার পিতামহ অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের ভগিনী ও আমার পিতামহী শ্রীসুভদ্রাকে কেমনভাবে বিবাহ করেছিলেন ? আমি তা জানতে উৎসুক।। ১ ।।

শ্রীশুক উবাচ

অর্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্যটন্নবনীং প্রভুঃ।
গতঃ প্রভাসমশৃণোন্মাতুলেয়ীং স আত্মনঃ।। ২

দুর্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতীতি ন চাপরে।
তল্লিপ্সুঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ।। ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! একবার মহাশক্তিধর অর্জুন তীর্থভ্রমণকালে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেইখানে উপনীত হয়ে তিনি জানতে পারলেন যে শ্রীবলরাম তাঁর মাতুলপুত্রী সুভদ্রার বিবাহ দুর্যোধনের সঙ্গে দিতে ইচ্ছুক ; যদিও এই প্রস্তাবে শ্রীবসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের মত নেই। এইবার অর্জুনের মনে সুভদ্রাকে লাভ করবার জন্য কামনা জেগে উঠল। তিনি ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে দ্বারকায় উপনীত হলেন।। ২-৩ ।।

তত্র[২] বৈ বার্ষিকান্ মাসানবাৎসীৎ স্বার্থসাধকঃ।
পৌরৈঃ সভাজিতোঽভীক্ষ্ণং রামেণাজানতা চ সঃ।। ৪

সুভদ্রাকে লাভ করবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় বর্ষাকালের চার মাস কাল অবস্থান করলেন। পুরবাসিগণ ও শ্রীবলরাম দ্বারা তিনি অতি সম্মানিত অতিথিরূপে স্বীকৃতি লাভ করলেন। কেউ জানতেও পারল না যে তিনি আসলে অর্জুন।। ৪ ।।

একদা গৃহমানীয়[৩] আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য তম্।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ভৈক্ষ্যং বলেন বুভুজে কিল।। ৫

একদিন শ্রীবলরাম অতিথিরূপে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে গৃহে নিয়ে এলেন। ত্রিদণ্ডী বেশধারী অর্জুনকে শ্রীবলরাম অতি শ্রদ্ধাসহকারে আহার্য নিবেদন করলেন আর অর্জুনও তা প্রেমপ্রীতিসহকারে গ্রহণ করলেন।। ৫ ।।

সোঽপশ্যত্তত্র মহতীং কন্যাং বীরমনোহরাম্।
প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণস্তস্যাং ভাবক্ষুব্ধং[৪] মনো দধে।। ৬

অর্জুন আহারকালে সেইখানে বিবাহযোগ্যা পরমাসুন্দরী সুভদ্রাকে দেখলেন। তাঁর সৌন্দর্য অতি বড় বীরকেও আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখত। উৎফুল্ললোচন অর্জুনের মন সুভদ্রাকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুব্ধ হল। তিনি তাঁকে ভার্যারূপে লাভ করবার সংকল্প নিলেন।। ৬ ।।

---

[১]মি। [২]তত্রাসৌ। [৩]মানিন্যে। [৪]স্মরক্ষু.।

*১৪৯৪ পাতার টিপ্পণী দেখুন।

সাপি তং চকমে বীক্ষ্য নারীণাং হৃদয়ঙ্গমম্।
হসন্তী ব্রীড়িতাপাঙ্গী তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা॥ ৭

তাং পরং সমনুধ্যায়ন্নন্তরং প্রেপ্সুরর্জুনঃ।
ন লেভে শং ভ্রমচ্চিত্তঃ কামেনাতিবলীয়সা॥ ৮

মহত্যাং দেবযাত্রায়াং রথস্থাং দুর্গনির্গতাম্।
জহারানুমতঃ পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ মহারথঃ॥ ৯

রথস্থো ধনুরাদায় শূরাংশ্চারুন্ধতো ভটান্।
বিদ্রাব্য ক্রোশতাং স্বানাং স্বভাগং মৃগরাড়িব॥ ১০

তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুভিতো রামঃ পর্বণীব মহার্ণবঃ।
গৃহীতপাদঃ কৃষ্ণেন সুহৃদ্ভিশ্চান্বশাম্যত[১]॥ ১১

প্রাহিণোৎ পারিবর্হাণি বরবধ্বোর্মুদা বলঃ।
মহাধনোপস্করেভরথাশ্বনরযোষিতঃ ॥ ১২

শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতদেব ইতি শ্রুতঃ।
কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণার্থঃ শান্তঃ কবিরলম্পটঃ॥ ১৩

স উবাস বিদেহেষু মিথিলায়াং গৃহাশ্রমী।
অনীহয়াহহগতাহার্যনির্বর্তিতনিজক্রিয়ঃ॥ ১৪

হে পরীক্ষিৎ ! তোমার পিতামহ অর্জুনও দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন। তাঁর দেহগঠন, আচরণ রমণীকুলের চিত্ত স্পর্শ করত। একনজরেই সুভদ্রা তাঁকে পতিরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। স্মিতহাস্যে বক্রদৃষ্টিতে তিনি অর্জুনকে দেখতে লাগলেন। তাঁর মন-প্রাণ তাঁতেই সমর্পিত হয়েছিল॥ ৭ ॥

এইবার অর্জুনকে সুভদ্রালাভ চিন্তা উত্ত্যক্ত করতে লাগল। তিনি সুভদ্রাকে হরণ করবার সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সুভদ্রালাভ করবার কামনা তাঁকে ব্যাকুলচিত্ত করে তুলল ; মন অশান্ত হল॥ ৮ ॥

একবার শ্রীসুভদ্রা দেবদর্শন উপলক্ষ্যে রথে আরোহণ করে দ্বারকা দুর্গের বাইরে এলেন। তখন মহারথী অর্জুন পিতা-মাতা বসুদেব-দেবকী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সুভদ্রাকে হরণ করলেন॥ ৯ ॥

রথারোহণ করে মহাবীর অর্জুন ধনুক তুলে নিলেন ও বাধাদানকারী সৈনিকদের বিতাড়িত করলেন। সুভদ্রার স্বজনগণ উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করতে লাগলেন। সিংহ যেমন নিজের শিকার হরণ করে, তেমনভাবেই অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করলেন॥ ১০ ॥

ঘটনা শ্রীবলরামকে উত্তেজিত করল। তিনি পূর্ণিমার সমুদ্রসম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য সুহৃদগণ তাঁর পদযুগল ধারণ করে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। অবশেষে তিনি শান্ত হলেন॥ ১১ ॥

অতঃপর শ্রীবলরাম প্রসন্ন হয়ে নবদম্পতির জন্য যৌতুকরূপে প্রভূত ধনসম্পদ, সামগ্রী, গজ, রথ, অশ্ব ও দাসদাসী পাঠিয়ে দিলেন॥ ১২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! বিদেহদেশের রাজধানী মিথিলায় শ্রুতদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তি স্থাপন করে সেই জ্ঞানীভক্ত পূর্ণ মনোরথ, পরম শান্ত ও বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে থাকতেন॥ ১৩ ॥

গৃহস্থাশ্রমে বাস করেও তিনি কোনো রকম উদ্যম না করে যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন॥ ১৪ ॥

[১]শ্চানুসান্ত্বিতঃ।

যাত্রামাত্রং ত্বহরহর্দৈবাদুপনমত্যুত[1]।
নাধিকং তাবতা তুষ্টঃ ক্রিয়াশ্চক্রে যথোচিতাঃ॥ ১৫

দৈবক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অন্নাদি বস্ত্র তিনি পেয়ে যেতেন। বেশি কখনো পেতেন না। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন আর নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে ধর্মপালনে তৎপর থাকতেন॥ ১৫ ॥

তথা তদ্রাষ্ট্রপালোহঙ্গ বহুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ।
মৈথিলো নিরহম্মান উভাবপ্যচ্যুতপ্রিয়ৌ॥ ১৬

তয়োঃ প্রসন্নো ভগবান্ দারুকেণাহৃতং রথম্।
আরুহ্য সাকং মুনিভির্বিদেহান্ প্রযযৌ প্রভুঃ॥ ১৭

পরীক্ষিৎ! সেই দেশের নৃপতিও ব্রাহ্মণের মতন ভক্তিমান ছিলেন। জনকবংশীয় রাজার নাম ছিল বহুলাশ্ব। তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও অহংকার ছিল না। শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব দুইজনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন॥ ১৬ ॥ একদিন প্রসন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারথি দারুককে রথ আনতে বললেন। অতঃপর রথারোহণ করে তিনি দ্বারকা থেকে বিদেহ দেশ অভিমুখে গমন করলেন॥ ১৭ ॥

নারদো বামদেবোহত্রিঃ কৃষ্ণো রামোহসিতোহরুণিঃ।
অহং বৃহস্পতিঃ কণ্বো মৈত্রেয়শ্চ্যবনাদয়ঃ॥ ১৮

শ্রীভগবানের সঙ্গে নারদ, বামদেব, অত্রি, বেদব্যাস, পরশুরাম, অসিত, আরুণি, আমি (শুকদেব), বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয়, চ্যবন আদি ঋষিগণও ছিলেন॥ ১৮ ॥

তত্র তত্র তমায়ান্তং পৌরা জানপদা নৃপ।
উপতস্থুঃ সার্ঘ্যহস্তা গ্রহৈঃ সূর্যমিবোদিতম্॥ ১৯

পরীক্ষিৎ! গমনকালে পথমধ্যে স্থানে স্থানে তাঁরা পুরবাসিগণ দ্বারা পূজিত হচ্ছিলেন। পূজার্চনায় রত ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানকে দেখে মনে করছিলেন যেন গ্রহসকল সহিত সাক্ষাৎ সূর্যোদয় হয়েছে॥ ১৯ ॥

আনর্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্য-
পাঞ্চালকুন্তিমধুকেকয়কোসলার্ণাঃ।
অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদারহাস-
স্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ পপুর্দৃশিভির্নৃনার্যঃ॥ ২০

পরীক্ষিৎ! যাত্রাপথে আনর্ত, ধন্ব, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল, অর্ণ আদি বহুদেশের নরনারীগণ নিজ নয়ন পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদার হাস্য ও স্নিগ্ধ প্রেমদৃষ্টিযুক্ত কৃপাকটাক্ষ যুক্ত বদনকমলের মকরন্দ সুধা পান করেছিলেন॥ ২০ ॥

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্‌ভ্যঃ
ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশং চ যচ্ছন্।
শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্বযশোহশুভঘ্নং
গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্॥ ২১

ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে তাদের অজ্ঞানদৃষ্টির বিনাশ হয়েছিল। দর্শনকারী ভক্তদের শ্রীভগবান নিজ দৃষ্টিদ্বারা পরম কল্যাণ ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে যাচ্ছিলেন। পথে নানা স্থানে মানব ও দেবতাসকল শ্রীভগবানের সেই অক্ষয় লীলাকীর্তন করছিলেন যা দিক্‌সকলকে উজ্জ্বল করে আর সমস্ত অশুভকে বিনাশ করে। এইভাবে ধীরে ধীরে শ্রীভগবান বিদেহ নগরে উপনীত হলেন॥ ২১ ॥

তেঽচ্যুতং প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরা জানপদা নৃপ[2]।
অভীয়ুর্মুদিতাস্তস্মৈ[3] গৃহীতার্হণপাণয়ঃ॥ ২২

পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভানুগমন সমাচার নাগরিক ও গ্রামবাসী সকলকে সীমাহীন আনন্দ দিল। তারা সকলে হাতে পূজাসামগ্রীসকল নিয়ে তাঁকে

[1]মত্যয়ম্। [2]নৃপাঃ। [3]প্রতীয়ু.।

দৃষ্ট্বা ত উত্তমশ্লোকং প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ।
কৈর্ধৃতাঞ্জলিভির্নেমুঃ শ্রুতপূর্বাংস্তথা মুনীন্॥ ২৩

স্বানুগ্রহায় সম্প্রাপ্তং মন্বানৌ তং জগদ্‌গুরুম্।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ পেততুঃ প্রভোঃ॥ ২৪

ন্যমন্ত্রয়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ যুগবৎ সংহতাঞ্জলী॥ ২৫

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
উভয়োরাবিশদ্ গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ॥ ২৬

শ্রোতুমপ্যসতাং[1] দূরান্ জনকঃ স্বগৃহাগতান্।
আনীতেম্বাসনাগ্র্যেষু সুখাসীনান্ মহামনাঃ॥ ২৭

প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধর্ষহৃদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ।
নত্বা তদঙ্ঘ্রীন্ প্রক্ষাল্য তদপো লোকপাবনীঃ॥ ২৮

সকুটুম্বো বহন্ মূর্ধ্না পূজয়াঞ্চক্র ঈশ্বরান্।
গন্ধমাল্যাম্বরাকল্পধূপদীপার্ঘ্যগোবৃষৈঃ ॥ ২৯

বাচা মধুরয়া প্রীণন্নিদমাহান্নতর্পিতান্।
পাদাবঙ্কগতৌ বিষ্ণোঃ সংস্পৃশঞ্ছনকৈর্মুদা॥ ৩০

অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল॥ ২২ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে তাদের হৃদয়-কমল ও নয়নকমল আনন্দে ও প্রেমাতিশয্যে প্রস্ফুটিত হল। তাঁরা শ্রীভগবানকে দর্শন করল আর দর্শন করল সেই মুনিদের যাদের কেবল নামই এতদিন শুনেছিল, জোড়হস্তে অবনত মস্তকে তারা সকলকে প্রণাম নিবেদন করল॥ ২৩ ॥

মিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব এবং শ্রুতদেব, জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উপর অনুগ্রহ করবার জন্যই পদার্পণ করেছেন—এইজ্ঞানে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন॥ ২৪ ॥

অতঃপর বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব দুইজনই একসঙ্গে জোড় হস্তে মুনিসকল-সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আতিথ্য গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন ॥ ২৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইজনকেই তুষ্ট করবার জন্য একই সময়ে দুইজনের গৃহে পৃথক পৃথক রূপে পদার্পণ করলেন। পদার্পণ কালে তাঁর অন্যত্র গমনের কথা অতিথিদ্বয় জানতেও পারলেন না॥ ২৬ ॥

বিদেহরাজ বহুলাশ্ব পরম মনস্বী ছিলেন। তিনি দেখলেন যে দুষ্ট-দুরাচারী ব্যক্তিদের অগম্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনি-ঋষিগণ তাঁর গৃহে পদার্পণ করেছেন। তিনি উত্তম আসন আনিয়ে তাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনি-ঋষিগণকে বসালেন। বহুলাশ্বের তখন অতি বিচিত্র দশা। তাঁর হৃদয়ে ছিল পরিপূর্ণ প্রেমভক্তি ; নয়ন অশ্রুসিক্ত। তিনি পরম-পূজ্য অতিথিদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করলেন আর সেই পরম পবিত্র পাদোদক সবান্ধবে মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীভগবান আর ভগবানস্বরূপ মুনি-ঋষিদের গন্ধ, পুষ্পমাল্য, বস্ত্র, অলংকার, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য, ধেনু, বৃষ আদি সমর্পণ করে পূজার্চনা করলেন॥ ২৭-২৯ ॥

যখন অতিথিগণ সেবায় পরিতৃপ্ত হলেন তখন রাজা বহুলাশ্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ক্রোড়ে ধারণ করে পদসেবা করলেন আর অতি মধুর বাণী সহযোগে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৩০ ॥

[1]প্যাথ তান্।

রাজোবাচ

ভবান্ হি সর্বভূতানামাত্মা[১] সাক্ষী স্বদৃগ্ বিভো।
অথ নস্ত্বৎপদাম্ভোজং স্মরতাং দর্শনং গতঃ॥ ৩১

রাজা বহুলাশ্ব বললেন—হে প্রভু ! স্বপ্রকাশ আপনি সর্বভূতের আত্মা ও সাক্ষী। আমরা প্রতিনিয়ত আপনার শ্রীপাদপদ্মের স্মরণ-মনন করে থাকি। তাই আপনি আমাদের দর্শন দান করে কৃতার্থ করেছেন॥ ৩১ ॥

স্ববচস্তদৃতং কর্তুমস্মদ্দৃগ্‌গোচরো ভবান্।
যদাত্থৈকান্তভক্তান্ মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ॥ ৩২

ভগবন্ ! আপনি বলে থাকেন যে আপনার অনন্য প্রেমীভক্ত, আপনার নিজ স্বরূপ শ্রীবলরাম, অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী এবং পুত্র ব্রহ্মা থেকেও বেশি প্রিয়। আজ সেই কথা সত্য প্রমাণ করবার নিমিত্ত আমাদের দর্শন দিয়েছেন॥ ৩২ ॥

কো নু ত্বচ্চরণাম্ভোজমেবংবিদ্[২] বিসৃজেৎ পুমান্।
নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যস্ত্বমাত্মদঃ॥ ৩৩

এমন আর কে আছে যে আপনার এমন দয়াল স্বভাবের ও প্রেম পরবশতার কথা জেনেও আপনার শ্রীপাদপদ্ম ত্যাগ করবে ? হে প্রভু ! জগতের বস্তু-সকল এবং শরীরাদিরও আশ্রয় ত্যাগকারী বিরাগী মুনিদের তো আপনি স্বয়ংই স্বেচ্ছায় তাঁদের অধীন হয়ে থাকেন॥ ৩৩ ॥

যোঽবতীর্য যদোর্বংশে নৃণাং সংসরতামিহ।
যশো বিতেনে তচ্ছান্ত্যৈ ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহম্॥ ৩৪

আপনি যদুবংশে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত মানবদের মুক্তি প্রদান হেতু জগতে এমন বিশুদ্ধ যশ বিস্তার করেছেন যা ত্রিলোকের পাপ ও সন্তাপকে দূর করতে সক্ষম॥ ৩৪ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
নারায়ণায় ঋষয়ে সুশান্তং তপ ঈয়ুষে॥ ৩৫

হে প্রভু ! আপনি অচিন্ত্য, অনন্ত ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য-নিধি ; আপনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন বলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্মও। আপনার অনন্ত জ্ঞান। পরম শান্তিবিস্তার করবার নিমিত্ত আপনিই নারায়ণ ঋষিরূপে তপস্যা করছেন। আমি আপনাকে প্রণাম করি॥ ৩৫ ॥

দিনানি কতিচিদ্ ভূমন্ গৃহান্ নো নিবস দ্বিজৈঃ।
সমেতঃ পাদরজসা পুনীহীদং নিমেঃ কুলম্॥ ৩৬

হে সর্বব্যাপী অনন্ত ! আপনি কিছুকাল মুনি-ঋষিদের সঙ্গে আমাদের কাছে বসবাস করুন আর আপনার পদরজ দ্বারা নিমিবংশকে পবিত্র করুন॥ ৩৬ ॥

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
উবাস কুর্বন্ কল্যাণং মিথিলানরযোষিতাম্॥ ৩৭

হে পরীক্ষিৎ ! সকলের জীবনদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা বহুলাশ্বের এই প্রার্থনা স্বীকার করে মিথিলাবাসী জনগণের কল্যাণ নিমিত্ত সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থান করলেন॥ ৩৭ ॥

শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্‌জনকো যথা।
নত্বা মুনীন্ সুসংহৃষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননর্ত হ॥ ৩৮

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! যেমন রাজা বহুলাশ্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মুনি-ঋষিগণকে পদার্পণ করতে দেখে আনন্দিত হয়ে গিয়েছিলেন তেমনভাবেই একই সময়ে

[১]জীবানা.। [২]জং বন্দিত্বা বিসৃ.।

তৃণপীঠবৃসীষ্বেতানানীতেষূপবেশ্য সঃ[১]।
স্বাগতেনাভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রীন্ সভার্যোঽবনিজে মুদা॥ ৩৯

তদম্ভসা মহাভাগ আত্মানং সগৃহান্বয়ম্।
স্নাপয়াঞ্চক্র উদ্ধর্ষো লব্ধসর্বমনোরথঃ॥ ৪০

ফলার্হণোশীরশিবামৃতাম্বুভি-
মৃদা সুরভ্যা তুলসীকুশাম্বুজৈঃ।
আরাধয়ামাস যথোপপন্নয়া
সপর্যয়া সত্ত্ববিবর্ধনান্ধসা[২]॥ ৪১

স তর্কয়ামাস কুতো মমান্বভূদ্
গৃহান্ধকূপে পতিতস্য সঙ্গমঃ।
যঃ সর্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভিঃ
কৃষ্ণেন চাস্যাত্মনিকেতভূসুরৈঃ॥ ৪২

সূপবিষ্টান্ কৃতাতিথ্যান্শ্রুতদেব উপস্থিতঃ।
সভার্যস্বজনাপত্য উবাচাঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ॥ ৪৩

শ্রুতদেব উবাচ

নাদ্য নো দর্শনং প্রাপ্তঃ পরং পরমপূরুষঃ।
যর্হীদং[৩] শক্তিভিঃ সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টো হ্যাত্মসত্তয়া॥ ৪৪

যথা শয়ানঃ পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়া।
সৃষ্ট্বা লোকং পরং স্বাপ্নমনুবিশ্যাবভাসতে॥ ৪৫

শ্রুতদেব ব্রাহ্মণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনি-ঋষিদের নিজ গৃহে সমাগত দেখে আনন্দবিহ্বল হয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের প্রণাম নিবেদন করে আনন্দের আতিশয্যে নৃত্য করতে লাগলেন॥ ৩৮ ॥

শ্রুতদেব মাদুর, কাষ্ঠাসন ও কুশাসনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিদের উপবেশন করালেন। অতঃপর তিনি তাঁদের স্বাগত বন্দনা করে নিজ পত্নী সহযোগে সকলের পাদপ্রক্ষালন করে দিলেন॥ ৩৯ ॥

পরীক্ষিৎ ! মহাসৌভাগ্যশালী শ্রুতদেব শ্রীভগবান এবং মুনিদের পাদোদক দ্বারা নিজ গৃহ ও পরিবারবর্গকে সিঞ্চন করে দিলেন। তাঁর সকল মনোরথ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি আনন্দাতিশয্যে মগ্ন হয়ে ছিলেন॥ ৪০ ॥

তদনন্তর তিনি ফল, গন্ধ, অগুরু, উশীর নামক তৃণমূল সুবাসিত নির্মল ও মধুর বারি, সুগন্ধযুক্ত মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, কমল আদি সহজলভ্য পূজাসামগ্রী এবং সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকারী অন্ন নিবেদন দ্বারা সকলের সেবাপূজা করলেন॥ ৪১ ॥

তখন শ্রীশ্রুতদেব চিন্তা করছেন—'আমি তো অভাগা, গৃহস্থাশ্রমের অন্ধকূপে পড়ে আছি ; আর শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ও তাঁর নিবাসস্থান ঋষি-মুনিদের পদরজ তো সমস্ত তীর্থকে মহাতীর্থে রূপান্তরিত করে ! আমার তাঁদের সঙ্গলাভ কেমন করে সম্ভব হল ?' ৪২ ॥

অতিথিগণ প্রসন্ন হয়ে যখন উপবেশন করলেন তখন শ্রুতদেব নিজ ভার্যা-পুত্র ও অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে তাঁদের সেবানিমিত্ত উপস্থিত হলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে বলতে লাগলেন॥ ৪৩ ॥

শ্রুতদেব বললেন—হে প্রভু ! আপনি ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতির ও জীবের অতীত, পরমাত্মা পুরুষোত্তম জগদীশ্বর স্বয়ং। আপনি এই যে প্রথমবার আমাকে দর্শন দিলেন, তা নয়। আপনি নিজ শক্তি প্রয়োগ করে যখন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তখনই তো আপনি অন্তর্যামীরূপে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন॥ ৪৪ ॥

যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অবিদ্যা হেতু মনে

[১]বেশয়ন্। [২]মালয়া। [৩]যদিদং।

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্[1]।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্।। ৪৬

হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্।। ৪৭

নমোঽস্তু তেঽধ্যাত্মবিদাং পরাত্মনে
অনাত্মনেস্বাত্মবিভক্তমৃত্যবে ।
সকারণাকারণলিঙ্গমীয়ুষে
স্বমায়য়াসংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে ।। ৪৮

স ত্বং শাধি স্বভৃত্যান্ নঃ কিং দেব করবাম তে[2]।
এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ ভবানক্ষিগোচরঃ।। ৪৯

শ্রীশুক উবাচ

তদুক্তমিত্যুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রণতার্তিহা।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রহসংস্তমুবাচ হ।। ৫০

শ্রীভগবানুবাচ

ব্রহ্মংস্তেঽনুগ্রহার্থায় সম্প্রাপ্তান্ বিদ্ধ্যমূন্ মুনীন্।
সঞ্চরন্তি ময়া লোকান্ পুনন্তঃ পাদরেণুভিঃ।। ৫১

মনে স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করে আর নিজেই সেইখানে উপস্থিত হয়ে অনেক রূপে বিভিন্ন কর্মের সম্পাদন-কারীরূপে প্রতীত হয়ে থাকে, তেমনভাবেই আপনি নিজেই নিজ মায়ার দ্বারা নিজের ভিতর থেকেই জগৎ রচনা করেছেন আর নিজে তার মধ্যে প্রবেশ করে বহুরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন।। ৪৫ ।।

যাঁরা আপনার লীলাকথার শ্রবণ-কীর্তনে ও আপনার শ্রীবিগ্রহের অর্চনা ও বন্দনায় নিত্যযুক্ত থাকেন তাঁরা তো নির্মলচিত্ত হয়ে যান আর তাঁদের অন্তরেই আপনার আবির্ভাব ঘটে।। ৪৬ ।।

যাঁদের চিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক কর্মবাসনায় বিক্ষিপ্ত থাকে তাঁদের অন্তরে বিরাজমান থেকেও আপনি তাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন। কিন্তু যাঁরা আপনার গুণকীর্তন দ্বারা নিজ অন্তঃকরণ সদ্‌গুণসম্পন্ন করেছেন তাঁদের চিত্তবৃত্তি দ্বারা গ্রাহ্য না হয়েও আপনি তাঁদের অতি নিকটে অবস্থান করেন।। ৪৭ ।।

হে প্রভু ! আপনি তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীদের নিকট আত্মারূপে বিরাজমান থাকেন ; আর দেহাদিতেই আত্মভাব যাঁরা রাখেন তাঁদের আপনি অনাত্মা লাভকারী মৃত্যুরূপে বিরাজ করেন। আপনি মহত্তত্ত্ব আদি কার্য ও প্রকৃতিরূপ কারণের নিয়ামক ও শাসক। আপনার মায়া আপনার দৃষ্টিকে আবৃত করে না, অন্যদের দৃষ্টিকে আবৃত করে। আমি আপনাকে প্রণাম করি।। ৪৮ ।।

হে প্রভু ! আমরা হলাম সেবক। আদেশ করুন আমাদের। আমরা আপনাদের কী সেবা করব ? যতক্ষণ পর্যন্ত জীব আপনার দর্শন লাভ করে না, সে ক্লেশ ভোগ করতেই থাকে। আপনার দর্শনেই সমস্ত ক্লেশের পরিসমাপ্তি হয়।। ৪৯ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! শরণাগত বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতদেবের প্রার্থনা শুনে নিজে তাঁর হস্ত ধারণ করে মৃদুহাস্যে বললেন।। ৫০ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—প্রিয় শ্রুতদেব ! অনুগ্রহ করবার নিমিত্তই এই সকল মুনি-ঋষিদের এইখানে আগমন হয়েছে। এঁরা শ্রীপাদপদ্মের রজ বিতরণ করে

[1]চাভি.। [2]তে।

দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দর্শনস্পর্শনার্চনৈঃ।
শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদপ্যর্হত্তমেক্ষয়া॥ ৫২

জনগণের ও ত্রিলোকের মঙ্গলার্থে আমার সঙ্গে পরিভ্রমণ করছেন॥ ৫১ ॥

দেবতা, পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থাদির দর্শন, স্পর্শ, অর্চন আদির দ্বারা বহুদিনে পবিত্রতা অর্জিত হয় কিন্তু মহাপুরুষগণের দৃষ্টির দ্বারা মুহূর্তে তা সাধিত হয়ে থাকে। বস্তুত দেবতাদের পবিত্রতা প্রদান করবার শক্তিও মহাপুরুষদের কৃপার দ্বারাই লাভ হয়ে থাকে॥ ৫২ ॥

ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্বেষাং প্রাণিনামিহ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ॥ ৫৩

হে শ্রুতদেব! জগতে ব্রাহ্মণজন্মই প্রাণীদেহের শ্রেষ্ঠ জন্ম। আর তা যদি তপস্যা, বিদ্যা, সন্তোষ ও আমার উপাসনা—আমার ভক্তিতে যুক্ত থাকে তাহলে তো কিছু বলারই অপেক্ষা রাখে না॥ ৫৩ ॥

ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
সর্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো হ্যহম্॥ ৫৪

আমার নিজ চতুর্ভুজরূপ থেকেও ব্রাহ্মণ আমার বেশি প্রিয় ; কারণ ব্রাহ্মণ সর্ববেদময় আর আমিও সর্বদেবময়॥ ৫৪ ॥

দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়বঃ।
গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চাদাবিজ্যদৃষ্টয়ঃ॥ ৫৫

অজ্ঞান মানব এই কথা না জেনে কেবল বিগ্রহাদিতেই পূজ্যবুদ্ধি ধারণ করে আর মৎ-স্বরূপ ব্রাহ্মণদের—যা বস্তুত নিজেরই আত্মা, গুণের মধ্যেও দোষদৃষ্টি স্থাপন করে তাঁদের তিরস্কার করে॥ ৫৫ ॥

চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাস্য হেতবঃ।
মদ্রূপাণীতি চেতস্যাধত্তে বিপ্রো মদীক্ষয়া॥ ৫৬

ব্রাহ্মণ আমার সাক্ষাৎকার করে চিত্তে এই দৃঢ় সংকল্প ধারণ করে যে এই বিশ্বচরাচর ও তার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুই এবং তার কারণ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদি সকল আত্মস্বরূপ ভগবানেরই রূপ॥ ৫৬ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মঋষীনেতান্ ব্রহ্মন্ মচ্ছ্রদ্ধয়ার্চয়।
এবং চেদর্চিতোঽস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ॥ ৫৭

অতএব হে শ্রুতদেব! আমার স্বরূপ মনে করে তুমি এই ব্রহ্মর্ষিদের পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূজার্চনা করো। তা করলে আমার পূজা এমনিতেই হয়ে যাবে ; তা না হলে অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী দ্বারাও বস্তুত আমার পূজা হয় না॥ ৫৭ ॥

শ্রীশুক[১] উবাচ

স ইত্থং প্রভুণাঽঽদিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্।
আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপ সদ্গতিম্॥ ৫৮

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আদেশ পেয়ে শ্রুতদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই ব্রহ্মর্ষিদের একাত্মভাবে আরাধনা করলেন আর তাঁদের কৃপায় ভগবদ্স্বরূপ লাভ করলেন। রাজা বহুলাশ্বেরও অনুরূপ গতি হল॥ ৫৮ ॥

[১]বাদরায়ণিরুবাচ।

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ।। ৫৯

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! ভক্ত যেমনভাবে ভাবিত হয়ে ভগবানকে ভক্তি করেন তেমনভাবেই ভগবানও ভক্তদের ভক্তি করে থাকেন। ভক্তদ্বয়কে প্রসন্ন করবার নিমিত্ত মুনিগণসহ ভগবান কিছুকাল মিথিলায় থেকে তাঁদের সজ্জনানুষ্ঠিত ধর্মোপদেশ দান করে দ্বারকা প্রত্যাগমন করলেন।। ৫৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে শ্রুতদেবানুগ্রহো নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৮৬ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের শ্রুতদেব অনুগ্রহ নামক যড়শিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৮৬ ।।

অথ সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ
সপ্তাশিতিতম অধ্যায়
বেদস্তুতি

পরীক্ষিদুবাচ[১]

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে।। ১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! ব্রহ্ম তো কার্য এবং কারণ—দুইয়েরই অতীত। সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণ তাতে আদৌ নেই। মন ও বাণীদ্বারা ইঙ্গিতের দ্বারাও তা নির্দেশ করা যায় না। অন্য দিকে শ্রুতি সকলের বিষয় তো গুণই। (তা যে বিষয়ের বর্ণনা করে তার গুণ, জাতি, ক্রিয়া আদির নির্দেশই তো করে থাকে)। এই অবস্থায় শ্রুতিসকল নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদন কেমনভাবে করে থাকে ? কারণ নির্গুণ বস্তুর স্বরূপ তো তার আয়ত্তের বাইরে।। ১ ।।

শ্রীশুক[২] *উবাচ*

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থং চ ভবার্থং চ আত্মনেঽকল্পনায় চ।। ২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! (শ্রীভগবান সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণনিধি। শ্রুতিসমূহে স্পষ্টভাবে সগুণেরই কীর্তন দেখা যায় ; কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে তাঁর দ্বারা বস্তুত নির্গুণকেই লক্ষ্য করা হয়েছে । বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের জন্যই) শ্রীভগবান জীবের মধ্যে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ আরোপ করে দিয়েছেন যাতে তার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ

[১]বিষ্ণুরাত উবাচ। [২]ঋষিরুবাচ।

সৈষা হ্যুপনিষদ্ ব্রাহ্মী পূর্বেষাং পূর্বজৈর্ধৃতা।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্ যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ।। ৩

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্।
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ।। ৪

একদা নারদো লোকান্ পর্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্।। ৫

যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্।
ধর্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ।। ৬

তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ।। ৭

তস্মৈ হ্যবোচদ্ ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিদম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্।। ৮

শ্রীভগবানুবাচ

স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা।
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্ধ্বরেতসাম্।। ৯

করা সম্ভব হয়। প্রাণ জীবন রক্ষা হেতু প্রয়োজন, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সকল শব্দব্রহ্ম ধারণের জন্য প্রয়োজন, মন প্রয়োজন স্মরণ-মনন করবার জন্য আর বুদ্ধির প্রয়োজন হল ভাবনা-চিন্তার মাধ্যমে ক্রমশ নির্গুণ তত্ত্বে স্থিতিলাভ করায়। অতএব শ্রুতিসকল সগুণের প্রতিপাদন করলেও তাঁর লক্ষ্য বস্তু হল নির্গুণ তত্ত্ব।। ২ ।।

ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদসমূহেরও এই হল বাস্তব স্বরূপ। আমাদের পূর্ববর্তী সনকাদি ঋষিগণ আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তা হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। এই তত্ত্বকে শ্রদ্ধাসহকারে ধারণ করলে বন্ধনের কারণ উপাধি —অনাত্মভাব থেকে মুক্তিলাভ হয়ে থাকে, যা পরম কল্যাণস্বরূপ পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রদান করে।। ৩ ।।

এই প্রসঙ্গে আমি তোমাকে দেবর্ষি নারদ ও ঋষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণের সংবাদ জানাব। এই কল্যাণকারী সংবাদে স্বয়ং শ্রীনারায়ণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।। ৪ ।।

একবার শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত দেবর্ষি নারদ বিভিন্ন লোক বিচরণ করতে করতে সনাতন ঋষি ভগবান নারায়ণকে দর্শন করবার নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে উপনীত হন।। ৫ ।।

ভগবান নারায়ণ মানব অভ্যুদয় (লৌকিক কল্যাণ) এবং পরম নিঃশ্রেয়স (ভগবদ্স্বরূপ অথবা মোক্ষ লাভ) হেতু এই ভূমিতে কল্পারম্ভ থেকেই ধর্ম, জ্ঞান ও সংযম সহকারে মহান তপস্যায় নিত্যযুক্ত আছেন।। ৬ ।।

পরীক্ষিৎ ! এক সময়ে তিনি কলাপ গ্রামবাসী সিদ্ধ ঋষিদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন শ্রীনারদ তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই একই প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছ।। ৭ ।।

ভগবান নারায়ণ সেই ঋষিদের সমক্ষে শ্রীনারদকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে প্রাচীন জনলোকবাসীদের নিজেদের মধ্যে বেদের তুলনামূলক তাৎপর্য এবং ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বিচার করবার সময়ে যা বলা হয়েছিল, তাই বলেছিলেন।। ৮ ।।

ভগবান নারায়ণ বললেন—হে শ্রীনারদ ! প্রাচীন কালের ঘটনা। একবার জনলোকে সেইখানে নিবাসকারী ব্রহ্মার মানসপুত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সনক, সনন্দন, সনাতন আদি পরমর্ষিদের ব্রহ্মসত্র (ব্রহ্ম বিষয়ক বিচার বা প্রবচন) হয়েছিল।। ৯ ।।

শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে।
তত্র হায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি।। ১০

তখন তুমি আমার শ্বেতদ্বীপাধিপতি অনিরুদ্ধ মূর্তি দর্শন নিমিত্ত শ্বেতদ্বীপ গিয়েছিলে। ব্রহ্ম বিষয়ক অতি সুন্দর সেই আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রুতিসকলও মৌন হয়ে গিয়েছিল, স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে না পেরে নির্দেশের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে তাতেই যেন ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেই ব্রহ্মসত্রেও এই প্রশ্নই করা হয়েছিল, যা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ।। ১০ ।।

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে।। ১১

সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চার ভাই শাস্ত্রীয় জ্ঞানে তপস্যায় ও শীলস্বভাবে সমতুল্য। তাঁদের দৃষ্টিতে শত্রু, মিত্র ও উদাসীনের মধ্যে প্রভেদ নেই। তবুও তাঁরা তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে —সনন্দনকে বক্তা করে অন্যান্যরা শ্রোতারূপে বসে পড়েছিলেন।। ১১ ।।

সনন্দন উবাচ

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্।। ১২

যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ।
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ।। ১৩

শ্রীসনন্দন বললেন—যেমন প্রাতঃকালে নিদ্রিত সম্রাটকে সুপ্তোত্থিত করবার নিমিত্ত তাঁরই আশ্রিত বন্দীজন তাঁর নিকটে গমন করে তাঁর পরাক্রম ও কীর্তিসকল কীর্তন করে থাকে—তেমনভাবেই পরমাত্মা তাঁর সৃষ্ট সম্পূর্ণ জগৎকে নিজের মধ্যে লীন করে নিয়ে নিজ শক্তিসহ নিদ্রিত থাকাকালে, প্রলয়ান্তে শ্রুতিগণ তাঁকে তাঁর প্রতিপাদনকারী বচনসকল দ্বারা এই রূপে সুপ্তোত্থিত করে থাকেন।। ১২-১৩ ।।

শ্রুতয় ঊচুঃ

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ।। ১৪

শ্রুতিসকল বললেন—হে অজিত ! আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ; আপনাকে কেউ জয় করতে পারে না। আপনার জয় হোক, জয় হোক। হে প্রভু ! আপনি নিজ স্বরূপেই সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছেন, তাই বিশ্বচরাচরের প্রাণীদের বিমোহনকারী এই মায়ার বিনাশ করুন। হে প্রভু ! এই ত্রিগুণধারী অবিদ্যা মায়ার গুণরূপে ভাসিত দোষের প্রভাবে জীবের আনন্দময় সহজ স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে আছে। জগতে যত সাধনা, জ্ঞান, ক্রিয়াদি সামর্থ্য বর্তমান, সেই সকলকে আপনিই বিপ্রবুদ্ধ করেন। তাই আপনি নিবৃত্ত না করলে এই মায়া নিবৃত্ত হয় না। (এই সম্বন্ধে তো আমরা শ্রুতিসকলই প্রমাণ)। যদিও আপনার স্বরূপ বর্ণনা করতে আমরা অসমর্থ কিন্তু আপনিই যখন কখনো নিজ মায়াদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করে সগুণ হয়ে যান অথবা তার নিষেধ করে স্বরূপস্থিতিরই লীলা করেন অথবা নিজ সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করে লীলা করেন তখন আমরা আপনার যৎসামান্য বর্ণনা করতে

বৃহদুপলব্ধমেতদবয়ন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদিবাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥ ১৫

সমর্থ হই*॥ ১৪ ॥

এই তথ্য সত্য যে আমরা ইন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের বর্ণনা করি কিন্তু আমাদের (শ্রুতিদের) সমস্ত মন্ত্র অথবা সকল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি প্রতীতিসম এই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপই মনে করে থাকেন ; কারণ যখন জগতের অস্তিত্ব থাকে না তখনও আপনি বর্তমান থাকেন। যেমন ঘটাদি বিকার সকল মৃত্তিকা থেকেই উৎপন্ন হয় আর পরে তাতেই লীন হয়ে যায়, তেমনভাবেই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ে বিনাশ আপনার মধ্যেই হয়ে থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি আপনিও বিকারযুক্ত ? তা কখনো নয়, আপনি হলেন অবিকৃত, নির্বিকার। অতএব এই জগৎ আপনার মধ্যেই প্রতীত হয়, সৃষ্ট নয়। যেমন ঘটাদির বর্ণনা বস্তুত হল মৃত্তিকারই বর্ণনা, তেমনভাবেই ইন্দ্র বরুণাদি দেবতাদের বর্ণনা বস্তুত আপনারই বর্ণনা। তাই বিচারশীল ঋষিগণের মনে চিন্তা করা আর বাণীর দ্বারা ব্যক্ত করা বস্তুসকল আপনার মধ্যেই অবস্থিত, আপনারই স্বরূপ জ্ঞানের প্রকাশ। পা যদি ইট, পাথর অথবা কাঠে পড়ে তা তো পৃথিবীতেই পড়ে কারণ সেই সকল তো পৃথিবীরই স্বরূপই। তাই আমরা যে নাম অথবা যে রূপেই বর্ণনা করি না কেন তা তো আপনারই স্বরূপ হয়ে থাকে*॥ ১৫ ॥

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্॥ ১৬

ভগবন্ ! সকলেই সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণের মায়ার সদসদ্ ভাব অথবা ক্রিয়ায় বিভ্রান্ত হয় কিন্তু আপনি তো সেই ত্রিগুণময়ী মায়ার অধিপতি, তাকে চালনা করে থাকেন। তাই বিবেকীগণ আপনার লীলাকথার অমৃত-সাগরে নিত্য অবগাহন করে আর পাপ-তাপ থেকে

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীধরস্বামী বহু অনুপম সুন্দর শ্লোক রচনা করেছেন। তারই বিবরণ দেওয়া হল—

*জয় জয়াজিত জহ্যগাজঙ্গমাবৃতিমজামুপনীতমৃষাগুণাম্।
ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীতগুণার্ণবতা তব॥ ১

হে অজিত ! আপনার জয় হোক ! জয় হোক ! অসত্য গুণধারণ করে বিশ্বচরাচরকে আচ্ছাদনকারী এই মায়াকে বিনাশ করুন। আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে জীবের পক্ষে তা বিনষ্ট করা সম্ভব নয়। আপনি যে সকল সদ্গুণের আধার তাতো বেদেরই কথা॥ ১ ॥

* দ্রুহিণবহ্নিরবীন্দ্রমুখামরা জগদিদং ন ভবেৎপৃথগুত্থিতম্।
বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজস্ত্বমুরুমূর্তিরতো বিনিগদ্যসে॥ ২

ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র আদি দেবতা আর এই সম্পূর্ণ জগৎ পৃথক বলে প্রতীত হলেও আপনার থেকে পৃথক সত্তা নয়। বহু দেবতাদের প্রতিপাদনকারী বিভিন্ন বেদমন্ত্র সেই দেবতাদের নামে আপনারই বিভিন্ন বিগ্রহের বর্ণনা করে থাকে ; বস্তুত আপনি তো জন্মরহিত ; সেই বিগ্রহসমূহেও আপনার জন্ম হয় না॥ ২ ॥

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা

মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।

পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ

সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্।। ১৭

নিষ্কৃতি লাভ করে থাকেন কারণ আপনার লীলাকথা জীবের মায়ামল বিনাশক। হে পুরুষোত্তম ! যে সিদ্ধ মহাত্মাগণ নিজ আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণের রাগদ্বেষাদি ও শরীরের গুণ-ধর্ম—জরাদিকে বিনাশ করেছেন আর নিত্য নিরন্তর আনন্দস্বরূপ আপনার সেই স্বরূপ অনুভূতিতে মগ্ন থাকেন, তাঁরা তো পাপ-সন্তাপকে চিরতরে শান্ত ও ভস্ম করে দিয়েছেনই। এ তো অভ্রান্ত পরম সত্যই* ॥ ১৬ ॥

ভগবন্ ! জীবের জীবনের সার্থকতা আপনার ভজনায়, আপনার আদেশ পালনেই নিহিত। যারা তা করে না তাদের দেহের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া কর্মকারের হাপরের মতোই অসার্থক। মহত্তত্ত্ব, অহংকার আদি আপনার অনুগ্রহে, তাদের মধ্যে আপনার প্রবেশ করায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—এই পঞ্চকোষে পুরুষরূপে নিবাসকারী ও 'আমি' ঘোষণাকারীও আপনিই। আপনার অস্তিত্বেই সেই কোষসমূহের অস্তিত্বের প্রতিপাদন হয়ে থাকে এবং তাদের অবর্তমানেও আপনিই বিরাজমান থাকেন। এইভাবে সকলের অন্বিত ও সীমা হয়েও আপনি অসংশ্লিষ্টই। কারণ বস্তুত যে সকল বৃত্তি (মাধ্যমের) দ্বারা অস্তি অথবা নাস্তি অনুভূত হয়, আপনি সেই সকল কারণেরও অতীত। 'নেতিনেতি' দ্বারা এই সকল নিষেধ হয়ে গেলেও আপনিই অবশিষ্ট থাকেন কারণ আপনি যে নিষেধেরও সাক্ষী ও একমাত্র সত্য। (অতএব আপনার ভজনা বিনা জীব-জীবন ব্যর্থই, কারণ তা সেই মহান সত্য থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়)* ॥ ১৭ ॥

*সকলবেদগণেরিতসদ্‌গুণস্ত্বমিতি সর্বমনীষিজনা রতাঃ।
ত্বয়ি সুভদ্রগুণশ্রবণাদিভিস্তব পদস্মরণেন গতক্লমাঃ॥ ৩

বেদে আপনার সদ্‌গুণসকলের বর্ণনা বর্তমান। তাই জগতের জ্ঞানিগণ আপনার মঙ্গলকর ও কল্যাণকারী গুণসকল শ্রবণ ও স্মরণ করে আপনার সঙ্গেই প্রেম-প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপন করে থাকেন আর আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে ক্লেশমুক্ত হয়ে যান॥ ৩ ॥

*নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ণনসংস্মরণাদিভিঃ।
নরহরে ! ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ॥ ৪

হে নরহরি ! মানবদেহ লাভ করেও জীব যদি আপনার শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ আদি দ্বারা আপনার ভজনা না করে, তাহলে তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া তো হাপরের মতনই যান্ত্রিক ও অসার্থক॥ ৪ ॥

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
 পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
 পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥ ১৮

ঋষিগণ আপনাকে লাভ করবার নিমিত্ত বহু পথের উল্লেখ করে থাকেন। তার মধ্যে স্থূলদর্শীগণ মণিপূরক চক্রে (উদরে) অগ্নিরূপে আপনার উপাসনা করে থাকেন। আরুণির শিষ্য সম্প্রদায়ের ঋষিগণ নাড়ী-সমূহের প্রসার স্থান হৃদয়ে পরম সূক্ষ্মস্বরূপ দহর-ব্রহ্মরূপে আপনার উপাসনা করে থাকেন। হে প্রভু! হৃদয়েই আপনাকে লাভ করবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সুষুম্নানাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। যে সেই জ্যোতির্ময় পথে গমন করে আরও অগ্রসর হয়, সে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে* ॥ ১৮ ॥

স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া
 তরতমতশ্চকাস্স্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূষ্ববিতথং তব ধাম সমং
 বিরজধিয়োঽন্বয়ন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্॥ ১৯

ভগবন্! আপনি দেবতা, মানব, পশুপক্ষী আদি সকল যোনি সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সকল উৎপত্তির পূর্বেই উপাদান কারণরূপে বিদ্যমান বলে আপনি কারণরূপে প্রবেশ না করেও মনে হয় যেন আপনি সেই সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। যেমন কাষ্ঠের পরিমাণ অনুসারে এবং কর্মানুসারে অগ্নি বেশি ও কম অথবা উত্তম ও অধমরূপে প্রতীত হয়ে থাকে, তেমন-ভাবেই বিভিন্ন আকৃতিসকল অনুকরণ করে আপনি কোথাও উত্তম আর কোথাও অধমরূপে প্রতীত হয়ে থাকেন। তাই মহাপুরুষগণ লৌকিক-পারলৌকিক কর্মফলে উপরত হয়ে যান এবং নির্মল বুদ্ধিদ্বারা সদসদ্ আত্ম-অনাত্ম বুঝে জগতের মিথ্যারূপে সংলগ্ন হন না এবং সর্বত্র সমরূপে সমভাবে অবস্থিত সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎকার করে থাকেন* ॥ ১৯ ॥

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
 তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
 ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥ ২০

হে প্রভু! জীব যে দেহে বসবাস করে তা তার কর্মানুসারে সৃষ্ট হয় এবং বাস্তবে তা সেই দেহের কার্যকারণরূপ আবরণাদি থেকে মুক্ত; কারণ বস্তুত সেই

*উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ।
 হন্তি মৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্গতং তমুপাস্মহে॥ ৫

ঋষি-মুনিগণ নির্দেশিত পদ্ধতিতে উদরাদি স্থানে মানবকুল যাঁর চিন্তন করেন এবং তার ফলে মৃত্যুভয় নিবারিত হয়, সেই হৃদয়দেশে বিরাজমান প্রভুর আমি উপাসনা করি॥ ৫ ॥

*স্বনির্মিতেষু কার্যেষু তারতম্যবিবর্জিতম্।
 সর্বানুস্যূতসন্মাত্রং ভগবন্তং ভজামহে॥ ৬

নিজ কৃত সম্পূর্ণ কার্যে যিনি ভালোমন্দ ভাববিবর্জিত এবং পরিপূর্ণ, এই রূপে অনুভবগম্য নির্বিশেষ সত্তারূপে অবস্থিত শ্রীভগবানের আমরা ভজনা করি॥ ৬ ॥

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে
চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ২১

আবরণাদির সত্তাই নেই। তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে সমস্ত শক্তির আধার আপনারই স্বরূপ। স্বরূপ বলে তা অংশ নয় তবুও তাকে অংশ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে আর সৃষ্ট না হয়েও সৃষ্ট বলা হয়ে থাকে। তাই বিবেকবান পুরুষ জীবের বাস্তবিক স্বরূপের বিচার করে বিশ্বাসপূর্বক আপনার পাদপদ্মের উপাসনা করে থাকেন ; কারণ আপনার পাদপদ্মই সমস্ত বৈদিক কর্মসমূহের সমর্পণ স্থান এবং তা মোক্ষস্বরূপও[*] ॥ ২০ ॥

ভগবন্ ! পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন কার্য ; সেই জ্ঞান প্রদান হেতু আপনার বিবিধ অবতাররূপে অবতরণ হয়ে থাকে। আপনার অবতার গ্রহণকালের লীলা অমৃত সাগরসম সুমধুর ও মত্ততাপ্রদানকারী। যাঁরা তা সেবন করবার সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁদের সমস্ত অবসাদ দূরীভূত হয় আর তাঁরা পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যান। বহু ভক্তের কাছে আপনার লীলাকথা এত প্রিয় যে তাঁরা তা ত্যাগ করে মোক্ষ অথবা স্বর্গ লাভও কামনা করেন না। আপনার লীলাকথা সংকীর্তনেও আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রেমী পরমহংসদের সাধুসঙ্গ লাভে এত সুখ যে, তার প্রভাবে সেই প্রেমীগণ তৃণবৎ গৃহ-সংসারও তাঁরা ত্যাগ করে থাকেন[†] ॥ ২১ ॥

ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়ব-
চ্চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যুরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ॥ ২২

হে প্রভু ! এই মানবদেহ আপনার সেবার উৎকৃষ্ট আধাররূপে যখন আপনার পথের অনুরাগী হয়ে যায়, তখন তা হিতৈষী, সুহৃদ এবং প্রিয় ব্যক্তির মতন আচরণ করে থাকে। আপনি জীবের প্রকৃত হিতৈষী, প্রিয়তম এবং আত্মা স্বয়ং ; আপনি সদাসর্বদা জীবকে আপন করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতও থাকেন। এত সহজলভ্য আর অনুকূল মানব-শরীর লাভ করেও লোকে সখ্যভাবাদি দ্বারা আপনার উপাসনা করে না, আপনাতে আসক্ত হয়

[*]ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃতবন্ধনম্।
ত্বদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্য পরানন্দ নিবর্তয়॥ ৭

হে পরমানন্দ ! হে প্রভু ! আমি তো আপনারই অংশ। আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবার আদেশ দান করে আপনি আপনার মায়ানির্মিত বন্ধনকে নিবৃত্ত করে দিন॥ ৭ ॥

[†]ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥ ৮

কোনো কোনো বিরল শুদ্ধান্তঃকরণ মহাপুরুষ আপনার অমৃতময় লীলাসাগরে বিহার করে আনন্দমগ্ন থাকেন এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চতুষ্টয়কে তৃণসম তুচ্ছ জ্ঞান করেন॥ ৮ ॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ২৩

না বরং এই বিনাশশীল ও অসৎ শরীর এবং স্বজন-বান্ধবদের মধ্যেই প্রবৃত্ত হয়–তাতেই প্রীতিলাভ করে এবং এইভাবে নিজ আত্মার হননকারী হয়ে অধোগতির কারণ হয়ে থাকে। এ অতি অসদাচরণ, দুঃখের কথা। এর ফলে তাদের বাসনাসকল শরীরাদিতেই আবদ্ধ থাকে আর তাদের পশুপক্ষী আদি বিভিন্ন যোনিতে শরীর ধারণ করে অত্যন্ত ভয়াবহ জন্মমৃত্যুরূপ চক্রে আবর্তন করেই যেতে হয়[ম] ॥ ২২ ॥

হে প্রভু ! সুমহান বিচারযুক্ত দৃঢ়যোগাভ্যাসে যুক্ত মুনিগণ নিজ প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করে হৃদয়মাঝে আপনার উপাসনা করে থাকেন। কিন্তু পরম আশ্চর্য এই যে, যে পদ এই মুনিগণ লাভ করে থাকেন, তা বিদ্বেষী অসুরগণও আপনাকে শত্রুরূপে স্মরণ করেও লাভ করেন। অবশ্যই তাঁরাও আপনাকে স্মরণ করেন। আর কত বলব ! ভগবন্ ! যে ব্রজরমণীগণ অজ্ঞানতার বশীভূত হয়ে আপনার মদনমোহন মূর্তির শেষনাগ সদৃশ স্ফীত, লম্বিত ও সুকুমার বাহুদণ্ড যুগলের প্রতি কামভাবে আসক্ত—তাঁরা যে পরমপদ লাভ করে থাকে, তাই আমরা (শ্রুতিসকলও) লাভ করে থাকি—যদিও আমরা আপনাকে সদাসর্বদা একাত্ম অনুভব করি এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দ সুধা পান করে থাকি। আর হবে নাই বা কেন, আপনি যে সমদর্শী। আপনার দৃষ্টিতে উপাসকের পরিচ্ছিন্ন অথবা অপরিচ্ছিন্ন ভাবে কোনো প্রভেদ আদৌ নেই● ॥ ২৩ ॥

ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ॥ ২৪

ভগবন্ ! আপনি অনাদি ও অনন্ত। জন্ম-মৃত্যুরূপী কালদ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাণী আপনাকে কেমন করে জানবে ! স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা, নিবৃত্তিপরায়ণ সনকাদি ও প্রবৃত্তিপরায়ণ মরীচি আদির সৃষ্টিও বহু পূর্বে আপনার দ্বারাই হয়েছিল।

[ম]ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ।
কদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৯

আপনি জগতের প্রভু এবং স্বয়ং আত্মা-স্বরূপ। এই মানব-জীবনে আমার মন যেন আপনাতেই নিত্য রমণ করে। হে প্রভু ! কবে আমার এরূপ মানব-জন্ম লাভ করবার সৌভাগ্য লাভ হবে ॥ ৯ ॥

●চরণস্মরণং প্রেম্ণা তব দেব সুদুর্লভম্।
যথাকথঞ্চিন্নৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশম্ ॥ ১০

হে দেব ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রেমপ্রীতি সহকারে স্মরণ অতি দুর্লভ। হে নৃসিংহ ! কৃপা করুন যেন আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের নিত্য স্মরণে অহোরাত্রি যুক্ত থাকি ॥ ১০ ॥

জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যুপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে॥ ২৫

যে সময়ে আপনি সমগ্র সৃষ্ট জগতকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে শয়ন করেন, তখন জীবের পক্ষে এমন কোনো পথ খোলা থাকে না যাতে সে আপনার স্বরূপ জানতে পারে, কারণ তখন না থাকে আকাশাদি স্থূল জগৎ আর না থাকে মহত্তত্ত্বাদি সূক্ষ্ম জগৎ। উভয়ের দ্বারা সৃষ্ট শরীর এবং ক্ষণ, মুহূর্ত আদি কালের অঙ্গসকলও তখন থাকে না, কিছুই থাকে না। এমনকি শাস্ত্রও আপনার মধ্যে লীন হয়ে যায়। (এই অবস্থায় আপনাকে জানবার চেষ্টা না করে আপনার ভজনা করাই তো সর্বোত্তম পথ।)* ॥ ২৪ ॥

হে প্রভু! কারো মতে অবিদ্যমান জগতের উৎপত্তি হয়ে থাকে আর কারো মতে সদ্রূপ দুঃখসমূহ বিনাশ হলে মুক্তি লাভ হয়। অন্য মতে জীবাত্মা বহু আবার ভিন্ন মতে কর্মদ্বারা করা ইহলোক ও পরলোকরূপ ফলাফলকে সত্য বলে মানা হয়। এই সমস্ত মতামতই ভ্রমবশত আরোপিত করে উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ আত্মা ত্রিগুণময়—এই ভেদজ্ঞান অজ্ঞান হেতুই হয়ে থাকে কিন্তু আপনি তো অজ্ঞান থেকে সতত মুক্ত। অতএব অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত জ্ঞানস্বরূপ আপনাতে এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকা আদৌ সম্ভব নয়* ॥ ২৫ ॥

সদিব মনস্ত্রিবৃত্ত্বয়ি বিভাত্যসদামনুজাৎ
সদভিমৃশন্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াত্মবিদঃ।
ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥ ২৬

এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ মনের কল্পনাবিলাস মাত্র। কেবল অর্থ নয়, পরমাত্মা এবং জগৎ থেকে পৃথক প্রতীত পুরুষও কল্পনামাত্র। এইভাবে তা বস্তুত অসৎ হয়েও নিজ সত্য অধিষ্ঠান আপনার সত্তার জন্যই সত্য বলে বোধ হয়।

*কাহং বুদ্ধ্যাদিসংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্মহস্তব।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ॥ ১১

হে অনন্ত! আমি বুদ্ধি আদি পরিচ্ছিন্ন উপাধি পরিবৃত আর আপনি বাক্যসমাতীত। (আপনার জ্ঞানলাভ করা তো সুকঠিন কার্য)। তাই হে দীনবন্ধু! হে দয়াসিন্ধু! হে নরহরিদেব! আপনি কেবল আমাকে ভক্তিই প্রদান করুন॥ ১১ ॥

*মিথ্যাতর্কসুকর্কশেরিতমহাবাদান্ধকারান্তর-
ভ্রাম্যন্মন্দমতেরমন্দমহিমংস্ত্বজ্ঞানবর্ত্মাস্ফুটম্।
শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে
গোবিন্দেতি মুদা বদন্ মধুপতে মুক্তঃ কদা স্যামহম্॥ ১২

হে অনন্তমহিমাময় প্রভু! যে মন্দমতি বৃথা তর্কদ্বারা অতি কর্কশ বাগ্‌বিতণ্ডার ঘোর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার পক্ষে আপনার জ্ঞানপথ সুস্পষ্টভাবে জানতে পারা কখনই সম্ভব হয় না। তাই আমার জীবনে সেই সৌভাগ্য লাভ করে হবে যখন আমি শ্রীমন্মাধব, শ্রীবামন, ত্রিলোচন, শ্রীশংকর, শ্রীপতি, গোবিন্দ, মধুপতে—এইরূপে আপনাকে সানন্দে স্মরণ করে মুক্তি লাভ করব॥ ১২ ॥

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাঽঽক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ॥ ২৭

অতএব ভোক্তা, ভোগ্য ও এদের সংযোগকারী ইন্দ্রিয়াদি জগৎও সত্য এবং আত্মজ্ঞানী পুরুষ তাকে আত্মরূপে সত্যজ্ঞানই করে থাকেন। কাঞ্চনময় বলয়, কুণ্ডল আদি তো কাঞ্চনরূপই ; তাই আপাতত দৃশ্যমান বস্তুর তত্ত্বে যার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, সে সেই বস্তুকে ত্যাগ করতে পারে না। সে জানে যে তাও কাঞ্চনই। এইভাবে এই জগৎ আত্মাতেই কল্পিত আত্মাতেই ব্যাপ্ত ; তাই আত্মজ্ঞানী পুরুষ তাকে আত্মরূপই মনে করে থাকেন* ॥ ২৬ ॥

ভগবন্ ! যাঁরা যথার্থভাবে জানে যে আপনি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থসমূহের অধিষ্ঠান ও আধার তাঁরা সর্বাত্মভাবে আপনারই ভজনা করে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার মস্তকে পদাঘাত করেন অর্থাৎ তার উপর জয়লাভ করেন। যাঁরা আপনার প্রতি ভক্তিহীন তাঁরা যত বিদ্বানই হন না কেন তাদের আপনি কর্মসমূহের প্রতিপাদক শ্রুতিসকল দ্বারা পশুসম বন্ধন করে রাখেন। এর বিপরীতে যাঁরা আপনার প্রতি প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন তাঁরা কেবল নিজেকেই পবিত্র করেন না, বরং অপরকেও বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন, তাদের ভব-বন্ধন নাশ করেন। এমন সৌভাগ্য আপনার প্রতি ভক্তিহীন ব্যক্তিদের কীরূপে সম্ভব ?* ২৭ ॥

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥ ২৮

প্রভু ! আপনি, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি-চিন্তন, কর্মাদি থেকে সর্বতোভাবে অতীত। তবুও আপনি সমস্ত বাহ্যান্তর শক্তিসম্পন্ন। আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ং প্রকাশিত ; অতএব কোনো কার্য সম্পাদন নিমিত্ত আপনার ইন্দ্রিয়সমূহের প্রয়োজন হয় না। যেমন ছোট ছোট রাজাগণ নিজেদের প্রজাদের কাছ থেকে কর নিয়ে নিজ সম্রাটকে

*যৎসত্ত্বতঃ সদাভাতি জগদেতদসৎ স্বতঃ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজাম তম্॥ ১৩

এই জগতের স্বরূপ, নাম এবং আকৃতিরূপে অসৎ তবুও যে অধিষ্ঠান সত্তার সত্যতা হেতু তা সত্য বলে মনে হয় এবং যে এই অসত্য প্রপঞ্চে সত্যরূপে নিত্য প্রকাশিত সেই শ্রীভগবানের আমি ভজনা করি॥ ১৩ ॥

*তপস্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তি চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥ ১৪

পঞ্চতপা, পর্বত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা, তীর্থভ্রমণ, বেদপাঠ, যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা যজন অথবা শাস্ত্রার্থে জয়লাভকারী ভবসাগর পার হতে পারে না ; ঈশ্বর কৃপা ভিন্ন মৃত্যুময় এই জগৎ থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়॥ ১৪ ॥

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।
ন হি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ॥ ২৯

দিয়ে থাকেন, তেমনভাবেই পূজ্য দেবতা এবং দেবতাদের পূজ্য ব্রহ্মাদিও নিজ অধিকৃত প্রাণীদের পূজা গ্রহণ করে থাকেন আর মায়াধীন থেকে আপনার পূজা করেন। তাঁরা আপনার নির্দিষ্ট কর্ম পালন করেই আপনার পূজা সম্পাদন করে থাকেন[†] ॥ ২৮ ॥

হে নিত্যবিমুক্ত ! আপনি মায়াতীত, তবুও যখন আপনি নিজ ঈক্ষণ ও সংকল্প সহযোগে মায়ার সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন তখন আপনার সংকেতে জীবের সূক্ষ্মশরীর ও তার সুপ্ত কর্মসংস্কার জেগে ওঠে আর বিশ্বচরাচরে প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। হে প্রভু ! আপনি পরম দয়ালু। আপনি আকাশসম সকলের মধ্যে সমভাবে থাকেন তাই আপনার আপন অথবা পর কেউ নেই। বস্তুত আপনার স্বরূপে মন ও বাণীর গতি নেই। আপনার মধ্যে কার্যকারণরূপ প্রপঞ্চের একান্ত অভাব হেতু বাহ্যদৃষ্টিতে আপনি শূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান হন কিন্তু সেই দৃষ্টিরও অধিষ্ঠান হওয়ার জন্য আপনিই পরম সত্যস্বরূপ[*] ॥ ২৯ ॥

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া॥ ৩০

ভগবন্ ! আপনি নিত্য ও বিভু। অসংখ্য জীবই যদি নিত্য ও সর্বব্যাপী হয় তাহলে তো তাদের আপনার সঙ্গে প্রভেদই থাকবে না। সেই অবস্থায় তারা শাসিত ও আপনি নিয়ামক—এ কথাই টেকে না আর আপনি তাদের নিয়ন্ত্রণও করতে পারবেন না। আপনার সৃষ্ট ও আপনার থেকে ন্যূন হলেই আপনার দ্বারা তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ তথ্য সন্দেহাতীত যে সকল জীবের মধ্যে সামঞ্জস্য অথবা ভিন্নতা আপনার থেকেই লাভ হয়। তাই আপনি কারণরূপে তাঁদের মধ্যে অবস্থান করেও তাঁদের নিয়ামক। কিন্তু আপনার স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন। যাঁরা ভাবেন আমরা স্বরূপ জেনেছি বস্তুত তাঁরা

[†]অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্বকারকশক্তিধৃক্।
সর্বজ্ঞ সর্বকর্তা চ সর্বসেব্যং নমামি তম্॥ ১৫

প্রভু ইন্দ্রিয়রহিত হয়েও সমস্ত বাহ্যান্তর ইন্দ্রিয় শক্তি ধারণ করেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তা। সেই সর্বসেব্য প্রভুকে আমি প্রণাম করি॥ ১৫ ॥

[*]স্বদীক্ষণবশক্ষোভমায়াবোধিতকর্মভিঃ।
জাতান্ সংসরতঃ খিন্নান্নৃহরে পাহি নঃ পিতঃ॥ ১৬

হে নৃসিংহ ! আপনার সৃষ্টি সংকল্পে ক্ষুব্ধ হয়ে মায়া আমাদের কর্মসকলকে জাগ্রত করে দিয়েছে। তারই জন্য আমাদের জন্ম ও গতায়াত চক্রে আবর্তিত হয়ে দুঃখ ভোগ করা। হে পিতা ! আপনি আমাদের রক্ষা করুন॥ ১৬ ॥

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপূরুষয়োরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ॥ ৩১

জানতে পারেননি। তাঁরা তো কেবল নিজ বুদ্ধির বিষয়কে জানতে পেরেছেন যা আপনাকে স্পর্শও করতে সক্ষম নয় এবং মতিদ্বারা যত বস্তু জানা যায় তা মতির বৈচিত্র্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই তাদের চাতুরী ও মতের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। অতএব আপনার স্বরূপ সকল মতের ঊর্ধ্বে* ॥ ৩০ ॥

হে স্বামী ! জীব আপনার থেকে উৎপন্ন, তার অর্থ এই নয় যে আপনি পরিণামস্বরূপ জীবে পরিণত হন। বাস্তবে প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়েই অনাদি অর্থাৎ জন্মরহিত। তাঁদের যথার্থ স্বরূপ আপনি স্বয়ং যা কখনো চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত হয় না অর্থাৎ সৃষ্ট হয় না। তাহলে প্রাণীসমূহের জন্ম কেমন করে হয়ে থাকে ? উভয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুইয়ের সংযোগে জলবুদ্বুদের ন্যায় অর্থাৎ জল ও বায়ুর মিলনে যেরূপ বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপে প্রাণীসকলের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষের প্রকৃতিতে অধ্যাস (একের মধ্যে অন্যের অবস্থান) হওয়ায় জীবের বিবিধ নাম ও গুণ কল্পিত হয়ে থাকে। (অতএব জীবের পার্থক্য আর তার পৃথক অস্তিত্ব আপনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই অজ্ঞানের হেতু হল উভয়ের পৃথক স্বাতন্ত্র্য ও সর্বব্যাপকতা আদির যথার্থ বোধ না থাকা॥ ৩১ ॥◆

নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং
ত্বয়ি সুধিয়োঽভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্।
কথমনুবর্ততাং ভবভয়ং তব যদ্ ভ্রুকুটিঃ
সৃজতি মুহুস্ত্রিণেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্॥ ৩২

ভগবন্ ! জীব আপনার মায়ার দ্বারা পরিচালিত হয় আর নিজেকে আপনার থেকে এক পৃথক সত্তা জ্ঞান করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই

*অন্তর্যন্তা সর্বলোকস্য গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ।
যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তির্নৃসিংহঃ শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে॥ ১৭

শ্রুতিগণ সমগ্র দৃশ্যপ্রপঞ্চের অন্তর্যামীরূপে যাঁর গুণকীর্তন করে এবং যুক্তির দ্বারাও তো তাই নিরূপিত হয়। যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি এবং নৃসিংহ পুরুষোত্তম, সেই সর্বসৌন্দর্যসম্পন্ন মাধুর্যনিধি প্রভুর আমি বিশুদ্ধ মনে শরণাগত হই॥ ১৭ ॥

◆যস্মিন্নুদ্যদ্ বিলয়মপি যদ্ ভাতি বিশ্বং লয়াদৌ
জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে।
অত্যন্তান্তং ব্রজসি সহসা সিন্ধুবৎসিন্ধুমধ্যে
মধ্যেচিত্তং ত্রিভুবনগুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্॥ ১৮

জীবসহ এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যাঁতে উদয় হয় এবং সুষুপ্তি আদি অবস্থায় লয়প্রাপ্ত হয় আর তার বোধমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; গুরুদেবের করুণা লাভ করে যখন শুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন সমুদ্রে নদীসমূহের ন্যায় যাঁর মধ্যে আত্যন্তিক প্রলয় প্রাপ্ত হয়, সেই ত্রিভুবনগুরু নৃসিংহ ভগবানকে আমি আমার চিত্তে আরাধনা করি॥ ১৮ ॥

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥ ৩৩

ভ্রমের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপনার শরণাগত হয়, কারণ জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তিদাতা তো আপনিই। যদিও শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা—এই তিনটি বিভাগ আপনার ভ্রূবিলাস মাত্র তবুও সকলেই এর দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত। অর্থাৎ যারা আপনার শরণাগত নয়, তারা আপনার এই কালচক্রের দ্বারা পুনঃপুন ভীত হয় কিন্তু যাঁরা আপনার শরণাগত ভক্ত, তাঁদের জন্ম-মৃত্যুরূপ ভয়ের কোনো কারণ থাকে না* ॥ ৩২ ॥

হে জন্মরহিত প্রভু ! যে যোগিগণ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাও যখন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের শরণাগত না হয়ে উচ্ছৃঙ্খল ও অতি চঞ্চল মদমত্তকারীসম মনকে বশীভূত করবার প্রয়াসে যুক্ত হন, তখন তাঁরা কৃতকার্য হন না। তাঁদের বারেবারে অসাফল্যের এবং শত শত বিপদের সম্মুখীন হতে হয় আর পরিশ্রমে তারা দুঃখই পেয়ে থাকেন। তাঁদের অবস্থা মাঝিরহিত সমুদ্রে ভাসমান জলযান যাত্রীসম হয়ে থাকে। (তাৎপর্য এই মনকে বশীভূতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত গুরু থাকা আবশ্যক।)* ॥ ৩৩ ॥

স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈ-
স্ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্বরসে।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং
সুখয়তি কো ন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগে॥ ৩৪

ভগবন্ ! আপনি অখণ্ড আনন্দস্বরূপ ও শরণাগতদের আত্মা। আপনার শরণাগতি লাভ করতে আত্মীয়স্বজন, পুত্র, দেহ, দারা, ধনসম্পদ, প্রাসাদ, ভূমি, প্রাণ, রথ আদির প্রয়োজন কোথায় ? এই অমোঘ সত্যকে না জেনে যারা রমণ সুখে মত্ত থাকে তাদের সুখী করতে সক্ষম বস্তু জগতে নেই ; কারণ জগতের বস্তুসকল স্বভাবতই ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ একদিন তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ; এবং যা স্বরূপত

*সংসারচক্রক্রকচৈর্বিদীর্ণমুদীর্ণনানাভবতাপতপ্তম্।
কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে নৃলোকম্॥ ১৯

হে নৃসিংহ ! জীব সংসার-চক্রের আঘাতে খণ্ডিত হচ্ছে আর সাংসারিক তাপের লেলিহান শিখায় উত্তপ্ত হচ্ছে। এই দুর্দশাগ্রস্ত জীব আপনারই কৃপায় কোনো ভাবে আপনার শরণাগত হলে আপনিই তাকে উদ্ধার করে থাকেন॥ ১৯ ॥

*যদা পরানন্দগুরো ভবৎপদে পদং মনো মে ভগবল্লভেত।
তদা নিরস্তাখিলসাধনশ্রমঃ শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ॥ ২০

হে পরমানন্দময় গুরুদেব ! ভগবন্ ! যখন আমার মন আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিত্যযুক্ত হয়ে যাবে তখন আমি আপনার কৃপায় সমস্ত সাধনের পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করব॥ ২০ ॥

ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদা-

স্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।

দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে

ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্।। ৩৫

অসার ও সত্তারহিত, তা সুখ প্রদান কেমন করে করবে ?* ৩৪ ॥

ভগবন্ ! ঐশ্বর্য, ধনসম্পদ, বিদ্যা, জাতি, তপস্যাদি অহংকার বিমুক্ত সেই সাধুমহাত্মাগণই এই জগতে পরম পবিত্র এবং সকলকে পবিত্রতা প্রদানকারী যথার্থ তীর্থস্থান ; কারণ তাঁদের হৃদয়ে আপনার শ্রীপাদপদ্ম নিত্য বিরাজমান থাকে। তাই সেই সাধুমহাত্মাদের চরণামৃত সমস্ত পাপ ও সন্তাপকে চিরতরে বিনষ্ট করে। প্রভু ! আপনিই নিত্য আনন্দস্বরূপ আত্মা। যাঁরা আপনাকে মন সমর্পণ করে অর্থাৎ আপনাতে মন নিত্যযুক্ত করে তাঁরা বিবেক, বৈরাগ্য, ধৈর্য, ক্ষমা এবং শান্তি গুণসকল বিনাশক দেহ-গেহ বন্ধনে কখনো আবদ্ধ হয় না। এই বন্ধন জীবের হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁরা কেবল আপনাতেই রমণ করে তৃপ্ত থাকেন● ॥ ৩৫ ॥

সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননু তর্কহতং

ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্।

ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া

ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্।। ৩৬

ভগবন্ ! যেমন মৃত্তিকা নির্মিত ঘট বাস্তবে হল মৃত্তিকা, তেমনভাবে সৎ নির্মিত জগৎও সৎ— এই কথা যুক্তিবিরুদ্ধ ; কেননা করণ এবং কার্যের নির্দেশই তার বিভেদের দ্যোতক। যদি কেবল বিভেদ নিষেধ হেতু এইরূপ বলা হয়ে থাকে, তাহলে তো পিতা ও পুত্রে, দণ্ড (লাঠি) এবং ঘটের নাশে কার্য-কারণ ভাব বর্তমান হলেও তা পরস্পর ভিন্ন। এরূপে কার্য-কারণের একত্ব সর্বত্র দেখা যায় না। যদি কারণ রূপে নিমিত্ত-কারণ না ধরে কেবল উপাদান-কারণ ধরা হয়, যেমন কুণ্ডলের

*ভজতাং হি ভবান্ সাক্ষাৎপরমানন্দচিদ্ঘন।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছদারসুতাদিভিঃ॥ ২১

আপনার ভজনাকারীর পক্ষে আপনি স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমানন্দ চিদাভাস আত্মা। তার আর তুচ্ছ দারা, সুত, ধনসম্পদের কী প্রয়োজন ? ২১ ॥

●মুক্তাঙ্গতদঙ্গসঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন্।
নিত্যং তন্মুখপঙ্কজাদ্বিগলিতত্বৎপুণ্যগাথামৃত-
স্রোতঃসম্প্লবসংপ্লুতো নরহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ॥ ২২

আমি দেহ ও তার সম্বন্ধিত আত্মীয়সমূহের আসক্তি ত্যাগ করে আপনারই ধ্যানে নিত্যযুক্ত থাকব আর অহংকাররহিত সাধুমহাত্মাদের নিবাসস্থান, তাঁদের আশ্রমে বসবাস করে তাঁদের সাধুসঙ্গ লাভ করে ধন্য হয়ে যাব। সেই সজ্জনদের মুখনিঃসৃত আপনার পুণ্যময় কথামৃতের ধারায় নিত্য অবগাহন করব। হে নৃসিংহ ! অতঃপর আমি আর কখনো দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হব না॥ ২২ ॥

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনা-

দনুমিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।

অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈ-

র্বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ॥ ৩৭

কাঞ্চন ; তা হলেও কোথাও কোথাও কার্যের অযাথার্থ্য প্রমাণিত হয়ে যায়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। এইখানে উপাদান কারণ সত্য হলেও তার কার্য (সর্প) সর্বতোভাবে মিথ্যা। যদি বলা হয় যে প্রতীত হওয়া সর্পের উপাদান কারণ কেবল রজ্জু নয় তার সঙ্গে অবিদ্যার ভ্রান্তির যোগ আছে, তাহলে তো ভাবা যায় যে অবিদ্যা ও সৎ বস্তুর মধ্যে অবিদ্যার সংযোগে প্রতীত হওয়া নামরূপযুক্ত জগৎও মিথ্যা। যদি কেবল ব্যবহার সিদ্ধি হেতুই জগতের সত্তা অভীষ্ট হয় তাহলে তাতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয় ; কারণ তা পারমার্থিক সত্য না হয়ে কেবল ব্যবহারিক সত্য মাত্র। এই ভ্রম ব্যবহারিক জগতে স্বীকৃত কালের দৃষ্টিতে অনাদি এবং অজ্ঞান ব্যক্তিগণ বিচার না করে পূর্বের ভ্রমের প্রভাবে অন্ধবিশ্বাসে তা মেনে আসছেন। এইরূপ স্থিতিতে কর্মফলকে সত্য প্রদানকারী শ্রুতিসকল কেবল তাদেরই বিভ্রান্ত করে যারা জাগতিক কর্মে আসক্ত এবং বুঝতে পারেন না যে কর্মের তাৎপর্য কর্মফলের নিত্যতা প্রকাশে জাগতিক কর্মে আসক্তি নয় বরং প্রশংসার তাৎপর্য হল মানুষকে অকর্মণ্যতা থেকে বিরত রাখা*॥ ৩৬ ॥

ভগবন্ ! বস্তুত সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল না আর প্রলয়ের পরেও থাকবে না। তাতে তো এই তথ্যই প্রমাণিত হয় যে মধ্যবর্তীকালেও সমরূপে পরমাত্মাতে তা মিথ্যাই প্রতীত হয়। তাই শ্রুতিসকলের মাধ্যমে এই জগতের বর্ণনা এমন উপমা সহকারে করা হয় যেমন মৃত্তিকায় ঘট, লৌহে শস্ত্র এবং কাঞ্চনে কুণ্ডল আদি নামমাত্র, বস্তুত তা মৃত্তিকা, লৌহ ও কাঞ্চনই। তেমনভাবেই পরমাত্মার মাধ্যমে বর্ণিত জগৎ নামমাত্রই,

*উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ
কুর্বৎ কার্যমপীহ কূটকনকং বেদোঽপি নৈবংপরঃ।
অদ্বৈতং তব সৎপরং তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা
বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মা মুঞ্চ মামানতম্॥ ২৩

মালায় প্রতীয়মান সর্পস্বরূপ আপনার সৃষ্ট এই ত্রিভুবন সত্য নয়। বাজারে নকল সোনা আসল মূল্যে কেনা-বেচা হলেও তা আসল হয়ে যায় না। বেদের তাৎপর্যও জগতের সত্যতা প্রতিপাদনে নেই। তাই আপনার সেই পরম সত্য পরমানন্দস্বরূপ অদ্বৈত পাদপদ্মে আমার নিত্য বিশ্বাস। হে ইন্দিরাসেবিত শ্রীহরি ! আমি সেই শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি। আমি আপনার শরণাগত। আপনি কৃপা করুন॥ ২৩ ॥

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ॥ ৩৮

সর্বতোভাবে মিথ্যা ও মনের কল্পনাবিলাস মাত্র। অজ্ঞ ব্যক্তিগণই একে সত্য বলে মনে করেন*॥ ৩৭ ॥

ভগবন্ ! যখন জীব মায়াতে মোহিত হয়ে অবিদ্যায় প্রভাবিত হয় তখন তার স্বরূপভূত আনন্দাদি গুণসকল আবৃত হয়ে পড়ে ; সে গুণগত বৃত্তি, ইন্দ্রিয় ও দেহে আবদ্ধ হয় আর তাদেরই আপন মনে করে তাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং তাদের জন্ম-মৃত্যুতে নিজ জন্ম-মৃত্যু জ্ঞান করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু হে প্রভু ! যেমন সর্প নিজ খোলসকে নিজের মনে না করে তাকে ত্যাগ করে, তেমনভাবেই আপনি মায়া—অবিদ্যার সঙ্গেও যোগ বা সম্পর্ক রাখেন না, তা ত্যাগ করে থাকেন। এতেই আপনার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য নিত্য আপনাতেই যুক্ত থাকে। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিতে যুক্ত পরমৈশ্বর্যে আপনার স্থিতি। তাতেই আপনার ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অপরিবর্তিত, অপরিমিত ও অনন্ত ; তা দেশ, কাল ও বস্তু সীমায় আবদ্ধ নয়*॥ ৩৮ ॥

যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোঽসতাং হৃদি গতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ।
অসুতৃপযোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগব-
ন্নপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ ভবতঃ॥ ৩৯

হে ভগবন্ ! যোগী বৈরাগী যদি নিজ হৃদয়ের বিষয় বাসনাসকল উৎপাটন করে ফেলে না দেয় তাহলে সেই অসাধু ব্যক্তির আপনাকে অন্বেষণ করে বেড়ানো, কণ্ঠে ধারণ করা মণিকে ইতস্তত খুঁজে বেড়ানোর মতনই হাস্যকর হয়ে থাকে। যে সাধক ইন্দ্রিয়সকলের তৃপ্তিসাধনেই নিত্যযুক্ত,—বিষয়-বাসনা থেকে দূরে না থাকে, তাকে ইহলোক ও পরলোকে দুঃখই ভোগ করে

*মুকুটকুণ্ডলকঙ্কণকিঙ্কিণীপরিণতং কনকং পরমার্থতঃ।
মহদহঙ্কৃতিখপ্রমুখং তথা নরহরে ন পরং পরমার্থতঃ॥ ২৪ ॥

মুকুট, কুণ্ডল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণীরূপে পরিণত হলেও কাঞ্চন কাঞ্চনই থাকে। একইভাবে হে নৃসিংহ ! মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং আকাশ, বায়ু আদি রূপে হলেও এই সম্পূর্ণ জগৎ বস্তুত আপনার থেকে পৃথক নয়॥ ২৪ ॥

*নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গণগতা কালস্বভাবাদিভি-
র্ভাবান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্।
মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সম্মর্দয়ন্ত্যাতুরং
মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে ত্বামেব তাং বারয়॥ ২৫

হে প্রভু ! আপনার মায়া আপনারই দৃষ্টিপথের আঙ্গিনায় নৃত্য করছে আর কাল, স্বভাব আদির দ্বারা সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের ভাবসকল প্রদর্শন করছে। এই সঙ্গে তারা আমারই মাথায় চড়ে আমার মতন আতুরকে বলপূর্বক দলন করে চলেছে। হে নৃসিংহ ! আমি আপনার শরণাগত, আপনি মায়াকে এই কার্য থেকে বিরত করুন॥ ২৫ ॥

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়ো-
র্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাং চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণ গীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ॥ ৪০

যেতে হয়। তাকে সাধক না বলে অহংকারী বলাই শ্রেয়। তাকে নিত্য মৃত্যুভয় তাড়া করছে, ধনসম্পদ আহরণে ক্লেশের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আর আপনার স্বরূপ না জানায় ধর্মকর্মাদি পালন না করে পরলোকে নরকে গমনের চিন্তা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে *॥ ৩৯ ॥

ভগবন্ ! আপনার যথার্থ স্বরূপজ্ঞানাধিকারী আপনার প্রদত্ত পাপ ও পুণ্যের ফল— সুখ এবং দুঃখের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে, সেগুলির ফলভাগী হয় না ; সে ভোগ্য ও ভোক্তার ভাবোর্ধ্বে অবস্থান করে। তখন বিধি-নিষেধ প্রতিপাদক শাস্ত্রও তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না ; কারণ তাতো দেহাভিমানীদের জন্যেই নির্দিষ্ট। যাদের আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়নি তারাও যদি নিত্য যুগে যুগে কৃত আপনার লীলা ও গুণসকল সংকীর্তন শ্রবণ করে এবং তার দ্বারা আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহলে হে অনন্ত, অচিন্ত্য, দিব্যগুণসমূহের নিবাসস্থান হে প্রভু ! আপনার সেই সকল প্রেমী ভক্তও পাপ পুণ্যের ফল সুখদুঃখের ও বিধিনিষেধের অতীত হয়ে যায় ; কারণ আপনিই যে তাদের মোক্ষরূপ গতি। (কিন্তু এই জ্ঞানী ও প্রেমী সকলকে বাদ দিয়ে আর সকলেই শাস্ত্র বন্ধনের অধীন যা পালন না করলে তারা দুর্গতির সম্মুখীন হতে বাধ্য)[†]॥ ৪০ ॥

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ৪১

ভগবন্ ! স্বর্গাদি লোকের অধিপতি ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতিও আপনার অন্ত পেতে সক্ষম হননি ; এবং আশ্চর্য এই যে আপনিও তা জানেন না। অন্ত জানা যে সম্ভব নয়

*দম্ভন্যাসমিষেণ বঞ্চিতজনং ভোগৈকচিন্তাতুরং
সম্মুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্যোগক্লমৈরাকুলম্।
আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতাসম্মাননাসম্মদং
দীনানাথ দয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্॥ ২৬

হে প্রভু ! আমি অহংকারে পরিপূর্ণ, আমার সন্ন্যাস দেখিয়ে আমি লোক ঠকিয়ে যাচ্ছি। একমাত্র ভোগের চিন্তাতেই আমি আতুর ও দিবানিশি বিভিন্ন উপায়ে স্বার্থসিদ্ধিতে আমি ব্যাকুল, ক্লান্ত ও বেহুঁশ হয়ে থাকি। আমি আপনার আদেশের মর্যাদা লঙ্ঘন করি। আমি অজ্ঞানী এবং অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রদত্ত সম্মানে 'আমি সন্ত'—এই রূপ অহংকার করে বসি। হে দীননাথ ! হে দয়ানিধান ! হে পরমানন্দ ! আমাকে রক্ষা করুন॥ ২৬ ॥

[†]অবগমং তব মে দিশি মাধব স্ফুরতি যন্ন সুখাসুখসঙ্গমঃ।
শ্রবণবর্ণনভাবমথাপি বা ন হি ভবামি যথা বিধিকিঙ্করঃ॥ ২৭

হে মাধব ! আপনি আমাকে আমার স্বরূপ অনুভূতি প্রদান করুন যাতে আমি সুখদুঃখে আর বিচলিত না হই। অথবা আমাকে আপনার গুণের শ্রবণ কীর্তনের প্রেমই দিন যাতে আমি বিধিনিষেধের দাস না হই॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্।
সনন্দনমথানর্চুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্বাত্মনো গতিম্॥ ৪২

ইত্যশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষদ্রসঃ।
সমুদ্ধৃতঃ পূর্বজাতৈর্ব্যোমযানৈর্মহাত্মভিঃ॥ ৪৩

ত্বং চৈতদ্ ব্রহ্মদায়াদ শ্রদ্ধয়াঽঽত্মানুশাসনম্।
ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভর্জনং নৃণাম্॥ ৪৪

শ্রীশুক উবাচ

এবং স ঋষিণাঽঽদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্।
পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ॥ ৪৫

কারণ অন্তই যে নেই। হে প্রভু ! আকাশে-বাতাসে যেমন অসংখ্য ধূলিকণা উড়ে বেড়ায়, তেমনভাবেই আপনার মধ্যে কালের গতিবেগে উত্তরোত্তর দশগুণসম্পন্ন সপ্তাবরণযুক্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড একসঙ্গে পরিভ্রমণ করে থাকে। তাহলে আর আপনার সীমা কেমন করে জানা যাবে। আমরা শ্রুতিগণও আপনার স্বরূপের সাক্ষাৎ বর্ণনা করতে সক্ষম নই। বস্তুসমূহের নিষেধ করতে করতে অবশেষে আমরা নিজেদেরই লোপ করি আর নিজ সত্তা হারিয়ে সফল হই* ॥ ৪১ ॥

ভগবান নারায়ণ বললেন—হে দেবর্ষি ! এইভাবে সনকাদি ঋষিগণ আত্মা ও ব্রহ্মের একাত্মকারী উপদেশ শ্রবণ করে আত্মস্বরূপ অবগত হলেন ও নিত্য সিদ্ধ হয়েও এই উপদেশে কৃতকৃত্যসম হয়ে গেলেন আর সনন্দনের পূজার্চনা করলেন॥ ৪২ ॥

নারদ ! সৃষ্টির আদি কালে সনকাদি ঋষিগণের আবির্ভাব, তাই তাঁরা আমাদের সকলের পূর্বপুরুষ। সেই আকাশগামী মহাত্মাগণ বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের সার-ভাগ গ্রহণ করেছেন এবং এটিই সর্ব উপদেশের সার-ভাগ॥ ৪৩ ॥

হে দেবর্ষি ! তুমিও তাঁদের সম ব্রহ্মার মানস পুত্র—তাঁর জ্ঞানসম্পদের উত্তরাধিকারী। তুমিও এই ব্রহ্মাত্মবিদ্যাকে শ্রদ্ধাসহকারে ধারণ করে জগতে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করো। এই বিদ্যা মানবের কামনাবাসনা সকলকে ভস্মীভূত করে দেবে॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! সংযমী, জ্ঞানী ও পূর্ণকাম দেবর্ষি নারদ পরম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তাঁর শ্রবণ করা কথা ধারণ করবার অসীম ক্ষমতা। ভগবান নারায়ণ যখন তাঁকে এইরূপ উপদেশ দিলেন তখন তিনি তা পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে বললেন॥ ৪৫ ॥

*দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত তে ন চ ভবান্ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ।
ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো জয় জয়েতি ভজে তব তৎপদম্॥ ২৮

হে অনন্ত ! ব্রহ্মাদি দেবতা আপনার অন্ত জানেন না, আপনি স্বয়ংও তা জানেন না আর বেদের সার উপনিষদ্ সকলও তা জানেন না ; কারণ আপনি অনন্ত। উপনিষদ সকল 'নমো নমঃ', 'জয় হোক !', 'জয় হোক !' এইরূপ বলে কৃতকৃত্য হন। তাই আমিও 'নমো নমঃ', 'জয় হোক !' 'জয় হোক !' বলে আপনার শ্রীপাদপদ্মের উপাসনা করে থাকি॥ ২৮ ॥

নারদ উবাচ

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্তয়ে।
যো ধত্তে সর্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥ ৪৬

দেবর্ষি নারদ বললেন—ভগবন্ ! আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, পরম পবিত্রকীর্তি। আপনি প্রাণীকুলের পরম কল্যাণের জন্য, মোক্ষ দানের জন্য কমনীয় কলাবতার ধারণ করে থাকেন। আমি আপনাকে প্রণাম করি॥ ৪৬ ॥

ইত্যাদ্যমৃষিমানম্য তচ্ছিষ্যাংশ্চ মহাত্মনঃ।
ততোঽগাদাশ্রমং সাক্ষাৎ পিতুর্দ্বৈপায়নস্য মে॥ ৪৭

পরীক্ষিৎ ! এইভাবে মহাত্মা দেবর্ষি নারদাদি ঋষিগণ ভগবান নারায়ণ এবং তাঁর শিষ্যদের প্রণাম করে আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের আশ্রমে পদার্পণ করলেন॥ ৪৭ ॥

সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
তস্মৈ তদ্ বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্॥ ৪৮

ভগবান বেদব্যাস তাঁদের যথোচিত সৎকার করে আসন দান করলেন ; তাঁরা আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদ ভগবান নারায়ণের মুখে যা কিছু শ্রবণ করেছিলেন তা আমার পিতৃদেবকে জানালেন॥ ৪৮ ॥

ইত্যেতদ্ বর্ণিতং রাজন্ যন্নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া।
যথা ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নির্গুণেঽপি মনশ্চরেৎ॥ ৪৯

রাজন্ ! বাক্যমনাতীত ও প্রাকৃত গুণসকলরহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মার বর্ণনা শ্রুতিসকল কেমনভাবে করে থাকে তা আমি তোমায় বললাম। তাতে মনের প্রবেশের কথাও আমি বললাম। তোমার প্রশ্ন তো তাই ছিল॥ ৪৯ ॥

যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো
যঃ সৃষ্ট্বেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শাস্তি তাঃ।
যং সংপদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্॥ ৫০

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানই বিশ্বের সংকল্প করে থাকেন এবং বিশ্বের আদি, মধ্য, অন্তে তাঁরই নিত্য অধিষ্ঠান। তিনিই প্রকৃতি ও জীব— উভয়েরই প্রভু। তিনিই বিশ্ব সৃষ্টি করে জীবের সঙ্গে তাতেই প্রবেশ করেন এবং দেহসমূহ নির্মাণ করে তিনিই তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। যেমন গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি নিজ দেহের অনুসন্ধানও ত্যাগ করে থাকে, তেমনভাবেই জীব শ্রীভগবানকে লাভ করে মায়া থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শ্রীভগবানই এমন বিশুদ্ধ ও বিস্ময় তত্ত্ব যে তাঁর মধ্যে জগতের মায়া অথবা প্রকৃতির বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও নেই। তিনি বস্তুত অভয় স্থান। তাঁর চিন্তায় সদাসর্বদা যুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে নারদনারায়ণসংবাদে বেদস্তুতির্নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের নারদ-নারায়ণ সংবাদে বেদস্তুতি নামক সপ্তাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অথাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ
অষ্টাশিতিতম অধ্যায়
শিবের সংকটমোচন

রাজোবাচ

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্।
প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্॥ ১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! ভগবান শংকর সমস্ত ভোগ পরিত্যাগী হলেও যারা তাঁর উপাসক সেই দেবতা, অসুর অথবা মানুষসকল ধনী ও ভোগী হয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান বিষ্ণু স্বয়ং লক্ষ্মীপতি কিন্তু তাঁর উপাসকগণকে প্রায়শ ধনী ও ভোগী হতে দেখা যায় না॥ ১ ॥

এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোঽত্র মহান্ হি নঃ।
বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভ্বোর্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ॥ ২

আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধচরিত্র এই দুই প্রভুর উপাসকগণ প্রভুদের স্বরূপের বিপরীত ফল লাভ করে থাকেন। আমি জানতে চাই যে ত্যাগীর উপাসনার ফল ভোগ আর লক্ষ্মীপতির উপাসনায় ত্যাগ (অকিঞ্চনতা) লাভ হয় কেমন করে ? কৃপা করে আমাকে বলুন॥ ২ ॥

শ্রীশুক উবাচ

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শংকর নিত্য নিজ শক্তিযুক্ত থাকেন। তিনি সত্ত্বাদি গুণসকলযুক্ত ও অহংকারের অধিষ্ঠান। অহংকার তিন প্রকারের হয়ে থাকে—বৈকারিক, তৈজস ও তামস॥ ৩॥

ততো বিকারা অভবন্ ষোড়শামীষু কঞ্চন।
উপধাবন্ বিভূতীনাং সর্বাসামশ্নুতে গতিম্॥ ৪

এই ত্রিবিধ অহংকার থেকে দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও মন সৃষ্ট হয়। অতএব এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের মধ্যে কোনো এক জনকে উপাসনা করলেই সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়ে যায়॥ ৪ ॥

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥ ৫

কিন্তু পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীহরি তো প্রকৃতির সীমার অতীত স্বয়ং পুরুষোত্তম এবং প্রাকৃতগুণরহিত। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বান্তঃকরণের সাক্ষীস্বরূপ। যে তাঁর ভজনা করে সে নিজেও গুণাতীতই হয়ে যায়॥ ৫ ॥

নিবৃত্তেষ্বশ্বমেধেষু রাজা যুষ্মৎ পিতামহঃ।
শৃণ্বন্ ভগবতো ধর্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্॥ ৬

পরীক্ষিৎ ! যখন তোমার পিতামহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করলেন তখন শ্রীভগবানের নিকট বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ শ্রবণকালে তিনিও একই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন॥ ৬ ॥

স আহ ভগবাংস্তস্মৈ প্রীতঃ শুশ্রূষবে প্রভুঃ।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে॥ ৭

পরীক্ষিৎ ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বশক্তির আধার। মানবকল্যাণেই তাঁর যদুবংশে অবতার ধারণ করা। রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন এবং তার জানার আগ্রহ থেকে তিনি প্রসন্ন চিত্তে এইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥ ৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— রাজন্! আমি যার উপর অনুগ্রহ করি, ধীরে ধীরে তার সমস্ত ধনসম্পদ অপহরণ করে নিই। এইভাবে যখন সে ধনসম্পদহীন হয়ে যায় তখন তার আত্মীয়স্বজন তাকে অবজ্ঞাপূর্বক পরিত্যাগ করে চলে যায়॥ ৮ ॥

স যদা বিতথোদ্যোগো নির্বিণ্ণঃ স্যাদ্ ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্॥ ৯

সে আবার ধনসম্পদ আহরণে প্রয়াসী হলে আমি তার সমস্ত উদ্যম বিফল করে দিই। বারে বারে ব্যর্থ হয়ে সে ধনসম্পদ আহরণে নিবৃত্ত হয়ে তাকে দুঃখময় জ্ঞান করে আর আমার প্রেমী ভক্তদের সঙ্গে সাধুসঙ্গে মগ্ন হয়। তখন আমি তার উপর নিজ অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করে থাকি॥ ৯ ॥

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ॥ ১০

তখন আমার কৃপায় তার পরম সূক্ষ্ম অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। এইভাবে আমাকে প্রসন্ন করা ও আমার আরাধনায় যুক্ত থাকা নিঃসন্দেহে কঠিন কার্য। তাই সাধারণ ব্যক্তিসকল আমাকে ছেড়ে আমারই ভিন্ন রূপ অন্যান্য দেবতাদের আরাধনা করে॥ ১০ ॥

ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ।
মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানতে॥ ১১

অন্য দেবতাগণ হলেন আশুতোষ। তাঁরা অতি অল্পেই বিগলিত হয়ে যান আর নিজের ভক্তদের রাজ্যসম্পদ দান করেন। তা লাভ করে তারা উচ্ছৃঙ্খল, প্রমাদযুক্ত ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে আর নিজ বরদাতা দেবতাদেরও বিস্মরণ করে; এমনকি তাঁদের তিরস্কারও করে বসে॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
সদ্যঃ শাপপ্রসাদোঽঙ্গ শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ॥ ১২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিনজনেই অভিশাপ এবং বর প্রদানে সক্ষম। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর অল্পেই তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন আর বর অথবা অভিশাপ প্রদান করে থাকেন। কিন্তু বিষ্ণু ভগবান তেমন নন॥ ১২ ॥

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃকাসুরায় গিরিশো বরং দত্ত্বাঽঽপ সঙ্কটম্॥ ১৩

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাগণ এক প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করে থাকেন। একবার ভগবান শংকর বৃকাসুরকে বর দিয়ে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন॥ ১৩ ॥

বৃকো নামাসুরঃ পুত্রঃ শকুনেঃ পথি নারদম্।
দৃষ্ট্বাঽঽশুতোষং পপ্রচ্ছ দেবেষু ত্রিষু দুর্মতিঃ॥ ১৪

পরীক্ষিৎ! বিকৃত বুদ্ধি বৃকাসুর অসুর শকুনির পুত্র ছিল। কোনো স্থানে গমন কালে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সময়ে সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কে শীঘ্র তুষ্ট হন? ১৪ ॥

স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিদ্ধ্যসি।
যোহল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি॥ ১৫

পরীক্ষিৎ ! দেবর্ষি নারদ তাকে বলেছিলেন ভগবান শংকরের আরাধনা করতে কারণ তিনি অল্পতেই তুষ্ট ও অল্প অপরাধেই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। তাঁকে আরাধনা করলে সত্বর মনোরথ সিদ্ধি হয়ে থাকে॥ ১৫ ॥

দশাস্যবাণয়োস্তুষ্টঃ স্তুবতোর্বন্দিনোরিব।
ঐশ্বর্যমতুলং দত্ত্বা তত আপ সুসঙ্কটম্॥ ১৬

রাবণ এবং বাণাসুর কেবল বন্দীজনসম শ্রীশংকরের কিছু স্তবস্তুতি করেছিল। তাতে তিনি প্রসন্ন হয়ে তাদের অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। পরে অবশ্য রাবণের কৈলাস উৎপাটন ও বাণাসুরের নগর রক্ষার দায়িত্ব তাঁকে সংকটে ফেলেছিল॥ ১৬ ॥

ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ।
কেদার আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোহগ্নিমুখং হরম্॥ ১৭

শ্রীনারদের উপদেশে বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে গিয়ে অগ্নিকে ভগবান শংকরের মুখ জ্ঞান করে নিজ দেহের মাংসখণ্ডের আহুতি দান করে ভগবান আশুতোষের আরাধনায় যুক্ত হল॥ ১৭ ॥

দেবোপলব্ধিমপ্রাপ্য নির্বেদাৎ সপ্তমেহহনি।
শিরোহবৃশ্চৎ স্বধিতিনা তত্তীর্থক্লিন্নমূর্ধজম্॥ ১৮

এইভাবে ছয় দিন অতিক্রান্ত হল, কিন্তু ভগবান শংকরের দর্শন লাভ হল না। এই ঘটনা তাকে চিন্তিত করে তুলল। সপ্তম দিবসে সে কেদার তীর্থে স্নান করে নিজ সিক্ত কেশযুক্ত মস্তক খড়্গ দ্বারা ছেদন করে আহুতি দিতে প্রস্তুত হল॥ ১৮ ॥

তদা মহাকারুণিকঃ স ধূর্জটি-
র্যথা বয়ং চাগ্নিরিবোত্থিতোহনলাৎ।
নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং ভুজয়োর্ন্যবারয়ৎ
তৎস্পর্শনাদ্ ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ॥ ১৯

পরীক্ষিৎ ! শোকার্ত চিত্তে কেউ কোনো চেষ্টা করলে দয়াপরবশ হয়ে আমরা তাকে করুণা সহকারে রক্ষা করবার প্রয়াস করে থাকি। পরম দয়াল ভগবান শংকর বৃকাসুরকে আত্মহনন করা থেকে বিরত করলেন ; তিনি অগ্নিকুণ্ড থেকে অগ্নিদেবসম আবির্ভূত হয়ে দুই হস্তে তার উদ্যত খড়্গ ধরে নিয়ে তাঁকে রক্ষা করলেন। তাঁর স্পর্শ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বৃকাসুর পুনরায় পূর্ণ আকৃতি লাভ করল॥ ১৯ ॥

তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে
যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতা-
মহো ত্বয়াহত্মা ভৃশমর্দ্যতে বৃথা॥ ২০

ভগবান শংকর তখন বৃকাসুরকে বললেন—প্রিয় বৃকাসুর ! এইবার বিরত হও। আর যজ্ঞের প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে বরদান করতে প্রস্তুত। তুমি তোমার ইচ্ছানুসার বর যাচনা করে নাও। হে বৎস ! আমি তো শরণাগত ভক্তদের প্রদত্ত জলমাত্রেই প্রসন্ন হয়ে থাকি। তুমি অনর্থক দেহকে পীড়িত করছ॥ ২০ ॥

দেবং স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্।
যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি॥ ২১

পরীক্ষিৎ ! অতি পাপিষ্ঠ বৃকাসুর মহাদেবের কাছে জগতের প্রাণীদের পক্ষে ভয়ানক ভীতিপ্রদ এক বর প্রার্থনা করল। সে চাইল—'কারো মস্তকে হস্ত রাখলেই যেন তার মৃত্যু হয়।'॥ ২১ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রুদ্রো দুর্মনা ইব ভারত।
ওমিতি প্রহসংস্তস্মৈ দদেঽহেরমৃতং যথা॥ ২২

পরীক্ষিৎ! এই যাচনা ভগবান রুদ্রকে প্রথমে দুর্মনা করল, তারপর তিনি হেসে 'তথাস্তু' বলে দিলেন। এইরূপ বরদান করে তিনি যেন সর্পকে অমৃতপ্রদান করলেন॥ ২২ ॥

ইত্যুক্তঃ সোঽসুরো নূনং গৌরীহরণলালসঃ।
স তদ্বরপরীক্ষার্থং শম্ভোর্মূর্ধ্নি কিলাসুরঃ।
স্বহস্তং ধাতুমারেভে সোঽবিভ্যৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ॥ ২৩

ভগবান শংকর যখন এইরূপ বর দিলেন তখন বৃকাসুরের মধ্যে শ্রীপার্বতীকেই পাওয়ার লালসা জাগল। সেই অসুর তখন শ্রীশংকরের বরকে পরীক্ষা করবার নিমিত্ত তাঁরই মস্তকে নিজ হস্ত স্থাপন করতে উদ্যত হল। নিজ প্রদত্ত বরে এইবার স্বয়ং শ্রীশংকরও ভীত হয়ে পড়লেন॥ ২৩ ॥

তেনোপসৃষ্টঃ সংত্রস্তঃ পরাধাবন্ সবেপথুঃ।
যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্॥ ২৪

অসুর তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করল আর ভগবান শ্রীশংকর ভীত-সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হয়ে পলায়ন করতে লাগলেন। তাঁরা স্বর্গ, পৃথিবী ও দিকসমূহের অন্ত পর্যন্ত দৌড়ে বেড়াতে লাগলেন। বৃকাসুর তখনও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে দেখে তিনি উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেন॥ ২৪ ॥

অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তূষ্ণীমাসন্ সুরেশ্বরাঃ।
ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ ভাস্বরং তমসঃ পরম্॥ ২৫

সমস্যার সমাধান অজানা থাকায় বড় বড় দেবতাগণও সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। অবশেষে ভগবান শংকর প্রাকৃতিক অন্ধকারবিহীন দীপ্তিময় বৈকুণ্ঠ লোকে উপনীত হলেন॥ ২৫ ॥

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ততে গতঃ॥ ২৬

বৈকুণ্ঠ স্বয়ং শ্রীনারায়ণের নিবাসস্থান। তিনিই যতিগণের একমাত্র গতি এবং জগৎকে অভয়দান করে শান্তভাবে স্থিত রয়েছেন। একবার বৈকুণ্ঠে গমন করলে জীবকে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না॥ ২৬ ॥

তং তথা ব্যসনং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বৃজিনার্দনঃ।
দূরাৎ প্রত্যুদিয়াদ্ ভূত্বা বটুকো যোগমায়য়া॥ ২৭

ভক্তভয়নিবারণকারী শ্রীভগবান দেখলেন যে ভগবান শ্রীশংকর অতি সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। তখন তিনি যোগমায়া আশ্রয় করে ব্রহ্মচারীরূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে বৃকাসুরের দিকে এগিয়ে গেলেন॥ ২৭ ॥

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈস্তেজসাগ্নিরিব জ্বলন্।
অভিবাদয়ামাস চ তং কুশপাণির্বিনীতবৎ॥ ২৮

শ্রীভগবান ব্রহ্মচারী বেশে মুঞ্জমেখলা, কালো মৃগচর্ম, দণ্ড এবং রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করে ছিলেন। তাঁর অঙ্গে অঙ্গে ছিল প্রজ্বলিত অগ্নির দীপ্তি। তিনি হস্তে কুশ ধারণ করে ছিলেন। বৃকাসুরকে দেখেই শ্রীভগবান বিনম্র ভাবে মস্তক অবনত করে তাঁকে প্রণাম করলেন॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

শাকুনেয় ভবান্ ব্যক্তং শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ।
ক্ষণং বিশ্রম্যতাং পুংস আত্মায়ং সর্বকামধুক্॥ ২৯

ব্রহ্মচারীরূপধারী শ্রীভগবান বললেন—হে শকুনি-নন্দন শ্রীবৃকাসুর! আপনাকে দেখে অত্যধিক পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই বহুদূর থেকে এসেছেন। ক্ষণকাল বিশ্রাম করে নিন। দেখুন, এই দেহই সমস্ত

যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্মদ্‌ব্যবসিতং বিভো।
ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুম্ভির্ধৃতৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে॥ ৩০

সুখের আধার। এর দ্বারাই সমস্ত কামনাবাসনা পূর্তি হয়ে থাকে। একে এত কষ্ট দেওয়া উচিত নয়॥ ২৯ ॥

আপনি তো সর্বসমর্থ। আপনি এখন কী করতে ইচ্ছুক ? যদি উচিত মনে করেন তাহলে আমাকে বলুন : এই জগতে পরামর্শের মাধ্যমেই তো বহু কার্য সহজভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে॥ ৩০ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা।
গতক্লমোঽব্রবীত্তস্মৈ যথাপূর্বমনুষ্ঠিতম্॥ ৩১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের মধুমাখা কথায় বৃকাসুর সন্তুষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিল। অতঃপর সে তপস্যা, বরলাভ ও ভগবান শ্রীশংকরকে পশ্চাদ্ধাবনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করল॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

এবং চেত্তর্হি তদ্বাক্যং ন বয়ং শ্রদ্দধীমহি।
যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ প্রেতপিশাচরাট্॥ ৩২

শ্রীভগবান বললেন—আরে এই কথা ! কিন্তু জেনে রাখুন, আমরা আর তার কথার উপর বিশ্বাস রাখি না। আপনি তা জানেন না ? সে তো দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে পিশাচ ভাবগ্রস্ত হয়েছে আর এখন প্রেত, পিশাচদের রাজা হয়ে বসে আছে ॥ ৩২ ॥

যদি বস্তত্র বিশ্রম্ভো দানবেন্দ্র জগদ্‌গুরৌ।
তর্হ্যঙ্গাশু স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য প্রতীয়তাম্॥ ৩৩

হে দানবরাজ ! আপনি এত মহান হয়েও এইরূপ অবান্তর কথার উপর বিশ্বাস রাখেন ? যদি এখনও আপনি তাকে জগদ্‌গুরু জ্ঞান করে তার কথা বিশ্বাস করেন, তাহলে এখনই নিজের মাথার উপর হাত রেখে তার কথার সত্যতা নিজেই পরীক্ষা করে নিন॥ ৩৩ ॥

যদ্যসত্যং বচঃ শম্ভোঃ কথঞ্চিদ্ দানবর্ষভ।
তদৈনং জহ্যসদ্‌বাচং ন যদ্ বক্তানৃতং পুনঃ॥ ৩৪

হে দানবশ্রেষ্ঠ ! যদি কোনো ভাবে শংকরের কথা অসত্য বলে প্রমাণ হয়ে যায়, তখন সেই মিথ্যাবাদীকে মেরে ফেলবেন যাতে সে জীবনে আর কখনো মিথ্যা বলতে না পারে॥ ৩৪ ॥

ইত্থং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ।
ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ॥ ৩৫

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের এই অদ্ভুত ও সুমিষ্ট কথা শুনে বৃকাসুরের বিবেকবুদ্ধি হরণ হয়ে গেল। সে বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বিমোহিত হয়ে নিজের মস্তকেই নিজ হস্ত স্থাপন করল॥ ৩৫ ॥

অথাপতদ্ ভিন্নশিরা বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ।
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধুশব্দোঽভবদ্ দিবি॥ ৩৬

মস্তকোপরে হস্তস্থাপন মাত্রই বৃকাসুরের মস্তক বিদীর্ণ হয়ে গেল আর সে বজ্রাহতসম ভূতলে পতিত হল। তখন আকাশে বাতাসে কেবল দেবতাদের 'জয় জয়', 'নমো নমঃ' ও 'সাধু সাধু' শব্দ শোনা যেতে লাগল॥ ৩৬ ॥

মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বা মোচিতঃ সঙ্কটাচ্ছিবঃ॥ ৩৭

পাপিষ্ঠ বৃকাসুরের মৃত্যুতে দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্বগণ অতি প্রসন্ন হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন আর ভগবান শংকরও সেই ভয়ানক সংকট

মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা॥ ৩৮

হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্‌গুরৌ॥ ৩৯

য এবমব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ
পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ।
গিরিত্রমোক্ষং কথয়েচ্ছৃণোতি বা
বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ॥ ৪০

থেকে মুক্তি লাভ করলেন॥ ৩৭ ॥

অতঃপর ভগবান পুরুষোত্তম ভয়মুক্ত শ্রীশংকরকে বললেন—হে দেবাধিদেব! এ অতি আনন্দের কথা যে এই দুষ্ট বৃকাসুর নিজের পাপেই বিনষ্ট হল। হে পরমেশ্বর! মহাপুরুষের প্রতি অপরাধ করে কেউ কি আদৌ ভালো থাকতে পারে? আর স্বয়ং জগদ্‌গুরু, হে বিশ্বেশ্বর! আপনার প্রতি অপরাধ করে তো কুশলে থাকা একেবারেই অসম্ভব॥ ৩৮-৩৯ ॥

শ্রীভগবানের শক্তি সাগরসম অনন্ত। তাঁর শক্তি-সকল বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা স্বয়ং। তাঁর এই শিব-সংকট মোচনলীলা শ্রবণকীর্তনকারীকে সংসার বন্ধন ও শত্রুভয় থেকে মুক্ত করে॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে রুদ্রমোক্ষণং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের রুদ্র-মোক্ষণ নামক অষ্টাশিতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

অথৈকোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ
উনননবতিতম অধ্যায়
ভৃগু-কর্তৃক তিন দেবের পরীক্ষা ও শ্রীভগবানের দ্বারা মৃত ব্রাহ্মণ বালকদের ফিরিয়ে আনা

শ্রীশুক উবাচ

সরস্বত্যাস্তটে রাজন্নৃষয়ঃ সত্রমাসত।
বিতর্কঃ সমভূত্তেষাং ত্রিষ্বধীশেষু কো মহান্॥ ১

তস্য জিজ্ঞাসয়া তে বৈ ভৃগুং ব্রহ্মসুতং নৃপ।
তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ প্রেষয়ামাসুঃ সোঽভ্যগাদ্ ব্রহ্মণঃ সভাম্॥ ২

ন তস্মৈ প্রহ্বণং স্তোত্রং চক্রে সত্ত্বপরীক্ষয়া।
তস্মৈ চুক্রোধ ভগবান্ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! একবার যজ্ঞ নিমিত্ত মহান ঋষিমুনিদের পরম পবিত্র নদী সরস্বতী তটে সমাগম হয়েছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এই প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছিল॥ ১ ॥

পরীক্ষিৎ! তাঁরা তা জানবার নিমিত্ত ব্রহ্মার পুত্র শ্রীভৃগুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে পাঠালেন। মহর্ষি ভৃগু পরীক্ষা করবার জন্য প্রথমে শ্রীব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হলেন॥ ২ ॥

তিনি শ্রীব্রহ্মার ধৈর্যাদি পরীক্ষা নিমিত্ত অভিবাদন, স্তুতি কিছুই করলেন না। তাতে হল যে, শ্রীব্রহ্মা নিজ তেজে সন্তপ্ত হলেন, তার চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা

স আত্মন্যুত্থিতং মন্যুমাত্মজায়াত্মনা প্রভুঃ।
অশীশমদ্ যথা বহ্নিং স্বযোন্যা বারিণাঽঽত্মভূঃ[1]॥ ৪

গেল॥ ৩ ॥

কিন্তু যখন শ্রীব্রহ্মা দেখলেন যে আগন্তুক তাঁর পুত্র ভৃগু, তখন ক্রোধকে তিনি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা প্রশমিত করলেন, যেভাবে অরণি মন্থনে সৃষ্ট অগ্নি জল সিঞ্চনে নির্বাপিত হয়॥ ৪ ॥

ততঃ কৈলাসমগমৎ স তং দেবো মহেশ্বরঃ।
পরিরব্ধুং সমারেভে উত্থায় ভ্রাতরং মুদা॥ ৫

অতঃপর মহর্ষি ভৃগু কৈলাসে গেলেন। দেবাধিদেব ভগবান শংকর ভ্রাতা ভৃগুকে আসতে দেখে আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন আর তাঁকে আলিঙ্গন দান করবার জন্য বাহুদ্বয় প্রসারিত করলেন॥ ৫ ॥

নৈচ্ছৎত্বমস্যুৎপথগ ইতি দেবশ্চুকোপ হ।
শূলমুদ্যম্য তং হন্তুমারেভে তিগ্মলোচনঃ॥ ৬

কিন্তু মহর্ষি ভৃগু তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন—'তুমি লোক ও বেদ মর্যাদা লঙ্ঘনকারী তাই আলিঙ্গনের অযোগ্য।' শ্রীভৃগুর কথা ভগবান শংকরকে ক্রোধান্বিত করল। তিনি রক্তচক্ষু হয়ে ত্রিশূল তুলে মহর্ষি ভৃগুকে বধ করতে উদ্যত হলেন॥ ৬ ॥

পতিত্বা পাদয়োর্দেবী সান্ত্বয়ামাস তং গিরা।
অথো জগাম বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দনঃ॥ ৭

কিন্তু তখন দেবী পার্বতী মহাদেবের শ্রীচরণে পতিত হয়ে বহু অনুনয়-বিনয় সহকারে তাঁর ক্রোধ প্রশমন করলেন। এইবার শ্রীভৃগু ভগবান বিষ্ণুর নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করলেন॥ ৭ ॥

শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ।
তত উত্থায় ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা সতাং গতিঃ॥ ৮

স্বতল্পাদবরুহ্যাথ ননাম শিরসা মুনিম্।
আহ[2] তে স্বাগতং ব্রহ্মন্ নিষীদাত্রাসনে ক্ষণম্।
অজানতামাগতান্[3] বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো॥ ৯

তখন ভগবান বিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে মস্তক রেখে শায়িত ছিলেন। শ্রীভৃগু তাঁর নিকটে গমন করে তাঁর বক্ষঃস্থলে সজোরে পদাঘাত করলেন। ভক্তবৎসল ভগবান বিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে উঠে বসলেন। অতঃপর তিনি শয্যা থেকে নেমে এলেন এবং মস্তক অবনত করে মুনিকে প্রণাম নিবেদন করলেন। প্রণামান্তে তিনি বললেন—'ব্রহ্মন্! আপনি স্বাগত। এখানে এসে আপনি আমাকে কৃপা করলেন। এই আসনে উপবেশন করে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করে নিন। হে প্রভু! আপনার শুভাগমনের সংবাদ আমার জ্ঞাত ছিল না। তাই আমি আপনার অভ্যর্থনা করতে পারিনি। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন॥ ৮-৯ ॥

অতীব কোমলৌ তাত চরণৌ তে মহামুনে।
ইত্যুক্ত্বা বিপ্রচরণৌ মর্দয়ন্ স্বেন পাণিনা॥ ১০

আপনার শ্রীপাদপদ্ম অতিশয় কোমল—এইরূপ বলে শ্রীভগবান মহামুনি শ্রীভৃগুর পদসেবা করতে লাগলেন॥ ১০ ॥

পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদ্গতান্।
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা॥ ১১

তিনি আরও বললেন—হে মহর্ষি! আপনার পাদোদক তীর্থসকলকেও পবিত্রতা প্রদান করে থাকে।

[1]না প্রভুঃ। [2]অহো। [3]মাগমনং ক্ষন্ত.।

অদ্যাহং ভগবঁল্লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ॥ ১২

আপনি সেই পাদোদক দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক, আমাকে ও আমার অন্তর্গত লোকপালদের পবিত্র করুন॥ ১১ ॥

তিনি আরও বললেন—'ভগবন্ ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করে আমার সমস্ত পাপ বিধৌত হল। আজ আমি লক্ষ্মীর একান্ত আশ্রয় হয়ে গেলাম। আপনার চরণ চিহ্নিত আমার বক্ষঃস্থলে এখন লক্ষ্মী নিত্য নিবাস করবেন'॥ ১২ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণে বৈকুণ্ঠে ভৃগুস্তন্মন্দ্রয়া[১] গিরা।
নির্বৃতস্তর্পিতস্তূষ্ণীং ভক্ত্যুৎকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ॥ ১৩

শ্রীশুকদেব বললেন—যখন শ্রীভগবান সুকোমল বাণীতে এইরূপ বললেন তখন শ্রীভৃগু পরম সুখী ও পরিতৃপ্ত হলেন। প্রীতি ও ভক্তি আবেগে গদ্গদ হয়ে তিনি সজল নয়ন হয়ে গেলেন ও মৌন হয়ে রইলেন॥ ১৩ ॥

পুনশ্চ সত্রমাব্রজ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্।
স্বানুভূতমশেষেণ রাজন্ ভৃগুরবর্ণয়ৎ॥ ১৪

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভৃগু তারপর সেই ব্রহ্মবাদী মুনিদের যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করলেন আর সকল ঘটনাই তাঁদের সবিস্তারে জানালেন॥ ১৪ ॥

তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্॥ ১৫

শ্রীভৃগু বিবৃত ঘটনাসকল মুনি-ঋষিদের বিস্ময়ান্বিত করল। তাঁদের সন্দেহ চিরতরে দূরীভূত হল। তাঁরা জানলেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান বিষ্ণুই ; কারণ তা যে শান্তি আর অভয়ের উদ্গমস্থল॥ ১৫ ॥

ধর্মঃ সাক্ষাদ্ যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যং চ তদন্বিতম্।
ঐশ্বর্যং চাষ্টধা যস্মাদ্ যশশ্চাত্মমলাপহম্॥ ১৬

ভগবান বিষ্ণু থেকেই সাক্ষাৎ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অষ্ট ঐশ্বর্য এবং চিত্তশুদ্ধি প্রদায়ক যশ লাভ হয়ে থাকে॥ ১৬ ॥

মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং সমচেতসাম্।
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১৭

শান্ত, সমচিত্ত, অকিঞ্চন ও সকলকে অভয়-প্রদানকারী সাধু-মুনিদের তিনিই একমাত্র গতি। এই কথা সকল শাস্ত্রেই কথিত আছে॥ ১৭ ॥

সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্তির্ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ।
ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ॥ ১৮

সত্ত্বগুণ তাঁর পরম প্রিয়, সত্ত্ব তাঁর প্রিয় মূর্তি আর ব্রাহ্মণ হলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। নিষ্কাম, শান্ত ও নিপুণবুদ্ধি সাধুগণ তাঁর ভজনা করেন॥ ১৮ ॥

ত্রিবিধাকৃতয়স্তস্য রাক্ষসা অসুরাঃ সুরাঃ।
গুণিন্যা মায়য়া সৃষ্টাঃ সত্ত্বং তত্তীর্থসাধনম্॥ ১৯

রাক্ষস, অসুর এবং দেবতা এই তিন মূর্তিই শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়াসৃষ্ট। তার মধ্যে সত্ত্বময়ী দেবতামূর্তিই তাঁকে লাভ করবার প্রকৃষ্ট উপায়। সমস্ত পুরুষার্থ স্বয়ং তিনিই॥ ১৯ ॥

শ্রীশুক[২] উবাচ

এবং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে।
পুরুষস্য পদাম্ভোজসেবয়া তদ্গতিং গতাঃ॥ ২০

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! মানবকুলের সংশয় নিবারণের জন্যই ঋষিগণ এইরূপ দৃশ্যপট তৈরি করেছিলেন। তাঁদের নিজেদের জন্য কিছুই জানবার ছিল

[১]শুক্তং সান্দ্রয়া। [২]বাদরায়ণিরুবাচ।

সূত উবাচ

ইত্যেতন্মুনিতনয়াস্যপদ্মগন্ধ-
পীযূষং ভবভয়ভিৎ পরস্য পুংসঃ।
সুশ্লোকং শ্রবণপুটৈঃ পিবত্যভীক্ষ্ণং
পান্থোঽধ্বভ্রমণপরিশ্রমং জহাতি॥ ২১

শ্রীশুক উবাচ

একদা দ্বারবত্যাং তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ।
জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত॥ ২২

বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্যুপধায় সঃ।
ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ॥ ২৩

ব্রহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ।
ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভকঃ॥ ২৪

হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্।
প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ॥ ২৫

এবং দ্বিতীয়ং বিপ্রর্ষিস্তৃতীয়ং ত্বেবমেব চ।
বিসৃজ্য স নৃপদ্বারি তাং গাথাং সমগায়ত॥ ২৬

তামর্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে।
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত॥ ২৭

কিংস্বিদ্ ব্রহ্মংস্ত্বন্নিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্ধরঃ।
রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্রমাসতে॥ ২৮

ধনদারাত্মজাপৃক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
তে বৈ রাজন্যবেষেণ নটা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ॥ ২৯

না। কেননা ভগবানের চরণকমলের সেবা করে তাঁরা ইতিমধ্যেই পরমপদ লাভ করেছিলেন॥ ২০ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! ভগবান পুরুষোত্তমের এই পরম কমনীয় লীলাকথা জন্ম-মৃত্যুরূপ ভবভয়নাশক। তা ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত সুগন্ধে পরিপূর্ণ মধুময় সুধাধারাসম। এই সংসার পথে নিরন্তর পরিভ্রমণকারী পথিকের জন্য এটি সুধাসম, তা শ্রবণপথে ধারণ করলে পথশ্রম ও অবসাদ দূরীভূত হয়ে থাকে॥ ২১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ! শ্রীভগবানের প্রভাব সম্বন্ধে একটি ঘটনা তোমাকে বলব। একবার দ্বারকাপুরীতে ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হতেই একটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ২২ ॥

ব্রাহ্মণ তার মৃতপুত্রের দেহ নিয়ে নিজে রাজপ্রাসাদ দ্বারে গেলেন এবং সেইখানে মৃতপুত্রকে রেখে শোকাতুর হয়ে বিলাপ করে বলতে লাগলেন॥ ২৩ ॥

এতে সন্দেহ নেই যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, ধূর্ত, কৃপণ এবং বিষয়ী রাজার কর্মদোষেই আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে॥ ২৪ ॥

যে রাজা হিংসাশ্রয়ী, দুশ্চরিত্র ও অজিতেন্দ্রিয়, তাকে যে প্রজারা রাজা স্থানে সেবা করে তারা দরিদ্র ও নিত্যদুঃখী হয়ে থাকে আর প্রতিনিয়ত সংকটের সম্মুখীন হয়ে থাকে॥ ২৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ! এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রও ভূমিষ্ঠ হয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাদের দেহ রাজদ্বারে রেখে গেলেন আর একই কথা বলে গেলেন॥ ২৬ ॥

নবম বালকের মৃত্যু হলে যখন ব্রাহ্মণ আবার রাজদ্বারে এলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অর্জুনও উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে অর্জুন বললেন॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মন্! আপনার নিবাসস্থান দ্বারকায় কি ধনুকধারী কোনো ক্ষত্রিয় নেই! মনে হচ্ছে যেন সকলেই যদুবংশীয় ব্রাহ্মণ হয়ে গেছেন আর প্রজাপালন কার্য ত্যাগ করে যজ্ঞ করবার জন্যই বসে আছেন॥ ২৮ ॥

ক্ষত্রিয়গণ জীবিত থাকতে যে রাজ্যে প্রজাগণ ও ব্রাহ্মণগণ ধনসম্পদ, স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে দুঃখ ভোগ করে

অহং প্রজা বাং ভগবন্ রক্ষিষ্যে দীনয়োরিহ।
অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যে হতকল্মষঃ॥ ৩০

ব্রাহ্মণ উবাচ

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।
অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথো ন ত্রাতুং শক্নুবন্তি যৎ॥ ৩১

তৎ কথং নু ভবান্ কর্ম দুষ্করং জগদীশ্বরৈঃ।
চিকীর্ষসি ত্বং বালিশ্যাৎ তন্ন শ্রদ্দধ্মহে বয়ম্॥ ৩২

অর্জুন উবাচ

নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ।
অহং চৈবার্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ॥ ৩৩

মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্ বীর্যং ত্র্যম্বকতোষণম্।
মৃত্যুং বিজিত্য প্রধনে আনেষ্যে তে প্রজাং প্রভো॥ ৩৪

এবং বিশ্রম্ভিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরংতপ।
জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্থবীর্যং নিশাময়ন্॥ ৩৫

প্রসূতিকাল আসন্নে ভার্যায়া দ্বিজসত্তমঃ।
পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যোরিত্যাহার্জুনমাতুরঃ॥ ৩৬

স উপস্পৃশ্য শুচ্যম্ভো নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
দিব্যান্যস্ত্রাণি[1] সংস্মৃত্য সজ্যং গাণ্ডীবমাদদে॥ ৩৭

ন্যরুণৎ সূতিকাগারং শরৈর্নানাস্ত্রযোজিতৈঃ।
তির্যগূর্ধ্বমধঃ পার্থশ্চকার শরপঞ্জরম্॥ ৩৮

সে রাজ্যের ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়ই নয়, ক্ষত্রিয় বেশে অন্নভোজী নট মাত্র। তাদের ক্ষত্রিয় জন্ম বিফল॥ ২৯ ॥

(তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বললেন) হে ব্রাহ্মণদেবতা! আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি পুত্রশোকে কাতর হয়ে পড়েছেন। আমি আপনার সন্তানকে রক্ষা করব। যদি আমি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারি তাহলে অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব॥ ৩০ ॥

ব্রাহ্মণ বললেন—হে অর্জুন! দ্বারকায় শ্রীবলরাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর প্রদ্যুম্ন ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা অনিরুদ্ধও যখন আমার বালকদের রক্ষা করতে অসমর্থ আর যে কার্য জগদীশ্বরের জন্যও সুকঠিন, তা তুমি কেমন করে করবে? এ তোমার মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। তোমার কথায় আদৌ ভরসা পাচ্ছি না॥ ৩১-৩২ ॥

অর্জুন বললেন—ব্রহ্মন্! আমি বলরাম শ্রীকৃষ্ণ অথবা প্রদ্যুম্ন নই। আমি বিশ্ববিখ্যাত গাণ্ডীব ধনুকধারী সেই অর্জুন॥ ৩৩ ॥

হে ব্রাহ্মণদেবতা! আপনি আমার পরাক্রমের তিরস্কার করবেন না। আপনি জানেন না, আমি তো নিজ পরাক্রমে ভগবান শংকরকেও সন্তুষ্ট করেছিলাম। ভগবন্! আর কী বলব, যুদ্ধে আমি সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও পরাজিত করে আপনার সন্তানকে ফিরিয়ে আনব॥ ৩৪ ॥

পরীক্ষিৎ! যখন অর্জুন সেই ব্রাহ্মণকে এইরূপ আশ্বাসবাণী শোনালেন তখন সেই ব্রাহ্মণ সকলের সামনে অর্জুনের প্রশংসা করতে করতে নিজের গৃহে ফিরে গেলেন॥ ৩৫ ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণপত্নীর প্রসবকাল উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ ভয়ে কাতর হয়ে অর্জুনের কাছে এলেন এবং বললেন—'এইবার তুমি আমার সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো।'॥ ৩৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করে অর্জুন শুদ্ধ জলে আচমন করে ভগবান শংকরকে স্মরণ করলেন। অতঃপর দিব্যাস্ত্রসকল স্মরণ করে তিনি গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করে তা হস্তে ধারণ করলেন॥ ৩৭ ॥

অর্জুন মন্ত্রপূত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা শরবর্ষণ করে প্রসবগৃহকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। এইভাবে

[1]ব্যাস্ত্রাণি চ সংস্মৃ.।

ততঃ কুমারঃ সংজাতো বিপ্রপত্ন্যা রুদন্ মুহুঃ।
সদ্যোঽদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা॥ ৩৯

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মৌঢ্যং পশ্যত মে যোঽহং শ্রদ্দধে ক্লীবকত্থনম্॥ ৪০

ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ।
যস্য শেকুঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তদবিতেশ্বরঃ॥ ৪১

ধিগর্জুনং মৃষাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ।
দৈবোপসৃষ্টং যো মৌঢ্যাদানিনীষতি দুর্মতিঃ॥ ৪২

এবং শপতি বিপ্রর্ষৌ বিদ্যামাস্থায় ফাল্গুনঃ।
যযৌ সংযমনীমাশু যত্রাস্তে ভগবান্ যমঃ॥ ৪৩

বিপ্রাপত্যমচক্ষাণস্তত ঐন্দ্রীমগাৎ পুরীম্।
আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমথ।
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং ধিষ্ণ্যান্যন্যান্যুদায়ুধঃ॥ ৪৪

ততোঽলব্ধদ্বিজসুতো হ্যনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রুতঃ।
অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যুক্তঃ প্রতিষেধতা[১]॥ ৪৫

দর্শয়ে দ্বিজসূনূংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা।
যে তে নঃ কীর্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি॥ ৪৬

ইতি সংভাষ্য ভগবানর্জুনেন সহেশ্বরঃ।
দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচীং দিশমাবিশৎ॥ ৪৭

তিনি ঊর্ধ্ব, অধঃ ও তির্যক সকল দিক আবৃত করে সূতিকাগারকে এক শরপিঞ্জরে পরিণত করলেন॥ ৩৮ ॥

অতঃপর ব্রাহ্মণীর এক শিশু ভূমিষ্ঠ হল যে বারে বারে রোদন করছিল। কিন্তু হঠাৎ শিশু সশরীরে আকাশ পথে অন্তর্ধান হয়ে গেল॥ ৩৯ ॥

এইবার সেই ব্রাহ্মণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই অর্জুনের নিন্দা করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন —'আমার মূর্খামির শেষ নেই। আমি এই নপুংসকের ঔদ্ধত্যে বিশ্বাস করেছিলাম।' ৪০ ॥

প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এমনকি বলরাম এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাকে রক্ষা করতে পারলেন না, তাকে আর কে রক্ষা করবে ? ৪১ ॥

ধিক অর্জুন ! ধিক তার দম্ভে পরিপূর্ণ গাণ্ডীব ধনুক ! মিথ্যাচারী অর্জুন নির্বোধ ! আহাম্মকি করে বলে যে, সেই বালককে ফিরিয়ে আনবে যাকে মৃত্যু আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণ যখন এইভাবে অর্জুনের নিন্দা করলেন, তৎক্ষণাৎ অর্জুন যোগবলে ভগবান যমরাজের নিবাসস্থান সংযমনী পুরীতে উপস্থিত হলেন॥ ৪৩ ॥

সেখানে তিনি ব্রাহ্মণের সন্তানদের দেখতে পেলেন না। অতঃপর তিনি শস্ত্র উত্তোলন করে ক্রমশ ইন্দ্র, অগ্নি, নির্ঋত, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণ সকলের পুরীতে, অতলাদি নিম্নলোকে ও মহর্লোকাদি স্বর্গের ঊর্ধ্বলোকে গমন করলেন॥ ৪৪ ॥

সেই সকল স্থানে ও অন্যান্য স্থানে অন্বেষণ করেও অর্জুন ব্রাহ্মণের পুত্রদের পেলেন না। প্রতিজ্ঞা পালনে বিফল হয়ে এইবার তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এই কার্য থেকে বিরত করে বললেন॥ ৪৫ ॥

ভাই অর্জুন ! তুমি নিজে নিজেকে শেষ করতে যেও না। আমি তোমাকে ব্রাহ্মণের সকল পুত্রদেরই এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। আজ যারা তোমার নিন্দায় মুখর, তারাই পরে অক্ষয় বিমল কীর্তির জয়গান করবে॥ ৪৬ ॥

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এরূপ বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজ দিব্য রথে আরোহণ করলেন আর

[১]ষেধিতঃ।

সপ্ত দ্বীপান্ সপ্ত সিন্ধূন্ সপ্তসপ্তগিরীনথ।
লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ।। ৪৮

তত্রাশ্বাঃ শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ।
তমসি ভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ।। ৪৯

তান্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ।
সহস্রাদিত্যসংকাশং স্বচক্রং প্রাহিণোৎ পুরঃ।। ৫০

তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্
বিদারয়দ্ ভূরিতরেণ রোচিষা।
মনোজবং নির্বিবিশে সুদর্শনং
গুণচ্যুতো রামশরো যথা চমূঃ।। ৫১

দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃ-
পরং[1] পরং জ্যোতিরনন্তপারম্।
সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ
প্রতাড়িতাক্ষোঽপিদধেঽক্ষিণী উভে।। ৫২

ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা
বলীয়সৈজদ্‌বৃহদূর্মিভূষণম্[2] ।
তত্রাদ্ভুতং বৈ ভবনং দ্যুমত্তমং
ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতম্ ।। ৫৩

তস্মিন্ মহাভীমমনন্তমদ্ভুতং
সহস্রমূর্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ[3] ।
বিভ্রাজমানং দ্বিগুণোল্বণেক্ষণং
সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বম্[4]।। ৫৪

দদর্শ তদ্ভোগসুখাসনং বিভুং
মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম্।
সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিশঙ্গবাসসং
প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণম্।। ৫৫

পশ্চিম দিকে গমন করলেন।। ৪৭ ।।

তিনি সপ্তপর্বতবিশিষ্ট দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র এবং লোকালোক পর্বত অতিক্রম করে নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করলেন।। ৪৮ ।।

পরীক্ষিৎ ! রথের অশ্ব শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নিবিড় অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে লাগল। অন্ধকারে তাদের কোনো কিছুই দেখবার উপায় ছিল না।। ৪৯ ।।

তখন যোগেশ্বরদেরও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অশ্বসকলের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সহস্র সহস্র সূর্যসম জ্যোতির্ময় তেজস্বী সুদর্শন চক্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।। ৫০ ।।

সুদর্শন চক্র নিজ জ্যোতির্ময় তেজে স্বয়ং শ্রীভগবানসৃষ্ট সেই ভয়ংকর ও দুর্গম অন্ধকারকে ভেদ করে এগিয়ে চলল। তখন মনে হচ্ছিল যেন ভগবান শ্রীরামের শর ধনুক ত্যাগ করে মনের তীব্র গতিতে রাক্ষসসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করছে।। ৫১ ।।

এইভাবে সুদর্শন চক্র পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আর রথ অন্ধকারের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেল। সেই অন্ধকার জগতের শেষে ছিল অপার অনন্ত পরম জ্যোতি। সেই জ্যোতিতে অর্জুনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তিনি চোখ বন্ধ করলেন।। ৫২ ।।

অতঃপর শ্রীভগবানের রথ দিব্য জলরাশিতে প্রবেশ করল। প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল আর তা জলে গোলাকার তরঙ্গ সৃষ্টি করছিল। সেইখানে এক অতি সুন্দর ভবন দেখা গেল যাতে ছিল দেদীপ্যমান সহস্র সহস্র মণিময় স্তম্ভের অপরূপ শোভার বিস্তার। স্থান ছিল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়।। ৫৩ ।।

সেই ভবনে ভগবান শ্রীশেষ অনন্তনাগ ছিলেন। তাঁর শরীর অতি ভয়ানক এবং অদ্ভুত ছিল। তাঁর সহস্র মস্তক, প্রতি ফণায় অবস্থিত মণিসমূহের দীপ্তিতে তা দীপ্তিমান ছিল। প্রতি ফণায় দুইটি করে নেত্র ছিল যা অতি ভয়ংকর লাগছিল। তাঁর সম্পূর্ণ দেহ ছিল কৈলাসসম শ্বেতবর্ণ। তিনি ছিলেন নীলকণ্ঠ ও নীলজিহ্বা।। ৫৪ ।।

পরীক্ষিৎ ! অর্জুন দেখলেন যে অনন্তনাগের

[1]পরাৎ পরং। [2]ভীষণং। [3]দ্যুতিং। [4]শুভ্রভূষণং।

মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডল-
প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম্ ।
প্রলম্বচার্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং
শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়া বৃতম্॥ ৫৬

সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈ-
শ্চক্রাদিভির্মূর্তিধরৈর্নিজায়ুধৈঃ ।
পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্যজয়াখিলর্দ্ধিভি-
র্নিষেব্যমাণং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্॥ ৫৭

ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতো[১]
জিষ্ণুশ্চ তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ।
তাবাহ[২] ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভু-
র্বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জয়া গিরা॥ ৫৮

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ ৫৯

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্॥ ৬০

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা[৩]।
ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান্॥ ৬১

ন্যবর্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহৃষ্টৌ যথাগতম্।
বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং যথাবয়ঃ[৪] ॥ ৬২

সুখশয্যায় সর্বব্যাপী মহাপ্রভাবশালী পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বিরাজমান রয়েছেন। তিনি নবনীরদ কান্তি শ্যামসুন্দর অঙ্গ। তাঁর পরিধানে মনোহর পীতাম্বর, বদনমণ্ডলে প্রসন্নতার পরিব্যাপ্তি এবং মনোহর আয়তলোচন॥ ৫৫ ॥

মহামূল্য মণিময় কিরীট ও কুণ্ডলের আলোকে তাঁর সহস্র কুঞ্চিত অলকদাম দেদীপ্যমান। তাঁর অষ্টবাহু মনোহর ও আজানুলম্বিত। তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভমণি, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। তিনি আজানুলম্বিত বনমালায় পরিশোভিত॥ ৫৬ ॥

অর্জুন শ্রীভগবানের নন্দ সুনন্দাদি পার্ষদগণ, সুদর্শন চক্র আদি মূর্তিমান অস্ত্রশস্ত্রসকল, মূর্তিমতী শক্তি চতুষ্টয় পুষ্টি, কীর্তি, শ্রী ও অজা এবং সম্পূর্ণ ঋদ্ধিসমূহকে দেখতে পেলেন। তাঁরা সকলেই ব্রহ্মাদি লোকপালদের অধীশ্বর শ্রীভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন॥ ৫৭ ॥

পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ শ্রীঅনন্ত ভগবানকে প্রণাম করলেন। অর্জুন তাঁর দর্শন লাভ করে ভীত হয়ে পড়েছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের প্রণামের পরে তিনিও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ব্রহ্মাদি লোকপালদের প্রভু বিভুপুরুষ হাসতে হাসতে সুমধুর অথচ গম্ভীর স্বরে বললেন॥ ৫৮ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে অর্জুন ! আমি তোমাদের দর্শন করবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বালকদের আমার কাছে আনিয়ে রেখেছিলাম। তোমরা আমার কলায় (সামর্থ্যে) পুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেছ। ভূভারস্বরূপ অসুরদের বধ করে তোমরা তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে এসো॥ ৫৯ ॥

তোমরা দুইজন শ্রেষ্ঠ ঋষি নর ও নারায়ণ। তোমরা পূর্ণকাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও জগতের স্থিতি আর লোকরক্ষার জন্য তোমাদের ধর্মাচরণ করা আবশ্যক॥ ৬০ ॥

যখন পরমেষ্ঠী ভগবান বিভু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ আদেশ দিলেন তখন তা শিরোধার্য করে তাঁরা তাঁকে নমস্কার করলেন আর আনন্দ সহকারে ব্রাহ্মণের পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে একই পথে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রগণ তাদের বয়স অনুসারে ছোট-

[১]জং তমচ্যাতং। [২]স চাহ ভূমাং পর.। [৩]নৌ। [৪]তথা প্রভু।

নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্॥ ৬৩

বড় ছিল কিন্তু এখন তাদের রূপ ও আকৃতি যেন সদ্যোজাত শিশুর মতন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাদের নিজ পিতার হস্তে অর্পণ করলেন॥ ৬১-৬২ ॥

ভগবান বিষ্ণুর পরমধাম প্রত্যক্ষ করে অর্জুনের আশ্চর্যের সীমা রইল না। জীবের পরাক্রমসকল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই হয়ে থাকে তাঁর এই অনুভূতি লাভ হল॥ ৬৩ ॥

ইতীদৃশান্যনেকানি বীর্যাণীহ প্রদর্শয়ন্।
বুভুজে বিষয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাত্যূর্জিতৈর্মখৈঃ॥ ৬৪

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের এইরূপ আরও অনেক ঐশ্বর্য ও বীর্যসম্পন্ন লীলাভিনয় হয়েছিল। অবশ্য লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি এক সাধারণ ব্যক্তিসম জগতের বিষয় ভোগ করেছিলেন আর বড় বড় মহারাজাদের মতন বহু শ্রেষ্ঠ যজ্ঞও সম্পাদন করেছিলেন॥ ৬৪ ॥

প্রববর্ষাখিলান্ কামান্ প্রজাসু ব্রাহ্মণাদিষু।
যথাকালং যথৈবেন্দ্রো ভগবাঞ্ছ্রৈষ্ঠ্যমাস্থিতঃ॥ ৬৫

ঠিক যেমন ইন্দ্র প্রজাদের কল্যাণে উপযুক্ত কালে বর্ষণ করে থাকেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণও আদর্শ মহাপুরুষসম আচরণ করে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজাদের সকল কাম্যবস্তু প্রদান করেছিলেন॥ ৬৫ ॥

হত্বা নৃপানধর্মিষ্ঠান্ ঘাতয়িত্বার্জুনাদিভিঃ।
অঞ্জসা বর্তয়ামাস ধর্মং ধর্মসুতাদিভিঃ॥ ৬৬

তিনি কিছু অধার্মিক রাজাদের স্বয়ং বধ করেছিলেন আর অন্যদের অর্জুনাদির দ্বারা বধ করিয়েছিলেন। এইভাবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আদি ধার্মিক রাজাদের সাহায্যে তিনি জগতে অনায়াসে ধর্মমর্যাদা সংস্থাপন করেছিলেন॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে[১] উত্তরার্ধে দ্বিজকুমারানয়নং নাম একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের দ্বিজকুমার আনয়ন নামক উনননবতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

---

[১]স্কন্ধে দ্বিজকুমারাহরণং।

অথ নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

নবতিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিক্রমা

শ্রীশুক উবাচ

সুখং স্বপুর্যাং নিবসন্ দ্বারকায়াং শ্রিয়ঃ পতিঃ।
সর্বসংপৎসমৃদ্ধায়াং জুষ্টায়াং বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ॥ ১

স্ত্রীভিশ্চোত্তমবেষাভির্নবযৌবনকান্তিভিঃ।
কন্দুকাদিভির্হর্ম্যেষু ক্রীড়ন্তীভিস্তড়িদ্দ্যুভিঃ॥ ২

নিত্যং সংকুলমার্গায়াং মদচ্যুদ্ভির্মতঙ্গজৈঃ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈরশ্বৈ রথৈশ্চ কনকোজ্জ্বলৈঃ॥ ৩

উদ্যানোপবনাঢ্যায়াং পুষ্পিতদ্রুমরাজিষু।
নির্বিশদ্ভৃঙ্গবিহগৈর্নাদিতায়াং সমন্ততঃ॥ ৪

রেমে ষোড়শসাহস্রপত্নীনামেকবল্লভঃ।
তাবদ্বিচিত্ররূপোঽসৌ তদ্গৃহেষু মহর্দ্ধিষু॥ ৫

প্রোৎফুল্লোৎপলকহ্লারকুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ।
বাসিতামলতোয়েষু কূজদ্দ্বিজকুলেষু চ॥ ৬

বিজহার বিগাহ্যাম্ভো হ্রদিনীষু মহোদয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ পরিরব্ধশ্চ যোষিতাম্॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! অলৌকিক সমৃদ্ধির প্রতীক দ্বারকানগর। নগরের রাজপথ ও জনপথ সকল মদস্রাবী গজ, সুসজ্জিত পদাতিক, অশ্ব ও কাঞ্চন মণ্ডিত রথসমূহে সদাসর্বদা পরিপূর্ণ থাকত। সেইখানে ছিল সুসমৃদ্ধ উদ্যান ও উপবনের প্রাচুর্য। পুষ্পিত বৃক্ষসকল পুষ্পভারে অবনত ও পরিশোভিত থাকত। উদ্যান-উপবনে ভ্রমরের গুঞ্জন ও বিহঙ্গকুলের কলকাকলি শোনা যেত। জগৎশ্রেষ্ঠ যদুবংশীয় বীরসকল সেই দ্বারকা নগরের সৌন্দর্য সেবন করে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করতেন। নগরের রমণীকুল অতি সুন্দর বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত থাকতেন আর তাঁদের অঙ্গে যৌবনের দিব্যদ্যুতি দেখা যেত। যখন নিজ অট্টালিকাসমূহের মধ্যে তাঁরা কন্দুকাদি ক্রীড়ায় মগ্ন থাকতেন তখন সহসা তাঁদের দেহের কোনো অঙ্গ দৃশ্যমান হয়ে গেলে যেন বিদ্যুতের দ্যুতি দেখা যেত। এই নগর দ্বারকা লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবানের নিবাসস্থান। ষোড়শ সহস্রাধিক ভার্যাদের তিনি ছিলেন প্রাণবল্লভ। সেই পত্নীদের পৃথক মহলসকলও পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন ছিল। তাঁদের সাহচর্যদানে শ্রীভগবানকে অনেক অদ্ভুত রূপ ধারণ করতে হত আর তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে বিহার করতেন॥ ১-৫ ॥

রানিমহলগুলি সুন্দর সরোবরে মণ্ডিত ছিল। সেই সরোবরের জলে নীল, পীত, শ্বেত, রক্ত আদি বিভিন্ন বর্ণের কমলদল প্রস্ফুটিত থাকত আর তাদের রেণুর দ্বারা চারদিক সুবাসিত হত। সরোবরসমূহে দলে দলে হংস, সারস আদি ঘুরে বেড়াত আর তাদের সুমধুর কূজন পরিবেশকে আরও আনন্দময় করে তুলত। সেই সরোবরসমূহে আর কখনো কখনো নদীতেও প্রবেশ করে শ্রীভগবান তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলকেলিতে প্রবৃত্ত হতেন। জলকেলি কালে পত্নীগণ যখন শ্রীভগবানকে বাহুপাশে আলিঙ্গন দান করতেন তখন শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ পত্নীদের বক্ষঃস্থলের কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে যেত॥ ৬-৭ ॥

উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্মৃদঙ্গপণবানকান্[1]।
বাদয়দ্ভির্মুদা বীণাং সূতমাগধবন্দিভিঃ॥ ৮

জলকেলি কালে আকাশ বাতাস গন্ধর্বদের দ্বারা পরিবেশিত যশঃকীর্তনে আমোদিত থাকত। সূত, মাগধ এবং বন্দীজনের মৃদঙ্গ, ঢোল, কাড়ানাকাড়া ও বীণাদি বাদ্যের শব্দ আনন্দকে উৎকর্ষ স্বরে উন্নীত করত॥ ৮ ॥

সিচ্যমানোঽচ্যুতস্তাভির্হসন্তীভিঃ স্ম রেচকৈঃ।
প্রতিষিঞ্চন্ বিচিক্রীড়ে যক্ষীভির্যক্ষরাড়িব॥ ৯

পত্নীগণ কখনো কখনো অনুপম হাস্য লাস্য সহকারে পিচকারি দ্বারা শ্রীভগবানের উপর জলসিঞ্চন করে তাঁকে সিক্ত করে দিতেন। তিনিও অনুরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের আনন্দদান করতেন। এইভাবে ভার্যাসকলের সঙ্গে তাঁর ক্রীড়া চলতেই থাকত। তখন মনে হত যেন যক্ষরাজ কুবের যক্ষিণীদের সঙ্গে জলবিহার করছেন॥ ৯ ॥

তাঃ ক্লিন্নবস্ত্রবিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ
সিঞ্চন্ত্য উদ্ধৃতবৃহৎকবরপ্রসূনাঃ।
কান্তং স্ম রেচকজিহীরষয়োপগুহ্য
জাতস্মরোৎ সবলসদ্বদনা বিরেজুঃ॥ ১০

শ্রীভগবানের জলসিঞ্চনে সিক্তবসন পত্নীদের অঙ্গের বক্ষঃস্থল, জঙ্ঘাদি গুপ্তস্থান সকল আভাসে দৃশ্যমান হয়ে পড়ত। সেই রমণীদের বৃহৎ কবরীবন্ধনে গ্রথিত পুষ্প সকল তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত আর তাঁরা শ্রীভগবানকে সিক্ত করতে করতে তাঁর পিচকারি কেড়ে নেওয়ার অছিলায় তাঁকে প্রেমালিঙ্গন করে নিতেন। শ্রীভগবানের স্পর্শলাভ করে তাঁর পত্নীগণের হৃদয়ে প্রেমভাবের সংবর্ধন হয়ে যেত আর তাঁদের বদনকমল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। এই সকল সময়ে রানিগণ পরম সৌন্দর্য ও শোভার আধার হয়ে উঠতেন॥ ১০ ॥

কৃষ্ণস্তু তৎস্তনবিষজ্জিতকুঙ্কুমস্রক্
ক্রীড়াভিষঙ্গধুতকুন্তলবৃন্দবন্ধঃ।
সিঞ্চন্ মুহুর্যুবতিভিঃ প্রতিষিচ্যমানো
রেমে করেণুভিরিবেভপতিঃ পরীতঃ॥ ১১

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বনমালা রানিদের বক্ষঃস্থলের কুমকুমে রঞ্জিত হয়ে যেত। তিনি বিহারে অভিনিবিষ্টকালে তাঁর অলকাবলির বন্ধন কম্পিত হতে থাকত আর তা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত। শ্রীভগবানের ও রানিদের মধ্যে জলসিঞ্চন ক্রীড়া বারে বারে হতে থাকত। দেখে মনে হত যেন গজরাজ হস্তিনীদের সঙ্গে ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে আছে॥ ১১ ॥

নটানাং নর্তকীনাং চ গীতবাদ্যোপজীবিনাম্।
ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি কৃষ্ণোঽদাৎতস্য চ স্ত্রিয়ঃ॥ ১২

জলকেলি সমাপনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভার্যাগণ অলংকারসকল নৃত্যগীত উপজীবী সেই নট এবং নর্তকীদের দান করে দিতেন॥ ১২ ॥

কৃষ্ণস্যৈবং বিহরতো গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ।
নর্মক্ষ্বেলিপরিষ্বঙ্গৈঃ[2] স্ত্রীণাং কিল হৃতা ধিয়ঃ॥ ১৩

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবান এইভাবে নিজ পত্নীদের সঙ্গে নিত্য বিহার করতেন। তাঁর চলন, বলন, বীক্ষণ, হাস্য বিলাস ও আলিঙ্গন দান রানিদের চিত্তকে তাঁর দিকে

[1]বাদিভিঃ। [2]কেলি.।

উচুর্মুকুন্দৈকধিয়োঽগির উন্মত্তবজ্জড়ম্‌।
চিন্তয়ন্ত্যোঽরবিন্দাক্ষং তানি মে গদতঃ শৃণু।। ১৪

মহিষ্য ঊচুঃ[1]

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌ গাঢ়নির্ভিন্নচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ।। ১৫

নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধু-
স্ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি।
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং
কিং বা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢুম্‌।। ১৬

ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্ব-
ন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ ।
কিং বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ
প্রাপ্তাং দশাং ত্বং চ গতো দুরত্যয়াম্‌।। ১৭

ত্বং যক্ষ্মণা বলবতাসি গৃহীত ইন্দো
ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি।
কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং
বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ।। ১৮

আকর্ষণ করে রাখত। তিনি তখন অন্য বিষয়সমূহের চিন্তা থেকে বিরত থাকতেন।। ১৩ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন রানিদের জীবনস্বরূপ, তিনি ছিলেন তাঁদের হৃদয়েশ্বর। তাঁরা নিত্য কমলনয়ন শ্যামসুন্দরের মধ্যেই মগ্ন থাকতেন, তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলায় বিরত থেকে হঠাৎ তাঁরা অসম্বদ্ধ কথাবার্তা বলতে শুরু করতেন। শ্রীভগবানের উপস্থিতিতেও প্রেমোন্মাদ হেতু তাঁদের বিরহানুভূতি হত আর তখন তাঁরা ইচ্ছানুসারে বলতে থাকতেন। তোমাকে সেই কথাই বলব।। ১৪ ।।

শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ বলতেন—ও কুররী ! এখন তো গভীর রাত্রি। জগৎ নিস্তব্ধ। দেখ, এখন নিজ অখণ্ড সত্তা গোপন করে স্বয়ং শ্রীভগবানও নিদ্রাগমন করছেন আর তুই জেগে ? তুই রাত্রির পর রাত্রি জেগে থেকে বিলাপে রত কেন ? ওরে সখী ! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যমধুর উদার লীলাকটাক্ষ আমাদের মতন তোকেও বিদ্ধ করেনি তো ? ১৫ ।।

হে চক্রবাকী ! তুই রাত্রিকালে চোখ বন্ধ করে আছিস কেন ? তুই এমন করুণ স্বরে ভাবছিস যেন তোর পতিদেবতা বিদেশ চলে গেছেন ! তবে তো তুই অতি দুঃখিনী। তবে যাই হোক, মনে হচ্ছে তোর হৃদয়েও আমাদের মতন শ্রীভগবানের দাসী হওয়ার ইচ্ছা জেগে উঠেছে। এখন কি তুই তাঁর শ্রীচরণে অর্পিত পুষ্পমাল্য নিজ চঞ্চুতে ধারণ করতে চাস ? ১৬ ।।

ও সমুদ্র ! তোমার তো তর্জন-গর্জনের শেষ নেই। তোমার চোখে ঘুম নেই কেন ? মনে হচ্ছে তোমার জেগে থাকবার রোগ হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয় ; আসল কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারছি। আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দর তোমার ধৈর্য, গাম্ভীর্য আদি স্বাভাবিক গুণ হরণ করে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তাতেই কি তুমি আমাদের মতন এমন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছ—যার কোনো ঔষধি নেই ? ১৭ ।।

হে চন্দ্রদেব ! তোমার নিশ্চয়ই যক্ষ্মা হয়েছে তাই তুমি এত ক্ষীণজীবী। তুমি তো তোমার চন্দ্রালোকে অন্ধকার পর্যন্ত বিনাশে সক্ষম হও না। তোমারও কি এই

[1]স্ত্রিয় ঊচুঃ।

কিন্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্।
গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্॥ ১৯

অবস্থা আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দরের সুমিষ্ট কথা শুনে হয়েছে ? তুমি কি কথা বলতে ভুলে গেছ ? তুমি কি তাঁর চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাক ? ১৮ ॥

হে মলয়ানিল ! আমরা তোর কি ক্ষতি করেছি যে তুই আমাদের চিত্তে কাম সঞ্চার করছিস ? মনে হচ্ছে তোর জানা নেই যে শ্রীভগবানের তির্যক কটাক্ষপাতে তো আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েই আছে॥ ১৯ ॥

মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং
শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ।
অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ
স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ॥ ২০

হে শ্রীমান মেঘ ! তোমার দেহের সৌন্দর্য তো আমাদের প্রিয়তমের অনুরূপই। আমরা জানি তুমি যদুবংশশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের পরম প্রিয়। তাই তো তুমি আমাদের মতনই প্রেমপাশে বাঁধা পড়ে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকো। দেখো তো ! তুমি চিন্তাক্লিষ্ট আর তাঁর জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটাও। তাই তো তাঁকে স্মরণ করে আমাদের মতনই বারে বারে তোমার অশ্রুপাত ! হে শ্যামঘন ! ঘনশ্যামের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নেওয়া তো ঘরে বসে কষ্টকে ডেকে আনা॥ ২০ ॥

প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃত-
সঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা।
করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং
বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল॥ ২১

ওরে কোকিল ! তোর কণ্ঠে যেন মধু ঢালা। তোর কথাবার্তাও আমাদের প্রাণপ্রিয়র সুমিষ্ট বচনসম মধুর। সত্যই তোর কথায় মধু ঝরে যা প্রিয়তমের বিরহে মৃত প্রেমিকদের পুনর্জীবন দান করে। তুইই বল এখন আমরা তোর কোন্ প্রিয় কার্য করব ? ২১ ॥

ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে
ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্‌ঘ্রিং
বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্॥ ২২

হে প্রিয় পর্বত ! তুমি অতি উদার স্বভাবসম্পন্ন। তুমিই এই ধরণিকেও ধারণ করে আছ। তুমি নড়াচড়াও কর না, কোনো কথাও বল না। মনে হয় যেন তুমি কোনো গুরুতর বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্ন। তবে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি। তোমার ইচ্ছা যে আমাদের মতনই। তুমি আমাদের স্তনসম বহু শৃঙ্গসমূহের উপর ভগবান শ্যামসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করতে চাও॥ ২২ ॥

শুষ্যদ্‌হ্রদাঃ কর্শিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ
সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্তুঃ।
যদ্বদ্ বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোক-
মপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম॥ ২৩

হে সমুদ্রভার্যা নদীসকল ! এখন গ্রীষ্মকাল, তোমাদের প্রবাহে একান্ত জলাভাব ; সেই প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্যও অনুপস্থিত। তোমরা কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছ। আমরা যেমন প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের প্রেমে পরিপূর্ণ কটাক্ষপাত লাভ না করে দীনহীন চিত্ত হয়ে পড়েছি আর কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছি, তেমন তুমিও মেঘদের কাছ থেকে নিজ প্রিয়তম সমুদ্রের জল না পেয়ে এমন দীনহীন হয়ে পড়েছ॥ ২৩ ॥

হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং
দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা।
কিং বা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ ভজামো বয়ং
ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্।। ২৪

হে হংস ! এসো, ভালোই হল তুমি এসেছ। বসো, দুগ্ধ পান করো। হে প্রিয় হংস ! শ্যামসুন্দরের খবর বলো। আমরা তোমাকে তাঁর দূত বলেই মনে করি। যিনি কারো বশীভূত হন না সেই শ্যামসুন্দর ভালো আছেন তো ? আরে বাবা ! তাঁর বন্ধুত্ব যে অস্থিরতায় পরিপূর্ণ, ক্ষণভঙ্গুর। একটা কথা বলো—আমরা বলেছিলাম যে তুমি আমার পরম প্রিয়তম ; তিনি কি সেই কথা মনে রেখেছেন ? আরে যাও, আমি তোমার কাকুতিমিনতি শুনতে চাই না। যখন তিনি আমাদের পরোয়া করেন না তাহলে আমরাই বা তাঁর পিছন পিছন ঘুরে মরি কেন ? হে ক্ষুদ্রের দূত ! আমরাও তাঁর কাছে যাব না। কি বললে ? তিনি আমাদের ইচ্ছাপূরণের জন্যই আসতে চান। বেশ আমাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁকে এইখানে ডেকে আনো আর আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও ; কিন্তু যেন লক্ষ্মীকে সঙ্গে এনো না। তিনি তাহলে কি লক্ষ্মীকে ছেড়ে এইখানে আসতে চান না ? এ কেমন কথা ? লক্ষ্মীই একজন যার ভগবানের সঙ্গে অনন্য প্রেম ? আমাদের মধ্যে কি একজনও তেমন নেই ? ২৪ ॥

ইতীদৃশেন ভাবেন কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ক্রিয়মাণেন মাধব্যো লেভিরে পরমাং গতিম্।। ২৫

শ্রীকৃষ্ণভার্যাদের যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এমনই পরম প্রেমের সম্বন্ধ ছিল যা তাঁদের পরমপদ লাভে সহায়ক হয়েছিল।। ২৫ ॥

শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ।। ২৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাগাথার সংকীর্তন বহু স্থানেই করা হয়েছে। সেই গান সুমধুর ও রমণীচিত্ত হরণকারী। তাহলে যে রমণীগণ তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মন যে শ্রীভগবান হরণ করে রেখেছিলেন, তা তো বলাই বাহুল্য।। ২৬ ॥

যাঃ সম্পর্যচরন্ প্রেম্ণা পদাসংবাহনাদিভিঃ।
জগদ্গুরুং ভর্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ।। ২৭

যে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতি স্থানে বিভিন্নভাবে সেবা করেছেন, পদসেবা করেছেন, স্নানাদিতে সাহায্য করেছেন, উত্তম বস্তু সহযোগে তাঁর ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করেছেন, তাঁদের তপস্যাদির বর্ণনা করা কি কারো পক্ষে সম্ভব ? ২৭ ॥

এবং বেদোদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ সতাং গতিঃ।
গৃহং ধর্মার্থকামানাং মুহুশ্চাদর্শয়ৎ পদম্।। ২৮

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধু ব্যক্তিদের একমাত্র আশ্রয়। তিনি বেদোক্ত ধর্মে পুনঃপুন আচরণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে গৃহস্থাশ্রমই ধর্ম, অর্থ ও কামের সাধনার উৎকৃষ্ট স্থান।। ২৮ ॥

আস্থিতস্য পরং ধর্মং কৃষ্ণস্য গৃহমেধিনাম্।
আসন্ ষোড়শসাহস্রং মহিষ্যশ্চ শতাধিকম্॥ ২৯

তাই তিনি গৃহস্থোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকে তা করে দেখিয়েও দিয়েছেন। হে পরীক্ষিৎ ! আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে তাঁর রানিদের সংখ্যা ছিল ষোড়শ সহস্র এক শত আট ছিল॥ ২৯ ॥

তাসাং স্ত্রীরত্নভূতানামষ্টৌ যাঃ প্রাগুদাহৃতাঃ।
রুক্মিণীপ্রমুখা রাজংস্তৎপুত্রাশ্চানুপূর্বশঃ॥ ৩০

সেই শ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে শ্রীরুক্মিণী আদি আট পাটরানি ও তাঁদের পুত্রদের কথা তো আমি সবিস্তারে পূর্বেই বলেছি॥ ৩০ ॥

একৈকস্যাং দশ দশ কৃষ্ণোঽজীজনদাত্মজান্।
যাবত্য আত্মনো ভার্যা অমোঘগতিরীশ্বরঃ॥ ৩১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণের দশটি করে পুত্র সন্তান ছিল। অবশ্যই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই কারণ শ্রীভগবান তো স্বয়ং সর্বশক্তিমান ও সত্যসংকল্প॥ ৩১ ॥

তেষামুদ্দামবীর্যাণামষ্টাদশ মহারথাঃ।
আসন্নুদারযশসস্তেষাং নামানি মে শৃণু॥ ৩২

শ্রীভগবানের পরম পরাক্রমশালী পুত্রদের অষ্টাদশ জন তো মহারথী ; তাঁরা জগদ্বিখ্যাত যশস্বী রূপেই খ্যাত। তাঁদের নাম শুনে রাখ॥ ৩২ ॥

প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ।
সাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানুশ্চিত্রভানুর্বৃকোঽরুণঃ॥ ৩৩

পুষ্করো বেদবাহুশ্চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ।
চিত্রবাহুর্বিরূপশ্চ কবির্ন্যগ্রোধ এব চ॥ ৩৪

প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু , বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি এবং ন্যগ্রোধ॥ ৩৩-৩৪ ॥

এতেষামপি রাজেন্দ্র তনুজানাং মধুদ্বিষঃ।
প্রদ্যুম্ন আসীৎ প্রথমঃ পিতৃবদ্ রুক্মিণীসুতঃ॥ ৩৫

হে রাজেন্দ্র ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন রুক্মিণীনন্দন শ্রীপ্রদ্যুম্ন। তিনি গুণে পিতৃতুল্যই ছিলেন ॥ ৩৫ ॥

স রুক্মিণো দুহিতরমুপযেমে মহারথঃ।
তস্মাৎ সুতোঽনিরুদ্ধোঽভূন্নাগাযুতবলান্বিতঃ॥ ৩৬

মহারথী প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যার সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন ; সেই কন্যার গর্ভেই শ্রীঅনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দশ সহস্র হস্তীর বল ধারণ করতেন॥ ৩৬ ॥

স চাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং দৌহিত্রো জগৃহে ততঃ।
বজ্রস্তস্যাভবদ্ যস্তু মৌসলাদবশেষিতঃ॥ ৩৭

রুক্মী দৌহিত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ নিজ মাতামহের পৌত্রীকে বিবাহ করেছিলেন ; তাঁরই গর্ভে বজ্রের জন্ম। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে সৃষ্ট মুষল দ্বারা যদুবংশ বিনাশ হলে একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন॥ ৩৭ ॥

প্রতিবাহুরভূত্তস্মাৎ সুবাহুস্তস্য চাত্মজঃ।
সুবাহোঃ শান্তসেনোঽভূচ্ছতসেনস্তু তৎসুতঃ॥ ৩৮

বজ্রের পুত্র হলেন—প্রতিবাহু ; তাঁর পুত্র সুবাহু। সুবাহুর পুত্র শান্তসেন আর শান্তসেনের পুত্র শতসেন॥ ৩৮ ॥

ন হ্যেতস্মিন্ কুলে জাতা অধনা অবহুপ্রজাঃ।
অল্পায়ুষোঽল্পবীর্যাশ্চ অব্রহ্মণ্যাশ্চ জজ্ঞিরে॥ ৩৯

হে পরীক্ষিৎ ! এই বংশে কেউই সন্তানহীন, ধনসম্পদহীন, অল্পায়ু ও অল্পশক্তি ছিলেন না। সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ ভক্ত॥ ৩৯ ॥

যদুবংশপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্মণাম্।
সংখ্যা ন শক্যতে কর্তুমপি বর্ষাযুতৈর্নৃপ॥ ৪০

হে পরীক্ষিৎ ! যদুবংশে যশস্বী ও পরাক্রমশালীদের সংখ্যা এত অধিক যে তার গণনা সহস্র বর্ষেও করা সম্ভব নয়॥ ৪০ ॥

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ।
আসন্ যদুকুলাচার্যাঃ কুমারাণামিতি শ্রুতম্॥ ৪১

শোনা যায় যে যদুবংশের বালকদের শিক্ষাদান হেতু তিন কোটি অষ্টআশি লক্ষ আচার্য নিযুক্ত ছিলেন॥ ৪১ ॥

সংখ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্।
যত্রাযুতানামযুতলক্ষেণাস্তে স আহুকঃ॥ ৪২

অতএব মহাত্মা যদুবংশীয়দের সংখ্যা সঠিক ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। স্বয়ং মহারাজ উগ্রসেনের সঙ্গে দশ লক্ষ কোটির (এক নীল) মতন সৈনিক থাকত॥ ৪২ ॥

দেবাসুরাহবহতা দৈতেয়া যে সুদারুণাঃ।
তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু প্রজা দৃপ্তা ববাধিরে॥ ৪৩

হে পরীক্ষিৎ ! প্রচীন কালে দেবাসুর সংগ্রামকালে বহু ভয়ানক অসুর বধ হয়েছিল। তারাই পরে অহংকারে মত্ত হয়ে মানবরূপে উৎপন্ন হয়ে জনগণ নিপীড়ন করত॥ ৪৩ ॥

তন্নিগ্রহায় হরিণা প্রোক্তা দেবা যদোঃ কুলে।
অবতীর্ণাঃ কুলশতং তেষামেকাধিকং নৃপ॥ ৪৪

তাদের দমন করবার জন্য শ্রীভগবানের আদেশে দেবতাগণই যদুবংশে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! সেই যাদবদের একশত একটি কুল ছিল॥ ৪৪ ॥

তেষাং প্রমাণং ভগবান্ প্রভুত্বেনাভবদ্ধরিঃ।
যে চানুবর্তিনস্তস্য ববৃধুঃ সর্বযাদবাঃ॥ ৪৫

তাঁদের সকলের চোখেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভু ও আদর্শরূপে ছিলেন। শ্রীভগবানের অনুবর্তী যাদবগণের সর্বতোভাবে সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল॥ ৪৫ ॥

শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাদিকর্মসু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ॥ ৪৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তদ্গতচিত্তে যাদবগণ শয়ন-উপবেশন, পরিভ্রমণ, আলাপন, ক্রীড়ন ও অবগাহন আদি সময়ে নিজ দেহের হুঁশ রাখতে পারতেন না। শরীরকৃত কার্যসকল যন্ত্রবৎ যেন আপনাআপনিই হতে থাকত॥ ৪৬ ॥

তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎপাদশৌচং
বিদ্বিট্স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্যদর্থেঽন্যযত্নঃ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ গদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য॥ ৪৭

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানের শ্রীপাদবিধৌতকারী শ্রীগঙ্গা অবশ্যই সমস্ত তীর্থের মধ্যে সুমহান ও পবিত্র। কিন্তু যখন পরমতীর্থস্বরূপ শ্রীভগবান স্বয়ং যদুবংশে অবতার গ্রহণ করলেন তখন তো গঙ্গাবারি মাহাত্ম্য আপনাআপনি তাঁর সুযশতীর্থ অপেক্ষা কম হয়ে গেল। শ্রীভগবানস্বরূপের অনন্ত মহিমা ; তাতে যেমন তাঁর প্রেমী ভক্ত সারূপ্য লাভ করে তেমনভাবে তাঁর বিদ্বেষী শত্রুও তাই লাভ করে থাকে। যে লক্ষ্মীশ্রীকে লাভ করবার নিমিত্ত মহান দেবতাগণ নিত্য সচেষ্ট থাকেন, তিনিই শ্রীভগবানের সেবায় প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকেন। শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ অথবা উচ্চারণ, সকল অমঙ্গলকে বিনাশ করে থাকে। ঋষি বংশোদ্ভবদের মধ্যে প্রচলিত সকল ধর্মের প্রবর্তক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই। তিনি নিজ হস্তে কালস্বরূপ চক্র ধারণ করে থাকেন। হে পরীক্ষিৎ ! এমন শ্রীভগবান ভূভার হরণ করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই॥ ৪৭ ॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্॥ ৪৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয়। যদিও তিনি নিত্য সর্বত্র উপস্থিতই থাকেন তবুও বলবার জন্য বলা হয় যে তিনি শ্রীদেবকীর গর্ভজাত। যদুবংশীয় বীরগণ পার্ষদরূপে তাঁর সেবা করে থাকেন। তিনি নিজ পরাক্রমে অধর্মের বিনাশ করেছেন। তিনি স্বভাবতই বিশ্বচরাচরের দুঃখ মোচন করে থাকেন। ব্রজের রমণীবৃন্দ ও পুরনারী-বৃন্দ তাঁর মৃদুমন্দ হাস্য সমন্বিত মুখমণ্ডলের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে পারেননি ; তাঁদের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রেমভাব এসেছিল এবং সেই ধারাই আজও অব্যাহত। বস্তুত বিশ্বচরাচরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই জয়জয়কার। জয় শ্রীকৃষ্ণ ! জয় শ্রীকৃষ্ণ ! ৪৮ ॥

ইত্থং পরস্য নিজধর্মরিরক্ষয়াঽঽত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্মাণি কর্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্॥ ৪৯

পরীক্ষিৎ ! পরমাত্মা স্বয়ং প্রকৃতির দ্বারা সীমিত নন। তাঁর দিব্য লীলাবিগ্রহ ধারণ ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রক্ষার জন্য। এই কর্ম সম্পাদনে তাঁকে যুগে যুগে বহু অদ্ভুত চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে। তাঁর কর্মসকল ছিল বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাঁর স্মরণ-মননকারীগণ কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করবেন। যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবার অধিকার লাভ করতে ইচ্ছুক তাঁরা তাঁর সেই লীলাসকলই শ্রবণ-কীর্তন করবেন॥ ৪৯ ॥

মর্ত্যস্তয়ানুসবমেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্তনচিন্তয়ৈতি।
তদ্ধাম দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং
গ্রামাদ্ বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ॥ ৫০

হে পরীক্ষিৎ ! যখন কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তন করেন তখন সেই ভক্তিই তাঁকে শ্রীভগবানের পরমধামে নিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে যে কালের গতি লঙ্ঘন করা অতি কঠিন। কিন্তু শ্রীভগবানের ধামে কাল তো নিষ্ক্রিয় ; সেখানে কালের গতি নেই। সেই ধাম লাভের কামনায় যুগে যুগে বহু রাজা মহারাজাগণও রাজ-ঐশ্বর্যাদি ত্যাগ করে তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করেছেন। অতএব শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করা সকলের নিত্য কর্তব্য বলেই জানবে॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে শ্রীকৃষ্ণচরিতানুবর্ণনং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দশম (উত্তরার্ধ) স্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণলীলা পরিক্রমা নামক নবতিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

॥ দশম স্কন্ধ উত্তরার্ধ সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

একাদশঃ স্কন্ধঃ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

যদুবংশের উপর ঋষিদের অভিসম্পাত

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।
ভুবোঽবতারয়দ্ ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্॥ ১

ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবারি-দলন কার্যে বলরামাদি যদুবংশজাতদের সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং কুরু-পাণ্ডবদের অবস্থান কালে ভূভার লাঘবার্থে এমন কলহের সূত্রপাত করেছিলেন যা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হতে অতি অল্প সময়ই লেগেছিল॥ ১ ॥

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈ-
র্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান্ ।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্
হত্বা নৃপান্ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ॥ ২

কৌরবগণ কপটদ্যূত মাধ্যমে পাণ্ডবদের নানাভাবে অপদস্থ করেছিল। দ্রৌপদীকেও কেশাকর্ষণ আদি শারীরিক নিগ্রহ করে চরম লাঞ্ছিত করেছিল। এর ফলে পাণ্ডবদের ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক। সেই ক্রোধকে উপলক্ষ্য করে পাণ্ডবদের উদ্দীপিত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকালে উপস্থিত উভয় পক্ষের রাজন্যবর্গকে বিনাশপূর্বক ভূভার লাঘবের কার্য সমাধা করেছিলেন॥ ২ ॥

ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য
গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং
যদ্ যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে॥ ৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন-বুদ্ধির অধরা। নিজের বাহুবলে সুরক্ষিত যদুবংশজাতদের দ্বারা রাজা ও তাদের সৈন্যসকলকে বিনাশ করে তিনি বিচার-মগ্ন হলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে আপাতদৃষ্টিতে ধরণীর ভার লাঘব হলেও বস্তুত তা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি কারণ অজেয় যদুবংশ তখনও ধরাধামে বিদ্যমান॥ ৩ ॥

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চি-
ন্মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
অন্তঃকলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু-
স্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম॥ ৪

(তিনি চিন্তা করলেন যে) এই যদুবংশ আমার আশ্রিত। তারা গজ, অশ্ব সৈন্যবল ও ধনসম্পত্তি আদি বিশাল বৈভব হেতু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। অন্য কারো দ্বারা এমনকি দেবতাদের দ্বারাও তাদের পরাভূত হওয়া সম্ভব নয়। ডালে ডালে ঘর্ষণে যেমন বাঁশের বনে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে সমগ্র বনটিকে ভস্মীভূত করে, তেমনভাবেই যদুবংশেও কলহ-অগ্নি উৎপন্ন করে তাদের সংগ্রামে লিপ্ত করে এবং ধ্বংস করে আমি শান্তি লাভ করব এবং তারপর স্বধামে প্রত্যাগমন করব॥ ৪ ॥

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সংজহ্রে স্বকুলং বিভুঃ॥ ৫

রাজন্! ভগবান সর্বশক্তিমান ও সদা সত্য সংকল্পে অধিষ্ঠিত। পরিকল্পনা অনুসারে ব্রাহ্মণের অভিশাপকে নিমিত্ত করে তিনি নিজ যদুবংশকেই সংহার করলেন এবং তাঁর সমস্ত লীলার উপকরণসহ স্বধামে গমন করলেন॥ ৫ ॥

স্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্যনির্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥ ৬

আচ্ছিদ্য কীর্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥ ৭

হে পরীক্ষিৎ! ভগবানের সেই মনোহর মূর্তি ছিল অসাধারণ, অকল্পনীয়। তিনি নিজ সৌন্দর্য মাধুরীতে সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর বাণী ও তাঁর উপদেশ ছিল পরম মধুর ও দিব্যাতি দিব্য, যার দ্বারা তিনি স্মরণকারীদের চিত্ত হরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর চরণকমল ছিল ত্রিলোকসুন্দর। যে তাঁর পদচিহ্নও দর্শন করেছে তার বহির্মুখ দৃষ্টির অপনয়ন হয়েছে এবং সে কর্মপ্রপঞ্চের উর্ধ্বে উঠে তাঁর সেবাতেই মগ্ন হয়েছে। এই বসুন্ধরায় তিনি অক্লেশে নিজ কীর্তির বিস্তার করলেন, প্রতিষ্ঠিত মহাকবিগণ যার কীর্তন অতি সুললিত ভাষায় করেছেন। এর এক বিশেষ কারণ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর অদর্শনের পর তাঁর এই কীর্তি কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করে তাঁর ভক্তগণ এই অজ্ঞানান্ধকার থেকে সহজেই যেন পরিত্রাণ পায়। এরপর পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করলেন॥ ৬-৭ ॥

রাজোবাচ

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্ বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্॥ ৮

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু! যদুবংশজাতগণ অতি ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। তাঁদের অপরিসীম ঔদার্য ছিল ও তাঁরা নিজ কুলবয়োবৃদ্ধদের নিত্যনিরন্তর সেবাশুশ্রূষাও করতেন। সর্বোপরি তাঁদের চিত্ত সদা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত থাকত। এই অবস্থায় তাঁদের পক্ষে ব্রাহ্মণের অপরাধ সাধন কেমন করে সম্ভব হল? এবং ব্রাহ্মণরা তাঁদের কী কারণে অভিশাপ

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্বং বদস্ব মে॥ ৯

শ্রীশুক[1] উবাচ

বিভ্রদ্ বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্তিঃ
সংহর্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ॥ ১০

কর্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি
গায়জ্জগৎকলিমলাপহরাণি কৃত্বা।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে
পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ॥ ১১

বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বসিষ্ঠো নারদাদয়ঃ॥ ১২

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ॥ ১৩

তে বেষয়িত্বা স্ত্রীবেষৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্।
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্বত্ন্যসিতেক্ষণা॥ ১৪

প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রব্রূতামোঘদর্শনাঃ।
প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিংস্বিৎ সঞ্জনয়িষ্যতি॥ ১৫

[1] শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

দিলেন ? ৮ ॥

হে ভগবানের পরম প্রেমী বিপ্রবর ! সেই অভিসম্পাতের কারণ কী ছিল আর তার স্বরূপই বা কী ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশজাতদের একাধারে আত্মা, স্বামী ও প্রিয়তম ছিলেন ; এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি কেমন করে সম্ভব হল ? ভিন্নদৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা দেখি যে তাঁরা ঋষি ও অদ্বৈতদর্শী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এইরূপ বৈষম্যবোধ কেমন করে এল ? অনুগ্রহপূর্বক আপনি এই সব কথা সবিস্তারে বলুন॥ ৯ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই নরদেহ ধারণ করেছিলেন যা ছিল সর্বকালের সর্বোত্তম (নেত্রে মৃগনয়ন, স্কন্ধে সিংহস্কন্ধ, করে করীকর, চরণযুগলে কমল আদির বিন্যাস ছিল)। তিনি পৃথিবীতে মঙ্গলময় কল্যাণযুক্ত কর্মাচরণ করেছিলেন। সেই পূর্ণকাম প্রভু দ্বারকাধামে অবস্থান করে লীলা করতে থাকলেন এবং উদার কীর্তির স্থাপনা করলেন। (যে কীর্তি স্বয়ং নিজ আশ্রয় পর্যন্ত দান করতে সক্ষম, তা উদার)। শেষে শ্রীহরি নিজ কুলের সংহার—উপসংহারের অভিলাষ করলেন ; কারণ এখন ধরণীর ভার লাঘবের জন্য শুধু এইটুকুই অবশিষ্ট ছিল॥ ১০ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন সব পরম মঙ্গলময় ও পুণ্যপ্রাপক কর্ম করেছিলেন যার ভজন-কীর্তন ভক্তদের কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনের রাজধানী দ্বারকাপুরীতে বসুদেবের গৃহে যাদবদের সংহার নিমিত্ত কালরূপে নিবাস করছিলেন। তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, কামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদাদি মহান ঋষিগণ দ্বারকার নিকটে অবস্থিত পিণ্ডারক-ক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন॥ ১১-১২ ॥

একদিন যদুবংশজাত কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক খেলাচ্ছলে তাঁদের সন্নিকটে উপস্থিত হল। তারা কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করে তাঁদের চরণে প্রণাম জানাল॥ ১৩ ॥

তারা জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করে সেখানে নিয়ে গেল এবং বলল—'এই কজ্জলনয়না

এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুসলং কুলনাশনম্॥ ১৬

সুন্দরী গর্ভবতী। তার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। কিন্তু সে নিজে জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ করছে। আপনাদের তো জ্ঞান অমোঘ, অবাধ। এর পুত্রসন্তানের লালসা অত্যধিক এবং প্রসব সময়ও সমাগত। আপনারা বলে দিন যে এর কন্যা সন্তান হবে অথবা পুত্র সন্তান ? ১৪-১৫ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্[১]।
সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্ মুসলং খল্বয়স্ময়ম্॥ ১৭

হে পরীক্ষিৎ ! যখন যুবকেরা এইভাবে ঋষি-মুনিদের প্রবঞ্চনা করবার চেষ্টা করল তখন তাঁরা ভগবদ প্রেরণায় ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন—'ওরে মূর্খের দল ! এ এক এমন মুষল প্রসব করবে যা তোদের কুলনাশক হবে।' ১৬ ॥

কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুসলং যযুঃ॥ ১৮

মুনিদের কথা শুনে তারা অতিশয় শঙ্কিত হল এবং তৎক্ষণাৎ সাম্বর উদরাবরণ উন্মোচিত করে সত্য সত্যই সেখানে এক লৌহনির্মিত মুষল পেল॥ ১৭ ॥

এবার তারা অনুতাপ করতে লাগল ও বলতে লাগল 'আমরা বাস্তবেই হতভাগ্য। দেখো, আমরা এই অনর্থ কেন ডেকে নিয়ে এলাম ? এখন সকলে আমাদের কী বলবে ?' এইভাবে ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে তারা মুষল নিয়ে ঘরে ফিরল॥ ১৮ ॥

তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্বযাদবসন্নিধৌ॥ ১৯

সেইসময় তারা বিবর্ণকায় অধোবদন হয়ে পড়েছিল। জনাকীর্ণ রাজসভায় উপস্থিত যাদব কুলজাতদের সম্মুখে মুষল রেখে রাজা উগ্রসেনকে তারা ঘটনাসকল অবগত করাল॥ ১৯ ॥

শ্রুত্বামোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্ট্বা চ মুসলং নৃপ।
বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ॥ ২০

রাজন্ ! যখন সকলে ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাতের কথা শুনল এবং স্বচক্ষে সেই মুষল প্রত্যক্ষ করল তখন সমগ্র দ্বারকাবাসী বিস্ময়যুক্ত ও ভয়ার্ত হয়ে উঠল, কারণ তাঁদের এই বিশ্বাস ছিল যে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত কখনো মিথ্যা হয় না॥ ২০ ॥

তচ্চূর্ণয়িত্বা মুসলং যদুরাজঃ স আহুকঃ।
সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহং চাস্যাবশেষিতম্॥ ২১

যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করালেন এবং সেই লৌহচূর্ণ ও অবশিষ্ট লৌহ খণ্ডসকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন। (ভগবদ্-ইচ্ছাতেই এই প্রসঙ্গে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনো অভিমত নিলেন না।) ॥ ২১ ॥

কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ।
উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ॥ ২২

হে পরীক্ষিৎ ! সেই লৌহখণ্ড এক মৎস্য গ্রাস করল এবং লৌহচূর্ণ সকল সমুদ্র তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে তীরে নিক্ষিপ্ত হল যা অচিরেই এরকা অথবা শরফুলের গুল্মরূপে বিকাশলাভ করল॥ ২২ ॥

[১]খল্বয়োময়ম্।

মৎসো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোঽকরোৎ॥ ২৩

মৎস্যজীবী ধীবরগণ সমুদ্রে শিকারের সময়ে অন্যান্য মৎস্যসহ সেই মৎস্যকেও শিকার করল। মৎস্যের উদরে যে লৌহখণ্ড ছিল তা জরা নামধারী ব্যাধ নিজ তীরের অগ্রে সংযোজিত করে নিল॥ ২৩ ॥

ভগবাঞ্জ্ঞাতসর্বার্থ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা।
কর্তুং নৈচ্ছদ্ বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত॥ ২৪

ভগবান সবই জানতেন। তিনি এই অভিশাপকে খণ্ডন করতেও পারতেন। তবুও তিনি তা সমুচিত বলে মনে করলেন না। কালরূপধারী প্রভু ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাতকে বস্তুত অনুমোদন করলেন॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

বসুদেব সন্নিধানে নারদের আগমন এবং তাঁকে রাজা জনক ও নয়জন যোগীশ্বরের সংবাদ জ্ঞাপন

শ্রীশুক উবাচ

গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে কুরুনন্দন ! দেবর্ষি নারদের মনে শ্রীকৃষ্ণ সামীপ্যের প্রবল লালসা ছিল। অতএব তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকায়—যেখানে দক্ষাদির অভিশাপের কোনো ভয় ছিল না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিদায় দানের পরেও পুনঃপুন এসে প্রায়ই অবস্থান করতেন॥ ১ ॥

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥ ২

রাজন্ ! এমন কোন্ প্রাণী বর্তমান যে ইন্দ্রিয় শোভিত এবং ব্রহ্মাদি ও বড় বড় দেবতাদেরও উপাস্য চরণকমলের দিব্যগন্ধ, মধুর মকরন্দ রস, অলৌকিক রূপ-মাধুরী, সুকুমার স্পর্শ এবং মঙ্গলময় ধ্বনির সেবন করতে না চায় ? কারণ এই নিরুপায় প্রাণী সবদিক থেকে মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত॥ ২ ॥

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্।
অর্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ॥ ৩

একদা দেবর্ষি নারদ বসুদেবের গৃহে পদার্পণ করলেন। বসুদেব তাঁকে অভিবাদন করে উত্তম আসন

তং গোপনীয়। তং চূর্ণয়িত্বা। লৌহং শূলেষু লু.।

বসুদেব[১] উবাচ

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্॥ ৪

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্॥ ৫

ভজন্তি যে যথা দেবান্[২] দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ ৬

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্যো মুচ্যতে সর্বতোভয়াৎ॥ ৭

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া॥ ৮

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।
মুচ্যেম হ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত॥ ৯

দান করলেন। তিনি দেবর্ষি নারদকে যথাবিধি পূজা করলেন এবং তারপর আবার প্রণাম নিবেদন করে এই কথা বললেন॥ ৩ ॥

বসুদেব বললেন—সংসারে মাতাপিতার আগমন হয় পুত্রকন্যা হেতু এবং ভগবদ্মুখী সাধুসন্তদের আগমন হয় প্রপঞ্চে বিভ্রান্ত দীনহীনদের যথার্থ মার্গদর্শনকারী হয়ে তাদের সুখ ও মঙ্গল কামনার জন্য। কিন্তু হে মহানুভব! আপনি তো স্বয়ং ভগবন্ময় ও ভগবদ্স্বরূপ। আপনার বিচরণ তো সমস্ত প্রাণীর পরম-কল্যাণ হেতুই হয়ে থাকে॥ ৪ ॥

দেবতাগণও প্রাণীদিগের পক্ষে কখনো দুঃখের কারণ আর কখনো সুখের কারণ হন। কিন্তু আপনার মতো ভগবদ্প্রেমী পুরুষ—যাঁর হৃদয়, প্রাণ, জীবন সবই ভগবদময়, তাঁর তো সকল কার্য সমগ্র প্রাণীকুলের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্যই সম্পন্ন হয়॥ ৫ ॥

যে যেমনভাবে দেবতাদের ভজনা করে দেবতারাও অনুরূপ পদ্ধতিতে সেটির ফল প্রদান করেন কারণ দেবতারা কর্মের অধীন অর্থাৎ কর্মানুসারে ফল প্রদানে বাধ্য। কিন্তু যিনি সদাশয় তিনি তো দীনবৎসল হন অর্থাৎ সাংসারিক সম্পত্তিতে এবং সাধনে যারা দীনহীন তাদেরও তিনি আপন করে নেন॥ ৬ ॥

হে ব্রহ্মন্! (যদিও আমরা আপনার শুভাগমনে ও শুভদর্শন প্রাপ্তিতে কৃতকৃত্য হয়ে গেছি) তবুও আমরা আপনাকে সেই ধর্ম সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি যা মানব শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সবদিক থেকে ভয়াবহ এই সংসার থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়॥ ৭ ॥

পূর্বজন্মে আমার মুক্তিদাতা ভগবানের আরাধনা কখনই নিজের মুক্তি কামনার জন্য ছিল না ; তা ছিল কেবল তাঁকে পুত্ররূপে পাবার জন্য। আমি তখন তাঁর ভগবদলীলায় মুগ্ধ হয়েছিলাম॥ ৮ ॥

হে সুব্রত! (অথবা তপস্যামূর্তি!) এখন আমি আপনার উপদেশাভিলাষী। জন্ম-মৃত্যুরূপ এই ভয়াবহ সংসারে দুঃখও অতিশয় সুখরূপে ভাসিত হয়, মোহগ্রস্ত করে। হে সুব্রত! আপনি আমাকে পথপ্রদর্শন করুন যাতে আমি এই দুঃখ-সাগর অতিক্রম করতে পারি॥ ৯ ॥

[১] প্রাচীন বইতে 'বসুদেব উবাচ' নেই।
[২] দেবাংস্তাংস্তথৈব বিমৎসরাঃ।

শ্রীশুক উবাচ

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।
প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ॥ ১০

শ্রীশুকদেব বললেন—রাজন্ ! বুদ্ধিমান বসুদেব ভগবানের স্বরূপ দর্শন ও গুণমাহাত্ম্য শ্রবণ অভিলাষে এই প্রশ্ন করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁর প্রশ্ন শুনে ভগবানের অচিন্ত্য অনন্ত কল্যাণময় রূপ স্মরণ করে সেই অনুপম রূপেই তন্ময় হয়ে গেলেন। তারপর প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে তিনি বসুদেবকে বললেন॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ

সম্যগেতদ্ ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ।
যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্॥ ১১

নারদ বললেন—হে যদুবংশ শিরোমণি ! তোমার সংকল্প মহত্তম, কারণ এটি ভাগবত সম্বন্ধে উত্থাপিত হয়েছে—যা সমগ্র বিশ্বের প্রাণসম ও পরম পবিত্র॥ ১১ ॥

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥ ১২

হে বসুদেব ! এই ভাগবতধর্ম এমন এক বস্তু যা কর্ণে শ্রবণ করলে, বাণীর দ্বারা উক্ত করলে, চিত্তে স্মরণ করলে, হৃদয় দ্বারা স্বীকার করলে অথবা এর পালনকারীর কার্য অনুমোদন করলে মানব তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়। এই কথা ভগবান এবং সমগ্র জগতের দ্রোহীর পক্ষেও প্রযোজ্য॥ ১২ ॥

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥ ১৩

যাঁর গুণ, লীলা এবং নামাদির শ্রবণ-কীর্তন পতিতেরও পাবনকারী, সেই কল্যাণস্বরূপ আমার আরাধ্য দেবতা ভগবান নারায়ণের কথা তুমি আজ স্মরণ করিয়েছ॥ ১৩ ॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
আর্ষভাণাং চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ॥ ১৪

হে বসুদেব ! তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রসঙ্গে সাধুসন্তরা এক প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করে থাকেন। সেই প্রসঙ্গটি মহাত্মা ঋষভের পুত্র নয়জন-যোগীশ্বর ও মহাত্মা বিদেহর শুভ সংবাদরূপে প্রসিদ্ধ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ।
তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভির্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥ ১৫

তুমি জান যে স্বায়ম্ভুব মনুর এক প্রসিদ্ধ পুত্র ছিলেন প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতর পুত্র আগ্নীধ্র, আগ্নীধ্রর পুত্র নাভি এবং নাভির পুত্র হলেন ঋষভ॥ ১৫ ॥

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্মবিবক্ষয়া।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ ব্রহ্মপারগম্॥ ১৬

শাস্ত্রে তাঁকে ভগবান বাসুদেবের অংশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোক্ষধর্মের উপদেশ দান হেতু তিনি অবতার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শতপুত্র ছিল যাঁরা সকলেই বেদপারদর্শী বিদ্বান ছিলেন॥ ১৬ ॥

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্॥ ১৭

পুত্রগণের জ্যেষ্ঠ হলেন রাজর্ষি ভরত। তিনি ভগবান নারায়ণের পরম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। এই ভূমিখণ্ড—যার পূর্বে নাম ছিল 'অজনাভবর্ষ', তাঁর নামানুসারে 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিত হয়। এই ভারতবর্ষও এক অলৌকিক স্থান॥ ১৭ ॥

স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্।
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ॥ ১৮

রাজর্ষি ভরত সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করে শেষে সর্বত্যাগী হয়ে বনগমন করেন এবং তপস্যা দ্বারা

তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ।
কর্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ।। ১৯

ভগবদারাধনায় মগ্ন হন এবং তিন জন্মে ভগবানকে লাভ করেন।। ১৮ ।।

ভগবান ঋষভদেবের অন্য নিরানব্বই পুত্রদের মধ্যে নয় জন ভারতবর্ষের সর্ব দিকে অবস্থিত নয় দ্বীপের অধিপতি হন ; অন্য একাশি জন কর্মকাণ্ড-বিদ্যার রচয়িতা ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন।। ১৯ ।।

নবাভবন্ মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ।
শ্রমণা বাতরশনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ।। ২০

কবির্হরিরন্তরিক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ।। ২১

অবশিষ্ট নয়জন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। তাঁরা অতি ভাগ্যবান ছিলেন। আত্মবিদ্যা সম্পাদনে তাঁরা প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন এবং সকল বিষয়ে বর্ষিষ্ঠ ছিলেন। প্রায়শ তাঁরা দিগম্বর থাকতেন এবং সুযোগ্য ব্যক্তিদের পরমার্থের উপদেশ প্রদান করতেন। তাঁরা কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রমিল, চমস এবং করভাজন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।। ২০-২১ ।।

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্ মহীম্।। ২২

তাঁরা এই কার্য-কারণ এবং ব্যক্ত-অব্যক্ত ভগবদরূপ জগৎকে নিজ আত্মা থেকে অভিন্ন অনুভব করে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন।। ২২ ।।

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য-
গন্ধর্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্ ।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-
বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্।। ২৩

তাঁদের জন্য কোথাও কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমনে সক্ষম ছিলেন। দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য-গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্য, কিন্নর ও নাগলোকে এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, ব্রাহ্মণ এবং গো-পালনের স্থানেও তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই জীবন্মুক্ত ছিলেন।। ২৩ ।।

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া।
বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ।। ২৪

একবার এই অজনাভ(ভারত)বর্ষে বিদেহরাজ মহাত্মা নিমি বহু মহনীয় ঋষিগণ দ্বারা এক মহান যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। পূর্বোক্ত নব যোগীশ্বরগণ স্বচ্ছন্দ বিচরণকালে এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন।। ২৪ ।।

তান্ দৃষ্ট্বা সূর্যসংকাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপঃ।
যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব এবোপতস্থিরে।। ২৫

হে বসুদেব ! সেই যোগীশ্বরগণ ভগবানের পরম অনুরক্ত ভক্ত এবং সূর্যতম তেজস্বী ছিলেন। তাঁদের আসতে দেখে রাজা নিমি আহবনীয় আদি মূর্তিমান অগ্নি ও ঋত্বিজ আদি ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনাকল্পে উঠে দাঁড়ালেন।। ২৫ ।।

বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্।
প্রীতঃ সম্পূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হতঃ।। ২৬

বিদেহরাজ নিমি তাঁদের ভগবানের পরম অনুরক্ত ভক্তজ্ঞানে যথাযোগ্য আসন দান করলেন এবং প্রেমানন্দ সহযোগে তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় পূজা করলেন।। ২৬ ।।

তান্ রোচমানান্ স্বরুচা[1] ব্রহ্মপুত্রোপমান্ নব।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ॥ ২৭

নয় যোগীশ্বরগণ নিজ অঙ্গকান্তিতে দীপ্তিমান ছিলেন। মনে হল যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মাপুত্র সনকাদি মুনিগণের আগমন হয়েছে। রাজা নিমি বিনয়াবনত ও পরম প্রেমযুক্ত হয়ে তাঁদের প্রশ্ন করলেন॥ ২৭ ॥

বিদেহ উবাচ

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥ ২৮

বিদেহরাজ নিমি বললেন—মহাশয় ! আমার অনুমান যে আপনারা অবশ্যই ভগবান মধুসূদনের পার্ষদ ; কারণ ভগবানের পার্ষদগণই সংসারী প্রাণীদিগের পবিত্রকল্পে বিচরণ করে থাকেন॥ ২৮ ॥

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ ২৯

জীবের পক্ষে মনুষ্যশরীর প্রাপ্তি অতিশয় দুর্লভ বস্তু। প্রাপ্ত হলেও প্রতিক্ষণ জীবকে মৃত্যুভয় শাসন করে, কারণ মানব শরীর নশ্বর। অতএব অনিশ্চিত মনুষ্য জীবনে ভগবানের প্রিয় ও অনুরক্ত ভক্তদের, সন্তদের দর্শন প্রাপ্তি তো আরও দুর্লভ॥ ২৯ ॥

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥ ৩০

অতএব ত্রিলোকপাবন মহাত্মাগণ ! আমরা জানতে ইচ্ছুক যে পরম কল্যাণের বাস্তব স্বরূপ কী ? এবং তার উপায়ই বা কী ? এই সংসারে ক্ষণার্ধকাল সৎসঙ্গও মানুষের জন্য পরম সম্পদ॥ ৩০ ॥

ধর্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ[2] প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ॥ ৩১

হে যোগীশ্বরসকল ! যদি আপনারা আমাদের শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র মনে করেন তাহলে কৃপাপূর্বক আমাদের ভাগবতধর্মের উপদেশ দিন ; কারণ তাতে জন্মাদি বিকার বিরহিত ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন এবং সেই ধর্মপালনকারী শরণাগত ভক্তদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন॥ ৩১ ॥

শ্রীনারদ উবাচ

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্॥ ৩২

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে বসুদেব ! যখন রাজা নিমি সেই ভগবদপ্রেমী সন্তদের এই প্রশ্ন করলেন তখন তাঁরা প্রেমাপ্লুত হয়ে রাজার ও তাঁর প্রশ্নের প্রতি সমাদর জ্ঞাপন করলেন এবং সভাসদ ও ঋষিগণসহ উপবিষ্ট রাজা নিমিকে বললেন॥ ৩২ ॥

কবিরুবাচ

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ॥ ৩৩

নবযোগীশ্বরদের মধ্যে প্রথমে কবি বললেন —রাজন্ ! ভক্ত হৃদয় থেকে যা কখনো অপগত হয় না সেই অচ্যুত ভগবানের চরণের সদা সতত উপাসনাই এই জগতে পরম কল্যাণযুক্ত আত্যন্তিক ক্ষেম এবং সর্বথা ভয় নিবারক—এই আমার নিশ্চিত অভিমত। দেহ-গেহ আদি তুচ্ছ অস্তিত্বহীন পদার্থে আমিত্ব জ্ঞানসম্পন্ন সত্তা এবং মমতার কারণে যাদের চিত্তবৃত্তি উদ্বিগ্ন হয় ; এই

[1]বপুষা। [2]প্রপন্নায় ভগবান্।

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ ৩৪

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ ৩৫

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা[১]
বুদ্ধ্যাহহত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥ ৩৬

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৩৭

অবিদ্যমানোহপ্যবভাতি হি দ্বয়ো-
র্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎ কর্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥ ৩৮

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ ৩৯

উপাসনানুষ্ঠান করলে তাদের ভয়েরও পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয়ে যায়॥ ৩৩ ॥

আত্মভোলা সহজ-সরল ভক্তদেরও ভগবান অতি সহজ উপায়ে সাক্ষাৎ প্রাপ্তির যে পথ নিজ শ্রীমুখে বলেছেন তাকেই 'ভাগবত ধর্ম' বলে জানবে॥ ৩৪ ॥

রাজন্ ! এই ভাগবত ধর্ম অবলম্বন করলে মানুষ কখনো বিঘ্ন দ্বারা নিপীড়িত হয় না এবং নিমীলিত চক্ষু হলেও অর্থাৎ বিধি-বিধানগত ত্রুটি হলেও স্খলিত মার্গ বা পতিত হয় না অর্থাৎ চরমফল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় না॥ ৩৫ ॥

(ভাগবত ধর্ম পালনকারীর জন্য এই নিয়ম কদাপি নয় যে তাকে এক বিশেষ কর্মই করে যেতে হবে।) সে কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-অহংকার সহযোগে এক অথবা বহুজন্মের স্বভাবের বশীভূত হয়ে যা কিছু করে সব সেই পরমপুরুষ ভগবান নারায়ণের প্রীতির জন্য—এই ভাব অবলম্বন করে যেন সমস্ত তাঁকেই সমর্পণ করে। (এটাই সহজ-সরলতম ভাগবত ধর্ম।)॥ ৩৬ ॥

ঈশ্বর-বিমুখ প্রাণীদের তাঁরই মায়ায় নিজ স্বরূপের বিস্মৃতি হয়ে যায় যাতে তাদের 'আমি দেবতা', 'আমি মানুষ' এইরূপ ভ্রম-বৈপরীত্য হয়ে যায়। এই দেহাদি বস্তুসকলের মধ্যে অভিনিবেশ ও তন্ময়তা আসার জন্য বৃদ্ধাবস্থা, মৃত্যু, রোগাদির বহু রকমের ভয় উৎপন্ন হয়। অতএব গুরুকেই আরাধ্যদেব ও পরম প্রিয়তম জ্ঞান করে অনন্য ভক্তিযুক্ত হয়ে ঈশ্বরের ভজনা করতে হয়॥ ৩৭ ॥

রাজন্ ! বস্তুত ভগবান ছাড়া, আত্মা ছাড়া কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নেই। কিন্তু অস্তিত্ব না থাকলেও এগুলিতে মনের আকর্ষণ হওয়ায়, এগুলির চিন্তাভাবনার ফলে তা সত্যরূপে ভাষিত হয় যেমন স্বপ্নে স্বপ্নজাল রচনার কারণে অথবা জাগ্রত অবস্থায় বহুবিধ মনোরথ কালে এক অপূর্ব সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব বিবেক-বিচারসম্পন্ন ব্যক্তির এই কাম্য হওয়া উচিত যে সাংসারিক কর্মতে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনকে সে রোধ করবে, সংযত করবে । এইভাবেই সেই অভয়পদ পরমাত্মাকে লাভ করতে পারবে॥ ৩৮ ॥

জগতে ভগবানের জন্ম এবং লীলাবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয়

[১]শ্চ।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৪০

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীং চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ ৪১

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ ৪২

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজং-
স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥ ৪৩

বহু মঙ্গলময় গাথা প্রচলিত আছে। সেই সব গাথা সকলেরই শ্রবণ-কীর্তন আবশ্যক। ভগবানের গুণ ও লীলার স্মরণ দান নিমিত্ত ভগবানের বহুনামও বহুজনবিদিত। লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে সেই নামেরও শ্রবণ-কীর্তন আবশ্যক। এইভাবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বস্তু ও বিশেষ স্থানের উপর আসক্তি না রেখে অনাসক্ত জীবন-যাপনেই মঙ্গল নিহিত॥ ৩৯ ॥

এইরূপ নির্মল ব্রত ও নিয়ম পালনকারীর হৃদয়ে পরম প্রিয়তম প্রভুর নাম সংকীর্তনের প্রভাবে অনুরাগ ও প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। তার চিত্ত দ্রবিত হয়। তখন সে সাধারণ মানবের স্তর থেকে উচ্চে অবস্থান করে। সে লোকমান্যতা ও ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে যায়। দম্ভপূর্বক নয়, স্বভাবে মত্ত হয়ে সে কখনো উচ্চ-হাস্যে প্রবৃত্ত হয় আবার কখনো সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভগবানের নামগান করে আবার কখনো মধুর স্বরে তাঁর গুণকীর্তনে তন্ময় হয়ে যায়। আবার কখনো সে প্রিয়তমকে দৃষ্টিপথে দৃশ্যমান অনুভব করে তাঁর প্রীতিকল্পে নৃত্যশীল হয়ে ওঠে॥ ৪০ ॥

রাজন্! এই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাণী, দিকসমূহ, বৃক্ষ-বিটপী, নদী-সমুদ্র সব কিছুই ভগবানের চিন্ময় শরীর। সকলরূপেই ভগবান সম্মুখে উপস্থিত। এই জ্ঞানে সে তখন সম্মুখস্থ বস্তুকে স্থাবর-জঙ্গম জ্ঞান ব্যতিরেকে অনন্যভাবে ভগবদভাবে প্রণাম নিবেদন করে॥ ৪১ ॥

ভোক্তার তুষ্টি (তৃপ্তি অথবা সুখ), পুষ্টি (জীবনীশক্তি) সঞ্চারণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি প্রত্যেক গ্রাসেই যুগপৎ হতে দেখা যায়। তেমনভাবেই শরণাগত ভক্ত যখন ঈশ্বর উদ্দেশে ভজন-কীর্তনে প্রবৃত্ত হয় তখন তার ভাগবতপ্রেম, নিজ প্রেমাস্পদ প্রভুর স্বরূপের অনুভূতি ও অন্য বস্তুর উপর বৈরাগ্যের আগমন প্রতিক্ষণেই এক সঙ্গে হতে থাকে॥ ৪২ ॥

রাজন্! এইভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত প্রতিটি বৃত্তির দ্বারা যে ভগবানের চরণকমলের ভজনা করে, তার ভগবানের উপর প্রেমভক্তি, সংসার-বৈরাগ্য ও নিজ প্রিয়তম ভগবানের স্বরূপের বিকাশ—এই সকলের প্রাপ্তি অবশ্যই হয়। সে ভাগবত অবস্থা প্রাপ্ত করে এবং এই অবস্থায় সে পরমশান্তি অনুভব করতে থাকে॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথা চরতি যদ্ ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ ৪৪

হরিরুবাচ

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৪৫

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ৪৬

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ৪৭

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৪৮

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥ ৪৯

ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫০

রাজা নিমি প্রশ্ন করলেন হে যোগীশ্বর ! এবার আপনি অনুগ্রহ করে ভগবদ্ভক্তের লক্ষণগুলি বলুন। তার ধর্ম কী ? এবং স্বভাবই বা কেমন হয় ? তার ব্যবহারিক আচরণ কিরূপ হয় ? কী সে বলে থাকে ? এবং সে কোন্ বিশেষ লক্ষণ হেতু ভগবানের প্রিয়পাত্র হয় ? ৪৪ ॥

এবারে নবযোগীশ্বরদের মধ্যে দ্বিতীয় যোগীশ্বর শ্রীহরি বললেন—রাজন্ ! আত্মস্বরূপ ভগবান সমস্ত প্রাণীদের আত্মারূপে, নিয়ামকরূপে বর্তমান। যে কোথাও বৈষম্যের অনুভব করে না, সর্বত্র পরিপূর্ণ একমাত্র ভগবৎসত্তাকেই দর্শন করে থাকে এবং সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত পদার্থের আত্মস্বরূপ ভগবানেই আধেয়-রূপে অথবা অধ্যস্তরূপে বর্তমান প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ বাস্তবে সবই ভগবৎস্বরূপই—এইরূপ যার অনুভব, তাকে ভগবানের পরমপ্রেমী উত্তম ভাগবতরূপে বিবেচনা করাই যথোচিত॥ ৪৫ ॥ যে ভগবানে প্রেম, তাঁর ভক্তে মিত্রতা, দুঃখী ও অজ্ঞান ব্যক্তিতে কৃপা এবং ভগবদ্-দ্বেষীতে উপেক্ষা ভাব রাখে সে মধ্যম শ্রেণীর ভাগবত ॥ ৪৬ ॥

এবং যে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ মূর্তি আদির পূজা শ্রদ্ধা সহকারে করে কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অথবা অন্যদের বিশেষ সেবাশুশ্রূষা করে না, সে সাধারণ শ্রেণীর ভাগবত॥ ৪৭ ॥

যে শ্রোত্র-নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা শব্দ-রূপাদি বিষয়সকল গ্রহণ করে কিন্তু নিজ ইচ্ছার প্রতিকূল বিষয় সকলের প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করে না এবং অনুকূল বিষয় সকলের প্রাপ্তিতে হর্ষিত হয় না— তার এই বোধ সদা জাগ্রত থাকে যে, সকলই ভগবানের মায়া। সেই পুরুষই উত্তম ভাগবত॥ ৪৮ ॥

জন্ম-মৃত্যু, ক্ষুধা-পিপাসা, শ্রম-কষ্ট, ভয় ও তৃষ্ণা —এই সবই সংসার-ধর্মের সহগামী। এগুলির প্রভাব যথাক্রমে শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর পড়ে থাকে। যে পুরুষ ভগবানের মননে এমনভাবে তন্ময় থাকে যাতে এই সকলের প্রভাবে সে মোহিত হয় না অথবা পরাভূত হয় না, সেই উত্তম ভাগবত॥ ৪৯ ॥

যার মনে বিষয়ভোগ লালসা, কর্ম প্রবৃত্তি এবং এই সবের মূল—বাসনার আবির্ভাব হয় না, যে একমাত্র ভগবান বাসুদেবের ভাবে বিরাজ করে—সেই উত্তম ভগবদ্ভক্ত॥ ৫০ ॥

ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ৫১

যার শরীরে না আছে সৎকুলে জন্ম ও তপস্যাদির জন্য গর্ব, না আছে জাতি বর্ণাশ্রমজনিত অহংকার—সে অবশ্যই ভগবানের প্রিয় ভক্ত॥ ৫১ ॥

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৫২

যে ধনসম্পত্তি অথবা দেহাদিতে আপন-পর ভাব বিরহিত হয়ে সমস্ত বস্তুতে সম-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ সমভাব রাখে এবং কোনো বিশেষ ঘটনা অথবা সংকল্প হেতু বিক্ষিপ্ত না হয়ে শান্তভাবে বিরাজ করে, সে ভগবানের উত্তম ভক্ত॥ ৫২ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ৫৩

রাজন্! দেবশ্রেষ্ঠগণ ও মহাত্মা মুনি-ঋষিগণ নিজ অন্তঃকরণকে ভগবন্ময় করে যাঁকে সতত অন্বেষণ করে থাকেন—ভগবানের পাদপদ্মের স্মরণ-মনন থেকে যিনি ক্ষণার্ধ-পলার্ধও বিচ্যুত হন না এবং নিরন্তর সেই পাদপদ্মের সামীপ্য ও সেবায় যুক্ত থাকেন ; কেউ তাঁকে ত্রিভুবনের রাজলক্ষ্মী প্রদান করলেও তাঁর ভগবদস্মরণের লেশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং তিনি রাজলক্ষ্মীর প্রতি অভিনিবিষ্ট হন না, এমন পুরুষই বাস্তবে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ॥ ৫৩ ॥

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥ ৫৪

রাসলীলা কালে নৃত্যগীত পাদবিন্যাসকারী নিখিল সৌন্দর্য মাধুর্যমূর্তি ভগবানের চরণের অঙ্গুলি-নখ মণি-চন্দ্রিকাতে যে সকল শরণাগত ভক্তদের হৃদয়ের বিরহজনিত সন্তাপ একবার দূরীভূত হয়েছে, তাঁদের হৃদয়ে সেই বিরহজনিত সন্তাপের পুনরাগমন কিরূপে সম্ভব ! চন্দ্রোদয় হওয়ার পর কি কখনো সূর্যের তাপের অনুভূতি হয় ? ৫৪ ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥ ৫৫

অনিচ্ছায় নামোচ্চারণ করলেও সম্পূর্ণ অঘরাশি বিনাশকারী স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ভক্তহৃদয় ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করেন না কারণ তাঁর চরণকমলযুগল যে প্রেমরজ্জুতে বাঁধা। বস্তুত এইরূপ পুরুষই ভক্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

মায়া, মায়া অতিক্রমণের উপায় এবং ব্রহ্ম ও কর্মযোগের নিরূপণ

রাজোবাচ

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ।। ১

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! সর্বশক্তিমান পরমকারণ বিষ্ণুভগবানের মায়া বড় বড় মায়াবীদেরও মোহিত করে, কেউ তাকে চিনতেও পারে না ; (আর আপনি বলছেন যে ভক্ত তাঁকে দেখতে পায়)। অতএব এখন আমি সেই মায়ার স্বরূপকে জানতে ইচ্ছুক, আপনারা কৃপা করে বলুন।। ১ ।।

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্‌বচো হরিকথামৃতম্।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্যস্তত্তাপভেষজম্।। ২

হে যোগীশ্বরগণ ! আমি এক মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ। জগতের তাপরাজি আমাকে বহুদিন ধরে সন্তপ্ত করেই চলেছে। আপনারা যে ভগবদকথামৃত পান করাচ্ছেন তা সেই তাপরাজিকে নিবৃত্ত করবার ঔষধি ; আপনাদের এই বাণী সেবনে আমি এখনও পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। আপনারা অনুগ্রহ করে আরও বলুন।। ২ ।।

অন্তরিক্ষ উবাচ

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
সসর্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে।। ৩

এবার তৃতীয় যোগীশ্বর শ্রীঅন্তরিক্ষ বললেন —রাজন্ ! (ভগবানের মায়া স্বরূপত অনির্বচনীয়, তাই এটির নিরূপণ তার কার্য দ্বারাই হয়ে থাকে।) আদি পুরুষ পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যে শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ ভূতের কারণ হন এবং তাদের বিষয়ভোগ ও মোক্ষসিদ্ধির জন্য অথবা নিজ উপাসকগণের উৎকৃষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বনির্মিত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার দেব, মনুষ্যাদি শরীর সৃষ্টি করেন, তাকেই মায়া বলা হয়।। ৩ ।।

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একধা দশধাঽঽত্মানং বিভজঞ্জুষতে গুণান্।। ৪

এইভাবে পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত সকল প্রাণীর শরীরে অন্তর্যামীরূপে তাঁর প্রবেশ হয় এবং তিনি স্বয়ং মনরূপে ও তারপর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়—এই দশ ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের বিষয় ভোগে লিপ্ত করান।। ৪ ।।

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে।। ৫

অন্তর্যামী দ্বারা প্রকাশিত ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যুক্ত দেহাভিমানী জীব তখন বিষয় ভোগে লিপ্ত হয় এবং এই পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত শরীরাদিকে আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপ ভেবে তাতেই আসক্ত হয়ে পড়ে—এটিই হল ভগবানের মায়া।। ৫ ।।

কর্মাণি কর্মভিঃ কুর্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ কর্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্।। ৬

ফলের কামনা পোষণ করে জীব কর্মেন্দ্রিয়ের সাহার্যে কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই কর্ম অনুসারে শুভর ফল সুখ ও অশুভর ফল দুঃখ ভোগ করতে থাকে এবং

ইত্থং কর্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।
আভূতসম্প্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ॥ ৭

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্।
অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি॥ ৮

শতবর্ষা[১] হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি॥ ৯

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ।
দহন্নূর্ধ্বশিখো বিষ্বগ্ বর্ধতে বায়ুনেরিতঃ॥ ১০

সাংবর্তকো[২] মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্॥ ১১

ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ॥ ১২

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে॥ ১৩

হৃতরূপং তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে॥ ১৪

শরীরধারীরূপে জগতে পরিভ্রমণ করে—এটিই হল ভগবানের মায়া॥ ৬ ॥

এইরূপে জীব বহু অমঙ্গলজনিত কর্মগতি ও তার ফলে যুক্ত হয় এবং মহাভূতের প্রলয় পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্রে ক্রমাগত আবর্তিত হতেই থাকে—এটিই হল ভগবানের মায়া ॥ ৭ ॥

পঞ্চভূতের প্রলয়কাল উপস্থিত হলে অনাদি অনন্ত কাল, স্থূল ও সূক্ষ্মে বিভাজিত বস্তু ও গুণসকলকে অর্থাৎ ব্যক্ত-সৃষ্টিকে মূল-কারণ অব্যক্ত অভিমুখে আকর্ষণ করে—এটিই হল ভগবানের মায়া ॥ ৮ ॥

সেই সময় ধরণীর উপর শতবর্ষব্যাপী ভয়াবহ খরা হয়, অনাবৃষ্টিতে সব রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যায় ; প্রলয়-কালের শক্তিতে সূর্যের উষ্ণতা ততোধিক বাড়ে ও ত্রিভুবনকে পরিতপ্ত করতেই থাকে—এটিই হল ভগবানের মায়া ॥ ৯ ॥

তখন শেষনাগ সংকর্ষণের মুখ দিয়ে অগ্নির প্রচণ্ড লেলিহান শিখা নির্গত হয় এবং বায়ুর প্রেরণায় সেই অগ্নিশিখা পাতাললোক থেকে দাহন আরম্ভ করে আরও ভয়ানক বিশাল কলেবর ধারণ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—এটিই হল ভগবানের মায়া॥ ১০ ॥

তারপর শতবর্ষব্যাপী খরা ও অনাবৃষ্টি সৃষ্ট প্রলয়কারী সংবর্তক মেঘরাশি হস্তিশুণ্ডসম কলেবর যুক্ত জলধারায় শতবর্ষব্যাপী বৃষ্টিপাত করে থাকে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তখন জলমগ্ন হয়ে পড়ে—এটিই হল ভগবানের মায়া॥ ১১ ॥

হে রাজন্! ইন্ধন শেষ হয়ে যাওয়ায় যেমন অগ্নি নির্বাপণ হয়, তেমনই বিরাট-পুরুষ ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-শরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপে লীন হয়ে যান—এটিই হল ভগবানের মায়া॥ ১২ ॥

বায়ু পৃথিবীর গন্ধকে শোষণ করে নিলে সেটি জলে পরিণত হয় এবং সেই বায়ুই জলের আর্দ্রতাকেও শোষণ করে নেয় যার ফলে জল তার উপাদান-কারণ অগ্নিতে পরিণত হয়—এটিই হল ভগবানের মায়া॥ ১৩ ॥

অন্ধকার অগ্নির স্বরূপকে হরণ করে নিলে অগ্নি বায়ুতে লীন হয়ে যায় এবং যখন অবকাশরূপ আকাশ

[১]শতবর্ষাণানাবৃষ্টিঃ। [২]সাংবর্তকঃ।

কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি॥ ১৫

বায়ুর স্পর্শশক্তিকে হরণ করে তখন তা আকাশে লীন হয়ে যায়—এটিই হল ভগবানের মায়া॥ ১৪ ॥

রাজন্ ! তদনন্তর কালরূপ ঈশ্বর আকাশের শব্দগুণকে হরণ করে, ফলে সেটি তামস অহংকারে লীন হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়-নিচয় ও বুদ্ধি রাজস অহংকারে লীন হয়। মন সাত্ত্বিক অহংকার থেকে উৎপন্ন দেবতাসহ সাত্ত্বিক অহংকারে প্রবেশ করে ও নিজ ত্রিপাদ কার্যসহ অহংকার মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়। মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি ব্রহ্মে লীন হয়। তারপর এর বিপরীত অনুক্রম পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভ হয়—এটিই হল ভগবানের মায়া।

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১৬

এই হল সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী ত্রিগুণময়ী মায়া। এটির বিশদভাবে বর্ণনা করা হল। এরপর আর কী শুনতে চাও ? ১৬ ॥

রাজোবাচ

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্॥ ১৭

রাজা নিমি বললেন—মহর্ষি ! যাঁরা নিজ মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হননি তাদের পক্ষে ভগবানের এই মায়ার রাজ্যকে অতিক্রম করা অতি কঠিন। আপনি অনুগ্রহ সহকারে বলুন যে, যারা শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি নিবেশ করে ও যাদের জ্ঞান সীমিত তারাও অনায়াসে একে পার করতে কেমন করে সক্ষম হবে ? ১৭ ॥

প্রবুদ্ধ উবাচ

কর্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥ ১৮

এইবার চতুর্থ যোগীশ্বর প্রবুদ্ধ বললেন—রাজন্ ! স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর আসক্ত এবং অন্যান্য বন্ধনাদিতে আবদ্ধ জীব সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি হেতু বড়-বড় কর্ম করে থাকে। যে মায়াকে অতিক্রম করতে ইচ্ছুক তার অবশ্য বিচার্য এই যে, তার কৃত কর্মফল কীভাবে তার প্রতিকূল হয়ে যাচ্ছে ! সুখনিমিত্ত কৃতকর্ম দুঃখানুভূতি আনছে আর দুঃখ নিবৃত্তির পরিবর্তে ক্রমাগত দুঃখ বেড়েই চলেছে॥ ১৮ ॥

নিত্যার্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥ ১৯

ধন-সম্পদের কথা বিচার করা হোক। তা তো উত্তরোত্তর দুঃখ বৃদ্ধি করতেই থাকে। ধন-সম্পদ একত্র করাও কঠিন আর যদি কোনো পথে তার প্রাপ্তিও ঘটে তখন তা আত্মার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপই হয়। যে এর মোহজালে আটকা পড়ে সে আত্মবিস্মৃত হয়। অতএব ধন-সম্পত্তির মতন গৃহ-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, পশুধন সবই অনিত্য ও অশাশ্বত। এইসবের প্রাপ্তি কী কখনো সুখ-শান্তি প্রদানে সক্ষম ? ১৯ ॥

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্মনির্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্তিনাম্॥ ২০

অতএব মায়া অতিক্রমণেচ্ছুর এই বোধ থাকা আবশ্যক যে মৃত্যুর ওপারের লোক-পরলোকাদিও

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ২১

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ ২২

সর্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গং চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ং চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্॥ ২৩

শৌচং তপস্তিতিক্ষাং চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাং চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥ ২৪

সর্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥ ২৫

এমনই অনিত্য ও অশাশ্বত ; কারণ ইহলোকের বস্তুসকলসম সেগুলিও সীমিত কর্মের সীমিত ফল মাত্রই। সেখানেও রাজন্যবর্গদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অথবা প্রীতি-বিদ্বেষ ভাব বর্তমান ; নিজের চাইতে অধিক ঐশ্বর্যশালী অথবা সুখভোগকারীর প্রতি ছিদ্রান্বেষণ ও ঈর্ষা-দ্বেষভাব থাকে, অপেক্ষাকৃত কম সুখী ও ঐশ্বর্যশালীর প্রতি তাচ্ছিল্যভাব থাকে এবং কর্মফল ভোগের পর সেখান থেকে পতন অনিবার্য হয়, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেখানেও বিনাশের ভীতি তাকে চিন্তাগ্রস্ত করে॥ ২০ ॥

অতএব পরম কল্যাণ প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুর গুরুদেবের শরণাগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎকৃষ্ট গুরুদেব তিনিই, যিনি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদপারদর্শী হওয়ায় সঠিকভাবে বিদ্যাদানে সক্ষম। তাঁর পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীও হওয়া প্রয়োজন যাতে তিনি নিজ অনুভবে অর্জিত রহস্য কথা বিতরণ করতে সমর্থ হন। চিত্ত তাঁর শান্ত হওয়া কাম্য ; ব্যবহারিক প্রপঞ্চতে তাঁর বিশেষ প্রবৃত্তি থাকবে না॥ ২১ ॥

জিজ্ঞাসুর পক্ষে নিজ গুরুদেবকে পরম প্রিয়তম আত্মা ও ইষ্টদেব জ্ঞান রাখা কাম্য। কপটতা বিরহিতভাবে গুরুদেবের সেবা করা কর্তব্য। সাধুসঙ্গ লাভ করে তার ভাগবতধর্ম (ঈশ্বরলাভরূপী ধর্ম) ভক্তিভাবের সাধন-সমূহের পালন করা বিধেয়। এইরূপ সাধনে সর্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হন॥ ২২ ॥

প্রথমেই শরীর, সন্তান আদির উপর যাতে মন আকৃষ্ট না হয় সেটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর শিক্ষণীয় ভগবদভক্তগণের উপর প্রেমভাব আসা। এরপর প্রয়োজন প্রাণীজগতের উপর যথাযোগ্য দয়া, মৈত্রী ও নিষ্কপট বিনয় ভাব আসা॥ ২৩ ॥

মৃত্তিকা-জল সহযোগে বাহ্য শরীরের শুদ্ধি, ছল-চাতুরি ইত্যাদি বর্জনের দ্বারা অন্তরের শুদ্ধি কাম্য। নিজ ধর্মের পালন, সহ্যশক্তি বৃদ্ধি, মৌন ধারণ, স্বাধ্যায়, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা ও শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বে হর্ষ-বিষাদ থেকে মুক্ত থাকা—এই সবের শিক্ষা আবশ্যক॥ ২৪ ॥ সর্বত্র অর্থাৎ সমস্ত দেশ, কাল ও বস্তুতে চৈতন্যরূপে আত্মা ও নিয়ামকরূপে ঈশ্বরকে দর্শন করা, নির্জন-স্থানে বসবাস, এই আমার নিকেতন (গৃহ) এই ভাব বর্জন, গৃহস্থ হলে পবিত্র বস্ত্র ধারণে ও ত্যাগী

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্কর্মদণ্ডং চ সত্যং শমদমাবপি॥ ২৬

(সন্ন্যাসী) হলে প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্ত ছিন্ন-জীর্ণ বস্ত্র ধারণে সন্তোষ ধারণ—এই সবের শিক্ষা আবশ্যক॥ ২৫ ॥

ঈশ্বর প্রাপ্তির মার্গ দর্শনকারী শাস্ত্রসকলের উপর শ্রদ্ধা আনয়ন এবং অন্য কোনো শাস্ত্র নিন্দা থেকে বিরত থাকা, প্রাণায়াম দ্বারা মনের, মৌন দ্বারা বাণীর, বাসনারাহিত্য অভ্যাস দ্বারা কর্ম সংযম, সত্যভাষণ, ইন্দ্রিয় সংযম এবং মনকে বহির্মুখ হতে না দেওয়া—এই সবের শিক্ষা আবশ্যক॥ ২৬ ॥

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।
জন্মকর্মগুণানাং চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥ ২৭

রাজন্! ভগবানের লীলার ব্যাপ্তি অনুপম সৌন্দর্য-সম্পন্ন। তাঁর জন্ম-কর্ম-গুণ সর্বত্রে দিব্য ভাব। তাঁর লীলার শ্রবণ, কীর্তন ও ধ্যান অতি আবশ্যক ; শারীর চেষ্টাসকলও যাতে ভগবদ্ উদ্দেশে নিবেদিত হয়—এই শিক্ষাও আবশ্যক॥ ২৭ ॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্[1] যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥ ২৮

যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, সদাচার পালন এবং স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, জীবন-প্রাণ আদি প্রিয় বস্তু সমুদায় —সর্বস্ব ভগবানের চরণে যথাযথভাবে নিবেদন করতে হবে॥ ২৮ ॥

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥ ২৯

সাধু-সন্তগণ—যাঁরা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ আত্মা এবং স্বামীরূপে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁদের প্রতি প্রেম তথা স্থাবর-জঙ্গম উভয়েরই সেবা কাম্য। এদের মধ্যেও বিশেষ করে মানুষের, এবং মানুষের মধ্যেও সর্বাগ্রে পরোপকারী ব্যক্তিদের ও তদুপরিও ভগবদপ্রেমী সাধু-সন্তগণের সেবায় তৎপর থাকা॥ ২৯ ॥

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥ ৩০

একত্র হয়ে ভগবানের পরমপবিত্র লীলার ভজন ও যশোকীর্তন ; সাধকদের সমবেত হয়ে পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি-সন্তুষ্টি ধারণ আবশ্যক ও প্রপঞ্চ নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হয়ে সমভিব্যাহারে আধ্যাত্মিক শান্তি অনুভব করাই কাম্য॥ ৩০ ॥

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ৩১

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তে রাশি-রাশি পাপ ভস্মসাৎ করেন। সকলে তাঁকে স্মরণ করুন ও অন্যদের স্মরণ করান। এইরূপ সাধন-ভক্তির নিরবকাশ আচরণ করলে প্রেম-ভক্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী ; সাধকগণ প্রেমোদ্রেকে তখন অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি পেয়ে থাকেন॥ ৩১ ॥

[1]প্রাণান্ পরস্মৈ চ।

ক্বচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ ৩২

তখন তাঁদের অন্তরের অবস্থা এক বিলক্ষণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কখনো তাঁরা চিন্তা করেন—এখনও ঈশ্বর দর্শন হল না কী করি ? কোথায় যাই ? কাকে জিজ্ঞাসা করি ? কে আমাকে ঈশ্বর দর্শন করাবে ? এইভাবে চিন্তা করতে করতে কখনো তাঁরা বেদনাকুল হয়ে পড়েন আর কখনো ভগবানের লীলার রসে আপ্লুত হয়ে হাস্য কৌতুকে প্রবৃত্ত হন এই মনে করে যে, পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবান গোপীদের ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। কখনো তাঁরা তাঁর প্রেম-দর্শনানুভূতিতে আনন্দমগ্ন হয়ে যান আর কখনো লোকাতীত অনুভূতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন। কখনো তাঁর প্রীতির জন্য যেমন তাকে শুনিয়ে গুনকীর্তন শুরু করেন আর কখনো নৃত্য সহযোগে তাঁকে বিনোদনের চেষ্টা করেন। কখনো তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করে তাঁকে ইতস্তত অন্বেষণ করেন আর কখনো তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে তাঁর সন্নিধানে লীন থেকে পরমশান্তি অনুভব করেন ও নীরব হয়ে যান॥ ৩২ ॥

ইতি ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥ ৩৩

রাজন্ ! এইভাবে তাঁর কৃপায় ভাগবতধর্মের শিক্ষাগ্রহণকারীর প্রেম-ভক্তির প্রাপ্তি হয়ে যায় এবং ভক্ত ভগবান নারায়ণ পরায়ণ হয়ে সেই মায়ার গণ্ডি অনায়াসে পার হয়ে যায়—যার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি কঠিন হয়ে থাকে॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ॥ ৩৪

রাজা নিমি বললেন—হে মহর্ষিগণ ! আপনারা পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব আমায় অনুগ্রহ করে বলুন যে যাঁকে 'নারায়ণ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে—সেই পরমাত্মার স্বরূপ কেমন ? ৩৪ ॥ এইবার পঞ্চম যোগীশ্বর শ্রীপিপ্পলায়ন বললেন—রাজন্ ! যিনি এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ, সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ই — কিন্তু স্বয়ং কারণ বিরহিত ; যিনি স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থাসকলে সাক্ষীরূপে বিদ্যমান এবং সমাধি অবস্থাতেও যাঁর স্থিতি একরস ; যাঁর সত্তাতে উৎকর্ষ লাভ করে শরীর, ইন্দ্রিয়নিচয়, প্রাণ এবং অন্তঃকরণ নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়—সেই পরম সত্য বস্তুকে তুমি নারায়ণ জ্ঞান করবে॥ ৩৫ ॥ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিকে প্রকাশিত অথবা দহন করতে সক্ষম নয়, তেমনই সেই পরমতত্ত্বে—আত্মস্বরূপে না

পিপ্পলায়ন উবাচ

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্ বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥ ৩৫

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোহপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ॥ ৩৬

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ।। ৩৭

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্[১] ব্যভিচারিণাং হি।
সর্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ।। ৩৮

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশয়মৃতে[২] তদনুস্মৃতির্নঃ।। ৩৯

থাকে মনের গতি না থাকে বাণীর শক্তি ; নেত্র তাকে দেখতে এবং বুদ্ধি তাকে চিন্তা করতে অক্ষম হয় ; প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সকল তার নাগাল পায় না। 'নেতি নেতি' — ইত্যাদি শ্রুতির শব্দাবলির দ্বারাও 'এটিই পরমাত্মার স্বরূপ' — তার বর্ণনা করা হয় না, বরং ঈশ্বরলাভের উদ্দেশে যে সকল সাধনার কথা বলা হয়, তার নিষেধ-জ্ঞাপনপূর্বক সেই বর্ণনার মূল লক্ষ্য — নিষেধের মূল তাৎপর্যকে লক্ষ্য করানো হয়ে থাকে। কেননা নিষেধের যদি কোন আধার অর্থাৎ আত্মার কোনো সত্ত্বাই না থাকে তাহলে কে নিষেধ করে, নিষেধ-বৃত্তির আধার কে—এই সকল প্রশ্নের কোনো সমাধানা থাকে না, নিষেধ প্রমাণিত হয় না।। ৩৬ ।। যখন সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল না তখন কেবল একমাত্র তাঁরই অস্তিত্ব ছিল। সৃষ্টি নিরূপণ প্রয়োজনে তাকে ত্রিগুণময়ী (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ) প্রকৃতিরূপে বর্ণনা করা হয়। আবার তাকেই জ্ঞানপ্রধান হওয়ায় মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়াপ্রধান হওয়ায় সূত্রাত্মা এবং জীবের উপাধিযুক্ত হওয়ায় অহংকাররূপে বর্ণনা করা হয়। বাস্তব এই যে শক্তিসমূহ—তা ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠানকারী দেবতা-গণরূপে হোক, ইন্দ্রিয়সকল রূপে হোক কিংবা তার বিষয়সকল রূপেই হোক অথবা বিষয়সকলের প্রকাশ রূপেই হোক সবই বস্তুত সেই ব্রহ্মই ; কারণ ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। কতদূর বলব ? দৃশ্য-অদৃশ্য, কার্য-কারণ, সত্য-অসত্য — সবই ব্রহ্ম। তাছাড়া যা কিছু বর্তমান সেও ব্রহ্ম।। ৩৭ ।। সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা জন্মগ্রহণও করেন না, মৃত্যুবরণও করেন না। তাঁর বাড়-বৃদ্ধিও নেই, ক্ষয়-হ্রস্বতাও নেই। ক্রিয়া, সংকল্প কিংবা সেগুলির বাহ্যতঃ অনস্তিত্ব রূপে যা কিছু (পরিবর্তনশীল বস্তু) রয়েছে সকলের ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমান সত্তার তিনি সাক্ষী। তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র। দেশ, কাল এবং বস্তুতে তিনি অপরিচ্ছিন্ন, অবিনাশী। বস্তুর মতো ব্রহ্মকে লাভ করা কিংবা সেটির জ্ঞান হয় না, বরং ব্রহ্ম উপলব্ধিস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। যেমন এক প্রাণেরই স্থানভেদে বহু নাম হয়ে যায়, তেমনই জ্ঞান এক হলেও ইন্দ্রিয় সহযোগে তাতে বহুত্বর কল্পনা হয়।। ৩৮ ।।

জগতে আমরা চতুর্বিধ জীব দেখি— ডিম্বজাত

[১]নিধনবিদ্ ব্যভিচারিণাং। [২]আশ্রয়মৃতে।

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণকর্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ[1]॥ ৪০

খগকুল ও সর্পাদি, গর্ভনাড়ী বন্ধনজাত পশুকুল—মানুষসকল ; মেদিনী ভেদজাত—বৃক্ষ বনস্পতিকুল আর ঘর্মজাত সৎকুণ ইত্যাদি। এই সকল জীবের শরীরের সঙ্গে প্রাণশক্তি যুক্ত থাকে। শরীরের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান থাকলেও প্রাণ সেখানে অভিন্ন থাকে। সুষুপ্তি অবস্থাতে যখন ইন্দ্রিয়সকল নিশ্চেষ্ট হয়ে যায়, অহংকার লীন হয়ে যায় অর্থাৎ লিঙ্গশরীর থাকে না, সেই সময় যদি কূটস্থ আত্মাও বর্তমান না থাকে তাহলে, এই কথার স্মৃতি কেমন করে থাকা সম্ভব যে আমি সুখে নিদ্রাযাপন করেছি ? নিদ্রাভঙ্গের পর নিদ্রাকালের এই স্মৃতিই আত্মার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে॥ ৩৯ ॥

যখন ভগবানের পাদপদ্ম লাভের ইচ্ছায় ভক্তির তীব্রতা জন্মায় তখন সেই ভক্তিই অগ্নিসম গুণ ও কর্মজাত চিত্তের মলকে সম্যক্ বিনাশ করে। যেমন নেত্রদ্বয় নির্বিকার হলে সূর্যের প্রকাশের প্রত্যক্ষানুভূতি হয়, তেমনই চিত্ত শুদ্ধ হলে আত্মতত্ত্বর সাক্ষাৎকার অনুভূত হয়॥ ৪০ ॥

রাজোবাচ

কর্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয়েহাশু কর্মাণি নৈষ্কর্ম্যং বিন্দতে পরম্॥ ৪১

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—হে যোগীশ্বরগণ ! এখন আপনারা আমাকে কর্মযোগের উপদেশ দান করুন যার দ্বারা শুদ্ধ হয়ে মানব অবিলম্বে পরম নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলের নিবৃত্তিকারী জ্ঞান লাভ করে॥ ৪১ ॥ একবার এই প্রশ্নই আমি আমার পিতৃদেব মহারাজ ইক্ষ্বাকুর উপস্থিতিতে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিদের করেছিলাম ; কিন্তু তাঁরা সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। কেন দেননি ? এই কথা অনুগ্রহ করে বলুন॥ ৪২ ॥

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্॥ ৪২

আবির্হোত্র উবাচ

কর্মাকর্মবিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ৪৩

এইবার ষষ্ঠ যোগীশ্বর শ্রীআবির্হোত্র বললেন—রাজন্ ! কর্ম (শাস্ত্র বিহিত), অকর্ম (নিষিদ্ধ) এবং বিকর্ম (বিহিতের উল্লঙ্ঘন)-এর বিচার কেবল বেদ দ্বারাই সম্ভব। লৌকিক রীতিতে এর ব্যবস্থা হয় না। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বররূপ। তাই বেদের তাৎপর্য নিরূপণ অবশ্যই সুকঠিন কার্য। অতি বিদ্বান ব্যক্তিগণও বেদের অভিপ্রায় নির্ণয় করতে ভুল করে থাকেন। (তখন তুমি বয়সে ছোট ও স্বল্পবুদ্ধি, তাই অনধিকারী জ্ঞানে সনকাদি ঋষিগণ তোমার প্রশ্নের উত্তর দানে বিরত থাকেন।)॥ ৪৩ ॥

[1]সবিতুঃ প্রকাশঃ।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।। ৪৪

এই বেদ পরোক্ষবাদাত্মক* অর্থাৎ শব্দার্থ অনেক স্থলে তাৎপর্যের মার্গদর্শন করে না। বেদ কর্ম নিবৃত্তি-করণহেতু কর্মের বিধান দেয়। বালককে মিষ্টির লোভ দেখিয়ে যেমন ঔষধি সেবন করানো বিধেয়, তেমনই বেদ অনভিজ্ঞদের স্বর্গাদির প্রলোভন তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত করে।। ৪৪ ।।

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ।। ৪৫

যার অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়নি, ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত নয়, সে যদি খেয়াল খুশি মতন বেদোক্ত কর্মের আচরণ পরিত্যাগ করে তাহলে সে বেদ বিহিত কর্মের আচরণ না করবার জন্য বিকর্মরূপ অধর্মই করে। তাই সে মৃত্যুর পর পুনঃমৃত্যু অর্থাৎ পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।। ৪৫ ।।

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।। ৪৬

অতএব ফলের অভিপ্রায় ত্যাগ করে এবং বিশ্বাত্মা ভগবানকে কর্মফল নিবেদন করে যে বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান করে, তার কর্ম-নিবৃত্তিতে প্রাপ্তব্য জ্ঞানরূপ সিদ্ধি লাভ হয়। বেদের স্বর্গাদি ফল লাভের বর্ণনা শব্দাদির সত্যতার মধ্যে সীমিত নয় ; তা কর্মে রুচি উৎপন্ন করবার জন্যই।। ৪৬ ।।

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্।। ৪৭

রাজন্ ! যদি অবিলম্বে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার হৃদয় গ্রন্থি—আমি ও আমার কল্পিত গ্রন্থি উন্মোচনের কামনা কোনো ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত হয় তাহলে তার বৈদিক ও তান্ত্রিক—উভয় পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনায় মনোনিবেশ করাই বিধেয়।। ৪৭ ।।

লব্ধানুগ্রহ আচার্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াঽঽত্মনঃ ।। ৪৮

প্রথমে সেবাদি সহযোগে গুরুদেবের দীক্ষা প্রাপ্তি তারপর তার কাছ থেকেই অনুষ্ঠান বিধির শিক্ষাগ্রহণই বিধেয়। ভগবানের যে মূর্তি প্রিয় বোধ হয়, অভীষ্ট মনে তার পূজার মাধ্যমে পুরুষোত্তম ভগবানের পূজা করাই সঠিক পথ।। ৪৮ ।।

শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সংন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চয়েদ্ধরিম্।। ৪৯

প্রথমে স্নানাদি দ্বারা শরীর এবং সন্তোষাদির দ্বারা অন্তঃকরণ শোধন করো ; তারপর ভগবানের মূর্তির সম্মুখে উপবেশন করে প্রাণায়ামাদি দ্বারা ভূতশুদ্ধি—নাড়ী শোধন করো। তারপর বিধিপূর্বক মন্ত্র, দেবতাদির ন্যাস সহযোগে অঙ্গরক্ষা করে ভগবানের পূজা করো।। ৪৯ ।।

অর্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্।। ৫০

প্রথম ক্রিয়া পুষ্পাদি পদার্থ হতে কীটাদি দূরীকরণ ও পূজাস্থান সম্মার্জন। ভগবানের পূজার নিমিত্ত পূজা-

*যাতে শব্দের অর্থ একরকম অথচ তাৎপর্য অন্যরকম—তাকে পরোক্ষবাদ বলে।

পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ॥ ৫১

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্তিং স্বমন্ত্রতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ[১] স্নানবাসোবিভূষণৈঃ॥ ৫২

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্॥ ৫৩

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ।
শেষামাধায় শিরসি স্বধাম্নুদ্বাস্য সৎকৃতম্॥ ৫৪

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজতীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে[২] হি সঃ॥ ৫৫

কর্মে পূর্বে ব্যবহৃত আধার সকলের ক্ষালনাদি করে তা পুনঃ পূজার কার্যে উপযুক্ত করা প্রয়োজন। তারপর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আসনে জল অভিক্ষেপন ও পাদ্য-অর্ঘ্য আদি পাত্রসকল স্থাপন করো। অতঃপর একাগ্রচিত্ত হয়ে হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করে তাঁকে সম্মুখে অবস্থাপিত শ্রীমূর্তির মধ্যে চিন্তা করো। তদনন্তর হৃদয়, মস্তক, শিখাদির (হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা আদি) মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ন্যাস এবং নিজ ইষ্টদেবের মূলমন্ত্র দ্বারা দেশ-কাল অনুকূল প্রাপ্ত পূজাসামগ্রী দ্বারা প্রতিমাদিতে অথবা হৃদয়ে পূজা করা কর্তব্য॥ ৫০-৫১ ॥

নিজ উপাস্য বিগ্রহের হৃদয়াদি অঙ্গ, আয়ুধাদি উপাঙ্গ এবং পার্ষদসহ মূলমন্ত্র দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, আভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, দধি অক্ষত ললাটিকা, মালা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করো এবং তারপর স্তোত্রদ্বারা স্তুতি সহকারে সপরিবার ভগবান শ্রীহরির সম্মুখে প্রণাম নিবেদন করো॥ ৫২-৫৩ ॥

শ্রীবিগ্রহের পূজার সময়ে স্বয়ং ভগবদচিন্তায় মগ্ন থাকাই বিধেয়। নির্মাল্যকে মস্তকে রেখে প্রেম-প্রীতি সহকারে ভগবদবিগ্রহকে যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক পূজা সমাপন বিধেয়॥ ৫৪ ॥

এইভাবে যে ব্যক্তি অগ্নি, সূর্য, জল, অতিথি এবং স্বহৃদয়ে আত্মরূপ শ্রীহরিকে পূজা করে, সে অচিরেই মুক্তিলাভ করে॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

---

[১]যাদ্যৈর্নানাবাসোবিভূষণৈঃ। [২]যজেদ্দী।

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ
চতুর্থ অধ্যায়
ভগবানের অবতারের বর্ণনা

রাজোবাচ

যানি যানীহ কর্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ।। ১

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—হে যোগীশ্বরগণ ! ভগবান স্বাধীনভাবে নিজ ভক্তের ভক্তির হেতু অনেক অবতাররূপ গ্রহণ করেন ও বিস্তর লীলাও করেন। আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে সেই সব লীলার কথা বর্ণনা করুন যা তিনি পূর্বে করেছেন, বর্তমানে করছেন ও ভবিষ্যতে করবেন।। ১ ।।

দ্রুমিল[১] উবাচ

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নুনক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ[২]।। ২

এবার সপ্তম যোগীশ্বর শ্রীদ্রুমিল বললেন—রাজন্ ! ভগবান অনন্ত ; তাঁর গুণও অনন্ত। ভগবানের গুণসমূহ 'আমরা জানতে পারব'—এরূপ যে ভাবে, সে মূর্খ, বালক। পৃথিবীর ধূলিকণার সমষ্টির গণনা যদিও সম্ভব হয় কিন্তু শক্তিসকলের আশ্রয় ভগবানের অনন্ত গুণাবলির কেউ কখনো নাগাল পেতে পারে না।। ২ ।।

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান-
মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ।। ৩

ভগবান স্বয়ং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পঞ্চভূতকে নিজের থেকেই সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি তাদের সাহচর্যে বিরাট্ শরীর—ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে তারই মধ্যে লীলার দ্বারা নিজ অংশ অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করেন (ভোক্তারূপে নয় কারণ ভোক্তা নিজ কর্মফলজাত জীবই হয়ে থাকে) তখন সেই আদিদেব নারায়ণকে 'পুরুষ' বলে। এই তার প্রথম অবতার।। ৩ ।।

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো[৩]
যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি ।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা
সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্তা।। ৪

তাঁর এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড শরীরে ত্রিলোকের অবস্থিতি। তাঁর ইন্দ্রিয়সমগ্র থেকেই দেহধারীদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সকল নির্মিত। তাঁর স্বরূপ দ্বারাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হয়ে থাকে। তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সর্বদেহে বল প্রাপ্তি হয় এবং ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে ওজস্বিতার (ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি) ও কর্ম সম্পাদনের শক্তির আগমন হয়। তাঁর সত্ত্বাদি গুণেই জগতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়ে থাকে। এই বিরাট শরীরের শরীরীই 'আদিকর্তা নারায়ণ'।। ৪ ।।

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্মসেতুঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু।। ৫

আদিকালে জগতের উৎপত্তিহেতু তাঁর রজোগুণ অংশে ব্রহ্মা আসেন। এরপর সেই আদিপুরুষই জগতের স্থিতি কারণ নিজ সত্ত্বাংশে ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের রক্ষাকর্তা

[১]দ্রবিড়। [২]সত্ত্বধাম্নঃ। [৩]ন্নিবিষ্টঃ।

ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্যজনিষ্ট মূর্ত্যাং[1]
নারায়ণো নর ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ।
নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম
যোহদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬

যজ্ঞপতি বিষ্ণু হন। তারপর তিনিই তমোগুণ অংশে জগতের সংহারহেতু রুদ্র হলেন। এইভাবে নিরন্তর তাঁর দ্বারাই পরিবর্তনশীল প্রজাদের সৃষ্টি-স্থিতি এবং সংহার হয়ে থাকে॥ ৫ ॥

দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যার মূর্তি। তিনি ধর্মের পত্নী। তার গর্ভে ভগবান ঋষিশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা 'নর' ও 'নারায়ণ'রূপে অবতার গ্রহণ করেন। তাঁরা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারী সেই ভগবদারাধনারূপ কর্মের উপদেশ দেন যা বস্তুত কর্মবন্ধন-মোক্ষদানকারী ও নৈষ্কর্ম্য স্থিতি দাতা। সুমহান মুনি-ঋষিগণ তাঁদের পাদপদ্ম সেবায় সদা নিরত। তাঁরা আজও বদরীকাশ্রমে সেই কর্মের আচরণে যুক্ত থেকে বিরাজমান আছেন॥ ৬ ॥

ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্ক্ত সগণং স বদর্যুপাখ্যম্।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ ॥ ৭

তাঁদের কঠোর তপস্যা ইন্দ্রপদ কেড়ে নিতে পারে এই ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্ত্রী, বসন্তাদি দলবলসহ কামদেবকে তাঁদের তপস্যায় বিঘ্নদান হেতু প্রেরণ করেন। কামদেবের ভগবানের মহিমার জ্ঞান ছিল না। তাই তিনি অপ্সরাগণ, বসন্ত ও মন্দ সুগন্ধ বায়ুসহ বদরীকাশ্রম গমন করেন ও স্ত্রী কটাক্ষ, বাণী সহযোগে তাঁকে তপস্যা থেকে অবভ্রষ্ট করবার চেষ্টায় যুক্ত হন॥ ৭ ॥

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ
প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্।
মা[2] ভৈষ্ট ভো মদন মারুত দেববধ্বো
গৃহ্ণীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্॥ ৮

আদিদেব নর-নারায়ণ বুঝলেন যে সব কিছুই ইন্দ্রের কূটকৌশল। তবুও তাঁদের মনে কোনো প্রকার অভিমান অথবা আশ্চর্য স্থান পেল না। তিনি অপত্রস্ত কামদেবাদিকে বললেন—হে কামদেব, মলয়মারুত এবং দেবাঙ্গনাগণ! তোমরা ভয় পেও না; আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করো। এখন এখানেই বসবাস করো; আমাদের আশ্রম ত্যাগ করে চলে যেও না॥ ৮ ॥

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ
সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্ বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকারানতপাদপদ্মে ॥ ৯

রাজন্! নর-নারায়ণ ঋষির অভয়দান কামদেবাদিকে লজ্জায় অধোবদন করল। তাঁরা কৃপাসিন্ধু ভগবান নর-নারায়ণকে বললেন—হে প্রভু! আপনার পক্ষে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ আপনি মায়াতীত ও নির্লিপ্ত। মহান আত্মারাম ধীর পুরুষগণ নিরন্তর আপনার পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদনে রত থাকেন॥ ৯ ॥

[1]মূর্ত্যা। [2]মা ভৈর্বিভো।

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি॥ ১০

আপনার ভক্তসকল আপনার ভক্তির প্রভাবে দেবতাদের রাজধানী অমরাবতীকে অগ্রাহ্য করে আপনার পরমপদ লাভ করে থাকেন। তাই আপনার প্রীতি হেতু যখনই ভক্তগণ ভজন-কীর্তনে প্রবৃত্ত হন, দেবতারা বিভিন্ন উপায়ে তাঁদের সাধনায় বাধা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের কথা আলাদা। তাঁরা যজ্ঞাদির সময়ে উৎসর্গরূপে দেবতাদের তাদের প্রাপ্য ভাগ দিয়ে খুশি করেন। তাই তাঁদের সাধনার সময়ে দেবতারা বিঘ্ন সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু হে প্রভু! আপনার ভক্তসকল দেবতাদের বাধার সম্মুখে মস্তক অধনমন করেন না। তাঁরা আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়ে থেকে বাধাসমূহের মস্তকোপরি পা রেখে সম্মুখে এগিয়ে যান, কখনো লক্ষ্য বিস্মৃত হন না॥ ১০ ॥

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্ব্যশৈশ্ন্যা-
নস্মানপারজলধীনতিতীর্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গো-
র্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি॥ ১১

অপার সমুদ্রসম বিস্তৃত ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীতাতপ, ঋতু-জল-কষ্ট এবং রসনেন্দ্রিয় ও জননেন্দ্রিয় বেগ-সমূহকে অনেকে অক্লেশে সহ্য করে থাকেন ও তা পারও হয়ে যান। তাঁরাও কিন্তু ক্রোধের বেগের সম্মুখে পরাজিত হন ; এই ক্রোধ অপার সমুদ্রের পাশে গোরুর ক্ষুরাকৃতির গর্তসম তুচ্ছ এবং আত্মনাশক হলেও হে প্রভু! এইভাবে তাঁরা নিজ অর্জিত কঠিন তপস্যার সুফল নষ্ট করেন॥ ১১ ॥

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ।
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চিতাঃ কুর্বতীর্বিভুঃ॥ ১২

যখন কামদেব, বসন্তাদি দেবতাগণ এইরূপ স্তুতি করলেন তখন সর্বশক্তিমান ভগবান নিজ যোগবলে তাঁদের সম্মুখে এমন অনেক রমণীকুল প্রকট করলেন যাঁরা অদ্ভুত রূপলাবণ্যসম্পন্ন এবং বিচিত্র বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত ও ভগবানের সেবায় রত॥ ১২ ॥

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্যহতশ্রিয়ঃ॥ ১৩

যখন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচরগণ সেই লক্ষ্মীশ্রী যুক্ত রমণীকুলকে প্রত্যক্ষ করলেন তখন তাঁদের অনুপম সৌন্দর্যের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য অনুজ্জ্বল বলে বোধ হল। তারা শ্রীহীন হয়ে তাঁদের শরীর থেকে নির্গত দিব্য-সুগন্ধে মোহিত হলেন॥ ১৩ ॥

তানাহ দেবেদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব।
আসামেকতমাং বৃঙ্‌ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্॥ ১৪

এবার লজ্জায় তাদের মাথা নত হল। দেবদেবেশ ভগবান নারায়ণ সহাস্যে তাঁদের বললেন—তোমরা এদের মধ্যে যে কোনো এক রমণীকে গ্রহণ করো যে তোমাদের অনুরূপ। সে তোমাদের স্বর্গলোকের শোভাবর্ধন করবে॥ ১৪ ॥

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।
উর্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ॥ ১৫

'যথা আজ্ঞা' বলে দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচরগণ ভগবানের আদেশকে স্বীকার করলেন ও তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর ভগবানের সৃষ্ট রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অপ্সরা উর্বশীকে সম্মুখে রেখে তাঁরা স্বর্গলোকে গমন করলেন॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
ঊচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ॥ ১৬

স্বর্গলোকে প্রত্যাগমন করে তাঁরা ইন্দ্রকে অভিবাদন করলেন ও পরিপূর্ণ রাজসভায় দেবতাদের সম্মুখে ভগবান নর-নারায়ণের বল ও প্রভাব বিবৃত করলেন। সেই সংবাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে আশ্চর্য ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল॥ ১৬ ॥

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ-
স্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে॥ ১৭

ভগবান বিষ্ণু স্বস্বরূপে বর্তমান থেকেও সমগ্র জগতের কল্যাণে অনেক কলাবতার গ্রহণ করেছেন। হে বিদেহরাজ! হংস, দত্তাত্রেয়, সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমার এবং আমাদের পূজ্য পিতৃদেব ঋষভরূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি আত্ম সাক্ষাৎকারের উপায়ের উপদেশ দান করেছেন। তিনিই হয়গ্রীব অবতার গ্রহণ করে মধু কৈটভ নামক অসুরদের সংহার করে তাদের অপহৃত বেদ সকলের উদ্ধার সাধন করেছেন॥ ১৭ ॥

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে
ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষ্মাম্।
কৌর্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে
গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্তম্॥ ১৮

প্রলয়কালে তিনি মৎস্যাবতাররূপে অবতরণ করে ভাবী মনু, পৃথিবী এবং ঔষধিসকলের ধান্যাদির রক্ষা এবং বরাহাবতাররূপে অবতরণ করে পৃথিবীকে রসাতল থেকে উদ্ধারকালে হিরণ্যাক্ষ সংহার করেন। কূর্মাবতার-রূপে অবতরণ করে সেই ভগবানই অমৃত-মন্থন কার্য সম্পাদন হেতু নিজ পৃষ্ঠের উপর মন্দরাচল ধারণ করেন এবং সেই ভগবান বিষ্ণুই নিজ শরণাগত এবং আর্ত গজেন্দ্রকে গ্রাহের কবল থেকে মুক্ত করেন॥ ১৮ ॥

সংস্তুন্বতোঽব্ধিপতিতাঞ্ছ্রমণানৃষীংশ্চ
শক্রং চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা
জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভয়ায় সতাং নৃসিংহে॥ ১৯

একবার বালখিল্য ঋষি কঠোর তপস্যায় যুক্ত থেকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। কশ্যপ ঋষির জন্য সমিধ আহরণকালে তিনি অবসন্ন হয়ে গোরুর খুরে নির্মিত গর্তে পড়ে যান; তাঁর মনে হল যেন তিনি সমুদ্রে পড়েছেন। তিনি যখন স্তুতি করতে লাগলেন তখন ভগবান অবতাররূপে অবতরণ করে তাঁকে উদ্ধার করেন। বৃত্রাসুর বধ হেতু ব্রহ্মহত্যার পাপ হওয়ায় ইন্দ্র যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন ভগবান তাঁকে সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে রক্ষা করেন। যখন অসুররা অনাথ দেবাঙ্গনাগণকে বন্দি করেছিলেন তখন সেই ভগবানই অসুরদের কবল থেকে তাঁদের মুক্ত

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে
হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্ বলেঃ ক্ষ্মাং
যাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ।। ২০

করেন। যখন হিরণ্যকশিপুর জন্য প্রহ্লাদাদি ভক্তরা ভয়ভীত হন তখন তাঁদের নির্ভয়দান হেতু ভগবান নৃসিংহাবতাররূপে অবতরণ করেন ও হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।। ১৯ ।।

তিনি দেবতাদের রক্ষা করবার জন্য দেবাসুর সংগ্রামে দৈত্যপতিগণকে বধ করেন এবং বিভিন্ন মন্বন্তরকালে নিজ শক্তি বলে বহু কলাবতার ধারণ করে ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তারপর তিনি বামনাবতাররূপে অবতরণ করে যাচনা ছল সহকারে এই পৃথিবীকে দৈত্যরাজ বলির হাত থেকে ছিনিয়ে নেন ও অদিতিনন্দন দেবতাদের অর্পণ করেন।। ২০ ।।

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাং চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্তিঃ।। ২১

তিনি পরশুরামরূপে অবতরণ করে এই ধরণীকে একুশবার ক্ষত্রিয়মুক্ত করেন। ভৃগুবংশে অগ্নিরূপে অবতরণ করে পরশুরাম তো হৈহয় বংশে প্রলয় এনেছিলেন। সেই ভগবানই রামাবতার কালে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করেন ; রাবণ ও তাঁর রাজধানী লঙ্কাকে ধূলিসাৎ করেন। তাঁর কীর্তি সমস্ত লোকের কলুষ নিবারণকারী। সীতাপতি ভগবান রাম সর্বকালে সর্বত্র বিজয়ী রূপেই পরিচিত।। ২১ ।।

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা
জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।
বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্
শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে।। ২২

রাজন্ ! অজন্মা হলেও ধরণীর ভার হরণ হেতু সেই ভগবানই যদুবংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং এমন সব কর্ম সম্পাদন করবেন যা বড় বড় দেবতারাও করতে অসমর্থ। তারপর ভবিষ্যতকালে সেই ভগবানই বুদ্ধরূপে অবতরণ করবেন এবং যজ্ঞে অনধিকারী ব্যক্তিদের যজ্ঞ সম্পাদন করতে দেখে বহু তর্ক-বিতর্ক সহযোগে মোহিত করবেন এবং কলিযুগের শেষে কল্কিঅবতাররূপে তিনি শূদ্র রাজাদের বধ করবেন।। ২২ ।।

এবংবিধানি কর্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ।
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ।। ২৩

হে মহাবাহু বিদেহরাজ ! ভগবানের অনন্ত কীর্তি। মহাত্মাগণ জগদীশ্বর ভগবানের এমন বহু জন্ম ও কর্মের প্রভূত ভজন-কীর্তন করেছেন।। ২৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।। ৪ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৪ ।।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

ভক্তিহীন পুরুষদের গতি এবং ভগবানের পূজাবিধির বর্ণনা

রাজোবাচ

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্॥ ১

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—হে যোগীশ্বরগণ! আপনারা তো শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী এবং ভগবানের পরম ভক্ত। অনুগ্রহ করে আমায় বলুন যে, সেই ব্যক্তিগণের কী গতি হয় যাদের কামনাসকল শান্ত হয়নি, লৌকিক-পারলৌকিক ভোগ লালসার নিবৃত্তি হয়নি, মন ও ইন্দ্রিয়-সমূহ বশীভূত হয়নি আর প্রায়শঃ ভগবানের ভজন-কীর্তনেও যুক্ত নন? ১॥

চমস উবাচ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ২

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্[১] ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ৩

এবার অষ্টম যোগীশ্বর শ্রীচমস বললেন—রাজন্! বিরাট্-পুরুষের মুখ থেকে সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে সত্ত্ব-রজ প্রধান ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় থেকে রজ-তম প্রধান বৈশ্য এবং চরণদ্বয় থেকে তম প্রধান শূদ্রর উৎপত্তি। তাঁরই উরুদ্বয় থেকে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় থেকে ব্রহ্মচর্য, বক্ষস্থল থেকে বানপ্রস্থ এবং মস্তক থেকে সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের সৃষ্টি। এই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের জন্মদাতা ভগবান স্বয়ং। তিনিই এদের স্বামী, নিয়ামক এবং আত্মাও। অতএব এই সকল বর্ণে ও আশ্রমে নিবাসকারী যে ব্যক্তি ভগবানের ভজন-কীর্তন করে না বরঞ্চ তার বিপরীত অনাদর করে; সে নিজ স্থান, বর্ণ, আশ্রম এবং মনুষ্য যোনি থেকেও পতিত হয়; তার অধঃপতন অনিবার্য॥ ২-৩॥

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্ দূরে চাচ্যুতকীর্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্॥ ৪

বহু রমণীবর্গ ও শূদ্রাদি ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রবচন ও নাম সংকীর্তনাদি থেকে কিছু ব্যবধানে চলে গেছে। তারা আপনার মতন ভগবদ্ভক্তদের অনুগ্রহ প্রার্থী। আপনারা প্রবচন ও নাম সংকীর্তনাদির সুযোগ নিয়ে তাদের উদ্ধারে সাহায্য করুন॥ ৪॥

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ চ হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥ ৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জন্মসূত্রে বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার দ্বারা ভগবানের চরণের সামীপ্য লাভ করেই আছে। এ সত্ত্বেও তারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন না করে অর্থবাদে যুক্ত হয়ে মোহিত হয়ে যায়॥ ৫॥

---

[১]স্থানভ্রষ্টাঃ।

কর্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ॥ ৬

তারা কর্মের রহস্য জানে না। মূর্খ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের পণ্ডিত বলে জাহির করে ও অভিমানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা সুমিষ্ট বচনে আকৃষ্ট হয় এবং কেবল অবাস্তব শব্দজালের মোহে পড়ে অতিরঞ্জিত বাক্য বিন্যাসে যুক্ত থাকে॥ ৬ ॥

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্॥ ৭

রজোগুণের আধিক্য হেতু তাদের সংকল্পও ভয়ংকর হয়ে থাকে। কামনার তো সীমাই থাকে না। তাঁদের ক্রোধ সর্পবৎ হয়। তাঁদের প্রেম কৃত্রিম ও অহংকার যুক্ত হয়ে থাকে। সেই পাপী ব্যক্তিগণ ভগবানের প্রিয় ভক্তদের উপহাস করে থাকে॥ ৭ ॥

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ॥ ৮

সেই মূর্খগণ পূজ্য প্রবীণ ব্যক্তিদের উপাসনা না করে স্ত্রীদের উপাসনায় যুক্ত থাকে। তদুপরি পরস্পর সমবেত হয়ে সেই গৃহস্থ জীবনের কল্পনায় মশগুল থাকে যার শ্রেষ্ঠ সুখ সহবাসেই সীমিত। যদিও তারা মাঝে-মধ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করে, কিন্তু অন্নদান থেকে বিরত থাকে ; বিধিসকল সজ্ঞানে অগ্রাহ্য করে, দক্ষিণাদানও করে না। কর্মরহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞান মূর্খগণ কেবল রসনাতৃপ্তি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি কল্পে শরীর পুষ্টিসাধন উপলক্ষ্যে নিরীহ পশুদের হত্যা করে থাকে॥ ৮ ॥

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥ ৯

ধনবত্তা বৈভবশালিতা, কুলীনতা, বিদ্যা, দান, সৌন্দর্য, বল এবং কর্মাদি অস্মিতা মদে মত্ত হয়ে সেই দুষ্টব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্ত সাধু-সন্ত ও ঈশ্বরেরও অপমানে কুণ্ঠাবোধ করে না॥ ৯ ॥

সর্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্[১]।
বেদোপগীতং চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্তয়া॥ ১০

বেদে এই সত্য বারংবার উদ্‌ঘোষিত যে ভগবান আকাশবৎ সর্ব প্রাণীদেহে নিত্য নিরন্তর বিরাজমান —তিনিই আত্মা, তিনিই প্রিয়তম। কিন্তু এই মূর্খগণ সেই বেদবাণীকে স্বীকার তো করে না উপরন্তু কেবল বড় বড় উচ্চাশার কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই কালক্ষেপন করে থাকে॥ ১০ ॥ বেদবিধিতে সেই সকল কর্মের নির্দেশ আছে যাতে মানব স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয় না। জগতে দেখা যায় যে প্রাণীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মৈথুন তথা মাংস এবং সুরা অভিমুখে ধাবিত হয়। অতএব বেদবাণীতে এই কর্মে যুক্ত হওয়ার বিধান দান কখনো সম্ভব নয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে বিবাহ, যজ্ঞ, সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা তার সেবনের যে বিধান

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ ১১

[১]স্থ.।

ধনং চ ধর্মৈকফলং যতো বৈ
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্যম্॥ ১২

বেদবাণীতে পরিলক্ষিত হয় তাঁর তাৎপর্য হল মানবকুলের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও তাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা। শ্রুতির অভীষ্ট বা উদ্দেশ্যও হল সেই সকল থেকে দূরে রেখে মানবকুলের উদ্ধার সাধন॥ ১১ ॥

অর্থের যথার্থ প্রয়োগ হল ধর্ম-পালনে ; কারণ ধর্ম থেকে পরমতত্ত্ব জ্ঞান এবং তার নিষ্ঠায় অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হয় এবং নিষ্ঠাতেই পরম শান্তির নিবাস। কিন্তু অতি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে মানব সেই অর্থের ব্যবহার গৃহস্থালি স্বার্থে অথবা কামভোগেই করে থাকে ; তারা ভুলে যায় যে তাদের দেহ মৃত্যুর অধীন এবং তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কখনো সম্ভব হয় না॥ ১২ ॥

যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্॥ ১৩

শ্রৌত্রামণি যজ্ঞেও সুরা আঘ্রাণের বিধান আছে পানের নয়। যজ্ঞে পশু উৎসর্গ (স্পর্শ মাত্র) পালনীয়, হিংসা নয়। এইভাবে সহধর্মিণীর সহিত মৈথুনের অনুমতি ধার্মিক ধারাবাহিকতা রক্ষার নিমিত্ত সন্তান উৎপন্ন করবার জন্যই দেওয়া হয়েছে, বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে কখনো নয়। কিন্তু অর্থবাদের এই দিকগুলিতে অভ্যস্ত বিষয়ীগণ এই বিশুদ্ধ ধর্মকে মানে না॥ ১৩ ॥

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিস্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥ ১৪

বিশুদ্ধ ধর্মে জ্ঞানহীন অহংকারী ব্যক্তিগণ বস্তুত দুষ্ট হয়েও নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে থাকে। সেই বিপথগামী ব্যক্তিরা পশুদের উপর হিংসা করে এবং মৃত্যুর পর সেই পশুরাই সেই ঘাতকদের ভক্ষণ করে॥ ১৪ ॥

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ১৫

এই শরীর নশ্বর। মৃত্যুর সঙ্গেই এর পরিবার-পরিজনদের সম্পর্ক শেষ হয়। যারা নিজ শরীরের প্রতি আসক্তির গ্রন্থিবন্ধন রাখে, অথচ অন্য শরীরে নিজ আত্মা এবং সর্বশক্তিমান ভগবানের উপর দ্বেষ ভাব পোষণ করে সেই মূর্খগণের অধঃপতন সুনিশ্চিত॥ ১৫ ॥

যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে॥ ১৬

যারা আত্মজ্ঞান লাভ করে কৈবল্য মোক্ষ লাভ করেননি আবার সম্পূর্ণরূপে মূঢ় স্তরেরও নয় সেই অপ্রাপ্ত স্থিতির ব্যক্তিগণ এদিক-ওদিক দু-দিকই হারান। যারা অর্থ, ধর্ম, কাম—এই তিন পুরুষার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকে, তারা ক্ষণিক শান্তি লাভেও সমর্থ হয় না। নিজের হাতে নিজের পায়ে তারা কুঠারাঘাত করেন। এই সব ব্যক্তিদেরই আত্মহন্তা বলে॥ ১৬ ॥

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ॥ ১৭

এই আত্মহন্তাগণ অজ্ঞানকেই জ্ঞান ভাবেন ; তাই তাঁদের শান্তি লাভ অসম্ভব হয়। এঁদের কর্ম-

হিত্বাত্যায়াসরচিতা গৃহাপত্যসুহৃচ্ছ্রিয়ঃ।
তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্‌মুখাঃ।। ১৮

ধারাবাহিকতার কখনো শান্তি হয় না। কালরূপী ভগবান এঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হতে বাধা দেন। অতএব এঁদের হৃদয়ের প্রজ্বলন ও বিষাদের শেষ হয় না।। ১৭।।

রাজন্! যে ব্যক্তিগণ অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে গৃহ, পুত্র, মিত্র ও ধন-সম্পত্তি আহরণ করে থাকে; কিন্তু অবশেষে তাঁদের সব পরিত্যাগ করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে নরকে গমন করতে হয়। ভগবানের ভজন-কীর্তনে বিরত ব্যক্তিগণের এই অবস্থাই হয়ে থাকে।। ১৮ ।।

রাজোবাচ

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্।। ১৯

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করলেন—হে যোগীশ্বরগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে বলুন যে, ভগবান কখন কোন্ রঙ ও কোন্ আকার ধারণ করেন এবং মানুষ কোন্ নামে ও কোন্ বিধিতে তাঁকে উপাসনা করে? ।। ১৯ ।।

করভাজন উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে।। ২০

এবার নবম যোগীশ্বর শ্রীকরভাজন বললেন—রাজন্! চতুর্যুগ হল—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। যুগে যুগে ভগবানের রঙ, নাম এবং আকৃতিতে পরিবর্তন আসে এবং তাঁর পূজার্চনাও বিভিন্ন বিধিতে হয়ে থাকে।। ২০ ।।

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্ দণ্ডকমণ্ডলূ।। ২১

সত্যযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের বর্ণ শ্বেত। তিনি চতুর্ভুজ ও তাঁর মস্তক জটা শোভিত। তিনি বল্কল বস্ত্র পরিধান করে থাকেন। কৃষ্ণ মৃগচর্ম, যজ্ঞোপবীত, রুদ্রাক্ষ মালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু তিনি ধারণ করে থাকেন।। ২১।।

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ।। ২২

সত্যযুগের মানুষ প্রশান্ত বিদ্বেষভাবরহিত, হিতৈষিতাসম্পন্ন এবং সমদর্শী হয়ে থাকেন। তাঁরা ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করে ধ্যানরূপ তপস্যা দ্বারা সকলের প্রকাশক পরমাত্মার আরাধনা করেন।। ২২ ।।

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে।। ২৩

তাঁরা হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা আদি নাম সহযোগে ভগবানের গুণকীর্তন ও লীলাদির কীর্তন করে থাকেন।। ২৩ ।।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।। ২৪

রাজন্! ত্রেতাযুগে ভগবান অগ্নিবর্ণ। তিনি চতুর্ভুজ ও কটিদেশে ত্রিমেখলা শোভিত এবং হিরণ্য কেশপাশযুক্ত। তিনি বেদ নির্ণায়ক যজ্ঞরূপে অবস্থান করে স্রুক, স্রুবা আদি যজ্ঞপাত্রসকল ধারণ করে থাকেন।। ২৪ ।।

তং তদা মনুজা দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ২৫

সেই যুগের মানব নিজ ধর্মে পরম নিষ্ঠাবান ; বেদ-সকল অধ্যয়ন অধ্যাপনে অতি পারঙ্গম হয়ে থাকেন। তাঁরা ঋগবেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদরূপ বেদত্রয়ী দ্বারা সর্বদেবস্বরূপ দেবাধিদেব ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করেন॥ ২৫ ॥

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্যতে॥ ২৬

ত্রেতাযুগের অধিকাংশ লোকেরা বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় আদি নাম সহযোগে তাঁর গুণকীর্তন এবং লীলাদির কীর্তন করে থাকেন॥ ২৬ ॥

দ্বাপরে ভগবাঞ্চ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥ ২৭

রাজন্ ! দ্বাপরযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শ্যামবর্ণ। তিনি পিতাম্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গদাদি আয়ুধ ধারণ করেন। তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, ভৃগুলতা, কৌস্তুভ-মণি আদি লক্ষণসমূহে তাঁর পরিচিতি হয়॥ ২৭ ॥

তং তদা[১] পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥ ২৮

রাজন্ ! সেই সময় জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ মহারাজদের প্রতীক ছত্র, চামর আদিযুক্ত পরমপুরুষ ভগবানের বৈদিক এবং তান্ত্রিক বিধিতে আরাধনা করে থাকেন॥ ২৮ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥ ২৯

নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ৩০

তাঁরা এইভাবে ভগবানের স্তুতি করে থাকেন—'হে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান বাসুদেব এবং ক্রিয়াশক্তিরূপ সংকর্ষণ ! আমরা আপনাকে বারংবার প্রণাম নিবেদন করছি। ভগবান প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপে আমরা আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ঋষি নারায়ণ, মহাত্মা নর, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ এবং সর্বভূতাত্মা ভগবানকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি'॥ ২৯-৩০ ॥

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥ ৩১

রাজন্ ! দ্বাপর যুগে লোকেরা জগদীশ্বর ভগবানের স্তুতি এইভাবেই করে থাকেন। কলিযুগে অনেক তন্ত্র-সমূহের বিধি-বিধান পূর্বক ভগবানের পূজা কেমন করে হয় তার বিবরণ শুনুন॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্[২]।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৩২

কলিযুগে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ। নীলকান্ত-মণিসম তাঁর অঙ্গদ্যুতি ; যেন উজ্জ্বল কান্তি ধারার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। তিনি হৃদয় আদি অঙ্গ, কৌস্তুভ আদি উপাঙ্গ, সুদর্শন আদি অস্ত্র এবং সুনন্দ আদি পার্ষদ সকলে সংযুক্ত থাকেন। কলিযুগে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এমন যজ্ঞ দ্বারা তাঁর আরাধনা করে থাকেন যাতে নাম-গুণ-লীলা সংকীর্তনের প্রাধান্য থাকে॥ ৩২ ॥

[১]তথা। [২]সাঙ্গোপাঙ্গং সপার্ষদম্।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ৩৩

তাঁরা ভগবানের স্তুতি এইভাবে করে থাকেন—"হে জগদীশ্বর ! আপনি শরণাগতের রক্ষাকর্তা। নিত্য ধ্যানগম্য আপনার পাদপদ্মদ্বয়। আপনি মায়া-মোহ উদ্ভূত জাগতিক পরাভবের গ্লানি হরণ করে থাকেন। ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু দানে আপনি কামধেনুস্বরূপ। আপনি তীর্থসকলকে উৎকর্ষ দানকারী পরম তীর্থস্বরূপ। শিব-ব্রহ্মাদি দেবতারা আপনার বন্দনা করে থাকেন। শরণাগতকে আপনি কখনো অস্বীকার করেন না। আপনি আপনার ভক্তসকলের আর্তি ও বিপত্তি হরণ করে থাকেন। আপনার পাদপদ্মদ্বয় ভবসাগর উত্তরণের তরণি। হে পুরুষপ্রবর ! আমি আপনার সেই পাদপদ্মদ্বয়ের বন্দনা করি॥ ৩৩ ॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং[1]
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ৩৪

হে ভগবন্ ! আপনার পাদপদ্ম যুগলের মহিমার বর্ণনা কে করতে পারে ? রামাবতারে পিতা দশরথের কথায় দেববাঞ্ছিত এবং দুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মীর ত্যাগ সহকারে আপনার পাদপদ্মযুগল বনে বনে বিচরণ করেছিল। সত্যই আপনি ধর্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, অতুলনীয়। এবং হে পুরুষপ্রবর ! স্বীয় প্রেয়সী সীতার আকাঙ্ক্ষিত মায়ামৃগের দিকে আপনার পাদপদ্মযুগল জেনেশুনে ধাবিত হতেই থাকল। সত্যই ধন্য আপনার প্রেমের পরাকাষ্ঠা। হে প্রভু আমি আপনার সেই পাদপদ্মযুগলের বন্দনা করি॥ ৩৪ ॥

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥ ৩৫

রাজন্ ! এইভাবে যুগে যুগে ভক্তগণ যুগানুরূপ নাম-রূপ সহযোগে বিভিন্ন উপায়ে ভগবানের আরাধনা করে থাকেন। অবশ্য এই তথ্যও সন্দেহাতীত যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই সকল পুরুষার্থের অধিদেবতা ভগবান শ্রীহরি স্বয়ংই॥ ৩৫ ॥

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্তনেনৈব সর্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে[2]॥ ৩৬

কলিযুগে একমাত্র সংকীর্তনের দ্বারাই স্বার্থ ও পরমার্থসকলের প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এই জন্যই গুণমুগ্ধ সারগ্রাহী শ্রেষ্ঠপুরুষগণ কলিযুগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকেন ; কলিযুগের উপর তাঁদের প্রীতি অসীম॥ ৩৬ ॥

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥ ৩৭

দেহাভিমানী জীব অনাদি কাল থেকে সংসার চক্রে বিচরণশীল। তাঁদের পক্ষে ভগবানের লীলা-গুণ-নাম-সংকীর্তনের থেকে অধিক অন্য কোনো পরম লাভ নেই ; কারণ এর প্রভাবে সংসারে নিত্য গতায়াতের নিবৃত্তি হয়ে থাকে ; পরম শান্তির অনুভূতি লাভ হয়ে থাকে॥ ৩৭ ॥

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ৩৮

রাজন্ ! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের প্রজাসকলের একান্ত কাম্য যে তাদের জন্ম যেন কলিযুগে হয় ; কারণ

[1]রাজলক্ষ্মীম্। [2]হ্যপি লভ্যতে।

ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥ ৩৯

কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥ ৪০

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥ ৪১

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ৪২

কলিযুগেই ভগবান নারায়ণের শরণাগত এবং আশ্রিত ভক্তসকলের আগমনের অপরিমিততা সম্ভব। হে মহারাজ বিদেহ ! কলিযুগে দ্রাবিড়দেশে অধিক ভক্ত পাওয়া যায় ; সেখানে যে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা পয়স্বিনী, পরমপবিত্র কাবেরী, মহানদী, এবং প্রতীচী নদীসকল আবহমান কাল থেকে প্রবাহমানা। রাজন্ ! যাঁরা এই সকল নদীর জল পান করে থাকেন প্রায়শ অন্তরের শুদ্ধিকরণ হয়ে তাঁরা ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হয়ে যান॥ ৩৮-৪০॥

রাজন্ ! যাঁরা করণীয় কর্তব্য আদি কর্মবাসনাসকল অথবা ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করে সর্বাত্মভাবে শরণাগত-বৎসল প্রেমবরদাতা ভগবান মুকুন্দের শরণে এসেছেন, তাঁরা দেব-ঋষি-পিতৃ-প্রাণী-কুটুম্ব-অতিথি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান ; তাঁরা অন্য কারো অধীন নন, কারো সেবক নন, কোনো বন্ধনেও যুক্ত নন॥ ৪১ ॥

যদি প্রেমী ভক্ত অন্য সকল চিন্তা, আস্থা, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি ত্যাগ করে অনন্যচিত্তে নিজ প্রিয়তম ভগবানের পাদপদ্মের ভজনা করে, তাহলে প্রথমত তার দ্বারা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভবই হয় না ; তবুও যদি কোনো কারণে সে পাপকর্মে যুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার হৃদয়ে অবস্থিত পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরি সেইসব ধৌত করে হৃদয়কে শুদ্ধ করে দেন॥ ৪২ ॥

নারদ উবাচ

ধর্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ॥ ৪৩

নারদ বললেন—হে বসুদেব ! মিথিলানরেশ রাজা নিমি, নয় জন যোগীশ্বরের এইরূপ ভাগবতধর্মের বর্ণনা শুনে পরম আহ্লাদিত হলেন তিনি নিজ ঋত্বিক এবং আচার্য সহযোগে ঋষভনন্দন নয় জন যোগীশ্বরদের পূজা করলেন॥ ৪৩ ॥

ততোঽন্তর্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাজা ধর্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্॥ ৪৪

তারপর সকলের সম্মুখেই সেই সিদ্ধগণ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বিদেহরাজ নিমি তাঁর শোনা ভাগবতধর্মের সম্যক্ আচরণপূর্বক পরমগতি লাভ করলেন॥ ৪৪ ॥

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্মান্ ভাগবতাঞ্ছ্রুতান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্॥ ৪৫

হে মহাভাগ্যবান বসুদেব ! আমি তোমাকে যে ভাগবতধর্মের উপদেশ প্রদান করেছি তা শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করলে অবশেষে তুমিও সকল আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের পরমপদ লাভে সমর্থ হবে॥ ৪৫ ॥

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ।
পুত্রতামগমদ্ যদ্ বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ॥ ৪৬

হে বসুদেব ! সমগ্র জগৎ তোমার ও দেবকীর যশে পরিপূর্ণ হয়ে আছে ; কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন॥ ৪৬ ॥

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ[১]।
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্বতোঃ॥ ৪৭

তোমরা ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, আলাপন এবং তাঁর শয়ন, উপবেশন, অশন কার্যাদি দ্বারা বাৎসল্য স্নেহ দান করে নিজেদের হৃদয়ের বিশুদ্ধিকরণ করতে সমর্থ হয়েছ ; তোমরা তো পরমপবিত্র॥ ৪৭ ॥

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্র[২]-
শাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ[৩] শয়নাসনাদৌ[৪]
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্॥ ৪৮

হে বসুদেব ! শিশুপাল, পৌণ্ড্রক এবং শাল্বাদি রাজারা বৈরীভাবাপন্ন থেকে শ্রীকৃষ্ণের চাল-চলন, লীলা-বিলাস, চাহন-কথন স্মরণ করেছিলেন। তাও নিয়ম করে নয়—শয়নে, উপবেশনে, ভ্রমণে স্বাভাবিকরূপেই। তা সত্ত্বেও তাঁদের চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হয়ে গেল এবং তাঁরা সারূপ্য মুক্তির অধিকারী হলেন। তাহলে যারা প্রেমভাব এবং অনুরাগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ-মনন করেন তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিতে কি সন্দেহ থাকা সম্ভব ? ৪৮ ॥

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্বাত্মনীশ্বরে[৫]।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্যে পরেঽব্যয়ে॥ ৪৯

হে বসুদেব ! শ্রীকৃষ্ণকে শুধুমাত্র নিজের পুত্র বলে মনে করবে না। তিনি সর্বাত্মা, সর্বেশ্বর, কারণাতীত এবং অবিনাশী। লীলার কারণে তাঁর মানব-শরীরে আগমন এবং ঐশ্বর্য সংবরণ সেই কারণেই॥ ৪৯ ॥

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে॥ ৫০

তিনি ধরণীর ভারস্বরূপ রাজবেশধারী অসুরদের নাশ ও সাধু-সন্তদের রক্ষা করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য হল জীবের পরম শান্তি এবং মুক্তি প্রদান। তাই জগতে তাঁর কীর্তির সংকীর্তনও হয়ে থাকে॥ ৫০ ॥

শ্রীশুক[৬] উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ।
দেবকী চ[৭] মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ॥ ৫১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! নারদের মুখে এই কথা জানতে পেরে পরম ভাগ্যবান বসুদেব ও পরম ভাগ্যবতী দেবকী দুজনেরই বিস্ময় হল। তাঁদের মধ্যে অবশিষ্ট মায়ামোহ তৎক্ষণাৎ অপসৃত হল॥ ৫১ ॥

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্ যঃ সমাহিতঃ।
স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫২

রাজন্ ! পরমপবিত্র এই ইতিহাস যে একাগ্রচিত্তে ধারণ করতে প্রয়াসী হয় তার সমস্ত শোক-মোহ দূরীভূত হয় এবং সে ব্রহ্মপদ লাভ করতে সমর্থ হয়॥ ৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

---

[১]সশয্যাসনভোজনৈঃ। [২]শিশুপালশাল্বপৌণ্ড্রাদয়ো। [৩]আকৃতিধিয়ঃ। [৪]শয়নাশনাদৌ।
[৫]সর্বেশ্বরে গুরৌ। [৬]প্রাচীন বইতে নেই। [৭]তু।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবতাদের ভগবানের কাছে স্বধাম প্রত্যাগমনের প্রার্থনা এবং যাদবদের প্রভাস-ক্ষেত্র গমনের প্রস্তুতি করতে দেখে উদ্ধবের ভগবান সকাশে আগমন

শ্রীশুক[১] উবাচ

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ॥ ১

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোঽশ্বিনৌ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ॥ ২

গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ॥ ৩

দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে[২] লোকেষু সর্বলোকমলাপহম্॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন দেবর্ষি নারদ বসুদেবকে উপদেশ দান করে চলে গেলেন, তখন স্বীয় পুত্র সনকাদি, দেবতা এবং প্রজাপতিগণসহ ব্রহ্মা, ভূতগণসহ সর্বেশ্বর মহাদেব এবং মরুদ্গণসহ ইন্দ্র দ্বারকায় এলেন। তাঁদের সঙ্গে সকল আদিত্যগণ, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমার, ঋভু, অঙ্গিরাবংশোদ্ভূত ঋষি, একাদশ রুদ্র, বিশ্বেদেব, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরাগণ, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক (অথবা যক্ষ), ঋষি, পিতৃপুরুষগণ, বিদ্যাধর এবং কিন্নরগণও সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল যে মানবসম মনোহর বেশ ধারণকারী এবং নিজ শ্যামসুন্দর বিগ্রহে সকলের চিত্ত আকর্ষণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ ; কারণ এইসময়ে নিজ বিগ্রহ ধারণ করে তার দ্বারা ত্রিলোকে তিনি এমন পবিত্র কীর্তির বিস্তার করেছেন যা ত্রিলোকের পাপ-তাপ সর্বকালের জন্য নিবারণ করে॥ ১-৪ ॥

তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্॥ ৫

দ্বারকাপুরী তখন সর্ব সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ এবং অলৌকিক দীপ্তিতে দেদীপ্যমান লাগছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা অনুপম সৌন্দর্যযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। ভগবানের রূপমাধুরী নির্নিমেষ নয়নে পান করেও তাঁদের নেত্র তৃপ্ত হতে পারছিল না। তাঁরা বহুক্ষণ অনিমেষনেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন॥ ৫ ॥

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্ ॥ ৬

তাঁরা স্বর্গের নন্দনকানন, চৈত্ররথ আদি উদ্যানের দিব্যপুষ্প দ্বারা জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যেন আচ্ছাদিত করে দিলেন এবং মাধুর্যপূর্ণ পদ ও অর্থবহ বাণীদ্বারা তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন॥ ৬ ॥

দেবা ঊচুঃ

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্মময়োরুপাশাৎ॥ ৭

দেবতারা প্রার্থনা করে বললেন—হে সর্বময়কর্তা! কর্মের কঠোর কূটবন্ধ থেকে মুক্ত হওয়ার কামনায়

---

[১]শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

[২]বিতনুতে লোকে।

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ॥ ৮

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥ ৯

স্যান্নস্তবাঙ্‌ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-[১]
র্ব্যূহেঽর্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায়॥ ১০

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ॥ ১১

মুমুক্ষুজন ভাব-ভক্তি সহযোগে যার স্মরণ-মনন করে থাকেন, আপনার সেই পাদপদ্মে আমরা নিজ বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বাণীর দ্বারা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম* নিবেদন করছি। ধন্য ! পরমাশ্চর্য ! ৭ ॥

হে অজিত ! আপনি মায়িক রজঃ আদি গুণে স্থিত হয়েও নিজ ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা সৃষ্ট নিজ অংশেই এই নাম-রূপযুক্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। কর্ম করেও আপনি কর্মে নির্লিপ্ত থাকেন ; কারণ আপনি রাগ-দ্বেষাদি দোষসকল থেকে সর্বত মুক্ত এবং নিজ নিরাবরণ অখণ্ড স্বরূপভূত পরমানন্দে মগ্ন রয়েছেন॥ ৮ ॥

হে স্তুতিযোগ্য পরমাত্মা ! যাঁদের চিত্তবৃত্তি রাগ-দ্বেষাদি কলুষমণ্ডিত তাঁরা বেদ অধ্যয়ন, দান তপস্যা এবং যজ্ঞ সম্পাদন করলেও তাঁদের শুদ্ধি শ্রবণপুষ্ট শুদ্ধান্তকরণ ব্যক্তিদের স্তরে কখনো পৌঁছতে পারে না ; কারণ এই শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ আপনার লীলাকথা ও কীর্তি শ্রবণপূর্বক উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পরিপূর্ণতা লাভের শ্রদ্ধায় যুক্ত থেকে এক সুউচ্চ ভূমিতে অবস্থান করে থাকেন॥ ৯ ॥

আপনার পাদপদ্মের মাহাত্ম্য অসীম। মননশীল মুমুক্ষুগণ মোক্ষপ্রাপ্তি কল্পে নিজ প্রেমাপ্লুত হৃদয়ে তা ধারণ করে বিচরণ করে থাকেন। পাঞ্চরাত্র বিধি অনুসরণকারী ভক্তসদৃশ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে যাঁর উপাসনা করেন, জিতেন্দ্রিয় আত্মস্থ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোক অতিক্রমণ পূর্বক ভগবদধাম প্রাপ্তির মানসে ত্রিসন্ধ্যা যাঁর পূজা করে থাকেন, যাজ্ঞিক ব্যক্তিগণও ত্রিবেদ নির্দেশিত বিধিদ্বারা নিজ সংযত হস্তে হবিষ্য ধারণ করে যজ্ঞ-কুণ্ডে আহুতি দিয়ে তাঁরই ধ্যানে প্রীতি মনোনিবেশ করেন। আপনার আত্মস্বরূপে যুক্ত মায়ার জিজ্ঞাসু যোগিগণ হৃদয়ের গভীরে দহরবিদ্যাদি সহকারে যাঁর ধ্যান করে

[১]আত্মবিদ্ভিঃ।

*এখানে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের তাৎপর্য হল—
দোর্ভ্যাং পাদাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গং ঈরিতঃ॥
হস্ত, চরণ, উরু, বক্ষস্থল, মস্তক, নেত্র, মন ও বাণী—এই অষ্ট অঙ্গদ্বারা কৃত প্রণামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

থাকেন, পরম প্রেমযুক্ত আপনার ভক্তগণ তাকেই পরমারাধ্য ইষ্টজ্ঞানে মগ্ন থাকেন। আপনার সেই পাদপদ্ম আমাদের বাসনাসকলের ভস্মীভূত করবার জন্য অগ্নিস্বরূপ হোক এবং আমাদের পাপ-তাপ সমুদায় ভস্ম করে দিক॥ ১০-১১ ॥

পর্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নীবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্‌ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ॥ ১২

এই পদ্মাসনা লক্ষ্মী আপনার বক্ষঃস্থলে ধারিত বিশুষ্ক পর্যুষিত বৈজয়ন্তীমালাকেও সতীন জ্ঞানে ঈর্ষা করেন। তবুও আপনি তাঁর সংশয়কে আমল না দিয়ে ভক্তের দেওয়া সেই বিশুষ্ক মালা পূজারূপে প্রেমপূর্বক স্বীকার করে থাকেন। অন্তরে এই মনোবাসনা যে, ভক্তবৎসল প্রভুর পাদপদ্ম সর্বদা আমাদের বিষয়-বাসনাকে ভস্মসাৎ করবার জন্য অগ্নিস্বরূপ হোক॥ ১২ ॥

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ॥ ১৩

হে অনন্তশয়ান ! বামনাবতারে দৈত্যরাজ বলির দেওয়া ভূমি পরিমাপন কালে আপনি আপনার চরণপদ্ম যখন প্রসারিত করেছিলেন তখন তা সত্যলোকেও পৌঁছেছিল। তা দেখে মনে হয়েছিল যেন বিশাল জয় পতাকা উড়ছে। ব্রহ্মার পাদপ্রক্ষালন কার্য শেষে পাদসম্ভূত গঙ্গার ত্রিধারায় প্রবাহিত জলরাশিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনটি পতাকা একযোগে উড্ডীয়মান। তাই দেখে একদিকে অসুরসেনা ভীত ও অন্যদিকে দেবসেনা আশ্বস্ত হয়েছিল। আপনার সেই পাদপদ্ম সাধুস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপনারই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তির অনুভূতি দেয় এবং দুষ্টদের যথাযোগ্য অধোগতির কারণ হয়। হে ভগবন্ ! আপনার সেই পাদপদ্মযুগল আমাদের মতন ভজনকারীদের সমস্ত পাপ-তাপ সম্মার্জনা করুক, এই প্রার্থনা করি॥ ১৩ ॥

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য॥ ১৪

ব্রহ্মাদি শরীরধারীগণ সত্ত্ব, রজ, তম—এই ত্রিগুণের পরস্পরবিরোধী ত্রিবিধ ভাবের তারতম্যে প্রাণ-ধারণ ও ত্যাগ করেন। তাঁরা সুখ-দুঃখের অবমর্দনের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত এবং বাঁধা পোষা বলদের মতন আপনার বশীভূত। আপনি তাঁদের জন্যও কালস্বরূপ। তাঁদের জীবনের আদি, মধ্য, অন্ত আপনারই অধীন। তদুপরি আপনি প্রকৃতি এবং পুরুষ অবস্থার উর্ধ্বে স্থিত স্বয়ং পুরুষোত্তম। আপনার পাদপদ্মযুগল আমাদের কল্যাণ করুক॥ ১৪ ॥

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্॥ ১৫

হে প্রভু ! আপনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-এর উপাদান-কারণস্বরূপ ; কারণ শাস্ত্রের বিধানানুসারে

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য[১] যয়া স্ববীর্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন আণ্ডকোশং
হৈমং সসর্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্।। ১৬

তত্তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্ ।
অর্থাঞ্জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম।। ১৭

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ।। ১৮

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি[২] হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি।। ১৯

বাদরায়ণিরুবাচ

ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্।
অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ।। ২০

আপনি প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহত্তত্ত্বের নিয়ন্ত্রণকর্তা মহাকাল। শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা-কালরূপ তিন অক্ষাগ্রকীলক যুক্ত সংবৎসরের রূপধারী, সকলকে ক্ষয় অভিমুখে ধাবিত করবার কাল আপনিই। আপনার গতি অবাধ ও গম্ভীর। আপনি স্বয়ং পুরুষোত্তম।। ১৫ ।।

এই পুরুষ আপনার শক্তিতে অমোঘবীর্য হয়ে মায়ার সঙ্গে মিলিত হয় এবং বিশ্বের মহত্তত্ত্বরূপ গর্ভ স্থাপন করে। তারপর সেই মহত্তত্ত্ব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অনুসরণ করে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহংকার এবং মনরূপ সপ্ত আবরণযুক্ত সুবর্ণময় ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে।। ১৬ ।।

অতএব হে হৃষীকেশ ! আপনি সমস্ত জগৎ চরাচরের অধীশ্বর। তাই আপনি মায়ার গুণবৈপরীত্য হেতু উদ্ভূত পদার্থসমুদায় উপভোগ করেও তাতে লিপ্ত হন না। এটা কেবল আপনার পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা তা ত্যাগ করেও বিষয় থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন।। ১৭ ।।

আপনার নিবাস ষোড়শ সহস্র রাজমহিষীগণের মধ্যে। তাঁরা সকলে স্মিতহাস্য, কটাক্ষ প্রেক্ষণ, মনোহর ভ্রূ সঞ্চালন এবং রতিরঙ্গ সহযোগে প্রৌঢ় সম্মোহক কামবাণ নিক্ষেপ এবং কামকলার বিবিধ রীতি প্রয়োগ করে আপনার মন আকর্ষণ করবার চেষ্টায় যুক্ত থাকেন কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁদের পরিপুষ্ট কামবাণ প্রয়োগ করেও আপনার মন চঞ্চল করতে সফল হন না। তাঁদের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় না।। ১৮ ।।

আপানি ত্রিলোকের পাপরাশিকে বিধৌত করবার জন্য দুই পবিত্র ধারাপ্রবাহ উন্মুখ রেখেছেন—প্রথম আপনার অমৃতময়ী লীলাতে পরিপূর্ণ কথানদী এবং দ্বিতীয় আপনার পাদপ্রক্ষালিত উদ্ভূত গঙ্গা নদী। সৎসঙ্গসেবী বিবেকযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ণদ্বার দ্বারা কথা নদীতে এবং শরীর দ্বারা গঙ্গা নদীতে অবগাহন করে দুই তীর্থেরই সেবন করেন ও নিজ পাপ-তাপ নিবারণ করেন।। ১৯ ।।

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! দেবতাগণ ও ভগবান শংকরসহ ব্রহ্মা এইরূপে ভগবানের স্তুতি করলেন। তারপর তাঁরা প্রণাম নিবেদনপূর্বক নিজ নিজ

[১]সমধিকৃত্য। [২]শমলং নিহন্তুম্।

ব্রহ্মোবাচ

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা[1] বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মংস্তত্তথৈবোপপাদিতম্ ॥ ২১

ধর্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া।
কীর্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্বলোকমলাপহা॥ ২২

অবতীর্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্ রূপমনুত্তমম্।
কর্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোহকৃথাঃ॥ ২৩

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ॥ ২৪

যদুবংশেহবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো॥ ২৫

নাধুনা তেহখিলাধার দেবকার্যাবশেষিতম্।
কুলং চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্॥ ২৬

ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকাঁল্লোকপালান্ নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্॥ ২৭

শ্রীভগবানুবাচ

অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর।
কৃতং বঃ কার্যমখিলং ভূমের্ভারোহবতারিতঃ॥ ২৮

তদিদং যাদবকুলং বীর্যশৌর্যশ্রিয়োদ্ধতম্।
লোকং জিঘৃক্ষদ্ রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ॥ ২৯

ধাম অভিমুখে যাত্রার পূর্বে আকাশপথে স্থিতি রেখে ভগবানকে এইভাবে বলতে লাগলেন॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা বললেন—হে সর্বাত্মপরায়ণ প্রভু ! পূর্বে আমরা আপনাকে অবতাররূপ ধারণ করে ভূভার লাঘবের প্রার্থনা করেছিলাম। আপনি আমাদের প্রার্থনানুসারে সেই কার্য সুচারুভাবে সম্পাদন করেছেন॥ ২১ ॥

আপনি সত্যনিষ্ঠ সাধুব্যক্তিদের কল্যাণ হেতু ধর্ম সংস্থাপিত করেছেন এবং দিগ্‌দিগন্তে আপনার কীর্তি প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন যা শ্রবণ করে সকলে মনের আবিলতা অপসারণে সক্ষম হন॥ ২২ ॥

আপনি এই সর্বোত্তম রূপ ধারণ করে যদুবংশে অবতার হলেন এবং জগৎ কল্যাণে উদারতা এবং পরাক্রম সমৃদ্ধ প্রভূত লীলাভিনয় করলেন॥ ২৩ ॥

হে প্রভু ! কলিযুগে যে সদাভিপ্রায় ব্যক্তিগণ আপনার এই সকল লীলার শ্রবণ-কীর্তন করবেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে অতিক্রম করতে পারবেন॥ ২৪ ॥

হে পুরুষোত্তম ! হে সর্বশক্তিমান প্রভু ! আপনার যদুবংশে অবতাররূপে আগমনের একশত পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে॥ ২৫ ॥

হে সর্বাধার, ধরণীধর ! আমাদের আর কোনো এমন কর্ম অবশিষ্ট নেই যা চরিতার্থ করবার নিমিত্ত আপনার এখানে অবস্থান করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আপনার এই যদুকুল যেন ধ্বংস হয়েই গেছে॥ ২৬ ॥

অতএব হে বৈকুণ্ঠনাথ ! যদি আপনি সমুচিত মনে করেন তাহলে পরমধামে প্রত্যাগমন করুন এবং আপনার সেবক আমাদের মতন লোকপালদের এবং আমাদের লোকাদির লালন-পালন করুন॥ ২৭ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ব্রহ্মা ! আপনি যা ইচ্ছা করেন আমি ইতিমধ্যেই তা সম্পূর্ণ করার কথা ভেবে রেখেছি। আপনাদের ইচ্ছানুসারে ভূভার হরণ সম্পাদিত হয়েছে॥ ২৮ ॥

এখনও কিন্তু একটি কার্য অসম্পূর্ণ রয়েছে। এই যদুবংশজাতগণ বল-বিক্রমে, শৌর্য-বীর্যে এবং ধন-

[1] সুরৈঃ।

যদাসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্।
গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৩০

ইদানীং নাশ আরব্ধ কুলস্য দ্বিজশাপতঃ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্নেতদন্তে তবানঘ॥ ৩১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ প্রণিপত্য তম্।
সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত॥ ৩২

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্।
বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান্ সমাগতান্॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ[1]

এতে বৈ সুমহোৎপাতা ব্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্বতঃ[2]।
শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ॥ ৩৪

ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং[3] যাস্যামোঽদ্যৈব মা চিরম্॥ ৩৫

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্ গৃহীতো যক্ষ্মণোডুরাট্।
বিমুক্ত কিল্বষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্॥ ৩৬

বয়ং চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৄন্ সুরান্।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা॥ ৩৭

তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবম্॥ ৩৮

সম্পদের প্রাচুর্যে উন্মত্তবৎ হয়ে উঠেছে। তারা সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে নিতে উদ্যত। আমি সমুদ্র সৈকতবৎ তাদের শাসন করে রেখেছি॥ ২৯ ॥

যদি আমি এই অহংকারী ও উচ্ছৃঙ্খল যদুবংশের বিশাল সমাবেশকে বিনাশ না করে প্রত্যাগমন করি তাহলে তারা মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করে সমস্ত লোকাদির সংহার করে বসবে॥ ৩০ ॥

হে অনঘ ব্রহ্মা ! এক্ষণে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে এই বংশের নাশের সূত্রপাত হয়েছে। তার পরিসমাপ্তির পর আমার ধামে প্রত্যাগমন হবে॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যখন অখিল লোকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বললেন তখন ব্রহ্মা তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে স্বধাম গমন করলেন॥ ৩২ ॥

তাঁদের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত কালেই দ্বারকাপুরীতে অনেক অশুভলক্ষণ ও উপদ্রব দেখা যেতে শুরু করল। তা দেখে যদুবংশের বয়োজ্যেষ্ঠগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন ॥ ৩৩ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে বয়োবৃদ্ধগণ ! এখন দ্বারকায় সর্বত্র ভয়ানক সব অশুভ লক্ষণ ও উপদ্রব দেখা দিতে শুরু করেছে। আপনারা অবগত আছেন যে ব্রাহ্মণগণ আমাদের বংশের উপর এমন অভিশাপ দিয়েছেন যে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। আমার মনে হয় যে নিজেদের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত আমাদের আর এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না। কালক্ষেপনের দরকার নেই ; আসুন আজই আমরা পরমপবিত্র প্রভাস-ক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করি॥ ৩৪-৩৫ ॥

এই প্রভাস ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অসীম। যখন দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে চন্দ্রকে রাজযক্ষ্মা রোগ গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তখন চন্দ্র প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে স্নান করায় পাপজনিত রোগ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন ও তাঁর কলাবৃদ্ধিরগুণে বিভূষিত হন॥ ৩৬ ॥

আমরাও প্রভাসক্ষেত্রে পৌঁছে স্নান করব। দেবতা এবং পিতৃপুরুষদের তর্পণ করব এবং তার সঙ্গে বহুগুণসম্পন্ন ভোজ্য প্রস্তুত করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সেবন

[1]প্রাচীন বইতে 'শ্রীভগবানুবাচ' নেই।　[2]সর্বশঃ।　[3]সুমহাপুণ্যম্।

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুলনন্দন[১]।
গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সমযূযুজন্॥ ৩৯

তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ॥ ৪০

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত॥ ৪১

উদ্ধব[২] উবাচ

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সন্ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ॥ ৪২

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥ ৪৩

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং[৩] জনঃ॥ ৪৪

শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি॥ ৪৫

করাব। সেখানে আমরা সেই সদ্ ব্রাহ্মণদের পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে দান-দক্ষিণা দিয়ে প্রসন্ন করব। যেমন জাহাজে অধিরোহণপূর্বক দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করা সম্ভব হয় আমরাও ব্রাহ্মণদের কৃপা-তরণীতে চড়ে সেই বিশাল সংকট সাগর পার করব॥ ৩৭-৩৮ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে কুলনন্দন ! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করলেন তখন যদুবংশজাতগণ এককথায় প্রভাস গমনে রাজী হয়ে গেলেন ও সকলে নিজ নিজ রথ প্রস্তুত করতে লাগলেন॥ ৩৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ও সেবক ছিলেন উদ্ধব। তিনি ভগবানের আদেশের কথা শুনলেন ও যদুবংশজাতদের যাত্রার প্রস্তুতি করতেও দেখলেন। চারদিকে অতি ভয়ংকর অশুভ লক্ষণ দেখে তিনি একান্তে জগতের একমাত্র অধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকাশে গমন করলেন। ভগবানের চরণযুগলে মস্তক ধারণপূর্বক প্রণাম নিবেদন করে তিনি করজোড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন॥ ৪০-৪১ ॥

উদ্ধব বললেন—হে যোগেশ্বর ! আপনি দেবাধিদেবগণেরও অধীশ্বর । আপনার লীলার শ্রবণ-কীর্তনে জীব পবিত্র হয়ে যায়। আপনি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। ইচ্ছা করলে আপনি ব্রাহ্মণদের অভিশাপকে খণ্ডন করতে পারতেন। কিন্তু আপনি তেমন কিছু করলেন না। এর থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে এবার আপনি যদুবংশ সংহারপূর্বক নির্বংশ করে এই লোক পরিত্যাগ করবেন॥ ৪২ ॥

কিন্তু হে কুঞ্চিত অলকাবলিযুক্ত শ্যামসুন্দর ! আপনার পাদপদ্মের বিস্মরণ আমার পক্ষে ক্ষণার্ধের জন্যও সম্ভব নয়। হে আমার জীবনসর্বস্ব। হে আমার প্রভু ! আপনি আমাকেও আপনার ধামে নিয়ে চলুন॥ ৪৩ ॥

হে প্রিয়তম কৃষ্ণ ! আপনার লীলাসকল মানবকুলের জন্য পরম মঙ্গলময় ; লীলার কীর্তন শ্রুতিপথের জন্য অমৃতস্বরূপ। যে একবার আপনার লীলার রসাস্বাদন করেছে তার মধ্যে অন্য বস্তুর লালসা

[১]কুরুনন্দন। [২]প্রাচীন বইতে 'উদ্ধব উবাচ' নেই। [৩]ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ।

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥ ৪৬

অবশিষ্ট থাকে না। হে প্রভু ! আমরা অতীতে উঠতে-বসতে, নিদ্রা-জাগরণে, বিচরণ কালে আপনার সঙ্গেই ছিলাম ; স্নান, খাওয়া, কাজ, খেলা সব সময়েই। আর কত বলব ? আমাদের সকল কার্যে আপনার সাহচর্য লাভ করেছি। আপনি তো আমাদের অতি প্রিয় ; আত্মাবৎ। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের মতন প্রেমীভক্তরা আপনার বিরহ কেমন করে সহ্য করবে ? ৪৪-৪৫ ॥

আমরা আপনার ধারণ করা মালা পরেছি, আপনার ব্যবহার করা চন্দন লেপন করেছি, আপনার ছাড়া কাপড় অঙ্গে ধারণ করেছি আর আপনার ব্যবহার করা অলংকারে নিজেদের সজ্জিত করেছি। আমরা আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী সেবকমাত্র। অতএব আপনার মায়ার প্রভাব আমরা অবশ্যই কাটিয়ে উঠব। অতএব হে প্রভু ! আমরা আপনার মায়াকে ভয় পাই না ; ভয় পাই আপনার বিয়োগ ব্যথাকে॥ ৪৬ ॥

বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ৪৭

আমরা বিলক্ষণ জানি যে মায়ার গণ্ডি থেকে উত্তরণ অতি সুকঠিন। অতি বড় মুনি-ঋষিরাও দিগম্বর থেকে এবং আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করে অধ্যাত্ম বিদ্যালাভহেতু প্রচণ্ড পরিশ্রম করে থাকেন। এহেন কঠিন সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে সেই সন্ন্যাসিগণের হৃদয় বিশুদ্ধতা লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তাঁরা তখন শান্ত চিত্তে নৈষ্কর্ম অবস্থাতে স্থিত থেকে আপনার ব্রহ্মরূপে পরিচিত ধাম প্রাপ্ত করেন॥ ৪৭ ॥

বয়ং ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥ ৪৮

হে মহাযোগেশ্বর ! আমরা তো কর্ম মার্গেই বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরছি। তবে একথাও নিশ্চিত যে আমরা আপনার ভক্তদের সঙ্গে আপনার গুণ ও লীলার রোমন্থন করে যাব এবং মানব শরীরে লীলাকালে আপনি যা করেছেন অথবা বলেছেন তার স্মরণ-মনন করতেই থাকব। তার সঙ্গে আপনার হাবভাব, মৃদু হাসা করুণাদৃষ্টি এবং হাস্য-পরিহাসের স্মৃতিতে আপ্লুত হয়ে যাব। কেবল এইভাবেই আমরা আপনার দুস্তর মায়ার গণ্ডিকে অতিক্রম করে যাব। অতএব আমাদের মায়ার গণ্ডি পার হওয়ার দুশ্চিন্তা আদপেই নেই, আছে কেবল বিরহের চিন্তা। আপনি আমাদের ত্যাগ করে যাবেন না, সঙ্গে নিয়ে চলুন॥ ৪৮-৪৯ ॥

স্মরন্তঃ কীর্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্॥ ৪৯

শ্রীশুক উবাচ[১]

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং সমভাষত।। ৫০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যখন উদ্ধব দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করলেন তখন তিনি নিজ অনন্যচিত্ত সখা এবং সেবক উদ্ধবকে এই কথা বললেন॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

অবধূতোপাখ্যান—পৃথিবী থেকে পায়রা পর্যন্ত আটজন গুরুর উপাখ্যান

শ্রীভগবানুবাচ

যদাথ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পরমভক্ত উদ্ধব ! তোমার অনুমান সঠিক ; আমি তেমনই করতে চাই। ব্রহ্মা, শংকর এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণও এখন এই কামনা করেন যে আমি যেন তাঁদের লোক হয়ে স্বধামে গমন করি॥ ১ ॥

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্যমশেষতঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ॥ ২

এই ধরায় দেব অভিলষিত কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কার্য সমাধা উদ্দেশ্যেই আমার বলরাম সহযোগে অবতীর্ণ হওয়া॥ ২ ॥

কুলং বৈ শাপনির্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ।
সমুদ্রঃ সপ্তমেঽহ্ন্যেতাং পুরীং চ প্লাবয়িষ্যতি॥ ৩

এই যদুবংশ তো ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভস্ম হয়েই আছে। পারস্পরিক মনোমালিন্য ও যুদ্ধে তার অবসান হওয়া নিশ্চিত। আজ থেকে সপ্তম দিবসে সমুদ্র এই দ্বারকাপুরীকে জলপ্লাবিত করবে॥ ৩ ॥

যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ॥ ৪

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার মর্ত্যলোক পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সকল মঙ্গলের অবসান হবে এবং খুব অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীতে কলিযুগের সূচনা হবে॥ ৪ ॥

ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে।
জনোঽধর্মরুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে॥ ৫

আমার মর্ত্যধাম ত্যাগ হওয়ার পর তুমি কিন্তু সেখানে থাকবার চেষ্টা কোরো না ; কারণ হে সাধু উদ্ধব ! কলিযুগের অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তি অধর্মের প্রতি হবে॥ ৫ ॥

[১]প্রাচীন বইতে 'শ্রীশুক উবাচ' নেই।

ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু[১]।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্॥ ৬

তোমার পক্ষে শ্রেয় হবে যে নিজ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে অনন্য প্রেমে আমাতে মন সন্নিবদ্ধপূর্বক সমদৃষ্টি রেখে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করা॥ ৬ ॥

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণং চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্॥ ৭

এই জগতে ভাবা, বলা, দেখা, শোনা আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুই বিনাশশীল। মনের বিলাস, স্বপ্নবৎ। তাই তা মায়া ও মিথ্যা—এই জেনে রেখো॥ ৭ ॥

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্।
কর্মাকর্মবিকর্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা॥ ৮

যার মন অশান্ত ও অসংযত সেইরূপ ব্যক্তিই অজ্ঞের ন্যায় সব বস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন মনে করে যা বস্তুত চিত্তবিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। বস্তু-আদিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ফলে ভ্রমবশত 'এটি গুণ' 'এটি দোষ'—এরূপ কল্পনা করা হয়। যার বুদ্ধিতে গুণ দোষের ভেদাভেদ দৃঢ়মূল হয়েছে তার ক্ষেত্রেই কর্ম*, অকর্ম* ও বিকর্ম* ভেদের কথা প্রতিপাদিত হয়েছে॥ ৮ ॥

তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে॥ ৯

অতএব হে উদ্ধব ! তুমি সর্বপ্রথম তোমার ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করো ; কেবল ইন্দ্রিয়সকলই নয় চিত্তবৃত্তি সকলও সংযত করো। তারপর এই অনুভূতি আরোপ করো যে, এই সমস্ত জগৎ নিজ আত্মাতেই বিস্তৃত আছে এবং আত্মা সর্বাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন॥ ৯ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্।
আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে॥ ১০

বেদের মূল প্রতিপাদ্য হল নিশ্চয়রূপ জ্ঞান এবং অনুভবরূপ বিজ্ঞান। তাতে সম্পন্ন হলে নিজ আত্মার অনুভবে তুমি আনন্দমগ্ন থাকবে এবং সম্পূর্ণভাবে দেবতাদি দেহধারীগণের আত্মার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করবে। ফলে তুমি কোনো বাধা-বিঘ্নদ্বারা বিচলিত হবে না ; কারণ সেই বিঘ্ন ও বিঘ্নকারী আত্মাও তখন তুমি স্বয়ং॥ ১০ ॥

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥ ১১

গুণ-দোষ বুদ্ধি শূন্য ব্যক্তি বালকবৎ নিষিদ্ধ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়, দোষবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে নয় ; আবার বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু গুণবুদ্ধির দ্বারা নয়॥ ১১ ॥ যে শ্রুতির সারবস্তুর কেবল যথার্থ জ্ঞানই নয়, তার সাক্ষাৎকারও লাভ করে অটল নিশ্চয়সম্পন্ন হয়েছে, সে-ই সমস্ত প্রাণীকুলের সুহৃদ হয়ে থাকে এবং

সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ॥ ১২

[১]স্বজনবন্ধনম্।

*বিহিত কর্ম। *বিহিত কর্মের লোপ। *নিষিদ্ধ কর্ম।

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বজিজ্ঞাসুরচ্যুতম্॥ ১৩

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সংন্যাসলক্ষণঃ॥ ১৪

ত্যাগোহয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ॥ ১৫

সোহহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়-
স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং
সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্॥ ১৬

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোহন্যং
বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে।
সর্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ॥ ১৭

তার বৃত্তিসকল সদা শান্ত থাকে। সে সমস্ত প্রতীয়মান বিশ্বকে আমার স্বরূপ—আত্মস্বরূপ দেখে ; তাই তাকে কখনো জন্ম-মৃত্যু চক্রে পড়তে হয় না॥ ১২ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ দিলেন তখন ভগবানের পরম প্রেমী উদ্ধব তাঁকে প্রণাম নিবেদন পূর্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছায় এই প্রশ্ন করলেন॥ ১৩ ॥

উদ্ধব বললেন—ভগবন্ ! আপনি স্বয়ংই যোগীদের গুপ্ত-ধন যোগের পরম কারণ এবং যোগেশ্বর। আপনিই সমস্ত যোগের আধার, কারণ এবং যোগস্বরূপ। আপনি আমার পরম কল্যাণ নিমিত্তে সেই সন্ন্যাসরূপ ত্যাগের উপদেশ দান করেছেন॥ ১৪ ॥

কিন্তু হে অনন্তদেব ! যাঁরা অবিরাম বিষয় চিন্তন ও সেগুলির সেবনে সংযুক্ত থেকে বিষয়াত্মা হয়ে গেছেন তাঁদের জন্য বিষয় ভোগ ও কামনাসমূহের ত্যাগ অতি সুকঠিন কার্য। হে সর্বস্বরূপ ! তাদের মধ্যেও যাঁরা আপনার প্রতি বিমুখ ভাব পোষণ করেন তাদের পক্ষে বিষয় ভোগ ও কামনা ত্যাগ সর্বতোভাবে অসম্ভবই — আমার তো তাই মনে হয়॥ ১৫ ॥

হে প্রভু ! আমার অবস্থাও একই ; আমার মূঢ়মতি 'আমি-আমার' ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে আপনার মায়ার প্রভাবে দেহ ও দেহভাবে যুক্ত স্ত্রী, পুত্র সম্পদাদিতে নিমজ্জিত। অতএব যোগেশ্বর ! আপনি যে সন্ন্যাসের উপদেশ দান করেছেন তার তত্ত্ব আমার মতন সেবককে এমনভাবে বোঝান যাতে তার দ্বারা আমি অনায়াসে সাধনা করতে সমর্থ হই॥ ১৬ ॥ হে প্রভু ! আপনি ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান এই ত্রিকালে অনবরুদ্ধ ও পরম সত্য। আপনি অন্য কারো আলোকে আলোকিত নন, আপনি স্বয়ংপ্রকাশ, আপনি আত্মস্বরূপ। হে প্রভু ! আমার বোধে আমায় আত্মতত্ত্ব উপদেশ দান করবার নিমিত্ত আপনি ছাড়া দেবতাদের মধ্যে অন্য কেউই নেই। ব্রহ্মাদি মহান দেবতাগণ দেহাভিমান হেতু আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন ও মোহিত হয়ে থাকেন। তাদের বুদ্ধিও মায়াধীন ; তাই তাঁরা ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে অনুভূত বাহ্য বিষয়সমূহকে সত্য জ্ঞান করে থাকেন। তাই আপনিই আমাকে উপদেশ দান করুন॥ ১৭ ॥

তস্মাদ্ ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ।
নির্বিণ্ণধীরহমু[1] হ বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে॥ ১৮

ভগবন্ ! চতুর্দিকের দুঃখ দাবাগ্নিতে উত্তাপিত ও অস্থির হয়ে আমি আপনার শরণাগত হয়েছি। আপনি অকৃতাপরাধ, দেশ-কাল থেকে অপরিচ্ছিন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং অবিনাশী বৈকুণ্ঠলোক নিবাসী এবং নরের নিত্য সখা নারায়ণ। (অতএব আপনিই আমাকে উপদেশ দান করুন)॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ॥ ১৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! এই জগতে যাঁরা জগৎ কী ? এতে আছেই বা কী ? এই সব বিচারে সুনিপুণ, তাঁরা বিবেকশক্তির সাহায্যে চিত্তের অশুভ বাসনাসকল থেকে প্রায়শ রক্ষা পেয়ে থাকেন ॥ ১৯ ॥

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥ ২০

প্রাণীসকলের মধ্যে বিশেষত মানব আত্মাই নিজ হিতাহিত বুঝতে সক্ষম, নিজেই নিজের গুরু ; কারণ সে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অনুমান দ্বারা নিজ হিতাহিত নির্ধারণে পূর্ণরূপে সক্ষম॥ ২০ ॥

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্॥ ২১

সাংখ্যযোগ বিশারদ ধীর পুরুষগণ এই মনুষ্যযোনিতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি আদির আশ্রয়ভূত আমাকে আত্মতত্ত্বরূপে পূর্ণত প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎকার করে থাকেন॥ ২১ ॥

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া॥ ২২

আমি একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ, চতুর্থাধিক পাদ এবং পাদরহিত বহু প্রকারের শরীরের নির্মাণ করেছি। সেই সকলের মধ্যে মানব শরীরই আমার সর্বাধিক প্রিয়॥ ২২ ॥

অত্র মাং মার্গয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ ॥ ২৩

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ॥ ২৪

একাগ্রচিত্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষ এই (মনুষ্য) দেহেই বুদ্ধি প্রভৃতি গ্রহণীয় হেতুর মাধ্যমে—যার দ্বারা অনুমান করাও সম্ভব হয়ে থাকে, অনুমানপূর্বক অগ্রাহ্য অর্থাৎ অহংকারাদি থেকে ভিন্ন সর্বপ্রবর্তক স্বয়ং আমাকে (ঈশ্বরকে) অনুভব করে।* এই প্রসঙ্গে মহাত্মাগণ এই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধৃত করে বলে থাকেন যা পরম তেজস্বী অবধূত দত্তাত্রেয় এবং রাজা যদুর সংবাদরূপে পরিচিত॥ ২৩-২৪ ॥

[1]রিহ মুহুঃ।

*অনুসন্ধানের দুটি প্রকার আছে—(১) কোনো এক স্বপ্রকাশ তত্ত্ব না থাকলে বুদ্ধি প্রভৃতি জড় পদার্থ প্রকাশিত হতে পারে না, এরূপ অর্থোপত্তির দ্বারা এবং (২) যেমন কম্পুটার প্রভৃতি যন্ত্র কর্তার দ্বারা প্রযুক্ত হয়, তদনুরূপ এই বুদ্ধি প্রভৃতি যন্ত্রও কোনো এক কর্তার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আত্মা হল আনুমানিক। প্রকৃতপক্ষে এটি তো দেহাদি থেকে অনুপম 'ত্বম্' পদার্থের শোধন করার একটি যুক্তিমাত্র।

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং[1] যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্মবিৎ।। ২৫

একবার ধর্ম মর্মজ্ঞ রাজা যদু দেখলেন যে এক ত্রিকালদর্শী তরুণ অবধূত ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে বিচরণ করছেন। তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন।। ২৫ ।।

যদুরুবাচ[2]

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ।। ২৬

রাজা যদু জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি কর্মে লিপ্ত না থেকেই কেমন করে এই সুনিপুণ বুদ্ধি অর্জন করলেন? যার আশ্রয়ে থেকে আপনি পরম বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও বালকবৎ জগতে বিচরণ করে থাকেন! ২৬ ।।

প্রায়ো ধর্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ।। ২৭

সাধারণত মানব আয়ু, যশ অথবা সৌন্দর্যের অভিলাষ নিয়েই ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা তত্ত্বজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে ; অকারণে কোথাও প্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায় না।। ২৭ ।।

ত্বং তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোঽমৃতভাষণঃ।
ন কর্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ।। ২৮

আমি দেখছি আপনি কর্ম সম্পাদনে সমর্থ, বিদ্বান ও নিপুণ। আপনার ভাগ্য এবং সৌন্দর্য দুই-ই প্রশংসনীয়। আপনার বাণীতে যেন অমৃতের ক্ষরণ। তবুও আপনি জড়, উন্মত্ত অথবা পিশাচবৎ অবস্থায় থাকেন ; আপনার কর্মও নেই, চাহিদাও নেই! ২৮ ।।

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভঃস্থ ইব দ্বিপঃ।। ২৯

জগতের সিংহভাগ ব্যক্তিরা কাম ও লোভের দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় যেন আপনি তার থেকে মুক্ত। বনের হাতি যেমন বন থেকে বেরিয়ে নদীর জলে দাঁড়িয়ে আছে তদনুরূপ সাংসারিক দাবানলের আঁচও আপনার কাছে পৌঁছতে পারছে না।। ২৯ ।।

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ।। ৩০

হে ব্রহ্মন্! আপনি পুত্র, স্ত্রী, সম্পত্তিরূপী সংসার থেকে স্পর্শরহিত। আপনি নিজ স্বরূপেই বিরাজমান। আমার জানতে ইচ্ছা করে যে কেমনভাবে আপনি আত্মাতেই এমন অনির্বচনীয় আনন্দ পেয়ে থাকেন? অনুগ্রহ করে আমার এই জিজ্ঞাসার সমাধান করুন।। ৩০ ।।

শ্রীভগবানুবাচ

যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং দ্বিজঃ।। ৩১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ যদু অতি শুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ; তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম ব্রাহ্মণ ভক্তি। তিনি পরম ভাগ্যবান অবধূত দত্তাত্রেয় মহারাজকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এই প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁকে উত্তরের অপেক্ষায় নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবধূত দত্তাত্রেয় বলতে শুরু করেন।। ৩১ ।।

[1]করুণম্। [2]প্রাচীন বইতে 'যদুরুবাচ' নেই।

ব্রাহ্মণ উবাচ

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোহটামীহ তাঞ্ছৃণু।। ৩২

ব্রহ্মবেত্তা অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন—রাজন্ ! আমি নিজ বুদ্ধি সহযোগে বহু গুরুর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছি এবং তার ফলে জগতে মুক্তভাবে সাচ্ছন্দে বিচরণ করতে সক্ষম। তোমাকে তাঁদের পরিচয় দেব ও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার কথাও বলব।। ৩২ ।।

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোহগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোহজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্ গজঃ।। ৩৩

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোহর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ।। ৩৪

আমার শিক্ষাগুরুদের নাম শোনো—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, ভ্রমর বা মৌমাছি, হাতি, মধু সংগ্রাহক, হরিণ, মাছ, পিঙ্গলা বেশ্যা, কুহর পাখি, বালক, কুমারী কন্যা, বাণ নির্মাতা, সর্প, উর্ণনাভি এবং সুপেশকৃত (কাঁচপোকা)।। ৩৪ ।।

এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ।। ৩৫

রাজন্ ! আমি এই চতুর্বিংশতি গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁদের আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি।। ৩৫ ।।

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে।। ৩৬

হে বীরবর যযাতিনন্দন ! আমি যাঁর কাছ থেকে যেমন শিক্ষা লাভ করেছি তা যথাযথভাবে তোমাকে বলছি, শোনো।। ৩৬ ।।

ভূতৈরাক্রম্যমাণোহপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।
তদ্ বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্।। ৩৭

আমি ধরিত্রীর কাছে তার ধৈর্য ও ক্ষমার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। কত আঘাত, কত উৎপাতই না ধরিত্রীকে সহ্য করতে হয়। এর জন্য ধরিত্রীকে কোনো প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে দেখা যায় না ; ক্রন্দন চিৎকার কিছুই না করে সে সব সহ্য করে । এই জগতে প্রাণীকুল প্রারব্ধানুসারে কর্মে সচেষ্ট হয় এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে থাকে। ধীর ব্যক্তির উচিত তাদের বাধ্য-বাধকতা অনুধাবন করে কোন কিছুতেই ক্রোধ না করা এবং ধৈর্যচ্যুত না হওয়া। যথাবৎ নিজ আচরণে দৃঢ় থাকা।। ৩৭ ।।

শশ্বৎ পরার্থসর্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্।। ৩৮

পৃথিবীর বৈগুণ্য পর্বত এবং বৃক্ষ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে যেমন তাদের সমস্ত মহোদ্যমই সদা সর্বদা অপরের কল্যাণে হয়ে থাকে অথবা এও বলা যায় যে তাদের জন্মই জগতের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে । সাধু ব্যক্তিদের উচিত যে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাদের কাছে পরোপকার করার শিক্ষা গ্রহণ করা।। ৩৮ ।।

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্যেত বাঙ্মনঃ।। ৩৯

আমি শরীরাভ্যন্তরে নিবাসকারী বায়ু—প্রাণবায়ুর কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যেমন সে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছা পোষণ করে এবং তার প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তেমন ভাবেই সাধকের পক্ষেও এই কাম্য যে জীবন নির্বাহ হেতু আবশ্যক ভোজনই যেন সে গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তি

বিষয়েম্বাবিশন্ যোগী নানাধর্মেষু সর্বতঃ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ॥ ৪০

হেতু বহুবিধ পদার্থের কামনা অনুচিত। এক কথায় বিষয় উপভোগ যেন সেই সীমা লঙ্ঘন না করে যাতে বুদ্ধির বিকৃতি হয়, মনের চঞ্চলতা আসে আর বাণী ব্যর্থ কথোপকথনে লিপ্ত হয়॥ ৩৯ ॥

শরীরের বাইরে অবস্থিত বায়ুর কাছে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যেমন বায়ুকে নানা স্থানে যেতে হয় কিন্তু সে কোথাও আসক্ত হয়ে পড়ে না। কারো প্রতি গুণ অথবা দোষ আপন করে নেয় না তেমনভাবেই সাধক ব্যক্তির পক্ষেও এই কাম্য যে, প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম ও স্বভাবযুক্ত পরিবেশে গমন করেও যেন সে নিজ লক্ষ্যে স্থির থাকে। সে যেন কারো গুণ অথবা দোষের সম্মুখে আত্ম-সমর্পণ না করে ; কারো প্রতি আসক্তি অথবা দ্বেষে যুক্ত না হয়॥ ৪০ ॥

পার্থিবেম্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্গুণাশ্রয়ঃ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্॥ ৪১

গন্ধ কখনো বায়ুর গুণ নয়, তা পৃথিবীর গুণ। কিন্তু গন্ধ বহন করবার দায়িত্ব বায়ুর। গন্ধ বহন করলেও বায়ু শুদ্ধই থাকে, গন্ধের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় না। তেমনভাবেই সাধকের যতক্ষণ এই পার্থিব শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে সে ব্যাধি-পীড়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি বহন করে যায়। কিন্তু যে সাধক নিজেকে শরীররূপে না দেখে আত্মারূপে দেখে থাকে সে শরীর এবং তার গুণের আশ্রিত হলেও তার থেকে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত থাকে॥ ৪১ ॥

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু
ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো
মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ॥ ৪২

রাজন্ ! স্থাবর জঙ্গম ব্যতিরেকে ঘটে-পটে দৃশ্য পদার্থসকলের কারণ ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হলেও বস্তুত আকাশ এক, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। তেমনভাবেই বিশ্ব চরাচরে অবস্থিত শরীর সমুদায়ের মধ্যে আত্মারূপে সর্বত্র স্থিত হওয়ায় ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। সাধকের পক্ষে কাম্য হল সে যেন সুতোর মধ্যে ব্যাপ্ত তুলাবৎ আত্মাকে অখণ্ড এবং অসঙ্গরূপে প্রত্যক্ষ করা। তার বিস্তৃতি এত বিশাল যে তার তুলনা সম্ভবত আকাশের সঙ্গেই করা যেতে পারে। অতএব সাধকের আত্মার ব্যাপকতার চিন্তা আকাশরূপে করাই বিধেয়॥ ৪২ ॥

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ।
ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্॥ ৪৩

আগুন লাগে, বৃষ্টি হয়, অন্নাদির সৃষ্টি ও বিনাশ হয়, বায়ুর দ্বারা মেঘাদি আসে, চলে যায় ; এই সব ঘটনার পরেও আকাশ কিন্তু অসংলগ্ন থেকেই যায়। আকাশের দৃষ্টিতে এই সকলের অস্তিত্বই নেই। তেমনভাবেই ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চক্রে অনন্ত নামরূপ সকলের

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্যস্তীর্থভূর্নৃণাম্।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্তনৈঃ॥ ৪৪

সৃষ্টি ও প্রলয় হয় কিন্তু আত্মার সঙ্গে তার কোনো সংলগ্নতাই নেই॥ ৪৩ ॥

জল স্বভাবতই স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মধুর ও পবিত্রতা প্রদানকারী হয়ে থাকে এবং গঙ্গাদি তীর্থের দর্শন, স্পর্শন, নাম উচ্চারণেই সকলে পবিত্র হয়ে যায়। তেমনভাবেই সাধকেরও শুদ্ধ, স্নিগ্ধ, মধুরভাষী ও পবিত্রতা প্রদানকারী হওয়া কাম্য। জল থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী ব্যক্তি নিজ দর্শন, স্পর্শন ও নাম-উচ্চারণের দ্বারাই সকলকে পবিত্র করে দেন॥ ৪৪ ॥

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্বভক্ষোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ॥ ৪৫

রাজন্ ! অগ্নিও আমার শিক্ষাগুরু। অগ্নি স্বয়ং তেজস্বী ও জ্যোতির্ময়, অন্যের তেজের কোনো প্রভাবই তাঁর উপর পড়ে না। তার সংগ্রহ-পরিগ্রহর হেতু কোনো পাত্রও নেই, সব কিছু উদরে ধারণ করে এবং সর্ব বস্তু গ্রহণ করার পরও সে গ্রহণীয় বস্তুসকলের দোষে লিপ্ত হয় না। তেমনভাবে সাধকের পক্ষেও কাম্য যে, সে যেন পরম তেজস্বী হয়, তপস্যায় দেদীপ্যমান হয়, ইন্দ্রিয় সমুদায় থেকে অপরাভূত হয়, শুধুমাত্র উদরপূর্তির জন্য আবশ্যক অন্নের সংগ্রহকারী এবং যথাযোগ্য বিষয়ের উপভোগ কালেও নিজ মন ও ইন্দ্রিয় নিচয়কে বশকারী হয় এবং অপরের দোষের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে॥ ৪৫ ॥

ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্।
ভুঙ্‌ক্তে সর্বত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্॥ ৪৬

অগ্নি কোথাও (কাষ্ঠে) প্রকাশিত কোথাও অপ্রকাশিত। তেমনভাবে সাধকও প্রয়োজনে কোথাও গুপ্ত ও কোথাও প্রকাশিত হবে। তার এমন রূপেও প্রকাশিত হওয়া কাম্য যাতে কল্যাণকামনাকারী ব্যক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সে যেন অগ্নিবৎ ভিক্ষারূপ যজ্ঞকারীর অতীত এবং ভাবী অশুভকে ভস্মসাৎ করে দেয় এবং সাধারণ লোকেরও অন্নগ্রহণকারী হয়॥ ৪৬ ॥

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎ স্বরূপোঽগ্নিরিবৈধসি॥ ৪৭

সাধক ব্যক্তির এমনভাবে বিচার করা কাম্য যেমন ছোট-বড় বাঁকাচোরা কাষ্ঠে অগ্নি সংযোজিত হলে বাস্তবে সেইরূপ না হলেও অগ্নি সেইরূপে দেখা যায়। তেমনভাবেই সর্বব্যাপক আত্মাও মায়ার দ্বারা নির্মিত কার্য-কারণরূপ জগতে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য সেই সকল বস্তুর নাম-রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ বিরহিত হলেও সেই রূপে অবস্থিত বোধ হয়॥ ৪৭ ॥

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা[১]॥ ৪৮

চন্দ্রের কাছ থেকেও আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমরা দেখি যে কালের প্রভাবে চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হতেই থাকে তবুও আমরা জানি চন্দ্র তো চন্দ্রই ; তার হ্রাসও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না। তেমনভাবেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত অবস্থা আসতে দেখা যায় সব কিন্তু শরীরেরই, আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই॥ ৪৮॥

কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোহগ্নের্যথার্চিষাম্॥ ৪৯

অগ্নিশিখার অথবা দীপশিখার উৎপত্তি ও বিনাশ ক্রমান্বয়ে চলতেই থাকে কিন্তু তা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই ভাবেই জলপ্রবাহবৎ বেগবান কালের প্রভাবে প্রাণীকুলের শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ সমানে হতেই থাকে কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে তা দৃষ্টিগোচর হয় না॥ ৪৯ ॥

গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং[২] বিমুঞ্চতি।
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ॥ ৫০

রাজন্ ! আমি সূর্যের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি। সূর্য নিজের আলোকরশ্মির দ্বারা পৃথিবীর জল আকর্ষণ করে এবং উপযুক্ত সময়ে তা বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে দেয়। তেমনভাবেই যোগীপুরুষের উচিত প্রয়োজন অনুসারে যথাসময়ে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও উপযুক্ত সময়ে তা পরিত্যাগ করা। কোনো সময়েই তার ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে আসক্তি যেন না আসে॥ ৫০ ॥

বুধ্যতে স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোহর্কবৎ॥ ৫১

স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য তার মধ্যেই প্রবিষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু তাতে সূর্য একাধিক হয়ে যায় না। তেমনভাবেই স্থাবর-জঙ্গম উপাধিসমূহের ভেদজ্ঞানে এমন বোধ হয় যেন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যার এইরূপ বোধ তার বুদ্ধি স্থূল। বস্তুত আত্মা সূর্যবৎ একই। স্বরূপত তাতে কোনো ভেদ নেই॥ ৫১ ॥

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।
কুর্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ॥ ৫২

রাজন্ ! কোথাও কারো প্রতি অতি স্নেহ অথবা আসক্তি থাকা উচিত নয় কারণ তার ফলে তার বুদ্ধি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে দীন হয়ে পড়বে অর্থাৎ তাকে কপোতের ন্যায় অতি ক্লেশের সম্মুখীন হতে হবে॥ ৫২ ॥

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ।
কপোত্যা ভার্যয়া সার্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ॥ ৫৩

রাজন্ ! কোনো এক জঙ্গলে এক কপোতের বাস ছিল। সে একটি গাছে নিজের বাসা বেঁধেছিল ; নিজ কপোতীর সঙ্গে সে বহু দিন পর্যন্ত সেই বাসায় রইল॥ ৫৩ ॥

[১]নাব্যক্তমূর্তিনা। [২]যথাকালে।

কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্মিণৌ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ।। ৫৪

সেই কপোত-কপোতীর হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি স্নেহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকল। তারা গৃহস্থধর্মে এমনই আসক্ত হয়ে পড়ল যে পরস্পরের দৃষ্টি, অঙ্গ এবং ভাবনার দৃঢ় বন্ধনে লিপ্ত হয়ে গেল।। ৫৪ ।।

শয্যাসনাটনস্থানবার্তাক্রীড়াশনাদিকম্ ।
মিথুনীভূয় বিস্রব্ধৌ চেরতুর্বনরাজিষু।। ৫৫

পরস্পরের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে সেখানকার বৃক্ষশ্রেণীতে একত্রে শয়ন, বসন, বিচরণ, বিশ্রাম, কথোপকথন, ক্রীড়া এবং আহারাদি সম্পন্ন করত।। ৫৫ ।।

যং যং বাঞ্ছতি সা রাজংস্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা[১]।
তং তং সমনয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৫৬

কপোতীর উপর কপোতের প্রবল আসক্তি ছিল যার জন্য কপোতির কামনা পূর্ণ করবার জন্য সে অতি বড় কষ্টও হাসি মুখে সহ্য করত। সেই কপোতীও নিজ কামুক পতির কামনাসকল পূর্ণ করত।। ৫৬ ।।

কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্নতী কাল আগতে।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী।। ৫৭

যথা সময়ে কপোতী গর্ভবতী হল। সে তার পতির আশ্রয়েই নিজের বাসাতে ডিম পাড়ল।। ৫৭ ।।

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ।
শক্তিভির্দুর্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ।। ৫৮

ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে যথাসময়ে সেই ডিম্বগুলি প্রস্ফুটন হল এবং তার ভিতর থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত শাবকগণ নির্গত হল। শাবকদের অঙ্গ ও রোঁয়া অত্যন্ত কোমল ছিল।। ৫৮ ।।

প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ।। ৫৯

এবার কপোত-কপোতীর দৃষ্টি শাবকদের উপর নিবদ্ধ হল। তারা অতি প্রেম ও আনন্দ সহকারে নিজ শাবকদের লালন-পালনে অপত্য স্নেহ দান করতে লাগল এবং শাবকদের সুমিষ্ট ডাক শুনে আনন্দমগ্ন হয়ে যেতে লাগল।। ৫৯ ।।

তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুগ্ধচেষ্টিতৈঃ।
প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ।। ৬০

শাবকগণ তো সব সময়ে প্রসন্ন ; তারা যখন তাদের সুকুমার পাখনা দিয়ে তাদের মা-বাবার স্পর্শ করত, কূজন করত, নিষ্পাপ আচরণে মগ্ন হত এবং লাফিয়ে মা-বাবার কাছে দৌড়ে আসত তখন কপোত-কপোতী আনন্দমগ্ন হয়ে যেত।। ৬০ ।।

স্নেহানুবন্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া।
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ।। ৬১

রাজন্ ! বস্তুত সেই কপোত-কপোতী ভগবানের মায়াতে মোহিত হয়ে পড়েছিল। তাদের হৃদয় আর এক স্নেহবন্ধনে যুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তারা তাদের শিশু শাবকদের লালন-পালনে এতই ব্যগ্র হয়ে উঠল যে তাদের জগতে ইহলোক-পরলোকের বিস্মৃতি হতে লাগল।। ৬১ ।।

[১]রাজন্নত্যর্থমনু.।

একদা জগ্মতুস্তাসামন্নার্থং তৌ কুটুম্বিনৌ।
পরিতঃ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্॥ ৬২

তারা দুজনেই একদিন শিশু শাবকদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ হেতু জঙ্গলে গমন করেছিল। তাদের কুটুম্ব সংখ্যায় অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু খাদ্যের অভাব হয়েছিল। তাই খাদ্য আহরণে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জঙ্গলে চতুর্দিকে বিচরণ করে বেড়াতে থাকল॥ ৬২ ॥

দৃষ্ট্বা তাঁল্লুব্ধকঃ কশ্চিদ্ যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে॥ ৬৩

এদিকে এক ব্যাধ বিচরণ করতে করতে ভাগ্যের নির্দেশেই সেই পাখির বাসার কাছে উপস্থিত হল। সে দেখল যে বাসার কাছে কপোত শাবকগণ লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। সে জাল পেতে তাদের ধরে ফেলল॥ ৬৩ ॥

কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে[1] সদোৎসুকৌ।
গতৌ[2] পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ॥ ৬৪

কপোত-কপোতী শাবকদের খাদ্য দানে সদা আগ্রহী থাকত। এবার তারা খাদ্য মুখে নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছল॥ ৬৪ ॥

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকাঞ্জালসংবৃতান্।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা॥ ৬৫

কপোতী দেখল যে তার হৃদয়ের অংশ শিশু শাবকগণ জালে আটকা পড়েছে ও আর্তনাদ করছে। তাদের এই পরিস্থিতিতে দেখতে পেয়ে কপোতীর দুঃখের সীমা থাকল না। সে বিলাপ করতে করতে শিশু শাবকদের দিকে ছুটে গেল॥ ৬৫ ॥ ভগবানের মায়ার প্রভাবে তার চিত্ত বিদারণ হচ্ছিল। উদ্দাম স্নেহের রজ্জুতে কপোতীর হৃদয় বাঁধা পড়ে ছিল। নিজ শাবকদের জালে বদ্ধ দেখে তার নিজের শরীরের বিস্মরণ হল এবং সে স্বয়ং কাছে গিয়ে জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল॥ ৬৬ ॥

সাসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া।
স্বয়ং চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ॥ ৬৬

কপোতশ্চাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান্ প্রিয়ান্।
ভার্যাং চাত্মসমাং দীনো[3] বিললাপাতিদুঃখিতঃ॥ ৬৭

যখন কপোত দেখল যে তার প্রাণাধিক প্রিয় শাবকগণ জালে বন্দী এবং তার প্রিয় ভার্যারও সেই একই দশা, তখন সে শোকে বিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে লাগল। যথার্থরূপেই তার অবস্থা তখন অতি করুণ ছিল॥ ৬৭ ॥

অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্মতেঃ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ॥ ৬৮

আমি অভাগা, আমি দুর্মতি। হায় ! হায় ! আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেল। দেখো, না আমার তৃপ্তি হল, না আমার আশা পূর্ণ হল। এমনকি আমার ধর্ম, অর্থ এবং কামের মূল এই গৃহস্থাশ্রমই নষ্ট হয়ে গেল॥ ৬৮ ॥

অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা।
শূন্যে গৃহে মাং সন্ত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ॥ ৬৯

হায় ! আমার প্রিয়তমা আমাকে ইষ্ট জ্ঞানে সেবা করত ; আমার মতানুসারে চলত, আমার অঙ্গুলি নির্দেশে কাজ করত। সে তো সম্পূর্ণভাবেই আমার উপযুক্ত ছিল। আজ সে আমাকে এই নির্জন গৃহে একলা রেখে আমাদের সহজ-সরল সন্তানদের সঙ্গে স্বর্গে গমন করছে॥ ৬৯ ॥

[1]প্রজাপোষণসোৎসুকৌ। [2]প্রজাপোষণ.। [3]দীনাম্।

সোঽহং শূন্যে গৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ।। ৭০

আমার সন্তানগণ মারা পড়ল। আমার প্রিয়তমাও চলে যাবার পথে। এই জগতে আমার আর কী কাজ বাকি আছে ? আমার মতন দীনহীনের এই বিষাদাচ্ছন্ন জীবন, প্রিয়তমা ছাড়া জীবন, দুঃখে পরিপূর্ণ। আর আমি কেমন করে এই নিঃসঙ্গ গৃহে জীবন-যাপন করব ? ৭০ ।।

তাংস্তথৈবাবৃতাঞ্শিগ্ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ।
স্বয়ং চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ।। ৭১

রাজন্ ! কপোত শাবকগণ জালে বন্ধ হয়ে ছটফট করছিল, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তারা মৃত্যুর কবলিত হয়েছে, কিন্তু তবুও সেই মূর্খ কপোত সব দেখে কাতর হয়ে পড়ল এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জালে লাফিয়ে পড়ল।। ৭১ ।।

তং লব্ধা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্।
কপোতকান্ কপোতীং চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্।। ৭২

সেই ব্যাধ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল। গৃহস্থাশ্রমী কপোত-কপোতী ও তাদের শাবকদের জালে ধরা দেখে সে খুব প্রসন্ন হল ; সে ভাবল যে তার কাজ হাসিল হয়েছে এবং তাই সে তাদের নিয়ে চলে গেল।। ৭২ ।।

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতৎত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি।। ৭৩

যে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে রয়েছে, বিষয়ভোগে ও স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে এবং তাদের ভরণপোষণেই দিন-রাত ব্যস্ত থাকে, সে কখনো শান্তি পেতে পারে না। সে ওই কপোতবৎ নিজ কুটুম্ব-সহ কষ্ট ভোগ করে থাকে।। ৭৩ ।।

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢচ্যুতং বিদুঃ।। ৭৪

এই মানব-শরীর বস্তুত মুক্তির উন্মুক্ত দ্বার। মানব-শরীর লাভ করেও যে কপোতবৎ নিজ ঘরগৃহস্থালিতেই আবদ্ধ থাকে সে অনেক উচ্চে আরোহণ করেও নিম্নগামী হচ্ছে। শাস্ত্রের ভাষায় সে 'আরূঢ়চ্যুত'।। ৭৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।। ৭ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৭ ।।

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

অবধূতোপাখ্যান—অজগর থেকে পিঙ্গলা পর্যন্ত নয়জন গুরুর উপাখ্যান

ব্রাহ্মণ উবাচ

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।
দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্ বুধঃ।। ১

অবধূত দত্তাত্রেয় বলতে লাগলেন—রাজন্ ! প্রাণীকুলের অনিচ্ছা, চেষ্টাচরিত্র না করা ও প্রতিরোধ করা সত্ত্বেও যেমন পূর্বকর্মানুসারে দুঃখের ভোগ হয় তেমনভাবেই স্বর্গে অথবা নরকে—যেখানেই থাকুক না কেন ইন্দ্রিয়ানুভূত সুখও প্রাপ্তি হয়। অতএব সুখ-দুঃখের রহস্য জানা বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে উচিত হল, সে যেন তার জন্য ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা আদপেই না করে।। ১ ।।

গ্রাসং সুমৃষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ।। ২

যাচনা ব্যতিরেকে, কামনা না রেখে অনায়াসে যা পাওয়া যায়—তা শুষ্ক, মধুর, আস্বাদযুক্ত অথবা কম-বেশি যাই হোক না কেন, অজগর বৃত্তির ন্যায় বুদ্ধিমান পুরুষের সবেতে উদাসীন থেকে তার দ্বারাই জীবন-ধারণ করা উচিত।। ২ ।।

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।
যদি নোপনমেদ্ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্।। ৩

অজগর খাদ্য সমাপ্ত না হলে তার আহরণের চেষ্টা করে না ; বহুদিন সে অনাহারেই কাটিয়ে দেয়। অজগর বৃত্তি ধারণ করা ব্যক্তি খাদ্যের অপ্রাপ্তিকে প্রারব্ধ ভোগ জ্ঞান করবে এবং বিনা প্রচেষ্টায় স্বতপ্রাপ্ত আহারে সন্তুষ্ট থাকবে।। ৩ ।।

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্ দেহমকর্মকম্।
শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি।। ৪

শরীরের মনোবল, ইন্দ্রিয়বল ও দেহবল থাকলে সে যেন নিশ্চেষ্ট থাকে। দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে নিদ্রার ভাব না থাকলেও যেন নিদ্রাবস্থায় কালাতিপাত করে ; কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে বিরত থাকে। রাজন্ ! আমি অজগর থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করেছি।। ৪ ।।

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ।। ৫

সমুদ্রের কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, সাধক ব্যক্তির সর্বদা প্রসন্ন চিত্ত ও গম্ভীর থাকা উচিত ; তার ভাব গভীর, অপার এবং অসীম হওয়া কাম্য এবং কোনো কারণেও তার মধ্যে ক্ষোভের আগমন হওয়া ঠিক নয়। সে জোয়ার-ভাটা, তরঙ্গরহিত শান্ত সমুদ্রবৎ থাকবে।। ৫ ।।

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ।। ৬

দেখো ! সমুদ্র বর্ষাকালে নদীতে বন্যার কারণে স্ফীত আর গ্রীষ্মকালে সংকুচিত হয় না। তেমনভাবেই ভগবৎপরায়ণ সাধকেরও জাগতিক পদার্থ প্রাপ্তিতে উল্লসিত আর ক্ষয়ে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়।। ৬ ।।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥ ৭

রাজন্! আমি পতঙ্গের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছি। পতঙ্গ রূপে মুগ্ধ হয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয় এবং পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তেমনভাবেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখতে অসমর্থ ব্যক্তি নারী-দেহ দর্শনেই তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং ঘোর অন্ধকারে, নরকে অধঃপতিত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। সত্যই নারী দেবতাদের সেই মায়া—যার জন্য জীব ভগবান বা মোক্ষপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়॥ ৭ ॥

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি-
দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা
পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ॥ ৮

যে মূঢ় ব্যক্তি কামিনী-কাঞ্চন পোষাক-অলংকার আদি বিনাশশীল ভ্রমাত্মক পদার্থে আসক্ত এবং সেগুলির উপভোগের জন্য লালায়িত, সে ক্রমে নিজ বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে পতঙ্গবৎ ধ্বংস হয়ে যায়॥ ৮ ॥

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥ ৯

রাজন্! সন্ন্যাসীর উচিত যে, সে গৃহস্থগণকে যেন কোনো রকম উত্যক্ত না করে ভ্রমরবৎ নিজ জীবন নির্বাহ করে। তার মাধুকরী একাধিক গৃহ থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (নচেৎ পদ্মফুলের গন্ধে আসক্ত হয়ে তার রস সংগ্রহে মত্ত ভ্রমর যেমন পদ্মপাপড়িতে বন্ধ হয়ে বিনষ্ট হয়, তেমনই কোনো বিশেষ গৃহস্থের অন্ন নিত্য গ্রহণ করলে সন্ন্যাসী জাগতিক মোহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।)॥ ৯ ॥

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥ ১০

ভ্রমর যেমন ফুলের ছোট-বড় বিচার না করে, সকল ফুলের সার আহরণ করে, তেমনভাবেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত হল যে, ছোট-বড় বিচার না করে সকল শাস্ত্র থেকে সারকথা গ্রহণ করবে॥ ১০ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সঙ্গ্রহী॥ ১১

রাজন্! আমি মৌমাছির কাছে এই শিক্ষা পেয়েছি যে সন্ন্যাসীর পক্ষে সায়ংকাল অথবা আগামীকাল হেতু ভিক্ষা পরিরক্ষণ অনুচিত। তার ভিক্ষাপাত্র শুধুমাত্র হাত ও সংগ্রহ পাত্র উদর হওয়াই কাম্য। সে সঞ্চয়ে রত হলে তার জীবন মৌমাছির মতন দুঃসহ হয়ে উঠবে॥ ১১ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্নন্ সহ তেন বিনশ্যতি॥ ১২

এই কথা উত্তমরূপে জেনে নেওয়া দরকার যে, সন্ন্যাসী কখনো পরবর্তী সময়ের (দুপুর হলে রাতের এবং রাত্রি কালে পরবর্তী দিনের) জন্য কিছুই সংগ্রহ করবে না। যদি সংগ্রহ করে তাহলে মৌমাছির মতন সংগ্রহের বস্তুসহ সে প্রাণও হারাতে পারে॥ ১২ ॥

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্ দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ॥ ১৩

রাজন্! আমি হস্তীর কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, সন্ন্যাসীর কাষ্ঠনির্মিত নারীর স্পর্শ করাও অনুচিত।

নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা॥ ১৪

গর্তের উপর রাখা নকল হস্তিনীর সঙ্গ পেতে যেমন হস্তী গর্তে পড়ে ধরা পড়ে যায়, সেইভাবেই নারীর স্পর্শ সন্ন্যাসীকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে ছাড়ে॥ ১৩॥

বিবেকী পুরুষ কোনো নারীকে কখনো যেন ভোগ্যবস্তু রূপে স্বীকার না করে ; কারণ নারী তার পক্ষে মূর্তিমান মৃত্যুস্বরূপ। যেমন বলবান হস্তী অন্য হস্তীর কাছ থেকে হস্তিনীকে কেড়ে নিয়ে সেই হস্তীকে বধ করে, তেমনি তারও মৃত্যু অনিবার্য॥ ১৪ ॥

ন[১] দেয়ং নোপভোগ্যং চ লুব্ধৈর্যদ্ দুঃখসঞ্চিতম্।
ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু॥ ১৫

আমি মধু সংগ্রহকারী ব্যক্তির কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, জগতে লোভী পুরুষরা কত কষ্ট করে ধন সঞ্চয় করে থাকে। তারা সঞ্চিত ধন অন্যদের দানও করে না আবার নিজেরাও ভোগ করে না। যেমন মধু সংগ্রহকারী, মৌমাছির সঞ্চিত মধু কেড়ে নিয়ে যায় সেইরূপ ধনী ব্যক্তিদের সঞ্চিত ধনের একই অবস্থা হয় ; তার উপর লক্ষ্য রাখা অন্য কোনো ব্যক্তি তা ভোগ করে থাকে॥ ১৫ ॥

সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্॥ ১৬

তুমি অহরহই তো দেখছ যে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছিদের সংগ্রহ করা মধু তাদের ভোগের পূর্বেই অন্যেরা কেড়ে নিয়ে যায় ; ঠিক সেইভাবেই গৃহস্থের অতি কষ্টের সঞ্চিত ধন—যাদের থেকে সে সুখ ভোগের অভিলাষ করে তারা এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের সেবায় খরচ হয়ে যায়। (কারণ গৃহস্থ, অতিথি অভ্যাগত সকলের সেবা করে তবে নিজে তা গ্রহণ করে থাকে)॥ ১৬ ॥

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ।
শিক্ষেত হরিণাদ্ বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ॥ ১৭

আমি হরিণের কাছেই এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, বনবাসী সন্ন্যাসীর কখনো বিষয়-সম্পত্তির গুণগান শোনা ঠিক নয়। কারণ ব্যাধের সংগীতে মোহিত হয়ে হরিণ ব্যাধের ফাঁদে পড়ে যেমন প্রাণ হারায় তেমনই সেই সন্ন্যাসীদের দুর্গতি হয়॥ ১৭ ॥

নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ॥ ১৮

তুমি তো জানই যে হরিণের গর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নারীদের গীত-বাদ্য-নৃত্যে বশীভূত হয়ে তাদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েছিলেন॥ ১৮ ॥

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্‌বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥ ১৯

এইবার আমি তোমাকে মৎস্যর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার কথা বলছি। মৎস্য টোপে গাঁথা মাংস খণ্ডের লোভে নিজের প্রাণ দেয়। তেমনভাবেই স্বাদলোভী কুমতি ব্যক্তিগণ মনকে চাঞ্চল্য প্রদানকারী নিজ জিহ্বার

[১]নো।

ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।
বর্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্ধতে॥ ২০

বশীভূত হয়ে পড়ে ও তাতেই নিজ প্রাণ হারায়॥ ১৯ ॥

বিবেকী ব্যক্তি খাদ্যবস্তুতে সংযম করে অন্য ইন্দ্রিয়দের অতি শীঘ্রই বশীভূত করে কিন্তু তাতে তার রসনা-ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় না। রসনা-ইন্দ্রিয়কে তার আহার্য থেকে বিরত রাখলে তা আরও প্রবল হতে দেখা যায়॥ ২০ ॥

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্ রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে॥ ২১

যতক্ষণ পর্যন্ত রসনেন্দ্রিয় বশীভূত না হয় ততক্ষণ অন্য সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হলেও মানুষ জিতেন্দ্রিয় হতে পারে না। যেই রসনেন্দ্রিয় বশীভূত হয়ে গেল তখন ধরা যেতে পারে যে সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হল॥ ২১ ॥

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাহঽসীদ্ বিদেহনগরে পুরা।
তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন॥ ২২

হে নৃপনন্দন ! পুরাকালে বিদেহনগরী মিথিলাতে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা নিবাস করত। আমি তার কাছ থেকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছি ; তা সাবধানে শোনো॥ ২২ ॥

সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতী।
অভূৎ কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমম্॥ ২৩

সে স্বেচ্ছাচারিণী তো ছিলই, রূপবতীও ছিল। এক রাত্রে কোনো পুরুষকে রমণস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে উত্তমরূপে বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল॥ ২৩ ॥

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।
তাঞ্ছুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেঽর্থকামুকা॥ ২৪

হে নররত্ন ! প্রকৃতপক্ষে তার কামনা পুরুষসঙ্গ নয়, তা কেবল ধনসম্পদের উপর ছিল। এই বদ্ধমূল ধারণায় সে কোনো পুরুষকে সেদিক দিয়ে যাতায়াত করতে দেখলেই ভাবত যে সেই ব্যক্তি ধনী এবং ধন দিয়ে তাকে উপভোগ করবার জন্য তার কাছে আসছে॥ ২৪ ॥

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।
অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ॥ ২৫

আগন্তুক ব্যক্তি তাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলে সেই সংকেত উপজীবী বেশ্যা ভাবত যে অবশ্যই এই বার তার কাছে এক ধনী ব্যক্তির আগমন হবে যে তাকে প্রভূত ধন দেবে॥ ২৫ ॥

এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্যবলম্বতী[১]।
নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং[২] সমপদ্যত॥ ২৬

তার চিত্তে দুরাশার বৃদ্ধি হতেই থাকল। সে দ্বারে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকল। তার চোখে ঘুম ছিল না। কখনো ঘরে কখনো বাহিরে এইভাবে সে অনবরত পায়চারি করছিল। এইভাবে অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হল॥ ২৬ ॥

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্‌বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ।
নির্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ॥ ২৭

রাজন্ ! আশা—বিশেষভাবে অর্থের আশা অতি অনর্থকর। বিত্তবান ব্যক্তির আশায় অপেক্ষা করে করে তার মুখ শুকিয়ে গেল আর চিত্তও ব্যাকুল হল। এবার

[১]লম্বিনী। [২]নিশীথঃ।

তস্যা[১] নির্বিণ্নচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম।
নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ॥ ২৮

তার এই বেশ্যাবৃত্তি থেকে বৈরাগ্য হল, তাতে দুঃখের ভাবনা জন্মাল। যদিও হতাশাজনিত দুঃখে তার মনে বৈরাগ্য এসেছিল তবুও এরূপ বৈরাগ্যও সুখের হেতু হয়॥ ২৭ ॥

যখন পিঙ্গলার চিত্তে এইরকম বৈরাগ্য ভাবনা জেগে উঠল তখন সে এক গীত গেয়েছিল। আমি তোমাকে সেটি শোনাচ্ছি। রাজন্ ! মানব আশারূপী ফাঁসির মঞ্চে ঝুলছে। সেই রজ্জুকে তরবারিসম কাটার যদি কোনো বস্তু থাকে তা কেবল বৈরাগ্যই॥ ২৮ ॥

ন হ্যঙ্গাজ্জাতনির্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি।
যথা[২] বিজ্ঞানরহিতো মনুজো মমতাং নৃপ॥ ২৯

প্রিয় রাজন্ ! যার জীবনে বৈরাগ্যের আগমন হয়নি এবং যে এইসব প্রহেলিকায় বীতশ্রদ্ধ হয়নি সে কখনো শরীর আর এটির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় না ; যেমন অজ্ঞানী পুরুষ মমতা পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাও করে না॥ ২৯ ॥

পিঙ্গলোবাচ

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ।
যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা॥ ৩০

পিঙ্গলা এই গান গেয়েছিল—হায় ! হায় ! আমি ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হয়েছি। আমার মোহাধিক্যের দিকে তাকিয়ে দেখো। আমি এই দুষ্ট পুরুষদের কাছে অস্তিত্বরহিত বিষয় সুখের লালসা করেছি। ঘটনা বাস্তবেই অতি দুঃখের। আমি সত্যই মূর্খ॥ ৩০ ॥

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং
বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-
মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেঽজ্ঞা॥ ৩১

দেখো ! আমার এত কাছে, হৃদয়ে আমার যথার্থ স্বামী বিরাজমান। তিনিই বাস্তবিক প্রেম, সুখ এবং পরমার্থের প্রকৃত সম্পদদাতা। জগতের পুরুষগণ অনিত্য কিন্তু তিনি নিত্য। হায় ! হায় ! আমি তাঁকে ভুলে গিয়ে সেই সকল পুরুষদের সেবায় যুক্ত হলাম যারা আমার কোনো কামনাই পূরণ করতে অসমর্থ। উলটে তারাই আমায় দুঃখ-ভয়, আধি-ব্যাধি, শোক ও মোহ দিয়েছে। এটাই আমার চরম মূর্খামি যে আমি তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকি॥ ৩১ ॥

অহো ময়াঽঽত্মা পরিতাপিতো বৃথা
সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্তয়া।
স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ
ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী॥ ৩২

আক্ষেপের কথা যে আমি অতি নিন্দনীয় বেশ্যাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছি এবং অনর্থক আমার শরীর ও মনকে কষ্ট দিয়েছি। আমার এই শরীর বিক্রীত হয়ে গেছে। লম্পট, লোভী এবং নিন্দনীয় ব্যক্তিরা একে কিনে ফেলেছে। আর আমি এতই মূর্খ যে এই শরীর দিয়েই অর্থ এবং রতিসুখ কামনা করি। ধিক্কারজনক আমার আচরণ! ৩২ ॥

[১]তথা। [২]প্রাচীন বইতে এই শ্লোকার্ধটি নেই।

যদস্থিভির্নির্মিতবংশবশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্
বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা॥ ৩৩

এই শরীর এক কক্ষ মাত্র। এর ভিতর অস্থির আঁকাবাঁকা কীলক ও খোঁটা ; চামড়া, লোম ও নখে একে ঢেকে দেওয়া আছে। এর দ্বারসংখ্যা নয় যার থেকে ক্রমাগত মলাদি বস্তু নির্গত হতেই থাকে। এর সঞ্চিত সম্পত্তিরূপে আছে কেবল মল ও মূত্র। আমি ছাড়া এমন নারী কে আছে যে এই স্থূল শরীরকে প্রিয় জেনে সেবন করবে ॥ ৩৩ ॥

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।
যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ॥ ৩৪

এই নগরী বিদেহনগরী অর্থাৎ জীবন্মুক্ত নগরীরূপে খ্যাত। কিন্তু এর ভিতর বাস করেও আমিই সর্বাধিক মূর্খ ও দুষ্ট ; কারণ একমাত্র আমিই তো সেই আত্মভাব, অবিনাশী এবং পরমপ্রিয়তম পরমাত্মাকে ভুলে গিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গ কামনা করি॥ ৩৪ ॥

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেহনেন যথা রমা॥ ৩৫

আমার হৃদয়ে বিরাজমান প্রভু সমস্ত প্রাণীকুলের হিতৈষী, সুহৃদ, প্রিয়তম, স্বামী এবং আত্মা। এবার আমি নিজেকে সমর্পণ করে তাঁকে কিনে ফেলব এবং লক্ষ্মীসম তার সঙ্গে বিহার করব॥ ৩৫ ॥

কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ।
আদ্যন্তবন্তো ভার্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ॥ ৩৬

ওরে আমার মূঢ় চিত্ত ! তুই বল, জগতের বিষয়ভোগ এবং তার দাতা পুরুষগণ তোকে কী সুখ দিয়েছে ? ওরে ! তারা নিজেরাই তো অহরহ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হচ্ছে। আমি কেবল আমার বা মানুষদের কথা বলছি না ; দেবতারাও কী ভোগদ্বারা নিজ জায়াদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে ? সেই অভাগাগণ তো নিজেরাই কালের মুখে পড়ে আর্তনাদ করছে॥ ৩৬ ॥

নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্মণা।
নির্বেদোহয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ॥ ৩৭

নিশ্চয়ই আমার কোনো সুকৃতির জন্য বিষ্ণু ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন তাই দুরাশা হলেও আমার এইরূপ বৈরাগ্য হয়েছে। আমার বৈরাগ্য অবশ্যই সুখপ্রদ হবে॥ ৩৭ ॥

মৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্বেদহেতবঃ।
যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি॥ ৩৮

আমি যদি মন্দ কপাল হতাম তাহলে আমাকে এমন ক্লেশ ভোগ করতে হত না যাতে বৈরাগ্য আসে। মানুষ বৈরাগ্যের সাহায্যেই গৃহাদি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করে॥ ৩৮ ॥

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্॥ ৩৯

এখন আমি ভগবানের এই করুণা সমাদর সহকারে নতমস্তক হয়ে গ্রহণ করছি এবং বিষয়ভোগের দুরাশা ত্যাগপূর্বক সেই জগদীশ্বরের শরণাগত হচ্ছি॥ ৩৯ ॥

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্‌যথালাভেন জীবতী।
বিহারম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ॥ ৪০

এবার প্রারব্ধানুসারে যা কিছু পাব তাতেই জীবন

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাঽঽত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ॥ ৪১

আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্বিদ্যেত যদাখিলাৎ।
অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেদ্ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ॥ ৪২

ব্রাহ্মণ উবাচ

এবং ব্যবসিতমতির্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্।
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা॥ ৪৩

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥ ৪৪

নির্বাহ করব এবং পরম সন্তোষে ও শ্রদ্ধা সহকারে বাস করব। অন্য পুরুষদের উপর দৃষ্টি না দিয়ে নিজ হৃদয়েশ্বর আত্মস্বরূপ প্রভুর সহিত বিহার করব॥ ৪০ ॥

জীব সংসার-কূপে নিপতিত। বিষয় লোভ তাকে অন্ধ করে রেখেছে এবং কালরূপ অজগর তাকে গ্রাস করে আছে। এই অবস্থায় তাকে ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম ? ৪১ ॥

জীব বিষয়-সম্পদ থেকে যখন বিরত হয় তখন সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অতএব সাবধানে অবলোকন করে যাও যে, সমস্ত জগৎ কালরূপ অজগরের মুখে অবস্থান করছে॥ ৪২ ॥

অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন—রাজন্ ! পিঙ্গলা বেশ্যা এইরূপ প্রত্যয় সহকারে তার প্রিয় ধনীদের দুরাশা ও তাদের পদে মিলিত হওয়ার লালসা পরিত্যাগ করল এবং শান্ত হয়ে শয্যায় নিদ্রাগত হল॥ ৪৩ ॥

বস্তুত আশাই অতি বড় দুঃখ ও নিরাশাই অতি বড় সুখ ; কারণ পিঙ্গলা বেশ্যা যখন পুরুষের আশা ত্যাগ করল তখনই কেবল সে সুখে নিদ্রা গেল॥ ৪৪ ॥

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

———o———

[১]প্রাচীন বইতে 'ব্রাহ্মণ উবাচ' নেই।

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

অবধূতোপাখ্যান—কুরর পক্ষী থেকে ভৃঙ্গী পর্যন্ত সপ্ত গুরুর উপাখ্যান

ব্রাহ্মণ উবাচ

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্ বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ।। ১

অবধূত দত্তাত্রেয় বললেন — রাজন্ ! অতি প্রিয় বস্তুর সঞ্চয়ের প্রবণতা মানুষের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কথা বুঝে অকিঞ্চনভাবে থাকে অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তো দূরের কথা, মনের দ্বারাও কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না তার অনন্ত সুখস্বরূপ পরমাত্মা লাভ হয়।। ১ ।।

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনো যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত।। ২

এক কুরর পাখি নিজ চঞ্চুতে একটা মাংসখণ্ড ধারণ করেছিল। সেই সময় অন্য শক্তিশালী পাখিরা যাদের কাছে মাংস ছিল না, সেই মাংসখণ্ডকে কেড়ে নেওয়ার জন্য তাকে ঘিরে ফেলে ঠোকরাতে লাগল। যখন কুরর পাখি নিজ চঞ্চু থেকে সেই মাংসখণ্ড ফেলে দিল, তখনই সে নিস্তার পেল।। ২ ।।

ন মে মানাবমানৌ[১] স্তো ন চিন্তা গেহপুত্রিণাম্।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ[২] বালবৎ।। ৩

আমার মানাপমান বোধ আদপেই নেই। গৃহী পরিবারযুক্ত ব্যক্তিদের যে চিন্তা থাকে তা আমার নেই। আমি নিজ আত্মাতেই রমণ করি এবং নিজের সঙ্গেই খেলা করি। এই শিক্ষা আমি বালকের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। তাই বালকবৎ আমি আনন্দে থাকি।। ৩ ।।

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুত।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ।। ৪

এই জগতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দমগ্ন থাকে—প্রথম আত্মভোলা নিশ্চেষ্ট ক্ষুদ্র শিশু ও দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যে গুণাতীত হয়ে গেছে।। ৪ ।।

ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু।। ৫

একদা কোনো এক কুমারী কন্যার বাড়িতে তাকে পছন্দ করবার জন্য কয়েকজনের আগমন হয়েছিল। বাড়ির অন্যরা কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব তাই কুমারী কন্যা স্বয়ং নিয়েছিল।। ৫ ।।

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ।। ৬

রাজন্ ! তাঁদের খাওয়ার জন্য সে তখন গৃহাভ্যন্তরে একান্তে ধান কাঁড়তে প্রবৃত্ত হল। সেই কর্মে তার হস্তের শঙ্খবলয়ে অত্যধিক শব্দ হতে লাগল।। ৬ ।।

সা তজ্জুগুপ্সিতং[৩] মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ।। ৭

ধান কাঁড়ার কার্য স্বহস্তে করা দারিদ্র্যসূচক ; তাই শঙ্খবলয়ের রণন বন্ধ করবার জন্য লজ্জিত কুমারী এক

[১]মানাপমানৌ। [২]আত্মরতো বিচরামি। [৩]তম্।

উভয়োরপ্যভূদ্ ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্ম শঙ্খয়োঃ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ ধ্বনিঃ॥ ৮

এক করে সমস্ত শঙ্খবলয় ভেঙে ফেলল। তার দু-হাতে কেবল দুটি করে বলয় অবশিষ্ট রইল॥ ৭ ॥

তখন সে আবার ধান কাঁড়তে শুরু করল। কিন্তু সেই দুটো করে দু-হাতে শঙ্খবলয় আবার শব্দ করতে শুরু করল। তখন সে দু-হাতের একটা করে শঙ্খবলয় আবার ভেঙে ফেলল। যখন হাতে একটা করে শঙ্খবলয় অবশিষ্ট থাকল তখন কোনো শব্দ ছাড়াই ধান কাঁড়ার কার্য চলতে থাকল॥ ৮ ॥

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম।
লোকাননুচরন্নেতাঁল্লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ॥ ৯

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্ বার্তা দ্বয়োরপি।
এক এব চরেত্তস্মাৎ কুমার্যা ইব কঙ্কণঃ॥ ১০

হে রিপুদমন ! জনগণের আচরণ-বিচার পর্যবেক্ষণ করবার জন্য আমি তখন এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি সেখানে এই শিক্ষা গ্রহণ করলাম যে বহু ব্যক্তি যখন একত্রে থাকেন তখন কলহ হওয়া স্বাভাবিক হয় এবং যখন কেবল দুজনও থাকে তখন কথাবার্তা তো চলতেই থাকে ; তাই কুমারী কন্যার শঙ্খবলয়সম একক বিচরণই উৎকৃষ্ট॥ ৯-১০ ॥

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ॥ ১১

আমি বাণ নির্মাতার কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, আসন ও শ্বাসকে জয় করে বৈরাগ্য ও অভ্যাস সহযোগে নিজের মনকে বশ করে নেওয়া উচিত এবং তারপর অতি সংযম সহকারে তাকে এক লক্ষ্যে সংযুক্ত করাই বিধেয়॥ ১১ ॥

যস্মিন্ মনো লব্ধপদং যদেত-
চ্ছনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্মরেণূন্।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্॥ ১২

যখন পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতে মন স্থির হয় তখন কর্মবাসনা কলুষ ধীরে ধীরে অপসৃত হতে থাকে। অগ্নি শান্ত হয় ইন্ধন অবলুপ্তিতে ; তেমনভাবেই মন শান্ত করার উপায় সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে, রজোগুণী ও তমোগুণী বৃত্তির হ্রাস করার চেষ্টা করায়॥ ১২ ॥

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্ বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-
মিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥ ১৩

এইভাবে যার চিত্ত আত্মাতেই স্থির নিরুদ্ধ হয়ে যায় তার অন্তরে বাহিরে কোনো বস্তুর চিন্তা থাকে না। আমি বাণনির্মাতা কারিগরের কাছে থেকে শিখেছি যে, সে বাণ নির্মাণে এতই তন্ময় হয়েছিল যে তার পাশ দিয়ে দলবল-সহ রাজার শোভাযাত্রা চলে যাওয়ার সময়ও তাঁর হুঁশ ছিল না, সে বুঝতেও পারল না॥ ১৩ ॥

একচার্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ।
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ॥ ১৪

রাজন্ ! আমি সর্প থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে সন্ন্যাসীর সর্পসম একলা বিচরণ করা উচিত ; তার মণ্ডলী সংগঠন করা ঠিক নয়, মঠে অবস্থান করা তো একেবারেই উচিত নয়। সে এক স্থানে থাকবে না, প্রমাদে যুক্ত হবে না, গুহাদিতে নিবাস করবে এবং বাহ্য আচরণে চিহ্নিত হয়ে পড়বে না। সে কারো সাহায্য গ্রহণ

গৃহারম্ভোঽতিদুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥ ১৫

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ॥ ১৬

এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ।
কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ[১]॥ ১৭

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥ ১৮

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম॥ ১৯

তামাহুস্ত্রিগুণব্যক্তিং[২] সৃজন্তীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥ ২০

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ॥ ২১

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াদ্ বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্॥ ২২

করবে না এবং অতি সংযতবাক্ হবে॥ ১৪ ॥

এই অনিত্য শরীরের জন্য গৃহ নির্মাণে যুক্ত ঝামেলায় পড়া অসংগত এবং দুঃখের মূল। সর্প অন্যের গৃহে ঢুকে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করে॥ ১৫ ॥

এইবার মাকড়সার কাছ থেকে গ্রহণ করা শিক্ষার কথা শোনো। সর্ব প্রকাশক এবং অন্তর্যামী সর্বশক্তিমান ভগবান পূর্বকল্পে অন্য কোনো সাহায্য ছাড়াই নিজ মায়ায় রচিত জগৎকে কল্পের শেষে (প্রলয়কাল উপস্থিত হলে) কালশক্তির দ্বারা বিনাশ করে তাকে নিজের মধ্যে লীন করে নিলেন এবং স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ রহিত একাই অবশিষ্ট থাকলেন। তিনিই সকলের অধিষ্ঠান ও সকলের আশ্রয়স্থল ; কিন্তু স্বয়ং নিজ আশ্রয়ে নিজ আধারে নিবাস করেন। তাঁর অন্য কোনো আধার নেই। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই নিয়ামক, কার্য এবং কারণাত্মক জগতের আদিকারণ পরমাত্মা নিজ শক্তি কালের প্রভাবে সত্ত্ব-রজ আদি সমস্ত শক্তিসমূহকে সাম্যাবস্থায় পৌঁছে দেন এবং কৈবল্যরূপে এক এবং অদ্বিতীয়রূপে বিরাজমান থাকেন। তিনি কেবল অনুভব-গম্য এবং আনন্দর ঘনীভূত মূর্তি। কোনো রকমের উপাধির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই। সেই প্রভু কেবল নিজ শক্তি কালের দ্বারা নিজ ত্রিগুণাত্মক মায়াকে ক্ষুব্ধ করেন এবং তার পূর্বে ক্রিয়াশক্তির প্রধান সূত্র (মহত্তত্ত্ব)র রচনা করেন। সেই সূত্ররূপ মহত্তত্ত্বই ত্রিগুণের প্রথম অভিব্যক্তি ; তা-ই সকল সৃষ্টির মূল কারণ। তার মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব, সূত্রের বন্ধনের মতন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেইজন্যই জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়তে হয়॥ ১৬-২০ ॥

মাকড়সা নিজ ইচ্ছায় মুখদ্বারা জাল রচনা করে, সেই জালেই তার বিচরণ হয় এবং শেষকালে তা সে নিজেই উদরস্থ করে। তেমনভাবেই পরমেশ্বর এই জগৎকে তাঁর থেকেই সৃষ্টি করেন, তিনি সেই সৃষ্টিতে নিজেই জীবরূপে বিচরণ করেন এবং শেষে তাকেই নিজের মধ্যে লীন করে নেন॥ ২১ ॥

রাজন্ ! আমি ভৃঙ্গী কীট থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, যদি কেউ স্নেহে, দ্বেষে অথবা ভয়েও জেনে-

[১]প্রধানঃ পুরুষেশ্বরঃ। [২]গুণাং বক্তিম্।

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্[১]॥ ২৩

শুনে একাগ্ররূপে নিজ মন কারো উপর সুস্থিত করে তখন সে সেই বস্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে যায়॥ ২২ ॥

রাজন্! যেমন ভৃঙ্গী একটি কীটকে ধরে দেওয়ালে নিজের থাকবার জায়গায় বন্দী করে রাখে এবং সেই কীট ভয়ে তাকে স্মরণ করতে করতে নিজ শরীর ত্যাগ না করেই তার শরীরবৎ হয়ে যায়॥ ২৩ ॥*

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো॥ ২৪

রাজন্! এইভাবে আমার শিক্ষা গ্রহণ বহু গুরুর কাছ থেকে হয়েছে। এখন নিজ শরীর থেকে আমি যা শিক্ষা গ্রহণ করেছি, তা বলব। মন দিয়ে শোনো॥ ২৪ ॥

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতু-
বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্যুদর্কম্।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ॥ ২৫

এই শরীরও আমার এক গুরু, কারণ বিবেক-বৈরাগ্য শিক্ষা গ্রহণ সেখান থেকেই। জীবন মরণ তো এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই শরীর ধারণ করে রাখার একমাত্র ফল হল, অবিরাম দুঃখ ভোগ করেই যাও। তত্ত্ববিচার করবার সাহায্য শরীর থেকে অবশ্যই পাওয়া যায়, তবুও শরীরকে কখনো আমি একান্ত আপন ভাবি না। এই বিচার নিত্য রাখি যে এই শরীর একদিন শৃগাল-কুকুরে ভক্ষণ করবে। তাই আমি শরীর থেকে অসংলগ্ন হয়ে বিচরণ করি॥ ২৫ ॥

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্
পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষুতয়া বিতন্বন্।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ
সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্মা॥ ২৬

মানুষ যে-শরীরকে সুখ দেওয়ার জন্য বহু রকম কামনা ও কর্ম করে এবং স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ হাতি-ঘোড়া, ভৃত্য-গোলাম, ঘর-দালান এবং আত্মীয়-স্বজনদের বিস্তার করে তাদের লালন পালনে যুক্ত থাকে, অনেক কষ্ট সহ্য করে ধন সঞ্চয় করে ; অথচ আয়ু শেষ হলে সেই শরীর নিজে নষ্ট হয়ে গেলেও বৃক্ষবৎ অন্য শরীরের জন্য বীজ বপন করে তার জন্যও দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা করে যায়॥ ২৬ ॥

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥ ২৭

সতিনদের পতিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা তো এক জানা সত্য ঘটনা। তেমনভাবেই জীবকে জিহ্বা একদিকে অর্থাৎ সুস্বাদু খাদ্যের দিকে, পিপাসা জলের দিকে, জননেন্দ্রিয় স্ত্রীসম্ভোগের দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে ; তেমন করেই ত্বক, উদর ও কর্ণও ভিন্ন ভিন্ন দিকে যথা—কোমল স্পর্শ, উত্তম খাদ্য ও মধুর শব্দর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার

[১]মপি ত্যজন্।

*দেহত্যাগের পূর্বেই অনবরত চিন্তনের দ্বারা যদি সেই চিন্তন করা দেহের প্রাপ্তি হতে পারে, তাহলে মৃত্যুর পর সেই দেহ লাভের কথা আর কী বলার আছে ! অতএব মানুষের সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করা উচিত।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান্[1]।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ।। ২৮

নাসিকা সুন্দর গন্ধ অভিমুখে ও চঞ্চল নেত্র অন্য কোনো সুন্দর রূপ দর্শনে নিয়ে যেতে চায়। এইভাবে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েই জীবকে অতিষ্ঠ করে তোলে।। ২৭ ।।

ভগবান নিজ অচিন্ত্য শক্তি মায়াদ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, ডাঁশ এবং মৎস আদি বহু যোনী সৃষ্টি করেও পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। তখন তিনি মানবশরীর সৃষ্টি করলেন। এই মানবশরীর এমন বিবেক-বিচার সম্পন্ন যে তা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম। সেই মানব শরীর সৃষ্টি করে তিনি পরমানন্দ অনুভব করলেন।। ২৮ ।।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু[2] যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।। ২৯

মানব শরীরও অনিত্য, কারণ মৃত্যু সবসময় তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মানব শরীর দ্বারা পরমার্থ লাভ হওয়া সম্ভব। তাই বহু জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্লভ মানব শরীর পেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে এই যথাযথ যে, সে অনতিবিলম্বে মৃত্যুর পূর্বেই যেন মোক্ষপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। এই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মোক্ষই। বিষয় ভোগ তো সব যোনিতে সম্ভব, তাই তারজন্য এই অমূল্য জীবন হারানো ঠিক নয়।। ২৯ ।।

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ[3]।। ৩০

রাজন্! এই সব চিন্তাভাবনা করে আমার জগতের উপর বৈরাগ্য এল। আমার হৃদয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ঝলমল করছে। আমার আসক্তিও নেই, অহংকারও নেই। এখন আমি নিশ্চিন্তে বিচরণ করে থাকি।। ৩০ ।।

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং[4] স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ।। ৩১

রাজন্! কেবল গুরুই যথেষ্ট ও সুদৃঢ় বোধ দান করেন না ; তার জন্য নিজ বুদ্ধি সহযোগে অনেক কিছু ভাবনাচিন্তা করারও দরকার হয়ে থাকে। দেখো ! ঋষিগণও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে লাভ করবার বহু পথের কথা জানিয়েছেন। (যদি তুমি স্বয়ং বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত না হও তবে কেমন করে ব্রহ্মের স্বরূপকে জানতে পারবে ?) ।। ৩১ ।।

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ।
বন্দিতোঽভ্যর্থিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্।। ৩২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—প্রিয় উদ্ধব ! ব্রহ্মজ্ঞ অবধূত দত্তাত্রেয় রাজা যদুকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। যদু তাঁর পূজা-বন্দনা করলেন এবং দত্তাত্রেয় তাঁর অনুমতি নিয়ে অতি প্রসন্ন হয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।। ৩২ ।।

[1]খগাদন্দশূকান্। [2]মৃত্যুযোগাৎ। [3]নহঙ্কৃতঃ। [4]সুস্থিতম্।

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্বেষাং নঃ স পূর্বজঃ।
সর্বসঙ্গবিনির্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ॥ ৩৩

আমার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে রাজা যদু অবধূত দত্তাত্রেয়র উপদেশ ধারণ করে আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ও সমদর্শী হয়েছিলেন। (সেইভাবেই তোমারও উচিত সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করে সমদর্শী হয়ে যাওয়া)॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

লৌকিক ও পারলৌকিক ভোগের অসারতা নিরূপণ

শ্রীভগবানুবাচ

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—প্রিয় উদ্ধব ! সাধকের পক্ষে উত্তম এই যে আমার শরণাগত থেকে গীতা ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে আমার উপদিষ্ট নিজ ধর্মের যথাযথভাবে পালন করা। যতদূর সম্ভব বিরোধ এড়িয়ে নিষ্কামভাবে নিজ বর্ণ, আশ্রম এবং কুলবিধি অনুসার সদাচারেরও অনুষ্ঠান করা॥ ১ ॥

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্বারম্ভবিপর্যয়ম্॥ ২

নিষ্কাম হওয়ার উপায় এই যে, স্বধর্ম পালন করতঃ শুদ্ধ চিত্তে ভেবে দেখা যে, জগতের বিষয়াদিতে আসক্ত প্রাণী শব্দ, স্পর্শ, রূপ আদিকে সত্য জ্ঞান করে সুখ প্রাপ্তি হেতু সচেষ্ট হয় কিন্তু পরিণামে কেবল দুঃখই ভোগ করে,—এরূপ কেন হয় ? ২ ॥

সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ।
নানাত্মকত্বাদ্ বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ॥ ৩

এই বিষয়ে এইভাবে বিচার আবশ্যক—স্বপ্নাবস্থা কিংবা জাগ্রত অবস্থাতেও কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হলে মানুষ মনে মনে বহু প্রকার বিষয়ের অনুভব করে কিন্তু তার সমস্ত কল্পনা সারবস্তুরহিত হওয়ায় ব্যর্থ হয়ে থাকে। তদনুরূপে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিভেদসম্পন্ন বুদ্ধিও যথার্থ নয় কারণ ইন্দ্রিয়-জনিত নানা বস্তুবিষয়ক হওয়ায় এটিও পূর্বের ন্যায় অসত্য॥ ৩ ॥

নিবৃত্তং কর্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্মচোদনাম্॥ ৪

আমার শরণাগতের পক্ষে অন্তর্মুখী হয়ে নিষ্কামভাবে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠানই বিধেয়। সে বহির্মুখী বৃত্তি বা সকাম

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্॥ ৫

কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করবে। যখন আত্মজ্ঞানের প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠবে তখন তার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধের পালন তেমনভাবে প্রযোজ্য হয় না॥ ৪ ॥

অহিংসাদি আচরণবিধির সেবন সমাদরে হওয়া কাম্য কিন্তু শৌচ (পবিত্রতা) আদি নিয়মের প্রতিপালন আত্মজ্ঞানবিরোধী না হলে সামর্থ্যানুসারে করা উচিত। জিজ্ঞাসুর পক্ষে আচরণবিধি ও নিয়ম পালন থেকেও বেশি প্রযোজ্য আমার স্বরূপের অনুভবকারী প্রশান্ত গুরুকে আমার স্বরূপজ্ঞানে সেবা করা॥ ৫ ॥

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬

শিষ্য অভিমান করবে না। ঈর্ষাকাতর হবে না, কারো অমঙ্গল চিন্তা করবে না। প্রত্যেক কার্যে সে নিপুণ হবে, আলস্য তাকে যেন স্পর্শও না করে। কোথাও মমতাযুক্ত হবে না ; গুরুচরণে যেন তার দৃঢ় অনুরাগ থাকে। যে কাজই করুক না কেন তা মনোযোগ সহকারে পূর্ণ করবে। সদা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখবে। কারো গুণে দোষ দর্শন করবে না এবং ব্যর্থ কথা বলায় বিরত থাকবে॥ ৬ ॥

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু ।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ ॥ ৭

জিজ্ঞাসুর পরম ধন আত্মা ; তাই সে স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন এবং ধনসম্পদাদি সমস্ত পদার্থে সমভাবে স্থিত একমাত্র আত্মাকে প্রত্যক্ষ করবে এবং আত্মা ভিন্ন কোনো কিছুতে গুরুত্ব আরোপ করে মমতায় বদ্ধ হবে না ; উদাসীন থাকবে॥ ৭ ॥

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্ দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্ দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥ ৮

হে উদ্ধব ! জ্বলন্ত কাষ্ঠ তার দাহী ও প্রকাশক অগ্নি থেকে সর্বতোভাবে পৃথক। তেমনভাবে বিচার করলেই বোধগম্য হয় যে পঞ্চভূত নির্মিত স্থূল শরীর এবং মন-বুদ্ধি আদি সপ্তদশ তত্ত্ব নির্মিত সূক্ষ্ম শরীর—উভয়ই দৃশ্য ও জড় ; তার পরিচায়ক ও প্রকাশক আত্মা সাক্ষী ও স্বপ্রকাশিত। শরীর অনিত্য, ভিন্ন ভিন্ন এবং জড় ; কিন্তু আত্মা নিত্য, এক এবং চৈতন্যময়। এইভাবে শরীর অপেক্ষা আত্মাতে বিশিষ্টতা বিদ্যমান। অতএব দেহ ও আত্মা সর্বতোভাবে পৃথক॥ ৮ ॥

নিরোধোৎ পত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্ত এবং দেহগুণান্ পরঃ॥ ৯

অগ্নি কাষ্ঠে প্রজ্বলিত হলে সে কাষ্ঠের উৎপত্তি, বিনাশ ; কাষ্ঠের আকারাদি গুণসকল স্বয়ং গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু বাস্তবে কাষ্ঠের ওই গুণসকলের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধই নেই। ঠিক তেমনভাবেই যখন আত্মা নিজেকে শরীর জ্ঞান করে নেয় তখন সে দেহের জড়তা, অনিত্যতা, স্থূলতা, বহুত্ব আদি গুণসকলের সঙ্গে

যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ।। ১০

সর্বতোভাবে পৃথক হলেও তার সঙ্গে যুক্ত বলে বোধ হয়।। ৯ ।।

ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত মায়ার গুণই সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর নির্মাণ করে। জীবকে শরীর ও শরীরকে জীব বলে জ্ঞান করার ফলেই স্থূল শরীরের জন্ম-মৃত্যু এবং সূক্ষ্ম শরীরের আসা-যাওয়ার আরোপ আত্মার উপর করা হয়ে থাকে। এই ভ্রমবশত অথবা অভ্যাসের কারণে জীবের জন্ম-মৃত্যুরূপে সংসারপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হওয়ার পর তার মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়।। ১০ ।।

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্।। ১১

হে প্রিয় উদ্ধব ! জগতে এই জন্ম-মৃত্যু-চক্রে-বন্ধের মূল কারণ অজ্ঞানই। অন্য কিছু নয়। তাই নিজ বাস্তব স্বরূপ আত্মাকে জানবার সদিচ্ছা জাগ্রত করা উচিত। নিজের বাস্তব স্বরূপ প্রকৃতির অতীত, সম্পূর্ণরূপে দ্বৈত-ভাব-শূণ্য এবং নিজেই নিজেতে স্থিত, তার অন্য কোনো আধার নেই। তাকে জেনে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীরাদিতে যে সত্যের ন্যায় ধারণা হয়ে আছে তাকে ক্রমশ দূর করা কর্তব্য।। ১১ ।।

আচার্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ।। ১২

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধি-
র্ধুনোতি মায়াং গুণসম্প্রসূতাম্।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ
স্বয়ং চ শাম্যত্যসমিদ্ যথাগ্নিঃ।। ১৩

(যজ্ঞে যখন অরণিমন্থন করে অগ্নি উৎপন্ন করা হয় তখন তাতে নীচে-উপরে দুটি কাষ্ঠ থাকে এবং মধ্যে অরণি-মন্থন কাঠ থাকে ; তেমনভাবেই) বিদ্যারূপ অগ্নির প্রকাশার্থে আচার্য ও শিষ্য তো যেন উপর-নীচের কাষ্ঠ এবং উপদেশ হল মন্থনকাষ্ঠ। এর দ্বারা যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয় যা অতি সুখপ্রদানকারী। এই যজ্ঞে বুদ্ধিমান শিষ্য সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যে অতি বিশুদ্ধ জ্ঞান পেয়ে থাকে তা গুণত্রয় নির্মিত বিষয় মায়াসকলকে ভস্ম করে। অতঃপর সেই গুণও ভস্ম হয়ে যায়—যার দ্বারা এই সংসারের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে সমস্ত ভস্ম হয়ে যাওয়ার পর যখন আত্মা ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না তখন সেই জ্ঞানাগ্নি ঠিক তেমনভাবেই নিজ বাস্তব স্বরূপে শান্ত হয়ে যায় যেমন সমিধ শেষ হলে অগ্নি আপনিই নির্বাপিত হয়*।। ১২-১৩ ।।

অথৈষাং কর্মকর্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্।। ১৪

হে প্রিয় উদ্ধব ! যদি তুমি কদাচিৎ সমস্ত কর্মের কর্তা ও সমস্ত সুখ-দুঃখের ভোক্তা জীবকে বহুরূপে মনে করো ও

*এ পর্যন্ত যা বর্ণনা করা হল তাতে এটি স্পষ্ট যে, একমাত্র স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই বর্তমান। কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি হল দেহ-ধর্মের কারণ। আত্মার অতিরিক্ত সবই অনিত্য, মায়াময়। সেইজন্য আত্মজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ-প্রপঞ্চের সকল বিপত্তির অবসান ঘটে।

মন্যাসে সর্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ॥ ১৫

এবমপ্যঙ্গ সর্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ॥ ১৬

অত্রাপি কর্মণাং কর্তুরস্বাতন্ত্র্যং চ লক্ষ্যতে।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কো ন্বর্থো বিবশং ভজেৎ॥ ১৭

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে বিদুষামপি।
তথা চ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্॥ ১৮

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতং চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ।
তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্ যথা॥ ১৯

জগৎ, কাল, বেদ এবং আত্মাকে একাধিক রূপে নিত্য জ্ঞান করো ; এবং সমস্ত পদার্থের স্থিতি প্রবাহ হেতু নিত্য এবং সত্য বলে স্বীকার করো এবং যদি মনে কর যে ঘটে পটে দৃশ্য বাহ্য আকৃতিসকলের ভেদ অনুসারে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং পরিবর্তিত হয় তাহলে এমন ধারণায় অতি বড় অনর্থ হবে। (কারণ এই রূপ মানলে জগতের কর্তা আত্মার নিত্য সত্তা এবং জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে তার মুক্তিও প্রমাণিত হবে না)। যদি কদাচিৎ এইরূপ স্বীকারও করে নেওয়া হয় তাহলে দেহ এবং সংবৎসরাদি কালাবয়ব-সকলের সম্বন্ধ থেকে সংঘটিত সকল জীবের জন্ম-মৃত্যু আদি অবস্থাসকল নিত্য হওয়ায় জীব কখনো এই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্ত হবে না ; কারণ এর দ্বারা দেহাদি পদার্থ এবং কালের নিত্যতা স্বীকার করা হয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে সমস্ত কর্মের কর্তা ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা জীবের পরাধীনতা পরিলক্ষিত হয় ; কেননা যদি সে স্বতন্ত্র হয় তাহলে সে দুঃখের ফল ভোগ কেন করতে চাইবে ? এইরূপ সুখভোগের সমস্যার সমাধান হয়ে গেলেও দুঃখভোগের সমস্যা যথাবৎ থেকে যাবে। অতএব এই মতানুসারে জীব কখনো মুক্তি বা স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে না। যদি জীব স্বরূপত পরাধীন হয় তাহলে তো সে স্বার্থ ও পরমার্থ কিছুই পালন করতে পারবে না ; অর্থাৎ সে স্বার্থ ও পরমার্থ দুটো থেকেই বঞ্চিত থেকে যাবে॥ ১৪-১৭ ॥

যদি বলা হয় যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তি সুখী হয় ও যারা তা সম্পাদনে অক্ষম তারা দুঃখ ভোগ করে, তাও ঠিক নয়। কারণ, বাস্তবে দেখা যায় যে অতি কর্মকুশল বিদ্বানগণও সুখ পায় না এবং মূঢ়গণ দুঃখের সম্মুখীন হয় না। তাই যারা বুদ্ধি অথবা কর্ম থেকে সুখের গর্ব করে তারা বস্তুত বৃথাই অহংকার করে॥ ১৮ ॥

তবুও যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে তারা সুখ প্রাপ্তির এবং দুঃখ নিবারণের সঠিক উপায় জানে, তবুও তো এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তাদের সেই পন্থার জ্ঞান আদপেই নেই যাতে মৃত্যু তাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করতে পারে ; যাতে তারা মৃত্যুকে জয় করতে পারে॥ ১৯ ॥

কো[1] স্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ॥ ২০

মৃত্যু পথযাত্রী কোনো মানুষকে কি কোনো ভোগ্যবস্তু বা ভোগের কামনা সুখী করতে পারে ? মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মানুষকে কী ফুল-চন্দন-স্ত্রী আদি বস্তু সন্তুষ্ট করতে পারে ? কখনো নয়। (তাই পূর্বোক্ত মতাদর্শবাদীদের দৃষ্টিতে সুখ কিংবা জীবের পুরুষার্থ—কোনোটিই প্রমাণিত হয় না)॥ ২০ ॥

শ্রুতং চ দৃষ্টবদ্ দুষ্টং স্পর্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ।
বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্॥ ২১

হে প্রিয় উদ্ধব ! লৌকিক সুখবৎ পারলৌকিক সুখও দোষদুষ্ট ; কারণ সেখানেও স্পর্ধা হয়ে থাকে, অধিক সুখভোগীদের দেখে হৃদয়ে জ্বালা হয় তাদের গুণের মধ্যে দোষদর্শনের চেষ্টা হয় এবং অপেক্ষাকৃত হীনদের অবজ্ঞা করা হয়। প্রতিদিন পুণ্য ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সুখও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং একদিন তা শেষও হয়ে যায়। যজমানের, ঋত্বিকের এবং কর্মাদিতে ত্রুটির হেতু কামনা পূরণ হওয়া তো দূরের কথা অতি ভয়ংকর অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে। যেমন শস্যপূর্ণ মাঠে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই ক্ষতিকর—তেমনভাবে বিঘ্ন হেতু স্বর্গের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তই থেকে যায়॥ ২১ ॥

অন্তরায়ৈরবিহতো যদি ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
তেনাপি নির্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু॥ ২২

যদি যাগযজ্ঞাদি কর্ম কোনো বিঘ্ন ছাড়াই বিধিবৎ সম্পূর্ণ হয় তাহলে তার ফলে অর্জিত স্বর্গলোক প্রাপ্তি-ক্রম আমি বলছি, শোনো॥ ২২ ॥

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্॥ ২৩

যজ্ঞ সম্পাদনকারী যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের আরাধনা করে স্বর্গলোক গমন করে এবং সেখানে নিজ পুণ্যকর্মার্জিত দিব্য ভোগসকল দেবতাদের মতন ভোগ করে থাকে॥ ২৩ ॥

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং[2] হৃদ্যবেষধৃক্॥ ২৪

পুণ্যানুসারে তার এক ঝকমকে বিমানের প্রাপ্তি হয়। সে বিমানে আরোহণ করে দেব ললনাদের সঙ্গে বিহার করে। গন্ধর্বগণ তার গুণকীর্তন করেন এবং তার রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ করে অন্যের মন চঞ্চল হয়॥ ২৪ ॥

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
ক্রীড়ন্ ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ॥ ২৫

তার বিমান তার ইচ্ছানুসারে নানা স্থানে যায় ও বিমানের টুং টাং ঘণ্টাধ্বনিও দিকে দিকে শোনা যায়। সে অপ্সরাদের সঙ্গে নন্দনবন আদি দেববিহার স্থলে ক্রীড়াশীল হয়ে ক্রমশ এমন তন্ময় হয়ে যায় যে, তার পুণ্য এবার ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং তখন তাকে সেখান থেকে বিদায় দেওয়া হবে—এই হুঁশও তার থাকে না॥ ২৫ ॥

[1] কিম্বর্থঃ। [2] দেবানাম্।

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ২৬

যতক্ষণ তার পুণ্য অবশিষ্ট থাকে সে স্বর্গে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে ; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হয়ে গেলেই তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখান থেকে তার পতন হয় ; কালের বিধান এই রকমই হয়ে থাকে॥ ২৬ ॥

যদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ॥ ২৭

পশূনবিধিনাহহলভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ॥ ২৮

দুষ্ট সঙ্গে যদি কেউ অধর্মপরায়ণ হয়ে পড়ে, নিজ ইন্দ্রিয়সকলের তাড়নায় দুষ্কর্ম করে, লোভের বশীভূত হয়ে কৃপণতা করে, লম্পট হয়ে যায় অথবা প্রাণীদের উত্যক্ত করে এবং বিধি-বিরুদ্ধ পশুবলি দিয়ে ভূত-প্রেতদের উপাসনায় যুক্ত হয় তখন তার অবস্থা পশু থেকেও খারাপ হয় এবং অবশ্যই সে নরকে গমন করে। শেষে তাকে ঘোর অন্ধকারময় স্বার্থ এবং পরমার্থরহিত কষ্টময় জীবন যাপন করতে হয়॥ ২৭-২৮ ॥

কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ॥ ২৯

সকাম ও বহির্মুখী সকল কর্মের ফল দুঃখ প্রাপ্তিই হয়ে থাকে। শরীরের প্রতি অহংকার ও মমতাযুক্ত জীব তাই সেবন করে জন্ম-মৃত্যু চক্রে বারংবার আবর্তিত হতেই থাকে। এমন পরিস্থিতিতে কী মৃত্যুধর্মী জীবের সুখ সম্ভব ? ২৯ ॥

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোহপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্ধপরায়ুষঃ॥ ৩০

সমস্ত লোক এবং লোকপালদের আয়ু কেবল এক কল্প তাই তারা আমাকে ভয় পায়। অন্যদের কথা কী বলব স্বয়ং ব্রহ্মাও আমাকে ভয় পান ; কারণ তাঁর আয়ুও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ মাত্র দুই পরার্ধ॥ ৩০ ॥

গুণাঃ সৃজন্তি কর্মাণি গুণোহনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্মফলান্যসৌ॥ ৩১

গুণত্রয়—সত্ত্ব, রজ, তম, সকল ইন্দ্রিয়কে তাদের কর্মে প্রেরণা দেয় এবং তাই তারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অজ্ঞানতা হেতু জীব গুণত্রয় এবং ইন্দ্রিয়সকলকে নিজ স্বরূপ জ্ঞান করে বসে এবং তাদের কৃতকর্মের ফল সুখ-দুঃখ ভোগ করতে থাকে॥ ৩১ ॥

যাবৎ স্যাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি॥ ৩২

যতক্ষণ গুণত্রয়ের বৈষম্য বর্তমান অর্থাৎ শরীরাদিতে 'আমি' ও 'আমার' অহংকার বর্তমান ততক্ষণ আত্মার সঙ্গে একত্বের অনুভূতি আসে না—তাকে বহু বলেই বোধ হয় ; এবং যতক্ষণ আত্মার বহুত্ব বর্তমান ততক্ষণ তো তাকে কাল অথবা কর্ম কারো অধীন থাকতেই হবে॥ ৩২ ॥

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ॥ ৩৩

যতক্ষণ পরাধীনতা বর্তমান ততক্ষণ ঈশ্বরভীতি থাকেই। যে 'আমি' এবং 'আমার' ভাবগ্রস্ত হয়ে আত্মার বহুত্ব, পরাধীনতাদি মানে এবং বৈরাগ্য গ্রহণ না করে বহির্মুখী কর্মসকলই সেবন করতে থাকে তার প্রাপ্তিও হয় কেবল শোক ও মোহ॥ ৩৩ ॥

কাল আত্মাঽঽগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম এব চ।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি॥ ৩৪

হে প্রিয় উদ্ধব ! যখন মায়ার গুণত্রয়ে ক্ষোভ আসে তখন 'আমি' নামের আত্মাকেই কাল, জীব, বেদ, লোক, স্বভাব এবং ধর্ম আদি বহু নামদ্বারা নিরূপণ করা হয়। (এই সবই মায়াময়। বাস্তব সত্য এই যে আমি হলাম আত্মা)॥ ৩৪ ॥

উদ্ধব উবাচ

গুণেষু বর্তমানোঽপি দেহজেষ্বনপাবৃতঃ।
গুণৈর্ন বদ্ধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো॥ ৩৫

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন— ভগবন্ ! এই জীব দেহ আদি রূপ-গুণ সকলের মধ্যেই বসবাস করে। তাহলে সে দেহকৃত কর্মসকল অথবা সুখ-দুঃখাদি রূপ ফলাদির বন্ধনে কেন পড়ে না ? অথবা এই আত্মা গুণত্রয়ে নির্লিপ্ত দেহাদি সম্পর্ক থেকে সদা রহিত, তাহলে তার বন্ধন প্রাপ্তি কেমন করে হয় ? ৩৫ ॥

কথং বর্তেত বিহরেৎ কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা॥ ৩৬

বদ্ধ অথবা মুক্ত জীব কেমন ব্যবহার করে, কী করে বিহার করে, অথবা কোন্ কোন্ লক্ষণে চেনা যায়। কীভাবে ভোজন করে ? মল-ত্যাগাদিও কেমনভাবে করে ? কেমনভাবে নিদ্রাগমন করে, উপবেশন করে এবং চলাফেরা করে ? ৩৬ ॥

এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
নিত্যমুক্তো নিত্যবদ্ধ এক এবেতি মে ভ্রমঃ॥ ৩৭

হে অচ্যুত ! আপনিই শ্রেষ্ঠ প্রশ্নমর্মজ্ঞাতা। তাই কৃপা করে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন। একই আত্মা অনাদি গুণসকলের সংসর্গে থেকে নিত্য বদ্ধও মনে হয় এবং অসঙ্গ হওয়ার কারণে নিত্যমুক্তও মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আমার চিন্তাধারা ভ্রমাত্মক॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধে
ভগবান-উদ্ধবসংবাদে দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

বদ্ধ, মুক্ত এবং ভক্তজনদের লক্ষণ

শ্রীভগবানুবাচ

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! আত্মা বদ্ধ অথবা মুক্ত এইরূপ বিচার ও ব্যাখ্যা আমার অধীনে নিবাসকারী সত্ত্বাদি গুণসকলের উপাধিতেই হতে থাকে, বস্তুত তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা নয়। সকল গুণের মূলে মায়া যা ইন্দ্রজাল মাত্র কুহকবিদ্যাসম। তাই আমার মোক্ষও নেই, বন্ধনও নেই॥ ১ ॥

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো[1] যথাঽঽত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥ ২

স্বপ্ন বুদ্ধির বিবর্ত অর্থাৎ না ঘটলেও মনে হয় ঘটেছে, তাই সম্পূর্ণভাবে অসত্য। তেমনভাবেই শোক-মোহ, সুখ-দুঃখ, শরীরের উৎপত্তি-মৃত্যু—এই সকলই জগতে মায়া প্রপঞ্চ অর্থাৎ অবিদ্যার ফলে প্রতিভাষিত হলেও বাস্তবিক নয়॥ ২ ॥

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্মিতে॥ ৩

হে উদ্ধব! দেহধারীর মুক্তির অনুভব হয় আত্মবিদ্যা দ্বারা এবং বন্ধন হয় অবিদ্যার দ্বারা—এই দুটোই আমার অনাদি শক্তি। আমার মায়াই এদের সৃষ্টি করে। বাস্তবে এদের অস্তিত্বই নেই॥ ৩ ॥

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ ৪

প্রিয় উদ্ধব! তুমি তো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাহলে নিজেই বিচার করে দেখো যে জীব তো সেই একই। ব্যবহারিক কারণেই আমার অংশরূপে কল্পিত, বস্তুত তা আমার স্বরূপই। আত্মজ্ঞান সমৃদ্ধ হলে তাকে মুক্ত বলে আর না হলে বলে বদ্ধ। এবং এই অজ্ঞান অনাদি হওয়ার কারণে বন্ধনকেও অনাদি বলা হয়॥ ৪ ॥

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্মিণি॥ ৫

এইভাবে অদ্বিতীয় ধর্মী আমাতে অবস্থান করে শোকগ্রস্ত এবং আনন্দময়—দুই ভেদে অবস্থানকারী সেই বদ্ধ ও মুক্ত জীবের কথা আমি বলছি॥ ৫ ॥

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ ৬

(এই ভেদ দুই প্রকার—প্রথমত নিত্যমুক্ত ঈশ্বর থেকে জীবের ভেদ এবং দ্বিতীয়ত মুক্ত ও বদ্ধ জীবের ভেদ। প্রথমটা শোনো)—জীব ও ঈশ্বর বদ্ধ ও মুক্ত ভেদহেতু ভিন্ন-ভিন্ন হলেও তারা একই দেহে নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিত রূপে অবস্থান করে। ধরা যেতে পারে যে দেহ একটা বৃক্ষ, তাতে বাসা বেঁধে জীব ও ঈশ্বর নামের দুইটি পাখি নিবাস করে। তারা দুজনেই চেতন হওয়ার কারণে অভিন্ন

[1]স্বপ্নে।

আত্মানমন্যং চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥ ৭

দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা॥ ৮

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহংকুর্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ॥ ৯

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্মণা।
বর্তমানোঽবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥ ১০

এবং বিরক্তঃ শয়নে আসনাটনমজ্জনে।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু ॥ ১১

ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্।
প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ॥ ১২

বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্ বিনিবর্ততে॥ ১৩

ও কখনো বিচ্ছেদ না হওয়ার কারণে সখা। তাঁদের নিবাসের কারণ কেবল লীলামাত্র। এত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও জীব দেহরূপ বৃক্ষের ফল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে কিন্তু ঈশ্বর তা ভোগ না করে কর্মফল সুখ-দুঃখাদি থেকে অসংলগ্ন ও সাক্ষীরূপে উপস্থিত থাকেন। ভোগ না করেও ঈশ্বরে এই বিশেষত্ব বর্তমান যে ভোক্তা-জীব থেকে তাঁর জ্ঞান, ঐশ্বর্য, আনন্দ এবং সামর্থ্য আদির উৎকর্ষ অনেক বেশি॥ ৬ ॥

এতদ্ব্যতিত আরও একটি বিশেষত্ব এই যে অ-ভোক্তা ঈশ্বর নিজ স্বরূপ এবং জগৎকেও জানেন কিন্তু ভোক্তা জীব নিজ বাস্তব স্বরূপকেও জানে না এবং নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। ফলে জীব তো অবিদ্যাতে যুক্ত হওয়ার কারণে নিত্যবদ্ধ আর ঈশ্বর স্বয়ং বিদ্যাস্বরূপ হওয়ায় নিত্যমুক্ত॥ ৭ ॥

হে প্রিয় উদ্ধব ! প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি মুক্তই হয়ে থাকে। যেমন স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকে না তেমনভাবেই প্রজ্ঞাবান পুরুষ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরে নিবাস করলেও তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু অজ্ঞানী পুরুষ বাস্তবে দেহের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও অজ্ঞান হেতু দেহতেই অবস্থান করে ; ঠিক সেইভাবে যেমনভাবে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে॥ ৮ ॥

ব্যবহারাদিতে ইন্দ্রিয়সমূহ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়-সকলকে গ্রহণ করে থাকে ; কারণ নিয়মানুসারে গুণই গুণকে গ্রহণ করে, আত্মা নয়। অতএব যার নিজ আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয়েছে সে কখনো সেই সকল বিষয়ের গ্রহণ-ত্যাগে অভিরুচি রাখে না॥ ৯ ॥

এই দেহ প্রারব্ধাধীন। তাই তার দ্বারা কৃত শারীরিক ও মানসিক কর্মসকল গুণসমূহের প্রেরণায় হয়ে থাকে। অজ্ঞান পুরুষ অনর্থক সেই গ্রহণ-ত্যাগ প্রভৃতি কর্মে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে এবং অহমিকার বন্ধনে যুক্ত হয়॥ ১০ ॥

হে প্রিয় উদ্ধব ! পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বিচার করে বিবেকযুক্ত পুরুষ বিষয়সকলে অসংশ্লিষ্ট থাকেন এবং শয়ন-উপবেশন, বিচরণ, অবগাহন, দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন এবং শ্রবণাদি ক্রিয়াকর্মে নিজেকে কর্তা

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স[১] বিনির্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্গুণৈঃ॥ ১৪

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া।
অর্চ্যতে বা ক্বচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ॥ ১৫

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্বতঃ সাধ্বসাধু বা।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জিতঃ সমদৃঙ্মুনিঃ॥ ১৬

ন কুর্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ॥ ১৭

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি[২]।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥ ১৮

গাং দুগ্ধদোহামসতীং চ ভার্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাং চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী॥ ১৯

মনে করেন না— গুণকেই কর্তা মানেন। গুণই সর্বকর্মের কর্তা ভোক্তা—এই জ্ঞানে অবিচল থেকে বিদ্বান ব্যক্তিগণ কর্মবাসনা ও তার ফলসমূহের সঙ্গে যুক্ত হন না। যেমন আকাশ স্পর্শ থেকে, সূর্য জলের আর্দ্রতা থেকে, বায়ু গন্ধ থেকে অসংশ্লিষ্ট থাকে—তেমনভাবেই বিদ্বান পুরুষগণ প্রকৃতিতে থেকেও তা থেকে নির্লিপ্ত থাকেন। তাঁদের বিমল বুদ্ধিরূপী তরবারি অসংশ্লিষ্ট জ্ঞানরূপী দীপ্তিতে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে যায় ও তার দ্বারা সকল সংশয়-সন্দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতন তাঁরা এই ভেদবুদ্ধির ভ্রম থেকে মুক্ত থাকেন॥ ১১-১৩ ॥

যাঁদের প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির সমস্ত অবয়ব সংকল্প বিরহিত হয়, তাঁরা দেহে বাস করেও গুণসকলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না॥ ১৪ ॥

কোনো হিংসক ব্যক্তি যদি সেই তত্ত্বজ্ঞ মুক্তপুরুষদের শরীরে কষ্ট প্রদান করেন কিংবা কখনো দৈবযোগে কেউ পূজা করেন তাহলে কষ্টকর অবস্থায় তাঁরা দুঃখী হন না এবং পূজিত হলে আনন্দিতও হন না॥ ১৫ ॥

দোষগুণ ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী সমদর্শী মহাত্মা ব্যক্তিগণ সৎকর্মকারীর স্তুতি করেন না এবং অসৎকর্মকারীর নিন্দাও করেন না। তাঁরা কারও ভালোকথা শুনে প্রশংসা করেন না এবং মন্দকথা শুনে তিরস্কারও করেন না॥ ১৬ ॥

জীবন্মুক্ত পুরুষ ভালোকাজ-মন্দকাজ কোনোটাই করেন না, ভালোকথা-মন্দকথা কোনোটাই বলেন না ভালোচিন্তা-মন্দচিন্তা কোনোটাই করেন না। তাঁরা ব্যবহারে সমত্ব রেখে আত্মানন্দতেই নিমগ্ন থাকেন ; জড়বৎ, মূর্খবৎ বিচরণ করে থাকেন॥ ১৭ ॥

প্রিয় উদ্ধব ! দুগ্ধ প্রদান করে না, এরূপ গাভী পালনে যেমন সকল পরিশ্রম নিষ্ফল হয় ; তদনুরূপ পরব্রহ্ম জ্ঞানশূন্য বেদপারঙ্গম বিদ্বানের সকল পরিশ্রম নিষ্ফল॥ ১৮ ॥

দুগ্ধ প্রদানে অক্ষম গাভী, ব্যভিচারিণী স্ত্রী, পরাধীন দেহ, দুষ্ট পুত্র, সৎপাত্র প্রাপ্তির পরও দান না করা ধন এবং আমার গুণবর্জিত কথা সর্বতোভাবে মূল্যহীন। এই

[১]স তু মুক্তো বৈ দে.। [২]যদা।

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ॥ ২০

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্বগে॥ ২১

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥ ২২

শ্রদ্ধালুর্মে কথাঃ[১] শৃণ্বন্ সুভদ্রা[২] লোকপাবনীঃ[৩]।
গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ॥ ২৩

মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥ ২৪

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্॥ ২৫

উদ্ধব উবাচ

সাধুস্তবোত্তমশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো[৪]।
ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত[৫] কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা॥ ২৬

এতন্মে[৬] পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।
প্রণতায়ানুরক্তায়[৭] প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্॥ ২৭

বস্তু-সকলের সংরক্ষণকারিগণ নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে থাকে॥ ১৯ ॥

অতএব হে উদ্ধব! যে কথনে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়রূপ আমার পবিত্রতাপ্রদানকারী লীলার বর্ণনা নেই এবং লোকাবতারের মধ্যে আমার প্রিয় রাম-কৃষ্ণ আদি অবতারদের যশোগান বর্ণিত নেই সেই কথন সর্বতোভাবে বন্ধ্যা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এইরূপ কথন উচ্চারণে-শ্রবণে বিরত থাকেন॥ ২০ ॥

উদ্ধব! উল্লিখিত কথনানুসারে আত্মজিজ্ঞাসা এবং বিচার সহযোগে আত্মাতে যে বহুত্বর ভ্রম তা দূর করো এবং সর্বব্যাপী পরমাত্মা আমাতেই নিজ নির্মল মন অধিষ্ঠাপন করো ও জগতের ব্যবহার থেকে বিরত হও॥ ২১ ॥

যদি তুমি মনকে পরব্রহ্মে স্থির রাখতে সমর্থ না হও, তাহলে সমস্ত কর্মে নিরপেক্ষ থেকে আমার জন্য কর্ম করো॥ ২২ ॥

আমার গাথা সমস্ত লোকাদিতে পবিত্রতা প্রদানকারী ও কল্যাণকারী। শ্রদ্ধা সহকারে তার শ্রবণ করা সমীচিন। আমার অবতরণ ও লীলা আদির সংকীর্তন, স্মরণ এবং অনুসরণ করাই সংগত॥ ২৩ ॥

আমার আশ্রিত থেকে আমার জন্যই ধর্ম, কাম এবং অর্থ উপার্জন করা উচিত। প্রিয় উদ্ধব! যে তা করে তার আমার প্রতি প্রেমানুরাগযুক্ত ভক্তির প্রাপ্তি হয়॥ ২৪ ॥

সাধুসঙ্গের দ্বারা আমার ভক্তি প্রাপ্তি হয়। যে ভক্তি লাভ করে, সেই আমার উপাসনা করে আমার সান্নিধ্য অনুভব করে। অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি হলে সাধুসন্তদের উপদেশানুসারে নির্দেশিত পথে সে আমার পরমপদ—বাস্তব স্বরূপ সহজেই লাভ করে॥ ২৫ ॥

উদ্ধব বললেন— ভগবন্! আপনার লীলা সংকীর্তন তো বহু মহান সাধু মহাত্মারা করে থাকেন? অনুগ্রহ করে বলুন যে আপনার বিচারে প্রকৃত সাধু-মহাত্মার লক্ষণ কী? সাধুসন্ত সমাদৃত উত্তম ভক্তির স্বরূপই বা কী? ২৬ ॥

ভগবন্! আপনিই ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতা, সত্যাদিলোক ও বিশ্বচরাচরের সর্বময়কর্তা। আমি আপনার বিনয়াবনত

[১]কথাম্। [২]সুভদ্রাম্। [৩]পাবনীম্। [৪]বিভো। [৫]ত্বয়ি প্রযুজ্যেত। [৬]প্রাচীন বইতে এই শ্লোকার্ধটি এইপ্রকার— 'এতন্মে পুরুষেশাদ্য প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্।' [৭]প্রাচীন বইতে এই শ্লোকার্ধটি নেই।

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ।। ২৮

অনুরাগী শরণাগত ভক্ত। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে ভক্তি ও তাঁর রহস্যের কথা সবিস্তারে বলুন।। ২৭ ।।

ভগবন্ ! আমি জানি যে আপনি প্রকৃতি অসংশ্লিষ্ট পুরুষোত্তম এবং চিদাকাশস্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম। আপনার থেকে ভিন্ন কিছুই নেই, তবুও আপনি স্ব-ইচ্ছায় লীলা-কারণ দেহ ধারণ করে অবতরণ করেছেন, অতএব ভক্তি ও ভক্তরহস্য প্রকাশনে আপনি বিশেষভাবে সমর্থ।। ২৮ ।।

শ্রীভগবানুবাচ

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ।। ২৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন — হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার ভক্ত কৃপার প্রতিমূর্তি হয়ে থাকে। কারো সঙ্গে তার বৈরীভাব থাকে না ; চরম দুঃখেও সে প্রসন্নচিত্তে থাকে। তার জীবনে সত্যই সারবস্তু এবং তার মনে কোনো রকম পাপবাসনা কখনো উদয় হয় না। সে সমদর্শী ও সর্বহিতার্থী হয়।। ২৯ ।।

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।। ৩০

আমার ভক্তের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে কামনা-বাসনা কলুষমুক্ত হয়। সে সংযমী, স্বভাবে মধুর ও পবিত্র হয়ে থাকে। সঞ্চয়-সংগ্রহ থেকে সে সতত বিরত থাকে। তার আহার পরিমিত এবং প্রকৃতি শান্ত। সে স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। আমার উপর তার অনন্য বিশ্বাস এবং সে সতত আত্মতত্ত্ব চিন্তনে বিভোর থাকে।। ৩০ ।।

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমাঞ্জিতষড্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ।। ৩১

সে প্রমাদরহিত, গম্ভীর স্বভাব এবং ধৈর্যবান হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-মোহ এবং জন্ম-মৃত্যু—এই ছয়ই তার বশীভূত থাকে। তার সম্মান প্রাপ্তির স্পৃহা থাকে না কিন্তু সে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করে। আমার কথা অন্যকে বোঝাতে সে অগ্রহী হয়ে থাকে। সকলের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপ্রীতি থাকে। তার হৃদয় করুণায় ভরা হয়। আমার তত্ত্বে তার যথার্থ জ্ঞান থাকে।। ৩১ ।।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ।। ৩২

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমি বেদ-শাস্ত্র সমুদয়রূপে মানব জাতিকে ধর্মোপদেশ দান করেছি। তার পালনে অন্তঃকরণ শুদ্ধি আদি হয় আর তার অবমাননায় নরকাদি দুঃখ প্রাপ্তি হয় ; কিন্তু আমার যে ভক্ত তাকেও ধ্যানাদিতে বিক্ষেপ-জ্ঞানে ত্যাগ করে এবং সতত আমারই ভজনায় ব্যাপৃত থাকে সেই পরম সন্ত।। ৩২ ।।

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ।। ৩৩

আমি কে, কী আমার যোগ্যতা, আমার কী পরিচয় ? —এই সব জানা থাক বা না থাক, যদি কেউ অনন্যভাবে আমার উপাসনা করে, সে আমার বিচারে আমার পরম ভক্ত।। ৩৩ ।।

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্ ।
পরিচর্যা স্তুতিঃ প্রহ্বগুণকর্মানুকীর্তনম্।। ৩৪

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার বিগ্রহের ও আমার ভক্তদের

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥ ৩৫

দর্শন, স্পর্শন, পূজা, সেবা-শুশ্রূষা, স্তুতি এবং প্রণাম আদি করা কল্যাণকর এবং আমার গুণ ও কর্মের সংকীর্তন আবশ্যক॥ ৩৪ ॥

হে উদ্ধব ! আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান হওয়া ও সতত আমার চিন্তায় বিভোর থাকা কল্যাণকর। প্রাপ্ত বস্তুর সমর্পণ এবং দাসভাব রেখে আমাতে আত্মনিবেদন করা আবশ্যক॥ ৩৫ ॥

মজ্জন্মকর্মকথনং মম পর্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ ॥ ৩৬

আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের সংকীর্তন কল্যাণকর। জন্মাষ্টমী, রামনবমী আদি পার্বণে আনন্দ করা উচিত এবং সংগীত, নৃত্য, বাদ্য ও ভক্তমণ্ডলী সমাবৃত হয়ে আমার মন্দিরসমূহে উৎসব পালন কর্তব্য॥ ৩৬ ॥

যাত্রা বলিবিধানং চ সর্ববার্ষিকপর্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্॥ ৩৭

বার্ষিক মহোৎসবের দিনে অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে আছে আমার সঙ্গে যুক্ত স্থানসকলে (তীর্থাদিতে) গমন, শোভাযাত্রা বার করা, বিবিধ উপহার সহকারে পূজা করা, বৈদিক অথবা তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষাগ্রহণ ও ব্রত পালন। এই সবই আবশ্যক॥ ৩৭ ॥

মমার্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্মণি ॥ ৩৮

মন্দিরে আমার বিগ্রহ প্রতিস্থাপনে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিজ সামর্থ্যে অপারগ হলে সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমার উদ্দেশে পুষ্পবাটিকা, উদ্যান, ক্রীড়াভূমি, নগর এবং মন্দির নির্মাণ হওয়া প্রয়োজন॥ ৩৮ ॥

সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া॥ ৩৯

নিষ্কপটভাবে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আমার দেবালয়-সমূহের সেবা করা প্রয়োজন। দেবালয় ও দেবালয় প্রাঙ্গণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জল সিঞ্চন ও সম্মার্জনাদি কার্য এই প্রসঙ্গে আবশ্যক॥ ৩৯ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥ ৪০

অহংকার করবে না, দম্ভ রাখবে না। আর নিজ কৃত শুভ কর্মের অহেতুক প্রচার করবে না। হে প্রিয় উদ্ধব ! আমাকে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি নিজ কার্যে ব্যবহার করা তো দূরের কথা, আমার উদ্দেশে নিবেদিত দীপের আলোককেও নিজ কার্যে ব্যবহার করবার কথা চিন্তা করবে না। অন্য কোনো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে না॥ ৪০ ॥

যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৪১

জগতে যে বস্তু অতি প্রিয় ও সর্বাভীষ্ট তা আমার উদ্দেশে সমর্পণ করবে। এইরূপ ক্রিয়া অনন্ত ফলদায়ক হয়॥ ৪১ ॥

সূর্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥ ৪২

হে ভদ্র ! সূর্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গাভী, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, আত্মা এবং সমস্ত প্রাণী—এই সকল আমার পূজার স্থান॥ ৪২ ॥

সূর্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা॥ ৪৩

হে প্রিয় উদ্ধব! ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদের মন্ত্রসকল দ্বারা ভাবনাপূর্বক সূর্যে আমার পূজা করা উচিত। যজ্ঞদ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্যদ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে এবং কচিঘাস দ্বারা গাভীদের সেবাও করবে॥ ৪৩ ॥

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ॥ ৪৪

ভ্রাতৃসম সৎকার সহযোগে বৈষ্ণবগণে, নিরবধি ধ্যানযুক্ত থেকে হৃদয়াকাশে, মুখ্য প্রাণ জ্ঞানে বায়ুতে এবং জল-পুষ্পাদি সামগ্রী সহযোগে জলে আমার আরাধনা বিধেয়॥ ৪৪ ॥

স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্॥ ৪৫

গুপ্ত মন্ত্রসকল দ্বারা ন্যাস সহযোগে মৃত্তিকা বেদিতে, উপযুক্ত ভোগসকল সহযোগে আত্মাতে এবং সমদৃষ্টি ধারণপূর্বক সম্পূর্ণ প্রাণীকুলে আমার আরাধনা করা বিধেয়। কারণ আমি এই সকলের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মারূপে বিরাজমান থাকি॥ ৪৫ ॥

ধিষ্ণ্যেষ্বেষ্বিতি[1] মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চেৎ সমাহিতঃ॥ ৪৬

এই সকল স্থানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ শান্তমূর্তি শ্রীভগবান বিরাজমান আছেন—এইরূপ ধ্যান সহযোগে একাগ্রচিত্তে আমার পূজা করা উচিত॥ ৪৬ ॥

ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥ ৪৭

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে যাগযজ্ঞাদি ইষ্ট এবং কূপ-জলাশয় খননাদি পূর্তকর্ম দ্বারা আমার পূজা করে সে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্তি লাভ করে থাকে; এবং সাধু-সন্তদের সেবা করে আমার স্বরূপ জ্ঞানও লাভ করে॥ ৪৭ ॥

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥ ৪৮

হে প্রিয় উদ্ধব! আমার বিচারে সাধুসঙ্গ ও ভক্তিযোগ —এই দুই একসঙ্গে পালন করা কল্যাণকর। প্রায়শ এই দুই পন্থা ছাড়া ভবসাগর অতিক্রম করবার অন্য কোনো উপায় থাকে না; কারণ সাধু-মহাত্মাগণ আমাকেই নিজ আশ্রয় জ্ঞান করে থাকেন এবং আমি সর্বকালে সতত তাঁদের কাছে বসবাস করি॥ ৪৮ ॥

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা॥ ৪৯

হে প্রিয় উদ্ধব! এইবার আমি তোমাকে এক অতি গুহ্য পরমরহস্য কথা বলব; কারণ তুমি আমার প্রিয় সেবক, হিতৈষী, সুহৃদ, প্রেমী সখা, উপরন্তু কথা শ্রবণেও ইচ্ছুক॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

[1]ষ্বেতেষু ম.।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধুসঙ্গের মহিমা এবং কর্ম ও কর্মত্যাগের বিধি

শ্রীভগবানুবাচ

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা॥ ১

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি[1] তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ ২

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥ ৩

বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ[2]॥ ৪

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥ ৫

সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥ ৬

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ ৭

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥ ৮

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! জগতে যত রকম আসক্তি বর্তমান সাধুসঙ্গ সেই সবকে সমূলে অপনোদন করতে সক্ষম। তাই সাধুসঙ্গ আমাকে যেমন ভাবে অভিভূত করতে সক্ষম তেমনভাবে যোগ, সাংখ্য, ধর্মপালন ও স্বাধ্যায়-সাধনও নয়; তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্তি (জলাশয়, কূপাদি খনন) এবং দক্ষিণাতেও আমি তেমন প্রসন্ন হই না। আর কত বলব! ব্রত, যজ্ঞ, বেদ, তীর্থ এবং সংযম-নিয়মও সাধুসঙ্গসম আমাকে বশীভূত করতে পারে না॥ ১-২ ॥

হে নিষ্কলঙ্ক উদ্ধব! এ শুধু এক যুগের কথা নয়। তা যুগে যুগে হয়ে এসেছে। সাধুসঙ্গ দ্বারাই দৈত্য-রাক্ষস, পশু-পক্ষী, গন্ধর্ব-অপ্সরা, নাগ-সিদ্ধ, চারণ-গুহ্যক এবং বিদ্যাধর আমাকে প্রাপ্ত করেছে। মানবকুলে বৈশ্য, শূদ্র, নারী এবং অন্ত্যজাদি রজোগুণী, তমোগুণী প্রকৃতিযুক্ত অনেকেই আমার পরমকৃপা লাভ করেছে। বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি, বানাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার বৈশ্য, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ, যজ্ঞ-পত্নীগণ এবং অন্য অনেকেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে আমাকে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে॥ ৩-৬ ॥

তারা বেদসকল স্বাধ্যায় করেনি, মহাপুরুষদের উপাসনাও করেনি বিধিগতভাবে। এইভাবে তারা কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ও কোনো তপস্যাও করেনি। কেবল সাধুসঙ্গের প্রভাবেই তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েছে॥ ৭ ॥

গোপীগণ, ধেনুকুল, যমলার্জুনাদি বৃক্ষ, ব্রজের মৃগাদি পশু, কালিয় আদি নাগ তারা সকলেই তো সাধনা-সাধ্য সম্বন্ধে সর্বতোভাবে মূঢ়বুদ্ধি ছিল। কেবল তারাই নয় এইরূপ অনেকে রয়েছে যারা প্রেমযুক্ত ভাব দ্বারাই অনায়াসে আমাকে লাভ করেছে ও কৃতকৃত্য হয়েছে॥ ৮ ॥

---

[1]যজ্ঞাঃ। [2]যুগে যুগে।

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সংন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥ ৯

হে উদ্ধব ! অতি বড় অধ্যাবসায়যুক্ত সাধকরা যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রুতিসমূহের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রপাঠ ও সন্ন্যাস আদি সাধন দ্বারা আমাকে লাভ করতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু সাধুসঙ্গ দ্বারা আমি সহজলভ্য ॥ ৯ ॥

রামেণ সার্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায়॥ ১০

হে উদ্ধব ! যখন অক্রূর বলরাম ও আমাকে ব্রজ থেকে মথুরা নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন, তখন গোপীদের হৃদয় আমার প্রতি তীব্র প্রেম অনুরাগে রঞ্জিত ছিল। আমার বিয়োগের তীব্র ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল ; আমি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু তাদের সুখদায়ক মনে হয়নি॥ ১০ ॥

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ॥ ১১

তুমি তো জানই যে একমাত্র আমিই তাদের প্রিয়তম ব্যক্তি। আমার বৃন্দাবন অবস্থান কালে তারা বহু রাত্রি —সেই রাসের রাত্রিসকল ক্ষণার্ধ বোধ করেছে। কিন্তু হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার অনুপস্থিতি কালে তাদের কাছে সেই রাত্রিসকলই এক এক কল্পবৎ মনে হয়েছে॥ ১১ ॥

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥ ১২

যেমন মহান মুনি-ঋষিগণ সমাধিমগ্ন হয়ে এবং গঙ্গাদির মতো নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হয়ে নিজ নাম-রূপ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন তেমনভাবেই সেই গোপীগণ আমার প্রতি পরম প্রেমযুক্ত হয়ে আমাতেই এত তন্ময় হতে যেত যে তারা লোক-পরলোক, শরীর এবং পরমাত্মীয় বলে পরিচিত নিজেদের পতি-পুত্রদেরও বিস্মরণ হয়েছিল॥ ১২ ॥

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ॥ ১৩

উদ্ধব ! সেই গোপীদের মধ্যে অনেকে তো এমনও ছিল যারা আমার বাস্তবিক স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। তারা আমাকে ভগবান না ভেবে কেবল প্রিয়তম জ্ঞান করত এবং জার-ভাবে আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা ধারণ করত। সেই সকল সাধনহীন শত-শত, সহস্র-সহস্র অবলারা কেবল সঙ্গ প্রভাবেই আমাকে অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করেছিল॥ ১৩ ॥

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥ ১৪

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ১৫

অতএব হে উদ্ধব ! তুমি শ্রুতি-স্মৃতি, বিধি-নিষেধ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এবং শ্রবণযোগ্য এবং শোনা বিষয়কেও পরিত্যাগ করে সর্বত্র আমারই ভাবে ভাবিত হয়ে সমস্ত প্রাণীদের আত্মস্বরূপ এক আমারই সম্পূর্ণরূপে শরণ গ্রহণ করো ; কারণ আমার শরণাগত হলে তুমি সর্বতোভাবে নির্ভয় থাকবে॥ ১৪-১৫ ॥

উদ্ধব উবাচ

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্তত[1] আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ॥ ১৬

উদ্ধব বললেন—সনকাদি যোগেশ্বরদেরও পরমেশ্বর হে প্রভু ! আমি তো আপনার উপদেশ শুনে যাচ্ছি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনের সন্দেহের নিরসন হচ্ছে না। আমার কর্তব্য স্বধর্ম পালন করা অথবা সব কিছু ত্যাগ করে আপনার শরণাগত হওয়া—এই দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে এখনও দোলায়মান। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে এর তত্ত্ব উত্তমরূপে বোধগম্য করান॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥ ১৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! যে পরমাত্মার পরোক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে তিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কারণ তিনিই নিখিল বস্তুসকলের সত্তা-চেতনা জীবনদানকারী। তিনি প্রথমে অনাহত নাদস্বরূপ পরা বাণী নামক প্রাণের সঙ্গে মূলাধারচক্রে প্রবেশ করেন। তারপর মণিপূরকচক্রে (নাভি স্থানে) এসে পশ্যন্তী বাণীর মনোময় সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করেন। তদনন্তর কণ্ঠদেশে স্থিত বিশুদ্ধ নামক চক্রে আসেন এবং সেখানে মধ্যমা বাণীরূপে ব্যক্ত হন। তারপর ক্রমশ মুখে এসে হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা, উদাত্ত-অনুদাত্ত আদি স্বর, কারাদি বর্ণরূপ স্থূল-বৈখরী বাণীর রূপ গ্রহণ করেন॥ ১৭ ॥

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা
বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমিধ্যতে
তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী॥ ১৮

অগ্নি আকাশে উষ্মা অথবা বিদ্যুৎরূপে অব্যক্ত হয়ে অবস্থান করে। যখন বলপূর্বক কাষ্ঠমন্থন করা হয় তখন বায়ুর সহযোগিতায় তা প্রথমে অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হয় এবং তারপর আহুতি দিলে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। তেমনভাবেই আমিও শব্দব্রহ্মস্বরূপ থেকে ক্রমশ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী বাণীরূপে প্রকাশিত হই॥ ১৮ ॥

এবং গদিঃ কর্ম গতির্বিসর্গো
ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ।
সঙ্কল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ
সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ॥ ১৯

এইভাবে কথন, হস্তদ্বারা কর্ম সম্পাদন, পদদ্বারা বিচরণ, মূত্রদ্বার-মলদ্বার দ্বারা মূত্র-মল বিসর্জন, আঘ্রাণ-গ্রহণ, স্বাদ গ্রহণ, স্পর্শন, শ্রবণ, মনদ্বারা সংকল্প-বিকল্প করা, বুদ্ধিদ্বারা বোধগম্য হওয়া, অহংকার দ্বারা অভিমান করা, মহত্তত্ত্ব রূপে সকলের সৃষ্টি রচনায় উদ্বুদ্ধ করা ও সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণাদির বিকার—আর কত বলব, সমস্ত কর্তা, করণ এবং কর্ম আমারই অভিব্যক্তি॥ ১৯ ॥

[1]নিবর্তেত।

অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জযোনি-
রব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি
বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ॥ ২০

সকলকে জীবনদানকারী পরমেশ্বরই এই ত্রিগুণময় ব্রহ্মাণ্ড-কমলের আদি কারণ। এই আদি পুরুষ প্রথমে এক এবং অব্যক্ত ছিলেন। যেমন উর্বর জমিতে রোপণ করা বীজ শাখা-পত্র-পুষ্পাদি অনেক রূপ ধারণ করে, তেমনভাবেই কালগতিতে মায়ার সাহায্যে শক্তি-বিভাজন দ্বারা পরমেশ্বরই বহুরূপে প্রতীয়মান হন॥ ২০ ॥

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে॥ ২১

যেমন বস্ত্রে সুতো ওতপ্রোতভাবে রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই সমস্ত বিশ্বে পরমাত্মা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতো বিনা বস্ত্রের অস্তিত্বই নেই কিন্তু সুতো বস্ত্র ছাড়া অবশ্যই থাকতে পারে। ঠিক তেমনভাবেই জগৎ না থাকলেও পরমাত্মা থাকেন। কিন্তু এই জগত পরমাত্মাস্বরূপ—পরমাত্মা ছাড়া এর কোনো অস্তিত্বই নেই। এই সংসারবৃক্ষ অনাদি এবং প্রবাহরূপে নিত্য। তার স্বরূপই হল— কর্মের পারম্পর্য এবং এই বৃক্ষের ফল ও ফুল হল—মোক্ষ ও ভোগ॥ ২১ ॥

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ॥ ২২

এই সংসার বৃক্ষের দুটি বীজ—পাপ এবং পুণ্য। অনন্ত বাসনাসকল তার মূল এবং গুণত্রয় কাণ্ড। পঞ্চভূত এর প্রধান শাখা, শব্দাদি পাঁচ বিষয় রস, একাদশ ইন্দ্রিয় প্রশাখা। জীব ও ঈশ্বর এই দুই পক্ষী এতে বাসা বেঁধে বাস করে। এই বৃক্ষে বাত, কফ, পিত্ত ফলরূপী তিনটি ছাল। তাতে দু-প্রকারের ফল ধরে—সুখ ও দুঃখ। এই বিশাল বৃক্ষের বিস্তৃতি সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত (এই সূর্যমণ্ডল ভেদনকারী মুক্তপুরুষ এই সংসার আবর্তে আর প্রত্যাগমন করেন না)॥ ২২ ॥

অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ-
র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥ ২৩

শব্দ-রূপ-রসাদি বিষয়সকলে আবদ্ধ গৃহস্থ কামনায় পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে গৃধ্রবৎ। তারা কেবল এই বৃক্ষের দুঃখরূপ ফল ভোগ করে থাকে কারণ তারা বহু কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকে। অরণ্যবাসী পরমহংস বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে সংসার বৃক্ষে রাজহংসবৎ থাকে এবং এর সুখ ফল উপভোগ করে থাকে। হে প্রিয় উদ্ধব! বস্তুত আমি এক, এই যে আমার বহু প্রকারের রূপ তা কেবল মায়াময়। যে এই তত্ত্বকে গুরুর কাছ থেকে বুঝে নেয় সেই বাস্তবে সমস্ত বেদরহস্যজ্ঞানী॥ ২৩ ॥

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্।। ২৪

অতএব হে উদ্ধব ! তুমি এইভাবে গুরুদেবের উপাসনারূপ অনন্য ভক্তির দ্বারা নিজ জ্ঞান কুঠারকে শাণিত করে নাও এবং তার দ্বারা ধৈর্য ও অধ্যাবসায় সহযোগে জীব-ভাবকে ছিন্ন করো। তারপর পরমাত্মাস্বরূপ হয়ে সেই বৃত্তিরূপ অস্ত্রসকলকেও ত্যাগ করে দাও ও নিজ অখণ্ড স্বরূপে অবস্থান করো।। ২৪ ।।*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।। ১২ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১২ ।।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ
ত্রয়োদশ অধ্যায়
হংসরূপে সনকাদিকে দেওয়া উপদেশের বর্ণনা

শ্রীভগবানুবাচ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি।। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন বুদ্ধির (প্রকৃতির) গুণ, আত্মার নয়। সত্ত্বের দ্বারা রজ এবং তম—এই দুই গুণের উপর জয়লাভ করা উচিত। তদনন্তর সত্ত্বগুণের শান্তবৃত্তির দ্বারা তার দয়াদি বৃত্তিসকলকেও শান্ত করে দেওয়া কল্যাণকর।। ১ ।।

সত্ত্বাদ্ ধর্মো ভবেদ্ বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে।। ২

যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তখন জীব আমার ভক্তিরূপ স্বধর্ম প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর সাত্ত্বিক বস্তুসকলের সেবন করলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং তখন আমার ভক্তিরূপ স্বধর্মতে প্রবৃত্তি আসে।। ২ ।।

ধর্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম উভয়ে হতে।। ৩

যে ধর্ম পালনে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম রজোগুণ এবং তমোগুণকে বিনাশ করে। যখন এই দুটি বিনষ্ট হয় তখন তাদের প্রভাবে

*ঈশ্বর নিজের মায়ার দ্বারা এই দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে প্রতীত হন। এই প্রপঞ্চের অধ্যাসবশত অনাদি অবিদ্যার কারণে জীবের মধ্যে কর্তাদির ভ্রান্তি হয়। সেইজন্যই তার প্রতি বিধি-নিষেধের নিয়ম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এও বলা হয় যে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য কর্ম করো। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে গেলে, কর্মের প্রতি দুরাগ্রহ দূর করার জন্য বলা হয় যে, ভক্তিতে বিক্ষেপ সৃষ্টিকারী কর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ভজনা করে যাও। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়ার পর আর কোনো কর্তব্য থাকে না। এটিই হল এই প্রসঙ্গের মূল তাৎপর্য।

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ॥ ৪

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্ যদ্ বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে।
নিন্দন্তি তামসং তত্তদ্ রাজসং তদুপেক্ষিতম্॥ ৫

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে।
ততো ধর্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্[১]॥ ৬

বেণুসঙ্ঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধ্বা শাম্যতি তদ্বনম্।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ॥ ৭

উদ্ধব উবাচ

বিদন্তি মর্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ॥ ৮

শ্রীভগবানুবাচ

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি।
উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ॥ ৯

রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্ দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্মতেঃ॥ ১০

সম্পাদিত অধর্মও অচিরেই শেষ হয়ে যায়॥ ৩ ॥

শাস্ত্র, জল, প্রজা (অথবা উত্তরাধিকারী), দেশ, সময়, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র এবং সংস্কার— এই দশটি যদি সাত্ত্বিক হয় তাহলে সত্ত্বগুণের, রাজসিক হলে রজোগুণের এবং তামসিক হলে তমোগুণের বিস্তার করবে॥ ৪ ॥

এই বস্তুসকলের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ যাদের প্রশংসা করেন সেগুলি সাত্ত্বিক, যেগুলির নিন্দা করেন সেগুলি তামসিক এবং যেগুলির উপেক্ষা করেন সেগুলি রাজসিক॥ ৫ ॥

যতদিন পর্যন্ত আত্মার সাক্ষাৎকার না ঘটে এবং স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর এবং তাদের কারণ ত্রিগুণের নিবৃত্তি না হয় ততদিন পর্যন্ত সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক শাস্ত্রাদির সেবন করাই মানব জীবনের পরম কর্তব্য ; কারণ তাদের দ্বারা ধর্মের পুষ্টিসাধন হয় ও তার ফলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়ে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়॥ ৬ ॥

শতপর্বা ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং তা সম্পূর্ণ অরণ্যানীকে ভস্মীভূত করে শান্ত হয়ে থাকে। তেমন-ভাবেই এই শরীরের উৎপত্তিতে গুণসকলের বৈষম্যই কারণ। বিচারদ্বারা মন্থন করলে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং তা সমস্ত শরীর ও গুণসকলকে ভস্মীভূত করে নিজেও শান্ত হয়ে যায়॥ ৭ ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! প্রায়শ সকলেই বিশেষ অবগত যে বিষয়-ভোগ সকল দুর্গতির মূল কারণ ; তবুও তারা কুকুর, গর্দভ এবং ছাগের ন্যায় দুঃখ সহ্য করেও তা ভোগ করে থাকে—এর কারণ কী ? ৮ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! জীব যখন অজ্ঞানবশে নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অন্তর থেকে সূক্ষ্ম-স্থূলাদি শরীরে অহংবুদ্ধি করে বসে যা সর্বতোভাবে ভ্রমাত্মক তখন তার সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত মন ঘোর রজোগুণের দিকে ধাবিত হয় ; তাতেই সে প্রভাবিত হয়ে পড়ে॥ ৯ ॥

মনে একবার রজোগুণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেই তার সঙ্গে সংকল্প-বিকল্পের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তখন সে বিষয়সমূহের চিন্তায় লিপ্ত হয় এবং নিজ দুর্বুদ্ধির কারণে কর্মের বন্ধনে যুক্ত হয়, যার থেকে মুক্ত হওয়া

[১]হনী।

করোতি কামবশগঃ কর্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ॥ ১১

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ।
অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে॥ ১২

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনো ময্যর্পয়ঞ্ছনৈঃ।
অনির্বিণ্ণো যথাকালং[১] জিতশ্বাসো জিতাসনঃ॥ ১৩

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাঽঽবেশ্যতে যথা॥ ১৪

উদ্ধব উবাচ

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব।
যোগমাদিষ্টবানেতদ্ রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্॥ ১৫

শ্রীভগবানুবাচ

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ।
পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিম্॥ ১৬

সনকাদয় ঊচুঃ

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ[২]॥ ১৭

সুকঠিন কার্য॥ ১০ ॥

তারপর সেই অজ্ঞানী কামনার বশীভূত হয়ে বহু প্রকারের কর্মে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বশীভূত হয়ে, এই কর্মের অন্তিম ফল দুঃখ জেনেও সেই কর্মই করে যায়। তখন সে রজোগুণের তীব্র বেগে অভিভূত হয়ে পড়ে॥ ১১ ॥

যদিও বিবেকযুক্ত ব্যক্তির চিত্ত কখনো কখনো রজোগুণ এবং তমোগুণের বেগে বিক্ষিপ্ত হয় তবুও তার বিষয়সকলে দোষদৃষ্টি অব্যাহত থাকে। তাই যে অধ্যাবসায়ের দ্বারা নিজ চিত্তকে একাগ্র করবার চেষ্টায় যুক্ত থাকে এবং সেই কারণেই বিষয়সকলে তার আসক্তি হয় না॥ ১২ ॥

সাধকের প্রথম কর্তব্য আসন ও প্রাণবায়ুর উপর জয়লাভ করা ; তারপর নিজ শক্তি ও সময় আনুকূল্যে সতর্কতা অবলম্বন করে ধীরে ধীরে আমাতে মন উপস্থাপন করা। এই প্রণালীতে সাফল্য দৃষ্টিগোচর না হলেও নিরাশ না হয়ে আরও উদ্যম সহকারে তাতে আত্মনিযুক্ত থাকা উচিত॥ ১৩ ॥

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার শিষ্য সনকাদি মহর্ষিগণ যোগের স্বরূপ বর্ণনা করে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে সেই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধককে সমস্ত বস্তু থেকে মনকে প্রত্যাহার করে বিরাটে (সমগ্রে) নয়, পূর্ণরূপে আমাতেই মনকে উপস্থাপন করতে হবে॥ ১৪ ॥

উদ্ধব বললেন—হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি যখন যে ভাবে সনকাদি মহর্ষিদের যোগের উপদেশ দিয়েছিলেন আমি তা জানতে আগ্রহী॥ ১৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁরা একদা নিজ পিতার সম্মুখে যোগের অতি সূক্ষ্ম পরম উৎকর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন॥ ১৬ ॥

সনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে পিতৃদেব ! চিত্ত গুণত্রয়ে অর্থাৎ বিষয়ে সংকল্পিত থাকে ও গুণত্রয়ও চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তিসমূহে প্রবিষ্টই থাকে। অর্থাৎ চিত্ত এবং গুণত্রয় পরস্পর সদা একাত্ম থাকে। এই পরিস্থিতিতে ভবসাগর অতিক্রম করতে ইচ্ছুক

[১]যথাকামং। [২]রতিতীর্ষয়া।

শ্রীভগবানুবাচ

এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ংভূর্ভূতভাবনঃ।
ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্মধীঃ।। ১৮

স মামচিন্তয়দ্ দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া।
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা।। ১৯

দৃষ্ট্বা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছু কো ভবানিতি।। ২০

ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা।
যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে।। ২১

বস্তুনো যদ্যনানাত্বমাত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ।। ২২

পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ।। ২৩

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা।। ২৪

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ।। ২৫

মুক্তিপদ প্রার্থী ব্যক্তি কেমন করে এই দুটিকে—একটিকে অপর থেকে আলাদা করবে ? ১৭ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ব্রহ্মা দেবকুল শিরোমণি, স্বয়ম্ভু অর্থাৎ আদি অন্তহীন ও প্রাণীকুলের জন্মদাতা। তিনি সনকাদি পরম ঋষিদের প্রশ্ন শুনে ধ্যান-মগ্ন হলেন কিন্তু সদুত্তর অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন না ; কারণ তখন তাঁর বুদ্ধি কর্মপ্রবণ ছিল॥ ১৮ ॥

হে উদ্ধব ! তখন ব্রহ্মা এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য ভক্তিভাবে আমার সাহায্য কামনা করলেন। তখন আমি হংসরূপ ধারণ করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলাম॥ ১৯ ॥

আমাকে আসতে দেখে ব্রহ্মাকে সম্মুখে রেখে সনকাদি ঋষিগণ আমার অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে এলেন। চরণ বন্দনান্তে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি কে ? ২০ ॥

প্রিয় উদ্ধব ! সনকাদি ঋষিগণ পরমার্থ তত্ত্বের জিজ্ঞাসু ছিলেন ; তাই তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে তখন আমি যা বলেছিলাম তা তুমি আমার কাছ থেকে শোনো— ॥ ২১ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ ! যদি পরমার্থরূপ বস্তু সর্বতোভাবে অপরিচ্ছন্ন হয়, তাহলে আত্মার সম্বন্ধে আপনাদের এইরূপ প্রশ্ন কতটা যুক্তিসংগত ? অথবা আমি যদি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সম্মতও হই তবে তা কোন্ জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং সম্বন্ধ আদির সহায়তায় করব ? ২২ ॥

দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি সকল শরীর পঞ্চভূত নির্মিত হওয়ার কারণে অভিন্নই এবং পরমার্থরূপ থেকেও অভিন্ন। এই অবস্থায় আপনি কে ? আপনাদের এই প্রশ্নের মধ্যে কেবল বাণীর ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নেই। প্রশ্ন নৈতিকগুণযুক্ত নয়, তাই অর্থহীন॥ ২৩ ॥

মন-বাণী-দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয় সব কিছু আমিই ; আমি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এই সিদ্ধান্ত আপনারা তত্ত্ববিচার দ্বারা অনুধাবন করে নিন॥ ২৪ ॥ হে পুত্রগণ ! এই চিত্ত বিষয়-চিন্তা করতে করতে বিষয়ানুরক্ত হয়ে পড়ে এবং বিষয় চিত্তে প্রবিষ্ট হয়ে যায় ও তাই সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু বিষয় ও চিত্ত—এই দুটোই আমার স্বরূপ জীবের দেহ —উপাধি। অর্থাৎ আত্মার চিত্ত ও বিষয়—এই দুই-এর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই॥ ২৫ ॥

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ॥ ২৬

তাই বারে বারে বিষয়ে আকৃষ্ট যে চিত্ত বিষয়াসক্ত হয়ে পড়েছে ও বিষয়ও চিত্তে প্রবিষ্ট হয়েছে সেই দুইকেই নিজ স্বরূপ থেকে অভিন্ন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার পূর্বক ত্যাগ করে দেওয়া উচিত॥ ২৬ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তং চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥ ২৭

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—সব অবস্থাই সত্ত্বাদি গুণসকলের প্রভাবে হয় এবং এগুলি হল বুদ্ধির বৃত্তি, সচ্চিদানন্দঘনের স্বভাব কখনো নয়। এই বৃত্তিসকলের সাক্ষী হওয়ার কারণে জীবের অস্তিত্ব পৃথক ; এই সমস্ত সিদ্ধান্তই শ্রুতি, যুক্তি এবং অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত॥ ২৭ ॥

যর্হি[১] সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ।
ময়ি তুর্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্ গুণচেতসাম্॥ ২৮

কারণ বুদ্ধিবৃত্তিসকলের দ্বারা সংঘটিত এই বন্ধনই আত্মাতে ত্রিগুণময়ী বৃত্তিসমূহ আরোপ করে। তাই এই তিন অবস্থা থেকে ভিন্ন এবং তাতে অনুগত আমার তুরীয় তত্ত্বে অবিচল থেকে এই বুদ্ধির বন্ধনকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাতে বিষয় এবং চিত্ত দুটোরই যুগপৎ ত্যাগ হয়ে যাবে॥ ২৮ ॥

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্যয়ম্।
বিদ্বান্ নির্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্যে স্থিতস্ত্যজেৎ॥ ২৯

এই বন্ধন অহংকার দ্বারা সৃষ্ট এবং এটিই আত্মার পরিপূর্ণতম সত্য, অখণ্ডজ্ঞান এবং পরমানন্দস্বরূপকে তমসাচ্ছন্ন করে। এই কথা স্পষ্টরূপে জেনে আপনারা বৈরাগ্য অবলম্বন করুন এবং নিজ তিন অবস্থাসকলের অনুগত তুরীয়স্বরূপে অবস্থান করে সংসার চিন্তা ত্যাগ করুন॥ ২৯ ॥

যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্তেত যুক্তিভিঃ।
জাগর্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ[২] স্বপ্নে জাগরণং যথা॥ ৩০

যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষের বিভিন্ন পদার্থে যাথার্থবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি এবং মমবুদ্ধি যুক্তিসকল দ্বারা নিবৃত্ত না হয়ে যায় ততক্ষণ অজ্ঞানী জেগে থাকলেও বস্তুত নিদ্রাগতই থাকে। এ যেন স্বপ্নাবস্থাতে জাগ্রত থাকার অনুভূতি ধারণ করা॥ ৩০ ॥

অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা[৩] ভিদা।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা॥ ৩১

আত্মা ভিন্ন অন্য দেহাদি প্রতীয়মান নাম-রূপধারী প্রপঞ্চর কোনো অস্তিত্বই নেই। তাই উদ্ভূত বর্ণাশ্রমাদিভেদ স্বর্গাদিফল এবং তার কারণভূত কর্ম—এই সকলই আত্মার প্রয়োজনে তেমনভাবেই অসত্য, যেমন স্বপ্নে দেখা সব কিছু অসত্যই হয়ে থাকে॥ ৩১ ॥

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥ ৩২

যে সত্তা জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল সহযোগে বহিস্থ দৃশ্যমান ক্ষণভঙ্গুর বস্তুসকলের অনুভব করে এবং স্বপ্নাবস্থায় জাগরিত অবস্থায় দেখা বস্তুসকলবৎ বাসনাময় বিষয়সকলকে অনুভব করে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় সেই সব বস্তুসকলকে একত্র করে তার লয়কেও অনুভব করে থাকে, সে বস্তুত একই। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়,

[১]যো হি। [২]স্বপ্নযুক্তঃ। [৩]কিংকৃতা।

এবং বিমৃশ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা[১]
মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ[২]।
সংছিদ্য হার্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণ-
জ্ঞানাসিনা ভজত মাখিলসংশয়াধিম্॥ ৩৩

স্বপ্নাবস্থায় মন এবং সুষুপ্তি অবস্থায় সংস্কারজাত বুদ্ধিরও সে-ই প্রভু ; সেই ত্রিগুণময়ী সেই তিন অবস্থারও সাক্ষী। যে আমি স্বপ্ন দেখল, যে আমি নিদ্রাগত হল, সেই আমি জাগ্রত রয়েছি—এই স্মৃতির বলে একই আত্মার সমস্ত অবস্থায় বর্তমান থাকা প্রমাণিত হয়ে যায়॥ ৩২ ॥

এইরূপে বিচার সহযোগে মনের এই তিন অবস্থা-সকল ত্রিগুণ দ্বারা মায়া সহযোগে আমার অংশস্বরূপ জীবে কল্পনা করা হয়েছে কিন্তু আত্মা প্রসঙ্গে এই কল্পনা সর্বতোভাবে অসত্য—এই জ্ঞানে আপনারা অনুমান, সদাচারযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে উপনিষদসকলের শ্রবণ এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গ দ্বারা সকল সংশয়ের মূল অহংকারকে ছেদন করে হৃদয়ে অবস্থিত 'আমি রূপ' পরমাত্মাকে ভজনা করুন॥ ৩৩ ॥

ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং
দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্।
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব[৩] বিভাতি মায়া
স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ॥ ৩৪

এই জগৎ মনের বিলাসমাত্র, দৃশ্যমান হলেও অনিত্য, অলাতচক্রসম (জ্বলন্ত অঙ্গার) অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির এবং ভ্রান্ত—এইরূপ বোধ থাকা প্রয়োজন। জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদবিরহিত এক জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই বহুরূপে প্রতীত হয়ে থাকে। এ স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণরূপ—তিন প্রকারের বিকল্প গুণসকলের পরিণামের সৃষ্টি এবং স্বপ্নবৎ মায়ার খেলা, অজ্ঞানতা প্রসূত কল্পনামাত্র॥ ৩৪ ॥

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং[৪] ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ॥ ৩৫

তাই সেই দেহাদিরূপ দৃশ্য থেকে দৃষ্টি অপসৃত করে, ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুসকল থেকে মুক্ত ও তৃষ্ণাবিরহিত হয়ে আত্মানন্দ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। যদিও সময়ে সময়ে বিশেষ করে আহারাদি গ্রহণকালে এই দেহাদি প্রপঞ্চ দৃশ্যমান হয়ে পড়ে তবুও তা তো পূর্বেই আত্মবস্তুরহিত ও অসত্য জ্ঞানে ত্যাগ হয়েই গেছে। তাই তা আবার ভ্রান্তিযুক্ত মোহ উৎপন্ন করতে সমর্থ হতে পারে না। দেহপাত পর্যন্ত সংস্কারমাত্ররূপে তার প্রতীতি হয়ে থাকে॥ ৩৫ ॥

দেহং চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমুত দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥ ৩৬

যেমন মদ্যপ উন্মত্ত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে হুঁশ থাকে না, তেমনভাবেই সিদ্ধপুরুষও এই নশ্বর দেহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন ; যে শরীরে তার স্বরূপ দর্শন হয়েছে তা প্রারব্ধ অনুসারে দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছে অথবা দৈবক্রমে কোথাও গমন করেছে অথবা কোনো স্থান থেকে প্রত্যাগমন করেছে তার উপর তাঁর দৃষ্টি থাকে না॥ ৩৬ ॥

[১]স্থাম্। [২]শ্চিতার্থঃ। [৩]বিজ্ঞাতমে.। [৪]ত্যক্তুম্।

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ॥ ৩৭

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলসহ এই শরীর প্রারব্ধাধীন। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আরম্ভক কর্ম অর্থাৎ কর্মের বীজ সংস্কার রূপে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদি দেহকে আশ্রয় করে সেটিকে ফলীভূত করার প্রতিক্ষায় থাকে। কিন্তু আত্মবস্তু সাক্ষাৎকারী এবং সমাধিতে যোগারূঢ় ব্যক্তি, স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পদ আদি প্রপঞ্চযুক্ত শরীরকে আর কখনো স্বীকার করে না, নিজের বলে মনে করে না—যেমন জাগরিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট শরীরকে স্বীকার করে না॥ ৩৭ ॥

ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ।
জানীত মাঽঽগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্মবিবক্ষয়া॥ ৩৮

হে সনকাদি ঋষিগণ ! আমি আপনাদের যা কিছু বলেছি সবই সাংখ্য এবং যোগ—এ দুটির গোপনীয় রহস্য। আমি স্বয়ং ভগবান ; আপনাদের তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দান উদ্দেশ্যেই আমার আগমন, জানবেন॥ ৩৮ ॥

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্তস্য তেজসঃ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্তের্দমস্য চ॥ ৩৯

হে বিপ্রবরগণ ! আমি যোগ, সাংখ্য, সত্য, ঋত (সত্যাশ্রয়ী মধুরভাষণ), তেজ, শ্রী, কীর্তি এবং দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা) এই সবের পরমগতি, পরম অধিষ্ঠান॥ ৩৯ ॥

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ॥ ৪০

আমি নির্গুণ এবং নিরপেক্ষ। তবুও সাম্য, অনাসক্তি আদি সকলগুণ আমারই সেবা করে থাকে, আমাতেই অধিষ্ঠিত থাকে ; কারণ আমি সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ, প্রিয়তম এবং আত্মা। বস্তুত তাকে গুণ বলাও ঠিক নয় ; কারণ তা সত্ত্বাদি গুণের পরিণাম নয়, তা নিত্য॥ ৪০ ॥

ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।
সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাগৃণত সংস্তবৈঃ॥ ৪১

হে প্রিয় উদ্ধব ! এইভাবে আমি সনকাদি মুনিদের সংশয় নিরসন করেছিলাম। তাঁরা পরমভক্তি সহকারে আমার পূজা করেছিলেন এবং স্তুতি সহকারে আমার মহিমা কীর্তন করেছিলেন॥ ৪১ ॥

তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ।
প্রত্যেয়ায়[১] স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৪২

যখন সেই শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ উত্তমরূপে আমার পূজা ও স্তুতি সাঙ্গ করলেন তখন আমি ব্রহ্মার সম্মুখেই অদৃশ্য হয়ে নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করলাম॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

---

[১]প্রতীয়ায়।

অথ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্দশ অধ্যায়

ভক্তিযোগের মহিমা ও ধ্যানবিধির বর্ণনা

উদ্ধব উবাচ

বদন্তি কৃষ্ণঃ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা॥ ১

উদ্ধব প্রশ্ন করলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ ! ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা আত্মকল্যাণ হেতু বহু সাধন-পথের কথা বলে থাকেন। স্বকীয় মাধুর্যে সকল পথই উৎকৃষ্ট বলে বোধ হয়। এর মধ্যে কোনো বিশেষ পথের প্রাধান্য আছে কী ? ১ ॥

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ॥ ২

হে হর্তাকর্তাবিধাতা ! আপনি তো এইমাত্র ভক্তি-পথকে নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র সাধন-পথ বললেন ; কারণ এই পথে সর্বাসক্তি থেকে সরে গিয়ে মন নিজের মধ্যেই তন্ময় হয়ে যায়॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াঽঽদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ ৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! কালের প্রভাবে প্রলয়কালে বেদবাণীও অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সৃষ্টির সময় পুনঃ সমাগত হলে আমি নিজ সংকল্পে সেই বেদবাণী ব্রহ্মাকে উপদেশরূপে দান করি। তাতে প্রধানরূপে ভাগবত-ধর্মের বর্ণনাই করা হয়েছে॥ ৩ ॥

তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥ ৪

ব্রহ্মা সেই বেদবাণী নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে বলেছিলেন। অতঃপর তা ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলহ, অত্রি, পুলস্ত্য এবং ক্রতু—এই সপ্ত প্রজাপতি মহর্ষিগণ জানতে পেরেছিলেন॥ ৪ ॥

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥ ৫

কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিম্পুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥ ৬

যাভির্ভূতানি[১] ভিদ্যন্তে ভূতানাং মতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥ ৭

কালক্রমে এই ব্রহ্মর্ষিগণের সন্তান দেবতা, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব (শ্রম-স্বেদাদি দুর্গন্ধরহিত হওয়ায় এরা দেবতা অথবা মানব—সহসা যাদের চেনা যায় না এরূপ দ্বীপান্তর নিবাসী মনুষ্য), কিন্নর (মনুষ্য মুখাকৃতি প্রাণীবিশেষ), নাগ, রাক্ষস এবং কিম্পুরুষ (পুরুষাকৃতি বানর) আদি তাদের পূর্বপুরুষ এই ব্রহ্মর্ষিগণ থেকে তা প্রাপ্ত করেন। জাতিসকল ও ব্যক্তিসকল বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত হয়, তাদের বাসনাসকল সত্ত্ব, রজ, তম গুণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই তাদের নিজেদের মধ্যে ও তাদের বুদ্ধিবৃত্তি-সকলের মধ্যে বিভিন্নতা হয়। তাই তারা নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে সেই বেদবাণীসকল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে

---

[১]তাভিঃ।

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে।। ৮

থাকে। এই বেদবাণী এমনই অলৌকিক যে তাকে বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা অতি স্বাভাবিকই হয়ে থাকে।। ৫-৭ ।।

এইভাবে স্বভাবভেদে ও পরম্পরাগত উপদেশ ভেদে মানব-বুদ্ধিতে বৈপরীত্য প্রবেশ করে এবং বেশ কিছু লোক তো কোনো বিচার ছাড়াই বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী হয়ে যান।। ৮ ।।

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি।। ৯

হে প্রিয় উদ্ধব ! সকলের বুদ্ধিই আমার মায়াদ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে ; তাই তাঁরা কর্মসংস্কার ও রুচিভেদ অনুসারে আত্মকল্যাণের উপায় এক না বলে বহু বলে থাকেন।। ৯ ।।

ধর্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বা[১] ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্।। ১০

পূর্বমীমাংসা পথের পথিক ধর্মকে, সাহিত্যাচার্য যশকে, কামশাস্ত্র পথের পথিক কামকে, যোগবেত্তা সত্য ও ইন্দ্রিয়দমনকে, দণ্ডনীতি পথের পথিক ঐশ্বর্যকে, ত্যাগী ত্যাগকে এবং লোকায়তিক ভোগকেই মানব জীবনের স্বার্থ, পরমলাভ বলে মনে করে থাকেন।। ১০ ।।

কেচিদ্ যজ্ঞতপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ[২]।। ১১

কর্মযোগিগণ যজ্ঞ, তপ, দান, ব্রত ও সংযম নিয়ম আদিকে পুরুষার্থ আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সবই তো কর্মমাত্র ; এর ফলে যে লোকের প্রাপ্তি হয় তার উৎপত্তি ও নাশ দুই-ই বর্তমান, কর্মফল ভোগ সমাপন হলে তাতে দুঃখই হয়ে থাকে। বস্তুত তার অন্তিম গতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার থেকে সুখ প্রাপ্তি তুচ্ছ নগণ্য এবং তা ভোগের সময়েও অসূয়াদি দোষযুক্ত থাকার কারণে শোকে পরিপূর্ণ থাকে ; তাই এই সকল পথে গমন শ্রেয় নয়।। ১১ ।।

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
ময়াঽঽত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্ বিষয়াত্মনাম্।। ১২

হে প্রিয় উদ্ধব ! যে সব দিক থেকে প্রত্যাশা বিরহিত অর্থাৎ যার কোনো কর্ম অথবা কর্মফলের প্রয়োজনীয়তাই নেই এবং যে নিজ অন্তঃকরণকে সর্বতোভাবে আমাকে সমর্পণ করেছে, আমার পরমানন্দস্বরূপ উপস্থিতি তার আত্মারূপে স্ফুরিত হতে শুরু করে । বিষয়লোলুপ প্রাণী কখনো এই সুখানুভূতি পেতে সক্ষম হয় না।। ১২ ।।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য[৩] সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ।। ১৩

যে সর্বতোভাবে সংগ্রহ পরিগ্রহ বিরহিত অকিঞ্চন, যে নিজ ইন্দ্রিয়দমনে কৃতকার্য হয়ে শান্ত ও সমদর্শী হয়ে গেছে, যে আমার প্রাপ্তিতেই আমার সান্নিধ্য অনুভব করে সদাসর্বদা পূর্ণ সন্তোষানুভব করে, তারজন্য চতুর্দিক

[১]বৈ। [২]শুচার্দিতাঃ। [৩]শুদ্ধস্য।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ১৪

আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে॥ ১৩ ॥

যে নিজেকে আমাতে সমর্পণ করেছে সে আমাকে ত্যাগ করে ব্রহ্মা অথবা ইন্দ্রের পদও চায় না। তার না থাকে সার্বভৌম সম্রাট হওয়ার ইচ্ছা, না থাকে স্বর্গ থেকেও উৎকৃষ্ট রসাতলের প্রভুত্বর কামনা, তার যোগের মহান এবং মোক্ষর অভিলাষও থাকে না॥ ১৪ ॥

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ ১৫

হে উদ্ধব! তোমার মতন প্রেমী ভক্তই আমার অতি প্রিয়, প্রিয়তম। তোমরা আমার পুত্র ব্রহ্মা, আত্মা শংকর, ভ্রাতা বলরাম, অর্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মী এবং নিজ আত্মা থেকেও প্রিয়॥ ১৫ ॥

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্[1]।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥ ১৬

যার কারো কাছে কোনো প্রত্যাশা নেই, যে জগতের বিষয় চিন্তায় সর্বতোভাবে বিরত থেকে আমার স্মরণ-মননে নিত্য যুক্ত থাকে ও রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করে সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখে, আমি এরূপ মহাত্মাকে নিত্য অনুসরণ করে থাকি যাতে তাঁর চরণ স্পর্শকরা রজ (ধুলো) আমার গায়ের উপর এসে পড়ে এবং আমি পরম পবিত্র হয়ে যাই॥ ১৬ ॥

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি যৎ
তন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥ ১৭

যে সর্বতোভাবে সঞ্চয়-সংগ্রহ বিরহিত হয়—শরীরাদিতেও যার মমতা-আসক্তির লেশমাত্র নেই, যার চিত্ত আমার প্রেমানুবন্ধনে রঞ্জিত, যে জাগতিক কামনা-বাসনায় শান্ত-সংযত হতে সমর্থ হয়েছে, যে নিজ মহানুভবতা উদারতার প্রভাবে প্রাণীসকলের উপর দয়া ও প্রেম ভাব পোষণ করে, যার বুদ্ধি কোনো কামনাকে স্পর্শও করে না, সে-ই আমার পরমানন্দস্বরূপের অনুভূতি পেয়ে থাকে। অন্যরা তার খোঁজও পায় না, কারণ পরমানন্দ প্রাপ্তির আবশ্যিক শর্ত নিরপেক্ষভাব রাখা অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা বিরহিত হওয়া॥ ১৭ ॥

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥ ১৮

আমার যে ভক্ত এখনও জিতেন্দ্রিয় হতে সক্ষম হয়নি এবং জগতের বিষয়ভোগ চিন্তা যাকে অহরহ বার্তা দিয়ে থাকে—নিজের দিকে আকর্ষণ করে থাকে সেও প্রায়শই আমার প্রতিনিয়ত পরিকর্ষযুক্ত প্রগল্‌ভ ভক্তির প্রভাবে বিষয়ভোগ চিন্তা থেকে পরাজিত হয় না॥ ১৮ ॥

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ১৯

হে উদ্ধব! অগ্নির লেলিহান শিখা অতি বিশাল কাষ্ঠরাশিকে ভস্মে পরিণত করে। তেমনভাবেই

[1]সমদর্শিনম্।

ন সাধয়তি মাং যোগো[১] ন সাংখ্যং ধর্ম[২] উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥ ২০

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ২১

ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥ ২২

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনাঽঽনন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যা বিনাঽঽশয়ঃ॥ ২৩

বাগ্ গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ ২৪

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥ ২৫

যথা যথাঽঽত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু[৩] সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥ ২৬

আমার ভক্তিও সমস্ত পাপরাশিকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করে॥ ১৯ ॥

হে উদ্ধব ! যোগ-সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মানুষ্ঠান, জপ-শাস্ত্রপাঠ এবং ত্যাগ-তপস্যা আমাকে লাভ করতে তেমন সমর্থ নয়। প্রতিনিয়ত বর্ধমান অনন্য প্রেমময়ী ভক্তির সামর্থ্য অনেক বেশি॥ ২০ ॥

আমি সাধু-মহাত্মাগণের প্রিয়তম আত্মা, অনন্য শ্রদ্ধা এবং অনন্য ভক্তির দ্বারা সহজেই ধরা পড়ি, আমার প্রাপ্তির এই একমাত্র উপায়। যারা জন্মে চণ্ডাল—তারাও আমার অনন্য ভক্তি ধারণ করে পবিত্র হয়ে যায় ; জাতিদোষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ২১ ॥

অন্যদিকে যারা আমার ভক্তিরসে বঞ্চিত তাদের চিত্তকে সত্য-দয়াযুক্ত ধর্ম এবং তপস্যাযুক্ত বিদ্যাও উত্তমরূপে পবিত্র করতে সমর্থ হয় না॥ ২২ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে ভাবাবেগে পুলক শিহরণ অনুভূতি না আসে, চিত্তে গদগদভাব না জন্মায়, আনন্দাশ্রুতে নয়ন প্লাবিত না হয় এবং অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভক্তি-বন্যায় চিত্তে উথালপাতাল ভাব না জাগে ততক্ষণ তার শুদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না॥ ২৩ ॥

আমার উত্তম ভক্তের লক্ষণ শুনে রাখো। প্রেমে গদগদ বাণী হওয়া, চিত্ত দ্রবণ হেতু ক্রমাগত আমার দিকেই প্রবাহিত হওয়া, ক্ষণেক বিরামরহিত রোদন আবার মাঝেমধ্যে হঠাৎ ঝিকমিক করে হেসে ওঠা, কোথাওবা লজ্জা ভুলে উচ্চ কণ্ঠে গান গাওয়া ও কোথাওবা নৃত্য করতে থাকা। ভ্রাতা উদ্ধব ! আমার এইরূপ ভক্ত শুধু নিজেকে নয়, সমস্ত জগৎকে পবিত্র করে দেয়॥ ২৪ ॥

যেমন অগ্নি সমর্পণে কাঞ্চন কলুষ ত্যাগ করে পরিশুদ্ধ হয় এবং নিজ বাস্তব শুদ্ধ রূপে ফিরে আসে তেমনভাবেই আমার ভক্তিযোগের দ্বারা আত্মা কর্ম-বাসনাসকল থেকে মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত করে কারণ আমিই তার বাস্তব স্বরূপ॥ ২৫ ॥

হে উদ্ধব ! যেমন যেমন আমার পরমপাবন লীলাকথার শ্রবণ-কীর্তনে চিত্ত-মলিনতা দূর হয়, তেমন তেমন তার সম্মুখে সূক্ষ্মবস্তু— বাস্তবিক তত্ত্ব উদ্ভাসিত

[১]ধর্মো। [২]যোগ। [৩]তত্ত্বসূক্ষ্মম্।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥ ২৭

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্॥ ২৮

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥ ২৯

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ৩০

উদ্ধব উবাচ

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ॥ ৩২

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
বিপর্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৩৩

হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ।
প্রাণেনোদীর্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্॥ ৩৪

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ।
দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্বাগ্ জিতানিলঃ॥ ৩৫

হতে থাকে। এ যেন অঞ্জন ব্যবহারে নেত্র দোষ বিমোচনে সূক্ষ্মবস্তু দেখার শক্তির আগমন॥ ২৬ ॥

যে বিষয়-চিন্তনে প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকে তার চিত্ত বিষয়াসক্ত হয়ে যায় আর যে আমার স্মরণ-মননে যুক্ত থাকে তার চিত্ত আমাতে একাত্ম হয়ে যায়॥ ২৭ ॥

তাই তুমি অন্য সাধনের এবং তার ফলের চিন্তন ত্যাগ করো। আমি ছাড়া জগতে আর আদৌ কিছুই নেই ; যা কিছু মনে হয় তা স্বপ্নবৎ অথবা অলীক কল্পনামাত্র। তাই আমার চিন্তনে চিত্ত শুদ্ধ করো এবং তা সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করে আমাতেই যুক্ত করো॥ ২৮ ॥

সংযমী ব্যক্তি নারী ও স্ত্রী-অনুরাগীদের সঙ্গ থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থান করবে ; পবিত্র নিভৃত স্থানে বসে সাবধান হয়ে আমার চিন্তনে যুক্ত হবে॥ ২৯ ॥

হে প্রিয় উদ্ধব ! নারী ও নারী-লম্পটদের সঙ্গ করলে পুরুষকে যেমন ক্লেশ সহ্য করতে হয় এবং বন্ধনে পড়তে হয় তেমন অন্য কিছুতেই হয় না॥ ৩০ ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে পদ্মলোচন শ্যামসুন্দর ! আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আপনার ধ্যান কীরূপে, কী প্রকারে ও কেমন ভাবে করবে ? ৩১ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! নাতি উচ্চ বা নাতি নিম্ন আসনে উপবেশন করে শরীর অর্থাৎ মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণপূর্বক সুখাসনে বসে, হস্তদ্বয় ক্রোড়ে উপস্থাপন করে এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো॥ ৩২ ॥

অতঃপর পূরক-কুম্ভক-রেচক ও রেচক-কুম্ভক-পূরক—এই প্রাণায়াম দ্বারা নাড়ী শোধন করবে। প্রাণায়ামাভ্যাস ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা উচিত এবং তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়নিগ্রহাভ্যাসও করা উচিত॥ ৩৩ ॥

হৃদয়ে পদ্মনালগত সূত্রবৎ ওঁ-কারের ধ্যান করবে ; প্রাণের সাহায্যে তাকে উপরে নিয়ে যাবে এবং তাতে ঘণ্টানাদবৎ ধ্বনি আরোপ করবে। সেই ধ্বনিতে যেন ছেদ না পড়ে॥ ৩৪ ॥

এইভাবে নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় দশ বার করে ওঁ-কার সহযোগে প্রাণায়ামাভ্যাস করা উচিত। এভাবে একমাসের মধ্যেই প্রাণবায়ু বশে আসবে॥ ৩৫ ॥

হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখম্ ।
ধ্যাত্বোর্ধ্বমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।। ৩৬

তারপর হৃদয়কে শরীরাভ্যন্তরে নিম্নমুখী পদ্মবৎ রেখে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে যে পদ্মনাল হবে উর্ধ্বমুখী। অতঃপর ধ্যানে চিন্তা করতে হবে যে পদ্ম উর্ধ্বমুখী হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে ; পদ্ম অষ্টদল ও তার মধ্যবর্তী স্থানে অত্যন্ত সুকুমার হরিদ্রাভ কর্ণিকা।। ৩৬ ।।

কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম্।
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্ রূপং মমৈতদ্ ধ্যানমঙ্গলম্।। ৩৭

কর্ণিকায় যথাক্রমে সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নির ন্যাস করতে হবে। অতঃপর অগ্নির মধ্যে আমার রূপের স্মরণ করতে হবে। আমার এই স্বরূপ-ধ্যান অতি মঙ্গলময়।। ৩৭ ।।

সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্[১]।
সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্।। ৩৮

সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্।। ৩৯

শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতম্ ।
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্।। ৪০

দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্ ।
সর্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্।
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্বাঙ্গেষু মনো দধৎ।। ৪১

হে উদ্ধব ! আমার যে সুকুমার রূপের ধ্যান করতে হবে ও নিজ মনকে আমার অঙ্গসকলে যুক্ত করতে হবে, তার বর্ণনাও শুনে রাখো। আমার দেহসৌষ্ঠব অনুপম সুডৌল অবয়ব, তার প্রতি রোমকূপে প্রশান্তির স্ফুরণ। আমি চতুর্ভুজ ; আজানুলম্বিত বাহু চতুষ্টয় অতি মনোহর। আমার গ্রীবা অতি সুন্দর ও সুশোভন, কপোল মরকতমণিসম সুস্নিগ্ধ। আমার অধরে মৃদুমন্দ অনুপম হাস্য। আমি সমকর্ণ, কর্ণযুগলে দীপ্তোজ্জ্বল মকরকুণ্ডল, বর্ণ বর্ষাকালীন মেঘবর্ণ শ্যাম। আমার শ্যামল অঙ্গে অতি মনোহর পীতাম্বর প্রসারিত, দক্ষিণ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। বাম বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী চিহ্ন বর্তমান । আমার শ্রীকরে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের অনুপম অবস্থান। কণ্ঠদেশে শোভিত বনমালা। চরণে নূপুরের মনোরম রিনিঝিনি। কণ্ঠে উজ্জ্বল কৌস্তুভমণি । তাছাড়া ময়ূর-পুচ্ছযুক্ত কিরীট, মনোহর বলয়, চন্দ্রহার এবং বাজুবন্ধ অলংকরণ তো আছেই। প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্যের মনোহারিত্ব বর্তমান যা অতীব হৃদয়গ্রাহীও। প্রফুল্লবদন ও অধর মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত। দৃষ্টিতে আছে অবিশ্রাম কৃপাবর্ষণ ধারা।। ৩৮-৪১ ।।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্বতঃ।। ৪২

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে তাদের স্বাভাবিক বিষয়মুখে ধাবমান হওয়া থেকে বিরত করবে ও বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনকে আমাতে যুক্ত করবে। আমার যে অঙ্গের প্রতি মন আকর্ষিত হয়, সেখানেই তাকে স্থাপন করবে।। ৪২ ।।

[১]দীর্ঘবাহুং চ.।

তৎ সর্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্।। ৪৩

সম্পূর্ণ শরীরে ধ্যান হতে থাকলে তখন চিত্তকে প্রত্যাহার করে দেহের এক অঙ্গে কেন্দ্রীভূত করাই ভালো। অন্য চিন্তা ছেড়ে আমার মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত প্রসন্ন বদন কান্তির ধ্যানই উৎকৃষ্ট।। ৪৩ ।।

তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।। ৪৪

আমার প্রফুল্লবদনে চিত্ত স্থির হলে তাকে সেই স্থান থেকে সরিয়ে আকাশে উপস্থাপন করবে। তদনন্তর আকাশের অনুধ্যানও ত্যাগ করে আমার স্বরূপে আরূঢ় হওয়াই কল্যাণকর ; তখন চিন্তার মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউই থাকবে না।। ৪৪ ।।

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্।। ৪৫

যখন এইভাবে চিত্ত সমাহিত হয়ে যায় তখন এক অনুভূতি আসে। যেমন একটি জ্যোতি অন্য একটির সঙ্গে মিশে গেলে একাকার হয়ে যায় তেমনভাবেই নিজের মধ্যে আমাকে এবং আমি সর্বাত্মাতে—এরূপ অনুভব হতে থাকে।। ৪৫ ।।

ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
সংযাস্যত্যাশু নির্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ।। ৪৬

যে যোগী এই রকম তীব্র ধ্যানযোগ দ্বারা আমাতেই চিত্ত সংযম করে ; তার চিত্তে বস্তুর অনেকত্ব, তার সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তার প্রাপ্তির হেতু কৃতকর্মের ভ্রম অচিরেই নিবৃত্ত হয়ে যায়।। ৪৬ ।।

———০———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ।। ১৪ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৪ ।।

———০———

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধির পরিচয় ও লক্ষণ

শ্রীভগবানুবাচ

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥ ১

উদ্ধব উবাচ

কয়া ধারণয়া কাস্বিৎ কথংস্বিৎ সিদ্ধিরচ্যুত।
কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥ ৩

অণিমা মহিমা মূর্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥ ৪

গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা[১] মতাঃ॥ ৫

অনূর্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্॥ ৬

স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতাগতিঃ ॥ ৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—প্রিয় উদ্ধব ! যখন সাধক ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে সংযত করে চিত্ত আমাতে নিবদ্ধ করতে শুরু করে, আমার ধারণা করতে শুরু করে তখন তার সম্মুখে বহু রকমের সিদ্ধি উপস্থিত হয়॥ ১ ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে অচ্যুত ! কেমন ধারণার দ্বারা কীভাবে কীরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং তা সংখ্যায় কত ? আপনিই তো যোগীদের সিদ্ধিসকল দান করে থাকেন। তাই আপনার কাছ থেকেই আমি তা শুনতে ইচ্ছুক॥ ২ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—উদ্ধব ! ধারণাযোগের পারগামী যোগীরা অষ্টাদশ প্রকারের সিদ্ধির কথা বলেছেন। তার মধ্যে অষ্টসিদ্ধিসকল প্রধানরূপে আমাতেই বিরাজমান থাকে অন্যতে কম থাকে ; এবং দশ রকমের সিদ্ধি সত্ত্বগুণের বিকাশেই প্রাপ্ত হয়ে থাকে॥ ৩॥

তার মধ্যে তিনটি সিদ্ধি তো দেহেরই—অণিমা, মহিমা এবং লঘিমা। ইন্দ্রিয়সমূহের এক সিদ্ধি হল 'প্রাপ্তি'। লৌকিক এবং পারলৌকিক পদার্থসমূহের ইচ্ছানুসারে অনুভবকারী সিদ্ধি 'প্রাকাম্য'। মায়া এবং তার কার্যকে ইচ্ছানুসারে সঞ্চালিত করার সিদ্ধিকে 'ঈশিত্ব' বলা হয়॥৪॥

বিষয়সমূহের মধ্যে বাস করেও তাতে আসক্ত না হওয়া 'বশিত্ব' (অথবা বশিতা) এবং কাম্যসুখসকলের চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া 'কামাবসায়িতা' নামের অষ্টম সিদ্ধি। এই অষ্টসিদ্ধি আমাতে স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই থাকে এবং যাকে আমি দিই, সেই অংশত তা লাভ করে॥ ৫ ॥

এ ছাড়াও আরও অনেক সিদ্ধি আছে। শরীরে ক্ষুধা-তৃষ্ণার বেগ অনুভূত না হওয়া, বহুদূরের বস্তু দর্শন হওয়া, মনের সঙ্গে সেই স্থানে সশরীরে গমন, ইচ্ছামতো রূপ ধারণ, অন্যের শরীরে প্রবেশ করা, ইচ্ছানুসারে শরীর ত্যাগ করা, অপ্সরাদের সঙ্গে কৃত দেবক্রীড়া দর্শন,

[১]অষ্টৌ চৌৎপত্তিকা।

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোহপরাজয়ঃ॥ ৮

সংকল্প সিদ্ধি, সর্বত্র অপ্রতিহতগতি, আজ্ঞাপালন—এই দশপ্রকার সিদ্ধিসকল সত্ত্বগুণের বিশেষ বিকাশে সম্ভব হয়॥ ৬-৭ ॥

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কালের কথা জেনে নেওয়া ; শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং রাগ-দ্বেষ আদি দ্বন্দ্বর বশীভূত না হওয়া ; অন্যর মনের কথা জেনে যাওয়া ; অগ্নি, সূর্য, জল, বিষ আদির শক্তিকে স্তম্ভিত করে দেওয়া এবং কারো কাছে পরাজিত না হওয়া—যোগিগণ এই পঞ্চসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে॥ ৮ ॥

এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ।
যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্ যথা বা স্যান্নিবোধ মে॥ ৯

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমি যোগ-ধারণার প্রাপ্ত সিদ্ধিসকল নাম-নির্দেশসহ বর্ণনা করলাম। এবার কোন্ ধারণায় কোন্ সিদ্ধি পাওয়া যায় তা বলছি, শোন॥ ৯ ॥

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম॥ ১০

প্রিয় উদ্ধব ! পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম মাত্রা আমারই দেহ। যে সাধক কেবল সেই শরীরের উপাসনা করে এবং নিজ মনকে অনুরূপ করে তাতে যুক্ত করে অর্থাৎ আমার তন্মাত্রাত্মক শরীর ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর চিন্তা করে না তার অণিমা সিদ্ধির অর্থাৎ প্রস্তরখণ্ড ভেদ করে প্রবেশ করবার অণুত্ব শক্তি প্রাপ্তি হয়॥ ১০ ॥

মহত্যাত্মন্ময়ি পরে যথাসংস্থং মনো দধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাং চ পৃথক্ পৃথক্॥ ১১

মহত্তত্ত্ব রূপেও আমিই প্রকাশিত এবং সেই রূপে সমস্ত ব্যবহারিক জ্ঞানের কেন্দ্র আমিই। আমার সেই রূপে যে নিজ মনকে মহত্তত্ত্বাকার করে তন্ময় করে দেয় তার মহিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এইভাবে আকাশাদি পঞ্চভূতে যা আমারই শরীর তাতে পৃথক পৃথক ভাবে মন যুক্ত করলে তার মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাওয়াও মহিমা সিদ্ধিরই অন্তর্গত॥ ১১ ॥

পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্।
কালসূক্ষ্মার্থতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ॥ ১২

যে যোগী বায়ু আদি চতুষ্টয় ভূতের পরমাণুতে আমারই রূপ জ্ঞানে চিত্তকে অনুরূপ করে দেয় তার লঘিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তার পরমাণুরূপ কালবৎ সূক্ষ্ম বস্তু হওয়ার সামর্থ্য প্রাপ্তি হয়॥ ১২ ॥

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্।
সর্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ॥ ১৩

যে সাত্ত্বিক অহংকারকে আমার স্বরূপ জ্ঞানে আমার সেই রূপেই চিত্তে ধারণা করে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা হয়ে যায়। এইভাবে আমার ধ্যানধারণাকারী ভক্ত 'প্রাপ্তি' নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত করে নেয়॥ ১৩ ॥

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি[1] মানসম্।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ১৪

যে আমার মহত্তত্ত্বাভিমানী সূত্রাত্মাতে নিজ চিত্ত স্থির করে, সে আমার অব্যক্তজন্ম (সূত্রাত্মা)র প্রাকাম্য

[1]ধারয়ন্।

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞচোদনাম্[1]॥ ১৫

নামক সিদ্ধি লাভ করে যাতে ইচ্ছানুসারে সকল ভোগ প্রাপ্তি হয়॥ ১৪ ॥

যে ত্রিগুণময় মায়ার অধিকর্তা আমার কালস্বরূপ বিশ্বরূপের ধারণা করে, সে শরীর ও জীবসকলকে নিজ ইচ্ছানুসারে প্রেরণ করবার সামর্থ্য প্রাপ্ত করে। এই সিদ্ধির নাম 'ঈশিত্ব'॥ ১৫ ॥

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে[2] ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।
মনো ময্যাদধদ্ যোগী মদ্ধর্মা বশিতামিয়াৎ॥ ১৬

যে যোগী আমার নারায়ণ-স্বরূপে, যাকে তুরীয় এবং ভগবানও বলে, মন যুক্ত করে, তার মধ্যে আমার স্বাভাবিক গুণ প্রকাশিত হতে শুরু করে ও তার বশিতা (অথবা বশিত্ব) সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়॥ ১৬ ॥

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে॥ ১৭

নির্গুণ ব্রহ্মও আমিই। যে নিজ নির্মল মন আমার এই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তার কামাবসায়িতা সিদ্ধির প্রাপ্তি হয়। এর প্রাপ্তিতে তার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যায়, সে পূর্ণকাম হয়ে যায়॥ ১৭ ॥

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্মময়ে ময়ি।
ধারয়ন্শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্মিরহিতো নরঃ॥ ১৮

হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার সেই রূপ যা শ্বেতদ্বীপে সর্বময়কর্তা, অতি শুদ্ধ এবং ধর্মবোধযুক্ত, সেই রূপের স্মরণ-মননে যুক্ত ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জন্ম-মৃত্যু এবং শোক-মোহ—এই ছয় ঊর্মি থেকে মুক্তি পায়, সে শুদ্ধ-স্বরূপ প্রাপ্ত করে॥ ১৮ ॥

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্।
তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ॥ ১৯

আমিই সমষ্টি প্রাণরূপ আকাশাত্মা। যে আমার এই স্বরূপে অধিষ্ঠিত থেকে মনের দ্বারা অনাহত নাদ অনুধ্যান করে সে 'দূরশ্রবণ' নামক সিদ্ধিসম্পন্ন হয় ; সে আকাশে অবস্থিত বিভিন্ন প্রাণীসকলের কথা শুনতে পায় ও বুঝতে পারে॥ ১৯ ॥

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি সূক্ষ্মদৃক্॥ ২০

যে যোগী নেত্রদ্বয়কে সূর্যে ও সূর্যকে নেত্রদ্বয়ে যুক্ত করতে সক্ষম ও এই সংযোগ কালে মনের দ্বারা আমার অনুধ্যানে যুক্ত হয় সে 'দূরদর্শন' নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত করে। সমস্ত জগৎকে দর্শন করতে সমর্থ হয়॥ ২০ ॥

মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনু বায়ুনা।
মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ॥ ২১

মন ও শরীরকে প্রাণবায়ুর সঙ্গে যুক্ত করে আমার অনুধ্যানে রত হলে 'মনোজব' নামক সিদ্ধির প্রাপ্তি হয়। তার প্রভাবে যোগী সংকল্পানুসারে তৎক্ষণই সশরীরে যে কোনো স্থানে গমন করার সামর্থ্য পেয়ে থাকে॥ ২১ ॥

যদা মন উপাদায় যদ্ যদ্ রূপং বুভূষতি।
তত্তদ্ ভবেন্মনোরূপং মদ্‌যোগবলমাশ্রয়ঃ॥ ২২

যখন যোগী মনকে উপাদান-কারণ করে কোনো দেবতাদির রূপ ধারণ করতে ইচ্ছা করে তখন সে মনের অনুকূল তেমনই রূপ ধারণ করে থাকে ; কারণ তাঁর চিত্ত

[1]ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাৎ। [2]তু তুর্যাখ্যে।

আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে॥ ২২ ॥

পরকায়ং বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ।
পিণ্ডং হিত্বা বিশেৎ প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্‌ঘ্রিবৎ॥ ২৩

যে যোগী অন্য দেহে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, সে মনকে সেই দেহে একাগ্র করবে। ভ্রমর যেমন এক পুষ্প থেকে অন্য পুষ্পে গমন করে থাকে, যোগীও তেমনভাবে প্রাণবায়ুরূপ ধারণ করে এক থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়॥ ২৩ ॥

পার্ষ্ণ্যাহহপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেত্তনুম্॥ ২৪

দেহত্যাগ অভিলাষী যোগী গোড়ালি দ্বারা গুহ্যদ্বারকে চাপ দিয়ে প্রাণবায়ু যথাক্রমে হৃদয়, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ এবং মস্তকে নিয়ে যায়। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মে লীন করে দেহত্যাগ করে॥ ২৪ ॥

বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ।
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ॥ ২৫

যদি যোগীর দেবতাদের বিহারস্থলে ক্রীড়া করবার ইচ্ছা জাগে তখন সে আমার শুদ্ধ-সত্ত্ব স্বরূপের চিন্তায় মগ্ন হয়। এইরূপ ক্রিয়ায় সত্ত্বগুণের অংশবিশেষ অপ্সরাগণ বিমানযোগে তার কাছে উপস্থিত হয়ে থাকেন॥ ২৫ ॥

যথা সঙ্কল্পয়েদ্ বুদ্ধ্যা যদা[১] বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে[২] মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে॥ ২৬

যে ব্যক্তি আমার সত্যসংকল্পস্বরূপে নিজ চিত্ত অধিষ্ঠাপিত করে এবং তার ধ্যানেই নিত্যযুক্ত থাকে সে নিজ মনে যখন যেমন যেমন সংকল্প করে তৎক্ষণাৎ তার সংকল্প সিদ্ধ হয়ে যায়॥ ২৬ ॥

যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।
কুতশ্চিন্ন[৩] বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম॥ ২৭

'ঈশিত্ব' ও 'বশিত্ব'—এই সিদ্ধিযুগলের আমিই প্রভু ; তাই কেউ আমার আদেশ অমান্য করতে পারে না। যে আমার সেই রূপকে অনুধ্যান করে ও তাতে যুক্ত হয়ে যায় আমার মতন তার আদেশও কেউ অমান্য করতে পারে না॥ ২৭ ॥

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য[৪] যোগিনো ধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা॥ ২৮

আমার অনুধ্যানে নিত্যযুক্ত যোগী আমার ভক্তি প্রভাবে শুদ্ধ হয়ে গেলে তার বুদ্ধি জন্ম-মৃত্যু আদি অদৃষ্ট বস্তু অবগত হওয়ার শক্তি লাভ হয়। তখন সে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সব কথাই জানতে সক্ষম হয়ে থাকে॥ ২৮ ॥

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ।
মদ্‌যোগশান্তচিত্তস্য[৫] যাদসামুদকং যথা॥ ২৯

জলচর প্রাণীকুল যেমন জলে নির্ভয়ে বসবাস করে ঠিক সেইভাবেই যোগী যখন নিজ চিত্ত আমাতে সন্নিবেশিত করে শিথিল হয়ে যায়, সেই যোগযুক্ত শরীরকে অগ্নি-জল আদি কোনো বস্তু বিনাশ করতে সক্ষম হয় না॥ ২৯ ॥

মদ্বিভূতীরভিধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষিতাঃ[৬]।
ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ॥ ৩০

শ্রীবৎস আদি চিহ্নযুক্ত, শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম আদি আয়ুধ বিভূষিত এবং ধ্বজ-ছত্র-চর্ম আদি দ্বারা সজ্জিত

[১]যথা। [২]তন্ত্রে। [৩]ন কুতশ্চিৎ। [৪]শুদ্ধতত্ত্বস্য। [৫]ময্যেব শ্রা.। [৬]তম্।

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ॥ ৩১

আমার অবতারসকল অতি পুণ্যদর্শন। সেই অনির্বচনীয় রূপের অনুধ্যানকারী ভক্ত অজেয় হয়॥ ৩০ ॥

বিচারযুক্ত আমার উপাসনায় সংলগ্ন, যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা আমার অনুধ্যানে সন্নিবিষ্ট—এইরূপ যোগী পূর্বে-বর্ণিত আমার সিদ্ধিসকল সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়॥ ৩১ ॥

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা॥ ৩২

হে উদ্ধব ! প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়নিচয় বশীভূতকারী, সংযমী, আমার স্বরূপ অনুধ্যানযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো সিদ্ধিই দুর্লভ নয়। তার তো সর্বসিদ্ধিই করতলগত হয়েই আছে॥ ৩২ ॥

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা[১] যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥ ৩৩

কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষদের এই সুস্পষ্ট অভিমত যে, যারা ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ আদি বিশিষ্ট যোগাভ্যাসে রত তাদের পক্ষে এইসব সিদ্ধি প্রাপ্তি একপ্রকারে বিঘ্নস্বরূপই হয়ে থাকে ; কারণ তাতে অযথা কালাতিপাত হয়ে থাকে॥ ৩৩ ॥

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্বা নান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ॥ ৩৪

জগতে জন্ম, ঔষধ, তপস্যা এবং মন্ত্রাদির দ্বারা যত রকম সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে থাকে তা সকলই যোগ দ্বারা পাওয়া সম্ভব ; কিন্তু যোগের চরম সীমা হল আমার সারূপ্য, সালোক্য আদির প্রাপ্তি এবং আমাতে চিত্ত সংলগ্ন না করলে অন্য কোনো সাধনে তা লাভ হয় না॥ ৩৪ ॥

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ৩৫

ব্রহ্মবাদীগণ বহু সাধনের কথাই বলেছেন—যেমন যোগ, সাংখ্য এবং ধর্ম আদি। তাদের এবং সমস্ত সিদ্ধিসকলের আমিই হেতু, আমিই স্বামী এবং আমিই প্রভু॥ ৩৫ ॥

অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা॥ ৩৬

স্থূল পঞ্চভূতের বাহ্যাভ্যন্তরে সর্বত্র মহাপঞ্চভূত উপস্থিত ; তাই সূক্ষ্মভূতসকল ব্যতিরেকে স্থূলভূত-সকলের অস্তিত্বই থাকে না। ঠিক সেইভাবেই আমি প্রাণীকুলের অন্তরে দ্রষ্টারূপে এবং বাহিরে দৃশ্যরূপে বর্তমান । আমার মধ্যে বাহ্যাভ্যন্তরের ভেদাভেদ নেই কারণ আমি নিরাবরণ, এক—অদ্বিতীয় আত্মা॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

---

[১]তান্।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

ষোড়শ অধ্যায়

ভগবানের বিভূতির বর্ণনা

উদ্ধব উবাচ

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্।
সর্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ॥ ১

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ॥ ২

যেষু যেষু চ ভাবেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্ বদস্ব মে॥ ৩

গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে॥ ৪

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং
বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে
নমামি তে তীর্থপদাঙ্‌ঘ্রিপদ্মম্॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ

এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জুনেন বৈ॥ ৬

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্মং রাজ্যহেতুকম্।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ॥ ৭

উদ্ধব বললেন—ভগবন্! আপনিই স্বয়ং পরব্রহ্ম; আপনার আদিও নেই, অন্তও নেই। আপনি আবরণরহিত ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব। প্রাণীকুল ও পদার্থসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়ের কারণ একমাত্র আপনিই। উচ্চ-নিম্ন সকল প্রাণীর মধ্যে আপনিই বর্তমান। মন ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূত করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ আপনাকে জানতে পারে না। ব্রহ্মবেত্তা ব্যক্তিগণই আপনার যথোচিত উপাসনা করতে সক্ষম॥ ১-২ ॥

সুমহান ঋষি-মহর্ষিগণ—পরমভক্তি সহযোগে আপনার যে রূপের ও বিভূতির উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ করেন তা আমি জানতে ইচ্ছুক। অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন॥ ৩ ॥

সমস্ত প্রাণীকুলের জীবনদাতা হে প্রভু। আপনি তো প্রাণীকুলের অন্তরাত্মা। আপনি তাদের মধ্যে গুপ্ত থেকে লীলা করেন। আপনি তো সকলকেই দেখে থাকেন কিন্তু জগতের প্রাণীকুল আপনার মায়ায় এতই মোহিত যে তারা আপনাকে দেখতে পায় না॥ ৪ ॥

অচিন্ত্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন হে প্রভু! স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে ও দিগ্‌দিগন্তে আপনার প্রভাবে যুক্ত যে বিভূতিসকল বর্তমান আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে তা বলুন। হে প্রভু! আমি আপনার সেই পাদপদ্মযুগলের নিত্য বন্দনা করি যা সমস্ত তীর্থের তীর্থস্বরূপ॥ ৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! তুমি প্রশ্নের মর্মবোধকগণদের মধ্যে শিরোমণি। কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধকালে অর্জুনও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল॥ ৬ ॥

অর্জুন মনে করেছিল যে আত্মীয়-কুটুম্বদের হত্যা তাও আবার রাজ্যপ্রাপ্তি হেতু, অতি নিন্দনীয় কার্য ও অবশ্যই অধর্ম। সাধারণ ব্যক্তিসম সে ভেবেছিল যে, সে ঘাতক, তার হাতে আত্মীয় কুটুম্বগণ নিহত হবে। এই চিন্তায় শোকাকুল অবসন্ন হয়ে সে যুদ্ধ থেকে উপরতও হয়েছিল॥ ৭ ॥

স তদা পুরুষব্যাঘ্রো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ।
অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্ধনি।। ৮

তখন আমি সেই রণাঙ্গনে বহু যুক্তি দিয়ে সেই বীর শিরোমণি অর্জুনকে উপদেশ দান করেছিলাম। সেই সময় অর্জুনও আমাকে একই প্রশ্ন করেছিল যা তুমি আজ করছ।। ৮ ।।

অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ।
অহং সর্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।। ৯

হে উদ্ধব ! আমি সমস্ত প্রাণীকুলের আত্মা, হিতৈষী, সুহৃদ এবং ঈশ্বর—নিয়ামক। আমি নিজেই এই সমস্ত প্রাণীকুল ও পদার্থরূপে বর্তমান এবং এদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এর কারণও আমিই।। ৯ ।।

অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্।
গুণানাং চাপ্যহং সাম্যং গুণিন্যৌৎপত্তিকো গুণঃ।। ১০

গতিশীল পদার্থে আমি গতি। অধীনস্থকারিগণের মধ্যে আমি কাল। গুণসমূহে আমি তার মূলস্বরূপ সাম্যাবস্থা ও গুণবান পদার্থে আমি তার স্বাভাবিক গুণ-সকল ।। ১০ ।।

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাং চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ।। ১১

গুণযুক্ত বস্তুদের মধ্যে আমি ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সূত্রাত্মা এবং মহানদের মধ্যে জ্ঞানশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্ব আমিই। সূক্ষ্ম বস্তুসমূহে আমি জীব এবং যা বশীভূত করা কঠিন সেই মন আমিই।। ১১ ।।

হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ।
অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানিচ্ছন্দসামহম্।। ১২

আমি বেদসকলের অভিব্যক্তি স্থান হিরণ্যগর্ভ এবং মন্ত্রসকলের মধ্যে ত্রিমাত্রাযুক্ত (অ + উ + ম) ওঁ-কার। আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে 'অ'-কার এবং ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র।। ১২ ।।

ইন্দ্রোঽহং সর্বদেবানাং বসূনামস্মি[১] হব্যবাট্।
আদিত্যানামহং বিষ্ণূ রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ।। ১৩

দেবতাগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য এবং একাদশ রুদ্রের মধ্যে নীললোহিত নামক রুদ্র।। ১৩ ।।

ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্ধান্যস্মি ধেনুষু।। ১৪

আমি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিগণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং গাভিগণের মধ্যে কামধেনু।। ১৪ ।।

সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৃণামহমর্যমা।। ১৫

আমি সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, প্রজাপতিগণের মধ্যে দক্ষ প্রজাপতি এবং পিতৃপুরুষদের মধ্যে অর্যমা।। ১৫ ।।

মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্।
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্।। ১৬

প্রিয় উদ্ধব ! দৈত্যগণের মধ্যে আমি দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র, ঔষধিসকলের মধ্যে সোমরস এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের।। ১৬ ।।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্যং মনুষ্যাণাং চ ভূপতিম্।। ১৭

আমি শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত, জলদেবতাগণের মধ্যে রাজা বরুণ, প্রকাশকগণের মধ্যে

[১]মপি।

উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনম্।
যমঃ সংযমতাং চাহং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ১৮

আমি তাপ-কিরণশালী সূর্য এবং মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি॥ ১৭ ॥

আমি অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতুসকলের মধ্যে সুবর্ণ, নিয়ামকগণের মধ্যে মৃত্যুরাজা যম এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকি॥ ১৮ ॥

নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্।
আশ্রমাণামহং তুর্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ[১]॥ ১৯

হে পুণ্যশ্লোক উদ্ধব ! নাগগণের মধ্যে আমি নাগরাজ অনন্ত, সিং ও কেশরী প্রাণীদের মধ্যে আমি রাজা সিংহ, আশ্রমসকলের মধ্যে সন্ন্যাস এবং বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ॥ ১৯ ॥

তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহম্।
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরঘ্নো ধনুষ্মতাম্॥ ২০

আমি তীর্থ এবং নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, জলাশয়সমূহের মধ্যে সাগর, অস্ত্রশস্ত্রসমূহের মধ্যে ধনুক এবং ধনুর্ধরদের মধ্যে ত্রিপুরারি শংকর॥ ২০ ॥

ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ।
বনস্পতীনামশ্বত্থ[২] ওষধীনামহং যবঃ[৩]॥ ২১

আমি নিবাসস্থান সকলের মধ্যে সুমেরু, দুর্গমস্থান সমূহের মধ্যে হিমালয়, বনস্পতি মহীরুহসকলের মধ্যে অশ্বত্থ এবং শস্যসকলের মধ্যে যব॥ ২১ ॥

পুরোধসাং বসিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।
স্কন্দোঽহং সর্বসেনান্যামগ্রণ্যাং[৪] ভগবানজঃ॥ ২২

আমি পুরোহিতকুলের মধ্যে বশিষ্ঠ, বেদবেত্তাগণের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি আমিই। আমি সেনানায়কগণের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং সন্মার্গ-প্রবর্তকদের মধ্যে ভগবান ব্রহ্মা॥ ২২ ॥

যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্।
বায়ুগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ॥ ২৩

আমি পঞ্চমহাযজ্ঞসমূহের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ (স্বাধ্যায়যজ্ঞ), ব্রতসকলের মধ্যে অহিংসাব্রত এবং পরিশোধনকারী পদার্থসমূহের মধ্যে নিত্যশুদ্ধ বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল, বাণী ও আত্মা॥ ২৩ ॥

যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্॥ ২৪

অষ্টযোগের মধ্যে আমি মন-নিরোধক সমাধি। বিজয় ইচ্ছুক সকলের মধ্যে নিবাসকারী আমি মন্ত্র (নীতি) বল, কৌশলসমূহের মধ্যে আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকরূপ কৌশল এবং খ্যাতিবদীদের মধ্যে বিকল্প॥ ২৪ ॥

স্ত্রীণাং তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
নারায়ণো মুনীনাং চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্॥ ২৫

নারীগণের মধ্যে আমি মনুপত্নী শতরূপা, পুরুষগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনীশ্বরগণের মধ্যে নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে সনৎকুমার॥ ২৫ ॥

ধর্মাণামস্মি সংন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতিঃ।
গুহ্যানাং সূনৃতং[৫] মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহম্॥ ২৬

ধর্মে আমি কর্মসন্ন্যাস অথবা এষণাত্রয় ত্যাগদ্বারা প্রাণীসকলের অভয়দানকারী যথার্থ সন্ন্যাস। আমি অভয়ের সকল সাধনের মধ্যে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান। অভিপ্রায় গোপন সাধনসকলের মধ্যে আমি মধুর বচন

[১]প্রথমো হ্যহম্। [২]নশ্বত্থম্। [৩]যবাঃ। [৪]সর্বসেনানামগ্রণীর্ভগ.। [৫]সৌনৃতম্।

সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতূনাং মধুমাধবৌ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ॥ ২৭

অহং[১] যুগানাং চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্॥ ২৮

বাসুদেবো ভগবতাং ত্বং তু ভাগবতেষ্বহম্।
কিংপুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ॥ ২৯

রত্নানাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোশঃ সুপেশসাম্।
কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃষ্বহম্॥ ৩০

ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।
তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩১

ওজঃ সহো বলবতাং কর্মাহং[২] বিদ্ধি সাত্বতাম্।
সাত্বতাং নবমূর্তীনামাদিমূর্তিরহং পরা॥ ৩২

বিশ্বাবসুঃ[৩] পূর্বচিত্তির্গন্ধর্বাপ্সরসামহম্।
ভূধরাণামহং স্থৈর্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ॥ ৩৩

অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ।
প্রভা সূর্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ॥ ৩৪

এবং মৌন, যুগল নারী-পুরুষের মধ্যে প্রজাপতি—যার দেহের দুই অঙ্গ হতে সর্বপ্রথমে নারী-পুরুষ জুটির সৃষ্টি হয়েছিল॥ ২৬ ॥

আমি সদা সাবধান, সদা জাগ্রতদের মধ্যে সংবৎসররূপ কাল, ষড় ঋতুর মধ্যে পুষ্পাকর বসন্ত। দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিৎ॥ ২৭ ॥

আমি যুগসকলের মধ্যে সত্যযুগ, বিবেচকগণের মধ্যে মহর্ষি দেবল এবং অসিত, ব্যাসসকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে মনস্বী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য॥ ২৮ ॥

সৃষ্টির উৎপত্তি এবং লয়, প্রাণিগণের জন্ম এবং মৃত্যু ও বিদ্যা-অবিদ্যা অবগত ভগবানদের (বিশিষ্ট মহাপুরুষদের) মধ্যে আমি বাসুদেব। আমার প্রেমী ভক্তকুলের মধ্যে তুমি (উদ্ধব), কিম্পুরুষদের মধ্যে হনুমান। বিদ্যাধরগণের মধ্যে সুদর্শন (যিনি অজগররূপে নন্দবাবাকে গ্রাস করে নিয়েছিলেন এবং ভগবানের পাদস্পর্শে মুক্ত হয়েছিলেন) সব আমিই॥ ২৯ ॥

আমি রত্নসকলে পদ্মরাগ (লাল), সুন্দর বস্তুদের মধ্যে কমল কলি, তৃণসমূহে কুশ এবং হবিষ্যসমূহে গব্যঘৃত॥ ৩০ ॥

আমি ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিবাসকারী লক্ষ্মী, ছলনাকারীদের মধ্যে অক্ষক্রীড়ারূপ ছল, তিতিক্ষুদের মধ্যে তিতিক্ষা (কষ্টসহিষ্ণুতা) এবং সাত্ত্বিক পুরুষদের মধ্যে সত্ত্বগুণ॥ ৩১ ॥

আমি বলবানদের উৎসাহ ও পরাক্রম এবং ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম। বৈষ্ণবদের পূজ্য বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ এবং ব্রহ্মা—এই নয় মূর্তির মধ্যে আমি প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মূর্তি বাসুদেব॥ ৩২ ॥

আমি গন্ধর্বদের মধ্যে বিশ্বাবসু এবং অপ্সরাদের মধ্যে ব্রহ্মার রাজসভার অপ্সরা পূর্বচিত্তি। আমি পর্বতদের মধ্যে স্থিরতা এবং পৃথিবীতে শুদ্ধ অবিকৃত গন্ধ॥ ৩৩ ॥

আমি জলে রস, তেজস্বীগণের মধ্যে পরম তেজস্বী অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও তারাদের মধ্যে প্রভা এবং আকাশে

[১]প্রাচীন বইতে এই শ্লোকার্ধটি এইপ্রকার—'বিশ্বাবসুঃ পূর্বচিত্তির্গন্ধর্বাপ্সরসামহম্।' [২]কামঃ। [৩]প্রাচীন বইতে এই শ্লোকার্ধটি নেই।

ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জুনঃ।
ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসঙ্ক্রমঃ।। ৩৫

তার একমাত্র গুণ শব্দ।। ৩৪ ।।

হে উদ্ধব ! আমি ব্রাহ্মণ ভক্তগণের মধ্যে বলি, বীরদের (অথবা পাণ্ডবদের) মধ্যে অর্জুন ও প্রাণিগণের মধ্যে তাদের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়।। ৩৫ ।।

গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্ ।
আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্।। ৩৬

আমি পদে চলৎশক্তি, বাণীতে বাক্‌শক্তি, পায়ুতে পায়ুস্খালন শক্তি, হস্তে মুষ্টিবদ্ধ শক্তি এবং জননেন্দ্রিয়তে আনন্দোভোগ শক্তি। ত্বকে স্পর্শের, নেত্রে দর্শনের, রসনায় স্বাদ গ্রহণের, কর্ণে শ্রবণের এবং নাসিকায় আঘ্রাণ নেওয়ার শক্তিও আমিই। ইন্দ্রিয়সমূহের ইন্দ্রিয়-শক্তি আমিই।। ৩৬ ।।

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষোহব্যক্তং[১] রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্।। ৩৭

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, জীব, অব্যক্ত, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তম এবং তাদের সীমারও বাইরে অবস্থিত ব্রহ্ম—এই সকলই আমি।। ৩৭ ।।

অহমেতৎ প্রসংখ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ।
ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্বাত্মনাপি সর্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ।। ৩৮

এই তত্ত্বসমূহের গণনা, লক্ষণসকল দ্বারা তার জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানরূপ তার ফলও আমিই। আমিই ঈশ্বর, আমিই জীব, আমিই গুণ এবং আমিই গুণী। আমিই সকলের আত্মা এবং আমিই সব কিছু। আমি ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ কোথাও নেই।। ৩৮ ।।

সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোহণ্ডানি কোটিশঃ।। ৩৯

যদি আমি গণনা করতে আরম্ভ করি তাহলে হয়তো পরমাণুসমূহের গণনাও সম্ভব হতে পারে কিন্তু আমার বিভূতিসমূহের গণনা সম্ভব নয়। কারণ যখন আমার সৃষ্ট কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের গণনাও সম্ভব নয় তখন আমার বিভূতিসমূহের গণনা করা কেমন করে সম্ভব হবে ।। ৩৯ ।।

তেজঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেহংশকঃ।। ৪০

এই স্মরণ রেখো যে, যাতে তেজ, শ্রী, কীর্তি, ঐশ্বর্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য, সৌভাগ্য, পরাক্রম, তিতিক্ষা এবং বিজ্ঞান আদি শ্রেষ্ঠগুণ আছে তা আমারই অংশ।। ৪০ ।।

এতাস্তে কীর্তিতাঃ সর্বাঃ সঙ্ক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে।। ৪১

হে উদ্ধব ! আমি প্রশ্নানুসারে সংক্ষেপে আমার বিভূতিসমূহের বর্ণনা করলাম। এই সকল পরমার্থ—বস্তু নয়, মনোবিকার মাত্র ; কারণ মনে ভাবা ও বাণীতে প্রকাশ করা কোনো বস্তুই পরমার্থ (বাস্তবিক) হয় না। তাতে একটা কল্পনা থাকেই।। ৪১ ।।

[১]হব্যক্তো।

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্[1] যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে।। ৪২

তাই তুমি বাণীকে স্বচ্ছন্দ বাঙ্ময়তা থেকে বিরত করো, মনের সংকল্প-বিকল্প ত্যাগ করো। তার জন্য প্রাণবায়ুকে বশীভূত করো এবং ইন্দ্রিয়সকলকে দমন করো। সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা প্রপঞ্চাভিমুখ বুদ্ধিকে শান্ত করো। তাহলে তোমাকে সংসারের জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশযুক্ত চক্রে পড়তে হবে না।। ৪২ ।।

যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ।। ৪৩

যে সাধক বুদ্ধিদ্বারা বাণী ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে না, তার ব্রত, তপ এবং দানও সেই রকম ক্ষীণ হয়ে পড়ে যেমন কাঁচা কলসিতে জল ধরে রাখার বৃথা প্রচেষ্টা।। ৪৩ ।।

তস্মান্মনোবচঃপ্রাণান্[2] নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে।। ৪৪

তাই আমার প্রেমী ভক্তের মৎপরায়ণ হয়ে ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা বাণী, মন এবং প্রাণসকলের সংযম করাই কাম্য। এইরূপ করলে তার আর কিছু করণীয় অবশিষ্ট থাকে না, সে কৃতকৃত্য হয়ে যায়।। ৪৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।। ১৬ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৬ ।।

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

সপ্তদশ অধ্যায়

বর্ণাশ্রম-ধর্ম নিরূপণ

উদ্ধব উবাচ

যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্বং ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্বেষাং দ্বিপদামপি।। ১

যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ।
স্বধর্মেণারবিন্দাক্ষ তৎ[3] সমাখ্যাতুমর্হসি।। ২

উদ্ধব বললেন—হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি প্রথমে বর্ণাশ্রম-ধর্মপালনকারী ব্যক্তিদের ও সাধারণ মানুষের জন্য সেই ধর্মোপদেশ দান করেছেন যাতে আপনার উপর ভক্তিভাব আসে। এইবার আপনি অনুগ্রহ করে বলুন যে মানুষ কীভাবে আপনার শ্রীচরণে ভক্তি-প্রাপ্তি হেতু ধর্মানুষ্ঠান করবে।। ১-২ ।।

পুরা কিল মহাবাহো ধর্মং পরমকং প্রভো।
যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব।। ৩

হে প্রভু ! হে মহাবাহু মাধব ! প্রথমে আপনি হংসরূপে অবতার গ্রহণ করে ব্রহ্মাকে নিজ পরমধর্মের উপদেশ দান করেছিলেন।। ৩ ।।

[1]প্রাণম্। [2]বচোমনঃপ্রাণান্। [3]তন্মমা.।

স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্ষণ।
ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ॥ ৪

হে রিপুদমন ! কালপ্রবাহে মর্ত্যলোকে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে, কারণ আপনার উপদেশ দানের পর বহু সময় ব্যতীত হয়েছে॥ ৪ ॥

বক্তা কর্তাবিতা নান্যো ধর্মস্যাচ্যুত তে ভুবি।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্তিধরাঃ কলাঃ॥ ৫

হে অচ্যুত ! পৃথিবীতে এবং ব্রহ্মার সভাতেও যেখানে সম্পূর্ণ বেদ মূর্তিমান হয়ে বিরাজমান, আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যে আপনার এই ধর্মের প্রবচন, প্রবর্তন অথবা সংরক্ষণ করতে সক্ষম॥ ৫ ॥

কর্ত্রাবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন।
ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি॥ ৬

আপনিই এই ধর্মের প্রবর্তক, রক্ষক ও উপদেশক। পূর্বে যেমন আপনি মধু দৈত্যকে বধ করে বেদসমূহকে রক্ষা করেছিলেন এইবারও আপনি সেইভাবে নিজ ধর্মকে রক্ষা করুন। হে স্বয়ংসম্পূর্ণ পরমাত্মা ! আপনার মর্ত্যলীলা সংবরণ করবার পরই এই ধর্ম অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন তা কে বলবে ? ৬ ॥

তৎ ত্বং[১] নঃ সর্বধর্মজ্ঞ ধর্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো॥ ৭

আপনি সমস্ত ধর্মে মর্মজ্ঞ ; তাই হে প্রভু ! আপনি সেই ধর্মের বর্ণনা করুন যা আপনার ভক্তি-প্রদান করতে সক্ষম এবং কার পক্ষে কোন্টা প্রযোজ্য তাও বলুন॥ ৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ।
প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্যানাং ধর্মানাহ সনাতনান্॥ ৮

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! যখন ভক্ত-শিরোমণি উদ্ধব এইরূপ প্রশ্ন করলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি প্রসন্নচিত্তে প্রাণিগণের কল্যাণ হেতু তাঁকে সনাতন ধর্মের উপদেশ দান করলেন॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ধর্ম্য এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে॥ ৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! তোমার প্রশ্ন ধর্মময়, কারণ তাতে বর্ণাশ্রমধর্মী মানবকুলের পরম কল্যাণস্বরূপ মোক্ষ লাভ হয়। অতএব আমি তোমাকে সেই ধর্মোপদেশ দান করব। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো॥ ৯ ॥

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃত্যকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা[২] তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥ ১০

এই কল্পারম্ভে সত্যযুগ চলা কালে সমগ্র মানবকুলের একটি মাত্র বর্ণ ছিল—যা হংস বলে পরিচিত ছিল। সেই যুগে লোকেরা জন্মাবধি কৃতকৃত্য হত ; তাই সেই যুগটি কৃতকৃত্য নামেও পরিচিতি ছিল॥ ১০ ॥

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥ ১১

সেই সময় প্রণবই বেদ ছিল এবং তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যরূপ চার চরণযুক্ত আমিই সেই বৃষভরূপধারী ধর্ম ছিলাম। সেই সময় নিষ্কলঙ্ক এবং পরম তপস্বী ভক্তগণ আমাকে হংসস্বরূপ পরমাত্মাজ্ঞানে উপাসনা করত॥ ১১ ॥

[১]তত্ত্বতঃ সর্ব.। [২]যস্মাৎ।

ত্রেতামুখে[১] মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা[২] অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ।। ১২

পরম ভাগ্যবান উদ্ধব ! সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগের আরম্ভ হওয়ার পর আমার হৃদয় থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা ঋক্‌বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদরূপ ত্রয়ীবিদ্যা প্রকট হল এবং সেই ত্রয়ীবিদ্যা থেকে হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্গাতার কর্মরূপ তিন ভেদযুক্ত যজ্ঞরূপে আমি আবির্ভূত হলাম।। ১২ ।।

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ।। ১৩

বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা থেকে বৈশ্য এবং চরণদ্বয় থেকে শূদ্রর উৎপত্তি হল। তাদের পরিচিতি তাদের স্বভাব ও আচরণ দ্বারা হয়ে থাকে।। ১৩ ।।

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থানাদ্[৩] বনে বাসো ন্যাসঃ শিরসি সংস্থিতঃ।। ১৪

হে উদ্ধব ! বিরাট্ পুরুষও আমিই। তাই আমারই উরু থেকে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বক্ষঃস্থল থেকে বানপ্রস্থাশ্রম এবং মস্তক থেকে সন্ন্যাসাশ্রমসমূহের উৎপত্তি হয়েছে।। ১৪ ।।

বর্ণানামাশ্রমাণাং চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ[৪]।
আসন্[৫] প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ।। ১৫

এই বর্ণ এবং আশ্রম-পুরুষদের স্বভাবও তাদের জন্মস্থানের অনুরূপ উত্তম, মধ্যম এবং অধম হল অর্থাৎ উত্তম স্থান থেকে উৎপন্ন পুরুষের বর্ণ এবং আশ্রমসমূহের স্বভাব উত্তম এবং অধম স্থান থেকে উৎপন্ন পুরুষের স্বভাব হল অধম।। ১৫ ।।

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।। ১৬

শম, দম (ইন্দ্রিয় দমন), তপস্যা, পবিত্রতা, সন্তোষ, ক্ষমাপরায়ণতা, সহজ প্রকৃতি, আমার প্রতি ভক্তি ধারণ, দয়া এবং সত্য—এই সকল হল ব্রাহ্মণ বর্ণের স্বভাব।। ১৬ ।।

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্যং তিতিক্ষৌদার্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।। ১৭

তেজ, বল, ধৈর্য, শৌর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যমশীলতা, স্থৈর্য, ব্রাহ্মণ-ভক্তি এবং ঐশ্বর্য—এই সকল ক্ষত্রিয় বর্ণের স্বভাব।। ১৭ ।।

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্[৬]।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ।। ১৮

আস্তিকতা, দানশীলতা, দম্ভরাহিত্য, ব্রাহ্মণসেবা, এবং ধনসঞ্চয়ে কখনো সন্তুষ্ট না হওয়া—এই সকল বৈশ্য বর্ণের স্বভাব।। ১৮ ।।

শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাং চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ।। ১৯

ব্রাহ্মণ, ধেনু এবং দেবতাদের অকপটচিত্তে সেবা করা এবং তাদের সেবার দ্বারা যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা—এটি শূদ্র বর্ণের স্বভাব।। ১৯ ।।

অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্যশ্চ[৭] স্বভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্[৮]।। ২০

অপবিত্রতা, মিথ্যাচারিতা, চৌর্য, ঈশ্বর ও পরলোকের অস্বীকৃতি, অনর্থক বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং

[১]ত্রেতাযুগে। [২]স্তত্র। [৩]বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সংন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ। [৪]চারিণীঃ।
[৫]আসন্বৈ গতয়ো নৃণাং। [৬]বিপ্রসেবনম্। [৭]হর্ষশ্চ। [৮]স্ত্যাবসায়িনান্।

কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণার বশীভূত থাকা—এই সকল অন্ত্যজদের স্বভাব॥ ২০ ॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্মোঽয়ং সার্ববর্ণিকঃ॥ ২১

হে উদ্ধব ! চতুর্বিধ বর্ণ ও আশ্রমসমূহের জন্য সাধারণ ধর্ম এইরূপ—মন, বাণী ও শরীর দ্বারা হিংসা না করা, সত্যে অধিষ্ঠিত থাকা, চৌর্য রাহিত্য, কাম, ক্রোধ, লোভ থেকে বিরত থাকা এবং যে কার্যসমূহে সমস্ত প্রাণীকুলের প্রসন্নতা হয় এবং তাদের মঙ্গল হয়, তাই করা॥ ২১ ॥

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ[১]॥ ২২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসকল গর্ভাধান সংস্কারাদি উত্তরণ করে যজ্ঞোপবীত সংস্কাররূপ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে গুরুকুলে নিবাস করবে ও ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে রাখার প্রয়াসে একনিষ্ঠ হবে। আচার্যের নির্দেশ অনুসারে বেদ অধ্যয়ন করবে এবং তার অর্থ বিচার করবে॥ ২২ ॥

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্ ।
জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ॥ ২৩

মেখলা, মৃগচর্ম, বর্ণানুসারে দণ্ড, রুদ্রাক্ষ মালা, যজ্ঞোপবীত এবং কমণ্ডলু ধারণ করবে। মস্তক জটা শোভিত হবে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দন্ত ও বস্ত্র ধোয়া থেকে বিরত থাকবে। রংবাহারি আসন ব্যবহার করবে না এবং কুশ ধারণ করবে॥ ২৩ ॥

স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে[২] চ বাগ্‌যতঃ।
ন ছিন্দ্যান্নখরোমাণি কক্ষোপস্থগতান্যপি॥ ২৪

স্নান, আহার, যজ্ঞ, জপ এবং মল-মূত্র ত্যাগ কালে মৌন থাকবে। কক্ষ ও গুপ্তেন্দ্রিয়ের কেশ ও নখ ছেদন করবে না কখনো॥ ২৪ ॥

রেতো নাবকিরেজ্জাতু[৩] ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদীং জপেৎ॥ ২৫

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করবে। স্বয়ং বীর্য মোচন থেকে বিরত থাকবে। স্বপ্নাদিতে যদি বীর্য মোচন হয়ে যায় তখন জলে স্নান করে প্রাণায়াম করবে এবং গায়ত্রী জপ করবে॥ ২৫ ॥

অগ্ন্যর্কাচার্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরাঞ্ছুচিঃ[৪] ।
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে চ যতবাগ্ জপন্॥ ২৬

ব্রহ্মচারী পবিত্রতা ধারণ করে একাগ্রচিত্তে অগ্নি, সূর্য, আচার্য, ধেনু, ব্রাহ্মণ, গুরু, বয়োবৃদ্ধ এবং দেবতা সকলের উপাসনায় নিত্যযুক্ত থাকবে এবং নিত্য প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল দুবেলাই মৌন ধারণ করে সন্ধ্যা-উপাসনা করবে ও গায়ত্রী জপ করবে॥ ২৬ ॥

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ২৭

আচার্যকে আমার স্বরূপ জ্ঞান করবে ; কখনো তাঁকে তিরস্কার করবে না। তাঁকে সাধারণ মানব জ্ঞানে দোষদৃষ্টি রাখা অনুচিত কারণ তিনি সর্বদেবতাময় হয়ে থাকেন॥ ২৭ ॥

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ॥ ২৮

সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল দুবেলাই ভিক্ষালব্ধ বস্তুসকল গুরুদেবকে অর্পণ করা উচিত ; কেবল খাদ্যবস্তু নয়, সব

[১]চাগ্রতঃ। [২]মন্ত্রোচ্চারে। [৩]ন বিকিরেৎ। [৪]বৃদ্ধান্ সুরানপি।

শুশ্রূষমাণ আচার্যং সদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৯

এবংবৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ ভোগবিবর্জিতঃ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্ বিভ্রদ্ ব্রতমখণ্ডিতম্॥ ৩০

যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মবিষ্টপম্।
গুরবে বিন্যসেদ্[১] দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্ব্রতঃ॥ ৩১

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষু মাং পরম্।
অপৃথগ্ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্ব্যকল্মষঃ॥ ৩২

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ॥ ৩৩

শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাসনমার্জবম্[২]।
তীর্থসেবা জপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসংভাষ্যবর্জনম্॥ ৩৪

সর্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়সংযমঃ॥ ৩৫

কিছুই অর্পণ করবে। তারপর তাঁর আজ্ঞানুসারে অতি সংযম সহকারে ভিক্ষালব্ধ বস্তুসকলের যথোচিত ব্যবহার করা উচিত॥ ২৮ ॥

আচার্যের গমন কালে তাঁকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। তিনি নিদ্রিত হয়ে গেলে অতি সাবধানে তাঁর থেকে দূরত্ব রেখে শয়ন করা উচিত। তিনি শ্রান্ত হলে পদতলে বসে তাঁর চরণসেবা করা কর্তব্য। যদি তিনি বসে থাকেন তাহলে তাঁর কাছে জোড়হস্তে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা দরকার। এইভাবে অতি দীন ভাব রেখে সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সর্বদা আচার্যের আদেশ পালন করা উচিত॥ ২৯ ॥

যতদিন না বিদ্যা অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত ভোগসকল থেকে দূরে থেকে গুরুকুলে নিবাস করা প্রয়োজন ; সাবধান থাকা উচিত যেন ব্রহ্মচর্যব্রত খণ্ডিত না হয়॥ ৩০ ॥

যদি ব্রহ্মচারী মূর্তিমান বেদসমূহের নিবাসস্থান ব্রহ্মলোকে গমন করবার বাসনা রাখে তবে সে আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করবে এবং বেদসমূহের স্বাধ্যায় হেতু নিজ সম্পূর্ণ জীবন আচার্যের সেবায় সমর্পণ করবে॥ ৩১ ॥

এইরূপ ব্রহ্মচারী যথার্থত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন হওয়ার ফলে তার সমস্ত পাপ স্খালন হয়ে যায়। সে অগ্নি, গুরু, নিজ শরীর এবং সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে আমাকে প্রত্যক্ষ করে উপাসনা করে এবং সে এই ভাব ধারণ করে যে আমার ও সকলের হৃদয়ে একই পরমাত্মা বিরাজমান॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী সকলের নারীদের দর্শন, স্পর্শন, তাদের সঙ্গে আলাপন, হাস্য-কৌতুক আদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। তারা মৈথুনরত প্রাণিগণের দিকে দৃষ্টিদান থেকে বিরত থাকবে॥ ৩৩ ॥

হে প্রিয় উদ্ধব ! শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা উপাসনা, সরলতা ধারণ, তীর্থসেবন, জপ, জগতের প্রাণীদের মধ্যে আমাকে দেখা, মন-বাণী-শরীরসমূহের সংযম রাখা—এই সকল নিয়ম ব্রহ্মচারী, গৃহস্থী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও সন্ন্যাসীসকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য

[১]চ ন্যসেদ্দেহম্। [২]সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চনম্।

এবং বৃহদ্ ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্মাশয়োঽমলঃ।। ৩৬

হয়। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা, অভক্ষ্য ভক্ষণ না করা, বাক্‌সংযম রাখা—এই নিয়ম সকলেরই সকলের জন্যই প্রযোজ্য।। ৩৪-৩৫ ।।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ এই সকল নিয়ম পালন করে অগ্নিসম তেজ অর্জন করে। তার কর্মসংস্কার তীব্র তপস্যার প্রভাবে ভস্ম হয়ে যায়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধি আসে। সে আমাকে লাভ করে ভক্ত বলে পরিচিত হয়।। ৩৬ ।।

অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্ গুর্বনুমোদিতঃ।। ৩৭

প্রিয় উদ্ধব ! নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে না থেকে যদি কেউ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন সুসম্পন্ন করে আচার্যকে দক্ষিণাদানান্তে সমাবর্তন সংস্কারের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা রাখবে ও অনুমতি নিয়ে স্নাতকরূপে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করবে।। ৩৭ ।।

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্ বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ।। ৩৮

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর ব্রহ্মচারী গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস গ্রহণও করতে পারে। কিন্তু আশ্রম পরিবর্তন ক্রম অনুসারে হওয়াই ভালো। আমার অনুগত ভক্ত কোনো আশ্রম অবলম্বন না করে অথবা বিপরীতক্রম অনুসরণ করে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হবে না।। ৩৮ ।।

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।
যবীয়সীং তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ।। ৩৯

হে প্রিয় উদ্ধব ! ব্রহ্মচর্যাশ্রম ত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশেচ্ছুক ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিজ অনুরূপ এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্ত সম্পন্ন কুলীন কন্যার সঙ্গে বিবাহ করাই শ্রেয়। এই অবস্থায় কন্যা বয়সে কনিষ্ঠ এবং নিজ বর্ণের হওয়া উচিত। যদি আসক্তিবশত অন্য বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করবার প্রশ্ন জাগে তাহলে ক্রমশ নিজ বর্ণ থেকে নি[illegible] বর্ণের কন্যার সঙ্গে বিবাহ করতে পারে।। ৩৯ ।।

ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্বেষাং চ দ্বিজন্মনাম্।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনং চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্।। ৪০

যাগ-যজ্ঞাদি, অধ্যয়ন এবং দান করবার অধিকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সকলের সমানভাবে আছে কিন্তু দান গ্রহণ, শিক্ষাদান, এবং যজ্ঞ সম্পাদন করবার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণদেরই আছে।। ৪০ ।।

প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজোযশোনুদম্।
অন্যাভ্যামেব জীবেত[1] শিলৈর্বা দোষদৃক্ তয়োঃ।। ৪১

এই তিন বৃত্তির মধ্যে প্রতিগ্রহণকে অর্থাৎ দান নেওয়ার বৃত্তিকে যদি ব্রাহ্মণের তপস্যা, তেজ ও যশ বিনাশক বলে মনে হয় তাহলে শিক্ষা দান ও যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা জীবন ধারণ করা তার পক্ষে শ্রেয়। যদি অন্য দুই বৃত্তিতে

[1] শিল্কৈঃ।

ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥ ৪২

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো
ধর্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ।
ময্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্-
নাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্॥ ৪৩

সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম্।
তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ॥ ৪৪

সর্বাঃ সমুদ্ধরেদ্ রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্॥ ৪৫

এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চসা।
বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে॥ ৪৬

সীদন্ বিপ্রো বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ।
খড়্গেন বাপদাক্রান্তো ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন॥ ৪৭

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যো জীবেন্মৃগয়য়াঽঽপদি।
চরেদ্ বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন॥ ৪৮

দোষদৃষ্টি হয় অর্থাৎ পরান্ন গ্রহণ, দৈন্য আদি দোষ মনে হয়, তাহলে শস্য উৎপাদনের পর মাটিতে পড়ে থাকা অন্ন সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করাই শ্রেয়॥ ৪১ ॥

হে উদ্ধব ! ব্রাহ্মণ-শরীর প্রাপ্তি যথার্থই দুর্লভ ঘটনা। তা তুচ্ছ বিষয় ভোগের জন্য কখনো নয়। তার এই বর্ণ-প্রাপ্তি আজীবন কৃচ্ছ্রসাধন, তপস্যা ও অন্তে অনন্ত আনন্দস্বরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্যই হয়ে থাকে॥ ৪২ ॥

যে ব্রাহ্মণ স্বগৃহে নিজ মহান ধর্ম নিষ্কাম ও উৎকৃষ্টভাবে পালন করে এবং মাঠ-ঘাট-বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আহার্য বস্তু আহরণ করে ক্ষুন্নিবারণ করে ও নিজ শরীর, প্রাণ, অন্তঃকরণ এবং আত্মা আমাকে সমর্পণ করে আর আসক্তি থেকে দূরে থাকে, সে সন্ন্যাস না নিলেও পরমশান্তিস্বরূপ আমার পরমপদ প্রাপ্ত করে থাকে॥ ৪৩ ॥

যারা দুর্বিপাকে বিপদগ্রস্ত আমার ভক্ত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করে তাদের আমি সমুদ্রে ডুবন্ত প্রাণীকে নৌকাবৎ সমস্ত বিপদ থেকে অনতিবিলম্বে রক্ষা করে থাকি॥ ৪৪ ॥

রাজার কর্তব্য প্রজাকুলকে পিতৃসম প্রতিপালন করা ও তাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট বিপদ নিবারণ করা ; যেমন গজরাজ গজকুলকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে। এবং ধৈর্য ধারণ করে নিজ উদ্ধারে প্রয়াসী হবে॥ ৪৫ ॥

প্রজাবৎসল এইরূপ রাজা অন্তে সমস্ত পাপ-মুক্ত হয়ে সূর্যসম তেজস্বী বিমানে আরোহণ করে স্বর্গারোহণ করে এবং ইন্দ্রের সঙ্গে বাস করে সুখ ভোগ করে থাকে॥ ৪৬॥

অধ্যাপনা ও যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অক্ষম ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে বিপন্মুক্তি পর্যন্ত তাতে যুক্ত থাকতে পারে। যদি বিপদ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে তখন তরবারি ধারণ করে ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা নিজেকে রক্ষা করবে ; কিন্তু কখনো হীনদের সেবায় যুক্ত হবে না অর্থাৎ 'শ্বানবৃত্তি' গ্রহণ করবে না॥ ৪৭ ॥

অনুরূপ অবস্থাতে প্রজাপালনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অক্ষম ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে তাতে যুক্ত হতে পারে। বিপদ ভয়ানক আকার ধারণ করলে শিকার করে অথবা অধ্যাপনা করে বিপদ প্রতিহত করবে কিন্তু হীনদের সেবায় যুক্ত হওয়া অর্থাৎ 'শ্বানবৃত্তি' গ্রহণ করবে না॥ ৪৮ ॥

শূদ্রবৃত্তিং[১] ভজেদ্ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্[২]।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্মণা॥ ৪৯

বিপৎকালে বৈশ্য শূদ্র বৃত্তি অর্থাৎ সেবার দ্বারা জীবন নির্বাহ করবে এবং শূদ্র মাদুর বোনা অর্থাৎ কারুবৃত্তি গ্রহণ করবে। কিন্তু হে উদ্ধব ! এই সকলই বিপৎকালের জন্যই প্রযোজ্য। বিপদ কেটে গেলে নিম্ন বর্ণবৃত্তি দ্বারা জীবিকাপার্জন করবার লোভ সংবরণ করাই উচিত॥ ৪৯ ॥

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্ ।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ॥ ৫০

গৃহস্থ ব্যক্তি বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ, হবনরূপ দেবযজ্ঞ, কাকবলি আদি ভূতযজ্ঞ এবং অন্নদানরূপ অতিথিযজ্ঞ আদি দ্বারা আমার স্বরূপভূত ঋষি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, মানুষ এবং অন্য প্রাণীদের যথাশক্তি প্রতিদিন পূজায় যুক্ত থাকবে॥ ৫০ ॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নে শুক্লেনোপার্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্॥ ৫১

গৃহস্থ ব্যক্তি অনায়াস লব্ধ অথবা শাস্ত্রোক্ত রীতিতে উপার্জিত বিশুদ্ধ ধনদ্বারা ভৃত্য, আশ্রিত প্রজাগণকে কোনো রকম কষ্ট না দিয়ে ন্যায় ও বিধি সহকারে যজ্ঞে যুক্ত থাকবে॥ ৫১ ॥

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ৫২

হে উদ্ধব ! গৃহস্থ ব্যক্তি কুটুম্বে আসক্ত হবে না। কুটুম্ব বড় হলেও ভজনে প্রমাদ আনবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জেনে রাখবে যে যেমন ইহলোকের বস্তুসকল বিনাশশীল ঠিক সেইভাবেই পরলোকের ভোগও নশ্বরই॥ ৫২ ॥

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ ৫৩

এই যে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং গুরুজনদের সঙ্গে পরিচিতি সেটা যেন কোনো পান্থশালায় যাত্রীদের একত্র হওয়ার ন্যায়। সকলেই যে যার রাস্তায় চলে যাবে। যেমন স্বপ্নের মেয়াদ নিদ্রাবস্থার শেষ পর্যন্তই, তেমনভাবে পরিচিত লোকেদের সঙ্গে সম্বন্ধ শরীর ধারণ পর্যন্তই নির্দিষ্ট ; তারপর কার খবর কে রাখে ? ৫৩ ॥

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥ ৫৪

গৃহস্থ এইরূপ জ্ঞানে জাগ্রত থাকবে এবং কখনো আসক্ত হয়ে পড়বে না। নিজেকে অতিথি জেনে অনাসক্ত ভাবে থাকবে। দেহাদিতে অহংকার এবং বিষয়ে মমতা ত্যাগ করতে পারলেই গৃহস্থাশ্রমের ফাঁদে পড়তে হবে না॥ ৫৪ ॥

কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্ বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ॥ ৫৫

ভক্তিমান ব্যক্তি গৃহস্থোচিত শাস্ত্রোক্ত কর্মদ্বারা আমার আরাধনায় যুক্ত থেকে গৃহেই অবস্থান করবে ; অথবা যদি পুত্রবান হয় তাহলে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করবে বা সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করে নেবে॥ ৫৫ ॥

[১]শূদ্রবৃত্তির্ভবেদ্বৈশ্যঃ। [২]কারুকটক্রিয়াঃ।

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥ ৫৬

হে উদ্ধব! যারা এইভাবে গৃহস্থাশ্রমে না থেকে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে, তারা স্ত্রী-পুত্র-সম্পদের কামনায় আসক্ত হয়ে খেদোক্তি করতে থাকে এবং নির্বুদ্ধিতা হেতু স্ত্রীলম্পট এবং কৃপণ হয়ে 'আমি-আমার' আবর্তে পড়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়॥ ৫৬॥

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥ ৫৭

তারা সকাতরে ভাবতে বসে, আমার মা-বাবা তো বুড়ো হয়ে গেল ; সন্তানেরা এখনও মানুষ হল না, আমি না থাকলে এরা সকলে দীন অনাথ ও দুঃখী হয়ে যাবে ; তাহলে এদের জীবন কেমন করে চলবে? ৫৭॥

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ॥ ৫৮

সাংসারিক বাসনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ়বুদ্ধি মানুষ বিষয়ভোগে কখনো তৃপ্ত হয় না। কামনায় নিত্য যুক্ত থেকে সে তার অমূল্য জীবন খোয়ায় আর মৃত্যুর পরও ঘোর তমোময় নরকে পতিত হয়॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১৭॥

অথাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ
অষ্টাদশ অধ্যায়
বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম

শ্রীভগবানুবাচ

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্যাং ন্যস্য সহৈব বা।
বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব! বাণপ্রস্থাশ্রমে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ দয়িতাকে পুত্রদের হস্তে অর্পণ করবে অথবা নিজের সঙ্গেই নিয়ে যাবে এবং জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে বাস করে কাটাবে॥ ১॥

কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি চ॥ ২

বনের পবিত্র কন্দ-মূল ও ফলাদি গ্রহণ করে সে ক্ষুন্নিবারণ করবে। বস্ত্রের স্থানে বৃক্ষের বল্কল ব্যবহার করবে অথবা ঘাস-পাতা বা মৃগচর্ম ধারণ করবে॥ ২॥

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি[১] বিভৃয়াদ্ দতঃ।
ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ॥ ৩

কেশ, রোম, গুম্ফ-শ্মশ্রু আদি দেহ মল অপসারণে ও দাঁতন ব্যবহারে বিরত থাকবে। জলে প্রবেশ করে ত্রিকাল স্নান করবে এবং ভূমিশয্যায় সন্তুষ্ট থাকবে॥ ৩॥

[১]লোম।

শূদ্রবৃত্তিং[১] ভজেদ্ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্[২]।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্মণা॥ ৪৯

বিপৎকালে বৈশ্য শূদ্র বৃত্তি অর্থাৎ সেবার দ্বারা জীবন নির্বাহ করবে এবং শূদ্র মাদুর বোনা অর্থাৎ কারুবৃত্তি গ্রহণ করবে। কিন্তু হে উদ্ধব ! এই সকলই বিপৎকালের জন্যই প্রযোজ্য। বিপদ কেটে গেলে নিম্ন বর্ণবৃত্তি দ্বারা জীবিকাপার্জন করবার লোভ সংবরণ করাই উচিত॥ ৪৯ ॥

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্ ।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ॥ ৫০

গৃহস্থ ব্যক্তি বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃযজ্ঞ, হবনরূপ দেবযজ্ঞ, কাকবলি আদি ভূতযজ্ঞ এবং অন্নদানরূপ অতিথিযজ্ঞ আদি দ্বারা আমার স্বরূপভূত ঋষি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, মানুষ এবং অন্য প্রাণীদের যথাশক্তি প্রতিদিন পূজায় যুক্ত থাকবে॥ ৫০ ॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নে শুক্লেনোপার্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্॥ ৫১

গৃহস্থ ব্যক্তি অনায়াস লব্ধ অথবা শাস্ত্রোক্ত রীতিতে উপার্জিত বিশুদ্ধ ধনদ্বারা ভৃত্য, আশ্রিত প্রজাগণকে কোনো রকম কষ্ট না দিয়ে ন্যায় ও বিধি সহকারে যজ্ঞে যুক্ত থাকবে॥ ৫১ ॥

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ৫২

হে উদ্ধব ! গৃহস্থ ব্যক্তি কুটুম্বে আসক্ত হবে না। কুটুম্ব বড় হলেও ভজনে প্রমাদ আনবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জেনে রাখবে যে যেমন ইহলোকের বস্তুসকল বিনাশশীল ঠিক সেইভাবেই পরলোকের ভোগও নশ্বরই॥ ৫২ ॥

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ ৫৩

এই যে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং গুরুজনদের সঙ্গে পরিচিতি সেটা যেন কোনো পান্থশালায় যাত্রীদের একত্র হওয়ার ন্যায়। সকলেই যে যার রাস্তায় চলে যাবে। যেমন স্বপ্নের মেয়াদ নিদ্রাবস্থার শেষ পর্যন্তই, তেমনভাবে পরিচিত লোকেদের সঙ্গে সম্বন্ধ শরীর ধারণ পর্যন্তই নির্দিষ্ট ; তারপর কার খবর কে রাখে ? ৫৩ ॥

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্ বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥ ৫৪

গৃহস্থ এইরূপ জ্ঞানে জাগ্রত থাকবে এবং কখনো আসক্ত হয়ে পড়বে না। নিজেকে অতিথি জেনে অনাসক্ত ভাবে থাকবে। দেহাদিতে অহংকার এবং বিষয়ে মমতা ত্যাগ করতে পারলেই গৃহস্থাশ্রমের ফাঁদে পড়তে হবে না॥ ৫৪ ॥

কর্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্ বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ॥ ৫৫

ভক্তিমান ব্যক্তি গৃহস্থোচিত শাস্ত্রোক্ত কর্মদ্বারা আমার আরাধনায় যুক্ত থেকে গৃহেই অবস্থান করবে ; অথবা যদি পুত্রবান হয় তাহলে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করবে বা সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করে নেবে॥ ৫৫ ॥

[১]শূদ্রবৃত্তির্ভবেদ্বৈশ্যঃ। [২]কারুকটক্রিয়ঃ।

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥ ৫৬

হে উদ্ধব ! যারা এইভাবে গৃহস্থাশ্রমে না থেকে তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে, তারা স্ত্রী-পুত্র-সম্পদের কামনায় আসক্ত হয়ে খেদোক্তি করতে থাকে এবং নির্বুদ্ধিতা হেতু স্ত্রীলম্পট এবং কৃপণ হয়ে 'আমি-আমার' আবর্তে পড়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়॥ ৫৬ ॥

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥ ৫৭

তারা সকাতরে ভাবতে বসে, আমার মা-বাবা তো বুড়ো হয়ে গেল ; সন্তানেরা এখনও মানুষ হল না, আমি না থাকলে এরা সকলে দীন অনাথ ও দুঃখী হয়ে যাবে ; তাহলে এদের জীবন কেমন করে চলবে ? ৫৭ ॥

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ॥ ৫৮

সাংসারিক বাসনায় বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ়বুদ্ধি মানুষ বিষয়ভোগে কখনো তৃপ্ত হয় না। কামনায় নিত্য যুক্ত থেকে সে তার অমূল্য জীবন খোয়ায় আর মৃত্যুর পরও ঘোর তমোময় নরকে পতিত হয়॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অথাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ
অষ্টাদশ অধ্যায়
বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম

শ্রীভগবানুবাচ

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্যাং ন্যস্য সহৈব বা।
বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! বাণপ্রস্থাশ্রমে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ দয়িতাকে পুত্রদের হস্তে অর্পণ করবে অথবা নিজের সঙ্গেই নিয়ে যাবে এবং জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে বাস করে কাটাবে॥ ১ ॥

কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি চ॥ ২

বনের পবিত্র কন্দ-মূল ও ফলাদি গ্রহণ করে সে ক্ষুন্নিবারণ করবে। বস্ত্রের স্থানে বৃক্ষের বল্কল ব্যবহার করবে অথবা ঘাস-পাতা বা মৃগচর্ম ধারণ করবে॥ ২ ॥

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি[1] বিভৃয়াদ্ দতঃ।
ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ॥ ৩

কেশ, রোম, গুম্ফ-শ্মশ্রু আদি দেহ মল অপসারণে ও দাঁতন ব্যবহারে বিরত থাকবে। জলে প্রবেশ করে ত্রিকাল স্নান করবে এবং ভূমিশয্যায় সন্তুষ্ট থাকবে॥ ৩ ॥

[1] লোম।

গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষাড় জলে।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে এবংবৃত্তস্তপশ্চরেৎ॥ ৪

এই বানপ্রস্থাশ্রম তপস্যার জন্য নির্দিষ্ট। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, বর্ষায় উন্মুক্ত আকাশের তলায় জলে ভেজা, শীতে গলা জলে ডুবে থাকা—সবই তপস্যারই অঙ্গ॥ ৪ ॥

অগ্নিপক্কং সমশ্নীয়াৎ কালপক্কমথাপি বা।
উলূখলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলূখল এব বা॥ ৫

কন্দ-মূল সেবন শুধুমাত্র অগ্নি দগ্ধ করে গ্রহণ করবে ; অথবা সময়ানুসারে সুপক্ক ফল গ্রহণ করা যেতে পারে। কন্দ-মূল পাথরে বা শিলে খণ্ডিত করা অথবা দন্ত দ্বারা চর্বণ করে গ্রহণ করা বিধেয়॥ ৫ ॥

স্বয়ং সংচিনুয়াৎ সর্বমাত্মনো বৃত্তিকারণম্।
দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতান্যদাহৃতম্॥ ৬

বানপ্রস্থাশ্রমীর জানা উচিত যে কোন্ বস্তু কখন কোথা থেকে আনা যায় ও কোন্ বস্তু তার নিজের পক্ষে অনুকূল ; জীবন নির্বাহ হেতু সে নিজেই কন্দ-মূল-ফল আদি জোগাড় করবে। তাতে তাকে দেশ-কাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আনা ও অন্য সময়ের জন্য সঞ্চিত বস্তু গ্রহণ করতে হবে না॥ ৬ ॥

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্বপেৎ কালচোদিতান্[১]।
ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী॥ ৭

বনজ শস্য আহরণ দ্বারাই সে 'চরু-পুরোডাশ' আদি প্রস্তুত করবে এবং তা ব্যবহার করেই সময়োচিত বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করবে। বানপ্রস্থাশ্রমী হয়ে গেলে বেদবিহিত পশুসকল দ্বারা আমার যজন করবে না॥ ৭ ॥

অগ্নিহোত্রং চ দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ[২] পূর্ববৎ।
চাতুর্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ॥ ৮

বেদবেত্তাগণ বানপ্রস্থাশ্রমীর জন্য অগ্নিহোত্র, পৌর্ণমাসী এবং চাতুর্মাস্য আদির বিধান গৃহস্থবৎই দিয়েছেন॥ ৮ ॥

এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ।
মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্॥ ৯

এইভাবে কঠোর তপস্যা করতে করতে বানপ্রস্থাশ্রমীর দেহ শুষ্ক হয়ে যায় ও তার শিরাসকল দেখা যেতে শুরু করে। সে এইরূপ তপস্যা দ্বারা আমার আরাধনা করে প্রথমে ঋষিলোকে যায় এবং সেখান থেকে আমার কাছে আসে কারণ তপস্যাই আমার স্বরূপ॥ ৯ ॥

যস্ত্বেতৎ কৃচ্ছ্রতশ্চীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ।
কামায়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্ বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ॥ ১০

হে প্রিয় উদ্ধব ! যে এই শ্রমসাধ্য এবং মোক্ষ দানকারী মহান তপস্যা স্বর্গ, ব্রহ্মলোক আদি তুচ্ছ ফল লাভের জন্য করে তার মতন মূর্খ জগতে বিরল। এই তপস্যানুষ্ঠান নিষ্কামভাবেই হওয়া সর্বোত্তম॥ ১০ ॥

যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ॥ ১১

হে প্রিয় উদ্ধব ! বানপ্রস্থাশ্রমী যখন নিজ আশ্রমোচিত নিয়মাবলি পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধাবস্থা হেতু তার শরীরে কম্পন দেখা দেয় তখন সে যজ্ঞাগ্নিসমূহকে একাগ্রচিত্তে নিজ অন্তঃকরণে আরোপ করে এবং আমাতে মন সন্নিবেশিত করে অগ্নিতে প্রবেশ

[১]কালচোদিতম্। [২]পৌর্ণমাসঃ।

যদা কর্মবিপাকেষু[1] লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্[2] ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ।। ১২

ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্বস্বমৃত্বিজে।
অগ্নীন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ।। ১৩

বিপ্রস্য বৈ সংন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নান্[3] কুর্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্।। ১৪

বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি।। ১৫

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্[4]।
সত্যপূতাং বদেদ্ বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ।। ১৬

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্‌দেহচেতসাম্।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ।। ১৭

ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জয়ংশ্চরেৎ।
সপ্তাগারানসংক্লৃপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা।। ১৮

করে। (এই বিধান কেবল বৈরাগ্যরহিত ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য)।। ১১ ।।

যদি তার মধ্যে এই বোধ আসে যে কর্মসম্পাদনে প্রাপ্ত লোক নরকবৎ দুঃখপূর্ণ এবং যদি তার মনে লোক-পরলোকের উপরও বৈরাগ্য আসে, সে তখন বিধিপূর্বক যজ্ঞাগ্নিসমূহকে পরিত্যাগ করে যেন সন্ন্যাস গ্রহণ করে।। ১২ ।।

সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু বানপ্রস্থাশ্রমী প্রথমে বেদবিধি অনুসারে অষ্টশ্রাদ্ধ করবে এবং প্রাজাপত্য যজ্ঞদ্বারা আমার যজন করবে এবং তারপর সর্বস্ব ঋত্বিককে দান করবে। অতঃপর যজ্ঞাগ্নিসমূহকে নিজ প্রাণসকলে লীন করবে এবং স্থান, বস্ত্র ও ব্যক্তিসমূহের অপেক্ষা না রেখে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করবে।। ১৩ ।।

হে উদ্ধব! যখন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অগ্রসর হয় তখন দেবতারা স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়স্বজন আদির রূপ ধারণ করে তার সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা দিতে থাকেন। তাঁরা ভাবেন এই ব্যক্তি উপেক্ষাপূর্বক আমাদের অতিক্রম করে পরমাত্মার প্রাপ্তি করতে চলেছে।। ১৪ ।।

সন্ন্যাসী বস্ত্র ধারণ করলে কেবল কৌপীন ধারণ করবে; কৌপীন আড়াল করবার মতন একটি ক্ষুদ্র বস্ত্র পর্যন্ত চলতে পারে। সন্ন্যাস আশ্রমোচিত দণ্ড ও কমণ্ডলু ছাড়া অন্য কোনো বস্তু নিজের কাছে রাখবে না। এই নিয়ম বিপৎকাল বাদ দিয়ে অন্য সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য।। ১৫ ।।

সন্ন্যাসী অধোদৃষ্টি রেখে পথ চলবে, কাপড়ে ছেঁকে জল খাবে, মুখে সত্যবদ্ধ পবিত্র শব্দ উচ্চারণ করবে এবং দেহদ্বারা যা কর্ম করবে তা সুচিন্তিত ও সুবুদ্ধি পরিচায়ক হওয়া আবশ্যক।। ১৬ ।।

বাণীর জন্য মৌন, দেহের জন্য নিশ্চেষ্ট স্থিতি এবং মনের জন্য প্রাণায়াম দণ্ডস্বরূপ। যার কাছে এই তিন দণ্ড অনুপস্থিত সে শুধুমাত্র বাঁশের দণ্ড ধারণ করলেই দণ্ডধারী সন্ন্যাসী হয়ে যায় না।। ১৭ ।।

সন্ন্যাসী চতুর্বর্ণের কাছ থেকে ভিক্ষাগ্রহণ করবে; কেবল জাতিচ্যুত ও গোঘাতীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকবে। কেবল অনির্ধারিত সপ্ত গৃহ থেকে লব্ধ

[1]ধর্মবিপাকেষু। [2]ত্যাসা। [3]বিঘ্নম্। [4]জলং পিবেৎ।

বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ।
বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্॥ ১৯

ভিক্ষায় সে সন্তুষ্ট থাকবে॥ ১৮ ॥

এইরূপ ভিক্ষা গ্রহণ করে সে লোকালয়ের সীমানার বাইরে জলাশয়ে যাবে ও সেখানে হস্ত-পদ বিধৌত করে জলদ্বারা ভিক্ষাকে পবিত্র করে নেবে। তারপর শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি মেনে যাকে যা ভাগ দেওয়া উচিত তা দিয়ে অবশিষ্টাংশ মৌনতা অবলম্বন করে গ্রহণ করবে। সে অন্য সময়ের জন্য সঞ্চয়ে বিরত থাকবে এবং অধিক দ্রব্যও ভিক্ষারূপে যাচনা করবে না॥ ১৯ ॥

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ॥ ২০

সন্ন্যাসী জগতে নিঃসঙ্গ বিচরণ করবে। তার কোথাও কোনো আসক্তি থাকবে না, ইন্দ্রিয়সকল বশে থাকবে। সে আত্মানন্দে ক্রীড়াযুক্ত হয়ে আত্মপ্রেমে তন্ময় থাকবে ; পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবে এবং সর্বত্র সমরূপে স্থিত পরমাত্মাকে নিত্য অনুভব করবে॥ ২০ ॥

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥ ২১

সন্ন্যাসী নির্ভয় থেকে নির্জন একান্ত স্থানে নিবাস করবে। তার হৃদয় নিত্য আমার নিদিধ্যাসনে যুক্ত থাকবে, বিশুদ্ধ থাকবে। সে নিজেকে আমার থেকে অভিন্ন, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড জ্ঞান করবে॥ ২১ ॥

অন্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষং চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাং চ সংযমঃ॥ ২২

সে নিজ জ্ঞাননিষ্ঠা সহযোগে চিত্তের বন্ধন এবং মোক্ষর উপর বিচার-বিবেচনা করবে এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে ইন্দ্রিয়গুলির সংশ্লিষ্ট বিষয় সকলের জন্য বিক্ষিপ্ত—চঞ্চল হওয়াই বন্ধন এবং তাদের সংযত করে রাখাই মোক্ষ॥ ২২ ॥

তস্মান্নিয়ম্য ষড়্‌বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ।
বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যো লব্ধ্বাঽঽত্মনি সুখং মহৎ॥ ২৩

অতএব সন্ন্যাসী মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে বশে রাখবে ও ভোগসকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার থেকে দূরে থাকবে এবং অন্তরে পরমানন্দ অনুভূতি ধারণ করে আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যাবে। সে এইরূপ আমার চিন্তায় নিত্যযুক্ত থেকে জগতে বিচরণশীল হবে॥ ২৩ ॥

পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্[1] ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ।
পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীম্॥ ২৪

সে কেবল মাধুকরী হেতু লোকালয়ে, গ্রামেগঞ্জে, গোপালকদের পর্ণকুটিরে অথবা যাত্রীদের নিবাসস্থলে গমন করবে। সে পবিত্র দেশ, নদী, পর্বত, বন এবং আশ্রমের সঙ্গে মমত্ব-বুদ্ধিতে যুক্ত না হয়ে সদাসর্বদা বিচরণশীল হয়ে থাকবে॥ ২৪ ॥

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসংমোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা॥ ২৫

বহুলাংশ ভিক্ষাগ্রহণ বাণপ্রস্থ আশ্রমীদের কাছ থেকে হওয়া ভালো ; কারণ শস্য উৎপাদনান্তে মাঠে বিক্ষিপ্ত শস্যকণা থেকে আহরণ করা ভিক্ষা চিত্তকে অতি সত্বর শুদ্ধ করে এবং তার দ্বারা অবশিষ্ট মোহ দূর হয়ে সিদ্ধি লাভ হয়॥ ২৫ ॥

নৈতদ্ বস্তুতয়া পশ্যেদ্ দৃশ্যমানং বিনশ্যতি।
অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ॥ ২৬

তত্ত্বানুসন্ধানে যুক্ত সন্ন্যাসী দৃশ্যমান জগৎকে কখনো সত্য বলে স্বীকার করে নেবে না ; কারণ তার বিনাশ প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান। তাই জগতের কোনো বস্তুর সঙ্গে চিত্ত সংলগ্ন না করাই শ্রেয়। প্রাপ্তির ইচ্ছা ত্যাগ বাঞ্ছনীয়—তা ইহলোকেরই হোক অথবা পরলোকের॥ ২৬ ॥

যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাক্‌প্রাণসংহতম্।
সর্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্ত্যক্ত্বা ন তৎ স্মরেৎ॥ ২৭

সন্ন্যাসী নিত্য বিচার রাখবে যে, আত্মাতে মন, বাণী ও প্রাণের সংঘাতস্বরূপ এই যে জগৎ তা কেবল মায়াই। বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে নিজ স্বরূপে অবস্থান করবে এবং তাকে স্মরণও করবে না॥ ২৭ ॥

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ ২৮

জ্ঞাননিষ্ঠ, বিরক্ত, মুমুক্ষু এবং এমনকি মোক্ষতেও নিঃস্পৃহ ভক্ত আশ্রমের রীতি-নীতি-মর্যাদার সঙ্গে কখনো বদ্ধ হয় না। সে চাইলে আশ্রম ও তার চিহ্নসকল দূরে রেখে ও বেদবিধি নিষেধের ঊর্ধ্বে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পারে॥ ২৮ ॥

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥ ২৯

সে বুদ্ধিমান হয়েও বালকবৎ আচরণযুক্ত হয়। নিপুণ হয়েও জড়বৎ থাকে, বিদ্বান হয়েও উন্মাদবৎ কথা বলে এবং সমস্ত বেদবিধির জ্ঞান ধারণ করেও পশুবৃত্তি (অনিয়ত আচরণ) অবলম্বন করে থাকে॥ ২৯ ॥

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥ ৩০

সে বেদসকলের কর্মকাণ্ড ভাগের তাৎপর্য বিশ্লেষণে, অধর্ম, মিথ্যাচারে যুক্ত হবে না, তর্ক থেকে দূরে থাকবে এবং শুষ্ক বাদবিসংবাদে কোনো পক্ষ সমর্থন করা থেকে বিরত থাকবে॥ ৩০ ॥

নোদ্বিজেত জনাদ্ ধীরো জনং চোদ্বেজয়েন্ন তু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্ বৈরং কুর্যান্ন কেনচিৎ॥ ৩১

সে ধৈর্যবান হবে ; তার মনে অন্য কোনো প্রাণীর কারণে উদ্বেগ থাকবে না এবং সে নিজেও অন্য কোনো প্রাণীকে উদ্বিগ্ন করবে না। কেউ তার নিন্দা করলে প্রসন্ন চিত্তে তা সহ্য করবে ; কারো অপমান করায় প্রবৃত্ত হবে না। হে প্রিয় উদ্ধব ! সন্ন্যাসী এই দেহের জন্য কারো সঙ্গে সংঘাতে যুক্ত হবে না। সংঘাত তো পশুবৃত্তির অঙ্গ॥ ৩১ ॥

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ॥ ৩২

চন্দ্র যেমন জলে ভরা বিভিন্ন পাত্রে বহুরূপে প্রতিভাসিত হয়ে থাকে ঠিক তেমনভাবেই একই পরমাত্মা

সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে বহুরূপে প্রতিভাসিত। এক আত্মাই তো সকলের মধ্যে অবস্থান করে। এমনকি পঞ্চভূত নির্মিত শরীরও সকলের এক বস্তু। কারণ তা পঞ্চভূত বিষয়কই তো। (অতএব কারো প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ভাবের দ্বারা নিজের সঙ্গেই বিরোধিতা করা হয়)॥ ৩২ ॥

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্॥ ৩৩

হে প্রিয় উদ্ধব! সন্ন্যাসী কোনো দিন সময়ে আহার গ্রহণ করতে না পেলে দুঃখিত ও নিত্য যথাসময়ে আহার গ্রহণে সমর্থ হলে হর্ষিত হবে না। মনে হর্ষ ও বিষাদ আসতে দেওয়া ঠিক নয় কারণ দুটোই বিকার মাত্র। আহার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি দুইই প্রারব্ধাধীন॥ ৩৩ ॥

আহারার্থং সমীহতে যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্ বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে॥ ৩৪

মাধুকরী অবশ্যই করা উচিত কারণ তার দ্বারাই জীবন রক্ষা হয়। জীবন থাকলে তত্ত্বসমূহ বিচার হয় যার থেকে তত্ত্বজ্ঞানের অনুভূতি আসে ও মুক্তি হয়॥ ৩৪ ॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্ ।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ॥ ৩৫

সন্ন্যাসী প্রারব্ধানুসারে ভালো অথবা মন্দ যা কিছু মাধুকরীতে লাভ করে তার দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। বস্ত্র এবং শয্যা যেমন পাবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। তাতে ভালো অথবা মন্দের বিচারকে স্থান দেবে না॥ ৩৫ ॥

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মাঞ্জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥ ৩৬

আমি পরমেশ্বর, তবুও শৌচাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মসকল নিজ লীলার অঙ্গরূপে পালন করে থাকি। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি অনুরূপভাবেই শৌচ, আচমন, স্নানাদি নিয়মসকল লীলার অঙ্গরূপে যথাযথভাবে পালন করবে। (অবশ্যই) সে শাস্ত্রবিধির অধীনে থেকে বিধির দাস হয়ে থাকবে না॥ ৩৬ ॥

ন হি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।
আদেহান্তাৎ ক্বচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া॥ ৩৭

কারণ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির ভেদাভেদের প্রতীতিই থাকে না। পূর্বের ভেদাভেদ সর্বাত্মার সাক্ষাৎকারে বিনষ্ট হয়ে যায়। ভেদাভেদের প্রতীতি মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হলেও তা দেহাবসানে লুপ্ত হয় ও সে আমার অঙ্গে বিলীন হয়ে যায়॥ ৩৭ ॥

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্বেদ আত্মবান্।
অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্মো গুরুং মুনিমুপাব্রজেৎ[১]॥ ৩৮

হে উদ্ধব! জ্ঞানবানের পর এবার বৈরাগ্যবানের কথা শোনো। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যখন এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় যে সংসারের বিষয়ভোগ দুঃখ ছাড়া আর কিছু দিতে সক্ষম নয় তখন সে নিস্পৃহ হয়ে যায়। তখন যদি তার আমাকে লাভ করবার উপায় জানা না থাকে, সে ভগবদচিন্তায় বিভোর ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর শরণাগত হয়॥ ৩৮ ॥

[১]পব্রজেৎ।

তাবৎ পরিচরেদ্ ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ॥ ৩৯

সে গুরুর উপর পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে তাঁর দোষ দর্শনে বিরত থাকবে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়া পর্যন্ত সে গুরুকে আমার প্রতিভূ জ্ঞানে সমাদর করবে ও তাঁর সেবায় যুক্ত থাকবে॥ ৩৯ ॥

যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥ ৪০

সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাং চ ধর্মহা।
অবিপক্ককষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে॥ ৪১

যে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন—এই দুয়ের উপর জয়লাভ করেনি, যার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল ও বুদ্ধিরূপ সারথি অসংযত এবং যার হৃদয়ে না আছে জ্ঞান না আছে বৈরাগ্য সে যদি তিন দণ্ডধারী সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করে ক্ষুন্নিবারণে প্রয়াসী হয় তাহলে সে সন্ন্যাসধর্মের চরম ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে ; এবং পূজ্য দেবতাগণ, নিজেকে এবং নিজের হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে প্রতারণার অপরাধ করে। সেই ভেকধারী সন্ন্যাসীর বাসনাসকল ক্ষীণ হয় না। তাই তার ইহলোক ও পরলোক—দুইই বিনষ্ট হয়॥ ৪০-৪১ ॥

ভিক্ষোর্ধর্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ[১]।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্যসেবনম্॥ ৪২

সন্ন্যাসীর মুখ্য ধর্ম শান্তি ও অহিংসা। বানপ্রস্থীর মুখ্য ধর্ম তপস্যা ও ভগবদ্ভাব। গৃহস্থের মুখ্য ধর্ম প্রাণীকুলের রক্ষা এবং যাগযজ্ঞ করা ও ব্রহ্মচারীর মুখ্য ধর্ম আচার্য সেবা॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মচর্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্বেষাং মদুপাসনম্॥ ৪৩

গৃহস্থও কেবল ঋতুকালে নিজ স্ত্রীর সহবাস করবে। তার পক্ষে ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ এবং সমস্ত প্রাণীকুলের উপর প্রেমভাব ধারণ করা—এই সকলই মুখ্য ধর্ম। আমার উপাসনা তো সকলেরই করা উচিত॥ ৪৩ ॥

ইতি মাং যঃ স্বধর্মেণ ভজন্ নিত্যমনন্যভাক্।
সর্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্॥ ৪৪

যে ব্যক্তি এইরূপে অনন্যভাবে নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা আমার সেবাতে যুক্ত থাকে এবং সমস্ত প্রাণীকুলের মধ্যে আমার উপস্থিতি অনুভব করে সে আমার উপর অবিচল ভক্তি লাভ করে॥ ৪৪ ॥

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ॥ ৪৫

হে উদ্ধব ! আমি সর্বলোকের একমাত্র অধীশ্বর, আমি সর্বসৃষ্টি এবং লয়ের পরম কারণ ব্রহ্ম। নিত্য-নিরন্তর বিবর্ধিত অখণ্ড ভক্তিদ্বারা সে আমাকে লাভ করে থাকে॥ ৪৫ ॥

ইতি স্বধর্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্॥ ৪৬

এইভাবে সেই গৃহস্থ নিজ ধর্মপালনের দ্বারা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে আমার ঐশ্বর্যকে আমার স্বরূপকে জেনে যায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে অতি শীঘ্রই আমাকে লাভ করে থাকে॥ ৪৬ ॥

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥ ৪৭

আমি তোমাকে এই সদাচারসম্পন্ন বর্ণাশ্রমীদের ধর্মের কথা বললাম। যদি এই ধর্মানুষ্ঠানে আমার ভক্তি

[১]নৌকসাম্।

এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান্ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্।
যথা স্বধর্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্॥ ৪৮

যুক্ত হয়ে যায় তাহলে তো তার দ্বারা অনায়াসে পরম কল্যাণ স্বরূপ মোক্ষর প্রাপ্তি হয়ে যায়॥ ৪৭ ॥

হে সদাত্মা উদ্ধব ! তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়ে গেছ। স্বধর্মপালনকারী ভক্ত আমার পরব্রহ্মস্বরূপকে কেমন করে লাভ করতে সক্ষম হবে, আমি তাও তোমাকে বলে দিলাম॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

অথৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

উনবিংশ অধ্যায়

ভক্তি, জ্ঞান এবং সংযম-নিয়মাদি সাধনের বর্ণনা

শ্রীভগবানুবাচ

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্ নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানং চ ময়ি সংন্যসেৎ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব ! যে ব্যক্তির উপনিষদাদি শাস্ত্রসমূহের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে, যে শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, যার বিচার কেবল যুক্তি ও অনুমানসমূহের উপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ যে পরোক্ষজ্ঞানী নয় ; সে এই জ্ঞানে অধিষ্ঠিত যে, সম্পূর্ণ দ্বৈতপ্রপঞ্চ এবং তার নিবৃত্তির উপায় বৃত্তিজ্ঞান মায়ামাত্র—সে এসবই আমাতে লীন করে দেবে। এই দেহই আমার আত্মাতে 'অধ্যস্ত' জেনে রাখো ॥ ১ ॥

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সংমতঃ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ॥ ২

জ্ঞানী ব্যক্তির অভীষ্ট বস্তু আমিই ; তার সাধন-সাধ্য, স্বর্গ এবং অপবর্গও আমি। আমি ছাড়া অন্য কোনো বস্তুতে তার প্রেম নেই॥ ২ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ[1] পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম।
জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্তি মাম্॥ ৩

জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষই আমার বাস্তবিক স্বরূপজ্ঞানী। তাই জ্ঞানীপুরুষই আমার পরমপ্রিয়। হে উদ্ধব ! জ্ঞানীপুরুষ নিজ জ্ঞান দ্বারাই আমার স্বরূপকে নিত্যনিরন্তর নিজ অন্তঃকরণে ধারণ করে থাকে॥ ৩ ॥

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্বন্তি তাং সিদ্ধিং[2] যা জ্ঞানকলয়া কৃতা॥ ৪

তত্ত্বজ্ঞানের লেশমাত্র উদয় হলে যে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে থাকে তা তপস্যা, তীর্থ, জপ, দান অথবা

অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও অন্য কোনো উপায়ে সম্পূর্ণরূপে লাভ হয় না॥ ৪ ॥

তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥ ৫

অতএব আমার প্রিয় উদ্ধব ! তুমি জ্ঞান সহকারে নিজ আত্মস্বরূপকে জানবার চেষ্টা করো এবং তারপর জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ভক্তিভাবে আমার ভজনা করো॥ ৫ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাঽঽত্মানমাত্মনি।
সর্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মনুয়োঽগমন্॥ ৬

অতি বড় ও মহান মুনি-ঋষিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা নিজ অন্তঃকরণে সর্বযজ্ঞাধিপতি আমার স্বরূপকে (আত্মাকে) যজন করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন॥ ৬ ॥

ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো
মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিং স্যু-
রাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে॥ ৭

হে উদ্ধব ! আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক—এই তিন বিকারের সমষ্টি এই শরীর এবং তা সর্বতোভাবে তোমারই আশ্রিত। পূর্বে তার অস্তিত্ব ছিল না, পরেও থাকবে না ; কেবল বর্তমানে তা দৃশ্যমান। তাই তাকে ভোজবাজিসম মায়াই জ্ঞান করা উচিত। এর জন্ম, স্থিতি, পরিবর্তন, বৃদ্ধি, হ্রাস ও বিনাশ হওয়া—এই ছয় ভাব বিকার, তার সঙ্গে তোমার আদৌ সম্পর্ক নেই। এই সব বিকারও তার নয়, কারণ সে নিজেই অসত্য। অসত্য বস্তু পূর্বে ছিল না, পরেও থাকবে না ; তাই তার মধ্য অবস্থানের অস্তিত্বও নেই॥ ৭ ॥

উদ্ধব উবাচ

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ্-
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্।
আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্তে
ত্বদ্ভক্তিযোগং চ মহদ্বিমৃগ্যম্॥ ৮

উদ্ধব বললেন—হে বিশ্বরূপ পরমাত্মা ! আপনিই বিশ্বের হর্তাকর্তাবিধাতা। আপনার এই বৈরাগ্য এবং বিজ্ঞানে যুক্ত সনাতন এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান আমার মধ্যে সুদৃঢ় করবার নিমিত্ত আপনি তা বিশদভাবে আমাকে অবগত করান এবং যে ভক্তিযোগকে ব্রহ্মাদি মহাপুরুষগণ অন্বেষণে রত তারও বর্ণনা করুন॥ ৮ ॥

তাপত্রয়েণাভিহতস্য[১] ঘোরে
সংতপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ ৯

হে আমার প্রভু ! যারা এই জগতের কদর্য মার্গে ত্রিতাপ হেতু বাহ্যান্তর সন্তপ্ত হচ্ছে তাদের যে আপনার অমৃতময় চরণ যুগলের ছত্রছায়া ভিন্ন অন্য কোনো আশ্রয়ই নেই ! ৯ ॥

দষ্টং জনং সংপতিতং বিলেঽস্মিন্
কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াঽঽপবর্গ্যৈ-
র্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব॥ ১০

হে মহানুভব ! আপনার এই সেবক অন্ধকার কূপে পতিত। কালসর্প তাকে দংশন করেছে। তাও তার বিষয়সুখ ভোগের অতি তুচ্ছ তীব্র তৃষ্ণা নিবারণ হয় না ; ক্রমাগত তার বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। আপনি অনুগ্রহ

[১]প্রাচীন বইতে নবম শ্লোকের 'তাপত্রয়েণা........' থেকে একাদশ শ্লোকের পূর্বার্ধে '.....ধর্মভৃতাং বরম্।' পর্যন্ত নেই।

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্মভৃতাং বরম্।
অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্॥ ১১

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ।
শ্রুত্বা ধর্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্মানপৃচ্ছত॥ ১২

তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্[১] ॥ ১৩

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥ ১৪

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্॥ ১৫

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ॥ ১৬

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে॥ ১৭

করে তাকে উদ্ধার করুন এবং তাকে মুক্ত করবার জন্য আপনার উপদেশামৃত ধারা তার উপর বর্ষণ করুন॥ ১০ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব ! যে প্রশ্ন আজ তুমি আমায় করলে তা পূর্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধার্মিকপ্রবর ভীষ্ম পিতামহকে করেছিলেন। সেই সময় আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলাম॥ ১১ ॥

যখন মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হল ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজ আত্মীয়স্বজন সংহারে শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছেন তখন তিনি পিতামহ ভীষ্মের কাছ থেকে বহু ধর্মের বিবরণ শুনে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জানতে প্রশ্ন করেছিলেন॥ ১২ ॥

সেই সময় পিতামহ ভীষ্মের মুখ থেকে আমি যে মোক্ষধর্ম শুনেছিলাম আমি তা তোমাকে বলব ; কারণ তা জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ॥ ১৩ ॥

হে উদ্ধব ! যে জ্ঞান প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র—এই নয়টি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং এক মন—এই এগারো, পঞ্চ মহাভূত এবং তিন গুণ অর্থাৎ সর্বসাকল্যে এই অষ্টবিংশ তত্ত্ব ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত কার্যে পরিলক্ষিত হয়—তা পরোক্ষ জ্ঞান। আমার এই অভিমত॥ ১৪ ॥

যখন তত্ত্ব অনুগত একাত্মক তত্ত্বসমূহকে পূর্ববৎ না দেখে এক পরম কারণ ব্রহ্মবৎ দর্শন হয় তখন তাকে নিশ্চিত বিজ্ঞান (অপরোক্ষজ্ঞান) বলা হয়। (এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রাপ্তির যুক্তি এই যে) শরীরাদি ত্রিগুণাত্মক অবয়বযুক্ত পদার্থসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়-এর বিচার করা॥ ১৫ ॥

যে তত্ত্ববস্তু সৃষ্টির শুরুতে ও অন্তে কারণরূপে অবস্থিত তা মধ্যে অবশ্যই থাকে এবং তা প্রতীয়মান কার্য থেকে প্রতীয়মান অন্য কার্যে অনুগত হয়ে থাকে তারপর সেই কার্যসমূহের লয় অথবা অবলুপ্তি হলে তা সেই কার্যের সাক্ষী ও অধিষ্ঠানরূপে অবশিষ্ট থেকে যায়। তা-ই সত্য পরমার্থ বস্তু জেনো॥ ১৬ ॥

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য (অর্থাৎ মহাপুরুষে পরিলক্ষিত) এবং অনুমান—এই চতুষ্টয়কেই মুখ্য

[১]জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্য.।

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।। ১৮

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্।। ১৯

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।। ২০

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ।। ২১

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণং চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্।। ২২

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ।। ২৩

এবং ধর্মৈর্মনুষ্যানামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে।। ২৪

যদাঽঽত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্।
ধর্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাভিপদ্যতে[১]।। ২৫

যদর্পিতং তদ্ বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি।
রজস্বলং চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্যয়ম্।। ২৬

প্রমাণরূপে ধরা হয়। এইভাবে বিচার করলে দৃশ্য প্রপঞ্চ পরিবর্তনশীল, নশ্বর ও বিকারযুক্ত হওয়ায় সত্য বলে মনে হয় না। তাই বিবেকী ব্যক্তি বিবিধ কল্পনাপ্রসূত অথবা শব্দরূপ প্রপঞ্চ থেকে দূরে থাকে।। ১৭ ।।

বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে এই উত্তম যে, সে যেন স্বর্গাদি ফলদাতা যজ্ঞাদি কর্মের পরিণাম নশ্বর হওয়ার জন্য ব্রহ্মলোক পর্যন্ত স্বর্গাদি সুখ—অদৃষ্টকেও এই প্রত্যক্ষ বিষয় সুখসম অমঙ্গলকর, দুঃখময় এবং নশ্বর মনে করে।। ১৮ ।।

হে নিষ্কলুষ উদ্ধব! ভক্তিযোগ বৃত্তান্ত আমি তোমায় পূর্বেই বলেছি ; কিন্তু যেহেতু তোমার ভক্তিযোগে বিশেষ প্রীতি তাই আমি তোমাকে আমার ভক্তিপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলছি।। ১৯ ।।

যে আমার ভক্তি প্রাপ্ত করতে অভিলাষী সে যেন আমার সুধাময় কথার উপর শ্রদ্ধাযুক্ত থাকে ; সে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার গুণ, লীলা ও নামসংকীর্তনে যুক্ত থাকবে ; অতি নিষ্ঠা সহকারে আমার পূজা করবে এবং স্তোত্র সহযোগে স্তুতি করবে।। ২০ ।।

সে আমার সেবা ও পূজায় প্রীতি ধারণ করবে এবং আমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করবে ; আমার থেকে বেশি আমার ভক্তদের পূজা করবে এবং সমস্ত জীবে আমাকে প্রত্যক্ষ করবে।। ২১ ।।

তার সমস্ত অঙ্গচেষ্টা আমাতে সমর্পিত থাকবে, জিহ্বা আমার গুণসংকীর্তনে যুক্ত থাকবে এবং মন আমাকে নিবেদন করে সে সমস্ত কামনা থেকে বিরত থাকবে।। ২২ ।।

হে উদ্ধব! যে এই ধর্ম পালন করে এবং আমাকে আত্মনিবেদন করে, তার হৃদয়ে আমার প্রেমানুরাগযুক্ত ভক্তির উদয় হয় আর যে আমার ভক্তি লাভ করে তার আর অন্য কি বস্তুর কামনা থাকবে ? ২৪ ।।

এই ধর্মপালনে চিত্তে যখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় তখন সে শান্ত হয়ে আত্মায় সমাহিত হয়। সাধক তখন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য স্বতপ্রাপ্ত করে।। ২৫ ।।

কল্পনাবহুল এই জগৎ। তার নাম থাকলেও বস্তুত তা নেই। যখন চিত্ত তাতে যুক্ত হয় তখন ইন্দ্রিয়-

[১]বা প্রপদ্যতে।

ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানং চৈকাত্ম্যদর্শনম্।
গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চাণিমাদয়ঃ।। ২৭

উদ্ধব উবাচ

যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বারিকর্ষন।
কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো।। ২৮

কিং দানং কিং তপঃ শৌর্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে।
কস্ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা।। ২৯

পুংসঃ কিংস্বিদ্ বলং শ্রীমন্ ভগো লাভশ্চ কেশব।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ।। ৩০

কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কঃ স্বিৎ কো বন্ধুরুত কিং গৃহম্।। ৩১

ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ।
এতান্ প্রশ্নান্ মম ব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সৎপতে।। ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যং চ মৌনং স্থৈর্যং ক্ষমাভয়ম্।। ৩৩

শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনম্।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্যসেবনম্।। ৩৪

এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি।। ৩৫

ইন্ধনে তা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে এবং ছুটে বেড়ায়। এইভাবে যখন চিত্তে রজোগুণের প্রাধান্য আসে তখন তা অসত্য বস্তুতে লিপ্ত হয়। তখন তার ধর্ম, জ্ঞানাদি তো বিলুপ্ত হয়ই, সে অধর্ম, অজ্ঞান ও মোহের বাসস্থান হয়ে যায়।। ২৬ ।।

হে উদ্ধব ! যার দ্বারা আমার উপর ভক্তি হয় তাই ধর্ম ; যার দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মা একত্বর সাক্ষাৎকার হয় তাই জ্ঞান ; বিষয়সমূহে নিঃস্পৃহ-নির্লেপ থাকাই বৈরাগ্য এবং অণিমাদি সিদ্ধিসমূহই ঐশ্বর্য।। ২৭ ।।

উদ্ধব বললেন—হে মধুসূদন ! যম (সংযম) এবং নিয়ম কত রকমের হয় ? হে শ্রীকৃষ্ণ ! শম কী ? দম কী ? হে প্রভু ! তিতিক্ষা এবং ধৈর্য কী ? ২৮ ।।

আপনি আমাকে দান, তপস্যা, শৌর্য, সত্য এবং ঋতের স্বরূপ বলুন। ত্যাগ কী ? অভীষ্ট সম্পদ কী ? যজ্ঞ কাকে বলা হয় ? এবং দক্ষিণা মানে কী ? ২৯ ।।

হে শ্রীমান কেশব ! পুরুষের প্রকৃত বল কী ? ভগ মানে কী ? এবং লাভ কী বস্তু ? উত্তম বিদ্যা, লজ্জা, শ্রী ও সুখ এবং দুঃখ কী ? সৎপথ এবং অসৎপথের লক্ষণ কী ? স্বর্গ এবং নরক কী ? কাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করা উচিত ? এবং গৃহ কী ? ৩১ ।।

ধনবান ও অকিঞ্চন কাদের বলে ? কৃপণ কে এবং ঈশ্বর কাকে বলা হয় ? হে ভক্তবৎসল প্রভু ! আপনি আমাকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিন এবং তার সঙ্গে তার বিপরীত ভাবসমূহের ব্যাখ্যা করুন।। ৩২ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যম বারো সংখ্যক—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), অসঙ্গতা, লজ্জা, সঞ্চয়রাহিত্য (আবশ্যকতা থেকে অধিক ধন সঞ্চয়), আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা এবং অভয়। নিয়মও বারো সংখ্যক—শৌচ, বাহ্যান্তর পবিত্রতা, জপ, তপ, হবন, শ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, আমার পূজা, তীর্থযাত্রা, পরোপকার করার চেষ্টা, সন্তোষ এবং গুরুসেবা—এই ভাবে যম ও নিয়ম দুইই বারো সংখ্যক। ইহা সকাম ও নিষ্কাম দুই প্রকারের সাধকদের জন্যই প্রযোজ্য। হে উদ্ধব ! যে ব্যক্তি এর পালন করে এই যম ও নিয়ম তার ইচ্ছানুসার তাকে ভোগ এবং মোক্ষ দুইই প্রদান করে থাকে।। ৩৩-৩৫ ।।

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥ ৩৬

বুদ্ধির আমাতে যুক্ত হওয়াই 'শম'। ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমের নাম 'দম'। ন্যায়প্রাপ্ত দুঃখ সহ্য করা 'তিতিক্ষা'। জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়ের উপর জয়লাভ করাই 'ধৈর্য' ॥ ৩৬ ॥

দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্যং[1] সত্যং চ সমদর্শনম্॥ ৩৭

কারো উপর দ্রোহ না করে অভয় দান করা হল 'দান'। কামনাসমূহ ত্যাগ হল 'তপ', নিজ বাসনা-সকলের উপর জয়লাভ করা 'শৌর্য', সর্বত্র সমস্বরূপ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার দর্শনই 'সত্য' ॥ ৩৭ ॥

ঋতং চ সূনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা।
কর্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সংন্যাস উচ্যতে॥ ৩৮

এইভাবে সত্য ও মধুর হিতকর বাণীকে মহাত্মাগণ 'ঋত' আখ্যা দিয়ে থাকেন। কর্মে আসক্তি ত্যাগই 'শৌচ'। কামনাসমূহের ত্যাগই সত্য 'সন্ন্যাস' ॥ ৩৮ ॥

ধর্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্॥ ৩৯

ধর্মই মানবের অভীষ্ট 'ধন' (সম্পদ)। আমি পরমেশ্বরই 'যজ্ঞ'। জ্ঞানোপদেশ দানই 'দক্ষিণা'। প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ 'বল' ॥ ৩৯ ॥

ভগো ম[2] ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।
বিদ্যাঽঽত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্মসু॥ ৪০

আমার ঐশ্বর্যই 'ভগ', আমার উপর শ্রেষ্ঠ ভক্তিই উত্তম 'লাভ'। যথার্থ 'বিদ্যা' সেই যাতে ব্রহ্ম ও আত্মার বিভেদ মুছে যায়। পাপ করতে ঘৃণা হওয়াই হল 'লজ্জা' ॥ ৪০ ॥ আপ্তকাম আদি গুণই শরীরের যথার্থ সৌন্দর্য —'শ্রী', দুঃখ-সুখের অনুভূতি সর্বতোভাবে বিলুপ্ত হওয়ার নাম 'সুখ'। বিষয়ভোগের কামনাই 'দুঃখ'। যে বন্ধন ও মোক্ষ তত্ত্ব অবগত সেই 'পণ্ডিত' ॥ ৪১ ॥

শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ॥ ৪১

শরীরাদিতে যার আমিত্ব বর্তমান সেই 'মূর্খ'। যা সংসারাদি থেকে নিবৃত্ত করে আমার প্রাপ্তি করিয়ে দিতে সহায়ক তাই যথার্থ 'সুপথ'। চিত্তের বহির্মুখী হওয়া 'কুমার্গ'। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিই হল 'স্বর্গ' এবং তমোগুণের বৃদ্ধি হল 'নরক'। গুরুই যথার্থ 'আত্মীয়স্বজন' এবং সেই গুরু আমি স্বয়ং। এই মানব শরীরই প্রকৃত 'গৃহ' এবং যথার্থ 'ধনী' সেই যে সকল গুণসম্পন্ন, যার কাছে গুণের সম্পদ আছে॥ ৪২-৪৩ ॥

মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ॥ ৪২

নরকস্তমউন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে॥ ৪৩

যার চিত্তে অসন্তোষ ও অভাবের বোধ আছে সেইই 'দরিদ্র'। যে জিতেন্দ্রিয় নয় সেইই 'কৃপণ'। সমর্থ, স্বতন্ত্র এবং 'ঈশ্বর' সে যার চিত্তবৃত্তি বিষয়াসক্ত নয়। বিপরীতে যে বিষয়সকলে আসক্ত সেই সর্বতোভাবে 'অসমর্থ' ॥ ৪৪ ॥

দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্যয়ঃ॥ ৪৪

[1]সত্যং শৌর্যং চ। [2]মহেশ্বরো।

এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্বে সাধু নিরূপিতাঃ।
কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ।। ৪৫

হে প্রিয় উদ্ধব ! তুমি যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি তার উত্তর দিয়েছি ; সেটি অনুধাবন করলে তা মোক্ষ-মার্গের সহায়ক হবে। আমি তোমাকে দোষ-গুণের লক্ষণ পৃথকভাগে কতদূর বলব ? সবের সার এতেই জেনো যে দোষ-গুণের উপর দৃষ্টিপাত করাই সব থেকে বড় দোষ এবং দোষ-গুণের উপর দৃষ্টিপাত না করে শান্ত নিস্পৃহ স্বরূপে অবস্থান করাই সর্বোত্তম গুণ।। ৪৫ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ১৯ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১৯ ।।

অথ বিংশোঽধ্যায়ঃ
বিংশ অধ্যায়
জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ

উদ্ধব উবাচ

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে।
অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণং দোষং চ কর্মণাম্।। ১

উদ্ধব বললেন—হে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি সর্বশক্তিমান। আপনার আজ্ঞাই বেদ ; তাতে কিছু কর্মসম্পাদনের বিধি এবং নিষেধ আছে। এই বিধি-নিষেধ কর্মসকলের গুণ এবং দোষ পরীক্ষা করেই তো হয়ে থাকে।। ১ ।।

বর্ণাশ্রমবিকল্পং চ প্রতিলোমানুলোমজম্।
দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ স্বর্গং নরকমেব চ।। ২

বর্ণাশ্রম-ভেদ, প্রতিলোম এবং অনুলোমরূপ বর্ণসংকর, কর্মোপযুক্ত ও অনুপযুক্ত দ্রব্য, দেশ, আয়ু এবং কাল ও স্বর্গ-নরকের ভেদ-বোধও তো বেদের দ্বারাই হয়ে থাকে।। ২ ।।

গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব।
নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণম্।। ৩

আপনার উপদেশই বেদ। তাতে সন্দেহই নেই। কিন্তু তাতেও তো বিধিনিষেধ অজস্র। যদি তাতে দোষ-গুণের ভেদদৃষ্টি না থাকে তাহলে তা প্রাণীকুলের কল্যাণে কেমন করে সমর্থ হবে ? ৩ ।।

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি।। ৪

হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ! আপনার বেদবাক্যই পিতৃপুরুষ, দেবতা এবং মানবের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শনের কার্য করে ; কারণ তার দ্বারাই স্বর্গ-মোক্ষাদি অপ্রত্যক্ষ

গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাত্তে[১] ন হি স্বতঃ।
নিগমেনাপবাদশ্চ[২] ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ॥ ৫

বস্তুসকলের বোধ আসে এবং এই লোকে সাধ্য-সাধনার নিরূপণ তার দ্বারাই হয়ে থাকে॥ ৪ ॥

হে প্রভু ! দোষ-গুণের ভেদদৃষ্টির উপর আপনার উপদেশ যে বেদসম্মত তা সন্দেহাতীত ; তা কল্পনাপ্রসূত কখনো নয়। কিন্তু সংশয় যে থেকেই যায়, কারণ আপনার উপদেশে ভেদেরও নিষেধ উচ্চারণ করা হয়েছে। তাই আমি বিভ্রান্ত। আপনি অনুগ্রহ করে আমার এই বিভ্রান্তি দূর করুন॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ ৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! আমি মানবকল্যাণ কামনায় বেদে ও অন্যত্রও অধিকার ভেদে এই যোগত্রয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছি। যোগত্রয় হল —জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ। এই পরম কল্যাণকর পথ তাছাড়া অন্য পথ নেই॥ ৬ ॥

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥ ৭

হে উদ্ধব ! কর্ম ও তার ফলে বৈরাগ্যযুক্ত বা তা পরিত্যাগী ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী। আর যাদের কর্ম ও তার ফলে বিরক্তি আসেনি বা তার ফল যে দুঃখ হবে সেই ধারণা জন্মায়নি সেই সকাম ব্যক্তিগণ কর্মযোগের অধিকারী॥ ৭ ॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ৮

যে ব্যক্তি চরম বিরক্ত ও চরম আসক্ত দুটিই নয় এবং যার পূর্বজন্মকৃত কর্মফলে সৌভাগ্যবশত আমার লীলা কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েছে সেই প্রকৃত ভক্তিযোগের অধিকারী। এই পথেই তার সিদ্ধিলাভ সম্ভব॥ ৮ ॥

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ৯

কর্মবিষয়ক বিধি-নিষেধ পালন করে কর্ম সম্পাদনে যুক্ত থাকই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যখন কর্মময় জগৎ ও তার দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি সুখসমূহে বিতৃষ্ণা আসবে ও আমার লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্তনে শ্রদ্ধার উদয় হবে তখন কর্ম ত্যাগ করাই বিধেয়॥ ৯ ॥

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥ ১০

হে উদ্ধব ! নিজ বর্ণাশ্রম অনুকূল ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে কোনো আশা ও কামনা না রেখে যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা আমার আরাধনায় যুক্ত থাকাই সর্বোত্তম পথ ; তখন নিষিদ্ধ কর্মত্যাগ ও বিহিত কর্মানুষ্ঠানই বিধেয়। এইরূপ সাধনায় যুক্ত থাকলে স্বর্গ অথবা নরকে গমন করতে হয় না॥ ১০ ॥

অস্মিঁল্লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ ১১

ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দেহধারণ কালেই নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগে সফল হয়। তখন সে রাগাদি মল থেকে মুক্ত

[১]নিরমাৎ। [২]নিয়মেনা.।

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্॥ ১২

হয়ে পবিত্র হয়ে যায়। এইভাবে সে অনায়াসে আত্মসাক্ষাৎরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে অথবা দ্রবিত-চিত্ত হলে আমার ভক্তি লাভ করে॥ ১১ ॥

এই বিধি-নিষেধরূপে কর্মাধিকারী মানব-শরীর বস্তুত অতি দুর্লভ। স্বর্গলোক ও নরকলোক নিবাসকারী জীবও তা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে ; কারণ এই মানব-শরীর দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধিপথে জ্ঞান অথবা ভক্তি লাভ করা সম্ভব। স্বর্গ ও নরকের ভোগসর্বস্ব শরীরে কোনো সাধনা করা সম্ভব হয় না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা ও নরক গমনের ভয় রাখবে না। বস্তুত এই মানব-শরীর কামনা করাও ঠিক নয় কারণ সেই শরীর প্রাপ্তিতে গুণবুদ্ধি ও অভিমান যুক্ত হলে নিজ বাস্তবস্বরূপ সাধনায় প্রমাদ হওয়া স্বাভাবিক॥ ১২-১৩ ॥

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বা বিচক্ষণঃ।
নেমং লোকং চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি॥ ১৩

এতদ্[1] বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদম্॥ ১৪

যদিও এই মানব-শরীর মৃত্যুর অধীন তবুও এই কথা সদা স্মরণ করা প্রয়োজন যে এর দ্বারা পরমার্থ সত্য বস্তু প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা স্মরণে রেখে দেহধারণ কালেই সম্পূর্ণ সাবধান থেকে এমন সাধনায় যুক্ত হবে যা তাকে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে সর্বকালের জন্য মুক্ত করে দেবে॥ ১৪ ॥

ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিম্।
খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ॥ ১৫

এই মানব-শরীর বৃক্ষবৎ যাতে জীবরূপ বিহঙ্গ বাসা বেঁধে নিবাস করে। এই বৃক্ষরূপ মানব-শরীরকে যমরাজের দূত প্রতিক্ষণ ধ্বংস করতে প্রয়াসী। বৃক্ষ উৎপাটিত হওয়ার পূর্বে যেমন বিহঙ্গ বৃক্ষকে ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে তেমনভাবেই অনাসক্ত জীব মানব-শরীর নষ্ট হওয়ার পূর্বেই মোক্ষের উপযুক্ত হয়ে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু আসক্ত জীব দুঃখ ভোগ করতেই থাকে ॥ ১৫ ॥

অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধ্বায়ুর্ভয়বেপথুঃ।
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশাম্যতি॥ ১৬

এই দিবা-রাত্রির আগমন প্রতিনিয়ত শরীরের আয়ুকে খর্ব করেই চলেছে। এতে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীরের উপর আসক্তি ত্যাগ করে পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করে, সে ত্রাসযুক্ত হয় না। সে জীবন-মৃত্যু থেকে সমদর্শী হয়ে আত্মাতেই শান্ত সমাহিত থাকে॥ ১৬ ॥

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ১৭

সমস্ত শুভফল প্রাপ্তির আধার এই মানব-শরীর ; তা দুর্লভ হলেও অনায়াসে সুলভ হয়েছে। এই ভবার্ণব

[1] এবং।

যদাহঽরম্ভেষু নির্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥ ১৮

ধার্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ॥ ১৯

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ॥ ২০

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্বতো মুহুঃ॥ ২১

সাংখ্যেন সর্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি॥ ২২

নির্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং[1] চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া॥ ২৩

পার করবার নিমিত্ত তা এক সুদৃঢ় নৌকা। শরণাগত হলেই গুরুদেব এই অর্ণবপোতের কাণ্ডারী হন ও শুধুমাত্র স্মরণ করলেই আমি অনুকূল বায়ুরূপে তাকে লক্ষ্যপথে নিয়ে যাই। এত সুবিধা সত্ত্বেও যে এই মানব-শরীররূপী অর্ণবপোত সহযোগে ভবার্ণব পার হওয়া থেকে বিরত থাকে সে তো নিজের হাতেই আত্মহনন করছে—তার অধঃপতনের জন্যও সে নিজেই দায়ী॥ ১৭ ॥ কর্মে দোষদর্শন হেতু যখন যোগী উদ্বিগ্ন ও বিরত হয় তখন সে জিতেন্দ্রিয় হয়ে যোগারূঢ় ভাবে অবস্থান করে ও অভ্যাস অনুসন্ধান সহযোগে নিজ মন আমার পরমাত্মস্বরূপে নিশ্চলরূপে আরোপ করে॥ ১৮ ॥

মন নিরূপণকালে তা চঞ্চল ও অসংবৃত হয়ে ছুটে বেড়ালে তাকে সাবধানে প্রতীতি সহকারে বশীভূত করতে হবে॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণসকলকে বশীভূত করে রাখবে ও অল্পক্ষণের জন্যও মনকে স্বতন্ত্র থাকতে দেবে না। তার চালচলনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সজাগ থাকতে হবে। এইরূপ সত্ত্বসম্পন্ন বুদ্ধি সহযোগে মনকে বশীভূত করতে হবে॥ ২০ ॥

যেমন আরোহী অশ্বচালনার সময় বশে রাখবার জন্য অশ্বকে প্রতিনিয়ত নিজ মনোভাবের পরিচিতি দিতেই থাকে, রাশ টেনে তাকে সংযত রাখে ও মিষ্ট বাক্য সহকারে তাকে বশে রাখে, তেমনভাবেই মনকে মিষ্ট বাক্য ও শাসন সহযোগে সংযত রাখার নামই পরম যোগ॥ ২১ ॥

সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি থেকে মানব শরীর পর্যন্ত যে সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের কথা বর্ণিত আছে সেইভাবে সৃষ্টির অনুধ্যান করা উচিত। একইভাবে লয়ের ক্রমবিবর্তনের অনুধ্যান করা উচিত। এই অনুধ্যান ক্রিয়া মন শান্ত ও স্থির হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে॥ ২২ ॥

সংসারে বিরাগী ও সাংসারিক বস্তুসকলে দুঃখানুভূতি যুক্ত পুরুষ নিজ গুরুজনদের উপদেশকে উত্তমরূপে অনুধাবন করে নিজ স্বরূপ চিন্তনে সংলগ্ন থাকে। অনাত্মা শরীরে আত্মবুদ্ধি রাখার জন্য যে চঞ্চলতার আগমন হয় তা এই অভ্যাস দ্বারা অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়॥ ২৩ ॥

[1]দৌর্ভাগ্যং।

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগ্যং[1] স্মরেন্মনঃ॥ ২৪

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি আদি যোগপথ দ্বারা, বস্তুতত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী আত্মবিদ্যা দ্বারা ও আমার প্রতিমা উপাসনা দ্বারা—অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ দ্বারা মন পরমাত্মার অনুধ্যানে যুক্ত হবে ; এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই॥ ২৪ ॥

যদি কুর্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম বিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচন॥ ২৫

হে উদ্ধব ! যোগী তো কখনো কোনো নিন্দনীয় কার্যে যুক্ত হয়ই না। তবুও যদি যোগীর দ্বারা প্রমাদজনিত কোনো অপরাধ হয়ে যায় তাহলে যোগী যোগ দ্বারাই সে অপরাধ স্খালন করবে ; কৃচ্ছ্রসাধন চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত কখনো করবে না॥ ২৫ ॥

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
কর্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া॥ ২৬

নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা থাকে তাকেই গুণ বলা হয়। যে কোনোভাবে বিষয়াসক্তি থেকে মুক্তিই এই দোষগুণ ও বিধি-নিষেধ বিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কর্ম জন্মাবধি অশুদ্ধ ও সর্ব অনর্থের মূল। শাস্ত্রের তাৎপর্য তার নিয়ন্ত্রণ, নিয়মই। যতদূর সম্ভব প্রবৃত্তির সংকোচন করাই শ্রেয়॥ ২৬ ॥

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥ ২৭

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥ ২৮

কর্মসকল থেকে বিরত ও তাতে দুঃখবুদ্ধি বিচারসম্পন্ন সাধক আমার লীলাকীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েও যদি সে সকল ভোগ এবং ভোগবাসনা দুঃখস্বরূপ মনে করেও তা পরিত্যাগে সমর্থ না হয় তাহলে তার পক্ষে ভোগসকল ভোগ করে নেওয়াই শ্রেয় ; কিন্তু অবশ্যই সে এই জ্ঞান রাখবে যে এই ভোগ দুঃখজনক। সে মনে মনে তার নিন্দা করবে এবং তাকে নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক মনে করবে। এই বিষম পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সে আমার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রত্যয় এবং প্রেম ধারণ করে আমার ভজনায় যুক্ত থাকবে॥ ২৭-২৮ ॥

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন[2] ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥ ২৯

এইভাবে আমার প্রত্যাদিষ্ট ভক্তিযোগ দ্বারা নিরন্তর আমার ভজনা করলে আমি সাধকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হই। আমি সন্নিবেশিত হলেই সাধকের বাসনাসকল নিজ সংস্কার সহযোগে অপসৃত হয়॥ ২৯ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥ ৩০

এইভাবে যখন তার আমার সর্বাত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয় তখন তার হৃদয় গ্রন্থিসকলের মোচন হয়, সংশয় সকল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং কর্ম-বাসনাসকল

[1] যোগং। [2] বিধিনা যস্য ভজতো মাং মহামতে।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ[1]।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ ৩১

যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ ৩২

সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ৩৩

ন কিঞ্চিদ্ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ ৩৪

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্[2]।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥ ৩৫

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥ ৩৬

এবমেতান্ ময়াদিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥ ৩৭

সর্বতোভাবে ক্ষীণ হয়ে যায়॥ ৩০॥

তাই যে যোগী আমার ভক্তিতে আত্মনিবেদিত থেকে আমার অনুধ্যানে মগ্ন থাকে তার জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রয়োজন হয় না। তার কল্যাণ তো প্রায়শ আমার ভক্তি পথেই সংঘটিত হয়ে থাকে॥ ৩১॥

কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগাভ্যাস, দান, ধর্ম এবং অন্যান্য কল্যাণ সাধনের দ্বারা যা কিছু স্বর্গ, অপবর্গ, আমার পরম ধাম অথবা অন্য কোনো বস্তু প্রাপ্তি হয়, সেই সকল আমার ভক্ত আকাঙ্ক্ষা করলে ভক্তিযোগের প্রভাবে অনায়াসে লাভ করতে সমর্থ হয়॥৩২-৩৩॥

আমার অনন্যপ্রেমী ও ধৈর্যবান সাধু ভক্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোনো বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে না ; যদি আমি নিজের থেকে কিছু দিতে প্রয়াসী হই ও দানও করি তাহলে সে অন্য বস্তুর তো কথাই নেই কৈবল্য মোক্ষ পর্যন্তও গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়ে থাকে॥ ৩৪॥

হে উদ্ধব ! সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান নিঃশ্রেয়স (পরম কল্যাণ) তো নিরপেক্ষতারই (কোনো কিছুর প্রত্যাশা না রাখা) নামান্তর মাত্র। তাই যে নিষ্কাম এবং আপ্তকাম সেই আমার ভক্তি পেয়ে থাকে॥ ৩৫॥

আমার অনন্যপ্রেমী ভক্তগণের এবং সেই সমদর্শী মহাত্মাগণের মধ্যে যারা বুদ্ধির অগোচর পরমতত্ত্ব লাভ করেছে, এই বিধি ও নিষেধ দ্বারা অর্জিত পুণ্য ও পাপে তারা কোনো সম্পর্ক রাখে না॥ ৩৬॥

এইভাবে যারা আমার বিবৃত জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মযোগ অবলম্বন করে, তারা আমার পরম কল্যাণস্বরূপ ধাম প্রাপ্ত করে, কারণ তারা পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী হয়॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

---

[1]মহাত্মনঃ। [2]মকল্পকম্।

অথৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ

একবিংশ অধ্যায়

দোষ-গুণ নিরূপণ ও তার রহস্য

শ্রীভগবানুবাচ

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! আমার প্রাপ্তির তিনটি উপায়—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। যারা এই পথে অনুগমন না করে চঞ্চলমতি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিষয় ভোগে মত্ত থাকে তারা বারে বারে এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্রে আবর্তিত হতেই থাকে॥ ১ ॥

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ২

নিজ অধিকারানুসারে ধর্মে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ধারণই গুণ ; অন্যথায় তা দোষ বলেই বিবেচিত হয়। অতএব দোষ-গুণ বিচার অধিকার ভেদে হয়ে থাকে, বস্তু ভেদে কখনই নয়॥ ২ ॥

শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু।
দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ॥ ৩

বাহ্যদৃষ্টিতে সকল বস্তুই সমরূপ বোধ হলেও তার সম্বন্ধে শুদ্ধাশুদ্ধি, দোষগুণ, শুভাশুভ বিচার করা হয়। এই বিচার হওয়া যথাযথ, কারণ বস্তুর যাথার্থ্য পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন। বিবেচনাপূর্বক বস্তুর দোষ-গুণাদির পর্যালোচনা করে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক॥ ৩ ॥

ধর্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ।
দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্মমুদ্বহতাং ধুরম্॥ ৪

এই বিচারের মূল্য অপরিসীম। এর দ্বারা ধর্ম সম্পাদনা, সমাজ ব্যবস্থার সুচারু পরিচালন এবং ব্যক্তিগত জীবন নির্বাহ সুষম হয়। এর অন্য লাভও বর্তমান। বাসনাযুক্ত মানব তার সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় বন্ধনে যুক্ত না হয়ে শাস্ত্রবিহিত পথে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও মনকে সংযত করে রাখতে সক্ষম হয়। হে অকলুষ উদ্ধব ! এই উপদেশই আমি পূর্বে মনু আদি রূপে ধর্মের ভার-বহনকারী ফলাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে প্রদান করেছি॥ ৪ ॥

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা[1] ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ॥ ৫

ব্রহ্মা থেকে পর্বত-বৃক্ষ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর মূল উপাদান পাঁচটি যা হল ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এরা পঞ্চভূত রূপে পরিচিত। এইভাবে শারীর দৃষ্টিতে সকলই অভিন্ন। আবার আত্মাও তো অভিন্ন॥ ৫ ॥

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি।
ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্তে এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ৬

হে প্রিয় উদ্ধব ! উপাদানরূপ-কারণ পঞ্চভূত সকল

[1] ভূম্যগ্ন্যম্বনি.।

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্মণাম্॥ ৭

দেহে অভিন্ন হলেও, বেদ বিধান অনুসারে বর্ণাশ্রমাদি ভেদে সকলের বিভিন্ন নাম-রূপ প্রদান করা হয়ে থাকে ; যাতে বাসনাযুক্ত সকল প্রবৃত্তির সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ সক্ষম হয়। এইরূপ ব্যবস্থা পরম আবশ্যকও কারণ তার দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ রূপ চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধি সম্ভব হয়ে থাকে॥ ৬ ॥

হে সাধুপ্রবর ! দেশ, কাল, ফল, নিমিত্ত, অধিকারী এবং ধান্য আদি বস্তুর গুণবৈষম্যের বিধান দানকারী আমি স্বয়ং। কর্মে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবৃত্তি ও মর্যাদা লঙ্ঘন রোধে তা প্রয়োজন হয়॥ ৭ ॥

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্॥ ৮

যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ অলভ্য ও নিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণভক্ত বিরল সেই দেশকে অপবিত্র জ্ঞান করবে। কৃষ্ণসার মৃগ লভ্য হলেও যেখানে সন্ত ব্যক্তিদের নিবাস নেই সেই সকল কীটক দেশও অপবিত্র। সংস্কারবিহীন বন্ধ্যা স্থানও অপবিত্র হয়ে থাকে॥ ৮ ॥

কর্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।
যতো নিবর্ততে কর্ম স দোষোঽকর্মকঃ স্মৃতঃ॥ ৯

যে কালে কর্ম সম্পাদনার্থ বস্তুসকল উপলভ্য হয় ও কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় সেই কাল (সময়) পবিত্ররূপে বিবেচিত হয়। বস্তু সকল অলভ্য হওয়ায় স্বাভাবিক কারণে কর্ম সম্পাদন সম্ভব না হলে সেই কাল অপবিত্র রূপে গণ্য হয়॥ ৯ ॥

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াথবা॥ ১০

বস্তুর শুদ্ধাশুদ্ধি দ্রব্য, বচন, সংস্কার, কাল, মহত্ত্ব অথবা অপ্রাচুর্য হেতুও হয়ে থাকে। (যেমন পাত্র শুদ্ধি জলদ্বারা ও অশুদ্ধি মূত্রাদি দ্বারা হয়ে থাকে। কোনো বস্তুর শুদ্ধাশুদ্ধির প্রশ্ন উঠলে ব্রাহ্মণদের মন্ত্রদ্বারা তার শুদ্ধিকরণ হয়ে থাকে অন্যথায় তা অশুদ্ধ বলেই বিবেচিত হয়। পুষ্পাদির শুদ্ধি জল বিক্ষেপণ দ্বারা ও অশুদ্ধি হয় আঘ্রাণ করলে। সদ্য রন্ধন করা অন্ন শুদ্ধ ও পর্যুসিত অন্ন অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। বিশাল জলাশয় ও নদীর জল শুদ্ধ এবং ক্ষুদ্র আধারের জল অশুদ্ধ বলে মান্য হয়।) ॥ ১০ ॥

শক্ত্যাশক্ত্যাথবা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ যদাত্মনে।
অঘং কুর্বন্তি হি যথা[১] দেশাবস্থানুসারতঃ॥ ১১

সামর্থ্য, অসামর্থ্য, বুদ্ধি ও বৈভব বিচার করেও পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিরূপিত হয়ে থাকে। তাতেও স্থান ও কর্মসম্পাদনকারীর আয়ু বিচার করে অশুদ্ধ দ্রব্য ব্যবহারের দোষ যথার্থরূপে নিরূপিত হয়ে থাকে। (যেমন ধনী-দরিদ্র, বলবান-নির্বল, বুদ্ধিমান-মূর্খ, উপদ্রুত ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত স্থান ও তরুণ-বৃদ্ধ বিচার দ্বারা

[১]তথা।

ধান্যদার্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্মণাম্।
কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ॥ ১২

শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যবস্থায় তারতম্য হয়ে থাকে)॥ ১১ ॥

শস্য, কাষ্ঠ, হস্তীদন্তাদি অস্থি, সূত্র, মধু, লবণ, তৈল, ঘি আদি রস, সোনা-পারাদি তৈজস দ্রব্য, চাম এবং মৃত্তিকা নির্মিত কলসাদি দ্রব্য কখনো আপনাআপনি বায়ুর সংস্পর্শে এসে, কখনো অগ্নির সংস্পর্শে এসে, কখনো মৃত্তিকা লেপনে অথবা কখনো জলে বিধৌত হয়ে শুদ্ধ হয়। দেশ, কাল এবং পরিস্থিতি ভেদে কোথাওবা জল-মৃত্তিকাদির শোধক দ্রব্যাদি সংযোগ দ্বারা শুদ্ধি হয় অথবা কোথাও একটা দ্বারাও শুদ্ধি হয়॥ ১২ ॥

অমেধ্যলিপ্তং যদ্ যেন গন্ধং লেপং ব্যপোহতি।
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিষ্যতে॥ ১৩

যদি কোনো বস্তুতে কোনো অশুদ্ধ বস্তুর প্রলেপ হয় তখন নির্লেপন অথবা মৃত্তিকা লেপন দ্বারা যদি অশুদ্ধ বস্তুর লেপন ও গন্ধ অপসারিত হয় এবং বস্তু পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে তখন তাকে শুদ্ধ বলেই গ্রহণ করা বিধেয়॥ ১৩ ॥

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্যসংস্কারকর্মভিঃ ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্মাচরেদ্ দ্বিজঃ॥ ১৪

স্নান, দান, তপস্যা, বয়ঃ, সামর্থ্য, সংস্কার, কর্ম এবং আমার স্মরণে যুক্ত হলে চিত্তশুদ্ধি হয়। এই চিত্তশুদ্ধির পরই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যর বিহিত কর্ম করবার অধিকার লাভ হয়॥ ১৪ ॥

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্মশুদ্ধির্মদর্পণম্।
ধর্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্ভিরধর্মস্তু বিপর্যয়ঃ॥ ১৫

গুরুমুখে শুনে উত্তমরূপে ধারণ করলে মন্ত্রের এবং আমাকে সমর্পণ করলে কর্মের শুদ্ধি হয়। হে উদ্ধব ! এই ভাবে দেশ, কাল, পদার্থ, কর্তা, মন্ত্র এবং কর্ম—এই ছয়টি শুদ্ধ হলে ধর্ম পালন হয় অন্যথা অধর্ম হয়॥ ১৫ ॥

ক্বচিদ্ গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে॥ ১৬

কোথাও কোথাও শাস্ত্রবিধি অনুসারে গুণ দোষ বলে গণ্য হয় এবং দোষ গুণ বলে গণ্য হয়। (যেমন ব্রাহ্মণদের জন্য ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা, গায়ত্রী জপ গুণ কিন্তু শূদ্রের জন্য তা দোষ। দুগ্ধাদির ব্যবসায় বৈশ্যের জন্য বিহিত কর্ম কিন্তু ব্রাহ্মণদের জন্য অতি নিষিদ্ধরূপে চিহ্নিত।) তাই একই বস্তুর কারো পক্ষে গুণসম্পন্ন হওয়া আর কারো পক্ষে দোষযুক্ত হওয়া, দোষ-গুণ বিচারের যৌক্তিকতাকেই খণ্ডন করে। অতএব এই দোষগুণের ভেদাভেদ কল্পনাপ্রসূত॥ ১৬ ॥

সমানকর্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ॥ ১৭

অধঃপতিত পতিতবৎ আচরণ করলে তার পাপ হওয়ার প্রশ্নই নেই ; সেই আচরণই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জন্য সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। গৃহস্থের পক্ষে পত্নী-সঙ্গ স্বাভাবিক বলে তা পাপের কারণ হয় না ; তাই আবার সন্ন্যাসীর জন্য ঘোরতর পাপ বলে পরিগণিত। হে উদ্ধব ! আসলে ভূমিতে শায়িত ব্যক্তি কোথায় পড়ে

যতো যতো নিবর্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ[1]॥ ১৮

যাবে ? ঠিক সেইভাবে অধঃপতিত ব্যক্তির আরও পতন কী হবে ? ১৭ ॥

যে সকল দোষ-গুণ থেকে মানব চিত্ত উপরত হয় সেই সকল বস্তুর বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। এই নিবৃত্তি ধর্মই মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর—কারণ তা শোক, মোহ এবং ভয় নিবারণকারী॥ ১৮ ॥

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাত্তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্॥ ১৯

হে উদ্ধব ! বিষয়সমূহে গুণ আরোপিত হলেই সেই বস্তুর উপর আসক্তি আসে। আসক্তি জন্মালে সেটির প্রতি কামনার উদ্রেক হয় এবং কামনা পূর্তিতে বাধা এলে তা কলহের সূত্রপাত করে॥ ১৯ ॥

কলের্দুর্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ততে।
তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্॥ ২০

কলহ সহ্যাতীত হলে ক্রোধ আনয়ন করে এবং তার ফলে হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয় ; তা অচিরেই কার্যাকার্য নির্ণয়ের ব্যাপক চেতনাশক্তিকে লোপ করে॥ ২০ ॥

তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্ছিতস্য মৃতস্য চ॥ ২১

হে অকপটচিত্ত ! চেতনাশক্তি অর্থাৎ স্মৃতির বিলুপ্তির পর মানুষ মনুষ্যত্ব হারায় ও তার মধ্যে পশুত্বর প্রাবল্য আসে এবং সে শূন্যবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। তার অবস্থা তখন মূর্ছিত অথবা মৃত ব্যক্তিবৎ হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে তার স্বার্থ অথবা পরমার্থ প্রাপ্তি —কোনোটাই সম্ভব হয় না॥ ২১ ॥

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্।
বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্ ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্॥ ২২

বিষয় চিন্তায় মগ্ন থেকে সে নিজেই বিষয়রূপ হয়ে যায় ; জীবন বৃক্ষবৎ জড়পদার্থ হয়ে যায়। কর্মকারের ভস্ত্রাবৎ তার শরীরে বৃথা শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে থাকে। তার না থাকে নিজের জ্ঞান না থাকে অন্যের জ্ঞান। সে সর্বতোভাবে আত্মবঞ্চিত হয়॥ ২২ ॥

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥ ২৩

হে উদ্ধব ! শ্রুতিতে স্বর্গাদি ফললাভের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা কখনই সেগুলির অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বহির্মুখ ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধির দ্বারা পরম কল্যাণকর মোক্ষের বিবিক্ষার দ্বারা কর্মে রুচি উৎপন্ন করবার জন্য। যেমন ঔষধিতে রুচি উৎপন্ন করবার জন্য বালকদের প্রতি সুমিষ্ট কথা বলা হয়ে থাকে। (বাবা ! চট করে এই পাতার রসটা খেয়ে নাও তাহলে তোমার গায়ের জোর বেড়ে যাবে)॥ ২৩ ॥

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥ ২৪

এই উক্তি সন্দেহাতীত সত্য যে জগতে

[1]ভবাপহঃ।

ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥ ২৫

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥ ২৬

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে॥ ২৭

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ॥ ২৮

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্ যজ্ঞ এব ন চোদনা॥ ২৯

হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতীন্[1] খলাঃ॥ ৩০

বিষয়ভোগে, প্রাণে ও আত্মীয়স্বজনে সকলেই জন্মাবধি আসক্ত ; যা আত্মোন্নতির প্রধান বাধাস্বরূপ ও অনর্থকারী॥ ২৪ ॥

ঈশ্বর-লাভের সাধন-পথের কথা যাদের অজানা তারা স্বর্গাদি সুখ ভোগের বর্ণনাকে যথার্থ মনে করে তাতে আসক্ত হয়ে তদনুরূপ কর্মের দ্বারা দেবাদি যোনিতে পরিভ্রমণ করে পুনরায় বৃক্ষাদি মূঢ় যোনিতে পতিত হয়। এই অবস্থায় বেদাদি শাস্ত্র অথবা কোনো বিদ্বান ব্যক্তি কেন তাকে সেই বিষয়াদিতে প্রবৃত্ত হবার প্রেরণা দান করবে ? ২৫ ॥

কুবুদ্ধিযুক্ত (কর্মবাদী) ব্যক্তিগণ বেদসমূহের যথার্থ অভিপ্রায় অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে কর্মাসক্তির কারণে স্বর্গাদির বর্ণনাকে পুষ্পবৎ লোভনীয় জ্ঞান করে তাকেই পরমপ্রাপ্তি মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বেদবেত্তাগণ শ্রুতিসমূহের এই তাৎপর্যের কথা বলেন না॥ ২৬ ॥

বিষয়াসক্ত, দীন-হীন, লোভী ব্যক্তিরা স্বর্গাদি লোককে বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর পুষ্পবৎ ও পরমপ্রাপ্তি জ্ঞান করে, যার ফলে তারা অগ্নি সংশ্লিষ্ট যাগযজ্ঞাদি কর্মে আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। তাদের প্রাপ্তি দেবলোক, পিতৃলোক আদিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দৃষ্টি অন্যত্র নিবিষ্ট হওয়ায় তারা নিজধাম—আত্মপদের সন্ধান পায় না॥ ২৭ ॥

হে প্রিয় উদ্ধব ! তাদের সাধনার বিষয় কেবল কর্ম সম্পাদন যার একমাত্র ফল ইন্দ্রিয় সেবন। দৃষ্টি তমসাবৃত, অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় তারা জানতে পারে না যে জগৎ উৎপত্তির কারণ ও জগৎস্বরূপ স্বয়ং আমি (পরমাত্মা) তাদের হৃদয়েই সতত নিবাস করে আছি॥ ২৮ ॥

যদি পশু হিংসা এবং মাংসভক্ষণ কার্যে অনুরাগ হেতু তার ত্যাগ সম্ভব না হয় তাহলে যজ্ঞ সম্পাদনের মাধ্যমে সেটি গ্রহণ করো—এই বিধান কখনই উত্তম বলে স্বীকৃত হতে পারে না ; তাকে কেবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ভিন্ন রূপে স্বীকৃতি মাত্র বলা চলে। সন্ধ্যা-বন্দনাদিসম অপূর্ব সুন্দর বিধি ওই সকল বিধির তুলনায় বহুলাংশে প্রকৃষ্ট। এইভাবে আমার অভিপ্রায় না জেনে

[1]পিতৄন্ ভূত.।

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্।
আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্॥ ৩১

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন তথৈব মাম্॥ ৩২

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা[১] মহাকুলাঃ॥ ৩৩

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাং চাতিস্তব্ধানাং[২] মদ্বার্তাপি ন রোচতে॥ ৩৪

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম[৩] চ প্রিয়ম্॥ ৩৫

শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥ ৩৬

বিষয়লোলুপ ব্যক্তিগণ হিংসায় মত্ত হয়ে পড়ে। তারা কপটতা হেতু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষে পশুহিংসা দ্বারা প্রাপ্ত মাংস দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ভূতপতি আদি যজনের অভিনয়-ক্রিয়া করে থাকে॥ ২৯-৩০॥

হে উদ্ধব ! স্বর্গাদি পরলোক স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের ন্যায় অস্থায়ী, সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীন, শুধুমাত্র শ্রবণেই সুমিষ্ট বোধ হয়। সকাম ব্যক্তি স্বর্গাদি পরলোক ভোগার্থে মনে মনে বহু সংকল্পই করে থাকে। বেশি লাভের আশায় ব্যবসায়ী যেমন মূলধন হারায়, ঠিক সেই ভাবেই সকাম যজ্ঞে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানকারী নিজ অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট করে থাকে॥ ৩১ ॥

তারা স্বয়ং রজোগুণ, সত্ত্বগুণ অথবা তমোগুণে অধিষ্ঠান করে রাজসী, সাত্ত্বিকী ও তামসী গুণযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবতাদের উপাসনা করে থাকে। তদনুরূপ দ্রব্যাদির দ্বারা কায়িক পরিশ্রম সহকারে তারা কিন্তু আমার পূজায় যুক্ত হয় না॥ ৩২ ॥

তারা যখন সুমিষ্ট, পুষ্পিত ও অতিরঞ্জিত বৃত্তান্ত শোনে যে 'এই মর্ত্যলোকে যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে স্বর্গে গমন করা যায়', 'স্বর্গে দিব্যানন্দ উপভোগ করা যায়', 'পুনর্জন্ম হলে অতি কুলীন বংশে জন্মগ্রহণ করে ভোগের জন্য সুবিশাল প্রাসাদ লাভ হয় ও অতি বৃহদায়তন সুখ-সমৃদ্ধিযুক্ত আত্মীয়-কুটুম্ব লাভ হয়, তখন তাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় ; এই সকল আকাশকুসুম চিন্তায় বিভোর পাষণ্ডদের আমার বিষয়ক কোনো কথাই ভালো লাগে না॥ ৩৩-৩৪ ॥

হে উদ্ধব ! বেদসকল কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান —এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত। তিন কাণ্ডে প্রতিপাদিত মুখ্য বিষয় হল—ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব ; মন্ত্রসকল ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এই বিষয়কে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা না করে গুপ্তভাবে বলে থাকে এবং আমারও তাই অভীষ্ট (কারণ সকলে তা শ্রবণের অধিকারী নয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তখনই এই কথা বোধগম্য হয়)॥ ৩৫ ॥

বেদসকল বস্তুত শব্দব্রহ্ম। তারা আমার প্রতিমূর্তি তাই তার রহস্য বোঝা অতি কঠিন কর্ম। সেই শব্দব্রহ্ম

[১]মহাশীলাঃ। [২]চাপি বদ্ধানাং। [৩]চ মম প্রি.।

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে॥ ৩৭

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাদ্ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা॥ ৩৮

ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঙ্কারাদ্ ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তঃস্থভূষিতাম্॥ ৩৯

বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্॥ ৪০

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুব্‌জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্ বিরাট্॥ ৪১

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্ বেদ কশ্চন॥ ৪২

পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা বাণীর রূপে প্রাণ, মন এবং ইন্দ্রিয়ময়। তা সমুদ্রবৎ সুবিশাল ও গভীর। তার নাগাল পাওয়া সত্যই সুকঠিন। (তাই জৈমিনির ন্যায় অতি বড় বিদ্বানগণও তার সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করতে সফল হননি)॥ ৩৬ ॥

হে উদ্ধব ! আমি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ও স্বয়ং ব্রহ্ম। আমিই স্বয়ং বেদবাণীর বিস্তার করেছি। যেমন পদ্মনালে অতি সূক্ষ্ম সূত্র থাকে তেমনভাবেই এই বেদবাণী প্রাণীকুলের অন্তঃকরণে অনাহতনাদ রূপে অভিব্যক্ত হয়॥ ৩৭ ॥

ভগবান হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং বেদমূর্তি এবং অমৃতময়। প্রাণ তাঁর উপাধি এবং স্বয়ং অনাহত শব্দ দ্বারাই তাঁর অভিব্যক্তি হয়েছে। যেমন উর্ণনাভ নিজ ইচ্ছায় মুখদ্বারা জাল বিস্তার করে এবং আবার তা গিলে ফেলে, তেমনভাবেই তিনি স্পর্শাদি বর্ণসকল সংকল্পকারী মনরূপ নিমিত্ত-কারণ দ্বারা হৃদয়াকাশ থেকে অপার অনন্ত বহু মার্গসম্পন্ন বৈখরীরূপ বেদবাণীকে স্বয়ং অভিব্যক্ত করেন এবং তারপর তাকে নিজ স্বরূপেই লীন করে নেন। এই বাণী হৃদ্‌গত সূক্ষ্ম ওঁকার দ্বারা অভিব্যক্ত স্পর্শ (ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫), স্বর (অ থেকে ঔ পর্যন্ত ৯), উষ্মা (শ, ষ, স, হ) এবং অন্তস্থ (য, র, ল, ব)—এই বর্ণসমূহে বিভূষিত। তাতে এমন ছন্দ বর্তমান যাতে চতুর্বর্ণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতেই থাকে যা বিচিত্র ভাষারূপে বিস্তৃতি লাভ করে॥ ৩৮-৪০ ॥

চারের অধিক বর্ণের কিছু ছন্দসকল এইরূপ—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিচ্ছন্দ, অত্যষ্টি, অতিজগতী এবং বিরাট্॥ ৪১ ॥

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই বেদবাণীর যথার্থ উদ্দেশ্য কী, উপাসনাকাণ্ডে কোন্ কোন্ দেবতাকে লক্ষ্য করায় এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রতীতিসমূহের অনুবাদের মাধ্যমে যে প্রভৃত বিকল্প প্রকাশ করে—এই বিষয়ক শ্রুতির রহস্য আমি ব্যতীত অন্য কেউই অবগত নয়॥ ৪২ ॥

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিদ্ধ্য প্রসীদতি।। ৪৩

আমি এখন সুস্পষ্টভাবে তোমাকে অবহিত করছি যে শ্রুতিসমূহের উল্লেখিত কর্মকাণ্ডের বিধানসকলের লক্ষ্য আমিই, উপাসনাকাণ্ডে উপাস্য দেবতারূপে তারা আমারই বর্ণনা দেয় ও জ্ঞানকাণ্ডেও আকাশাদিরূপে আমাতেই অন্য বস্তুসকল আরোপ করে তার নিষেধ নির্দেশ করে। সম্পূর্ণ শ্রুতির কেবল এই তাৎপর্য যে তা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে আমাতে ভেদ আরোপ করে, মায়ামাত্র বলে তার অনুবাদ করে এবং অন্তে সবের নিষেধ করে আমাতেই শান্ত হয়ে যায় এবং আমিই কেবল অধিষ্ঠানরূপে অবশিষ্ট থাকি।। ৪৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ২১ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২১ ।।

অথ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ
দ্বাবিংশ অধ্যায়
তত্ত্ব সংখ্যা নিরূপণ ও পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক

উদ্ধব উবাচ

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ[১] সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ[২] শুশ্রুম ।। ১

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে বিশ্বেশ্বর প্রভু ! ঋষিগণ তত্ত্ব সংখ্যা কত বলেছেন। আপনি তো এইমাত্র নয়, একাদশ, পঞ্চ ও ত্রিসংখ্যক—মোট অষ্টবিংশ সংখ্যক তত্ত্বের কথার উল্লেখ করলেন, এটুকু আমরা জানি।। ১ ।।

কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্যেকাদশাপরে।। ২

কিন্তু অন্য মতে ষড়্‌বিংশ সংখ্যক তত্ত্বের কথাও শোনা যায়। এছাড়া কেউ কেউ পঞ্চবিংশ, সপ্ত, নয়, ষষ্ঠ, চতুষ্টয় এবং একাদশ সংখ্যক তত্ত্বের কথাও বলে থাকেন।। ২ ।।

কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ।
এতাবত্ত্বং হি সংখ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নো বক্তুমর্হসি।। ৩

এইভাবে কোনো কোনো মুনি-ঋষিদের মতে তত্ত্ব সংখ্যা সপ্তদশ, ষোড়শ ও ত্রয়োদশ। হে (পূর্ণব্রহ্ম) সনাতন শ্রীকৃষ্ণ ! মুনি-ঋষিদের এইরূপ মতপার্থক্যের কারণ কী ? আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে তা বলুন।। ৩ ।।

[১]দেবেশ। [২]ত্বমিতি।

শ্রীভগবানুবাচ

যুক্তং চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্॥ ৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন—হে উদ্ধব ! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সকল উক্তিই ঠিক, কারণ সব উক্তিতেই সকল তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেই তা বলা হয়েছে। আমার মায়ার প্রভাবে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব নয় ॥ ৪ ॥

নৈতদেবং যথাহহত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তত্তথা।
এবং বিবদতাং হেতুঃ শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ॥ ৫

জগতে সকলেই নিজের মতকে যথার্থ আখ্যা দিয়ে থাকে। জগতে বিবাদের প্রধান কারণ এই যে সকলেই নিজের মতকে অন্যের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমার শক্তিসকল—সত্ত্ব, রজ আদি গুণসকল ও তাদের বৃত্তির রহস্য লোকেদের বোধগম্য হয় না ; তাই তারা নিজ মতের উপরই আগ্রহ করে বসেন॥ ৫ ॥

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্ বিকল্পো বদতাং পদম্[১]।
প্রাপ্তে শমদমেহপ্যেতি বাদস্তমনুশাম্যতি॥ ৬

সত্ত্বাদি গুণসকলের ক্ষোভেই এই বিবিধ কল্পনারূপ প্রপঞ্চের উৎপত্তি যা বস্তুত নেই, শুধুই নামমাত্র এবং বাদবিসংবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যখন ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত ও চিত্ত শান্ত হয় তখন এই প্রপঞ্চও নিবৃত্ত হয়ে যায় ও তার সঙ্গেই বাদবিসংবাদেরও অবসান হয়॥ ৬ ॥

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্বাপর্যপ্রসংখ্যানং[২] যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্॥ ৭

হে পুরুষপ্রবর ! তত্ত্ব সকলের একের অন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ থাকে। তাই বক্তা যে তত্ত্ব-সংখ্যা নির্ধারণ করেন তার হিসেবে কারণকে কার্যে অথবা কার্যকে কারণে যুক্ত করে তার বর্ণনা করে থাকেন॥ ৭ ॥

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্বশঃ॥ ৮

প্রায়শ দেখা যায় যে এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্বসকলের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। অনুপ্রবেশ হওয়ার কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়মও নেই। দেখা যায় যে ঘট-পট আদি কার্য বস্তু-সকলের তার কারণ মৃত্তিকা-সূত্র আদিতে আবার কখনো মৃত্তিকা-সূত্র আদির ঘট-পটে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে॥ ৮ ॥

পৌর্বাপর্যমতোহমীষাং প্রসংখ্যানমভীপ্সতাম্।
যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্নীমো যুক্তিসম্ভবাৎ॥ ৯

তাই বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে যার মীমাংসা যে কার্যকে কারণে অথবা যে কারণকে কার্যে অন্তর্ভূত করে, যে তত্ত্ব সংখ্যায় উপনীত হয়, তাকে আমি অবশ্যই স্বীকৃতি প্রদান করি কারণ তার সেই উপপাদন যুক্তিসংগতই॥ ৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥ ১০

হে উদ্ধব ! যাঁরা ষড়বিংশ সংখ্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের বক্তব্য এই যে জীব অনাদিকাল থেকেই অবিদ্যাগ্রস্ত। তার পক্ষে নিজেকে জানতে পারা সম্ভব নয়। তাকে আত্মজ্ঞান প্রদান হেতু অন্য কোনো সর্বজ্ঞের প্রয়োজন। (তাই প্রকৃতির কার্যকারণরূপ চতুর্বিংশ তত্ত্ব, পঞ্চবিংশ পুরুষ এবং ষড়বিংশ ঈশ্বর—এইভাবে মোট

[১]পরম্।   [২]এই শ্লোকার্ধটি প্রাচীন বইতে নেই।

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানং চ প্রকৃতের্গুণঃ॥ ১১

প্রকৃতির্গুণসাম্যং[1] বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ॥ ১২

সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব[2] চ॥ ১৩

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ।
জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব॥ ১৪

শ্রোত্রং ত্বগ্দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্পাণ্যুপস্থপায্বঙ্ঘ্রিকর্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ॥ ১৫

শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপং চেত্যর্থজাতয়ঃ।
গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্মায়তনসিদ্ধয়ঃ॥ ১৬

সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্যকারণরূপিণী।
সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে॥ ১৭

ষড়বিংশ তত্ত্ব স্বীকার করা উচিত)॥ ১০ ॥

পঞ্চবিংশ তত্ত্ব সংখ্যা নির্ণয়কারী ব্যক্তিদের অভিমত এই যে এই শরীরে জীব এবং ঈশ্বরের অণুমাত্রও পার্থক্য অথবা ভেদ নেই। তাই সেই সম্বন্ধে প্রভেদের কল্পনাই অবাস্তব। আর জ্ঞান তো সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতির গুণ॥ ১১ ॥

ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি ; অতএব সত্ত্ব, রজ আদি গুণ আত্মার নয়, প্রকৃতির। তার দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই জ্ঞান কখনোই আত্মার গুণ নয়, তা প্রকৃতির গুণ বলেই প্রমাণিত হয়॥ ১২ ॥

এই প্রসঙ্গে সত্ত্বগুণই জ্ঞান, রজোগুণই কর্ম এবং তমোগুণকেই অজ্ঞান বলা হয়। ত্রিগুণের ক্ষোভ উৎপন্নকারী ঈশ্বরই কাল এবং সূত্র অর্থাৎ মহত্তত্ত্বই স্বভাব। (অতএব তত্ত্ব সংখ্যা পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ দুটোই যুক্তিসংগত)॥ ১৩ ॥

হে উদ্ধব ! (যদি ত্রিগুণকে প্রকৃতি থেকে পৃথক ধরা হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি ও লয়কে স্বীকৃতি দিলে তত্ত্ব সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই অষ্টবিংশ হয়ে যায়। এই সংখ্যক তত্ত্বের অতিরিক্ত পঞ্চবিংশ তত্ত্ব এইরূপ—) পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকার, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম —এই নয় তত্ত্বের কথা তো আমি পূর্বেই বলেছি॥ ১৪ ॥

শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা এবং রসনা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন যা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দুইই। এইভাবে ইন্দ্রিয় সংখ্যা মোট একাদশ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এই পাঁচটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। অতএব ত্রি, নব, একাদশ এবং পঞ্চ—মোট অষ্টবিংশ তত্ত্ব হয়। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃতকর্ম—কথা বলা, কর্ম সম্পাদন অথবা কার্যকারণ চলা, মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগ এর দ্বারা তত্ত্ব সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। এই ক্রিয়েন্দ্রিয় সকলকে কর্মেন্দ্রিয় স্বরূপই ধরা উচিত॥ ১৫-১৬ ॥

সৃষ্টির আরম্ভে কার্য (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত) এবং কারণ (মহত্তত্ত্ব আদি)-এর রূপে প্রকৃতিই বিরাজমান থাকে। সেই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের সাহায্যে জগতের স্থিতি, উৎপত্তি এবং

[1]প্রকৃতের্গুণ.। [2]তত্ত্বমেব বা।

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ।। ১৮

সংহার সম্বন্ধিত অবস্থা ধারণ করে। অব্যক্ত পুরুষ তো প্রকৃতি এবং তার অবস্থা সমূহের কেবল সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকে।। ১৭ ।।

মহত্ত্বাদি কারণরূপ ধাতুসমূহ বিকার যুক্ত হয়ে পুরুষের ঈক্ষণের শক্তিতে পুষ্ট হয়ে পরস্পর মিলিত হয় এবং প্রকৃতির আশ্রয় বলে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে।। ১৮ ।।

সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ[1] পঞ্চ খাদয়ঃ।
জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ।। ১৯

হে উদ্ধব ! তত্ত্বের সপ্তসংখ্যা প্রজ্ঞাবানদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত, ষষ্ঠ জীব ও সপ্তম পরমাত্মা যিনি সাক্ষী জীব ও সাক্ষ্য জগৎ উভয়েই অধিষ্ঠিত। এই হল সপ্ততত্ত্ব রহস্য। দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণাদির সৃষ্টির কারণ তো পঞ্চভূতই। (তাই এই মতে তাদের পৃথক স্বীকৃতি দানের প্রশ্নই ওঠে না।)।। ১৯ ।।

ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্।
তৈর্যুক্ত আত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বেদং সমুপাবিশৎ।। ২০

যাঁরা তত্ত্ব সংখ্যাকে ষষ্ঠরূপে স্বীকৃতি দেন তাঁদের বক্তব্য এই যে তত্ত্ব পঞ্চভূত এবং পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা নিজ সৃষ্ট পঞ্চভূতে যুক্ত হয়ে দেহাদি সৃষ্টি করে থাকেন। (এই মতে জীবের সমাবেশ পরমাত্মাতে এবং শরীরাদির সমাবেশ পঞ্চভূতেই হয়ে থাকে।)।। ২০ ।।

চত্বার্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ।
জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু।। ২১

তত্ত্ব সংখ্যাকে যাঁরা চারে সীমিত মনে করেন তাঁদের মতে আত্মা থেকেই তেজ, অপ ও ক্ষিতির সৃষ্টি এবং জগতে উপস্থিত সকল পদার্থের সৃষ্টিও তার থেকেই। এই মতে এর মধ্যেই সকল কার্যের সমাবেশ হয়।। ২১ ।।

সংখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ।। ২২

তত্ত্ব সংখ্যাকে সপ্তদশ যাঁরা বলেন তাঁদের মতে পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, এক মন, এক আত্মা এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই হল মোট সপ্তদশ তত্ত্ব।। ২২ ।।

তদ্বৎ ষোড়শসংখ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ।। ২৩

ষোড়শ তত্ত্ব সংখ্যা গণনাকারীদের পদ্ধতিও উপরিউক্ত সপ্তদশ তত্ত্ব গণনাকারীদের অনুরূপ কেবল মনকে আত্মাতে সমাবিষ্ট বলে পৃথকরূপে ধরা হয় না। তাই তত্ত্ব সংখ্যা সেখানে ষোড়শ। ত্রয়োদশ গণনাকারীদের মতে ব্যোমাদি পঞ্চভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এক মন, এক জীবাত্মা এবং পরমাত্মা—তত্ত্ব মোট ত্রয়োদশ।। ২৩ ।।

একাদশত্ব[2] আত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ।। ২৪

একাদশ সংখ্যাকে স্বীকৃতি প্রদানকারীদের মতে পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তা ছাড়া একমাত্র আত্মার অস্তিত্ব বর্তমান। নয় তত্ত্ব সংখ্যা গণনাকারীরা এইরূপ

[1]যত্রা.। [2]এই 'একাদশত্ব..........নবেত্যথ' শ্লোকটি প্রাচীন বইতে নেই।

ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্॥ ২৫

উদ্ধব উবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ॥ ২৬

প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি।
এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি।
ছেত্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ[১] বচোভির্নয়নৈপুণৈঃ॥ ২৭

ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।
ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া[২] গতিং বেত্থ ন চাপরঃ॥ ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ॥ ২৯

মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা
বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক-
মথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ[৩] ॥ ৩০

দৃগ্ রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে
পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ[৪] খে।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ
স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ।
এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষু-
র্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্॥ ৩১

বলে থাকেন ব্যোমাদি পঞ্চভূত, মন-বুদ্ধি-অহংকার-এই আটটি এবং নবম হল পুরুষ। অতএব মোট তত্ত্বসংখ্যা হল নয়টি॥ ২৪ ॥

হে উদ্ধব ! এইভাবে ঋষি-মুনিগণ বিভিন্নভাবে তত্ত্ব সকলের গণনা করেছেন। সকলের বক্তব্যই সত্য, কারণ সকলের তত্ত্ব সংখ্যাই যুক্তিযুক্ত। আর তত্ত্বজ্ঞানীদের কোথাও কোনো মতেই দোষদৃষ্টি থাকে না। তাদের পক্ষে সব কিছুই স্বীকার্য হয়॥ ২৫ ॥

উদ্ধব বললেন—হে শ্যামসুন্দর ! যদিও স্বরূপত প্রকৃতি এবং পুরুষ—একে অন্য থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন। তবুও এই দুটি এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে সাধারণত তাদের ভেদ বোঝা যায় না। প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ এবং পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। তাদের ভিন্নতা কেমন করে স্পষ্ট হয় ? ২৬ ॥

হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ ! আমার চিত্তে এদের ভিন্নতা অভিন্নতার বিষয়ে সন্দেহ বিদ্যমান। আপনি তো সর্বজ্ঞ, আপনি আপনার যুক্তিযুক্ত বিচার দ্বারা আমার এই সন্দেহের নিরসন করুন॥ ২৭ ॥

ভগবন্ ! আপনারই কৃপায় জীবের জ্ঞান লাভ হয় এবং আপনারই মায়াশক্তি দ্বারা সেই জ্ঞানের বিনাশও হয়। নিজ আত্মস্বরূপ মায়ার বিচিত্র গতি আপনিই জানেন ; অন্য কেউ নয়। অতএব আপনিই আমার সন্দেহ মোচনে সমর্থ॥ ২৮ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব ! প্রকৃতি ও পুরুষ, শরীর ও আত্মা—এই দুই-এর মধ্যে অনেক প্রভেদ। এই প্রাকৃত জগতে জন্ম-মৃত্যু এবং বৃদ্ধি-হ্রাস আদি বিকার হতেই থাকে ; কারণ তা গুণত্রয়ের ক্ষোভ হেতু উদ্ভূত॥ ২৯ ॥

হে প্রিয় সখা ! আমার মায়া ত্রিগুণাত্মক যা সত্ত্ব, রজ আদি গুণদ্বারা বহু প্রকারের ভেদবৃত্তি সৃষ্টি করে থাকে। *যদিও তার সীমাহীন বিস্তার তবুও এই বিকারাত্মক* সৃষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। সেই তিন ভাগ হল —অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত॥ ৩০ ॥

উদাহরণ স্বরূপ—দর্শনেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, তার বিষয়রূপ অধিভূত এবং অক্ষিগোলকে অবস্থিত সূর্যদেবতার অংশ

[১]দেবেশ। [২]হ্যাত্মনো যোগগতিং। [৩]মথাধিভূতমধিদৈবমন্যৎ। [৪]স্বতোঽসৌ।

যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ
প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ।
অহং ত্রিবৃন্মোহবিকল্পহেতু-
র্বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ॥ ৩২

অধিদৈব। এদের নির্ধারণ পরস্পরের উপর আশ্রিত। তাই অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত—এই তিনটি পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু আকাশস্থিত সূর্যমণ্ডল এই তিনের উপর নির্ভরশীল নয় কারণ তা স্বতঃসিদ্ধ। একইভাবে আত্মাও উপযুক্ত ত্রিবিভেদের মূল কারণ এবং তার থেকে ভিন্ন। তা নিজ স্বয়ংসিদ্ধ প্রকাশে সমস্ত সিদ্ধ পদার্থসমূহের মূলসিদ্ধি প্রমাণিত করে। তার দ্বারাই জগৎ প্রকাশিত। যেমন চক্ষুর তিন ভেদ বলা হয় তেমনভাবেই ত্বক, শ্রোত্র, জিহ্বা, নাসিকা এবং চিত্তাদিরও ভেদত্রয় বর্তমান। (যেমন ত্বক, স্পর্শ এবং বায়ু ; শ্রবণ, শব্দ এবং দিশা ; জিহ্বা, রস এবং বরুণ ; নাসিকা, গন্ধ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ; চিত্ত, চিন্তনের বিষয় এবং বাসুদেব ; মন, মনের বিষয় এবং চন্দ্র ; অহংকার, অহংকারের বিষয় এবং রুদ্র ; বুদ্ধি, বোধগম্য বিষয় এবং ব্রহ্মা—এই সকল ত্রিবিধ তত্ত্বের আত্মার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই)॥ ৩১ ॥

প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব হয় এবং মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার হয়। এইভাবে এই অহংকার গুণসকলের ক্ষোভে উৎপন্ন প্রকৃতির এক বিকার মাত্র। অহংকার তিন প্রকারের হয়—সাত্ত্বিক, তামসিক এবং রাজসিক। এই অহংকারই অজ্ঞান এবং সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মূল কারণ॥ ৩২ ॥

আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥ ৩৩

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ; বস্তুসকলের সঙ্গে না আছে তার সম্বন্ধ না আছে বিবাদ। অস্তি-নাস্তি, সগুণ-নির্গুণ, ভাব-অভাব, সত্য-মিথ্যা আদি যত প্রকারের বাদানুবাদ বর্তমান, সেই সকলের মূল কারণ ভেদবুদ্ধি। বিবাদের প্রয়োজনীয়তা আদৌ নেই ; তাই তা সর্বতোভাবে ব্যর্থ। তবুও যারা আমাতে অর্থাৎ নিজ বাস্তবিক স্বরূপে বিমুখ তারা এই বিবাদ থেকে মুক্ত হতে পারে না॥ ৩৩ ॥

উদ্ধব উবাচ

ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্মভিঃ প্রভো।
উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ॥ ৩৪

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! আপনার থেকে বিমুখ জীব কৃত পুণ্য-পাপের ফলে উর্ধ্ব-অধঃ যোনিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। এই প্রশ্ন থেকেই যায় যে ব্যাপক আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন, অকর্তার কর্ম সম্পাদন এবং নিত্য বস্তুর জন্ম-মৃত্যু কেমন করে সম্ভব হয় ? ৩৪ ॥

তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্বিভাব্যমনাত্মভিঃ।
ন হ্যেতৎ প্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ॥ ৩৫

হে গোবিন্দ ! যারা আত্মজ্ঞানরহিত তারা তো এই বিষয়কে সঠিক ভাবে চিন্তা করতেও সক্ষম নয় এবং এই

শ্রীভগবানুবাচ

মনঃ কর্মময়ং[1] নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ততে।। ৩৬

ধ্যায়ন্ মনোঽনু বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ[2]।
উদ্যৎ সীদৎ কর্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনু শাম্যতি।। ৩৭

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ।
জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।। ৩৮

জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্বভাবেন ভূরিদ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ।। ৩৯

স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।
তত্র পূর্বমিবাত্মানমপূর্বং চানুপশ্যতি।। ৪০

বিষয়ের বিদ্বান ব্যক্তি জগতেও বিরল। সকলেই আপনার মায়ার প্রপঞ্চে বিভ্রান্ত। তাই অনুগ্রহ করে আপনিই আমাকে এর রহস্য বোঝান।। ৩৫ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—প্রিয় উদ্ধব ! মানব মন রাশীকৃত কর্ম সংস্কারের বাসস্থান। সেই কর্ম সংস্কার অনুসার ভোগপ্রাপ্তি হেতু তার সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ও সক্রিয়, —এরই নাম লিঙ্গশরীর। কর্মানুসারে তার এক দেহ থেকে অন্য দেহে এবং এক লোক থেকে অন্য লোকে গমনাগমন হয়ে থাকে। আত্মা এই লিঙ্গশরীর থেকে সর্বতোভাবে অসংশ্লিষ্ট। তার গমনাগমন নেই। কিন্তু যখন সে নিজেকে লিঙ্গশরীর জ্ঞান করে ও তাতে অহংকারযুক্ত হয়ে পড়ে তখন দেহের সঙ্গে তার নিজেরও গমনাগমন মনে হয়।। ৩৬ ।।

মন কর্মের অধীন হয়ে থাকে। সে দেখা অথবা শোনা বস্তুচিন্তায় সহজেই যুক্ত হয়ে তদাকার হয় এবং সেই পূর্বচিন্তিত বিষয়ে লীন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তার স্মৃতি ও পূর্বাপরের অনুসন্ধান শক্তি লুপ্ত হতে থাকে।। ৩৭ ।।

দেহাদিতে তার তদ্গতচিত্ততা প্রবল আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় তার পূর্ব শরীরের বিস্মরণও হয়ে থাকে। কোনো কারণে দেহকে সর্বতোভাবে বিস্মৃত হওয়াই তো মৃত্যু নামে পরিচিত।। ৩৮ ।।

হে উদারচিত্ত উদ্ধব ! যখন জীব কোনো বিশেষ দেহকে অভেদ জ্ঞানে অর্থাৎ 'আমি' জ্ঞানে তাকে নিজ সত্তা বলে স্বীকার করে নেয় তখন তাকে জন্ম বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ—স্বপ্নাবস্থায় বা মনোরথকালীন সেই শরীরে অভিমানবশত তাকেই নিজের স্বরূপ বলে মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটি স্বপ্ন বা মনোরথ, যা বাস্তব নয়।। ৩৯ ।।

বর্তমান দেহে অবস্থিত জীবের যেমন পূর্ব দেহের স্মরণ থাকে না ঠিক সেই ভাবেই স্বপ্নে বা মনোরথে অবস্থানকারী জীবেরও পূর্বের স্বপ্ন বা মনোরথের স্মরণ থাকে না, প্রত্যুত পূর্বের বা মনোরথকালে সেই সময়ে তদ্গত হলেও বর্তমানে নিজেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, নবীন-সম জ্ঞান করে।। ৪০ ।।

[1]কর্মময়ৈ.। [2]বাথ শ্রুতাং স্তথা।

ইন্দ্রিয়ায়নসৃষ্টেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি।
বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্ যথা॥ ৪১

ইন্দ্রিয়সমূহের আশ্রিত মন অথবা শরীর প্রথম থেকেই আত্মবস্তুতে 'এ উত্তম', 'এ মধ্যম' অথবা 'এ অধম' এইরূপ ত্রিবিধ-ভাব পোষণ করে। তাতে অহংকার যুক্ত হলেই আত্মা বাহ্যান্তর ভেদের হেতু হয় ; যেমন দুষ্ট পুত্রের পিতা পুত্রের শত্রু-মিত্রের প্রতি শত্রু-মিত্রের ন্যায় ভাবাপন্ন হয়ে যায়॥ ৪১ ॥

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি[1] ন ভবন্তি চ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন[2] দৃশ্যতে॥ ৪২

হে প্রিয় উদ্ধব! কালের সূক্ষ্ম গতি। সাধারণত সেদিকে দৃষ্টি যায় না। তার দ্বারা প্রতিক্ষণই শরীরের উৎপত্তি ও নাশ হতেই থাকে। সূক্ষ্ম হওয়ার জন্যই প্রতিক্ষণ জন্ম-মৃত্যুর এই ক্রিয়া সহসা বোধগম্য হয় না॥ ৪২ ॥

যথার্চিষাং স্রোতসাং চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ।
তথৈব সর্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ॥ ৪৩

যেমন কালের প্রভাবে দীপশিখা, নদীপ্রবাহ অথবা বৃক্ষের ফল বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হতে থাকে তেমনভাবেই প্রাণীদেহের আয়ু, অবস্থা আদিও পরিবর্তিত হতেই থাকে॥ ৪৩ ॥

সোঽয়ং দীপোঽর্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষায়ুষাম্॥ ৪৪

এটি হল সেই জ্যোতির প্রদীপ অথবা ওই প্রবাহের জল, এরূপ বলা ও মনে করা যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, তদনুরূপভাবে 'পূর্বের দেখা সেই লোকটিই ইনি' —এরূপ যে বলে এবং মনে করে সেই ভ্রান্ত ও ব্যর্থ বিষয়-চিন্তনে আয়ুক্ষয়কারী ব্যক্তিরও কথন সম্পূর্ণ মিথ্যা॥ ৪৪ ॥

মা স্বস্য কর্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে বাঽমরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংযুতঃ॥ ৪৫

যদ্যপি সেই বিভ্রান্ত পুরুষও কর্মসংস্কাররূপী বীজের দ্বারা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না, প্রকৃতপক্ষে সে অজর-অমর। তা সত্ত্বেও ভ্রান্তিবশত যেন জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় বলে মনে হয়—যেমন কাঠের আশ্রয়ে অগ্নি উৎপন্ন ও তিরোহিত বলে মনে হয়॥ ৪৫ ॥

নিষেকগর্ভজন্মানি[3] বাল্যকৌমারযৌবনম্।
বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব॥ ৪৬

হে উদ্ধব ! গর্ভাধান, গর্ভবৃদ্ধি, জন্ম, বাল্যাবস্থা, কুমারাবস্থা, যৌবনাবস্থা, প্রৌঢ়ত্ব, বৃদ্ধাবস্থা, এবং মৃত্যু —এই নয়টি অবস্থা শরীরেরই হয়॥ ৪৬ ॥

এতা মনোরথময়ীর্হ্যন্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ।
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে ক্বচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ॥ ৪৭

এই শরীর জীব থেকে ভিন্ন এবং তার এই উত্থানপতন তার মনোরথ অনুসারে হয় ; কিন্তু অজ্ঞানত গুণসকলের সঙ্গ করে তাকে আপন মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে গমনাগমন করে আবার বিবেক জাগ্রত হওয়া মাত্রই সেটি পরিত্যাগ করে॥ ৪৭ ॥

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ।
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ॥ ৪৮

পিতাকে পুত্রের জন্ম এবং পুত্রকে পিতার মৃত্যু দেখে নিজ নিজ জন্ম-মৃত্যুর অনুমান করে নেওয়া উচিত। জন্ম-মৃত্যুযুক্ত দেহসকলের দ্রষ্টা, জন্ম-মৃত্যুযুক্ত শরীর নয়॥ ৪৮ ॥

[1]ন ভবন্তি ভবন্তি চ। [2]সূক্ষ্মত্বং তত্র। [3]ন্মাদি।

তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্‌জন্মসংযমৌ।
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্॥ ৪৯

যে ব্যক্তি ধান্য আদি ফসলের উৎপাদন-অবসানের সাক্ষী সে এই ধ্যানাদি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তদনুরূপ যে শরীর ও শরীরের সকল অবস্থার সাক্ষী, সে শরীর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক॥ ৪৯ ॥

প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্।
তত্ত্বেন স্পর্শসম্মূঢ়ং সংসারং প্রতিপদ্যতে॥ ৫০

অজ্ঞানী পুরুষ এইভাবে প্রকৃতি এবং শরীর থেকে আত্মার পৃথকত্ব বিচার করে না, তত্ত্বত আত্মা পৃথক—এটি অনুভব করে না। সে বিষয়ভোগে প্রকৃত সুখ জ্ঞান করে এবং তাতেই মোহযুক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়ে মুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকে॥ ৫০ ॥

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসা ভূততির্যকত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্মভিঃ॥ ৫১

নিজ কর্মানুসারে জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত অজ্ঞানী জীব সাত্ত্বিক কর্মাসক্তিতে ঋষিলোক ও দেবলোকে, রাজসিক কর্মাসক্তিতে মানব ও অসুর যোনিতে এবং তামসিক কর্মাসক্তিতে ভূতপ্রেত এবং পশু-পক্ষী আদি যোনিতে গমন করে॥ ৫১ ॥

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্যতে॥ ৫২

যখন মানব অন্য ব্যক্তিকে নৃত্য-গীতে রত থাকতে প্রত্যক্ষ করে তখন সেও তার অনুকরণ করে তাল দিতে শুরু করে। ঠিক সেই ভাবেই জীব যখন বুদ্ধির গুণসমূহে আসক্ত হয় তখন সে স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হয়েও তার অনুকরণ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে॥ ৫২ ॥

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ॥ ৫৩

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ॥ ৫৪

জলাশয়ের জল আন্দোলিত অথবা চঞ্চলতাযুক্ত হলে তটভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষসকল প্রতিবিম্বিত হয়ে আন্দোলিত ও চঞ্চলতাযুক্ত বোধ হয়; ঘূর্ণায়মান নয়নের দৃষ্টিতে জগৎও ঘূর্ণায়মান বলে মনে হয়; মনের পরিকল্পিত ও স্বপ্নদৃষ্ট ভোগসামগ্রী সর্বতোভাবে অলীক হয়ে থাকে। ঠিক অনুরূপভাবেই হে দশার্হ! আত্মার বিষয়ানুভবরূপ সংসারও সর্বতোভাবে অসত্যই হয়। আত্মা তো নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব॥ ৫৩-৫৪ ॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥ ৫৫

বিষয়সকল সত্য নয় তবুও যে জীব বিষয়াসক্ত হয়েই থাকতে ভালোবাসে সে এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্র থেকে নিষ্কৃতি পায় না—যেমন স্বপ্নে দৃশ্যমান প্রতিকূলতা জাগরণ বিনা নিবৃত্ত হয় না॥ ৫৫ ॥

তস্মাদুদ্ধব মা ভুঙ্ক্ষ্ব বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ।
আত্মাগ্রহণনির্ভাতং[১] পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্॥ ৫৬

হে প্রিয় উদ্ধব! তাই এই দুষ্ট (সদা অতৃপ্ত) ইন্দ্রিয় সহযোগে বিষয় ভোগ ত্যাগ করো। আত্মবিষয়ক অজ্ঞানে প্রতীত সাংসারিক ভেদবুদ্ধি ভ্রমাত্মক—এই জ্ঞান রাখো॥ ৫৬ ॥

[১]আত্মাগ্রহণনিষ্পন্নং পশ্যন্ বৈকল্পিকং ভ্রমম্।

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা[১]।
তাড়িতঃ সন্নিবদ্ধো[২] বা বৃত্ত্যা[৩] বা পরিহাপিতঃ ॥ ৫৭

নিষ্ঠিতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ৫৮

সাধুকে অসাধু ব্যক্তি অর্ধচন্দ্র দান করে বহিষ্করণ করে। কটুভাবে অপমান করে, উপহাস করে, নিন্দা করে, প্রহার করে, বেঁধে রাখে, থুথু নিক্ষেপ করে, প্রস্রাব করে দেয়, জীবিকা অপহরণ করে এরূপে বিভিন্ন ভাবে উত্যক্ত করে তাকে স্বনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত করবার প্রয়াস করে। তাদের এই আচরণে সাধু ব্যক্তির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয় কারণ সে বেচারি অসাধু ব্যক্তির পরমার্থ জ্ঞানের একান্ত অভাব। অতএব যারা মুক্তি লাভে ইচ্ছুক তারা সকল অপ্রিয় পরিস্থিতি থেকে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা নিজেকে রক্ষা করবে ; বাহ্যিক উপায়ে নয়। বস্তুত আত্মদৃষ্টিই সমস্ত বিপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ ॥ ৫৭-৫৮ ॥

উদ্ধব উবাচ

যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাং বর।
সুদুঃসহমিমং মন্যে আত্মন্যসদতিক্রমম্ ॥ ৫৯

উদ্ধব বললেন—ভগবন্ ! আপনি তো বক্তাশ্রেষ্ঠ। দুর্জন ব্যক্তি-কৃত তিরস্কার আমার অসহ্য বলে মনে হয়। অতএব আপনি আমাকে এমন উপদেশ দান করুন যা আমার বোধগম্য হয় ও আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব হয় ॥ ৫৯ ॥

বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী।
ঋতে ত্বদ্ধর্মনিরতান্ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্ ॥ ৬০

হে বিশ্বাত্মা ! যে প্রীতিসহকারে আপনার ভাগবত ধর্মের আচরণে নিবেদিত প্রাণ, যে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেই সব প্রশান্ত পুরুষদের ছাড়া অন্য যত বড় বড় বিদ্বান বর্তমান, তাদের পক্ষেও দুষ্ট-কৃত তিরস্কার সহ্য করা কঠিন ; কারণ প্রকৃতি প্রকৃতই বলবান ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

---

[১]ঽপি বা। [২]সন্নিরুদ্ধো। [৩]ভৃত্যা। [৪]প্রকম্পিতঃ। [৫]ভো।

অথ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

এক তিতিক্ষু ব্রাহ্মণের ইতিহাস

বাদরায়ণিরুবাচ[১]

স এবমাশংসিত উদ্ধবেন
ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হমুখ্যঃ[২]।
সভাজয়ন্ ভৃত্যবচো মুকুন্দ-
স্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্যঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

বার্হস্পত্য স বৈ নাত্র সাধুর্বৈ দুর্জনেরিতৈঃ।
দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ॥ ২

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈঃ সুমর্মগৈঃ।
যথা তুদন্তি[৩] মর্মস্থা হ্যসতাং[৪] পরুষেষবঃ॥ ৩

কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব।
তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ॥ ৪

কেনচিদ্ ভিক্ষুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জনৈঃ।
স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্মণাম্[৫]॥ ৫

অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া।
বার্তাবৃত্তিঃ কদর্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ॥ ৬

জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি[৬] নার্চিতাঃ।
শূন্যাবসথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চিতঃ॥ ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের লীলা, কথা শ্রবণের মাহাত্ম্য অপরিসীম। লীলাকথা প্রেম ও মুক্তি প্রদানকারী। পরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধবের জানবার প্রবল আগ্রহ দেখে যদুবংশবিভূষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্নের প্রশংসা করে তার উত্তর দিলেন॥ ১ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দেবগুরু বৃহস্পতি-শিষ্য হে উদ্ধব ! দুর্জনের কটুভাষে বিচলিত না হয়ে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম সন্ত ব্যক্তি জগতে প্রায়শ বিরল॥ ২ ॥

দুষ্টজনের কঠোর মর্মভেদী বাক্যবাণের আঘাত শরাঘাতের আঘাত থেকেও অধিক হয়ে থাকে ; তার পীড়াও অধিক অনুভূত হয়॥ ৩ ॥

হে উদ্ধব ! এই পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মাগণ এক অতি পবিত্র প্রাচীন উপাখ্যানের বর্ণনা করে থাকেন। আমি সেটিই তোমাকে অবগত করাব। তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো॥ ৪ ॥

এক ভিক্ষুককে দুষ্টব্যক্তিগণ অত্যধিক উৎপীড়ন করেছিল। ভিক্ষু সেই অত্যাচার তার পূর্ব জন্মের কর্মফল জ্ঞানে সহ্য করে। ধৈর্য ধারণ পূর্বক সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। উপাখ্যানে এইরূপই বলা আছে॥ ৫ ॥

প্রাচীনকালে উজ্জয়িনী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সে কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিল। ব্রাহ্মণ কিন্তু অতি কৃপণ, কামাসক্ত ও লোভী স্বভাবের ছিল। ক্রোধ প্রদর্শন তার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল॥ ৬ ॥

আত্মীয়স্বজনদের ও অতিথিদের প্রতি তার ব্যবহার ছিল রূঢ় ; সে সেবা-আপ্যায়ন কখনো করত না, সুমিষ্ট কথা বলত না। তার ধর্মকর্মবিরহিত জীবনে ধনসম্পদ দ্বারা সে নিজ দেহের সেবা-যত্নও করত না॥ ৭ ॥

---

[১]শুক উবাচ। [২]বর্যঃ। [৩]রুজন্তি। [৪]অসতাং। [৫]নিজকর্মণঃ। [৬]বাঙ্মাত্রেণাপি ন। নাপ্যনর্চিতাঃ।

দুঃশীলস্য কদর্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ।
দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষণ্ণা নাচরন্ প্রিয়ম্॥ ৮

তার কৃপণতা ও কদর্য ব্যবহারের ফলে তার পুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী এবং পত্নী সকলেই তার উপর অসন্তুষ্ট থাকত ; মনে মনে তারা তার অনিষ্ট চিন্তাই করত। অতএব মনোভীষ্ট ব্যবহার সে কোথাও পেত না॥ ৮ ॥

তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ।
ধর্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ॥ ৯

ইহলোক-পরলোক—উভয় থেকে তার পতন হয়েছিল। তার কর্ম কেবল যক্ষসম ধনসম্পদ সংরক্ষণে সীমিত থাকত। ধনসম্পদ তার ধর্মলাভের সহায়ক ছিল না। সে তা উপভোগ করতেও বিরত থাকত। এইরূপ বহুদিন কেটে গেল। তার এরূপ জীবনযাপন পঞ্চমহাযজ্ঞের ভাগী দেবতাদের রুষ্ট করল॥ ৯ ॥

তদবধ্যানবিস্রস্তপুণ্যস্কন্ধস্য[১] ভূরিদ।
অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ॥ ১০

হে উদার উদ্ধব ! পঞ্চমহাযজ্ঞভাগী দেবতাদের অসন্তোষ হেতু তার পূর্ব-পুণ্যলব্ধ ধনসম্পত্তি ক্ষয় হতে লাগল। যে ধনসম্পত্তি সে বহু অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম সহকারে সঞ্চয় করেছিল তা তার চোখের সামনে তছনছ হয়ে গেল॥ ১০ ॥

জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্ দস্যব উদ্ধব।
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ॥ ১১

সেই সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণের ধনসম্পদের কিছু অংশ তার আত্মীয়স্বজনরা আত্মসাৎ করল, কিছু অংশ চুরি হয়ে গেল। কিছু দৈবকোপে অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে নষ্ট হল ও কিছু কালের প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কিছু ভাগ সাধারণ জনগণ অধিকার করল ও অবশিষ্টাংশ দণ্ডস্বরূপ শাসকদল আদায় করে নিয়ে গেল॥ ১১ ॥

স এবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্মকামবিবর্জিতঃ।
উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্॥ ১২

হে উদ্ধব ! এইভাবে তার ধনসম্পদ তাকে ত্যাগ করল। তার না হল ধর্ম সঞ্চয় না হল ধন-সম্পত্তি ভোগ। এদিকে তার আত্মীয়স্বজনরা তার সঙ্গে অসহযোগিতা করতে শুরু করল। তখন সে ভয়ানক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল॥ ১২ ॥

তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ।
খিদ্যতো বাষ্পকণ্ঠস্য নির্বেদঃ সুমহানভূৎ॥ ১৩

ধনসম্পত্তি নাশে তার হৃদয়ে দহন অনুভূত হল। তার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হল। হৃদয়ের বেদনা বাক্‌রোধ করল। এইরূপ চিন্তায় ক্রমে তার মনে সংসারের প্রতি অনীহা এবং প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হল॥ ১৩ ॥

স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেঽনুতাপিতঃ।
ন ধর্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ॥ ১৪

এইবার সেই ব্রাহ্মণের মনে আত্মগ্লানি এল। সে ভাবতে লাগল—'হায় ! আমি এ কী করলাম ! নিজেকে এতদিন অনর্থক উত্ত্যক্ত করলাম। যে ধনসম্পদের জন্য আমি অত্যধিক পরিশ্রম করলাম তা ধর্মকর্মেও ব্যয়িত হল না, আবার আমার সুখভোগেও সাহায্য করল না॥ ১৪ ॥

[১]তদভিধ্যান.।

প্রায়েণার্থাঃ[১] কদর্যাণাং ন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ॥ ১৫

প্রায়শ দেখা যায় যে কৃপণ ব্যক্তিরা ধন সঞ্চয়ে কখনো সুখী হয় না। ইহলোকে ধনসম্পদ আহরণে ও রক্ষায় যুক্ত থেকে তারা চিন্তায় দগ্ধ হতেই থাকে এবং মৃত্যুর পরও ধর্ম না পালন হেতু নরকে গমন করে থাকে॥ ১৫ ॥

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ।
লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্॥ ১৬

যেমন সামান্য কুষ্ঠও সর্বাঙ্গসুন্দর স্বরূপকে কলুষযুক্ত করে, ঠিক তেমনভাবেই লোভ যশস্বী ব্যক্তিদের শুদ্ধ যশ এবং গুণীগণের প্রশংসনীয় গুণের উপর কালিমা লেপন করে॥ ১৬ ॥

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে।
নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো নৃণাম্॥ ১৭

তাকে ধনসম্পদ উপার্জনে, উপার্জিত হলে তার পরিবর্ধনে, সংরক্ষণে এবং তার ব্যয়, নাশ ও উপভোগ করায়—সর্বত্রই অবিরাম পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা এবং বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়॥ ১৭ ॥

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্ধা ব্যসনানি চ॥ ১৮

এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ॥ ১৯

চুরি, হিংসা, মিথ্যাচার, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, অহংকার, ভেদবুদ্ধি, বৈরীভাব, অবিশ্বাস, স্পর্ধা বা ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য, জুয়া এবং মদ্য—মানবের এই পঞ্চদশ অনর্থের মূল ধনসম্পদ—এইরূপ বলা হয়ে থাকে। তাই মুক্তিকামী ব্যক্তি সতত স্বার্থ ও পরমার্থ বিরোধী এই অর্থরূপ অনর্থ থেকে দূরে থাকবে॥ ১৮-১৯ ॥

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।
একাস্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা[২] সদ্যঃ সর্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ॥ ২০

বন্ধু-বান্ধব, পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন—সকলেই স্নেহবন্ধনে একাকার হয়ে আবদ্ধ থাকে—কিন্তু অর্থের জন্য তারা নিমেষে সংবিভক্ত হয়ে যায় ও শত্রুবৎ আচরণ করে॥ ২০ ॥

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ।
ত্যজন্ত্যাশু[৩] স্পৃধো ঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্॥ ২১

তারা স্বল্প পরিমাণ অর্থের জন্য ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়। কথায় কথায় সৌহার্দ্য সম্বন্ধ ত্যাগ করে, ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে ও প্রাণনাশে উদ্যত হয়, এমনকি অন্যের সর্বনাশও করে থাকে॥ ২১ ॥

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্ দ্বিজাগ্র্যতাম্।
তদনাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্॥ ২২

দেবদুর্লভ মানবজন্ম এবং মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করেও যে তার অবহেলা করে সে নিজ বাস্তব স্বার্থ-পরমার্থ নাশ তো করেই, অশুভ গতিও প্রাপ্ত হয়ে থাকে॥ ২২ ॥

স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্।
দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি॥ ২৩

এই মানবদেহ মোক্ষ এবং স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। মানবজন্ম লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো অনর্থ প্রদানকারী ধনসম্পদে আসক্ত হয় না॥ ২৩ ॥

দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্[৪] বন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ।
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ॥ ২৪

যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, প্রাণী, জ্ঞাতি-

[১]নার্থঃ। [২]কারুণিকাঃ। [৩]শু বৃথা ঘ্ন.। [৪]জ্ঞাতীনন্যাংশ্চ।

ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্।
কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিং নু সাধয়ে।। ২৫

কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াসকৃৎ।
কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোঽয়ং সুবিমোহিতঃ।। ২৬

কিং ধনৈর্ধনদৈর্বা কিং কামৈর্বা কামদৈরুত।
মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্মভির্বোত জন্মদৈঃ।। ২৭

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ।। ২৮

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ।
অপ্রমত্তোঽখিলস্বার্থে[১] যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি।। ২৯

তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।
মুহূর্তেন ব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ।। ৩০

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যভিপ্রেত্য মনসা হ্যাবন্ত্যো দ্বিজসত্তমঃ।
উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ শান্তো ভিক্ষুরভূন্মুনিঃ।। ৩১

কুটুম্ব এবং অন্য শরিকদের তাদের প্রাপ্য ধনসম্পদের ভাগ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখে না এবং নিজেও তা উপভোগ করে না, সেই যক্ষসম ধনসম্পদ-রক্ষণকারী কৃপণ অবশ্যই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।। ২৪ ।।

আমি আমার কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছি এবং প্রমাদবশে জীবন, ধনসম্পদ এবং বল-পৌরুষ—সবই খুইয়েছি। বিবেকী ব্যক্তিগণ যে পথে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করে থাকেন আমি সে পথে না গিয়ে ধনসম্পদ আহরণের ব্যর্থ চেষ্টায় সময় ও সুযোগ হারিয়েছি। এই বার্ধক্যে এখন আমি কী সাধন-ভজন করব ? ২৫ ।।

আমি জানি না কেন অতি বড় বিদ্বান ব্যক্তিরাও ধন-সম্পদের তৃষ্ণায় সতত নিরানন্দে থাকেন ? আমার স্থির বিশ্বাস যে এই জগৎ অবশ্যই কোনো মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে আছে।। ২৬ ।।

এই মানব-শরীর করাল কাল মুখগহ্বরে স্থিত রয়েছে। তার ধনসম্পদের, ধনসম্পদ প্রদানকারী দেবতাদের এবং ধনী লোকেদের, ভোগবাসনাসমূহে এবং তাকে পূর্ণ করবার নিমিত্তে ও উপর্যুপরি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিক্ষেপকারী সকাম কর্মের কী প্রয়োজন ? ২৭ ।।

সর্বদেবস্বরূপ ভগবান যে আমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমাকে বর্তমান অবস্থায় আনাও তাঁর কৃপা। তিনিই আমাকে জাগতিক বিষয়ে দুঃখবুদ্ধি ও বৈরাগ্য প্রদান করেছেন। বস্তুত বৈরাগ্যই এই ভবার্ণব পার করবার খেয়া।। ২৮ ।।

আমার বর্তমান অবস্থা তার কৃপায় প্রাপ্ত। আমি আমার আয়ুর শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি অতএব আমি আত্মলাভে সন্তুষ্ট থেকে নিজ পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হব ; অবশিষ্ট কাল এই শরীরকে তপস্যায় যুক্ত করে শুষ্ক করতে প্রয়াসী হব।। ২৯ ।।

আমার এই সংকল্প ত্রিলোকস্বামী দেবতাগণ যেন অনুমোদন করেন। খট্বাঙ্গ তো এক ঘণ্টারও কম সময়ে ভগবদধাম প্রাপ্ত করেছিলেন। অতএব আমার নিরাশার কারণ কোথায় ?' ৩০ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতেই থাকলেন—হে উদ্ধব ! সেই উজ্জয়িনী নিবাসী ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ সংকল্প

[১]হখিলার্থেষু যদি।

স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ।
ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোঽলক্ষিতোঽবিশৎ॥ ৩২

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্যভবন্[১] ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ॥ ৩৩

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং[২] কমণ্ডলুম্।
পীঠং চৈকেঽক্ষসূত্রং চ কন্থাং চীরাণি কেচন॥ ৩৪

প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ।
অন্নং চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে॥ ৩৫

মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্ধনি।
যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ॥ ৩৬

তর্জয়ন্ত্যপরে বাগ্‌ভিঃ স্তেনোঽয়মিতি বাদিনঃ।
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্ বধ্যতাং বধ্যতামিতি॥ ৩৭

ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ॥ ৩৮

অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাড়িব।
মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥ ৩৯

করে তার অহংকারের গ্রন্থিসকল উন্মুক্ত করে ফেলল। তারপর শান্ত ভাব অবলম্বন করে মৌনী সন্ন্যাসী হয়ে গেল॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণের চিত্তে কোনো বিশেষ স্থান, বস্তু অথবা ব্যক্তির প্রতি আসক্তি রইল না। ধীরে ধীরে তার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়ে গেল। সে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবার চেষ্টায় তৎপর হল। মাধুকরী হেতু তার নগরে, গ্রামেগঞ্জে যেতে হত কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখবার প্রয়াস অব্যাহত থাকল॥ ৩২ ॥

হে উদ্ধব! তখন সেই ভিক্ষুক অবধূত অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল। দুষ্ট ব্যক্তিগণ তার পশ্চাদ্‌গমন করত ও নিত্য নতুন পন্থায় তাকে উত্ত্যক্ত করত॥ ৩৩ ॥

দণ্ড কেড়ে নেওয়া, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নেওয়া, কমণ্ডলু-আসন-রুদ্রাক্ষমালা নিয়ে পালানো—সব রকমই অত্যাচার চলতে লাগল। কখনো কখনো তারা কৌপীন ও বস্ত্র ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করে পালিয়ে যেত॥ ৩৪ ॥

কেউ আবার বস্তু দিয়ে অথবা দেখিয়ে তা না দিয়েই তাকে উপহাসও করত। মাধুকরী লব্ধ আহার্য অবধূত লোকচক্ষুর অন্তরালে দূর প্রান্তের নদীতটে বসে গ্রহণ করতে প্রয়াসী হলে পাপী দুষ্টগণ সেখানেও উপস্থিত হয়ে তাকে উত্ত্যক্ত করত ; মস্তকে মূত্র ও আবর্জনা ত্যাগ করত। তারা সেই মৌনব্রতী অবধূতকে ব্রত ভঙ্গ করবার জন্য অত্যাচার করে যেতেই লাগল। অবধূতের ভাগ্যে মৌনব্রত ধারণের হেতু প্রহারও জুটতে লাগল॥ ৩৫-৩৬ ॥

তাকে চোর অপবাদ ও গালাগালিও সহ্য করতে হত। রজ্জুদ্বারা বন্ধন করবার ভয় দেখানো চলতে লাগল॥ ৩৭ ॥

তিরস্কার ব্যঙ্গবিদ্রূপ তার নিত্য প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়াল। 'কৃপণ এখন ধর্মের নামে প্রতারণা করতে শুরু করেছে', 'ধনসম্পত্তি হারিয়ে এ এখন গৃহ থেকে বিতাড়িত, তাই ভিক্ষা করে ধন সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছে', 'এই শক্ত-সমর্থ ভিখারির ধৈর্য কেমন পর্বতসম অটল-অচল', 'এ মৌন থেকে কাজ গুছিয়ে নিতে চায়', 'এ বক হতেও বড় প্রতারক ও শঠ'—এইরূপ বাক্যবাণ তাকে সতত বিদ্ধ করতে লাগল॥ ৩৮-৩৯ ॥

[১]পর্যভবংস্তত্র। [২]পাত্রকমণ্ডলূ।

ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্বাতয়ন্তি[১] চ।
তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্॥ ৪০

অবধূতের উপর অত্যাচার চলতে লাগল। উপহাস, অধোবায়ু-মোচনও বাদ গেল না। অবধূতকে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীসম গৃহে বন্দী রাখাও হতে লাগল॥ ৪০ ॥

এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকং[২] চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত॥ ৪১

কিন্তু সেই অবধূত অত্যাচারসমূহ বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে লাগল। তাকে জ্বর আদি শারীরিক পীড়া, শীত গ্রীষ্ম আদি দৈবপ্রেরিত ক্লেশ ও দুর্জন ব্যক্তি-কৃত অপমানাদির সম্মুখীন হতে হল কিন্তু তাতেও ভিক্ষুকের মনে কোনো রকম বিকার উদয় হল না। সে সব কিছু তার পূর্বজন্মার্জিত কৃতকর্মের ফল বলে সহ্য করে গেল॥ ৪১ ॥

পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ।
পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্মস্থো ধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীম্॥ ৪২

নীচ প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন উপায়ে তাকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করত। অবধূত কিন্তু ধর্মে অবিচল রইল। সাত্ত্বিক ধৈর্য আশ্রয় করে সে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে যেতে থাকল॥ ৪২ ॥

দ্বিজ[৩] উবাচ

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-
র্ন দেবতাঽঽত্মা গ্রহকর্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্ যৎ॥ ৪৩

ব্রাহ্মণ চিন্তা করত—মানব, দেবতা, শরীর, গ্রহ—কোনোটাই আমার দুঃখ-সুখের কারণ নয় ; কাল ও কর্মই এর প্রকৃত কারণ। শ্রুতি ও মহাত্মাগণ মনকেই পরম কারণ রূপে চিহ্নিত করে থাকেন কারণ সংসার চক্র পরিচালনা তার দ্বারাই হয়ে থাকে॥ ৪৩ ॥

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়-
স্ততশ্চ কর্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি
তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি॥ ৪৪

বস্তুত মনের শক্তি অপরিসীম। বিষয়, গুণ ও তার সঙ্গে যুক্ত বৃত্তি—এই সবই মনের সৃষ্টি। বৃত্তিই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম সম্পাদনকারী, যা জীবের বিবিধ গতি প্রদানকারী হয়ে থাকে॥ ৪৪ ॥

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা
হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্
জুষন্ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ॥ ৪৫

সকল চেষ্টাই মনের। আত্মার তার সঙ্গে নিত্য নিবাস হলেও তা কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকে। আত্মা জ্ঞানশক্তি সমন্বিত, আত্মজীবের সে সনাতন সখা। সে নিজ অব্যক্ত জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা সব কিছু নিরীক্ষণ করে থাকে। তার অভিব্যক্তি মনের দ্বারাই হয়ে থাকে। যখন সে মনকে স্বীকৃতি দিয়ে তার দ্বারা বিষয়াদির ভোক্তা হয়ে বসে তখন কর্মে আসক্তির কারণে সে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে॥ ৪৫ ॥

দানং স্বধর্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতং চ কর্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥ ৪৬

দান-ধর্মকে যথার্থরূপে পালন, নিয়ম, যম, বেদ অধ্যয়ন, সৎকর্ম করা এবং ব্রহ্মচর্য আদি শ্রেষ্ঠ ব্রত—এই সকল কার্যের পরম লক্ষ্য মন একাগ্র করা, তাকে ভগবানে নিমজ্জিত করা। সমাহিত মনই পরম যোগাবস্থা॥ ৪৬ ॥

[১]দুর্বাদয়ন্তি। [২]দৈবং চ। [৩]প্রাচীন বইতে 'দ্বিজ উবাচ' নেই।

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং
দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং[১] যস্য মনো বিনশ্যদ্
দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ।। ৪৭

যার মন শান্ত ও সমাহিত, তার দানাদি সকল সৎকর্মের ফল প্রাপ্তি হয়েই আছে। তার প্রাপ্য বলে আর কোনো বস্তুই অবশিষ্ট নেই। এর বিপরীতে যেখানে মন চঞ্চল অথবা আলস্যাভিভূত সেখানে এই দানাদি শুভকর্ম-সকলের ফল প্রাপ্তি সুদূর পরাহত।। ৪৭ ।।

মনোবশেহন্যে হ্যভবন্[২] স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্ বশে তং স হি দেবদেবঃ।। ৪৮

এক মনই ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করতে সক্ষম, মন কখনো তাদের বশীভূত নয়। তাই মনই পরম শক্তিধর, তাকে ভয়ংকর শক্তিশালী দেবতা আখ্যা দেওয়াই সমুচিত। যে মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছে সে তো দেবতাদেরও দেবতা। সে তো ইন্দ্রিয় বিজেতা।। ৪৮ ।।

তং দুর্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগম্
অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র[৩] মর্ত্যৈ-
র্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ।। ৪৯

এও সত্য যে মন অতি বড় শত্রু। এর আক্রমণ অসহ্য বলে মনে হয়। তার আঘাত কেবল বাহ্য শরীরকে নয়, হৃদয়াদি মর্মস্থলকেও বিদ্ধ করে। তাই মানবের প্রধান কর্তব্য, এই শত্রুকে পরাভূত করা। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে মূর্খরা আদৌ এই বিষয়ে আগ্রহী হয় না ; বরং তারা অনর্থক বাদ-বিবাদে যুক্ত হয়ে অন্যদেরই মিত্র-শত্রু-উদাসীন জ্ঞান করে বসে।। ৪৯ ।।

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোহহমন্যোহয়মিতি ভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি।। ৫০

সাধারণ মানব বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছে। তাই তারা স্বকপোলকল্পিত শরীরকে 'আমি' ও 'আমার' ধারণা করে বসে এবং 'আমি', 'তুমি'—এই ভেদবুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার পরিণামস্বরূপ তারা অনন্ত অজ্ঞানান্ধকারেই ঘুরতে থাকে।। ৫০ ।।

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনশ্চাত্র হ ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভি-
স্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ।। ৫১

যদি ধরে নেওয়া যায় যে মানুষই সুখ-দুঃখের কারণ, তাহলেও তার আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ কী ? কারণ সুখ-দুঃখ-প্রদানকারী যেমন নশ্বর, শরীরধারী ভোগের শরীরও যে তাই। কখনো আহার্য গ্রহণকালে যদি দন্তদ্বারা জিহ্বা নিপীড়িত হয় তখন মানব কার উপর ক্রোধ প্রকাশ করবে ? ৫১ ।।

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু
কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে।। ৫২

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে দেবতাই দুঃখের কারণ তবুও এই সুখ-দুঃখে, আত্মার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নেই। কারণ দুঃখের কারণ রূপে যে দেবতা তিনিই তো ইন্দ্রিয়াভিমানী রূপে ভোক্তাও এবং দেবতাগণ দেহে সমরূপে অধিষ্ঠিত ; শরীর ভেদে তাঁর পরিবর্তন হয় না। এই অবস্থায় শরীরের এক অঙ্গ যদি অন্য

[১]ন সংযতং। [২]হ্যভবংশ্চ। [৩]এব।

আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ
কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ।
ন হ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষা স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখম্॥ ৫৩

গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ।
গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোঽন্যঃ॥ ৫৪

কর্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন হি কর্মমূলম্॥ ৫৫

কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ।
নাগ্নের্হি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্॥ ৫৬

ন কেনচিৎ ক্বাপি কথঞ্চনাস্য
দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য।
যথাহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যা-
দেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ॥ ৫৭

অঙ্গের নিপীড়নের কারণ হয় তাহলে ক্রোধ কার উপর করা ? ৫২ ॥

যদি আত্মাকে সুখ-দুঃখের কারণ বলে বোধ হয় তাহলে এই পরম সত্যের উপর বিচার আবশ্যক যে সেখানে তো আত্মাই একমাত্র বর্তমান ; অন্য কিছুর অস্তিত্বই নেই। অন্য কিছু মনে হলে, তা তো সর্বতোভাবে মিথ্যা। তাই যখন সুখ নেই, দুঃখ নেই, তাহলে ক্রোধ আসে কেমনভাবে ? ক্রোধের নিমিত্ত কোথায় ? ৫৩ ॥

যদি গ্রহ সমুদয়কে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত মনে করা হয় তাহলেও অবিনশ্বর আত্মার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তাদের প্রভাব তো জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবদ্ধ এই শরীরের উপরই সীমিত। গ্রহসমুদয়-কৃত পীড়া তার প্রভাব গ্রহণকারী শরীরসকলের উপরই হওয়া সম্ভব ; এবং এই আত্মা সেই গ্রহসমুদয় এবং শরীরসকল থেকে সর্বতোভাবে পৃথক সত্তা। তাহলে ক্রোধ কার উপর করা ? ৫৪ ॥

যদি কর্মকে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত ধরা হয় তবে তার সঙ্গেও আত্মার সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। জড় ও চেতন উভয়ের সংযোগ হলে কর্ম হয়। (যে বস্তু বিকারযুক্ত এবং নিজ হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন তার দ্বারাই কর্ম সম্পাদন সম্ভব ; অতএব বিকারযুক্ত হওয়ার জন্য তা জড় এবং হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার জন্য চেতন।) কিন্তু শরীর তো অচেতন পিঞ্জর মাত্র এবং তাতে পক্ষীরূপে নিবাসকারী আত্মা সর্বতোভাবে নির্বিকার এবং সাক্ষীমাত্র। অতএব কর্মসমূহের আধারই প্রমাণিত হয় না। তাহলে ক্রোধ কার উপর করা ? ৫৫ ॥

যদি মনে করা হয় যে কালই সুখ-দুঃখের কারণ, তবুও আত্মার উপর তার প্রভাব কেমন করে পড়া সম্ভব, তা বোঝা যায় না। কাল স্বয়ংই তো আত্মস্বরূপ। যেমন অগ্নি অগ্নিকে দহন করতে পারে না, বরফ বরফকে দ্রবীভূত করতে পারে না, ঠিক সেই ভাবেই আত্মস্বরূপ কাল নিজ আত্মাকে সুখ-দুঃখ প্রদান করতেই পারে না। অতএব ক্রোধ করা কার উপর ? আত্মা তো শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে সর্বতোভাবে উর্ধ্বে॥ ৫৬॥

আত্মা প্রকৃতির স্বরূপ, ধর্ম, কার্য, লেশ, সম্বন্ধ এবং গন্ধ থেকেই অসংশ্লিষ্ট। বস্তুত আত্মার কোনো দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কই নেই। দ্বন্দ্ব তো জন্ম-মৃত্যু চক্রে

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥ ৫৮

আবর্তনকারী অহংকারেরই হয়ে থাকে। যে এই তত্ত্ব-জ্ঞানী সে কোনো কিছুতেই ভীত হয়ে পড়ে না॥ ৫৭ ॥

মহান প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ এই পরমাত্মনিষ্ঠার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমিও তার আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তি ও প্রেমদাতা ভগবানের পাদপদ্মের সেবায় যুক্ত থেকে অনায়াসে এই দুরন্ত অজ্ঞান সাগরকে অতিক্রম করব॥ ৫৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

নির্বিদ্য নষ্টদ্রবিণো গতক্লমঃ
প্রব্রজ্য গাং পর্যটমান ইত্থম্।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্মা-
দকম্পিতোঽমুং মুনিরাহ গাথাম্॥ ৫৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব ! ধনসম্পদ পরাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণের সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হল। সে জগৎ থেকে উপরত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছিল। যদিও দুষ্টগণ তাকে বিভিন্ন উপায়ে উত্যক্ত করেছিল তবুও সে ধর্মে অটল রইল, বিচলিত হল না। সেই কালে সেই মৌনব্রতধারী অবধূত এইরূপ গান মনে মনে গাইত॥ ৫৯ ॥

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ॥ ৬০

হে উদ্ধব ! এই জগতে মানবকে অন্য কেউ সুখ অথবা দুঃখ প্রদান করে না ; তা তার চিত্তবিভ্রম মাত্র। এই সমস্ত জগৎ এবং তার মধ্যে মিত্র, উদাসীন এবং শত্রুর ভেদ অজ্ঞানকল্পিত॥ ৬০ ॥

তস্মাৎ সর্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥ ৬১

তাই হে প্রিয় উদ্ধব ! নিজ বৃত্তিসমূহকে আমাতে তন্ময় করে দাও এবং এইভাবে নিজের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়ে মনকে বশীভূত করে ফেল এবং তারপর আমাতে নিত্যযুক্ত হয়ে অবস্থান করো। এই তো সমস্ত যোগসাধনের সার সংগ্রহ॥ ৬১ ॥

য এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ।
ধারয়ঞ্ছ্রাবয়ঞ্ছৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে॥ ৬২

এই ভিক্ষুকগাথা মূর্তিমান ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ঠা। যে একাগ্র চিত্তে তা শ্রবণ, কীর্তন ও ধারণ করে সে কখনো সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বসমূহের বশীভূত হয় না। তার মধ্যেও সে সিংহবৎ গর্জন করতেই থাকে॥ ৬২ ॥

———○———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

———○———

অথ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ
চতুর্বিংশ অধ্যায়
সাংখ্যযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্বৈর্বিনিশ্চিতম্।
যদ্ বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্ বৈকল্পিকং ভ্রমম্।। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! এবারে আমি তোমায় সাংখ্যশাস্ত্রের কথা বলব। প্রাচীনকালের মহান মুনি-ঋষিগণই এই সিদ্ধান্ত নিরূপণ করে গেছেন। যখন জীব এই জ্ঞান উত্তমরূপে লাভ করে তখন তার ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সুখ-দুঃখাদিরূপ ভ্রম তৎক্ষণাৎ অপসারিত হয়।। ১ ।।

আসীজ্ জ্ঞানমথো হ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে।। ২

যুগারম্ভের পূর্বে প্রলয়কালে, আদি সত্যযুগে কিংবা অন্য কোনো কালেও মানব বিবেকনিপুণ হয়ে উঠলে—সকল অবস্থাতেই এই সমস্ত দৃশ্য ও দ্রষ্টা, জগৎ এবং জীব বিকল্পশূন্য কোনোরূপ ভেদাভেদ বিরহিত কেবল এক শুদ্ধ রূপেই অবস্থান করে।। ২ ।।

তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্।
বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ বৃহৎ।। ৩

ব্রহ্ম যে বিকল্পরহিত তাতে সন্দেহ নেই। ব্রহ্ম কেবল অদ্বিতীয় ও শাশ্বত ; তাতে মন ও বাণীর গতি নেই। সেই ব্রহ্মই মায়া এবং তাতে প্রতিবিম্বিত জীব দৃশ্য ও দ্রষ্টা রূপে যেন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।। ৩ ।।

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ[১] সোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে।। ৪

তার একটিকে প্রকৃতি বলে। সেই জগতের কার্য এবং কারণের রূপ ধারণ করেছে। দ্বিতীয় যা জ্ঞানস্বরূপ, পুরুষরূপে পরিচিত।। ৪ ।।

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ[২]।। ৫

হে উদ্ধব ! আমিই জীবের শুভাশুভ কর্মানুসারে প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ করেছি। তাতে তার থেকেই সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণের উৎপত্তি হয়েছে।। ৫ ।।

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ।
ততো বিকুর্বতো জাতোঽহঙ্কারো[৩] যো বিমোহনঃ।। ৬

তার থেকেই ক্রিয়াশক্তি প্রধান সূত্র এবং জ্ঞান-শক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বর উৎপত্তি। তারা কিন্তু পরস্পর সম্মিলিত অবস্থায় বিরাজমান থাকে। মহত্তত্ত্বতে বিকার হওয়ায় অহংকার ব্যক্ত হল। এই অহংকারই জীবকে মোহগ্রস্ত করে থাকে।। ৬ ।।

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ।। ৭

অহংকার তিন প্রকার হয়ে থাকে—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। অহংকার পঞ্চতন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় এবং মনের কারণ ; তাই তা উভয়াত্মক, জড় ও চেতন—দুই-ই।। ৭ ।।

---

[১]তিশ্চোভয়াত্মিকা। [২]বা। [৩]যোঽহঙ্কারো বি.।

অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ।
তৈজসাদ্ দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ॥ ৮

তামসী অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রা এবং তার থেকে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হল ; রাজসী অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সকল এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা একাদশ দেবতা প্রকাশিত হলেন। (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং এক মন—একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এই এগারোজন দেবতা আছেন)॥ ৮॥

ময়া[১] সঞ্চোদিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্ ॥ ৯

আমার প্রেরণায় এই সকল বস্তু একত্রিত হয়ে ফলস্বরূপ এক বিশাল অণ্ড উৎপন্ন হল। এই অণ্ড আমার উত্তম নিবাসস্থান॥ ৯ ॥

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ[২]।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ॥ ১০

যখন অণ্ড জলে অবস্থিত হল, তখন আমি নারায়ণ রূপে তাতে বিরাজমান হলাম। আমার নাভি থেকে বিশ্বকমলের উৎপত্তি হল। তার উপর ব্রহ্মার আবির্ভাব হল॥ ১০ ॥

সোঽসৃজত্তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা॥ ১১

বিশ্বসমষ্টির অন্তঃকরণ ব্রহ্মা আরম্ভে কঠোর তপস্যা করলেন। তারপর আমার কৃপাপ্রসাদে ও সামর্থ্যে তিনি রজোগুণ দ্বারা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ—এই ত্রিলোকের এবং তাদের লোকপালদের সৃষ্টি করলেন॥ ১১ ॥

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাং চ ভুবঃ পদম্।
মর্ত্যাদীনং চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্॥ ১২

দেবতাদের নিবাসরূপে স্বর্গলোক, ভূত-প্রেতাদির নিবাসরূপে ভুবর্লোক (অন্তরীক্ষ) এবং মানবাদির নিবাসরূপে ভূলোক (পৃথিবীলোক) নির্দিষ্ট করা হল। এই ত্রিলোকের উপরে মহর্লোক, তপলোক আদি সিদ্ধদের নিবাসস্থান চিহ্নিত হল॥ ১২ ॥

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্বাঃ কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্॥ ১৩

সৃষ্টিকার্যে সামর্থ্য অর্জন করে ব্রহ্মা অসুর এবং নাগসমূহের জন্য পৃথিবীর নীচে অতল, বিতল, সুতল আদি সাতটি পাতাললোক নির্মাণ করলেন। এই ত্রিলোকেই ত্রিগুণাত্মক কর্মানুসার বিবিধ গতির প্রাপ্তি হয়ে থাকে॥ ১৩ ॥

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতিঃ॥ ১৪

যোগ, তপস্যা এবং সন্ন্যাস দ্বারা মহর্লোক, জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক রূপ উত্তম গতির প্রাপ্তি হয়ে থাকে এবং ভক্তিযোগে আমার পরমধাম লাভ হয়॥ ১৪ ॥

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্মযুক্তমিদং জগৎ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি॥ ১৫

এই সমস্ত জগৎ কর্ম এবং তার সংস্কারসমূহে যুক্ত। আমিই কালরূপে কর্মানুসারে তার ফলের বিধান প্রদান করে থাকি। এই গুণপ্রবাহের ধারায় জীব কখনো

[১]ত্বয়া। [২]সলিলসংস্থিতে।

অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি।
সর্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ১৬

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্।
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ॥ ১৭

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে॥ ১৮

প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎ ত্রিতয়ং ত্বহম্॥ ১৯

সর্গঃ প্রবর্ততে তাবৎ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্॥ ২০

বিরাণ্ময়াঽঽসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ॥ ২১

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্যমন্নং[১] ধানাসু লীয়তে।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে॥ ২২

অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে॥ ২৩

নিমজ্জিত হয় আবার কখনো সচেতন—কখনো তার অধোগতি হয় আবার কখনো পুণ্য বলে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্তি হয়॥ ১৫ ॥

জগতে ছোট-বড়, স্থূল-কৃশ যত রকমের পদার্থ সৃষ্টি হয়, সবই প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়ের সংযোগেই হয়ে থাকে॥ ১৬ ॥

আদি ও অন্তে যে বস্তু বর্তমান তা মধ্যেও বর্তমান থাকে—তাই সত্য। বিকার তো ব্যবহার হেতু কল্পনা মাত্র। উদাহরণ রূপে কঙ্কণ-কুণ্ডল আদি সুবর্ণের বিকার এবং ঘট-সরা আদি মৃত্তিকার বিকার ; পূর্বে যা সুবর্ণ এবং মৃত্তিকা ছিল এবং অন্তেও তা সুবর্ণ এবং মৃত্তিকারূপে থাকবে। অতএব মধ্যেও তা সুবর্ণ ও মৃত্তিকাই। পূর্ববর্তী কারণও (মহত্তত্ত্ব আদি) পরম কারণকে উপাদান করে অপর (অহংকার আদি) কার্যবর্গ সৃষ্টি করে তাও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সত্য। অতএব এই নিষ্কর্ষে উপনীত হওয়া যায় যে বস্তু কার্যের আদিতে ও অন্তে বিদ্যমান থাকে, তাই সত্য॥ ১৭-১৮ ॥

এই প্রপঞ্চের উপাদান কারণ প্রকৃতি। পরমাত্মা অধিষ্ঠান এবং একে প্রকাশিত করে কাল। ব্যবহার-কালের এই বৈচিত্র্যই (ত্রিবিধিতা) বস্তুর ব্রহ্মস্বরূপ এবং আমিই সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম॥ ১৯ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মার ঈক্ষণ শক্তি সক্রিয় থাকে ততক্ষণ তাঁর পালন প্রবৃত্তি বর্তমান থাকে এবং সে পর্যন্ত জীবের কর্মভোগ হেতু কারণ-কার্যরূপে অথবা পিতা-পুত্রাদিরূপে এই সৃষ্টিচক্র নিরন্তর চলতেই থাকে॥ ২০ ॥

এই বিরাটই বিবিধ লোকের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের লীলাভূমি। যখন আমি এতে কালরূপে প্রবেশ করি ও প্রলয়ের সংকল্প গ্রহণ করি, তখন তা ভুবনসমূহের সঙ্গে বিনাশরূপ বিভাজনের ক্রম ধারণ করে॥ ২১ ॥

তার লীন হওয়ার পদ্ধতি এইরূপ হয়ে থাকে —প্রাণী-শরীর অন্নে, অন্ন বীজে, বীজ ভূমিতে, ভূমি গন্ধ-তন্মাত্রাতে লীন হয়ে যায়॥ ২২ ॥

গন্ধ-তন্মাত্রা জলে, জল নিজ গুণ—রসে, রস তেজে এবং তেজ রূপে লীন হয়ে যায়॥ ২৩ ॥

[১]মর্ত্যোঽন্নং।

রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।
অম্বরং শব্দতন্মাত্র ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু॥ ২৪

রূপ বায়ুতে, বায়ু স্পর্শে, স্পর্শ আকাশে এবং আকাশ শব্দ-তন্মাত্রাতে লীন হয়ে যায়। সকল ইন্দ্রিয় তার কারণ দেবতাদের মধ্যে এবং পরিশেষে রাজস অহংকারে লীন হয়ে যায়॥ ২৪ ॥

যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ॥ ২৫

হে সৌম্য ! রাজস অহংকার নিজ নিয়ন্তা সাত্ত্বিক অহংকাররূপ মনে, শব্দতন্মাত্রা পঞ্চভূত হেতু তামস অহংকারে এবং সমস্ত জগৎকে বিমোহিত করতে সক্ষম ত্রিবিধ অহংকার—মহত্তত্ত্বে লীন হয়ে যায়॥ ২৫ ॥

স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ।
তেঽব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে তৎ কালে লীয়তেঽব্যয়ে॥ ২৬

জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্ব নিজ কারণ গুণে লীন হয়ে যায়। গুণ অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি নিজ প্রেরক অবিনাশী কালে লীন হয়ে যায়॥ ২৬ ॥

কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥ ২৭

কাল মায়াময় জীবে এবং জীব অজাত আত্মা আমাতে লীন হয়ে যায়। আত্মা কারো মধ্যে লীন হয় না ; তা উপাধিবিবর্জিত নিজ স্বরূপেই অবস্থান করে। তা জগতের সৃষ্টি ও লয়-এর অধিষ্ঠান এবং অবধি॥ ২৭ ॥

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ।
মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ॥ ২৮

হে উদ্ধব ! যে এইরূপ বিবেকদৃষ্টি সহযোগে দর্শন করে তার চিত্তে এই প্রপঞ্চের ভ্রান্তি আসে না। যদি কদাচিৎ তার স্ফুরণও হয়ে যায় তা বেশিক্ষণ হৃদয়ে অবস্থান কেমন করে করবে ? সূর্যোদয় ও অন্ধকার-এর যুগপৎ অবস্থিতি কী আদৌ সম্ভব ? ২৮ ॥

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ[১]।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া॥ ২৯

হে উদ্ধব ! আমি কার্য ও কারণ উভয়েরই সাক্ষী। আমি তোমাকে সৃষ্টি থেকে প্রলয় এবং প্রলয় থেকে সৃষ্টি সাংখ্যবিধি বললাম। এর বিচার সন্দেহ-গ্রন্থি উন্মোচন করে এবং পুরুষ নিজ স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

---

[১]ভেষজঃ।

অথ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ত্রিগুণ বৃত্তির নিরূপণ

শ্রীভগবানুবাচ

গুণানামসম্মিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।
তন্মে পুরুষবর্যেদমুপধারয় শংসতঃ।। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পুরুষপ্রবর উদ্ধব ! প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে গুণত্রয়ের প্রকাশ বিভিন্ন রূপে হয়ে থাকে, যার জন্য প্রাণীকুলের স্বভাবেও বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটে। কোন্ গুণে কী প্রভাব তাই আমি তোমায় বলতে চলেছি। তুমি সচেতনতা সহকারে শ্রবণ করো।। ১।।

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ।। ২

সত্ত্বগুণের বৃত্তিসকল এইরূপ—শম (মনঃসংযম), দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা), বিবেক, তপ, সত্য, দয়া, স্মৃতি, সন্তোষ, ত্যাগ, বিষয়ে অনিচ্ছা, শ্রদ্ধা, লজ্জা (পাপকার্যে স্বাভাবিক সংকোচ), আত্মরতি, দান, বিনয় এবং সরলতা ইত্যাদি।। ২ ।।

কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্।
মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্যং বলোদ্যমঃ।। ৩

রজোগুণের বৃত্তিসকল এইরূপ—ইচ্ছা, প্রযত্ন, দম্ভ, তৃষ্ণা (অসন্তোষ), গর্ব, দেবতাদের কাছে ধনসম্পদ যাচনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগ, যুদ্ধাদি হেতু মদজনিত উৎসাহ, নিজ যশে প্রেম, হাস্য, পরাক্রম এবং হঠযুক্ত কার্য করা ইত্যাদি।। ৩ ।।

ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ।
শোকমোহৌ বিষাদার্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ।। ৪

তমোগুণের বৃত্তিসকল এইরূপ—ক্রোধ (অসহিষ্ণুতা), লোভ, মিথ্যাচারিতা, হিংসা, যাচনা, পাষণ্ড-ভাব, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, দীনতা, নিদ্রা, আশা, ভয় এবং কর্মবিমুখতা ইত্যাদি।। ৪ ।।

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্বশঃ।
বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু।। ৫

এইভাবে যথাক্রমে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রধান বৃত্তিসকলের পৃথকভাবে বর্ণনা করা হল। এবার তাদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বৃত্তিসকলের বর্ণনা শ্রবণ করো।। ৫ ।।

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ।। ৬

হে উদ্ধব ! 'আমি' এবং 'এটা আমার'—এইরূপ বুদ্ধিতে ত্রিগুণের সংমিশ্রণ থাকে। যে মন, শব্দাদি, বিষয়, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণসমূহের হেতু পূর্বোক্ত বৃত্তিসকল উদ্ভূত হয় তা সবই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।। ৬ ।।

ধর্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ।। ৭

যখন মানব ধর্ম, অর্থ এবং কামে সংলগ্ন থাকে তখন তার সত্ত্বগুণের প্রভাবে শ্রদ্ধা, রজোগুণের প্রভাবে রতি এবং তমোগুণের প্রভাবে ধনসম্পদ প্রাপ্তি হয়ে থাকে। এও গুণসমূহের সংমিশ্রণই।। ৭ ।।

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা।। ৮

যখন মানব সকাম কর্ম, গৃহস্থাশ্রম এবং স্বধর্মাচরণে

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ।
কামাদিভী রজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্॥ ৯

অধিক প্রীতি ধারণ করে তখন তাকে ত্রিগুণের সংমিশ্রণই জ্ঞান করা উচিত॥ ৮ ॥

মানসিক শান্তি ও জিতেন্দ্রিয়তা আদি গুণদ্বারা সত্ত্বগুণী পুরুষের, কামনাদি দ্বারা রজোগুণী পুরুষের এবং ক্রোধ-হিংসা দ্বারা তমোগুণী পুরুষের পরিচিতি হয়ে থাকে॥ ৯ ॥

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা॥ ১০

পুরুষ অথবা নারী যখন নিষ্কাম হয়ে নিজ নিত্যনৈমিত্তিক কর্মদ্বারা আমার আরাধনা করে তখন তাকে সত্ত্বগুণীরূপে জ্ঞান করবে॥ ১০ ॥

যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত[১] স্বকর্মভিঃ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাদ্ধিংসামাশাস্য তামসম্॥ ১১

সকামভাবে নিজ কর্মের দ্বারা আমার সাধন-ভজনকারী হল রজোগুণী এবং যে নিজ শত্রু বিনাশাদি হেতু আমার সাধনভজন করে সে তমোগুণী॥ ১১ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে॥ ১২

সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই ত্রিগুণের কারণ হল এই জীবের চিত্ত বা অন্তঃকরণ। তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই নেই। এই গুণত্রয় হেতু জীব শরীর অথবা ধন-সম্পদে আসক্ত হয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়॥ ১২ ॥

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্॥ ১৩

সত্ত্বগুণ প্রকাশক, নির্মল এবং শান্ত। যখন সে রজোগুণ এবং তমোগুণকে অবদমিত করে অগ্রসর হয় তখন পুরুষ সুখ, ধর্ম এবং জ্ঞানাদির উপযুক্ত হয়॥ ১৩ ॥

যদা জয়েত্তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্মণা যশসা শ্রিয়া॥ ১৪

রজোগুণ ভেদবুদ্ধির কারণ। আসক্তি এবং প্রবৃত্তি এই তার দুই স্বভাব। যখন তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণকে দলন করে রজোগুণের বৃদ্ধি হয় তখন মানব দুঃখ, কর্ম, যশ এবং লক্ষ্মীসম্পন্ন হয়॥ ১৪ ॥

যদা জয়েদ্ রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া॥ ১৫

তমোগুণ অজ্ঞানস্বরূপ। আলস্যপরায়ণ হওয়া ও বুদ্ধিবৈকল্য—এই তার দুই স্বভাব। যখন তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণকে অবদমিত করে তখন প্রাণী বিভিন্ন প্রকারের আশা করতে থাকে, শোক-মোহে সংযুক্ত হয়, হিংসা করতে শুরু করে অথবা নিদ্রা-আলস্যের বশীভূত হয়ে পড়ে॥ ১৫ ॥

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাং চ নির্বৃতিঃ।
দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্॥ ১৬

প্রসন্ন চিত্ত, শান্ত ইন্দ্রিয়, নির্ভয় দেহ ও অনাসক্ত মন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সূচক। সত্ত্বগুণ আমাকে লাভ করবার পথ॥ ১৬ ॥

বিকুর্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনির্বৃত্তিশ্চ চেতসাম্।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময়॥ ১৭

কর্ম সম্পাদনে চঞ্চল বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকলে অবসাদ, কর্মেন্দ্রিয়সকলে বিকার, ভ্রান্ত মতি ও শরীর অপ্রয়াসী (আলস্য আদি)—রজোগুণ বৃদ্ধির

[১]যজেত।

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥ ১৮

দ্যোতক॥ ১৭ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা চিত্ত শব্দাদি বিষয় যথার্থভাবে বুঝতে অসমর্থ হয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে নিষ্ক্রিয় হতে লাগলে, মনে অস্থিরতা ও বিষাদের বৃদ্ধি হলে তা তমোগুণ বৃদ্ধির সূচক মনে করবে॥ ১৮ ॥

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে।
অসুরাণাং চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্॥ ১৯

হে উদ্ধব ! সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি দেবতাদের, রজোগুণের বৃদ্ধি অসুরদের ও তমোগুণের বৃদ্ধি রাক্ষসদের বলবৃদ্ধি সূচক। (বৃত্তিসকলেও সত্ত্ব, রজ, তমগুণের আধিক্য ঘটলে যথাক্রমে দেবত্ব, অসুরত্ব, রাক্ষসত্বসম্পন্ন নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি ও মোহের প্রাধান্য হয়ে থাকে)॥ ১৯ ॥

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥ ২০

সত্ত্বগুণে জাগ্রতাবস্থা, রজোগুণে স্বপ্নাবস্থা ও তমোগুণে সুষুপ্তি-অবস্থা হয়। তুরীয় অবস্থাতে এই ত্রিগুণ নির্বিকার থাকে, সেটিই শুদ্ধ ও নির্বিকার আত্মা॥ ২০ ॥

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্ রজসান্তরচারিণ॥ ২১

বেদাভ্যাসে তৎপর ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের দ্বারা উত্তরোত্তর উর্ধ্বলোকে গমন করে থাকে। তমোগুণে জীবের বৃক্ষাদি পর্যন্ত অধোগতি প্রাপ্তি হয় এবং রজোগুণে মানব শরীর প্রাপ্তি হয়॥ ২১ ॥

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং[১] যান্তি মামেব নির্গুণাঃ॥ ২২

যার দেহত্যাগ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সময় হয় তার স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়ে থাকে ; যার রজোগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হয় সে মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়। যে তমোগুণ বৃদ্ধির সময় দেহত্যাগ করে তার নরকপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবন্মুক্তি লাভ করেছে, সে ত্রিগুণাতীত—সে আমাকেই লাভ করে থাকে॥ ২২ ॥

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥২৩

যখন নিজ ধর্মাচরণ আমায় সমর্পিতভাবে হয় অর্থাৎ নিষ্কামভাবে হয় তখন তা সাত্ত্বিক হয়। যে কর্মানুষ্ঠানে ফলের কামনা থাকে তা রাজসিক হয় এবং যে কর্ম অন্যকে ক্লেশ প্রদান হেতু অথবা লোকদেখানোর জন্য করা হয়, তা তামসিক হয়॥ ২৩ ॥

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ ২৪

শুদ্ধ আত্মার জ্ঞান সাত্ত্বিক। তাতে কর্তা-ভোক্তা জ্ঞান রাখা রাজসিক এবং তাতে 'আমিই এই শরীর' জ্ঞান রাখা তো সর্বতোভাবে তামসিক। এই তিন থেকে মুক্ত আমার স্বরূপের বাস্তবিক জ্ঞান নির্গুণ জ্ঞান॥ ২৪ ॥

বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্॥ ২৫

বনে নিবাস করা সাত্ত্বিক নিবাস, গ্রামে নিবাস

[১]নরকং।

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ ২৬

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা॥ ২৭

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্তিদা শুচি॥ ২৮

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥ ২৯

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাঽঽকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি॥ ৩০

সর্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ[১]।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ॥ ৩১

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥ ৩২

করা রাজসিক নিবাস এবং দ্যূতক্রীড়ালয়ে নিবাস তামসিক নিবাস। আমার মন্দিরে নিবাসই সর্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ নিবাস॥ ২৫ ॥

অনাসক্ত থেকে কর্ম সম্পাদনকারী সাত্ত্বিক, রাগান্ধ থেকে কর্ম সম্পাদনকারী রাজসিক এবং পূর্বাপর বিচারহীন কর্ম সম্পাদনকারী তামসিক। এর অতিরিক্ত আমার শরণাগত থেকে অহংকাররহিত কর্ম সম্পাদনকারী হল নির্গুণ কর্তা॥ ২৬ ॥

আত্মজ্ঞান বিষয়ক শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক, কর্ম বিষয়ক শ্রদ্ধা রাজসিক এবং অধর্ম বিষয়ক শ্রদ্ধা তামসিক। আমার সেবাতে যুক্ত শ্রদ্ধা নির্গুণ শ্রদ্ধা॥ ২৭ ॥

আরোগ্য প্রদানকারী, পবিত্র এবং অনায়াস লব্ধ আহার্য সাত্ত্বিক। রসনেন্দ্রিয় লিপ্সু এবং স্বাদ দৃষ্টিতে গ্রহণীয় আহার্য রাজসিক ও দুঃখপ্রদ এবং অপবিত্র আহার্য তামসিক॥ ২৮ ॥

অন্তর্মুখী আত্মচিন্তা থেকে লব্ধ সুখ সাত্ত্বিক। বহির্মুখী বিষয়লব্ধ সুখ রাজসিক এবং অজ্ঞান ও দীনতা লব্ধ সুখ তামসিক। আমার থেকে লব্ধ সুখ গুণাতীত ও অলৌকিক॥ ২৯ ॥

হে উদ্ধব ! দ্রব্য (বস্তু), দেশ (স্থান), ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, দেব-মানব-তির্যকাদি শরীর এবং নিষ্ঠা—সবই ত্রিগুণাত্মক॥ ৩০ ॥

হে নররত্ন ! প্রকৃতি এবং পুরুষাশ্রিত ভাবসকল গুণময়—তা নেত্রাদি ইন্দ্রিয় থেকে অনুভূত হোক, শাস্ত্রদ্বারা লোক-লোকান্তর বিষয়ে শ্রুতি থেকেই হোক অথবা বুদ্ধিদ্বারা ভাবনাচিন্তা করেই অনুভূত হোক না কেন॥ ৩১॥

জীব যত প্রকারের যোনি বা গতি প্রাপ্ত হয়, তা তার গুণ ও কর্ম অনুসারেই হয়ে থাকে। হে সৌম্য ! সকল গুণ চিত্তের সঙ্গে যুক্ত (তাই জীব তাদের অনায়াসে পরাজিত করতে সক্ষম)। যে জীব তাদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়, সে ভক্তিযোগ অবলম্বন করে আমাতেই অভিনিবিষ্ট হয়ে যায় এবং পরিশেষে আমার বাস্তব স্বরূপ (যাকে মোক্ষও বলে) প্রাপ্ত হয়॥ ৩২ ॥

[১]নিষ্ঠিতাঃ।

তস্মাদ্ দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ।। ৩৩

এই মানব শরীর অতি দুর্লভ। এই শরীর দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান এবং তাতে নিষ্ঠারূপ বিজ্ঞানের (বিশেষ জ্ঞানের) প্রাপ্তি সম্ভব হয় ; তাই তা লাভ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তির গুণত্রয়ে আসক্তি ত্যাগ পূর্বক আমার সাধন-ভজনে যুক্ত থাকা উচিত।। ৩৩।।

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্ বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ।। ৩৪

বিবেক-বিচার-যুক্ত ব্যক্তি অতি সতর্কতা ধারণ করে সত্ত্বগুণের সেবন দ্বারা রজোগুণ এবং তমোগুণকে পরাজিত করবে, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করবে এবং আমার স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করে আমার সাধন-ভজনে যুক্ত হবে, আসক্তির লেশমাত্রও অবশিষ্ট রাখবে না।। ৩৪ ।।

সত্ত্বং চাভিজয়েদ্ যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ।
সম্পদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্।। ৩৫

যুক্তিপূর্বক যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে শান্ত করে নিরপেক্ষ ভাবের দ্বারা সত্ত্বগুণকেও পরাভূত করবে। এইভাবে জীব গুণত্রয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজ-জীবভাবকে ত্যাগ করবে এবং আমার স্বরূপে যুক্ত হবে।। ৩৫ ।।

জীবো জীববিনির্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ।। ৩৬

জীব লিঙ্গশরীররূপ নিজ উপাধি জীব-সত্তা এবং অন্তঃকরণে উদিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৃত্তি থেকে মুক্তি লাভ করে আত্মব্রহ্মানুভূতি দ্বারা একাত্ম দর্শনে পূর্ণ হয়। অতঃপর সে কোনো বাহ্যান্তর বিষয়ে অনুরক্ত হয় না।। ৩৬ ।।

———o———

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ২৫ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২৫ ।।

———o———

অথ ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

পুরূরবার বৈরাগ্যোক্তি

শ্রীভগবানুবাচ

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্‌ধ্বা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্‌॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব ! এই মানব শরীর আমার স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তির—আমাকে লাভ করার মুখ্য আধার। মানব শরীর লাভ করে যে বিশুদ্ধ প্রেম সহযোগে আমার ভক্তিতে সন্নিবিষ্ট হয়, সে অন্তঃকরণে স্থিত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত করে থাকে॥ ১ ॥

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ[১]।
বর্তমানোঽপি ন পুমান্‌ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ॥ ২

জীবের যোনি ও গতি সকলই ত্রিগুণাত্মক। জীব জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা তার থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে যায়। সত্ত্ব-রজ আদি গুণ যা লক্ষিত হয় তা বাস্তব নয়, মায়া মাত্রই। জ্ঞান লাভের পরে জীব তার মধ্যে অবস্থান করেও ব্যবহারাদি দ্বারা তাতে বদ্ধ হয় না ; কারণ সেই সব গুণের বাস্তব সত্তাই নেই॥ ২ ॥

সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥ ৩

সাধারণ ব্যক্তিগণ এই কথা স্মরণে রাখবে যে, যারা কেবলমাত্র বিষয় সেবনে ও উদর পোষণ কার্যে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকে সেই সকল ব্যক্তিদের সঙ্গ কখনো করা উচিত নয় ; কারণ তাদের অনুগমনকারী ব্যক্তির দুর্দশা অন্ধের অনুগমনকারী অন্ধবৎ হয়। তাকে তো ঘোর অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াতে হয়॥ ৩ ॥

ঐলঃ[২] সম্রাডিমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ।
উর্বশীবিরহান্‌ মুহ্যন্‌ নির্বিণ্ণঃ শোকসংযমে[৩]॥ ৪

হে উদ্ধব ! একদা পুরাকালে পরম যশস্বী সম্রাট ইলা-নন্দন পুরূরবা উর্বশীর বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কালে শোক প্রশমিত হলে তার প্রবল বৈরাগ্য আগমন হল এবং তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন॥ ৪ ॥

ত্যক্ত্বাঽঽত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ॥ ৫

রাজা পুরূরবা নগ্ন উন্মত্ত অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে যাওয়া উর্বশীর পিছনে অতি বিহ্বল হয়ে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলেন—'হে দেবী ! হে নিষ্ঠুর হৃদয়া নারী ! একটু অপেক্ষা করো। পালিয়ে যেয়ো না'॥ ৫ ॥

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্‌ ক্ষুল্লকান্‌ বর্ষযামিনীঃ।
ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ॥ ৬

উর্বশী তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট করেছিল। পুরূরবার তৃপ্তি হয়নি। তিনি ক্ষুদ্র বিষয় সেবনে এতই নিমজ্জিত হয়েছিলেন যে বহু বর্ষের দিবারাত্রির গতায়ত তাঁর অলক্ষিত থেকে গেছিল॥ ৬ ॥

---

[১]ষ্ববস্থিতঃ। [২]ঐড়ঃ। [৩]শোকসংগরে।

ঐল উবাচ

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃ খণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ।। ৭

পুরূরবা বললেন — হায় ! আমি কী মন্দবুদ্ধি ! দেখো, কামনা-বাসনা আমার চিত্তকে কত কলুষিত করেছে ! উর্বশী নিজ বাহুদ্বারা আমার কণ্ঠদেশ এমনভাবে বেষ্টন করেছিল যে আমি আমার আয়ুর এক অমূল্য ভাগ হারালাম। ওহো ! বিস্মৃতিরও তো একটা সীমা থাকে।। ৭ ।।

নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্যো বাভ্যুদিতোঽমুয়া।
মুষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত।। ৮

হায় হায় ! এ আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করল। সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের হিসেব আমার রইল না। কী আপশোসের কথা যে বহু বর্ষের দিবসরজনী অতিবাহিত হল আর আমি জানতেও পারলাম না।। ৮ ।।

অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা[১] যোষিতাং কৃতঃ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ।। ৯

হায় ! কী আশ্চর্যের কথা ! আমার মনে মোহের বৃদ্ধি এত হল যে নরদেব-শিরোমণি আমার মতন চক্রবর্তী সম্রাট পুরূরবাকেও নারীদের ক্রীড়াসামগ্রী (ক্রীড়নক) হতে হল।। ৯ ।।

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্।
যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্ রুদন্।। ১০

দেখো, আমি প্রজার মর্যাদা রক্ষাকর্তা সম্রাট। সে আমাকে এবং আমার রাজপাট তৃণবৎ ত্যাগ করে গেল এবং আর আমি উন্মত্ত নগ্নদেহ বিলাসিত হয়ে সেই নারীর উদ্দেশ্যে ধাবিত হলাম। হায় হায় ! একেও জীবন বলা কতটা যুক্তিসংগত ! ১০ ।।

কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা।
যোঽন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িতঃ।। ১১

আমি খরবৎ পাদপ্রহার সহ্য করেও নারীর অনুগমন করেই গেলাম। তারপরেও আমার মধ্যে প্রভাব, তেজ এবং স্বামিত্ব কেমন করে অবশিষ্ট থাকতে পারে ! ১১ ।।

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্।। ১২

নারী যার মন হরণ করেছে তার সমস্ত বিদ্যাই ব্যর্থ। তার তপস্যা, ত্যাগ এবং শাস্ত্রাভ্যাসও বৃথা। এও সন্দেহাতীত যে তার একান্ত সেবন এবং মৌনও নিষ্ফল।। ১২ ।।

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্ মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্।
যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ।। ১৩

আমি নিজের লাভ-ক্ষতিই বুঝি না তবুও আমি নিজেকে অতি বড় পণ্ডিত মনে করি। ধিক্ ! আমি মহামূর্খ ! চক্রবর্তী সম্রাট হয়েও আমি গর্দভ ও বলদের মতো নারীর ফাঁদে জড়িয়ে পড়লাম।। ১৩ ।।

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্বশ্যা অধরাসবম্।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা।। ১৪

বহুকাল আমি উর্বশীর অধরের মাদক মদিরা সেবনে যুক্ত ছিলাম তবুও আমার কামবাসনা তৃপ্ত হল না। এটা বাস্তব সত্য যে আহুতি কখনো অগ্নিকে তৃপ্ত করতে পারে না।। ১৪ ।।

[১] যদসৌ।

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কো ন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্॥ ১৫

সেই ব্যভিচারিণী আমার চিত্ত হরণ করেছে। আত্মারাম জীবন্মুক্তদের স্বামী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান ছাড়া এমন পরিস্থিতি থেকে আমায় কে মুক্ত করতে সক্ষম ? ১৫ ॥

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্মতেঃ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ॥ ১৬

উর্বশী আমাকে বৈদিক সূক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা যথার্থ কথা বলে সহজবোধ্যভাবে বোঝাবার প্রয়াস করেছিল ; কিন্তু আমার এমন মতিভ্রম হল যে আমার মনের সেই ভয়ংকর মোহ নিবৃত্ত হল না। যখন আমার ইন্দ্রিয়সকলই অবাধ্য হয়ে উঠল তখন আমি সেই উপদেশ ধারণ করবই বা কেমন করে ? ১৬ ॥

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ।
রজ্জুস্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১৭

যে রজ্জুর স্বরূপকে না জেনে তাতে সর্পের কল্পনা করে ও দুঃখভারাক্রান্ত হয়, তার রজ্জু তো কোনো অনিষ্ট করে না ! এইভাবে উর্বশী আমার কী অনিষ্ট করেছে ? কারণ আমি স্বয়ং অজিতেন্দ্রিয় হওয়ার জন্য অপরাধী॥ ১৭ ॥

ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।
ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ॥ ১৮

কোথায় ঘৃণ্য-কদর্য-পূতিগন্ধময় আমার এই অপবিত্র শরীর আর কোথায় সুকুমার, পবিত্র, সুগন্ধ আদি পুষ্পোচিত গুণ ! কিন্তু আমি অজ্ঞানতা হেতু অসুন্দরে সুন্দর অধ্যাসন করেছি॥ ১৮ ॥

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে॥ ১৯

এই শরীর মা-বাবার সর্বস্ব না পত্নীর সম্পত্তি ? এ মনিবের বস্তু, না কি অগ্নির ইন্ধন অথবা গৃধ্র-সারমেয়ের আহার্য ? একে কী নিজের বলা সমীচীন অথবা সুহৃদ আত্মীয়স্বজনদের বলা শ্রেয় ? বহু বিচার-বিবেচনার পরও এই সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না॥ ১৯ ॥

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিষজ্জতে।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতং চ[1] মুখং স্ত্রিয়াঃ॥ ২০

এই মানব শরীর মল-মূত্র যুক্ত অত্যন্ত অপবিত্র বস্তু। এর পরিণতি পক্ষীর আহারান্তে বিষ্ঠা, পচনান্তে কীটযুক্ত হওয়া অথবা দহনান্তে ভস্মের স্তূপ হওয়া। এমন মানব শরীরের উপরও লোকে আকৃষ্ট হয় ও বলে 'আহা ! এই নারীর মুখশ্রী কী অপূর্ব সুন্দর ! নাসিকা সুদৃশ্য এবং মৃদুমন্দ হাস্য কী মনোহর !' ২০ ॥

ত্বঙ্‌মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ।
বিণ্মূত্রপূয়ে[2] রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্॥ ২১

এই মানব দেহ চর্ম, মাংস, রুধির, স্নায়ু, মেদ-মজ্জা এবং অস্থির স্তূপ ও মল-মূত্র-কৃমিতে ভরা। যদি মানব এর সঙ্গে রমণ করে তাহলে তার সঙ্গে মল-মূত্রের কীটের পার্থক্য কোথায় ? ২১ ॥

[1]সুমুখং। [2]বিণ্মূত্রপূয়ৈঃ।

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা।। ২২

অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিবেকী মানবের নারীর ও নারীলম্পট পুরুষদের সঙ্গ থেকে বিরত থাকা উচিত। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগেই মনে বিকার হয় ; না হলে বিকার আসে কেমন করে ? ২২ ॥

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ ভাবান্ন ভাব উপজায়তে।
অসম্প্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ।। ২৩

যে বস্তু কখনো দৃশ্য হয়নি অথবা শ্রোতব্য হয়নি তার জন্য মনে বিকার হয় না। যারা বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হতে দেন না তাদের মন প্রকৃতিবশে নিশ্চল হয়ে শান্ত হয়ে যায়॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাং চাপ্যবিশ্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্।। ২৪

অতএব বাণী, কর্ণ ও মন আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা নারীর এবং নারীলম্পট পুরুষদের সঙ্গ কখনো করা সমীচীন নয়। আমার মতন ব্যক্তির তো কথাই নেই, অতি বড় জ্ঞানীগুণীদেরও ইন্দ্রিয় ও মন সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবঃ
স উর্বশীলোকমথো বিহায়।
আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ
উপারমজ্ জ্ঞানবিধূতমোহঃ।। ২৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব ! রাজরাজেশ্বর পুরূরবার মনে যখন এইরূপ চিন্তার উদয় হল তখন তিনি উর্বশীলোক পরিত্যাগ করলেন। জ্ঞানোদয় হেতু তাঁর মোহের অবক্ষয় হতে লাগল এবং তিনি নিজ হৃদয়েই আত্মস্বরূপ দর্শনে আমার সাক্ষাৎকার করলেন এবং শান্তভাবে সুস্থিত হলেন॥ ২৫ ॥

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এতস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।। ২৬

তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুরূরবার মতন কুসঙ্গ না করে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করবে। মহাত্মা ব্যক্তিগণ সদুপদেশ দান করে তার মনের আসক্তির বিনাশ করবেন॥ ২৬ ॥

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।। ২৭

মহাত্মা ব্যক্তির লক্ষণ এই যে তিনি কখনো কোনো বস্তুর কামনায় প্রেরিত হয়ে কোনো কর্ম করেন না। তাঁর চিত্ত আমাতে অভিনিবিষ্ট থাকে। তাঁর হৃদয় শান্তির অগাধ সমুদ্র। তিনি নিত্য সর্বত্র সর্বরূপে স্থিত ভগবানেরই দর্শন করে থাকেন। তাঁর মধ্যে লেশমাত্র অহংকারও থাকে না, মমতা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বাদিতে নির্দ্বিধ থাকেন এবং বুদ্ধিগত, মানসিক, শারীরিক ও পদার্থ সম্বন্ধিত কোনো রকমের পরিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না॥ ২৭ ॥

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্।। ২৮

হে পরম ভাগ্যবান উদ্ধব ! মহাত্মাগণের সৌভাগ্যের মহিমা অপরিসীম। তথায় নিত্য-নিরন্তর

(১)পরাম্।

আমার লীলাকীর্তন হয়েই থাকে। আমার লীলাকীর্তন মানবকুলের জন্য পরম কল্যাণকর ; যে তার সেবনে সদা যুক্ত থাকে সে সর্ব পাপ-তাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়॥ ২৮ ॥

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি[১]॥ ২৯

যারা সমাদর ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার লীলাকীর্তন শ্রবণ, কীর্তন এবং অনুমোদন করে তারা মৎপরায়ণ হয়ে যায় এবং আমার অনন্য প্রেমময়ী ভক্তি লাভ করে॥ ২৯ ॥

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥ ৩০

হে উদ্ধব ! আমি অচিন্ত্য অনন্ত কল্যাণকর গুণসমূহের পরম আশ্রয়। আমার স্বরূপ কেবল আনন্দ, অনুভূতি ও বিশুদ্ধ আত্মা। আমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। যে আমার ভক্তি লাভ করেছে সে তো মহাত্মা হয়েই গেছে। তার আর কিছু লাভ করা অবশিষ্ট নেই॥ ৩০ ॥

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥ ৩১

তাঁদের কথা যদি বাদও দিই, অন্য যে কোনো ব্যক্তি সেই মহাত্মা ব্যক্তিদের শরণাগত হলে কর্মজড়তা, সংসারভয় এবং অজ্ঞানাদি থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়। দেখো, যে অগ্নিরূপী ভগবানের শরণাগত হয়েছে তার কি কখনো শীত, ভয় অথবা অন্ধকারের দুঃখ হওয়া সম্ভব ? ৩১ ॥

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥ ৩২

এই ঘোর সংসারার্ণবে নাকাল হওয়া ব্যক্তিদের জন্য ব্রহ্মবেত্তা শান্ত মহাত্মাগণই একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ ; নিমজ্জমান ব্যক্তির জন্য তাঁরাই সুদৃঢ় অর্ণবপোত॥ ৩২ ॥

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥ ৩৩

অন্ন যেমন প্রাণীকুলের প্রাণরক্ষা করে থাকে তদনুরূপ আমি দীনদুঃখীদের নিত্য রক্ষা করে থাকি। যেমন মানবের একমাত্র সম্পত্তি পরলোকধর্ম, ঠিক সেই ভাবেই কাল ভয়ে সন্ত্রস্ত ব্যক্তির জন্য মহাত্মা ব্যক্তিই পরম আশ্রয়॥ ৩৩ ॥

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংসি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥ ৩৪

সূর্য আকাশে আবির্ভূত হলে জগৎকে ও স্বয়ং সূর্যকে প্রত্যক্ষ করবার নিমিত্ত দৃষ্টিদান করে থাকে। ঠিক একইভাবে মহাত্মাগণ নিজেদেরকে ও ভগবানকে জিজ্ঞাসুর সম্মুখে উন্মোচিত করার জন্য অন্তর্দৃষ্টি দান করে থাকেন। সন্তজন (মহাত্মা) বস্তুত অনুগ্রাহী দেবতাই। সন্ত ব্যক্তিই প্রকৃত হিতৈষী ও পরম সুহৃদ। সন্তগণই ব্যক্তির প্রিয়তম আত্মা। আর বেশি কী বলব ? আমিই স্বয়ং সন্তরূপে বিরাজমান থাকি॥ ৩৪ ॥

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্বশ্যা লোকনিঃস্পৃহঃ।
মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ॥ ৩৫

হে প্রিয় উদ্ধব ! ইলানন্দন পুরূরবার আত্মদর্শনের পর উর্বশীলোকের স্পৃহা অপসৃত হয়। স্থায়ীভাবে তাঁর আসক্তি দূরীভূত হল এবং তিনি আত্মারাম হয়ে স্বচ্ছন্দ ও আনন্দ সহকারে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

অথ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ
সপ্তবিংশ অধ্যায়
ক্রিয়াযোগের বর্ণনা

উদ্ধব উবাচ

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো।
যস্মাত্ত্বাং যে যথার্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ॥ ১

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ! যে ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করে ভক্তগণ আপনার পূজার্চনা আদি করে থাকেন তার প্রকৃত ভাব ও উদ্দেশ্য আমি জানতে আগ্রহী। আপনি অনুগ্রহ করে আমায় বলুন॥ ১ ॥

এতদ্ বদন্তি মুনয়ো মুহুর্নিঃশ্রেয়সং নৃণাম্।
নারদো ভগবান্ ব্যাস আচার্যোঽঙ্গিরসঃ সুতঃ॥ ২

এই পরম কল্যাণকর ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করে আরাধনার কথা দেবর্ষি নারদ, ভগবান ব্যাসদেব ও আচার্য বৃহস্পতি আদি মহান মুনি-ঋষিগণের মুখে বারে বারে প্রতিধ্বনিত হয়েছে॥ ২ ॥

নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্ যদাহ ভগবানজঃ।
পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখ্যেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ॥ ৩

আপনি স্বয়ংই এই ক্রিয়াযোগের সৃষ্টিমূল। উত্তরকালে ব্রহ্মা নিজ পুত্র ভৃগু আদি মহর্ষিদের এবং শংকর নিজ শক্তি ভগবতী পার্বতীকে সেই তত্ত্ব উপদেশ রূপে দান করেছিলেন॥ ৩ ॥

এতদ্ বৈ সর্ববর্ণানামাশ্রমাণাং চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাং চ মানদ॥ ৪

হে মর্যাদা সংরক্ষক প্রভুদেব ! এই ক্রিয়াযোগ সর্বকল্যাণকর ; এতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় আদি বর্ণের ও ব্রহ্মচারী গৃহস্থ আদি আশ্রমের বিচার অনুপস্থিত। আমার বিচারে এই পথ নারী ও শূদ্রদের জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা পদ্ধতি॥ ৪ ॥

এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্মবন্ধবিমোচনম্।
ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর॥ ৫

হে রাজীবলোচন শ্যামসুন্দর ! আপনি শংকরাদি জগদীশ্বরদেরও ঈশ্বর এবং আমি আপনার চরণাশ্রিত প্রেমীভক্ত। আপনি অনুগ্রহ করে এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বিধি আমাকে বলুন॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ।। ৬

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব ! কর্মকাণ্ডের বর্ণনা বস্তুত সুবিশাল ও অপরিমেয় ; তাই তার বর্ণনা পূর্বাপর ক্রমান্বয়ে বিধিগতভাবে সংক্ষেপে করছি।। ৬ ।।

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ।। ৭

বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্রিত—এই তিন বিধিতে আমার পূজা হয়ে থাকে। ভক্ত নিজ অনুকূল বিধি অবলম্বন করে আমার আরাধনা করে থাকে।। ৭ ।।

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া[১] তন্নিবোধ মে।। ৮

সর্বপ্রথম অধিকার অনুসারে শাস্ত্রোক্ত বিধি অবলম্বন করে নির্দিষ্ট সময়ে আমার ভক্ত যজ্ঞোপবীত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হয়ে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে কোন্ বিধি অবলম্বন করে সে আমার আরাধনায় যুক্ত হবে তার বিবরণ শুনে রাখো।। ৮ ।।

অর্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্যে[২] বাপ্সু হৃদি দ্বিজে।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া।। ৯

আরাধনা কালে প্রয়োজন ভক্তি ও কপটতারাহিত্য। অতঃপর পিতা ও গুরুরূপ পরমাত্ম স্বরূপে আমার পূজা আবশ্যক। আমার পূজা উৎকৃষ্ট পূজাসামগ্রী দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। পূজা প্রতিমাতে, বেদীতে, অগ্নিতে, সূর্যে, জলে, হৃদয়ে অথবা ব্রাহ্মণে—যে কোনো আধারেই হওয়া সম্ভব।। ৯ ।।

পূর্বং স্নানং প্রকুর্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে।
উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্মৃদ্‌গ্রহণাদিনা।। ১০

উপাসক ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করে শরীর শুদ্ধিকরণ হেতু প্রাতঃকৃত্য, দন্তধাবন স্নানাদি ক্রিয়া করবে। অতঃপর বৈদিক ও তান্ত্রিক—উভয় মন্ত্র সহকারে মৃত্তিকা ও ভস্ম লেপন করে পুনরায় অবগাহন করবে।। ১০ ।।

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্মাণি বেদেনাচোদিতানি[৩] মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্‌সঙ্কল্পঃ কর্মপাবনীম্।। ১১

অতঃপর বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি আরাধনা করবে এবং তার সমাপনান্তে দৃঢ় সংকল্প সহকারে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় বিধি অনুসারে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানকারী আমার পূজায় নিযুক্ত হবে।। ১১ ।।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।। ১২

আমার পূজা অষ্টমূর্তির মধ্যে যে কোনো বিগ্রহে বিধেয়। আমার অষ্টবিগ্রহ এইরূপ—প্রস্তর, দারু, ধাতু, বালুকা, মৃত্তিকা-চন্দনাদির, পট, মনোময় ও মণিময়।। ১২ ।।

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চনে।। ১৩

অবস্থান (সচল) ও অচল—দুই বিগ্রহেই আমি সমরূপ। হে উদ্ধব ! অচল প্রতিমা পূজায় নিত্য আবাহন ও নিত্য বিসর্জন করতে নেই।। ১৩ ।।

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্ দ্বয়ম্।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্।। ১৪

সচল সম্বন্ধে বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব। তাতে আবাহন-

[১]যৈতন্নি.। [২]সূর্যেঽপ্সু হৃদি বা দ্বিজঃ। [৩]বেদমন্ত্রোদিতানি।

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিম্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি॥ ১৫

স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চায়ামেব[১] তূদ্ধব।
স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসো বহ্নাবাজ্যপ্লুতং হবিঃ॥ ১৬

সূর্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ।
শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি॥ ১৭

ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং[২] ন মে তোষায় কল্পতে।
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যং চ কিং পুনঃ॥ ১৮

শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্‌দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ।
আসীনঃ প্রাগুদগ্‌ বার্চেদর্চায়ামথ সম্মুখঃ॥ ১৯

কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চাং পাণিনা মৃজেৎ।
কলশং প্রোক্ষণীয়ং চ যথাবদুপসাধয়েৎ॥ ২০

বিসর্জন বিধি কঠোরভাবে প্রযোজ্য হয় না। বালুকা নির্মিত (বালুকাময়) বিগ্রহে নিত্য আবাহন ও নিত্য বিসর্জন হয়ে থাকে। মৃত্তিকা-চন্দনাদি বিগ্রহ ও পটে অবস্থিত মূর্তিকে স্নান প্রযোজ্য নয় কেবল মার্জনা করাই বিধেয় ; কিন্তু অন্য সকল বিগ্রহের স্নান ক্রিয়া আবশ্যিক॥ ১৪ ॥

আমার বিগ্রহ পূজার দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট ও বিশেষ প্রকারের হয়ে থাকে। কিন্তু নিষ্কাম ভক্ত অনায়াসে লব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা আমার ভাবে বিভোর হয়ে হৃদয়েই আমার পূজা করে থাকে॥ ১৫ ॥

হে উদ্ধব ! প্রস্তর ও ধাতুনির্মিত বিগ্রহে স্নান, বসন, আভরণ তো উপযোগীই। বালুকানির্মিত (বালুকাময়) বিগ্রহে অথবা মৃত্তিকা নির্মিত বেদিকার পূজায় মন্ত্র সহযোগে অঙ্গ ও তার প্রধান দেবতাদের যথাস্থানে পূজা বিধেয়। যদি অগ্নিতে আমার পূজা হয় তখন ঘৃতসংযুক্ত যজ্ঞসামগ্রী দ্বারা আহুতি প্রদান করা হয়॥ ১৬ ॥

সূর্যকে প্রতীক জ্ঞানে উপাসনায় অর্ঘ্যদান ও উপস্থাপনই আমার প্রীতি পরিবর্ধন করে। জলে উপাসনায় তর্পণই বিধেয়। যখন কোনো ভক্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে কেবল জলও নিবেদন করে আমি তা অতি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করে থাকি॥ ১৭ ॥

কোনো ব্যক্তির অশ্রদ্ধাযুক্ত পূজা আমি গ্রহণ করি না ; তার প্রভূত পরিমাণ বস্তুও স্বীকৃত হয় না। যখন আমি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে নিবেদিত জলেই প্রসন্ন হই তখন গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্রব্যের নিবেদনে প্রসন্ন হব, তা উল্লেখের প্রয়োজন কোথায় ! ১৮ ॥

উপাসক সর্বারম্ভে পূজাসামগ্রী প্রস্তুত করে নেবে। অতঃপর কুশাগ্র পূর্ব দিকে রেখে কুশন স্থাপন করবে। তদনন্তর পবিত্রতা সহকারে পূর্ব অথবা উত্তর মুখে কুশাসনে উপবেশন করবে। অচল বিগ্রহের সম্মুখে উপবেশনই বিধেয়। অতঃপর পূজারম্ভ ক্রিয়া সম্পাদন করবে॥ ১৯ ॥

প্রথমে যথাবিহিত অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করবে। তারপর মূর্তিতে মন্ত্রন্যাস করবে এবং হাত দিয়ে বিগ্রহের উপর পূর্বসমর্পিত বস্তু সকল ব্যপনয়ন করে সেটিকে

[১]মেতদুদ্ধব। [২]এই শ্লোকার্ধটি প্রাচীন বইতে নেই।

তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ।
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাধয়েৎ॥ ২১

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি দৈশিকঃ।
হৃদা শীর্ষ্ণাথ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ॥ ২২

পিণ্ডে বায়্বগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম।
অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্॥ ২৩

তয়াহত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সম্পূজ্য তন্ময়ঃ।
আবাহ্যার্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ॥ ২৪

পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
ধর্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাহহসনং মম॥ ২৫

পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকা-কেসরোজ্জ্বলম্।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে॥ ২৬

পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেবে। অতঃপর গন্ধ-পুষ্প দ্বারা জলপূর্ণ ঘট এবং প্রোক্ষণপাত্র আদির পূজা করবে॥ ২০ ॥

প্রোক্ষণ-পাত্রের জলের দ্বারা পূজাসামগ্রী এবং নিজ শরীরকে শুদ্ধ করবে। তদনন্তর পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনের জন্য তিন পাত্রে কলশ থেকে জল রাখবে এবং তাতে পূজা-পদ্ধতি অনুসারে সামগ্রী অর্পণ করবে। (পাদ্যপাত্রে শ্যামাক—দূর্বা, ধান, কমল, বিষ্ণুক্রান্তা এবং চন্দন, তুলসীদল আদি ; অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশ, তিল, সরসে এবং দূর্বা ও আচমন পাত্রে জায়ফল, লবঙ্গ আদি রাখবে)। তারপর পূজক এই তিন পাত্রকে ক্রমশ হৃদয়মন্ত্র, শিরোমন্ত্র এবং শিখামন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে অবশেষে গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করবে॥ ২১-২২ ॥

অতঃপর প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ু এবং সদ্‌বিচার দ্বারা শরীরস্থ অগ্নি শুদ্ধ হয়ে গেলে হৃদয়কমলে পরম সূক্ষ্ম এবং শ্রেষ্ঠ দীপশিখাসম আমার জীবকলার ধ্যান করবে। অতি মহান ঋষি-মুনিগণ ওঁ-কার-এর অকার, উকার, মকার, বিন্দু এবং নাদ—এই পঞ্চকলার শেষে সেই জীবকলার ধ্যান করে থাকেন॥ ২৩ ॥

আত্মস্বরূপ সেই জীবকলা। যখন তার তেজে সমস্ত অন্তঃকরণ এবং শরীর পূর্ণ হয়ে যায় তখন মানসিক উপচার দ্বারা মনে মনে তার পূজা করতে হবে। তদনন্তর তন্ময় হয়ে আমার আবাহন করবে এবং আমার প্রতিমাদিতে তা উপস্থাপন করবে। অতঃপর মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করে তাতে আমার পূজা করবে॥ ২৪ ॥

হে উদ্ধব ! আমার আসনে ধর্ম আদি গুণ ও বিমলাদি শক্তির উপস্থিতির চিন্তন আনার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ আসনের চতুষ্কোণে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যরূপ চার পায়া ; অধর্ম, অজ্ঞান, লোভ ও শ্রীহীন —এই চতুষ্টয় চতুর্দিকের দণ্ড ; সত্ত্ব, রজ, তম রূপ তিন পাটা নির্মিত পাটাতন ; তার উপরে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা এবং অনুগ্রহা —এই নব শক্তি বিরাজমানা। সেই আসনোপরে এক অষ্টদল পদ্ম, তার কর্ণিকা অতি প্রকাশমান এবং তার পীত কেশরের সৌন্দর্য অতি মনোহর। আসন সম্বন্ধে এইরূপ ভাব এনে পাদ্য, আচমনীয় এবং অর্ঘ্য আদি উপচার প্রস্তুত

সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্।
মুসলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসং চানুপূজয়েৎ॥ ২৭

নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ।
মহাবলং বলং চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্॥ ২৮

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥ ২৯

চন্দনোশীরকর্পূরকুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি॥ ৩০

স্বর্ণঘর্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামভী রাজনাদিভিঃ॥ ৩১

বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্গন্ধলেপনৈঃ।
অলঙ্কুর্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্॥ ৩২

পাদ্যমাচমনীয়ং চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্।
ধূপদীপোপহার্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চকঃ॥ ৩৩

গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ॥ ৩৪

অভ্যঙ্গোন্মর্দনাদর্শদন্তধাবাভিষেচনম্।
অন্নাদ্যগীতনৃত্যাদি[১] পর্বণি স্যুরুতান্বহম্॥ ৩৫

করবে। তদনন্তর ভোগ ও মোক্ষর সিদ্ধি হেতু বৈদিক এবং তান্ত্রিক বিধিতে আমার পূজা করবে॥ ২৫-২৬ ॥

সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমদকী গদা, খড়্গ, বাণ, ধনুক, হল, মুসল—এই অষ্টআয়ুধের পূজা অষ্ট-দিশাতে করবে এবং বক্ষঃস্থলে যথাস্থানে কৌস্তুভমণি বৈজয়ন্তীমালা ও শ্রীবৎস চিহ্নর পূজা করবে॥ ২৭ ॥

নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ এবং কুমুদেক্ষণ—এই অষ্টপার্ষদগণের পূজা অষ্ট দিশায় ; গুরুড়ের পূজা সম্মুখে ; দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস ও বিশ্বক্সেনকে চার কোণে স্থাপন করে পূজা করবে। বামে গুরুর এবং যথাক্রমে পূর্বাদি দিশাতে ইন্দ্রাদি অষ্টলোক-পালদের উপস্থাপন করে প্রোক্ষণ, অর্ঘ্যদান আদি ক্রমে তাঁদের পূজা করবে॥ ২৮-২৯ ॥

প্রিয় উদ্ধব ! সামর্থ্যানুসারে নিত্য আমাকে চন্দন, খসখস, কর্পূর, কেশর এবং অগুরু দ্বারা সুবাসিত জলে স্নান করাবে ; স্নান কালে **'সুবর্ণ ধর্ম'** আদি স্বর্ণ ধর্মানুবাক, **'জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ'** আদি মহাপুরুষবিদ্যা, **'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ'** আদি পুরুষসূক্ত এবং **'ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্ত'** আদি মন্ত্রোক্ত রাজনাদি সামগানের পাঠও করতে থাকবে॥ ৩০-৩১ ॥

আমার ভক্ত বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, পত্র, মাল্য, গন্ধ এবং চন্দন আদি দ্বারা প্রেমপ্রীতি সহকারে উত্তমরূপে আমায় সজ্জিত করবে॥ ৩২ ॥

উপাসক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমায় পাদ্য, আচমন, চন্দন, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ আদি নিবেদন করবে॥ ৩৩ ॥

সম্ভব হলে মিষ্টান্ন (অথবা গুড়ের বাতাসা), ক্ষীর, ঘৃত, লুচি, পিঠে, লাড্ডু, হালুয়া, দই এবং ডাল আদি বিভিন্ন ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য করে আমাকে নিবেদন করবে॥ ৩৪ ॥

শ্রীবিগ্রহের নিত্য সেবা আবশ্যক ; মুখ প্রক্ষালন হেতু দন্তকাষ্ঠ প্রদান, হরিদ্রাদি লেপন, পঞ্চামৃত সহযোগে স্নান করানো, স্নানান্তে প্রসাধন হেতু সুগন্ধিত রাগবস্তু লেপন, দর্পণ দর্শন দান, ভোগ নিবেদন নিত্য সেবারই অঙ্গবিশেষ। সামর্থ্যানুসারে নিত্য অথবা উৎসব কালে

[১]অন্নাদি গীতনৃত্যাদি মহপর্বণি যথার্হতঃ।

বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মখেলাগর্তবেদিভিঃ।
অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদিতম্॥ ৩৬

ভগবানের প্রীত্যর্থে নৃত্য-গীতের আয়োজন করাও সেবারই অঙ্গ॥ ৩৫ ॥

হে উদ্ধব ! নিত্য পূজান্তে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে নির্মিত কুণ্ডে অগ্নি প্রতিষ্ঠা করবে। কুণ্ড মেখলা, গর্ত ও বেদীদ্বারা সজ্জিত থাকা বিধেয়। কুণ্ডে হস্ত ব্যজন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলন করে তারপর তার একত্রীকরণ করবে॥ ৩৬ ॥

পরিস্তীর্যাথ পর্যুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি।
প্রোক্ষণ্যাহঽসাদ্য[1] দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ ভাবয়েত মাম্॥ ৩৭

বেদীর চতুর্দিকে কুশকণ্ডিকা রচনা করে অর্থাৎ চার দিকে বিংশ সংখ্যক কুশ পেতে মন্ত্রপাঠ সহযোগে তদুপরে জল দান করবে। তদনন্তর বিধি অনুসারে সমিধগুলির আধান অন্বাধান সম্পন্ন করে অগ্নির উত্তর দিকে হোমের উপযোগী বস্তুসকল রাখবে এবং কোশা থেকে জল দেবে। তারপর অগ্নিতে আমার ধ্যান করবে॥ ৩৭ ॥

তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্॥ ৩৮

তপ্ত সুবর্ণসম উজ্জ্বল আমার দেবমূর্তি। সেই দেবদেহের প্রতি রোমকূপে শান্তির প্রস্রবণ। আমার চতুষ্টয় বাহু সুদীর্ঘ ও বিশাল এবং অতি শোভাযুক্ত। বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম পরম শোভান্বিত। আমার অঙ্গবস্ত্র কমলকেশরবৎ হরিদ্রাভ ও উড্ডীয়মান॥ ৩৮ ॥

স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম্[2]।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্॥ ৩৯

আমার সর্বাঙ্গে অলংকারের দ্যুতি। মস্তকে কিরীট, মণিবন্ধে বলয়, বাহুদেশে বাজুবন্ধ, কটিদেশে কটিসূত্র। আমার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। কণ্ঠদেশে প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণির ঝলমলানি। আমার গলায় আজানুলম্বিত বনমালা॥ ৩৯ ॥

ধ্যায়ন্নভ্যর্চ্য দারূণি হবিষাভিঘৃতানি[3] চ।
প্রাস্যাজ্যভাগাবাঘারৌ দত্ত্বা চাজ্যপ্লুতং[4] হবিঃ॥ ৪০

অগ্নিতে আমার এই মূর্তি ধ্যান করে পূজা করবে। অতঃপর শুষ্ক সমিধ ঘৃতে ডুবিয়ে আহুতি দেবে এবং আজ্যভাগ এবং আঘার নামে দুবার করে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করবে। তদনন্তর অন্যান্য যজ্ঞসামগ্রী সকল ঘৃতে ডুবিয়ে আহুতি প্রদান করবে॥ ৪০ ॥

জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ ষোড়শর্চাবদানতঃ।
ধর্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টকৃতং বুধঃ॥ ৪১

অতঃপর নিজ ইষ্টমন্ত্রে অথবা **'ওঁ নমো নারায়ণায়'** এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে অথবা পুরুষসূক্তের ষোড়শ মন্ত্রে যজ্ঞে আহুতি দেবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ধর্মাদি দেবতাগণের জন্যও বিধিগতভাবে মন্ত্রদ্বারা আহুতি দেন এবং স্বিষ্টকৃৎ আহুতি প্রদান করেন॥ ৪১ ॥

অভ্যর্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ।
মূলমন্ত্রং জপেদ্ ব্রহ্ম স্মরন্নারায়ণাত্মকম্॥ ৪২

এইভাবে অগ্নিতে অন্তর্যামীরূপে স্থিত ভগবানের

[1] প্রোক্ষ্যাভিরাজ্যদ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নাবাবহেত মাম্। [2] মুকুট.। [3] হবিষ্যাণি ঘৃতানি চ। [4] চাজ্যাপ্লুতং।

দত্ত্বাহহচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়েৎ।
মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ।। ৪৩

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্মাণ্যভিনয়ন্ মম।
মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্শৃণ্বন্ মুহূর্তং ক্ষণিকো ভবেৎ।। ৪৪

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ।। ৪৫

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাং চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ।। ৪৬

ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎ পুনঃ।। ৪৭

অর্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চয়েৎ।
সর্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্বাত্মাহমবস্থিতঃ।। ৪৮

পূজা করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করবে এবং নন্দ-সুনন্দ আদি পার্ষদদের অষ্টদিশায় হবনকর্মাঙ্গ বলি দেবে। তদনন্তর প্রতিমার সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে পরব্রহ্মরূপ ভগবান নারায়ণকে স্মরণ করবে এবং ভগবৎস্বরূপ মূলমন্ত্র **'ওঁ নমো নারায়ণায়'** জপ করবে।। ৪২ ।।

অতঃপর ভগবানকে আচমন করাবে এবং তাঁর প্রসাদ বিষ্বক্‌সেনকে নিবেদন করবে। তারপর নিজ ইষ্টদেবের সেবায় সুবাসিত তাম্বূলাদি মুখশুদ্ধি প্রদান করবে। পরিশেষে আমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করবে।। ৪৩ ।।

পূজান্তে আমার লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তন ও তার লীলাভিনয় আমার অধিক প্রিয়। লীলাকথা শ্রবণ-কীর্তন কালে প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য আমাকে তুষ্ট করে। লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্তনের মাহাত্ম্য অপরিসীম। শ্রবণ-কীর্তন কালে জগৎ ও জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ বিস্মরণ করাই শ্রেয়। তখন কেবল আমার চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকবে।। ৪৪ ।।

প্রাচীন ঋষিগণ অথবা ভক্তবরদের রচিত ছোট-বড় স্তব-স্তোত্র দ্বারা আমার স্তুতি সহযোগে প্রার্থনা করে বলবে—'ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হন। আমাকে আপনার কৃপা প্রসাদে নিমজ্জিত করুন।' পূজান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করবে।। ৪৫ ।।

নিজ মস্তক আমার চরণে উপস্থাপন করে হস্ত দ্বারা আমার চরণ ধারণ করে (দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ চরণ, বাম হস্তে বাম) প্রণাম নিবেদন পূর্বক প্রার্থনা করবে —'ভগবন্! আমি সংসার সাগরে নিমজ্জিত। মৃত্যুরূপ কুম্ভীর আমার পশ্চাদ্‌ধাবন করছে। আমি আতঙ্কগ্রস্ত ও আপনার শরণাগত। হে প্রভু! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' ৪৬ ।।

যথাবিহিত স্তুতি সমর্পণান্তে আমাকে সমর্পিত মাল্য শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ধারণ করা কর্তব্য; মাল্য আমার প্রসাদ হয়ে থাকে। বিসর্জন আবশ্যক হলে এইরূপ চিন্তা আনা প্রয়োজন 'প্রতিমা দিব্য জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। প্রতিমার জ্যোতি হৃদয়স্থ জ্যোতিতে বিলীন হয়ে আছে।'—এই হল প্রকৃত বিসর্জন।। ৪৭ ।।

হে উদ্ধব! প্রতিমা আদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েই পূজা করা প্রয়োজন; কারণ আমি সমস্ত প্রাণীতে এবং স্ব-

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্॥ ৪৯

হৃদয়ে নিত্য নিবাস করি॥ ৪৮ ॥

হে উদ্ধব ! বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগে যে আমার পূজারাধনা করে থাকে সে ইহলোক ও পরলোকে আমারই প্রদত্ত অভিষ্ট সিদ্ধি লাভ করে থাকে॥ ৪৯ ॥

মদর্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্ দৃঢ়ম্।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজায়াত্রোৎসবাশ্রিতান্॥ ৫০

শক্তি সামর্থ্য আনুকূল্যে উপাসক এক সুদৃঢ় সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবে। মন্দির সংলগ্ন ভূমিতে সুন্দর সুগন্ধিত পুষ্পের জন্য পুষ্পোদ্যান রচনা কর্তব্য। মন্দিরে বিগ্রহের নিত্য পূজা ও বিশেষপার্বণ ও উৎসবসকলের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন॥ ৫০ ॥

পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্বস্বথান্বহম্।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ॥ ৫১

এই পার্বণ, নিত্যপূজা, উৎসব, সেবা উপলক্ষ্যে ভূমি দান, বাজার-নগর-গ্রাম দান আমার প্রীতিবর্ধন করে। দানী ব্যক্তি আমার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে থাকে॥ ৫১ ॥

প্রতিষ্ঠয়া সার্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ॥ ৫২

আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ফল পৃথিবীর একছত্র সাম্রাজ্য লাভ, মন্দির নির্মাণ করবার ফল ত্রিলোকের সাম্রাজ্য লাভ ও সেবা-পূজা ব্যবস্থার ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। একত্রে তিনের ফল আমার সমত্ব লাভ॥ ৫২ ॥

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন[১] বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্॥ ৫৩

নিষ্কামভাবে আমার সেবা-পূজাকারী আমার ভক্তিযোগ লাভ করে থাকে যা আমাকেই লাভ করবার পথ প্রশস্ত করে॥ ৫৩ ॥

যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড্ভুগ্ বর্ষাণাময়ুতায়ুতম্॥ ৫৪

অপরকে দান করে অথবা অন্যের দেওয়া বস্তু আদি আত্মসাৎ করে যে ব্রাহ্মণাদির জীবিকা হরণ করে, সে কোটি বৎসর কাল পর্যন্ত বিষ্ঠা হয়ে কালযাপন করে॥ ৫৪ ॥

কর্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ।
কর্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎ ফলম্॥ ৫৫

যারা এই সকল মাঙ্গলিক কর্মে সাহায্য করে, প্রেরণা দান করে অথবা অনুমোদন করে, তারাও মৃত্যুর পর সেই কর্ম সম্পাদনকারীর ন্যায় ফল লাভ করে। তারা যত সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে তদনুরূপ অধিক ফলভাগী হয়॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

[১]ক্রিয়াযোগেন।

অথাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

অষ্টবিংশ অধ্যায়

পরমার্থ নিরূপণ

শ্রীভগবানুবাচ

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ।। ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব ! যদিও ব্যবহারে পুরুষ এবং প্রকৃতি দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের ভেদে ভিন্ন রূপে প্রতীত হয় তবুও পরমার্থ দৃষ্টিতে তা অখণ্ড অধিষ্ঠান স্বরূপই। তাই কারো শান্ত, ঘোর এবং মূঢ় স্বভাব ও তদনুসারে তাদের কর্ম সম্পাদনে স্তুতি অথবা নিন্দা করা অনুচিত। নিত্য অদ্বৈত দৃষ্টি রাখাই শ্রেয়।। ১ ।।

পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ।। ২

যে ব্যক্তি অন্যের স্বভাব এবং কর্মের প্রশংসা অথবা নিন্দা করে সে অতি শীঘ্র নিজ যথার্থ পরমার্থ থেকে চ্যুত হয় ; কারণ সাধন তো দ্বৈতের অভিনিবেশের—তার প্রতি সত্য বুদ্ধি পোষণের নিষেধ করে এবং প্রশংসা ও নিন্দা বাক্য তার সত্যতার ভ্রমকে আরও সুদৃঢ় করে ।। ২ ।।

তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ।
মায়াং[১] প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্।। ৩

হে উদ্ধব ! ইন্দ্রিয়সমূহ রাজসিক অহংকারের কার্য। যখন তারা সুপ্ত হয়ে পড়ে তখন শরীরের অভিমানী জীব চেতনারহিত হয়ে যায় অর্থাৎ তার বাহ্য শরীরের স্মৃতি থাকে না। সেই সময় মন যদি সক্রিয় থাকে তখন সে স্বপ্নে অলীক দৃশ্যসমূহে লিপ্ত হয় ; এবং যখন মনও লীন হয়ে যায় তখন জীব মৃত্যুসম প্রগাঢ় নিদ্রা—সুষুপ্তিতে লীন হয়ে যায়। তদনুরূপ যখন জীব নিজ অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপকে বিস্মরণ করে বিভিন্ন বস্তুসকল দর্শন করতে থাকে তখন সে স্বপ্নবৎ অলীক দৃশ্যসমূহে যুক্ত হয়ে পড়ে অথবা মৃত্যুসম অজ্ঞানে লীন হয়ে যায়।। ৩ ।।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ।। ৪

হে উদ্ধব ! যখন দ্বৈত-নামক কিছুই নেই, তখন দ্বৈত-ভাবে অমুক বস্তু ভালো, অমুক বস্তু মন্দ অথবা এটি ভালো, এটি মন্দ—এই সব প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বাণী-দ্বারা বিশ্বের সমস্ত বস্তুরই বর্ণনা অথবা মনদ্বারা কল্পনা করা সম্ভব, অতএব তা দৃশ্য এবং অনিত্য হওয়ার কারণে তা অযাথার্থ্যই প্রমাণিত হয়।। ৪ ।।

ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্।। ৫

ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং ঝিনুকে রজত আদির আভাস থাকলেও তা সর্বতোভাবে মিথ্যা ; তবুও তার জন্য মানব-হৃদয়ে ভয়-কম্পন আদির সঞ্চার হয়। ঠিক

[১]যামাপ্নোতি।

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ ৬

তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরাত্মনি[১]।
ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্॥ ৭

এতদ্ বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্।
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্যবৎ॥ ৮

প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা।
আদ্যন্তবদসজ্ জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ॥ ৯

উদ্ধব উবাচ

নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতির্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।
অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে॥ ১০

সেইভাবে দেহাদি সকল বস্তু সর্বতোভাবে অলীক হওয়া সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানদ্বারা তার যথার্থভাবের বোধ না আসে ও তার আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ তা অজ্ঞানীদের ভীতি প্রদর্শন করতেই থাকে॥ ৫ ॥

হে উদ্ধব! সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মাই। আত্মা সর্বশক্তিমানও। বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রতীত সকল বস্তুর নিমিত্ত কারণ হল আত্মা ; উপাদান কারণও আত্মা। অর্থাৎ আত্মা বিশ্বরূপে সৃষ্ট ও সৃষ্টিকর্তা দুইই। সেই রক্ষা করে ও রক্ষিত হয়। সর্বাত্মা ভগবানই তার সংহার করে থাকেন ও তারই তো সংহার হয়ে থাকে॥ ৬ ॥

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্মা বিশ্ব থেকে পৃথক সত্তা কিন্তু আত্মদৃষ্টিতে আত্মা ভিন্ন অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নেই। অতএব তার অতিরিক্ত যা কিছু প্রতীত হয়ে থাকে তার নির্বচন করা সম্ভব হয় না এবং অনির্বচনীয় তো কেবল আত্মস্বরূপই। অতএব আত্মাতে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার অথবা অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত—এই তিন প্রকারের প্রতীতিসমূহ সর্বতোভাবে আধারহীন। অস্তিত্ব না থাকলেও তার ভ্রান্তি হতেই থাকে। এই সত্ত্ব, রজ, তম হেতু প্রতীত হওয়া ও দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য আদির বৈচিত্র্য, সব মায়ারই খেলা॥ ৭ ॥

হে উদ্ধব! আমি তোমাকে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের উত্তম স্থিতির বর্ণনা করেছি। যে আমার এই উপদেশের রহস্য জ্ঞাত হয় সে কারো প্রশংসা অথবা নিন্দা করা থেকে বিরত থাকে। সে জগতে সূর্যসম অসংশ্লিষ্ট থেকে বিচরণ করে॥ ৮ ॥

প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাস্ত্র এবং আত্মানুভূতি আদি সকল পন্থায় এটি সর্বতোভাবে প্রমাণিত যে এই জগৎ উৎপত্তি বিনাশশীল হওয়ার কারণে অনিত্য এবং অসত্য। এই সম্যক্ জ্ঞান ধারণ করে জগতে অসংশ্লিষ্ট ভাব রেখে বিচরণ করা উচিত॥ ৯ ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! আত্মা দ্রষ্টা এবং দেহ দৃশ্য। আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত এবং দেহ জড়। এইরূপ স্থিতিতে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার দেহেরও হওয়া সম্ভব নয়, আত্মারও নয়, কিন্তু তা সেরূপ মনে হয়ে থাকে। তা কেমন করে হয়ে থাকে, অনুগ্রহ করে স্পষ্ট করুন॥ ১০ ॥

[১]মতিরা.।

আত্মাব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতঃ।
অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ[১] কস্যেহ সংসৃতিঃ॥ ১১

আত্মা তো অবিনশ্বর, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত গুণরহিত, শুদ্ধ, স্বয়ংপ্রকাশিত এবং সর্বপ্রকারে আবরণরহিত ; এবং শরীর নশ্বর, সগুণ, অশুদ্ধ, প্রকাশ্য এবং আবৃত। আত্মা অগ্নিসম প্রকাশমান আর শরীর তো কাষ্ঠসম অচেতন। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ তবে কার ? ১১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যাবদ্ দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ[২] ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ॥ ১২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! বস্তুত জগতের অস্তিত্বই নেই। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধে ভ্রান্তি বর্তমান ততক্ষণ অবিবেকী পুরুষের তা সত্য বলে স্ফুরিত হয় ॥ ১২ ॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য[৩] স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥ ১৩

যেমন স্বপ্নদর্শনকালে বহু বিপদ আসে যার বাস্তবে অস্তিত্বই নেই, তবুও স্বপ্নভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত তার অস্তিত্বের অবসান হয় না। তেমনভাবেই জগৎ মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও যে তাতে প্রতীত বিষয়সমূহে সংলগ্ন হয় তার জন্ম-মৃত্যুরূপ জগতের নিবৃত্তি হয় না ॥ ১৩ ॥

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে॥ ১৪

যখন কেউ দুঃসহ স্বপ্ন দেখে তখন নিদ্রাভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত তাকে অতি বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয় ; কিন্তু যখন তার নিদ্রাভঙ্গ হয়,—নিদ্রোত্থিত হওয়ার পর তার বিপদও থাকে না এবং তার কারণে উদ্ভূত মোহাদি বিকারও থাকে না॥ ১৪ ॥

শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ[৪] নাত্মনঃ॥ ১৫

হে উদ্ধব ! অহংকারই শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা এবং জন্ম-মৃত্যুর শিকার হয়ে থাকে। আত্মার সঙ্গে তো তার কোনো সম্বন্ধই নেই॥ ১৫ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো
জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্মমূর্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ
সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ॥ ১৬

হে উদ্ধব ! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনে স্থিত আত্মাই যখন এগুলির অভিমানে প্রবৃত্ত হয়ে তাকে নিজ স্বরূপ জ্ঞান করতে থাকে, তখন তার নাম জীব হয়ে যায়। সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মার মূর্তি হল গুণ এবং কর্ম দ্বারা সৃষ্ট লিঙ্গ শরীর। তাকেই কোথাও সূত্রাত্মা বলা হয় আর কোথাও মহত্তত্ত্ব। তার আরও অনেক নাম বর্তমান। সেই কালরূপ পরমেশ্বরের অধীন হয়ে জন্ম-মৃত্যুরূপ জগতে ইতস্তত ভ্রমণ করতে থাকে॥ ১৬ ॥

অমূলমেতদ্ বহুরূপরূপিতং
মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন-
চ্ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ॥ ১৭

বস্তুত মন, বাণী, প্রাণ এবং শরীর অহংকারেরই কার্য। তা অমূলক হওয়া সত্ত্বেও দেবতা, মানব আদি অনেক রূপে তার প্রতীতি হয়ে থাকে। মননশীল ব্যক্তি জ্ঞান-তরবারিতে উপাসনার শান দিয়ে তাকে অতি তীক্ষ্ণ

[১]অগ্নিবদ্দারুবদ্দেহঃ কস্য হ্য কস্য সংসৃতিঃ। [২]সংসারফলবান্। [৩]বিষয়াংস্তস্য। [৪]মৃত্যুর্ন বাত্মনঃ।

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ
প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্ ।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং
কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥ ১৮

যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ
পশ্চাচ্চ সর্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্যমাণং
নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ॥ ১৯

বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ
গুণত্রয়ং কারণকার্যকর্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ
যেনৈব তুর্যেণ তদেব সত্যম্॥ ২০

ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চা-
ন্মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।
ভূতং প্রসিদ্ধং চ পরেণ যদ্ যৎ
তদেব তৎ স্যাদিতি মে মনীষা॥ ২১

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো
বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ[১]।
ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতো বিভাতি
ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্ ॥ ২২

করে এবং তার দ্বারা দেহাভিমানের অহংকারের মূলোচ্ছেদ করে জগতে নির্দ্বন্দ্ব হয়ে বিচরণ করে। তখন তার মধ্যে কোনো প্রকারের আশা-তৃষ্ণা থাকে না॥ ১৭ ॥

আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপকে আলাদাভাবে উত্তমরূপে বুঝে নেওয়াই জ্ঞান, কারণ বিবেক জাগ্রত হলেই দ্বৈত অস্তিত্বের অবসান হয়। তার উপায় হল তপস্যার দ্বারা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে বেদাদি শাস্ত্রসকল শ্রবণ করা। এ ছাড়া শ্রবণানুকূল যুক্তিসকল, মহাপুরুষদের উপদেশ এবং এই দুই-এর অবিরুদ্ধ স্বানুভূতিও এর প্রমাণ। অতএব এর সারমর্ম এই যে জগৎ আদিতে যা ছিল ও অন্তে যা থাকবে যে তার মূল কারণ ও প্রকাশক, সেই অদ্বিতীয়, উপাধিরহিত পরমাত্মা মধ্যেও বর্তমান। তার অতিরিক্ত অন্য কোনো বস্তু নেই॥ ১৮ ॥

হে উদ্ধব ! স্বর্ণনির্মিত কঙ্কণ, কুণ্ডল আদি বহু অলংকার আমরা দেখি ; কিন্তু সেই সকল গহনা যখন প্রস্তুত হয়নি তখনও স্বর্ণ ছিল আর যখন গহনা থাকবে না তখনও স্বর্ণ থাকবে। তাই যখন অন্তবর্তীকালে কঙ্কণ-কুণ্ডল আদি অনেক নাম দিয়ে তা ব্যবহার করি তখনও তা স্বর্ণই। ঠিক সেইভাবেই জগতের আদি অন্ত এবং মধ্য —সকলের মধ্যে আমিই। বস্তুত আমিই সত্য তত্ত্ব ॥ ১৯ ॥

হে ভ্রাতা উদ্ধব ! মনের তিন অবস্থা হয়—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি ; এই তিন অবস্থার হেতু তিনগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম এবং জগতের তিন ভেদ—অধ্যাত্ম (ইন্দ্রিয়-সমূহ), অধিভূত (পৃথিব্যাদি) এবং অধিদৈব (কর্তা)। এই সকল বৈচিত্র্য যার সত্তাতে সত্যসম প্রতীত হয় এবং সমাধি আদিতে এই বৈচিত্র্য না থাকলেও যার সত্তা অপরিবর্তিত থাকে তা তুরীয়তত্ত্ব—এই তিন থেকে পৃথক এবং এর অনুগত চতুর্থ ব্রহ্মতত্ত্বই সত্য॥ ২০ ॥

যা সৃষ্টির পূর্বে ছিল না এবং প্রলয়ের পরেও থাকবে না তা মধ্যেও থাকে না—এটি স্থির সিদ্ধান্ত। মধ্যে যা ভাসিত হয় তা কেবল কল্পনাপ্রসূত, নাম সর্বস্বই। এ এক অব্যর্থ সত্য যে বস্তু যার দ্বারা নির্মিত হয় তথা প্রকাশিত হয়, সেটিই তার প্রকৃত স্বরূপ, সেটিই তার পরমার্থ সত্তা —এই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত॥ ২১ ॥

এই যে বিকারযুক্ত রাজস সৃষ্টি তার অস্তিত্ব না

[১]এব।

এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ
পরাপবাদেন বিশারদেন।
ছিত্ত্বাহহত্মসংদেহমুপারমেত
স্বানন্দতুষ্টোঽখিলকামুকেভ্যঃ ॥ ২৩

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি
দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্ব-
মহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্॥ ২৪

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ[1]।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং
ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্॥ ২৫

যথা নভো বায়্বনলাম্বুভূগুণৈ-
র্গতাগতৈর্বর্তুগুণৈর্ন সজ্জতে।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈ-
রহংমতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্॥ ২৬

থাকলেও তা দেখা যায়। এ-ই স্বয়ংপ্রকাশিত ব্রহ্ম। অতএব ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও পঞ্চভূত আদি যত চিত্রবিচিত্র নামরূপ বর্তমান, তা বস্তুত সেইরূপে উপস্থাপিত ব্রহ্মই॥ ২২ ॥

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও স্বানুভূতি হল ব্রহ্মবিচারের উপায়। ব্রহ্মবিচারের সহায়ক হলেন আত্মজ্ঞানী গুরুদেব ! এই সকল সহযোগে বিচার করে সুস্পষ্টরূপে দেহাদি অনাত্ম সকল পদার্থের নিষেধ করে দেওয়া উচিত। তারপর নিষেধ সহকারে আত্মবিষয়ক সকল সন্দেহকে সমূলে উৎপাটিত করতে হয় ও নিজ আনন্দস্বরূপ আত্মাতে মগ্ন হয়ে যেতে হয়। এই অবস্থায় সর্বপ্রকারের বিষয়ে বাসনারাহিত্য আসে॥ ২৩॥

নিষেধ প্রক্রিয়া এইভাবে হয়ে থাকে—পৃথিবীর বিকার হওয়ায় শরীর আত্মা নয়। ইন্দ্রিয়, তাদের অধিষ্ঠাতা দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি ও মন আত্মা নয় ; কারণ তাদের ভরণপোষণ শরীরবৎ অন্নদ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, আকাশ পৃথিবী শব্দাদি বিষয় এবং গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতিও আত্মা নয় ; কারণ এই সকলই দৃশ্য ও জড় পদার্থ॥ ২৪ ॥

হে উদ্ধব ! যে আমার স্বরূপ জ্ঞানসম্পন্ন তার বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়সকল যদি সমাহিত থাকে তাতে তার কী লাভ ? যদি তা বিক্ষিপ্ত থাকে তাতেও ক্ষতি কোথায় ? কারণ অন্তঃকরণ ও বাহ্যজ্ঞান—সকলই গুণময় এবং আত্মার সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধই নেই। যদি আকাশে মেঘের ঘনঘটা হয় অথবা মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাতে সূর্যের কিছু এসে যায় কি ? ২৫ ॥

যেমন বায়ু আকাশকে শুষ্ক করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, জল আর্দ্র করতে পারে না, ধূলি-ধূম্র ধূলিধূসর করতে পারে না এবং ঋতুসমূহের গুণ গ্রীষ্ম-শীতাদি তাকে প্রভাবিত করতে পারে না, (কারণ এই সকলই ক্ষণস্থায়ী ভাব এবং আকাশ এই সকলের নির্লিপ্ত অধিষ্ঠান মাত্র) তেমনভাবেই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণের বৃত্তিসকল এবং কর্ম অবিনাশী আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না ; আত্মা তো এই সকলে লিপ্ত হয়ই না। যারা এতে অহংকার আরোপ করে তারাই জগতে পরিভ্রমণ করতে থাকে॥ ২৬ ॥

[1]ভবেন্ন হ্যবিবি.।

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্
রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ॥ ২৭

হে উদ্ধব ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সুদৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা মনের রজোগুণরূপ মল সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ না হয়, ততক্ষণ এই সকল মায়া-সঞ্জাত গুণসকল এবং তার কার্যের সঙ্গ সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই শ্রেয়॥ ২৭ ॥

যথাহমেয়োহসাধুচিকিৎসিতো নৃণাং
পুনঃ পুনঃ সংতুদতি প্ররোহন্।
এবং মনোহপক্ককষায়কর্ম
কুযোগিনং বিধ্যতি সর্বসঙ্গম্॥ ২৮

হে উদ্ধব ! যেমন উত্তমরূপে চিকিৎসিত না হলে রোগের সমূল বিনাশ হয় না এবং তা বারবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়, ঠিক সেইভাবেই যে মনের বাসনার এবং কর্মের সংস্কারের সম্পূর্ণভাবে অবসান হয়নি (অর্থাৎ যে স্ত্রী-পুত্র আদিতে আসক্ত) তা বারংবার অপরিপক্ব যোগীকে বিচলিত করতে থাকে এবং বহুবার যোগভ্রষ্ট করে দেয়॥ ২৮ ॥

কুযোগিনো যে বিহিতান্তরায়ৈ-
র্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো
যুঞ্জন্তি যোগং ন তু কর্মতন্ত্রম্॥ ২৯

দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত শিষ্য-পুত্র আদি দ্বারা কৃত বিঘ্ন দ্বারা যদি কদাচিৎ অপরিপক্ব যোগী পথভ্রষ্ট হয়েও যায় তবুও সে পূর্বাভ্যাস হেতু পুনঃ যোগাভ্যাসেই যুক্ত হয়। কর্মাদিতে তার প্রবৃত্তি দেখা যায় না॥ ২৯ ॥

করোতি কর্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোহপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা॥ ৩০

হে উদ্ধব ! জীব সংস্কারাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কর্মে সংযুক্ত থাকে এবং তাতে ইষ্ট-অনিষ্ট নিহিত জ্ঞান ধারণ করে হর্ষ-বিষাদাদি বিকারসকল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে তত্ত্ব-জ্ঞানের সাক্ষাৎকার পেয়েছে সে প্রকৃতিতে নিবাস করলেও সংস্কারানুসারে কর্মরত থাকলেও, তাতে ইষ্ট-অনিষ্ট বুদ্ধিপূর্বক, হর্ষ-বিষাদাদি বিকারসমূহের সঙ্গে যুক্ত হয় না, কারণ আনন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা তার জগৎ সম্বন্ধিত সকল আশা-তৃষ্ণা ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়েই গেছে॥ ৩০ ॥

তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং
শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমান-
মাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ॥ ৩১

যে নিজস্বরূপে সুস্থিত তার এই বোধ আদৌ থাকে না যে, শরীর দণ্ডায়মান অথবা উপবেশিত, চলমান অথবা শায়িত, মল-মূত্র ত্যাগে রত, আহারে যুক্ত অথবা কোনো স্বাভাবিক কর্মরত ; কারণ তার বৃত্তি তো আত্মস্বরূপে সুস্থিত—ব্রহ্মাকার হয়ে থাকে॥ ৩১ ॥

যদি[১] স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং
নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ।
ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী
স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানম্॥ ৩২

যদি জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টিপথে ইন্দ্রিয়সকলের বিবিধ বাহ্য বিষয় — যা অসত্য ; আসেও, সে তাতে নিজ আত্মা থেকে পৃথক জ্ঞান রাখে না কারণ তা যুক্তি, প্রমাণ এবং স্বানুভূতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যেমন

[১] ইতি।

পূর্বং গৃহীতং গুণকর্মচিত্র-
মজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ।
নিবর্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব
ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা॥ ৩৩

নিদ্রাবসানে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু এবং জাগরণে তিরোহিত বস্তুকে কেউ সত্য-জ্ঞান করে না, ঠিক সেইভাবেই জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ থেকে পৃথক প্রতীয়মান বস্তুকে কখনো সত্য জ্ঞান করে না॥ ৩২ ॥

হে উদ্ধব ! এর অর্থ এই নয় যে অজ্ঞানী আত্মাকে ত্যাগ করে ও জ্ঞানী তাকে গ্রহণ করে। এর সারমর্ম কেবল এই যে, বহু গুণ এবং কর্মতে যুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয় আদি বস্তু পূর্বে অজ্ঞান হেতু আত্মার সঙ্গে অভিন্ন ধরে নেওয়া হয়েছিল ; তখন বিবেকের অভাব ছিল। এখন আত্মদৃষ্টি অর্জনের পর অজ্ঞান এবং তার কার্যের নিবৃত্তি হয়ে গেল। তাই অজ্ঞানের নিবৃত্তিই অভিষ্ট হয়। বৃত্তিসকল দ্বারা আত্মার গ্রহণও হয় না, ত্যাগও হয় না॥ ৩৩ ॥

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং
তমো নিহন্যান্ন[১] তু সদ্[২] বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে
হন্যাৎতমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥ ৩৪

যেমন সূর্যোদয় মানব চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত অন্ধকারের আবরণ অপসারণ করে, কোনো নতুন বস্তু নির্মাণ করে না—তেমনভাবেই আমার স্বরূপে সুদৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান মানবের বুদ্ধিগত অজ্ঞানের আবরণকে বিনষ্ট করে দেয়, ইদং অর্থাৎ নিজের স্বরূপ থেকে ভিন্নরূপে কোনো রূপের জ্ঞান প্রদান করে না॥ ৩৪ ॥

এষ স্বয়ংজ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো
মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে[৩]
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি॥ ৩৫

হে উদ্ধব ! আত্মা নিত্য, অপরোক্ষ, তাকে লাভ করতে হয় না। সে স্বয়ং প্রকাশিত। তাতে অজ্ঞানাদি কোনো প্রকারের বিকার থাকে না। আত্মা জন্মরহিত অর্থাৎ কখনো কোনো বৃত্তিতে আরূঢ় থাকে না, তাই আত্মা অপ্রমেয়। জ্ঞানাদি দ্বারা আত্মার সংস্কারও করা যায় না। আত্মাতে দেশ, কাল এবং বস্তু-কৃত পরিচ্ছিন্নতা না থাকায় অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, হ্রাস এবং বিনাশ তাকে স্পর্শ করতেও সক্ষম নয়। সকলের অন্য সকল অনুভূতিসমূহ আত্মস্বরূপই। যখন মন ও বাণী আত্মাকে নিজের বিষয় করতে না পেরে নিবৃত্ত হয়ে যায় তখন সেই সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত এক অদ্বিতীয় থেকে যায়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তার স্বরূপকে বাণী এবং প্রাণাদির প্রবর্তকরূপে নিরূপণ করা হয়॥ ৩৫ ॥

এতাবানাত্মসংমোহো যদ্ বিকল্পস্তু কেবলে।
আত্মন্যৃতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি॥ ৩৬

হে উদ্ধব ! অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বে অর্থহীন নামদ্বারা বহুরূপতার চিন্তা আনা মনের ভ্রমমাত্র এবং তা

[১]বিহন্যান্ন। [২]সংবিধত্তে। [৩]বিরামঃ।

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্ ।
ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্।। ৩৭

যোগিনোঽপক্বযোগস্য যুঞ্জতঃ কায় উত্থিতৈঃ।
উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ।। ৩৮

যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ[1]।
তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ।। ৩৯

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসঙ্কীর্তনাদিভিঃ।
যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদাঞ্ছনৈঃ।। ৪০

কেচিদ্ দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরম্।
বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে।। ৪১

ন হি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হ্যপার্থকঃ।
অন্তবত্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ।। ৪২

যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ।
তচ্ছ্রদ্দধ্যান্ন মতিমান্ যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ[2]।। ৪৩

অজ্ঞানপ্রসূত। বস্তুত এ অতি বড় মোহ, কারণ নিজ আত্মা ছাড়া তার ভ্রমেরও অন্য কোনো অধিষ্ঠান নেই । অধিষ্ঠান-সত্তায় অধ্যস্ত-সত্তার অস্তিত্বই নেই। তাই সবই স্বয়ং আত্মা।। ৩৬ ।।

বহু পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি এইরূপ বলে থাকেন যে, এই পাঞ্চভৌতিক দ্বৈত বিভিন্ন নামে ও রূপে ইন্দ্রিয়-সকল দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তাই তা সত্য। কিন্তু এ তো বাণীর বাগাড়ম্বর মাত্রই, কারণ তত্ত্বত ইন্দ্রিয়সকলের স্বতন্ত্র সত্ত্বাই সিদ্ধ হয় না। তাই তা প্রমাণ রূপে কীভাবে গ্রহণীয় হতে পারে ? ৩৭ ।।

হে উদ্ধব ! যদি যোগসাধনা সমাপনের পূর্বেই কোনো সাধকের শরীর রোগাদি উপদ্রবে পীড়িত হয়ে পড়ে, তখন তার এইসব পথের সাহায্য নেওয়া উচিত।। ৩৮ ।।

গ্রীষ্ম-শীত আদিকে চন্দ্র-সূর্য আদির ধারণা দ্বারা, বাত আদি রোগের বায়ুধারণাযুক্ত আসন দ্বারা এবং গ্রহ-সর্পাদি-কৃত বিঘ্নসমূহের তপস্যা, মন্ত্র এবং ঔষধি দ্বারা নষ্ট করে ফেলা উচিত।। ৩৯ ।।

কাম-ক্রোধ আদি বিঘ্নসমূহকে আমার চিন্তন এবং নাম সংকীর্তন আদি দ্বারা বিনাশ করা শ্রেয়। এবং পতনের দিকে আকর্ষণকারী দম্ভ মদ আদি বিঘ্নসমূহকে ধীরে ধীরে মহাপুরুষদের সেবার মাধ্যমে দূরীকরণ করাই শ্রেয়।। ৪০ ।।

বহু মনস্বী যোগীকে বিবিধ উপায় অবলম্বন করে যুবাবস্থায় দেহকে সুদৃঢ় করে তারপর অণিমাদি সিদ্ধির জন্য যোগসাধন করতে দেখা যায় কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ কার্যকে সমর্থন করেন না, কারণ এই প্রয়াস সর্বতোভাবে নিষ্ফল। বৃক্ষে সংলগ্ন ফলসম এই শরীরের বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী।। ৪১-৪২ ।।

যদিও কদাচিৎ বহুদিন পর্যন্ত নিয়মিত এবং কঠিন পরিশ্রম করে যোগসাধনা করায় শরীর সুদৃঢ় হয়ে যায়, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে না। তার আমার প্রাপ্তি হেতু নিরন্তর সংলগ্ন থাকাই উচিত।। ৪৩ ।।

[1]ধারণাদিভিঃ। [2]দূরতঃ।

যোগচর্যামিমাং যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ॥ ৪৪

যে সাধক আমার শরণাগত হয়ে আমার কথিত যোগসাধনায় সংলগ্ন থাকে তাকে কোনো বাধা-বিঘ্ন পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তার কামনাসকল দূরীভূত হয়ে যায় এবং সে আত্মানন্দের অনুভূতিতে মগ্ন হয়॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধে অষ্টবিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

অথৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ভাগবতধর্মের নিরূপণ এবং উদ্ধবের বদরীকাশ্রম গমন

উদ্ধব উবাচ

সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা[১] পুমান্ সিদ্ধ্যেৎ তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত॥ ১

উদ্ধব বললেন—হে অচ্যুত ! যে মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়নি তার পক্ষে আপনার দ্বারা বর্ণিত যোগসাধনা করা অতি কঠিন বলেই আমার মনে হয়। অতএব আপনি এইবার এমন কোনো সহজ-সরল পথ বলুন যাতে মানব অনায়াসে আপনার পরমপদ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়॥ ১ ॥

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥ ২

হে পদ্মলোচন ! আপনি এই তথ্য অবগত আছেন যে, অধিকাংশ যোগিগণ যখন মনকে অভিনিবিষ্ট করতে গিয়ে বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য হন তখন তারা পরাজয় স্বীকার করে নেন এবং সেই হেতু বিষাদগ্রস্ত হন॥ ২ ॥

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভি-
স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ॥ ৩

হে পদ্মপলাশলোচন ! আপনি বিশ্বেশ্বর। আপনার দ্বারাই সমস্ত জগতের প্রতিপালন হয়ে থাকে। এইরূপ পরমোৎকর্ষ বিচারে চতুর মানব আপনার আনন্দঘন শ্রীচরণের শরণাপন্ন হয়ে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম। আপনার মায়া তাদের বিচ্যুত করতে পারে না কারণ তারা যোগসাধনা ও কর্মানুষ্ঠানের অভিমান থেকে দূরে থাকে। কিন্তু যারা আপনার শরণাগত হয় না সেই সকল যোগী ও কর্মী নিজ সাধনার অহংকারে পুষ্ট হয়ে

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৪

[১]অথা.।

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্বার্থদং স্বকৃতবিদ্ বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনু ভূত্যৈ
কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ।। ৫

থাকে ; অবশ্যই তাদের মতিভ্রম আপনার মায়া হেতুই হয়। হে প্রভু ! আপনি সকলের হিতৈষী ও সুহৃদ। আপনি আপনার অনন্য শরণাগত রাজা বলি আদি সেবকদের অধীন হয়ে গেলেও আশ্চর্য হব না ; কারণ আপনি রামাবতারে প্রীতি সহকারে বানরদের সঙ্গেও সখ্যতা নির্বাহ করেছিলেন, যদিও ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরগণ তাঁদের দিব্য কিরীট আপনার চরণযুগল স্থাপিত চৌকিতে প্রণাম জানিয়ে কৃতার্থ হন।। ৩-৪ ।।

হে প্রভু ! আপনি সকলের প্রিয়তম, স্বামী এবং আত্মা। আপনি আপনার শরণাগতদের সর্বস্ব দিয়ে থাকেন। আপনি বলি, প্রহ্লাদ আদি ভক্তদের যা সব দিয়েছেন তা জেনে কে আপনাকে ছেড়ে দেবে ? এ কথা কিছুতেই আমার বোধগম্য হয় না যে কোনো বিচার-বুদ্ধি সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিস্মৃতির গহ্বরে পতিতকারী তুচ্ছ বিষয় ভোগে কেন লিপ্ত থাকে ! আমরা আপনার শ্রীচরণ রজের উপাসক। তাই আমাদের কাছে দুর্লভ কী ? ৫ ।।

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং[১] কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।। ৬

ভগবন্ ! আপনি সমস্ত প্রাণীকুলের অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে এবং বাহিরে গুরুরূপে অবস্থান করে তাদের সমস্ত পাপ-তাপ হরণ করে নিজ বাস্তবিক স্বরূপকে তাদের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। ব্রহ্মজ্ঞানীও ব্রহ্মাসম প্রলম্বিত আয়ু লাভ করেও আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারেন না। তাই তাঁরা আপনার কৃপার কথা স্মরণ করে ক্ষণে ক্ষণে উত্তরোত্তর অধিক আনন্দ অনুভব করে থাকেন।। ৬ ।।

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা
পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।
গৃহীতমূর্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো
জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ।। ৭

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর। তিনিই সত্ত্ব, রজ আদি গুণসকল দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রর রূপ ধারণ করে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি আদি ক্রীড়ায় যুক্ত থাকেন। যখন উদ্ধব সানুরাগ চিত্তে তাঁকে এই প্রশ্ন করলেন তখন তিনি অধরে মৃদু-মন্দ হাস্য ধারণ করে বলতে শুরু করলেন।। ৭ ।।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্[২]।
যাঞ্ছ্রদ্ধয়াঽঽচরন্ মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্।। ৮

শ্রীভগবান বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! এবার আমি তোমাকে সেই মঙ্গলময় ভাগবতধর্মের উপদেশ দান করব যার শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করে মানব সংসাররূপ দুর্জয় মৃত্যুকে অনায়াসে জয় করতে সমর্থ হবে।। ৮ ।।

[১]ত্ত্যবিরতিং। [২]মহাফলান্।

কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্‌।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ।। ৯

হে উদ্ধব ! আমার ভক্ত যেন সকল কর্ম আমার নিমিত্ত সম্পাদন করে আমাকে স্মরণ করার অভ্যাস ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে খুব অল্পকালেই তার মন ও চিত্ত আমাতে সমর্পিত হয়ে যাবে। তার মন এবং আত্মা আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবে।। ৯ ।।

দেশান্‌ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্‌।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ।। ১০

আমার ভক্ত সাধু ব্যক্তিগণ যে পবিত্র স্থানে নিবাস করে থাকেন সেখানেই যেন তারা নিবাস করে এবং দেবতা, অসুর অথবা মানব যারাই আমার অনন্য ভক্ত তাঁদের আচরণসমূহকে যেন অনুসরণ করে।। ১০ ।।

পৃথক্‌ সত্রেণ বা মহ্যং পর্বযাত্রামহোৎসবান্‌।
কারয়েদ্‌ গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ[1]।। ১১

উৎসব-পালাপার্বণ কালে সম্মিলিত অথবা একক ভাবে নৃত্য, গীত, বাদ্য আদি মহারাজোচিত জাঁক-জমক সহকারে আমার যাত্রাদির মহোৎসব পালন করবে।। ১১।।

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্‌।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং[2] যথা খমমলাশয়ঃ।। ১২

শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ বাহ্য ও অন্তরে পরিব্যাপ্ত আবরণহীন পরমাত্মা স্বরূপকে আকাশবৎ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ও নিজ হৃদয়ে দর্শন করবে।। ১২ ।।

ইতি সর্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্‌ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ।। ১৩

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্‌ পণ্ডিতো মতঃ।। ১৪

হে নির্মলবুদ্ধি উদ্ধব ! সাধক যখন এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমস্ত প্রাণীতে ও সমস্ত পদার্থে আমাকে প্রত্যক্ষ করতে থাকে ও তদনুরূপ আচরণও করে তখন তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা হয়। তখন তার ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, চোর-ব্রাহ্মণভক্ত, সূর্য-স্ফুলিঙ্গ ও কৃপালু-ক্রূর—সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ হয়।। ১৩-১৪ ।।

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি।। ১৫

যখন সাধক সমস্ত নর-নারীর মধ্যে আমার ভাবনায় মগ্ন হয়ে আমার নিত্য স্মরণে যুক্ত হয়ে যায় তখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার থেকে স্পর্ধা (ঔদ্ধত্য), ঈর্ষা, তিরস্কার ও অহংকারাদি দোষ দূরীভূত হয়।। ১৫ ।।

বিসৃজ্য স্ময়মানান্‌ স্বান্‌ দৃশং ব্রীড়াং চ দৈহিকীম্‌।
প্রণমেদ্‌ দণ্ডবদ্‌ ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্‌।। ১৬

সাধক স্বজনের উপহাস, আমি ভালো, সে মন্দ—এই দোষদৃষ্টি ও লোকলজ্জা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে এবং সারমেয়, চণ্ডাল, গো, গর্দভকেও আমার অংশজ্ঞানে প্রণাম করবে।। ১৬ ।।

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্‌মনঃকায়বৃত্তিভিঃ[3]।। ১৭

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মদ্ভাব অর্থাৎ ভগবদ্ভাব না আসা পর্যন্ত সাধক কায়মনোবাক্যে সর্ব সংকল্প ও সর্ব কর্মদ্বারা আমার সাধনায় নিত্য যুক্ত থাকবে।। ১৭ ।।

সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়ঃ।। ১৮

হে উদ্ধব ! এইরূপে যখন সর্বত্র আত্মবুদ্ধি—ব্রহ্মভাবের অভ্যাস হতে থাকে তখন স্বল্পকালেই

[1]নৃত্যগীতাদ্যৈর্ম.। [2]চাত্মস্থম্‌। [3]কর্মভিঃ।

অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥ ১৯

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্‌নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥ ২০

যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ ভয়াদেরিব সত্তম॥ ২১

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি[1] মামৃতম্॥ ২২

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সঙ্গ্রহঃ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ॥ ২৩

অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ।
এতদ্ বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ॥ ২৪

সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং ময়ৈতদপি ধারয়েৎ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ২৫

য এতন্মম ভক্তেষু সম্প্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্।
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা॥ ২৬

জ্ঞানের উন্মোচন হয়ে সবকিছুই ব্রহ্ম রূপে পরিলক্ষিত হয়। তখন তার সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় স্বাভাবিকভাবেই নিবৃত্ত হয়ে যায় এবং সর্বত্র আমার সাক্ষাৎকার লাভ করে সাধক জাগতিক দৃষ্টি থেকে উপরত হয়ে যায়॥ ১৮ ॥

আমার মতে আমার প্রাপ্তির যত উপায় আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সর্বজীবে ও সর্বপদার্থে কায়মনোবাক্যে আমার অবস্থিতির ভাবে তদ্‌গতচিত্ত হওয়া॥ ১৯ ॥

হে উদ্ধব ! এই আমার একনিষ্ঠ ভাগবতধর্ম ; একবার এপথে পা রাখলে সাধক কোনো রকমের বাধা-বিপত্তিতে পথভ্রষ্ট হয় না। কারণ এই ভাগবতধর্ম নিষ্কাম নির্গুণ হওয়ার জন্য আমি এটিকে সর্বোত্তম বলে চিহ্নিত করেছি॥ ২০ ॥

ভাগবতধর্ম কোনো রকম ত্রুটিযুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। যদি ভাগবতধর্মের সাধক ভয়-শোকাদির সময়ে দুশ্চিন্তা, ক্রন্দন ও বিক্ষিপ্তভাবে উন্মত্তসম আচরণাদি নিরর্থক কর্মসকল নিষ্কামভাবে আমাকে সমর্পণ করে, তাহলে আমার প্রীতিপ্রসাদে তাও ধর্ম আখ্যা পেয়ে যায়॥ ২১ ॥

বিবেকীর বিবেকে ও বুদ্ধিমানের বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এই যে, সাধক যেন এই নশ্বর ও অসত্য শরীর দ্বারাই আমার অবিনশ্বর ও সত্য তত্ত্বকে যথার্থভাবে জেনে নিক॥ ২২ ॥

হে উদ্ধব ! ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে তুমি অবগত হলে। এই রহস্যের অনুধাবন মানব শরীরের পক্ষে কী কথা, দেবতাদের পক্ষেও সুকঠিন॥ ২৩ ॥

সুস্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত যে জ্ঞানতত্ত্ব আমি তোমায় বার বার অবগত করালাম তার মর্ম অনুধাবনকারী ব্যক্তির হৃদয়ের সংশয় গ্রন্থিসকল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ; সে মুক্তি লাভ করে॥ ২৪ ॥

তোমার সকল প্রশ্নের উত্তরদান আমি করেছি। যে ব্যক্তি এই প্রশ্নোত্তরকে বিশ্লেষণ করে আত্মস্থ করে সে বেদের পরম রহস্য—সনাতন পরব্রহ্মকে লাভ করে থাকে॥ ২৫ ॥

যে এই গুহ্যতত্ত্ব ভক্তদের মধ্যে উত্তম ও

[1]মর্ত্যো বাপ্নোতি।

য এতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি।
স পূয়েতাহরহর্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্॥ ২৭

সুস্পষ্টরূপে বিতরণ করে আমি সেই জ্ঞান বিতরণকারীকে প্রসন্নতাযুক্ত নিজ স্বরূপ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানও প্রদান করে থাকি॥ ২৬ ॥

হে উদ্ধব ! এই প্রশ্নোত্তর সংবাদ স্বয়ং অতি পবিত্র এবং তা অন্যেরও পবিত্রতা প্রদানকারী। যে এটি নিত্য পাঠ করবে এবং অপরকেও শোনাবে, সে এই জ্ঞানদীপ দ্বারা অপরকে আমার দর্শন প্রদান করানোয় নিজেও পরম পবিত্র হয়ে যাবে॥ ২৭ ॥

য এতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুয়ান্নরঃ।
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্বন্ কর্মভির্ন স বধ্যতে॥ ২৮

তদ্‌গতচিত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত নিত্য শ্রবণকারী ব্যক্তি আমার পরাভক্তি লাভ করে থাকে। তার কর্মবন্ধন থেকেও মুক্তি হয়॥ ২৮ ॥

অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমবধারিতম্[১]।
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ॥ ২৯

হে প্রিয়সখা ! আশা করি তুমি ব্রহ্মস্বরূপ অনুধাবনে এখন সক্ষম এবং তোমার চিত্তের শোক-মোহও নিবারিত হয়েছে॥ ২৯ ॥

নৈতত্ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্॥ ৩০

এই তত্ত্বজ্ঞান তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্ধালু, ভক্তিহীন ও উদ্ধত ব্যক্তিকে প্রদানে সতত বিরত থাকবে॥ ৩০ ॥

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ ভক্তিঃ স্যাচ্ছূদ্রযোষিতাম্॥ ৩১

এইসকল দোষ থেকে মুক্ত, ব্রাহ্মণভক্ত, প্রেমী, সাধুস্বভাব, সচ্চরিত্র ব্যক্তিই এই তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের যোগ্য পাত্র। রাগানুগভক্ত শূদ্র ও নারীও যদি আমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখে তাহলে তাদেরও এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করা উচিত॥ ৩১ ॥

নৈতদ্ বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।
পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে॥ ৩২

যেমন দিব্য অমৃত পান সকল তৃষ্ণার অবসান ঘটায় তেমনভাবেই এই তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসুর সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধান করে থাকে॥ ৩২ ॥

জ্ঞানে কর্মণি যোগে চ বার্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ॥ ৩৩

হে প্রিয় উদ্ধব ! জ্ঞান, কর্ম, যোগ, বাণিজ্য-রাজার অনুগ্রহ থেকে যথাক্রমে মোক্ষ, ধর্ম, কাম ও অর্থ-রূপ ফল লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার মতন আমার একান্ত আপন ভক্তদের জন্য এই চতুর্বিধ ফল স্বয়ং আমিই॥ ৩৩ ॥

মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ৩৪

যখন কেউ সমস্ত কর্মের ত্যাগপূর্বক আমার শরণাগত হয় তখন সে বিশেষভাবে আমার প্রিয় হয় ; তখন আমি তাকে জীব-জন্ম থেকে মুক্তি দিয়ে অমৃত-স্বরূপ মোক্ষ প্রদান করি, সে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার স্বরূপ লাভ করে॥ ৩৪ ॥

[১]সমুপধারিতম্।

শ্রীশুক উবাচ

স এবমাদর্শিতযোগমার্গ-
স্তদোত্তমঃশ্লোকবচো নিশম্য।
বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো
ন কিঞ্চিদূচেঽশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ॥ ৩৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! এরূপে উদ্ধব যোগমার্গের সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে তাঁর নয়নযুগল প্লাবিত হয়ে উঠল। প্রেমের বন্যায় তার বাক্‌ রুদ্ধ হল। তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ থেকে একটি বাক্যও নিঃসৃত হল না॥ ৩৫ ॥

বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং
ধৈর্যেণ রাজন্‌ বহু মন্যমানঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং
শীর্ষ্ণা স্পৃহংস্তচ্চরণারবিন্দম্‌॥ ৩৬

তাঁর চিত্ত প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়েছিল ; ধৈর্যধারণ করে তিনি সেই ভাবকে সংবরণ করলেন। নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান জ্ঞান করে তিনি যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে মস্তক অবনত করে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং হাতজোড় করে প্রার্থনা করলেন॥ ৩৬ ॥

উদ্ধব উবাচ

বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো[১]
য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ।
বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগস্য
শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য[২]॥ ৩৭

উদ্ধব বললেন—হে প্রভু ! আপনি মায়া এবং ব্রহ্মাদিরও মূল কারণ। আমি মোহের ঘন অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আপনার সৎসঙ্গ লাভ করে তা সর্বতোভাবে অপসৃত হয়েছে। যে অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে তার কি শীত আর অন্ধকারে ভয় থাকে ? ৩৭ ॥

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা
ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং
কোঽন্যৎ সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্‌॥ ৩৮

ভগবন্‌ ! আপনার মোহিনী মায়া আমার জ্ঞানালোকবর্তিকা হরণ করে নিয়েছিল যা আপনার কৃপায় আমি পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি আপনার কৃপাবারি সিঞ্চিত হয়ে ধন্য হয়ে গেছি। আপনার কৃপাপ্রসাদ লাভ করবার পর আপনার শ্রীচরণের শরণাগতি ত্যাগ করে বিকল্প সাহায্যের কথা চিন্তা করবে এমন কে আছে ? ৩৮ ॥

বৃক্‌ণশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো
দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু ।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া
স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা॥ ৩৯

আপনি আপনার মায়ার সাহায্যে সৃষ্টি-বৃদ্ধির হেতু দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক এবং সাত্বত বংশজাত যাদবদের সঙ্গে আমাকে দৃঢ় স্নেহপাশ দ্বারা আবদ্ধ করেছিলেন। আজ আপনি আপনার সুতীক্ষ্ণ আত্মবোধরূপী তরবারি দ্বারা সেই বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছেন॥ ৩৯ ॥

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্‌ প্রপন্নমনুশাধি মাম্‌।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥ ৪০

হে মহাযোগেশ্বর ! আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। এইবার আপনি আপনার শরণাগত ভক্তকে কৃপা করে এমন উপদেশ প্রদান করুন যাতে আপনার পাদপদ্মে আমার অনন্য ভক্তি নিত্য বজায় থাকে॥ ৪০ ॥

[১]মোহময়োঽন্ধকারঃ। [২]ন্ত্যজস্রম্‌।

শ্রীভগবানুবাচ

গচ্ছোদ্ধব ময়াহহদিষ্টো বদর্যাখ্যং মমাশ্রমম্।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ।। ৪১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে উদ্ধব! এইবার তুমি আমার আদেশে বদরীবনে (বদরীকাশ্রম) গমন করো। বদরীবন আমারই আশ্রম ; সেইখানে আমার নিত্য নিবাস। সেইখানে তুমি আমার পাদপদ্ম বিধৌত গঙ্গাবারি লাভ করবে যার স্নান-পান পবিত্রতা প্রদানকারী।। ৪১ ।।

ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিঃস্পৃহঃ।। ৪২

অলকানন্দা দর্শনই তোমার সমস্ত পাপ-তাপ হরণ করবে। হে প্রিয় উদ্ধব! তুমি বল্কল চীর ধারণ করে বনের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করবে এবং কোনো ভোগের স্পৃহা না রেখে ঈশ্বর চিন্তায় আত্মমগ্ন থাকবে।। ৪২ ।।

তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ।। ৪৩

শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ যা কিছুই আসুক তাকে সমান জ্ঞান করে সহ্য করবে। সৌম্য স্বভাব ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত রেখো। শান্ত চিত্ত থাকবে। সমাহিত বুদ্ধি রেখে তুমি স্বয়ং আমার স্বরূপ জ্ঞান এবং অনুভবে নিত্যযুক্ত থাকবে।। ৪৩ ।।

মত্তোহনুশিক্ষিতং যত্তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাক্চিত্তো মদ্ধর্মনিরতো ভব।
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্।। ৪৪

আমি তোমাকে যা কিছু শিক্ষা প্রদান করেছি তা একান্তবাসী থেকে বিচার করে অনুভব করতে থেকো। নিজ বাক্ ও চিত্ত আমার সঙ্গে সংযুক্ত রেখো এবং আমার কথিত ভাগবতধর্মের প্রেমে নিমগ্ন হয়ে যেও। অবশেষে তুমি ত্রিগুণ এবং তার সম্বন্ধিত গতিসকলকে অতিক্রম করে তার থেকে স্বতন্ত্র আমার পরমার্থ স্বরূপে সংযুক্ত হয়ে যাবে।। ৪৪ ।।

শ্রীশুক উবাচ

স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ
প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্য পাদয়োঃ।
শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধী-
র্ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোহপ্যপক্রমে।। ৪৫

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের জ্ঞান জগতের ভেদবুদ্ধিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। যখন তিনি স্বয়ং উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ দিলেন তখন উদ্ধব উঠে তাঁকে পরিক্রমা করে তাঁর শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন করে অবনত হলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে উদ্ধব সংযোগ-বিয়োগ জাত সুখ-দুঃখের অতীত ছিলেন কারণ তিনি ভগবানের নির্দ্বন্দ্ব চরণকমলে স্থান লাভ করেছিলেন ; তবুও সেই স্থান ত্যাগ কালে তাঁর চিত্ত প্রেমাবেশে নিমজ্জিত হল। তিনি নিজ নেত্র নির্গত অশ্রুধারায় ভগবানের শ্রীচরণকমলকে সিঞ্চিত করলেন।। ৪৫ ।।

সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো
ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্ধনি ভর্তৃপাদুকে
বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ।। ৪৬

হে পরীক্ষিৎ! ভগবানের প্রতি প্রেম জাগ্রত হলে তাঁকে ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। তাঁর বিয়োগের কল্পনায় উদ্ধব কাতর হয়ে পড়লেন ও তাঁকে ত্যাগ করতে সমর্থ হলেন না। তিনি বিহ্বল হয়ে মুহুর্মুহু সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে লাগলেন। কিছু কাল পরে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

ততস্তমন্তর্হৃদি[১] সংনিবেশ্য
গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা
তপঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্ গতিম্॥ ৪৭

চরণের পাদুকা নিজ মস্তকে ধারণ করলেন এবং বারংবার ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে প্রস্থান করলেন॥ ৪৬ ॥

ভগবানের পরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধব হৃদয়ে তাঁর প্রভুর দিব্য রূপ ধারণ করে বদরীকাশ্রম পৌঁছলেন। সেখানে তিনি তাপস জীবন যাপন করে জগতের একমাত্র হিতৈষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে তাঁর স্বরূপভূত পরমগতি লাভ করলেন॥ ৪৭ ॥

যঃ এতদানন্দসমুদ্রসম্ভৃতং
জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্‌ঘ্রিণা
সচ্ছ্রদ্ধয়াহহসেব্য জগদ্ বিমুচ্যতে॥ ৪৮

ভগবান শংকরাদি যোগেশ্বরও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সেবা নিবেদন করে থাকেন। তিনি স্বয়ং তাঁর শ্রীমুখে নিজ পরমপ্রেমী ভক্ত উদ্ধবকে এই জ্ঞানামৃত বিতরণ করেছেন। এই জ্ঞানামৃত আনন্দ মহাসাগরের সার বস্তু। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তার সেবন করে থাকে সে তো মুক্ত হয়ে যায়ই, তার সঙ্গে সমস্ত জগৎও মুক্ত হয়ে যায়॥ ৪৮ ॥

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্ বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥ ৪৯

হে পরীক্ষিৎ! যেমন ভ্রমর বিভিন্ন পুষ্প থেকে তার সার বস্তু মধু সংগ্রহ করে থাকে ঠিক সেইভাবেই স্বয়ং বেদসকলকে প্রকাশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের বন্ধন থেকে মুক্ত করবার জন্য এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সার বিতরণ করেছেন। তিনি জরা-রোগ আদি ভয় নিবৃত্তি হেতু ক্ষীরসাগর থেকে অমৃতও বার করেছিলেন যা তিনি যথাক্রমে নিজ নিবৃত্তি-পথ ও প্রবৃত্তি-পথ অবলম্বনকারী ভক্তদের পান করিয়েছেন। সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জগতের মূল কারণ। আমি তাঁর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি॥ ৪৯ ॥

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে উনত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

—o—

[১]তমাদ্যং হৃদি।

অথ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রিংশ অধ্যায়

যদুকুলের সংহার

রাজোবাচ

ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্।
দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥ ১

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্! যখন মহাভাগবত উদ্ধব বদরীবনে চলে গেলেন তখন ভূতভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কী লীলা করলেন? ১॥

ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ।
প্রেয়সীং সর্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ॥ ২

হে প্রভু! নিজ কুল ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হওয়ায় সকলের নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পরমপ্রিয় যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য শ্রীবিগ্রহের লীলা সংবরণ কেমন করে করলেন? ২॥

প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ
কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম্।
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কিং[1] নু মানং কবীনাং
দৃষ্ট্বা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ॥ ৩

ভগবন্! যখন রমণীকুলের নেত্র তাঁর শ্রীবিগ্রহে যুক্ত হত তখন তারা তা স্থানান্তরণ করতেও অসমর্থ হয়ে পড়ত। যখন সন্ত ব্যক্তি তাঁর রূপ মাধুর্যের বর্ণনা শোনেন তখন সেই শ্রীবিগ্রহ কর্ণ পথে প্রবেশ করে তাঁদের চিত্তে সুস্থিত হয়ে যায়, সেই স্থান ত্যাগ করতেও তাঁরা অসমর্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মনোমোহিনী সৌন্দর্য কবিদের কাব্যরচনাতে অনুরাগ সিঞ্চন করে থাকে এবং কবিকুলের সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে। তাঁর সম্বন্ধে কোনো কথা বলাই যথেষ্ট নয়। মহাভারতের যুদ্ধের সময় যখন তিনি আমার পিতামহ অর্জুনের রথোপরি উপবিষ্ট হয়েছিলেন তখন তাঁর পুণ্য দর্শন মাত্রেই সকল যোদ্ধা পুণ্য লাভ করেছিল; তারা সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিল। তাঁর এইরূপ অদ্ভুত শ্রীবিগ্রহকে তিনি কীভাবে অন্তর্ধান করলেন? ৩॥

ঋষিরুবাচ

দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্।
দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধর্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদূনিদম্॥ ৪

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ! যখন আকাশে, ভূমিতে ও অন্তরীক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অতি ভয়ংকর উৎপাত ও অশুভ লক্ষণ লক্ষ করলেন তখন তিনি সুধর্মা-সভায় উপস্থিত সকল যদুবংশ জাতদের বললেন—॥ ৪॥

এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্বত্যাং যমকেতবঃ।
মুহূর্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ॥ ৫

হে যদুবংশ শিরোমণিগণ! এই দেখো দ্বারকায় অতি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ যেন সাক্ষাৎ যমের ধ্বজাসম আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট ও বিপর্যয়-এর পূর্বসূচনা ঘোষণা করছে। আর

[1] কীর্ত্যমানাং।

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বিতঃ।
বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী॥ ৬

আমাদের বেশিক্ষণ এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না॥ ৫ ॥

আবালবৃদ্ধবনিতা সকল এখান থেকে শঙ্খোদ্ধারক্ষেত্র অভিমুখে গমন করুক আর আমরা সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করব যেখানে সরস্বতী পশ্চিমমুখী হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে॥ ৬ ॥

তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ॥ ৭

প্রভাসক্ষেত্রে আমরা স্নান করে পবিত্র হব, উপবাস করব এবং একাগ্রচিত্তে স্নান ও চন্দনাদি সামগ্রী সহযোগে দেবতাদের পূজায় আত্মনিবেদিত থাকব॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান্ কৃতস্বস্ত্যয়না বয়ম্।
গোভূহিরণ্যবাসোভির্গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ ॥ ৮

সেখানে স্বস্তিবাচন করে আমরা গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং গৃহাদি দ্বারা মহাত্মা ব্রাহ্মণদের সেবা করব॥ ৮ ॥

বিধিরেষ হ্যরিষ্টঘ্নো মঙ্গলায়নমুত্তমম্।
দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমো ভবঃ॥ ৯

এই বিধিসকল অমঙ্গল বিনাশকরী ও পরম মঙ্গল-জনক। হে যদুবংশ শিরোমণিগণ! দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গাভীর পূজন করা হল মানব জন্মের পরম প্রাপ্তি॥ ৯ ॥

ইতি সর্বে সমাকর্ণ্য যদুবৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ।
তথেতি নৌভিরুত্তীর্য প্রভাসং প্রযযূ রথৈঃ॥ ১০

হে পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথা বয়োবৃদ্ধ যদুবংশজাতগণ সর্বতোভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করলেন। সকলে তখন জলপথ অতিক্রম করে রথে প্রভাসক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন॥ ১০ ॥

তস্মিন্ ভগবতাऽऽদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ।
চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্বশ্রেয়োপবৃংহিতম্॥ ১১

প্রভাসক্ষেত্রে উপনীত হয়ে যাদবগণ যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে পরম শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে শান্তিবাক্য উচ্চারণ ও অন্যান্য মঙ্গলাচরণ করলেন॥ ১১ ॥

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু।
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ॥ ১২

এই সকল কার্য সুসম্পন্ন অবশ্যই হল কিন্তু দৈবযোগে তাদের সুবুদ্ধি নাশও হল। তারা সকলে সেই মৈরেয়ক সুরা পান করতে আরম্ভ করল যার নেশায় মতিভ্রম হয়ে থাকে। এই সুরা পান কালে সুমিষ্ট কিন্তু পরিণামে সর্বনাশকরী বলে পরিচিত॥ ১২ ॥

মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ॥ ১৩

সেই তীব্র সুরাপানে সকলেই উন্মত্ত হয়ে উঠল। পরম অহংকারযুক্ত যদুবংশজাত বীরগণ সুরাসক্ত মত্ত অবস্থায় পরস্পরে কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হল। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় তারা মূঢ় দশা প্রাপ্ত হয়েছিল॥ ১৩ ॥

যুযুধুঃ ক্রোধসংরব্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ।
ধনুর্ভিরসিভির্ভল্লৈর্গদাভিস্তোমরর্ষ্টিভিঃ ॥ ১৪

মত্ত বীরগণ ক্রোধান্বিত হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করল। সেই কলহে তরবারি, ধনুর্বাণ, বর্শা, গদা, তোমর আদি অস্ত্রশস্ত্র যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রতট রণক্ষেত্রে পরিণত হল॥ ১৪ ॥

পতৎপতাকৈ রথকুঞ্জরাদিভিঃ
খরোষ্ট্রগোভির্মাহিষৈর্নরৈরপি।
মিথঃ সমেত্যাশ্বতরৈঃ সুদুর্মদা
ন্যহন্‌ শরৈর্দদ্ভিরিব দ্বিপা বনে॥ ১৫

মত্ত যদুবংশজাতগণ সবাহন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়ল। বাহনরূপে রথ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ, গর্দভ, বলদ এমনকি মানুষও ব্যবহৃত হতে দেখা গেল। রণক্ষেত্রে কোলাহল মাত্রা অত্যধিক হল ; যেন অরণ্যের হস্তীযূথ তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে পরস্পরকে পর্যুদস্ত করতে উদ্যত হয়েছে— এইরূপ মনে হতে লাগল। বাহন ধ্বজা সবই যুদ্ধে স্থান পেল। যুদ্ধ পদাতিকদের মধ্যেও প্রসারিত হয়ে গেল॥ ১৫ ॥

প্রদ্যুম্নসাম্বৌ যুধি রূঢ়মৎসরা-
বক্রূরভোজাবনিরুদ্ধসাত্যকী।
সুভদ্রসঙ্গ্রামজিতৌ সুদারুণৌ
গদৌ সুমিত্রাসুরথৌ সমীয়তুঃ॥ ১৬

মহারণে বাস্তবে কে প্রতিপক্ষ, তার হুঁশ রইল না। এইভাবে প্রদ্যুম্ন-সাম্ব, অক্রূর-ভোজ, অনিরুদ্ধ-সাত্যকি, সুভদ্র-সংগ্রামজিৎ, গদ-গদপুত্র এবং সুমিত্র-সুরথ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল। সকলেই কুশল যোদ্ধা বলে পরিচিত। মত্ত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তারা পরস্পরকে বধ করতে লাগল॥ ১৬ ॥

অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ
সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ।
অন্যোন্যমাসাদ্য মদান্ধকারিতা
জঘ্নুর্মুকুন্দেন বিমোহিতা ভৃশম্॥ ১৭

এদিকে নিশঠ, উল্মুক, সহস্রজিৎ, সতজিৎ এবং ভানু প্রভৃতিরাও যুদ্ধে একে অপরকে বিনাশ করতে প্রবৃত্ত হল। সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত। সুরাসক্ত অবস্থায় তারা হিতাহিত জ্ঞান বিরহিত হয়ে পড়েছিল॥ ১৭ ॥

দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকভোজসাত্বতা
মধ্বর্বুদা মাথুরশূরসেনাঃ।
বিসর্জনাঃ কুকুরাঃ কুন্তয়শ্চ
মিথস্ততস্তেঽথ বিসৃজ্য সৌহৃদম্॥ ১৮

দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজ, সাত্বত, মধু, অর্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জন, কুকুর এবং কুন্তি আদি বংশের ব্যক্তিগণ পরস্পরের মধ্যে নিবিড় প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্য ভুলে গিয়ে একে অপরকে আক্রমণ করতে লাগল॥ ১৮ ॥

পুত্রা অযুধ্যন্ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চ
স্বস্রীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ।
মিত্রাণি মিত্রৈঃ সুহৃদঃ সুহৃদ্ভি-
র্জ্ঞাতীংস্ত্বহঞ্জ্ঞাতয় এব মূঢ়াঃ॥ ১৯

বিমূঢ়মতি হয়ে পুত্র পিতার, ভ্রাতা ভ্রাতার, স্বস্রীয় মাতুলের, পৌত্র মাতামহের, মিত্র মিত্রের, সুহৃদ সুহৃদের, পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের, স্বগোত্রগণ পরস্পরকে বধ করতে লাগল॥ ১৯ ॥

শরেষু ক্ষীয়মাণেষু ভজ্যমানেষু ধন্বসু।
শস্ত্রেষু ক্ষীয়মাণেষু মুষ্টিভির্জহ্রুরেরকাঃ॥ ২০

যখন বাণভাণ্ডার নিঃশেষিত হল, ধনুক ভেঙে গেল ও অস্ত্রশস্ত্রাদি অবশিষ্ট রইল না তখন তারা সমুদ্রতীরে উদ্ভূত এরকা ঘাস উৎপাটন করে যুদ্ধে ব্যবহার করতে লাগল। এই সেই এরকা ঘাস—যা ঋষিগণের অভিশাপে মুষলচূর্ণ হতে উদ্ভূত॥ ২০ ॥

তা বজ্রকল্পা হ্যভবন্ পরিঘা মুষ্টিনা ভৃতাঃ[১]।
জঘ্নুর্দ্বিষস্তৈঃ কৃষ্ণেন বার্যমাণাস্তু তং চ তে॥ ২১

হে রাজন্ ! এরকা ঘাস তাদের হাতে যেতেই তা বজ্রসম কঠোর মুদ্গরে পরিবর্তিত হল। ক্রোধে দিগ্‌বিদিক

[১]ধৃতাঃ।

প্রত্যনীকং মন্যমানা বলভদ্রং চ মোহিতাঃ।
হন্তুং কৃতধিয়ো রাজন্নাপন্না[1] আততায়িনঃ।। ২২

অথ তাবপি সঙ্ক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন।
এরকামুষ্টিপরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি।। ২৩

ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাম্।
স্পর্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোঽগ্নির্যথা বনম্।। ২৪

এবং নষ্টেষু সর্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ।
অবতারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেঽবশেষিতঃ।। ২৫

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্।
তত্যাজ লোকং[2] মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।। ২৬

রামনির্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
নিষসাদ ধরোপস্থে তূষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্।। ২৭

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ।। ২৮

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চসম্।
কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্।। ২৯

সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্।
পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।। ৩০

জ্ঞানশূন্য হতে প্রতিপক্ষকে হত্যা করবার জন্য তারা সেই মুষ্টিবদ্ধ এরকা ঘাস ব্যবহার করতে লাগল। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের এই হত্যাকাণ্ডে বিরত থাকবার কথা বললেন তারা তাকে ও অগ্রজ বলরামকে নিজ শত্রু জ্ঞান করতে লাগল। মতিভ্রম এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হল যে তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করবার জন্যও অগ্রসর হয়েছিল।। ২১-২২ ।।

হে কুরুনন্দন ! এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও ক্রোধযুক্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন এবং হস্তদ্বারা এরকা ঘাস উৎপাটন করে তাদের প্রহার করতে লাগলেন। এরকা ঘাসের গুচ্ছ মুদ্গরবৎ আঘাত করতে সক্ষম ছিল।। ২৩ ।।

যেমন বাঁশের ঘর্ষণে উৎপন্ন দাবানল বাঁশের বনকেই ভস্মীভূত করে দেয়, ঠিক সেইভাবেই ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত যদুবংশ-জাতদের স্পর্ধাযুক্ত ক্রোধ তাদের ধ্বংস করল।। ২৪ ।।

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে সমস্ত যদুবংশের সংহার কার্য সম্পন্ন হয়েছে তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে জগতের অবশিষ্ট ভারও লাঘব হল।। ২৫ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! বলরাম সমুদ্র তটভূমিতে উপবেশন করে একাগ্রচিত্ত হয়ে পরমাত্মতত্ত্বে নিমগ্ন হয়ে নিজ আত্মাকে আত্মস্বরূপেই স্থিত করলেন ও মানব শরীর ত্যাগ করলেন।। ২৬ ।।

যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে তাঁর অগ্রজ বলরাম পরমপদে লীন হয়ে গেলেন তখন তিনি এক ক্ষীরদ্রুম বৃক্ষের তলায় গিয়ে শান্ত হয়ে ভূমিতে উপবেশন করলেন।। ২৭ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অঙ্গকান্তিতে সমুজ্জ্বল চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেছেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ধূম্ররহিত অগ্নিসম প্রকাশমান হয়েছিল।। ২৮ ।।

তাঁর নবজলদ শ্যামল অঙ্গ থেকে তপ্ত কাঞ্চনবৎ অঙ্গজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বক্ষস্থলে সেই শ্রীবৎসচিহ্ন, তাঁর অঙ্গে কৌশেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় পরম শোভান্বিত ছিল। তাঁর সেই রূপ অতি মঙ্গলময় রূপ।। ২৯ ।।

তাঁর অধরে ছিল অতি রহস্যজনক স্মিতহাস্য ও

[1]ন্নাপতন্নাততায়িনঃ। [2]লোকমাবিশ্য।

কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ ।
হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্।। ৩১

বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্।। ৩২

মুসলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুর্লুব্ধকো জরা।
মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া।। ৩৩

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ।
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ।। ৩৪

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেহনঘ।। ৩৫

যস্যানুস্মরণং নৃণামজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্।
বদন্তি তস্য তে বিষ্ণো ময়াসাধু কৃতং প্রভো।। ৩৬

তন্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্মানং মৃগলুব্ধকম্।
যথা পুনরহং ত্বেবং ন কুর্যাৎ সদতিক্রমম্।। ৩৭

কপোলে নীলকুন্তল অনুপম সৌন্দর্যের সমাবেশ। সুন্দর সুকুমার পদ্মপলাশলোচন-যুগল তার ভক্তদের পরম কৃপা বিতরণে সতত সচেষ্ট ছিল। কর্ণে মকরকুণ্ডলদ্বয়ও দিব্য আলোক বিতরণ করছিল।। ৩০ ।।

তাঁর অনুপম শোভায় কটিতে কটিসূত্র, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে কিরীট, করদ্বয়ে বলয়, বাহুযুগলে বাজুবন্ধ, কণ্ঠে কণ্ঠহার, চরণযুগলে মঞ্জীর, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি স্বমহিমায় বিরাজমান ছিল।। ৩১ ।।

বনমালা ছিল আজানুলম্বিত। শঙ্খ, চক্র, গদা, আদি আয়ুধ রূপ পরিগ্রহ করে যেন প্রভুর সেবায় সতত নিয়োজিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বাম চরণ দক্ষিণ জানুতে স্থাপন করে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর অরুণ-পদতল রক্তকমলবৎ প্রকাশমান ছিল।। ৩২ ।।

হে পরীক্ষিৎ ! জরা নামক এক ব্যাধ ছিল। সে মুষলের অবশিষ্টাংশ দ্বারা নিজ বাণের মুখকে সুতীক্ষ্ণ করেছিল। ভগবানের রক্তিমাভ পদতলকে সে দূর থেকে মৃগমুখমণ্ডল মনে করল। তাকে হরিণ জ্ঞানে সে শরবিদ্ধ করল।। ৩৩ ।।

যখন সে নিকটে গমন করল তখন সে দেখল যে তার শর বাস্তবে এক চতুর্ভুজ ব্যক্তিকে বিদ্ধ করেছে। সে তো অপরাধ করেই ফেলেছিল, তাই সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে দৈত্যদলন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে মস্তক রেখে ভূপতিত হল।। ৩৪ ।।

সে বলল—হে মধুসূদন ! আমি অজ্ঞানে এই পাপকর্ম করেছি। বাস্তবে আমি অতি বড় পাপী ; কিন্তু আপনি তো পরম যশস্বী ও বিকাররহিত। আপনি অনুগ্রহ করে আমার অপরাধ মার্জনা করুন।। ৩৫ ।।

হে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান প্রভু ! সিদ্ধপুরুষগণ বলে থাকেন যে আপনাকে স্মরণ করলেই মানবের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়ে যায়। এ অতি বড় বিধিবিড়ম্বনা যে আমি নিজে আপনার অনিষ্টকারী চিহ্নিত হয়ে গেলাম।। ৩৬ ।।

হে বৈকুণ্ঠনাথ ! আমি নিরীহ হরিণদের হত্যাকারী মহাপাপী। আপনি আমাকে এখনই বধ করুন যাতে আমার মৃত্যু হলে আমি যেন আর কখনো আপনার মতন মহাপুরুষদের প্রতি অপরাধ না করতে পারি।। ৩৭ ।।

যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুর্বিরিঞ্চো
রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়ো গিরাং যে।
ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ
কিং তস্য তে বয়মসদ্‌গতয়ো গৃণীমঃ।। ৩৮

ভগবন্ ! সম্পূর্ণ বিদ্যায় পারদর্শী ব্রহ্মা এবং তাঁর পুত্র রুদ্র আদিও আপনার যোগমায়ার বিলাস হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন না ; কারণ তাঁদের দৃষ্টিও আপনার মায়া-দ্বারা আবৃত। এই অবস্থায় আমাদের মতন পাপযোনির লোকেরা সে বিষয়ে কী বলতে পারে ? ৩৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্।। ৩৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে জরা ! ভয় পাস না, ওঠ ! এ তো তুই আমার মনের অনুকূল কাজ করেছিস। তুই যা, আমার আজ্ঞায় তুই স্বর্গে নিবাস কর—যা অতি পুণ্যবান ব্যক্তিরাই প্রাপ্ত করে থাকে।। ৩৯ ॥

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা।
ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ।। ৪০

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো স্বেচ্ছায় নিজ দেহ ধারণ করে থাকেন। যখন তিনি জরা নামক ব্যাধকে এই আদেশ দিলেন তখন সে ভগবানকে তিনবার পরিক্রমা করল, প্রণাম নিবেদন করল এবং বিমানে আরোহণ করে স্বর্গে চলে গেল।। ৪০ ॥

দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমন্বিচ্ছন্নধিগম্য তাম্।
বায়ুং তুলসিকামোদমাঘ্রায়াভিমুখং যযৌ।। ৪১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক তখন তাঁর অবস্থানের অন্বেষণ করতে লাগল ; তাঁর ধারণ করা তুলসীর গন্ধযুক্ত বায়ু অনুগমন করে সে সম্মুখে এগিয়ে এল।। ৪১ ॥

তং তত্র তিগ্মদ্যুভিরায়ুধৈর্বৃতং
হ্যশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং পতিম্।
স্নেহপ্লুতাত্মা নিপপাত পাদয়ো
রথাদবপ্লুত্য সবাষ্পলোচনঃ।। ৪২

দারুক সেখানে গিয়ে দেখল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। অমিত তেজোদীপ্ত আয়ুধগণ মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর সেবায় সংলগ্ন। তাঁকে প্রত্যক্ষ করে দারুকের নয়নযুগল প্লাবিত হল। সে রথ থেকে অবতরণ করে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হল।। ৪২ ॥

অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো
দৃষ্টিঃ প্রনষ্টা তমসি প্রবিষ্টা।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং
যথা নিশায়ামুড়ুপে প্রনষ্টে।। ৪৩

সে ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করল —হে প্রভু ! নিশীথে চন্দ্র অস্ত গেলে পথিকের যে অবস্থা হয়, আপনার পাদপদ্মের দর্শন না পেয়ে আমারও তাই হয়েছে। আমি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছি, আমাকে অন্ধকার ঘিরে রেখেছে। এখন আমি দিগ্‌ভ্রান্ত ; আমার চিত্ত অশান্ত।। ৪৩ ॥

ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথো গরুড়লাঞ্ছনঃ।
খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজ উদীক্ষতঃ।। ৪৪

হে পরীক্ষিৎ ! যখন দারুক এইরূপ বলছিল তখন তার সম্মুখেই ভগবানের পতাকা ও অশ্বযুক্ত গরুড়ধ্বজ রথ আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।। ৪৪ ॥

তমন্বগচ্ছন্ দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ।
তেনাতিবিস্মিতাত্মানং সূতমাহ জনার্দনঃ।। ৪৫

রথকে অনুসরণ করে ভগবানের দিব্য আয়ুধসকলও চলে গেল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দারুক আশ্চর্যান্বিত হল। তখন ভগবান তাকে বললেন ।। ৪৫ ॥

গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ।
সঙ্কর্ষণস্য নির্যাণং বন্ধুভ্যো ব্রূহি মদ্দশাম্॥ ৪৬

হে দারুক ! এবার তুমি দ্বারকা গমন করো এবং সেখানে যদুবংশজাতদের পরস্পর সংহার, অগ্রজ বলরামের পরমগতি এবং আমার স্বধাম গমন বার্তা প্রদান করো॥ ৪৬ ॥

দ্বারকায়াং চ ন স্থেয়ং ভবদ্ভিশ্চ স্ববন্ধুভিঃ।
ময়া ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি॥ ৪৭

তাঁদের বলবে যে আত্মীয়পরিজন সহযোগে আর দ্বারকায় অবস্থান করা উচিত নয় ; আমার অনুপস্থিতিতে সমুদ্র অচিরেই দ্বারকা নগরীকে প্লাবিত করে দেবে॥ ৪৭ ॥

স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্বে আদায় পিতরৌ চ নঃ।
অর্জুনেনাবিতাঃ সর্ব ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ॥ ৪৮

সকলে যেন ধনসম্পদ, আত্মীয়স্বজন ও আমার জনক-জননীকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করে ও অর্জুনের আশ্রয়ে নিবাস করে॥ ৪৮ ॥

তং তু মদ্ধর্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥ ৪৯

হে দারুক ! তুমি আমার উপদিষ্ট ভাগবতধর্ম আশ্রয় করে এবং জ্ঞাননিষ্ঠ হয়ে সব কিছু উপেক্ষা করো এবং এই দৃশ্যকে আমার মায়ার খেলা মনে করে শান্ত হয়ে যাও॥ ৪৯ ॥

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ।
তৎপাদৌ শীর্ষ্ণ্যুপাধায় দুর্মনাঃ প্রযযৌ পুরীম্॥ ৫০

ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করে দারুক তাঁকে পরিক্রমা করে তাঁর চরণকমলে মস্তক অবনত করে বারংবার প্রণাম নিবেদন করল। প্রণামান্তে সে বিষণ্ণচিত্তে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করল॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
একাদশ স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

অথৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ
একত্রিংশ অধ্যায়
শ্রীভগবানের স্বধামগমন

শ্রীশুক উবাচ

অথ তত্রাগমদ্ ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ।
মহেন্দ্রপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ॥ ১

পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
চারণা যক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসো দ্বিজাঃ॥ ২

দ্রষ্টুকামা ভগবতো নির্যাণং পরমোৎসুকাঃ।
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্মাণি জন্ম চ॥ ৩

ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানাবলিভির্নভঃ।
কুর্বন্তঃ সঙ্কুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ॥ ৪

ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ॥ ৫

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ ৬

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ।
সত্যং ধর্মো ধৃতির্ভূমেঃ কীর্তিঃ শ্রীশ্চানু তং যযুঃ॥ ৭

দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন[১] বিশন্তং স্বধামনি।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ॥ ৮

সৌদামন্যা[২] যথাঽঽকাশে যান্ত্যা[৩] হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥ ৯

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! দারুক স্থান ত্যাগ করবার পর ব্রহ্মা, শিব-পার্বতী, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, মরীচি আদি প্রজাপতিগণ, শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব-বিদ্যাধরগণ, নাগ-চারণ, যক্ষ-রাক্ষসগণ, কিন্নর অপ্সরাগণ, গরুড়লোকের পক্ষীগণ ও মৈত্রেয় আদি ব্রাহ্মণগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনকে প্রত্যক্ষ করবার নিমিত্ত কৌতূহল প্রেরিত হয়ে সেই স্থানে উপনীত হলেন। উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমীগণ ভগবানের জন্ম ও লীলার কীর্তনে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে বিমান পথ সুসংবৃত হয়ে গেল। চারিদিকে সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল॥ ১-৪ ॥

সর্বত্র বিরাজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও নিজ বিভূতিস্বরূপ দেবতাগণকে প্রত্যক্ষ করে নিজ আত্মাকে স্বরূপে অভিনিবিষ্ট করলেন ও তাঁর রাজীবলোচনযুগল-দ্বার রুদ্ধ করলেন॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানের বিগ্রহ উপাসকগণের ধ্যান-ধারণার মঙ্গলময় আধার ও সমস্ত লোকের পরম আরাধ্য আশ্রয়। তাই তিনি (যোগীবৎ) অগ্নি সম্বন্ধিত যোগ ক্রিয়া দ্বারা তার দহন করলেন না। তিনি সশরীরে নিজ ধামে গমন করলেন॥ ৬ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমন কাল স্বর্গে দুন্দুভি বাদনে অভিবন্দিত হল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। হে পরীক্ষিৎ ! ভগবানের স্বধাম গমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক থেকে সত্য, ধর্ম, ধৈর্য, কীর্তি ও শ্রীদেবী বিদায় নিলেন॥ ৭ ॥

মন ও বাণীর অগোচর শ্রীভগবানের স্বধাম গমন দৃশ্য ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কেউই দেখতে পেলেন না। ঘটনা প্রবাহ তাঁদের আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত করল॥ ৮ ॥

যেমন সৌদামিনী যখন মেঘমণ্ডলকে ত্যাগ করে

[১]নিবিশন্তং। [২]সৌদামনী। [৩]যাতি।

ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্ট্বা যোগগতিং হরেঃ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা॥ ১০

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিমোপরতঃ স আস্তে॥ ১১

মর্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাং চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহম্॥ ১২

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়ে-
ষ্বন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং
মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্॥ ১৩

য এতাং প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্য পদবীং পরাম্।
প্রযতঃ কীর্তয়েদ্ ভক্ত্যা তামেবাপ্নোত্যনুত্তমাম্॥ ১৪

পরম গতিসম্পন্ন হয়ে আকাশে প্রবেশ করে তখন মানব চক্ষু তা প্রত্যক্ষ করতে অসমর্থ হয়ে থাকে, ঠিক সেই-ভাবেই শ্রীভগবানের স্বধাম গমন দৃশ্য দেবতাগণ অনুধাবন করতে অসমর্থ হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গতি তাঁদের কাছে অজ্ঞাত ও অদৃশ্যই থেকে গেল॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা ও ভগবান শংকর আদি দেবতারা ভগবানের এই পরম যোগময় গতি প্রত্যক্ষ করে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। তাঁরা তাঁর মহিমা কীর্তন সহযোগে নিজ নিজ ধামে প্রত্যাগমন করলেন॥ ১০ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! অভিনেতা বহু চরিত্রের অভিনয়কালে চরিত্র অভিনয়ই করে থাকে ও নিজ সত্তা কখনো বিসর্জন দেয় না। ঠিক সেইভাবেই ভগবানের মানবদেহ ধারণ, লীলা ও শেষে তার সংবরণ তাঁর লীলার বিলাস মাত্র। তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাতে তিনিই প্রবেশ করেন ও তাতে বিহার করেন এবং পরিশেষে সংহার করে নিজ অনন্ত মহিমাযুক্ত স্বরূপে বিলীন হয়ে যান॥ ১১ ॥ সান্দীপনি গুরুর পুত্র যমালয়ে গমন করবার পরেও তিনি তাকে সশরীরে হাজির করেছিলেন। তোমার শরীর ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে দগ্ধ হয়েছিল কিন্তু তিনি তোমায় জীবিত করে দিয়েছিলেন। এই হল তাঁর শরণাগত বাৎসল্য। তিনি কালেরও কাল মহাকাল ভগবান শংকরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। তিনি পরম অপরাধী ব্যাধকেও (যে তাঁর শরীরে আঘাত করেছিল) সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন। হে পরীক্ষিৎ ! নিজেই বিচার করে দেখো যে তিনি কী তাহলে নিজ দেহকে চিরকালের জন্য সংরক্ষণ করতে সমর্থ ছিলেন না। অবশ্যই তিনি সক্ষম ছিলেন॥ ১২ ॥ যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ ও পরম শক্তিসম্পন্ন তবুও তিনি তাঁর শ্রীবিগ্রহকে এই জগতে সংরক্ষণের ইচ্ছা করেননি। এর দ্বারা তিনি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন যে তাঁর মানব-শরীরের প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে চিরকালের নয়। আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য তাঁর সুস্পষ্ট আদেশ যে, তাঁরা যেন শরীরকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট না হন॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমনের এই কথা ভক্তি ও একাগ্রতা

দারুকো দ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ।
পতিত্বা চরণাবস্রৈর্ন্যষিঞ্চৎ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ।। ১৫

কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্নশো নৃপ।
তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়া জনাঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ।। ১৬

তত্র স্ম ত্বরিতা জগ্মুঃ কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ[১]।
ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়ো ঘ্নন্ত আননম্।। ১৭

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্।। ১৮

প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।
উপগুহ্য পতীংস্তাত[২] চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ।। ১৯

রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরেঃ স্নুষাঃ।
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ।। ২০

অর্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ।। ২১

বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জুনঃ সাম্পরায়িকম্।
হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্বশঃ।। ২২

দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জয়িত্বা মহারাজ[৩] শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্।। ২৩

সহকারে কীর্তন করবে সেই ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপদ লাভ করবে ॥ ১৪ ॥

এদিকে দারুক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হয়ে দ্বারকায় এলেন। তিনি বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণে পতিত হয়ে তাঁদের চরণ অশ্রুজলে বিধৌত করতে লাগলেন॥ ১৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ! তিনি কোনো ক্রমে নিজেকে সংযত করে যদুবংশজাতদের বিনাশের সম্পূর্ণ বিবরণ বিবৃত করলেন। সেই কথা শুনে সকলে অতি বিষণ্ণ হলেন এবং শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন॥ ১৬ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে বিহ্বল হয়ে তাঁরা মস্তকে করাঘাত করতে করতে সেই বিশেষ স্থানে গমন করলেন যেখানে তাঁদের আত্মীয়স্বজনের দেহ নিষ্প্রাণ অবস্থায় শায়িত ছিল॥ ১৭ ॥

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব নিজ প্রিয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে না দেখতে পেয়ে শোকাহত হয়ে বাহ্যজ্ঞান-রহিত হয়ে পড়লেন॥ ১৮ ॥

তাঁরা শ্রীভগবানের বিরহে ব্যাকুল হয়ে সেইখানেই প্রাণত্যাগ করলেন। রমণীকুল নিজ পতির শবদেহ সনাক্ত করে আলিঙ্গন করে তাঁদের পতির চিতায় উপবেশন করে সহগামিনী হয়ে গেলেন॥ ১৯ ॥

বলরামের পত্নীগণ তাঁর দেহকে, বসুদেবের পত্নীগণ তাঁর শবকে এবং ভগবানের পুত্রবধূগণ তাঁদের পতিদের নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী আদি পাটরানিগণ তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়ে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হলেন॥ ২০ ॥

হে পরীক্ষিৎ! অর্জুন তাঁর প্রিয়তম ও সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রথমে অতি বিহ্বল হয়ে পড়লেন; তারপর তাঁর গীতোক্ত সুদপদেশ সকল স্মরণ করে নিজেকে সংযত করতে সমর্থ হলেন॥ ২১ ॥

যদুবংশের মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের কেউ পিণ্ডদান করবার ছিল না, অর্জুন একে একে বিধিপূর্বক তাঁদের শ্রাদ্ধ করালেন॥ ২২ ॥

হে মহারাজ! ভগবানের অন্তর্ধানের পর সমুদ্র একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাস স্থান বাদে সমস্ত

[১]কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বিহ্বলাঃ। [২]স্তা বৈ.। [৩]মহাভাগ।

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্বমঙ্গলমঙ্গলম্।। ২৪

দ্বারকাকে নিমেষে প্লাবিত করল।। ২৩ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখনও সেখানে নিত্য নিবাস করেন। সেই স্থানকে স্মরণ করলেই সমস্ত পাপ-তাপ হরণ হয়। তা সর্বমঙ্গলেরও মঙ্গলকারী।। ২৪ ।।

স্ত্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য[১] বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়ৎ।। ২৫

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! পিণ্ডদান কার্য সমাপনান্তে সেইখানে উপস্থিত অবশিষ্ট আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। যথাযোগ্য ব্যবস্থান্তে অর্জুন অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্রর রাজ্যাভিষেক করে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন।। ২৫ ।।

শ্রুত্বা সুহৃদ্বধং রাজন্নর্জুনাত্তে পিতামহাঃ।
ত্বাং তু বংশধরং কৃত্বা জগ্মুঃ সর্বে মহাপথম্।। ২৬

রাজন্ ! যদুবংশ সংহার বার্তা তোমার পিতামহগণ অর্জুনের কাছ থেকেই পেলেন। তখন তাঁরা তোমাকে বংশধররূপে রাজ্যপদে অভিষেক করে হিমালয়ের পথে যাত্রা করলেন।। ২৬ ।।

য এতদ্ দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্মাণি জন্ম চ।
কীর্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ২৭

আমি তোমাকে দেবতাদেরও আরাধ্য দেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্মলীলা অবগত করালাম। এই লীলার সংকীর্তন মানবকে সকল পাপ থেকে মুক্তি প্রদান করে থাকে।। ২৭ ।।

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্যাণি বালচরিতানি চ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত।। ২৮

হে পরীক্ষিৎ ! যে এই অভয় প্রদানকারী অখিল সৌন্দর্য মাধুর্যনিধি শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধিত পরাক্রম গাথা ও এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে ও অন্য পুরাণে বর্ণিত পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-কৈশোর লীলাদির সংকীর্তন করে সে পরমহংস মুনীন্দ্রগণের পরম প্রাপ্তব্য শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলে পরাভক্তি লাভ করে।। ২৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়ামেকাদশস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।। ৩১ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৩১ ।।

।। ইত্যেকাদশঃ স্কন্ধঃ সমাপ্ত ।।

।। একাদশ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।

---

[১]সমাবিশ্য।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণম্

দ্বাদশঃ স্কন্ধঃ

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

কলিযুগের রাজবংশের বর্ণনা

রাজোবাচ

স্বধামানুগতে কৃষ্ণে যদুবংশবিভূষণে।
কস্য বংশোঽভবৎ পৃথ্ব্যামেতদাচক্ষ্ব মে মুনে॥ ১

শ্রীশুক উবাচ

যোঽন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নাম ভাব্যো বার্হদ্রথো নৃপ।
তস্যামাত্যস্তু শুনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজম্॥ ২
প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্তা যৎ পালকঃ[১] সুতঃ।
বিশাখযূপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ॥ ৩
নন্দিবর্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চ প্রদ্যোতনা ইমে।
অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ॥ ৪
শিশুনাগস্ততো ভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ।
ক্ষেমধর্মা তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্মজঃ॥ ৫
বিধিসারঃ সুতস্তস্যাজাতশত্রুর্ভবিষ্যতি।
দর্ভকস্তৎসুতো ভাবী[২] দর্ভকস্যাজয়ঃ[৩] স্মৃতঃ॥ ৬
নন্দিবর্ধন আজেয়ো মহানন্দিঃ[৪] সুতস্ততঃ।
শিশুনাগা[৫] দশৈবৈতে ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্॥ ৭

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের পর পৃথিবীর উপর কোন্ বংশের রাজত্ব শুরু হল ? অতঃপরই বা কোন্ বংশের রাজত্বকাল হবে ? আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব বললেন—হে সুপ্রিয় পরীক্ষিৎ ! আমি তোমাকে নবম স্কন্ধে বলেছি যে জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথের বংশের শেষ রাজা হবেন পুরঞ্জয় অথবা রিপুঞ্জয়। তাঁর মন্ত্রী শুনক নিজ প্রভুকে হত্যা করে নিজ পুত্র প্রদ্যোতকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করবেন। 'প্রদ্যোতন' বলে পরিচিত এই বংশে পাঁচজন নরপতি পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রদ্যোত, পালক, বিশাখযূপ, রাজক ও নন্দিবর্ধন। এই রাজবংশের রাজত্বকাল হবে মোট একশত অষ্টত্রিংশ বৎসর॥ ২-৪ ॥

এরপর শিশুনাগের রাজত্বকাল হবে। তিনিও বংশ পরম্পরায় রাজত্ব করবেন। শিশুনাগ বংশের দশ জন রাজা রাজত্ব করবেন ; তাঁদের নাম যথাক্রমে শিশুনাগ, কাকবর্ণ, ক্ষেমধর্ম, ক্ষেত্রজ্ঞ, বিধিসার, অজাতশত্রু,

[১]ফ.। [২]ভাব্যো। [৩]জয়োঽভবৎ। [৪]ন্দিস্তু তৎসুতঃ। [৫]ভৌম.।

সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌ নৃপাঃ।
মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী॥ ৮

মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ।
ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্মিকাঃ॥ ৯

স একচ্ছত্রাং পৃথিবীমনুল্লঙ্ঘিতশাসনঃ।
শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ॥ ১০

তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥ ১১

নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ॥ ১২

স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।
তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্ধনঃ॥ ১৩

সুযশা ভবিতা তস্য সঙ্গতঃ[১] সুযশঃসুতঃ।
শালিশূকস্ততস্তস্য সোমশর্মা ভবিষ্যতি॥ ১৪

শতধন্বা ততস্তস্য[২] ভবিতা তদ্ বৃহদ্রথঃ।
মৌর্যা হ্যেতে দশ নৃপাঃ সপ্তত্রিংশচ্ছতোত্তরম্।
সমা ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং কলৌ কুরুকুলোদ্বহ॥ ১৫

হত্বা বৃহদ্রথং মৌর্যং তস্য সেনাপতিঃ কলৌ।
পুষ্যমিত্রস্তু শুঙ্গাহ্বঃ স্বয়ং রাজ্যং করিষ্যতি।
অগ্নিমিত্রস্ততস্তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠোঽথ[৩] ভবিষ্যতি॥ ১৬

বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতা ততঃ।
ততো ঘোষঃ সুতস্তস্মাদ্ বজ্রমিত্রো ভবিষ্যতি॥ ১৭

ততো ভাগবতস্তস্মাদ্ দেবভূতিরিতি[৪] শ্রুতঃ।
শুঙ্গা দশৈতে ভোক্ষ্যন্তি ভূমিং বর্ষশতাধিকম্॥ ১৮

দর্ভক, অজয়, নন্দিবর্ধন ও মহানন্দি। কলিযুগে এই বংশের মোট রাজত্বকাল হবে তিন শত ষষ্টি বৎসর। প্রিয় পরীক্ষিৎ ! মহানন্দির শূদ্রা পত্নীর গর্ভের পুত্রের নাম নন্দক। নন্দক অতি বলবান হবেন। মহানন্দি 'মহাপদ্ম' নামক নিধির অধিপতি হবেন। তাই লোকেরা তাঁকে 'মহাপদ্ম'ও বলবেন। তিনি ক্ষত্রিয় রাজাদের বিনাশের কারণ হবেন। তখন থেকেই রাজাগণ প্রায়শ শূদ্র ও অধার্মিক হয়ে যাবেন॥ ৫-৯ ॥

মহাপদ্ম পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হবেন। তাঁর শাসনের অবমাননা করবার সাহস কেউ করবে না। ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশের দৃষ্টিতে দেখলে তাঁকে দ্বিতীয় পরশুরাম আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত॥ ১০ ॥

মহাপদ্মের সুমাল্য আদি অষ্টপুত্র সকলেই রাজা হবেন। তাঁরা শত বৎসর কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীকে উপভোগ করবেন॥ ১১ ॥

কৌটিল্য, বাৎসায়ন ও চাণক্য এই নামে সুপ্রসিদ্ধ একজন ব্রাহ্মণ বিশ্ববিখ্যাত নন্দ ও তাঁর সুমাল্যাদি অষ্টপুত্রকে বিনাশ করবেন। এরপর কলিযুগে মৌর্যবংশের নরপতিগণ রাজত্ব করবেন। সেই ব্রাহ্মণ প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে রাজারূপে অভিষিক্ত করবেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বংশপরম্পরায় মোট দশজন[১] রাজা রাজত্ব করবেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বারিসার, অশোকবর্ধন, সুযশ, সঙ্গত, শালিশূক, সোমশর্মা, শতধন্বা, বৃহদ্রথ আদি হবে। মৌর্যবংশের রাজাগণ কলিযুগে মোট একশত সপ্তত্রিংশ বৎসর কাল পর্যন্ত পৃথিবীকে উপভোগ করবেন॥ ১২-১৫ ॥

অবশেষে বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র শুঙ্গ, রাজাকে (বৃহদ্রথকে) বধ করে স্বয়ং রাজা হবেন। পুষ্পমিত্র শুঙ্গ বংশপরম্পরায় রাজত্ব করে যাবেন। এই বংশে মোট দশজন রাজা হবেন যাঁদের নাম যথাক্রমে এইরূপ হবে—পুষ্পমিত্র শুঙ্গ, অগ্নিমিত্র, সুজ্যেষ্ঠ, বসুমিত্র, ভদ্রক, পুলিন্দ, ঘোষ, বজ্রমিত্র, ভাগবত ও দেবভূতি। এই শুঙ্গবংশের নরপতিগণ মোট

[১]তশ্চাপি তৎসুতঃ। [২]সুত.। [৩]হ্থ ভবিতা ততঃ। [৪]তিঃ কুরূদ্বহ।

[১]চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যসহ এখানে নয়জন রাজার উল্লেখ রয়েছে। বিষ্ণুপুরাণাদিতে চন্দ্রগুপ্তের পঞ্চম বংশে দশরথ নামে আরও একজন রাজার উল্লেখ আছে। তাঁকে নিয়ে সংখ্যাটি দশজনের ধরে নিতে হবে।

ততঃ কাণ্বানিয়ং ভূমির্যাস্যত্যল্পগুণান্ নৃপ।
শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কাণ্বোঽমাত্যস্তু কামিনম্॥ ১৯

স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ[১]।
তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য[২] নারায়ণঃ সুতঃ।
নারায়ণস্য ভবিতা সুশর্মা নাম বিশ্রুতঃ॥ ২০

কাণ্বায়না ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাং চ কলৌ যুগে॥ ২১

হত্বা কাণ্বং সুশর্মাণং তদ্‌ভৃত্যো বৃষলো বলী।
গাং ভোক্ষ্যত্যন্ধ্রজাতীয়ঃ কঞ্চিৎ কালমসত্তমঃ॥ ২২

কৃষ্ণনামাথ তদ্‌ভ্রাতা ভবিতা[৩] পৃথিবীপতিঃ।
শ্রীশান্তকর্ণস্তৎপুত্রঃ পৌর্ণমাসস্তু তৎসুতঃ॥ ২৩

লম্বোদরস্তু তৎপুত্রস্তস্মাচ্চিবিলকো নৃপঃ।
মেঘস্বাতিশ্চিবিলকাদটমানস্তু তস্য চ॥ ২৪

অনিষ্টকর্মা হালেয়স্তলকস্তস্য চাত্মজঃ।
পুরীষভীরুস্তৎপুত্রস্ততো রাজা সুনন্দনঃ॥ ২৫

চকোরো বহবো যত্র শিবস্বাতিররিন্দমঃ[৪]।
তস্যাপি গোমতীপুত্রঃ পুরীমান্ ভবিতা ততঃ॥ ২৬

মেদঃশিরাঃ শিবস্কন্দো যজ্ঞশ্রীস্তৎসুতস্ততঃ।
বিজয়স্তৎসুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবিজ্ঞঃ[৫] সলোমধিঃ॥ ২৭

এতে ত্রিংশন্নৃপতয়শ্চত্বার্যব্দশতানি চ।
ষট্‌পঞ্চাশচ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন॥ ২৮

একশত দ্বাদশ বৎসর কাল পর্যন্ত পৃথিবীর পালন করবেন॥ ১৬-১৮ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! শুঙ্গবংশের রাজত্বকালের অবসান হলে এই পৃথিবী কণ্ববংশী রাজাদের হাতে চলে যাবে। কণ্ববংশের নরপতিগণ তাঁদের পূর্ববর্তী নরপতিগণের থেকে কম গুণবান হবেন। শুঙ্গবংশের অন্তিম নরপতি দেবভূতি অতি লম্পট প্রকৃতির হবেন। তিনি তাঁর মন্ত্রী কণ্ববংশের বসুদেব দ্বারা নিহত হবেন। মন্ত্রী বসুদেবই স্বয়ং রাজা হয়ে বুদ্ধিবলে রাজত্ব করবেন। তিনিও বংশ-পরম্পরায় রাজত্ব করবেন। কণ্ববংশের নরপতিগণ 'কাণ্বায়ন' বলে পরিচিত হবেন। কণ্ববংশের চার নরপতিগণ হবেন—বসুদেব, ভূমিত্র, নারায়ণ এবং সুশর্মা। এই কণ্ববংশ কলিযুগে ত্রিশত পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর কাল পৃথিবীকে উপভোগ করবেন। সুশর্মা অতিশয় যশস্বী হবেন॥ ১৯-২১ ॥

হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! কণ্ববংশের সুশর্মার এক শূদ্র সেবক থাকবেন। বলী নামক এই অন্ধ্রজাতির শূদ্র সেবকটি সুশর্মাকে বধ করে কিছুকাল স্বয়ং রাজত্ব করবেন। তিনি হবেন অতি দুষ্ট প্রকৃতির। অতঃপর তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হবেন। কৃষ্ণও বংশপরম্পরায় রাজত্ব করবেন। রাজাদের নাম যথাক্রমে এইরূপে হবে—কৃষ্ণ, শ্রীশান্তকর্ণ, পৌর্ণমাস, লম্বোদর, চিবিলক, মেঘস্বাতি, অটমান, অনিষ্টকর্মা, হালেয়, তলক, পুরীষভীরু, সুনন্দন ও চকোর॥ ২২-২৫ ॥

চকোরের অষ্টপুত্র 'বহু' বলে পরিচিত হবেন। তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম শিবস্বাতি অতি বীর প্রকৃতির হয়ে শত্রু দমন করবেন। শিবস্বাতি বংশপরম্পরায় রাজত্ব করবেন ; রাজাদের নাম যথাক্রমে—শিবস্বাতি, গোমতীপুত্র, পুরীমান, মেদঃশিরা, শিবস্কন্দ, যজ্ঞশ্রী ও বিজয়। বিজয়ের দুই পুত্র হবেন চন্দ্রবিজ্ঞ ও লোমধি॥ ২৬-২৭ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! এই বংশের ত্রিশ সংখ্যক নরপতিগণ চারশত ষটপঞ্চদশ বৎসর কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন॥ ২৮ ॥

[১]মহীপতিঃ। [২]স্ততো না.। [৩]ভবিষ্যত্যবনীপতিঃ। [৪]সিদ্ধস্বা.। [৫]বীর্যঃ।

সপ্তাভীরা আবভৃত্যা দশ গর্দভিনো নৃপাঃ।
কঙ্কাঃ ষোড়শ ভূপালা ভবিষ্যন্ত্যতিলোলুপাঃ॥ ২৯

হে পরীক্ষিৎ ! অতঃপর অবভৃতি নগরের সপ্ত আভীর, দশ গর্দভী ও ষোড়শ কঙ্ক পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। তাঁরা সকলেই লোভী প্রকৃতির হবেন॥ ২৯ ॥

ততোঽষ্টৌ যবনা ভাব্যাশ্চতুর্দশ তুরুষ্ককাঃ।
ভূয়ো দশ গুরুণ্ডাশ্চ মৌনা একদশৈব তু॥ ৩০

অতঃপর অষ্ট যবন ও চতুর্দশ তুর্ক রাজত্ব করবেন। তারপর দশ গুরুণ্ড ও একাদশ সংখ্যক মৌন নরপতি হবেন॥ ৩০ ॥

এতে ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং দশবর্ষশতানি চ।
নবাধিকাং চ নবতিং মৌনা একাদশ ক্ষিতিম্॥ ৩১

ভোক্ষ্যন্ত্যব্দশতান্যঙ্গ ত্রীণি তৈঃ সংস্থিতে ততঃ।
কিলিকিলায়াং নৃপতয়ো ভূতনন্দোঽথ বঙ্গিরিঃ॥ ৩২

শিশুনন্দিশ্চ[১] তদ্ভ্রাতা যশোনন্দিঃ প্রবীরকঃ[২]।
ইত্যেতে বৈ বর্ষশতং ভবিষ্যন্ত্যধিকানি ষট্॥ ৩৩

মৌন বাদ দিলে অবশিষ্ট নরপতিগণ মোট এক সহস্র নিরানব্বই বৎসর কাল পৃথিবী উপভোগ করবেন ও একাদশ সংখ্যক মৌন নরপতি ত্রিশত বৎসর কাল রাজত্ব করবেন। তাঁদের রাজত্বের শেষে 'কিলিকিলা' নগরে 'ভূতানন্দ' নামক রাজা হবেন। ভূতানন্দের পুত্র বঙ্গিরি, বঙ্গিরির ভ্রাতা শিশুনন্দি ও যশোনন্দি এবং প্রবীরম—তাঁরা একশত ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করবেন॥ ৩১-৩৩ ॥

তেষাং ত্রয়োদশ সুতা ভবিতারশ্চ বাহ্লিকাঃ।
পুষ্পমিত্রোঽথ[৩] রাজন্যো দুর্মিত্রোঽস্য তথৈব চ॥ ৩৪

তাঁদের ত্রয়োদশ সংখ্যক পুত্রগণ 'বাহ্লিক' নামে পরিচিত হবেন। তার পরে পুষ্পমিত্র নামক ক্ষত্রিয় ও তাঁর পুত্র দুর্মিত্র রাজ্যশাসন করবেন॥ ৩৪ ॥

এককালা ইমে ভূপাঃ সপ্তান্ধ্রাঃ সপ্ত কোসলাঃ।
বিদূরপতয়ো ভাব্যা নিষধাস্তত[৪] এব হি॥ ৩৫

হে পরীক্ষিৎ ! বাহ্লিক বংশের রাজারা যুগপৎ বহু প্রদেশে রাজত্ব করবেন। সাত জন অন্ধ্রপ্রদেশে ও অন্য সাতজন কৌশল প্রদেশে রাজত্ব করবেন। (অবশ্যই) তাঁদের মধ্যে কিছু বিদুর ভূমির শাসক ও কিছু নিষেধদেশের প্রভু হবেন॥ ৩৫ ॥

মাগধানাং তু ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জিঃ[৫] পুরঞ্জয়ঃ।
করিষ্যত্যপরো বর্ণান্ পুলিন্দযদুমদ্রকান্॥ ৩৬

অতঃপর মগধদেশের রাজা হবেন বিশ্বস্ফূর্জি। তিনি পূর্বোক্ত পুরঞ্জয়বৎ দ্বিতীয় পুরঞ্জয় নামে পরিচিত হবেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণজাত ব্যক্তিদের পুলিন্দ, যদু ও মদ্র আদি ম্লেচ্ছপ্রায় জাতিতে পরিণত করবেন॥ ৩৬ ॥

প্রজাশ্চাব্রহ্মভূয়িষ্ঠাঃ স্থাপয়িষ্যতি দুর্মতিঃ।
বীর্যবান্ ক্ষত্রমুৎসাদ্য পদ্মবত্যাং স বৈ পুরি।
অনুগঙ্গামাপ্রয়াগং গুপ্তাং ভোক্ষ্যতি মেদিনীম্॥ ৩৭

তিনি প্রবল দুষ্টবুদ্ধি সহযোগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বিনাশ করে শূদ্রপ্রায় ব্যক্তিদের রক্ষায় সচেষ্ট হবেন, নিজ বলবীর্য সহযোগে ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করে পদ্মাবতী পুরীকে রাজধানী করে হরিদ্বার থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত সুরক্ষিত পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন॥ ৩৭ ॥

সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্বুদমালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ॥ ৩৮

হে পরীক্ষিৎ ! যেমনভাবে কলিযুগের আগমন হতে থাকবে, তেমনভাবেই সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্বুদ ও মালবদেশের ব্রাহ্মণগণ সংস্কাররহিত হয়ে যাবে এবং রাজাগণও শূদ্রতুল্য হয়ে যাবেন॥ ৩৮ ॥

---

[১]নন্দশ্চ। [২]প্রবর্তকঃ। [৩]পুষ্পনিদ্রো। [৪]নৈষ.। [৫]বিশ্বস্ফূর্জিতপু.।

সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলম্।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চসঃ॥ ৩৯

সিন্ধুতট, চন্দ্রভাগা তটবর্তী প্রদেশ, কৌন্তীপুরী এবং কাশ্মীরমণ্ডলে প্রায় শূদ্রদের, সংস্কার ও তেজরহিত নামমাত্র দ্বিজদের ও ম্লেচ্ছদের রাজত্ব হবে॥ ৩৯ ॥

তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ।
এতেঽধর্মানৃতপরাঃ ফল্গুদাস্তীব্রমন্যবঃ॥ ৪০

হে পরীক্ষিৎ ! এই রাজাসকল আচার-বিচারে ম্লেচ্ছবৎ হবেন। সকলেই একই সময়ে বিভিন্ন প্রান্তে রাজত্ব করবেন। মাত্রাতিরিক্ত অসদাচরণযুক্ত অধার্মিক কৃপণ প্রকৃতির এই রাজাগণ সামান্য কারণেই ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানরহিত হতে থাকবেন॥ ৪০ ॥

স্ত্রীবালগোদ্বিজঘ্নাশ্চ পরদারধনাদৃতাঃ।
উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ॥ ৪১

এই দুষ্ট ব্যক্তিগণ নারী, শিশু, গবাদি পশু ও ব্রাহ্মণ হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য হরণে তাঁরা নিত্য যুক্ত থাকবেন। তাঁদের বৃদ্ধি ও বিনাশ — দুইই অল্পকাল সম্পন্ন হবে। তাঁদের ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট এবং ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট হতে দেখা যাবে। তাঁদের শক্তি ও আয়ু—দুইই ক্ষণস্থায়ী ও অল্প হবে॥ ৪১ ॥

অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ।
প্রজাস্তে ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছা রাজন্যরূপিণঃ॥ ৪২

তাঁদের মধ্যে পরম্পরাগত সংস্কারের অভাব দেখা যাবে। তাঁরা নিজ কর্তব্য-কর্ম পালনে আগ্রহী হবেন না। রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাবে তাঁরা দৃষ্টিহীনের মতো আচরণ করবেন। এই ম্লেচ্ছরাই রাজা হয়ে বসবেন। তারা লুঠতরাজ করে নিজ প্রজাদের শোষণ করতে থাকবেন॥ ৪২ ॥

তন্নাথাস্তে জনপদাস্তচ্ছীলাচারবাদিনঃ।
অন্যোন্যতো রাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পীড়িতাঃ॥ ৪৩

যখন রাজার প্রকৃতি এইরূপ, তখন প্রজাদের স্বভাবে, আচরণে ও কথাবার্তাতেও তা প্রতিফলিত হতে থাকবে। রাজাগণ তাঁদের শোষণ তো করবেনই, তাঁরাও পরস্পরে একে অন্যকে উৎপীড়ন করবেন এবং পরিশেষে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবেন॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলিযুগধর্ম

শ্রীশুক উবাচ

ততশ্চানুদিনং ধর্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমা দয়া।
কালেন বলিনা রাজন্ নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! কালের ক্ষমতা অপরিসীম ; কলিকালে ধর্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মরণশক্তি উত্তরোত্তর হীনবল হয়ে পড়বে॥ ১ ॥

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ।
ধর্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি॥ ২

কলিযুগে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণই কুলীন, সদাচারী ও সদ্‌গুণী বলে স্বীকৃতি পাবেন। তখন ধর্ম ও ন্যায় ব্যবস্থাকে স্বানুকূল করবার নিমিত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার হতে দেখা যাবে॥ ২ ॥

দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যবহারিকে।
স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি॥ ৩

বিবাহাদি বিষয়ে যুবক-যুবতীদের পারস্পরিক আসক্তি কুল, শীল ও যোগ্যতার ঊর্ধ্বে স্থান পাবে। ব্যবহারিক নৈপুণ্য নির্ধারণে সত্য ও ধর্মপরায়ণতার স্থলে প্রতারণাই অগ্রাধিকার পাবে। নারী-পুরুষের ঔৎকর্ষের আধার শীল ও সংযম না হয়ে কেবল রতিক্রীড়া হয়ে যাবে। গুণ ও স্বভাবে পরিচিত না হয়ে ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র যজ্ঞোপবীত দ্বারা চিহ্নিত হবেন॥ ৩ ॥

লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তিকারণম্ ।
অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্বল্যং পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ॥ ৪

ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী আদির পরিচিতি বস্ত্র, দণ্ড-কমণ্ডলুতেই সীমিত হয়ে যাবে। অপরের বাহ্য প্রতীক গ্রহণই আশ্রমে প্রবেশের স্বীকৃতি পাবে। উৎকোচ, অথবা ধনসম্পদ দিতে অপারগ ব্যক্তি ন্যায়ালয়ে যথার্থ বিচার পাবে না। বাক্‌চাতুর্য পাণ্ডিত্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াবে॥ ৪ ॥

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু।
স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্॥ ৫

দরিদ্র হলেই অসৎ ও দোষী বলে ধরে নেওয়া হবে। অহংকার ও বাগাড়ম্বর বড় সাধু হওয়ার লক্ষণ বলে গণ্য হবে। বিবাহে পরস্পরের স্বীকৃতি যথেষ্ট বলে মান্য হবে ; শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা ও সংস্কারকে অপ্রয়োজনীয় বলা হবে। স্নানকে মূল্যহীন ধরে কেশ-বিন্যাস ও বস্ত্রসজ্জার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে॥ ৫ ॥

দূরে বার্যয়নং তীর্থং লাবণ্যং কেশধারণম্।
উদরম্ভরতা স্বার্থঃ সত্যত্বে ধার্ষ্ট্যমেব হি॥ ৬

দূরবর্তী পুষ্করিণী তীর্থের মর্যাদা লাভ করবে ও নিকটস্থ তীর্থ গঙ্গা, গোমতী, পিতা-মাতা উপেক্ষিত হবেন। শিয়রে প্রলম্বিত কেশরাশি ও তাতে পরিপাটী সাধন, শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতীক হবে। জীবনের চরম-পুরুষার্থ উদর পূর্তিতে সীমিত থাকবে। উদ্ধত আলাপচারীকে সৎ ব্যক্তি বলে প্রাধান্য দেওয়া হবে॥ ৬ ॥

দাক্ষ্যং কুটুম্বভরণং যশোঽর্থে ধর্মসেবনম্।
এবং প্রজাভির্দুষ্টাভিরাকীর্ণে ক্ষিতিমণ্ডলে।। ৭

ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রশূদ্রাণাং যো বলী ভবিতা নৃপঃ।
প্রজা হি লুব্ধৈ রাজন্যৈর্নির্ঘৃণৈর্দস্যুধর্মভিঃ।। ৮

আচ্ছিন্নদারদ্রবিণা যাস্যন্তি গিরিকাননম্।
শাকমূলামিষক্ষৌদ্রফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ ।। ৯

কুটুম্বের প্রতিপালন করতে পারলেই সেই ব্যক্তিকে যোগ্য ও বুদ্ধিমান বলে মেনে নেওয়া হবে। ধর্ম সেবনের উদ্দেশ্য হবে নিজের নামযশ অর্জন। এইভাবে যখন পৃথিবীতে দুষ্ট ব্যক্তিদের আধিপত্য বিস্তার সম্পূর্ণ হবে তখন রাজা হওয়ার জন্য কোনো নিয়মকানুন আর থাকবে না ; জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রের মধ্যে যে বলবান হবে সেই রাজসিংহাসন অধিকার করে বসবে। সেই সময়ের নীচ প্রকৃতির রাজারা অতিশয় নির্দয় ও ক্রূর হবে ; তারা এত লোভী হবে যে তাদের সঙ্গে সাধারণ লুণ্ঠনকারীর কোনো পার্থক্য থাকবে না। তারা প্রজাদের ধনসম্পদ এমনকি পত্নীদের পর্যন্ত হরণ করতে প্রয়াসী হবে। তাদের ভয়ে প্রজাগণ নগর ছেড়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নেবে ; তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি তখন শাক, কন্দ-মূল, মাংস, মধু, ফল-মূল ও বীজ আদিতে নিবৃত্ত হবে।। ৭-৯ ।।

অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ।
শীতবাতাতপপ্রাবৃড়্‌হিমৈরন্যোন্যতঃ প্রজাঃ।। ১০

(কলিযুগে) অনাবৃষ্টিজনিত পরিস্থিতিতে প্রবল খরা হবে ও তার উপর কখনো আবার করের বোঝায় জনগণকে শোষণ করা হবে। প্রবল শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাত, আঁধিঝড়, গ্রীষ্মাধিক্য, বন্যার তাণ্ডব আদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হতে থাকবে। এই সকল দৈবদুর্বিপাকে ও অভ্যন্তরীণ কলহে প্রজাগণ নিত্য পীড়িত হবে ও ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে।। ১০ ।।

ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং ব্যাধিভিশ্চৈব সন্তপ্স্যন্তে[১] চ চিন্তয়া।
ত্রিংশদ্বিংশতিবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাম্।। ১১

প্রজাকুল ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় ক্লেশ ভোগ করবে ও ভাবনা-চিন্তায় জর্জরিত থাকবে। এই সময় নানাপ্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হতে থাকবে। তাদের আয়ুকাল বিশ-ত্রিশ বৎসরে নেমে আসবে।। ১১ ।।

ক্ষীয়মাণেষু দেহেষু দেহিনাং কলিদোষতঃ।
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্।। ১২

পরীক্ষিৎ ! কলিকাল-দোষদুষ্ট প্রাণীদেহ খর্বকায়, ক্ষীণ ও রোগগ্রস্ত হতে থাকবে। বর্ণাশ্রমধর্মের পথপ্রদর্শক বেদমার্গ মৃতপ্রায় হয়ে যাবে।। ১২ ।।

পাষণ্ডপ্রচুরে ধর্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
চৌর্যানৃতবৃথাহিংসানানাবৃত্তিষু বৈ নৃষু।। ১৩

ধর্মে ভণ্ডদের আধিপত্যে ভ্রষ্টাচার বাড়বে। নরপতিগণ দস্যু-লুণ্ঠনকারীরূপে আবির্ভূত হবে। মানুষ চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাচার, নিরীহদের হিংসা আদি কুকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহে যুক্ত হবে।। ১৩ ।।

[১]সন্তপ্যন্তে।

শূদ্রপ্রায়েষু বর্ণেষুচ্ছাগপ্রায়াসু ধেনুষু।
গৃহপ্রায়েষ্বাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু॥ ১৪

চতুর্বিধ বর্ণের আচরণ শূদ্রসম হয়ে যাবে। গোজাতি আকৃতিতে ছাগসম হবে ; দুগ্ধ প্রদানের পরিমাণ ভয়ানক কমে যাবে। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের ত্যাগী ব্যক্তিগণ ত্যাগ ভুলে গৃহবাসী হয়ে গৃহস্থসম আচরণে প্রবৃত্ত হবে। যাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ, কেবল তাঁদেরই আত্মীয় বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে॥ ১৪ ॥

অণুপ্রায়াস্বোষধীষু শমীপ্রায়েষু স্থাস্নুষু।
বিদ্যুৎপ্রায়েষু মেঘেষু শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু॥ ১৫

তণ্ডুল, যবক, গোধূম কৃষিজাতাদি সামগ্রী আকারে খর্বকায় হয়ে যাবে। অধিকাংশ বৃক্ষই সমীসম ক্ষুদ্রাকৃতি ও কণ্টকাকীর্ণ হবে। মেঘ জলবর্ষণে বিরত থেকে মুহুর্মুহু বজ্রপাত করতে থাকবে। গৃহস্থাবাস অতিথি সৎকার ও বেদধ্বনি বিরহিত থাকায় অথবা জনসংখ্যা হ্রাস হেতু রিক্ত বোধ হবে॥ ১৫ ॥

ইত্থং কলৌ গতপ্রায়ে জনে[১] তু খরধর্মিণি।
ধর্মত্রাণায় সত্ত্বেন ভগবানবতরিষ্যতি॥ ১৬

হে পরীক্ষিৎ! এর বেশি আর কী বলব! কলিযুগের শেষপ্রান্তে মানুষের স্বভাব গর্দভসম দুঃসহ হয়ে উঠবে ; তারা বস্তুত সংসারের ভারবাহক ও সম্পূর্ণরূপে বিষয়ী হয়ে যাবে। এইরূপ দুঃসহ পরিস্থিতিতে ধর্মরক্ষা হেতু সত্ত্বগুণ ধারণ করে স্বয়ং ভগবান অবতার গ্রহণ করবেন॥ ১৬ ॥

চরাচরগুরোর্বিষ্ণোরীশ্বরস্যাখিলাত্মনঃ।
ধর্মত্রাণায় সাধূনাং জন্ম কর্মাপনুত্তয়ে॥ ১৭

হে সুপ্রিয় পরীক্ষিৎ! সর্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু সর্বশক্তিমান। সর্বস্বরূপ হয়েও তিনি বিশ্বচরাচরের প্রকৃত শিক্ষক, জগদ্গুরু। সাধু-সজ্জনদের ধর্মরক্ষার জন্য ও তাঁদের কর্মবন্ধন ছেদন করে জন্ম-মৃত্যু আবর্ত থেকে মুক্তি দান হেতু, তিনি স্বয়ং অবতার গ্রহণ করবেন॥ ১৭ ॥

সম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥ ১৮

সেই কালে শম্ভল-গ্রামে বিষ্ণুযশ নামক এক প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি হবেন উদারচিত্ত ও ভগবদভক্তিতে পরিপূর্ণ। তাঁরই গৃহে অবতাররূপে কল্কি ভগবানের আগমন হবে॥ ১৮ ॥

অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ॥ ১৯

শ্রীভগবান অষ্টসিদ্ধি ও সকল সদ্‌গুণের সর্বশ্রেষ্ঠ আধার। তিনি বিশ্বচরাচরের রক্ষক, সকলের প্রভু। তিনি দেবদত্ত নামক দ্রুতগামী অশ্বের উপর আসীন থেকে তরবারি হস্তে দুষ্টদের দমন করবেন॥ ১৯ ॥

বিচরন্নাশুনা[২] ক্ষৌণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ।
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটিশো নিহনিষ্যতি॥ ২০

তাঁর জ্যোতির্ময় অঙ্গের প্রতি রোমকূপ থেকে তেজরাশির বিচ্ছুরণ হবে। দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় শ্রীভগবান সর্বত্র দুষ্টদমনে বিচরণশীল থাকবেন ও নরপতিরূপে

[১]নেষু খরধর্মিষু। [২]ন্নসিনা।

অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশদানি বৈ।
বাসুদেবাঙ্গরাগাতিপুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাম্ ।
পৌরজানপদানাং বৈ হতেষ্বখিলদস্যুষু॥ ২১

তেষাং প্রজাবিসর্গশ্চ স্থবিষ্ঠঃ সম্ভবিষ্যতি।
বাসুদেবে ভগবতি সত্ত্বমূর্তৌ হৃদি স্থিতে॥ ২২

যদাবতীর্ণো ভগবান্ কল্কির্ধর্মপতির্হরিঃ।
কৃতং ভবিষ্যতি তদা প্রজাসূতিশ্চ সাত্ত্বিকী॥ ২৩

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি তদা ভবতি তৎ কৃতম্॥ ২৪

যেঽতীতা[১] বর্তমানা যে ভবিষ্যন্তি চ পার্থিবাঃ।
তে ত উদ্দেশতঃ প্রোক্তা বংশীয়াঃ সোমসূর্যয়োঃ[২]॥ ২৫

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষসহস্রং তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ২৬

সপ্তর্ষীণাং তু যৌ[৩] পূর্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥ ২৭

তেনৈত ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ॥ ২৮

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।
তদাবিশৎ কলির্লোকং পাপে যদ্ রমতে জনঃ॥ ২৯

পরিচিত সকল দস্যুদের সংহার করবেন॥ ২০ ॥

পরীক্ষিৎ ! দস্যু দমন কার্য সমাপনে গ্রামেগঞ্জে নগরে নিবাসকারী প্রজাদের হৃদয়ে পবিত্র ভাবের অনুভূতি আসবে কারণ ভগবান কল্কির অঙ্গের অঙ্গরাগ স্পর্শ পূত-পবিত্র বায়ু প্রজাদের স্পর্শদান করে পবিত্র করে দেবে। এইভাবে শ্রীভগবানের বিগ্রহের দিব্যগন্ধ প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা ধন্য হবেন॥ ২১ ॥

তাঁদের হৃদয়মন্দির পবিত্র হলে সেখানে সত্ত্ববিগ্রহ ভগবান বাসুদেব বিরাজমান থাকবেন যার ফলে তাঁদের বংশধরগণ পূর্ববৎ বলবান ও সক্ষম দেহধারী হয়ে যাবেন॥ ২২ ॥

প্রজানয়নরঞ্জন শ্রীহরিই ধর্মের সংরক্ষক। তিনি স্বয়ং প্রভুও। সেই শ্রীভগবান যখন কল্কিরূপে অবতরণ করবেন তখনই সত্যযুগের আরম্ভ হবে আর প্রজাগণ স্বাভাবিকভাবেই বংশপরম্পরায় সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়ে যাবেন॥ ২৩ ॥

যখন চন্দ্র, সূর্য ও বৃহস্পতি এক সময়ে একসঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রে প্রথম পলে প্রবেশ করেন ও একই রাশিতে অবস্থান করেন তখনই সত্যযুগের সূচনা হয়ে যায়॥ ২৪॥

হে পরীক্ষিৎ ! অতীত কালের ও ভাবীকালের চন্দ্র ও সূর্য বংশের রাজাদের বর্ণনা আমি সংক্ষেপে করলাম॥ ২৫ ॥

তোমার জন্ম থেকে রাজা নন্দের অভিষেক-কাল পর্যন্ত এক সহস্র এক শত পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করবে॥ ২৬ ॥

সপ্তর্ষিমণ্ডলের উদয়কালে আকাশে সর্বপ্রথমে দুটি নক্ষত্র দেখা যায়। দুটি নক্ষত্রের মধ্যে দক্ষিণোত্তর রেখার উপর সমভাগে অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রদের মধ্যে একটি নক্ষত্র দেখা যায়॥ ২৭ ॥

সেই নক্ষত্র ও সপ্তর্ষিগণের যুগপৎ অবস্থানকাল মানব গণনানুসারে শত বৎসর। তোমার জন্মের সময়ে ও বর্তমানে তাদের অবস্থান হল মঘা নক্ষত্রে॥ ২৮ ॥

সর্বগত সর্বশক্তিমান স্বয়ং শ্রীভগবানই শুদ্ধ-সত্ত্ব দেহ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন

[১]অতীতা। [২]সূর্যসোময়োঃ। [৩]পূর্বৌ যৌ।

যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ॥ ৩০

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥ ৩১

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ৩২

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥ ৩৩

দিব্যাব্দানাং সহস্রান্তে চতুর্থে তু পুনঃ কৃতম্।
ভবিষ্যতি যদা নৃণাং মন আত্মপ্রকাশকম্॥ ৩৪

ইত্যেষ মানবো বংশো যথা সংখ্যায়তে ভুবি।
তথা বিট্শূদ্রবিপ্রাণাং তাস্তা জ্ঞেয়া যুগে যুগে॥ ৩৫

এতেষাং নামলিঙ্গানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাম্।
কথামাত্রাবশিষ্টানাং কীর্তিরেব স্থিতা ভুবি॥ ৩৬

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপগ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ॥ ৩৭

তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ[১]।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্মং পূর্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥ ৩৮

তিনি লীলা সংবরণ করে পরমধাম গমন করলেন তখনই কলিযুগের সংসারে প্রবেশ ঘটল আর মানবের মতিগতি পাপাসক্ত হতে লাগল॥ ২৯ ॥

লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শে যতদিন পৃথিবী ধন্য ছিল ততদিন তার উপর কলিযুগের আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি॥ ৩০ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! যখন সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রের উপর বিচরণ করতে থাকেন তখনই কলিযুগের সূচনা হয়ে থাকে। কলিযুগের আয়ু দেববর্ষ গণনানুসারে দ্বাদশ শত বৎসর হয়ে থাকে যা মানববর্ষ গণনানুসারে চার লক্ষ বত্রিশ সহস্র বৎসরের সমান॥ ৩১ ॥

যে সময় সপ্তর্ষি মঘা ত্যাগ করে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে চলে যাবেন, তখন নন্দ রাজার রাজত্ব হবে। তখন থেকেই কলিযুগের বৃদ্ধির সূচনা হবে॥ ৩২ ॥

পুরাতত্ত্ববেত্তা ঐতিহাসিক বিদ্বানদের মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমন দিবসেই কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে॥ ৩৩ ॥

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! যখন দেববর্ষ গণনানুসারে এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হবে, তখন কলিযুগের শেষপ্রান্তে পুনরায় কল্কি ভগবানের কৃপায় মানুষের মনে সাত্ত্বিকতা সঞ্চার হবে ও তারা নিজ বাস্তব স্বরূপ জ্ঞান লাভ করবে। তখন থেকেই সত্যযুগ আরম্ভ হয়ে যাবে॥ ৩৪ ॥

পরীক্ষিৎ ! আমি তোমাকে সংক্ষেপে শুধুমাত্র মনুবংশের বর্ণনা করেছি। মনুবংশের গণনা যেমনভাবে হয় তেমনভাবেই প্রত্যেক যুগে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রগণেরও বংশপরম্পরা হয়ে থাকে॥ ৩৫ ॥

রাজন্ ! আমার দ্বারা বর্ণিত রাজাগণ ও মহাত্মা-সকল এখন কেবল নামেই পরিচিত হয়। বর্তমানে তাঁরা কেউই জীবিত নেই, জগতে শুধুমাত্র তাঁদের যশ-কীর্তির কথা মাঝে-মধ্যে শোনা যায়॥ ৩৬ ॥

ভীষ্ম পিতামহের পিতা রাজা শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশের মরু এখনও কলাপ গ্রামে বর্তমান। তাঁরা পরম যোগবলসম্পন্ন॥ ৩৭ ॥

কলিযুগান্তে কল্কি ভগবানের আদেশে তাঁরা আবার এখানে পদার্পণ করবেন আর পূর্ববৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের বিস্তার করবেন॥ ৩৮ ॥

[১]শাসিতৌ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
অনেন ক্রমযোগেন ভুবি প্রাণিষু বর্ততে॥ ৩৯

চারযুগ হল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। যথাক্রমে এই যুগ চতুষ্টয়ের প্রভাব পৃথিবীর প্রাণীদের উপর পড়ে থাকে॥ ৩৯ ॥

রাজন্নেতে ময়া প্রোক্তা নরদেবাস্তথাপরে।
ভূমৌ মমত্বং কৃত্বান্তে হিত্বেমাং নিধনং গতাঃ॥ ৪০

পরীক্ষিৎ ! আমার বর্ণিত রাজাসকল ও আরও অনেকে এই ধরিত্রীকে নিজের সম্পত্তি মনে করে ভোগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই অবশেষে মৃত্যুর কবলে গিয়ে ধুলোয় মিশে গেছেন॥ ৪০ ॥

কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞান্তে রাজনাম্নোঽপি[১] যস্য চ।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ॥ ৪১

এই দেহকে যে কেউ রাজা আখ্যা প্রদান করতে পারে কিন্তু অবশেষে তা তো কীট, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পরিণত হবে ; শেষে ভস্মই পড়ে থাকবে। তাই এই দেহ অথবা সংশ্লিষ্টদের জন্য যদি কেউ কোনো প্রাণীকে নিপীড়ন করে তাহলে তারা স্বার্থ ও পরমার্থ—উভয় বিষয়েই অজ্ঞ ; কারণ প্রাণীদের নিপীড়ন করা তো নরকেরই দ্বার স্বরূপ॥ ৪১ ॥

কথং সেয়মখণ্ডা ভূঃ পূর্বৈর্মে পুরুষৈর্ধৃতা।
মৎপুত্রস্য চ পৌত্রস্য মৎপূর্বা বংশজস্য বা॥ ৪২

তাঁরা এই কথাই ভেবে থাকেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ এই অখণ্ড ভূমণ্ডল শাসন করতেন ; অতএব এটি পুনরায় কীভাবে আমার অধিকারে আসবে তথা আমার বংশধরগণ চিরকাল যাবৎ কীভাবে এটিতে ভোগ করতে সক্ষম হবে ! ৪২ ॥

তেজোঽবন্নময়ং কায়ং গৃহীত্বাত্মতয়াবুধাঃ।
মহীং মমতয়া চৌভৌ হিত্বান্তেঽদর্শনং গতাঃ॥ ৪৩

সেই মূর্খগণ এই পঞ্চভূত নির্মিত দেহকে নিজের সম্পত্তি জ্ঞান করে বসেন আর ভূমি-সম্পত্তিকে নিজের ভেবে অহংকারে মত্ত হন। অবশেষে তাঁরা দেহ ও ভূমি—দুইই হারিয়ে নিজেরাই অদৃশ্য হয়ে যান॥ ৪৩ ॥

যে যে ভূপতয়ো রাজন্ ভুঞ্জতে ভুবমোজসা।
কালেন তে কৃতাঃ সর্বে কথামাত্রাঃ কথাসু চ॥ ৪৪

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! যে নরপতিগণ অতি উৎসাহে ও বল পৌরুষে এই পৃথিবীর ভোগাদি উপভোগ করতে সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের সকলকেই কাল আত্মসাৎ করেছে। তাঁদের কথা এখন কেবল ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

---

[১]রাজন্যাপ্রাপ্তিপসা।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

রাজ্য যুগধর্ম এবং কলিদোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়—নাম সংকীর্তন

শ্রীশুক উবাচ

দৃষ্ট্বাত্মনি জয়ে[১] ব্যগ্রান্ নৃপান্ হসতি ভূরিয়ম্।
অহো মা বিজিগীষন্তি মৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! রাজাগণকে ভূমি অধিকারে সচেষ্ট থাকতে দেখে পৃথিবীর হাসি পায়। যাঁরা নিজেরাই মৃত্যুর ক্রীড়নক তাঁদের ভূমি অধিকারের চিন্তা বস্তুত হাস্যকরই॥ ১ ॥

কাম এষ নরেন্দ্রাণাং মোঘঃ স্যাদ্ বিদুষামপি।
যেন ফেনোপমে পিণ্ডে যেঽতিবিশ্রম্ভিতা নৃপাঃ॥ ২

রাজাগণের কাছে এই তথ্য অজ্ঞাত নয় যে একদিন তাঁদের মরতেই হবে তবুও ভূ-সম্পদ অধিকার করবার নানা কল্পনা তাঁরা করতেই থাকেন। বস্তুত তাঁরা এই প্রকার কামনায় অন্ধ হয়েই জলবুদ্বুদসম ক্ষণভঙ্গুর এই দেহের উপর বিশ্বাস করে বসেন ও প্রতারিত হন॥ ২ ॥

পূর্বং নির্জিত্য ষড়্‌বর্গং জেষ্যামো রাজমন্ত্রিণঃ।
ততঃ সচিবপৌরাপ্তকরীন্দ্রানস্য কণ্টকান্॥ ৩

তাঁরা এইরূপ ভেবে থাকেন—'প্রথমে মনের সাহায্যে পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরাভূত করব অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বশীভূত করব, কারণ তাদের উপর জয়লাভ না করে বহিঃশত্রুদের পরাজিত করা কঠিন। তারপর শত্রুপক্ষের সমস্ত মন্ত্রী, অমাত্য, নাগরিক ও সেনাকেও বশীভূত করে নেব। আমাদের বিজয়ের পথে কণ্টকস্বরূপ সকলকে অবশ্যই পরাজিত করব॥ ৩ ॥

এবং ক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্।
ইত্যাশাবদ্ধহৃদয়া ন পশ্যন্ত্যন্তিকেঽন্তকম্॥ ৪

এইভাবে ক্রমশ সমগ্র পৃথিবী আমাদের অধীন হয়ে যাবে আর তারপর রাজ্যের সীমা সুরক্ষার কার্য সমুদ্রই করবে। এইরূপ বহুবিধ কামনা তাঁদের মনে বাসা বাঁধে। তাদের এই কথা মনেই থাকে না যে তাঁদের শিয়রে কাল অপেক্ষমান॥ ৪ ॥

সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্ত্যব্ধিমোজসা।
কিয়দাত্মজয়স্যৈতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্॥ ৫

এতেও তাঁদের নিবৃত্তি হয় না। একটা দ্বীপ অধিকার করেই তাঁরা অন্য আর একটা দ্বীপ অধিকার করবার বাসনায় প্রবল শক্তি ও উদ্যম সহকারে সমুদ্রযাত্রা করে বসেন। মন ও ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করে যখন কিছু লোক মুক্তিপথের পথিক তখন তাঁরা (রাজন্যবর্গ) অল্প কিছু পরিমাণ ভূমিখণ্ড লাভের জন্য লালায়িত হয়ে পড়েন। এত পরিশ্রম ও ক্ষয়-ক্ষতির ফল এত তুচ্ছ বস্তু হবে কেন ! ৫ ॥

যাং বিসৃজ্যৈব মনবস্তৎসুতাশ্চ কুরূদ্বহ।
গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥ ৬

হে পরীক্ষিৎ ! পৃথিবীর বক্তব্য অতি স্পষ্ট—বড় বড় মনু ও তাঁদের বীর বংশধরগণ পৃথিবীকে পূর্বাবস্থায় ত্যাগ

[১]যব্যগ্রা.।

মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাং চাপি বিগ্রহঃ।
জায়তে হ্যসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাম্‌।। ৭

মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিনঃ।
স্পর্ধমানা মিথো ঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ।। ৮

পৃথুঃ পুরূরবা গাধির্নহুষো[১] ভরতোঽর্জুনঃ।
মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্বাঙ্গো ধুন্ধুহা রঘুঃ।। ৯

তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্যাতিঃ শন্তনুর্গয়ঃ।
ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ।। ১০

হিরণ্যকশিপুর্বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ।
নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোঽথ তারকঃ।। ১১

অন্যে চ বহবো দৈত্যা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ[২]।
সর্বে সর্ববিদঃ শূরাঃ সর্বে সর্বজিতোঽজিতাঃ।। ১২

মমতাং ময্যবর্তন্ত কৃত্বোচ্চৈর্মর্ত্যধর্মিণঃ।
কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো।। ১৩

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্‌।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচো বিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্‌।। ১৪

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ।। ১৫

করে রিক্তহস্তে স্বধামে প্রত্যাগমন করেছেন আর এই মূর্খ রাজাগণ যুদ্ধে জয়লাভ করে পৃথিবীকে অধিকারে রাখবার বাসনা পোষণ করেন! ৬ ॥

যাঁদের চিত্তে এই ধারণা বদ্ধমূল যে এই পৃথিবী তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি, সেই মূর্খদের রাজ্যে ভূমিখণ্ড অধিকারের নিমিত্ত পিতা-পুত্রের মধ্যে ও ভ্রাতাদের মধ্যেও প্রবল বিরোধ হয়ে থাকে।। ৭ ॥

'এ পৃথিবী আমার, তোমার নয়'—এইরূপ বাক্য তাঁরা ব্যবহার করে থাকেন। রাজাগণ এইভাবে কলহ ও অন্তর্বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এর ফল কলহ ও যুদ্ধ। যুদ্ধে তাঁরা যেমন অন্যকে বধ করেন, তেমন নিজেরাও নিহত হন।। ৮ ॥

পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, সহস্রবাহু, অর্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুমার, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নল, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্রাসুর, লোকদ্রোহী রাবণ, নমুচি, শম্বর, ভৌমাসুর, হিরণ্যাক্ষ এবং তারকাসুর ও আরও অনেক দৈত্য এবং শক্তিশালী ব্যক্তি নরপতি হয়েছিলেন। তাঁরা সকলে সব কিছু বুঝতেন। সকলেই শূরবীর ছিলেন ও অন্যাদের দিগ্বিজয়ে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কাছে সকলেই পরাজিত হয়েছিলেন। রাজন্‌! তাঁরা সর্বান্তকরণে আমার (পৃথিবীর) প্রতি মমতাযুক্ত ছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে এই পৃথিবী তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু করাল কাল তাঁদের লালসা পূর্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন তাঁদের বলপৌরুষ ও দেহের অস্তিত্বই নেই। আছে কেবল সেগুলির বিবরণ মাত্র ॥ ৯-১৩ ॥

পরীক্ষিৎ! এই ধরাতলে বহু প্রবল প্রতাপী ও মহান ব্যক্তিদের আগমন হয়েছে। তাঁরা নিজ যশ অর্জন করে বিদায় গ্রহণ করেছেন। জ্ঞান-বৈরাগ্য উপদেশ প্রদান-কালে আমি তোমাকে তাঁদের কথা বলেছি। কিন্তু সবই বাণীর বিলাস বলে জেনো, কারণ তাতে পারমার্থিক সত্য বিন্দুমাত্রও নেই।। ১৪ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদসকল অমঙ্গলনাশক; বড় বড় মহাত্মাগণ তারই সংকীর্তন করে থাকেন। যে

[১]ধির্ভরতো নহুষো। [২]নরেশ্বরাঃ।

রাজোবাচ

কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দোষান্ কলৌ জনাঃ।
বিধমিষ্যন্ত্যুপচিতাংস্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে॥ ১৬

যুগানি যুগধর্মাংশ্চ মানং প্রলয়কল্পয়োঃ।
কালস্যেশ্বররূপস্য গতিং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ॥ ১৭

ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলে অনন্য রাগানুগা ভক্তির লালসায় আগ্রহী, তাঁর সদাসর্বদা ভগবানের দিব্য গুণানুবাদ শ্রবণে রত থাকা উচিত॥ ১৫ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্ ! কলিযুগে তো কেবল দোষের প্রাচুর্যই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সাধারণ মানুষ সেই দোষ নিবারণ করতে কীভাবে সমর্থ হবে ? আর আমি জানতে ইচ্ছুক যে যুগসমূহের স্বরূপ ও ধর্ম কেমন হয়। এর সঙ্গে আমি জানতে চাই কল্পের অবস্থানকাল, প্রলয়কালের মান এবং সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ভগবানের কালরূপের বিবরণ। আপনি অনুগ্রহ করে বলুন॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ

কৃতে প্রবর্ততে ধর্মশ্চতুষ্পাত্তজ্জনৈর্ধৃতঃ[1]।
সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোর্নৃপ॥ ১৮

সন্তুষ্টাঃ করুণা মৈত্রাঃ শান্তা দান্তাস্তিতিক্ষবঃ।
আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণা[2] জনাঃ॥ ১৯

ত্রেতায়াং ধর্মপাদানাং তুর্যাংশো হীয়তে শনৈঃ।
অধর্মপাদৈরনৃতহিংসাসন্তোষবিগ্রহৈঃ ॥ ২০

তদা ক্রিয়াতপোনিষ্ঠা নাতিহিংস্রা ন[3] লম্পটাঃ।
ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবৃদ্ধা বর্ণা ব্রহ্মোত্তরা নৃপ॥ ২১

তপঃসত্যদয়াদানেষ্বর্ধং হ্রসতি দ্বাপরে।
হিংসাতুষ্ট্যনৃতদ্বেষৈর্ধর্মস্যাধর্মলক্ষণৈঃ ॥ ২২

শ্রীশুকদেব বললেন—পরীক্ষিৎ ! সত্যযুগের চার চরণ হল—সত্য, দয়া, তপ ও দান। সত্যযুগের বিশেষত্ব এই যে জনগণ নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম পালনে তৎপর থাকেন। এখানে ধর্মই শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপ॥ ১৮ ॥

সত্যযুগের লোকেদের মধ্যে পরিতৃপ্তি ও দয়াভাব থাকে ; ব্যবহারে থাকে পূর্ণ সৌহার্দ্য ; স্বভাবে তাঁরা হন শান্ত। ইন্দ্রিয়াদি ও মন তাঁদের বশীভূত থাকে। সুখদুঃখ দ্বন্দ্বে তাঁরা সমভাবে সহনশীল। সত্যযুগের অধিকাংশ নরনারী সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও আত্মারাম হয়ে থাকেন আর অন্যরা স্বরূপস্থিতি অভ্যাসে তৎপর থাকেন॥ ১৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ ! ধর্মের মতো অধর্মেরও চার চরণ —অসত্য, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ। ত্রেতাযুগে এর প্রভাব পড়ে। কালের প্রভাবে সত্যাদি চরণের এক চতুর্থাংশ ক্ষীণবল হয়ে পড়ে॥ ২০ ॥

রাজন্ ! সেই সময় বর্ণসমূহে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। মানুষের মধ্যে অতি হিংসা ও লাম্পট্যের প্রভাব কম থাকে। সকলেই কর্মকাণ্ড ও তপস্যাতে নিষ্ঠা ধারণ করেন এবং অর্থ, ধর্ম ও কামরূপ—এই ত্রিবর্গ সেবনে নিত্যযুক্ত থাকেন। অধিকাংশ ব্যক্তিগণ কর্মপ্রতিপাদক বেদসমূহে পারদর্শী হয়ে থাকেন॥ ২১ ॥

দ্বাপরযুগে হিংসা, অসন্তোষ, অসত্য ও দ্বেষ —অধর্মের এই চার চরণে বৃদ্ধি আসে যার ফলে ধর্মের চার চরণ—তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান অর্ধেক হয়ে হীনবল হয়ে পড়ে॥ ২২ ॥

[1]ষ্যাদো জনৈ। [2]সুমহাজনাঃ। [3]সা।

যশস্বিনো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ।
আঢ্যাঃ কুটুম্বিনো হৃষ্টা বর্ণাঃ ক্ষত্রদ্বিজোত্তরাঃ[১]॥ ২৩

দ্বাপরযুগের মানুষ অতি যশস্বী, কর্মকাণ্ড পারদর্শী ও বেদসকল অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় অতি তৎপর থাকেন। কুটুম্বসংখ্যা অধিক হয়ে থাকে ও প্রায়শ জনগণ ধনাঢ্য ও সুখী হয়ে থাকেন। বর্ণসমূহের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—এই দুই বর্ণের প্রাধান্য থাকে॥ ২৩ ॥

কলৌ তু ধর্মপাদানাং তুর্যাংশোঽধর্মহেতুভিঃ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি[২]॥ ২৪

কলিযুগে তো অধর্মের চার চরণের অতিশয় বৃদ্ধি হয়, যে কারণে ধর্মের চার চরণ ক্ষীণ ও হীনবল হতে থাকে ; কেবল এক চতুর্থাংশই অবশিষ্ট থাকে। পরিশেষে তাও বিলুপ্তির গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়॥ ২৪ ॥

তস্মিঁল্লুব্ধা দুরাচারা নির্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ।
দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাশোত্তরাঃ[৩] প্রজাঃ॥ ২৫

কলিযুগের মানুষ লোভী, অসদাচরণযুক্ত ও কঠোর হৃদয় হয়ে থাকেন। তাঁরা বিনাকারণে শত্রুতা করেন এবং ভোগলালসা তরঙ্গে নিত্য প্রবহমান থাকেন। তখনকার মন্দভাগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে শূদ্র ও দাসী প্রভৃতিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে॥ ২৫ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ।
কালসঞ্চোদিতাস্তে[৪] বৈ পরিবর্তন্ত আত্মনি॥ ২৬

সকল প্রাণীর মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই ত্রিগুণ নিত্যযুক্ত থাকে। কালের প্রেরণায় শরীরে, প্রাণে ও মনে ত্রিগুণের সংক্ষেপণ ও সংবর্ধন হয়ে থাকে॥ ২৬ ॥

প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্ জ্ঞানে তপসি যদ্ রুচিঃ॥ ২৭

যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ সত্ত্বগুণাশ্রিত থেকে নিজ কর্মে যুক্ত থাকে তখন জানবে যে সত্যযুগ এসেছে। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যকালে মানুষ জ্ঞান ও তপস্যাতে অধিক আকর্ষণ অনুভব করে থাকে॥ ২৭ ॥

যদা[৫] ধর্মার্থকামেষু ভক্তির্ভবতি দেহিনাম্।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি [৬]বুদ্ধিমন্॥ ২৮

যখন মানব প্রবৃত্তি ও রুচি ধর্ম, অর্থ ও লৌকিক-পারলৌকিক সুখভোগের দিকে ধাবিত হয় এবং শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়গণ রজোগুণে অধিষ্ঠিত থেকে কর্ম সম্পাদনে যুক্ত হয়, হে বুদ্ধিমান পরীক্ষিৎ ! জানবে যে তখন ত্রেতাযুগ চলছে॥ ২৮ ॥

যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ।
কর্মণাং চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্ রজস্তমঃ॥ ২৯

যখন লোভ, অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, ঈর্ষা আদি দোষের বিবর্ধন স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয় এবং মানুষ অতি উৎসাহ ও রুচি সহকারে সকাম কর্মে সংযুক্ত হয় তখন জানবে যে দ্বাপর সমাগত। অবশ্যই রজোগুণ ও তমোগুণের মিশ্রিত প্রাধান্যের নামই দ্বাপরযুগ॥ ২৯ ॥

যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।
শোকো মোহো ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ॥ ৩০

যখন মিথ্যা-কপটচারিতা, তন্দ্রা-নিদ্রা, হিংসা-বিষাদ, শোক-মোহ, ভয় ও দীনতা আদির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তখন তাকে তমোগুণ-প্রধান কলিযুগ বলেই জানবে॥ ৩০ ॥

[১]ত্তমাঃ। [২]নশ্যতি। [৩]দ্রা দা.। [৪]সংযোজি.। [৫]যদা কর্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাম্। [৬]নীত বুদ্ধিমান্।

যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥ ৩১

কলিযুগের রাজত্বে জনগণের দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে যায় ; বহুলাংশ ব্যক্তিগণ অতি নির্ধন হওয়া সত্ত্বেও ভোজনবিলাসী হয়ে থাকে। মন্দভাগ্য হয়েও তাদের চিত্ত মাত্রাতিরিক্ত কামনায় পূর্ণ থাকে। স্ত্রীদের মধ্যে স্বৈরিতা ও অসতী-ভাবের বৃদ্ধি হয়॥ ৩১ ॥

দস্যূৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ।
রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা[১] দ্বিজাঃ॥ ৩২

দেশে-গ্রামেগঞ্জে লুণ্ঠনকারীদের প্রাধান্য ও প্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ভণ্ড ব্যক্তিগণ নিত্য নতুন মত প্রচার করে তাঁদের ইচ্ছানুসারে বেদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তাকে কলঙ্কিত করে ফেলেন। রাজা নামধারী ব্যক্তিগণ প্রজাদের আয়ের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে তাদের শোষণ করতে থাকেন। ব্রাহ্মণ নামধরী জীব উদরপূর্তি ও জননেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন॥ ৩২ ॥

অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ।
তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ॥ ৩৩

ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্যবিরহিত ও অপবিত্র জীবন-যাপন করে থাকেন। গৃহস্থ অপরকে ভিক্ষাদান না করে স্বয়ং ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বানপ্রস্থআশ্রমী গ্রামে বসবাস করেন ও সন্ন্যাসীগণকে ধনসম্পদ লিপ্সু অর্থাৎ অর্থপিশাচ হতে দেখা যায়॥ ৩৩ ॥

হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ।
শশ্বৎকটুকভাষিণ্যশ্চৌর্যমায়োরুসাহসাঃ ॥ ৩৪

রমণীকুল খর্বাকৃতি হয়েও অতিভোজী হয়ে থাকেন। তাদের সন্তানসন্ততি সংখ্যায় অত্যধিক হয়। তাঁরা কুলমর্যাদা লঙ্ঘন করে শীল-মান-সম্ভ্রম, যা তাদের ভূষণসম, হারিয়ে বসেন। তারা সর্বক্ষণ অকথ্য কুকথ্য ভাষণে যুক্ত থাকেন, চৌর্য ও কাপট্যতে উৎকর্ষ লাভ করে থাকেন। তাদের সাহসও অত্যধিক বেড়ে যায়॥ ৩৪ ॥

পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ[২] কূটকারিণঃ।
অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্তাং সাধুজুগুপ্সিতাম্॥ ৩৫

বণিককুল সংকীর্ণ হৃদয় হয়ে পড়ে। তারা কানা-কড়ির জন্যেও প্রতিপদে অসদাচরণ ও মিথ্যাচরণ করে। এমনকি তারা নিরাপদ ও সহায়সম্পদসম্পন্ন হয়েও নিন্দনীয় নিম্নশ্রেণীর ব্যবসাকে উপযুক্ত জ্ঞান করে ও তাতে যুক্ত হয়॥ ৩৫ ॥

পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্।
ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ॥ ৩৬

ধনসম্পদের অভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুকেও সেবকগণ ত্যাগ করে চলে যায়। সেবক অতি বিশ্বস্ত হলেও তাকে বিপদগ্রস্ত দেখে প্রভু তাকেও ত্যাগ করে। এমনকি বকনা ও দুগ্ধদানে অসমর্থ গাভীকেও লোকেরা পরিত্যাগ করে॥ ৩৬ ॥

[১]রপরায়ণাঃ। [২]রাতাঃ কূট.।

পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্[১] জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ।
ননান্দৃশ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ।। ৩৭

প্রিয় পরীক্ষিৎ ! কলিযুগে মানব অতিশয় লাম্পট্যে প্রবৃত্ত হয়। তারা নিজ কামবাসনা চরিতার্থ করতে ঔচিত্য বিচার না করেই যে কারও সঙ্গে ভোগবাসনা চরিতার্থ করে। বিষয়বাসনার বশীভূত হয়ে তারা এতই দীন হয়ে পড়ে যে তারা মা-বাবা, ভ্রাতা-আত্মীয় ও মিত্রদের উপেক্ষা করে শ্যালক-শ্যালিকা সম্বন্ধীয়দের পরামর্শে চলতে থাকে।। ৩৭ ।।

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্।। ৩৮

কলিযুগে শূদ্রগণ তপস্বীবেশ ধারণপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করে এবং দান গ্রহণ করে। যার ধর্মে কপর্দক পরিমাণও জ্ঞান নেই সেও ধর্ম-সিংহাসনে বিরাজমান থেকে ধর্মোপদেশ বিতরণ করতে থাকে।। ৩৮ ।।

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ।
নিরন্নে ভূতলে রাজন্নানাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ।। ৩৯

পরীক্ষিৎ ! অনাবৃষ্টি ও খরায় কলিযুগের প্রজারা আতঙ্কগ্রস্ত ও আতুর হয়ে পড়েন। দুর্ভিক্ষ ও শাসকের শোষণ তাঁদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন করতে থাকে। তখন তাঁদের সম্বল কেবল অস্থি-চর্মসার দেহ ও উদ্বেগযুক্ত মন ! এক গ্রাস অন্নসংস্থানও তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।। ৩৯ ।।

বাসোঽন্নপানশয়নব্যবায়স্নানভূষণৈঃ ।
হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ।। ৪০

কলিযুগে প্রজাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্ন, তৃষ্ণার জল ও বিশ্রামের সামান্য ভূমি —এই সকলের অভাব থাকে। দাম্পত্য জীবনযাপন, স্নান ও আচরণ ধারণও তাঁদের লাভ হয় না। জনগণের আকৃতি, প্রকৃতি ও আচরণ পিশাচবৎ হতে দেখা যায়।। ৪০ ।।

কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ[২] প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি।। ৪১

কলিযুগে লোকের বিশাল ধনসম্পদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, কপর্দক লাভের জন্যও তারা পরস্পরে বিরোধ-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে ও দীর্ঘকালের সদ্ভাব ও মৈত্রীর কথা ভুলে যায়। অল্প পরিমাণ সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাদের নিকট আত্মীয়দের হত্যা করবার প্ররোচনা দেয় এবং তারা তাদের নিজের প্রিয় প্রাণটুকুও হারিয়ে বসে।। ৪১ ।।

ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ সর্বার্থকুশলান্[৩] ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ।। ৪২

হে পরীক্ষিৎ ! কলিযুগের হীনচিত্ত প্রাণিগণ কেবল কামবাসনা পূরণ ও উদর পূর্তিতেই নিত্যযুক্ত থাকে। পুত্র তার অথর্ব মাতা-পিতার পরিপালন না করে তাঁদের উপেক্ষা করে। পিতা নিজের পরম নিপুণ ও সর্বকার্যে সুযোগ্য পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না, আলাদা করে দেন।। ৪২ ।।

[১]পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ সু.। [২]হি। [৩]ভার্যাং চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ।

কলৌ ন রাজন্‌জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥ ৪৩

পরীক্ষিৎ ! শ্রীভগবানই এই বিশ্ব চরাচরের পরম পিতা ও পরম গুরু। ইন্দ্র-ব্রহ্মা আদি ত্রিলোকাধিপতিগণ তাঁর পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে সর্বস্ব সমর্পণ করে থাকেন। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য এবং তিনি একরসে স্বস্বরূপে স্থিত। কিন্তু কলিযুগের মানুষের মধ্যে মূঢ়তা অত্যধিক হয়। ভণ্ডদের জন্য লোকেদের চিত্তবৈকল্য এত প্রবল হয় যে তারা প্রায়শ কর্ম ও চিন্তা সহযোগে শ্রীভগবানের পূজাবিমুখ হয়ে পড়ে॥ ৪৩ ॥

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ[১]॥ ৪৪

মৃত্যুকালের আতুরতায় কিংবা নিপতন-পদস্খলন কালে বাধ্যতা হেতু মানুষ যদি শ্রীভগবানের যে কোনো একটি নামও উচ্চারণ করে, তার সমস্ত কর্মবন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ; সে উত্তমগতি লাভ করে। কিন্তু হায় রে কলিযুগ ! কলিযুগের প্রভাবে তারা শ্রীভগবানের সেইটুকু আরাধনা থেকেও বিমুখ হয়ে পড়ে॥ ৪৪ ॥

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।
সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥ ৪৫

পরীক্ষিৎ ! কলিযুগের দোষের অন্ত নেই। সমস্ত বস্তুই দূষিত হয়ে যায়, স্থানে-স্থানে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তবে সকল দোষের মূল প্রবাহ তো মানুষের অন্তরেই। কিন্তু যখন পুরুষোত্তম ভগবান এসে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর সান্নিধ্য হেতু সমস্ত দোষই নষ্ট হয়ে যায়॥ ৪৫ ॥

শ্রুতঃ সঙ্কীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্॥ ৪৬

শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা, ধাম এবং নাম শ্রবণ, সংকীর্তন, ধ্যান, পূজা ও সমাদরপূর্বক তাকে আহ্বান করলে তিনি উপেক্ষা করতে না পেরে মানব হৃদয়ে আগমন করেন ও সেখানে বিরাজমান হয়ে যান ; আর দুই-এক জন্মের পাপের কী কথা, সহস্র জন্মের পাপ নিমেষে ভস্মসাৎ হয়ে যায়॥ ৪৬ ॥

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্॥ ৪৭

যেমন অগ্নি সংযুক্তিতে সুবর্ণ তার ধাতুগত মালিন্যাদি দোষ ক্ষরণ করে থাকে, তেমনভাবেই সাধকদের দেহে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবান বিষ্ণু অশুভ সংস্কারসকল চিরতরে বিনাশ করে দেন॥ ৪৭ ॥

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ৪৮

হে পরীক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীপুরুষোত্তম হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে যেমন সম্যক্ শুদ্ধি হয় তেমন শুদ্ধি বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণায়াম, সকলের প্রতি মৈত্রীভাব, তীর্থস্নান, দান, তপ আদির দ্বারাও হয় না॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো[২] হ্যবহিতস্ততো যাসি[৩] পরাং গতিম্॥ ৪৯

পরীক্ষিৎ ! এখন তোমার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত, সুতরাং সতর্ক হও। পূর্ণ শক্তিতে মনের সকল বৃত্তির দ্বারা

[১]নরাঃ। [২]ম্রিয়.। [৩]যাতি।

ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্বাত্মা সর্বসংশ্রয়ঃ[১]॥ ৫০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ হৃদয়-সিংহাসনে আসীন করো। এরূপ করলে তুমি অবশ্যই পরমগতি লাভ করবে॥ ৪৯॥

যারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাদের সর্ব উপায়ে পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীভগবানের ধ্যানেই যুক্ত হওয়া সংগত। হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! সকলের পরম আশ্রয়স্থল ও সর্বাত্মা শ্রীভগবান তাঁর ধ্যানে নিত্যযুক্ত ব্যক্তিদের নিজ স্বরূপে লীন করেন, তাদের স্বস্বরূপ দান করে থাকেন॥ ৫০ ॥

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ ৫১

হে পরীক্ষিৎ ! কলিযুগ স্তূপাকার দোষেই পরিপূর্ণ। কিন্তু তাতে একটি মহান গুণও বর্তমান। সেই অদ্ভুত অতি মহান গুণ হল শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনে সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তি ও পরমাত্মা লাভ॥ ৫১ ॥

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ ৫২

যা সত্যযুগে শ্রীভগবানের ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় বিশাল যজ্ঞদ্বারা তাঁর আরাধনায় যুক্ত থেকে এবং দ্বাপরে বিধিপূর্বক তাঁর সেবা ও পূজা করে অর্জন করা যায় তা কলিযুগে কেবল শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তনেই লাভ হয়ে যায়॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে[২] তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

চার প্রকারের প্রলয়

শ্রীশুক উবাচ

কালস্তে পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্ধাবধির্নৃপ।
কথিতো যুগমানং চ শৃণু কল্পলয়াবপি॥ ১
চতুর্যুগসহস্রং চ[৩] ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।
স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দশ বিশাংপতে॥ ২
তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা।
ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পান্তে প্রলয়ায় হি॥ ৩

শ্রীশুকদেব বললেন—হে পরীক্ষিৎ ! (তৃতীয় স্কন্ধে) পরমাণু থেকে দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত কালের স্বরূপ ও এক একটা যুগ কত বৎসরের হয়ে থাকে আমি তা তোমায় জানিয়েছি। এখন তুমি কল্পের স্থিতিকাল ও তার প্রলয়ের বর্ণনাও শোনো॥ ১ ॥

রাজন্ ! ব্রহ্মার এক দিনের বিস্তৃতি এক সহস্র চতুর্যুগ হয়ে থাকে যাকে কল্প আখ্যাও দেওয়া হয়। এক কল্পে চতুর্দশ মনু আবির্ভূত হয়ে থাকেন॥ ২ ॥

কল্পান্তে প্রলয়ও অনুরূপকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই

[১]সর্বসম্ভবঃ। [২]ন্ধে যুগানুবর্ণনং তৃতী.। [৩]তু।

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্‌।
শেতেঽনন্তাসনো বিশ্বমাত্মসাৎকৃত্য চাত্মভূঃ[১]॥ ৪

প্রলয়কেই ব্রহ্মার রাত্রি বলা হয়। তখন এই ত্রিলোকও লীন হয়ে যায়, তারও প্রলয় হয়॥ ৩ ॥

এই হল নৈমিত্তিক প্রলয়। এই প্রলয়কালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজ অভ্যন্তরে স্থান দিয়ে অর্থাৎ লীন করে নিয়ে প্রথমে ব্রহ্মা, অতঃপর ভগবান নারায়ণও অনন্তনাগের দেহরূপ শয্যায় শয়ন করেন॥ ৪ ॥

দ্বিপরার্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্পন্তে প্রলয়ায় বৈ॥ ৫

এইভাবে দিনরাত্রির চক্রে আবর্তিত হতে হতে যখন ব্রহ্মা তাঁর হিসেব মতো শত বৎসর ও মানব গণনায় দুই পরার্ধ আয়ুর সমাপ্তি ঘটে তখন মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রা—এই সপ্ত প্রকৃতি তাদের কারণ মূল প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়॥ ৫ ॥

এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে।
আণ্ডকোশস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে॥ ৬

রাজন্! এর নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। এই প্রলয়কালে প্রলয়ের কারণ উপস্থিত হলে পঞ্চভূত নির্মিত ব্রহ্মাণ্ড নিজ স্থূলরূপ ত্যাগ করে কারণ রূপে স্থিত হন অর্থাৎ লীন হয়ে যান॥ ৬ ॥

পর্জন্যঃ শতবর্ষাণি ভূমৌ রাজন্ ন বর্ষতি।
তদা নিরন্নে হ্যন্যোন্যং ভক্ষ্যমাণাঃ ক্ষুধার্দিতাঃ॥ ৭

পরীক্ষিৎ ! প্রলয়কালাগমনে মেঘ শতবর্ষ কাল পর্যন্ত বৃষ্টিপাত করে না। সকলেই অন্ন লাভে বঞ্চিত হয়। তখন প্রজারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে পরস্পরের প্রাণ সংহার করে এবং মাংস ভক্ষণ করেই প্রাণ ধারণ করে॥ ৭ ॥

ক্ষয়ং যাস্যন্তি শনকৈঃ কালেনোপদ্রুতাঃ প্রজাঃ।
সামুদ্রং দৈহিকং ভৌমং রসং সাংবর্তকো রবিঃ॥ ৮

রশ্মিভিঃ পিবতে ঘোরৈঃ সর্বং নৈব বিমুঞ্চতি।
ততঃ সংবর্তকো বহ্নিঃ সঙ্কর্ষণমুখোত্থিতঃ॥ ৯

এইভাবে কালের (করাল) উপদ্রবে ক্লিষ্ট প্রজাগণ ধীরে ধীরে হীনবল হয়ে পড়ে। প্রলয়কালীন সাংবর্তক সূর্য নিজ প্রচণ্ড তেজদ্বারা সমুদ্র, প্রাণী-শরীর ও পৃথিবীর সমস্ত রস বিশোষণ করে এবং তা নিয়মানুসারে পৃথিবীর উপর বর্ষণে বিরত থাকে। তখন সংকর্ষণ ভগবানের মুখ দিয়ে প্রলয়কালীন সংবর্তক অগ্নি উদ্গিরণ হতে থাকে॥ ৮-৯ ॥

দহত্যনিলবেগোত্থঃ শূন্যান্ ভূবিবরানথ।
উপর্যধঃ সমন্তাচ্চ শিখাভির্বহ্নিসূর্যয়োঃ॥ ১০

দহ্যমানং বিভাত্যণ্ডং দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ।
ততঃ প্রচণ্ডপবনো বর্ষাণামধিকং শতম্॥ ১১

বেগবান বায়ু প্রবাহে অগ্নির কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং তা তল-অতল আদি নীচের সপ্তলোক ভস্মসাৎ করে ফেলে। প্রাণীদেহের অস্তিত্ব তখন এমনিতেই থাকে না। অধঃদেশে অগ্নির প্রচণ্ড লেলিহান শিখা ও ঊর্ধ্বদেশে সূর্যের প্রচণ্ড রুদ্রমূর্তি। তখন অধঃ-ঊর্ধ্ব চতুর্দিক দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আর ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে মনে হয় যেন গোময়পিণ্ডে ঠাসা অগ্নিকুণ্ডের অঙ্গার ধকধক করে জ্বলছে। এরপর প্রলয়কালীন অতি বেগবান প্রচণ্ড

পরঃ সাংবর্তকো বাতি ধূম্রং খং রজসাবৃতম্।
ততো মেঘকুলান্যঙ্গ চিত্রবর্ণান্যনেকশঃ॥ ১২

শতং বর্ষাণি বর্ষন্তি নদন্তি রভসস্বনৈঃ।
তত একোদকং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডবিবরান্তরম্॥ ১৩

[১]বিশ্বভূঃ।

তদা ভূমের্গন্ধগুণং গ্রসন্ত্যাপ উদপ্লবে।
গ্রস্তগন্ধা তু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে॥ ১৪

অপাং রসমথো তেজস্তা লীয়ন্তেঽথ নীরসাঃ।
গ্রসতে তেজসো রূপং বায়ুস্তদ্রহিতং তদা॥ ১৫

লীয়তে চানিলে তেজো বায়োঃ খং গ্রসতে গুণম্।
স বৈ বিশতি খং রাজংস্ততশ্চ নভসো গুণম্॥ ১৬

শব্দং গ্রসতি ভূতাদির্নভস্তমনুলীয়তে।
তৈজসশ্চেন্দ্রিয়াণ্যঙ্গ দেবান্ বৈকারিকো গুণৈঃ॥ ১৭

মহান্ গ্রসত্যহঙ্কারং গুণাঃ সত্ত্বাদয়শ্চ তম্।
গ্রসতেঽব্যাকৃতং রাজন্ গুণান্ কালেন চোদিতম্॥ ১৮

ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ।
অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্॥ ১৯

ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং
তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী।
ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়দেবতা বা
ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ॥ ২০

শক্তিধর সাংবর্তক বায়ু শত শত বৎসর পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকে। আকাশ তখন ধূম্র-ধূলি ধূসর থাকে। তারপর অসংখ্য চিত্রবিচিত্র মেঘের আগমন হতে থাকে। সেই মেঘ অতি ভয়ংকর গর্জন করে এবং শত শত বৎসর পর্যন্ত বর্ষণ করতে থাকে। তখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সম্পূর্ণ জগৎ এক বিশাল জলসমুদ্রে পরিণত হয়ে যায় অর্থাৎ সব কিছু জলমগ্ন হয়ে যায়॥ ১০-১৩ ॥

এইভাবে যখন জলপ্রলয় হয়ে যায় তখন জল পৃথিবীর বিশেষ গুণকে (গন্ধকে) হরণ করে নেয় —নিজের মধ্যে লীন করে দেয়। গন্ধ গুণের জলে লীন হওয়ার পর পৃথিবীর প্রলয় হয়ে যায়। তা জলে সম্মিলিত হয়ে জলরূপ হয়ে যায়॥ ১৪ ॥

রাজন্! তারপর জলের গুণ রসকে তৈজস-তত্ত্ব গ্রাস করে নেয় এবং জল বিশুষ্ক হয়ে তেজে সম্মিলিত হয়ে যায়। তদনন্তর বায়ু তেজের গুণ রূপকে গ্রাস করে নেয় এবং তেজ রূপবিহীন হয়ে বায়ুতে লীন হয়ে যায়। এরপর আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে নিজের মধ্যে ধারণ করে নেয় এবং বায়ু স্পর্শরহিত হয়ে আকাশে শান্ত হয়ে যায়। অতঃপর তামস অহংকার আকাশের গুণ শব্দকে গ্রাস করে নেয় এবং আকাশ শব্দহীন হয়ে তামস অহংকারে লীন হয়ে যায়। সেই ভাবেই তৈজস অহংকার ইন্দ্রিয়গণকে এবং বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহংকার ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিসমূহকে নিজের মধ্যে বিলীন করে নেয়॥ ১৫-১৭ ॥

অতঃপর মহত্তত্ত্ব অহংকারকে এবং সত্ত্ব আদি গুণ মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে ফেলে। হে পরীক্ষিৎ! এই সকলই হল কালের মহিমা। তারই প্রেরণায় অব্যক্ত প্রকৃতি গুণত্রয়কে গ্রাস করে নেয়। শেষে কেবল প্রকৃতিই অবশিষ্ট থাকে॥ ১৮ ॥

প্রকৃতিই বিশ্বচরাচরের মূল কারণ। প্রকৃতি অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও অবিনাশী। যখন প্রকৃতি নিজ কার্যসমূহকে লীন করে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত করে তখন কালের অবয়ব বর্ষ, মাস, দিন-রাত, ক্ষণ আদির হেতুরূপ পরিণাম, ক্ষয়, বৃদ্ধি আদি কোনো প্রকারের বিকার প্রকৃতিতে হয় না॥ ১৯ ॥

সেই সময় প্রকৃতিতে স্থূলরূপে অথবা সূক্ষ্মরূপে বাণী,মন, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ, মহত্তত্ত্ব আদি

ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎ সুষুপ্তং
ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরর্কঃ।
সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং
তন্মূলভূতং পদমামনন্তি॥ ২১

বিকার, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও তাদের দেবতাগণ আদি কিছুই থাকে না। সৃষ্টিকালের বিভিন্ন লোকাদির কল্পনা ও তার স্থিতিও থাকে না॥ ২০ ॥

তখন স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাও থাকে না। আকাশ, জল, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি এবং সূর্যও থাকে না। সবই যেন গভীর নিদ্রামগ্ন মহাশূন্যবৎ থাকে। এই অবস্থাকে তর্কদ্বারা অনুমান করাও অসম্ভব। সেই অব্যক্তকেই জগতের মূলভূত তত্ত্ব আখ্যা দেওয়া হয়॥ ২১ ॥

লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা।
শক্তয়ঃ সম্প্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ॥ ২২

এই অবস্থার নাম প্রাকৃত প্রলয়। তখন কলির প্রভাবে পুরুষ ও প্রকৃতি—উভয়েরই শক্তি হীনবল হয়ে পড়ে এবং গত্যন্তরহীন হয়ে নিজ মূল স্বরূপে লীন হয়ে থাকে॥ ২২ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থরূপেণ জ্ঞানং ভাতি তদাশ্রয়ম্।
দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ॥ ২৩

হে পরীক্ষিৎ ! বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে তার অধিষ্ঠান জ্ঞানস্বরূপ বস্তুকেই ভাসিত করে। সেই সকলের আদি অন্ত দুইই থাকে। তাই তারা সত্য নয়। কেবল দৃশ্য এবং নিজ অধিষ্ঠান ছাড়া তাদের অস্তিত্বও থাকে না। তাই এগুলি সর্বতোভাবে মিথ্যা-মায়ামাত্র (এই হল আত্যন্তিক প্রলয় অর্থাৎ মোক্ষের স্বরূপ) ॥ ২৩ ॥

দীপশ্চক্ষুশ্চ রূপং চ জ্যোতিষো ন পৃথগ্ ভবেৎ।
এবং ধীঃ খানি মাত্রাশ্চ ন স্যুরন্যতমাদৃতাৎ॥ ২৪

যেমন প্রদীপ, নেত্র এবং রূপ—এই তিন তেজ থেকে পৃথক নয়, তেমনভাবেই বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং তার বিষয় তন্মাত্রাও নিজ অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়, যদিও ব্রহ্ম এদের থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন ; (যেমন রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্থ সর্প নিজ অধিষ্ঠান থেকে পৃথক নয় কিন্তু অধ্যস্থ সর্পের সঙ্গে অধিষ্ঠানের কোনো সম্বন্ধই নেই)॥ ২৪ ॥

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।
মায়ামাত্রমিদং রাজন্ নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি॥ ২৫

পরীক্ষিৎ ! জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা বুদ্ধিরই। অতএব তার জন্য অন্তরাত্মাতে যে বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞরূপ বৈচিত্র্যের প্রতীতি হয় তা কেবল মায়া মাত্র। বুদ্ধিগত বিভিন্নতার একমাত্র সত্যস্বরূপ আত্মার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই॥ ২৫ ॥

যথা জলধরা ব্যোম্নি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
ব্রহ্মণীদং তথা বিশ্বমবয়ব্যুদয়াপ্যয়াৎ[১]॥ ২৬

এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয় হয়ে থাকে তাই তার বহু অবয়ব সমগ্রের অস্তিত্ব আছে। যেমন আকাশে মেঘপুঞ্জের অবস্থান কখনো দৃশ্য আবার কখনো অদৃশ্য—তেমনভাবেই ব্রহ্মে বিশ্ব কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য॥ ২৬॥

[১]প্রাং সম্ভবত্যুদয়া.।

সত্যং হ্যবয়বঃ প্রোক্তঃ সর্বাবয়বিনামিহ।
বিনার্থেন প্রতীয়েরন্ পটস্যেবাঙ্গ তন্তবঃ॥ ২৭

পরীক্ষিৎ! জগতের ব্যবহারে যত অবয়বী পদার্থ আছে তারা না থাকলেও তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বদের সত্য বলে মানা হয় যেহেতু তারা তার কারণ। উদাহরণ রূপে বস্ত্ররূপ অবয়বী না থাকলেও তার কারণরূপ সূত্রের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকে। সেইভাবেই কার্যরূপ জগতের অনস্তিত্ব কালেও এই জগতের কারণরূপ অবয়বের অস্তিত্ব থাকতেও পারে॥ ২৭ ॥

যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ॥ ২৮

কিন্তু ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই কার্য-কারণভাবের চিন্তা নিতান্তই অবাস্তব। সাধারণ বস্তু হচ্ছে কারণ আর বিশেষ বস্তু কার্য। এইরূপ যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় তা বস্তুত ভ্রমমাত্র। কারণ সাধারণ ও বিশেষভাব হল আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্যান্যাশ্রিত। বিশেষ না থাকলে সাধারণ আর সাধারণ না থাকলে বিশেষ হয় কেমন করে। কার্য ও কারণ ভাবের আদি ও অন্ত দুইই বর্তমান তাই তাও স্বপ্নদৃষ্ট প্রভেদসম সর্বতোভাবে অবস্তু॥ ২৮ ॥

বিকারঃ খ্যায়মানোঽপি প্রত্যগাত্মানমন্তরা।
ন নিরূপ্যোঽস্ত্যণুরপি স্যাচ্চেচ্চিৎসম আত্মবৎ[১]॥ ২৯

সন্দেহ নেই যে এই প্রপঞ্চরূপ বিকার স্বপ্নদৃষ্ট বিকারসম বোধ হয় কিন্তু তা হলেও তাকে নিজ অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা থেকে পৃথক বলা যায় না। হাজার চেষ্টা করলেও তা আত্মা থেকে অণুমাত্র পৃথক সত্তাযুক্ত, তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। যদি কল্পনায় আমরা স্বীকার করে নিই যে আত্মার অতিরিক্ত আর এক পৃথক সত্তাও আছে তবে তাকে তো চিদ্রূপ আত্মাসম স্বয়ং সমুদ্ভাসিত হওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থায় আমরা তো আত্মার একরূপকেই স্বীকৃতি দিচ্ছি॥ ২৯ ॥

নহি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে।
নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব[২]॥ ৩০

কিন্তু আমরা তো এই সত্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত যে পরমার্থ সত্যতে বৈভিন্ন্য থাকা সম্ভব নয়। তবুও যদি কেউ অজ্ঞানবশত পরমার্থ সত্য বস্তুতে বৈভিন্ন্যের সন্ধানে বিচারে প্রবৃত্ত হয় তবে তা হবে সর্বতোভাবে অর্থহীন চিন্তা। মহাকাশ ও ঘটাকাশের মধ্যে, আকাশের সূর্য ও জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের মধ্যে, বাহ্য বায়ু ও আন্তর বায়ুর মধ্যে প্রভেদ অন্বেষণ অর্থহীন অবশ্যই। এই সত্যই পরমার্থের পক্ষেও প্রযোজ্য॥ ৩০ ॥

যথা হিরণ্যং বহুধা সমীয়তে[৩]
নৃভিঃ ক্রিয়াভির্ব্যবহারবর্ত্মসু।
এবং বচোভির্ভগবানধোক্ষজো
ব্যাখ্যায়তে লৌকিকবৈদিকৈর্জনৈঃ॥ ৩১

মানুষ একই স্বর্ণকে অগ্নির সাহায্যে কঙ্কণ, কুণ্ডল, বলয় আদি রূপ প্রদান করে থাকে, তদনুরূপ নিপুণ বিদ্বান লৌকিক ও বৈদিক বাণীর সাহায্যে একই ইন্দ্রিয়াতীত

[১]আত্মবান্। [২]য়োরপি। [৩]প্রতীয়তে।

যথা ঘনোঽর্কপ্রভবোঽর্কদর্শিতো
হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ[1]।
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো
ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ॥ ৩২

আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত করেন॥ ৩১ ॥

দেখো! মেঘ সূর্য-সৃষ্ট ও সূর্য-প্রকাশিত ; তবুও সেই মেঘ সূর্যেরই এক অংশ নেত্রের জন্য সূর্য-দর্শনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে অহংকারও ব্রহ্ম-সৃষ্ট ও ব্রহ্ম-প্রকাশিত কিন্তু ব্রহ্মের অংশবিশেষ জীবের জন্য অহংকার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়॥ ৩২ ॥

ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্যতে
চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো
জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ॥ ৩৩

সূর্য-সৃষ্ট মেঘ ছিন্নভিন্ন হলেই তখন নেত্র তার স্বস্বরূপ সূর্য-দর্শন করতে সমর্থ হয়। একইভাবে জীবের অন্তরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জেগে উঠলে আত্মার উপাধি অহংকারের বিনাশ হয় আর তখনই তার স্বস্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়॥ ৩৩ ॥

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা
মায়াময়াহঙ্করণাত্মবন্ধনম্ ।
ছিত্ত্বাচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গ সংপ্লবম্॥ ৩৪

প্রিয় পরীক্ষিৎ! যখন জীব বিবেকরূপী খড়্গ দ্বারা মায়াময় অহংকারের পাশ ছিন্ন করে তখন সে নিজ একরস আত্মস্বরূপ পরমাত্মায় স্থিত হয়ে যায়। আত্মার এই মায়ামুক্ত বাস্তবিক স্থিতিকেই আত্যন্তিক প্রলয় বলা হয়॥ ৩৪ ॥ হে অয়াতিদমন! তত্ত্বদর্শীগণের বিচারে ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য বিনাশ হতেই থাকে অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের চক্র নিত্য আবর্তমান থাকে॥ ৩৫ ॥

নিত্যদা সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং পরংতপ।
উৎপত্তিপ্রলয়াবেকে সূক্ষ্মজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ৩৫

জগতের পরিণামী বস্তুসকল নদীর প্রবাহ, দীপশিখার প্রজ্বলন আদির মতো প্রতিক্ষণে পরিবর্তনের শিকার হয়। তাদের পরিবর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করে এই বোধ আসে যে কালপ্রবাহে প্রবহমান মানবদেহও প্রতি ক্ষণে পরিবর্তনের শিকার হয়ে থাকে। তাই দেহাদিতেও উৎপত্তি ও প্রলয়ের ঘটনা মুহুর্মুহু ঘটতেই থাকে॥ ৩৬ ॥

কালস্রোতোজবেনাশু হ্রিয়মাণস্য নিত্যদা।
পরিণামিনামবস্থাস্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ॥ ৩৬

যেমন আকাশে তারাগণ অনুক্ষণ গতিশীল থাকলেও তাদের গতির অনুভূতি স্পষ্টভাবে হয় না, তেমনভাবেই ভগবানের স্বরূপভূত অনাদি-অনন্তকালের প্রভাবে প্রাণিগণের প্রতিক্ষণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথা সহসা জানতে পারা যায় না॥ ৩৭ ॥

অনাদ্যন্তবতানেন কালেনেশ্বরমূর্তিনা।
অবস্থা নৈব দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব॥ ৩৭

পরীক্ষিৎ! আমি তোমাকে চার রকমের প্রলয়ের কথা বললাম যা নিত্যপ্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃতিক প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়রূপে পরিচিত। বস্তুত কালের সূক্ষ্ম গতিই এইরূপ॥ ৩৮ ॥

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব তথা প্রাকৃতিকো লয়ঃ।
আত্যন্তিকশ্চ কথিতঃ কালস্য গতিরীদৃশী॥ ৩৮

[1] চাক্ষুষং তমঃ।

এতাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ জগদ্বিধাতু-
র্নারায়ণস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ ।
লীলাকথাস্তে কথিতাঃ সমাসতঃ
কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ ॥ ৩৯

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! বিশ্ববিধাতা ভগবান নারায়ণই সমস্ত প্রাণীর ও শক্তির আশ্রয়। যে সকল কথা আমি সংক্ষেপে বলেছি, তা সবই তাঁর লীলাকথা। শ্রীভগবানের লীলা-কথার পূর্ণ বিবরণ দান করতে তো স্বয়ং ব্রহ্মাও সক্ষম নন॥ ৩৯ ॥

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য॥ ৪০

যাঁরা অত্যন্ত দুস্তর সংসার সাগর অতিক্রম করতে ইচ্ছুক অথবা যাঁরা বহু দুঃখ-দাবানলে দগ্ধ হচ্ছেন তাঁদের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথারস সেবন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ, কোনো তরণী নেই। তাঁরা কেবল লীলা রসায়নের সেবন করেই নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন॥ ৪০ ॥

পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ॥ ৪১

আমার বর্ণিত ঘটনা বিবরণই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ। সর্বপ্রথম এই বিবরণ সনাতন ঋষি নর-নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে দান করেছিলেন। আমার পিতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে তা শ্রবণ করেন॥ ৪১ ॥

স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্॥ ৪২

মহারাজ ! সেই বদরীবনবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন প্রসন্ন হয়ে আমাকে এই বেদতুল্য শ্রীভাগবতসংহিতার উপদেশ দান করেছিলেন॥ ৪২ ॥

এতাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সম্পৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ ॥ ৪৩

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! ভবিষ্যতে যখন শৌনকাদি ঋষিগণ নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে বিরাট সত্রের ব্যবস্থা করবেন তখন তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে পৌরাণিক বক্তা শ্রীসূত তাঁদের এই সংহিতার উপদেশ দান করবেন॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে[১] চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

---

[১]ন্ধে পরমার্থবিনির্ণয়ো নাম।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুকদেবের অন্তিম উপদেশ

শ্রীশুক উবাচ

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ॥ ১

শ্রীশুকদেব বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ! এই শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে বারে বারে এবং সর্বত্র বিশ্বাত্মা ভগবান শ্রীহরিরই সংকীর্তন হয়েছে। বস্তুত ব্রহ্মা ও রুদ্রও শ্রীহরি থেকে পৃথক সত্তা নন। তাঁরা যথাক্রমে শ্রীহরিরই কৃপা-লীলা ও ক্রোধলীলার অভিব্যক্তি॥ ১ ॥

ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি পশুবুদ্ধিমিমাং জহি।
ন জাতঃ প্রাগভূতোঽদ্য দেহবত্ত্বং ন নঙ্ক্ষ্যসি॥ ২

হে রাজন্ ! এখন তুমি মৃত্যুর এই অবিবেচনা প্রসূত ধারণা ত্যাগ করো। যেমন দেহ পূর্বে ছিল না, এখন জন্ম নিল এবং আবার বিনষ্ট হয়ে যাবে ; তেমনভাবেই তুমিও পূর্বে ছিলে না, তোমার জন্ম হল, তুমি মরে যাবে—এই কথা ঠিক নয়॥ ২ ॥

ন ভবিষ্যসি ভূত্বা ত্বং পুত্রপৌত্রাদিরূপবান্।
বীজাঙ্কুরবদ্ দেহাদের্ব্যতিরিক্তো যথানলঃ॥ ৩

যেমন বীজ থেকে অঙ্কুর ও অঙ্কুর থেকে বীজের উৎপত্তি হয়ে থাকে ঠিক সেইভাবেই এক দেহ থেকে দ্বিতীয় দেহের এবং দ্বিতীয় দেহ থেকে তৃতীয় দেহের উৎপত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু তুমি না তো কারো জাত, না তুমি ভবিষ্যতে পুত্র-পৌত্রাদির শরীররূপে উৎপন্ন হবে। দেখো ! যেমন অগ্নি কাষ্ঠ থেকে সর্বদা পৃথক থাকে —কাষ্ঠের উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধই থাকে না, তেমনভাবেই তুমিও দেহ থেকে সতত এক পৃথক সত্তা॥ ৩ ॥

স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্।
যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ॥ ৪

স্বপ্নাবস্থায় যদি দেখতে পাও যে তোমার মস্তক ভূলুণ্ঠিত, তোমার মৃত্যু হয়েছে আর আত্মীয়-পরিজনেরা তোমায় শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করছে, তা তো সবই তোমার শরীর সম্পর্কিত ঘটনা প্রবাহ, আত্মার কখনো নয়। যে দর্শক সে তো ওই অবস্থা থেকে সর্বতোভাবে পৃথক সত্তা, জন্ম-মৃত্যুরহিত শুদ্ধ-বুদ্ধ পরমতত্ত্ব স্বরূপ॥ ৪ ॥

ঘটে ভিন্নে যথাঽঽকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥ ৫

যেমন ঘট খণ্ডিত হলে আকাশ পূর্ববৎ অখণ্ড থাকে কিন্তু ঘটাকাশের নিবৃত্তি হয়ে গেলে লোকেদের এইরূপ ধারণা হয় যে তা মহাকাশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে—বস্তুত তা তো মিলিতই ছিল, তেমনভাবেই দেহপাত হয়ে গেলে মনে হয় যেন জীব ব্রহ্ম হয়ে গেল। বস্তুত তা তো ব্রহ্মই ছিল, ব্রহ্মের অভাব তো প্রতীতিমাত্র ছিল॥ ৫ ॥

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্[1] কর্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥ ৬

মনই আত্মার জন্য শরীর, বিষয় এবং কর্মের কল্পনা করে থাকে ; এবং সেই মনকে সৃষ্টি করে মায়া (অবিদ্যা)। বস্তুত মায়াই জীবের সংসার চক্রে পতিত হওয়ার একমাত্র কারণ॥ ৬ ॥

স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্যগ্নিসংযোগো যাবদীয়তে।
ততো[2] দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভবঃ।
রজঃসত্ত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তেঽথ বিনশ্যতি॥ ৭

যতক্ষণ তৈল, তৈলাধার, বাতি ও অগ্নির সংযোগ বর্তমান থাকে ততক্ষণই প্রদীপে প্রদীপ-ভাব থাকে ; তেমনভাবেই যতক্ষণ আত্মার কর্ম, মন, শরীর ও তাতে নিবাসকারী চৈতন্য-অধ্যাসের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ তাকে জন্মমৃত্যু চক্রে—এই সংসারে আবর্তিত হতে হয় এবং রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণের বৃত্তিসকল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে সৃষ্ট, স্থিত এবং বিনষ্টও হতে বাধ্য হতে হয়॥ ৭ ॥

ন তত্রাত্মা স্বয়ংজ্যোতির্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ।
আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ॥ ৮

কিন্তু যেমন প্রদীপ নিভে গেলেও তত্ত্বরূপ তেজের বিনাশ হয় না, তেমনই জগতের নাশ হলেও স্বয়ং প্রকাশমান আত্মার বিনাশ হয় না। কারণ আত্মা কার্য ও কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত কোনোটাই নয়। আত্মা আকাশসম সকলের আধার, নিত্য ও নিশ্চল, অনন্ত। বস্তুত আত্মার উপমা আত্মা স্বয়ং॥ ৮ ॥

এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মনৈবামৃশ প্রভো।
বুদ্ধ্যানুমানগর্ভিণ্যা বাসুদেবানুচিন্তয়া॥ ৯

হে রাজন্ ! তুমি নিজ বিশুদ্ধ ও বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিকে পরমাত্মার চিন্তনে পরিপূর্ণ করে নাও এবং স্বয়ংই নিজ অন্তরে স্থিত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করো॥ ৯ ॥

চোদিতো বিপ্রবাক্যেন ন ত্বাং ধক্ষ্যতি তক্ষকঃ।
মৃত্যবো নোপধক্ষ্যন্তি মৃত্যূনাং মৃত্যুমীশ্বরম্॥ ১০

দেখো ! তুমি মৃত্যুদেরও মৃত্যুস্বরূপ ! তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। ব্রাহ্মণের অভিশাপে প্রেরিত তক্ষক তোমাকে ভস্ম করতে পারবে না। শোনো ! তক্ষক কী কথা ! স্বয়ং মৃত্যু ও মৃত্যুসমষ্টিও তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না॥ ১০ ॥

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষন্নাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥ ১১

তুমি এইরূপ অনুসন্ধান চিন্তনে মগ্ন হও—'আমি স্বয়ংই সর্বাধিষ্ঠান পরব্রহ্ম। সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্ম আমিই।' এইভাবে তুমি নিজেকে বাস্তবিক একরস অনন্ত অখণ্ড স্বরূপে স্থিত করে নাও॥ ১১ ॥

দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরং চ বিশ্বং চ পৃথগাত্মনঃ॥ ১২

যে সময় তক্ষক নিজ বিষাক্ত লকলকে জিভ বার করে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করতে করতে আসবে ও নিজ বিষ পরিপূর্ণ মুখদ্বারা তোমার পদে দংশন করবে—তুমি একটুও বিচলিত হবে না। তুমি নিজ আত্মস্বরূপে স্থিত থেকে এই দেহকে—এমনকি সমগ্র বিশ্বকেও নিজের থেকে পৃথক দেখবে না॥ ১২ ॥

[1]গুণকর্মাণি। [2]তাবদ্দীপ.।

এতত্তে কথিতং তাত যথাত্মা[১] পৃষ্টবান্ নৃপ।
হরের্বিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১৩

হে আত্মস্বরূপ পুত্র পরীক্ষিৎ ! তুমি বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানের লীলার সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তর তো আমি তোমায় দিয়েছি। তুমি আর কী জানতে ইচ্ছুক বলো॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে[২] ব্রহ্মোপদেশো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের ব্রহ্মোপদেশ নামক পঞ্চম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরীক্ষিৎ-এর পরমগতি, জনমেজয়ের সর্পসত্র এবং বেদের শাখাভেদ

সূত উবাচ

এতন্নিশম্য মুনিনাভিহিতং পরীক্ষিদ্
ব্যাসাত্মজেন নিখিলাত্মদৃশা সমেন।
তৎ পাদমূলমুপসৃত্য[৩] নতেন মূর্ধ্না
বদ্ধাঞ্জলিস্তমিদমাহ[৪] স বিষ্ণুরাতঃ॥ ১

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব মুনি সমস্ত বিশ্বচরাচরকে নিজ আত্মারূপে অনুভব করেন ও আচরণে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন। শ্রীভগবানের শরণাগত এবং তাঁর দ্বারা সুরক্ষিত রাজর্ষি পরীক্ষিৎ তাঁর সম্পূর্ণ উপদেশ অতি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন। এক্ষণে তিনি মস্তক অবনত করে তাঁর শ্রীচরণের সমীপে সরে এলেন ও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করলেন॥ ১ ॥

রাজোবাচ[৫]

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো[৬] হরিঃ॥ ২

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—ভগবন্ ! আপনি মূর্তিমান করুণাস্বরূপ। আপনি কৃপা করে অনাদি-অনন্ত, একরস সত্য ভগবান শ্রীহরির স্বরূপ ও লীলাসমগ্র বর্ণনা করেছেন। আপনার কৃপায় এখন আমি অনুগৃহীত ও কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছি॥ ২ ॥

নাত্যদ্ভুতমহং[৭] মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ॥ ৩

সংসারাবদ্ধ প্রাণীকুল নিজ স্বার্থ ও পরমার্থ জ্ঞান বিরহিত। তারা বিভিন্ন দুঃখ-দাবানলে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হচ্ছে। তাদের উপর ভগবদনুগ্রহযুক্ত মহাত্মাদের অনুগ্রহ হওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা আশ্চর্যের কথা নয়। এ তো তাঁদের পক্ষে অতি স্বাভাবিকই বলা যায়॥ ৩ ॥

[১]যদাত্মা। [২]ন্ধে প্রলয়প্রমাণলক্ষণং। [৩]পদ্মমুপ.। [৪]স্তদিদ.। [৫] পরীক্ষিদুবাচ। [৬]দ্ভগবান্মধুসূদনঃ। [৭]তমিদং।

পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্।
যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে॥ ৪

আমি ও আমার সঙ্গে অনেকে আপনার মুখনিঃসৃত এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ করে ধন্য। এই পুরাণের প্রতিপদে ভগবান শ্রীহরির সেই স্বরূপ ও লীলাকথার বর্ণনা আছে যা পরমতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণও সংকীর্তন করে তাতেই নিত্য রমণ করেন॥ ৪ ॥

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্ম নির্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥ ৫

ভগবন্ ! আপনি আমাকে অভয়পদ, ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতার সম্যক্ দর্শন দান করেছেন। তাই আমি এখন পরম শান্তিস্বরূপ ব্রহ্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। তক্ষক দংশনের মৃত্যুভয় অথবা পুঞ্জীভূত মৃত্যুরও ভয় আর আমার নেই, আমি নির্ভয়চিত্ত ॥ ৫ ॥

অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে।
মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্॥ ৬

ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার কাছে অনুমতি নিয়ে সংযতবাক্ মৌন হয়ে আমার সমস্ত কামনাবিরহিত চিত্তকে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার স্বরূপে লীন করে প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আপনি কৃপা করে অনুমতি দিন॥ ৬ ॥

অজ্ঞানং চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥ ৭

আপনার উপদিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার অজ্ঞান চিরতরের জন্য অপসৃত হয়ে গেছে। আপনি আমাকে শ্রীভগবানের পরম কল্যাণময় স্বরূপের সন্ধান দিয়েছেন॥ ৭ ॥

সূত উবাচ

ইত্যুক্তস্তমনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ॥ ৮

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! রাজা পরীক্ষিৎ ভগবান শ্রীশুকদেবের এইরূপ স্তুতি করে তারপর অতি প্রীতিসহকারে তাঁর পূজা করলেন। এরপর শ্রীশুকদেব রাজার কাছে বিদায় নিয়ে সমাগত মহাত্মা ও ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন॥ ৮ ॥

পরীক্ষিদপি রাজর্ষিরাত্মন্যাত্মানমাত্মনা।
সমাধায় পরং দধ্যাবস্পন্দাসুর্যথা তরুঃ॥ ৯

রাজর্ষি পরীক্ষিৎও কোনো বাহ্য সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংই নিজ অন্তরাত্মাকে পরমাত্মার চিন্তনে নিমজ্জিত করলেন ও ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। সেই সময় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে দেখে একটি স্থানু বৃক্ষসম মনে হচ্ছিল॥ ৯ ॥

প্রাক্কূলে বর্হিষ্যাসীনো গঙ্গাকূল উদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মভূতো মহাযোগী নিঃসঙ্গশ্ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০

তিনি গঙ্গাতটে কুশ এমনভাবে পেতেছিলেন যে তার অগ্রভাগ পূর্বমুখে ছিল এবং তিনি স্বয়ং তার উপর উত্তরমুখে বসে ছিলেন। তাঁর আসক্তি ও সংশয় দুই-ই ইতিমধ্যেই অপসৃত হয়ে গিয়েছিল। এক্ষণে তিনি ব্রহ্ম আত্মার অভিন্নতারূপ মহাযোগে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যোগারূঢ় হয়ে রইলেন॥ ১০ ॥

তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা।
হন্তুকামো নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পথি কশ্যপম্॥ ১১

হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! মুনিকুমার শৃঙ্গী ক্রোধে অন্ধ হয়ে পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এইবার

তং তর্পয়িত্বা দ্রবিণৈর্নিবর্ত্য বিষহারিণম্।
দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ কামরূপোঽদশন্নৃপম্॥ ১২

তাঁর প্রেরিত তক্ষক সর্প রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করবার নিমিত্ত তাঁর সমীপে গমন করল। পথে কশ্যপ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল॥ ১১ ॥

কশ্যপ ব্রাহ্মণ সর্পবিষ চিকিৎসায় অতি নিপুণ ছিলেন। তক্ষক তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে সেইখান থেকেই ফিরিয়ে দিল, রাজার কাছে যেতে দিল না। তক্ষক ইচ্ছানুসার রূপ ধারণ করতে সক্ষম ছিল। সে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজা পরীক্ষিতের সমীপে উপস্থিত হল এবং তাঁকে দংশন করল॥ ১২ ॥

ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষের্দেহোঽহিগরলাগ্নিনা।
বভূব ভস্মসাৎ সদ্যঃ পশ্যতাং সর্বদেহিনাম্॥ ১৩

রাজর্ষি পরীক্ষিৎ তক্ষক দংশনের পূর্বেই ব্রহ্মে লীন হয়েছিলেন। এক্ষণে তক্ষকের বিষাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে তাঁর নশ্বর দেহ সকলের সম্মুখেই ভস্মে পরিণত হয়ে গেল॥ ১৩ ॥

হাহাকারো মহানাসীদ্ ভুবি খে দিক্ষু সর্বতঃ।
বিস্মিতা হ্যভবন্ সর্বে দেবাসুরনরাদয়ঃ॥ ১৪

পৃথিবীতে আকাশে-বাতাসে দিকে দিকে প্রবল হাহাকার রব উঠল। দেব, অসুর ও মানব সকলেই বিস্ময় সহকারে পরীক্ষিতের এই পরমগতি প্রত্যক্ষ করলেন॥ ১৪ ॥

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্গন্ধর্বাপ্সরসো জগুঃ।
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিবুধাঃ সাধুবাদিনঃ॥ ১৫

দেবতাদের দুন্দুভি বাদ্য আপনাআপনি বেজে উঠল। গন্ধর্ব অপ্সরাসকল নৃত্য করতে লাগলেন। দেবতাগণ সাধুবাদ সহকারে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন॥ ১৫ ॥

জনমেজয়ঃ স্বপিতরং শ্রুত্বা তক্ষকভক্ষিতম্।
যথা জুহাব সংক্রুদ্ধো নাগান্ সত্রে সহ দ্বিজৈঃ॥ ১৬

তক্ষক দংশনে পিতার মৃত্যুর বার্তা জনমেজয়ের কর্ণগোচর হতেই তিনি অতীব ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। সমস্ত সর্পকুল ধ্বংস করবার নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণদের সাহায্যে অগ্নিকুণ্ডে সর্পযজ্ঞ করতে শুরু করলেন॥ ১৬ ॥

সর্পসত্রে সমিদ্ধাগ্নৌ দহ্যমানান্ মহোরগান্।
দৃষ্ট্বেন্দ্রং ভয়সংবিগ্নস্তক্ষকঃ শরণং যযৌ॥ ১৭

যখন তক্ষক দেখল যে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখায় পতিত হয়ে অতি বড় মহাসর্পসকলও ভস্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে তখন সে অত্যন্ত ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হল॥ ১৭ ॥

অপশ্যংস্তক্ষকং তত্র রাজা পারীক্ষিতো দ্বিজান্।
উবাচ তক্ষকঃ কস্মান্ন দহ্যেতোরগাধমঃ॥ ১৮

বহুসর্প ভস্ম হওয়ার পরও তক্ষক না আসায় পরীক্ষিৎনন্দন রাজা জনমেজয় ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'হে ব্রাহ্মণগণ ! এখনও পর্যন্ত সর্পাধম তক্ষককে কেন ভস্ম করা যাচ্ছে না ?' ১৮ ॥

তং গোপায়তি রাজেন্দ্র শক্রঃ শরণমাগতম্।
তেন সংস্তম্ভিতঃ সর্পস্তস্মান্নাগ্নৌ পতত্যসৌ॥ ১৯

ব্রাহ্মণগণ বললেন—হে রাজেন্দ্র ! তক্ষক এক্ষণে ইন্দ্রের শরণাগত হয়ে আছে এবং তিনি তাকে রক্ষা করে যাচ্ছেন। তিনি তক্ষককে স্তম্ভিত করে রেখেছেন তাই সে অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হয়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে না॥ ১৯ ॥

পারীক্ষিত ইতি শ্রুত্বা প্রাহর্ত্বিজ উদারধীঃ।
সহেন্দ্রস্তক্ষকো বিপ্রা নাগ্নৌ কিমিতি পাত্যতে॥ ২০

পরীক্ষিৎনন্দন জনমেজয় অতি বুদ্ধিমান ও বীর ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের কথা শুনে ঋত্বিকদের বললেন —হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনারা ইন্দ্রসহ তক্ষককে অগ্নিতে আহুতি কেন দিচ্ছেন না ? ২০ ॥

তচ্ছ্রুত্বাহহজুবুর্বিপ্রাঃ সহেন্দ্রং তক্ষকং মখে।
তক্ষকাশু পতস্বেহ সহেন্দ্রেণ মরুত্বতা॥ ২১

জনমেজয়ের কথা শুনে ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রসহ তক্ষককে অগ্নিকুণ্ডে আবাহন করলেন। তাঁরা বললেন —'ওহে তক্ষক ! তুমি মরুৎগণের সহচর ইন্দ্রের সহিত এই অগ্নিকুণ্ডে অতি শীঘ্র পতিত হও'॥ ২১ ॥

ইতি ব্রহ্মোদিতাক্ষেপৈঃ স্থানাদিন্দ্রঃ প্রচালিতঃ।
বভূব[১] সম্ভ্রান্তমতিঃ সবিমানঃ সতক্ষকঃ॥ ২২

যখন ব্রাহ্মণগণ এইরূপ আকর্ষণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন তখন তো স্বয়ং ইন্দ্রই নিজ স্থান স্বর্গলোক থেকে বিচলিত হয়ে গেলেন। বিমানে উপবেশিত ইন্দ্র তক্ষক-সহ ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁর বিমানও গতিশীল হয়ে নামতে লাগল॥ ২২ ॥

তং পতন্তং বিমানেন সহতক্ষকমম্বরাৎ।
বিলোক্যাঙ্গিরসঃ প্রাহ রাজানং তং বৃহস্পতিঃ॥ ২৩

অঙ্গিরানন্দন বৃহস্পতি দেখলেন যে আকাশ থেকে দেবরাজ ইন্দ্রের বিমান ও তক্ষক একসঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হচ্ছে ; তখন তিনি রাজা জনমেজয়কে বললেন—॥ ২৩ ॥

নৈষ ত্বয়া মনুষ্যেন্দ্র বধমর্হতি সর্পরাট্[২]।
অনেন পীতমমৃতমথ বা অজরামরঃ[৩]॥ ২৪

হে নরেন্দ্র ! সর্পরাজ তক্ষককে বধ করা আপনার পক্ষে সমীচীন নয়। সে অমৃত পান করে অজর ও অমর হয়ে আছে॥ ২৪ ॥

জীবিতং মরণং জন্তোর্গতিঃ স্বেনৈব কর্মণা।
রাজংস্ততোহন্যো নাস্ত্যস্য প্রদাতা সুখদুঃখয়োঃ॥ ২৫

হে রাজন্ ! জগতের প্রাণিগণ নিজ কর্মানুসারেই জীবন, মৃত্যু ও মরণোত্তর গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কর্ম ছাড়া অন্য কিছুই কাউকে সুখ-দুঃখ প্রদান করবার ক্ষমতা রাখে না॥ ২৫ ॥

সর্পচৌরাগ্নিবিদ্যুদ্‌ভ্যঃ ক্ষুত্তৃড্‌ব্যাধ্যাদিভির্নৃপ।
পঞ্চত্বমৃচ্ছতে জন্তুর্ভুঙ্‌ক্ত আরব্ধকর্ম তৎ[৪]॥ ২৬

হে জনমেজয় ! এমনিতে তো বহু লোকের মৃত্যু সর্প, চোর, অগ্নি, বজ্রপাত আদি কারণে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগভোগ আদির জন্য হতে দেখা যায়। কিন্তু তা তো কেবল কথার কথা। বস্তুত সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করে থাকে॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ সত্রমিদং রাজন্ সংস্থীয়েতাভিচারিকম্।
সর্পা অনাগসো দগ্ধা জনৈর্দিষ্টং হি ভুজ্যতে॥ ২৭

হে রাজন্ ! তুমি বহু নিরপরাধ সর্পকে দগ্ধ করে বধ করেছ। এই অভিচার যজ্ঞের ফল কেবল জীবহিংসাই। তাই তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত কারণ জগতের সকল প্রাণীই নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্মই ভোগ করছে॥ ২৭ ॥

সূত উবাচ

ইত্যুক্তঃ স তথেত্যাহ মহর্ষের্মানয়ন্ বচঃ।
সর্পসত্রাদুপরতঃ পূজয়ামাস বাক্‌পতিম্॥ ২৮

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! মহর্ষি বৃহস্পতির উপদেশের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে

[১]ততৈব চ ভ্রান্ত.। [২]পন্নগঃ। [৩]রোহমরঃ। [৪]চ।

সৈষা বিষ্ণোর্মহামায়াবাধ্যয়ালক্ষণা যয়া।
মুহ্যন্ত্যস্যৈবাত্মভূতা ভূতেষু গুণবৃত্তিভিঃ॥ ২৯

জনমেজয় বললেন—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করলাম। তিনি সর্পযজ্ঞ বন্ধ করে দিলেন এবং দেবগুরু বৃহস্পতির যথাযোগ্য পূজা করলেন॥ ২৮ ॥

হে ঋষিগণ ! (বিদ্বান ব্রাহ্মণের ক্রোধ করা, রাজাকে অভিশাপ প্রদান, রাজার মৃত্যু, তারপর জনমেজয়ের ক্রোধ করা, সর্পসত্রে বহু সর্প দগ্ধ করা) এই সবই সেই ভগবান বিষ্ণুর মহামায়া। অনির্বচনীয় এই তত্ত্ব—যার প্রভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জীব ক্রোধাদি গুণ-বৃত্তিসকলের দ্বারা দেহে মোহিত হয়ে পড়ে, একে অপরকে দুঃখ দেয় ও দুঃখিত হয়, নিজ চেষ্টায় তা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয় না॥ ২৯ ॥

ন যত্র দম্ভীত্যভয়া বিরাজিতা
মায়াঽঽত্মবাদেঽসকৃদাত্মবাদিভিঃ।
ন যদ্বিবাদো বিবিধস্তদাশ্রয়ো
মনশ্চ সঙ্কল্পবিকল্পবৃত্তি যৎ॥ ৩০

(বিষ্ণু ভগবানের স্বরূপ নিশ্চিত করে তার ভজনা করলে মায়া থেকে নিবৃত্তি হয় ; তাই তাঁর স্বরূপ নিরূপণ সম্বন্ধে শোনো) এই দম্ভী, এই কপটী—তদাকার হয়ে বুদ্ধিতে বার বার যে দম্ভ-কপট-এর স্ফুরণ হয় তারই নাম মায়া। যখন আত্মতত্ত্ববিদ পুরুষ আত্মান্বেষণে যুক্ত হয় তখন সেটি পরমাত্মার স্বরূপে নির্ভয়ে অবস্থান করতে দেয় না ; বরং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মোহাদি কর্ম বন্ধ রেখেও কোনো রকমে বর্তমান থাকে—এইরূপে তার প্রতিপাদন করা হয়ে থাকে। মায়াশ্রিত বিভিন্ন প্রকারের বিবাদ, মতবাদও পরমাত্মার স্বরূপে থাকে না, কারণ সেগুলি বিশেষ-বিষয়ক ও পরমাত্মা নির্বিশেষ। কেবল বাদ-প্রতিবাদই বা কেন, লোক-পরলোকের বিষয়ে সংকল্প-বিকল্প ক্রিয়াযুক্ত মনও তখন শান্ত হয়ে যায়॥ ৩০ ॥

ন যত্র সৃজ্যং সৃজতোভয়োঃ পরং
শ্রেয়শ্চ জীবস্ত্রিভিরন্বিতস্ত্বহম্[১]।
তদেতদুৎসাদিতবাধ্যবাধকং
নিষিধ্য চোর্মীন্[২] বিরমেৎ স্বয়ং মুনিঃ॥ ৩১

কর্ম ও তার সম্পাদনের বস্তু এবং তার সাধিত কর্ম—এই তিনে অন্বিত (অহং-আশ্রিত) জীব—এই সকল যাতে নেই, সেই আত্মস্বরূপ পরমাত্মা না তো কারো দ্বারা কখনো সংরুদ্ধ হয়, না কারো বিরোধ করে। যে ব্যক্তি সেই পরমপদ-স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয় সে মনের মায়াময় তরঙ্গের ও অহংকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে স্বয়ং নিজ আত্মস্বরূপে বিহার করতে থাকে॥ ৩১ ॥

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ[৩]।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যাবসিতং সমাহিতৈঃ॥ ৩২

মুমুক্ষু ও বিচার-বুদ্ধিসমৃদ্ধ ব্যক্তি পরমপদ ছাড়া অন্য সকল বস্তু পরিত্যাগ পূর্বক নেতি-নেতি দ্বারা তার নিষেধ করে এমন বস্তু লাভ করে যার নিষেধ ও ত্যাগ

[১]তঃ স্বয়ম্। [২]ভোগান্ বিরমেত তন্মুনিঃ। [৩]ত্যসদু.।

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
অহং মমেতি দৌর্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্॥ ৩৩

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ॥ ৩৪

নমো ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ সংহিতামধ্যগামিমাম্॥ ৩৫

শৌনক উবাচ

পৈলাদিভির্ব্যাসশিষ্যৈর্বেদাচার্যৈর্মহাত্মভিঃ।
বেদাশ্চ কতিধা ব্যস্তা এতৎ সৌম্যাভিধেহি নঃ॥ ৩৬

সূত উবাচ

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্ বিভাব্যতে॥ ৩৭

যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ।
দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্॥ ৩৮

কখনো সম্ভব হয় না, তাই হল বিষ্ণুভগবানের পরমপদ ; এই তত্ত্বের স্বীকৃতি মহাত্মাগণ ও স্মৃতিসকল নির্দ্বিধ চিত্তে প্রদান করে থাকেন। একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণের মালিন্য ও অনাত্ম চিন্তাকে চিরতরের জন্য বিসর্জন দিয়ে অনন্য প্রেমে পরিপূর্ণ চিত্তে সেই পরমপদ আলিঙ্গন করে তাতেই নিত্যযুক্ত হন॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এই ; এই তাঁর পরমপদ। এই পরমপদ লাভ একমাত্র তাদেরই হয়ে থাকে যাদের না থাকে চিত্তে অহংকার আর না থাকে সংশ্লিষ্ট গৃহাদি বস্তুতে মমত্ব। জগতের বস্তু সমুদায়ে 'আমি' ও 'আমার' আরোপণ অতি বড় অনাচরণ॥ ৩৩ ॥

হে শ্রীশৌনক ! পরমপদাভীষ্ট ব্যক্তিদের অন্য কারো কটু বাক্যে বিচলিত হওয়া উচিত নয় ও তার প্রতিকাররূপে কারো অপমান করাও ঠিক নয়। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে 'অহং ও মমত্ব' ভাব আরোপ করে কোনো প্রাণীর বৈরাচরণ করাও ঠিক নয়॥ ৩৪ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত জ্ঞান। তাঁরই পাদপদ্মের ধ্যান করে আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যয়নে প্রয়াসী হয়েছি। এইবার আমি তাঁকেই প্রণাম নিবেদন করে এই পুরাণের পরিসমাপ্তি করছি॥ ৩৫ ॥

শ্রীশৌনক জিজ্ঞাসা করলেন—হে সাধুশিরোমণি শ্রীসূত—বেদব্যাস শিষ্য পৈলাদি মহর্ষিগণ অতি বড় মহাত্মা ও বেদাচার্য ছিলেন। তাঁদের বেদ বিভাজনের পদ্ধতি আপনি কৃপা করে আমাদের বলুন॥ ৩৬ ॥

শ্রীসূত বললেন—ব্রহ্মন্ ! যখন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পূর্বসৃষ্টির জ্ঞান সম্পাদন করবার উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন হলেন তখন তার হৃদয়াকাশ থেকে কণ্ঠ-তালু আদি স্থানসকলের সংঘর্ষ-ছাড়াই এক অতি আশ্চর্যজনক অনাহত নাদ সৃষ্ট হল। জীব মনোবৃত্তিসকল নিরোধে সফল হলে তারও অনাহত নাদের অনুভূতি লাভ হয়ে থাকে॥ ৩৭ ॥

হে শ্রীশৌনক ! সেই অনাহত নাদের উপাসনা মহান যোগিগণই করে থাকেন, যার প্রভাবে তাঁরা অন্তঃকরণের দ্রব্য (অধিভূত), ক্রিয়া (অধ্যাত্ম) এবং কারক (অধিদৈব) রূপ মলকে বিনষ্ট করে পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ করে থাকেন ; তাতে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার চক্রে আর আবর্তিত হতে হয় না॥ ৩৮ ॥

ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ৩৯

সেই অনাহত নাদ থেকে 'অ'কার, 'উ'কার এবং 'ম'কার রূপ ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁ-কার উৎপত্তি হল। এই ওঁ-কারের শক্তিতে প্রকৃতি অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত রূপে পরিণত হয়ে যায়। ওঁ-কার স্বয়ংও অব্যক্ত ও অনাদি এবং পরমাত্মস্বরূপ হওয়ার জন্য স্বয়ং প্রকাশিত-ও। যে পরমবস্তুকে ভগবান ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয় তার স্বরূপের বোধও ওঁ-কার দ্বারাই হয়ে থাকে॥ ৩৯ ॥

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥ ৪০

যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হয়ে যায় তখনও এই ওঁ-কারকে—সমস্ত অর্থ প্রকাশক স্ফোট (স্ফুটিত) তত্ত্বকে যে শোনে ও সুষুপ্তি এবং সমাধি অবস্থায় সকলের অভাবকেও যে জানতে পারে তাই পরমাত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপ। সেই ওঁ-কার পরমাত্মা থেকে হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হয়ে বেদরূপ বাণীকে অভিব্যক্ত করে॥ ৪০ ॥

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্ বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্বমন্ত্রোপনিষদ্‌বেদবীজং সনাতনম্॥ ৪১

ওঁ-কার নিজ আশ্রয় পরমাত্মা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক এবং ওঁ-কারই সম্পূর্ণ মন্ত্র, উপনিষদ্ ও বেদ চতুষ্টয়ের সনাতন বীজ॥ ৪১ ॥

তস্য হ্যাসংস্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ।
ধার্যন্তে যৈস্ত্রয়ো ভাবা গুণানামার্থবৃত্তয়ঃ॥ ৪২

হে শ্রীশৌনক! ওঁ-কার ত্রিবর্ণ—'অ', 'উ' এবং 'ম' মণ্ডিত। এই তিন বর্ণ সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণ; ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন নাম; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই তিন অর্থ এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন বৃত্তিরূপে ত্রিসংখ্যক ভাবসকলকে ধারণ করে থাকে॥ ৪২ ॥

ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ ভগবানজঃ।
অন্তঃস্থোষ্মস্বরস্পর্শহ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্ ॥ ৪৩

এরপর সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা ওঁ-কার থেকেই অন্তস্থ (য, র, ল, ব), উষ্ম (শ, ষ, স, হ), স্বর ('অ' থেকে ঔ), স্পর্শ ('ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত) ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ আদি লক্ষণে যুক্ত অক্ষরসমূহ অর্থাৎ বর্ণমালা রচনা করলেন॥ ৪৩ ॥

তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ।
সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া॥ ৪৪

পুত্রানধ্যাপয়ত্তাংস্তু[১] ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।
তে তু ধর্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্॥ ৪৫

সেই বর্ণমালা দ্বারা তিনি নিজ চতুর্মুখে হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা এবং ব্রহ্মা—এই চার ঋত্বিকদের কর্ম প্রকাশ হেতু ওঁ-কার এবং ব্যাহৃতি-সহ চার বেদ প্রকাশ করলেন এবং নিজ পুত্র ব্রহ্মর্ষি মরীচি আদিকে বেদাধ্যয়নে উপযুক্ত দেখে তাঁদের বেদ শিক্ষা দিলেন। যখন তাঁরা ধর্মোপদেশ দানে নিপুণ হয়ে গেলেন তখন তিনি নিজ পুত্রদের তার অধ্যয়ন করালেন॥ ৪৪-৪৫ ॥

[১]তাংশ্চ মহর্ষীন্।

তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।
চতুর্যুগেষ্বথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ॥ ৪৬

ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ॥ ৪৭

অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্[১] ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্মগুপ্তয়ে॥ ৪৮

পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্বিধম্॥ ৪৯

ঋগথর্বযজুঃসাম্নাং রাশীনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈর্মণিগণা[২] ইব॥ ৫০

তাসাং[৩] স চতুরঃ শিষ্যানুপাহূয় মহামতিঃ।
একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মন্নেকৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ॥ ৫১

পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যামুবাচ হ।
বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং[৪] যজুর্গণম্॥ ৫২

সাম্নাং[৫] জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাম্।
অথর্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে॥ ৫৩

পৈলঃ স্বসংহিতামূচে ইন্দ্রপ্রমিতয়ে[৬] মুনিঃ।
বাষ্কলায় চ সোঽপ্যাহ শিষ্যেভ্যঃ সংহিতাং স্বকাম্॥ ৫৪

চতুর্ধা ব্যস্য বোধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যায় ভার্গব।
পরাশরায়াগ্নিমিত্রে ইন্দ্রপ্রমিতিরাত্মবান্[৭]॥ ৫৫

তদনন্তর তাঁদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিষ্য-প্রশিষ্য-বৃন্দদ্বারা চার যুগে সম্প্রদায়রূপে বেদের সংরক্ষণ হতে থাকল। দ্বাপর অন্তে মহর্ষিগণ তার বিভাজনও করলেন॥ ৪৬ ॥

যখন ব্রহ্মবেত্তা ঋষিগণ দেখলেন যে কালের প্রভাবে জনগণের আয়ু, শক্তি ও বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে গেছে তখন হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার প্রেরণায় তাঁরা বেদের বহু বিভাজনও করে দিলেন॥ ৪৭ ॥

শ্রীশৌনক ! এই বৈবস্বত মন্বন্তরেও ব্রহ্মা-শংকর আদি লোকপালদের প্রার্থনায় অখিল বিশ্বের জীবনদাতা শ্রীভগবান ধর্মরক্ষা হেতু মহর্ষি পরাশর দ্বারা সত্যবতীর গর্ভ থেকে নিজ অংশাংশ কলাস্বরূপ ব্যাস-রূপে অবতার গ্রহণ করেছেন। হে পরম ভাগ্যবান শ্রীশৌনক ! তিনিই হলেন বর্তমান যুগের বেদের চার বিভাগের স্রষ্টা॥ ৪৮-৪৯ ॥

যেমন বিভিন্ন জাতির মণিমুক্তার সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন বিশেষ জাতির রত্নাদি পরীক্ষা করে আলাদা করা হয়ে থাকে তেমনভাবেই মহামতি ভগবান ব্যাসদেব মন্ত্রসকলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকরণসকল বিচার করে মন্ত্রসকলকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। এইভাবে তিনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চার সংহিতা রচনা করলেন। তারপর তিনি তাঁর চার শিষ্যকে ডেকে প্রত্যেককে এক একটি সংহিতার শিক্ষা প্রদান করলেন॥ ৫০-৫১ ॥

তিনি 'বহ্বৃচ' নামক প্রথম ঋক্‌সংহিতা পৈলকে, 'নিগদ' নামক দ্বিতীয় যজুঃসংহিতা বৈশম্পায়নকে, সামশ্রুতিসমূহের 'ছন্দোগসংহিতা' জৈমিনিকে এবং নিজ শিষ্য সুমন্তুকে 'অথর্বাঙ্গিরসসংহিতার' অধ্যয়ন করালেন॥ ৫২-৫৩ ॥

হে শ্রীশৌনক ! পৈলমুনি নিজ সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ ইন্দ্রপ্রমিতিকে ও অপর ভাগ বাষ্কলকে অধ্যয়ন করালেন। বাষ্কলও নিজ শাখাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে তা পৃথকভাবে নিজ শিষ্য বোধ, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্রকে অধ্যয়ন করালেন।

[১]তস্মিন্। [২]সূত্রে। [৩]ততঃ। [৪]মাখ্যং [৫]সামানি জৈমিনেঃ প্রা.।
[৬]প্রম.। [৭]প্রমতি.।

অধ্যাপয়ৎ সংহিতাং স্বাং মাণ্ডুকেয়মৃষিং কবিম্।
তস্য শিষ্যো দেবমিত্রঃ সৌভর্যাদিভ্য উচিবান্।। ৫৬

পরম সংযমী ইন্দ্রপ্রমিতি প্রতিভাবান মাণ্ডুকেয় ঋষিকে নিজ সংহিতার অধ্যয়ন করালেন। মাণ্ডুকেয় ঋষির শিষ্য দেবমিত্র। তিনি সৌভরি আদি ঋষিদের বেদের অধ্যয়ন করালেন।। ৫৪-৫৬ ।।

শাকল্যস্তৎসুতঃ স্বাং তু পঞ্চধা ব্যস্য সংহিতাম্।
বাৎস্যমুদ্‌গলশালীয়গোখল্যশিশিরেষ্বধাৎ[১]।। ৫৭

মাণ্ডুকেয় ঋষির পুত্র শাকল্য। তিনি নিজ সংহিতাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে তা বাৎস, মুদ্‌গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশির নামক শিষ্যদের অধ্যয়ন করালেন।। ৫৭ ।।

জাতূকর্ণশ্চ তচ্ছিষ্যঃ সনিরুক্তাং স্বসংহিতাম্।
বলাকপৈজবৈতালবিরজেভ্যো দদৌ মুনিঃ।। ৫৮

শাকল্যের অন্য এক শিষ্য জাতূকর্ণ্যমুণি। তিনি নিজ সংহিতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তৎসম্বন্ধিত নিরুক্তসহ নিজ শিষ্য বলাক, পৈজ, বৈতাল এবং বিরজকে অধ্যয়ন করালেন।। ৫৮ ।।

বাষ্কলিঃ প্রতিশাখাভ্যো বালখিল্যাখ্যসংহিতাম্।
চক্রে বালায়নির্ভজ্যঃ[২] কাসারশ্চৈব তাং দধুঃ।। ৫৯

বাস্কলের পুত্র বাস্কলি সমস্ত শাখা থেকে 'বালখিল্য' নামক শাখা রচনা করলেন। তা বালায়নি, ভজ্য ও কাসার গ্রহণ করলেন।। ৫৯ ।।

বহ্বৃচাঃ সংহিতা হ্যেতা এভির্ব্রহ্মর্ষিভির্ধৃতাঃ।
শ্রুত্বৈতচ্ছন্দসাং ব্যাসং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ৬০

এই ব্রহ্মর্ষিগণ পূর্বোক্ত সম্প্রদায় অনুসারে ঋগ্বেদ সম্বন্ধিত বহ্বৃচ শাখাসকলকে ধারণ করলেন। বেদ বিভাজনের ইতিহাসের শ্রোতা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে।। ৬০ ।।

বৈশম্পায়নশিষ্যা বৈ চরকাধ্বর্যবোঽভবন্।
যচ্চেরুর্ব্রহ্মহত্যাংহঃক্ষপণং স্বগুরোর্ব্রতম্।। ৬১

হে শ্রীশৌনক! বৈশম্পায়নের কিছু শিষ্যের নাম ছিল চরকাধ্বর্যু। তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপস্খালনে এক ব্রতানুষ্ঠান করেছিলেন। তাই তাঁরা চরকাধ্বর্যু বলে পরিচিত হয়েছিলেন।। ৬১ ।।

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ[৩] তচ্ছিষ্য আহাহো ভগবন্ কিয়ৎ।
চরিতেনাল্পসারাণাং চরিষ্যেঽহং সুদুশ্চরম্।। ৬২

বৈশম্পায়নের এক শিষ্য ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। তিনি নিজ গুরুদেবকে বললেন—অহো ভগবন্! এই সকল চরকাধ্বর্যু ব্রাহ্মণদের শক্তি তো অতি সীমিত। এঁদের ব্রতপালনে এমন কী লাভ? আমি আপনার প্রায়শ্চিত্ত হেতু অতি কঠোর তপস্যা করব।। ৬২ ।।

ইত্যুক্তো গুরুরপ্যাহ কুপিতো যাহ্যলং ত্বয়া।
বিপ্রাবমন্ত্রা শিষ্যেণ মদধীতং ত্যজাশ্বিতি।। ৬৩

যাজ্ঞবল্ক্যমুনির এই কথা শ্রবণ করে বৈশম্পায়নমুনি রুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—'থাক! চুপ করো! তোমার মতন ব্রাহ্মণ-সমালোচক শিষ্যের আমার প্রয়োজন নেই। দেখো! আজ পর্যন্ত আমার কাছে যা কিছু অধ্যয়ন করেছ তা অবিলম্বে ত্যাগ করে এখান থেকে বিদায় হও।' ৬৩ ।।

[১]মৌদগলশালীয় গাধিনে শিশিরেঽভ্যধাৎ। [২]বাতায়.। [৩]কান্ত্ব।

দেবরাতসুতঃ সোঽপিচ্ছর্দিত্বা যজুষাং গণম্[১]।
ততো গতোঽথ[২] মুনয়ো দদৃশুস্তান্ যজুর্গণান্॥ ৬৪

যজুংষি তিত্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপতয়াদদুঃ।
তৈত্তিরীয়া ইতি যজুঃশাখা আসন্ সুপেশলাঃ॥ ৬৫

যাজ্ঞবল্ক্যস্ততো ব্রহ্মন্ ছন্দাংস্যধিগবেষয়ন্।
গুরোরবিদ্যমানানি সূপতস্থেঽর্কমীশ্বরম্[৩]॥ ৬৬

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিলজগতামাত্মস্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চতুর্বিধভূতনিকায়ানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি[৪] চাকাশ ইবোপাধিনাব্যবধীয়মানো ভবানেক এব ক্ষণলবনিমেষাবয়বোপচিতসংবৎসরগণেনাপামাদানবিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রামনুবহতি॥ ৬৭

যদু[৫] হ বাব বিবুধর্ষভ সবিতরদস্তপত্যনুসবনমহরহরাম্নায়বিধিনোপতিষ্ঠমানানামখিলদুরিতবৃজিনবীজাবভর্জন ভগবতঃ সমভিধীমহি তপনমণ্ডলম্॥ ৬৮

য ইহ বাব স্থিরচরনিকরাণাং নিজনিকেতনানাং মনইন্দ্রিয়াসুগণাননাত্মনঃ স্বয়মাত্মান্তর্যামী প্রচোদয়তি ॥ ৬৯

যাজ্ঞবল্ক্য দেবরাতের পুত্র ছিলেন। তিনি গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে তাঁর উপদিষ্ট যজুর্বেদ পরিত্যাগ করে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। যজুর্বেদ পরিত্যাগ অবস্থায় থাকতে দেখে অন্য মুনিদের চিত্তে তা ধারণ করবার লালসা উৎপন্ন হল। কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়ে ত্যাগ করা মন্ত্র গ্রহণ করা অনুচিত মনে করে তাঁরা তিত্তির রূপ ধরে চঞ্চুদ্বারা তা ধারণ করলেন। এইভাবে যজুর্বেদের এই পরম রমণীয় শাখা 'তৈত্তিরীয়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করল॥ ৬৪-৬৫ ॥

হে শ্রীশৌনক ! এইবার যাজ্ঞবল্ক্য এমন শ্রুতি প্রাপ্ত করতে চাইলেন যা তাঁর গুরুদেবেরও কাছে নেই। এই হেতু তিনি সূর্য ভগবানের উপস্থান করতে লাগলেন॥ ৬৬ ॥

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য এইভাবে উপস্থান করলেন—আমি ওঁ-কার স্বরূপ ভগবান সূর্যকে নমস্কার করি। আপনি সমগ্র জগতের আত্মা ও কালস্বরূপ। ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত যত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—চার প্রকারের প্রাণী বর্তমান তাদের সকলের হৃদয়দেশে ও বাইরে আকাশসম পরিব্যাপ্ত থেকেও আপনি উপাধির ধর্মে নিরাসক্ত এক অদ্বিতীয় ভগবান। আপনিই ক্ষণ, লব, নিমেষ প্রভৃতি অবয়বে সংঘটিত সংবৎসর দ্বারা এবং জলের আকর্ষণ বিকর্ষণ আদান-প্রদান দ্বারা সমস্ত লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকেন॥ ৬৭ ॥

হে প্রভু ! আপনি সর্বদেবশ্রেষ্ঠ। বেদবিধি অনুসারে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা উপাসকের আপনি সমস্ত পাপ ও দুঃখের মূলকে ভস্মসাৎ করে দিয়ে থাকেন। হে সূর্যদেব ! আপনি সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ এবং আপনিই সমগ্র ঐশ্বর্যের স্বামী। তাই আমি আপনার এই তেজোময় মণ্ডলের একাগ্রচিত্তে ধ্যান করি॥ ৬৮ ॥

আপনি সর্বাত্মা ও সর্বান্তর্যামী। বিশ্ব চরাচরের সমস্ত প্রাণীকুল আপনারই আশ্রিত। তাদের অচেতন মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের আপনিই প্রেরক[১]॥ ৬৯ ॥

---

[১]গণান্। [২]গত্বাথ। [৩]সোপ.। [৪]রিব। [৫]যদুত।

[১]৬৭, ৬৮, ৬৯—এই তিনটি শ্লোকের মাধ্যমে ক্রমশ গায়ত্রীমন্ত্রের 'তৎসবিতুর্বরেণ্যম্', 'ভর্গো দেবস্য ধীমহি' এবং 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—এই তিনটি চরণের ব্যাখ্যাদ্বারা ভগবান সূর্যের স্তুতি করা হয়েছে।

য এবেমং লোকমতিকরালবদনান্ধকার-সংজ্ঞাজগরগ্রহগিলিতং[1] মৃতকমিব বিচেতনমবলোক্যানুকম্পয়া পরমকারুণিক ঈক্ষয়েবোত্থাপ্যাহরহরনুসবনং শ্রেয়সি স্বধর্মাখ্যাত্মাবস্থানেপ্রবর্তয়ত্যবনিপতিরিবাসাধূনাং ভয়মুদীরয়ন্নটতি ॥ ৭০

এই লোকসকল অন্ধকাররূপ অজগরের করাল গ্রাসে পড়ে নিত্য অচৈতন্য ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। আপনি পরম করুণাবিগ্রহ, তাই কৃপা করে আপনার দৃষ্টি প্রদান পূর্বক তাদের চৈতন্য প্রদান করেন ও সময়ানুসারে তাদের পরম কল্যাণকর ধর্মানুষ্ঠানে যুক্ত করে তাদের আত্মাভিমুখ করে থাকেন। যেমন দুষ্টদমন হেতু রাজা নিজ রাজ্যে বিচরণ করেন তেমনিভাবে আপনিও চোর-তস্কর আদি দুষ্টদমন উদ্দেশ্যে নিত্য বিচরণশীল থাকেন॥ ৭০ ॥

পরিত আশাপালৈস্তত্র তত্র কমলকোশাঞ্জলিভিরুপহৃতার্হণঃ ॥ ৭১

অঞ্জলিবদ্ধ দিক্‌পতিসকল স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান থেকে তাঁদের উপহার আপনাকে নিবেদন করে থাকেন॥ ৭১ ॥

অথ হ ভগবংস্তব চরণনলিনযুগলং ত্রিভুবনগুরুভির্বন্দিতমহমযাতযামযজুঃকাম[2] উপসরামীতি ॥ ৭২

ভগবন্ ! ত্রিলোকের গুরুসদৃশ মহাপুরুষগণ আপনার যুগল পাদপদ্ম বন্দনা করে থাকেন। আপনি আমাকে এমন যজুর্বেদ প্রদান করুন যা কেউ এখনও জানে না। আমি আপনার যুগল পাদপদ্মের শরণাগত॥ ৭২ ॥

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবান্ বাজিরূপধরো হরিঃ।
যজূংষ্যযাতযামানি মুনয়েঽদাৎ প্রসাদিতঃ॥ ৭৩

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! স্তুতি ভগবান সূর্যকে প্রসন্ন করল। তিনি অশ্বরূপ ধরে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে যজুর্বেদের সেই সকল মন্ত্র উপদেশ দিলেন যা ছিল তখনও পর্যন্ত অজানা॥ ৭৩ ॥

যজুর্ভিরকরোচ্ছাখা দশপঞ্চ শতৈর্বিভুঃ।
জগৃহুর্বাজসন্যস্তাঃ কাণ্বমাধ্যন্দিনাদয়ঃ॥ ৭৪

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্যমুনি যজুর্বেদের অসংখ্য মন্ত্র সহকারে তার পঞ্চদশ শাখাসকল রচনা করলেন। তাই 'বাজসনেয়' শাখা নামে প্রসিদ্ধ। তা কণ্ব, মাধ্যন্দিন আদি ঋষিগণ গ্রহণ করলেন॥ ৭৪ ॥

জৈমিনেঃ সামগস্যাসীৎ সুমন্তুস্তনয়ো মুনিঃ[3]।
সুত্বাংস্তু তৎসুতস্তাভ্যামেকৈকাং প্রাহ সংহিতাম্॥ ৭৫

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন জৈমিনিমুনিকে সামসংহিতা অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে সুমন্তুমুনি ও সুত্বান্। জৈমিনিমুনি নিজ পুত্র ও পৌত্রকে এক-একটি সংহিতা অধ্যয়ন করালেন॥ ৭৫ ॥

সুকর্মা চাপি তচ্ছিষ্যঃ সামবেদতরোর্মহান্।
সহস্রসংহিতাভেদং চক্রে সাম্নাং ততো দ্বিজ॥ ৭৬

জৈমিনিমুনির এক শিষ্য ছিলেন সুকর্মা। তিনি ছিলেন অতি পণ্ডিত। বৃক্ষের অগুন্তি শাখাপ্রশাখা-সম সুকর্মা সামবেদের এক সহস্র সংহিতা রচনা করলেন॥ ৭৬ ॥

হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যঃ পৌষ্যঞ্জিশ্চ সুকর্মণঃ।
শিষ্যৌ জগৃহতুশ্চান্য আবন্ত্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ৭৭

সুকর্মা শিষ্য কৌশলদেশনিবাসী হিরণ্যাভ, পৌষ্যঞ্জি এবং অন্যতম ব্রহ্মবেত্তা আবন্ত্য সেই শাখা-সকলকে গ্রহণ করলেন॥ ৭৭ ॥

[1]গৃহীতং। [2]ভিরভিব.। [3]নেঃ।

উদীচ্যাঃ সামগাঃ শিষ্যা আসন্ পঞ্চশতানি বৈ।
পৌষ্যঞ্জ্যাবন্ত্যয়োশ্চাপি তাংশ্চ প্রাচ্যান্ প্রচক্ষতে।। ৭৮

পৌষ্যঞ্জির এবং আবন্ত্যের পাঁচ শত শিষ্য ছিল। তাঁরা উত্তর দিকের অধিবাসী বলে ঔদীচ্য সামবেদী নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাচ্য সামবেদী রূপেও তাঁরা পরিচিত। তাঁরা এক একটি সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন।। ৭৮ ।।

লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ[১] কুল্যঃ কুসীদঃ কুক্ষিরেব চ।
পৌষ্যঞ্জিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতাস্তে[২] শতং শতম্।। ৭৯

পৌষ্যঞ্জির আরও অনেক শিষ্য ছিল যেমন লৌগাক্ষি, মাঙ্গলি, কুল্য, কুসীদ এবং কুক্ষি। এঁরা প্রত্যেকে এক শত সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন।। ৭৯ ।।

কৃতো হিরণ্যনাভস্য চতুর্বিংশতিসংহিতাঃ।
শিষ্য উচে স্বশিষ্যেভ্যঃ শেষা আবন্ত্য আত্মবান্।। ৮০

হিরণ্যাভের শিষ্য কৃত। তিনি নিজ শিষ্যদের চতুর্বিংশ সংহিতা অধ্যয়ন করালেন। অবশিষ্ট সংহিতাগণ পরমসংযমী আবন্ত্য নিজ শিষ্যদের প্রদান করলেন। এইভাবে সামবেদের বিস্তার হল।। ৮০ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে বেদশাখাপ্রণয়নং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।। ৬ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের বেদশাখাপ্রণয়ন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৬ ।।

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

অথর্ববেদের শাখাসকল এবং পুরাণের লক্ষণ

সূত উবাচ

অথর্ববিৎ সুমন্তুশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎ[৩] স্বকাম্।
সংহিতাং সোঽপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্।। ১

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! আমি পূর্বেই বলেছি যে অথর্ববেদের জ্ঞানী ছিলেন সুমন্তুমুনি। তিনি নিজ সংহিতা তাঁর প্রিয় শিষ্য কবন্ধকে অধ্যয়ন করালেন। কবন্ধ সেই সংহিতাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পথ্য ও বেদদর্শকে অধ্যয়ন করালেন।। ১ ।।

শৌক্লায়নির্ব্রহ্মবলির্মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ।
বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যানথো শৃণু।। ২

বেদদর্শের চার শিষ্য—শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ এবং পিপ্পলায়নি। এইবার পথ্যের শিষ্যদের নাম শোনো।। ২ ।।

কুমুদঃ শুনকো ব্রহ্মন্ জাজলিশ্চাপ্যথর্ববিৎ।
বভ্রুঃ শিষ্যোঽথাঙ্গিরসঃ সৈন্ধবায়ন এব চ।
অধীয়েতাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণ্যাদ্যাস্তথাপরে।। ৩

শ্রীশৌনক ! পথ্যের তিন শিষ্য—কুমুদ, শুনক ও অথর্ববেত্তা জাজলি। অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন শুনকের দুই শিষ্য—বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন। তাঁরা দুই সংহিতা অধ্যয়ন করলেন। অথর্ববেদের আচার্যদের মধ্যে এঁদের ছাড়াও

নক্ষত্রকল্পঃ শান্তিশ্চ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ।
এতে আথর্বণাচার্যাঃ শৃণু পৌরাণিকান্ মুনে।। ৪

[১]লৌকাক্ষির্লাঙ্গ.। [২]তা দ্বিশতং। [৩]প্যানধ্যাপয়ৎ স্বকান্।

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
বৈশম্পায়ন[১] হারীতৌ ষড় বৈ পৌরাণিকা ইমে॥ ৫

সৈন্ধবায়নাদির শিষ্য সাবর্ণ্য আদি ও নক্ষত্রকল্প, শান্তি, কশ্যপ, আঙ্গিরস প্রমুখ আরও অনেকে বিদ্বানও হয়েছিলেন। এখন আমি পুরাণ সম্বন্ধে বলব॥ ৩-৪ ॥

হে শ্রীশৌনক ! পুরাণের ছয় আচার্য প্রসিদ্ধ—ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, বৈশম্পায়ন এবং হারীত॥ ৫ ॥

অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্বাঃ সমধ্যগাম্॥ ৬

এঁরা সকলে আমার পিতৃদেবের কাছে একটি করে পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন এবং আমার পিতৃদেব স্বয়ং ভগবান ব্যাসদেবের কাছে সেই সকল সংহিতা অধ্যয়ন করেছিলেন। আমি সেই ষড় আচার্যের কাছ থেকে সকল সংহিতার অধ্যয়ন করেছিলাম॥ ৬ ॥

কশ্যপোঽহং চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চতস্রো[২] মূলসংহিতাঃ॥ ৭

সেই ছয় সংহিতার অতিরিক্ত আরও চারটি মূল সংহিতা ছিল। তাও কশ্যপ, সাবর্ণি, পরশুরামের শিষ্য অকৃতব্রণ এবং তাঁদের সঙ্গে আমিও ব্যাসদেবের শিষ্য আমার পিতৃদেব শ্রীরোমহর্ষণের কাছে অধ্যয়ন করেছিলাম॥ ৭ ॥

পুরাণলক্ষণং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মর্ষিভির্নিরূপিতম্।
শৃণুষ্ব বুদ্ধিমাশ্রিত্য বেদশাস্ত্রানুসারতঃ॥ ৮

হে শ্রীশৌনক ! বেদ ও শাস্ত্রবিধি মেনে মহর্ষিগণ পুরাণের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। এখন তুমি একাগ্রতা সহকারে স্বচ্ছন্দচিত্তে তার বিবরণ শোনো॥ ৮ ॥

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তী রক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ॥ ৯

দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া॥ ১০

শ্রীশৌনক ! পুরাণের পারদর্শী বিদ্বানদের মতে পুরাণের দশ লক্ষণ হয়ে থাকে। লক্ষণসকল এইরূপ—বিশ্বসর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, মন্বন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা (প্রলয়), হেতু (উতি) এবং অপাশ্রয়। কোনো কোনো আচার্যের মতে পুরাণের লক্ষণ সংখ্যা পাঁচ হয়ে থাকে। বস্তুত দুইই সত্য। কারণ মহাপুরাণের লক্ষণ দশ হলেও ছোট পুরাণের লক্ষণ পাঁচ। বিস্তার করলে দশ, সংক্ষেপ করলে পাঁচ॥ ৯-১০ ॥

অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ ।
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে॥ ১১

এক্ষণে তাদের লক্ষণসকল শুনে রাখো—যখন মূল প্রকৃতিতে লীন গুণ ক্ষুব্ধ হয় তখন মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়ে থাকে। মহত্তত্ত্ব থেকে তামস, রাজস এবং বৈকারিক (সাত্ত্বিক) তিন রকমের অহংকার সৃষ্টি হয়। ত্রিবিধ অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়সকলের উৎপত্তি হয়। এই উৎপত্তি পরম্পরার নাম 'সর্গ'॥ ১১ ॥

পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্ বীজং চরাচরম্॥ ১২

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সৃষ্টির সামর্থ্য প্রাপ্ত করে মহত্তত্ত্ব আদি পূর্ব কর্মানুসারে সদসৎ বাসনার প্রাধান্যানুসারে এই শরীরাত্মক জীবের উপাধি সৃষ্টি করেন

[১]শিংশপায়ন.। [২]সপুত্রাচ্চ।

ঠিক সেইভাবেই যেমন এক বীজ থেকে অন্য বীজ উৎপন্ন হয়। এটিকে 'বিসর্গ' বলা হয়॥ ১২ ॥

বৃত্তির্ভূতানি ভূতানাং চরাণামচরাণি চ।
কৃতা স্বেন নৃণাং তত্র কামাচ্চোদনয়াপি বা॥ ১৩

চর প্রাণীদের অচর-পদার্থ 'বৃত্তি' অর্থাৎ জীবন নির্বাহ সামগ্রী হয়। চর প্রাণীদের দুগ্ধ আদি এবং তার মধ্যেও মানুষ তার স্বভাব অনুসারে কিছু কিছু জীবন নির্বাহের বস্তু চয়ন করে নিয়েছে আবার কেউ চয়ন করেছে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে॥ ১৩ ॥

রক্ষাচ্যুতাবতারেহা বিশ্বস্যানু যুগে যুগে।
তির্যঙ্‌মর্ত্যর্ষিদেবেষু হন্যন্তে যৈস্ত্রয়ীদ্বিষঃ॥ ১৪

শ্রীভগবান যুগে যুগে পশু-পক্ষী, মানব, ঋষি, দেবতাদির রূপে অবতার গ্রহণ করে বহু লীলা সম্পাদন করে থাকেন। এই অবতার গ্রহণকালে তিনি বেদধর্ম বিরোধীদের সংহারও করে থাকেন। তাঁর এই অবতার-লীলা বিশ্বের রক্ষা হেতু হয়ে থাকে তাই তা 'রক্ষা' বলে পরিচিত॥ ১৪ ॥

মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ[১]।
ঋষয়োঽংশাবতারশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে॥ ১৫

মনু, দেবতা, মনুপুত্র, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি এবং ভগবানের অংশাবতার—এই ছয় বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত সময়কে 'মন্বন্তর' বলে॥ ১৫ ॥

রাজ্ঞাং ব্রহ্মপ্রসূতানাং বংশস্ত্রৈকালিকোঽন্বয়ঃ।
বংশানুচরিতং তেষাং বৃত্তং বংশধরাশ্চ যে॥ ১৬

ব্রহ্মাদ্বারা যত রাজার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের সন্তান পরম্পরার নাম 'বংশ'। রাজাদের ও তাঁদের বংশধরদের চরিত্রের নাম 'বংশানুচরিত'॥ ১৬ ॥

নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকো নিত্য আত্যন্তিকো লয়ঃ।
সংস্থেতি কবিভিঃ প্রোক্তাশ্চতুর্ধাস্য স্বভাবতঃ॥ ১৭

প্রলয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক স্বাভাবিক ঘটনা। প্রলয় চার রকমের হয়ে থাকে যেমন নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক। তত্ত্বজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) বিদ্বানগণ তাকেই 'সংস্থা' আখ্যা দিয়েছেন॥ ১৭ ॥

হেতুর্জীবোঽস্য সর্গাদেরবিদ্যাকর্মকারকঃ।
যং চানুশায়িনং প্রাহুরব্যাকৃতমুতাপরে॥ ১৮

পুরাণসকলের লক্ষণরূপে ব্যক্ত 'হেতু' নামক যা ব্যবহার হয়ে থাকে তা (বস্তুত) জীবই ; কারণ বাস্তবে তাই সর্গ-বিসর্গ আদির হেতু এবং সে অবিদ্যার হেতু বহু ক্রিয়াকর্মে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। যাঁরা তাকে চৈতন্যযুক্ত দৃষ্টিতে দেখে থাকেন তাঁরা তাকে অনুশায়ী অর্থাৎ প্রকৃতিতে শয়নকারী আখ্যা প্রদান করে থাকেন ; এবং যাঁরা উপাধির দৃষ্টিতে অবলোকন করেন তাঁরা তাকে অব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ বলে থাকেন॥ ১৮ ॥

ব্যতিরেকান্বয়ো যস্য জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
মায়াময়েষু তদ্ ব্রহ্ম জীববৃত্তিষ্বপাশ্রয়ঃ॥ ১৯

জীববৃত্তি তিন রকমের—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। যা এই অবস্থাসকলে তার অভিমানী বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞের মায়াময়রূপে প্রতীত হয় এবং এই অবস্থার বাহিরে তুরীয়তত্ত্ব রূপেও লক্ষিত হয়, তাই হল ব্রহ্ম ;

[১]রাঃ।

পদার্থেষু যথা দ্রব্যং সন্মাত্রং রূপনামসু।
বীজাদিপঞ্চতান্তাসু হ্যবস্থাসু যুতাযুতম্॥ ২০

তাকেই এখানে 'অপাশ্রয়' আখ্যা দেওয়া হয়েছে॥ ১৯ ॥

নামবিশেষ ও রূপবিশেষে যুক্ত পদার্থের বিচার করলে তা সত্তামাত্র বস্তুরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়। তার বৈশিষ্ট্যসকল অবলুপ্ত হয়ে যায়। বস্তুত সেই সত্তাই বৈশিষ্টসকল রূপেও প্রতীত হয় এবং তার থেকে পৃথকও হয়ে থাকে। ঠিক সেইভাবে শরীর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি থেকে মৃত্যু এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত যত বিশেষ অবস্থা বর্তমান—সেইরূপে পরমসত্যস্বরূপ ব্রহ্মই প্রতীত হয়ে থাকে এবং তা তার থেকে সর্বতোভাবে পৃথকও। এই বাক্য-ভেদ দ্বারা অধিষ্ঠান এবং সাক্ষীরূপে ব্রহ্মই হলেন পুরাণোক্ত আশ্রয়তত্ত্ব॥ ২০ ॥

বিরমেত যদা চিত্তং হিত্বা বৃত্তিত্রয়ং স্বয়ম্।
যোগেন বা তদাঽঽত্মানং বেদেহায়া নিবর্ততে॥ ২১

যখন চিত্ত স্বয়ং আত্মবিচার অথবা যোগাভ্যাস দ্বারা সত্ত্ব-রজো-তমো গুণজাত ব্যবহারিক বৃত্তিসকল এবং জাগ্রত স্বপ্ন আদি স্বাভাবিক বৃত্তিসকল ত্যাগ করে উপরত হয়ে যায় তখন শান্তবৃত্তিতে তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্যসকল দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। তখন আত্মবেত্তা পুরুষ অবিদ্যাজনিত কর্ম-বাসনা এবং কর্মপ্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়॥ ২১ ॥

এবংলক্ষণলক্ষ্যাণি পুরাণানি পুরাবিদঃ।
মুনয়োঽষ্টাদশ প্রাহুঃ ক্ষুল্লকানি মহান্তি চ॥ ২২

হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! পুরাতত্ত্ববেত্তা ঐতিহাসিক বিদ্বানগণ এইসব লক্ষণকেই পুরাণের পরিচিত বলে ঘোষণা করেছেন। ছোট-বড় মিলিয়ে এমন লক্ষণযুক্ত অষ্টাদশ পুরাণের খোঁজ পাওয়া যায়॥ ২২ ॥

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবং চ শৈবং লৈঙ্গং সগারুড়ম্।
নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্কান্দসংজ্ঞিতম্॥ ২৩

ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনম্।
বারাহং মাৎস্যং কৌর্মং চ ব্রহ্মাণ্ডাখ্যমিতি ত্রিষট্॥ ২৪

অষ্টাদশ পুরাণ এইরূপ—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কূর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ॥ ২৩-২৪ ॥

ব্রহ্মন্নিদং সমাখ্যাতং শাখাপ্রণয়নং মুনেঃ।
শিষ্যশিষ্যপ্রশিষ্যাণাং ব্রহ্মতেজোবিবর্ধনম্॥ ২৫

শ্রীশৌনক ! মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য পরম্পরা দ্বারা কেমনভাবে বেদসংহিতা ও পুরাণসংহিতাসমূহ অধ্যয়ন-অধ্যাপন, বিভাজন আদি হয়েছে তা আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি। এই প্রসঙ্গ শ্রবণ ও অধ্যয়ন ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি করে॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে[২] সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ৭ ॥

---

[১]ব্রহ্মন্নেতৎসমা.। [২]ন্ধে বেদশাখপ্রণয়নং।

অথাষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি

শৌনক উবাচ

সূত জীব চিরং সাধো বদ নো বদতাং বর।
তমস্যপারে ভ্রমতাং নৃণাং ত্বং পারদর্শনঃ।। ১

আহুশ্চিরায়ুষমৃষিং মৃকণ্ডুতনয়ং জনাঃ।
য কল্পান্তে উর্বরিতো যেন গ্রস্তমিদং জগৎ।। ২

স বা অস্মৎকুলোৎপন্নঃ কল্পেঽস্মিন্ ভার্গবর্ষভঃ[১]।
নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংপ্লবঃ কোঽপি জায়তে।। ৩

এক এবার্ণবে ভ্রাম্যন্ দদর্শ পুরুষং কিল।
বটপত্রপুটে তোকং শয়ানং ত্বেকমদ্ভুতম্।। ৪

এষ নঃ সংশয়ো ভূয়ান্ সূত কৌতূহলং যতঃ।
তং নশ্ছিন্ধি মহাযোগিন্ পুরাণেষ্বপি সম্মতঃ।। ৫

সূত উবাচ

প্রশ্নস্ত্বয়া মহর্ষেঽয়ং কৃতো লোকভ্রমাপহঃ।
নারায়ণকথা যত্র গীতা কলিমলাপহা।। ৬

প্রাপ্তদ্বিজাতিসংস্কারো মার্কণ্ডেয়ঃ পিতুঃ ক্রমাৎ।
ছন্দাংস্যধীত্য ধর্মেণ তপঃস্বাধ্যায়সংযুতঃ।। ৭

বৃহদ্ব্রতধরঃ শান্তো জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং দণ্ডমুপবীতং সমেখলম্।। ৮

শ্রীশৌনক বললেন—হে সাধুশিরোমণি শ্রীসূত ! আপনি আয়ুষ্মান হোন। আপনি অতি বাগ্‌বিদগ্ধ। সংসারের অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আপনি জ্যোতির্ময় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম। আপনি কৃপা করে আমার এক প্রশ্নের উত্তর দান করুন।। ১ ।।

শোনা যায় যে মৃকণ্ডু ঋষির পুত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি চিরঞ্জীবী এবং যখন প্রলয় সমস্ত জগৎকে গ্রাস করেছিল তখনও তিনি জীবিত ছিলেন।। ২ ।।

কিন্তু শ্রীসূত ! তিনি তো এই কল্পেরই আমাদের বংশে উৎপন্ন এক শ্রেষ্ঠ ভৃগু বংশধর এবং আমরা যতদূর জানি যে এই কল্পে এখনও কোনো প্রাণীদের প্রলয় হয়নি।। ৩ ।।

এমন পরস্থিতিতে এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় যে, যখন সমগ্র পৃথিবী প্রলয়ের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল তখন মার্কণ্ডেয় মুনিও তাতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন এবং তিনি অক্ষয় বট পত্রের উপর অতি অদ্ভুত এবং নিদ্রিত বালমুকুন্দ দর্শন করেছিলেন।। ৪ ।।

হে শ্রীসূত ! আমার সন্দেহে পরিপূর্ণ মন বাস্তব ঘটনা জানতে উদ্‌গ্রীব। আপনি মহান যোগীপুরুষ, পৌরাণিক চরিত্ররূপে সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি কৃপা করলে আমার সন্দেহের নিরসন হয়।। ৫ ।।

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক ! তোমার প্রশ্ন বাস্তবে অতি সুন্দর। জনগণের ভ্রম নিবারণ ছাড়া এর বিশেষত্ব এই যে এতে ভগবান নারায়ণের মহিমার বর্ণনা বর্তমান, তার কীর্তন সমস্ত কলিমল বিধৌত করতে সক্ষম।। ৬ ।। শ্রীশৌনক ! মৃকণ্ডু ঋষি তাঁর পুত্র মার্কণ্ডেয়ের বিধিপূর্বক সকল সংস্কার নির্দিষ্ট সময়েই সমাপন করেছিলেন। বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ণ করে তপস্যা ও স্বাধ্যায়ও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়েছিল।। ৭ ।।

মার্কণ্ডেয় আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী ও অতি শান্ত

---

[১]বোত্তমঃ।

কৃষ্ণাজিনং সাক্ষসূত্রং কুশাংশ্চ নিয়মর্দ্ধয়ে।
অগ্ন্যর্কগুরুবিপ্রাত্মস্বর্চয়ন্ সন্ধ্যয়োর্হরিম্॥ ৯

প্রকৃতির ছিলেন। মস্তকে জটাজুট, অঙ্গে বল্কল বস্ত্র, হস্তে কমণ্ডলু ও দণ্ড। যজ্ঞোপবীত ও মেখলা তাঁর শোভাবর্ধন করত॥ ৮ ॥

কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম, রুদ্রাক্ষমাল্য এবং কুশ—এই সবই তাঁর আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত পূর্তির মূলধন ছিল। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা অগ্নিহোত্র, সূর্যোপস্থান, গুরুবন্দনা, ব্রাহ্মণ সৎকার, মানস পূজা ও 'আমি স্বয়ংই পরমাত্মার স্বরূপ' এইরূপ অনুচিন্তনে যুক্ত থেকে শ্রীভগবানের পূজা-আরাধনা করতেন॥ ৯ ॥

সায়ং প্রাতঃ স গুরবে ভৈক্ষ্যমাহৃত্য বাগ্‌যতঃ।
বুভুজে গুর্বনুজ্ঞাতঃ সকৃন্নো চেদুপোষিতঃ॥ ১০

দুইবার প্রত্যহ মাধুকরী করে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি তিনি শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করে দিতেন ও মৌন হয়ে যেতেন। শ্রীগুরুর আজ্ঞা হলে তিনি দিনে একবার আহার করতেন অন্যথায় উপবাসে থাকতেন॥ ১০ ॥

এবং তপঃস্বাধ্যায়পরো বর্ষাণাময়ুতায়ুতম্।
আরাধয়ন্ হৃষীকেশং জিগ্যে মৃত্যুং সুদুর্জয়ম্॥ ১১

শ্রীমার্কণ্ডেয় এইরূপ তপস্যায় ও স্বাধ্যায়ে তৎপর থেকে কোটি বৎসর পর্যন্ত শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন এবং এইভাবে তিনি সেই মৃত্যুকেও জয় করলেন যা অতিবড় যোগীদের পক্ষেও সুকঠিন কার্য॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা ভৃগুর্ভবো[১] দক্ষো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ যে পরে।
নৃদেবপিতৃভূতানি তেনাসন্নতিবিস্মিতাঃ॥ ১২

তাঁর মৃত্যুবিজয় প্রত্যক্ষ করে ব্রহ্মা, ভৃগু, শংকর, দক্ষ প্রজাপতি, ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রগণ ও মানুষ, দেবতা, পিতৃপুরুষগণ ও অন্য প্রাণীসকল অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন॥ ১২ ॥

ইত্থং বৃহদ্ব্রতধরস্তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
দধ্যাবধোক্ষজং যোগী ধ্বস্তক্লেশান্তরাত্মনা॥ ১৩

আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী এবং যোগী মার্কণ্ডেয় এইভাবে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও সংযম আদি দ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহকে দূর করে শুদ্ধান্তকরণে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার ধ্যানে যুক্ত থাকলেন॥ ১৩ ॥

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং মহাযোগেন যোগিনঃ।
ব্যতীয়ায় মহান্ কালো মন্বন্তরষড়াত্মকঃ॥ ১৪

যোগী মার্কণ্ডেয় মহাযোগে নিজ চিত্ত শ্রীভগবানের স্বরূপে যুক্ত রাখতেন। এইরূপ সাধনায় অতি বিস্তর সময়—ছয় মন্বন্তর অতিবাহিত হয়ে গেল॥ ১৪ ॥

এতৎ পুরন্দরো জ্ঞাত্বা সপ্তমেঽস্মিন্ কিলান্তরে।
তপোবিশঙ্কিতো ব্রহ্মন্নারেভে তদ্বিঘাতনম্॥ ১৫

ব্রহ্মন্! সপ্তম মন্বন্তর কালে যখন ইন্দ্র এই সাধনার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি তাঁর কঠিন তপস্যায় বাধা দেওয়ার চেষ্টায় যুক্ত হলেন॥ ১৫ ॥

[১]ভবো ভৃগুঃ।

গন্ধর্বাপ্সরসঃ কামং বসন্তমলয়ানিলৌ।
মুনয়ে প্রেষয়ামাস রজস্তোকমদৌ তথা॥ ১৬

হে শ্রীশৌনক ! ইন্দ্র মার্কণ্ডেয়-কৃত তপস্যায় বিঘ্নদান হেতু তাঁর আশ্রমে গন্ধর্ব, অপ্সরা, কাম, বসন্ত, মলয়ানিল, লোভ ও দর্পকে নিযুক্ত করলেন॥ ১৬ ॥

তে বৈ তদাশ্রমং জগ্মুর্হিমাদ্রেঃ পার্শ্ব উত্তরে[১]।
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র চিত্রাখ্যা চ শিলা বিভো॥ ১৭

ভগবন্ ! তাঁরা ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে মার্কণ্ডেয় আশ্রমের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। এই আশ্রম হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। সেখানে পুষ্পভদ্রা নামক নদী প্রবহমান। তারই সন্নিকটে 'চিত্রা' শিলার অবস্থান॥ ১৭ ॥

তদাশ্রমপদং[২] পুণ্যং পুণ্যদ্রুমলতাঞ্চিতম্।
পুণ্যদ্বিজকুলাকীর্ণং পুণ্যামলজলাশয়ম্॥ ১৮

শ্রীশৌনক ! এই মার্কণ্ডেয় আশ্রম অতি পবিত্র স্থান। সেখানে চতুর্দিকে চিরনবীন পবিত্র বৃক্ষরাজির অবস্থান ; সেই বৃক্ষের সহযোগে লতাবিতানের অপরূপ শোভা। ঘন বৃক্ষসমগ্রের মধ্যে স্থানে স্থানে পুণ্যাত্মা ঋষিগণের শোভা। আশ্রমের অতি পবিত্র ও নির্মল জলে পরিপূর্ণ জলাশয়গুলি সকল ঋতুতেই সমরূপে বিদ্যমান॥ ১৮ ॥

মত্তভ্রমরসঙ্গীতং মত্তকোকিলকূজিতম্।
মত্তবর্হিনটাটোপং মত্তদ্বিজকুলাকুলম্॥ ১৯

আশ্রমে কোথাওবা মদমত্ত ভ্রমর তার সংগীতময় গুঞ্জনে আশ্রমবাসীদের মনোরঞ্জনে তৎপর আর কোথাও মত্ত কোকিল পঞ্চম স্বরে নিজ মধুর পিকতান বিতরণে সচেষ্ট। কোথাওবা মত্ত ময়ূর শিখণ্ডক বিস্তার করে নয়নাভিরাম নৃত্য পরিবেশনে রত। সর্বত্র অন্য সকল পক্ষীকুল ক্রীড়াশীল॥ ১৯ ॥

বায়ুঃ প্রবিষ্ট আদায় হিমনির্ঝরশীকরান্।
সুমনোভিঃ পরিষ্বক্তো ববাবুত্তম্ভয়ন্ স্মরম্॥ ২০

এইরূপ পবিত্র মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রমে প্রথমে ইন্দ্রপ্রেরিত বায়ুর প্রবেশ ঘটল। বায়ু প্রবেশ করেই শীতল নির্ঝর থেকে বারিবিন্দু সংগ্রহ করে নিল। অতঃপর সে সুগন্ধিত পুষ্পদলকে আলিঙ্গন প্রদান করে কামভাবকে উত্তেজিত করে মৃদুমন্দ প্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করল॥ ২০ ॥

উদ্যচ্চন্দ্রনিশাবক্ত্রঃ প্রবালস্তবকালিভিঃ।
গোপদ্রুমলতাজালৈস্তত্রাসীৎ কুসুমাকরঃ[৩]॥ ২১

অতঃপর কামদেবের প্রিয় সখাগণ তাদের মায়াজাল বিস্তার করল। সন্ধ্যাগমনে নিশানাথ নিজ মনোহর কিরণ-ডালি সহযোগে আকাশে উদয় হলেন। অজস্র শাখাবিশিষ্ট বিটপীকুল লতাবিতানের আলিঙ্গনে প্রেমবিদগ্ধ হয়ে আভূমি নত হয়ে পড়তে লাগল। নব নব নবপল্লব, ফল ও পুষ্পগুচ্ছ পৃথকভাবে সুদৃশ্যমান হয়ে শোভাবর্ধন করতে লাগল॥ ২১ ॥

অন্বীয়মানো গন্ধর্বৈর্গীতবাদিত্রযূথকৈঃ।
অদৃশ্যাতাত্তচাপেষুঃ স্বঃস্ত্রীযূথপতিঃ স্মরঃ॥ ২২

বসন্তের সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে কামদেবও মঞ্চে আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে দলে দলে গীতবাদ্যনিপুণ

[১]রন্। [২]তন্বা.। [৩]ৎসুষমা.।

হুত্বাগ্নিং সমুপাসীনং[1] দদৃশুঃ শক্রকিঙ্করাঃ।
মীলিতাক্ষং দুরাধর্ষং মূর্তিমন্তমিবানলম্॥ ২৩

গন্ধর্বগণ ছিলেন এবং তিনি চতুর্দিকে স্বর্গের অপ্সরাগণ দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। কাম তাঁদের নেতৃত্ব দান করছিলেন। হস্তে তাঁর কুসুমধনু ও সম্মোহনাদি পঞ্চবান॥ ২২ ॥

তখন মার্কণ্ডেয় মুনি অগ্নিহোত্র শেষ করে শ্রীভগবানের উপাসনায় যুক্ত ছিলেন। মুদিত নেত্রপল্লব তেজস্বী মুনিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং অগ্নিদেব স্বশরীরে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁকে পরাজিত করা যে অতি দুরূহ কর্ম তা স্পষ্ট। ইন্দ্রের আজ্ঞাকারীগণ মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন॥ ২৩ ॥

ননৃতুস্তস্য পুরতঃ স্ত্রিয়োঽথো গায়কা জগুঃ।
মৃদঙ্গবীণাপণবৈর্বাদ্যং চক্রুর্মনোরমম্॥ ২৪

এইবার অপ্সরাসকল তাঁর সম্মুখে নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করলেন। গন্ধর্বসকল গীত ও মৃদঙ্গ, বীণা, ঢোল আদি বাদ্যসকল অতি মধুর স্বরে পরিবেশন করতে লাগলেন॥ ২৪ ॥

সন্দধেঽস্ত্রং স্বধনুষি কামঃ পঞ্চমুখং তদা।
মধুর্মনো রজস্তোক ইন্দ্রভৃত্যা ব্যকম্পয়ন্॥ ২৫

হে শ্রীশৌনক ! এই পরিস্থিতিতে কামদেবের হস্তের কুসুমধনুতে পঞ্চবানের সংযুক্তি হল। তাঁর পঞ্চবাণ —সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। লক্ষ্যভেদ হওয়ার সময়ে ইন্দ্রের সেবক বসন্ত ও লোভ মার্কণ্ডেয় মুনির মন চঞ্চল করতে প্রয়াসী হল॥ ২৫ ॥

ক্রীড়ন্ত্যাঃ পুঞ্জিকস্থল্যাঃ কন্দুকৈঃ স্তনগৌরবাৎ।
ভৃশমুদ্বিগ্নমধ্যায়াঃ কেশবিস্রংসিতস্রজঃ॥ ২৬

মুনি-সম্মুখেই পুঞ্জিকস্থলী নামক সুন্দরী অপ্সরা কন্দুক-ক্রীড়ায় মত্ত হল। কটি তার পয়োধর বহনে অক্ষমতা ঘোষণা করছিল। কেশকলাপে সুসজ্জিত সুন্দর কুসুম ও মাল্যসকল ধরণীকে পুষ্পে আবৃত করতে প্রয়াসী ছিল॥ ২৬ ॥ কন্দুক-ক্রীড়ায় মত্ত রমণীর দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে কন্দুক-অনুসরণ করে পরিবর্তিত হয়ে কখনো আকাশে, কখনো ভূমিতে ও কখনো করতলে নিবদ্ধ হতে লাগল। অঙ্গ সঞ্চালনে কাম উত্তেজক ভাবের প্রাধান্য ছিল। এমন সময়ে তার কোমরবন্ধ ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু তার সূক্ষ্মবস্ত্রকে অঙ্গচ্যুত করল॥ ২৭ ॥

ইতস্ততো ভ্রমদ্দৃষ্টেশ্চলন্ত্যা অনুকন্দুকম্।
বায়ুর্জহার তদ্বাসঃ সূক্ষ্মং ত্রুটিতমেখলম্॥ ২৭

উপযুক্ত সময় সমাগত মনে করে কামদেবের ধারণা হল যে তিনি মার্কণ্ডেয় মুনিকে ধ্যানভঙ্গ করতে সক্ষম হবেন। অতএব তিনি পঞ্চশর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তিনি সফল হলেন না। তাঁর সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল প্রমাণিত হল। তাকে এক অসমর্থ ও ভাগ্যহীন ব্যক্তি বলে মনে হতে লাগল॥ ২৮ ॥

বিসসর্জ তদা বাণং মত্বা তং স্বজিতং স্মরঃ।
সর্বং তত্রাভবন্মোঘমনীশস্য যথোদ্যমঃ॥ ২৮

[1]তমুপা.।

ত ইত্থমপকুর্বন্তো মুনেস্তত্তেজসা মুনে।
দহ্যমানা নিববৃতুঃ প্রবোধ্যাহিমিবার্ভকাঃ।। ২৯

ইতীন্দ্রানুচরৈর্ব্রহ্মন্ ধর্ষিতোঽপি মহামুনিঃ।
যন্নাগাদহমো ভাবং ন তচ্চিত্রং মহৎসু হি।। ৩০

দৃষ্ট্বা নিস্তেজসং কামং সগণং ভগবান্ স্বরাট্।
শ্রুত্বানুভাবং ব্রহ্মর্ষের্বিস্ময়ং সমগাৎ পরম্।। ৩১

তস্যৈবং যুঞ্জতশ্চিত্তং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
অনুগ্রহায়াবিরাসীন্নরনারায়ণো হরিঃ।। ৩২

তৌ শুক্লকৃষ্ণৌ নবকঞ্জলোচনৌ
চতুর্ভুজৌ রৌরববল্কলাম্বরৌ।
পবিত্রপাণী উপবীতকং ত্রিবৃৎ
কমণ্ডলুং দণ্ডমৃজুং চ বৈণবম্।। ৩৩

পদ্মাক্ষমালামুত জন্তুমার্জনং
বেদং চ সাক্ষাত্তপ এব রূপিণৌ।
তপত্তড়িদ্বর্ণপিশঙ্গরোচিষা
প্রাংশূ দধানৌ বিবুধর্ষভার্চিতৌ।। ৩৪

তে বৈ ভগবতো রূপে নরনারয়ণাবৃষী।
দৃষ্ট্বোত্থায়াদরেণোচ্চৈর্ননামাঙ্গেন[১] দণ্ডবৎ।। ৩৫

স তৎসন্দর্শনানন্দনির্বৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ।
হৃষ্টরোমাশ্রুপূর্ণাক্ষো ন সেহে তাবুদীক্ষিতুম্।। ৩৬

হে শ্রীশৌনক ! মার্কণ্ডেয় মুনি অপরিমিত তেজস্বী ছিলেন। তাঁর তপস্যা ভঙ্গে কাম, বসন্ত প্রমুখের আগমন হয়েছিল কিন্তু তাঁরাই তাঁর তেজে যখন জ্বলতে লাগলেন তখন তাঁরা পালিয়ে বাঁচলেন। এ যেন নিদ্রিত সর্পকে জাগিয়ে শিশুর পলায়ন করা ! ২৯ ॥

শ্রীশৌনক ! ইন্দ্র মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েও তাঁকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে পারলেন না। এই কারণে মুনির মনে কোনো অহংকার হল না। অবশ্যই মহাপুরুষদের জন্য কোনো কথাই আশ্চর্যজনক হয় না ! ৩০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন কামদেব সসৈন্য নিস্তেজ হতদর্প হয়ে প্রত্যাগমন করেছেন। ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয় যে পরম প্রভাবশালী তা জেনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন।। ৩১ ॥

হে শ্রীশৌনক ! মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা শ্রীভগবানে চিত্ত স্থাপনে নিত্য প্রয়াসী থাকতেন। এইবার তাঁর উপর কৃপাপ্রসাদ বর্ষণ উদ্দেশ্যে মুনিজন-নয়ন-মনোহর নরোত্তম নর এবং ভগবান নারায়ণ উপস্থিত হলেন।। ৩২ ॥

তাঁদের মধ্যে একজন গৌরবর্ণ ও অন্যজন শ্যামবর্ণ। তাঁদের নয়নযুগল সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলসম কোমল ও বিশাল। চতুর্ভুজ বিগ্রহযুগল, একজন মৃগচর্ম ও অন্যজন বল্কল বস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তাঁদের হস্তে কুশ ও অঙ্গে ত্রিসূত্র যজ্ঞোপবীতে শোভিত ছিল। তাঁরা দুজনেই কমণ্ডলু ও খাড়া বাঁশের দণ্ড ধারণ করেছিলেন।। ৩৩ ॥ তাঁরা পদ্মাক্ষমালা ও জন্তু আদি অপসারণ হেতু বস্ত্রের কুঁচি ধারণ করেছিলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদিরও পূজনীয় ভগবান নর-নারায়ণ দীর্ঘাকৃতি এবং হস্তে বেদও ধারণ করেছিলেন। তাঁদের অঙ্গকান্তি থেকে স্বর্ণিম দিব্যজ্যোতির বিচ্ছুরণ হচ্ছিল—যেন পুঞ্জিভূত তেজ সশরীরে উপস্থিত।। ৩৪ ॥ যখন মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ নর-নারায়ণের আগমন হয়েছে তখন তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাপূর্বক উঠে দাঁড়ালেন এবং ভগবান নর-নারায়ণকে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করলেন।। ৩৫ ॥

শ্রীভগবানের দিব্যদর্শন প্রাপ্তি তাঁকে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত করল ; তিনি গাত্ররুহে, ইন্দ্রিয়সমূহে ও

[১]বীক্ষ্যো.।

উত্থায় প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্ব ঔৎসুক্যাদাশ্লিষন্নিব।
নমো নম ইতীশানৌ বভাষে গদ্‌গদাক্ষরঃ[1]॥ ৩৭

তয়োরাসনমাদায় পাদয়োরবনিজ্য চ।
অর্হণেনানুলেপেন ধূপমাল্যৈরপূজয়ৎ॥ ৩৮

সুখমাসনমাসীনৌ প্রসাদাভিমুখৌ মুনী।
পুনরানম্য পাদাভ্যাং গরিষ্ঠাবিদমব্রবীৎ॥ ৩৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥ ৪০

মূর্তী ইমে ভগবতো ভগবংস্ত্রিলোক্যাঃ
ক্ষেমায় তাপবিরমায় চ মৃত্যুজিত্যৈ।
নানা বিভর্ষ্যবিতুমন্যতনূর্যথেদং
সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্বমিবোর্ণনাভিঃ॥ ৪১

তস্যাবিতুঃ স্থিরচরেশিতুরঙ্ঘ্রিমূলং
যৎস্থং ন কর্মগুণকালরুজঃ স্পৃশন্তি।
যদ্ বৈ স্তুবন্তি নিনমন্তি যজন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধ্যায়ন্তি বেদহৃদয়া মুনয়স্তদাপ্ত্যৈ॥ ৪২

অন্তঃকরণে পরমশান্তির অনুভূতি লাভ করলেন। তাঁর অঙ্গে পুলক, শিহরণ ও রোমাঞ্চ দেখা দিল। নেত্র সজল হওয়ায় তিনি শ্রীবিগ্রহযুগলকে অনিমেষ নয়নে দেখতে সমর্থ হলেন না ॥ ৩৬ ॥ তদনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হলেন। ভাবাবেগের হেতু তিনি ভগবানের সম্মুখে বিনয়াবনত হয়ে গেলেন। হৃদয় ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ হয়েছিল। তিনি যেন ভগবানের আলিঙ্গন প্রার্থনা করছিলেন। আবেগ আধিক্য তাঁর বাক্‌শক্তি হরণ করে নিয়েছিল। তিনি গদগদ স্বরে কেবল প্রণাম ! প্রণাম ! উচ্চারণ করতে সমর্থ হলেন॥ ৩৭ ॥

অতঃপর তিনি তাঁদের আসন দান করে চরণ প্রক্ষালন করলেন। তাঁর আচরণে প্রেমের আধিক্য স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর সেইভাবেই তিনি অর্ঘ্য, চন্দন, ধূপ ও মালা আদি দ্বারা তাঁদের পূজা করলেন॥ ৩৮ ॥

ভগবান নর-নারায়ণ প্রীতিপূর্বক আসনে বসে রইলেন। তাঁরা মার্কণ্ডেয় মুনির উপর কৃপা-প্রসাদ বর্ষণ করছিলেন। পূজাবসানে মার্কণ্ডেয় মুনি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিবেশধারী নর-নারায়ণ ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৩৯ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—ভগবন্‌ ! আমি তো এক অল্পজ্ঞান জীবমাত্র ! আপনার প্রেরণাতেই প্রাণীদেহে —ব্রহ্মা, শংকর ও আমার দেহেও প্রাণশক্তি সঞ্চার হয় এবং সেই কারণেই বাণী, মন ও ইন্দ্রিয়সকল ক্রিয়াশীল হয়ে শক্তি লাভ করে। এইভাবে আপনি সকলের প্রেরণা-দায়ক ও পরম স্বতন্ত্র হয়েও আপনার ভজন-সংকীর্তনে যুক্ত ভক্তদের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন॥ ৪০ ॥

প্রভু ! আপনার মৎস-কূর্ম আদি বহু অবতার গ্রহণ কেবল ত্রিলোক রক্ষা হেতু হয়েছিল। আপনার এই দুই রূপ ধারণও ত্রিলোকের কল্যাণ, তার দুঃখ নিবৃত্তি এবং বিশ্বের প্রাণিগণের মৃত্যুর উপর জয়লাভ করবার জন্য হয়েছে। আপনি যে রক্ষা করে থাকেন তা অবশ্যই সত্য কিন্তু ঊর্ণনাভসম বিশ্বকে আপনি নিজের মধ্যে থেকেই সৃষ্টি করেন ও পরে তা স্বয়ং নিজের মধ্যেই লীনও করে নিয়ে থাকেন॥ ৪১ ॥

আপনি বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক ও নিয়ামক

[1]রম্।

নান্যং তবাঙ্‌ঘ্র্যুপনয়াদপবর্গমূর্তেঃ
ক্ষেমং জনস্য পরিতোভিয় ঈশ বিদ্মঃ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্যঃ
কালস্য তে কিমুত তৎকৃতভৌতিকানাম্।। ৪৩

কর্তা। আমি আপনাদের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করছি। আপনার শ্রীচরণ শরণাগতদের কর্ম, গুণ, ক্লেশ ও কালজনিত কল্মষ থেকে রক্ষা করে। বেদমর্মজ্ঞ ঋষি-মুনিগণ আপনাকে লাভ করবার জন্য স্তব, বন্দনা, পূজা ও ধ্যানে নিত্যযুক্ত থাকেন।। ৪২ ।।

প্রভু! জীবের চতুর্দিকে ভয়েরই রাজত্ব। অন্য কারো কথা না বলে ব্রহ্মার কথাই বলি। তিনিও আপনার কালস্বরূপকে ভয় করে থাকেন ; কারণ তাঁর আয়ুও সীমিত—দুই পরার্ধ মাত্র। অতএব ব্রহ্মাসৃষ্ট প্রাণীদের ভয় থাকাই তো স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতিতে আপনার পাদপদ্মের শরণাগতি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ের কথা আমার অজানা। আপনার শরণাগতিই পরম কল্যাণ ও সুখ শান্তির আশ্রয়স্থল। আপনি স্বয়ংই তো মোক্ষ-স্বরূপ ।। ৪৩ ।।

তদ্ বৈ ভজাম্যৃতধিয়স্তব পাদমূলং
হিত্বেদমাত্মচ্ছদি চাত্মগুরোঃ পরস্য।
দেহাদ্যপার্থমসদন্ত্যমভিজ্ঞমাত্রং
বিন্দেত তে তর্হি সর্বমনীষিতার্থম্।। ৪৪

ভগবন্ ! আপনারা জীবসমূহের পরমগুরু, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যজ্ঞানস্বরূপ। তাই আত্মস্বরূপ আচ্ছাদনকারী দেহগেহাদি নিষ্ফল, অসত্য, বিনাশশীল ও প্রতীতিমাত্র বস্তুসকলকে পরিত্যাগ করে আমি ওই পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি। শরণাগত তো তার অভীষ্ট সকলবস্তু লাভ করে থাকে! ৪৪ ।।

সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদয়হেতবোহস্য।
লীলা ধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্।। ৪৫

জীবের পরমসুহৃৎ হে প্রভু ! যদিও সত্ত্ব, রজ, তম— এই ত্রিগুণ আপনারই মূর্তি—এদের সাহায্যে আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আদি বহু লীলা সম্পাদন করে থাকেন তবুও আপনার সত্ত্বগুণসম্পন্ন মূর্তি জীবকে শান্তি প্রদান করে থাকে। রজোগুণ ও তমোগুণে যুক্ত মূর্তিতে জীবের শান্তি লাভ হয় না। তা তো দুঃখ, মোহ ও ভয় বৃদ্ধিই করে থাকে।। ৪৫ ।।

তস্মাত্তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
লোকো যতোহভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ।। ৪৬

ভগবন্ ! তাই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনার এবং আপনার ভক্তদের পরম প্রিয় এবং শুদ্ধমূর্তি নর-নারায়ণের উপাসনা করে থাকেন ; পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তানুসারে বিশুদ্ধ সত্ত্বকেই আপনার শ্রীবিগ্রহ জ্ঞান করা হয়। সেই উপাসনায় আপনার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। সেই ধামের বিশেষত্ব এই যে তা নিত্য ভয়রহিত এবং ভোগযুক্ত হয়েও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ। তাঁরা রজোগুণ ও তমোগুণকে আপনার প্রতিমূর্তিরূপে স্বীকৃতি দেন না।। ৪৬ ।।

তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষায় ভূম্নে
বিশ্বায় বিশ্বগুরবে পরদেবতায়ৈ।
নারায়ণায় ঋষয়ে চ নরোত্তমায়
হংসায় সংযতগিরে নিগমেশ্বরায়॥ ৪৭

ভগবন্ ! আপনি অন্তর্যামী, সর্বগত, সর্বস্বরূপ, জগদ্গুরু, পরমারাধ্য ও শুদ্ধস্বরূপ। সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক বাণী আপনার অনুগত। আপনিই বেদমার্গের প্রবর্তক। আমি আপনার এই যুগলস্বরূপ নরোত্তম নর ও ঋষিকর নারায়ণকে নমস্কার করি॥ ৪৭ ॥

যং বৈ ন বেদ বিতথাক্ষপথৈর্ভ্রমদ্ধীঃ
সন্তং স্বখেষ্বসুষু[১] হৃদ্যপি দৃক্পথেষু।
তন্মায়য়াবৃতমতিঃ স উ এব সাক্ষা-
[২]দাদ্যস্তবাখিলগুরোরুপসাদ্য[৩] বেদম্॥ ৪৮

যদিও আপনি প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়সমূহে ও তার বিষয়সকলে, প্রাণসমূহে ও হৃদয়েও বিদ্যমান তবুও আপনার মায়ায় জীবের বুদ্ধি এতই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা নিষ্ফল ও অসদাচারী ইন্দ্রিয়জালে বদ্ধ হয়ে আপনার দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনিই তো জগদ্গুরু। আপনার কৃপায় তাই সূচনায় অজ্ঞানী হয়েও যখন সে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার অর্থাৎ বেদ লাভ করে, তখন সে আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে ধন্য হয়॥ ৪৮ ॥

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃপ্রকাশং
মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ[৪]।
তং সর্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্॥ ৪৯

হে প্রভু ! বেদে আপনার সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সেই জ্ঞান পূর্ণরূপে বিদ্যমান যা আপনার স্বরূপরহস্য উন্মেষিত করে। ব্রহ্মাদি পরমপূজ্য মনীষীগণ তা লাভ করবার চেষ্টায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আপনার লীলাও অতুলনীয়। বিভিন্ন মতের ব্যক্তিগণ আপনার স্বরূপ যেমন কল্পনা করেন আপনি তেমনই শীলস্বভাব ও রূপ পরিগ্রহ করে তাদের তুষ্ট করবার জন্য প্রকাশিত হয়ে পড়েন। বস্তুত আপনিই দেহাদি সমস্ত উপাধির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন। হে পুরুষোত্তম ! আমি আপনার বন্দনা করি॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

---

[১]সুখেষ্ব.। [২]দন্যাস্তবা.। [৩]পা.। [৪]জপ.।

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনির মায়া-দর্শন

সূত উবাচ

সংস্তুতো ভগবানিত্থং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
নারায়ণো নরসখঃ প্রীত আহ ভৃগূদ্বহম্॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবর্যাসি সিদ্ধ আত্মসমাধিনা।
ময়ি ভক্ত্যানপায়িন্যা তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ॥ ২

বয়ং তে পরিতুষ্টাঃ স্ম ত্বদ্‌বৃহদ্‌ব্রতচর্যয়া।
বরং প্রতীচ্ছ ভদ্রং তে বরদেশাদভীপ্সিতম্[1]॥ ৩

ঋষিরুবাচ

জিতং তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাচ্যুত।
বরেণৈতাবতালং নো যদ্ ভবান্ সমদৃশ্যত॥ ৪

গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎ পাদাব্জদর্শনম্।
মনসা যোগপক্কেন[2] স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ॥ ৫

অথাপ্যম্বুজপত্রাক্ষ পুণ্যশ্লোকশিখামণে।
দ্রক্ষ্যে মায়াং যয়া লোকঃ সপালো বেদ সদ্ভিদাম্॥ ৬

সূত উবাচ

ইতীড়িতোঽর্চিতঃ কামমৃষিণা ভগবান্ মুনে।
তথেতি স স্ময়ন্ প্রাগাদ্ বদর্যাশ্রমমীশ্বরঃ॥ ৭

শ্রীসূত বললেন—যখন মহাজ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মুনি এইভাবে স্তবস্তুতি করলেন, তখন ভগবান নর-নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে মার্কণ্ডেয় মুনিকে বললেন॥ ১ ॥

ভগবান নারায়ণ বললেন—হে সম্মাননীয় ব্রহ্মর্ষি শিরোমণি! তুমি চিত্তস্থৈর্য, তপস্যা, স্বাধ্যায়, সংযম ও অনন্য ভক্তিদ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছ॥ ২ ॥

তোমার এই আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রতের উপর নিষ্ঠা দেখে আমরা অতি প্রসন্ন হয়েছি। তোমার কল্যাণ হোক। আমরা সমস্ত বরপ্রদানকারী প্রভু। তুমি তোমার অভীষ্ট বর আমাদের কাছে চেয়ে নাও॥ ৩ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—হে দেবদেবেশ! হে প্রপন্নার্তিহারী অচ্যুত! আপনাদের জয় হোক! জয় হোক! আমার পক্ষে এই বরই পর্যাপ্ত যে আপনারা কৃপাপূর্বক আপনাদের এই মনোহর রূপ দর্শন করিয়ে দিয়েছেন॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা-শংকরাদি দেবতাগণও যোগসাধনা সহযোগে একাগ্রচিত্তে আপনাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে কৃতার্থ হয়ে গেছেন। আজ তাই আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হয়ে আপনারা আমাকে ধন্য করে দিয়েছেন॥ ৫ ॥

হে মহানুভব শিরোমনি পবিত্রকীর্তি রাজীবলোচন! তবুও আপনার আজ্ঞা পালন করে আমি বর প্রার্থনা করছি। আমি আপনার সেই মায়া দর্শনাভিলাষী যাতে মোহিত হয়ে লোক ও লোকপালসকল অদ্বিতীয় ব্রহ্মেও বহু প্রকারের ভেদ-বিভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন॥ ৬ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক! যখন এইভাবে মার্কণ্ডেয় মুনি ভগবান নর-নারায়ণের ইচ্ছানুসারে স্তুতি-পূজা করলেন ও বর প্রার্থনা করলেন তখন তাঁরা স্মিত হাস্যযুক্ত হয়ে বললেন—'বেশ! তাই হবে।' অতঃপর তাঁরা বদরীকাশ্রম অভিমুখে চলে গেলেন॥ ৭ ॥

[1]বরদোঽস্মি ত্বদীপ্সিতম্। [2]যুক্তেন।

তমেব চিন্তয়ন্নর্থমৃষিঃ স্বাশ্রম এব সঃ।
বসন্নগ্ন্যর্কসোমাম্বুভূবায়ুবিয়দাত্মসু ॥ ৮

ধ্যায়ন্ সর্বত্র চ হরিং ভাবদ্রব্যৈরপূজয়ৎ।
ক্কচিৎ পূজাং বিসস্মার প্রেমপ্রসরসংপ্লুতঃ[১] ॥ ৯

তস্যৈকদা ভৃগুশ্রেষ্ঠ[২] পুষ্পভদ্রাতটে মুনেঃ।
উপাসীনস্য সন্ধ্যায়াং ব্রহ্মন্ বায়ুরভূন্মহান্ ॥ ১০

তং চণ্ডশব্দং সমুদীরয়ন্তং
বলাহকা অন্বভবন্ করালাঃ।
অক্ষস্থবিষ্ঠা মুমুচুস্তড়িদ্ভিঃ
স্বনন্ত উচ্চৈরভিবর্ষধারাঃ ॥ ১১

ততো ব্যদৃশ্যন্ত চতুঃসমুদ্রাঃ
সমন্ততঃ ক্ষ্মাতলমাগ্রসন্তঃ।
সমীরবেগোর্মিভিরুগ্রনক্র-
মহাভয়াবর্তগভীরঘোষাঃ ॥ ১২

অন্তর্বহিশ্চাদ্ভিরতিদ্যুভিঃ[৩] খরৈঃ
শতহ্রদাভীরুপতাপিতং জগৎ।
চতুর্বিধং বীক্ষ্য সহাত্মনা মুনি-
র্জলাপ্লুতাং[৪] ক্ষ্মাং বিমনাঃ সমত্রসৎ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁর আশ্রমেই থেকে গেলেন। মায়া দর্শন চিন্তা তাঁকে নিত্য নিমগ্ন করে রাখত। তিনি অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ ও অন্তঃকরণে অর্থাৎ সর্বত্র শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে মানসিক বস্তু সহযোগে তাঁর পূজা করতে থাকলেন। হৃদয় কখনো কখনো তাঁর এত প্রেমাকুল হয়ে পড়ত যে তিনি তার প্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে পড়তেন। তখন তাঁর শ্রীভগবানের পূজার কাল ও পদ্ধতিরও বিস্মরণ হয়ে যেত॥ ৮-৯ ॥

শ্রীশৌনক ! সেইদিন সন্ধ্যাকালে পুষ্পভদ্রা নদীতটে মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীভগবানের উপাসনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন। ব্রহ্মন্ ! তখন হঠাৎ প্রবল আঁধিঝড় শুরু হল॥ ১০ ॥

সেই সময় প্রবল ঝড়ঝাপটায় ভয়ংকর শব্দ হতে লাগল এবং আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সশব্দে বিদ্যুৎপ্রকাশ হতে লাগল। মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত সহকারে মেঘ রথদণ্ডসম স্ফীত জলধারা বর্ষণ করতে লাগল॥ ১১ ॥

কেবল এই নয়, মার্কণ্ডেয় মুনি যেন প্রত্যক্ষ করলেন যে পৃথিবীকে গ্রাস করবার জন্য চারদিক থেকে সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আঁধিঝড়ে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে ও তাতে অতি বিশালাকার তরঙ্গমালা তর্জন করছে। তিনি সমুদ্রে বিশালাকার আবর্তও দেখতে পেলেন ও লক্ষ করলেন যে শব্দমাত্রা শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিদীর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে। সমুদ্রে তিনি কুম্ভীরাদি ভয়ানক হিংস্র জলচরদেরও দেখতে পেলেন॥ ১২ ॥

সেই সময় বাইরে ভিতরে চতুর্দিকে জলই দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সেই জলরাশিতে শুধু পৃথিবী নয়, স্বর্গও নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। বায়ুর প্রবল গতিবেগ ও মুহুর্মুহু বজ্রপাতে সমগ্র জগৎ সন্তপ্ত হয়ে পড়ল। যখন মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে এই জলপ্রলয়ে সমস্ত পৃথিবী ডুবে গেছে, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রাণীদের সঙ্গে স্বয়ং তিনিও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি উদাস হয়ে গেলেন। অবশ্যই তিনিও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন॥ ১৩ ॥

[১]ভক্তি। [২]মুনি.। [৩]রবিদ্যু.। [৪]র্জলপ্লু.।

তস্যৈবমুদ্বীক্ষত ঊর্মিভীষণঃ
প্রভঞ্জনাঘূর্ণিতবার্মহার্ণবঃ।
আপূর্যমাণো বরষদ্ভিরম্বুদৈঃ[১]
ক্ষ্মামপ্যধাদ্ দ্বীপবর্ষাদ্রিভিঃ সমম্॥ ১৪

তাঁর সম্মুখেই প্রলয়-সমুদ্রে ভয়ংকর তরঙ্গমালা উথালপাথাল করছিল, আঁধিঝড়ের তাণ্ডবে জলস্তর ভয়ানক ওঠানামা করছিল এবং প্রলয়কালীন মেঘ বর্ষণ করে সমুদ্রকে আরও শক্তিশালী করবার প্রয়াসে যুক্ত ছিল। মার্কণ্ডেয় মুনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করলেন যে সমুদ্র দ্বীপ, বর্ষ ও পর্বতসমেত সমস্ত পৃথিবীকে জল নিমজ্জিত করল॥ ১৪ ॥

সক্ষ্মান্তরিক্ষং সদিবং সভাগণং
ত্রৈলোক্যমাসীৎ সহ দিগ্ভিরাপ্লুতম্।
স এক এবোর্বরিতো[২] মহামুনি-
র্বভ্রাম বিক্ষিপ্য জটা জড়ান্ধবৎ॥ ১৫

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, জ্যোতির্মণ্ডল (গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারাসকল) এবং দশ দিগন্তসমেত ত্রিলোক জলে নিমজ্জিত হয়ে গেল। একমাত্র মহামুনি মার্কণ্ডেয়ই তখন জীবিত ছিলেন। তিনি উন্মুক্ত জটাজুট হয়ে উন্মত্ত ও দৃষ্টিহীনসম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে নিজের প্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন॥ ১৫ ॥

ক্ষুত্তৃট্‌পরীতো মকরৈস্তিমিঙ্গিলৈ-
রুপদ্রুতো বীচিনভস্বতা হতঃ।
তমস্যপারে পতিতো[৩] ভ্রমন্ দিশো
ন বেদ খং গাং চ পরিশ্রমেষিতঃ॥ ১৬

মার্কণ্ডেয় মুনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কোথাও বিশাল কুম্ভীর আর কোথাও তিমি থেকেও বিশাল তিমিঙ্গিল মৎস তাঁর উপর আক্রমণ করছিল। এক দিকে বায়ুর প্রবল ঝাপটা, অন্য দিকে বিশালাকার তরঙ্গের প্রহার তাঁকে আঘাত করছিল। তিনি ইতিউতি ছুটে বেড়াতে লাগলেন ; এবং অবশেষে অপার অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হলেন। তিনি জ্ঞান হারালেন। তখন তিনি এত ক্লান্ত যে তাঁর পৃথিবী ও আকাশের জ্ঞানও রইল না॥ ১৬ ॥

ক্বচিদ্[৪] গতো মহাবর্তে তরলৈস্তাড়িতঃ ক্বচিৎ।
যাদোভির্ভক্ষ্যতে ক্বাপি স্বয়মন্যোন্যঘাতিভিঃ॥ ১৭

কখনো বিশাল আবর্তে পতন আর কখনো তরল তরঙ্গাঘাত তাঁকে চঞ্চল করে তুলছিল। জলচরদের পরস্পরের সম্মুখসমরে তিনিও মাঝে মাঝে তাদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ছিলেন॥ ১৭ ॥

ক্বচিচ্ছোকং ক্বচিন্মোহং ক্বচিদ্ দুঃখং সুখং ভয়ম্।
ক্বচিন্মৃত্যুমবাপ্নোতি ব্যাধ্যাদিভিরুতার্দিতঃ[৫]॥ ১৮

তিনি কখনো শোকগ্রস্ত আর কখনো মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। দুঃখের অনবচ্ছিন্ন ধারা ও অল্প সুখ —তিনি দুইই ভোগ করছিলেন। কখনো ভীতসন্ত্রস্ত, কখনো মৃতবৎ আবার কখনো তিনি প্রবল রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন॥ ১৮ ॥

অযুতাযুতবর্ষাণাং সহস্রাণি শতানি চ।
ব্যতীয়ুর্ভ্রমতস্তস্মিন্[৬] বিষ্ণুমায়াবৃতাত্মনঃ॥ ১৯

এইভাবে মার্কণ্ডেয় মুনি বিষ্ণুভগবানের মায়ায় মোহিত হয়েছিলেন। সেই প্রলয়কালীন সমুদ্রে ইতিউতি ঘুরতে থেকে তাঁর শত-সহস্র নয়, লক্ষ কোটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল॥ ১৯ ॥

[১]বর্ষদ্ভি.। [২]বোদ্বরি.। [৩]পরিতো। [৪]ক্বচিন্ময়ামহাবর্তে। [৫]রুপদ্রুতঃ। [৬]অতীয়ু.।

স কদাচিদ্ ভ্রমংস্তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি দ্বিজঃ।
ন্যগ্রোধপোতং দদৃশে ফলপল্লবশোভিতম্॥ ২০

হে শ্রীশৌনক ! মার্কণ্ডেয় মুনি প্রলয়কালীন সমুদ্রে বহুকাল পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকলেন। একদা পৃথিবীর এক টিলার উপর অবস্থিত একটি ছোট বটবৃক্ষে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি দেখলেন যে বটবৃক্ষে হরিদ্বর্ণ পত্রদল ও লোহিত বর্ণ ফলরাশি শোভা পাচ্ছে॥ ২০ ॥

প্রাগুত্তরস্যাং শাখায়াং তস্যাপি দদৃশে শিশুম্।
শয়ানং পর্ণপুটকে গ্রসন্তং প্রভয়া তমঃ॥ ২১

একটি দিব্যদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে মার্কণ্ডেয় মুনি অতি বিস্মিত হয়ে গেলেন। বটবৃক্ষের ঈশান কোণে একটি ডাল। সেই ডালে পত্রদল একটি পত্রপুটের আকৃতি ধারণ করে আছে। সেই পত্রপুটের উপর এক অপূর্ব সুন্দর শিশু শায়িত। শিশুর অঙ্গের আলোকচ্ছটায় স্থান আলোকিত। অন্ধকার সেই স্থানে প্রবেশ করতে পারছিল না॥ ২১ ॥

মহামরকতশ্যামং শ্রীমদ্বদনপঙ্কজম্।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং সুনসং সুন্দরভ্রুবম্॥ ২২

শিশু মরকতমণিসম মেঘবর্ণ। মুখমণ্ডল দর্শনে বোধ হচ্ছিল যেন সেইখানেই সমস্ত সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে। শিশুর কম্বু-গ্রীব, বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত। তোতা চঞ্চু-সম সুন্দর নাসিকা আর অতি মনোহর ভ্রূবিলাস শিশুর সৌন্দর্যবর্ধন করছিল॥ ২২ ॥

শ্বাসৈজদলকাভাতং কম্বুশ্রীকর্ণদাড়িমম্।
বিদ্রুমাধরভাসেষচ্ছোণায়িতসুধাস্মিতম্ ॥ ২৩

ঘনকৃষ্ণ আকুঞ্চিত কেশদাম কপোলদেশে ছড়িয়ে ছিল যা শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে কম্পমান হচ্ছিল। কম্বু-কর্ণে রক্তপুষ্প শোভা পাচ্ছিল। বিদ্রুমসম রক্তাভ ওষ্ঠকান্তি সেই শিশুর সুধাময় শ্বেত মৃদু হাস্যকেও মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল॥ ২৩ ॥

পদ্মগর্ভারুণাপাঙ্গং হৃদ্যহাসাবলোকনম্।
শ্বাসৈজদ্ বলিসংবিগ্ননিম্ননাভিদলোদরম্[১]॥ ২৪

শিশুর নয়নপ্রান্তযুগল কনীনিকাসম রক্তাভ ছিল। শিশুর মৃদুহাস ও নির্মল দৃষ্টি হৃদয় আকৃষ্ট করছিল। নাভিকুণ্ডলী ছিল গভীর। ক্ষুদ্রাকার উদরদেশ অশ্বত্থপত্র-সম লাগছিল ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকালে তার পরতে পরতে ও নাভিকুণ্ডলীতে সাড়া জাগছিল॥ ২৪ ॥

চার্বঙ্গুলিভ্যাং পাণিভ্যামুন্নীয় চরণাম্বুজম্।
মুখে নিধায়[২] বিপ্রেন্দ্রো ধয়ন্তং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ॥ ২৫

শিশুর ক্ষুদ্র হস্ত, করতলে ক্ষুদ্রাকার অঙ্গুলি-পঞ্চকের কী অপূর্ব শোভা ! শিশু নিজ যুগল করকমল দ্বারা এক চরণকমলকে মুখে স্থাপন করে চোষণে ব্যস্ত ছিল। এই দিব্যদৃশ্য মার্কণ্ডেয় মুনিকে অতিশয় বিস্মিত করল॥ ২৫ ॥

তদ্দর্শনাদ্ বীতপরিশ্রমো মুদা
প্রোৎফুল্লহৃৎপদ্মবিলোচনাম্বুজঃ ।
প্রহৃষ্টরোমাদ্ভুতভাবশঙ্কিতঃ
প্রষ্টুং পুরস্তং[৩] প্রসসার বালকম্॥ ২৬

শ্রীশৌনক ! সেই দিব্যশিশুর দর্শন পেয়েই মার্কণ্ডেয় মুনির সমস্ত ক্লান্তির যেন অবসান হতে লাগল। আনন্দে তাঁর হৃদয়ারবিন্দ ও নেত্রসরোজ প্রস্ফুটিত হয়ে

[১]শ্বসোর্দ্ধ্ববলি.। [২]বিধায়। [৩]পুনস্তম্।

তাবচ্ছিশোর্বৈ শ্বসিতেন ভার্গবঃ
সোঽন্তঃশরীরং মশকো যথাবিশৎ।
তত্রাপ্যদো ন্যস্তমচষ্ট কৃৎস্নশো
যথা পুরামুহ্যদতীব বিস্মিতঃ॥ ২৭

উঠল। তাঁর অঙ্গে পুলক শিহরণ অনুভূতি জাগাল। সেই ক্ষুদ্র শিশুর এই অদ্ভুত ভাব প্রত্যক্ষ করে তাঁর চিত্তে 'শিশুটি কে' আদি বহু প্রশ্ন জাগল। কৌতূহল নিবৃত্তি হেতু তিনি শিশুর নিকটে সরে এলেন॥ ২৬ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি শিশুর নিকটগামী হতেই তিনি শিশুর শ্বাসের সঙ্গে তার দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গেলেন ; এ যেন ঠিক কোনো মশকের হস্তীজঠরে প্রবেশসম হল। এই শিশুর উদরে প্রবেশ করে তিনি সেই সকল সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলেন যা তিনি প্রলয়ের পূর্বে দেখেছিলেন। সেই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন। মোহের প্রভাবে তাঁর চিন্তা-ভাবনা করবারও উপায় ছিল না॥ ২৭ ॥

খং রোদসী ভগণানদ্রিসাগরান্
দ্বীপান্ সবর্ষান্ ককুভঃ সুরাসুরান্।
বনানি দেশান্ সরিতঃ পুরাকরান্
খেটান্ ব্রজানাশ্রমবর্ণবৃত্তয়ঃ॥ ২৮

মহান্তি ভূতান্যথ ভৌতিকান্যসৌ[১]
কালং চ নানাযুগকল্পকল্পনম্।
যৎ কিঞ্চিদন্যদ্ ব্যবহারকারণং
দদর্শ বিশ্বং সদিবাবভাসিতম্॥ ২৯

শিশুর উদরে আকাশ, অন্তরীক্ষ, জ্যোতির্মণ্ডল, পর্বত, সমুদ্র, দ্বীপ, বর্ষ, দিগ্‌দিগন্ত, দেবতা, দৈত্য, বন, দেশ, নদী, নগর, খনি, কৃষকদের গ্রাম, পশুপালকদের আবাস, আশ্রম, বর্ণ, তাদের আচার-ব্যবহার, পঞ্চ-মহাভূত, ভূতনির্মিত প্রাণীদেহ ও বস্তুসকল অবলোকন করলেন। বহু যুগ এবং কল্পের ভেদে যুগ কাল আদিকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। কেবল এই নয়—দেশ, বস্তু, কালদ্বারা জগতের ব্যবহার সম্পন্ন হয় তা সবই সেখানে বিদ্যমান ছিল। আর কত বলব ! এই সম্পূর্ণ বিশ্ব না হলেও সেখানে তা সত্যবৎ মনে হচ্ছিল॥ ২৮-২৯ ॥

হিমালয়ং পুষ্পবহাং চ তাং নদীং
নিজাশ্রমং তত্র[২] ঋষীনপশ্যৎ।
বিশ্বং বিপশ্যঞ্ছ্বসিতাচ্ছিশোর্বৈ
বহির্নিরস্তো ন্যপতল্লয়াব্ধৌ[৩]॥ ৩০

হিমালয় পর্বত সেই পুষ্পভদ্রা নদী, নদীর তটে তাঁর আশ্রম ও আশ্রমে নিবাসকারী ঋষিদের মার্কণ্ডেয় মুনি প্রত্যক্ষ করলেন। এইভাবে সম্পূর্ণ বিশ্ব অবলোকন করতে করতে তিনি দিব্যশিশুর প্রশ্বাসে শিশুর দেহের বাইরে এসে পড়লেন ও পুনঃ প্রলয়কালীন সমুদ্রে পতিত হলেন॥ ৩০ ॥

তস্মিন্ পৃথিব্যাঃ ককুদি প্ররূঢ়ং
বটং চ তৎপর্ণপুটে শয়ানম্।
তোকং চ তৎপ্রেমসুধাস্মিতেন
নিরীক্ষিতোঽপাঙ্গনিরীক্ষণেন ॥ ৩১

এইবার তিনি পুনরায় দেখলেন যে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত পৃথিবীর টিলায় সেই বটবৃক্ষ পূর্ববৎ অবস্থান করছে এবং পত্রদল দোলায় সেই শিশু শায়িত রয়েছে। শিশুর অধরে প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ মৃদুমন্দ হাস্য বর্তমান। শিশু তার প্রেমময় দৃষ্টিতে মার্কণ্ডেয় মুনির দিকে তাকিয়ে আছে॥ ৩১ ॥

অথ তং বালকং বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ধিষ্ঠিতং[৪] হৃদি।
অভ্যয়াদতিসংক্লিষ্টঃ পরিষ্বক্তুমধোক্ষজম্॥ ৩২

যে ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান শিশুরূপে ক্রীড়ায় মত্ত ও

[১]কানি কালম্। [২]যত্র। [৩]তত্তবাব্ধৌ। [৪]হৃদি ধিষ্ঠিতম্।

তাবৎ স ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগাধীশো গুহাশয়ঃ।
অন্তর্দধ[১] ঋষেঃ সদ্যো যথেহানীশনির্মিতা।। ৩৩

নেত্র মার্গে পূর্বেই হৃদয়ে প্রবেশ করে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁকে আলিঙ্গন দান করবার উদ্দেশ্যে মার্কণ্ডেয় মুনি এইবার প্রবল পরিশ্রমে ও কষ্টে এগিয়ে গেলেন।। ৩২ ।।

কিন্তু হে শ্রীশৌনক ! ভগবান কেবল যোগীদেরই নয়, যোগেরও প্রভু ও সকলের হৃদয়ে প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান থাকেন। এইবার মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁর নিকটে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তিনি অন্তর্ধান করলেন ; এ যেন অভাগা অসমর্থ ব্যক্তির পরিশ্রমের ফল হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া।। ৩৩ ।।

তমন্বথ বটো ব্রহ্মন্ সলিলং লোকসংপ্লবঃ।
তিরোধায়ি ক্ষণাদস্য স্বাশ্রমে পূর্ববৎ স্থিতঃ।। ৩৪

হে শ্রীশৌনক ! শিশুর অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বটবৃক্ষ, প্রলয়কালীন দৃশ্য ও জলও অবলুপ্ত হল এবং মার্কণ্ডেয় মুনি নিজেকে নিজ আশ্রমেই উপবিষ্ট অবস্থায় আবিষ্কার করলেন।। ৩৪ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে মায়া[২]দর্শনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের মায়াদর্শন নামক নবম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ৯ ।।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনিকে ভগবান শংকরের বরদান

সূত উবাচ

স এবমনুভূয়েদং নারায়ণবিনির্মিতম্।
বৈভবং যোগমায়ায়াস্তমেব শরণং যযৌ।। ১

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষি নারায়ণ নির্মিত যোগমায়া বৈভবের অনুভূতি লাভ করলেন। তিনি জানলেন যে মায়া মুক্তির একমাত্র উপায় মায়াপতি শ্রীভগবানের শরণাগতি। তাই তিনি শরণাগত হলেন।। ১ ।।

মার্কণ্ডেয়[৩] উবাচ

প্রপন্নোঽস্ম্যঙ্ঘ্রিমূলং তে প্রপন্নাভয়দং হরে।
যন্মায়য়াপি বিবুধা মুহ্যন্তি জ্ঞানকাশয়া[৪]।। ২

শ্রীমার্কণ্ডেয় স্বগতোক্তি করলেন— হে প্রভু ! বস্তুত আপনার মায়া প্রতীতিমাত্র হলেও সত্যজ্ঞানসম প্রকাশিত হয় এবং অতি বড় বিদ্বান ব্যক্তিও তাতে মোহিত হয়ে পড়ে। আপনার শ্রীপাদপদ্মই শরণাগতকে সর্বতোভাবে অভয় দান করে থাকে। তাই আমি আপনার শরণাগত।। ২ ।।

[১]ধে চ সদ্যোঽসৌ যথে.। [২]মার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে নব.। [৩]ঋষিরুবাচ। [৪]কালকাশ.।

সূত উবাচ

তমেবং[১] নিভৃতাত্মানং বৃষেণ দিবি পর্যটন্।
রুদ্রাণ্যা ভগবান্ রুদ্রো দদর্শ স্বগণৈর্বৃতঃ॥ ৩

শ্রীসূত বললেন—শ্রীমার্কণ্ডেয় এইভাবে শরণাগতির ভাবে তন্ময় হয়ে ছিলেন। সেই সময় ভগবান শংকর ভগবতী পার্বতীসহ নন্দীপৃষ্ঠে আসীন হয়ে আকাশপথে বিচরণ করতে করতে সেই স্থানে এসে পড়লেন। তাঁরা মার্কণ্ডেয় মুনিকে সেই অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলেন। শিবানুচরগণ সকল তাঁদের সঙ্গে ছিলেন॥ ৩ ॥

অথোমা তমৃষিং বীক্ষ্য গিরিশং সমভাষত।
পশ্যেমং ভগবন্ বিপ্রং নিভৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ম্॥ ৪

নিভৃতোদঝষব্রাতো বাতাপায়ে যথার্ণবঃ।
কুর্বস্য তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং সিদ্ধিদো ভবান্॥ ৫

ধ্যানাবস্থায় মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রত্যক্ষ করে ভগবতীর হৃদয়ে বাৎসল্য স্নেহ উদ্বেল হয়ে পড়ল। তিনি ভগবান শংকরকে বললেন—'ঝঞ্ঝাবাত অবসানে যেমন সমুদ্রের তরঙ্গরাশি, মৎসকুল শান্ত রূপ ধারণ করে ও সমুদ্র ধীর-গম্ভীর হয়ে যায় এই ব্রাহ্মণের শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণও তেমনভাবে শান্ত হয়ে গেছে। আপনি তো সর্বসিদ্ধিদাতা। তাই কৃপা করে এই ব্রাহ্মণকে তার তপস্যার প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করুন॥ ৪-৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥ ৬

ভগবান শংকর বললেন—হে দেবী ! এই ব্রহ্মর্ষি লোক অথবা পরলোকের কোনো বস্তুই কামনা করেন না। এমনকি তাঁর মনে কখনো মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাও জাগে না। এর কারণ এই যে সর্বত্র বিরাজমান অবিনাশী ভগবানের পাদপদ্মে এঁর পরম ভক্তিলাভ হয়েছে॥ ৬ ॥

অথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা।
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ॥ ৭

হে প্রিয়তমা ! যদিও এঁর আমাদের আদৌ প্রয়োজন নেই তবুও মহাত্মা ব্যক্তি বলে আমি এঁর সঙ্গে কথাবার্তা অবশ্যই বলব। জীবমাত্রের জন্যই সাধুসঙ্গ লাভ পরম-কাম্য বস্তু॥ ৭ ॥

সূত উবাচ

ইত্যুক্ত্বা তমুপেয়ায় ভগবান্ স সতাং গতিঃ।
ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বদেহিনাম্॥ ৮

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক ! ভগবান শংকর সমস্ত বিদ্যার প্রবর্তক ও সমস্ত প্রাণীকুলের হৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্যামী প্রভু। তিনিই সমগ্র জগতের সাধুসন্তদের আশ্রয় ও আদর্শ। ভগবতী পার্বতীকে এইরূপ বলে ভগবান শংকর মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে গেলেন॥ ৮ ॥

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ॥ ৯

তখন মার্কণ্ডেয় মুনির সমস্ত মনোবৃত্তি ভগবদ্ভাবে তন্ময় ছিল। জগতের ও তাঁর নিজ দেহের জ্ঞান তাঁর আদৌ ছিল না। তাই তিনি জানতেও পারলেন না যে স্বয়ং বিশ্বাত্মা গৌরী-শংকরের আবির্ভাব হয়েছে॥ ৯ ॥

[১]তমিথম্।

ভগবাংস্তদভিজ্ঞায় গিরীশো যোগমায়য়া।
আবিশত্তদ্‌গুহাকাশং বায়ুশ্ছিদ্রমিবেশ্বরঃ॥ ১০

শ্রীশৌনক ! মার্কণ্ডেয় মুনির বিশেষ অবস্থার কথা সর্বশক্তিমান ভগবান কৈলাসপতির অজানা রইল না। শূন্যস্থানে যেমন বায়ু অনায়াসে প্রবেশ করে তেমন-ভাবেই নিজ যোগমায়া দ্বারা ভগবান শংকর মার্কণ্ডেয় মুনির হৃদয়াকাশে প্রবেশ করলেন॥ ১০ ॥

আত্মন্যপি শিবং প্রাপ্তং তড়িৎপিঙ্গজটাধরম্।
ত্র্যক্ষং[১] দশভুজং প্রাংশুমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্॥ ১১

মার্কণ্ডেয় মুনি দেখলেন যে তাঁর হৃদয়ে ভগবান শংকরের দর্শন লাভ হচ্ছে। বিদ্যুতের ন্যায় দেদীপ্যমান পীত জটাজুটধারী ভগবান শংকর ত্রিনয়ন ও দশ বাহু-বিশিষ্ট। তাঁর বলবান দীর্ঘকায় দেহে সূর্যের তেজ বর্তমান॥ ১১ ॥

ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরং শূলখট্বাঙ্গচর্মভিঃ[২]।
অক্ষমালাডমরুককপালাসিধনুঃ সহ॥ ১২

তাঁর অঙ্গে ব্যাঘ্রাম্বর। হস্তে শূল, খট্বাঙ্গ, ঢাল, রুদ্রাক্ষমালা, ডমরু, খর্প, তরবারি ও ধনুক॥ ১২ ॥

বিভ্রাণং সহসা ভাতং বিচক্ষ্য হৃদি বিস্মিতঃ।
কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ॥ ১৩

নিজ হৃদয়ে অকস্মাৎ ভগবান শংকরের এই রূপ দর্শন করে মার্কণ্ডেয় মুনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগল—'এ কী ?' 'কোথা থেকে এল ?' অতএব তিনি সমাধি থেকে উত্থিত হলেন॥ ১৩ ॥

নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে সগণং সোমমাগতম্।
রুদ্রং ত্রিলোকৈকগুরুং[৩] ননাম শিরসা মুনিঃ॥ ১৪

সমাধি ভঙ্গের পর তিনি দেখলেন যে ত্রিলোকের একমাত্র গুরু ভগবান শ্রীশংকর, শ্রীপার্বতী ও নিজ গণাদি অনুচরসহ তাঁর নিকটে পদার্পণ করেছেন। তিনি তাঁদের শ্রীচরণে মস্তক অবনমিত করে প্রণাম নিবেদন করলেন॥ ১৪ ॥

তস্মৈ[৪] সপর্যাং ব্যদধাৎ সগণায় সহোময়া।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্যগন্ধস্রগ্‌ধূপদীপকৈঃ ॥ ১৫

তদনন্তর মার্কণ্ডেয় মুনি স্বাগত, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্পমাল্য, ধূপ, দীপ, আদি উপচারে ভগবান শংকরের, ভগবতী পার্বতীর ও তাঁদের অনুচরদের পূজা করলেন॥ ১৫ ॥

আহ চাত্মানুভাবেন পূর্ণকামস্য তে বিভো।
করবাম কিমীশান যেনেদং নির্বৃতং জগৎ॥ ১৬

অতঃপর মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁদের বলতে লাগলেন —হে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান প্রভু ! আপনি আপনার আত্মানুভূতি ও মহিমাতে পূর্ণকাম। আপনার শান্তি ও সুখেই সমগ্র জগতে শান্তি ও সুখ। এই অবস্থায় আমি আপনার কীবা সেবা করতে সক্ষম হতে পারি ? ১৬ ॥

নমঃ শিবায় শান্তায়[৫] সত্ত্বায় প্রমৃড়ায় চ।
রজোজুষেঽপ্যঘোরায়[৬] নমস্তুভ্যং তমোজুষে॥ ১৭

আমি আপনার ত্রিগুণাতীত সদাশিব স্বরূপকে ও সত্ত্বগুণযুক্ত শান্তস্বরূপকে নমস্কার করি। আমি আপনার

[১]ত্র্যক্ষমষ্টভুজম্। [২]তোমরৈঃ। [৩]বিলোকৈকক.। [৪]প্রাচীন বইতে 'তস্মৈ.......সহোময়া' এই শ্লোকার্ধের পরিবর্তে 'বিমুচ্যাত্মসমাধানং তপসা নিয়মৈর্যমৈঃ' এরূপ পাঠ রয়েছে। এছাড়াও বর্তমান বইয়ে ২৫তম শ্লোকে 'শ্রবণাদ্দর্শনা.....কিম্বু সম্ভাষণাদিভিঃ' এই শ্লোকটি রয়েছে। এটিকে সেখানে না রেখে এখানে (বিমুচ্য.......যমৈঃ এর পরে) রাখা হয়েছে। এরপরে 'স্বাগতাসন.......' ইত্যাদি শ্লোকের পাঠ রয়েছে। [৫]দেবায় নিত্যায় প্রমৃ.। [৬]জুষে চ ঘো.।

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবানাদিদেবঃ[১] সতাং গতিঃ।
পরিতুষ্টঃ[২] প্রসন্নাত্মা প্রহসংস্তমভাষত॥ ১৮

রজোগুণযুক্ত সর্বপ্রবর্তক স্বরূপ এবং তমোগুণযুক্ত অঘোর স্বরূপকে নমস্কার করি॥ ১৭ ॥

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক ! যখন মার্কণ্ডেয় মুনি সাধুসন্তদের পরম আশ্রয় দেবাদিদেব ভগবান শংকরের এইরূপ স্তুতি করলেন তখন তিনি পরমপ্রসন্ন হয়ে সহাস্য বদনে তাঁকে বললেন॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ[৩]

বরং বৃণীষ্ব নঃ কামং বরদেশা বয়ং ত্রয়ঃ।
অমোঘং দর্শনং যেষাং মর্ত্যো যদ্ বিন্দতেঽমৃতম্॥ ১৯

ভগবান শংকর বললেন—হে মার্কণ্ডেয় ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি—এই তিনই বরদানকারী প্রভু। আমাদের দর্শন লাভ কখনো বিফলে যায় না। আমাদের কাছেই এই মরণশীল মানব অমৃতত্ব লাভ করে থাকে। তাই তোমার ইচ্ছানুসার বর আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ।
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥ ২০

ব্রাহ্মণ স্বভাবতই পরোপকারী, শান্তচিত্ত ও অনাসক্ত হয়ে থাকে। তারা বৈরীভাবাপন্ন হয় না ও সমদর্শী হয়েও সৃষ্টিতে কষ্ট উপস্থিত দেখে তার নিবারণ হেতু করুণায় বিগলিত হয়ে থাকে । তাদের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হল যে তারা আমাদের অনন্য প্রেমী ও ভক্ত ॥ ২০ ॥

সলোকা লোকপালাস্তান্[৪] বন্দন্ত্যর্চন্ত্যুপাসতে।
অহং চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং চ হরিরীশ্বরঃ॥ ২১

সমস্ত লোক ও লোকপাল এখন ব্রাহ্মণদের বন্দনা, পূজা ও উপাসনা করে থাকেন। কেবল তাঁরাই নয়, আমি, ভগবান ব্রহ্মা ও স্বয়ং সাক্ষাৎ ঈশ্বর বিষ্ণুও তাঁদের সেবায় নিত্য যুক্ত থাকেন॥ ২১ ॥

ন তে ময্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে।
নাত্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্ যুষ্মান্ বয়মীমহি॥ ২২

এইরূপ শান্ত মহাপুরুষগণ, আমার, বিষ্ণু ভগবানের, ব্রহ্মার, স্বয়ং নিজের ও অন্যান্য প্রাণিগণের মধ্যে অণুমাত্রও বিভেদ জ্ঞান রাখেন না। তাঁরা প্রতিনিয়ত, সর্বত্র সর্বতোভাবে একরস আত্মারই দর্শন করে থাকেন। তাই আমরা তোমার মতন মহাত্মাদের স্তুতি ও সেবা করে থাকি॥ ২২ ॥

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবাশ্চেতনোজ্ঝিতাঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন যূয়ং দর্শনমাত্রতঃ॥ ২৩

হে মার্কণ্ডেয় ! কেবল জলময় তীর্থই তীর্থ ও জড় মূর্তিই দেবতা হয় না। সর্বোৎকৃষ্ট তীর্থ ও দেবতা তো তোমার মতন সাধুসন্তগণই হয়ে থাকে ; কারণ সেই সকল তীর্থ ও দেবতা বহুদিন অপগত হলে তবে পবিত্রতা প্রদান করে থাকে আর তোমার মতন সাধুসন্তগণ তো দর্শন দানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাজ সম্পন্ন করেন॥ ২৩ ॥

[১]বাম্মহাদেব.। [২]প্রাচীন বইতে 'পরিতুষ্টঃ......ভাষত'। এই শ্লোকার্ধের স্থানে 'উবাচ...........পরবচো দেবদেবো মহেশ্বরঃ।' এরূপ পাঠ রয়েছে। [৩]শ্রীমহাদেব উবাচ। [৪]লাশ্চ ন মা বিন্দন্ত্যুপাসিতুম্।

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো যেঽস্মদ্রূপং ত্রয়ীময়ম্।
বিভ্রত্যাত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ॥ ২৪

আমরা তো ব্রাহ্মণ মাত্রকেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকি কারণ তাঁরা চিত্তের একাগ্রতা, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা আমাদের বেদময় শরীর ধারণ করে থাকেন॥ ২৪ ॥

শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ॥ ২৫

হে মার্কণ্ডেয় ! অতি বড় মহাপাপী ও অন্ত্যজও তোমার মতন মহাপুরুষের চরিত্র শ্রবণ ও দর্শন প্রাপ্তিতে শুদ্ধ হয়ে যায় ; তাহলে তারা তোমাদের মত সাধু-সন্তদের সম্ভাষণ ও সঙ্গদ্বারা শুদ্ধ হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ! ২৫ ॥

সূত উবাচ

ইতি চন্দ্রললামস্য ধর্মগুহ্যোপবৃংহিতম্।
বচোঽমৃতায়নমৃষির্নাতৃপ্যৎ কর্ণয়োঃ পিবন্॥ ২৬

শ্রীসূত বললেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! চন্দ্রমৌলি ভগবান শংকরের প্রতি কথায় ধর্মের সুগুপ্ত রহস্য নিহিত ছিল। তাঁর প্রতি অক্ষর ছিল অমৃতময় সমুদ্র। মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা একাগ্রচিত্তে সেই সুধা পান করছিলেন কিন্তু তৃপ্তিলাভ করছিলেন না॥ ২৬ ॥

স চিরং মায়য়া বিষ্ণোর্ভ্রামিতঃ কর্শিতো[১] ভৃশম্।
শিববাগমৃতধ্বস্তক্লেশপুঞ্জস্তমব্রবীৎ ॥ ২৭

তিনি বহুকাল ধরে বিষ্ণুভগবানের মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন ও স্বাভাবিকভাবেই অতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান শংকরের কল্যাণকর কথামৃত পান করে তাঁর সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হয়ে গেল। তখন তিনি ভগবান শংকরকে এইরূপ বললেন॥ ২৭ ॥

ঋষিরুবাচ

অহো ঈশ্বরলীলেয়ং[২] দুর্বিভাব্যা শরীরিণাম্।
যন্নমন্তীশিতব্যানি স্তুবন্তি জগদীশ্বরাঃ॥ ২৮

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—সত্যই সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের এই লীলাসকল প্রাণীকুলের বুদ্ধির অগম্য। আরে ! এই দেখো ! এঁরা সমস্ত জগতের প্রভু হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরই অধীনস্থ আমার মতন জীবদের বন্দনা ও স্তুতি করেন ॥ ২৮ ॥

ধর্মং গ্রাহয়িতুং প্রায়ঃ প্রবক্তারশ্চ দেহিনাম্।
আচরন্ত্যনুমোদন্তে ক্রিয়মাণং স্তুবন্তি চ॥ ২৯

ধর্ম প্রবচনকারী প্রায়শ শ্রোতাদের ধর্মের রহস্য ও স্বরূপ বোধগম্য করবার জন্য সেটির আচরণ তথা সমর্থন করে থাকেন এবং কেউ ধর্মাচরণ করলে তার প্রশংসাও করে থাকেন॥ ২৯ ॥

নৈতাবতা ভগবতঃ স্বমায়াময়বৃত্তিভিঃ।
ন দুষ্যেতানুভাবস্তৈর্মায়িনঃ[৩] কুহকং যথা॥ ৩০

যেমন জাদুকর বহু ভেলকি দেখিয়ে থাকে কিন্তু সেই সব ভেলকির কোনো প্রভাব তার নিজের উপর পড়ে না, তেমনভাবেই আপনি আপনার স্বজনমোহিনী মায়াবৃত্তিকে স্বীকার করে কারো বন্দনা-স্তুতি আদি করেন কিন্তু সেই কারণে আপনার মহিমায় কোনো তারতম্য হয় না॥ ৩০ ॥

[১]কৃশিতো। [২]রচর্যেয়ং। [৩]য়িনাং।

সৃষ্ট্বেদং মনসা বিশ্বমাত্মনানুপ্রবিশ্য যঃ।
গুণৈঃ কুর্বদ্ভিরাভাতি কর্তেব স্বপ্নদৃগ্ যথা॥ ৩১

আপনি স্বপ্ন দ্রষ্টাবৎ আপনার ইচ্ছানুসারেই এই সম্পূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কর্তা না হয়েও কর্মানুষ্ঠানকারী গুণসকল দ্বারা বার্তাসম প্রতীত হয়ে থাকেন॥ ৩১ ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণায় গুণাত্মনে।
কেবলায়াদ্বিতীয়ায় গুরবে ব্রহ্মমূর্তয়ে॥ ৩২

ভগবন্ ! আপনি ত্রিগুণস্বরূপ হলেও তার ঊর্ধ্বে, তার আত্মারূপে অবস্থিত থাকেন। আপনিই সমস্ত জ্ঞানের মূল, অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ। আমি আপনাকে প্রণাম করি॥ ৩২ ॥

কং বৃণে নু পরং ভূমন্ বরং ত্বদ্ বরদর্শনাৎ।
যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ[1] পুমান্ ভবেৎ॥ ৩৩

হে অনন্ত ! আপনার শ্রেষ্ঠ দর্শন লাভের বেশি এমন অন্য কোনো বস্তু কী আছে যা বরদান রূপে আপনার কাছে প্রার্থনা করব ? মানুষ তো আপনার দর্শন লাভেই পূর্ণকাম ও সত্যসংকল্প হয়ে যায়॥ ৩৩ ॥

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি॥ ৩৪

আপনি স্বয়ং তো পূর্ণই। আপনি ভক্তদেরও সমস্ত কামনা পূর্তি করে থাকেন। তাই আমি আপনার দর্শন লাভ করবার পরও আর একটা বর প্রার্থনা করছি। আমার যেন শ্রীভগবানে, তাঁর ভক্তদের এবং আপনার প্রতি ভক্তি অবিচল, চিরস্থায়ী ও নিত্যযুক্ত হয়॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ

ইত্যর্চিতোঽভিষ্টুতশ্চ মুনিনা সূক্তয়া গিরা।
তমাহ ভগবাঞ্ছর্বঃ শর্বয়া চাভিনন্দিতঃ[2]॥ ৩৫

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক ! যখন মার্কণ্ডেয় মুনি সুমধুর বাণীদ্বারা এইভাবে ভগবান শংকরের স্তুতি ও পূজা করলেন তখন তিনি ভগবতী পার্বতীর কৃপা প্রেরণায় এই কথা বললেন ॥ ৩৫ ॥

কামো মহর্ষে সর্বোঽয়ং ভক্তিমাংস্ত্বমধোক্ষজে।
আকল্পান্তাদ্ যশঃ পুণ্যমজরামরতা তথা॥ ৩৬

হে মহর্ষি ! তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হোক। যেন ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মাতে তোমার অনন্য ভক্তি অবিচল থাকে। কল্প পর্যন্ত তোমার পবিত্র যশ বিস্তার লাভ করুক ও তুমি অজর অমর হও॥ ৩৬ ॥

জ্ঞানং ত্রৈকালিকং[3] ব্রহ্মন্ বিজ্ঞানং চ বিরক্তিমৎ।
ব্রহ্মবর্চস্বিনো ভূয়াৎ পুরাণাচার্যতাস্তু তে॥ ৩৭

ব্রহ্মন্ ! তোমার ব্রহ্মতেজ তো সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকবেই। তোমার ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমানের সমস্ত বিশেষ জ্ঞানসমূহের এক অধিষ্ঠানরূপ জ্ঞানের এবং বৈরাগ্যযুক্ত স্বরূপস্থিতির প্রাপ্তি হোক। পুরাণের আচার্যরূপে তোমার স্বীকৃতির প্রাপ্তি হোক॥ ৩৭ ॥

সূত উবাচ

এবং বরান্ স মুনয়ে দত্ত্বাগাৎ ত্র্যক্ষ[4] ঈশ্বরঃ।
দেব্যৈ তৎকর্ম কথয়ন্ননুভূতং পুরামুনা॥ ৩৮

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক ! এইভাবে ত্রিলোচন ভগবান শংকর মার্কণ্ডেয় মুনিকে বর দিয়ে ভগবতী পার্বতীকে মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা ও প্রলয়কালীন অনুভূতির বর্ণনা করতে করতে সেই স্থান ত্যাগ করলেন॥ ৩৮ ॥

[1]সদ্যো দেবঃ। [2]ব.। [3]ত্রিকা.। [4]যাৎত্র্যা.।

সোঽপ্যবাপ্তমহাযোগমহিমা ভার্গবোত্তমঃ।
বিচরত্যধুনাপ্যদ্ধা হরাবেকান্ততাং[১] গতঃ॥ ৩৯

ভৃগুবংশশিরোমণি মার্কণ্ডেয় মুনির মহাযোগের চরম ফললাভ হল। তিনি ভগবানের অনন্য প্রেমীরূপে বিরাজমান রইলেন এবং ঈশ্বরের ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে শাশ্বতভাবে থেকে পৃথিবীর উপর বিচরণশীল হলেন॥ ৩৯ ॥

অনুবর্ণিতমেতত্তে মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
অনুভূতং ভগবতো মায়াবৈভবমদ্ভুতম্॥ ৪০

পরমজ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীভগবানের যোগমায়ার প্রভাবে যে অনন্য লীলানুভব করেছিলেন তার বর্ণনা আমি আপনাদের যথাসাধ্য জানালাম॥ ৪০ ॥

এতৎ কেচিদবিদ্বাংসো মায়াসংসৃতিমাত্মনঃ।
অনাদ্যাবর্তিতং নৃণাং কাদাচিৎকং প্রচক্ষতে॥ ৪১

হে শ্রীশৌনক ! এই যে মার্কণ্ডেয় মুনি বহু কল্পের সৃষ্টি থেকে প্রলয়ের অনুভূতি লাভ করলেন তা সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের বিভূতিই ছিল যা তাৎকালিক। বিশেষভাবে তাঁর জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল ; সর্বসাধারণের জন্য নয়। যাঁরা এই বিভূতির কথা না ভেবে সেটিকে অনাদিকাল থেকে অনুষ্ঠিত সৃষ্টি-প্রলয় ঘটনার অংশ বলে ধরে নেন, তাদের ধারণা ঠিক নয়। (অতএব আপনাদের প্রশ্ন যে কেমন করে আমাদেরই পূর্বপুরুষ মার্কণ্ডেয় মুনি এই দীর্ঘায়ু হলেন ? অসমীচীন বলেই প্রমাণিত হয়।)॥ ৪১ ॥

য এবমেতদ্ ভৃগুবর্য বর্ণিতং
রথাঙ্গপাণেরনুভাবভাবিতম্ ।
সংশ্রাবয়েৎ[২] সংশৃণুয়াদুতাবুভৌ
তয়োর্ন কর্মাশয়সংসৃতির্ভবেৎ॥ ৪২

হে ভৃগুবংশ শিরোমণি ! উল্লিখিত চরিত্রনামা ভগবান চক্রপাণির প্রভাব ও মহিমায় পরিপূর্ণ। তার শ্রবণ-কীর্তন কর্মবাসনা উদ্ভূত জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি দান করে॥ ৪২ ॥

—o—

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

—o—

[১]স্থি.। [২]যঃ শ্রা.।

অথৈকাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

ভগবানের অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং আয়ুধ রহস্য ও সূর্যের বিভিন্ন গণের বর্ণনা

শৌনক উবাচ

অথেমমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহুবিত্তমম্।
সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে ভবান্ ভাগবততত্ত্ববিৎ।। ১

তান্ত্রিকাঃ পরিচর্যায়াং কেবলস্য শ্রিয়ঃ পতেঃ।
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা[১] চ যৈঃ।। ২

তন্নো বর্ণয় ভদ্রং তে ক্রিয়াযোগং বুভুৎসতাম্।
যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্যো যায়াদমর্ত্যতাম্।। ৩

শ্রীশৌনক বললেন—হে শ্রীসূত ! আপনি শ্রীভগবানের পরমভক্ত ও বহুজ্ঞ শিরোমণি। সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মর্মজ্ঞও। তাই আপনাকে আমরা একটি বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।। ১ ।।

আমরা ক্রিয়াযোগের যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক কারণ সেটির উত্তমরূপে আচরণ নশ্বর মানবকে অমরত্ব প্রদান করে থাকে। অতএব আপনি আমাদের কৃপা করে বলুন যে পাঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রবিধি শাস্ত্রজ্ঞানিগণ শুধুমাত্র শ্রীলক্ষ্মীপতি ভগবানের আরাধনা কালে কোন্ তত্ত্বসকল দ্বারা তাঁর চরণাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি আয়ুধ এবং কৌস্তভাদি আভরণাদির কল্পনা করে থাকেন ? শ্রীভগবান আপনার কল্যাণ করুন।। ২-৩ ।।

সূত উবাচ

নমস্কৃত্য গুরূন্ বক্ষ্যে বিভূতীর্বৈষ্ণবীরপি।
যাঃ[২] প্রোক্তা বেদতন্ত্রাভ্যামাচার্যৈঃ পদ্মজাদিভিঃ।। ৪

শ্রীসূত বললেন—হে শ্রীশৌনক ! ব্রহ্মাদি আচার্যগণ দ্বারা উক্ত বেদে ও পাঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণুভগবানের যে সকল বিভূতির বর্ণনা আছে আমি শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম নিবেদন করে তা আপনাদের বলছি।। ৪ ।।

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্।
নির্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্।। ৫

ভগবানের যে চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট্ রূপ এই ত্রিলোকে দৃশ্য হয় তা প্রকৃতি, সূত্রাত্মা, মহত্তত্ত্ব, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্রা—এই নয় তত্ত্বসহ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত—এই ষোড়শ শাখাযুক্ত।। ৫ ।।

এতদ্ বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরো নভঃ।
নাভিঃ সূর্যোঽক্ষিণী নাসে বায়ুঃ কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ।। ৬

এটি হল শ্রীভগবানের বিরাট্ পুরুষরূপ। পৃথিবী তাঁর চরণ, স্বর্গ মস্তক, অন্তরীক্ষ নাভি, সূর্য নেত্র, বায়ু নাসিকা ও দিশা কর্ণ।। ৬ ।।

প্রজাপতিঃ প্রজননমপানো মৃত্যুরীশিতুঃ।
তদ্বাহবো লোকপালা মনশ্চন্দ্রো ভ্রুবৌ যমঃ।। ৭

প্রজাপতি প্রজননাঙ্গ (লিঙ্গ), মৃত্যু গুহ্য, লোকপালগণ বাহুসকল, চন্দ্র মন ও যমরাজ ভ্রু।। ৭ ।।

লজ্জোত্তরোঽধরো লোভো দন্তা জ্যোৎস্না স্ময়ো ভ্রমঃ।
রোমাণি ভূরুহা ভূম্নো মেঘাঃ পুরুষমূর্ধজাঃ।। ৮

লজ্জা উত্তরাধর, লোভ অধরৌষ্ঠ। চন্দ্রের জ্যোৎস্নালোক দন্তরাশি, ভ্রম স্মিত হাসা, বৃক্ষ অঙ্গের রোম এবং মেঘ বিরাট্ পুরুষের বিকশিত কেশদাম।। ৮ ।।

---

[১]তথৈব যে। [২]যা বেদতন্ত্রাভ্যাং প্রোক্তা আচা.।

যাবানয়ং বৈ[১] পুরুষো যাবত্যা সংস্থয়া মিতঃ।
তাবানসাবপি মহাপুরুষো লোকসংস্থয়া॥ ৯

শ্রীশৌনক ! যেমন এই ব্যষ্টিপুরুষ নিজ পরিমাণে সপ্ত বিঘত, সেইভাবেই সেই সমষ্টিপুরুষও এই লোকসংস্থিতির সঙ্গে সপ্ত বিঘতের॥ ৯ ॥

কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্যজঃ।
তৎপ্রভা ব্যাপিনী সাক্ষাৎ শ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ॥ ১০

স্বয়ং ভগবান অজর ও অমর। তিনি কৌস্তুভমণি রূপে জীবচৈতন্যরূপ আত্মজ্যোতিকেই ধারণ করে থাকেন ; তার সর্বব্যাপী প্রভাকেই বক্ষঃস্থলদেশে শ্রীবৎসরূপে ধারণ করেন॥ ১০ ॥

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।
বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎ স্বরম্॥ ১১

তিনি নিজ সত্ত্ব, রজ আদি গুণসম্পন্ন মায়াকে বনমালারূপে, ছন্দকে পীতাম্বররূপে এবং অ + উ + ম —এই ত্রিমাত্রাযুক্ত প্রণবকে যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করে থাকেন॥ ১১ ॥

বিভর্তি সাংখ্যং যোগং চ দেবো[২] মকরকুণ্ডলে।
মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্বলোকাভয়ঙ্করম্[৩]॥ ১২

দেবাধিদেব ভগবান সাংখ্য ও যোগরূপ মকরাকৃতি কুণ্ডল ও সর্বলোককে অভয়প্রদানকারী ব্রহ্মলোককেই কিরীটরূপে ধারণ করেন॥ ১২ ॥

অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ।
ধর্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে॥ ১৩

মূল প্রকৃতিই তাঁর অনন্তনাগের দেহরূপ শয্যা যার উপর তিনি বিরাজমান থাকেন এবং ধর্ম জ্ঞানাদিযুক্ত সত্ত্বগুণই তাঁর নাভিকমলরূপে বর্ণিত হয়েছে॥ ১৩ ॥

ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং[৪] গদাং দধৎ।
অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্॥ ১৪

তিনি মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর সম্বন্ধিত শক্তির সঙ্গে যুক্ত প্রাণতত্ত্বরূপ কৌমোদকী গদা, জলতত্ত্বরূপ পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং তেজস্তত্ত্বরূপ সুদর্শন চক্র ধারণ করে থাকেন॥ ১৪॥

নভোনিভং নভস্তত্ত্বমসিং চর্ম তমোময়ম্।
কালরূপং ধনুঃ শার্ঙ্গং তথা কর্মময়েষুধিম্॥ ১৫

আকাশবৎ নির্মল আকাশস্বরূপ খড়্গ, তমোময় অজ্ঞানস্বরূপ ঢাল, কালরূপ শার্ঙ্গধনুক ও কর্মেরই তূণ ধারণ করে থাকেন॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণি শরানাহুরাকূতীরস্য স্যন্দনম্।
তন্মাত্রাণ্যস্যাভিব্যক্তিং মুদ্রয়ার্থক্রিয়াত্মতাম্॥ ১৬

ইন্দ্রিয়সকলকেই ভগবানের বাণরূপে বলা হয়ে থাকে। ক্রিয়াশক্তিযুক্ত মনই রথ। তন্মাত্রাসকল রথের বহির্ভাগ এবং বর-অভয় আদি মুদ্রায় তাঁর বরদান, অভয়দান আদির রূপে ক্রিয়াকুশলতা প্রকাশমান হয়ে থাকে॥ ১৬ ॥

মণ্ডলং দেবযজনং দীক্ষা সংস্কার আত্মনঃ।
পরিচর্যা ভগবত আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ॥ ১৭

সূর্যমণ্ডল অথবা অগ্নিমণ্ডলই ভগবানের পূজার স্থান, অন্তঃকরণের শুদ্ধিই মন্ত্রদীক্ষা এবং নিজের সমস্ত পাপ বিনাশ করে দেওয়াই ভগবানের পূজা॥ ১৭ ॥

ভগবান্ ভগশব্দার্থং লীলাকমলমুদ্বহন্।
ধর্মং যশশ্চ ভগবাংশ্চামরব্যজনেঽভজৎ॥ ১৮

আতপত্রং তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্।
ত্রিবৃদ্বেদঃ সুপর্ণাখ্যো যজ্ঞং বহতি পূরুষম্॥ ১৯

হে ব্রাহ্মণগণ ! সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, লক্ষ্মী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ষড়লীলা-কমল শ্রীভগবান নিজ করকমলে ধারণ করে থাকেন। তিনি ধর্ম ও যশকে

[১]হি। [২]দিব্যো। [৩]কনমস্তুতম্। [৪]খ্যং তত্ত্বং।

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ।
বিষ্বক্সেনস্তন্ত্রমূর্তির্বিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ।
নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাঃস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যা হরের্গুণাঃ॥ ২০

যথাক্রমে চামর ও ব্যজনরূপে এবং নিজ নির্ভয়ধাম বৈকুণ্ঠকে ছত্ররূপে ধারণ করেন। ত্রিবেদই গরুড়। তিনিই অন্তর্যামী পরমাত্মাকে বহন করে থাকেন॥ ১৮-১৯ ॥

আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যে আত্মশক্তি তার নামই লক্ষ্মী। শ্রীভগবানের পার্ষদদের নায়ক বিশ্ববিশ্রুত বিষ্বক্সেন হলেন পাঞ্চরাত্রাদি আগমরূপ। শ্রীভগবানের স্বাভাবিক গুণ—অণিমা, মহিমা আদি অষ্ট সিদ্ধিদেরই নন্দ-সুনন্দাদি অষ্ট দ্বারপাল বলা হয়॥ ২০ ॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্।
অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মূর্তিব্যূহোঽভিধীয়তে॥ ২১

শ্রীশৌনক ! শ্রীভগবান স্বয়ং বাসুদেব, সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্বিধ মূর্তিরূপে অবস্থিত তাই তাঁকেই চতুর্ব্যূহরূপে বলা হয়ে থাকে॥ ২১ ॥

স বিশ্বস্তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ।
অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈর্ভগবান্ পরিভাব্যতে॥ ২২

তিনিই জাগ্রত অবস্থায় অভিমানী 'বিশ্ব' হয়ে শব্দ, স্পর্শ আদি বাহ্য বিষয়সকলকে গ্রহণ করে থাকেন এবং তিনিই স্বপ্নাবস্থায় অভিমানী 'তৈজস'রূপে বাহ্য বিষয় স্পর্শ না করেই মনে মনেই বহু বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে থাকেন ও গ্রহণও করে থাকেন। তিনিই সুষুপ্তি অবস্থায় অভিমানী 'প্রাজ্ঞ' হয়ে বিষয় ও মনের সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত অজ্ঞানে সুসংবৃত হয়ে যান এবং তিনিই সকলের সাক্ষী 'তুরীয়' হয়ে সমস্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয়ে বিরাজমান থাকেন॥ ২২ ॥

অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পৈর্ভগবাংস্তচ্চতুষ্টয়ম্ ।
বিভর্তি স্ম চতুর্মূর্তির্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ॥ ২৩

এইভাবে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুধ ও আভরণে যুক্ত এবং বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুষ্টয় মূর্তিরূপে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরিই ক্রমশ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকেন॥ ২৩ ॥

দ্বিজঋষভ স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ংদৃক্
স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া চ[১] স্বয়ৈতৎ।
সৃজতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো
বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎপরৈরাত্মলভ্যঃ॥ ২৪

হে শ্রীশৌনক ! সেই সর্বস্বরূপ ভগবান বেদের মূল কারণ, তিনি স্বয়ং প্রকাশিত ও নিজ মহিমায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর মায়ার দ্বারা ব্রহ্ম আদি রূপ ও নাম গ্রহণ করে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য করে থাকেন। এই সকল কর্ম ও নাম হেতু তাঁর জ্ঞান কখনো আবৃত হয় না। যদিও শাস্ত্রে তিনি ভিন্নবৎ বর্ণিত, তবুও তিনি নিজ ভক্তদের আত্মস্বরূপেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন॥ ২৪ ॥

[১]স্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য ।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্॥ ২৫

হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি তো অর্জুন-সখা। আপনি যদুবংশশিরোমণিরূপে অবতার গ্রহণ করে পৃথিবীর দ্রোহী ভূপতিদের ভস্মসাৎ করেছিলেন। আপনার পরাক্রম শাশ্বত, নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। ব্রজগোপাঙ্গনাগণ ও আপনার নারদাদি প্রেমী ভক্তগণ নিরন্তর আপনার পবিত্র যশকীর্তন করে থাকেন। হে গোবিন্দ ! আপনার নাম, গুণ ও লীলাদির শ্রবণ জীবের মঙ্গলসাধন করে থাকে। আমরা সকলেই আপনার সেবক। আপনি কৃপা করে আমাদের রক্ষা করুন॥ ২৫ ॥

য ইদং কল্য উত্থায় মহাপুরুষলক্ষণম্।
তচ্চিত্তঃ প্রয়তো জপ্ত্বা ব্রহ্ম বেদ গুহাশয়ম্॥ ২৬

পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের চিহ্নভূত অঙ্গ, উপাঙ্গ ও আয়ুধ আদির বর্ণনা যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পবিত্রভাবে নিত্য প্রাতঃকালে পাঠ করবে তার হৃদয়স্থিত পরমাত্ম-জ্ঞানের অনুভূতি হয়ে যাবে॥ ২৬ ॥

শৌনক উবাচ

শুকো যদাহ ভগবান্ বিষ্ণুরাতায় শৃণ্বতে।
সৌরো গণো মাসি মাসি নানা বসতি সপ্তকঃ॥ ২৭

তেষাং নামানি কর্মাণি সংযুক্তানামধীশ্বরৈঃ[1]।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্যাত্মনো হরেঃ॥ ২৮

শ্রীশৌনক বললেন—হে শ্রীসূত ! ভগবান শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা করবার সময়ে রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে (পঞ্চম স্কন্ধে) বলেছিলেন যে ঋষি, গন্ধর্ব, নাগ, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস এবং দেবতাদের একটি সৌরগণ হয় এবং এই সাতের প্রতি মাসে পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই দ্বাদশ গণ নিজ স্বামী দ্বাদশ আদিত্যদের সঙ্গে থেকে কোন্ কার্য সম্পন্ন করে থাকেন ? তাঁদের অন্তর্গত ব্যক্তিদের নামই বা কী কী ? সূর্য রূপেও তো স্বয়ং ভগবানই ; তাই তাঁদের পৃথক বর্ণনা আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে শুনতে ইচ্ছুক। আপনি কৃপা করে বলুন॥ ২৭-২৮ ॥

সূত উবাচ

অনাদ্যবিদ্যয়া বিষ্ণোরাত্মনঃ সর্বদেহিনাম্।
নির্মিতো লোকতন্ত্রোঽয়ং লোকেষু পরিবর্ততে॥ ২৯

শ্রীসূত বললেন—ভগবান বিষ্ণুই সমস্ত প্রাণীকুলের আত্মা। অনাদি অবিদ্যা অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপজ্ঞানের অভাব হেতুই সমস্ত লোকের ব্যবহার-প্রবর্তক প্রাকৃত সূর্যমণ্ডলের রচনা হয়েছে। ত্রিলোকে তাঁরই পরিভ্রমণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে॥ ২৯ ॥

এক এব হি লোকানাং সূর্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ।
সর্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুধোদিতঃ ॥ ৩০

বস্তুত সমস্ত লোকের আত্মা এবং আদিকর্তা একমাত্র শ্রীহরিই অন্তর্যামীরূপে না থেকে সূর্যরূপে রয়েছেন। আর তাঁরা অভিন্ন হলেও ঋষিগণ তাঁদের বহুরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনিই সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মূল॥ ৩০ ॥

কালো দেশঃ ক্রিয়া কর্তা করণং কার্যমাগমঃ।
দ্রব্যং ফলমিতি ব্রহ্মন্ নবধোক্তোঽজয়া হরিঃ॥ ৩১

শ্রীশৌনক ! স্বয়ং ভগবানই মায়ার দ্বারা কাল, দেশ, যজ্ঞাদি কর্ম-ক্রিয়া, বার্তা, স্রুবাদি করণ, যাগাদি

[1]নিযু.।

মধবাদিষু দ্বাদশসু ভগবান্ কালরূপধৃক্।
লোকতন্ত্রায় চরতি পৃথগ্ দ্বাদশভির্গণৈঃ॥ ৩২

ধাতা কৃতস্থলী হেতির্বাসুকী রথকৃন্মুনে।
পুলস্ত্যস্তুম্বুরুরিতি মধুমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ৩৩

অর্যমা পুলহোঽথৌজাঃ প্রহেতিঃ পুঞ্জিকস্থলী।
নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নয়ন্ত্যেতে স্ম মাধবম্॥ ৩৪

মিত্রোঽত্রিঃ পৌরুষেয়োঽথ তক্ষকো মেনকা হহাঃ।
রথস্বন ইতি হ্যেতে শুক্রমাসং নয়ন্ত্যমী[১]॥ ৩৫

বসিষ্ঠো বরুণো রম্ভা সহজন্যস্তথা হুহূঃ।
শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈব শুচিমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ৩৬

ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ শ্রোতা এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
প্রম্লোচা রাক্ষসো বর্যো নভোমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ৩৭

বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো ভৃগুঃ।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো নভস্যাখ্যং নায়ন্ত্যমী॥ ৩৮

পূষা ধনঞ্জয়ো বাতঃ সুষেণঃ সুরুচিস্তথা।
ঘৃতাচী গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ৩৯

ক্রতুর্বর্চা ভরদ্বাজঃ পর্জন্যঃ সেনজিত্তথা।
বিশ্ব ঐরাবতশ্চৈব তপস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী॥ ৪০

অথাংশুঃ কশ্যপস্তার্ক্ষ্য ঋতসেনস্তথোর্বশী।
বিদ্যুচ্ছত্রুর্মহাশঙ্খঃ সহোমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ৪১

কর্ম, বেদমন্ত্র ও সাফল্য আদি দ্রব্য এবং ফলরূপে নয় প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন নামে বলা হয়ে থাকে॥ ৩১ ॥

কালরূপধারী ভগবান সূর্য জনগণের ব্যবহার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার নিমিত্ত চৈত্রাদি দ্বাদশ সংখ্যক মাসে নিজ ভিন্ন ভিন্ন গণদের সঙ্গে আবর্তিত হয়ে থাকেন॥ ৩২ ॥

শ্রীশৌনক ! ধাতা নামক সূর্য, কৃতস্থলী অপ্সরা, হেতি রাক্ষস, বাসুকি সর্প, রথকৃৎ যক্ষ, পুলস্ত্য ঋষি এবং তুম্বুরু গন্ধর্ব—এঁরা চৈত্র মাসে নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে থাকেন॥ ৩৩ ॥

অর্যমা সূর্য, পুলহ ঋষি, অথৌজা যক্ষ, প্রহেতি রাক্ষস, পুঞ্জিকস্থলী অপ্সরা, নারদ গন্ধর্ব ও কচ্ছনীর সর্প—এঁরা বৈশাখ মাসের কার্যনির্বাহক॥ ৩৪ ॥

মিত্র সূর্য, অত্রি ঋষি, পৌরুষেয় রাক্ষস, তক্ষক সর্প, মেনকা অপ্সরা, হাহা গন্ধর্ব এবং রথস্বন যক্ষ—এঁরাজ্যৈষ্ঠ মাসের কার্যনির্বাহক॥ ৩৫ ॥

আষাঢ় মাসে বরুণ নামক সূর্যের সঙ্গে বশিষ্ঠ ঋষি, রম্ভা অপ্সরা, সহজন্য যক্ষ, হূহূ গন্ধর্ব, শুক্র নাগ এবং চিত্রস্বন রাক্ষস নিজ নিজ কার্য নির্বাহ করে থাকেন॥ ৩৬ ॥

শ্রাবণ মাস ইন্দ্র নামক সূর্যের কার্যকাল। তাঁর সঙ্গে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব, শ্রোতা যক্ষ, এলাপত্র নাগ, অঙ্গিরা ঋষি, প্রম্লোচা অপ্সরা এবং বর্য নামক রাক্ষস নিজ কার্য সম্পাদন করেন॥ ৩৭ ॥

ভাদ্র মাসে সূর্যের নাম বিবস্বান্। তাঁর সঙ্গে উগ্রসেন গন্ধর্ব, ব্যাঘ্র রাক্ষস, আসারণ যক্ষ, ভৃগু ঋষি, অনুম্লোচা অপ্সরা এবং শঙ্খপাল নাগ থাকেন॥ ৩৮ ॥

শ্রীশৌনক ! মাঘ মাসে পূষা নামক সূর্য থাকেন। তাঁর সঙ্গে ধনঞ্জয় নাগ, বাত রাক্ষস, সুষেণ গন্ধর্ব, সুরুচি যক্ষ, ঘৃতাচী অপ্সরা ও গৌতম ঋষি থাকেন॥ ৩৯ ॥

ফাল্গুন মাসের কার্যকাল পর্জন্য নামক সূর্যের। তাঁর সঙ্গে ক্রতু যক্ষ, বর্চা রাক্ষস, ভরদ্বাজ ঋষি, সেনজিৎ অপ্সরা, বিশ্ব গন্ধর্ব এবং ঐরাবত সর্প থাকেন॥ ৪০ ॥

মার্গশীর্ষ মাসে সূর্যের নাম অংশু। তাঁর সঙ্গে কশ্যপ ঋষি, তার্ক্ষ্য যক্ষ, ঋতসেন গন্ধর্ব, উর্বশী অপ্সরা,

[১]যন্তি তে।

ভগঃ স্ফূর্জোঽরিষ্টনেমিরূর্ণ আয়ুশ্চ পঞ্চমঃ।
কর্কোটকঃ পূর্বচিত্তিঃ পুষ্যমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ৪২

বিদ্যুচ্ছত্রু রাক্ষস এবং মহাশঙ্খ নাগ থাকেন॥ ৪১ ॥

পৌষমাসে ভগ নামক সূর্যের সঙ্গে স্ফূর্জ রাক্ষস, অরিষ্টনেমি গন্ধর্ব, ঊর্ণ যক্ষ, আয়ু ঋষি, পূর্বচিত্তি অপ্সরা এবং কর্কোটক নাগ থাকেন॥ ৪২ ॥

ত্বষ্টা ঋচীকতনয়ঃ[১] কম্বলশ্চ তিলোত্তমা।
ব্রহ্মাপেতোঽথ[২] শতজিদ্ ধৃতরাষ্ট্র ইষম্ভরাঃ॥ ৪৩

আশ্বিন মাসে ত্বষ্টা সূর্য, জমদগ্নি ঋষি, কম্বল নাগ, তিলোত্তমা অপ্সরা, ব্রহ্মাপেত রাক্ষস, শতজিৎ যক্ষ, এবং ধৃতরাষ্ট্র গন্ধর্বের কার্যকাল হয়ে থাকে॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্যবর্চাশ্চ সত্যজিৎ।
বিশ্বামিত্রো মখাপেত ঊর্জমাসং নয়ন্ত্যমী॥ ৪৪

এবং কার্তিক মাসে বিষ্ণু নামক সূর্যের সঙ্গে অশ্বতর নাগ, রম্ভা অপ্সরা, সূর্যবর্চা গন্ধর্ব, সত্যজিৎ যক্ষ, বিশ্বামিত্র ঋষি এবং মখাপেত রাক্ষস নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে থাকেন॥ ৪৪ ॥

এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ।
স্মরতাং সন্ধ্যয়োর্নৃণাং হরন্ত্যংহো দিনে দিনে॥ ৪৫

হে শ্রীশৌনক ! এই সকল সূর্যরূপ ভগবানের বিভূতি। যাঁরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এঁর স্মরণ করেন তাঁদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়॥ ৪৫ ॥

দ্বাদশস্বপি মাসেষু দেবোঽসৌ ষড়্ভিরস্য বৈ।
চরন্ সমন্তাত্তনুতে পরত্রেহ চ সন্মতিম্॥ ৪৬

এই সূর্যদেব নিজ ছয়গণদের সঙ্গে বারো মাস সর্বত্র বিচরণ করতে থাকেন এবং এই লোকে ও পরলোকে বিবেকবুদ্ধি বিস্তার করে থাকেন॥ ৪৬ ॥

সামর্গ্যজুর্ভিস্তল্লিঙ্গৈর্ঋষয়ঃ সংস্তুবন্ত্যমুম্।
গন্ধর্বাস্তং প্রগায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপ্সরসোঽগ্রতঃ॥ ৪৭

সূর্য ভগবানের গণেদের মধ্যে ঋষিগণ তো সূর্য সম্বন্ধিত ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের মন্ত্রসকল দ্বারা তাঁর স্তুতি করতে থাকেন এবং গন্ধর্ব তাঁর সুযশ কীর্তন করতে থাকেন। অপ্সরাগণ তাঁর সম্মুখে নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে করতে এগিয়ে যান॥ ৪৭ ॥

উন্নহ্যন্তি রথং নাগা গ্রামণ্যো রথযোজকাঃ।
চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈর্ঋতা বলশালিনঃ॥ ৪৮

নাগগণ হলেন রজ্জুসম তাঁর রথের বন্ধন। যক্ষগণ রথকে উত্তমরূপে সজ্জিত করে থাকেন এবং বলবান রাক্ষস রথকে পিছন দিক থেকে ঠেলে নিয়ে যান॥ ৪৮ ॥

বালখিল্যাঃ[৩] সহস্রাণি ষষ্টিব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ।
পুরতোঽভিমুখং যান্তি স্তুবন্তি স্তুতিভির্বিভুম্॥ ৪৯

এর অতিরিক্ত বালখিল্য নামক ষষ্ট সহস্র নির্মলস্বভাব ব্রহ্মর্ষি সূর্যের দিকে মুখ করে তাঁর সম্মুখে স্তুতিপাঠ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকেন॥ ৪৯ ॥

এবং হ্যনাদিনিধনো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
কল্পে কল্পে স্বমাত্মানং ব্যূহ্য লোকানবত্যজঃ॥ ৫০

এইভাবে অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত ভগবান শ্রীহরিই বিভিন্ন কল্পে নিজ স্বরূপের বিভাজন করে লোকসকল প্রতিপালন করে থাকেন॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে আদিত্যব্যূহবিবরণং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের
আদিত্যব্যূহ বিবরণ নামক একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১১ ॥

---

[১]রিচী.। [২]ব্রহ্মপোতো। [৩]লি.।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী

সূত[1] উবাচ

নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্॥ ১

শ্রীসূত বললেন—ভগবদ্ভক্তিরূপ মহান ধর্মকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম করছি। বিশ্ববিধাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছি। এইবার আমি ব্রাহ্মণদের নমস্কার করে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি॥ ১ ॥

এতদ্ বঃ কথিতং বিপ্রা বিষ্ণোশ্চরিতমদ্ভুতম্।
ভবদ্ভির্যদহং পৃষ্টো নরাণাং পুরুষোচিতম্॥ ২

হে শৌনকাদি ঋষিগণ ! আপনারা আমাকে যে ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন আমি সেইভাবেই ভগবান বিষ্ণুর এই অদ্ভুত চরিত্র বর্ণনা করেছি। মানব জাতির প্রত্যেকের পক্ষেই তা কল্যাণকর॥ ২ ॥

অত্র সঙ্কীর্তিতঃ[2] সাক্ষাৎ সর্বপাপহরো হরিঃ।
নারায়ণো হৃষীকেশো ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥ ৩

এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে সর্বপাপহারী স্বয়ং ভগবান শ্রীহরির সংকীর্তনই করা হয়েছে। তিনি সর্বহৃদয়ে বিরাজমান, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রভু ও প্রেমী ভক্তদের জীবন॥ ৩ ॥

অত্র ব্রহ্ম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
জ্ঞানং চ তদুপাখ্যানং প্রোক্তং বিজ্ঞানসংযুতম্॥ ৪

এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে পরম রহস্যময় অতি গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণিত আছে। সেই ব্রহ্মেই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রতীতি হয়ে থাকে। এই পুরাণে সেই পরম-তত্ত্ব অর্থাৎ তার চেতনাত্মক জ্ঞান এবং সেটি লাভ করবার সাধন-পথের সুস্পষ্ট নির্দেশও দেওয়া আছে॥ ৪ ॥

ভক্তিযোগঃ[3] সমাখ্যাতো বৈরাগ্যং চ তদাশ্রয়ম্।
পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব[4] চ॥ ৫

শ্রীশৌনক ! এই মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধে ভক্তিযোগের উত্তমভাবে নিরূপণ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে ভক্তিযোগোৎপন্ন ও তাতে অটল থাকবার বৈরাগ্যের বিষয়ও উল্লিখিত হয়েছে। পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ ও ব্যাস-নারদ-সংবাদ প্রসঙ্গে নারদ চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে॥ ৫ ॥

প্রায়োপবেশো রাজর্ষের্বিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ।
শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য[5] সংবাদশ্চ পরীক্ষিতঃ॥ ৬

রাজর্ষি পরীক্ষিতের ব্রাহ্মণ-কর্তৃক শাপগ্রস্ত হয়ে গঙ্গাতটে অনশন ব্রত গ্রহণ ও ঋষিপ্রবর শ্রীশুকদেবের সঙ্গে তাঁর সংবাদ সূচনা বিবরণ প্রথম স্কন্ধেরই অন্তর্গত॥ ৬ ॥

যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সংবাদো নারদাজয়োঃ।
অবতারানুগীতং চ সর্গঃ[6] প্রাধানিকোঽগ্রতঃ॥ ৭

যোগসাধনা দ্বারা শরীর ত্যাগের বিধি, ব্রহ্মা ও নারদ সংবাদ, অবতারগণের সংক্ষিপ্ত চর্চা ও মহত্তত্ত্ব আদি ক্রমানুসারে প্রাকৃতিক সৃষ্টির উৎপত্তি আদি বিষয়ের

---

[1]প্রাচীন বইতে 'সূত উবাচ' এই অংশটি 'নমো ধর্মায়..........সনাতনান্' এই শ্লোকের পরে আছে। [2]সঙ্কীর্ত্যতে। [3]গশ্চ ব্যাখ্যাতো। [4]ধর্মসংস্থানমেব। [5]ব্রহ্মবর্চসা। [6]সর্বা প্রাধানিকী গতিঃ।

বিদুরোদ্ধবসংবাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ।
পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ॥ ৮
ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে।
ততো ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ॥ ৯
কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ।
ভুব উদ্ধরণেঽম্ভোধের্হিরণ্যাক্ষবধো যথা॥ ১০
ঊর্ধ্বতির্যগবাক্সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ।
অর্ধনারীনরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ॥ ১১
শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
সন্তানো[১] ধর্মপত্নীনাং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ॥ ১২
অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ।
দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা॥ ১৩
নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্ ।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ॥ ১৪
নারদস্য চ সংবাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ।
নাভেস্ততোঽনু চরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ॥ ১৫
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাণাং গিরিনদ্যুপবর্ণনম্।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ॥ ১৬
দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাং চ সন্ততিঃ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্যঙ্নগখগাদয়ঃ॥ ১৭
ত্বাষ্ট্রস্য জন্ম নিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্রাদস্য মহাত্মনঃ॥ ১৮
মন্বন্তরানুকথনং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণম্।
মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ॥ ১৯
কৌর্মং ধান্বন্তরং মাৎস্যং বামনং চ জগৎপতেঃ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্॥ ২০
দেবাসুরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্তনম্।
ইক্ষ্বাকুজন্ম তদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ॥ ২১
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ।
সূর্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃপাদয়ঃ॥ ২২

বর্ণনা দ্বিতীয় স্কন্ধের অন্তর্গত॥ ৭ ॥

তৃতীয় স্কন্ধে প্রথমে বিদুর ও উদ্ধব, তদনন্তর বিদুর-মৈত্রেয়ী সমাগম এবং সংবাদ প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। অতঃপর পুরাণসংহিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং তারপর প্রলয়কালে পরমাত্মার অবস্থানের কথা আছে॥ ৮ ॥

গুণক্ষোভ হেতু প্রাকৃতিক সৃষ্টি ও মহত্তত্ত্ব আদি সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি দ্বারা কার্যসৃষ্টির বর্ণনা আছে। অতঃপর ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি ও তাতে বিরাট পুরুষের অবস্থান স্বরূপজ্ঞানের বিবরণ দেওয়া আছে॥ ৯ ॥

তদনন্তর স্থূল-সূক্ষ্ম কালের স্বরূপ, লোকপদ্মের উৎপত্তি, প্রলয় সমুদ্রে পৃথিবীকে উদ্ধারকার্য কালে বরাহ ভগবান দ্বারা হিরণ্যাক্ষ বধ ; দেবতা, পশু, পক্ষী এবং রুদ্রসকলের উৎপত্তি প্রসঙ্গ আছে। অতঃপর অর্ধনারী-নর স্বরূপ বিবেচন আছে যাতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং নারীদের অতি উত্তম আদ্যা প্রকৃতি শতরূপার জন্মবৃত্তান্ত আছে। কর্দম প্রজাপতির জীবনচরিত, তাঁর থেকে মুনি-পত্নীদের জন্ম, মহাত্মা ভগবানের কপিলরূপে অবতার গ্রহণ এবং তারপর কপিলদেব ও তাঁর জননী দেবহূতি সংবাদ প্রসঙ্গ আছে॥ ১০-১৩ ॥

চতুর্থ স্কন্ধে মরীচি আদি নয় প্রজাপতিদের উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, রাজর্ষি ধ্রুব ও পৃথু চরিত্র, প্রাচীনবর্হি ও নারদের সংবাদ বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত উপাখ্যান ; নাভি, ঋষভ এবং ভরত চরিত্র, দ্বীপ, বর্ষ সমুদ্র, পর্বত এবং নদীসকলের বর্ণনা আছে ; জ্যোতিশ্চক্র বিস্তার এবং পাতাল ও নরকের স্থিতির নিরূপণও করা হয়েছে॥ ১৪-১৬ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ ! ষষ্ঠ স্কন্ধে বর্ণিত বিষয় হল —প্রচেতাগণ থেকে দক্ষের উৎপত্তি ; দক্ষ কন্যাদের সন্তান দেবতা, অসুর, মানুষ, পশু, পর্বত এবং পক্ষীদের জন্ম-কর্ম ; বৃত্রাসুরের উৎপত্তি ও তার পরমগতি। (এইবার সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত বিষয় হচ্ছে) এই স্কন্ধে সুখ্যাত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের জন্ম-কর্ম এবং দৈত্য শিরোমণি মহাত্মা প্রহ্লাদের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণিত হয়েছে॥ ১৭-১৮ ॥

অষ্টম স্কন্ধে মন্বন্তরসকলের বৃত্তান্ত, গজেন্দ্র মোক্ষ,

[১]নং।

সৌকন্যং চাথ শর্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ।
খট্বাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ॥ ২৩

রামস্য কোসলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্।
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাং চ সম্ভবঃ॥ ২৪

রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং[১] ভুবঃ।
ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ॥ ২৫

দৌষ্যন্তের্ভরতস্যাপি শন্তনোস্তৎসুতস্য চ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশোঽনুকীর্তিতঃ॥ ২৬

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ।
বসুদেবগৃহে জন্ম ততো[২] বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে॥ ২৭

তস্য কর্মাণ্যপারাণি কীর্তিতান্যসুরদ্বিষঃ।
পূতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ॥ ২৮

তৃণাবর্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ।
ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সংক্ষয়ঃ॥ ২৯

গোপানাং চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ[৩]।
দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণম্॥ ৩০

ব্রতচর্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ।
প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাং চানুতাপনম্॥ ৩১

গোবর্ধনোদ্ধারণং চ শক্রস্য সুরভেরথ।
যজ্ঞাভিষেকং কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু॥ ৩২

বিভিন্ন মন্বন্তরে জগদীশ্বর বিষ্ণু ভগবানের অবতার গ্রহণ —কূর্ম, মৎস্য, বামন, ধন্বন্তরি, হয়গ্রীব আদি ; অমৃত প্রাপ্তি হেতু দেবতা ও দৈত্যদের সমুদ্র মন্থন এবং দেবাসুর সংগ্রাম আদি বিষয়ের বর্ণনা আছে। নবম স্কন্ধে মুখ্যত রাজবংশের বর্ণনা আছে। ইক্ষ্বাকুর জন্ম-কর্ম, বংশ-বিস্তার, মহাত্মা সুদ্যুম্ন, ইলা এবং তারা উপাখ্যান—এই সকল বৃত্তান্ত আছে। সূর্যবংশ বৃত্তান্ত, শশাদ ও নৃগ আদি রাজাদের বর্ণনা, সুকন্যা চরিত্র, শর্যাতি, খট্বাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি, সগর, বুদ্ধিমান ককুৎস্থ এবং কৌশলেন্দ্র ভগবান রামের সর্বপাপহারী চরিত্র বর্ণনাও এই স্কন্ধের অন্তর্গত। তদনন্তর নিমির দেহত্যাগ এবং জনকদের উৎপত্তির বর্ণনা আছে॥ ১৯-২৪ ॥

ভৃগুবংশশিরোমণি পরশুরামের ক্ষত্রিয় সংহার, চন্দ্রবংশজাত নরপতি পুরূরবা, যযাতি, নহুষ, দুষ্যন্তনন্দন ভরত, শান্তনু এবং তাঁর পুত্র ভীষ্মাদির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নবম স্কন্ধেরই অন্তর্গত। শেষে যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশবিস্তার বৃত্তান্ত বলা হয়েছে॥ ২৫-২৬ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ ! এই যদুবংশেই জগৎপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বহু অসুর সংহার করেন। অসীম তাঁর লীলা, যার অল্প কিছু দশম স্কন্ধে বর্ণিত। বসুদেব পত্নী দেবকীর গর্ভে তাঁর জন্ম ; গোকুলে নন্দবাবার গৃহে তাঁর প্রতিপালন। দুগ্ধ পান কালে পুতনার প্রাণবায়ু সেবন। শিশু অবস্থায়ই শকট উচ্চাটন॥ ২৭-২৮ ॥

তৃণাবর্ত, বকাসুর ও বৎসাসুর পেষণ, সপরিবারে ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুর বধ॥ ২৯ ॥

দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত গোপদের রক্ষা, কালীয় নাগ দমন এবং অজগরের গ্রাস থেকে নন্দবাবাকে উদ্ধার করা॥ ৩০ ॥

অতঃপর গোপীগণ ভগবানকে পতিরূপে কামনা করে ব্রত ধারণ করলেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে তাঁদের অভিলষিত বরদান করলেন। যজ্ঞপত্নীদের উপর কৃপাবর্ষণ ও তাঁদের পতিদের—ব্রাহ্মণদের মনে অনুশোচনা হওয়া॥ ৩১ ॥

গোবর্ধনধারণ লীলান্তে ইন্দ্র ও কামধেনুর

[১]ত্রীকর.। [২]তস্য। [৩]মোক্ষণম্।

শঙ্খচূড়স্য দুর্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ।
অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং[১] রামকৃষ্ণয়োঃ॥ ৩৩

উপস্থিতিতে শ্রীভগবানের যজ্ঞাভিষেক। শারদ রাত্রিতে ব্রজললনাদের সঙ্গে রাসলীলা সম্পাদন॥ ৩২ ॥

দুষ্ট শঙ্খচূড়, অরিষ্ট এবং কেশি বধলীলা সম্পাদন। তদনন্তর মথুরা থেকে অক্রূরের বৃন্দাবন আগমন ও তাঁর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মথুরা উদ্দেশ্যে যাত্রা॥ ৩৩ ॥

ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ।
গজমুষ্টিকচাণূরকংসাদীনাং চ যো বধঃ॥ ৩৪

সে প্রসঙ্গে ব্রজ সুন্দরীগণ যে বিলাপবচন উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর বর্ণনা আছে। রাম ও শ্যামের মথুরা গমন, বৈভবদর্শন, কুবলয়াপীড় গজ, মুষ্টিক, চাণূর এবং কংস আদির সংহার সাধন॥ ৩৪ ॥

মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ।
মথুরায়াং নিবসতা যদুচক্রস্য যৎ প্রিয়ম্।
কৃতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ॥ ৩৫

সান্দীপনি গুরুগৃহে বিদ্যাধ্যয়নান্তে ভগবান গুরুর মৃত পুত্রের জীবনদান করলেন। হে শৌনকাদি ঋষিগণ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নিবাসকালে উদ্ধব ও শ্রীবলরাম সহযোগে যদুবংশজাতদের প্রীতি ও মঙ্গল সাধন করেছিলেন॥ ৩৫ ॥

জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ।
ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যা নিবেশনম্॥ ৩৬

জরাসন্ধ বার বার বিশাল সৈন্য এনে আক্রমণ করলে ভগবান তাঁকে উদ্ধার করে পৃথিবীর ভার লাঘব করলেন। মুচুকুন্দ দ্বারা কালযবনকে ভস্ম করলেন। দ্বারকাপুরী স্থাপনা করে সকলকে রাত্রির মধ্যেই সেখানে উপস্থান করলেন॥ ৩৬ ॥

আদানং পারিজাতস্য সুধর্মায়াঃ সুরালয়াৎ।
রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ॥ ৩৭

স্বর্গ থেকে কল্পবৃক্ষ এবং সুধর্মা সভা আনলেন। শ্রীভগবান দলে দলে সমাগত শত্রুদের যুদ্ধে পরাজিত করে রুক্মিণী হরণ করলেন॥ ৩৭ ॥

হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্।
প্রাগ্জ্যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণং চ যৎ॥ ৩৮

বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর মহাদেবের উপর বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে জৃম্ভণ করানো ও সেই ফাঁকে বাণাসুরের বাহু ছেদন করা। প্রাগজ্যোতিষপুরের স্বামী ভৌমাসুরকে বধ করে ভগবান বন্দীদশা প্রাপ্ত ষোড়শ সহস্র কন্যা সকল গ্রহণ করলেন॥ ৩৮ ॥

চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্মতেঃ।
শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ॥ ৩৯

মাহাত্ম্যং চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্।
ভারাবতরণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্॥ ৪০

শিশুপাল, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, দুষ্ট দন্তবক্র, শম্বরাসুর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর, পঞ্চজন আদি দৈত্যদের বল-পৌরুষ বর্ণনা করে বলা হল যে ভগবান কীভাবে তাদের বধ করলেন। ভগবান চক্রদ্বারা কাশীকে প্রজ্বলন করলেন ; অতঃপর তিনি যুদ্ধে পাণ্ডবদের নিমিত্ত করে পৃথিবীর গুরুভার লাঘব করলেন॥ ৩৯-৪০ ॥

বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ।
উদ্ধবস্য চ সংবাদো বাসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ॥ ৪১

হে শৌনকাদি ঋষিগণ! একাদশ স্কন্ধে বর্ণনা আছে

[১]প্রস্থিতং।

যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্মবিনির্ণয়ঃ[১]।
ততো মর্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ॥ ৪২

যুগলক্ষণবৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ।
চতুর্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা॥ ৪৩

দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষের্বিষ্ণুরাতস্য[২] ধীমতঃ।
শাখাপ্রণয়নমৃষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা।
মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্যস্য জগদাত্মনঃ॥ ৪৪

ইতি চোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টোহহমিহাস্মি বঃ।
লীলাবতারকর্মাণি কীর্তিতানীহ সর্বশঃ॥ ৪৫

পতিতঃ স্খলিতশ্চার্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো ব্রুবন্।
হরয়ে[৩] নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ॥ ৪৬

সঙ্কীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোহভ্রমিবাতিবাতঃ॥ ৪৭

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥ ৪৮

কীভাবে ভগবান ব্রাহ্মণদের অভিশাপকে নিমিত্ত করে যদুবংশ সংহার করলেন। এই স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব সংবাদ অতীব সুন্দর॥ ৪১ ॥

এতে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান ও ধর্ম-নির্ণয় নিরূপণ হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে আত্মযোগের প্রভাবে মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করলেন॥ ৪২ ॥

দ্বাদশ স্কন্ধে বিভিন্ন যুগের লক্ষণ ও তাতে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা আছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে কলিযুগের মানুষের গতি বিপরীত হয়ে থাকে। চার প্রকারের প্রলয় ও তিন প্রকারের উৎপত্তির বর্ণনাও এই স্কন্ধে আছে॥ ৪৩ ॥

অতঃপর পরমজ্ঞানী রাজর্ষি পরীক্ষিতের দেহত্যাগের কথা বলা হয়েছে। তদনন্তর বেদের শাখা-বিভাজন প্রসঙ্গ এসেছে। মার্কণ্ডেয় ঋষির সুন্দর প্রসঙ্গ, ভগবানের অঙ্গ-উপাঙ্গ স্বরূপ কথন ও পরিশেষে বিশ্বাত্মা ভগবান সূর্যের গণেদের বর্ণনা আছে॥ ৪৪ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ! আপনারা এই ঔৎসুক্য নিবৃত্তি কালে আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেছেন আমি তার উত্তর দান করেছি। অবশ্যই আমি আপনাদের সম্মুখে শ্রীভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ ও অবতারচরিত্র বহুভাবে বর্ণনের চেষ্টা করেছি॥ ৪৫ ॥

যে পড়ে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া, দুঃখ লাভ অথবা হাঁচন কালে বাধ্য হয়েও উচ্চ কণ্ঠে 'হরয়ে নমঃ' বলে ওঠে সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়॥ ৪৬ ॥

যদি দেশ, কাল ও বস্তুর কথা না ভেবে অপরিচ্ছিন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা, নাম ও গুণ আদির সংকীর্তন করা হয় অথবা তাঁর প্রভাব, মহিমা আদি শ্রবণ করা হয় তাহলে স্বয়ং শ্রীভগবান তখন হৃদয়দেশে বিরাজমান হন ও শ্রবণ-সংকীর্তনকারী ব্যক্তির সমস্ত দুঃখ হরণ করে নেন। এর তুলনা কেবল সূর্যের অন্ধকার বিনাশন অথবা ঝোড়ো হওয়ার মেঘমালাকে বিপর্যস্ত করে তোলার সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে॥ ৪৭ ॥

যে বাণীতে সর্বত্র বিরাজমান অবিনাশী শ্রীভগবানের নাম, শীল ও গুণের সংকীর্তন হয় না, তা

[১]কর্ম.। [২]দত্তস্য। [৩]হরয়েহস্তু নমশ্চোচ্চৈ.।

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ৪৯

ভাবে পরিপূর্ণ হলেও নিরর্থকই—অসার হয়। শুনতে সুন্দর লাগলেও তা অসুন্দর হয় এবং অতি উত্তম বিষয় প্রতিপাদনযুক্ত হলেও অসত্যবাদিতাযুক্ত হয়। ভগবানের গুণে পরিপূর্ণ বাণী ও বচনসকল পরমপবিত্র মঙ্গলময় ও পরমসত্য॥ ৪৮ ॥

যে বচনে শ্রীভগবানের পরমপবিত্র যশগান হয় তাই পরমরমণীয়, রুচিকর এবং প্রতিনিয়ত নতুন বলে বোধ হয়ে থাকে। অনন্তকাল পর্যন্ত তা মনকে পরমানন্দ প্রদান করতে সমর্থ। সমুদ্রসম প্রলম্বিত ও গভীর শোককেও সেই বাণী সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক করতে সক্ষম হয়ে থাকে॥ ৪৯ ॥

ন তদ্ বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ॥ ৫০

রস, ভাব, অলংকার আদিতে সমৃদ্ধ বাণীও যদি জগতে পবিত্রতা প্রদানকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশকীর্তন না করে তবে তা বায়স স্পর্শপ্রাপ্ত উচ্ছিষ্ট বস্তুসম অতি অপবিত্র বলে গণ্য হয়ে থাকে, মানস-সরোবর নিবাসী হংস অথবা ব্রহ্মধামে বিহরণকারী ভগবচ্চরণারবিন্দাশ্রিত পরমহংস ভক্তগণ কখনো তার সেবন করেন না। নির্মল হৃদয় সাধুজন তো সেইখানেই নিবাস করে থাকেন যেখানে শ্রীভগবান স্বয়ং বিরাজমান থাকেন॥ ৫০ ॥

স বাগ্বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো[১]
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি য-
চ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ ৫১

অন্যথায় রচনা সুন্দর না হলেও এবং ব্যাকরণ আদির দৃষ্টিতে ত্রুটিযুক্ত হলেও যদি তা প্রতি শ্লোকে শ্রীভগবানের সুযশসূচক নাম মণ্ডিত হয় তবে তা সর্বপাপহারক হয়ে থাকে কারণ সদাচারী ব্যক্তিগণই এইরূপ বাণীর শ্রবণ, গান ও কীর্তন করে থাকেন॥ ৫১ ॥

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন হ্যর্পিতং কর্ম যদপ্যনুত্তমম্॥ ৫২

মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ সাধন সেই নির্মল জ্ঞান যদি ভগবদ্ভক্তিরহিত হয় তখন তার সৌন্দর্য ম্লান হয়ে পড়ে। তারপর যে কর্ম শ্রীভগবানকে অর্পণ করা হয়নি তা যতই উচ্চস্তরের হোক না কেন তা সর্বদাই অমঙ্গলকর ও দুঃখপ্রদায়ক হয়। তা শোভন অথবা বরণীয় হওয়া কীভাবে সম্ভব ? ৫২ ॥

যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু ।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদশ্রবণাদিভির্হরেঃ ॥ ৫৩

বর্ণাশ্রমের অনুকূল আচরণ, তপস্যা এবং অধ্যয়ন প্রভৃতির জন্য যে অত্যধিক পরিশ্রম করা হয় তার ফল কেবল যশ লাভ অথবা লক্ষ্মী লাভ। কিন্তু ভগবানের গুণ, লীলা, নাম আদির শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি তো তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অবিচল স্মৃতি প্রদান করে থাকে॥ ৫৩ ॥

[১]বিপ্ল.।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানং চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ ৫৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অবিচল স্মৃতি সমস্ত পাপ-তাপ ও অমঙ্গলসকল দগ্ধ করে পরম শান্তি বিস্তার করে। তাঁর দ্বারা অন্তঃকরণের পরিশুদ্ধি হয়, ভগবদ্‌প্রাপ্তি হয় এবং পরাবৈরাগ্যযুক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান ও অনুভব প্রাপ্তি হয়ে থাকে॥ ৫৪ ॥

যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা
যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্ ।
নারায়ণং দেবমদেবমীশ-[১]
মজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য॥ ৫৫

শৌনকাদি ঋষিগণ ! আপনারা পরম ভাগ্যবান ! আপনারা ধন্য কারণ অতি প্রীতিপূর্বক আপনারা আপনাদের হৃদয়ে সর্বান্তর্যামী, সর্বাত্মা, সর্বশক্তিমান আদিদেবসকলের আরাধ্যদেব এবং স্বয়ং অন্য আরাধ্যদেবরহিত শ্রীনারায়ণ ভগবানকে স্থাপনা করে ভজন করে থাকেন॥ ৫৫ ॥

অহং চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং
শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ
সদস্যৃষীণাং মহতাং চ শৃণ্বতাম্॥ ৫৬

যখন রাজর্ষি পরীক্ষিৎ অনশন ব্রত নিয়ে মহান সব ঋষিদের উপস্থিতিতে সভায় বসে সকলের সম্মুখে শ্রীশুকদেব মুনির কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শুনছিলেন সেই সময় আমিও সেই সভায় বসে সেই পরম মহর্ষির মুখ থেকে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেছিলাম। সেই কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনারা আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন। আমি তার জন্য আপনাদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম॥ ৫৬ ॥

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কথনীয়োরুকর্মণঃ।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য সর্বাশুভবিনাশনম্॥ ৫৭

শৌনকাদি ঋষিগণ ! ভগবান বাসুদেবের এক-এক লীলা নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন করলে কল্যাণ হয়ে থাকে। আমি এই প্রসঙ্গে তাঁর মহিমার বর্ণনাই করেছি ; যা সমস্ত অশুভ সংস্কার সকলকে বিধৌত করে॥ ৫৭ ॥

য এবং শ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ।
শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুনাত্যাত্মানমেব সঃ॥ ৫৮

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এক প্রহর অথবা অতি অল্প কালও প্রতিদিন তা কীর্তন করে এবং যে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তা শ্রবণ করে তারা সকলেই দেহসহ অন্তঃকরণকেও পবিত্র করে থাকে॥ ৫৮ ॥

দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বা শৃণ্বন্নায়ুষ্যবান্ ভবেৎ।
পঠত্যনশ্নন্ প্রয়তস্ততো ভবত্যপাতকী॥ ৫৯

যে ব্যক্তি দ্বাদশী অথবা একাদশীর দিন তা শ্রবণ করে সে দীর্ঘায়ু হয় এবং যে সংযম সহকারে উপবাস করে তা পাঠ করে তার প্রথমে পাপের নিবৃত্তি তো হয়ই, পরে পাপের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিও হয়ে থাকে॥ ৫৯ ॥

পুষ্করে মথুরায়াং চ দ্বারবত্যাং যতাত্মবান্।
উপোষ্য সংহিতামেতাং[২] পঠিত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ॥ ৬০

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে বশীভূত রেখে উপবাস করে পুষ্কর, মথুরা অথবা দ্বারকায় এই পুরাণ-সংহিতা পাঠ করে সে সমস্ত ভয় থেকে মুক্তিলাভ করে॥ ৬০ ॥

[১]মনন্যামী.। [২]তাং সর্বাং।

দেবতা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরো মনবো নৃপাঃ।
যচ্ছন্তি কামান্ গৃণতঃ শৃণ্বতো যস্য কীর্তনাৎ॥ ৬১

যে ব্যক্তি তার শ্রবণ অথবা উচ্চারণ করে ; তার কীর্তনে দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃপুরুষ, মনু ও নরপতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন ও তার অভিলাষসকল পূর্ণ করে থাকেন॥ ৬১ ॥

ঋচো যজূংষি সামানি দ্বিজোঽধীত্যানুবিন্দতে।
মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুল্যাশ্চ তৎফলম্॥ ৬২

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ পাঠ করলে ব্রাহ্মণ মধুকুল্যা, ঘৃতকুল্যা এবং পয়কুল্যা (মধু, ঘৃত এবং দুগ্ধ নদীসকল অর্থাৎ সর্বপ্রকারের সুখ ও সমৃদ্ধি) প্রাপ্ত করে থাকেন। একই ফল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও হয়ে থাকে॥ ৬২ ॥

পুরাণসংহিতামেতামধীত্য প্রয়তো দ্বিজঃ।
প্রোক্তং ভগবতা যত্তু তৎপদং পরমং ব্রজেৎ॥ ৬৩

যে দ্বিজ সংযম সহকারে এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করেন তাঁর সেই পরমপদ প্রাপ্তি হয়ে থাকে যার বর্ণনা স্বয়ং শ্রীভগবান করে গেছেন॥ ৬৩ ॥

বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বং চ শূদ্রঃ শুদ্ধ্যেত পাতকাৎ ॥ ৬৪

এর অধ্যয়নে ব্রাহ্মণ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা (তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করবার বুদ্ধি) লাভ করে এবং ক্ষত্রিয় আসমুদ্র ভূমণ্ডল রাজ্য প্রাপ্ত করে। বৈশ্য কুবের পদ লাভ করে ও শূদ্র সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়॥ ৬৪ ॥

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো
হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্তিঃ
পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥ ৬৫

শ্রীভগবানই সকলের প্রভু এবং তিনিই সমূলে কলিমল বিনাশ করে থাকেন। এমনিতে তো তাঁর বর্ণনা-সমৃদ্ধ বহু পুরাণ বর্তমান কিন্তু তাতে সর্বত্র তো প্রতিনিয়ত শ্রীভগবানের বর্ণনা পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে তো প্রত্যেক কথা প্রসঙ্গে পদে পদে সর্বস্বরূপ শ্রীভগবানের বর্ণনাই করা হয়েছে॥ ৬৫ ॥

তমহমজমনন্তমাত্মতত্ত্বং
জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মশক্তিম্ ।
দ্যুপতিভিরজশক্রশঙ্করাদ্যৈ-
র্দুরবসিতস্তবমচ্যুতং নতোঽস্মি॥ ৬৬

তা জন্ম-মৃত্যু আদি বিকাররহিত দেশকালাদিকৃত বিভাজন থেকে মুক্ত ও স্বয়ং আত্মতত্ত্বই। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়াযুক্ত শক্তিগণও তার স্বরূপভূত, পৃথক নয়। ব্রহ্মা, শংকর, ইন্দ্র আদি লোকপালগণও তাঁর স্তুতিগান করতে সক্ষম হন না। সেই অনাদি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি॥ ৬৬ ॥

উপচিতনবশক্তিভিঃ স্ব আত্ম-
ন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায়[১]।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে
সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায়॥ ৬৭

যিনি নিজ স্বরূপেই প্রকৃতি আদি নয় শক্তির সংকল্প করে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এর অধিষ্ঠানরূপে বর্তমান ও যাঁর পরমপদ কেবল অনুভবগম্য—সেই দেবতাদেরও আরাধ্যদেব সনাতন ভগবানের পাদপদ্মে আমি প্রণাম নিবেদন করছি॥ ৬৭ ॥

[১]ন্যুপনমিতস্থির.।

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবো-

হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।

ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং

তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোহস্মি।। ৬৮

শ্রীশুকদেব মহারাজ নিজ আত্মানন্দেই বিভোর থাকতেন। এই অখণ্ড অদ্বৈতে অবস্থান তাঁর ভেদবুদ্ধিকে চিরতরে নিবৃত্ত করে দিয়েছিল। তবুও বংশীধর শ্যামসুন্দরের মধুময় মঙ্গলময়, মনোরম লীলাসমূহ তাঁর বৃত্তিসকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি জগতের প্রাণীকুলের উপর কৃপা করে ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশিত করে এই মহাপুরাণের বিস্তার করেছিলেন। আমি সেই সর্বপাপহারী ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রীশুকদেবের চরণে প্রণাম নিবেদন করছি।। ৬৮ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশস্কন্ধার্থনিরূপণং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।। ১২ ।।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশস্কন্ধার্থ নিরূপণ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১২ ।।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিভিন্ন পুরাণের শ্লোক সংখ্যা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা

সূত উবাচ

যং[১] ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।। ১

শ্রীসূত বললেন—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র এবং মরুৎগণ দিব্যস্তুতিদ্বারা যাঁর গুণ সংকীর্তনে নিত্য যুক্ত থাকেন ; সামসংগীতের মর্মজ্ঞ ঋষি-মুনি অঙ্গ, পদ, ক্রম এবং উপনিষদ্‌সকল সহিত বেদপাঠ দ্বারা যাঁর সংকীর্তনে নিত্য যুক্ত থাকেন ; যোগিগণ ধ্যানদ্বারা নিশ্চল এবং সন্নিবিষ্ট মনে যাঁর ভাবগম্য দর্শন লাভ করতে থাকেন ; কিন্তু এ সত্ত্বেও দেবতা, দৈত্য, মানুষ কেউই যে তাঁর বাস্তব স্বরূপ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে সমর্থ হননি, সেই স্বয়ং প্রকাশিত পরমাত্মাকে প্রণাম, পুনঃপুন প্রণাম।। ১ ।।

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্ বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।। ২

শ্রীভগবানের কূর্মাবতার কালে তাঁর পৃষ্ঠের উপর অতি গুরুভার মন্দরাচল পর্বতকে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার

[১]প্রাচীন বইতে 'যং ব্রহ্মা..........বিশ্রাম্যতি' এই শ্লোক (১ এবং ২ নং) এখানে ধরা হয়নি। বর্তমান বইতে উনিশতম শ্লোকের পরে (অর্থাৎ 'ধীমহি' ।। ১৯ ।।) এর পরে উক্ত শ্লোক দুটির উল্লেখ রয়েছে।

পুরাণসংখ্যাসম্ভূতিমস্য বাচ্যপ্রয়োজনে।
দানং দানস্য মাহাত্ম্যং পাঠাদেশ্চ নিবোধত।। ৩

করে সমুদ্রমন্থন করা হয়েছিল। মন্থনদণ্ড ঘূর্ণায়মান থাকা কালে মন্দরাচল পর্বতের সুতীক্ষ্ণ প্রস্তর দ্বারা কূর্মপৃষ্ঠে কণ্ডূয়ন হওয়ায় ভগবানের সুখানুভূতি হয়েছিল। তিনি তখন নিদ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ও তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস গতিতে অল্প বৃদ্ধি এসেছিল। তাঁর শ্বাসবায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের জলে যে কলতলপ্রহার হয়েছিল তার সংস্কার আজও অব্যাহত আছে। আজও সমুদ্র সেই শ্বাসবায়ুর করতলপ্রহারে জোয়ার-ভাঁটা রূপে রাতদিন নামে ও ওঠে। এখনও সেই ক্রিয়া থেকে সে বিশ্রামলাভ করল না। শ্রীভগবানের সেই পরমপ্রভাবযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু আপনাদের নিত্য রক্ষা করুক।। ২ ।।

শ্রীশৌনক ! এইবার বিভিন্ন পুরাণের আলাদাভাবে শ্লোক সংখ্যা, তার সমষ্টি, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও তার প্রয়োজনীয়তার কথাও শুনুন। দান পদ্ধতি এবং দান ও পাঠের মহিমার কথাও আপনারা শ্রবণ করুন।। ৩ ।।

ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্বিংশতি শৈবকম্।। ৪

ব্রহ্মপুরাণে দশ সহস্র, পদ্ম পুরাণে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র এবং শিবপুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক আছে।। ৪ ।।

দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ।
মার্কণ্ডং নব বাহ্নং চ দশপঞ্চ চতুঃশতম্।। ৫

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদপুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় সহস্র এবং অগ্নি পুরাণে পঞ্চদশ সহস্র চার শত শ্লোক আছে।। ৫ ।।

চতুর্দশ ভবিষ্যং স্যাত্তথা পঞ্চশতানি চ।
দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্তং লিঙ্গমেকাদশৈব তু।। ৬

ভবিষ্যপুরাণে শ্লোক সংখ্যা হল চতুর্দশ সহস্র পাঁচ শত এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অষ্টাদশ সহস্র ও লিঙ্গপুরাণে একাদশ সহস্র।। ৬ ।।

চতুর্বিংশতি বারাহমেকাশীতিসহস্রকম্।
স্কান্দং শতং তথা চৈকং বামনং দশ কীর্তিতম্।। ৭

শ্লোক সংখ্যা বরাহপুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র, স্কন্দপুরাণে একাশীতি সহস্র এক শত এবং বামনপুরাণে দশ সহস্র।। ৭ ।।

কৌর্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দশ।
একোনবিংশৎ সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু।। ৮

কূর্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র এবং মৎস্যপুরাণে চতুর্দশ সহস্র শ্লোক আছে। গরুড়পুরাণের শ্লোক সংখ্যা হল ঊনবিংশতি সহস্র ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দ্বাদশ সহস্র।। ৮ ।।

এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ।
তত্রাষ্টাদশসাহস্রং শ্রীভাগবতমিষ্যতে।। ৯

এইভাবে সমস্ত পুরাণের শ্লোক সংখ্যার যোগফল হল চার লক্ষ। তাতে শ্রীমদ্ভাগবতে, যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে শ্লোক সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র।। ৯ ।।

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্।। ১০

শ্রীশৌনক ! সর্ব প্রথম ভগবান বিষ্ণু নিজ নাভি কমলের উপর স্থিত ও সংসারের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্রহ্মাকে পরম করুণা করে এই পুরাণ প্রকাশিত করেছিলেন।। ১০ ।।

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্ ॥ ১১

এর আদি মধ্য অন্ত অর্থাৎ সর্বত্র বৈরাগ্য উৎপাদনকারী অনেক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই মহাপুরাণে যে ভগবান শ্রীহরির লীলাকথার কীর্তন করা আছে তা অবশ্যই অমৃতস্বরূপ। তার সেবনে সজ্জন ও দেবতাগণ পরম আনন্দ উপভোগ করে থাকেন॥ ১১ ॥

সর্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥ ১২

আপনারা সকলেই জানেন যে সমস্ত উপনিষদের সার হল ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নত্বস্বরূপ অদ্বিতীয় সুবৃত্তান্ত। তা-ই বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতের রচনার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কৈবল-মোক্ষ॥ ১২ ॥

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

যে ব্যক্তি ভাদ্র মাসে পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমদ্ভাগবতকে সুবর্ণ সিংহাসনে সংস্থাপন করে তা দান করে তার পরমগতি লাভ হয়ে থাকে॥ ১৩ ॥

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবন্ন দৃশ্যতে সাক্ষাচ্ছ্রীমদ্ভাগবতং পরম্॥ ১৪

সাধুসন্তদের সভায় অন্যান্য পুরাণের শোভা ততক্ষণই অক্ষুণ্ণ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দর্শন প্রাপ্তি না হয়॥ ১৪ ॥

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১৫

এই শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত উপনিষদের সারমর্ম। এই রসসুধা পানে পরিতৃপ্ত বৈষ্ণব কখনো অন্য কোনো পুরাণে রমণ করতে ইচ্ছুক হয় না॥ ১৫ ॥

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ১৬

যেমন নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা, দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীশংকর সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনই পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১৬ ॥

ক্ষেত্রাণাং চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥ ১৭

শৌনকাদি ঋষিগণ ! যেমন ক্ষেত্ররূপে কাশী সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনভাবেই পুরাণসকলের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান সর্বোচ্চ॥ ১৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ ১৮

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্বতোভাবে দোষত্রুটিরহিত। শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত বৈষ্ণবদের শ্রীমদ্ভাগবতের উপর বিশেষ প্রীতি বিরাজমান থাকে। এই পুরাণে মোক্ষপদাভিলাষী পরমহংসদের সর্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় এবং মায়াসংস্পর্শরহিত জ্ঞানের সংকীর্তন করা হয়েছে। এই গ্রন্থের সর্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য যে তা নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ সকল কর্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য ও ভক্তিতে নিত্যযুক্ত। ভাগবতের শ্রবণ, পঠন ও মননে নিত্যযুক্ত ভক্ত ভগবদ্ভক্তি লাভ করে ও মুক্ত হয়ে যায়॥ ১৮ ॥

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥ ১৯

এই শ্রীমদ্ভাগবত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশক। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের তুলনা অন্য কোনো পুরাণের সঙ্গে করা যায় না। সর্বপ্রথম স্বয়ং ভগবান নারায়ণ তা ব্রহ্মার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর তিনিই ব্রহ্মারূপে দেবর্ষি নারদকে তা উপদেশ

নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে।
য ইদং কৃপয়া কস্মৈ ব্যাচচক্ষে মুমুক্ষবে॥ ২০

দিয়েছিলেন ও নারদরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসকে। তদনন্তর তিনিই ব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবকে এবং শ্রীশুকদেবরূপে পরমকরুণা সহকারে রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে উপদেশ দান করেছিলেন। সেই ভগবান পরমশুদ্ধ ও মায়ামলরহিত। শোক ও মৃত্যু তাঁর সন্নিকটে আসতে পারে না। আমরা সেই পরমসত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করি॥ ১৯ ॥

সেই সর্বসাক্ষী ভগবান বাসুদেবকে আমরা প্রণাম করি যিনি কৃপা করে মোক্ষাভিলাষী ব্রহ্মাকে এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের উপদেশ দান করেছিলেন॥ ২০ ॥

যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।
সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ॥ ২১

তার সঙ্গে আমরা সেই মহাযোগী ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীশুকদেবকেও নমস্কার করি যিনি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের সংকীর্তন করে সংসার-সর্পদ্রষ্ট রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে মুক্ত করেছিলেন॥ ২১ ॥

ভবে[1] ভবে যথা ভক্তিঃ পাদয়োস্তব জায়তে।
তথা কুরুষ্ব দেবেশ নাথস্ত্বং নো যতঃ প্রভো॥ ২২

হে দেবতাদের আরাধ্যদেব ! হে সর্বেশ্বর ! আপনিই আমাদের একমাত্র প্রভু ; আমাদের সর্বস্ব। এইবার প্রভু আপনি এমন কৃপা করুন যাতে জন্ম-জন্মান্তরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ভক্তি অবিচল ও অচঞ্চল থাকে॥ ২২ ॥

নামসঙ্কীর্তনং যস্য সর্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥ ২৩

যে ভগবানের নামসংকীর্তন পাপপুঞ্জকে সর্বতোভাবে বিনাশ করে এবং যাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ, প্রণতি নিবেদন সর্বদুঃখকে চিরকালের জন্য নিবৃত্ত করে, সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীহরিকে আমি প্রণাম নিবেদন করছি॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে বৈয়াসিক্যামষ্টাদশসাহস্র্যাং পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের
দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি দ্বাদশঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ

ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।
তেন ত্বদঙ্ঘ্রিকমলে রতিং মে যচ্ছ শাশ্বতীম্॥

হে গোবিন্দ ! আপনারই বস্তু আপনাকেই সমর্পিত করে এই প্রার্থনা নিবেদিত হল
যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মে শাশ্বত রতি লাভ হয় ॥

---

[1]প্রাচীন বইতে 'ভবে ভবে........হরিং পরম্॥' এই দুটি (বাইশতম এবং তেইশতম) শ্লোক নেই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যম্

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভের সমাগম, শাণ্ডিল্য মুনির মুখে ভগবানের লীলারহস্য এবং ব্রজভূমির মাহাত্ম্য বর্ণনা

ব্যাস উবাচ

শ্রীসচ্চিদানন্দঘনস্বরূপিণে
কৃষ্ণায় চানন্তসুখাভিবর্ষিণে।
বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধহেতবে
নুমো বয়ং ভক্তিরসাপ্তয়েঽনিশম্॥ ১

মহর্ষি বেদব্যাস বললেন—যিনি সচ্চিদানন্দঘন-স্বরূপ, যিনি নিজ সৌন্দর্য ও মাধুর্যাদি গুণসকল দ্বারা সকলের মন তাঁর দিকে আকর্ষণ করে থাকেন, যাঁর শক্তিতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরস আস্বাদন নিমিত্ত আমরা তাঁকে নিত্য প্রণাম নিবেদন করে থাকি॥ ১ ॥

নৈমিষে সূতমাসীনমভিবাদ্য মহামতিম্।
কথামৃতরসাস্বাদকুশলা ঋষয়োঽব্রুবন্॥ ২

নৈমিষারণ্যে শ্রীসূত প্রফুল্লচিত্তে নিজ আসনে সমাসীন ছিলেন। তখন ভগবানের অমৃতময় লীলাকথা-রসিক ও তার রসাস্বাদনে অতি কুশল শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতকে প্রণাম নিবেদন করে প্রশ্ন করলেন॥ ২ ॥

ঋষয় ঊচুঃ

বজ্রং শ্রীমাথুরে দেশে স্বপৌত্রং হস্তিনাপুরে।
অভিষিচ্য গতে রাজ্ঞি তৌ কথং কিং চ চক্রতুঃ॥ ৩

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে শ্রীসূত! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন শ্রীমথুরামণ্ডলে অনিরুদ্ধনন্দন বজ্র ও হস্তিনাপুরে নিজ পৌত্র পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক করে হিমালয় অভিমুখে প্রস্থান করলেন তখন রাজা বজ্র ও পরীক্ষিৎ কোন্ কার্য কীভাবে করলেন? ৩ ॥

সূত উবাচ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৪

শ্রীসূত বললেন—ভগবান নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী এবং মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করে শুদ্ধচিত্তযুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশক ইতিহাসপুরাণরূপ 'জয়' উচ্চারণ করা উচিত॥ ৪ ॥

মহাপথং গতে রাজ্ঞি পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ।
জগাম মথুরাং বিপ্রা বজ্রনাভদিদৃক্ষয়া।। ৫

হে শৌনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ! যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ স্বর্গারোহণ নিমিত্ত হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন সম্রাট পরীক্ষিৎ একদিন মথুরা গমন করলেন। বজ্রনাভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই তাঁর মথুরা গমনের উদ্দেশ্য ছিল।। ৫ ।।

পিতৃব্যামাগতং জ্ঞাত্বা ব্রজঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ।
অভিগম্যাভিবাদ্যাথ নিনায় নিজমন্দিরম্।। ৬

বজ্রনাভ যখন জানতে পারলেন যে পিতৃতুল্য পরীক্ষিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করবার নিমিত্ত আসছেন তখন তাঁর হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি স্বয়ং নগর সীমানার বাইরে উপস্থিত থেকে মহারাজ পরীক্ষিৎকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে প্রেমপ্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে তিনি তাঁকে নিজ রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন।। ৬ ।।

পরিষ্বজ্য স তং বীরঃ কৃষ্ণৈকগতমানসঃ।
রোহিণ্যাদ্যা হরেঃ পত্নীর্ববন্দায়তনাগতঃ।। ৭

বীর পরীক্ষিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমীভক্ত ছিলেন। তাঁর মন সতত আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণেই রমণ করত। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে পরমপ্রীতি সহকারে আলিঙ্গন দান করলেন। অতঃপর তিনি অন্তঃপুরে গমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রোহিনী আদি পত্নীদের প্রণাম জানালেন।। ৭ ।।

তাভিঃ সংমানিতোহত্যর্থং পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ।
বিশ্রান্তঃ সুখমাসীনো বজ্রনাভমুবাচ হ।। ৮

রোহিণী আদি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণও সম্রাট পরীক্ষিৎকে অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি বিশ্রামের পর শান্ত হয়ে উপবেশন করে বজ্রনাভকে এই কথা বললেন।। ৮ ।।

পরীক্ষিদুবাচ

তাত ত্বৎপিতৃভির্নূনমস্মৎপিতৃপিতামহাঃ।
উদ্ধৃতা ভূরিদুঃখৌঘাদহং চ পরিরক্ষিতঃ।। ৯

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে সুপ্রিয় ! তোমার পূর্বপুরুষগণ আমার পূর্বপুরুষদের বারে বারে অতি বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমারও রক্ষাকর্তা তাঁরাই।। ৯ ।।

ন পারয়াম্যহং তাত সাধু কৃত্বোপকারতঃ।
ত্বামতঃ প্রার্থয়াম্যঙ্গ সুখং রাজ্যেঽনুযুজ্যতাম্।। ১০

হে প্রিয় বজ্রনাভ ! তাঁদের ঋণ পরিশোধ দেওয়া আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। তাই আমি তোমাকে এই প্রার্থনা করছি যে, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে রাজকার্য করে যাও।। ১০ ।।

কোশসৈন্যাদিজা চিন্তা তথারিদমনাদিজা।
মনাগপি ন কার্যা তে সুসেব্যাঃ কিন্তু মাতরঃ।। ১১

বৈভব, সৈন্যবল ও শত্রুদমন আদিতে তুমি একটুও চিন্তিত হয়ো না। মাতাদের প্রেমপ্রীতি সহকারে উত্তম সেবা করাই হবে তোমার একমাত্র কর্তব্য।। ১১ ।।

নিবেদ্য ময়ি কর্তব্যং সর্বাধিপরিবর্জনম্।
শ্রুত্বৈতৎ পরমপ্রীতো বজ্রস্তং প্রত্যুবাচ হ।। ১২

আপদবিপদ কালে অথবা অন্য কোনো কারণে হৃদয়ে ক্লেশাধিক্যের অনুভূতি হলেই, তুমি তা আমাকে নিশ্চিন্তে জানাবে। তোমার চিন্তাসকল নিবারণের ভার আমি গ্রহণ করলাম। সম্রাট পরীক্ষিতের কথা শ্রবণ করে

ব্রজনাভ উবাচ

রাজন্নুচিতমেতত্তে যদস্মাসু প্রভাষসে।
ত্বৎপিত্রোপকৃতশ্চাহং ধনুর্বিদ্যাপ্রদানতঃ।। ১৩

তস্মান্নাল্পাপি মে চিন্তা ক্ষাত্রং দৃঢ়মুপেয়ুষঃ।
কিন্ত্বেকা পরমা চিন্তা তত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্যতাম্।। ১৪

মাথুরে ত্বভিষিক্তোঽপি স্থিতোঽহং নির্জনে বনে।
ক্ব গতা বৈ প্রজাত্রত্যা যত্র রাজ্যং প্ররোচতে।। ১৫

ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতস্তু নন্দাদীনাং পুরোহিতম্।
শাণ্ডিল্যমাজুহাবাশু বজ্রসন্দেহনুত্তয়ে।। ১৬

অথোটজং বিহায়াশু শাণ্ডিল্যঃ সমুপাগতঃ।
পূজিতো বজ্রনাভেন নিষসাদাসনোত্তমে।। ১৭

উপোদ্‌ঘাতং বিষ্ণুরাতশ্চকারাশু ততস্ত্বসৌ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তাবুভৌ পরিসান্ত্বয়ন্।। ১৮

শাণ্ডিল্য উবাচ

শৃণুতং দত্তচিত্তৌ মে রহস্যং ব্রজভূমিজম্।
ব্রজনং ব্যাপ্তিরিত্যুক্তা ব্যাপনাদ্ ব্রজ উচ্যতে।। ১৯

গুণাতীতং পরং ব্রহ্ম ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে।
সদানন্দং পরং জ্যোতির্মুক্তানাং পদমব্যয়ম্।। ২০

তস্মিন্ নন্দাত্মজঃ কৃষ্ণঃ সদানন্দাঙ্গবিগ্রহঃ।
আত্মারামশ্চাপ্তকামঃ প্রেমাক্তৈরনুভূয়তে।। ২১

বজ্রনাভ অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি সম্রাট পরীক্ষিৎকে বললেন।। ১২ ।।

বজ্রনাভ বললেন—হে মহারাজ! আপনি আমাকে যে সকল কথা বললেন তা একমাত্র আপনার মতন মহানুভবের পক্ষেই সম্ভব। আপনার পিতৃদেবও আমাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করে আমার পরম উপকার করেছেন।। ১৩ ।।

বস্তুত আমার কোনো চিন্তাই নেই কারণ তাঁর কৃপায় ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্যবীর্যে আমার অপ্রতুলতা আদৌ নেই। তবে আমাকে একটি চিন্তা অহরহ ক্লেশিত করে। সেই সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু বলেন।। ১৪ ।।

যদিও আমি মথুরামণ্ডল রাজ্যে অভিষিক্ত তবুও কার্যত আমি এক নির্জন বনেই বাস করি। আমি আদৌ জানি না যে এখানকার প্রজারা কোথায় চলে গেছেন। প্রজাবিহীন রাজ্যে রাজ্যসুখ থাকা কেমন করে সম্ভব! ১৫ ।।

বজ্রনাভের সন্দেহ নিরসনে রাজা পরীক্ষিৎ তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শাণ্ডিল্যকে বার্তা প্রেরণ করলেন। শাণ্ডিল্য মুনি পূর্বে নন্দাদি গোপদের পুরোহিত ছিলেন।। ১৬ ।।

রাজা পরীক্ষিতের বার্তায় সাড়া দিয়ে মহর্ষি শাণ্ডিল্য আশ্রম কুটির থেকে সেখানে উপস্থিত হলেন। বজ্রনাভ তাঁর যথোচিত অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করলেন। তিনি এক উচ্চাসনে বিরাজমান হলেন।। ১৭ ।।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য রাজা পরীক্ষিতের কাছ থেকে সব কথা শুনলেন এবং সান্ত্বনা প্রদান করে সুমিষ্ট বাক্যে বলতে লাগলেন।। ১৮ ।।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য বললেন—হে প্রিয় পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভ! আমি তোমাদের ব্রজভূমির রহস্য বিশ্লেষণ করব। ব্রজ শব্দের অর্থ বিশাল। এই ব্যাপক অর্থেই এই ভূমির নাম ব্রজভূমি হয়েছে।। ১৯ ।।

সত্ত্ব-রজ-তম—এই ত্রিগুণের অতীত যে পরব্রহ্ম তাই বস্তুত ব্যাপক। তাকেই ব্রজ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। তা সদানন্দস্বরূপ পরম জ্যোতির্ময় ও অবিনাশী। জীবন্মুক্ত পুরুষের তাতেই নিত্য অবস্থান।। ২০ ।।

এই পরব্রহ্মস্বরূপ ব্রজধামে নন্দনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাস। তাঁর প্রতিটি অঙ্গ সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

আত্মা তু রাধিকা তস্য তয়ৈব রমণাদসৌ।
আত্মারামতয়া প্রাজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে গূঢ়বেদিভিঃ।। ২২

তিনি আত্মারাম ও আপ্তকাম। প্রেমরসে নিমজ্জিত রসিকজনই তাঁর অনুভূতি লাভ করে থাকেন।। ২১ ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আত্মা স্বয়ং শ্রীরাধিকা ; তাঁর সঙ্গে রমণ করেন বলেই রহস্যরস মর্মজ্ঞ জ্ঞানিগণ তাঁকে আত্মারাম বলে থাকেন।। ২২ ।।

কামাস্তু বাঞ্ছিতাস্তস্য গাবো গোপাশ্চ গোপিকাঃ।
নিত্যাঃ সর্বে বিহারাদ্যা আপ্তকামস্ততস্ত্বয়ম্।। ২৩

কাম শব্দের অর্থ কামনা—অভীপ্সা। ব্রজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছিত বস্তুসকল হল—গোজাতি, রাখালবালক গোপী ও তাদের সঙ্গে লীলা বিহার আদি ; সকল বস্তুই এখানে নিত্য উপলভ্য। তাই শ্রীকৃষ্ণকে আপ্তকাম বলা হয়।। ২৩ ।।

রহস্যং ত্বিদমেতস্য প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে।
প্রকৃত্যা খেলতস্তস্য লীলান্যৈরনুভূয়তে।। ২৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্যলীলা জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। তিনি যখন প্রকৃতির সঙ্গে ক্রীড়ারত হন তখন অন্যরাও তাঁর লীলার অনুভূতি লাভ করে থাকেন।। ২৪ ।।

সর্গস্থিত্যপ্যয়া যত্র রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
লীলৈবং দ্বিবিধা তস্য বাস্তবী ব্যাবহারিকী।। ২৫

প্রকৃতি সংলগ্ন লীলাতেই রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-এর প্রতীতি হয়ে থাকে। এইভাবে এই ধারণা সুদৃঢ় হয় যে শ্রীভগবানের লীলা দুই প্রকারের—এক প্রাকৃত ও দুই ব্যবহারিক।। ২৫ ।।

বাস্তবী তৎস্বসংবেদ্যা জীবানাং ব্যবহারিকী।
আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন দ্বিতীয়া নাদ্যগা ক্বচিৎ।। ২৬

প্রাকৃত লীলা স্বসংবেদ্য—তা কেবল শ্রীভগবান ও তাঁর রসিক ভক্তজনই জানতে সক্ষম হয়ে থাকেন। জীবের সম্মুখে যে লীলাভিনয় হয়ে থাকে তা ব্যবহারিক লীলা। প্রাকৃত লীলা ছাড়া ব্যবহারিক লীলা হওয়া সম্ভব নয় ; কিন্তু ব্যবহারিক লীলার প্রাকৃত লীলা রাজ্যে কখনো প্রবেশ হওয়া সম্ভব নয়।। ২৬ ।।

যুবয়োর্গোচরেয়ং তু তল্লীলা ব্যবহারিকী।
যত্র ভূরাদয়ো লোকা ভুবি মাথুরমণ্ডলম্।। ২৭

তোমরা দুইজনে যে লীলা প্রত্যক্ষ করছ তা ব্যবহারিক লীলা। এই পৃথিবী ও স্বর্গাদিলোক এই লীলার অন্তর্গত। আর পৃথিবীতেই এই মথুরামণ্ডলের অবস্থান।। ২৭ ।।

অত্রৈব ব্রজভূমিঃ সা যত্র তত্ত্বং সুগোপিতম্।
ভাসতে প্রেমপূর্ণানাং কদাচিদপি সর্বতঃ।। ২৮

এই সেই ব্রজভূমি যেখানে শ্রীভগবানের প্রাকৃত রহস্যলীলা নিত্যই নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে। যা কখনো কখনো রতিমতিযুক্ত রসিক ভক্তগণ চতুর্দিকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।। ২৮ ।।

কদাচিদ্ দ্বাপরস্যান্তে রহোলীলাধিকারিণঃ।
সমবেতা যদাত্র স্যুর্যথেদানীং তদা হরিঃ।। ২৯

স্বৈঃ সহাবতরেৎ স্বেষু সমাবেশার্থমীপ্সিতাঃ।
তদা দেবাদয়োঽপ্যন্যেঽবতরন্তি সমন্ততঃ।। ৩০

অষ্টবিংশ দ্বাপরান্তে যখন ভগবানের রহস্য-লীলাধিকারী ভক্তগণ এইস্থানে সম্মিলিত হয়ে থাকেন, যেমন ঘটনা কিছুকাল পূর্বেই ঘটেছিল, তখন স্বয়ং ভগবান নিজ অন্তরঙ্গ প্রেমীদের সঙ্গে নিয়ে অবতার গ্রহণ করেন। এই বিশেষ ব্যবস্থা এইজন্য যাতে রহস্যলীলাধিকারী ভক্তগণ তাঁর অন্তরঙ্গ পরিবারদের

সর্বেষাং বাঞ্ছিতং কৃত্বা হরিরন্তর্হিতোঽভবৎ।
তেনাত্র ত্রিবিধা লোকাঃ স্থিতাঃ পূর্বং ন সংশয়ঃ॥ ৩১

সঙ্গে মিলিত হয়ে লীলারসাস্বাদন করতে পারেন। এইভাবে ভগবানের অবতার গ্রহণকালে ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রেমী দেবতা ও ঋষিগণও দিকে দিকে অবতরণ করে থাকেন॥ ২৯-৩০ ॥

কিছুকাল পূর্বে যে অবতারলীলা হয়েছিল তাতে ভগবান নিজ সকল প্রেমীদের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তারপর অন্তর্ধান হয়ে গেছেন। এই ঘটনা থেকে জানা গেছে যে পূর্বে এখানে তিন শ্রেণীর ভক্তগণ (উপস্থিত) ছিলেন ; এটা নিশ্চিতরূপে বলা যায়॥ ৩১ ॥

নিত্যাস্তল্লিপ্সবশ্চৈব দেবাদ্যাশ্চেতি ভেদতঃ।
দেবাদ্যাস্তেষু কৃষ্ণেন দ্বারকাং প্রাপিতাঃ পুরা॥ ৩২

তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর হলেন তাঁরা যাঁরা ভগবানের নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও যাঁদের শ্রীভগবানের সঙ্গে বিয়োগ কখনো হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণী হলেন তাঁরা যাঁরা একমাত্র শ্রীভগবানকে লাভ করবার ইচ্ছা ধারণ করে থাকেন অর্থাৎ তাঁর অন্তরঙ্গ লীলাতে নিজ প্রবেশ কামনা করে থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীতে দেবতা আদি থাকেন। এঁদের মধ্যে দেবতাদি অংশে যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের ভগবান ব্রজভূমি থেকে পূর্বেই সরিয়ে দ্বারকা নিয়ে গিয়েছিলেন॥ ৩২ ॥

পুনর্মৌসলমার্গেণ স্বাধিকারেষু চাপিতাঃ।
তল্লিপ্সূংশ্চ সদা কৃষ্ণঃ প্রেমানন্দৈকরূপিণঃ॥ ৩৩

বিধায় স্বীয়নিত্যেষু সমাবেশিতবাংস্তদা।
নিত্যাঃ সর্বেঽপ্যযোগ্যেষু দর্শনাভাবতাং গতাঃ॥ ৩৪

অতঃপর শ্রীভগবান ব্রাহ্মণের অভিশাপে উৎপন্ন মুষলকে নিমিত্ত করে যদুকুলে অবতীর্ণ দেবতাদের স্বর্গে প্রত্যাগমন করিয়ে তাঁদের নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। যাঁদের মধ্যে একমাত্র শ্রীভগবানকেই লাভ করবার কামনা ছিল, তাঁদের তিনি প্রেমানন্দস্বরূপ করে নিজ নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে চিরকালের জন্য সম্মিলিত করে নিলেন। যাঁরা তাঁর নিত্য পার্ষদ তাঁরা যদিও ব্রজভূমিতে গুপ্তরূপে নিত্যলীলায় নিত্য ক্রিয়াশীল থাকেন, তাঁরা কিন্তু দর্শন অনধিকারী ব্যক্তিদের জন্য অদৃশ্য হয়েই থাকেন॥ ৩৩-৩৪ ॥

ব্যাবহারিকলীলাস্থাস্তত্র যন্নাধিকারিণঃ।
পশ্যন্ত্যত্রাগতাস্তস্মান্নির্জনত্বং সমন্ততঃ॥ ৩৫

যাঁরা তাঁর ব্যবহারিক লীলায় স্থিত তাঁরা তাঁর নিত্যলীলা দর্শন লাভ করবার অধিকারী নন ; তাই এইখানে আগমনকারী ব্যক্তিদের কাছে চারিদিকেই নির্জন বন অর্থাৎ শূন্যতা প্রতীত হয় কারণ তাঁরা প্রাকৃত লীলায় যুক্ত ভক্তদের প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন না॥ ৩৫ ॥

তস্মাচ্চিন্তা ন তে কার্যা বজ্রনাভ মদাজ্ঞয়া।
বাসয়াত্র বহূন্ গ্রামান্ সংসিদ্ধিস্তে ভবিষ্যতি॥ ৩৬

তাই হে বজ্রনাভ ! তোমার চিন্তার প্রয়োজন নেই। আমার আজ্ঞায় তুমি এইস্থানে বহু জনপদ বসতি স্থাপন করো ; তাতেই তোমার মনোরথ পূর্তি হয়ে যাবে॥ ৩৬॥

কৃষ্ণলীলানুসারেণ কৃত্বা নামানি সর্বতঃ।
ত্বয়া বাসয়তা গ্রামান্ সংসেব্যা ভূরিয়ং পরা॥ ৩৭

জনপদ বসতিসমূহের নামকরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমির সম্যক্ বিচার করেই কোরো। এইভাবেই এই দিব্য ব্রজভূমির উত্তমরূপে সেবন করতে থাকো॥ ৩৭ ॥

গোবর্দ্ধনে দীর্ঘপুরে মথুরায়াং মহাবনে।
নন্দিগ্রামে বৃহৎসানৌ কার্যা রাজ্যস্থিতিস্ত্বয়া॥ ৩৮

গোবর্ধন, দীর্ঘপুর (ডীগ), মথুরা, মহাবন (গোকুল), নন্দীগ্রাম (নন্দগ্রাম) এবং বৃহৎসানু (বরসানা) আদিতে তোমার নিজের জন্য বাসস্থান প্রস্তুত করলে ভালো হয়॥ ৩৮ ॥

নদ্যদ্রিদ্রোণিকুণ্ডাদিকুঞ্জান্ সংসেবতস্তব।
রাজ্যে প্রজাঃ সুসম্পন্নাস্ত্বং চ প্রীতো ভবিষ্যসি॥ ৩৯

সেই সকল স্থানে নিবাস করে ভগবানের লীলাস্পর্শপূত নদী, পর্বত, মালভূমি, সরোবর, কুণ্ড ও কুঞ্জবনাদির তুমি সেবন করতে থাকো। তোমার রাজ্যের প্রজাকুল তাতে প্রসন্ন হবেন এবং তুমিও প্রসন্নচিত্তে থাকতে পারবে॥ ৩৯ ॥

সচ্চিদানন্দভূরেষা ত্বয়া সেব্যা প্রযত্নতঃ।
তব কৃষ্ণস্থলান্যত্র স্ফুরন্তু মদনুগ্রহাৎ॥ ৪০

সচ্চিদানন্দঘন এই ব্রজভূমি। তাই সযত্নে এই ভূমির সেবন করা উচিত। আমার আশীর্বাদ রইল। তুমি ভগবানের লীলাস্থলসমূহ যথার্থরূপে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে॥ ৪০ ॥

বজ্র সংসেবনাদস্য উদ্ধবস্ত্বাং মিলিষ্যতি।
ততো রহস্যমেতস্মাৎ প্রাপ্স্যসি ত্বং সমাতৃকঃ॥ ৪১

হে বজ্রনাভ ! এই ব্রজভূমির সেবায় নিত্যযুক্ত থাকলে তোমার একদিন শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। তখন তো তুমি ও তোমার জননীসকলসহ তাঁর কাছ থেকেই ব্রজভূমির ভূমিকা ও ভগবানের লীলারহস্য জানতে পারবে॥ ৪১ ॥

এবমুক্ত্বা তু শাণ্ডিল্যো গতঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্।
বিষ্ণুরাতোঽথ বজ্রশ্চ পরাং প্রীতিমবাপতুঃ॥ ৪২

মুনিবর শ্রীশাণ্ডিল্য তাঁদের এইরূপ উপদেশ প্রদান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে সংলগ্ন হয়ে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করলেন। তাঁর উপদেশামৃত যুগপৎ পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভকে প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছিল॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে শাণ্ডিল্যোপদিষ্টব্রজভূমিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দমহাপুরাণের একাশি সহস্র সংহিতার দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে শাণ্ডিল্য উপদিষ্ট ব্রজভূমি মাহাত্ম্য বর্ণনা নামক প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

যমুনা এবং শ্রীকৃষ্ণপত্নীদের সংবাদ, সংকীর্তনোৎসবে শ্রীউদ্ধবের আগমন

ঋষয় উচুঃ

শাণ্ডিল্যে তৌ সমাদিশ্য পরাবৃত্তে স্বমাশ্রমম্।
কিং কথং চক্রতুস্তৌ তু রাজানৌ সূত তদ্ বদ॥ ১

সূত উবাচ

ততস্তু বিষ্ণুরাতেন শ্রেণীমুখ্যাঃ সহস্রশঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থাৎ সমানায্য মথুরাস্থানমাপিতাঃ॥ ২

মাথুরান্ ব্রাহ্মণাংস্তত্র বানরাংশ্চ পুরাতনান্।
বিজ্ঞায় মাননীয়ত্বং তেষু স্থাপিতবান্ স্বরাট্॥ ৩

বজ্রস্তু তৎসহায়েন শাণ্ডিল্যস্যাপ্যনুগ্রহাৎ।
গোবিন্দগোপগোপীনাং লীলাস্থানান্যনুক্রমাৎ॥ ৪

বিজ্ঞায়াভিধয়াস্থাপ্য গ্রামানাবাসয়দ্ বহূন্।
কুণ্ডকূপাদিপূর্তেন শিবাদিস্থাপনেন চ॥ ৫

গোবিন্দহরিদেবাদিস্বরূপারোপণেন চ।
কৃষ্ণৈকভক্তিং স্বে রাজ্যে ততান চ মুমোদ হ॥ ৬

প্রজাস্তু মুদিতাস্তস্য কৃষ্ণকীর্তনতৎপরাঃ।
পরমানন্দসম্পন্না রাজ্যং তস্যৈব তুষ্টুবুঃ॥ ৭

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে শ্রীসূত ! শাণ্ডিল্য মুনি তো রাজা পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভকে উপদেশ দিলেন তা আমরা শুনলাম। এখন বলুন যে, কার্য সম্পাদন বস্তুত কেমনভাবে হল॥ ১ ॥ শ্রীসূত বললেন-তদনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ ইন্দ্রপ্রস্থ (অধুনা দিল্লি) থেকে বহু সংখ্যক সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিকে ডেকে মথুরাতে বসবাস করতে আদেশ দিলেন॥ ২ ॥

অতঃপর সম্রাট পরীক্ষিৎ মথুরামণ্ডলের ব্রাহ্মণদের ডেকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মথুরানগরে বসবাস করবার অনুরোধ করলেন। এমনকি শ্রীভগবানের অতিপ্রিয় বানরদেরও তিনি মথুরায় থাকবার ব্যবস্থা করলেন॥ ৩ ॥

এইবার বজ্রনাভ মহারাজ পরীক্ষিতের সহায়তায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাস্পর্শপূত স্থানসকল চিহ্নিতকরণে উদ্যোগী হলেন। নিজ গোপ-গোপীদের সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাস্থলীসকল খুঁজে বার করা তাঁর পক্ষে কঠিন হল না, কারণ এতে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের আশীর্বাদ সহায়ক হয়েছিল। স্থান নিরূপণান্তে সেই স্থানের মাহাত্ম্য স্মরণ করেই তিনি নামকরণ করলেন। নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের লীলাবিগ্রহ স্থাপনা কার্যও হতে থাকল। লীলাস্পর্শপূত স্থানসকলে জন-বসতির সুযোগ-সুবিধার সূচনা করে তিনি তা বাসযোগ্য করে তুললেন। স্থানে স্থানে শ্রীভগবানের নামে কুণ্ড ও কূপ খনন করালেন। স্থানসকলকে কুঞ্জ ও উদ্যান মণ্ডিতও করলেন। শিবাদি দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত করলেন॥ ৪-৫ ॥

তিনি গোবিন্দদেব, হরিদেব আদি নামে ভগবদ্বিগ্রহ স্থাপনা করলেন। এই সকল শুভকর্ম সম্পাদন করে বজ্রনাভ নিজ রাজ্যে দিকে দিকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচার করলেন ও তার ফলে অতি আনন্দিত হলেন॥ ৬ ॥

তাঁর প্রজাদের মনেও আনন্দের সীমা ছিল না। নিত্য শ্রীভগবানের মধুর নাম ও লীলা সংকীর্তনে নিমগ্ন থেকে তাঁরা পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকতেন। তাঁরা

একদা কৃষ্ণপত্ন্যস্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুরাঃ।
কালিন্দীং মুদিতাং বীক্ষ্য পপ্রচ্ছুর্গতমৎসরাঃ॥ ৮

বজ্রনাভ পরিচালিত রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসায় সদাসর্বদা পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন॥ ৭॥

একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহবেদনাকাতর ষোড়শ সহস্র রানিগণ প্রিয় পতিদেবের চতুর্থ পাটরানি কালিন্দীকে (যমুনা) সদানন্দভাবে থাকতে দেখে সরলভাবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের মনে সতিনসুলভ মাৎসর্যভাব আদৌ ছিল না॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য ঊচুঃ

যথা বয়ং কৃষ্ণপত্ন্যস্তথা ত্বমপি শোভনে।
বয়ং বিরহদুঃখার্তাস্ত্বং ন কালিন্দি তদ্ বদ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণের রানিগণ বললেন—হে ভগিনী কালিন্দী! আমরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহধর্মিণী তুমিও তো তাই। আমরা তো তাঁর বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি ; আমাদের হৃদয় তাঁর বিয়োগবেদনায় ব্যথিত হয়ে থাকে ; কিন্তু তোমার অবস্থা তো দেখি একদম আলাদা, তুমি তো সদা প্রসন্ন। এর কারণ কী ? হে কল্যাণী ! কিছু অন্তত বলো॥ ৯॥

তচ্ছ্রুত্বা স্ময়মানা সা কালিন্দী বাক্যমব্রবীৎ।
সাপত্ন্যং বীক্ষ্য তত্তাসাং করুণাপরমানসা॥ ১০

প্রশ্ন শুনে শ্রীযমুনা হেসে ফেললেন। অবশ্যই যখন তাঁর মনে হল যে এরা সকলে আমার প্রিয়তমের পত্নী তখন তিনি দয়ায় দ্রবীভূত হয়ে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন॥ ১০॥

কালিন্দ্যুবাচ

আত্মারামস্য কৃষ্ণস্য ধ্রুবমাত্মাস্তি রাধিকা।
তস্যা দাস্যপ্রভাবেণ বিরহোঽস্মান্ ন সংস্পৃশেৎ॥ ১১

শ্রীযমুনা বললেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আত্মাতেই রমণ করে থাকেন আর তাঁর আত্মা স্বয়ং শ্রীরাধা। আমি দাসীরূপে শ্রীরাধার সেবায় নিত্যযুক্ত থাকি, তাই বিরহ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না॥ ১১॥

তস্যা এবাংশবিস্তারাঃ সর্বাঃ শ্রীকৃষ্ণনায়িকাঃ।
নিত্যসম্ভোগ এবাস্তি তস্যাঃ সাম্মুখ্যযোগতঃ॥ ১২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যত রানি আছেন তাঁরা সকলেই শ্রীরাধা অংশের বিস্তার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পরস্পরের সম্মুখে অবস্থান করায় তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ও প্রতীতি নিত্য ও শাশ্বত। তাই শ্রীরাধা স্বরূপে অংশত বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণের অন্য রানিগণও ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকেন॥ ১২॥

স এব সা স সৈবাস্তি বংশী তৎপ্রেমরূপিকা।
শ্রীকৃষ্ণনখচন্দ্রালিসঙ্গাচ্চন্দ্রাবলী স্মৃতা॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণই রাধা ও রাধাই শ্রীকৃষ্ণ। যুগলের প্রেমচিহ্ন হল বংশী। আর রাধার প্রিয় সখী চন্দ্রাবলীও শ্রীকৃষ্ণ চরণের নখরূপ চন্দ্রগণের সেবায় আসক্ত থাকার জন্য 'চন্দ্রাবলী' নামে পরিচিতা॥ ১৩॥

রূপান্তরমগৃহ্নানা তয়োঃ সেবাতিলালসা।
রুক্মিণ্যাদিসমাবেশো ময়াত্রৈব বিলোকিতঃ॥ ১৪

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সেবায় তার অতি লালসা, পরম নিষ্ঠা ; তাই সে অন্য কোনো রূপ ধারণ করে না। আমি এখানেই শ্রীরাধায় রুক্মিণী আদির সমাবেশ দেখেছি॥ ১৪॥

যুষ্মাকমপি কৃষ্ণেন বিরহো নৈব সর্বতঃ।
কিন্তু এবং ন জানীথ তস্মাদ্ ব্যাকুলতামিতাঃ।। ১৫

তোমাদের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের সর্বাংশ বিয়োগ হয়নি। কিন্তু তোমরা এই রহস্যকে এইরূপে অবগত নও তাই এত ব্যাকুল হয়ে যাও।। ১৫ ।।

এবমেবাত্র গোপীনামক্রূরাবসরে পুরা।
বিরহাভাস এবাসীদুদ্ধবেন সমাহিতঃ।। ১৬

একইভাবে পূর্বেও যখন অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগ্রাম থেকে মথুরা নিয়ে এসেছিলেন তখনও গোপীদের যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রতীতি হয়েছিল তাও বাস্তবিক বিরহ ছিল না কেবল বিরহের আভাসমাত্র ছিল। এই কথা যতদিন পর্যন্ত তারা জানত না ততদিন তাদের অতিশয় কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তারপর যখন শ্রীউদ্ধব এসে তার সমাধান করলেন তখন তারা এই কথাকে বুঝতে পারলেন।। ১৬ ।।

তেনৈব ভবতীনাং চেদ্ ভবেদত্র সমাগমঃ।
তর্হি নিত্যং স্বকান্তেন বিহারমপি লপ্স্যথ।। ১৭

যদি তোমাদেরও শ্রীউদ্ধবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়ে যায় তখন তোমরাও নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যবিহার করবার সুখ লাভ করবে।। ১৭ ।।

সূত উবাচ

এবমুক্তাস্তু তাঃ পত্ন্যঃ প্রসন্নাং পুনরব্রুবন্।
উদ্ধবালোকনেনাত্মপ্রেষ্ঠসঙ্গমলালসাঃ ।। ১৮

শ্রীসূত বললেন—হে ঋষিগণ ! যখন তিনি এইভাবে বোঝালেন তখন শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণ নিত্যপ্রসন্ন শ্রীযমুনাকে আবার বললেন। তখন তাদের হৃদয়ে যে কোনো উপায়ে শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ করবার অতি উগ্র লালসা ছিল ; তাঁরা তাঁদের প্রিয়তমের নিত্য সংযোগের সৌভাগ্য লাভ করবার আশায় ছিলেন।। ১৮ ।।

শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য ঊচুঃ

ধন্যাসি সখি কান্তেন যস্যা নৈবাস্তি বিচ্যুতিঃ।
যতস্তে স্বার্থসংসিদ্ধিস্তস্যা দাস্যো বভূবিম ।। ১৯

শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ বললেন—হে সখী ! ধন্য তোমার জীবন ; কারণ তোমাকে কখনো নিজ প্রাণনাথের বিয়োগদুঃখ সহ্য করতে হয় না। যে শ্রীরাধার কৃপায় তোমার অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হয়েছে এখন আমরাও তার দাসী হয়ে গেলাম।। ১৯ ।।

পরন্তূদ্ধবলাভে স্যাদস্মৎসর্বার্থসাধনম্।
তথা বদস্ব কালিন্দি তল্লাভোহপি যথা ভবেৎ।। ২০

কিন্তু তুমি এইমাত্র বলেছ যে শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ হলে আমাদেরও সকল মনোরথ পূর্তি হবে। তাই হে কালিন্দী ! এই শ্রীউদ্ধবের দর্শন প্রাপ্তির দ্রুত উপায় আমাদের বলো।। ২০ ।।

সূত উবাচ

এবমুক্তা তু কালিন্দী প্রত্যুবাচাথ তাস্তথা।
স্মরন্তী কৃষ্ণচন্দ্রস্য কলাঃ ষোড়শরূপিণীঃ।। ২১

শ্রীসূত বললেন—যমুনা শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীদের কাছে এই কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ষোলো কলাকে স্মরণ করে বলতে শুরু করলেন।। ২১ ।।

সাধনভূমির্বদরী ব্রজতা কৃষ্ণেন মন্ত্রিণে প্রোক্তা।
তত্রাস্তে স তু সাক্ষাত্তদ্বয়ুনং গ্রাহয়ঁল্লোকান্।। ২২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধাম প্রত্যাগমনের পূর্বে নিজ মন্ত্রী উদ্ধবকে বলেছিলেন—'হে উদ্ধব ! সাধনা করবার উত্তম ভূমি বদরীকাশ্রম। তাই নিজ সাধনা পূর্তি হেতু তুমি সেইখানে গমন করো।' শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে শ্রীউদ্ধব এখনও সাক্ষাৎ স্বরূপে বদরীকাশ্রমে বিরাজমান

ফলভূমির্ব্রজভূমির্দত্তা তস্মৈ পুরৈব সরহস্যাম্।
ফলমিহ তিরোহিতং সত্তদিহেদানীং স উদ্ধবোঽলক্ষ্যঃ॥ ২৩

গোবর্দ্ধনগিরিনিকটে সখীস্থলে তদ্ব্রজঃকামঃ।
তত্রত্যাঙ্কুরবল্লীরূপেণাস্তে স উদ্ধবো নূনম্॥ ২৪

আত্মোৎসবরূপত্বং হরিণা তস্মৈ সমর্পিতং নিয়তম্।
তস্মাত্তত্র স্থিত্বা কুসুমসরঃপরিসরে সবজ্রাভিঃ॥ ২৫

বীণাবেণুমৃদঙ্গৈঃ কীর্তনকাব্যাদিসরসসঙ্গীতৈঃ।
উৎসব আরব্ধব্যো হরিরতলোকান্ সমানায্য॥ ২৬

তত্রোদ্ধবাবলোকো ভবিতা নিয়তং মহোৎসবে বিততে।
যৌস্মাকীণামভিমতসিদ্ধিং সবিতা স এব সবিতানাম্॥ ২৭

সূত উবাচ

ইতি শ্রুত্বা প্রসন্নাস্তাঃ কালিন্দীমভিবন্দ্য তৎ।
কথয়ামাসুরাগত্য বজ্রং প্রতি পরীক্ষিতম্॥ ২৮

বিষ্ণুরাতস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রসন্নস্তদ্যুতস্তদা।
তত্রৈবাগত্য তৎ সর্বং কারয়ামাস সত্বরম্॥ ২৯

আছেন। সেই স্থানে গমনকারী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের তিনি শ্রীভগবানের কাছ থেকে লাভ করা জ্ঞানোপদেশ সকল বিতরণ করে থাকেন॥ ২২ ॥

সাধনফলরূপ হল এই ব্রজভূমি। সকল রহস্যসহ এই ভূমিও ভগবান পূর্বেই উদ্ধবকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এখান থেকে ভগবানের অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যাগভূমি স্থূল দৃষ্টির অগোচর হয়ে গেছে ; তাই এখন এখানে উদ্ধব প্রত্যক্ষ রূপে দেখা দেন না॥ ২৩ ॥

তবুও এক জায়গায় উদ্ধবের দর্শন লাভ হওয়া সম্ভব। গোবর্ধন পর্বতের নিকটে শ্রীভগবানের লীলাসহচরী গোপীদের বিহারস্থল ; সেখানে তরুলতা ও অঙ্কুররূপে অবশ্যই শ্রীউদ্ধব নিবাস করেন। তরুলতারূপে তাঁর সেইখানে নিবাসের উদ্দেশ্য অবশ্যই শ্রীভগবানের প্রিয়তম গোপীদের চরণ রজ স্পর্শ লাভ করতে থাকা॥ ২৪ ॥

শ্রীউদ্ধব সম্বন্ধে একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, শ্রীভগবান তাঁকে নিজ উৎসবস্বরূপ প্রদান করেছেন। শ্রীভগবানের উৎসব শ্রীউদ্ধবের অঙ্গ ; তিনি তার থেকে পৃথক থাকতে পারেন না। অতএব এইবার তোমরা বজ্রনাভকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে গমন করো এবং কুসুম সরোবরের কাছে নিবাস করো॥ ২৫ ॥

ভগবদ্ভক্তদের একত্র করে বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ আদি বাদ্য সহযোগে শ্রীভগবানের নাম ও লীলা সংকীর্তন, ভগবান সম্বন্ধিত কাব্যকথা শ্রবণ ও ভগবদগুণগানে যুক্ত সরস-সংগীত দ্বারা এক মহান উৎসব আরম্ভ করো॥ ২৬ ॥

এইভাবে যখন সেই মহান উৎসবের বিস্তার হবে তখন সুনিশ্চিতভাবে সেখানে শ্রীউদ্ধবের দর্শন লাভ হবে। তিনিই তোমাদের মনোরথ পূরণে সক্ষম হবেন॥ ২৭ ॥

শ্রীসূত বললেন—শ্রীযমুনার কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণের রানিগণ অতি প্রসন্ন হলেন। তাঁরা শ্রীযমুনাকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং প্রত্যাগমন করে বজ্রনাভ ও পরীক্ষিৎকে সব কথা বললেন॥ ২৮ ॥

সব কথা শুনে পরীক্ষিৎ অতি প্রসন্ন হলেন। তিনি বজ্রনাভ ও শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে সেই স্থানে উপনীত হলেন ও শ্রীযমুনা নির্দেশিত কার্যসকল করতে

গোবর্দ্ধনাদদূরেণ বৃন্দারণ্যে সখীস্থলে।
প্রবৃত্তঃ কুসুমাম্ভোধৌ কৃষ্ণসঙ্কীর্তনোৎসবঃ।। ৩০

বৃষভানুসুতাকান্তবিহারে কীর্তনশ্রিয়া।
সাক্ষাদিব সমাবৃত্তে সর্বেঽনন্যদৃশোঽভবন্।। ৩১

ততঃ পশ্যৎসু সর্বেষু তৃণগুল্মলতাচয়াৎ।
আজগামোদ্ধবঃ স্রগ্বী শ্যামঃ পীতাম্বরাবৃতঃ।। ৩২

গুঞ্জামালাধরো গায়ন্ বল্লবীবল্লভং মুহুঃ।
তদাগমনতো রেজে ভৃশং সঙ্কীর্তনোৎসবঃ।। ৩৩

চন্দ্রিকাগমতো যদ্বৎ স্ফাটিকাট্টালভূমণিঃ।
অথ সর্বে সুখাম্ভোধৌ মগ্নাঃ সর্বং বিসস্মরুঃ।। ৩৪

ক্ষণেনাগতবিজ্ঞানা দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণরূপিণম্।
উদ্ধবং পূজয়াঞ্চক্রুঃ প্রতিলব্ধমনোরথাঃ।। ৩৫

শুরু করলেন।। ২৯ ।।

গোবর্ধনের নিকটে বৃন্দাবনের মধ্যে সখীদের বিহারস্থল, কুসুমসরোবরে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন উৎসবের সূচনা হল।। ৩০ ।।

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা ও তাঁর প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাভূমি যখন সাক্ষাৎ সংকীর্তনে শোভামণ্ডিত হয়ে উঠল তখন সেই স্থানের ভক্তগণও একাগ্রচিত্ত হয়ে গেলেন ; তাঁদের দৃষ্টি ও মনের বৃত্তি উৎসবানন্দে নিমজ্জিত হয়ে স্থির হয়ে রইল।। ৩১ ।।

তদনন্তর সকলের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই বিস্তৃত তৃণ, গুল্ম ও লতাসকল থেকে আবির্ভূত শ্রীউদ্ধবের আগমন হল। তাঁর শ্যামল অঙ্গে পীতাম্বরের অপরূপ শোভা ছিল। তাঁর কণ্ঠে ছিল বনমালা ও গুঞ্জমালা। তিনি অবিরাম গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাগানে মত্ত হয়েছিলেন। শ্রীউদ্ধবের আগমনে সেই সংকীর্তনোৎসবের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেল। মনে হল যেন স্ফটিকমণি নির্মিত অট্টালিকার ছাদে চন্দ্রালোক পতিত হওয়ায় তার সৌন্দর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়ে অন্য সব কিছু ভুলে গেলেন ও ভাবে বিভোর হয়ে রইলেন।। ৩২-৩৪ ।।

তাঁদের চেতনা দিব্যস্তরে উন্নীত হয়ে গিয়েছিল। ভাব প্রশমনে তাঁরা শ্রীউদ্ধবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে প্রত্যক্ষ করে আনন্দে পরিপূর্ণ হলেন। তাঁদের মনোরথ আজ পূর্ণ। শ্রীউদ্ধবকে যথাযোগ্য পূজা সেবা নিবেদন করে তাঁরা কৃতার্থ হলেন।। ৩৫ ।।

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে গোবর্দ্ধনপর্বতসমীপে পরীক্ষিদাদীনামুদ্ধবদর্শনবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।। ২ ।।

ইতি শ্রীস্কন্দ মহাপুরাণের একাশি সহস্র সংহিতার দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যের গোবর্ধন পর্বত সমীপে পরীক্ষিৎ আদির উদ্ধব দর্শন বর্ণনা নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ২ ।।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ
তৃতীয় অধ্যায়
শ্রীমদ্ভাগবত-পরম্পরা ও তাঁর মাহাত্ম্য এবং ভাগবত শ্রবণে শ্রোতাদের ভগবদধাম লাভ

সূত উবাচ

অথোদ্ধবস্তু তান্ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণকীর্তনতৎপরান্।
সৎকৃত্যাথ পরিষ্বজ্য পরীক্ষিতমুবাচ হ॥ ১

শ্রীসূত বললেন— সমবেত ভক্তদলকে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সংকীর্তনে যুক্ত থাকতে দেখে শ্রীউদ্ধব তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। পরীক্ষিৎকে প্রেমালিঙ্গন দান করে শ্রীউদ্ধব বললেন॥ ১ ॥

উদ্ধব উবাচ

ধন্যোঽসি রাজন্ কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণোঽসি নিত্যদা।
যস্ত্বং নিমগ্নচিত্তোঽসি কৃষ্ণসঙ্কীর্তনোৎসবে॥ ২

রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ-নামসংকীর্তন মহোৎসবে তোমাকে আত্মমগ্ন দেখে আমি আনন্দিত। তোমার হৃদয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি বর্তমান তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। তুমি ধন্য ! ২ ॥

কৃষ্ণপত্নীষু বজ্রে চ দিষ্ট্যা প্রীতিঃ প্রবর্তিতা।
তবোচিতমিদং তাত কৃষ্ণদত্তাঙ্গবৈভব॥ ৩

তোমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীদের উপর ভক্তি ও বজ্রনাভের উপর প্রেমপ্রীতি আছে যা অতি সৌভাগ্যের প্রতীক। হে তাত ! এ কর্ম তোমারই উপযুক্ত কর্ম। এমনই তো হওয়া স্বাভাবিক, কারণ শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং তোমাকে দেহ ও বৈভব—দুইই দিয়েছেন। তাঁর প্রপৌত্র তো তোমার প্রেমপ্রীতি পাবেই॥ ৩ ॥

দ্বারকাস্থেষু সর্বেষু ধন্যা এতে ন সংশয়ঃ।
যেষাং ব্রজনিবাসায় পার্থমাদিষ্টবান্ প্রভুঃ॥ ৪

দ্বারকার অল্প কিছু ব্যক্তিদের ব্রজে প্রতিষ্ঠিত করবার নির্দেশ তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীঅর্জুনকে দিয়েছিলেন। ধন্য সেই সকল ব্যক্তিগণ ! তাঁরা যে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী তাতে আর সন্দেহ কোথায় ! ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য মনশ্চন্দ্রো রাধাস্যপ্রভয়ান্বিতঃ।
তদ্বিহারবনং গোভির্মণ্ডয়ন্ রোচতে সদা॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণের মনরূপ চন্দ্র রাধার মুখের প্রভারূপ চন্দ্রালোকে যুক্ত হয়ে তাঁর লীলাভূমি বৃন্দাবনকে নিজ কিরণে সুশোভিত করে এখানে নিত্য প্রকাশমান থাকে॥ ৫ ॥

কৃষ্ণচন্দ্রঃ সদা পূর্ণস্তস্য ষোড়শ যাঃ কলাঃ।
চিৎসহস্রপ্রভাভিন্না অত্রাস্তে তৎস্বরূপতা॥ ৬

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য পূর্ণচন্দ্র, প্রাকৃত চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ বিকার তাতে অনুপস্থিত। তাঁর ষোলো কলা থেকে সহস্র সহস্র চিন্ময় কিরণ নির্গত হয় যা তাঁর বিভিন্ন ভেদের কারণ হয়ে থাকে। এই সকল কলাসম্পন্ন, নিত্য পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রজভূমিতে নিত্য বিরাজমান থাকেন। এই ব্রজভূমি ও তাঁর বাস্তব স্বরূপে বস্তুত কোনো প্রভেদই নেই॥ ৬ ॥

এবং বজ্রস্তু রাজেন্দ্র প্রপন্নভয়ভঞ্জকঃ।
শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণে পাদে স্থানমতেস্য বর্ততে॥ ৭

হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ ! এইরূপ বিচারে ব্রজবাসীগণ শ্রীভগবানের অঙ্গেই অবস্থান করেন। শরণাগতদের অভয় প্রদানকারী এই যে ব্রজগণ, তাঁদের স্থান শ্রীকৃষ্ণের

অবতারেহত্র কৃষ্ণেন যোগমায়াতিভাবিতাঃ।
তদ্বলেনাত্মবিস্মৃত্যা সীদন্ত্যেতে ন সংশয়ঃ॥ ৮

ঋতে কৃষ্ণপ্রকাশং তু স্বাত্মবোধো ন কস্যচিৎ।
তৎপ্রকাশস্তু জীবানাং মায়য়া পিহিতঃ সদা॥ ৯

অষ্টাবিংশে দ্বাপরান্তে স্বয়মেব যদা হরিঃ।
উৎসারয়েন্নিজাং মায়াং তৎপ্রকাশো ভবেত্তদা॥ ১০

স তু কালো ব্যতিক্রান্তস্তেনেদমপরং শৃণু।
অন্যদা তৎপ্রকাশস্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতাদ্ ভবেৎ॥ ১১

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র ভাগবতৈর্যদা।
কীর্ত্যতে শ্রূয়তে চাপি শ্রীকৃষ্ণস্তত্র নিশ্চিতম্॥ ১২

শ্রীমদ্ভাগবতং যত্র শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব চ।
তত্রাপি ভগবান্ কৃষ্ণো বল্লবীভির্বিরাজতে॥ ১৩

ভারতে মানবং জন্ম প্রাপ্য ভাগবতং ন যৈঃ।
শ্রুতং পাপাপরাধীনৈরাত্মঘাতস্তু তৈঃ কৃতঃ॥ ১৪

শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং নিত্যং যৈঃ পরিসেবিতম্।
পিতুর্মাতুশ্চ ভার্যায়াঃ কুলপঙ্‌ক্তিঃ সুতারিতা॥ ১৫

বিদ্যাপ্রকাশো বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং শত্রুজয়ো বিশাম্।
ধনং স্বাস্থ্যং চ শূদ্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ ভবেৎ॥ ১৬

যোষিতামপরেষাং চ সর্ববাঞ্ছিতপূরণম্।
অতো ভাগবতং নিত্যং কো ন সেবেত ভাগ্যবান্॥ ১৭

দক্ষিণ চরণে॥ ৭ ॥

এই কৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবান সকলকে নিজ যোগমায়ায় অভিভূত করে রেখেছেন যার প্রভাবে তাঁদের নিজ স্বরূপ বিস্মরণ হয়েছে। তাই তাঁরা নিত্য বিষাদগ্রস্ত থাকেন। এই কথা সত্য ও অভ্রান্ত বলা যেতে পারে॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ লাভ না করলে কারো পক্ষে নিজ স্বরূপের বোধলাভ সম্ভব হয় না। সকল জীবের অন্তঃকরণে যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ বর্তমান তার উপর নিত্য মায়ার আবরণ থাকে॥ ৯ ॥

অষ্টবিংশ দ্বাপরান্তে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে নিজ মায়ার আবরণ নিজেই সরিয়ে নেন তখন জীবসকল তাঁর প্রকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়ে থাকে॥ ১০ ॥

সেই কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, তাই তার কোনো সম্ভাবনা এখন নেই। সেই প্রকাশ প্রাপ্তির অবশ্যই এক ভিন্ন উপায় বর্তমান, যার কথা শুনে রাখো। অষ্টবিংশ দ্বাপর কাল ছাড়া অন্য সময়ে এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ লাভ করতে হলে শ্রীমদ্ভাগবতের সান্নিধ্য লাভ অতি আবশ্যক হয়ে থাকে॥ ১১ ॥

শ্রীভগবানের ভক্ত যখনই কোথাও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র সংকীর্তন ও শ্রবণ করেন তখন সেখানে অবশ্যই সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান থাকেন॥ ১২ ॥

যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক অথবা শ্লোকার্ধও পাঠ হয় সেখানেও শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয় বল্লবীদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকেন॥ ১৩ ॥

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেও যারা পাপাচারে যুক্ত থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে অনিচ্ছুক থাকে তাঁদের আচরণ তো আত্মহননের সমতুল্য॥ ১৪ ॥

যে সৌভাগ্যবানগণ নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র সেবন করেন, তাঁরা নিজ পিতৃকুল, মাতৃকুল ও পত্নীকুল—এই তিন কুলেরই সর্বাত্মক উদ্ধার সাধন করে থাকেন॥ ১৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বাধ্যায় ও শ্রবণ করলে ব্রাহ্মণদের বিদ্যার প্রকাশ (বোধ) লাভ হয়, ক্ষত্রিয়দের শত্রুদের উপর বিজয় লাভ হয়। বৈশ্যদের ধন লাভ হয় ও শূদ্রদের সুস্বাস্থ্য লাভ হয়॥ ১৬ ॥

নারী ও অন্ত্যজ আদিগণের কামনাও শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে। অতএব ভাগ্যবান পুরুষ মাত্রেই

অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতং লভেৎ।
প্রকাশো ভগবদ্ভক্তেরুদ্ভবস্তত্র জায়তে।। ১৮

শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্য সেবনে অবশ্যই সংলগ্ন থাকবেন।। ১৭ ।।

বহুজন্মের সাধনান্তে মানব যখন পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করে তখন তার শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্তি হয়ে থাকে। ভাগবতে শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়, যাতে ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে।। ১৮ ।।

সাংখ্যায়নপ্রসাদাপ্তং শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা।
বৃহস্পতির্দত্তবান্ মে তেনাহং কৃষ্ণবল্লভঃ।। ১৯

পুরাকালে সাংখ্যায়নের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৃহস্পতি লাভ করেছিলেন এবং তিনি আমাকে প্রদান করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতই আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা স্তরে উন্নীত করেছে।। ১৯ ।।

আখ্যায়িকাং চ তেনোক্তাং বিষ্ণুরাত নিবোধ তাম্।
জ্ঞায়তে সম্প্রদায়োঽপি যত্র ভাগবতশ্রুতেঃ।। ২০

হে পরীক্ষিৎ ! শ্রীবৃহস্পতি আমাকে এক আখ্যায়িকাও বলেছিলেন, তা তুমিও শুনে রাখো। এই আখ্যায়িকা থেকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তনও জানা যায়।। ২০ ।।

বৃহস্পতিরুবাচ

ঈক্ষাঞ্চক্রে যদা কৃষ্ণো মায়াপুরুষরূপধৃক্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।। ২১

পুরুষাস্ত্রয় উত্তস্থুরধিকারাংস্তদাদিশৎ।
উৎপত্তৌ পালনে চৈব সংহারে প্রক্রমেণ তান্।। ২২

শ্রীবৃহস্পতি বলেছিলেন—নিজ মায়ার প্রভাবে পুরুষরূপ ধারণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন সৃষ্টির সংকল্প করলেন তখন তাঁর দিব্যবিগ্রহ থেকে তিনজন পুরুষ আবির্ভূত হলেন। রজোগুণ প্রধান ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রধান বিষ্ণু ও তমোগুণপ্রধান রুদ্র সৃষ্ট হলেন। শ্রীভগবান এই তিনজনকে যথাক্রমে জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার কার্যের দায়িত্ব প্রদান করলেন।। ২১-২২।।

ব্রহ্মা তু নাভিকমলাদুৎপন্নস্তং ব্যজিজ্ঞপৎ।

তখন ভগবানের নাভিকমল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা তাঁকে নিজ মনোভাব এইভাবে প্রকাশ করলেন।

ব্রহ্মোবাচ

নারায়ণাদিপুরুষ পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে।। ২৩

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে পরমাত্মা ! আপনি 'নার' অর্থাৎ জল শয্যায় শয়ন করেন বলে 'নারায়ণ' রূপে পরিচিত। আপনিই সকলের আদি কারণ তাই আপনি আদিপুরুষ। আমি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি।। ২৩।।

ত্বয়া সর্গে নিযুক্তোঽস্মি পাপীয়ান্ মাং রজোগুণঃ।
ত্বৎস্মৃতৌ নৈব বাধেত তথৈব কৃপয়া প্রভো।। ২৪

হে প্রভু ! আপনি আমাকে সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত করেছেন। আমি কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি কারণ অতি বিষম পাপাত্মা রজোগুণ আপনার স্মৃতি-ধারণে এক বড় বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব কৃপা করে এমন এক পথ বলে দিন যাতে আপনার স্মরণ মননও আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকে।। ২৪ ।।

বৃহস্পতিরুবাচ

যদা তু ভগবাংস্তস্মৈ শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা।
উপদিশ্যাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ সেবস্বৈনৎ স্বসিদ্ধয়ে।। ২৫

শ্রীবৃহস্পতি বললেন—শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনা পূর্তি হেতু পুরাকালে শ্রীভগবান স্বয়ং নিজমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের

ব্রহ্মা তু পরমপ্রীতস্তেন কৃষ্ণাপ্তয়েঽনিশম্।
সপ্তাবরণভঙ্গায় সপ্তাহং সমবর্তয়ৎ ॥ ২৬

শ্রীভাগবতসপ্তাহসেবনাপ্তমনোরথঃ ।
সৃষ্টিং বিতনুতে নিত্যং সসপ্তাহঃ পুনঃ পুনঃ॥ ২৭

বিষ্ণুরপ্যর্থয়ামাস পুমাংসং স্বার্থসিদ্ধয়ে।
প্রজানাং পালনে পুংসা যদনেনাপি কল্পিতঃ॥ ২৮

বিষ্ণুরুবাচ

প্রজানাং পালনং দেব করিষ্যামি যথোচিতম্।
প্রবৃত্ত্যা চ নিবৃত্ত্যা চ কর্মজ্ঞানপ্রয়োজনাৎ॥ ২৯

যদা যদৈব কালেন ধর্মগ্লানির্ভবিষ্যতি।
ধর্মং সংস্থাপয়িষ্যামি হ্যবতারৈস্তদা তদা॥ ৩০

ভোগার্থিভ্যস্তু যজ্ঞাদিফলং দাস্যামি নিশ্চিতম্।
মোক্ষার্থিভ্যো বিরক্তেভ্যো মুক্তিং পঞ্চবিধাং তথা॥ ৩১

যেঽপি মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি তান্ কথং পালয়াম্যহম্।
আত্মানং চ শ্রিয়ং চাপি পালয়ামি কথং বদ॥ ৩২

তস্মা অপি পুমানাদ্যঃ শ্রীভাগবতমাদিশৎ।
উবাচ চ পঠস্বৈনত্তব সর্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ৩৩

ততো বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা পরমার্থকপালনে।
সমর্থোঽভূচ্ছ্রিয়া মাসি মাসি ভাগবতং স্মরন্॥ ৩৪

উপদেশামৃত তাঁকে দান করে বলেছিলেন—'ব্রহ্মন্! তুমি তোমার মনোরথ সিদ্ধি হেতু নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত সেবনে যুক্ত থেকো' ॥ ২৫ ॥

শ্রীব্রহ্মা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ লাভ করে অতি প্রসন্ন হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রাপ্তি ও সপ্ত আবরণ ভঙ্গ করবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ পারায়ণ করলেন॥ ২৬ ॥

সপ্তাহযজ্ঞবিধি অনুসারে সপ্তদিবস পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সেবন করায় শ্রীব্রহ্মার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়ে গেল। এরই প্রভাবে তিনি সদাসর্বদা ভগবদস্মরণ করে সৃষ্টির বিস্তার সাধন করতে থাকলেন। তাঁর সপ্তাহ যজ্ঞানুষ্ঠান বারংবার হতেই থাকল॥ ২৭ ॥

শ্রীব্রহ্মার মতোই বিষ্ণুও নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি হেতু সেই পরমপুরুষ পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন, কারণ সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও প্রজা প্রতিপালনরূপ কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন॥ ২৮ ॥

বিষ্ণু বললেন—হে দেব! আমি আপনার আজ্ঞায় কর্ম ও জ্ঞানোদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রজা প্রতিপালন করবার চেষ্টায় যুক্ত থাকব॥ ২৯ ॥

কালের প্রভাবে যখনই ধর্মে গ্লানি অনুভূত হবে তখন আমি ধর্মসংস্থাপনার জন্য বহু অবতার রূপে আবির্ভূত হব॥ ৩০ ॥

ভোগের ইচ্ছা ধারণকারীদের আমি অবশ্যই তাদের কৃত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফল প্রদান করব এবং যারা সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির অভিলাষী ও আচরণে ত্যাগী হবে তাদের ইচ্ছানুসারে পঞ্চ প্রকারের মুক্তিও প্রদান করব॥ ৩১ ॥

কিন্তু যারা মোক্ষ আদৌ চায় না তাদের প্রতিপালন করা তো অতি দুরূহ কর্ম। আমি নিজের ও শ্রীলক্ষ্মীর প্রতিপালনই বা কেমন করে করব! তাও বুঝি না। আপনি এর একটা পথ আমাকে বলে দিন॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুর এই প্রার্থনা শুনে আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাকেও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ দিলেন ও বললেন—'নিজ মনোরথ সিদ্ধি হেতু নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রপাঠে সংলগ্ন থেকো' ॥ ৩৩ ॥

এই উপদেশ লাভ করে বিষ্ণুভগবান প্রসন্ন চিত্ত হয়ে গেলেন এবং তিনি প্রতি মাসে শ্রীলক্ষ্মীর সঙ্গে

যদা বিষ্ণুঃ স্বয়ং বক্তা লক্ষ্মীশ্চ শ্রবণে রতা।
তদা ভাগবতশ্রাবো মাসেনৈব পুনঃ পুনঃ॥ ৩৫

যদা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং বক্ত্রী বিষ্ণুশ্চ শ্রবণে রতঃ।
মাসদ্বয়ং রসাস্বাদস্তদাতীব সুশোভতে॥ ৩৬

অধিকারে স্থিতো বিষ্ণুর্লক্ষ্মীর্নিশ্চিন্তমানসা।
তেন ভাগবতাস্বাদস্তস্যা ভূরি প্রকাশতে॥ ৩৭

অথ রুদ্রোঽপি তং দেবং সংহারাধিকৃতঃ পুরা।
পুমাংসং প্রার্থয়ামাস স্বসামর্থ্যবিবৃদ্ধয়ে॥ ৩৮

রুদ্র উবাচ

নিত্যে নৈমিত্তিকে চৈব সংহারে প্রাকৃতে তথা।
শক্তয়ো মম বিদ্যন্তে দেবদেব মম প্রভো॥ ৩৯

আত্যন্তিকে তু সংহারে মম শক্তির্ন বিদ্যতে।
মহদ্দুঃখং মমৈতত্তু তেন ত্বাং প্রার্থয়াম্যহম্॥ ৪০

বৃহস্পতিরুবাচ

শ্রীমদ্ভাগবতং তস্মা অপি নারায়ণো দদৌ।
স তু সংসেবনাদস্য জিগ্যে চাপি তমোগুণম্॥ ৪১

কথা ভাগবতী তেন সেবিতা বর্ষমাত্রতঃ।
লয়ে ত্বাত্যন্তিকে তেনাবাপ শক্তিং সদাশিবঃ॥ ৪২

উদ্ধব উবাচ

শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যমিমামাখ্যায়িকাং গুরোঃ।
শ্রুত্বা ভাগবতং লব্ধ্বা মুমুদেঽহং প্রণম্য তম্॥ ৪৩

শ্রীমদ্ভাগবত চিন্তন করতে শুরু করলেন। এইভাবে তাঁর পরমার্থ ও জগতের প্রতিপালন কার্য—দুইই সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল॥ ৩৪ ॥

ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বক্তা হলে শ্রীলক্ষ্মী তা প্রেমপ্রীতি সহকারে শ্রবণ করে থাকেন। তখন ভাগবত কথা শ্রবণ এক মাসেই সম্পূর্ণ হয়ে যেতে থাকল॥ ৩৫ ॥

কিন্তু যখন স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী বক্তা হন এবং বিষ্ণু শ্রোতারূপে থাকেন তখন ভাগবতকথার রসাস্বাদন দুই মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। সেই সময় ভাগবতকথার মাধুর্য অপরিসীম হয় ও তা অতীব শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে॥ ৩৬ ॥

এর কারণরূপে বলা যেতে পারে যে ভগবান বিষ্ণু অধিকারারূঢ় বলে তাঁকে জগতের প্রতিপালনের চিন্তা করতে হয় যা শ্রীলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ; তাই শ্রীলক্ষ্মীর হৃদয় নিশ্চিন্ত। অতএব শ্রীলক্ষ্মীর মুখে ভাগবতকথার রসাস্বাদন অধিক সরস হয়ে থাকে। অতঃপর রুদ্রও, যাঁকে ভগবান পূর্বেই সংহার কার্যে নিযুক্ত করেছেন, তিনিও নিজ সামর্থ্য বৃদ্ধি হেতু সেই পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলেন॥ ৩৭-৩৮ ॥

রুদ্র বললেন—হে দেবাদিদেব প্রভু ! আমার নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত সংহারের শক্তিসকল থাকলেও আত্যন্তিক সংহারের শক্তি আদৌ নেই। কথাটা মোটেই সুখের নয়। এই অপ্রতুলতা নিরসনে আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি॥ ৩৯-৪০ ॥

শ্রীবৃহস্পতি বললেন—রুদ্রের প্রার্থনা শুনে নারায়ণ তাঁকেও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ দিলেন। সদাশিব রুদ্র বাৎসরিক পারায়ণ অনুসারে এক বৎসরে ভাগবতকথা শ্রবণ করলেন। এই শ্রবণের ফলে তিনি তমোগুণের উপর নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং আত্যন্তিক সংহার (মোক্ষ) শক্তিও লাভ করলেন॥ ৪১-৪২ ॥

শ্রীউদ্ধব বললেন—শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধিত এই আখ্যায়িকা আমি আমার গুরু শ্রীবৃহস্পতির কাছ থেকে শ্রবণ করেছি। তাঁর কাছ থেকে ভাগবতের উপদেশ লাভ করে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে আমি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম॥ ৪৩ ॥

ততস্তু বৈষ্ণবীং রীতিং গৃহীত্বা মাসমাত্রতঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদো ময়া সম্যঙ্‌নিষেবিতঃ॥ ৪৪

অতঃপর ভগবান নারায়ণের বিধি অনুসারে আমিও এক মাস কাল উত্তমরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন করি॥ ৪৪ ॥

তাবতৈব বভূবাহং কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
কৃষ্ণেনাথ নিযুক্তোঽহং ব্রজে স্বপ্রেয়সীগণে॥ ৪৫

তাতেই আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখার স্থান অর্জন করলাম। অতঃপর শ্রীভগবান আমাকে ব্রজে নিজ গোপীদের সেবায় নিযুক্ত করলেন॥ ৪৫ ॥

বিরহার্ত্তাসু গোপীষু স্বয়ং নিত্যবিহারিণা।
শ্রীভাগবতসন্দেশো মন্মুখেন প্রয়োজিতঃ॥ ৪৬

নিজ লীলাপরিকরদের সঙ্গে শ্রীভগবান সতত বিহার করে থাকেন। অতএব গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ভ্রমবশত যখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ বেদনায় কাতর হয়েছিলেন তখন শ্রীভগবান আমার মুখ থেকে তাঁদের ভাগবতের কথা শুনিয়েছিলেন॥ ৪৬ ॥

তং যথামতি লব্‌ধ্বা তা আসন্ বিরহবর্জিতাঃ।
নাজ্ঞাসিষং রহস্যং তচ্চমৎকারস্তু লোকিতঃ॥ ৪৭

ভাগবতের সারমর্ম নিজ বুদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ গোপীগণ বিরহবেদনা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই ভাগবতরহস্য সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম না হলেও আমি তার অলৌকিক ক্ষমতা অবশ্যই দেখেছি॥ ৪৭ ॥

স্বর্বাসং প্রার্থ্য কৃষ্ণং চ ব্রহ্মাদ্যেষু গতেষু মে।
শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণস্তদ্রহস্যং স্বয়ং দদৌ॥ ৪৮

পুরতোঽশ্বত্থমূলস্য চকার ময়ি তদ্ দৃঢ়ম্।
তেনাত্র ব্রজবল্লীষু বসামি বদরীং গতঃ॥ ৪৯

বহুকাল পর যখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রীভগবানের কাছে এসে তাঁকে পরমধাম প্রত্যাগমনের প্রার্থনা করে গেলেন, তখন পিপুল বৃক্ষমূলে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে শ্রীভগবান সেই শ্রীমদ্ভাগবত বিষয়ক রহস্যকে উন্মীলন করলেন। আমার বুদ্ধিতে তার দৃঢ় প্রত্যয়ের আগমন হল। তারই প্রভাবে আমি বদরীকাশ্রমে নিবাস করেও এই ব্রজের লতাপাতাতেই নিবাস করি॥ ৪৮-৪৯ ॥

তস্মান্নারদকুণ্ডেঽত্র তিষ্ঠামি স্বেচ্ছয়া সদা।
কৃষ্ণপ্রকাশো ভক্তানাং শ্রীমদ্ভাগবতাদ্ ভবেৎ॥ ৫০

তারই প্রভাবে এই নারদকুণ্ডে স্বেচ্ছায় আমি নিত্য বিরাজমান থাকি। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সার বস্তু লাভ করতে সক্ষম হন॥ ৫০ ॥

তদেষামপি কার্যার্থং শ্রীমদ্ভাগবতং ত্বহম্।
প্রবক্ষ্যামি সহায়োঽত্র ত্বয়ৈবানুষ্ঠিতো ভবেৎ॥ ৫১

সমবেত ভক্তগণের কার্য সিদ্ধি হেতু আমি এখানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করব ; কিন্তু এই কার্যে তোমার সাহায্যও যে প্রয়োজন! ৫১ ॥

সূত উবাচ

বিষ্ণুরাতস্তু শ্রুত্বা তদুদ্ধবং প্রণতোঽব্রবীৎ।

শ্রীসূত বললেন—এইরূপ শুনে রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীউদ্ধবকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

পরীক্ষিদুবাচ

হরিদাস ত্বয়া কার্যং শ্রীভাগবতকীর্তনম্॥ ৫২
আজ্ঞাপ্যোঽহং যথা কার্যঃ সহায়োঽত্র ময়া তথা।

শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন—হে হরিদাস শ্রীউদ্ধব! আপনি নিশ্চিন্ত মনে শ্রীমদ্ভাগবত সংকীর্তন করুন॥ ৫২ ॥

আর আমার কী সাহায্য প্রয়োজন, বলুন।

সূত উবাচ

শ্রুত্বৈতদুদ্ধবো বাক্যমুবাচ প্রীতমানসঃ॥ ৫৩

শ্রীসূত বললেন—পরীক্ষিতের কথা শুনে প্রসন্ন চিত্ত শ্রীউদ্ধব বললেন॥ ৫৩ ॥

উদ্ধব উবাচ

শ্রীকৃষ্ণেন পরিত্যক্তে ভূতলে বলবান্ কলিঃ।
করিষ্যতি পরং বিঘ্নং সৎকার্যে সমুপস্থিতে॥ ৫৪

শ্রীউদ্ধব বললেন—রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের পর থেকে এই পৃথিবীতে অতি বলবান কলিযুগের রাজত্বকাল শুরু হয়েছে। শুভানুষ্ঠান আরম্ভ হলেই বলবান কলি অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবে॥ ৫৪ ॥

তস্মাদ্ দিগ্বিজয়ং যাহি কলিনিগ্রহমাচর।
অহং তু মাসমাত্রেণ বৈষ্ণবীং রীতিমাস্থিতঃ॥ ৫৫

শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদং প্রচার্য ত্বৎসহায়তঃ।
এতান্ সম্প্রাপয়িষ্যামি নিত্যধাম্নি মধুদ্বিষঃ॥ ৫৬

অতএব তুমি দিগ্‌বিজয় করতে প্রস্থান করো ও কলিযুগকে পরাস্ত করে নিয়ন্ত্রণ করো। বৈষ্ণবী রীতি অনুসরণ করে এইখানে আমি তোমার সাহায্যে একমাসকাল পর্যন্ত এই ভক্তদের শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন করাবার চেষ্টা করব। আর এইভাবে ভাগবত কথারস পরিবেশন করে শ্রোতাদের ভগবান মধুসূদনের গোলকধামে প্রেরণ করবার চেষ্টা করব॥ ৫৫-৫৬ ॥

সূত উবাচ

শ্রুত্বৈবং তদ্বচো রাজা মুদিতশ্চিন্তয়াতুরঃ।
তদা বিজ্ঞাপয়ামাস স্বাভিপ্রায়ং তমুদ্ধবম্॥ ৫৭

শ্রীসূত বললেন—রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীউদ্ধবের আদেশে কলিযুগকে বশীভূত করবার কথায় অতি প্রসন্নচিত্ত হলেন। তাঁর প্রসন্নতা ক্ষণস্থায়ী হল এই চিন্তা করে যে, দিগ্‌বিজয়ে গেলে তো তাঁকে ভাগবতকথা শ্রবণে বঞ্চিতই থাকতে হবে ! তিনি চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং শ্রীউদ্ধবকে তাঁর অভিপ্রায় এইভাবে নিবেদন করলেন॥ ৫৭ ॥

পরীক্ষিদুবাচ

কলিং তু নিগ্রহীষ্যামি তাত তে বচসি স্থিতঃ।
শ্রীভাগবতসম্প্রাপ্তিঃ কথং মম ভবিষ্যতি॥ ৫৮

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন—হে তাত ! আপনার আদেশানুসারে আমি অতি শীঘ্র কলিযুগকে পরাস্ত করতে তৎপর অবশ্যই হব কিন্তু আমার শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্তি কেমন করে হবে ? ৫৮ ॥

অহং তু সমনুগ্রাহ্যস্তব পাদতলে শ্রিতঃ।

আমিও আপনার শ্রীচরণে শরণাগত। তাই আমার উপরও আপনার অনুগ্রহ বর্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সূত উবাচ

শ্রুত্বৈতদ্ বচনং ভূয়োঽপ্যুদ্ধবস্তমুবাচ হ॥ ৫৯

শ্রীসূত বললেন—তাঁর কথা শুনে শ্রীউদ্ধব আবার বললেন॥ ৫৯ ॥

উদ্ধব উবাচ

রাজংশ্চিন্তা তু তে কাপি নৈব কার্যা কথঞ্চন।
তবৈব ভগবচ্ছাস্ত্রে যতো মুখ্যাধিকারিতা॥ ৬০

শ্রীউদ্ধব বললেন—রাজন্ ! তোমার তো কোনো রকম চিন্তা করবার প্রয়োজনই নেই ; কারণ এই ভাগবতশাস্ত্রের প্রধান অধিকারী প্রকৃতপক্ষে তো স্বয়ং তুমিই॥ ৬০ ॥

এতাবৎ কালপর্যন্তং প্রায়ো ভাগবতশ্রুতেঃ।
বার্তামপি ন জানন্তি মনুষ্যাঃ কর্মতৎপরাঃ॥ ৬১

সমস্যাজর্জরিত জনগণ সাংসারিক কর্মে এত বেশি সংলগ্ন যে প্রায়শ এখন তারা ভাগবত শ্রবণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও অবগত নয়॥ ৬১ ॥

ত্বৎপ্রসাদেন বহবো মনুষ্যা ভারতাজিরে।
শ্রীমদ্ভাগবতপ্রাপ্তৌ সুখং প্রাপ্স্যন্তি শাশ্বতম্॥ ৬২

তোমারই পুণ্যফলে এই ভারতবর্ষের অধিকাংশ জনগণ শ্রীমদ্ভাগবতকথা লাভ করে শাশ্বত সুখ উপভোগ করবে॥ ৬২ ॥

নন্দনন্দনরূপস্তু শ্রীশুকো ভগবানৃষিঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতং তুভ্যং শ্রাবয়িষ্যত্যসংশয়ম্॥ ৬৩

মহর্ষি ভগবান শ্রীশুকদেব স্বয়ং সাক্ষাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। তিনিই তোমাকে শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণ করাবেন। এই কথা সর্বতোভাবে সত্য বলেই জানবে॥ ৬৩ ॥

তেন প্রাপ্স্যসি রাজংস্ত্বং নিত্যং ধাম ব্রজেশিতুঃ।
শ্রীভাগবতসঞ্চারস্ততো ভুবি ভবিষ্যতি॥ ৬৪

রাজন্! সেই কথা শ্রবণ করে তুমি স্বয়ং ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম লাভ করবে। অতঃপর এই ধরাতলে শ্রীমদ্ভাগবত কথার প্রচার ও প্রসার হবে॥ ৬৪ ॥

তস্মাত্ত্বং গচ্ছ রাজেন্দ্র কলিনিগ্রহমাচর।

অতএব হে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ! তুমি নিশ্চিন্তমনে গমন করো ও কলিযুগকে পরাস্ত করে বশীভূত করে নাও।

সূত উবাচ

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য গতো রাজা দিশাং জয়ে॥ ৬৫

শ্রীসূত বললেন—শ্রীউদ্ধবের কথনে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁকে পরিক্রমা করে প্রণাম করলেন ও দিগ্‌বিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন॥ ৬৫ ॥

ব্রজস্তু নিজরাজ্যেশং প্রতিবাহুং বিধায় চ।
তত্রৈব মাতৃভিঃ সাকং তস্থৌ ভাগবতাশয়া॥ ৬৬

এদিকে বজ্রও পুত্র প্রতিবাহুকে মথুরায় রাজারূপে অভিষিক্ত করে সেই স্থানে গমন করলেন যেখানে শ্রীউদ্ধবের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে মাতাগণও ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছায় তাঁরা সেইস্থানে বসবাস করতে লাগলেন॥ ৬৬ ॥

অথ বৃন্দাবনে মাসং গোবর্ধনসমীপতঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদস্তূদ্ধবেন প্রবর্তিতঃ॥ ৬৭

তদনন্তর শ্রীউদ্ধব বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বত সমীপে এক মাস পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃতের রসধারা প্রবাহিত করলেন॥ ৬৭ ॥

তস্মিন্নাস্বাদ্যমানে তু সচ্চিদানন্দরূপিণী।
প্রচকাশে হরের্লীলা সর্বতঃ কৃষ্ণ এব চ॥ ৬৮

রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমী শ্রোতাদের শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় লীলারও দর্শন হতে লাগল। তাঁরা সবকিছু শ্রীকৃষ্ণময় প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন॥ ৬৮ ॥

আত্মানং চ তদন্তঃস্থং সর্বেঽপি দদৃশুস্তদা।
বজ্রস্তু দক্ষিণে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণপাদসরোরুহে॥ ৬৯

স্বাত্মানং কৃষ্ণবৈধুর্যান্মুক্তস্তদ্ভুব্যশোভত।
তাশ্চ তন্মাতরঃ কৃষ্ণে রাসরাত্রিপ্রকাশিনি॥ ৭০

চন্দ্রে কলাপ্রভারূপমাত্মানং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ।
স্বপ্রেষ্ঠবিরহব্যাধিবিমুক্তাঃ স্বপদং যযুঃ॥ ৭১

সমবেত শ্রোতৃগণ এও দেখলেন যে তাঁরা শ্রীভগবানের স্বরূপে অবস্থান করছেন। বজ্রনাভ দেখলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদপদ্মে স্থান পেয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিয়োগ-বিরহ থেকে মুক্ত হয়ে সেইস্থান সুশোভিত মনে করে কৃতার্থ হলেন। বজ্রনাভের রোহিণী আদি মাতাগণ রাস-রজনীতে প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে নিজেদের কলা ও প্রভারূপে প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা প্রাণসম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণেরই পরমধামে প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন॥ ৬৯-৭১ ॥

যেঽন্যে চ তত্র তে সর্বে নিত্যলীলান্তরং গতাঃ।
ব্যবহারিকলোকেভ্যঃ সদ্যোঽদর্শনমাগতাঃ॥ ৭২

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য শ্রোতাগণও শ্রীভগবানের নিত্য অন্তরঙ্গ লীলায় সংলগ্ন হয়ে ব্যবহারিক এই স্থূল জগৎ থেকে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন॥ ৭২ ॥

গোবর্ধননিকুঞ্জেষু গোষু বৃন্দাবনাদিষু।
নিত্যং কৃষ্ণেন মোদন্তে দৃশ্যন্তে প্রেমতৎপরৈঃ॥ ৭৩

তাঁরা সকলেই গোবর্ধন পর্বতের কুঞ্জকাননাদিতে, বৃন্দাবন-কাম্যবন আদি বনে এবং সেইখানকার ধেনুকুলের মধ্যে বিচরণরত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিচরণ করে অনন্ত আনন্দানুভূতি লাভ করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ভক্তদের শ্রীভগবানের দর্শন লাভও হয়ে গেল॥ ৭৩ ॥

সূত উবাচ

য এতাং ভগবৎপ্রাপ্তিং শৃণুয়াচ্চাপি কীর্তয়েৎ।
তস্য বৈ ভগবৎপ্রাপ্তির্দুঃখহানিশ্চ জায়তে॥ ৭৪

শ্রীসূত বললেন—ভগবদপ্রাপ্তিকারী এই শ্রীমদ্ভাগবত কথা যাঁরা শ্রবণ ও কীর্তন করবেন তাঁদের শ্রীভগবান লাভ অবশ্যই হবে। তাঁদের দুঃখেরও অবসান সর্বকালের জন্য হয়ে যাবে॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে পরীক্ষিদুদ্ধবসংবাদে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দ মহাপুরাণের একাশি সহস্র সংহিতার দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যের গোবর্ধন পর্বত সমীপে পরীক্ষিৎ-উদ্ধব সংবাদে শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যের তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, প্রমাণ, শ্রোতা ও বক্তার লক্ষণ, শ্রবণবিধি এবং মাহাত্ম্য

ঋষয় ঊচুঃ

সাধু সূত চিরং জীব চিরমেবং প্রশাধি নঃ।
শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যমপূর্বং ত্বন্মুখাচ্ছ্রুতম্॥ ১

শৌনকাদি ঋষিগণ বললেন—হে শ্রীসূত ! আপনি আমাদের এক অতি পুণ্যকথা শুনিয়েছেন। আপনার আয়ু পরিবর্ধিত হোক ; আপনি চিরজীবী হয়ে অনন্তকাল পর্যন্ত এইরূপ উপদেশ আমাদের দিতে থাকুন। আজ আপনার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব মাহাত্ম্য আমরা শ্রবণ করেছি॥ ১ ॥

তৎস্বরূপং প্রমাণং চ বিধিং চ শ্রবণে বদ।
তদ্বক্তুর্লক্ষণং সূত শ্রোতুশ্চাপি বদাধুনা॥ ২

হে শ্রীসূত ! আমাদের এখন বলে দিন যে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ কী ? তার প্রমাণ তার শ্লোকসংখ্যা কত ? কোন্ শ্রেষ্ঠ বিধি আচরণ করে তা শ্রবণ করা উচিত ? আর শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ কী ? আমরা বস্তুত জানতে চাই যে শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতা কেমন হওয়া উচিত ॥ ২ ॥

সূত উবাচ

শ্রীমদ্ভাবগবতস্যাথ শ্রীমদ্ভগবতঃ সদা।
স্বরূপমেকমেবাস্তি সচ্চিদানন্দলক্ষণম্॥ ৩

শ্রীসূত বললেন—হে ঋষিগণ ! শ্রীমদ্ভাগবতের

শ্রীকৃষ্ণাসক্তভক্তানাং তন্মাধুর্যপ্রকাশকম্।
সমুজ্জৃম্ভতি যদ্বাক্যং বিদ্ধি ভাগবতং হি তৎ।। ৪

জ্ঞানবিজ্ঞানভক্ত্যঙ্গচতুষ্টয়পরং বচঃ।
মায়ামর্দনদক্ষং চ বিদ্ধি ভাগবতং চ তৎ।। ৫

প্রমাণং তস্য কো বেদ হ্যনন্তস্যাক্ষরাত্মনঃ।
ব্রহ্মণে হরিণা তদ্দিক্ চতুঃশ্লোক্যা প্রদর্শিতা।। ৬

তদানন্ত্যাবগাহেন স্বেপ্সিতাবহনক্ষমাঃ।
ত এব সন্তি ভো বিপ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।। ৭

মিতবুদ্ধ্যাদিবৃত্তীনাং মনুষ্যাণাং হিতায় চ।
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদো যোঽসৌ ব্যাসেন কীর্তিতঃ।। ৮

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো যোঽসৌ ভাগবতাভিধঃ।
কলিগ্রাহগৃহীতানাং স এব পরমাশ্রয়ঃ।। ৯

শ্রোতারোঽথ নিরূপ্যন্তে শ্রীমদ্বিষ্ণুকথাশ্রয়াঃ।
প্রবরা অবরাশ্চেতি শ্রোতারো দ্বিবিধা মতাঃ।। ১০

প্রবরাশ্চাতকো হংসঃ শুকো মীনাদয়স্তথা।
অবরা বৃকভূরুণ্ডবৃষোষ্ট্রাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।। ১১

অখিলোপেক্ষয়া যস্তু কৃষ্ণশাস্ত্রশ্রুতৌ ব্রতী।
স চাতকো যথাম্ভোদমুক্তে পাথসি চাতকঃ।। ১২

হংসঃ স্যাৎ সারমাদত্তে যঃ শ্রোতা বিবিধাচ্ছ্রুতাৎ।
দুগ্ধেনৈক্যং গতাত্তোয়াদ্ যথা হংসোঽমলং পয়ঃ।। ১৩

স্বরূপ ও শ্রীভগবানের স্বরূপ এক এবং অভিন্ন। তা সচ্চিদানন্দময়।। ৩ ।।

শ্রীকৃষ্ণ চিত্তে সংলগ্ন ভাবুক ভক্তহৃদয়ে যে সর্বোৎকৃষ্ট রসধারা শ্রীভগবানের মাধুর্যকে অভিব্যক্ত করে ও তার দিব্য রসাস্বাদন করায়, তাই শ্রীমদ্ভাগবত।। ৪ ।।

যা বাক্য, বিজ্ঞান, ভক্তি এবং তাঁর অঙ্গসম্ভূত সাধনা চতুষ্টয়ের প্রকাশক ও যা মায়ামর্দন করতে সমর্থ, তাই শ্রীমদ্ভাগবত।। ৫ ।।

শ্রীমদ্ভাগবত অনন্ত, অক্ষরস্বরূপ ; তার প্রমাণের কথা জানা কেমন করে সম্ভব হবে ! পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শ্লোকচতুষ্টয়ের মাধ্যমে তার দিগ্‌দর্শন করিয়েছিলেন মাত্র ! ৬ ।।

হে বিপ্রগণ ! এই শ্রীমদ্ভাগবতের অতলস্পর্শী গভীরতায় ডুব দিয়ে কাম্য বস্তু আহরণ করে নেওয়ার ক্ষমতা কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরই আছে, অন্য কারো নেই।। ৭ ।।

কিন্তু যাঁরা পরিমিত বুদ্ধি, তাঁদের হিতার্থে শ্রীব্যাসদেবের দ্বারা পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের সংবাদরূপে যা বর্ণিত হয়েছে তারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত। সেই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশ সহস্র। এই ভবসাগরে যে প্রাণিগণ কলিরূপ মকর থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত তাদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল।। ৮-৯ ।।

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীর (শ্রীমদ্ভাগবতের) আশ্রিত শ্রোতাদের বর্ণনা করছি। শ্রোতা দুই রকমের হয়ে থাকে উত্তম আর অধম।। ১০ ।।

উত্তম শ্রোতাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ বর্তমান —যেমন চাতক, হংস, শুক, মীন আদি। একইভাবে অধম শ্রোতাদের মধ্যে বহু শ্রেণীবিভাগ বর্তমান যেমন বৃক, ভূরুণ্ড, বৃষ, উষ্ট্র আদি।। ১১ ।।

'চাতক' বলে পাপিয়াকে। তার স্পৃহা কেবল বাদলবর্ষজনিত বারিধারায় থাকে ; সে অন্য জল স্পর্শও করে না। সমভাবে যে শ্রোতা অন্য সব ত্যাগ করে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধিত শাস্ত্র শ্রবণের ব্রত গ্রহণ করে তাকে 'চাতক' বলা হয়ে থাকে।। ১২ ।।

হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ থেকে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করে ও জল ত্যাগ করে। সমভাবে যে শ্রোতা বহু শাস্ত্র শ্রবণ করে কেবল তার সারবস্তু ধারণ করে তাকে 'হংস' বলা

শুকঃ সুষ্ঠু মিতং বক্তি ব্যাসং শ্রোতৄংশ্চ হর্ষয়ন্।
সুপাঠিতঃ শুকো যদ্বচ্ছিক্ষকং পার্শ্বগানপি॥ ১৪

শব্দং নানিমিষো জাতু করোত্যাস্বাদয়ন্ রসম্।
শ্রোতা স্নিগ্ধো ভবেন্মীনো মীনঃ ক্ষীরনিধৌ যথা॥ ১৫

যস্তুদন্ রসিকাঞ্ছ্রোতৄন্ বিরৌত্যজ্ঞো বৃকো হি সঃ।
বেণুস্বনরসাসক্তান্ বৃকোঽরণ্যে মৃগান্ যথা॥ ১৬

ভূরুণ্ডঃ শিক্ষয়েদন্যাঞ্ছ্রুত্বা ন স্বয়মাচরেৎ।
যথা হিমবতঃ শৃঙ্গে ভূরুণ্ডাখ্যো বিহঙ্গমঃ॥ ১৭

সর্বং শ্রুতমুপাদত্তে সারাসারান্ধধীর্বৃষঃ।
স্বাদুদ্রাক্ষাং খলিং চাপি নির্বিশেষং যথা বৃষঃ॥ ১৮

স উষ্ট্রো মধুরং মুঞ্চন্ বিপরীতে রমেত যঃ।
যথা নিম্বং চরত্যুষ্ট্রো হিত্বাম্রমপি তদ্‌যুতম্॥ ১৯

অন্যেঽপি বহবো ভেদা দ্বয়োর্ভৃঙ্গখরাদয়ঃ।
বিজ্ঞেয়াস্তত্তদাচারৈস্তত্তৎপ্রকৃতিসম্ভবৈঃ ॥ ২০

হয়ে থাকে॥ ১৩ ॥

উত্তমরূপে শিক্ষিত 'শুক' তার মধুর বাণীদ্বারা শিক্ষক ও আগমনকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের আনন্দদান করে থাকে। সমভাবে যে শ্রোতা কথক ব্যাসের মুখে উপদেশাদি শ্রবণ করে তা সুন্দর ও পরিমিত ভাষায় পুনঃ প্রচার করে ব্যাস ও অন্যান্য শ্রোতাদের পরমআনন্দ প্রদান করে তাকে 'শুক' বলে॥ ১৪ ॥

ক্ষীরসাগরে মীন মৌন থেকে অপলক দৃষ্টি রেখে সদা দুগ্ধ পানে রত থাকে। সমভাবে যে কথা শ্রবণকালে অনিমিষ নয়নে কোনে কথা না বলে সদাই কথা রসাস্বাদন করে যেতেই থাকে, তাকে প্রেমী 'মীন' শ্রোতা বলে॥ ১৫ ॥

(উত্তম শ্রোতাদের পর এইবার অধম শ্রোতাদের কথা বলা হচ্ছে) 'বৃক' মানে নেকড়ে বাঘ। বেণুর সুমধুর শব্দ শুনে যখন মৃগকুল শান্ত হয়ে তা শ্রবণ করে, তখন নেকড়ে বাঘ তাদের ভয় দেখাবার জন্য ভীষণ গর্জন করে থাকে। সমভাবে যে মূর্খ, কথা শ্রবণকালে রসিক শ্রোতাদের বিরক্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলতে শুরু করে তাকে 'বৃক' বলে॥ ১৬ ॥

হিমালয় পর্বত শিখরে ভূরুণ্ড জাতির পক্ষী দেখা যায়। শিক্ষাপ্রদ কথা শুনে ভূরুণ্ড তা কপচাতে থাকে কিন্তু তার তাতে কোনো লাভ আদৌ হয় না। সমভাবে যে শিক্ষাপ্রদ কথা শ্রবণ করে তা অন্য লোকেদের বলে কিন্তু নিজে তা আচরণ করে না তেমন শ্রোতাকে 'ভূরুণ্ড' বলা হয়॥ ১৭ ॥

'বৃষ' মানে ষাঁড়। তার সম্মুখে সুমিষ্ট আঙুর ফল থাক অথবা কষাটে জাবনা, সে দুটোকেই এক মনে করে ভক্ষণ করে। সমভাবে যে শ্রবণ করা সকল কথা গ্রহণ করে কিন্তু সার-অসার বিবেচনা বুদ্ধি বিরহিত হয়, তাকে 'বৃষ' বলে॥ ১৮ ॥

উষ্ট্র অর্থাৎ উট মাধুর্যযুক্ত আম না খেয়ে নিমপাতা ভক্ষণ করে থাকে। সমভবে যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের মধুর কথা ছেড়ে সাংসারিক কথাবার্তাতেই আনন্দ লাভ করবার চেষ্টায় রত থাকে তাকে 'উষ্ট্র' শ্রোতা বলে॥ ১৯ ॥

এইখানে অল্প কিছু শ্রেণীবিভাগ আলোচিত হল। এ ছাড়া উত্তম-অধম দুই রকমের শ্রোতাদের মধ্যে ভ্রমর, গর্দভ আদি বহু শ্রেণীবিভাগ বর্তমান। এই শ্রেণীবিভাগকে

যঃ স্থিত্বাভিমুখং প্রণম্য বিধিবৎ-
ত্যক্তান্যবাদো হরে-
র্লীলাঃ শ্রোতুমভীপ্সতেঽতিনিপুণো
নম্রোঽথ ক্লৃপ্তাঞ্জলিঃ।
শিষ্যো বিশ্বসিতোঽনুচিন্তনপরঃ
প্রশ্নেঽনুরক্তঃ শুচি-
র্নিত্যং কৃষ্ণজনপ্রিয়ো নিগদিতঃ
শ্রোতা স বৈ বক্তৃভিঃ॥ ২১

ভগবন্মতিরনপেক্ষঃ সুহৃদো দীনেষু সানুকম্পো যঃ।
বহুধা বোধনচতুরো বক্তা সম্মানিতো মুনিভিঃ॥ ২২

অথ ভারতভূস্থানে শ্রীভাগবতসেবনে।
বিধিং শৃণুত ভো বিপ্রা যেন স্যাৎ সুখসন্ততিঃ॥ ২৩

রাজসং সাত্ত্বিকং চাপি তামসং নির্গুণং তথা।
চতুর্বিধং তু বিজ্ঞেয় শ্রীভাগবতসেবনম্॥ ২৪

সপ্তাহং যজ্ঞবদ্ যত্তু সশ্রমং সত্বরং মুদা।
সেবিতং রাজসং তত্তু বহুপূজাদিশোভনম্॥ ২৫

মাসেন ঋতুনা বাপি শ্রবণং স্বাদসংযুতম্।
সাত্ত্বিকং যদনায়াসং সমস্তানন্দবর্ধনম্॥ ২৬

তামসং যত্তু বর্ষেণ সালসং শ্রদ্ধয়া যুতম্।
বিস্মৃতিস্মৃতিসংযুক্তং সেবনং তচ্চ সৌখ্যদম্॥ ২৭

শ্রোতাদের স্বাভাবিক আচরণ-ব্যবহারের মাধ্যমে বিচার করে দেখা উচিত॥ ২০ ॥

বক্তার সম্মুখে তাঁকে বিধি অনুসারে প্রণাম নিবেদন করে উপবেশন করা, সাংসারিক কথা না বলে শ্রীভগবানের লীলাকথা শ্রবণের ইচ্ছা পোষণ করা, বুঝতে পারঙ্গম, নম্র, জোড়হস্ত, শিষ্যভাবে উপদেশ সকল গ্রহণ করা, অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ধারণ করা, কোনো কথা না বুঝতে পারলে পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করা, পবিত্রভাবে থাকা ও শ্রীকৃষ্ণভক্তদের উপর নিত্য প্রেম ধারণ করা—বক্তাগণ এরূপ শ্রোতাদের উত্তম শ্রোতা বলে থাকেন॥ ২১ ॥

এইবার সুবক্তার লক্ষণ শুনে রাখো। শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত মন, বস্তুকামনা বিরহিত, সর্বসুহৃদ, দীনদরিদ্র ব্যক্তিদের উপর দয়াশীল ও বহু যুক্তি সহকারে তত্ত্ব-কথা বোধ প্রদানে সুচতুর বক্তা, সুবক্তারূপে পরিচিত হয়ে থাকেন। তাঁদের মুনিগণও সম্মান প্রদর্শন করেন॥ ২২ ॥

হে বিপ্রগণ ! আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের যে সর্বোৎকৃষ্ট বিধি প্রচলিত আছে তা বলছি ; আপনারা শুনুন। সুখ পরম্পরা বিস্তারে এই বিধি অতুলনীয়॥ ২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত সেবন চারভাবে হয়ে থাকে—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও নির্গুণ॥ ২৪ ॥

প্রসন্নতা সহকারে 'রাজসিক' শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের লক্ষণসকল এইরূপ—যজ্ঞ সম্পাদনের ন্যায় প্রস্তুতি, পূজাসামগ্রীসকল আয়োজনে অত্যধিক জাঁক-জমক প্রদর্শন, অত্যধিক পরিশ্রম করে উদ্বিগ্ন চিত্তে সপ্ত দিবসেই সমাপন আদি॥ ২৫ ॥

'সাত্ত্বিক' শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের লক্ষণ এইরূপ হয়ে থাকে—এক বা দুই মাসকাল ধরে ধীরে ধীরে কথার রসাস্বাদন করা, শ্রবণকালে অহেতুক বা পরিশ্রম করে শক্তিক্ষয় থেকে বিরত থাকা, পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করাই আসল উদ্দেশ্য—এই কথা মনে রাখা ইত্যাদি॥ ২৬ ॥

'তামসিক' শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের লক্ষণ এইরূপ হয়ে থাকে—ধারাবাহিকতার অভাবদুষ্ট অর্থাৎ প্রমাদবশত মাঝে-মধ্যে বিরাম ঘটিয়ে আবার সুযোগমতো আরম্ভ করা। তাৎপর্য হল যে আলস্য ও অশ্রদ্ধাযুক্ত থেকে

বর্ষমাসদিনানাং তু বিমুচ্য নিয়মাগ্রহম্।
সর্বদা প্রেমভক্ত্যৈব সেবনং নির্গুণং মতম্॥ ২৮

পারীক্ষিতেঽপি সংবাদে নির্গুণং তৎ প্রকীর্তিতম্।
তত্র সপ্তদিনাখ্যানং তদায়ুর্দিনসংখ্যয়া॥ ২৯

অন্যত্র ত্রিগুণং চাপি নির্গুণং চ যথেচ্ছয়া।
যথা কথঞ্চিৎ কর্তব্যং সেবনং ভগবচ্ছ্রুতেঃ॥ ৩০

যে শ্রীকৃষ্ণবিহারৈকভজনাস্বাদলোলুপাঃ।
মুক্তাবপি নিরাকাঙ্ক্ষাস্তেষাং ভাগবতং ধনম্॥ ৩১

যেঽপি সংসারসন্তাপনির্বিণ্ণা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ।
তেষাং ভবৌষধং চৈতৎ কলৌ সেব্যং প্রযত্নতঃ॥ ৩২

যে চাপি বিষয়ারামাঃ সাংসারিকসুখস্পৃহাঃ।
তেষাং তু কর্মমার্গেণ যা সিদ্ধিঃ সাধুনা কলৌ॥ ৩৩

সামর্থ্যধনবিজ্ঞানাভাবাদত্যন্তদুর্লভা।
তস্মাত্তৈরপি সংসেব্যা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা॥ ৩৪

ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ বাহনাদি যশো গৃহান্।
অসাপত্ন্যং চ রাজ্যং চ দদ্যাদ্ ভাগবতী কথা॥ ৩৫

ইহ লোকে বরান্ ভুক্ত্বা ভোগান্ বৈ মনসেপ্সিতান্।
শ্রীভাগবতসঙ্গেন যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্॥ ৩৬

শ্রবণকাল এক বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা। এই 'তামস' ভাগবত শ্রবণও না-শোনা থেকে ভালো এবং পরিণামে তাও সুখ প্রদানকারী হয়ে থাকে ॥ ২৭ ॥

যখন প্রেম ও ভক্তি সহকারে বৎসর, মাস, দিন আদির বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে শ্রীমদ্ভাগবত সেবন করা হয় তখন সেই সেবনকে 'নির্গুণ' সেবন বলা হয়॥ ২৮॥

রাজা পরীক্ষিৎ ! শ্রীশুকদেব সংবাদে যে শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের উল্লেখ আছে তাকে নির্গুণ সেবনই বলা হয়ে থাকে। সাত দিনে শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের তাৎপর্য হল এই যে রাজা পরীক্ষিতের পরমায়ু সাত দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল। এখানে সপ্তাহ-কথা নিয়ম পালনের প্রশ্ন নিরর্থক॥ ২৯ ॥

ভারতবর্ষ বহির্ভূত অন্যান্য স্থানেও শ্রীমদ্ভাগবতের সেবন ত্রিগুণ (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) অথবা নির্গুণ যে কোনো ভাবে নিজের রুচি অনুসারে হওয়া উচিত। তাৎপর্য হল, যে কোনো উপায়েই হোক না কেন শ্রীমদ্ভাগবতের সেবন, শ্রবণ একান্তই প্রয়োজন॥ ৩০ ॥

যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ-সংকীর্তন ও রসাস্বাদনে স্পৃহা রাখে, এমনকি মোক্ষেরও স্পৃহা ধারণ করে না, তার পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতই এক বিশাল সম্পদসম॥ ৩১ ॥

এবং যে সাংসারিক দুঃখে কাতর হয়ে নিজের মুক্তি কামনা করে, তারজন্য এই শ্রীমদ্ভাগবত ভবরোগের ঔষধি-সম। অতএব কলিকালে উত্তমরূপে শ্রীমদ্ভাগবত সেবন করাতেই কল্যাণ নিহিত॥ ৩২ ॥

আর কলিযুগে বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে সুখ ভোগের বাসনা ধারণ করাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মপথ (যজ্ঞাদি আয়োজন করা) অবলম্বন করবার সামর্থ্য, সম্পদ ও শাস্ত্রজ্ঞানই বা তাদের কোথায়, যার দ্বারা তারা সিদ্ধিলাভ করতে পারে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতকথা সেবন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করবার পথই তাদের পক্ষে প্রযোজ্য॥ ৩৩-৩৫ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতকথা তাদের স্ত্রী, পুত্র, সম্পদ, হস্তী-অশ্বাদি বাহন, যশ, বাসস্থান ও নিষ্কণ্টক রাজত্ব দানেও সক্ষম॥ ৩৫ ॥

আধার সকাম হলেও যদি ভাগবত আশ্রিত হয়, সে দেহধারণকালে এই জগতের বস্তুসকলকে উপভোগ করে

যত্র ভাগবতী বার্তা যে চ তচ্ছ্রবণে রতাঃ।
তেষাং সংসেবনং কুর্যাদ্ দেহেন চ ধনেন চ।। ৩৭

আর দেহান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের সান্নিধ্যলাভ হেতু শ্রীহরির পরমধাম লাভ করতে সক্ষম হয়।। ৩৬ ।।

ভাগবত কথার আয়োজক ও শ্রোতাদের কায়িক ও আর্থিক সেবা সাহায্য করা ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য।। ৩৭ ।।

তদনুগ্রহতোঽস্যাপি শ্রীভাগবতসেবনম্।
শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং যত্তৎ সর্বং ধনসংজ্ঞিতম্।। ৩৮

শ্রীহরির কৃপায় সেবা-সাহায্যে যুক্ত ব্যক্তিগণও শ্রীমদ্ভাগবত সেবনের পুণ্য লাভ করে থাকেন। কামনা হয় দুই প্রকারের—শ্রীকৃষ্ণলাভ অথবা সম্পদের। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য সকল বস্তুই সম্পদের অন্তর্গত হয়ে থাকে।। ৩৮ ।।

কৃষ্ণার্থীতি ধনার্থীতি শ্রোতা বক্তা দ্বিধা মতঃ।
যথা বক্তা তথা শ্রোতা তত্র সৌখ্যং বিবর্ধতে।। ৩৯

শ্রোতা ও বক্তা উভয়েই দুই প্রকারের হয় —কেউ শ্রীকৃষ্ণ কামনা করে আর কেউ সম্পদ কামনা করে। শ্রোতা ও বক্তা সমগোত্র হলে কথায় রসাস্বাদন হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সুখবৃদ্ধি লাভ হওয়াই স্বাভাবিক।। ৩৯ ।।

উভয়োর্বৈপরীত্যে তু রসাভাসে ফলচ্যুতিঃ।
কিন্তু কৃষ্ণার্থিনাং সিদ্ধির্বিলম্বেনাপি জায়তে।। ৪০

যদি শ্রোতা ও বক্তার শ্রেণী ভিন্ন হয় তখন রসাভাস হয়ে থাকে, তাতে ফলবিচ্যুতি হয়। কিন্তু বিলম্ব হলেও শ্রীকৃষ্ণলাভের কামনাযুক্ত বক্তা ও শ্রোতার সুফল লাভ অবশ্যই হয়।। ৪০ ।।

ধনার্থিনস্তু সংসিদ্ধির্বিধিসম্পূর্ণতাবশাৎ।
কৃষ্ণার্থিনোঽগুণস্যাপি প্রেমৈব বিধিরুত্তমঃ।। ৪১

কিন্তু সম্পদ কামনাযুক্ত ব্যক্তির সিদ্ধিলাভের জন্য প্রধান শর্ত হল যে, অনুষ্ঠান বিধি-বিধান অনুসারে সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কামনাযুক্ত ব্যক্তি সর্বতোভাবে গুণবিরহিত হলেও এবং তার বিধি-বিধানে অসম্পূর্ণতা থেকে গেলেও যদি তার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ থাকে, তবে তার পক্ষে এই প্রেমই হল সর্বোত্তম বিধি।। ৪১ ।।

আসমাপ্তি সকামেন কর্তব্যো হি বিধিঃ স্বয়ম্।
স্নাতো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা প্রাশ্য পাদোদকং হরেঃ।। ৪২

পুস্তকং চ গুরুং চৈব পূজয়িত্বোপচারতঃ।
ব্রূয়াদ্ বা শৃণুয়াদ্ বাপি শ্রীমদ্ভাগবতং মুদা।। ৪৩

সকাম ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতকথা সমাপন দিবস পর্যন্ত স্বয়ং অতি সতর্ক থেকে সকল বিধির উত্তমরূপে পালন করবে। (ভাগবতকথা শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের পক্ষে পালনযোগ্য বিধি এইরূপ) নিত্য প্রাতঃকালে স্নান করে নিত্যকর্ম করা। অতঃপর শ্রীভগবানের চরণামৃত ধারণ করে পূজাসামগ্রী সহযোগে শ্রীমদ্ভাগবত ও গুরুদেবের (ব্যাসদেবের) পূজা করা। অতঃপর অতি প্রসন্নচিত্তে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা স্বয়ং পাঠ করা অথবা শ্রবণ করা।। ৪২-৪৩ ।।

পয়সা বা হবিষ্যেণ মৌনং ভোজনমাচরেৎ।
ব্রহ্মচর্যমধঃসুপ্তিং ক্রোধলোভাদিবর্জনম্।। ৪৪

মৌনভাবে দুগ্ধ অথবা ক্ষীর গ্রহণ করা। নিত্য ব্রহ্মচর্য পালন ও ভূমিতে শয়ন করা, ক্রোধ এবং লোভ আদি ত্যাগ করা।। ৪৪ ।।

কথান্তে কীর্তনং নিত্যং সমাপ্তৌ জাগরং চরেৎ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু দক্ষিণাভিঃ প্রতোষয়েৎ॥ ৪৫

নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথা সমাপন হলে নাম-সংকীর্তন করা ও পারায়ণের সমাপ্তিতে রাত্রি জাগরণ করা। সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তাঁদের দক্ষিণা দান করে সন্তুষ্ট করা॥ ৪৫ ॥

গুরবে বস্ত্রভূষাদি দত্ত্বা গাং চ সমর্পয়েৎ।
এবং কৃতে বিধানে তু লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্॥ ৪৬

দারাগারসুতান্ রাজ্যং ধনাদি চ যদীপ্সিতম্।
পরংতু শোভতে নাত্র সকামত্বং বিড়ম্বনম্॥ ৪৭

কথক গুরুদেবকে বস্ত্র, আভরণ দান ও ধেনু অর্পণ করে সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। এই বিধি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা পাঠ আয়োজন করলে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য ও সম্পদাদি অভীষ্ট বস্তুসকল লাভ হয়ে থাকে ; মনোবাঞ্ছা পূরণে এই পথ অতুলনীয়। কিন্তু সকাম শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আয়োজন একটি বিড়ম্বনা মাত্র ; ভাগবত কথায় সকাম চিন্তা যে অশোভনীয়॥ ৪৬-৪৭ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং শশ্বৎ প্রেমানন্দফলপ্রদম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাষিতম্॥ ৪৮

শ্রীশুকদেবকথিত এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র তো সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে সহায়ক ; কলিযুগে তা শাশ্বত প্রেমানন্দ-রূপ ফল প্রদান করে থাকে॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে ভাগবতশ্রোতৃবক্তৃলক্ষণশ্রবণবিধিনিরূপণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দ মহাপুরাণের একাশি সহস্র সংহিতার দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে ভাগবত শ্রোতা-বক্তার লক্ষণ ও শ্রবণবিধি নিরূপণ নামক চতুর্থ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

॥ সমাপ্তমিদং শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যম্ ॥

॥ শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য সমাপ্ত ॥

॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥